বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদিত

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড • কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ। বৈশাখ ১৩৫৩

প্রকাশক। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯

মুদ্রক। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপটশিল্পী। শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত

গ্রন্থন। ন্যাশনাল ট্রেডার্স। কলিকাতা ৯

পরিবেশক। দাশগুপ্ত এন্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
৫৪।৩ কলেজ স্ট্রিট। কলিকাতা ১২

মূল্য : পঁচিশ টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

বৈষ্ণব পদাবলী বাঙলা-সাহিত্যের মধ্যযুগের সমৃদ্ধতম সাহিত্য। ভাবের ঐশ্বর্যে এবং সূক্ষ্ম-সৌকুমার্যে, প্রকাশভঙ্গির চারুত্বে এবং বৈচিত্র্যে এই পদগুলি পৃথিবীর যে-কোনও সাহিত্যের পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ শতকের গীতি-কবিতার সহিত তুলনায় গর্বের বস্তু বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এক্ষেত্রে অন্যান্য সাহিত্যের গীতি-কবিতার সহিত তুলনায় বৈষ্ণব পদাবলীর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, অন্যান্য সাহিত্যের গীতি-কবিতা শুধু সাহিত্যের সামগ্রী; বিশেষভাবে সাহিত্যিকগণই তাহার রসাস্বাদনের অধিকারী; কিন্তু বাঙলা বৈষ্ণব পদাবলীর ব্যাপক জনপ্রিয়তার অনেকগুলি দিক্ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে মানুষের ধর্মবোধ এবং সাহিত্যবোধের একটি অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যরূপে ইহার চমৎকারিত্ব অনুশীলিত চিত্তে যেমন একটি গভীর আবেদন সৃষ্টি করে, তেমন রম্যস্পন্দনের ভিতর দিয়া একটি অধ্যাত্মবোধের ঈষৎ জাগরণ ইহার রসাস্বাদনকে পরিপুষ্ট এবং পরিস্রুত করিয়া তোলে। বাঙলার বৈষ্ণব-সাধকগণের নিকটে এই পদাবলী আবার অধ্যাত্ম-সাধনারই অবলম্বন, লীলাকীর্তন বৈষ্ণব-সাধনারই অঙ্গ। ধর্ম এবং সাহিত্য এই উভয় দিক্ হইতেই বৈষ্ণবপদাবলী বাঙলাদেশের সমাজজীবনের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যেই একটা সামাজিক উত্তরাধিকাররূপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই বাঙলার উচ্চতম শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতেও যেমন সূক্ষ্মরুচির বিদগ্ধজনের মধ্যে এই পদাবলী-সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ ও আস্বাদন, আবার বাঙলার অসংখ্য মন্দির-প্রাঙ্গণেও ইহার তেমনই সোৎসুক গ্রহণ—বাঙলার মাঠে-ঘাটে পথে-প্রান্তরে সর্বত্রই ইহার সর্বস্তরের লোকের দ্বারা সর্বস্তরের লোকের মধ্যে পরিবেশন। এইভাবেই বৈষ্ণবপদাবলী বাঙলার জনসমাজের মধ্যে একটা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

বৈষ্ণবপদাবলীর এতখানি ব্যাপক জনপ্রিয়তাই একখানি সুসম্পূর্ণ পদাবলী-সংগ্রহ প্রকাশের সম্বন্ধে আমাদিগকে এতখানি অবহিত এবং উৎসাহী করিয়া তুলিয়াছে। ৺সতীশচন্দ্র রায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কর্তৃক পাঁচখণ্ডে প্রকাশিত 'পদকল্পতরু'ই আধুনিককালে বৈষ্ণবপদাবলীর আকর-গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত এবং সমাদৃত ছিল। ইহার পরে অধ্যাপক শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্.এ., মহাশয় কর্তৃক চারি খণ্ডে সঙ্কলিত 'পদামৃত-মাধুরী'ও এ-বিষয়ে আমাদের প্রয়োজন অনেকখানি মিটাইতেছিল। কিন্তু অনেক বৎসর হয় 'পদকল্পতরু' দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে; কয়েক বৎসর হইল 'পদামৃত-মাধুরী'ও পাওয়া যাইতেছে না। বৈষ্ণবপদাবলীর ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং ইহার ক্রমবর্ধমান দুষ্প্রাপ্যতাই আমাদিগকে বর্তমান সঙ্কলন গ্রন্থখানি প্রকাশের মূল প্রেরণা দান করিয়াছে।

গ্রন্থ-প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া আমরা কতকগুলি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ, গ্রন্থখানিকে বৈষ্ণবপদাবলীর একখানি সুসম্পূর্ণ সঙ্কলন-গ্রন্থ করিয়া তোলা। খ্যাত-অখ্যাত প্রত্যেক কবির প্রত্যেকটি পদ সন্নিবিষ্ট করিয়া এই সুসম্পূর্ণতা আনায়ন করা সম্ভব নয়, কারণ তাহা করিতে গেলে আমরা যত সংখ্যক পদ প্রকাশ করিয়াছি, আরও প্রায় সমসংখ্যক পদ প্রকাশ করিতে হইত। আমরা তাই এক্ষেত্রে নির্বাচনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। প্রত্যেক কবির প্রত্যেকটি পদই গ্রহণ না করিয়া প্রত্যেক কবির বৈশিষ্ট্যদ্যোতক সব পদগুলিকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। যেখানে একই বিষয়ে একই কবির বহু পদ পাওয়া যায় সেখানে যে-সব পদ নবচারুত্বহীন পুনরুক্তিমাত্র বলিয়া মনে হইয়াছে সেই পদগুলির কিছু কিছু বাদ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু কোনও কবিরই উল্লেখযোগ্য একটি পদও যাহাতে বাদ না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক কবির

পৃষ্ঠনির্ধিমূলক প্রত্যেকটি কবিতার সন্নিবেশের দ্বারাই সঙ্কলনের সুসম্পূর্ণতা রক্ষা করা আমাদের আদর্শ।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা গ্রন্থখানিকে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ না করিয়া সহজ-ব্যবহারোপযোগী একটি খণ্ডে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলাম। উন্নত ধরনের মুদ্রণব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা এবং পাতলা অথচ টেকসই উত্তম কাগজ ব্যবহারের দ্বারা আমরা গ্রন্থের কলেবর নিয়ন্ত্রিত করিয়া গ্রন্থখানিকে এইভাবে সহজ-ব্যবহারোপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি। বর্তমান সঙ্কলনটিতে মোট ৩৭৫৬টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এত অধিক সংখ্যক পদ সন্নিবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আশা করি গ্রন্থের আয়তন দৈনন্দিন ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া ওঠে নাই।

আমাদের তৃতীয় সিদ্ধান্ত ছিল, গ্রন্থখানিকে যতটা সম্ভব অল্পমূল্যে সর্বসাধারণের নিকটে সুলভ করিয়া তোলা। বর্তমান কালে ছাপা, কাগজ, বাঁধাই প্রভৃতি প্রত্যেক কাজের খরচ অত্যন্তভাবে বাড়িয়া গিয়াছে; তাহার ফলে আমরা গ্রন্থখানিকে যত স্বল্পমূলে লভ্য করিয়া তুলিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম ঠিক ততটা বোধহয় সম্ভব হয় নাই; তথাপি আশা করি, পদসংখ্যার বিপুলতা এবং মুদ্রণ ও প্রকাশের সৌষ্ঠব লক্ষ্য করিয়া সহৃদয় জনসাধারণ গ্রন্থমূল্যকে অপেক্ষাকৃত কম বলিয়াই স্বীকার করিবেন।

আমাদের এই সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনাকে সুষ্ঠু রূপদান করা সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে পণ্ডিত শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন, মহাশয়কে গ্রন্থের সম্পাদক-রূপে লাভ করিয়া। বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাঁহার অনুরাগ, পাণ্ডিত্য এবং রসগ্রাহিতার কথা সর্বজনবিদিত। পদসংগ্রহ, পদবিন্যাস, পদব্যাখ্যা প্রভৃতিদ্বারা তিনি গ্রন্থখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিবার কোন চেষ্টাতেই ত্রুটি করেন নাই। গ্রন্থখানিকে নির্ভুল এবং নিখুঁত করিয়া তুলিবার কাজে কবিশেখর শ্রীযুত কালিদাস রায় মহাশয়ের সাহায্যের কথাও অকুণ্ঠভাবে স্বীকার্য। তিনি গ্রন্থের মুদ্রণ পরীক্ষা করিয়া, ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনী বিষয়ে পরামর্শ দিয়া—এবং পরিশেষে শব্দার্থ সংযোজনা করিয়া গ্রন্থের উপযোগিতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। গ্রন্থের একটি বর্ণানুক্রমিক পদসূচীও সংযোজন করা হইযাছে।

গ্রন্থ মধ্যে পদ-বিন্যাসে পদকর্তাদের কালানুক্রমিক ধারা রক্ষা করা হইয়াছে। ইহাতে প্রায় দুই শতাধিক পদকর্ত্তার পদ একত্রে পাইবার সুবিধা হইবে। আবার যেমন এক-একজন পদকর্তার পদাবলী একত্রে পাওয়া যাইবে। তেমনই তাঁহাদের পদসমূহ রসপর্যায়-ক্রমে বিন্যস্ত থাকায় রসবিচার বা রসাস্বাদনের ক্ষেত্রেও কোনও অসুবিধা হইবে না। কালানুক্রমিক এই বিন্যাস পদাবলী-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করিতে সাহায্য করিবে, সেই সঙ্গে ইহা প্রত্যেকটি পদকর্তার বৈশিষ্ট্য পর্য্যবেক্ষণেও সহায়ক হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। একটু দুর্বোধ্য পদমাত্রেরই সরল বাঙলায় ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে; যেখানে সম্পূর্ণ পদের ব্যাখ্যা দিবার প্রয়োজন মনে হয় নাই সেখানে প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-টীপ্পনী দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের পরিশিষ্টে যে অক্ষরাণুক্রমিক শব্দসূচীর সহিত দুরূহ শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে তাহা পাঠক এবং গায়ক সকলেরই অর্থোদ্ধারে ও রসগ্রহণে সাহায্য করিবে বলিয়া আশা করি।

গ্রন্থখানির বিষয়বস্তুর মহিমা ও ব্যবহারিক উপযোগিতা উভয় দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টায় আমরা ত্রুটি করি নাই। ইহা দ্বারা বৈষ্ণব-সাহিত্যানুরাগী সহৃদয় পাঠকসমাজের যদি তুষ্টিবিধান করিতে পারিয়া থাকি তবে আমাদের সকল পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা সার্থক মনে করিব।

উৎসর্গ

বাঙ্গালার বৈষ্ণব, কীর্ত্তন গায়ক

ও

পদাবলী-প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণের

করকমলে

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা
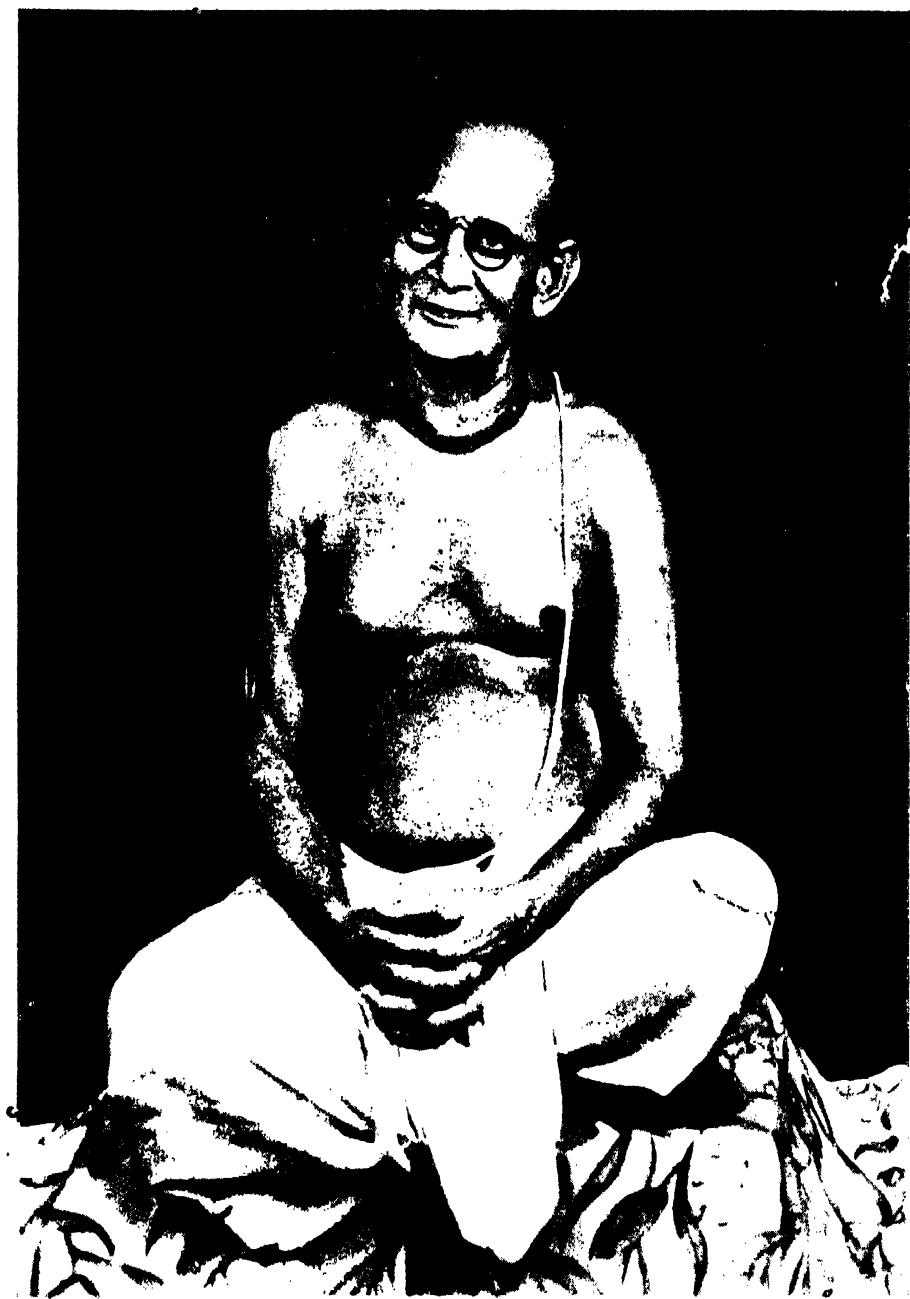
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ
পতিতানাং পাবনেভ্যোঃ বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

নব যোগীন্দ্রসংবাদের একটি শ্লোক হইতে বুঝিতে পারি শ্রীমদ্ভাগবতের (১১ স্কন্ধ, ৫ অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক, নিমি-জায়ন্ত সংবাদ) মতে রামাবতারেই শ্রীভগবানের পূর্ণতর নরলীলার প্রথম সূচনা। শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচন প্রতিপালনের জন্য সুদুস্ত্যজ সুরবাঞ্ছিত রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিয়াছিলেন। (তাঁহার সৃষ্টিতে সোনার হরিণের অস্তিত্ব নাই, তথাপি তিনি) দয়িতার ঈপ্সিত সাধনের জন্য মায়ামৃগের অনুসরণে ধাবিত হইয়াছিলেন। অযোধ্যাধিপতি দশরথের প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র, কৌশল্যার নয়নপুত্তলী, ভরতাদির অগ্রজ, জানকীর জীবনবল্লভ শ্রীরামচন্দ্র। গুহকের মিতা, সুগ্রীবের সুহৃদ্, মারুতি ও বিভীষণের বরেণ্য, আদর্শ মানব।

বঙ্গবাসী সীতা-রামকে বিস্মৃত হয় নাই। নরনারী সংখ্যাগণনা করে রাম, দুই তিন। পুত্রের নাম রাখে রামচন্দ্র, রামচরণ, রামদাস। বাঙ্গালী কবির রামকথা লইয়া রচিত কাব্য নাটকের সংখ্যা বড় কম হইবে না। সন্ধ্যাকর নন্দী ইতিহাস লিখিতে গিয়া নাম সাদৃশ্যে পাল সম্রাট রামপালের সঙ্গে সীতা-পতি রামচন্দ্রের উপমা দিয়া শ্লিষ্টকাব্য রামচরিত রচনা করিয়াছিলেন। রাঢ়দেশের কবি মুরারি নীলাদ্রিনাথের সম্মুখে অভিনয়ের জন্য রামচরিত্রই বাছিয়া লইয়াছিলেন, রচনা করিয়াছিলেন অনর্ঘরাঘব। কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ এই সেদিনও বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে পঠিত হইত; উদ্গীত হইত বাঙ্গালার প্রতি পল্লীতে। প্রায় বিলীয়মান সেই সুরের ক্ষীণতম রেশ আজিও ক্বচিৎ কোনদিন বাঙ্গালার সান্ধ্য-গগনে প্রতিধ্বনিত হয়।

বৈশাখের পুণ্যপ্রভাতে এই দুর্দ্দিনেও বহু ব্রতচারিণী পল্লীবালা ললিতকণ্ঠে আবৃত্তি করে—"সীতার সমান সতী হব, রামের সমান পতি পাব।" আপন দুঃখদগ্ধ জীবনের কথা বলিতে গিয়া আজিও কোন কোন পল্লীবৃদ্ধ উদাহরণ দেন—আমার জীবনে "যাবৎ সীতে, তাবৎ পরীক্ষে"। দুইছত্রে সমগ্র রামায়ণ! নৈষ্ঠিক রামভক্ত বহু বাঙ্গালীর কথা ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীপাদ রূপ ও সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅনুপমের, ও শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ শ্রীমুরারি গুপ্তের রামানুরক্তি সগৌরবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পরীক্ষা করিতে গিয়া রূপ সনাতন—অনুপমের এবং স্বয়ং শ্রীমন্ মহাপ্রভু মুরারির সহজাত সুদৃঢ় নিষ্ঠাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

রামায়ণ শিক্ষা দিয়াছে, রমণীর সম্মানেই জাতির সম্মান, দেশের মর্য্যাদা। প্রাণ দিয়াও বিপন্না রমণীকে রক্ষার চেষ্টা করিবে। আততায়ীকে ক্ষমা করিও না। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিও না। জনক জননী মর্ত্তের দেবতা, জ্যেষ্ঠ সহোদর পিতৃপ্রতিম, জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ মাতৃসমা, অনিষ্টকারিণী বিমাতাও ভক্তির পাত্রী, অনুজগণ পুত্রতুল্য। প্রতিজ্ঞাপালন, পাতিব্রত্য, বন্ধুবাৎসল্য, প্রজানুরঞ্জন, দুষ্টদমন, শিষ্টপালন,—কত বলিব, রামায়ণী কথার ফলশ্রুতি অপ্রমেয়।

জগজ্জননী মহামায়া ব্রজকুমারীগণের উপাস্যা দেবী, যোগমায়ারূপে শ্রীধাম বৃন্দাবনের লীলা-সঙ্গিনী তিনি। হরি-হরে ভেদবুদ্ধি বৈষ্ণবগণ অপরাধ বলিয়া মনে করেন। বাঙ্গালায় হরগৌরীর উপাসক অসংখ্য। শিবপূজায় সর্ব্বজাতির সমান অধিকার। শিবপূজা গৃহস্থের মঙ্গলপ্রদ স্বস্ত্যয়ন। বহু ব্রাহ্মণ নিত্য শিবার্চ্চনা না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। এই সেদিনও সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ ইষ্টাপূর্ত্তের অনুষ্ঠানরূপে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে কৃতার্থ হইতেন। মনোমত পতিলাভের জন্য শিবারাধনা করে, গৌরী-

পূজা করে, এখনো এমন হিন্দুকুমারীর অসদ্ভাব ঘটে নাই। মঙ্গলদায়িনী চণ্ডীকার পূজা পল্লীবধূগণ ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসের 'জগতঃ পিতরৌ পার্ব্বতীপরমেশ্বর'কে বাঙ্গালী কবি আপন মনের মত করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন। গ্রাম্য গীতিগাথায় এবং বিবিধ শিবায়ন ও চণ্ডীমঙ্গলে ইহার নিদর্শন আছে। মহাযোগী মহেশ্বর যোগী এবং সন্ন্যাসীগণের আদর্শ। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের হরপার্ব্বতী সংসারযাত্রাপথে অদৃষ্টনির্ভর দরিদ্র বাঙ্গালী গৃহস্থের আদর্শ হইয়া আছেন। বেশী দিনের কথা নহে, প্রথম যৌবনেও ভিখারী গায়কের মুখে দিনের পর দিন দুর্গার শাঁখা পরার গান শুনিয়াছি। আইয়তির চিহ্ন দুই গাছি শঙ্খবলয়ের জন্য দুর্গা ও শিবের কোন্দল, অভিমানে কার্ত্তিক গণেশের হস্ত ধরিয়া পার্ব্বতীর পিত্রালয়ে গমন, মহাদেবের শাঁখারীর ছদ্মবেশে হিমালয়ে গিয়া গৌরীকে শাঁখা পরাইয়া দেওয়া, সেকালের পল্লীবধূগণও মুখস্থ বলিতে পারিতেন। নিদারুণ দারিদ্র্যের জ্বালায় গিরিরাজকন্যার কত রজনী বিনিদ্র অতিবাহিত হইয়াছে। ভোলা মহেশ্বর স্বামীর সংসারধর্ম্মে ঔদাসীন্যে তাঁহার সজল নয়নের অবিরল ধারা নৈশ-উপাধান সিক্ত করিয়াছে। অবশেষে দেবাদিদেব কৃষিকর্ম্মে মনোযোগ দিয়াছেন, আর জগদ্ধাত্রী উমা অন্নপূর্ণারূপে জগৎকে অন্নদানে ব্রতী হইয়াছেন। বাঙ্গালার বহু সাধক কালী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কালী করালী এবং করুণাময়ী। ভীষণে মধুরে প্রীতি বাঙ্গালীর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বাঙ্গালায় দুর্গোৎসবই জাতীয় উৎসব, দুর্গাপূজাই "পূজা" নামে পরিচিত। মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি যেমন মহিমময়ী, পূজার উপকরণও তেমনিই অজস্র, এবং সমাজের সর্ব্বস্তরে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের পথে পরিব্যাপ্ত। অথচ এই রাজ-রাজেশ্বরীকেই বাঙ্গালী কন্যারূপে বরণ করিয়া লইয়াছে। আর তাঁহার আগমনকে স্মরণীয় করিতে বাৎসল্য-মধুর আগমনী গান রচনা করিয়াছে।

সীতাদেবী পূর্ণলক্ষ্মী, শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ নারায়ণ, তাঁহারা নরদেহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু হরপার্ব্বতীকে নরলীলার জন্য মরদেহ ধারণ করিতে হয় নাই। দেব-দেহেই তাঁহারা সাধারণের মত সংসারধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন। মঙ্গলকাব্যের কবি মনুষ্যরূপে অঙ্কন করিয়াও ইঁহারা যে মহাদেব এবং মহাদেবী—শ্রীগীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অনুকরণে চিত্রের বিরলাবকাশে ও পশ্চাৎপটে বা কোন একপার্শ্বে সেকথা লিখিয়া রাখিতে বিস্মৃত হন নাই। এইজন্যই মঙ্গলকাব্যে চিত্রিত হরপার্ব্বতীর আচরণে মানুষ ভরসা পাইয়াছে, সান্ত্বনা মানিয়াছে, আপনাকে প্রবোধ দিবার অবলম্বন লাভ করিয়াছে।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, পরমতসহিষ্ণুতা, অদৃষ্টনির্ভরতা—সেইসঙ্গে বংশগত বৃত্তিবিধানের গৌরববোধ মঙ্গলকাব্যের অন্যতম অবদান। সাম্প্রদায়িকতা বিষবৎ বর্জ্জনীয়, নিষ্ঠা ও গোঁড়ামি এক বস্তু নহে, এক দেবতার নিন্দা করিয়া অন্যের বন্দনা সর্ব্বনাশকেই ডাকিয়া আনে, মনুষ্যত্বের জাতিভেদ নাই, সদ্‌গুণই পূজার্হ, কোন কর্ম্মকেই হেয় মনে করিতে নাই, কৃষিকর্ম্মও যজ্ঞবিশেষ, অভাবের দিনেও শান্ত থাকিতে হয়, দারিদ্র্যে মানুষের পাতিত্য ঘটে না, সমস্ত জাতিই দেবানুগৃহীত, আপনার সদাচারে দেবতার করুণালাভের অধিকার সকলের পক্ষেই সমান,—তুর্কী-আক্রমণে বিপর্য্যস্ত ভেদবুদ্ধি-জর্জ্জরিত বাঙ্গালায় এই আদর্শ প্রচারের প্রয়োজন ছিল। মঙ্গলকাব্য হিন্দু সমাজের মহদুপকার সাধন করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণরূপেই স্বয়ং ভগবানের পরিপূর্ণতম নরলীলার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর প্রাণের দেবতা শ্রীরাধাকৃষ্ণ। কৃষ্ণকথা বাঙ্গালীকে নূতন জীবনে উজ্জীবিত করিয়াছে। অধিকাংশ বাঙ্গালী নরনারী আজিও প্রভাতে গাত্রোত্থান করেন কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া। উষাকালে গৃহকর্ম্মেরতা অক্ষর-জ্ঞানহীনা পল্লীবৃদ্ধাগণ আবৃত্তি করিতে থাকেন শ্রীকৃষ্ণের শতনাম।

কৃষ্ণনাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া॥

*   *   *

যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন॥

পল্লীজননী শিশুকে আদরের হিন্দোলায় দোলা দেন কৃষ্ণগুণ গানে। এই দুর্দ্দশার দিনেও বৈশাখের প্রতি সন্ধ্যায় বহু পল্লীপথ পবিত্র হয় আচণ্ডালব্রাহ্মণের মিলিত কণ্ঠের কীর্ত্তিত হরিনামে। বাঙ্গালীর আনন্দ প্রকাশের ভাষা, জয়োল্লাসের নিশানা হরিধ্বনি। ভিক্ষুক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে গিয়া শুনায় হরিনাম। বাঙ্গালী শেষের সেদিনেও হরিনাম উচ্চারণ করিতে পারিলে কৃতার্থ হয়। বাঙ্গালীর যাত্রাপথের পাথেয় হরিস্মরণ। বাঙ্গালায় কানু ছাড়া গীত নাই।

অগ্নির যেমন জ্যোতির্বলয়, সূর্য্যের যেমন আলোক মেখলা, মৃগমদের যেমন সৌরভ-সম্ভার তেমনই কানুর সঙ্গে যিনি অবিচ্ছেদ্যভাবে মিলিত রহিয়াছেন, যাঁহার নাম-মহিমায় কানুর গান মধুর হইতেও মধুরতর হইয়াছে, তিনি ব্রজসীমন্তিনী মালিকার মধ্যমণি শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা। এই রাই-কানু মিলিত তনুতে বাঙ্গালায় একদিন প্রকট হইলেন। "বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরিল কায়া"। রূপ নূতন, ভঙ্গী নূতন, ভাব নূতন, ভাষা নূতন—একেবারে নূতন মানুষ। বক্ষে সর্ব্ব মানবের জন্য ভালবাসা, চক্ষে পতিত দুর্গতগণের দুঃখে জলধারা, আর কণ্ঠে হরিনাম গান—গীতিময় বিগ্রহ। গানেই তিনি উপাসনার মন্ত্র রচনা করিলেন, গানেই তিনি দেশকে মাতাইয়া তুলিলেন। বাঙ্গালী গানেই তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইল। এই গানই "বৈষ্ণব পদাবলী"।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উদয় বাঙ্গালায় এক মহত্তম আবির্ভাব, অবিস্মরণীয় প্রকাশ। পরাধীনতার নিগড়ে বন্দী বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে সে এক অভিনব অভ্যুদয়। মুক্তির সে-কি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দ! আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের মিলন-উৎসবের সে-কি অপরূপ সমারোহ! গ্রামে গ্রামে আবির্ভূত হইল কবি, গায়ক, ভক্ত সজ্জন। বাঙ্গালী এক নূতন জাতিরূপে নবজন্ম লাভ করিল। এক মহামানবের চরণাঙ্কিত সরণি নরনারীকে মানবতার পথে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিল। শশিকিরণোচ্ছল সমুদ্রের মত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের করুণাধন্য বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন নবজাগরণের জোয়ারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সেই জাগরণের জয়গান "বৈষ্ণব পদাবলী"। ছন্দে তাহার জঙ্গমতা, সুরে তাহার যৌবনের আবেগ, ভাবে সঞ্জীবন প্রবাহ, ভাষায় বনকুসুমের কোমলতা, লালিত্য এবং সৌরভ। আর ব্যঞ্জনায় লোকালয়ে অলৌকিক লোকের দূরাগত প্রতিধ্বনি। মরজগতের সঙ্গে চিন্ময়ধাম গোলোকের সেতুবন্ধ "বৈষ্ণব পদাবলী"।

রামায়ণ, শিবায়ন ও কৃষ্ণায়ণের মিলিত ত্রিধারায় বাঙ্গালীর হৃদয় সেদিন ত্রিবেণীতীর্থে রূপান্তরিত হইয়াছিল। সর্ব্বতীর্থাস্পদ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র এই যুক্তবেণীর,—সঙ্গমপ্রয়াগের বেণীমাধব। চৈতন্যদেব প্রচার করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। তিনি মানুষের একান্ত আপনার জন; তাঁহাকে সম্বন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ করা যায়। প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ, প্রেমই নিঃশ্রেয়স লাভের পরম উপায়, প্রেমই অমৃত। মানুষ চিরকাল অপবিত্র থাকিবে কেন? কেন সে চিরদিন পতিত থাকিবে? প্রেমই তাহার পবিত্রতা আনিয়া দিবে, প্রেমই তাহাকে মুক্ত করিবে। প্রেম অতি বড় দুরাচারকেও সাধুত্ব দান করে, অমরত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। প্রেমের প্রাণময়ী প্রতিমা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় হৃদয়। তাঁহার সহচরী সেবিকা গোপীগণের একান্ত আনুগত্য, গোপীপাদমূলে শরণাগতিই এই প্রেমপ্রাপ্তির রাজপথ। বিশ্ব বিশ্বেশ্বরেরই বিলাসভূমি, সর্ব্বমানবই বৈষ্ণব। অকপট প্রেমে বিশ্বের এবং বিশ্বনাথের নিঃস্বার্থ সেবাই প্রত্যেকের নিত্য কর্ত্তব্য। গোপীকথাই এই সেবার প্রেরণাদাত্রী, ইহা হইতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তির অধিকার অর্জ্জিত হয়। বৈষ্ণব পদাবলী শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-কথার—তথা গোপীকথার কবিত্বময় উদাহরণ, আখ্যানমূলক রসশাস্ত্র। ইহাই চতুর্থপ্রস্থান।

গিরিবক্ষোবিহারিণী নির্ঝরিণীর সঙ্গে সিকতাতলবাহিনী ফল্গুধারার না জানি কেমন করিয়া মিলন ঘটিয়া গেল। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক অববাহিকায় এ যেন এক আকস্মিকতার প্লাবন। রামায়ণ, শিবায়ন, চণ্ডীমঙ্গল ও বিবিধ গীতিগাথার মাঝখানে আপন স্বাতন্ত্র্য লইয়া অভ্যুদিত হইল বৈষ্ণবপদাবলী। মেঘমেদুর অম্বর, তমালশ্যামল

বনভূমি, নক্তান্ধকারের ঘনঘটা বাঙ্গালীকে আত্মানুসন্ধানে উদ্‌বুদ্ধ করিল। বসন্তের পৌর্ণমাসী, শরতের রাকা রজনী তাহাকে আপনা বিলাইবার আবাহন জানাইল। ভারতের আধ্যাত্মিক অনুভূতি আবহমানকাল ব্যাপিয়া সঙ্গীতেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বেদের সূক্তসমূহ, পুরাণের স্তোত্রমালা, তামিল বেদ নামে পরিচিত দক্ষিণাপথের আড়বারগণের রচনারাজি, উত্তর ভারতের সুরদাস, তুলসীদাস, দাদু, কবীর ও নানকের দোহা চৌপাই, উড়িষ্যার কবিগণের রচিত গান, আসামের শঙ্করদেব মাধব দেবের 'বরগীত' ইহার উজ্জ্বল উদাহরণ। বৈষ্ণব পদাবলী এই ধারারই উজ্জ্বলতম অভিব্যক্তি। বাঙ্গালী হৃদয় আপন বৈশিষ্ট্য লইয়া ইহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ভারতের অন্যতম রহস্যগ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রার্থ শ্রীমদ্‌ভাগবতে প্রেমধর্ম্মের যে মহিমা অপ্রকাশিত ছিল, মঙ্গলকাব্যের প্রথম কবি জয়দেব স্বপ্রণীত শ্রীগীতগোবিন্দে তাহা নবভাবে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য পূর্ব্ববর্ত্তী দুইজন কবি,—বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি আপন আপন অধিষ্ঠানভূমি হইতে তাহার দুইটী দিক গ্রহণ করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতিও মঙ্গলকাব্যের কবি। ভারতীয় সাধনার আকরস্বরূপ প্রস্থানত্রয়ের অন্যতম হইল স্মৃতি প্রস্থান বা গীতা প্রস্থান। গোপীগণ গীতার জঙ্গম প্রতিমা। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি এই গোপীকথাকে একটী নূতন বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। গীতার সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগের বাণীকে মূল ভিত্তি করিয়াই এই দুইজন গীতিকবি একটী নূতন কথা বলিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

বলিয়াছেন শ্রীভগবানের প্রার্থনাতেই গোপতনয়া রাধা আত্মসমর্পণে, দেহদানে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ছলে বলে কৌশলে শ্রীরাধাকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীরাধাকে সংসার সমাজ স্বজনের সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্ত করিতে শ্রীকৃষ্ণের সুনিপুণ চাতুর্য্যের অন্ত ছিল না। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এই বর্ণনা সবিস্তার। বিদ্যাপতির পদে ইহা সংক্ষিপ্ত, আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত। উভয়েই "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" উপনিষদের এই মহাবাণীর সোদাহরণ ভাষ্যের রচয়িতা। বক্তব্য উভয়েরই একরূপ। আর আশ্চর্য্যের বিষয় পরিণামে দুইজন কবিই একই বেদনায় বিচলিত হইয়াছেন। একই বিরহের অন্তর্দাহে হাহাকার করিয়াছেন। সেখানে তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির এই মিলিত-ভাবধারার প্রেমময় বিগ্রহ—জঙ্গম হেমকল্পতরু শ্রীমন্ মহাপ্রভু। তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহারই প্রভাবে অতি স্বাভাবিক ভাবেই বৈষ্ণব গীতিকবিতার পথ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী এক অভিনবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

বৈষ্ণব কবিগণ যে ভগবানের লীলাকথা বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইলেও, এবং মধুর শ্রীবৃন্দাবনে সেই ঐশ্বর্য্য মাঝে মাঝে প্রকাশ হইয়া পড়িলেও ব্রজবাসিগণ তাঁহাকে জানিতে চাহেন না, বুঝিতে চাহেন না, মানিতেও চাহেন না। বৈষ্ণব কবিগণের ভগবান—নন্দযশোদার দুলাল, ব্রজরাখালগণের বন্ধু, ব্রজবধূগণের প্রিয় দয়িত! "রসিকশেখর রসময় কলেবর"। কবিগণ তাঁহার সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের সকল সম্বন্ধই মুছিয়া ফেলিয়াছেন।

বৈষ্ণব গীতিকবিতায় কথা ও সুরের সমান মধুরতা। যেন একটী পাখীর দুইটী পক্ষ। এই দুই পক্ষে ভর দিয়া সাধনসিদ্ধ গায়কের সঙ্গে ভাবুক ও রসিক শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তকেও উধাও করিয়া বৈষ্ণবের গান যে কল্পলোকে লইয়া যায় তাহা কোন কাল্পনিক জগৎ নহে। বৈষ্ণব কবিগণের অনুভূতিতে সেই চিদানন্দময় ধামও যেমন সত্য, এই নিত্যনূতন লীলাও তেমনই সত্য। কবিগণ তাহার সাক্ষাৎদ্রষ্টা।

বৈষ্ণব পদাবলীর আর একটী বৈশিষ্ট্য—ভণিতা। এই ভণিতার জন্য কোন কোন কবির পদ সম্পূর্ণ নূতনরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এক অভাবিতপূর্ব্ব ব্যঞ্জনায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে। কবিগণ সেখানে লীলাসঙ্গী। এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জগৎ এবং

ক্ষণভঙ্গুর জীবনের মর্ম্মমূলে যে শাশ্বত সত্য চিরস্থির রহিয়াছে, আত্মগত-ভাবতন্ময়তায় সেই রসস্বরূপ ও মহাভাবময়ীর দিব্যানুভূতি বৈষ্ণব কবিগণকে এই সৌভাগ্যদান করিয়াছে। সাহিত্যের রসের সঙ্গে যোগী জ্ঞানী ও ভক্তসম্প্রদায়ের অন্বেষণীয় বেদান্তপ্রতিপাদ্য রসের মিলনেই বৈষ্ণব পদাবলী চিরন্তন আস্বাদ্যবস্তুতে পরিণত হইয়াছে। দেশ ও কালের গন্ডী অতিক্রমপূর্ব্বক যুগ হইতে যুগান্তরের পথে পদাবলী তাই নিত্য নূতন পথচারীকে আকর্ষণ করিতেছে।

স্থানে স্থানে ছড়ান গীতাবলীকে সংগ্রহ করার রীতি ভারতের নানা দেশেই প্রচলিত আছে। উদাহরণস্বরূপ পাঞ্জাবের গুরু অর্জ্জুনের সংগ্রহের নাম করিতে পারি। বাঙ্গালায় বহু ব্যক্তি এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রথম সঙ্কলয়িতা শ্রীখন্ডের রামগোপাল দাস। গোপাল দাস ভণিতার পদগুলি ইঁহারই রচিত। ইঁহার সঙ্কলনগ্রন্থের নাম শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী। ইঁনি—"বাণ অঙ্গ শর ব্রহ্ম নরপতি শাকে" গ্রন্থ সঙ্কলন শেষ করেন। বেদের ষড়ঙ্গ প্রসিদ্ধ। কবি বৈদ্য ছিলেন, বৈদ্যের আয়ুর্ব্বেদ অষ্টাঙ্গ। বৈষ্ণবগণের নিকট নবাঙ্গ ভক্তির কথা সুপরিচিত। সুতরাং ১৫৬৫, ১৫৮৫, ১৫৯৫ ইহার মধ্যে কোন্ শকাব্দায় রসকল্পবল্লী সঙ্কলিত হয় নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। আচার্য্য বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ক্ষণদাগীতচিন্তামণি ইহার পরে সঙ্কলিত হইয়াছিল। বিশ্বনাথ বল্লভ ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন। ক্ষণদার পরে নরহরি চক্রবর্ত্তীর গীতচন্দ্রোদয় এবং রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত সমুদ্রের নাম করিতে হয়। পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু। শ্রীখন্ডের বৃন্দাবনদাসের রস নির্য্যাস, গৌরসুন্দর দাসের কীর্ত্তনানন্দ, দীনবন্ধু দাসের সংকীর্ত্তনামৃত, চন্দ্রশেখর-শশিশেখরের নায়িকারত্নমালা, নিমানন্দ দাসের পদরসসার এবং কমলাকান্ত দাসের পদরত্নাকর পদাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য সঙ্কলন। বিশ্বভারতী গ্রন্থশালায় পদমেরু নামে একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ আছে।

গৌরমোহন দাস ১৭৭১ শকাব্দায় (১২৫৬ সালে) "পদকল্পলতিকা" প্রকাশ করেন। সন ১২৮৫ সালে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের "প্রাচীন কবিতা সংগ্রহ" প্রকাশিত হইয়াছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও একটি পদসঙ্কলন প্রকাশ করিয়াছিলেন। জগবন্ধু ভদ্রের "গৌর পদ তরঙ্গিণী" প্রকাশিত হয় সন ১৩১০ সালে।

১৩১২ সালে দুর্গাদাস লাহিড়ীর সম্পাদনায় বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে "বৈষ্ণবপদ-লহরী" প্রকাশিত হয়। সন ১৩২১ সালে কীর্ত্তনবিশারদ রাখালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লীলাগান পদ্ধতি প্রকাশ করেন। ময়মনসিংহ জেলার মীর্জ্জাপুর নিবাসী কীর্ত্তনীয়া বঙ্কুবিহারি সাহার একখানি পদসঙ্কলন এক সময় গায়ক ও ভক্ত সমাজে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছিল। ১৩২৩ সালে বুতনী (ঢাকা) হইতে হরিলাল চট্টোপাধ্যায় পদরত্নমালা নাম দিয়া একখানি পদসংগ্রহের গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

* * *

সর্ব্বশেষ উল্লেখযোগ্য সঙ্কলন-গ্রন্থের নাম পদামৃতমাধুরী। গ্রন্থ চারি খণ্ডে বিভক্ত। নিত্যধাম গত নবদ্বীপ ব্রজবাসীর সহযোগিতায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র পদামৃত-মাধুরী সঙ্কলন করেন। ইহারই সমকালে দেশবন্ধুর জামাতা সুধীরচন্দ্র রায় ও কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা দেবী কীর্ত্তন পদাবলী প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত সঙ্কলন-গ্রন্থের কিছু কিছু আজিও প্রকাশিত হয় নাই। যে কয়খানি প্রকাশিত হইয়াছিল, বহুদিন হইতে সেগুলিও আর পাওয়া যাইতেছে না। এই জন্যই আমি বৈষ্ণব পদাবলী সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমার অযোগ্যতা আমাকে এই কার্য্যে নিরুৎসাহ করিতে পারে নাই। পদসঙ্কলনে আমি অপর পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুসৃত পদ্ধতি পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছি। অন্যান্য গ্রন্থে কয়েকজন কবির পদ লইয়াই পূর্ব্বরাগাদি পর্য্যায় গ্রথিত হইয়াছে। আমি এক একজন কবির পদই

পূর্ব্বরাগাদি পর্য্যায়ে সাজাইয়া দিয়াছি। বৈষ্ণব পদলহরীতে এই পদ্ধতিই অনুসৃত হইয়াছিল।

পদসঙ্কলনে পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথির মত মুদ্রিত গ্রন্থাবলী হইতেও বহু সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে স্বর্গগত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সম্পাদিত পদকল্পতরু ও অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী হইতেই সর্ব্বাধিক সহায়তা লাভ করিয়াছি। পূর্ব্বাচার্য্যগণের সঙ্গে রায় মহাশয়ের উদ্দেশেও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন সম্পাদকগণের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই প্রসঙ্গে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট হরিদাস দাস মহাশয়ের নিকট আমার অপরিশোধ্য ঋণের কথা উল্লেখ করিয়া রাখিতেছি। এই শ্রদ্ধা-ভাজন বন্ধু একক একটি প্রতিষ্ঠান ছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত বহু গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। গোবিন্দরতিমঞ্জরী, গীতচন্দ্রোদয়, শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশপূর্ব্বক তিনি পদাবলী-সাহিত্যেরও মহদুপকার সাধন করিয়াছেন।

বহুদিন পূর্ব্বে প্রখ্যাতনামা সুধী ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় চণ্ডীদাস পদাবলী সম্পাদন করিয়াছিলাম। গ্রন্থপ্রকাশের পর বহু ভাষাবিৎ বন্ধু ডাঃ মহম্মদ্ শহীদুল্লাহ্ ভিন্ন অপর কেহ সে বিষয়ে আলোচনা করিতে অগ্রসর হন নাই। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত না হওয়ায় চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সাধারণের মনোভাবও বুঝিতে পারি নাই। তজ্জন্য এই গ্রন্থে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে কয়েকটি পদ গ্রহণ করিয়া চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত কতকগুলি পদ আমি গতানুগতিক পদ্ধতিতেই সঙ্কলন করিয়াছি। চণ্ডীদাস যে কয়েক জনই ছিলেন সে বিষয়ে যেমন আমার কোন সংশয় নাই, তেমনই বড়ু চণ্ডীদাসই যে শ্রীচৈতন্যপূর্ব্ববর্ত্তী কবি একথাও আমি সুনিশ্চিতরূপেই বিশ্বাস করি।

বিদ্যাপতির পদবিন্যাসেও আমি একই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি। মিথিলার বিদ্যাপতির সঙ্গে বাঙ্গালী বিদ্যাপতিকেও একাসনেই রাখিয়াছি। তবে আমার মতে যে সমস্ত পদ মিথিলার কবির রচিত নহে, সেই পদগুলির নীচে বন্ধনীর মধ্যে বাঙ্গালী বিদ্যাপতি লিখিয়া দিয়াছি। বাঙ্গালী বিদ্যাপতির আরো অনেক পদ আছে। উদাহরণ স্বরূপ একটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

মাথুর

তথা রাগ

শ্যামরু শোকে সিন্ধু নিরমাওল
তথিপর আনল ডারি।
সব গুণে হারল যো কছু রহি গেল
হৃদি কম্পিত অনিবারি॥
সখি হে অব নাহি মীলব কান।
গোপতি তনয় সো কাহে মারব
আপহি তেজব পরাণ॥
গিরিতনয়াধব কতহি নাম লব
জপি জপি জীবন শেষ।
নিজ বসন লাগে আগি সব রজনী
দশমী দশা পরবেশ॥
অমরাবতি-পতি ঘরণী গুণদ্বয়
যদি মঝু হোয়ত মাই।
বিদ্যাপতি কহে ভাবি মরব কাহে
মা মিলল নিঠুর মাধাই॥

শ্যামের বিরহ-শোক সাগর সমান হইল। (তাহার শত স্মৃতি) তাহাতে আগুন—(বাড়বানল) জ্বালাইয়া দিল। সেই আগুনে আমি লজ্জা ধৈর্য্যাদি সব গুণ হারাইলাম। (যাহা অবশিষ্ট রহিল) সেই প্রাণ বাহির হইবার জন্য অনিবার্য্যবেগে হৃদয়কে কম্পিত (আলোড়িত) করিতেছে। সখি, আর কানুর সঙ্গে মিলন ঘটিবে না। সেই পশুপতি-নন্দনের হাতে কেন মরিব, আমি আপনিই প্রাণত্যাগ করিব। শিবের (গিরিতনয়া পার্ব্বতীর বর অর্থাৎ পতি) নাম আর কত লইব? জপিতে জপিতেই জীবন শেষ হইয়া গেল। (কৃষ্ণের বর্ণসাদৃশ্যে কত সাধ করিয়া নীল সাড়ী পরিয়াছিলাম) এখন আমার সেই বসনই সারা রাত্রি আগুন বলিয়া মনে হয়। দশমী দশায় প্রবেশ করিতেছি (মৃত্যু অগ্রসর হইয়া আসিতেছে)। অমরাবতীপতি ইন্দ্র, তাহার ঘরণী শচী, যুক্ত গুণদ্বয় (গুণদ্বয়—দ্বিতীয় গুণ। সত্ত্ব প্রথম, রজ দ্বিতীয়) শচীরজ শ্রীগৌরাঙ্গদেব যদি আমার হন তাহা হইলে নিষ্ঠুর মাধবকে পাইলাম না বলিয়া কেন কাঁদিয়া মরিব?

কবিগণের কালনির্ণয়ে আমি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকেই পথনির্দ্দেশক আলোকস্তম্ভরূপে বরণ করিয়া লইয়াছি। শ্রীচৈতন্যপূর্ব্ববর্ত্তী, শ্রীচৈতন্যের সম-সাময়িক, অব্যবহিত পরবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী, প্রকীর্ণক এই ক্রম অনুসারে কবিগণের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করিয়াছি। কিন্তু যেখানে একই নামের একাধিক কবিকে পাইয়াছি, সেখানে এই ক্রমলঙ্ঘন পূর্ব্বক তাঁহাদের পদ পাশাপাশি সাজাইয়া দিয়াছি। পদকল্পতরুতে পাওয়া যায় না, এমন অনেক কবির পদ সংগ্রহ করিয়াছি। বহু নূতন কবির অপ্রকাশিতপূর্ব্ব পদও গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। রসপর্য্যায় বিচারে, পদের বিশুদ্ধ পাঠ সংগ্রহে যথাসাধ্য যত্ন লইয়াছি। বহু দুরূহ পদের অর্থ নির্ণয়েও প্রয়াস পাইয়াছি। কোন্ পদ কাহার, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরাধার সখীর বা দূতীর উক্তিরূপে রচিত, পদের উপরে তাহা লিখিয়া দিয়াছি।

গোপাল দাসের রসকল্পবল্লী গ্রন্থে কুড়িজন পদকর্ত্তার নাম, তাঁহাদের পদ বা পদাংশ উদ্ধৃত আছে। তাহার মধ্যে গোবিন্দ আচার্য্যের নিম্নলিখিত পদাংশ পাওয়া গিয়াছে। একটী খণ্ডিত পুঁথিতে এই পদাংশসহ সমগ্র পদটী পাইয়াছিলাম। পুঁথিতে গোবিন্দ-দাস ভণিতার আরো কয়েকটী পদ ছিল। এই সমস্ত পদ আমি গোবিন্দ আচার্য্যের নামেই গ্রহণ করিয়াছি।

পদাংশ

শ্রীরাধার স্বয়ংদোত্য

ঘন মেঘ বরিখয়ে বিজুরি চমকে।
তাহা দেখি প্রাণ মোর থরহরি কাঁপে॥
ছোড় ছোড় আঁচর নীলজ মুরারি।
লাজ নাহিক তোর হাম পরনারী॥

পদের অপর অংশ

ঝাঁপল বনতল তিমির আসিয়ে।
একসরি আকুল পথ নাহি পাইয়ে॥
নিবারিয়ে নীরধার বসন অঞ্চলে।
নিরজন জানিয়া আইলুঁ তরুতলে॥
বিপতি সময়ে তব এবা কোন ঢঙ্গ।
গোবিন্দ দাস কহে লাগয়ে চঙ্ক॥

বিজন বনে বনে ভ্রময়ে দুঁহু।
দোঁহার কাঁধে শোভে দোঁহার বাহু॥

ভুলেরে দোঁহার রূপে নয়ন ভুলে।
কনক লতিকা রাই তমাল কোলে॥

এই পদাংশ রসকল্পবল্লী মধ্যে মহাজনস্য বলিয়া উল্লিখিত আছে। উক্ত খণ্ডিত পুঁথিতে সমগ্র পদ গোবিন্দদাস ভণিতায় পাইয়া এই পদটীও গোবিন্দ আচার্য্যের নামেই লইয়াছি।

পামরী, পামরী গোবিন্দদাস, গোবিন্দ দাসিয়া, গোবিন্দ দাসা ভণিতার পদ গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর রচিত। গোবিন্দ কবিরাজের সঙ্গে এই দুইজন কবির পদের পার্থক্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। শ্রীরাধার বিরহের বারমাস্যার একটী পদ সম্বন্ধে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন,—"প্রথম দুইমাসের বিবরণ বিদ্যাপতির রচিত। পরের চারিমাসের কথা লিখিয়াছেন কবিরাজ গোবিন্দ দাস। বাকী ছয়মাসের বিরহ কাহিনা স্মরণ করিয়া অভাগিয়া আমি কাঁদিতেছি।" এই পদটীকে আমি মাঝামাঝি স্থানে গোবিন্দ কবিরাজের পদের মধ্যেই রাখিয়াছি।

বৈষ্ণব পদাবলী মূলতঃ সঙ্গীত। অভিজ্ঞ কীর্ত্তনীয়ার কণ্ঠে না শুনিলে ইহার রস সম্যক উপলব্ধ হয় না। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তিরোধানের অচিরকাল মধ্যে অনুষ্ঠিত খেতরীর মহোৎসবে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর কীর্ত্তন গানের যে প্রথা বিধিবদ্ধ করেন, গায়কগণ আজিও সেই প্রথাই অনুসরণ করিতেছেন। ঠাকুর মহাশয় প্রথমে তদ্ভাবোচিত গৌরচন্দ্র গানের পর শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলার পূর্ব্বরাগাদি গানের পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। গৌরচন্দ্র গান শ্রীবৃন্দাবনলীলার অপ্রাকৃত মাধুর্য্যের প্রতি, গোপীগণের কামগন্ধহীন প্রেমের প্রতি শ্রোতৃবৃন্দকে মনঃসংযোগে উন্মুখ করে, নির্ম্মল অন্তঃকরণে লীলাকীর্ত্তন শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইতে সাহায্য দান করে।

বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি পদকর্ত্তার রচিত পদে সকল রসের গৌরচন্দ্র গান পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী পদকর্ত্তৃগণ সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। গতানুগতিক ধারায় রচিত একভাবের পদ হইলেও বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে এই সমস্ত পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। একজন বৈষ্ণব কবি হয়তো শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরাধার, সখার অথবা সখীগণের উক্তিমূলক পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার প্রতি-উত্তরের পদ পরবর্ত্তী অপর কোন পদকর্ত্তার রচিত। যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনা লইয়া পর্য্যায় পূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই সমস্ত পদের ক্রমানুসারে সন্নিবেশ অনায়াসসাধ্য হইয়াছে। আমার এইরূপ সুযোগ গ্রহণের অবসর ঘটে নাই। ভরসা করি, তজ্জন্য গায়ক বা পাঠকগণের রসাস্বাদনে কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না।

পদাবলী সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু মুদ্রণের সামর্থ্য নাই বলিয়া কার্য্যে অবহিত হইতে পারি নাই। বহুদিন হইতে সাহিত্য সংসদেরও এইরূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশের সংকল্প ছিল। সোদরপ্রতিম চিত্রশিল্পী শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মধ্যস্থতায় তাঁহাদের সহিত যোগাযোগ ঘটিয়া গেল। পরিকল্পনার মিল দেখিতে পাইয়া কর্ত্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ সহযোগিতায় ও বিশেষ সাহায্যে পাণ্ডুলিপিখানির পূর্ণতাসাধনপূর্ব্বক সংসদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম। সংসদের অধ্যক্ষ বঙ্গসাহিত্যের মহানুভব বান্ধব শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণপূর্ব্বক আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার প্রচেষ্টা এত দিনে সফল হইল। সাহিত্য সংসদ ইতিপূর্ব্বে ঋষি বঙ্কিমের এবং মনীষী রমেশচন্দ্রের রচনাবলী, শিশুপাঠ্য বহু পুস্তক ও মহাকবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রকাশপূর্ব্বক বাঙ্গালী পাঠক সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আশীর্ব্বাদ করি মহেন্দ্রনাথের নিরাময় দীর্ঘজীবন এইরূপে বঙ্গসাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত থাকুক। গ্রন্থ সম্পাদনকালে মহেন্দ্রনাথের সহযোগী শ্রীমান্ জীবপ্রিয় গুহ আমাকে বিশেষ সাহায্য দান করিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্তস্বরূপ নিরলস কর্ম্মঠ-যুবক শ্রীমান্ গোলোকেন্দু ঘোষের অবিরত সহায়তা না পাইলে আমার পক্ষে গ্রন্থ সম্পাদন

সহজসাধ্য হইত না। সংসদের অপর একজন কিশোর সেবক শ্রীমান্ দুলালচন্দ্র বর্ম্মনের অক্লান্ত যত্নেও আমি উপকৃত হইয়াছি। গ্রন্থ সম্পাদনের কাজে বারবার কলিকাতায় আসিয়াছি। বহুবার কীর্ত্তনকলা-নিধি শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ ঘোষের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি। এবং তাহার ও তাহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী রেণুকণা ঘোষের সেবায় পরিতৃপ্ত হইয়াছি। শেষের দিকে নিকটাত্মীয় শ্রীমান্ সনাতন নায়কের পরিচর্য্যা আমাকে নিরুদ্বেগ করিয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে সকলের কল্যাণ কামনা করিতেছি।

গ্রন্থখানির মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধন করিয়াছেন আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়। অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, তিনি কেবল গ্রন্থের মুদ্রণ প্রমাদ সংশোধন করিয়াই নিরস্ত হন নাই। আমার প্রমাদের প্রতিও তাহার সহজ সতর্কদৃষ্টি সদা জাগ্রত ছিল। কবিশেখরের নির্দ্দেশে কয়েকটী পদের বিশুদ্ধতর পাঠ অনুসন্ধানে এবং ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তনে বাধ্য হইয়াছি। তাঁহার অজস্র জিজ্ঞাসা আমাকে উপকৃত করিয়াছে।

গ্রন্থসম্পাদন সময়ে দুই একটী বিষয়ে ভাষাচার্য্য সাহিত্য বাচস্পতি ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্দ্দেশ, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডাঃ শ্রীমান্ শশিভূষণ দাশগুপ্তের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছি। বীরভূম বিপ্রটিকরী নিবাসী সাহিত্যসেবক শ্রীমান্ অমূল্যরতন মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ হরেকৃষ্ণদাস ভণিতার কয়েকটী পদ এবং সিউড়ীর সাহিত্যিক শিক্ষাব্রতী শ্রীমান্ অমলেন্দু মিত্র দুইজন মুসলমান কবির দুইটী পদ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। বিজয়দাস ভণিতার পদটী কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে বসিয়া বহু পুরাতন পুঁথির সম্পাদক শ্রীমান্ পঞ্চানন মণ্ডল স্বীয় সার্থক গবেষণায় বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা অহিংস বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতেও দুইজন নূতন কবির পদ সংগ্রহ করিয়াছি। ইঁহাদের সকলের জন্যই শ্রীমহাপ্রভুর করুণা ভিক্ষা করিতেছি।

আমার অজ্ঞতা ও অনবধানতায় গ্রন্থমধ্যে কবিগণের কালক্রম-নির্দ্ধারণে, রসপর্য্যায়-বিচারণে, পাঠ-নির্ব্বাচনে, ব্যাখ্যা-বিরচনে এবং অপরাপর বিষয় বিবেচনে বহু ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হইবে। কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক তৎসমস্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে কৃতার্থ হইব। ইতি—

"সারদা কুটীর"
কুড়মিঠা, বীরভূম
সন ১৩৫৩ সাল ১৮ই ফাল্গুন
দোলযাত্রা, শ্রীগৌরপূর্ণিমা

বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড—প্রাক্‌চৈতন্য যুগ

দ্বিতীয় খণ্ড—শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক যুগ

তৃতীয় খণ্ড—শ্রীচৈতন্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী যুগ

চতুর্থ খণ্ড—প্রকীর্ণক

বৈষ্ণব পদাবলী

প্রথম খণ্ড—প্রাক্‌চৈতন্য যুগ

জয়দেব

(শ্রীগীতগোবিন্দ)

দশাবতার বন্দনা

মালবরাগ, রূপকতাল

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং।
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্‌॥
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে॥[১]
ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে।
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে॥
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে॥[২]
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না।
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না॥
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে॥[৩]
তব কর-কমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং।
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্‌॥
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে॥[৪]
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন।
পদনখনীরজনিতজনপাবন॥
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে॥[৫]

---

[১] হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তুমি প্রলয়-সাগর-জলে নৌকারূপে অনায়াসে বেদসমূহকে ধারণ কর। মৎস্যরূপধারী তোমার জয় হউক॥ (টীকাকার পূজারী গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের দশটি অবতারকে দশপ্রকার রসের অধিষ্ঠাতৃরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে মীন বীভৎস রসের অধিষ্ঠাতা)।

[২] হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তোমার অতি বিপুল পৃষ্ঠদেশে পৃথ্বী স্থিরা হইয়াছেন। সেই ধরণীধারণ জন্যই তোমার পৃষ্ঠে চক্রাকারে শুষ্ক কঠিন ব্রণচিহ্ন। কূর্ম্মরূপধারী তোমার জয় হউক॥ (কূর্ম্ম অদ্ভুত রসের অধিষ্ঠাতা)।

[৩] হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! স্বয়ং ধরণী তোমার দশনশিখরে বিলগ্না হইয়া শশি-নিমগ্ন কলঙ্ক-কলাবৎ বাস (অবস্থিতি) করেন। শূকররূপধারী তোমার জয় হউক॥ (বরাহ ভয়ানক রসের অধিষ্ঠাতা)।

[৪] হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তোমার করকমলের অদ্ভুত নখশৃঙ্গে হিরণ্যকশিপুর দেহ-ভৃঙ্গ বিদলিত হয়। নরসিংহরূপধারী তোমার জয় হউক॥ (নৃসিংহ বৎসল রসের অধিষ্ঠাতা)।

[৫] হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! অদ্ভুত বামনরূপে তুমি পদক্ষেপে (ত্রিপাদ ভূমি-প্রার্থনায়)

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং।
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্ ॥
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥[৬]
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং।
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্ ॥
কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥[৭]
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং।
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্ ॥
কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥[৮]
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং।
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্ ॥
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥[৯]
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্ ॥
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥[১০]
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং।
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্ ॥
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ [১১] ॥ ১ ॥

দৈত্যরাজ বলিকে ছলনা কর। (তৎকালে ব্রহ্মা তোমায় যে পাদ্য নিবেদন করেন, সেই গঙ্গাবারি অর্থাৎ) তোমার পদনখস্পৃষ্ট নীর লোকসমূহের পবিত্রতা বিধান করিতেছে। বামনরূপধারী, তোমার জয় হউক ॥ (বামন সখ্যরসের অধিষ্ঠাতা)।

[৬] হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তুমি (একবিংশতিবার) ক্ষত্রিয়কুলবিনাশপূর্ব্বক তাহাদের শোণিত-সলিলে স্নান করাইয়া ধরণীর পাপ দূর ও তাপ প্রশমিত কর। পরশুরাম-রূপধারী তোমার জয় হউক ॥ (পরশুরাম রৌদ্ররসের অধিষ্ঠাতা)।

[৭] হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তুমি (দশ) দিক্‌পতির আকাঙ্ক্ষিত রাবণের দশ মস্তক যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দিকে রমণীয় বলিস্বরূপ অর্পণ কর। রামরূপধারী তোমার জয় হউক ॥ (রামচন্দ্র করুণ রসের অধিষ্ঠাতা)।

[৮] হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তুমি শুভ্রদেহে জলদবর্ণ যে বসন পরিধান কর, তাহা তোমার হলের কর্ষণভয়ে (তোমার অঙ্গে) মিলিতা যমুনার নীলকান্তি-ই প্রকাশ করে। হলধর-রূপধারী তোমার জয় হউক ॥ (হলধর হাস্যরসের অধিষ্ঠাতা)।

[৯] হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! যজ্ঞে পশুবধদর্শনে করুণাপরবশ হইয়া তুমি যজ্ঞবিধির প্রবর্ত্তক শ্রুতি-(বেদ)সমূহের নিন্দা কর। বুদ্ধ-রূপধারী তোমার জয় হউক ॥ (বুদ্ধ শান্তরসের অধিষ্ঠাতা)।

[১০] হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! ম্লেচ্ছসমূহকে বধ করিবার জন্য তুমি ধূমকেতুর ন্যায় করাল তরবারি ধারণ করিয়াছ (নিষ্কোষিত করিয়াছ)। কল্কিরূপধারী তোমার জয় হউক ॥ (কল্কি বীর-রসের অধিষ্ঠাতা)।

[১১] হে কেশব, হে দশবিধরূপধারী, হে জগদীশ, হে হরে! তোমার জয় হউক। (এইরূপে জয়োচ্চারণ করিয়া) শ্রীজয়দেবকথিত সুখদায়ক, শুভদায়ক, সংসারের সারস্বরূপ এই মনোহর স্তোত্র শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥

নায়ক নারায়ণ

গুর্জ্জরীরাগ, নিঃসারতাল

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিতললিতবনমাল।
জয় জয় দেব হরে॥[১]
দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন মুনিজনমানসহংস।
জয় জয় দেব হরে॥[২]
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন যদুকুলনলিনদিনেশ।
জয় জয় দেব হরে॥[৩]
মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন সুরকুলকেলিনিদান।
জয় জয় দেব হরে॥[৪]
অমলকমলদললোচন ভবমোচন ত্রিভুবনভবননিধান।
জয় জয় দেব হরে॥[৫]
জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ সমরশমিতদশকণ্ঠ।
জয় জয় দেব হরে॥[৬]
অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর।
জয় জয় দেব হরে॥[৭]
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু।
জয় জয় দেব হরে॥[৮]
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি।
জয় জয় দেব হরে॥[৯] ॥ ২ ॥

[১] কমলার বক্ষঃস্থলাশ্রিত, কুণ্ডলধারী, মনোহর বনমালাপরিশোভিত হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক॥

[২] সবিতৃমণ্ডলের ভূষণ, ভববন্ধনখণ্ডনকারী মুনিজন-মানস-সরোবরের হংসস্বরূপ, হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক॥

[৩] কালিয়সর্পদমনকারী, জনমনোরঞ্জন, যদুকুলকমলের সূর্য্যস্বরূপ, হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক॥

[৪] মধু, মুর ও নরকাসুরের বিনাশকারী, গরুড়বাহন, সুরকুলের সর্ব্বস্বাচ্ছন্দ্যের মূল কারণস্বরূপ, হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক॥

[৫] বিমল কমলনয়ন, ভব-বন্ধন-মোচনকারী, ত্রিভুবন-ভবনের আধার (আশ্রয়), হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক॥

[৬] জানকীকৃতভূষণ, দূষণ-বিজয়ী, সমরে দশাননের শাসনকারী, হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক॥

[৭] নব-জলধর-সুন্দর-কান্তি, মন্দর-পর্ব্বতধারী, কমলামুখচন্দ্রের চকোর, হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক॥

[৮] আমরা তোমার চরণকমলে প্রণত রহিয়াছি, ইহা জানিয়া আমাদের কুশল বিধান কর॥

[৯] শ্রীজয়দেব কবির এই উজ্জ্বলরসের মঙ্গলগান সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করুক॥ ২॥

শ্রীবৃন্দাবনে বসন্ত

বসন্তরাগ, যতিতাল

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥[১] ধ্রু॥
উন্মদমদনমনোরথপথিকবধূজনজনিতবিলাপে।
অলিকুলসঙ্কুলকুসুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে॥[২]
মৃগমদসৌরভরভসবশংবদনবদলমালতমালে।
যুবজনহৃদয়বিদারণমনসিজনখরুচিকিংশুকজালে॥[৩]
মদনমহীপতিকনকদণ্ডরুচিকেশরকুসুমবিকাশে।
মিলিতশিলীমুখপাটলিপটলকৃতস্মরতূণবিলাসে॥[৪]
বিগলিতলজ্জিতজগদবলোকনতরুণকরুণকৃতহাসে।
বিরহিনিকৃন্তনকুন্তমুখাকৃতিকেতকিদন্তুরিতাশে॥[৫]
মাধবিকাপরিমলললিতে নবমালিকয়াতিসুগন্ধৌ।
মুনিমনসামপি মোহনকারিণী তরুণাকারণবন্ধৌ॥[৬]
স্ফুরদতিমুক্তলতাপরিরম্ভণপুলকিতমুকুলিতচূতে।
বৃন্দাবনবিপিনে পরিসরপরিগতযমুনাজলপূতে॥[৭]
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণস্মৃতিসারম্।
সরসবসন্তসময়বনবর্ণনমনুগতমদনবিকারম্॥[৮]॥ ৩॥

[১] সখি, কোমল মলয়পবন মনোহর লবঙ্গলতাসংসর্গে মধুময় হইয়াছে। অলিগুঞ্জনমিশ্রিত কোকিল-কূজনে কুঞ্জকুটীর মুখরিত হইতেছে। বিরহিগণের পক্ষে দুঃখ-দায়ক এই সরস বসন্তে শ্রীহরি ব্রজবধূগণের সঙ্গে বিহার ও নৃত্য করিতেছেন॥

[২] এই বসন্ত (একদিকে যেমন) মদনসন্তাপিতা পথিকবধূগণের (পতি যাহাদের বিদেশে) বিলাপে মুখরিত, (অন্যদিকে তেমনি) অলিকুলপরিব্যাপ্ত কুসুমসমূহে নিরাকুল বকুলকলাপে সুশোভিত॥

[৩] (এই বসন্তে) নবমুকুলিত তমালতরুরাজি যেন মৃগমদসৌরভকে অতিশয় বশীভূত করিয়াছে (অর্থাৎ তমালমুকুল মৃগমদের ন্যায় গন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে)। প্রস্ফুটিত পলাশপুষ্পগুলিকে যুবজন-হৃদয়-বিদীর্ণকারী কামদেবের নখরসদৃশ মনে হইতেছে॥

[৪] (এই বসন্তে) বিকশিত কেশরকুসুম মদনমহীপতির সুবর্ণদণ্ডের (স্বর্ণ ছত্রের) ন্যায় শোভা পাইতেছে। ভ্রমরবেষ্টিত পাটলিপুষ্পসমূহকে কামদেবের বাণপূর্ণ তূণীরের মত বোধ হইতেছে॥

[৫] (এই বসন্তে) জগৎকে লজ্জাহীন দেখিয়া নবপুষ্পিত করুণ (বাতাবী) তরুগুলি (যেন পুষ্পচ্ছলে) হাস্য করিতেছে। বিরহিগণের দলনকারী বর্শাফলকের ন্যায় কেতকীপুষ্পগুলিকে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন দিক্‌সকল দন্তবিকাশ করিয়াছে॥

[৬] (এই বসন্ত) মাধবীপরিমলে সুললিত, এবং নব মালতীগন্ধে সুরভিত, মুনিগণেরও মনোমোহন-কারী এবং যুবকযুবতীজনের অহেতুক (নিঃস্বার্থ) বন্ধু॥

[৭] কম্পিতা মাধবীলতার আলিঙ্গনে সহকার পুলক-মুকুলিত হইয়াছে। যমুনাপ্রবাহে পবিত্রপ্রান্ত বৃন্দাবনবিপিনে বসন্ত এইরূপ শোভা বিস্তার করিয়াছে॥

[৮] শ্রীজয়দেব-রচিত এই সরস বসন্তসময়ের বনশোভা এবং তদনুগত মদনবিকারের বর্ণনা সকলের চিত্তে সারভূত হরিচরণের স্মৃতি জাগরিত করিয়া বিরাজ করুক॥ ৩॥

শ্রীকৃষ্ণের বসন্তলীলা

রামকিরীরাগ, যতিতাল

চন্দনচর্চ্চিতনীলকলেবর পীতবসনবনমালী।
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী॥
হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে।
বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে॥[১] ধ্রু॥
পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্।
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্॥[২]
কাপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিতমনোজম্।
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদনবদনসরোজম্॥[৩]
কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে।
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে॥[৪]
কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনাজলকূলে।
মঞ্জুলবঞ্জুলকুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে॥[৫]
করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলস্বনবংশে।
রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে॥[৬]
শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাম্।
পশ্যতি সস্মিতচারু পরামপরামনুগচ্ছতি বামাম্॥[৭]
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমদ্ভুতকেশবকেলিরহস্যম্।
বৃন্দাবনবিপিনে ললিতং বিতনোতু শুভানি যশস্যম্॥[৮]॥ ৪॥

[১] পীতবসনপরিহিত বনমালীর নীলকলেবর শুভ্র চন্দনে অনুলিপ্ত। তিনি ক্রীড়ামত্ত হওয়ায় তাঁহার মণিময় কুণ্ডল দুলিতেছে এবং ঈষৎহাস্যে উজ্জ্বল কপোলযুগল সেই কুণ্ডলচ্ছটায় শোভিত হইয়াছে। বিলাসমত্তা মুগ্ধা বধূগণকে লইয়া হরি এই বৃন্দাবনে কেলিবিলাসে রত হইয়াছেন॥

[২] কোন গোপবধূ অনুরাগভরে পীনপয়োধরপীড়নে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে উদাত্ত পঞ্চমরাগে গান করিতেছেন॥

[৩] কোন মুগ্ধা বধূ মধুসূদনের বদনসরোজ ধ্যান করিতেছেন। তাঁহার বিলাসবিলোল দৃষ্টিনিক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের মুখশ্রী মদনমদে উল্লসিত হইতেছে॥

[৪] কোন নিতম্বিনী শ্রীকৃষ্ণের কানে কানে কিছু বলিবার ছলে তাঁহার কপোলে বদন (কপোল) মিলিত করিলে শ্রীকৃষ্ণ পুলকিত হইতেছেন, অনুকূল জানিয়া সেই সুন্দরী অমনি তাঁহাকে মধুর চুম্বন দান করিতেছেন॥

[৫] কোন কামিনী কেলিকলাকৌতুকে যমুনার তীরবর্ত্তী মনোহর বেতসকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের বসনপ্রান্ত আকর্ষণ করিতেছেন॥

[৬] কোন যুবতী মুরলীর কলধ্বনির সঙ্গে করতালি দিয়া তাল রক্ষা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার বলয়গুলি মৃদুভাবে শিঞ্জিত হইতেছে! হরি রাসরসে নৃত্যপরা সেই সহচারিণী যুবতীর প্রশংসা করিতেছেন॥

[৭] হরি কাহাকেও আলিঙ্গন করিতেছেন, কাহাকেও চুম্বন করিতেছেন, কাহারও সহিত রমণ করিতেছেন, কাহারও প্রতি সহাস্যে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছেন এবং (মানভঞ্জনের জন্য) কাহারও (কোন প্রতিকূলা গোপীর) অনুগমন করিতেছেন॥

[৮] শ্রীজয়দেব-কবি বৃন্দাবনের বনে বিলাসিত, কেশবের এই অদ্ভুত কেলিরহস্য বর্ণনা করিলেন। এই যশস্কর মধুর লীলা সকলের মঙ্গল বিধান করুক॥ ৪॥

শ্রীকৃষ্ণের রাসোচিত রূপ

গুর্জ্জরীরাগ, যতিতাল

সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনিমুখরিতমোহনবংশম্।
বলিতদৃগঞ্চলচঞ্চলমৌলিকপোলবিলোলবতংসম্॥
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং।
স্মরতি মনোমম কৃতপরিহাসম্॥[১] ধ্রু॥
চন্দ্রকচারুময়ূরশিখণ্ডকমণ্ডলবলয়িতকেশম্।
প্রচুরপুরন্দরধনুরনুরঞ্জিতমেদুরমুদিরসুবেশম্॥[২]
গোপকদম্বনিতম্বতীমুখচুম্বনলম্ভিতলোভম্।
বন্ধুজীবমধুরাধরপল্লবমুল্লসিতস্মিতশোভম্॥[৩]
বিপুলপুলকভুজপল্লববলয়িতবল্লবযুবতিসহস্রম্।
করচরণোরসি মণিগণভূষণকিরণবিভিন্নতমিস্রম্॥[৪]
জলদপটলবলদিন্দুবিনিন্দকচন্দনতিলকললাটম্।
পীনপয়োধরপরিসরমর্দ্দননির্দ্দয়হৃদয়কবাটম্॥[৫]
মণিময়মকরমনোহরকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডমুদারম্।
পীতবসনমনুগতমুনিমনুজসুরাসুরবরপরিবারম্॥[৬]
বিশদকদম্বতলে মিলিতং কলিকলুষভয়ং শময়ন্তম্।
মামপি কিমপি তরঙ্গদনঙ্গদৃশা মনসা রময়ন্তম্॥[৭]
শ্রীজয়দেবভণিতমতিসুন্দরমোহনমধুরিপুরূপম্।
হরিচরণস্মরণং প্রতি সংপ্রতি পুণ্যবতামনুরূপম্॥[৮]॥ ৫॥

[১] সখি, যাঁহার সুধাময় অধর-ফুৎকারে মোহনবংশী মধুর ধ্বনিতে মুখরিত, ইতস্ততঃ কটাক্ষবিক্ষেপে যাঁহার মুকুট (শিরোভূষণ) চঞ্চল এবং কুণ্ডল (কর্ণভূষণ) কপোলদেশে দোদুল্যমান, সেই হরি আজ আমাকে ত্যাগ করিয়া বিলাসে রত হইয়াছেন। আমার মন কিন্তু সেই শারদ রাসক্রীড়ারত পরিহাসপটু তাঁহাকেই স্মরণ করিতেছে॥

[২] কেশদাম অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সুন্দর ময়ূরপুচ্ছে বেষ্টিত থাকায় যিনি বিশাল ইন্দ্রধনুর দ্বারা অনুরঞ্জিত স্নিগ্ধশোভন জলধরের ন্যায় শোভমান—॥

[৩] যিনি গোপনিতম্বিনীগণের মুখচুম্বন-লোভে প্রলুব্ধ, যাঁহার বান্ধুলীতুল্য মধুর অধরপল্লব উল্লাসহাস্যে সুন্দর—॥

[৪] যাঁহার বিপুলপুলকাঞ্চিত ভুজপল্লবে (একত্রে) সহস্র গোপযুবতী আলিঙ্গনাবদ্ধ, যাঁহার কর, চরণ ও বক্ষের মণিময় ভূষণের কিরণচ্ছটায় অন্ধকার অপসারিত—॥

[৫] যাঁহার ললাটস্থিত চন্দনতিলক জলদপটল-বলয়িত ইন্দুকে নিন্দা করে, যাঁহার হৃদয়কবাট পীনপয়োধরের আমূলমর্দ্দনে মমতাহীন—॥

[৬] সুন্দর মণিময় মকরাকৃতি কুণ্ডলে যাঁহার কপোলদেশ পরিশোভিত; মুনি, মানব, দেবতা এবং অসুরকুলের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীগণ যে উদার (মহান্) পীতাম্বরের আনুগত্য করেন (সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হন)—॥

[৭] বিকশিত কদম্বতরুতলে মিলিত হইয়া কলি-কলুষ-ভয় প্রশমনপূর্ব্বক অনঙ্গ-তরঙ্গিত চঞ্চল নয়নে এবং সস্পৃহ অন্তরে যিনি আমার সঙ্গেই রমণ করেন—॥ (রাসক্রীড়ারত সেই হরিকেই আমার মন স্মরণ করিতেছে)।

[৮] শ্রীজয়দেব কবির অতি সুন্দর মধুরিপুর এই মোহনরূপবর্ণন সম্প্রতি পুণ্যবানগণের হরিচরণ-স্মরণেরই অনুরূপ—॥ ৫॥

শ্রীরাধার খেদ

মালবরাগ, একতাল

নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্ ।
চকিতবিলোকিত-সকলদিশা রতিরভসরসেন হসন্তম্ ॥
সখি হে কেশিমথনমুদারম্ ।
রময় ময়া সহ মদনমনোরথভাবিতয়া সবিকারম্ ॥[১] ধ্রু ॥
প্রথম-সমাগম-লজ্জিতয়া পটুচাটুশতৈরনুকূলম্ ।
মৃদুমধুরস্মিতভাষিতয়া শিথিলীকৃতজঘনদুকূলম্ ॥[২]
কিশলয়শয়ননিবেশিতয়া চিরমুরসি মমৈব শয়ানম্ ।
কৃতপরিরম্ভণচুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধরপানম্ ॥[৩]
অলসনিমীলিতলোচনয়া পুলকাবলিললিতকপোলম্ ।
শ্রমজলসকলকলেবরয়া বরমদনমদাদতিলোলম্ ॥[৪]
কোকিলকলরবকূজিতয়া জিতমনসিজতন্ত্রবিচারম্ ।
শ্লথকুসুমাকুলকুন্তলয়া নখলিখিতঘনস্তনভারম্ ॥[৫]
চরণরণিতমণিনূপুরয়া পরিপূরিতসুরতবিতানম্ ।
মুখরবিশৃঙ্খলমেখলয়া সকচগ্রহচুম্বনদানম্ ॥[৬]
রতিসুখসময়রসালসয়া দরমুকুলিতনয়নসরোজম্ ।
নিঃসহনিপতিততনুলতয়া মধুসূদনমুদিতমনোজম্ ॥[৭]
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশয়মধুরিপুনিধুবনশীলম্ ।
সুখমুৎকণ্ঠিতগোপবধূকথিতং বিতনোতু সলীলম্ ॥[৮] ॥ ৬ ॥

[১] আমি রজনীতে নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে উপস্থিত হইলে যিনি গোপনে লুকাইয়া থাকেন, এবং চকিতে চারিদিকে চাহিতেছি দেখিয়া রতিরসের উচ্ছলিত আবেগে হাসিয়া উঠেন, আমার বিলাস-কামনা যাঁহার চিত্তকে লালসাযুক্ত করে, সখি, সেই উদার কেশিমথনের সঙ্গে আমার মিলন করাইয়া দাও ॥

[২] প্রথম-সমাগম-সময়ে লজ্জিতা দেখিয়া যিনি অতি পটুতার সহিত অনুকূল শত চাটুবচন প্রয়োগ করেন এবং আমাকে মৃদুমধুর হাস্যের সহিত আলাপ করিতে দেখিয়া আমার জঘন-বসন শিথিল করিয়া দেন ॥

[৩] আমি কিশলয়-শয্যায় শয়ন করিলে যিনি আমার বক্ষঃস্থলে দীর্ঘকাল শয়ন করিয়া থাকেন এবং আমি আলিঙ্গনপূর্ব্বক চুম্বন করিলে যিনি প্রত্যালিঙ্গনপূর্ব্বক আমার অধরসুধা পান করেন ॥

[৪] রতিরসালসে আমার লোচন মুদিত হইয়া আসিলে যাঁহার কপোল পুলকাবলীতে ললিত হইয়া উঠে, আমার সর্ব্বাঙ্গ শ্রমজলে পরিপূর্ণ হইলে যিনি অধিকতর মদনমদে চঞ্চল হইয়া উঠেন ॥

[৫] রতিকালে আমি কোকিল-কলরবে কূজন করিতে থাকিলে যিনি মনসিজতন্ত্রবিচারে বিজয়ীর পরিচয় প্রদান করেন, আমার কেশপাশ আলুলিত ও (কবরীর) কুসুমসমূহ শিথিল হইলে যিনি আমার ঘন স্তনভারে নখলেখ অঙ্কিত করিয়া দেন ॥

[৬] আমার চরণের মণিময় নূপুর রণিত হইতে থাকিলে যাঁহার সুরতবিতান সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, আমার মুখর মেখলা বিশৃঙ্খল হইয়া গেলে যিনি কেশাকর্ষণপূর্ব্বক আমাকে চুম্বন করেন ॥

[৭] আমি রতিরস-সুখে অলস হইয়া পড়িলে যাঁহার নয়নপঙ্কজ ঈষৎ মুকুলিত হয়, আমার দেহলতা অবসন্ন হইয়া পড়িলে যে মধুসূদনের মনোভব পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠে ॥

[৮] শ্রীজয়দেবভণিত উৎকণ্ঠিতাগোপবধূ-(রাধা)-কথিত, অতিশয় মধুর রতিবিলাসের স্মারক মধুরিপুর এই চরিত্রগীতি ভক্তগণের হৃদয়ে অনায়াস-সুখ বিস্তার করুক ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অনুতাপ

গুর্জ্জরীরাগ, যতিতাল

মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূনিচয়েন।
সাপরাধতয়াময়াপি ন বারিতাতিভয়েন॥
হরি হরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব॥[১] ধ্রু॥
কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ।
কিং ধনেন জনেন কিং মম জীবিতেন গৃহেণ॥[২]
চিন্তয়ামি তদাননং কুটিলভ্রূ কোপভরেণ।
শোণপদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ॥[৩]
তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং ভৃশং রময়ামি।
কিং বনেঽনুসরামি তামিহ কিং বৃথা বিলপামি॥[৪]
তন্বি খিন্নমসূয়য়া হৃদয়ং তবাকলয়ামি।
তন্ন বেদ্মি কুতো গতাসি ন তেন তেঽনুনয়ামি॥[৫]
দৃশ্যসে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি।
কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভণং ন দদাসি॥[৬]
ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি।
দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মন্মথেন দুনোমি॥[৭]
বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভবরোহিণীরমণেন॥[৮]॥ ৭॥

[১] রাধা আমাকে গোপীগণে পরিবৃত দেখিয়া যখন চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন আমি নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া অতিশয় ভীতিবশতঃ তাঁহাকে নিবারণ করিলাম না। হরি! হরি! আপনাকে অনাদৃতা মনে করিয়া কোপভরে তিনি চলিয়া গিয়াছেন॥

[২] আমার দীর্ঘ বিরহে তিনি এখন কি করিতেছেন, কি বলিতেছেন? তাঁহার অভাবে আমার ধনে, জনে, জীবনে এবং গৃহে কি কাজ?

[৩] আমি তাঁহার কোপকুটিল ভ্রূ-লতাযুক্ত (আরক্ত) মুখমণ্ডল চিন্তা করিতেছি। মনে হইতেছে রক্তপদ্মের উপরে আকুল ভ্রমর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

[৪] আমি ত হৃদয়সঙ্গতা তাহার সহিত অনুক্ষণ মিলনসুখ উপভোগ করিতেছি, তবে কেন এই বনে বনে অনুসরণ, এবং কেনই বা বৃথা বিলাপ করিয়া মরিতেছি!

[৫] হে তন্বি! তোমার হৃদয় অসূয়ায় ক্ষুব্ধ হইয়াছে, ইহা বুঝিতেছি, কিন্তু তুমি কোথায় গিয়াছ জানি না বলিয়া নিকটে গিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে পারিতেছি না॥

[৬] তুমি যেন আমার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতেছ দেখিতে পাইতেছি; তবে কেন পূর্ব্বের ন্যায় সসম্ভ্রমে আলিঙ্গন দান করিতেছ না?

[৭] আমার অপরাধ ক্ষমা কর। এমন অপরাধ আর কখনও করিব না। আমি (তোমার বিরহে) মদনতাপে কাতর হইয়াছি, আমায় দর্শন দাও॥

[৮] কেন্দুবিল্ব-সমুদ্র-সম্ভব-রোহিণীরমণ (কেন্দুবিল্ব গ্রামের পূর্ণচন্দ্র) জয়দেব অতি বিনয়সহকারে শ্রীহরির এই বিলাপ বর্ণনা করিলেন॥ ৭॥

শ্রীরাধার বিরহ

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখী

কর্ণাটরাগ, যতিতাল

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্॥
সা বিরহে তব দীনা।
মাধব মনসিজবিশিখভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা॥[১] ধ্রু॥
অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্।
স্বহৃদয়মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম্॥[২]
কুসুমবিশিখশরতল্পমনল্পবিলাসকলাকমনীয়ম্।
ব্রতমিব তব পরিরম্ভসুখায় করোতি কুসুমশয়নীয়ম্॥[৩]
বহতি চ বলিতবিলোচনজলধরমাননকমলমুদারম্।
বিধুমিব বিকটবিধুন্তুদদন্তদলনগলিতামৃতধারম্॥[৪]
বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্।
প্রণমতি মকরমধোবিনিধায় করে চ শরং নবচূতম্॥[৫]
প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহম্॥[৬]
ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবদুরাপম্।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্॥[৭]

[১] রাধা চন্দন এবং চন্দ্রকিরণের নিন্দা করিতেছেন; যাহারা স্বভাবশীতল, তাহারা অগ্নিবৎ জ্বালা বিস্তার করিতেছে। তিনি এই দুর্দ্দৈবে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। মলয় পবনকে চন্দনতরুকোটরস্থিত সর্পগণের সঙ্গহেতু বিষময় (সর্প-নিঃশ্বাসে বিষাক্ত) বলিয়া মনে করিতেছেন। মাধব, তোমার বিরহে রাধা অতিশয় কাতরা হইয়াছেন, এবং মদনের বাণ বর্ষণের ভয়েই যেন তোমাতে লীনা হইয়া গিয়াছেন॥

[২] রাধিকা নিজ বক্ষে, অনবরত বর্ষিত মদন-শরাঘাত হইতে হৃদয়-মধ্যস্থিত তোমাকে রক্ষা করিবার জন্যই বর্ম্মস্বরূপ সজল আয়ত নলিনীপত্রে বক্ষ আচ্ছাদন করিয়াছেন (বিরহতাপশান্তির জন্য নহে)॥

[৩] তোমার বিরহে বিলাসসম্ভারপূর্ণ বাঞ্ছিত কুসুম-শয্যা এখন রাধার নিকট মদনের শর-শয্যা বলিয়া বোধ হইতেছে। তথাপি পুনরায় তোমার আলিঙ্গনপ্রাপ্তির আশায় (তুমি গিয়া শয়ন করিবে বলিয়া) কঠোর ব্রতচারিণীর ন্যায় তিনি সেই কুসুমশয়ন আশ্রয় করিয়াছেন॥

[৪] তাঁহার নয়ন-মেঘ হইতে মনোহর বদনকমলে অবিরল জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছে; যেন বিকট রাহুর দন্ত-দলনে চন্দ্র হইতে অমৃত-ধারা বিগলিত হইতেছে॥

[৫] সাক্ষাৎ কন্দর্পবোধে নির্জ্জনে মৃগমদ দিয়া তিনি তোমারই মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতেছেন। তাহার অধোদেশে মকর আঁকিয়া এবং হস্তে শায়কস্বরূপ রসালমুকুল অর্পণ করিয়া প্রণাম করিতেছেন॥

[৬] প্রণাম করিতেছেন, আর বারবার বলিতেছেন—হে মাধব! এই আমি তোমার চরণে পড়িয়া রহিলাম, তুমি বিমুখ হইলে এখনই সুধানিধিও (চন্দ্র) আমাকে দগ্ধ করিবে॥

[৭] তিনি অতি দুর্লভ তোমাকে ধ্যানে কল্পনা করিয়া সেই ধ্যানকল্পিত মূর্ত্তির সম্মুখে (দুঃখকথা নিবেদন করিয়া) বিলাপ করিতেছেন, (মিলনের আনন্দে) হাসিতেছেন, (পুনর্বিরহ-ভাবনায়) বিষণ্ণ হইতেছেন, (আর যদি দেখা না দাও এই দুঃখে) কাঁদিতেছেন, (এখনই দেখিতে পাইব এই আশায়)

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমধিকং যদি মনসা নটনীয়ম্।
হরিবিরহাকুলবল্লবযুবতিসখীবচনং পঠনীয়ম্॥[৮]॥ ৮॥

দেশাগরাগ, একতাল

স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্।
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্॥
রাধিকা তব বিরহে কেশব॥[১] ধ্রু॥
সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্॥[২]
শ্বসিতপবনমনুপমপরিণাহম্।
মদনদহনমিব বহতি সদাহম্॥[৩]
দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম্।
নয়ননলিনমিব বিদলিতনালম্॥[৪]
নয়নবিষয়মপি কিশলয়তল্পম্।
গণয়তি বিহিতহুতাশবিকল্পম্॥[৫]
ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলম্।
বালশশিনমিব সায়মলোলম্॥[৬]
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্।
বিরহবিহিতমরণেব নিকামম্॥[৭]
শ্রীজয়দেবভণিতমিতি গীতম্।
সুখয়তু কেশবপদমুপনীতম্॥[৮]॥ ৯॥

তোমার আবির্ভাব-কল্পনায় ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছেন। আবার—পুনঃপ্রাপ্তির অনুধ্যানে কল্পিত আলিঙ্গনে তাপ দূর করিতেছেন॥

[৮] যদি মনকে আনন্দে মাতাইয়া নাচাইতে সাধ হয়, তবে শ্রীজয়দেব-ভণিত হরিবিরহাকুলা ব্রজ-যুবতীর (শ্রীরাধার) এই সখীবচন পাঠ করুন॥ ৮॥

[১] কেশব, তোমার বিরহে রাধা এমনই কৃশাঙ্গী হইয়া পড়িয়াছেন, যে স্তনোপরি বিন্যস্ত মনোহর হারকেও ভার বোধ করিতেছেন॥

[২] গাত্রসংলিপ্ত সরস মসৃণ মলয়জ চন্দনকে তিনি বিষজ্ঞানে সভয়ে নিরীক্ষণ করিতেছেন॥

[৩] তিনি সর্ব্বদাই উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, যেন মদনাগ্নি জ্বালাবিস্তার করিতেছে॥

[৪] জলকণালিপ্ত ছিন্ন-নাল কমলের মত তাঁহার অশ্রুসিক্ত নয়ন দিকে দিকে তোমাকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে॥

কিশলয়-শয্যা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও তিনি হুতাশনবৎ মনে করিতেছেন॥

বিরহপাণ্ডুর কপোল করতলে ন্যস্ত করিয়াছেন, যেন বালচন্দ্র (অর্দ্ধচন্দ্র) সন্ধ্যায় নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে॥

তোমার বিরহে মৃত্যু নিশ্চিত, (তাই পর[illegible] যাহাতে তোমায় প্রাপ্ত হন, এই কামনায়) তিনি হরি, হরি, [illegible] জপ করিতেছেন॥

[illegible] এই গীতি, হরিচরণে অর্পিতচিত্ত ভক্তগণের সুখবৃদ্ধি করুক॥ ৯॥

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ

শ্রীরাধার প্রতি সখী

দেশবরাড়ীরাগ, রূপকতাল

বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়।
স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহিহৃদয়দলনায়॥
সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী॥[১] ধ্রু॥
দহতি শিশিরময়ূখে মরণমনুকরোতি।
পততি মদনবিশিখে বিলপতি বিকলতরোঽতি॥[২]
ধ্বনতি মধুপসমূহে শ্রবণমপিদধাতি।
মনসি বলিতবিরহে নিশি নিশি রুজমুপযাতি॥[৩]
বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতধাম।
লুঠতি ধরণিশয়নে বহু বিলপতি তব নাম॥[৪]
ভণতি কবিজয়দেবে বিরহবিলসিতেন।
মনসি রভসবিভবে হরিরুদয়তু সুকৃতেন॥[৫]॥ ১০॥

অভিসারিকা

শ্রীরাধার প্রতি সখী

গুর্জ্জরীরাগ, একতাল

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্॥
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।
পীনপয়োধরপরিসরমর্দ্দনচঞ্চলকরযুগশালী॥[১] ধ্রু॥

[১] সখি! তোমার বিরহে বনমালী অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, (তাহার উপর) এখন মদনোদ্দীপক মলয়সমীর প্রবাহিত হইতেছে, বিরহিগণের বেদনাদায়ক কুসুমসমূহ প্রস্ফুটিত হইয়াছে॥

[২] চন্দ্রকিরণে তিনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া আছেন, কুসুমপতনে মদনবাণভ্রমে অতিশয় বিহ্বল হইয়া বিলাপ করিতেছেন॥

[৩] তিনি অলিগুঞ্জন শুনিয়া হস্তদ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন এবং বিরহজনিত মনোবেদনায় এই রাত্রিকালে ক্ষণে ক্ষণে যাতনাভোগ করিতেছেন॥

[৪] মনোহর বাসভবন ত্যাগ করিয়া তোমার জন্য তিনি বনবাসী হইয়াছেন এবং তোমার নাম লইয়া বিলাপ করিতে করিতে ভূমিতে লুটাইতেছেন॥

[৫] কবি জয়দেব-ভণিত এই হরিবিরহবিলসিত সঙ্গীত শ্রবণের পুণ্যফলে রস-বৈভবযুক্ত ভক্তদের মনে হরি উদিত হউন॥ ১০॥

[১] হে সখি! তোমার হৃদয়েশ্বর মদনমনোহর-বেশে রতিসুখসারভূত অভিসারে গমন করিয়াছেন।

নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
বহুমনুতে ননু তে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুম্॥[২]
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥[৩]
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্॥[৪]
উরসি মুরারেরুপহিতহারে ঘন ইব তরলবলাকে।
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি সুকৃতবিপাকে॥[৫]
বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধানম্।
কিশলয়শয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিমিব হর্ষনিধানম্॥[৬]
হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম্।
কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামম্॥[৭]
শ্রীজয়দেবে কৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্।
প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত সুকৃতকমনীয়ম্॥[৮] ॥ ১১ ॥

নিতম্বিনি! গমনে বিলম্ব করিও না; তাঁহার অনুসরণ কর। তোমার পীনপয়োধর-পরিসর-মর্দ্দনের জন্য যাঁহার করযুগল সর্ব্বদা চঞ্চল, সেই বনমালী ধীরসমীর-সেবিত যমুনাতীরবর্ত্তী বনে অবস্থিতি করিতেছেন॥

[২] তিনি তোমার নাম লইয়া সঙ্কেতপূর্ব্বক মৃদু মৃদু বেণু বাদন করিতেছেন। যে-বায়ু তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে, তিনি সেই বায়ুদ্বারা চালিত ধূলিকণাকেও ধন্য মনে করিতেছেন॥

[৩] পাখী উড়িয়া বসিলে, গাছের পাতা নড়িলেও তুমি আসিতেছ মনে করিয়া অমনি তিনি শয্যারচনা করিতেছেন, এবং সচকিত দৃষ্টিতে তোমার পথপানে চাহিতেছেন॥

[৪] সখি! তোমার ঐ চঞ্চল মুখর নূপুর ত্যাগ করিয়া চল। কারণ, নূপুর বিহারের সময় চাঞ্চল্য প্রকাশপূর্ব্বক শত্রুতা করে। (তামসী নিশায় অভিসারোচিত) নীল নিচোল পরিধান করিয়া তিমিরাবৃত কুঞ্জে গমন কর॥

[৫] মেঘে বলাকাপঙ্‌ক্তিসদৃশ হারশোভিত মুরারির বক্ষঃস্থলে কৃতপুণ্যের ফলস্বরূপ বিপরীত-রতিকালে তুমি মেঘবক্ষে তড়িতের ন্যায় শোভা পাইবে॥

[৬] হে পঙ্কজাক্ষি! পল্লবশয্যাস্থিত তোমার মেখলামুক্ত বসনহীন জঘনদেশ দর্শনে শ্রীহরি অনাবৃত নিধিদর্শনের ন্যায় হর্ষযুক্ত হইবেন॥

[৭] হরি তোমারই অনুরাগী (স্বদেকপর), এই রজনীও অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে (শেষ হইয়া আসিতেছে)। অতএব আমার কথা রাখ, অবিলম্বে মধুরিপুর কামনা পূর্ণ কর॥

[৮] শ্রীহরির সেবক জয়দেবভণিত এই গান পরম রমণীয়। (ইহা শ্রবণ করিয়া) আহ্লাদিত হৃদয়ে সেই সুকৃতজনবাঞ্ছিত করুণাময় হরিকে সকলে প্রণাম করুন॥ ১১ ॥

বাসকসজ্জা

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখী

গোণ্ডকিরীরাগ, রূপকতাল

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্।
তদধরমধুরমধূনি পিবন্তম্॥
নাথ হরে সীদতি রাধা বাসগৃহে॥[১] ধ্রু॥
ত্বদভিসরণরভসেন বলন্তী।
পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী॥[২]
বিহিতবিশদবিসকিশলয়বলয়া।
জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া॥[৩]
মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥[৪]
ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্।
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারম্॥[৫]
শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পম্।
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্॥[৬]
ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলজ্জা।
বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা॥[৭]
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতম্।
রসিকজনং তনুতামতিমুদিতম্॥[৮]॥ ১২॥

[১] নাথ! হরে! রাধা লতাকুঞ্জে বিষাদে (ব্যাকুলভাবে) অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি নির্জ্জনে রহিয়া তাঁহার মধুর অধরমধুপানকুশল তোমাকেই দিকে দিকে দেখিতেছেন॥

[২] (দেখিলাম) তিনি তোমার অভিসাররভসরসে উৎসাহিতা হইয়া কয়েক পদ চলিয়াই ভূমিতে পতিত হইতেছেন॥

[৩] তিনি (তাপ-নিবারণ জন্য) বিশদ মৃণাল ও নবপল্লব বলয় ধারণ করিয়া তোমার রতিলাভের আশাতেই যেন বাঁচিয়া আছেন॥

[৪] রাধা তোমার ন্যায় বেশভূষা ধারণ করিয়া অবিরত তাহাই দেখিতেছেন এবং 'আমিই শ্রীকৃষ্ণ' এইরূপই মনে করিতেছেন।

[৫] হরি কেন শীঘ্র অভিসারে আসিতেছেন না, সখীকে বার বার এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন॥

[৬] (কখনও) হরি আসিয়াছেন এই মনে করিয়া জলদসদৃশ গাঢ় অন্ধকারকেই আলিঙ্গন এবং চুম্বন করিতেছেন॥

[৭] (আবার জ্ঞান হওয়ায়) তোমার বিলম্ব দেখিয়া (বাসকসজ্জায়) প্রতীক্ষমাণা শ্রীরাধা লজ্জাত্যাগপূর্ব্বক বিলাপ ও রোদন করিতেছেন॥

[৮] শ্রীজয়দেববিরচিত এই গান রসিকজনের চিত্তে অতিশয় হর্ষ সঞ্চার করুক॥ ১২॥

উৎকণ্ঠিতা

শ্রীরাধার খেদ

মালবরাগ, যতিতাল

কথিতসময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্।
মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্॥
যামি হে কমিহ শরণম্ সখীজনবচনবঞ্চিতা॥[১] ধ্রু॥
যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম্।
তেন মম হৃদয়মিদমসমশরকীলিতম্॥[২]
মম মরণমেব বরমতিবিতথকেতনা।
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা॥[৩]
মামহহ বিধুরয়তি মধুরমধুযামিনী।
কাপি হরিমনুভবতি কৃতসুকৃতকামিনী॥[৪]
অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণম্।
হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্॥[৫]
কুসুমসুকুমারতনুমতনুশরলীলয়া।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষমশীলয়া॥[৬]
অহমিহ নিবসামি ন গণিতবনবেতসা।
স্মরতি মধুসূদনোমামপি ন চেতসা॥[৭]
হরিচরণশরণজয়দেবকবিভারতী।
বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমলকলাবতী॥[৮]॥ ১৩॥

[১] কথিত সময় বহিয়া গেল, হরি ত আসিলেন না, আমার এই অমল রূপযৌবন বিফল হইল। সখীগণ আমায় বঞ্চনা করিয়াছে; হায়! আমি কাহার শরণ গ্রহণ করিব?

[২] যাঁহার জন্য রাত্রে আমি এই গহন বনে আসিলাম তিনিই আমার হৃদয় মদনশরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন॥

[৩] এখন আমার মরণই মঙ্গল, কৃষ্ণবিরহানলে চেতনাশূন্য হইতেছি। এই বিফল দেহ ধারণ করিয়া কি ফল?

[৪] এই মধুর বসন্তরজনী আমাকে যন্ত্রণা দিতেছে, কিন্তু না জানি কোন্ পুণ্যবতী (এই মধু-যামিনীতে) শ্রীহরির মিলনসুখ অনুভব করিতেছে॥

[৫] অহো, তিনি আসিবেন বলিয়া আমি এই বলয়াদি মণিভূষণ ধারণ করিলাম, কিন্তু এসব তাঁহারই বিরহানল বহিয়া আনিয়া এখন আমার যন্ত্রণার কারণ হইল॥ (ভূষণ দূষণে পরিণত হইল)।

[৬] অন্যে পরে কা কথা, আমার কুসুমকোমল দেহ দেখিয়া এই বক্ষঃস্থিত ফুলহারও অতি বিষম মদনশরের ন্যায় হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে॥

[৭] এই ভয়ানক বেতস বনকেও ভয় না করিয়া আমি যাঁহার জন্য এখানে বসিয়া আছি, সেই মধুসূদন আমার কথা মনেও স্থান দিলেন না॥

[৮] হরিচরণে শরণাগত জয়দেব কবির এই গান কোমলা কলাবতী যুবতীর ন্যায় ভক্তগণের হৃদয়ে [illegible] ([illegible]) করুক॥ ১৩॥

বিপ্রলব্ধা

শ্রীরাধার খেদ

বসন্তরাগ, যতিতাল

স্মরসমরোচিতবিরচিতবেশা।
গলিতকুসুমদরবিলুলিতকেশা ॥
কাপি মধুরিপুণা।
বিলসতি যুবতিরধিকগুণা ॥[১] ধ্রু ॥
হরিপরিরম্ভণবলিতবিকারা।
কুচকলসোপরি তরলিতহারা ॥[২]
বিচলদলকললিতাননচন্দ্রা।
তদধরপানরভসকৃততন্দ্রা ॥[৩]
চঞ্চলকুণ্ডলললিতকপোলা।
মুখরিতরসনজঘনগতিলোলা ॥[৪]
দয়িতবিলোকিতলজ্জিতহসিতা।
বহুবিধকূজিতরতিরসরসিতা ॥[৫]
বিপুলপুলকপৃথুবেপথুভঙ্গা।
শ্বসিতনিমীলিতবিকসদনঙ্গা ॥[৬]
শ্রমজলকণভরসুভগশরীরা।
পরিপতিতোরসি রতিরণধীরা ॥[৭]
শ্রীজয়দেবভণিতহরিরমিতম্।
কলিকলুষং জনয়তু পরিশমিতম্ ॥[৮] ॥ ১৪ ॥

---

[১] রতিরণোচিত বেশে সজ্জিতা আমা হইতে অধিক গুণশালিনী কোন যুবতী মধুরিপুর সহিত বিলাসে মাতিয়াছে, তাহার কেশপাশ ঈষৎ শিথিল হইয়াছে, তাহা হইতে ফুলদল খসিয়া পড়িয়াছে ॥
[২] শ্রীহরির আলিঙ্গনে পুলক-চাঞ্চল্যে তাহার কুচকলসের উপর হার লীলায়িত হইতেছে ॥
[৩] তাহার ললিত মুখচন্দ্রে অলকদাম বিচলিত হইয়াছে এবং শ্রীহরির চুম্বন-রভসে তন্দ্রাতুর নয়ন দুটি মুদিয়া আসিতেছে ॥
[৪] তাহার ললিতকপোলে কুণ্ডল দুলিতেছে এবং জঘন-চাঞ্চল্যে মেখলা মুখর হইয়া উঠিয়াছে ॥
[৫] প্রিয় দয়িতকে দেখিয়া সে কখনও লজ্জিতা হইতেছে, কখনও হাসিতেছে, কখনও বা রতিরসে মাতিয়া বহুবিধ অস্ফুট ধ্বনি করিতেছে ॥
[৬] সে কখনও বিপুল পুলকে ঘন ঘন কম্পান্বিতা হইতেছে এবং ঘনশ্বাসে ও নিমীলিত নয়নে অনঙ্গরঙ্গ প্রকাশ করিতেছে ॥
[৭] ভাগ্যবতীর দেহ শ্রমজলে পূর্ণ হইয়াছে এবং সেই রতিরণকুশলা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে লুটাইয়া পড়িতেছে ॥
[৮] শ্রীজয়দেব-ভণিত শ্রীহরির এই বিহারলীলা কামাদি কলিকলুষের বিনাশ-সাধন করুক ॥ ১৪

গুর্জ্জরীরাগ, একতাল

সমুদিতমদনে রমণীবদনে চুম্বনবলিতাধরে।
মৃগমদতিলকং লিখতি সপুলকং মৃগমিব রজনীকরে॥
রমতে যমুনাপুলিনবনে বিজয়ী মুরারিরধুনা॥[১] ধ্রু ॥
ঘনচয়রুচিরে রচয়তি চিকুরে তরলিততরুণাননে।
কুরুবককুসুমং চপলাসুষমং রতিপতিমৃগকাননে॥[২]
ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগগগনে মৃগমদরুচিরূষিতে।
মণিসরমমলং তারকপটলং নখপদশশিভূষিতে॥[৩]
জিতবিসশকলে মৃদুভুজযুগলে করতলনলিনীদলে।
মরকতবলয়ং মধুকরনিচয়ং বিতরতি হিমশীতলে॥[৪]
রতিগৃহজঘনে বিপুলাপঘনে মনসিজকনকাসনে।
মণিময়রসনং তোরণহসনং বিকিরতি কৃতবাসনে॥[৫]
চরণকিশলয়ে কমলানিলয়ে নখমণিগণপূজিতে।
বহিরপবরণং যাবকভরণং জনয়তি হৃদি যোজিতে॥[৬]
রময়তি সুভৃশং কামপি সুদৃশং খলহলধরসোদরে।
কিমফলমবসং চিরমিহ বিরসং বদ সখি বিটপোদরে॥[৭]
ইহ রসভণনে কৃতহরিগুণনে মধুরিপুপদসেবকে।
কলিযুগচরিতং ন বসতু দুরিতং কবিনৃপজয়দেবকে॥[৮] ॥ ১৫ ॥

[১] যমুনা পুলিনবনে বিজয়ী মুরারি অধুনা বিহার করিতেছেন। তিনি মদনোদ্দীপ্তা নায়িকার মুখচন্দ্রে পুলকভরে মৃগলাঞ্ছনসদৃশ মৃগমদতিলক অংকিত করিয়া চুম্বনের জন্য অধরে অধর মিলাইতেছেন॥

[২] রতিপতির বিহারকাননরূপ সেই রমণীর মেঘপুঞ্জ-সদৃশ কেশজালে (তাহার প্রশংসায় মুখর) তরুণ (কৃষ্ণ) বিদ্যুদ্দামতুল্য কুরুবক পুষ্প সাজাইয়া দিতেছেন॥

[৩] তিনি সেই রমণীর মৃগমদশোভিত নখাঙ্করূপ শশিকলার দ্বারা ভূষিত সুঘন (সুনিবিড়) কুচযুগ-গগনে নির্ম্মল মুক্তাহাররূপ তারকাবলী সন্নিবেশিত করিতেছেন॥

[৪] হরি সেই রমণীর হিমশীতল-করতলরূপ নলিনীদল দ্বারা শোভিত মৃণালনিন্দিত ভুজযুগলে মরকতবলয়রূপ ভ্রমরাবলী বিন্যস্ত করিতেছেন॥

[৫] তিনি কামদেবের কনকাসনসদৃশ সেই রমণীর রতিগৃহরূপ সুবিস্তৃত জঘনদেশে তোরণশোভী মঙ্গলমাল্য-তুল্য কাঞ্চী যোজনা করিতেছেন॥

[৬] তিনি সেই রমণীর নখমণিগণ-পূজিত কমলানিলয় (শ্রীমণ্ডিত) চরণ-কিশলয় বক্ষে রাখিয়া তাহার বহিরাবরণস্বরূপ অলক্তক রচনা করিতেছেন॥

[৭] হে সখি! সেই হলধর-সোদর খল কৃষ্ণ যদি অপরা নায়িকার সহিত বিহারে রত রহিলেন, তবে বিরসভাবে এই কুঞ্জে বৃথা বসিয়া থাকিয়া আর কি ফল হইবে বল॥

[৮] মধুরিপুর পদসেবক হরিগুণাত্মক এই রসগীতি-রচয়িতা শ্রীজয়দেবকে যেন কলিযুগোচিত পাপ স্পর্শ না করে॥ ১৫॥

দেশবরাড়ীরাগ, রূপকতাল

অনিলতরলকুবলয়নয়নেন।
তপতি ন সা কিশলয়শয়নেন॥
সখি যা রমিতা বনমালিনা॥[১] ধ্রু॥
বিকসিতসরসিজললিতমুখেন।
স্ফুটতি ন সা মনসিজবিশিখেন॥[২]
অমৃতমধুরমৃদুতরবচনেন।
জ্বলতি ন সা মলয়জপবনেন॥[৩]
স্থলজলরুহরুচিকরচরণেন।
লুঠতি ন সা হিমকরকিরণেন॥[৪]
সজলজলদসমুদয়রুচিরেণ।
দলতি ন সা হৃদি বিরহভরেণ॥[৫]
কনকনিকষরুচিশুচিবসনেন।
শ্বসিতি ন সা পরিজনহসনেন॥[৬]
সকলভুবনজনবরতরুণেন।
বহতি ন সা রুজমতিকরুণেন॥[৭]
শ্রীজয়দেবভণিতবচনেন।
প্রবিশতু হরিরপি হৃদয়মনেন॥[৮]॥ ১৬॥

---

[১] হে সখি! পবন-সঞ্চালিত নীলোৎপলের ন্যায় চঞ্চল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণ যাহার সহিত রমণ করিতেছেন, সে আর পল্লবশয্যায় তাপিত হয় না॥

[২] বিকসিত পদ্মের মত সুন্দর মুখে তিনি যাহাকে চুম্বন করিতেছেন, মদনের বাণ তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারে না॥

[৩] তাঁহার অমৃতমধুর মৃদুতর বচনে যে অভিষিক্ত (আপ্যায়িত) হইতেছে, মলয়-পবন তাহাকে জ্বালা দিতে পারে না॥

[৪] শ্রীহরির স্থলপদ্মের ন্যায় কর-চরণ যে স্পর্শ করিতেছে, সে চন্দ্রকিরণের সন্তাপে ভূলুণ্ঠিত হয় না॥

[৫] সেই সজল-জলদ-কান্তি যাহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, তাহার হৃদয় বিরহভারে বিদলিত হয় না॥

[৬] সেই পীতাম্বরধারী (নিকষে কনকরেখার মত বর্ণরুচিযুক্ত শুচি বসন যিনি পরিধান করেন) যাহার সহিত বিহার করিতেছেন, পরিজনের পরিহাসে-তাহাকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে হয় না॥

[৭] সকল ভুবনের যুবজন-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ যাহার সহিত রমণ করিতেছেন, অতিকরুণ দুঃখেও তাহাকে যাতনা ভোগ করিতে হয় না॥

[৮] শ্রীজয়দেব-ভণিত শ্রীরাধার এই বিলাপ-বচনের সহিত শ্রীহরি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করুন॥ ১৬॥

খণ্ডিতা

শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার

ভৈরবীরাগ, যতিতাল

রজনিজনিতগুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষম্।
বহতি নয়নমনুরাগমিব স্ফুটমুদিতরসাভিনিবেশম্॥
হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্।
তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদম্॥[১] ধ্রু॥
কজ্জলমলিনবিলোচনচুম্বনবিরচিতনীলিমরূপম্।
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপম্॥[২]
বপুরনুহরতি তব স্মরসঙ্গরখরনখরক্ষতরেখম্।
মরকতশকলকলিতকলধৌতলিপেরিব রতিজয়লেখম্॥[৩]
চরণকমলগলদলক্তসিক্তমিদং তব হৃদয়মুদারম্।
দর্শয়তীব বহির্মদনদ্রুমনবকিশলয়পরিবারম্॥[৪]
দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদম্।
কথয়তি কথমধুনাপি ময়া সহ তব বপুরেতদভেদম্॥[৫]
বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোঽপি ভবিষ্যতি নূনম্।
কথমথ বঞ্চয়সে জনমনুগতমসমশরজ্বরদূনম্॥[৬]
ভ্রমতি ভবানবলাকবলায় বনেষু কিমত্র বিচিত্রম্।
প্রথয়তি পূতনিকৈব বধূবধনির্দ্দয়বালচরিত্রম্॥[৭]
শ্রীজয়দেবভণিতরতিবঞ্চিতখণ্ডিতযুবতিবিলাপম্।
শৃণুত সুধামধুরং বিবুধা বিবুধালয়তোঽপি দুরাপম্॥[৮]॥ ১৭॥

[১] গত রজনীর গুরু-জাগরণের ফলে তোমার লোহিত নয়ন আলস্যে নিমীলিত হইয়া আসিতেছে। রসালসে অর্দ্ধনিমীলিত নয়নের ঐ আরক্তিমা অন্যা নায়িকার প্রতি তোমার অনুরাগেরই অভিব্যক্তি।

হরি! হরি! মাধব, তুমি যাও, কেশব, তুমি যাও। কপট-বাক্য আর বলিও না। পুণ্ডরীকাক্ষ, যে তোমার বিষাদ দূর করিবে, তাহারই অনুসরণ কর॥

[২] সেই রমণীর কজ্জল-মলিন-নয়ন-চুম্বনে নীলিম-রূপ ধারণ করিয়া তোমার অরুণাধর অঙ্গের অনুরূপতাই প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে॥

[৩] মদন-যুদ্ধে সেই রমণীর তীক্ষ্ণ-খরেখায় চিহ্নিত তোমার শ্যামলাঙ্গ মরকত-ফলকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত তাহার রতি-জয়পত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে॥

[৪] সেই রমণীর চরণকমলের অলক্তক-রাগে রঞ্জিত হওয়ায় তোমার বিশাল বক্ষঃস্থল মদন-তরুর বহিঃপ্রকাশিত নব-পল্লব-জালের মত দর্শনীয় হইয়াছে॥

[৫] সেই রমণীর দশন-দংশন-চিহ্ন তোমার অধরে থাকিয়াই আমার চিত্তকে ক্ষুব্ধ করিতেছে। এখনও কি বলিবে তোমার এবং আমার দেহ অভিন্ন নয়?

[৬] হে কৃষ্ণ, তোমার মলিন-দেহের বাহির অপেক্ষা মন আরো মলিন, অন্যথা মদনশর-পীড়িতা আমার ন্যায় অনুগতাকে এখনো বঞ্চনা করিতেছ কেন?

[৭] তুমি অবলা-বধ করিবার জন্যই বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াও, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি আছে? পূতনা তোমার নারীবধে নির্দ্দয় শিশু-চরিত্র প্রচার করিয়া গিয়াছে (পূতনা-বধে বাল্যকালেই তাহার পরিচয় দিয়াছ)॥

[৮] সুধীগণ, আপনারা শ্রীজয়দেব-ভণিত রতিরসবঞ্চিতা খণ্ডিতা যুবতীর বিলাপ-স্বরূপ—স্বর্গেও দুর্ল্লভ এই সুধামধুর সঙ্গীত শ্রবণ করুন॥ ১৭॥

শ্রীকৃষ্ণের অভিসার

শ্রীরাধার প্রতি সখী

রামকিরীরাগ, যতিতাল

হরিরভিসরতি বহতি মৃদুপবনে।
কিমপরমধিকসুখং সখি ভবনে॥
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে॥[১] ধ্রু॥
তালফলাদপি গুরুমতিসরসম্।
কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসম্॥[২]
কতি ন কথিতমিদমনুপদমচিরম্।
মা পরিহর হরিমতিশয়রুচিরম্॥[৩]
কিমিতি বিষীদসি রোদিষি বিকলা।
বিহসতি যুবতিসভা তব সকলা॥[৪]
সজলনলিনীদলশীলিতশয়নে।
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে॥[৫]
জনয়সি মনসি কিমিতি গুরুখেদম্।
শৃণু মম বচনমনীহিতভেদম্॥[৬]
হরিরুপ যাতু বদতু বহু মধুরম্।
কিমিতি করোষি হৃদয়মতিবিধুরম্॥[৭]
শ্রীজয়দেবভণিতমতিললিতম্।
সুখয়তু রসিকজনং হরিচরিতম্॥[৮]॥ ১৮॥

মানভঞ্জন

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়

দেশবরাড়ীরাগ, অষ্টতাল

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদন-চন্দ্রমা রোচয়তি লোচন-চকোরম্॥[১]

[১] পবন ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, হরি অভিসারে আসিতেছেন। সখি, ইহা অপেক্ষা গৃহে আর কি অধিক সুখ পাইবে? অয়ি মানিনি! মাধবের প্রতি মান করিও না॥

[২] তালফলের মত গুরু এবং সরস মনোহর কুচকলস কি জন্য বিফল করিতেছ?

[৩] তোমাকে তো কতবারই বলিলাম, চিরসুন্দর হরিকে কখনো পরিত্যাগ করিও না॥

[৪] তুমি কেন দুঃখ করিতেছ, কাঁদিয়া আকুল হইতেছ? দেখিতেছ না তোমার এই দশা দেখিয়া (তোমার প্রতিপক্ষ) যুবতীসকল হাসিতেছে?

[৫] ইহা অপেক্ষা চল, সজল পদ্মদলরচিত শয্যায় শয়ান হরিকে দেখিয়া নয়ন সফল করিবে॥

[৬] কেন গুরুতর দুঃখে মনকে ক্লিষ্ট করিতেছ? যাহাতে দুঃখ দূর হইবে, তাহাই বলিতেছি শুন॥

[৭] হরি আসুন, আসিয়া সুমিষ্ট সম্ভাষণ করুন। কেন হৃদয়কে এমন করিয়া ব্যথিত করিতেছ?

[৮] শ্রীজয়দেব-ভণিত অতিমধুর এই শ্রীহরিচরিত রসিকজনের সুখোৎপাদন করুক॥ ১৮॥

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্ ।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং দেহি মুখকমলমধুপানম্ ॥[২] ধ্রু ॥
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী দেহি খরনয়নশরঘাতম্ ।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনম্ যেন বা ভবতি সুখজাতম্ ॥[৩]
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্ ।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্ ॥[৪]
নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনম্ ধারয়তি কোকনদরূপম্ ।
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্ ॥[৫]
স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্ ।
রসতু রসনাপি তব ঘন-জঘন-মণ্ডলে ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্ ॥[৬]
স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং জনিত-রতি-রঙ্গ-পরভাগম্ ।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং সরসলসদলক্তকরাগম্ ॥[৭]
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্ দেহি পদপল্লবমুদারম্ ।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো হরতু তদুপাহিতবিকারম্ ॥[৮]
ইতি চটুলচাটুপটুচারু মুরবৈরিণোরাধিকামধি বচনজাতম্ ।
জয়তি পদ্মাবতীরমণজয়দেবকবিভারতীভণিতমতিশাতম্ ॥[৯] ॥ ১৯ ॥

[১] তুমি যদি একটি কথাও বল, তাহা হইলেই তোমার দশনপঙ্‌ক্তির জ্যোৎস্নাচ্ছটায় আমার অন্তরের (ভীতিরূপ) অতিঘোর অন্ধকার দূরীভূত হয়। তোমার বদন-চন্দ্রে উচ্ছলিত অধরসুধা পানের জন্য আমার নয়ন-চকোর অত্যন্ত পিপাসিত হইয়াছে ॥

[২] প্রিয়ে, চারুশীলে! (আমার প্রতি) অকারণ মান পরিত্যাগ কর, যখন হইতে মান করিয়াছ, তখন হইতেই আমার চিত্ত মদনানলে দগ্ধ হইতেছে। তোমার মুখকমলের মধুদানে সেই জ্বালা নির্ব্বাপিত কর ॥

[৩] প্রসন্নবদনে (চারুদশনে)! যদি সত্যই আমার উপর কোপ করিয়া থাক, তবে তোমার তীক্ষ্ণ কটাক্ষশরে আমাকে আঘাত কর। ভুজলতায় পাশবদ্ধ করিয়া, চুম্বনে অধর দংশন করিয়া, যাহাতে তোমার সুখ হয়, সেই ভাবেই আমার শাস্তি বিধান কর ॥

[৪] তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার সংসার-সাগরের রত্নস্বরূপ। হৃদয়ের একান্ত অভিলাষ এই যে, তুমি যেন আমার প্রতি চিরঅনুকূল থাকিও ॥

[৫] হে কৃশাঙ্গি, তোমার নীল-নলিনাভ নয়ন সম্প্রতি (কোপে আরক্ত হইয়া) কোকনদ (রক্তপদ্ম) রূপ ধারণ করিয়াছে। মদনের বাণরূপে ঐ নয়ন যদি আমার কৃষ্ণ-দেহকে অনুরঞ্জিত করিতে পারে (ঐ নয়নের সানুরাগ-দৃষ্টিতে যদি আমাকে প্রসাদিত কর) তবেই উহার রূপান্তর ধারণের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় ॥

[৬] (ক্রীড়াকালে) কুচকুম্ভের উপর চঞ্চল মণিমালায় তোমার হৃদয়দেশ শোভিত হউক। এবং তোমার ঘন-জঘন-মণ্ডলস্থিত মেখলা শব্দায়মান হইয়া মন্মথনিদেশ ঘোষণা করুক ॥

[৭] মধুরভাষিণি, তুমি আদেশ দাও, আমার হৃদয়ের শোভাবর্দ্ধক, স্থলকমলের শোভাহারী, রতিরঙ্গে পরম রমণীয় তোমার ঐ চরণ-কমল সরস অলক্তকরাগে রঞ্জিত করি ॥

[৮] হে প্রিয়ে! কামবিষ-বিনাশক, আমার শিরোভূষণ তোমার ঐ পরম সুন্দর পদপল্লব এই মস্তকে স্থাপন কর। আমার অন্তর দারুণ মদনানলে জ্বলিতেছে, তোমার চরণস্পর্শ সে বিকার বিদূরিত করুক।

[৯] রাধিকার প্রতি প্রযুক্ত মুরারির সুন্দর অনুরাগবাক্য (চাটুবাক্য) সম্বলিত পদ্মাবতীরমণ জয়দেব কবির এই আনন্দপ্রদ সঙ্গীত জয়যুক্ত হউক ॥ ১৯ ॥

মিলনের পূর্ব্বে

শ্রীরাধার প্রতি সখী

বসন্তরাগ, যতিতাল

বিরচিতচাটুবচনরচনং চরণে রচিতপ্রণিপাতম্।
সম্প্রতি মঞ্জুল-বঞ্জুল-সীমনি কেলিশয়নমনুযাতম্॥
মুগ্ধে মধুমথনমনুগতমনুসর রাধিকে॥[১] ধ্রু॥
ঘনজঘনস্তনভারভরে দরমন্থরচরণবিহারম্।
মুখরিতমণিমঞ্জীরমুপৈহি বিধেহি মরালনিকারম্॥[২]
শৃণু রমণীয়তরং তরুণীজনমোহনমধুরিপুরাবম্।
কুসুমশরাসনশাসনবন্দিনি পিকনিকরে ভজ ভাবম্॥[৩]
অনিলতরলকিশলয়নিকরেণ করেণ লতানিকুরম্বম্।
প্রেরণমিব করভোরু করোতি গতিং প্রতি মুঞ্চ বিলম্বম্॥[৪]
স্ফুরিতমনঙ্গতরঙ্গবশাদিব সূচিতহরিপরিরম্ভম্।
পৃচ্ছ মনোহরহারবিমলজলধারমমুং কুচকুম্ভম্॥[৫]
অধিগতমখিলসখীভিরিদং তব বপুরপি রতিরণসজ্জম্।
চণ্ডি রণিতরসনারবডিণ্ডিমমভিসর সরসমলজ্জম্॥[৬]
স্মরশরসুভগনখেন করেণ সখীমবলম্ব্য সলীলম্।
চল বলয়ক্বণিতৈরববোধয় হরিমপি নিজগতিশীলম্॥[৭]
শ্রীজয়দেবভণিতমধরীকৃতহারমুদাসিতবামম্।
হরিবিনিহিতমনসামধিতিষ্ঠতু কণ্ঠতটীমবিরামম্॥[৮]॥ ২০॥

[১] বিবিধ চাটু-বচনে এবং পাদবন্দনে আনুগত্য প্রকাশপূর্ব্বক তোমার অনুগত মধুমথন সম্প্রতি মনোহর বেতস-লতাকুঞ্জস্থিত কেলিশয্যা আশ্রয় করিয়াছেন। অতএব হে মুগ্ধে রাধিকে! তাঁহার অনুসরণ কর॥

[২] ঘন জঘন এবং স্তনভার হেতু ঈষৎ মন্থর চরণে মুখরিত মণিময় নূপুরে মরালরব-বিনিন্দিত ধ্বনি তুলিয়া অগ্রসর হও॥

[৩] (মান পরিত্যাগপূর্ব্বক কুঞ্জে গিয়া) তরুণী-জন-মোহন মধুরিপুর রমণীয়তর বাক্যাবলী শ্রবণ কর—কামদেবের স্তুতি-পাঠক কোকিল-কুল এই আদেশ ঘোষণা করিতেছে, অতএব তাহাদের উপর বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া প্রীতি প্রকাশ কর॥

[৪] হে করভোরু, অনিল-সঞ্চালিত কিশলয়-কর-সঙ্কেতে লতা-সমূহ তোমায় অভিসারে ইঙ্গিত করিতেছে। অতএব গমনে আর বিলম্ব করিও না॥

[৫] (আমার কথা বিশ্বাস না হয়) তোমার ঐ মনোহর-হাররূপ বিমল-জলধারা-শোভিত কুচকুম্ভকে জিজ্ঞাসা কর। অনঙ্গ-তরঙ্গবেগে কম্পিত হইয়া স্তনযুগল শ্রীহরির আলিঙ্গন-লাভেরই সূচনা করিতেছে॥

[৬] তোমার দেহ যে রতিরণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে, ইহা সকল সখীই জানিয়াছে। অতএব হে রণপ্রবীণে! লজ্জা ত্যাগপূর্ব্বক মেখলারূপ ডিণ্ডিম বাদ্য করিতে করিতে উৎসাহের সহিত অগ্রসর হও॥

[৭] কামশররূপ-নখশোভিতকরে সখীকে অবলম্বনপূর্ব্বক লীলায়িত ভঙ্গিমায় কুঞ্জে উপস্থিত হও এবং বলয়নিক্বণে আপনার আগমন-বার্ত্তা জানাইয়া হরিকে রতিরণে অবহিত কর॥

[৮] শ্রীজয়দেব-ভণিত, হার অপেক্ষাও মনোহারী, রমণী অপেক্ষাও রমণীয়, এই সঙ্গীত কৃষ্ণার্পিতচিত্ত-ভক্তগণের কণ্ঠ-তটে অবিরাম অধিষ্ঠিত থাকুক॥ ২০॥

দেশবরাড়ীরাগ, রূপকতাল

মঞ্জুতরকুঞ্জতলকেলিসদনে।
বিলসরতিরভস হসিতবদনে॥[১]
প্রবিশ রাধে মাধবীসমীপমিহ॥ ধ্রু॥
নবভবদশোকদলশয়নসারে।
বিলস কুচকলসতরলহারে॥[২]
কুসুমচয়রচিতশুচিবাসগেহে।
বিলস কুসুমসুকুমারদেহে॥[৩]
চলমলয়বনপবনসুরভিশীতে।
বিলস রতিবলিতললিতগীতে॥[৪]
বিততবহুবল্লিনবপল্লবঘনে।
বিলস চিরমলসপীনজঘনে॥[৫]
মধুমুদিতমধুপকুলকলিতরাবে।
বিলস মদনরসসরসভাবে॥[৬]
মধুরতর পিকনিকরনিনদমুখরে।
বিলস দশনরুচিরুচিরশিখরে॥[৭]
বিহিতপদ্মাবতীসুখসমাজে।
কুরু মুরারে মঙ্গলশতানি॥
ভণতি জয়দেবকবিরাজরাজে॥[৮]॥ ২১॥

---

[১] হে রাধে! মনোহর কুঞ্জতলে কেলিশয্যায় মাধবের নিকট গমন কর এবং রতিরসাবেশে হাস্যমুখে বিলাসে প্রবৃত্ত হও॥

[২] নবজাত অশোক-পল্লব রচিত পবিত্র শয্যায় (মাধবের সমীপে গমন করিয়া) কুচকলসে তরলিত হার বক্ষে বিলাসে প্রবৃত্ত হও॥

[৩] হে কুসুম-কোমলাঙ্গি! কুসুমচয়-রচিত পবিত্র কেলিগৃহে (মাধবের সমীপে গমন করিয়া) বিলাসে প্রবৃত্ত হও॥

[৪] রতিবলিত (রতিকাল যোগ্য) ললিত-সঙ্গীতে মাতিয়া মলয়ান্দোলিত সুরভি-শীতল-কুঞ্জে (মাধবের সমীপে গমন করিয়া) বিলাসে প্রবৃত্ত হও॥

[৫] হে অলস-পীন-জঘনবতি! নবপল্লব-ঘন লতাবলীতে আচ্ছন্ন কেলিগৃহে (মাধবের সমীপে গমন করিয়া) সুচিরব্যাপী বিলাসে প্রবৃত্ত হও।

[৬] মধুমত্ত-ভ্রমরকুল-গুঞ্জিত কুঞ্জে (মাধব-সমীপে গমন করিয়া) মদনরসে মাতিয়া বিলাসে প্রবৃত্ত হও॥

[৭] অয়ি পক্ক-দাড়িম্ববীজসদৃশ আভাযুক্ত শিখর-(মাণিক্য)-রুচির দশনপঙ্‌ক্তিশালিনি! সুমধুর পিকধ্বনিনাদ-মুখরিত-কুঞ্জে (মাধব-সমীপে গমন করিয়া) বিলাসে প্রবৃত্ত হও॥

[৮] হে মুরারে! জয়দেব কবিরাজ-রাজরচিত পদ্মাবতীর আনন্দবর্দ্ধন এই সঙ্গীতে শতরূপে জগতের মঙ্গল বিধান কর॥ ২১॥

মিলনক্ষণে

শ্রীরাধাদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের উল্লাস

বরাড়ীরাগ, রূপকতাল

রাধাবদনবিলোকনবিকসিতবিবিধবিকারবিভঙ্গম্।
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডলদর্শনতরলিততুঙ্গতরঙ্গম্॥
হরিমেকরসং চিরমভিলষিতবিলাসম্।
সা দদর্শ গুরুহর্ষবশংবদবদনমনঙ্গবিকাশম্॥[১] ধ্রু॥
হারমমলতরতারমুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদূরম্।
স্ফুটতরফেনকদম্বকরম্বিতমিব যমুনাজলপূরম্॥[২]
শ্যামলমৃদুলকলেবরমণ্ডলমধিগতগৌরদুকূলম্।
নীলনলিনমিব পীতপরাগপটলভরবলয়িতমূলম্॥[৩]
তরলদগঞ্চলবলনমনোহরবদনজনিতরতিরাগম্।
স্ফুটকমলোদরখেলিতখঞ্জনযুগমিব শরদি তড়াগম্॥[৪]
বদনকমলপরিশীলনমিলিতমিহিরসমকুণ্ডলশোভম্।
স্মিতরুচিরুচিরসমুল্লসিতাধরপল্লবকৃতরতিলোভম্॥[৫]
শশিকিরণচ্ছুরিতোদরজলধরসুন্দরসকুসুমকেশম্।
তিমিরোদিতবিধুমণ্ডলনির্ম্মলমলয়জতিলকনিবেশম্॥[৬]
বিপুলপুলকভরদন্তুরিতং রতিকেলিকলাভিরধীরম্।
মণিগণকিরণসমূহসমুজ্জ্বলভূষণসুভগশরীরম্॥[৭]
শ্রীজয়দেবভণিতবিভবদ্বিগুণীকৃতভূষণভারম্।
প্রণমত হৃদি বিনিধায় হরিং সুচিরং সুকৃতোদয়সারম্॥[৮]॥ ২২॥

[১] শ্রীরাধিকা দেখিলেন—তাঁহার মুখাবলোকনে চির-অভিলষিত বিলাসসাধ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনায় তদেক-প্রেমনিষ্ঠ শ্রীহরির বদন,—চন্দ্রমণ্ডলদর্শনে উদ্বেলিত উত্তাল-তরঙ্গোচ্ছল জলনিধির মত—হর্ষাতিশয্যে অনঙ্গাবেশে বিবিধ সাত্ত্বিক বিকারে ভূষিত হইয়াছে॥

[২] যমুনা-জল-প্রবাহে সমুত্থিত ফেনপুঞ্জের ন্যায় লম্বমান বিমল মুক্তাহারে শ্রীহরির বক্ষঃস্থল শোভা পাইতেছে॥

[৩] তাঁহার গৌরদুকূল-(পীতাম্বর)-পরিহিত শ্যামল-কোমল-কলেবর পীত-পরাগ-পটলে বেষ্টিত-মূল নীলোৎপল সদৃশ প্রতীয়মান হইতেছে॥

[৪] তাঁহার রতিরাগ-বর্দ্ধনকারী চঞ্চল-কটাক্ষে শোভিত-বদন প্রস্ফুটিত-কমলে ক্রীড়ারত খঞ্জন-যুগল-শোভিত শরতের তড়াগের ন্যায় বোধ হইতেছে॥

[৫] তাঁহার বদন-কমলে মিলিত হইয়া কুণ্ডল-যুগল সূর্য্যমণ্ডলের শোভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহার ঈষৎ হাস্যরুচিতে উল্লসিত-অধর-পল্লব রতিলালসা বর্দ্ধিত করিতেছে॥

[৬] তাঁহার কুসুমমণ্ডিত কেশদাম শশিকিরণে অনুরঞ্জিত জলধরের ন্যায় সুন্দর প্রতীয়মান হইতেছে এবং ললাটস্থিত নির্ম্মল চন্দন-তিলক অন্ধকার মধ্যস্থ (তিমিরে উদিত) চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে॥

[৭] রতি-কেলি-কলার চিন্তায় অধীর, মণিময় ভূষণচ্ছটায় সমুজ্জ্বল তাঁহার সুন্দর দেহ বিপুল পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়াছে॥

[৮] শ্রীজয়দেবের এই গীতিবৈভব যাঁহার ভূষণভারকে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে পুণ্যফলের সারভূত সেই শ্রীহরিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সকলে প্রণাম করুন॥ ২২॥

শ্রীরাধার চরণে শ্রীকৃষ্ণের নিবেদন

বসন্তরাগ, যতিতাল

কিশলয়শয়নতলে কুরু কামিনি চরণনলিনবিনিবেশম্।
তব পদপল্লববৈরি পরাভবমিদমনুভবতু সুবেশম্॥
ক্ষণমধুনা নারায়ণমনুগতমনুভজ রাধিকে॥[১] ধ্রু॥
করকমলেন করোমি চরণমহমাগমিতাসি বিদূরম্।
ক্ষণমুপকুরু শয়নোপরি মামিব নূপুরমনুগতিশূরম্॥[২]
বদনসুধানিধিগলিতমমৃতমিব রচয় বচনমনুকূলম্।
বিরহমিবাপনয়ামি পয়োধররোধকমুরসি দুকূলম্॥[৩]
প্রিয়পরিরম্ভণরভসবলিতমিব পুলকিতমতিদুরবাপম্।
মদুরসি কুচকলসং বিনিবেশয় শোষয় মনসিজতাপম্॥[৪]
অধরসুধারসমুপনয় ভামিনি জীবয় মৃতমিব দাসম্।
ত্বয়ি বিনিহিতমনসং বিরহানলদগ্ধবপুষমবিলাসম্॥[৫]
শশিমুখি মুখরয় মণিরসনাগুণমনুগুণকণ্ঠনিনাদম্।
শ্রুতিপুটযুগলে পিকরুতবিকলে শময় চিরাদবসাদম্॥[৬]
মামতিবিফলরুষা বিকলীকৃতমবলোকিতুমধুনেদম্।
মীলতি লজ্জিতমিব নয়নং তব বিরম বিসৃজ রতিখেদম্॥[৭]
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমনুপদনিগদিতমধুরিপুমোদম্।
জনয়তু রসিকজনেষু মনোরমরতিরসভাববিনোদম্॥[৮]॥ ২৩॥

[১] হে কামিনি (হে রাধিকে)! এই কিশলয়-শয্যায় তোমার চরণকমল স্থাপন কর। তোমার পদপল্লবের সৌন্দর্য্যে তাহার (তাহার প্রতিযোগী কিশলয়শয্যার) গর্ব্ব চূর্ণ হউক। আমি নারায়ণ, তোমার আনুগত্য স্বীকার করিতেছি। (বহুবল্লভ বলিয়া আশঙ্কা করিও না। একান্তভাবে তোমাকেই আত্মসমর্পণ করিয়াছি)। এইবার আমাকে ক্ষণেকের জন্যও ভজনা কর॥

[২] অনেক দূর হইতে আসিয়াছ (আনীতা হইয়াছ)। অনুমতি দাও, আমার করকমলে তোমার পাদসম্বাহন করি। ক্ষণকালের জন্য পাদলগ্ন নূপুরের মত শয্যাপ্রান্তে আমাকে গ্রহণ কর॥

[৩] তোমার বদনসুধা-নিধির অমৃতময় অনুকূল ললিত বচনে আমায় অভিষিক্ত কর। বিরহ-বাধার মত তোমার পয়োধর-রোধক বক্ষের দুকূল আমি অপসারিত করি॥

[৪] প্রিয়পরিরম্ভাবেগে অতিশয় পুলকিত অতি দুর্লভ তোমার ঐ কুচকলস আমার বক্ষে স্থাপন করিয়া মদনসন্তাপ দূরীভূত কর॥

[৫] হে ভামিনি! তোমাতে অর্পিতচিত্ত বিলাসাভাবে বিরহানলদগ্ধদেহ মৃতপ্রায় এই দাসকে তোমার অধরসুধাদানে সঞ্জীবিত কর॥

[৬] হে শশিমুখি! আমার শ্রুতিযুগল পিকরবে বিকল হইয়াছে। তোমার কণ্ঠরবের অনুকারিণী মণিময় কাঞ্চীর ধ্বনিতে শ্রুতির চিরকালীন অবসাদ প্রশমিত কর॥

[৭] তোমার অকারণ ক্রোধে আমি বিহ্বল হইয়াছি। তাই যেন আমাকে দেখিয়া এখন তোমার নয়ন লজ্জায় নিমীলিত হইয়া আসিতেছে। অতএব প্রসন্ন হইয়া রোষের সহিত রতিপ্রতিকূলতা পরিত্যাগ কর॥

[৮] প্রতিপদে মধুরিপুর আহ্লাদ-প্রকাশক জয়দেবকবিরচিত এই গানে রসিকজনের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের মনোহর রতিরসাস্বাদজনিত ভাববিনোদ সঞ্চারিত হউক॥ ২৩॥

স্বাধীনভর্তৃকা

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

রামকিরীরাগ, যতিতাল

কুরু যদুনন্দন চন্দনশিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে।
মৃগমদপত্রকমত্র মনোভবমঙ্গলকলসসহোদরে।
নিজগাদ সা যদুনন্দনে ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে॥[১] ধ্রু॥
অলিকুলগঞ্জনসঞ্জনকং রতিনায়কশায়কমোচনে।
ত্বদধরচুম্বনলম্বিতকজ্জ্বলমুজ্জ্বলয় প্রিয় লোচনে॥[২]
নয়নকুরঙ্গতরঙ্গবিকাশনিরাসকরে শ্রুতিমণ্ডলে।
মনসিজপাশবিলাসধরে শুভবেশ নিবেশয় কুণ্ডলে॥[৩]
ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তমুপরি রুচিরং সুচিরং মম সম্মুখে।
জিতকমলে বিমলে পরিকর্ম্ময় নর্ম্মজনকমলকং মুখে॥[৪]
মৃগমদরসবলিতং ললিতং কুরু তিলকমলিকরজনীকরে।
বিহিতকলঙ্ককলং কমলানন বিশ্রমিতশ্রমশীকরে॥[৫]
মম রুচিরে চিকুরে কুরু মানদ মানসজধ্বজচামরে।
রতিগলিতে ললিতে কুসুমানি শিখণ্ডিশিখণ্ডকডামরে॥[৬]
সরসঘনে জঘনে মম শম্বরদারণবারণকন্দরে।
মণিরসনাবসনাভরণানি শুভাশয় বাসয় সুন্দরে॥[৭]
শ্রীজয়দেববচসি জয়দে হৃদয়ং সদয়ং কুরু মণ্ডনে।
হরিচরণস্মরণামৃতনির্ম্মিত কলিকলুষজ্বরখণ্ডনে॥ [৮]॥ ২৪॥

[১] শ্রীরাধা রতিক্রীড়ায় হৃদয়ানন্দদায়ক যদুনন্দনকে বলিলেন—

হে যদুনন্দন! চন্দনাপেক্ষাও সুশীতল তোমার করদ্বারা মদনের মঙ্গলকলসতুল্য আমার এই পয়োধরে মৃগমদের পত্রলেখা অঙ্কিত কর॥

[২] হে প্রিয়, মদনের বাণরূপ কটাক্ষ-ক্ষেপণকারী আমার এই লোচনের ভ্রমরকৃষ্ণ কজ্জল তোমার অধর চুম্বনে মুছিয়া গিয়াছে, তুমি তাহা সমুজ্জ্বল করিয়া দাও॥

[৩] হে মঙ্গলবেশধারি, আমার এই শ্রবণযুগলে নয়ন-কুরঙ্গের তরঙ্গ (উল্লম্ফন) বিকাশের প্রতিরোধক, মদনের পাশস্বরূপ মনোরম কুণ্ডল সন্নিবেশিত কর॥

[৪] আমার এই কমলবিজয়ী বিমল মুখমণ্ডলে বিস্রস্ত অলকাবলী দেখিয়া সখীগণ পরিহাস করিতেছে। তুমি তাহার সংস্কার সাধনপূর্ব্বক (সেগুলিকে সুবিন্যস্ত করিয়া মুখকমলে) ভ্রমরক রচনা করিয়া দাও॥

[৫] হে কমলানন! বালচন্দ্র সদৃশ আমার ললাটদেশ হইতে শ্রমজলকণা অপনয়ন করিয়া তাহাতে মৃগাঙ্ক চিহ্নের ন্যায় মনোহর মৃগমদ তিলক অঙ্কিত কর॥

[৬] হে মানদ! কামদেবের রথধ্বজের চামর-স্বরূপ ময়ূরপুচ্ছের গৌরবস্পর্দ্ধী আমার মনোহর কেশকলাপ রতিকালে আলুলিত হইয়াছে, তুমি তাহা সুন্দর ফুলদামে সাজাইয়া দাও।

[৭] হে শুভাশয়! মদন মাতঙ্গের কন্দরস্বরূপ, আমার এই নিবিড় সরস সুন্দর জঘনদেশ মণিময় রসনায়, আভরণে এবং বসনে ভূষিত কর॥

[৮] কলি-কলুষ-জ্বর-বিনাশকারী, হরিচরণস্মরণামৃতে অভিষেচিত জয়শ্রীবিধায়ক (শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির হেতুভূত) শ্রীজয়দেব-ভণিত এই গীতি ভক্ত-হৃদয়কে অলঙ্কৃত করুক॥ ২৪॥

চণ্ডীদাস

(শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)

বড়ায়ি কর্তৃক শ্রীরাধিকার রূপবর্ণনা

গুর্জ্জরীরাগ—রূপক

কেশপাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দূরে।
সজল জলদে যেহ্ন উইল নব সূর॥
কনক কমল রুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে॥
মুনি-মন-মোহিনী রমণী অনুপামা।
পদ্‌মিনী আহ্মার নাতিনী রাধা নামা॥ ধ্রু॥
ললিত আলক পাঁতি কাঁতি দেখি লাজে।
তমাল কলিকা-কুল রহে বনমাঝে॥
আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।
জলে পসি তপ করে নীল উতপল॥
কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে।
সত্বরে পসিলা সাগরের জলমাঝে॥
কুচযুগ দেখি তার অতি মনোহরে।
আভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম্ব বিদরে॥
মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।
মত্ত রাজহংস জিণী চলএ বিলম্বে॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তার নহুলী যৌবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

বড়াইয়ের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

দেশাগরাগ—রূপক

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী।
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী॥ বড়ায়ি ল॥
দারুন কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে।
আতিশয় মোর মন হানে॥ বড়ায়ি ল॥
পরাণ আধিক বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
রাধিকা মানাআঁ দেহ মোরে॥ ধ্রু॥
কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ।
তাত মধুকর মধু পীএ॥
সুসর পঞ্চম সর গাএ পিকগণে।
তেকারণে থীর নহে মনে॥
আতিশয় বাঢ়ে মোর মদনবিকার।
তাত কর মোর উপকার॥
এ থানক আইলা বড়ায়ি আহ্মার ভাগে।
মোর কাজ তোহ্মাত লাগে॥
একবার মোর তোহ্মে কর উপকার।
আহ্মে দেব সংসারের সার॥
রাধিকা মানাআঁ বড়ায়ি পুর মোর আশ।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ২॥

[১] তাহার কেশপাশে উজ্জ্বল বর্ণের সিন্দূর শোভা পাইতেছে, যেন সজল মেঘে নূতন সূর (সূর্য্য) উদিত হইয়াছে। (তাহার) স্বর্ণকমলের ন্যায় সুন্দর বিমল বদন দেখিয়া লজ্জায় চন্দ্র দুই লক্ষ যোজন দূরে (আকাশে) গিয়াছে। মুনিমনমোহিনী রাধানাম্নী (সেই) অনুপমা পদ্মিনী রমণী আমার নাতিনী। (তাহার) ললিত অলক-পঙ্‌ক্তির কান্তি দেখিয়া লজ্জায় তমালকলিকাসমূহ বনমাঝে রহিয়াছে। (তাহার) কজ্জলে উজ্জ্বল অলস লোচন দেখিয়া নীল উৎপল (পদ্ম) জলে প্রবেশ করিয়া (সমকক্ষতা লাভের জন্য) তপস্যা করিতেছে। (তাহার) কণ্ঠদেশ দেখিয়া শঙ্খের লজ্জা হইল; (সে) সত্বর সাগরের জলমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার অতি মনোহর স্তনযুগল দেখিয়া অভিমানে পক্ক দাড়িম্ব বিদীর্ণ হইল। তাহার মাঝা (কটিদেশ) ক্ষীণ (এবং) বিপুল নিতম্ব গুরুতর। (সে) রাজহংস অপেক্ষা সুন্দর ধীরগতিতে চলে। তাহার নূতন যৌবন দিনে দিনে বাড়িতেছে। বাসলীগণ (বাসলী দেবীর ভক্ত) চণ্ডীদাস (এই গীত) গাহিলেন।

[২] বড়ায়ি লো, তোর মুখে রাধিকার রূপের কথা শুনিয়া প্রাণ ধরিতে পারিতেছি না। দারুণ কুসুমশর

শ্রীরাধার বিলাপ

কালিয় হ্রদে শ্রীকৃষ্ণ

সৌরীরাগ—রূপক

আজ্জু জখনে মোঁ বাঢ়ায়িলোঁ পাএ।
পাছে' ডাকে দিল কালিনীমাএ॥
তার ফলে' মোর পরাণ পতী।
মোক ছাড়ী কাহ্নাঞি' গেলা কতী॥
বাহুড় এ কাহ্নরূপ মুরারী।
তোঁ লাগি বিকলী রাধা গোআলী॥ ধ্রু॥
সামল কোমল দেহ তোহ্মার।
কেমনে সহিবে' বিষের জাল॥
ধিকছুক কাহ্নাঞি' সে কালীনাগে।
আহ্মা না দংশিল তোহ্মার আগে॥
সহ্মাত বড় যাক তোহ্মার নেহা।
যা সমে তোহ্মার একয়ি দেহা॥
হেন চন্দ্রাবলী করে কাকুতী।
কি কারণে কাহ্ন না দেহ সম্মতী॥
দাঁতে তৃণ করি যাচোঁ কাহ্নাঞি'।
কপট ছাড়ী আয়িস মোর ঠাঁঞি॥
ভকতীদাসিক তেজহ কেহে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৩॥

শ্রীরাধার ও গোপীগণের অনুরাগ প্রকাশ

গুর্জ্জরীরাগ—যতি

কাহ্নাঞি'ক দেখি যত গোপ গোপীগণে।
হরিষে' হয়িলা তবে' সজল নয়নে॥
কেহো দৃঢ় ভুজযুগে' কৈল আলিঙ্গন।
কেহো ঘন ঘন তার চুম্বিল বদন॥
হরষিত ভৈল সব যুবতীসমাজে।
কালীয় সাপের মুখে জিলা দেবরাজে॥ ধ্রু॥
ততিখনে যশোদার দেব দামোদরে।
তনে হৈতে' ঝরিআঁ পড়িল ক্ষীর ধারে॥
বুইল দশ দিশ শূন্য ভৈল মোরে।
চিরকাল জীউ পুত্র মোর গদাধরে॥
নেহে' তবে' আকুলী রাধিকা ততিখনে।
নিমেষরহিত্ত বঙ্ক সরস নয়নে॥
দেখিল কাহ্নের মুখ সুচির সমএ।
সকল লোকের মাঝে' তেজি লাজ ভএ॥
কাহ্নাঞি' দেখিআঁ আর যত গোপীগণে।
সঙ্কে আলিঙ্গন কৈল আপণ আপণে॥
হাসছলে' কৈল মন হরিষ বিকাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

(মদন) সুদৃঢ় সন্ধানে আমার মনে অতিশয় হানিতেছে। প্রাণের অধিক বড়ায়ি, আমি তোমাকে বলিতেছি, রাধিকাকে আমারে মানাইয়া (আমার বশীভূত করিয়া) দাও। তরুগণ বসন্ত সময়ে কুসুমিত (হইয়াছে), তাহাতে মধুকর(গণ) মধুপান করিতেছে। পিকগণ সুস্বর পঞ্চমস্বরে গাহিতেছে। সেই জন্য মন স্থির হইতেছে না। আমার অতিশয় মদন-বিকার বাড়িতেছে। যাহাতে (সে বিকারের উপশমনে) আমার উপকার হয় তাহাই কর। বড়ায়ি, আমার ভাগ্যবশেই (তুমি) এখানে আসিয়াছ। আমার কাজ তোমাতে লাগে (আমার কাজের ভার তোমার উপর)। একবার তুমি আমার উপকার কর। আমি সংসারের শ্রেষ্ঠ দেবতা। রাধিকাকে মানাইয়া (সম্মত করাইয়া বা বশীভূত করিয়া) বড়ায়ি আমার আশু পূর্ণ কর। বাসলীকে বন্দনা করিয়া চণ্ডীদাস (এই গীত) গাহিলেন।

[৩] আজ যেমন আমি (ঘরের বাহিরে) পা বাড়াইয়াছি, (অমনি) কালামুখীরা পিছু ডাকিল। তার ফলে আমার প্রাণপতি কানাই আমাকে ছাড়িয়া কোথায় গেল। ওহে কানুরূপ মুরারি ফিরিয়া আইস, রাধা গোয়ালী তোমার জন্য ব্যাকুলা (হইয়াছে)। শ্যামল কোমল তোমার দেহ, বিষের জ্বালা কেমনে সহ্য করিবে? কানাই, সে কালীনাগে ধিক্ থাকুক, সে তোমার আগে আমাকে দংশন করিল না। যাহার উপর তোমার সর্বাপেক্ষা অধিক প্রীতি, যাহার সঙ্গে তোমার একই দেহ, সেই চন্দ্রাবলী কাকুতি করিতেছে। কি কারণে কানাই সম্মতি (উত্তর?) দিতেছ না। কানাই, দন্তে তৃণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, কপটতা ছাড়িয়া আমার নিকট আইস। ভক্তিযুক্তা দাসীকে কেন ত্যাগ করিতেছ? বাসলীগণ বড়ু চণ্ডীদাস (এই গীত) গাহিলেন।

[৪] কানাইকে দেখিয়া যত গোপ-গোপীগণ তখন হর্ষে সজলনয়ন হইল। কেহ (কানাইকে) দৃঢ়

দানখণ্ড

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার উক্তি প্রত্যুক্তি

গুর্জ্জরীরাগ—ক্রীড়া লগনী

সুন্দরি রাধা সুণ সমুখে
পুছো মোএঁ হৃষীকেশে।
কথাঁ না বসসি কথাঁ তোর ঘর
জাইবেঁ কোমণ দেশে॥ ল রাধা॥
গোকুলে থাকোঁ মো গোআল জাতী
তোহ্মে না পুছহ কিকে।
ষোল শত গোপী পসার সাজিআঁ
মথুরা জাও' মো বিকে॥
ওলাহা রাধা মাথার চুপড়ী
দেখোঁ মো তোহ্মার পসারা।
কোণ বথু লআঁ জাহা মথুরা
তাহার দেহ বিচারা॥
ঘৃত দধি দুধ অ'ওর ঘোল
এ সব মোর পসারা।
তোহ্মে না কমণ কারণে কাহ্নাঞি'
চাহ এহার বিচারা॥
তোএ' না জাণসি মোএ' মাহাদাণী
এ দাণ সব আহ্মারে।
ভাণ্ডে ষোল পণ দিআঁ মাহাদাণ
চল মথুরা নগরে॥
বিথর কালে বিথর শুণী
হেন বিপরীত বাণী।
আনেক সমএ মথুরার পথে
ঘৃত দুধে মাহাদাণী॥
আজলী রাধা তোঁ আবালী বড়ী
হের পাঞ্জী পরমাণে।
আপণ চিহ্নিআঁ দিআঁ যাহা দাণ
রাখহ আপণ মাণে॥ ৫॥

শ্রীরাধার উক্তি

নিষেধ নিলজ বনমালী।
বাথানে কি ভেটে চন্দ্রাবলী॥
তুমি ইহায় পুছহ বড়াই।
কিবা ধন মাগয়ে কানাই॥

ভুজযুগে আলিঙ্গন করিল, কেহ ঘন ঘন তাহার বদন চুম্বন করিল। যুবতী সমাজে সকলেই আনন্দিতা হইল। দেবরাজ (কৃষ্ণ) কালিয়নাগের মুখ হইতে রক্ষা পাইল। সেই সময়ে দেব দামোদরের (প্রতি স্নেহ বশতঃ) যশোদার স্তন হইতে ক্ষীরধারা ঝরিয়া পড়িল। (যশোদা) বলিল দশদিক আমার শূন্য হইয়াছিল। পুত্র গদাধর আমার চিরজীবী হউক। ততক্ষণে প্রেমে আকুলা রাধা সকল লোকের মাঝে লাজভয় ত্যাগ করিয়া নিমেষহীন বঙ্কিম (কটাক্ষযুক্ত) সরস দৃষ্টিতে সুচির সময় (সুদীর্ঘ কাল) কানাইয়ের মুখ দেখিল। কানাইকে দেখিয়া অপর যত গোপীগণ সকলে আপনা আপনি (একজন অন্যজনকে) আলিঙ্গন করিল (এবং) হাসির ছলে মনের আনন্দ প্রকাশ করিল। বাসলীকে শিরে (মস্তকদ্বারা) বন্দনা করিয়া চণ্ডীদাস (এই গীত) গাহিলেন।

৫ শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, সুন্দরি রাধা, সম্মুখে (আসিয়া) শোন, আমি হৃষীকেশ জিজ্ঞাসা করিতেছি—কোথায় থাক, তোমার ঘর কোথায়, কোন্ দেশে যাইবে? শ্রীরাধা উত্তর দিলেন—আমি গোকুলে থাকি, গোয়ালা জাতি, তুমি কি জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছ? ষোলশত গোপী সঙ্গে পসরা সাজাইয়া আমি মথুরায় বিক্রয় করিতে যাইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ—মাথার চুপড়ী নামাও, আমি তোমার পসরা দেখিব। কোন্ বস্তু লইয়া মথুরায় যাইতেছ, তাহার বিচার (হিসাব) দাও।

শ্রীরাধা—ঘৃত, দধি, দুধ আর ঘোল, এসব আমার পসরা, তুমি কোন্ কারণে ইহার বিচার চাহিতেছ?

শ্রীকৃষ্ণ—তুমি জান না, আমি মহাদানী (প্রধান শুল্ক-সংগ্রাহক), এসব দান (শুল্ক) আমার। (প্রতি) ভাণ্ডে ষোল পণ মহাদান (শুল্ক বা মাসুল) দিয়া (তবে) মথুরা নগরে চল (যাও)।

শ্রীরাধা—বিস্তর কালে বিস্তর শুনিয়াছি, (কিন্তু) এমন বিপরীত বাণী (শুনি নাই)। এতদিন পরে মথুরার ঘৃত দুগ্ধের (কর সংগ্রহের জন্য) মহাদানী নিযুক্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ—আজলী (নেকী) রাধা, তুমি (যেন) বড়ই আবালী (নাবালিকা)। পাঞ্জীর (শুল্ক আদায়ের বহি) প্রমাণ দেখিয়া আপনা চিনিয়া দান (শুল্ক) দিয়া দাও। আপন মান রক্ষা কর।

হেমঘট দেখিয়া পাঁতরে।
চোরার মন সাত পাঁচ করে॥
মাকড়ের হাতে নারিকল।
খাইতে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল॥
ফণীর মাথায় মণি জ্বলে।
তাহা কে লইতে পারে বলে॥
বড়ু কহে বাসলীর বরে।
বাঙন কি চাঁদ ধরে করে॥ ৬॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

দেশবরাড়ীরাগ—লঘুশেখর

বাহু তুলিলেঁ কেশ বন্ধন ছলে।
ঘন ঘন বিকাশিলেঁ বদন কমলে॥
আঙ্গভঙ্গ কৈলেঁ কেহ্নে মোর বিদ্যমানে।
এবেঁ আলিঙ্গন দিআঁ রাখহ পরাণে॥
কিসকে ঘুচায়িলেঁ রাধা নেতের আঞ্চল।
দেখায়িলেঁ কুচভার করায়িলেঁ বিকল॥ ধ্রু॥
যমুনার তীরে রাধা কদমের তলে।
তরল করিলেঁ কেহ্নে নয়নযুগলে॥
আধ মুখ ঢাকিলেঁ সরুঅ বসনে।
তেকারণে রাধা ধরিতেঁ নারোঁ মনে॥
যমুনা নদীর রাধা তুলিতেঁ পাণী।
কেহ্নে ধীরেঁ ধীরেঁ বুইলেঁ মধুরস বাণী॥
তোহ্মার কারণে রাধা রাখোঁ মো গোকুল।
তোহ্মে জাণ কাজের আহ্মার আদিমূল॥
বাতল হয়িলোঁ মো তোহ্মার দোষে।
তোরে করিতেঁ জুআএ মোর পরিতোষে॥
যমুনার তীরে থাকোঁ তোর পতিআশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৭॥

শ্রীরাধার উক্তি

রামগিরীরাগ—রূপক

আউলাইল কুন্তল মোর সত্বর গমনে।
করযুগ তুলী তার করিলোঁ বন্ধনে॥
শ্রমের কারণে হাস্তী হৈল ঘন ঘনে।
গাঅ মোড়িএ কাহ্নাঞিঁ আলস্য কারণে॥
তোহ্মা দেখি যদি মোর বিচলিল মনে।
তবেঁ মোরে জীতেঁ না জুআএ এখনে॥ ধ্রু॥
পবনে চলিল মোর হৃদয় বসনে।
দৈবযোগেঁ তাত তোর পড়িল নয়নে॥
লাজ ভএঁ ভৈল মোর তরল নয়নে।
সত্বরেঁ ঢাকিলোঁ মুখ দেহের বসনে॥
যমুনা নদীর আহ্মে তুলিল পাণী।
এহো দোষ নহে যেন বুয়িলোঁ খর বাণী॥
জীবার আন্তরে কাহ্নাঞিঁ রাখহ গোকুল।
পাপ পামর তোর জাণোঁ আদিমূল॥

---

[৬] নির্লজ্জ বনমালীকে নিষেধ কর। বাথানে (গোষ্ঠে) কি চন্দ্রাবলীকে ভেটিতে (চন্দ্রাবলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে) আছে? বড়াই, তুমি ইহাকে জিজ্ঞাসা কর, কানাই কি ধন মাগিতেছে। প্রান্তরে সোনার ঘট দেখিয়া চোরের মন সাত-পাঁচ করে (লইব কি লইব না এইরূপ চিন্তা করে, ধরা পড়িবার ভয় আছে)। মাকড় অর্থাৎ মর্কটের হাতে নারিকেল; (তাহার) খাইতে সাধ আছে, (কিন্তু) ভাঙ্গিতে ক্ষমতা নাই। সাপের মাথায় মণি জ্বলে। বল প্রকাশ করিয়া কে তাহা লইতে পারে? বাসলীর বরে বড়ু (চণ্ডীদাস) বলিতেছেন, বামন কি হাতে চাঁদ ধরিতে পারে?

[৭] কেশবন্ধনচ্ছলে বাহু তুলিলে, ঘন ঘন বদনকমল বিকশিত করিলে। কেন আমার নিকটে অঙ্গভঙ্গি করিলে? এখন আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ রক্ষা কর। রাধা, কি কারণে নেতের (সূক্ষ্মবস্ত্রের) অঞ্চল ঘুচাইলে, কুচভার দেখাইলে, (আমাকে) বিকল করিলে? রাধা, যমুনার তীরে কদম্বের তলে কেন নয়নযুগল তরল (চঞ্চল) করিলে? সূক্ষ্ম বসনে আধখানা মুখ ঢাকিলে, সেই জন্য মন ধরিতে (সংযত করিতে) পারিতেছি না। রাধা, যমুনা নদীর ঘাটে জল তুলিতে গিয়া কেন ধীরে ধীরে মধুরসপূর্ণ বাক্য বলিলে? তোমার কারণে, রাধা, গোকুল রক্ষা করি। তুমি আমার কাজের আদিমূল জান। আমি তোমার দোষেই বাতুল (পাগল) হইলাম। আমাকে পরিতুষ্ট করা তোমার কর্ত্তব্য। তোমার প্রত্যাশায় যমুনার তীরে থাকি। বাসলীকে শিরে (মস্তকদ্বারা) বন্দনা করিয়া চণ্ডীদাস (এই গীত) গাইলেন।

আপদ পাএ বাক না চিহ্নে আপণা।
এহা জাণী তেজ কাহ্নাঞিঁ নাগরপণা॥
পাগল হৈলা কাহ্নাঞিঁ নিজ মতিমোষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৮॥

নৌকাখণ্ড

শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন

ভাঠিআলীরাগ—লঘুশেখর

যবেঁ রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাএ।
হেহে লহে।
তবেঁ হিঅ হিঅ বুলী কাহ্ন বাহে নাএ॥
হেহে লহে লহে॥
আকাশের তারা যেন ছুটি গেল নাএ।
অধ নদী গেলেঁ পুণি বহে খর বাএ॥
রাধাএঁ বুলিল কাহ্ন ঝাট বাহি যা।
ঢেউ দেখি মোর হালে সব গা॥
দুতরত পার কর একবার কাহ্ন।
পার হৈলেঁ তোর বোল না করিবোঁ আন॥
নাঅ টালবলাএ আধিকে দামোদর।
দুগুন বাঢ়িল রাধিকার মণে ডর॥
কাহ্নের মনত ভৈল মদনবিকার।
ছল করি টালিলেক রাধার পসার॥
তখন ছাড়ায়িল ঘৃত দধি ঘোল।
ডর পায়ি রাধা কাহ্নাঞিঁকে মাঙ্গে কোল॥
কোলে কর কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ি জুনী জাণে।
বড়ায়ি জাণিলে জাণে কংস আইহনে॥
এ বোল সুণিআঁ কাহ্নাঞিঁ মনের হরিষে।
নাঅ ডুবায়িআঁ রাধা কোলে করি ভাসে॥
আলিঙ্গন পাইল কাহ্নাঞিঁ রাধার তরাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৯॥

[৮] (তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য) দ্রুত চলিতে গিয়া আমার কেশ এলাইয়া গিয়াছিল। দুই হাত তুলিয়া তাহাই বাঁধিয়াছিলাম। শ্রমের জন্য (আমার) ঘন ঘন হাই উঠিয়াছিল। কানাই, আলস্য-হেতু (আমি) গা মোড়া দিয়াছিলাম। তোমাকে দেখিয়া যদি আমার মন বিচলিত হয়, তবে এখন আমার বাঁচিতে জুয়ায় (উচিত হয়) না (অর্থাৎ মরণই ভাল)। বাতাসে (আমার) বুকের বসন খসিয়াছিল, দৈবযোগে তাহাতে তোমার চোখ পড়িয়াছিল। (তাই) লজ্জায় ও ভয়ে আমার নয়ন তরল (চকিতচঞ্চল) হইয়াছিল। (সেই জন্য) দেহের বসনে সত্বরে মুখ ঢাকিয়াছিলাম। যমুনা নদীর আমি জল তুলিলাম, (আর) তোমাকে যে রূঢ় কথা (মধুরসবাণী নয়) বলিলাম, ইহা দোষের কথা নহে। (নিজে) বাঁচিবার জন্য গোকুল রক্ষা কর। পাপিষ্ঠ পামর, তোমার আদি মূল জানি। যাহাকে আপদে পায় (আপদ্ যাহার আসন্ন) সে নিজেকে চিনিতে পারে না। কানাই, ইহা জানিয়া নাগরপনা ছাড়। কানাই, (তুমি) আপন মতিচ্ছন্ন-হেতু পাগল হইয়াছ। বাসলীকে শিরে (মস্তকদ্বারা) বন্দনা করিয়া চণ্ডীদাস (এই গীত) গাইলেন।

[৯] রাধা গোয়ালিনী যখন (ভূষণাদি ফেলিয়া) দেহ পাতলা করিল (দেহের ভার কমাইল) তখন হিয় হিয় বলিয়া কানাই নৌকা বাহিতে লাগিল। (হেহে লহে, হেহে লহে লহে=হাঁ হাঁ লয়ে লয়ে বা তালে তালে, অথবা এগুলি নৌকা বাহিবার শব্দ)। নৌকা ছুটিয়া গেল যেন আকাশের তারা (উল্কাবেগে)। অর্দ্ধেক নদী (বাহিয়া) গেলে পুনরায় খর বায়ু বহিতে লাগিল। রাধা বলিল—কানাই, শীঘ্র বাহিয়া চল, ঢেউ দেখিয়া আমার সারা দেহ কাঁপিতেছে। কানাই একবার (এই) দুস্তর (যমুনা) হইতে পার কর, পার হইলে তোমার কথার অন্যথা করিব না। দামোদর নৌকা অধিক টলাইতে লাগিল। রাধিকার মনে দ্বিগুণ ভয় বাড়িল। কানাইয়ের মনে মদনবিকার জন্মিল। ছল করিয়া রাধার পসরা টলাইয়া দিল। তখন ঘৃত দধি ঘোল ছড়াইয়া পড়িল। ভয় পাইয়া (রাধা) কানাইয়ের আলিঙ্গন প্রার্থনা করিল। কানাই, আমাকে কোলে কর, যেন বড়ায়ি জানিতে পারে না। বড়ায়ি জানিলেই কংস এবং আয়ান জানিতে পারিবে। এ কথা শুনিয়া কানাই মনের আনন্দে নৌকা ডুবাইয়া রাধাকে কোলে করিয়া (যমুনায়) ভাসিতে লাগিল। রাধার ত্রাস-হেতু কানাই আলিঙ্গন পাইল। বাসলীকে শিরে (মস্তকদ্বারা) বন্দনা করিয়া চণ্ডীদাস (এই গীত) গাহিলেন।

ভারখণ্ড

মাহারঠারাগ—একতালী

চামড় কাঠের বাঁহুক যোড়িআঁ
তেরছ কৈল সীকা।
আগেঁ বড়ায়ি জাএ পাছে ভার বহে কাহ্ন
মাঝে রাধিকা জাএ বিকা॥
লড়িলা জনার্দ্দন কান্ধে লআ ভার
দধি বিকে মথুরার রাজে।
দেখি সব দেবাগন খলখলি হাসে ল
ভাবে মজিলা দেবরাজে॥ ধ্রু॥
সোনার ভাণ্ডে দধি দুধ সজাইআঁ
রূপার ভাণ্ডত সজাইল ঘী।
সে ভার দেখ বনমালী বহে ল
উলসিলী গোআলার ঝী॥
ভার লআঁ জাইয়িতেঁ পসার টলিআঁ গেল
ছাড়ায়িল কিছু দুধ দহী।
সোনার রূপার ভাণ্ড তেরছ হৈল ল
দেখি বুকে ঘাঅ দিল রাহী॥
লাজ পাআঁ কাহ্নাঞিঁ ভার এড়িআঁ মিল
দেখি সব সখিগণ হাসে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ১০॥

ছত্রখণ্ড

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

দেশাগরাগ—একতালী

লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল।
বদন কমল শোভে আলক ভষল॥
নেত্র উতপল তোর নাসা পাল দণ্ড।
গণ্ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড॥
সুন্দরি রাধা ল সরোঅরময়ী।
দুসহ বিরহজরে জরিলা কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥
হাস কুমুদ তোর দশন কেশর।
ফুটিল বন্ধুলী ফুল বেকত আধর॥
বাহু তোর মৃণাল কর রাতা উতপল।
অপরূব কুচ চক্রবাক যুগল॥
ঈষত ফুটিত পদ্ম তোর নাভি থানে।
কনকরচিত তোর ত্রিবলী সোপানে॥
গরুঅ নিতম্ব পাট শিলা বিদ্যমানে।
আরপিল হেম পাট শোভের জঘনে॥
গরুঅ উরু পাল পদ হেম কমল।
তাত সুললিত রএ নূপুর ভষল॥
তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ জর হরণ উপাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ॥ ১১॥

[১০] চামড় কাঠের বাহুক (বাঁক) জুড়িয়া সিকা তেরছা করিল। আগে বড়ায়ি যায়, পিছনে কানাই ভার বহে, মাঝে রাধিকা বিকে (বেচিতে হাটে) যায়। ভার কাঁধে লইয়া জনার্দ্দন মথুরা-রাজ্যে দধি বিক্রয়ের জন্য চলিতে লাগিলেন। (ইহা) দেখিয়া দেবগণ সকলে খল খল করিয়া হাসিতে লাগিল। (বলিতে লাগিল) দেবরাজ (কৃষ্ণ) (রাধার) ভাবে মজিলেন। সোনার ভাঁড়ে দধি দুধ, রূপার ভাঁড়ে ঘি সাজাইয়া, সেই ভার বনমালী বহিতেছে (দেখিয়া) গোয়ালার ঝি (রাধা) উল্লসিতা হইল। ভার লইয়া যাইতে পসরা টলিয়া গেল, কিছু দুধ-দই ছড়াইল। সোনা-রূপার ভাঁড় তেরছা হইল। (ইহা) দেখিয়া রাই বুকে ঘা মারিল (বক্ষে আঘাত করিল)। লজ্জা পাইয়া কানাই ভার নামাইয়া (রাধার সঙ্গে) মিলিত হইলেন (রাধার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন)। ইহা দেখিয়া সখীগণ সকলে হাসিতে লাগিল। বাসলী চরণ শিরে বন্দনা করিয়া বড়ু চণ্ডীদাস (এই গীত) গাহিলেন।

[১১] (দেহ সরোবরে) তোমার লাবণ্য জল, কুন্তল শৈবাল (শেওলা), বদন পদ্ম (এবং তাঁহাতে) অলক রূপ ভ্রমর শোভা পাইতেছে। তোমার নয়ন নীলকমল, নাসিকা মৃণাল দণ্ড। (তোমার) গণ্ডযুগলে অখণ্ড মধুক (মহুয়া ফুল) শোভা পাইতেছে। সুন্দরি রাধা লো, (তুমি) সরোবরময়ী। দুঃসহ বিরহ জ্বরে কানাই জীর্ণ (জরজর) হইল। তোমার হাস্য কুমুদ, দন্ত কেশর (পুন্নাগ পুষ্প), ব্যক্ত অধরে বান্ধুলী ফুল ফুটিয়াছে। তোমার বাহু মৃণাল, করতল রক্তপদ্ম। (তোমার) অপরূপ স্তনদ্বয় যুগল চক্রবাক, নাভিস্থানে ঈষৎ প্রস্ফুটিত পদ্ম। তোমার ত্রিবলী ঘাটের স্বর্ণরচিত সোপান। গুরু নিতম্ব (সরোবর ঘাটের পাট শিলারূপে বিদ্যমান। বিধাতা শোভিত জঘনে স্বর্ণ পাট আরোপণ করিল। গুরু উরু-(যুগল) মৃণালদণ্ড, পদ(দ্বয়) হেম কমল। তাহাতে নূপুর রূপে ভ্রমর সুললিত রব করিতেছে। তোমাকে ছাড়িয়া জ্বর হরণের (বিরহজ্বর দূরীভূত করার) উপায় নাই। বাসলীকে শিরে বন্দনা করিয়া চণ্ডীদাস (এই গীত) গাহেন।

বংশীখণ্ড

আক্ষেপানুরাগ

শ্রীরাধার উক্তি

কেদাররাগ—রূপক

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদে মোঁ আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥ ধ্রু॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদে বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন॥
পাখি নহোঁ তার ঠাঁঞি উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে জেহ্ন কুম্ভারের পণী॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ১২॥

শ্রীরাধার উক্তি

কোড়ারাগ—একতালী

সুসর বাঁশীর নাদ শুণিআঁ বড়ায়ি
রান্ধিলোঁ যে সুনহ কাহিনী।
আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ
সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পাণী॥
রান্ধনের জুতী হারায়িলোঁ বড়ায়ি
সুণিআঁ বাঁশীর নাদে॥ ধ্রু॥
নান্দের নন্দন কাহ্ন আড়বাঁশী বাএ
যেন রএ পাঞ্জরের শুআ।
তা সুণিআঁ ঘৃতে মো পরলা বুলিআঁ
ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ॥
সেইত বাঁশীর নাদ সুণিআঁ বড়ায়ি
চিত্ত মোর ভৈল আকুল।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে খেপিলোঁ।
বিণি জলে চড়াইলোঁ চাউল॥
যমুনার তীরে কদম তরুতলে
তহি বসি কাহ্ন বাএ বাঁশে।
তাক আণিআঁ বড়ায়ি রাখহ পরাণ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ১৩॥

---

[১২] বড়ায়ি, এই কালিন্দী নদীর কূলে কে না (জানি) বাঁশী বাজাইতেছে। বড়ায়ি, বাঁশী বাজাইতেছে এই গোকুলের গোষ্ঠে জানি না কে? আমার শরীর আকুল, মন ব্যাকুল হইল। বাঁশীর শব্দে আমার রান্ধন আউলাইল (রন্ধনের বিশৃঙ্খলা ঘটিল)। বড়ায়ি কে না (জানি) বাঁশী বাজায়, না জানি সে কোন্ জনা। দাসী হইয়া তাহার পায়ে আপনাকে নিশিবো (নিছনি দিব বা নির্মঞ্ছন করিব অর্থাৎ উৎসর্গ করিব)। বড়ায়ি, চিত্তের হরিষে (মনের আনন্দে) কোন জনা বাঁশী বাজাইতেছে। তাহার পায়ে বড়ায়ি, আমি কোন্ দোষ করিলাম। আমার নয়নের জল অঝোরে ঝরিতেছে। বাঁশীর শব্দে বড়ায়ি প্রাণ হারাইলাম (আত্মহারা হইলাম)। আমার মন আকুল করিতে নন্দের নন্দন কিবা সুস্বরে বাঁশী বাজাইতেছে। পাখী নহি যে তাহার ঠাঁইয়ে উড়িয়া যাইয়া পড়িব। মেদিনী বিদীর্ণ হইলে (তাহার মধ্যে) প্রবেশ করিয়া লুকাইতাম। বড়ায়ি, বন পুড়িলে জগতের লোকে (আগুন) জানিতে পারে (দেখিতে পায়)। আমার মন পুড়িতেছে যেন কুম্ভকারের পোয়ান। (কুমোরের পোয়ানের উপর মাটী লেপা থাকে, ভিতরের আগুন কেহ দেখিতে পায় না।) কানুর অভিলাষে আমার অন্তরে কত সুখ হয়। (অথবা কানুর সঙ্গ লাভের পিপাসায় আমার অন্তর শুকাইয়া গেল)। বাসলীকে শিরে বন্দনা করিয়া চণ্ডীদাস (এই গীত) গাহিলেন।

[১৩] সুস্বর বাঁশীর নাদ শুনিয়া যেমন রাঁধিলাম, বড়ায়ি (তাহার) কাহিনী শোন। অম্ল তরকারিতে ঝালঘাঁটা দিলাম। শাক রাঁধিতে (রন্ধন পাত্রের) কানায় কানায় জল দিলাম। বড়ায়ি, বাঁশীর ধ্বনি শুনিয়া রন্ধনের যুক্তি (শৃঙ্খলা) হারাইলাম। নন্দের নন্দন আড়বাঁশী বাজাইতেছে, যেন পিঞ্জরের শুকপক্ষী গান করিতেছে। তাহা শুনিয়া আমি ঘৃতে পরলা (পরলা=ধুধুলা, ঝিঙ্গার মত একজাতীয় তরকারী। পটোল্ নহে) বলিয়া কাঁচা সুপারি ভাজিলাম। সেই বাঁশীর ধ্বনি শুনিয়া বড়ায়ি চিত্ত

শ্রীরাধার উক্তি

রামগিরীরাগ—যতি

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষে যেহ্ন
ঝরএ নয়নের পাণী।
আল বড়ায়ি।
সংপুটে প্রণাম করি বুইলোঁ সব সখিজনে
কেহো নান্দে কাহ্নাঞিঁকে আণী॥
আল বড়ায়ি চাহা চাহা।
কোণ দিগে মোহারী বাজে॥ ধ্রু॥
রূপস দেখিএ যথাঁ নানা ফুল ফল গড়া
সেই সে কাহ্নাঞিঁর দেশ।
নান্দের নন্দন কাহ্ন ... ...
সোঁঅরিতেঁ পাঞ্জর শেষ॥
কাহ্নাঞিঁ বিহাণে মোর সকল সংসার ভৈল
দশ দিগ লাগে মোর শূন।
আঞ্চলের সোনা মোর কে না হরি লআঁ গেল
কিবা তার কৈলোঁ অগুণ॥
তোহ্মার আগত সত্যে বুয়িলোঁ বড়ায়ি
তোর বোল না করিবোঁ আনে।
আণিআঁ কাহ্নাঞিঁ দেহ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ
বান্দিআঁ বাসলীচরণে॥ ১৪॥

বংশীহরণ

ধানুষীরাগ—একতালী

মেঘ যেহ্ন আষাঢ় শ্রাবণে।
ঝরে তার পাণী নয়নে গো॥
কান্দিআঁ মলিন কৈল মুখে।
কত তার দেখিবোঁ দুখে গো॥
বাঁশীর শোকেঁ চক্রপাণী।
এবেঁ তাক বাঁশী দেহ আনী॥ ধ্রু॥
যোড়হাথ কৈল দেব কাহ্নে।
এবেঁ তাক বাঁশী দেহ দাণে॥
নাহিঁ পিন্ধে উত্তম বসনে।
শরীরে দুবল ভৈল কাহ্নে॥
মোর বোল সুণ আবগাহী।
কাহ্নের পিরিতী কর রাহী॥
দেহ বাঁশী কাহ্নের হাথে।
তুষ্ট হুউ দেব জগন্নাথে॥
যেবা রাধা আছে তোর মণে।
কাহ্নাঞিঁকে বোল সে আপণে॥
তাক করিব কাহ্নাঞিঁ হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ১৫॥

আমার আকুল হইল। টাবা নেবু চিপিয়া (নিঙড়াইয়া) নিম ঝোলে দিলাম। বিনা জলে (হাঁড়িতে) চাউল চড়াইলাম। যমুনার তীরে কদম্বতরুতল, তথায় বসিয়া কানাই বাঁশী বাজায়। তাহাকে আনিয়া বড়ায়ি প্রাণ রাখ। বড়ু চণ্ডীদাস (এই গীত) গাহিলেন।

[১৪] আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যেমন মেঘ বর্ষণ করে, (তেমনই) নয়নে জল ঝরিতেছে (কাঁদিতেছি)। ওলো বড়ায়ি, করজোড়ে প্রণাম করিয়া সব সখীগণকে বলিলাম, কেহ কানাইকে আনিয়া দিল না। ওলো বড়ায়ি, চাহ চাহ (খুঁজিয়া দেখ) কোন্ দিকে মোহারী (মুহরী, একপ্রকার বাঁশী) বাঁশী বাজিতেছে। নানা ফুলফলে গঠিত যেস্থান সুন্দর দেখি, সেই তো কানাইয়ের দেশ। নন্দের নন্দন কানাই, (তাহাকে) স্মরণ করিতে পঞ্জর শেষ (বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে)। কানাই বিহনে আমার সকল সংসার শূন্য হইল; দশদিক শূন্য লাগিতেছে। আমার অঞ্চলের সোনা কে না (জানি) হরিয়া লইয়া গেল। (আমি) তাহার কি অপকার করিলাম (তাহার কাছে কি দোষ করিলাম)? বড়ায়ি, তোমার আগে সত্য বলিতেছি, তোমার কথার অন্যথা করিব না। কানাইকে আনিয়া দাও। বাসলী চরণ বন্দিয়া বড়ু চণ্ডীদাস (এই গীত) গাহিলেন।

[১৫] আষাঢ় শ্রাবণের মেঘ যেমন, তাহার (কৃষ্ণের) নয়নে (সেইরূপ) জল ঝরিতেছে গো। কান্দিয়া মুখ মলিন করিল। কত তাহার দুঃখ দেখিব গো। বাঁশীর শোকে চক্রপাণি (কাতর), এখন তাহাকে বাঁশী আনিয়া দাও। দেব কানাই জোড়হাত করিল, এখন তাহাকে বাঁশী দান দাও। (কানাই) উত্তম বসন পরিধান করে না। কানাইর দেহ দুর্ব্বল হইল। নিবিষ্ট চিত্তে আমার কথা শোন। রাই, কানাইকে প্রীতি কর, কানাইএর হাতে বাঁশী দাও। দেব জগন্নাথ তুষ্ট হউক। রাধা, তোমার যাহা মনে আছে, নিজে সে (কথা) কানাইকে বল। কানাই আনন্দে তাহাই করিবে। বড়ু চণ্ডীদাস (এই গীত) গাহিলেন।

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি

দেশবরাড়ীরাগ—লঘুশেখর

তোর রতি আশোআশেঁ গেলা অভিসারে।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে॥
না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে।
তোহ্মার সঙ্কেতবেণু বাজাএ যতনে॥
কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে।
তোহ্মাক চিন্তিতেঁ আছে নান্দের নন্দনে॥ ধ্রু॥
তোর তনুগত রেণু চলিল পবনে।
তাহাকো করএ কাহ্ন আতি বহুমানে॥
পাখি বসিতেঁ তরুপাতচলনে।
তোহ্মার গতি শঙ্কিআঁ রচয়ে শয়নে॥
চাহে দশ দিশ কাহ্ন চকিত নয়নে।
কত খনে আইসে রাধা এহি করী মণে॥
তেজহ সুন্দরি রাধা মুখর মঞ্জীর।
সত্বরেঁ চলহ কুঞ্জ এ ঘন তিমির॥
কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা রতি বিপরীতে।
শোভে মেঘ মালে যেহেন তড়িতে॥
গলিত বসন হীন রসন জঘনে।
আপণে আরোপ গিআঁ পল্লবশয়নে॥
মানী বড় ভৈল কাহ্নাঞিঁ শেষ রজনী।
আর পুর মনোরথ মোর বোল সুণী॥
এবেঁ আযুগত রাধা বিলম্ব গমনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ১৬॥

রাস

গোপীবিলাপ

পাহাড়ীয়ারাগ—ক্রীড়া

আহা।
কে না সুতীথে তপ কৈল ভাগ্যমতী।
কে নারী কাহ্নের সঙ্গে করে সুরতী॥
কাহ্ন বিনী আভাগিনী গোপ যুবতী।
দেখ সন্ধে নিকুঞ্জে গোবিন্দ গেল কতী॥
হরি হরি।
সুন্দর সে গীত গাআঁ বাআঁ করতালী।
দেখ পাঅ চিহ্ন কথাঁ গেলা বনমালী॥ ধ্রু॥
কে না কুশক্ষেত্রে বিধিবতেঁ কৈল দান।
কাহার ফলিল পুষ্কর পুন্য সিনান॥
কাহাকে মিলিল আজি অষ্ট মহাসিধী।
কারেঁ হাথেঁ হাথেঁ নিআঁ বিধি দিল নিধী॥
কে না কেদারশির পরসিল করে।
কে না তপ তপিল বদরী বটেশ্বরে॥
কে গাঅ তেজিল গঙ্গাসঙ্গত সাগরে।
যা লআঁ কুঞ্জে কুঞ্জে বুলে গদাধরে॥
হেনমতেঁ বিলাপিলা সকল যুবতী।
লাগ না পাইআঁ দেব আধিপতী॥
রোষিলি রাধিকা দিল খর বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাঁসলীগণ॥ ১৭॥

[১৬] (কানাই) তোমার রতি (লাভের) আশ্বাসে সকল শরীরে মনোহর বেশ ধারণ করিয়া অভিসারে গেল। রাধা গমনে বিলম্ব করিও না। (কানাই) তোমার সঙ্কেত বেণু যত্নে বাজাইতেছে। কালিন্দীর তীরে মন্দ পবন বহিতেছে। নন্দনন্দন তোমাকে চিন্তা করিতেছে। পবন-চালিত তোমার তনুগত রেণু-কণাকেও সে অতি বহুমান করিতেছে (পরম সমাদরের বস্তু মনে করিতেছে)। পাখী বসিলে (তজ্জন্য) বিচলিত তরুর পাতার শব্দে তোমার আগমন শঙ্কায় শয্যা রচনা করিতেছে। রাধা কতক্ষণে আসিবে, এই মনে করিয়া কানাই চকিত নয়নে দশ দিকে চাহিতেছে। সুন্দরি রাধে, মুখর মঞ্জীর ত্যাগ কর। এই ঘন অন্ধকারে (লুকাইয়া) সত্বরে কুঞ্জে চল। বিপরীত রতিকালে রাধা কৃষ্ণের বক্ষে মেঘমালায় বিদ্যুতের মত শোভা পায় (পাইবে)। গলিতবসন (স্খলিতবসন) রসনাহীন (মেখলাবন্ধনমুক্ত) জঘন আপনে (নিজে) গিয়া পল্লবশয়নে আরোপ (স্থাপন) কর। রজনী শেষ (হইতেছে) বলিয়া কানাই অভিমান করিয়াছে। আমার কথা শুনিয়া তাহার মনোরথ পূর্ণ কর। গমনে বিলম্ব এখন যুক্তিযুক্ত নয়। বাসলীগণ বড়ু চণ্ডীদাস (এই গীত) গাহিলেন। (এই গীতটি জয়দেবের একটি পদের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।)

[১৭] কে না [illegible] সুতীর্থে তপস্যা করিল। কে নারী কানাইয়ের সঙ্গে সুরতি করিতেছে। কাহ্ন বিরহিতা অভাগিনী গোপযুবতী সকলে (খুঁজিয়া) দেখ নিকুঞ্জে গোবিন্দ কোথায় গেলেন। হরি

মহারাস

কোড়ারাগ—ক্রীড়া

বুঝিআঁ গোপীর মনে।
আল।
খণেক গুণিল কাহ্নে।
ষোল সহস্র গোপী তোষিবোঁ কেমনে॥
আনেক হয়িআঁ তখনে।
বিলসিল গোপীগণে।
যাহারে রমএ সেসি দেখে কাহ্নে॥
আল।
সব গোপীজন জাণে।
মোএ' সে পায়িলোঁ এ বনে শ্রীমধুসূদনে॥ ধ্রু॥
ফুটিল কুসুম পুঞ্জে।
সরস ভ্রমর গুঞ্জে।
এক এক নারি লআঁ এক এক কুঞ্জে॥
চির মনোরথ পুরি।
রসময় মন করী।
বৃন্দাবন মাঝে রতি ভুঞ্জিল মুরারী॥
একে' একে' গোপীজনে।
সম্ভে জাণিল আপণে।
রাধাতে আধিক কাহ্ন মণে॥
কাহ্নাঞি' তাহাক জাণী।
কিছু না বুয়িল বাণী।
রাধা চন্দ্রাবলী মণে কৈল চক্রপাণী॥
সংহরী সকল দেহে।
গোপী এড়ি কুঞ্জগেহে।
বিকল গোবিন্দ মুরারী রাধার নেহে॥
গেলা রাধিকার পাশে।
সুরতি রসের আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ১৮॥

শ্রীরাধার মান

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

পাহাড়ীয়া রাগ—ক্রীড়া-দন্ডক

তমাল কুসুম চিকুর গণে।
নীল কুরুবক তোর নয়নে॥
সুপুট নাসা তিলফুলে।
দেখি তোর গণ্ডযুগ মহুলে॥
আধর সুরঙ্গ বান্ধুলী ফুলে।
কণ্ন যুগ তোর এ বগহুলে॥
মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে।
খস্তুরী কুসুম তোর বসনে॥
ভুজযুগ হেম যুথিকা মালে।
আশোকতবক করযুগলে॥

হরি! সুন্দর সে গীত গাহিয়া করতালি বাজাইয়া বনমালী কোথায় গেল, (তাহার) পদচিহ্ন দেখ। কে না কুশক্ষেত্রে বিধিমতে দান করিয়াছে। কাহার পুষ্করে পুণ্য স্নানের ফল ফলিল। কাহার আজ অষ্ট মহাসিদ্ধি মিলিল। কাহার হাতে হাতে বিধি নিধি আনিয়া দিল। কে না (জানি) হাত দিয়া কেদারনাথের শির স্পর্শ করিল। কে না বদরী বটেশ্বরে তপস্যা করিল। কে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে (কৃষ্ণ কামনা করিয়া) দেহত্যাগ করিল, যাহাকে লইয়া গদাধর কুঞ্জে কুঞ্জে বেড়াইতেছেন। দেবাধিপতি (কৃষ্ণের) নাগাল না পাইয়া যুবতী সকল এমনি করিয়া বিলাপ করিল। রাধিকা রাগিয়া খর বচন (রূঢ় বাক্য) বলিল। বাসলীগণ বড়ু চণ্ডীদাস (এই গীত) গাহিলেন।

[১৮] গোপীর মন বুঝিয়া কানাই ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন—ষোল সহস্র গোপীকে কেমন করিয়া তুষ্ট করিব। তখন বহু হইয়া গোপীগণের সঙ্গে কেলি বিলাস করিলেন। যাহার সঙ্গে রমণ করেন সেই দেখে (আমার পাশেই) কানাই (রহিয়াছেন)। সব গোপীগণ (প্রত্যেকেই) জানিল এই বনে আমিই মধুসূদনকে পাইলাম। কুসুমপুঞ্জ ফুটিল, ভ্রমর সরস গুঞ্জন করিতে লাগিল। এক এক রমণী লইয়া এক এক কুঞ্জে, চিরকালের মনের সাধ মিটাইয়া মন রসময় করিয়া মুরারি বৃন্দাবনে রতিসম্ভোগ করিলেন। একে একে গোপীগণ সকলেই আপনে (নিজে নিজে) জানিল কানাই-এর মনে মনে রাধাতেই অধিক প্রীতি (অর্থাৎ কানাই রাধারই বেশী আপন)। কানাই তাহা জানিলেন। কোন কথা না বলিয়া চক্রপাণি চন্দ্রাবলী রাধাকেই মনে করিলেন। সকল দেহ সংহরণ করিয়া (বহুত্ব সংহরণ পূর্বক) কুঞ্জগৃহে গোপীগণকে এড়িয়া (ত্যাগ করিয়া) মুরারি রাধার প্রেমে বিকল (বিহ্বল) হইলেন। সুরতি রসের আশায় রাধার পাশে গেলেন। বড়ু চণ্ডীদাস (এই গীত) গাইলেন।

মুকুলিত থলকমল তনে।
রোমরাজী তাত আতরীগণে॥
গভীর নাভী নাগেশর ফুলে।
কনক কেতকী জংঘ যুগলে॥
চরণকমল থলকমলে।
আঙ্গুলী চম্পক কলিকা জালে॥
নখরনিকর দেখি গুলালে।
শিরীষ কুসুম তনু সকলে॥
কনক চম্পক-কুসুম পান্তী।
তোহ্মার সকল শরীর কান্তী॥
নেআলী সেআলী মাহলী বিকসে।
তোহ্মার মধুর ঈষত হাসে॥
দেখোঁ মো তোর ফুল শরীরে।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলী বরে॥ ১৯॥

শ্রীরাধার আত্মনিবেদন

ভাঠিআলীরাগ—রূপক

তিরীর সভাব মণে করে।
প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল
তাত রোষ না কর নাগরে॥
এ তোহ্মার রচনে।
প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল
সব কোপ খণ্ডিল এখনে॥ এআ॥
আল হের
এহি জাগে তোহ্মার চরণে।
প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল
আহ্মা সম না করিহ আনে॥ ধ্রু॥
তোহ্মার আহ্মার দুঈ মণে।
এক করী গান্থিল মদনে॥
তার আনুরূপ বৃন্দাবনে।
তোর বোল না করিব আনে॥
বিধি কৈল তোর মোর নেহে।
একই পরাণ এক দেহে॥
সে নেহ তিঅজ নাহিঁ সহে।
সে পুণি আহ্মার দোষ নহে॥
কে বুলিতেঁ পারে তোর গুণে।
একেঁ একেঁ বসে মোর মনে॥
এবেঁ আসি বৈস মোর পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ২০॥

[১৯] তোমার কেশকলাপে তমালকুসুম, নয়নে নীল কুরুবক; সুস্পষ্ট নাসায় তিলফুল, তোমার গণ্ডযুগলে দেখিতেছি মহুয়া ফুল। সুরঙ্গ অধরে বান্ধুলী পুষ্প, আর তোমার এই কর্ণযুগলে বকফুল। তোমার দশনে মুকুলিত কুন্দ, বসনে তোমার খস্তরী (মসিনা) ফুল। তোমার বাহুযুগলে হেমযূথিকার মালা (স্বর্ণবর্ণ যূথিকামালা); করযুগলে অশোক স্তবক। তোমার স্তনে মুকুলিত স্থলকমল, রোমরাজিতে আতরীগণ (?)। তোমার গভীর নাভিতে নাগকেশর ফুল, জঙ্ঘাযুগলে স্বর্ণকেতকী। তোমার চরণকমল স্থলকমল, অঙ্গুলি চম্পক কলিকা জাল; নখরনিকর গুলালের মত দেখিতেছি। সমস্ত তনুতে শিরীষকুসুম, কনকচম্পককুসুমের পঙ্‌ক্তির (মত) তোমার সকল শরীরের কান্তি। তোমার মধুর ঈষৎ হাসিতে নেয়ালী (নবমল্লিকা), শেফালী ও মল্লিকা বিকশিত হয়। আমি তোমার কুসুমে গঠিত দেহ দেখিতেছি। চণ্ডীদাস বাসলী বরে (এই গীত) গাহিলেন।

[২০] স্ত্রী স্বভাব (তাই অভিমানে এইরূপ) মনে করে। লো নাগর প্রাণকানাই, তাহাতে রাগ করিও না। এই তোমার কথায় প্রাণকানাই লো, এখন সব কোপখণ্ডন হইল। আলো দেখ—তোমার চরণে এই (প্রার্থনা) জাগে, প্রাণকানাই লো, অন্যকে আমার সমান করিও না (আমার মত আর কাহাকেও ভালবাসিও না)। তোমার আমার দুইজনের মনকে মদন একত্র করিয়া গাঁথিল। তাহারই অনুরূপ বৃন্দাবনে তোমার কথা অন্যথা করিব না। বিধি তোমার আমার প্রেমে (মিলাইয়া) এক দেহে একই প্রাণ (সৃষ্টি) করিল। সে প্রেম যে তৃতীয় (কাহাকেও) সহ্য করিতে পারে না, সে তো আমার দোষ নয়। তোমার গুণ কে বলিয়া শেষ করিতে পারে? (ঐ গুণসমূহ) একে একে আমার মনে বসিতেছে (আমার মনকে অধিকার করিতেছে)। এখন আসিয়া আমার পাশে উপবেশন কর। বড়ু চণ্ডীদাস (এই গীত) গাহিলেন।

স্বপ্নসম্ভার

বেলাবলীরাগ—কুড়ক্ক

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥
এ মোর নিষ্ফল জীবন এ বড়ায়ি ল।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে॥ ধ্রু॥
লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলিআঁ তবেঁ বচনে
আড়বাঁশী বাএ মধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী না দিলোঁ মো আনুমতী
দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে॥
তিঅজ পহর নিশী মোঞঁ কাহ্নাঞিঁর কোলে
নেহানিলোঁ তাহার বদনে।
ঈসত বদন করী মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে॥
চউঠ পহরে কাহ্ন করিল আধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ২১॥

বাণখণ্ড

শ্রীরাধার উক্তি

ধানুষীরাগ—লঘুশেখর

খোঁপা পরতেখ মোর ত্রিদশ ঈশ্বর হর
কেশপাশে নীল বিদ্যমানে। এআ।
সিসের সিন্দুর সুর ললাটে তিলক চাঁদ
নয়নত বসএ মদনে॥ এআ॥
সুণ বড়ায়ি ল
বোল গিআঁ গোবিন্দক বাতে। এআ।
তীন ভুবন বীর রাখএ যৌবন ধন
কি করিতেঁ পারে জগন্নাথে॥ [এআ॥] ধ্রু॥
নাসা বিনতানন্দন পাণ্ডু গণ্ডু পাশে কর্ণ
বিম্বওষ্ঠ পুষ্পদন্ত সঙ্গে।
কুচযুগ যুধিষ্ঠির বাহু দণ্ড মনোহর
সুগ্রীব শরীরে বসে রঙ্গে॥
বলি বসে নাভীতলে পৃথু নিতম্ব যুগলে
মাঝ দেশে সিংহ বিদ্যমানে।
জঘনে বসে নৃপুরু আতিশয় রুচি গরু
পদনখ নক্ষত্রগণে॥
হাথে ধরী ধনু বাণে কাহ্ন আসু বিদ্যমানে
তভোঁ তাক নাহিঁ মোর ডরে।
বোল দুতা কাহ্ন পাশে গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে
দেবী বাসলীর বরে॥ ২২॥

[২১] প্রথম রাত্রিতেই অর্থাৎ রাত্রির প্রথম প্রহরে (স্বপ্ন) দেখিলাম। বসিয়া স্বপ্ন (কথা) শোন, তোমাকে সব কথাই কহিতেছি। সেই কৃষ্ণ কদমতলে বসিয়া (আমাকে) কোলে করিল (এবং) আমার বদন চুম্বন করিল। বড়ায়ি, আমার এ জীবন নিষ্ফল। আমাকে সেই কৃষ্ণ আনিয়া দাও। দেহে চন্দন লেপন করিয়া কথা বলিয়া সে তখন মধুর আড়বাঁশী বাজাইতেছিল। আমাকে রতিদান চাহিল, আমি সম্মতি দিলাম না। দ্বিতীয় প্রহরেও (এই স্বপ্ন) দেখিলাম। তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে (স্বপ্ন দেখিলাম)—আমি কানাইয়ের কোলে বসিয়া তাহার বদন (পানে) চাহিলাম। ঈষৎ হাস্য-বদন করিয়া আমার মন হরণ করিয়া লইল। মদনে আকুলিতা হইলাম। চতুর্থ প্রহরে কানু (স্বপ্নে) আমার অধর পান করিল। আমার রতিরসে আশা (আকাঙ্ক্ষা) হইল। দারুণ কোকিল রবে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিল। বড়ু চণ্ডীদাস (এই গীত) গাহিলেন।

[২২] আমার খোঁপা প্রত্যক্ষ ত্রিদশ-ঈশ্বর মহাদেব, কেশপাশে নীল (সুগ্রীবের সেনাপতি) বিদ্যমান (রহিয়াছে), সিঁথির সিন্দুর সূর্য্য, ললাটের তিলক চন্দ্র, নয়নে মদন বসিয়া আছে। শুন বড়ায়ি, গোবিন্দকে গিয়া এ কথা বল। তিন ভুবনের বীর (গণ) আমার যৌবনধন রক্ষা করিতেছে, জগন্নাথ কি করিতে পারে? নাসায় গরুড়, গণ্ডে পাণ্ডু, গণ্ডের পার্শ্বে কর্ণ, বিম্বওষ্ঠে পুষ্পদন্ত (গন্ধর্ব) সঙ্গে (রহিয়াছে)। কুচযুগলে যুধিষ্ঠির, মনোহর বাহুযুগলে দণ্ডধর (যম), সুগ্রীব (এক অর্থে বানররাজ অন্য অর্থে সুন্দর গ্রীবা যে শরীরের) রঙ্গে বাস করে। নাভিতলে বলি (অসুররাজ, অন্য অর্থে ত্রিবলী) বসিয়া আছে। নিতম্বযুগলে নৃপতি পৃথু (একঅর্থে পৃথুরাজ, অন্যঅর্থে পৃথুল, মাংসল), (ক্ষীণ)

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

বসন্তরাগ—একতাল

কালী দলিল আহ্মে শলিল শোধিল।
কংস মারিবারে আহ্মে আবতার কৈল॥
মামা বধ করিবোঁ মো লিখিত করম।
তেকারণে গোপকুলে লভিল জরম॥
পসরিলহে মদন পাঁচ বাণে।
কে তোর রাখিবে রাখউ পরাণে॥ ধ্রু॥
হের ফুলের ধনু ফুলের পাঁচ বাণ।
এহি ফুলেঁ আজি তোর লইবোঁ পরাণ॥
আহ্মার খাঁথার কৈলেঁ সব জন থানে।
তেকারণে রাধা তোক যোড়োঁ পাঁচ বাণে॥
হেন পাঁচ বাণে কাহ্ন মারে পরতিরী।
আহ্মা না চিহ্নসি রাধা বড় আছিদরী॥
পুরুবে দুতী মারিলি কমণ কারণে।
এবেঁ তোর ফল হের দেওঁ এহি বাণে॥
বাম হাথে ধনুক ডাহিণ হাথে বাণ।
রাধার হিআত মাইল সুদৃঢ় সন্ধান॥
পড়িলী হালিআঁ রাধা ফুলের শরে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে॥ ২৩॥

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান

রামগিরীরাগ—আঠতালে

কৃষ্ণ পরশিল করে শরীর রাধার।
বিহাড়িল আষ্ট ধাতু আয়িল তাহার॥
ধেআন করিআঁ করেঁ ঝাড়ে বনমালী।
ধীরেঁ ধীরেঁ গাঅখানী তোলে চন্দ্রাবলী॥
মরিআঁ জিলী রাধা গোকুল সমাজে।
তিরীবধে উদ্ধার পাইল দেবরাজে॥ ধ্রু॥
তালের বিঁণিঞেঁ রাধাক বিচি কাহ্ন।
নির্ম্মল যমুনা জল করায়িল পান॥
জিআঁ উঠিলী রাধা পরম হরিষে।
সখিজন হুলাহুলী পাড়ে চৌদিশে॥
রাধা বস করি কাহ্ন গেলা বৃন্দাবনে।
তার পাছে গেলী রাধা বিকল মদনে॥
বৃন্দাবনে ভ্রমর কোকিল কাঢ়ে রাএ।
বিকসিত কুসুম দক্ষিণ বহে বাএ॥
আচম্বিত লুকাইলা কাহ্নাঞিঁ বৃন্দাবনে।
নব কিশলয়গণে রচিআঁ শয়নে॥
তার মাঝেঁ বসিআঁ থাকিলা নারায়ণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ২৪॥

কটিদেশে সিংহ বিদ্যমান। জঘনে পুরুরাজ (পুরু=স্থূল) অতিশয় সুন্দর এবং গুরু। পদনখে নক্ষত্রগণ (রহিয়াছে)। হাতে ধনুর্বাণ লইয়া কানাই নিকটে আসুক, তথাপি তাহাকে আমার ভয় নাই। দূতি, কানাইএর পাশে গিয়া বল। দেবী বাসলীর বরে বড়ু চণ্ডীদাস (এই গীত) গাহিলেন।

[২৩] আমি কালী (কালিয়) নাগকে দমন করিলাম এবং (বিষাক্ত কালিয়দহের) সলিল শোধন করিলাম। কংসকে বধ করিতে আমি অবতীর্ণ হইলাম। আমি মামাকে বধ করিব, (ইহা) লিখিত কর্ম্ম (অর্থাৎ অদৃষ্টলিপি), সেইজন্যই গোপকুলে জন্মলাভ করিলাম। মদনের পাঁচবাণে প্রহার করিলে কে তোর প্রাণ রাখিবে রাখুক। ফুলের ধনু (ও) ফুলের পাঁচ বাণ দেখ। এই ফুলে আজ তোর প্রাণ লইব। সকল লোকের কাছেই আমার কুৎসা করিলি, সেই কারণেই রাধা তোকে (তোর প্রতি এই) পাঁচ বাণ জুড়িলাম। এমনি পাঁচ বাণে কানাই পরস্ত্রী মারে। বড় ধৃষ্টা রাধা, আমাকে চিনিস্ না, কোন্ কারণে পূর্ব্বে আমার দূতীকে মারিলি? এখন দেখ তোকে এই বাণে (তার) প্রতিফল দিতেছি। বাম হাতে ধনুক, ডাহিন হাতে বাণ (লইয়া কানু) রাধার বক্ষে সুদৃঢ় সন্ধানে মারিল। রাধা ফুলের শরে হেলিয়া (অথবা কাঁপিয়া ভূমিতে) পড়িল। বাসলীর বরে বড়ু চণ্ডীদাস (এই গীত) গাহিলেন।

[২৪] কৃষ্ণ রাধার শরীর হস্তে স্পর্শ করিল। তাহার (দেহের) বিযুক্ত (অন্তর্হিত) অষ্ট ধাতু (ফিরিয়া) আসিল। বনমালী ধ্যান করিয়া হাত দিয়া (তাহাকে) ঝাড়িতে (মন্ত্র পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গে হস্ত চালনা করিতে) লাগিল। চন্দ্রাবলী ধীরে ধীরে গা খানি তুলিল। রাধা মরিয়া (ছিলি, আবার) জীবন পাইলি। গোকুল-সমাজে দেবরাজ (কৃষ্ণ) স্ত্রীবধ হইতে উদ্ধার পাইল। তালের বিয়নী (তালপত্রের পাখা) দিয়া কানাই রাধাকে বাতাস করিতে লাগিল (এবং তাহাকে) নির্ম্মল যমুনাজল পান করাইল। রাধা পরম হর্ষে চেতনা পাইয়া উঠিল। সখীগণ চতুর্দ্দিকে হুলাহুলি দিতে লাগিল। রাধাকে বশীভূত করিয়া কানাই বৃন্দাবনে গেল। মদনে বিকলা রাধা তাহার পাছে পাছে গেল। বৃন্দাবনে ভ্রমর কোকিল রব করিতে লাগিল, কুসুম বিকশিত ও দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হইল। কানাই আচম্বিতে বৃন্দাবনে লুকাইল।

রাধাবিরহ

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

মল্লাররাগ—রূপক

আহোনিশি যোগ ধেআই।
মন পবন গগনে রহাই॥
মূল কমলে কয়িলে মধুপান।
এবেঁ পাইঞাঁ আহ্মো ব্রহ্মগেআন॥
দূর আনুসর সুন্দরি রাহী।
মিছা লোভ কর পায়িতেঁ কাহ্নাঞী॥ ধ্রু॥
ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
মন পবন তাত কৈল বন্দী॥
দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট।
এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট॥
গেআন বাণে ছেদিলোঁ মদনবাণ।
তে আর না ভোলো তোহ্মার যৌবন॥
এবে দেহে মোর নাহি বিকার।
আসার দেখীলোঁ সব সংসার॥
রাধাক বুলিল নিঠুর বাণী।
নাগরবর দেব চক্রপাণী॥
ধেআনে থাকিল নিশ্চল মনে।
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ২৫॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি

দেশাগরাগ—ক্রীড়া

তনের উপর হারে।
আল
মানএ যেহেন ভারে।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে॥
সরস চন্দন পঙ্কে।
আল
দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে॥
আল
তোর বিরহ দহনে।
দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে॥ ধ্রু॥
কুসুমশর হুতাশে।
তপত দীর্ঘ নিশাসে।
সঘন ছাড়এ রাধা বসি এক পাশে॥
ক্ষেপে সজল নয়নে।
দশ দিশে খনে খনে।
নালহীন কৈল যেন নীল নলিনে॥
দেখি পল্লব শয়নে।
আঙ্গাররাশি সমানে।
মুদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে॥
বাম করেতে বদনে।
দিআঁ গগনে নয়নে।
তোহ্মাক চিন্তে রাধা নিশ্চল মনে॥
খনে হাসে খনে রোষে।
খনে কাঁপএ তরাসে।
খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে॥
চলিতেঁ তোহ্মার পাশে।
নারে মদনের রোষে।
বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥২৬॥

নবকিশলয়দলে শয়ন (শয্যা) রচনা করিয়া তাহার মাঝে নারায়ণ বসিয়া থাকিল। বাসলীগণ বড়ু চণ্ডীদাস (এই গীত) গাহিলেন।

[২৫] অহর্নিশ যোগ ধ্যান করি। মনপবন গগনে রাখি। মূল কমলে মধু পান করিলাম, এখন আমি ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়াছি। সুন্দরি রাই, দূরে যাও, কানাইকে পাইতে মিথ্যা লোভ করিতেছ। ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার যে সন্ধি, মন পবন তাহাতে বন্দী করিলাম। দশমী দুয়ারে কবাট দিলাম। এখন আমি সেই যোগপথে আরোহণ করিলাম। জ্ঞানবাণে মদনবাণ ছেদন করিলাম। সেইজন্য তোমার যৌবনে আর ভুলিব না। আমার দেহে আর বিকার নাই। সমস্ত সংসার অসার দেখিলাম। নাগরবর দেব চক্রপাণি রাধাকে (এই-সমস্ত) নিষ্ঠুর কথা বলিল (এবং) নিশ্চল মনে ধ্যানস্থ থাকিল। বাসলীগণ বড়ু চণ্ডীদাস (এই গীত) গাহিলেন।

[২৬] ওলো, কৃষ্ণ (রাধা) স্তনের উপরে হারকে যেন ভার (বলিয়া) মানিতেছে। অতি দুর্ব্বল হৃদয়ে রাধা চলিতে পারে না। সরস চন্দন-পঙ্ক দেহে লইতে বিষম শঙ্কিত হইতেছে। নিশার শশাঙ্ককে অগ্নির

রাধাবিরহ

শ্রীরাধার উক্তি

মালবশ্রীরাগ—যতি

হাথে চান্দ মানী বড়ায়ি করায়িলে' পাগলী।
আইহনক পীঠ দিলোঁ লাজে তিনাঞ্জলী॥
আশোআশ দিআঁ তোহ্মে হৈলা এক ভীতে।
কাহ্নত লাগিআঁ মোর বেআকুল চীতে॥
জাণিল জাণিল বড়ায়ি চিহ্নিল কাহ্নাঞি'।
আছুক পরসরস দরশন নাহিঁ॥ ধ্রু॥
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি নেহা বাঢ়ায়িলোঁ।
কাহ্ন সমে ভালে' রস ভুঞ্জিতে' না পাইল॥
পুরুব জরমে কিবা খণ্ডব্রত কৈল।
তেকারণে মোর মনোরথ না পুরিল॥
দুখ সুখ পাঁচ কথা কহিতে না পাইল।
ঝালিআর জল যেন তখনে পালাইল॥
দিনে দিনে তনু শেষ মদনতরাসে।
কৌতুকে' বাঢ়ায়িল নেহা এবে' সেই নাশে॥
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি থীর নহে মনে।
কেমতে' পাও' এবে' শ্রীমধুসূদনে॥

কাহ্নের উদ্দেশে যাহা হেন লএ মণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ২৭॥

ললিতরাগ—একতাল

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ
বড়ায়ি
না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে॥
বড়ায়ি গো॥
কত দুখ কহিব কাহিণী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞ' নারী বড় আভাগিনী॥ ধ্রু॥
নান্দের নন্দন কাহ্ন যশোদার পোআল
তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ।
গুপতে' রাখিতে' কাজ তাক মোঞ' বিকাসিলোঁ
তাহার উচিত ফল পাইলোঁ॥
সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল
প্রতি বোল ননন্দ বাছে।
সব গোপীগণে মোরে কলংক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞির সঙ্গে আছে॥

সমান মনে করে। তোমার বিরহ-দহনে দগ্ধ রাধা তোমার দর্শনে বাঁচিবে। রাধা এক পাশে বসিয়া মদনের বাণের আগুনে (জ্বলিয়া) সঘনে তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িতেছে। ক্ষণে ক্ষণে সজল নয়নে দশ দিক্ দেখিতেছে। নীল পদ্মকে যেন নালহীন করিয়াছে।

পল্লব-শয়ন (তপ্ত) অঙ্গার-রাশি সমান দেখিয়া অতি ভীত মনে নয়ন মুদ্রিত করিতেছে। বাম করে বদন রাখিয়া আকাশ পানে চাহিয়া রাধা নিশ্চল চিত্তে তোমাকে চিন্তা করিতেছে। (রাধা) ক্ষণে হাসে, ক্ষণে ক্রোধ করে, ক্ষণে ত্রাসে কাঁপে; রাধা ক্ষণে কান্দে, ক্ষণেকে বিলাস করে। (সে) মদনের রোষভয়ে তোমার পাশে যাইতে পারে না। বাসলীচরণ বন্দনা করিয়া বড়ু চণ্ডীদাস (এই গীত) গাহিলেন।

(জয়দেবের অনুবাদ)

[২৭] হাতে চাঁদ আনিয়া দিবে বলিয়া বড়ায়ি পাগলী করিলে। আয়ানের প্রতি বিমুখ হইলাম, লাজে তিনাঞ্জলি (একবার, দুইবার, তিনবার—অর্থাৎ নিঃশেষে বিসর্জ্জন) দিলাম। আশ্বাস দিয়া তুমি এক পাশে গিয়া দাঁড়াইলে। কানুর জন্য (আমার) চিত্ত ব্যাকুল হইল। জানিলাম জানিলাম বড়ায়ি, কানাইকে চিনিলাম। স্পর্শরস দূরে থাকুক, দর্শনই পাই না। বড়ায়ি তোমার কথায় প্রেম বাড়াইলাম। (কিন্তু) কানুর সঙ্গে ভাগ্যদোষে ভালরূপে রসভোগ করিতে পাইলাম না। (জানি না) পূর্ব্বজন্মে কি খণ্ডব্রত করিয়াছিলাম (সংকল্পিত ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারি নাই), সেই কারণে আমার মনোরথ পূর্ণ হইল না। সুখদুঃখের পাঁচকথা কহিতে পাইলাম না। যেন ঝালিয়ার (মৃগতৃষ্ণিকার) জল, তখনই অন্তর্হিত হইল। মদনের ত্রাসে দিনে দিনে দেহ শেষ হইল। কৌতুকে প্রেম বাড়াইয়াছিলাম, সে-ই এখন নাশ করিল (সে-ই এখন বধ করিতেছে)। তোমার কথায় বড়ায়ি (আর) মন স্থির হইতেছে না। এখন শ্রীমধুসূদনকে কিরূপে পাইব? কানাইয়ের উদ্দেশে যাও, ইহাই মনে লইতেছে (ইহাই আমার মনের কথা)। বাসলীগণ বড়ু চণ্ডীদাস (এই গীত) গাইলেন।

এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নেহাত লাগী
বড়ায়ি
মোকে নেহ কাহ্নাঞিঁর পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ২৮॥

কোড়ারাগ—ক্রীড়া

নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী।
জিএ সে জাহার পাসত পুরুষ নাহী॥ আল॥
মোরে কি না ভয়িঞাঁ গেল বড়ায়ি নাএ।
বিরহে বিকলী খোঁজো মোঁ নান্দের পোএ॥
নিশি সপন দেখিলোঁ কাহ্ন কোলে
করি সুয়িলোঁ
চিআয়িঞাঁ চাহোঁ নাহিক বাল গোপালে।
এ মোর যৌবন ভার সকল ভৈল আসার
আনল সরণ হৈবে দুতা রে॥
যে ডালে করো মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিঞাঁ পড়ে
নাহি হেন ডাল যাত করো বিসরামে।
আনি দেহ যবেঁ কাহ্নে ভিড়ি দেউ আলিঙ্গনে
তাক না তেজিবোঁ আর জরমে॥

নেহ আমুল রতনে পালহ মোর বচনে
একবার মোক আণি দেহ কাহ্নে।
ধরোঁ দুতো তোর পাএ হের মোর প্রাণ যাএ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীচরণে॥ ২৯॥

মালবশ্রীরাগ—যতি

ফুটিল কদমফুল ভরে নোঁআইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল॥
কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ।
নিদয়হৃদয় কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ॥
শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে না বিহড়াইল।
প্রাণনাথ কাহ্ন মোর এভোঁ ঘর নাইল॥ ধ্রু॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর॥
কাহ্ন বিণী সব খন পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কান্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী॥
পুনমতী সব গোআলিনী আছে সুখে।
কোণ দোষেঁ বিধি মোক দিল এত দুখে॥
আহোনিশি কাহ্নাঞিঁর গুণ সোঁঅরিআঁ।
বজরে গঢ়িল বুক না জাএ ফুটিআঁ॥

[২৮] বড়ায়ি, যে কানাইয়ের জন্য আমি অন্য কিছু চাহিলাম না, লঘু গুরু জনে মানিলাম না, এমন মনে প্রতিভাত হয় যে (সেই কানাই) আমাকে রোষে উপেক্ষা করিয়া অন্যাকে (অন্য গোপীকে) লইয়া বৃন্দাবনে বিহার করিতেছে। বড়ায়ি গো, দুখের কাহিনী কত বলিব। দহ বলিয়া ঝাঁপ দিলাম; সে (দহ) আমার শুকাইয়া গেল (দহে ডুবিয়া মরিতে পাইলাম না)। আমি বড় অভাগিনী নারী।
নন্দের নন্দন যশোদাদুলাল কানাই, তাহার সঙ্গে প্রেম বাড়াইলাম। কাজ গোপন রাখিতে গিয়া আমি প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম, তাহার উচিত ফল পাইলাম। স্বামী আমার দুর্ব্বার বিশাল গোয়াল, ননন্দিনী প্রতি কথা বিচার করে (কথায় কথায় ছল ধরে), গোপীগণ সকলেই আমার কলঙ্ক রটাইয়া দিল যে, রাধিকা কানাইয়ের সঙ্গে আছে। কানুর প্রেমের জন্যই আমি এত সব সহ্য করিলাম। বড়ায়ি, আমাকে কানাইয়ের নিকট লইয়া চল। বাসলীচরণ শিরে বন্দনা করিয়া বড়ু চণ্ডীদাস (এই গীত) গাইলেন।
[২৯] অন্ধকার রজনীতে—যাহার পাশে পুরুষ নাই, সে রমণী কেমন করিয়া বাঁচে? ওগো বড়ায়ি, আমার কি না হইয়া গেল! বিরহে ব্যাকুলা হইয়া আমি নন্দ-নন্দনকে খুঁজিতেছি। নিশায় স্বপ্ন দেখিলাম কানাইকে কোলে করিয়া শুইয়াছি, জাগিয়া দেখি বাল গোপাল নাই। আমার এই যৌবনভার সকলই অসার হইল। দূতি রে, (এখন) অগ্নিই (আমার একমাত্র) শরণ বা আশ্রয় হইবে (অগ্নিতেই জীবন আহুতি দিব)। যে ডালে ভর করি, সেই ডালই ভাঙ্গিয়া পড়ে; এমন ডাল নাই, যাহাতে বিশ্রাম করি (আশ্রয় পাই)। যদি কানাইকে আনিয়া দাও, গাঢ় আলিঙ্গন করিব। তাহাকে আর জন্মেও ত্যাগ করিব না। অমূল্য রত্ন লও, আমার বচন পালন কর, একবার আমাকে (আমার কাছে) কানাইকে আনিয়া দাও। তোমার পায়ে ধরি দূতি, দেখ আমার প্রাণ যায়। বাসলী-চরণে বড়ু চণ্ডীদাস (এই গীত) গাইলেন।

জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ।
সামল মেঘে' ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ॥
এভো নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৩০॥

আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।
মদন কদনে মোর নয়ন ঝুরএ॥
পাখী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাও' তথা।
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞি' বসে যথা॥
কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাস।
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস॥ ধ্রু॥

শ্রাবন মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে॥
কত না সহিব রে কুসুমশর জালা।
হেন কালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা॥
ভাদর মাসে আহোনিশি আন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে॥
তাত না দেখিবোঁ যবে' কাহ্নাঞি'র মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট জায়িবে বুক॥
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।
মেঘ বহিআঁ গেলে' ফুটিবেক কাশী॥
তবে' কাহ্ন বিণী হৈব নিফল জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৩১॥

৩০ কদম্ব ফুল ফুটিল, ফুলের ভরে ডাল নোয়াইয়া পড়িল। বাল গোপাল এখনো গোকুলে আসিল না। নেত্তবসনে স্তন কত ঢাকিয়া রাখিব? নির্দ্দয়-হৃদয় কানু বলিয়া কহিয়া গেল না। বড়ায়ি, শৈশবের প্রেমে কে বিচ্ছেদ ঘটাইল? প্রাণনাথ কানাই আজিও ঘরে আসিল না। বড়ায়ি, সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া ফেলিব। বাহুর বলয় চূর্ণ-বিচূর্ণ করিব। কানু বিনা সর্ব্বক্ষণ প্রাণ পুড়িতেছে, বিষাক্ত শরের আঘাতে হরিণীর মত। পুণ্যবতী গোয়ালিনী সব (সকলেই) সুখে আছে। কোন্ দোষে বিধাতা আমাকে এত দুঃখ দিল। দিবানিশি কানাইয়ের গুণ স্মরণ করিয়াও বজ্রে গঠিত বক্ষ বিদীর্ণ হয় না। জ্যৈষ্ঠমাস গেল, আষাঢ় প্রবেশ করিল। শ্যামল মেঘে দক্ষিণ প্রদেশ ঢাকিয়া ফেলিল। এখনো সেই নিষ্ঠুর নন্দনন্দন আসিল না। বাসলীগণ বড়ু চণ্ডীদাস (এই গীত) গাহিলেন।

৩১ আষাঢ়মাসে নূতন মেঘ গর্জ্জন করিতেছে। মদনের পীড়নে আমার নয়নে জল ঝরিতেছে। বড়ায়ি, পাখী জাতি নই যে সেখানে উড়িয়া যাইব, আমার প্রাণনাথ কানাই যেখানে বাস করিতেছে। বর্ষা-চারিমাস আমি কেমন করিয়া কাটাইব রে। এই ভরা যৌবনে কানু নিরাশ করিল।

শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বর্ষণ হয়। শয্যাতে শুইয়া একেশ্বরী (একা একা) নিদ্রা আসে না। কুসুম-শর-জ্বালা আর কত সহ্য করিব? এমন সময়ে বড়ায়ি কানুর সঙ্গে মিলন করাইয়া দাও। ভাদ্র মাসে দিবানিশি অন্ধকার, শিখী ভেক ডাহুক কোলাহল করে। এ হেন সময়েও যদি কানাইয়ের মুখ না দেখি, ভাবিতে ভাবিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে। আশ্বিন মাসের শেষে বর্ষণ বন্ধ হয়, মেঘ সরিয়া গেলে কাশফুল ফুটিবে। তখন কানু বিনা জীবন বিফল হইবে। বাসলীগণ বড়ু চণ্ডীদাস (এই গীত) গাহিলেন।

চণ্ডীদাস

পদাবলী

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

সখীর প্রতি সখীর উক্তি

ধানশী

ওঝা রোঝা আন গিয়া পাইয়াছে ভূতা।
কাঁপি কাঁপি উঠে ঐ বৃষভানুসুতা॥ ধ্রু॥
কালাবরণ হিরণ পিন্ধন যবে পড়ে মনে।
মুরছি পড়িয়া ধরি কান্দে ভূম খানে॥
রক্ষা অক্ষা মন্ত্র পড়ে ধরি ধনীর চুলে।
কেহ বোলে আনি দেহ কালার গলার ফুলে॥
কালিয়া বরণ থাকে কদম্বের ডালে।
বালিকা দেখিয়া পাইয়াছে শিশুকালে॥
চেতন পাইয়া তবে উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত ঘুচিবেক যাইবেক জ্বালা॥
চণ্ডীদাসে কহে সবে যারে কহ ভূত।
শ্যাম চিকণিয়া সে নন্দের ঘরের পুত॥ ৩২॥

তথারাগ

কালিয়া বরণ হিরণ পিন্ধন
যখন পড়য়ে মনে।
মুরছি পড়িয়া কান্দয়ে ধরিয়া
সব সখী জনে জনে॥
কেহ কহে মাই ওঝারে ঝাড়াই
রাইয়েরে পাইয়াছে ভূতা।
কাঁপি ঝাঁপি উঠে কহিলে না টুটে
সে যে বৃষভানুসুতা॥
রক্ষামন্ত্র পড়ে নিজ চুলে ঝাড়ে
কেহ বা কহয়ে ছলে।
আনি দিব তোহে নিচয়ে কহিরে
কালার গলার ফুলে॥

কহে চণ্ডীদাসে আন উপদেশে
কুলের বৈরী যে কালা।
দেখাও যতনে পাইবে চেতনে
ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা॥ ৩৩॥

সুহই

একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত স'বে জ্বালা॥
অকথন বেয়াধি এ কহন না যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতুলি যেন ভূমেতে লোটায়॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥
চণ্ডীদাস কহে কাঁদে কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তার হৃদয়ে জাগিয়া॥ ৩৪॥

ধানশী

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়॥
রাই এমন কেনে বা হইল।
গুরু দুরজনে ভয় নাহি মনে—
কোথা বা কি দেবা পাইল॥
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সংবরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসিয়া পড়ে॥
রাজার ঝিয়ারী বয়সে কিশোরী
তাহে কুলবতী বালা।

কিবা অভিলাষে বাড়াইলা লালসে
বুঝিতে নারি এ ছলা॥
তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইলা চাঁদে।
চণ্ডীদাস ভণে করি অনুমানে
ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে॥ ৩৫॥

সিন্ধুড়া

রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ানতারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে চন্দ্র পানে
কি কহে দু হাত তুলি॥
একদিঠি করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥ ৩৬॥

রাধিকার প্রতি বড়ায়ির উক্তি

কামোদ

সোনার নাতিনি কেন আইস যাও পুনঃ পুনঃ
না বুঝি তোমার অভিপ্রায়।
সদাই কাঁদনা দেখি অঝর ঝরয়ে আঁখি
জাতি কুল সব পাছে যায়॥
যমুনার জলে যাও কদমতলাতে চাও
না জানি দেখিলা কোন জনে।
শ্যাম বর্ণ দেখা তনু উপমা নাহিক জনু
সে জন পৈসল বুঝি মনে॥
ঘরে আসি নাহি খাও সদাই তাহারে চাও
বুঝিলাম তোর মন কথা।
এখনি শুনিলে ঘরে কি বোল বলিবে তোরে
বাড়িয়া ভাঙ্গিবে তোর মাথা॥
একে তুমি কুলনারী কুল আছে তোর বৈরী
আর তাহে বড়ুয়ার বধু।
কহে বড়ু চণ্ডীদাসে কুল শীল সব ভাসে
লাগিল কালিয়াপ্রেমমধু॥ ৩৭॥

রাধিকার প্রতি সখীর উক্তি

সুহই

না যাইও যমুনাজলে তরুয়া কদম্বতলে
চিকণকালা করিয়াছে থানা।
নব জলধর রূপ মুনি মন মোহে গো
তেঁঞি জলে যেতে করি মানা॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ভাতি রহয়ে মদন জিতি
চাঁদ জিতি মলয়জ ভালে।
ভুবনবিজয়ী মালা মেঘে সৌদামিনী কলা
শোভা করে শ্যামচাঁদের গলে॥
নয়নকটাক্ষ বাণে হিয়ার ভিতরে হানে
আর তাহে মুরলীর তান।
শুনিয়া মুরলী গান ধৈরজ না ধরে প্রাণ
নিরখিলে হারাবি পরাণ॥
কানড়া কুসুম জিনি শ্যামের বরণখানি
হেরিবে নয়ানকোণে যে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে চাহিয়া গোবিন্দপানে
পরাণে বাঁচিবে সখী কে॥ ৩৮॥

শ্রীরাধার উক্তি

ধানশী

বেলি অবসানে সখীর সহিতে
গেলু যমুনার জলে।
নয়ন হিলোলে কিরূপ দেখিলু
পরাণ চঞ্চল কৈলে॥

সই এ কথা কহিব কারে।
সাপিনী দংশিল বিষেতে ছাইল
তনু জরজর করে॥
আপনার দুখ আপনা অন্তরে
কেবা পরতীত যায়।
শাশুড়ী ননদী যদি কথা কহে
গরল লাগে হিয়ায়॥
অঙ্গের অঙ্গিনী সঙ্গের সঙ্গিনী
সুখ দুখ সেহি জানে।
চণ্ডীদাসে কহে দুখজ্বালা যত
না যাবে কালিয়া বিনে॥ ৩৯॥

কামোদ

সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে বা পাসরিব তারে॥
নামপরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥ ৪০॥

কামোদ

জলদবরণ দলিত অঞ্জন
উদয়িছে সুধাময়।
নয়ন চকোর পিতে উতরোল
নিমিখে নাহিক সয়॥
সখি দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে।
ভালে সে নাগরী হয়েছে পাগলী
সকল লোকেতে বলে॥
কিবা সে চাহনি ভুবন ভুলনী
দোলে গলে বনমাল।
মধুর লোভেতে ভ্রমরা বুলয়ে
বেঁড়িয়া তহিঁ রসাল॥
দুইটি নয়ান মদনের বাণ
দেখিতে পরাণে হানে।
পশিয়া মরমে ঘুচায়া ধরমে
পরাণ সহিত টানে॥
চণ্ডীদাস কয় ভুবনে না হয়
এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল সে জন ভুলিল
কি তার কুলবিচার॥ ৪১॥

কামোদ

দেখিনু সে শ্যাম জিনি কোটি কাম
বদন জিতল শশী।
ভাঙ ধনু ঠাম নয়নের বাণ
হাসি খসে সুধারাশি॥
সই এমন সুন্দর কান।
হেরি সে মূরতি সতী ছাড়ে পতি
তেজি লাজ ভয় মান॥
বড় কারিকরে কুঁদিলে তাহারে
অঙ্গে মদনের শরে।
যুবতীধরম ধৈর্যভুজঙ্গম
দমন করিবার তরে॥
অতি সুশোভিত বক্ষ বিস্তারিত
দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে মালা বিরাজিত
কি দিব উপমা তার॥
নাভির উপরে লোমলতাবলী
সাপিনী আকার শোভা।
ভুরুর বলনী কামধনু জিনি
ইন্দ্রধনুকের আভা॥
চরণ নখরে বিধু বিরাজিত
মণির মঞ্জীর তায়।
চণ্ডীদাস হিয়া সে রূপ দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া ধায়॥ ৪২॥

কামোদ

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে রে
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন রঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন বসাইল রে
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা॥
থেহা নিঙ্গাড়িয়া কেবা মুখানি বনাইল রে
জবা নিঙ্গাড়িয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়িল রে
ভুজ জিনিয়া করি-শুণ্ড॥
কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র মাখিয়া কেবা সারদ্র বনাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর॥
বিস্তারি পাষাণে কেবা রতন বসাইল রে
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
কানড় কুসুমে কেবা সুষম করিল রে
এমতি তনুর দেখি আভা॥
আদলি উপরে কেবা কদলী রোপল রে
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইল রে
চণ্ডীদাস দেখে যুগ যুগ॥ ৪৩॥

কামোদ

সজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজ-কুল-নন্দন হরিল আমার মন
ত্রিভঙ্গ দাঁড়াঞা তরুমূলে॥
গোকুল নগরমাঝে আর যত নারী আছে
তাহে কোন না পড়িল বাধা।
নির্মল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেনে বলে রাধা রাধা॥
মল্লিকা-চম্পক-দামে চূড়ার টালনী বামে
তাহে শোভে ময়ূরের পাখে।
আশেপাশে ধেয়ে ধেয়ে সুন্দর সৌরভ পেয়ে
অলি উড়ি পড়ে লাখে লাখে॥
সে শিরে চূড়ার ঠাম কেবল যেমন কাম
নানা ছাঁদে বাঁধে পাকমোড়া।
সে শির বেনানী জালে নবগুঞ্জামণি মালে
উপরে চঞ্চল চাঁদ জোড়া॥
পায়ের উপর থুয়ে পা কদম্বে হেলায়ে গা
গলে দোলে মালতীর মালা।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় না হইল পরিচয়
রসের নাগর বড় কালা॥ ৪৪॥

তথারাগ

হাম সে অবলা হৃদয় অখলা
ভালমন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখাল আনি॥
হরি হরি এমন কেনে বা হৈল।
বিষম বাড়ব আনল মাঝারে
আমারে ডারিয়া দিল॥
নয়ন যুগল করয়ে শীতল
বড়ই রসের কূপ।
বয়েস কিশোর বেশ মনোহর
অতি সুমধুর রূপ॥
নিজ পরিজন সে নহে আপন
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে
বুক বিদরিয়া মরি॥
চাহি ছাড়াইতে ছাড়া নহে চিতে
এখন করিব কি।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম নবরসে
ঠেকিল রাজার ঝি॥ ৪৫॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

কানাড়া

মগন করিয়া সে গেল চলিয়া
সোনার পুতলি কায়া।
তাহে নীল সাড়ী ভেদিয়া উঠিল
রূপ অনুপম ছায়া॥

বসন ভেদিয়া   রূপ উঠে গিয়া
যেমন তড়িৎ দেখি।
লখিতে নারিনু   কেমন বন্ধান
লখিয়া নাহিক লখি॥
কিবা সে তাহার   নয়ন চঞ্চল
নানা আভরণ গায়ে।
অঙ্গের পবন   রসের সৌরভে
লাখ লাখ অলি ধায়ে॥
চলিল যখন   দেখিল তখন
রাজহংসিনী প্রায়।
আপন গিয়ানে   না দেখি নয়ানে
এমন রূপের কায়॥
সোনার নূপুর   বাজয়ে মধুর
পঞ্চম শবদ করে।
চলিয়া যাইতে   সে মন্দ গামিনী
হেলিয়া হেলিয়া পড়ে॥
হাসিতে অমিয়া   খসে কত ধারে
চাহিল নয়ান কোণে।
এমত দেখিনু   রাজার মন্দিরে
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥ ৪৬॥

নবীন কিশোরী   মেঘের বিজুরী
চমকি চলিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী   সকল কামিনী
ততহি উদয় ভেল॥
সই দেখি নাই হেন নারী।
ভঙ্গিম রঙ্গিম   ঘন সে চাহনি
গলে যে মোতিম হারি॥
অঙ্গের সৌরভে   ভ্রমরা ধাওয়ে
ঝঙ্কার করয়ে যাই।
অঙ্গের বসন   ঘুচায় কখন
কখন ঝাঁপয়ে তাই॥
মনের সহিতে   মরম কৌতুকে
সখীর কান্ধেতে বাহু।
হাসির চাহনি   দেখাল কামিনী
পরাণ হারানু তাহু॥

চলন ভঙ্গী   অতি সুরঙ্গী
চাপয়িল জীবন মোর।
অঙ্গুলির আগে   চাঁদ যে ঝলকে
পড়িছে উছলি জোর॥
চাহে যাহা পানে   বধয়ে পরাণে
দারুণ চাহনি তার।
হিয়ার ভিতরে   পাঁজর কাটিয়ে
বিঁধিল বাণ যে মার॥
জরজর হিয়া   রহিল পড়িয়া
চেতন নহিল মোর।
চণ্ডীদাসে কয়   ব্যাধি সমাধি নয়
দেখিয়া হইনু ভোর॥ ৪৭॥

তুড়ি

বেলি অসকালে   দেখিনু যে ভালে
পথেতে যাইছে সে।
জুড়ায় কেবল   নয়ন যুগল
চিনিতে নারিনু কে॥
সই সে রূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা   বসনের শোভা
পাসরিতে নারি তারে॥
বাম অঙ্গুলিতে   মুদরী সহিতে
কনক কটোরি হাতে।
সীঁথায় সিন্দুর   নয়ানে কাজর
মুকুতা শোভিত নথে॥
সুনীল শাড়ী   মোহনকারী
উছলিতে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে   সোঁপিনু চরণে
দাস করি মনে আশ॥
কুচযুগ গিরি   কনক কটোরি
শোভিত হিয়ার মাঝে।
ধীরে ধীরে যায়   চমকিয়া চায়
ঘন না চাহে লোকলাজে॥
কিবা সে ভঙ্গিমা   নাহিক উপমা
চলন মন্থর গতি।
কোন্ ভাগ্যবানে   পাঞাছে কি দানে
ভজিয়া সে উমাপতি॥

চণ্ডীদাসে কয় মুরতি এ নয়
রাখিতে রসিক জনে।
অমিয়া ছানিয়া যতন করিয়া
গড়িল সে অনুমানে ॥ ৪৮ ॥

কোন্ পুণ্যফলে বল বল সখা
সে রামা পাইল সে ॥
চণ্ডীদাস বলে ভেব না ভেব না
ওহে শ্যাম গুণমণি।
তুমি যে তাহার সরবস ধন
তোমারি আছে সে ধনী ॥ ৪৯ ॥

তুড়ি

কাঞ্চন বরণী কে বটে সে ধনী
ধীরে ধীরে চলি যায়।
হাসির ঠমকে চপলা চমকে
নীল শাড়ী শোভে গায় ॥
দেখিতে বদন মোহিত মদন
নাসাতে দুলিছে দুল।
সুবিশাল আঁখি মানস ভাবিয়া
ছুটিছে মরাল-কুল ॥
আঁখিতারা দুটি বিরলে বসিয়া
সৃজন করেছে বিধি।
নীল পদ্ম ভাবি লুবধ ভ্রমরা
ছুটিতেছে নিরবধি ॥
কিবা দন্তভাতি মুকুতার পাঁতি
জিনিয়া কুন্দক কুঁড়ি।
সীঁথার সিন্দুর জিনিয়া অরুণ
কানে কর্ণবালা ঢেঁড়ি ॥
শ্রীফলযুগল জিনি কুচযুগ
পাতলা কাঁচলি তাহে।
তাহার উপর মণিময় হার
উপমা কহিব কাহে ॥
কেশরী জিনিয়া কৃশ মাঝাখানি
মুঠে করি যায় ধরা।
গজ কুম্ভ জিনি নিতম্ব বলনি
ঊরু করিকর পারা ॥
চরণ যুগল জিনিয়া কমল
আলতা রঞ্জিত তায়।
মত্ত মন তাহে কাহে না ভুলব
মদন মুরছা পায় ॥
কাহার নন্দিনী কাহার রমণী
গোকুলে এমন কে।

আশাবরী

রমণীর মণি পেখনু আপনি
ভূষণ সহিত গায়।
দেখিতে দেখিতে বিজুরি ঝলকে
ধৈরজে ধৈরজ যায় ॥
সই চাহনী মোহনী থোর।
মরমে বান্ধিনু হেরিয়া ভুলিনু
রূপের নাহিক ওর ॥
বসন খসয়ে অঙ্গুলি চাপয়ে
কর করছে থুইয়া।
দেখিয়া লোভয়ে মদন ক্ষোভয়ে
কেমনে ধরিব হিয়া ॥
বদন ছাঁদ কামের ফাঁদ
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে।
কেশের আগ চলয়ে নাগ
ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে ॥
জলের কান্ধারে কেশের আন্ধারে
সাপিনী লাগয়ে মোয়।
কেমনে কামিনী আছয়ে আপনি
এমন সাপিনী থোয় ॥
দশন কাঁতি মুকুতা পাঁতি
হাস উগারয়ে শশী।
পরাণপুতলী হইল পাগলী
মরমে রহিল পশি ॥
শূন্য যে হিয়া রহিল পড়িয়া
বস্তু রহল তায়।
চণ্ডীদাসে কয় পুন দেখা হয়
তবে সে পরাণ রয় ॥ ৫০ ॥

তুড়ি

চম্পকবরণী বয়সে তরুণী
হাসিতে অমিয়া ধারা।
সুচিত্র বেণী দুলিছে যেমনি
কপিলা চামর পারা॥
সখি যাইতে দেখিনু ঘাটে।
জগত মোহিনী হরিণনয়নী
ভানুর ঝিয়ারী বটে॥
হিয়া জরজর খসিল পাঁজর
এমতি করিল বটে।
চলল কামিনী বঙ্কিম চাহনি
বিঁধিল পরাণ তটে॥
না পাই সমাধি কি হইল ব্যাধি
মরম কহিব কারে।
চণ্ডীদাসে কয় ব্যাধি সমাধি হয়
পাইবে যবে তারে॥ ৫১॥

তুড়ি

তড়িতবরণী হরিণনয়নী
দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা বা দিঞা অমিয়া ছানিয়া
গড়িল কোন্ বা রাজে॥
সই কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে পশি গেল চিতে
বড়ই রসের কূপ॥
সোনার কটোরি কুচযুগ গিরি
কনকমন্দির লাগে।
তাহার উপরে চূড়াটি বানালে
সে আর অধিক ভাগে॥
কে এমন কারিগর বানাইলে ঘর
দেখিতে নারিনু তারে।
দেখিতে পাইতু শিরোপা করিতু
এমতি মন যে করে॥
হৃদয়ে আছিল বেকত হইল
দেখিতে পাইনু সে।
ঐছন মন্দিরে শয়ন করে যে
সে জেনে নাগর কে॥
হিয়ার মালা যৌবনের ডালা
পসারি পসারল যেন।
চাকুতে কাটিয়া চাক যে করিয়া
তাহাতে বৈসাল হেন॥
অধরসুধা পড়িছে জুদা
দশন মুকুতা শশী।
মোর মনে হয় এমনি করয়
তাহাতে যাইয়া পশি॥
চণ্ডীদাসে কয় ও কথা কি হয়
মরম কহিলে বটে।
আর কার কাছে কহ যদি পাছে
তবে সে কুৎসা রটে॥ ৫২॥

শ্রীরাধার প্রতি দূতীর উক্তি

তথারাগ

সে যে নাগর গুণের ধাম।
জপয়ে তোহারি নাম॥
শুনিতে তোহারি বাত।
পুলকে ভরয়ে গাত॥
অবনত করি শির।
লোচনে ঝরয়ে নীর॥
যদি বা পুছিয়ে বাণি।
উলট করয়ে পাণি॥
কহিয়ে তাহারি রীতে।
আন বা বুঝিব চিতে॥
ধৈরজ নাহিক তায়।
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥ ৫৩॥

তথারাগ

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইলুঁ পুন॥
দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি।
যত তত করি না হয়ে সুধি॥
না বান্ধে চিকুর না পরে চীর।
না খায়ে আহার না পিয়ে নীর॥

সোনার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তাহার নাম॥
না চিহ্নে মানুষ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলী রৈয়াছে চাই॥
তুলাখানি দিলু নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিলু সোয়াস আছে॥
আছয়ে সোয়াস না রহে জীব।
বিলম্ব না সহে আমার দীব॥
চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা।
কেবল মরমে ঔষধ রাধা॥ ৫৪॥

সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

পঠমঞ্জরী

কহিও বঁধুরে নতি কহিও বঁধুরে।
গমন বিরোধ হৈল পাপ শশধরে॥
গুরুজন সম্ভাষিতে কৈলু যত ভাতি।
নিজ পতি সম্ভাষিতে গেল আধ রাতি॥
যদি চাঁদ ক্ষমা করে আজুকার রাতি।
তবে ত পাইব আমি বঁধুর সংহতি॥
অমাবস্যা প্রতিপদে চাঁদের মরণ।
সে দিনে বঁধুর সনে হইবে মিলন॥
চণ্ডীদাসে বলে তুমি না ভাবিহ চিতে।
সহজে এ কথা বটে কেন পাও ভিতে॥ ৫৫॥

ধানশী

কহিও তাহার ঠাঁই যেতে অবসর নাই
অফুরান হল গৃহ-কাজে।
শাশুড়ী সদাই ডাকে ননদী প্রহরী থাকে
তাহার অধিক দ্বিজরাজে॥
সজনি কোপ করেন দুরন্ত।
গৃহকর্ম্ম করি ছলে বিপিনে যাইবার বেলে
আকাশে প্রকাশ ভেল চন্দ্র॥
ও কুলে বিচ্ছেদ ভয় এ কুলে নহিলে নয়
সংসারিতে নিশি গেল আধা।
আসিয়া মদন সখা হেন বেলে দিলে দেখা
কহ দূতি কি করিবে রাধা॥
লোহার পিঞ্জরে থাকি বাহির হতে চাহে পাখী
তার হৈল আকুল পরাণ।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় আর কি বিরহ সয়
তুরিতে মিলব বর কান॥ ৫৬॥

বাসকসজ্জা

তথারাগ

বন্ধুর লাগিয়া শেজ বিছাইলুঁ
গাঁথিলুঁ ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজালুঁ দীপ উজারলুঁ
মন্দির হইল আলা॥
সই পাছে—এসব হইবে আন।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলল কান॥
শাশুড়ী ননদে বঞ্চনা করিয়া
আইলুঁ গহন বনে।
বড় সাধ মনে এ রূপ যৌবনে
মিলব বঁধুর সনে॥
পথ পানে চাহি কত না রহিব
কত প্রবোধিব মনে।
রসশিরোমণি আসিব এখনি
বড়ু চণ্ডীদাস ভণে॥ ৫৭॥

তথারাগ

সে যে বৃষভানুসুতা।
মরমে পাইয়া বেথা॥
সজল নয়ান হৈয়া।
রহে পথ পানে চাঞা॥
ফুল সেজ বিছাইয়া।
রহয়ে ধেয়ানি হৈয়া॥
উজর চান্দনী রাতি।
মন্দিরে রতনবাতি॥
কহে সব ভেল আন।
কাহে না মিলল কান॥

সকল বিফল হৈল।
আধেক রজনী গেল॥
শ্যাম বন্ধুর পাশ।
চলু বড়ু চণ্ডীদাস॥ ৫৮॥

ধানশী

সই কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে।
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমনি হউক সে॥
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরীতি
আর জানি কার হয়॥
আপনা আপনি মন বুঝাইতে
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ হরণ করিলে
কাহার পরাণে সয়॥
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙাইয়া
এমতি করিল কে।
আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে॥
কহে চণ্ডীদাস করহ বিশ্বাস
যে শুনি উত্তম মুখে।
কেবা কোথা ভাল আছয়ে সুন্দরি
দিয়া পর মনে দুখে॥ ৫৯॥

পঠমঞ্জরী

নিশি প্রভাত হৈল পিয়া না আইল ভবনে।
মালতীর মালা কেনে গাঁথিলাম যতনে॥
অগুরু চন্দন চুয়া দিব কার গায়।
জরজর হৈল তনু নিশি না পোহায়॥
কর্পূর চন্দন চুয়া দিব কার মুখে।
রজনী বঞ্চিব হাম কারে লয়ে সুখে॥
সে নাহ নিঠুর যদি না আইসে ইহা।
যমুনার জলে সব দিব ভাসাইয়া॥
কার লাগি রাখি ইহা সংযোগ করিয়া।
চণ্ডীদাসে কহে তবে মিলিব আসিয়া॥ ৬০॥

খণ্ডিতা

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধা

ললিত

ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে॥
বঁধু তোমার বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদমুখ চাই॥
আই আই পড়েছে মুখে কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দুর বিন্দু মুনি মনোলোভা॥
খর নখ দশনে অঙ্গ জরজর।
ভালে সে কঙ্কণদাগ হিয়ার উপর॥
নীল পাটের শাড়ী কোঁচার বলনী।
রমণী রমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী॥
সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কোন কাজে॥
চারিদিকে চায় নাগর আঁচলে মুখ মুছে।
চণ্ডীদাস কহে লাজ ধুইলে না ঘুচে॥ ৬১॥

বিভাস

হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন লাজে আস॥
বুকমাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন্ কলাবতী আজি পেয়েছিল লাগ॥
নখ পদ বিরাজিত রুধিরে পূরিত।
আহা মরি কিবা শোভায় হয়েছ ভূষিত॥
কপালে সিন্দুর রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী বিহনে তোমার আঁখি ছল ছল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনি।
না ছুঁইও আমি ইহার সব রঙ্গ জানি॥ ৬২॥

ললিত

আরে মোর আরে মোর সোনার বঁধুরে।
অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দুর॥
বদনকমলে কিবা তাম্বুল শোভিত।
পায়ের নখের ঘায় হিয়া বিদারিত॥
না এস না এস বঁধু আঙ্গিনার কাছে।
তোমারে দেখিলে মোর ধরম যাবে পাছে॥
শুনিয়া পরের মুখে নহে পরতীত।
এবে সে দেখিনু তোমার এই সব রীত॥
সাধিলা মনের সাধ যে ছিল তোমারি।
দূরে রহু দূরে রহু প্রণাম হামারি॥
চণ্ডীদাস বলে ইহা বলিলা কেমনে।
চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে॥ ৬৩॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

তথারাগ

শুন শুন সুনয়নি আমার যে রীত।
কহিলে প্রতীতি নহে জগতে বিদিত॥
তুমি না মানিবে তাহা আমি ভালে জানি।
এতেক না কহ ধনি অসঙ্গত বাণী॥
সঙ্গত হইলে ভাল শুনি পাই সুখ।
অসঙ্গত হইলে পাইয়ে বড় দুখ॥
মিছা কথায় বড় পাপ জানহ আপুনি।
জানিয়া না মানে যেই সেই ত পাপিনি॥
পরে পরিবাদ দিলে ধরমে সবে কেনে।
তাহার এমত বাদ হইবে তখনে॥
চণ্ডীদাসু বলে যেবা মিছা কথা কবে।
সেই সে ঠেকিবে পাপে তোমার কি যাবে॥ ৬৪॥

তথারাগ

না কর না কর ধনি এত অপমান।
তরুণী হইয়া কেনে একে দেখ আন॥
তুলসী পরশি আমি শপতি করিয়ে।
তোমা বিনা দিবা নিশি কিছু না জানিয়ে॥
ফাগুবিন্দু দেখিয়া সিন্দুর বিন্দু কহ।
কণ্টকে কঙ্কণদাগ মিছাই ভাবহ॥
এত কহি বিনোদ নাগর চলিতে চায় ঘর।
চণ্ডীদাস কহে রাই কাঁপে থর থর॥ ৬৫॥

মান

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি

তথারাগ

শুনহ রাজার ঝি।
লোকে না বলিবে কি॥
মিছাই করিলি মান।
তো বিনু আকুল কান॥
অনত সঙ্কেত করি।
তাহা জাগাইলি হরি॥
উলটি করসি মান।
বড়ু চণ্ডীদাস গান॥ ৬৬॥

মিলন

শ্রীরাধার উক্তি

মল্লার

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
সই কি আর বলিব তোরে।
বহু পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলিল মোরে॥
নহি স্বতন্তর গুরুজনে ডর
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু॥
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে॥

আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখেতে দুখী।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
শুনিয়া জগৎ সুখী॥ ৬৭॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য

তথারাগ

একদিন মনে রভস কাজ।
মালিনী হইলা রসিকরাজ॥
ফুলমালা গাঁথি ঝুলাই হাতে।
কে নিবে কে নিবে ফুকরে পথে॥
তুরিতে আইলা ভানুর বাড়ী।
রাই কহে কত লইবে কড়ি॥
মালিনী লইয়া নিভৃতে বসি।
মালা মুল করে ঈষৎ হাসি॥
মালিনী কহয়ে সাজাই আগে।
পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে॥
এত কহি মালা পরায় গলে।
বদন চুম্বন করয়ে ছলে॥
বুঝিয়া নাগরী ধরিলা করে।
এত ঢিটপনা আসিয়া ঘরে॥
নাগর কহয়ে নহি যে পর।
চণ্ডীদাস কহে কি কর ডর॥ ৬৮॥

কুঞ্জভঙ্গ

তথারাগ

পদাউধ কাক কোকিলের ডাক
জাগিলা যামিনী শেষ।
তুরিতে নাগরী গেল নিজঘর
বান্ধিতে বান্ধিতে কেশ॥
অবশ আলিসে ঠেসান বালিসে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
বসন ভূষণ হৈয়াছে বদল
তখনি উঠিয়া দেখি॥

ঘরে মোর বাদী শাশুড়ী ননদী
মিছা তোলে পরিবাদ।
জানিলে এমন হইবে কেমন
বড় দেখি পরমাদ॥
চণ্ডীদাস কহে শুনলো সুন্দরি
তুমি বড়ুয়ার বহু।
শ্যামের মোহন মায়ার কারণ
লখিতে নারিবে কেহু॥ ৬৯॥

শ্রীরাধার রসোদ্গার

শ্রীরাগ

আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই।
যে হয় তাহার চিতে স্বতন্তরী নই॥
তাহার গলার ফুলের মালা
আমার গলায় দিল।
তাহার মত মোরে করি
সে মোর মত হইল॥
তুমি সে আমার প্রাণের অধিক
তেঞি সে তোমারে কহি।
এ যে কাজ কহিতে লাজ
আপন মনেই রহি॥
তাহার প্রেমের বশ হৈয়া
যে কহে তাহাই করি।
চণ্ডীদাস কহয়ে ভাব
বালাই লইয়া মরি॥ ৭০॥

সিন্ধুড়া

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি॥
সম্মুখে রাখিয়া করে বসনের বাও।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গাও॥
এক তনু হইয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই॥

রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়॥
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে রাই সব পরমাণ॥ ৭১॥

সিন্ধুড়া

আমি যাই যাই বলি বোলে তিন বোল।
কত না চুম্বন করে কত দেই কোল॥
করে কর ধরিয়া শপথি দেয় মোরে।
পুনঃ দরশন মাগি কত চাপে কোরে॥
পদ আধ যায় পিয়া চায় পালটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া॥
নিগূঢ় পিয়ার প্রেম আরতি করু বহু।
চণ্ডীদাস কহে প্রেম হিয়ার মাঝে রহু॥ ৭২॥

তথারাগ

আজুক শয়নে ননদিনী সনে
শুতিয়া আছিলুঁ সই।
যে ছিল করমে বন্ধুর ভরমে
মরম তোমারে কই॥
নিন্দের আলসে বন্ধুর ধাধসে
তাহারে করিনু কোরে।
ননদী উঠিয়া রুষিয়া বলিছে
বন্ধুয়া পাইলি কারে॥
এত ঢিটপনা জানে কোন্ জনা
বুঝিনু তোহারি রীতি।
কুলবতী হইয়া পরপতি লইয়া
এমতি করহ নিতি॥
যে শুনি শ্রবণে পরের বদনে
নয়নে দেখিনু তাই।
দাদা ঘরে আইলে করিব গোচরে
খেনেক বিরাজ রাই॥
নিঠুর বচনে কাঁপিছে পরাণে
শুতিয়া রহিনু লাজে।
ফিরাইয়া আঁখি সে গরবা থাকি
সঘনে আমারে তাজে॥

এক হাতে সখি কচালিয়ে আঁখি
নয়নে দেখি যে আর।
চণ্ডীদাস কয় কিবা কুলভয়
কানুর পিরীতি যার॥ ৭৩॥

সুহই

এক দিন যাইতে সই ননদিনী সনে।
শ্যাম বঁধুর কথা পড়ি গেল মনে॥
ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি।
অবশ হইল তনু কাঁপে থরহরি॥
কি করিব সখি সে হইল বড় দায়।
ঠেকিনু বিপাকে আর না দেখি উপায়॥
ননদী বোলয়ে হা লো কি না তোর হইল।
চণ্ডীদাস বলে উহার কপালে যা ছিল॥ ৭৪॥

তথারাগ

আর এক দিন সখি শুতিয়া আছিনু।
বন্ধুর ভরমে ননদিনী কোলে নিনু॥
বন্ধু নাম শুনি সেই উঠিল রুষিয়া।
কহে তোর বন্ধু কোথা গেল পলাইয়া॥
সতীকুলবতীকুলে জ্বালি দিলি আগি।
আছিল আমার ভালে তোর বধ ভাগি॥
শুনিয়া বচন তার অথির পরাণি।
কাঁপয়ে শরীর দেখি আঁখির তাজনি॥
কেমতে এড়াব সখি পাপিনীর হাথে।
বনের হরিণী থাকে কিরাতীর সাথে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি॥ ৭৫॥

তথারাগ

পরাণ বন্ধুকে স্বপনে দেখিনু
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর পরশ করিয়া
ঈষত মধুর হাসে॥

পিয়ল বরণ বসন খানিতে
মুখানি আমার মোছে।
শিথান হইতে মাথাটী বাহুতে
রাখিয়া শুতল কাছে॥
মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া
বন্ধুয়া করল কোলে।
চরণ উপরে চরণ পসারি
পরাণ পাইনু বোলে॥
অঙ্গ পরিমল সুগন্ধি চন্দন
কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে রস উপজিল
জাগিয়া হইনু হারা॥
কপোত পাখীরে চকিতে বাটুল
বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে এমতি হইলে
আর কি পরাণ রয়॥ ৭৬॥

আক্ষেপানুরাগ

শ্রীরাধার উক্তি

ধানশী

ভাদরে দেখিনু নট চাঁদে।
সেই হৈতে উঠে মোর কানু পরিবাদে॥
কত আছে যুবতী গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে॥
সোআমী ছায়াতে মারে বাড়ি।
তার আগে কথা কয় দারুণ শাশুড়ী॥
ননদী দেখয়ে চোখের বালি।
শ্যাম নাগর তোলাই সদাই পাড়ে গালি॥
এ দুখে পাঁজর হৈল কাল।
ভাবিয়া দেখিনু এবে মরণ সে ভাল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে পুনঃ কয়।
পরের বচনে কি আপন পর হয়॥ ৭৮॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের তুলনা

পরস্পর সখ্যুক্তি

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন জনু কবহু না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
দুগ্ধে আর জলে প্রেম কিছু রহে স্থির।
উথলি উঠিলে দুগ্ধ জল পাইলে ধীর॥
ভানু কমল বলি সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপে কহি সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥ ৭৭॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি

সিন্ধুড়া

যখন পিরীতি কৈলা আনি চাঁদ হাতে দিলা
আপনি করিতা মোর বেশ।
আঁখির আড় নাহি কর হিয়ার উপরে ধর
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥
একে হাম পরাধীনী তাহে কুলকামিনী
ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদে প্রাণ না জানি তবু ত আন
আর কত কহিব বিশেষ॥
ননদী বিষের কাঁটা বিষমাখা স্নেহ খোঁটা
তাহে তুমি এত নিদারুণ।
কবি চণ্ডীদাস কয় কিবা তুমি কর ভয়
বঁধু তোর নহে অকরুণ॥ ৭৯॥

পঠমঞ্জরী

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়।

শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার নাম ধরণীতে লেখি॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হই যে বিকল॥
নিশি দিশি বঁধু তোমায় পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়া রাখ থির করি॥ ৮০॥

ধানশী

নিবেদন শুন শুন বিনোদ নাগর।
তোমারে ভজিয়া মোর কলঙ্ক সাগর॥
পর্ব্বতসমান কুলশীল তেয়াগিয়া।
ঘরের বাহির হইলাম তোমার লাগিয়া॥
নব রে নব রে নব নবঘনশ্যাম।
তোমার পিরীতিখানি অতি অনুপাম॥
কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি আমার প্রাণবঁধু আমি হে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিতে ক্ষতি কি আমার॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে শুন নিবেদন।
কৃপা করি এ দাসীরে দেহ শ্রীচরণ॥ ৮১॥

সুহই

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥
কোন্ বিধি সিরজিল সোতের শেওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি॥
বন্ধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয়॥ ৮২॥

তুড়ি

তোমারে বুঝাই বন্ধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই॥
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিশ্চয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে॥
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চাঁদমুখ॥
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুখ।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না জুয়ায়।
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায়॥ ৮৩॥

সুহই

হেদে হে বিনোদ রায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলা পিরীতের দায়॥
ভাবিতে গণিতে মোর তনু হৈল ক্ষীণ।
জগভরি কলঙ্ক রহিল চিরদিন॥
তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ করিলুঁ।
মৈলুঁ লাজে মিছা কাজে দগদগি হইলুঁ॥
না জানি অন্তরে মোর হৈল কিবা ব্যথা।
একে মরি মনো দুঃখে আর নানা কথা॥
শয়নে স্বপনে বন্ধু সদা করি ভয়।
কাহার অধীন যেন তোমার প্রেম নয়॥
ঘায়ে না মরিয়ে বন্ধু 'মরি মিছা দায়।
চণ্ডীদাস কহে কার কথায় কিবা যায়॥ ৮৪॥

শ্রীরাগ

সকলি আমার দোষ হে বন্ধু
সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি কৈয়াছি পিরীতি
কাহারে করিব রোষ॥
সুধার সমুদ্র সম্মুখে দেখিয়া
খাইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইব এতেক দুখে॥
মো যদি জানিতাম অলপ ইঙ্গিতে
তবে কি অমন করি।

জাতি কুল শীল মজিল সকল
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি॥
অনেক আশার ভরসা মরুক
দেখিতে করয়ে সাধ।
প্রথম পিরীতি তাহার নাহিক
ত্রিভাগের আধের আধ॥
যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে
সেই যদি করে আনে।
চণ্ডীদাস কহে এমন পিরীতি
করয়ে সুজন সনে॥ ৮৫॥

বংশীর প্রতি

তথারাগ

কুলের বৈরী হইল মুরলী
সকলি করিল নাশে।
মদন কিরাতে মধুর যুবতী
ধরিতে আইল দেশে॥
সই জীব না এমন বাসি।
পিরীতি আঁঠা ননদী কাঁটা
পড়সী হইল ফাঁসী॥
বৃন্দাবন মাঝে বেড়ায় সে সাজে
ধরিতে যুবতী জনা।
যমুনার কূলে গাছের তলে
আসিয়া করিল থানা॥
গাছের ডালে বসিয়া ভালে
তাক করে এক দিঠে।
জড়াল আঁঠা না যায় ছাড়া
লাগিল পাখীর পিঠে॥
পড়িয়া ভূমিতে ধড়ফড়াইতে
কিরাতে ধরিল পাখে।
পাখে পাখা দিয়া বান্ধিল টানিয়া
ঝুলিতে ভরিয়া রাখে॥
চণ্ডীদাসে কয় মহাজন হয়
কিনিয়া লয় যে পাখী।
ছাড়িয়া দেয় পাখা যে ধোয়ায়
তবে সে এড়ান দেখি॥ ৮৬॥

তথারাগ

বিষম বাঁশীর কথা কহিলে না হয়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে॥
সতী ভুলে নিজ পতি মুনির ভুলে মন।
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা॥ ৮৭॥

শ্রীরাগ

সজনি লো সই।
ক্ষণেক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই॥
শ্যামের বাঁশীটি দুপুরে ডাকাতি
সরবস হরি লৈল।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
কেন বা এমতি কৈল॥
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
বধির করিল বাঁশী।
সব পরিহরি করিল বাউরী
মানয়ে যেমন দাসী॥
কুলের করম ধৈরয ধরম
সরম মরম ফাঁসী।
চণ্ডীদাসে ভণে এই সে কারণে
কানুর সরবস বাঁশী॥ ৮৮॥

কর্ণাট

মরি মরি যাই শ্যাম বাঁশিয়া নাগরে।
কুল ছাড়া বাঁশীটি কলঙ্ক হৈল মোরে॥
নিতি নিতি ডাকে বাঁশী রহিতে নারি ঘরে।
মরমে সন্ধান দিয়ে হৃদয় বিদরে॥
যদি বা বাজাবে বাঁশী না হও ত্রিভঙ্গ।
কুলবতীর কুলব্রত না করিও ভঙ্গ॥
শাশুড়ী ক্ষুরের ধার ননদীর জ্বালা।
মরমের মরম ব্যথা নাহি জানে কালা॥

নিরমল কুল ছিল তাহে দিলঃ কালি।
হাথে তুলি মাথে নিলঁ কলঙ্কের ডালি॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে শুন রাজার ঝি।
বাঁশিয়া দংশিল তোমায় আমি করিব কি॥ ৮৯॥

ধানশী

কালা গরলের জ্বালা আর তাহে অবলা
তাহে মুঞি কুলের বৌহারী।
অন্তরে মরম ব্যথা কাহারে কহিব কথা
গুপতে সে গুমরিয়া মরি॥
সখি হে বংশী দংশিল মোর কানে।
ডাকিয়া চেতন হরে পরাণ না রহে ধড়ে
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে॥
মুরলী সরল হয়ে বাঁকার মুখেতে রয়ে
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় সঙ্গদোষে কি না হয়
রাহু মুখে শশী মসি লাভ॥ ৯০॥

ধানশী

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে।
নিশিদিন কাঁদি সই হাসি লোকলাজে॥
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিলে জাতি কুল প্রাণ নিলে বাঁশী॥
হাঁ রে সখি কি দারুণ বাঁশী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া হনু শ্যামের দাসী॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়া জাল।
সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর সুধা উগারে গরল॥
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তারি লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বংশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥ ৯১॥

সখী-সম্বোধনে

তুড়ি

কানড় কুসুম জিনি কালিয়া বরণখানি
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
ছাড়িয়া সকল কাজ জাতি কুল শীল লাজ
মরিবে কালিয়া অনুরাগে॥
সই আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়নকোণে না চাহিও তার পানে
কালিয়া বরণ যার দেখ॥
পিরীতি আরতি মনে যে করে কালিয়া সনে
কখন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া রভস কালা মনেতে গাঁথিয়া মালা
জাগিয়া জপিয়া প্রাণ গেল॥
নিশি দিশি অনুক্ষণ প্রাণ করে উচাটন
বিরহ অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয় পরিণাম কিবা হয়
কি মোহিনী জানে কালা কানু॥
দারুণ মুরলী স্বর না মানে আপন পর
মরমে ভেদিয়া যার থাকে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় তনু মন তার নয়
যোগিনী হইবে সেই পাকে॥ ৯২॥

সিন্ধুড়া

তাহারে বুঝাও সই পাঁও তার লাগি।
ননদী বচনে যেন বুকে লাগে আগি॥
কাহারে না কহি কথা থাকি দুখ বাসি।
ননদী দ্বিগুণ বাদী এ পোড়া পড়শী॥
কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা।
কার সনে কব আমি কালা কানুর কথা॥
যত দূরে যায় আঁখি তত দূরে যাব।
পিরীতি পরাণভাগী কোথা গেলে পাব॥
তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া॥ ৯৩॥

শ্রীরাগ

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
দু খানি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলি
নিমিখে নিমিখে হারা॥
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিলু শ্যাম বন্ধু বিনে
আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও ধরম করম
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হইয়া পিরীতি আরতি
আর কার জানি হয়॥
যে মোর করমে লিখন আছিল
বিহি ঘটাওল মোরে।
তোরা কুলবতী দেখিনু যুকতি
কুল লইয়া থাক ঘরে॥
ঘরে গুরুজন বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে এ তনু বেচিনু
তিল তুলসী দিয়া॥
পড়শী দুর্জ্জন বলে কুবচন
না যাব সে লোকপাড়া।
চণ্ডীদাস কয় কানুর পিরীতি
জাতিকুলশীলছাড়া॥ ৯৪॥

সুহই

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জানি ছুটে॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥
যথা তথা যাই আমি যত দুখ পাই।
চাঁদমুখে হাসি হেরি তিলেক জুড়াই॥
সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক॥
৯৫॥

তুড়ি

আমার মনের কথা শুন গো সজনি।
শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥
কিবা গুণে কিবা রূপে মন মোর বান্ধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে॥
চিতের অনল কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি কহিব॥
চণ্ডীদাস বলে প্রেম কুটিলতা রীত।
কুলধর্ম্ম লোকলজ্জা নাহি মানে চিত॥ ৯৬॥

সিন্ধুড়া

বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন।
ছাড়িতে নারিব মুই শ্যাম চিকণ ধন॥
সে রূপলাবণ্য মোর হিয়ায় লাগি আছে।
হিয়া হৈতে পাঁজর কাটি লইয়া যায় পাছে॥
সই এই ভয় সদা মনে বড় বাসি।
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবানিশি॥
এমত পিয়ারে মোর ছাড়িতে লোকে বলে।
তোমরা বলিবে যদি খাইব গরলে॥
কালা রূপের নিছনি নিছিয়া দিনু কুলে।
এত দিনে বিধি মোহে হৈল অনুকূলে॥
পুরুক মনের সাধ ধরম যাউক দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাল ভাবিয়াছ।
মনের মরম কথা কারে জনি পুছ॥ ৯৭॥

সিন্ধুড়া

তোমরা মোরে ডাকি সুধাও না
প্রাণ আনচান বাসি।
কেবা নাহি করে প্রেম
আমি হইলাম দোষি॥
গোকুল নগরে কেবা কি না করে
তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী
কানু কলঙ্কিনী রাধা॥

বাহির না হই লোক চরচায়
বিষ মিশাইল ঘরে।
পিরীতি করিয়া জগতের বৈরী
আপনা বলিব কারে॥
তোমরা পরাণের ব্যথিত আছিলা
জীবন মরণের সঙ্গ।
অনেক দোষের দোষিণী হইলে
কে ছাড়ে আপন অঙ্গ॥
নন্দের নন্দন গোকুল কানাই
সবাই আপনা বলে।
সোঁপনু ইছিয়া নিছিয়া লইনু
অনাদি জনম ফলে॥
রাধা বলি আর ডাকি না সুধাও
এখনি এখানে মৈলে।
চণ্ডীদাস কহে সকলি পাইবা
বঁধুয়া আপন হৈলে॥ ৯৮॥

সিন্ধুড়া

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে॥
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
কালমাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু গুণ যশ কানে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিব॥
চণ্ডীদাস কহে কেন হইলা উদাস।
মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে পাশ॥ ৯৯॥

সুহই

কাল-জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়ানে না পরি॥
আলো আলো সই মুঞি গণিলুঁ নিদান।
বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ॥
মনের দুঃখের কথা মনে সে রহিল।
ফুটিল সে শ্যাম শেল বাহির নহিল॥
চণ্ডীদাস কহে রূপ শেলের সমান।
নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ॥ ১০০॥

বরাড়ী

কাল কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এ বড় মনের মনোব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঁই
কানাকানি শুনি এই কথা॥
(সই) লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো
তেজিয়াছি কাজরের সাধ॥
যমুনা সিনানে যাই আঁখি মেলি নাহি চাই
তরুয়া কদম্ব তলা পানে।
যথা তথা বসে থাকি বাঁশীটি শুনিয়ে যদি
দুটি হাত দিয়া থাকি কানে॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে সদাই অন্তর দহে
পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে তনু মন চুরি করে
না চিনি সে কালা কিংবা গোরা॥ ১০১॥

ধানশী

সই না কহ ও সব কথা।
কালার পিরীতি যাহার লাগিল
জনম অবধি ব্যথা॥
কালিন্দীর জল নয়ানে না হেরি
বয়ানে না বলি কালা।
তভু ত সে কালা অন্তরে জাগয়ে
কালা হইল জপমালা॥
বঁধুর লাগিয়া যোগিনী হইব
কুণ্ডল পরিব কানে।
সবার আগে বিদায় হইয়া
যাইব গহন বনে॥
ঘরে গুরুজন বলে কুবচন
না যাব লোকের পাড়া।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
জাতিকুলশীলছাড়া॥ ১০২॥

সুহই

গৃহেতে বসিয়া মনেরে কহিলু
আর না বলিব কালা।
তভু ত পরাণে আন নাহি জানে
কালা হইল জপমালা॥
সই আর না বলিস মোরে।
কালিয়া বরণ মনেতে পড়িলে
যে বড়ি প্রমাদ করে॥
কালিয়া বরণে পরাণ পাগলি
মনে আন নাহি লয়ে।
কালিয়া বরণে করিল পাগলি
না জানি আর কি হয়ে॥
যমুনার জল গাগরী ভরিতে
দেখিলু কালিয়া চাঁদ।
চণ্ডীদাস কহে রহিতে নারিবা
অন্তরে কালার ফাঁদ॥ ১০৩॥

তুড়ি

সুজন কুজন যে জন না জানে
তাহারে বলিব কি।
অন্তর বেদনা যে জন জানয়ে
পরাণ বাঁটিয়া দি॥
সই কহিতে বাসিয়ে ডর।
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
সে কেন বাসয়ে পর॥
কানুর পিরীতি কহিতে শুনিতে
পাঁজর ফুটিয়া উঠে।
শঙ্খবণিকের করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে॥
সোনার গাগরী দিল বিষ ভরি
দুধেতে পুরিয়া মুখ।
বিচার করিয়া যে জন না খায়
পরিণামে পায় দুখ॥
চণ্ডীদাস কয় শুনহ সুন্দরি
ঐ কথা বুঝিবে পাছে।
শ্যাম বঁধু সনে পিরীতি করিয়া
কেবা কোথা ভাল আছে॥ ১০৪॥

সিন্ধুড়া

পিয়ার পিরীতি লাগি যোগিনী হৈলু।
তবু ত দারুণ চিতে সোয়াথ না পাইলু॥
কি হইল কলঙ্ক রব শুনি যথা তথা।
কেন বা পিরীতি কৈনু খাইনু আপন মাথা॥
না বল না বল সই সে কানুর গুণ।
হাতের কালি গালে দিলাম মাখিলাম চুণ॥
আর না করিব পাপ পর সনে লেহা।
পোড়া কড়ি সমান করিনু নিজ দেহা॥
বিধিরে কি দিব দোষ করম আপন।
সুজনে করিনু প্রেম হইল কুজন॥
চণ্ডীদাস কহে তুমি না কর ভাবনা।
সুজনে সুজন মিলে কুজনে কুজনা॥ ১০৫॥

তুড়ি

এক জ্বালা গুরুজন আর জ্বালা কানু।
জ্বালাতে জ্বলিল দে সারা হৈল তনু॥
কোথায় যাইব সই কি হবে উপায়।
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায়॥
কাহারে কহিব কেবা যাবে পরতীত।
মরণ অধিক হৈল কানুর পিরীত॥
জারিলেক তনু মন কি করে ঔষধে।
জগত ভরিল কালা কানু পরিবাদে॥
লোকমাঝে ঠাঁই নাই অপযশ দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥
॥ ১০৬॥

সিন্ধুড়া

এ দেশে বসতি নৈল যাব কোন্ দেশে।
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তারে পাব কিসে॥
বল না উপায় সই বল না উপায়।
জনম অবধি দুখ রহল হিয়ায়॥
তিতা কৈল দেহ মোর ননদী বচনে।
কত না সহিব জ্বালা এ পাপ পরাণে॥
বিষ খায়া দেহ যাবে রব রবে দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥
॥ ১০৭॥

গান্ধার

পিরীতি লাগিয়া আমি সব তেয়াগিনু।
তবু ত শ্যামের সঙ্গে গোঙাতে নারিনু॥
বিধিরে কি দিব দোষ আপন করম।
কি ক্ষণে করিনু প্রেম না জানি মরম॥
ঘরে পরে চাতরে কুলটা বলি খ্যাতি।
কানু সঙ্গে প্রেম করি না পোহাল রাতি॥
চল চল আলো সই ওঝার বাড়ী যাই।
কালকূট বিষ আনি হাতে তুলি খাই॥
পিরীতি মরমে করি যেবা করে আশ।
পিরীতি লাগিয়া মরে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥
॥ ১০৮॥

পাঠমঞ্জরী

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।
বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী॥
শুন শুন প্রাণ প্রিয় সই।
তুমি সে আমার হও তেঁই তোমায় কই॥
বিনি ছলে ছল করি সদাই ধরে চুরি।
হেন মনে করি জলে প্রবেশিয়ে মরি॥
সতী সাধে দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
পোড়া লোক না জানে পিরীতি বোলে কারে।
তুমি যদি বল সমাধান দেই ঘরে॥
চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুকতি।
অধিক বাতুনা যার অধিক পিরীতি॥
॥ ১০৯॥

তথারাগ

আপনা আপনি দিবস রজনী
ভাবিয়ে কতেক দুখ।
যদি পাখা পাই পাখী হইয়া যাই
না দেখাই পাপমুখ॥
সই বিধি দিল মোরে শোক।
পিরীতি করিয়া আশ না পূরল
কলঙ্ক ঘুষিল লোক॥
হাম অভাগিনী তাহে একাকিনী
নহিল দোসর জনা।
অভাগিয়া লোকে যত বলে মোকে
তাহা যে না যায় শুনা॥
বিধি যদি শুনিত মরণ হইত
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডীদাসে কয় এমতি হইলে
পিরীতির কিবা সুখ॥ ১১০॥

তথারাগ

আপনা খাইনু সোনা যে কিনিনু
ভূষণে ভূষিতে দেহ।
সোনা যে নহিল পিতল হইল
এমতি কানুর নেহ॥
সই মদন সোনার না চিনে সোনা।
সোনা যে বলিয়া পিতল আনিয়া
গড়ি দিল যে গহনা॥
প্রতি অঙ্গুলিতে ঝলক দেখিতে
হাসয়ে সকল লোকে।
ধন যে গেল কাজ না হইল
শেল রহি গেল বুকে॥
যেন মোর মতি তেমতি এ গতি
ভাবিয়া দেখিনু চিতে।
খলের কথায় পাথারে সাঁতারি
উঠিতে নারিনু ভিতে॥
অভাগিয়া জনে ভাগ্য নাহি জানে
না পূরয়ে সব সাধ।
খাইতে নাহি ঘরে সাধ বহু করে
বিহি করে অনুবাদ॥
চণ্ডীদাসে কহে বাশুলী কৃপায়ে
আর নিবেদিব কায়।
তভু ত পিরীতি নাহি পায় যদি
পরাণে মরিয়া যায়॥ ১১১॥

তথারাগ

কানু পরিবাদ মনে ছিল সাধ
সফল করিল বিধি।
কুজনবচনে ছাড়িতে নারিব
সে হেন গুণের নিধি॥
বন্ধুর পিরীতি শেলের ঘা
পাইলে সহিল বুকে।
দেখিতে দেখিতে বেথাটি বাঢ়িল
এ দুখ কহিব কাকে॥
হিয়া দগ দগ করে নিরন্তর
যারে না দেখিলে মরি।
হিয়ার ভিতরে কি শেল সাম্ভাইল
বল না কি বুদ্ধি করি॥
অন্য বেথা নয় বোধে শোধে রয়
হিয়ার মাঝারে থুইয়া।
কোন কুলবতী কুল মজাইয়া
কেমনে রইয়াছে সইয়া॥
অবলা অখল হৃদয় সরল
কথায়ে ভুলিয়া গেলুঁ।
পরের কথায় পিরীতি করিয়া
জনম কান্দিয়া মৈলুঁ॥
সকল ফুলে ভ্রমরা বুলে
কে তার আপনা পর।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
কেবল দুখের ঘর॥ ১১২॥

তথারাগ

কেনে কৈনু পিরীতির সাধ।
পিরীতি অঙ্কুর হৈতে যত দুখ পাইনু চিতে
শুনিলে গণিবে পরমাদ॥
মুঞি যদি জানিতুঁ এত তবে কেন হব রত
না করিতুঁ হেন সব কাজ॥
ভুলিনু পরের বোলে কুলটা হইলুঁ কুলে
জগত ভরিয়া রৈল লাজ॥
যখন পিরীতি কৈল আনি চাঁদ হাতে দিল
পুনঃ তারে না পাই দেখিতে।
কি করিতে কি না করি ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি
অবশেষে প্রাণ চাহে নিতে॥
পিরীতি আখর তিন যাহার হৃদয়ে চিন
কিবা তার লাজ কুল ভয়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস যে করে পিরীতির আশ
তার বুঝি এই দশা হয়॥ ১১৩॥

শ্রীরাগ

কত ঘর বাহির হইব দিবারাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পিরীতি॥
খাইতে না রুচে অন্ন শুইতে না লয় মন।
বিষ মিশাইল যেন এ ঘরকরণ॥
পাসরিতে চাহি যদি পাসরা না যায়।
তুষের অনল যেন জ্বলিছে হিয়ায়॥
হাসিতে শ্যামের সনে পিরীতি করিয়া।
নাহি যায় দিবানিশি মরি যে ঝুরিয়া॥
পিরীতি এমন জ্বালা জানিব কেমনে।
তবে কেন বাড়াই লেহা কালিয়ার সনে॥
পিরীতি গরলে মোর হেন গতি ভেল।
আছিল সোনার দেহ হৈয়া গেল কাল॥
তিলেক বিচ্ছেদ পাপ পরাণে না সহে।
এমন পিরীতি দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে॥ ১১৪॥

পঠমঞ্জরী

কি বুকে দারুণ বেথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি
পাপ পিরীতির কথা॥
সই কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল॥ ০
কুলবতী হৈয়া কুলে দাঁড়াইয়া
যে ধনী পিরীতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে॥
হাম অভাগিনী এ দুখে দুখিনী
প্রেম ছলছল আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে যেমতি হইল
পরাণে সংশয় দেখি॥ ১১৫॥

সিন্ধুড়া

এ দেশে না রব সই দূরে দেশে যাব।
এ পাপ পিরীতির কথা শুনিতে না পাব॥
না দেখিব নয়নে পিরীতি করে যে।
এমতি বিষম চিতা জ্বালি দিবে সে॥
পিরীতি আখর তিন না দেখি নয়ানে।
যে কহে তাহার আর না দেখি বয়ানে॥
পিরীতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।
চণ্ডীদাসে কহে রামি ইহার গুরু তুমি॥
॥ ১১৬ ॥

সুহই

না জানে পিরীতি যারা নাহি পায় তাপ।
পরবশ পিরীতি আঁধার ঘরে সাপ॥
সই পিরীতি বড়ই বিষম।
না পাই মরমী জনা কহিতে মরম॥
গৃহে গুরুগঞ্জন কুবচন জ্বালা।
কত না সহিব দুখ পরাধিনী বালা॥
পিরীতি বেয়াধি যদি অন্তরে সান্ভাইল।
ঔষধ খাইতে তবে পরাণ জরি গেল॥
চণ্ডীদাস কহে প্রেম বড়ই বিষম।
জীয়ন্তে এ মন করে লউক শমন॥ ১১৭ ॥

দূতী সম্বোধনে

মল্লার

দিবস রজনী গুণ গণি গণি
কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
খলের বচনে পাতিয়া শ্রবণে
খাইনু আপন মাথা॥
শুন শুন দূতি কি কহ মো প্রতি
বচন না লাগে ভাল।
সে হার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
সোনার বরণ কাল॥
বিষের গাগরী ক্ষীরে মুখ ভরি
কে মো আনি দিল আগে।
করিনু আহার না করি বিচার
এ বধ কাহারে লাগে॥
নীর লোভে মৃগী পিয়াসে ধাইতে
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের সফরী আহার করিতে
বঁড়শী লাগিল মুখে॥
জলদ নেহারি পিয়াসে চাতকী
চঞ্চু পসারল আশে।
বারিদ বারণ করল পবন
কুলিশ মিলিল শেষে॥
ক্ষীর নাড়ু করি বিষে মাখাইয়া
অবলা বালাকে দিল।
সুস্বাদ পাইয়া খাইতে খাইতে
নিকটে মরণ ভেল॥
যখন আছিল সুদিন আমার
তখন আছিল কোলে।
এবে করি সাধ দেখিতে না পাই
হারাইনু করম ফলে॥
লাখ হেম পায়া যতনে বাঁধিতে
পড়ল অগাধ জলে।
হেন অনুচিত করে পাপ বিধি
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে॥ ১১৮ ॥

ধানশী

হিয়ার মাঝারে যতনে রাখিব
বিরল মনের কথা।
মরম না জানে ধরম বাখানে
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
যারে নাহি দেখি শয়নে স্বপনে
না দেখি নয়ানকোণে।
তবু সে সজনি দিবস রজনী
সদাই পড়িছে মনে॥
হায় অভাগিনী "পরের অধিনী
সকলি পরের বশে।"
সদাই এমনি পুড়িছে পরাণী
ঠেকিয়া পিরীতি রসে॥

অনুক্ষণ মন করে উচাটন
মুখে নাহি সরে কথা।
চণ্ডীদাসের মন অরুণ নয়ন
ভাবিতে অন্তরে বেথা॥ ১১৯॥

স্বগত কথনে

গান্ধার

কেন বা পিরীতি কৈনু কালা কানুর সনে।
ভাবিতে অসার তনু জারিলেক ঘুণে॥
কত ঘর বাহির হইব দিবারাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পিরীতি॥
না রুচে ভোজন পান তেজিলুঁ শয়নে।
বিষ মিশাইল যেন এ ঘর করণে॥
ঘরে গুরু দুরজন ননদিনী আগি।
দু আঁখি মুদিলে বলে কাঁদে শ্যাম লাগি॥
আকাশ জুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস মিলিবে হেথাই॥ ১২০॥

সুহই

ধরম করম গেল গুরু গরবিত।
অবশ করিল কালা কানুর পিরীত॥
ঘরে পরে কি না বলে করিব হাম কি।
কেবা না করয়ে প্রেম আমি কলঙ্কী॥
বাহির হইতে নারি লোক চরচাতে।
হেন মনে করে বিষ খাইয়া মরিতে॥
একে নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে।
কানু পরিবাদ হৈল পুড়িয়া মরি শোকে॥
খাইতে নারি যে কিছু রহিতে নারি ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সান্ডাইল অন্তরে॥
জারিলেক তনু মন ব্যাপিল শরীর।
চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির॥ ১২১॥

তুড়ি

কি হৈল কি হৈল কালা কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি॥
শুইলে সোয়াস্তি নাই নিদ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
নবীন পাউষের মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত ধৈরজ না মানে॥
এনা রস যে না জানে সে না আছে ভাল।
হৃদয়ে রহিল মোর কানুপ্রেমশেল॥
নিগূঢ় পিরীতিখানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস বড় হইল ফাঁপর॥ ১২২॥

গান্ধার

জনম গোঙানু দুখে কত বা সহিব বুকে
কার আশে নিশি পোহাইব।
অন্তরে রহিল ব্যথা কুলশীল গেল কোথা
কানু লাগি গরল ভখিব॥
কুলে দিনু তিলাঞ্জলি গুরু দিঠে দিনু বালি
কানু লাগি এমতি করিনু।
ছাড়িনু গৃহের সাধ কানু কৈল পরিবাদ
তাহার উচিত ফল পাইনু॥
অবলা না গণে কিছু এমতি হইবে পিছু
তবে কি এমন প্রেম করে।
ভাল মন্দ নাহি জানে পর মুখে যেবা শুনে
তেঁঞি ত অনলে পুড়ি মরে॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কয় প্রেম কি অনল হয়
শুধুই সে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ এমতি দারুণ নেহ
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥ ১২৩॥

সুহই

আনিয়া অমিঞা খাইলুঁ দুধে মিশাইয়া।
লাগিল গরল যেন মীঠ তেয়াগিয়া॥
তিতায় তিতিল দেহ মীঠ গেল কেন।
জ্বলন্ত অনলে যেন পুড়িছে পরাণ॥
বাহিরে অনল জ্বলে দেখে সর্ব্বলোকে।
অন্তর জ্বলিয়া উঠে তাপ লাগে বুকে॥
পাপ দেহে তাপ হৈল ঘুচিবেক কিসে।
কানু পরশিলে যাএ কহে চণ্ডীদাসে॥ ১২৪॥

পঠমঞ্জরী

এক্ষে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন।
আর কাল হৈল মোরে বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোরে কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোরে যমুনার জল॥
আর কাল হৈল মোর রতনভূষণ।
আর কাল হৈল মোরে গিরি গোবর্দ্ধন॥
এত কাল সঙ্গে আমি বঞ্চি একাকিনী।
এমন জনেক নাই শুনয়ে কাহিনী॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাই সব এক জন॥ ১২৫॥

সুহই

কেন বা কানুর সনে পিরীতি করিনু।
না ঘুচে দারুণ নেহা ঝুরিয়া মরিনু॥
আর জ্বালা সৈতে নারি কত উঠে তাপ।
বচন নিঃসৃত নহে বুকে খেলে সাপ॥
জন্ম হইতে কুল গেল ধর্ম্ম গেল দূরে।
নিশি দিশি প্রাণ মোর কানু গুণে ঝুরে॥
নিষেধিলে নাহি মানে ধরম বিচার।
বুঝিনু পিরীতের হয় স্বতন্ত্র আচার॥
করমের দোষ এ জনমে কিবা করে।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলির বরে॥ ১২৬॥

সুহই

পিরীতি লাগিয়া দিনু পরাণ নিছনি।
কানু বিনে দোসর দু কানে নাহি শুনি॥
নিরখিল রূপ আরতি নাহি টুটে।
বোল কি বলিতে পারি যত চিতে উঠে॥
মনোদুখে হৃদয়ে সদাই সোঙরিয়ে।
কানু পরসঙ্গ বিনু তিলেক না জীয়ে॥
যাহার লাগিয়া আমি কাঁদি দিবারাতি।
নিছিয়া লইব তারে করিয়া খেয়াতি॥
আর যত অভিলাষ দিনু বঁধুর পায়।
বড়ু চণ্ডীদাস কহে যেবা যারে ভায়॥ ১২৭॥

গান্ধার

ধিক্ রহু জীবনে পরাধীন যেহ।
তাঁহার অধিক ধিক্ পরবশ নেহ॥
এ পাপ কপালে বিহি এহি সে লিখিল।
সুধার সাগর মোর গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভেদিয়া কেন উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ করি কোলে।
পিরীতি অনল তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি বসি যদি তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু লতাপাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে যাঞা ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
চণ্ডীদাস কহে দৈবগতি নাহি জান।
পিরীতি অমিয়া রসে বধএ পরাণ॥ ১২৮॥

গান্ধার

যত নিবারিয়ে চিতে নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই পদ কানু পথে ধায় রে॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম।
যার নাম না লইব লয় তার নাম॥
এ ছার নাসিকা মুই যত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ॥
তার কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান॥
ধিক্ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥
কহে চণ্ডীদাস রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥ ১২৯॥

শ্রীরাগ

কোন্ বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।
সদা পরাধীন ঘরে রহে একেশ্বরী॥
ধিক্ রহু হেন জন হয়ে প্রেম করে।
বৃথা সে জীবন রাখে তখনি না মরে॥

বড় ভাকে কথাটি কহিতে যে না পারে।
পর পরুষেতে রতি ঘটে কেন তারে॥
এ ছার জীবনের মুই ঘুচাইনু আশ।
চণ্ডীদাস কহে কেন ভাবহ উদাস॥ ১৩০॥

শ্রীরাগ

কাহারে কহিব দুখ কে জানে অন্তর।
যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর॥
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
এত দিনে বুঝিনু সে ভাবিয়া অন্তরে॥
মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুন সেই জ্বালি দেয় মোরে॥
এত দিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাহি আপন বলিয়া॥
এ দেশে না রব একা যাব দূর দেশে।
সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥ ১৩১॥

শ্রীরাগ

ছার দেশে বাস হৈল নাহি দোসর জনা।
মরমের মরমী বিনে না জানে বেদনা॥
রহিতে নারি এ ঘরে মন উচাটনে।
ননদী বচনে মোর পাঁজর বিঁধে ঘুণে॥
জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি।
বঁধু হইল বিমুখ ননদী হৈল বৈরী॥
গুরুজন কুবচন সদা শেলের ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি করি উপায়॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসের গীত।
আপনা আপনি চিত করহ সম্বিত॥ ১৩২॥

পিরীতির প্রতি

শ্রীরাগ

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
এ তিন ভুবন সার।
এই মোর মনে হয় রাতি দিনে
ইহা বই নাহি আর॥
বিহি একচিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল পি।
রসের সাগর মন্থন করিতে
তাহে উপজিল রী॥
পুনঃ যে মথিয়া অমিয়া হইল
তাহে ভিয়াইল তি।
সকল সুখের এ তিন আখর
তুলনা দিব যে কি॥
যাহার মরমে পশিল যতনে
এ তিন আখর সার।
ধরম করম সরম ভরম
কিবা জাতি কুল তার॥
এ হেন পিরীতি না জানি কি রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি বন্ধন বড়ই বিষম
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥ ১৩৩॥

শ্রীরাগ

পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়সী করিব
তা বিনে সকলে পর॥
পিরীতি দ্বারের কবাট করিব
পিরীতে বাঁধিব চাল।
পিরীতে মজিয়া সদাই থাকিব
পিরীতে গোঙাব কাল॥
পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব
পিরীতি সিথান মাথে।
পিরীতি বালিসে আলিস ত্যজিব
থাকিব পিরীতি সাথে॥
পিরীতি সরসে সিনান করিব
পিরীতি বসন লব।
পিরীতি ধরম পিরীতি করম
পিরীতে পরাণ দিব॥
পিরীতি নাসার বেশর করিব
দুলিবে নয়ন কোণে।
পিরীতি অঞ্জন লোচনে পরিব
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে॥ ১৩৪॥

সুহিনী

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে॥
সই এ কথা কহিব কারে।
হিয়ার ভিতর বসতি করিয়া
কখন কি জানি করে॥
পিয়ার পিরীতি প্রথম আরতি
অতুল সুখের শেষ।
পুন নিদারুণ শমন সমান
দয়ার নাহিক লেশ॥
কপট পিরীতি আরতি বাঢ়ালুঁ
মরণ অধিক কাজে।
লোক চরচায় কুলের খাঁখার
জগত ভরিল লাজে॥
হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মৈলুঁ।
কহিতে কহিতে তনু জরজর
বাউলী হইয়া গেলুঁ॥
এমতি পিরীতি না জানি এ রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি পরম সুখ দুখময়
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥ ১৩৫ ॥

শ্রীরাগ

পিরীতি সুখের দেখিয়া সায়ের
নাহিতে নাম্বিলুঁ তায়।
নাহিয়া উঠিতে ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায়॥
দেখিতে সুন্দর প্রেমসরোবর
সুখময় তার জল।
দুখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল॥
ঘরে গুরু জ্বালা জলের শিহালা
পড়সী জিয়ল মাছে।
কুল পানিফল কাঁটা যে সকল
সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক পানায় সদা লাগে গায়
ছানিয়া খাইলুঁ যদি।
অন্তর বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি॥
চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখ লাভ তরে পিরীতি যে করে
দুখ যায় তার ঠাঁঞি॥ ১৩৬ ॥

শ্রীরাগ

পিরীতি বলিয়া একটি কমল
রসের সাগর মাঝে।
প্রেম পরিমল লুবধ ভ্রমর
ধায়ল আপন কাজে॥
ভ্রমর জানয়ে কমলমাধুরী
তেঁই সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে কহে অপযশ॥
সই এ কথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে
কেমনে ধরিব দে॥
ধরম করম লোক চরচাতে
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আখর যাহার মরমে
সেই সে বলিতে পারে॥
চণ্ডীদাস কহে শুন হে নাগরি
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের রসিক হইলে
কি ছার পরাণ তার॥ ১৩৭ ॥

শ্রীরাগ

পিরীতি পিরীতি কি রীতি মুরতি
হৃদয়ে লাগিল সে।
পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে
পিরীতি গড়ল কে॥

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি কণ্টক হিয়ায় ফুটিল
পরাণপুতলি যথা॥
পিরীতি পিরীতি পিরীতি অনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল নাহি নিবাইল
হিয়ায় রহিল শেল॥
চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনি
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলয়ে তথা॥ ১৩৮॥

শ্রীরাগ

পিরীতি পিরীতি সব জনা কহে
পিরীতি কেমন রীত।
রসের স্বরূপ পিরীতি মুরতি
কেবা করে পরতীত॥
সই পিরীতি আখর তিন।
জনম অবধি ভাবি নিরবধি
না জানিয়ে রাতি দিন॥
পিরীতি মন্তর জপে যেই জন
নাহিক তাহার মূল।
বঁধুর পিরীতে আপনা বেচিনু
নিছি দিনু জাতি কুল॥
সে রূপসায়রে নয়ন ডুবিল
সে গুণে বান্ধল হিয়া।
সে সব চরিতে ডুবল যে চিতে
নিবারিব কি বা দিয়া॥
খাইতে খায়াছি শুইতে শুয়াছি
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে
অনল দিয়ে দুয়ারে॥ ১৩৯॥

ধানশী

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
সিরজিল কোন ধাতা।
অবধি জানিতে শুধাই কাহাকে
ঘুচাই মনের ব্যথা॥
পিরীতি মুরতি পিরীতি রতন
যার চিতে উপজিল।
সে ধনী কতেক জনমে জনমে
যজ্ঞ করিয়াছিল॥
সই পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা॥
যে জন যা বিনে না রহে পরাণে
সে যে হইল কুলনাশী।
তবে কেন তারে কলঙ্কিনী বলে
অবোধ গোকুলবাসী॥
গোকুল নগরে কেবা কি না করে
অবুধ মূঢ় সে লোকে।
চণ্ডীদাস ভণে মরুক সে জনে
পর চরচায় থাকে॥ ১৪০॥

ধানশী

সুখের লাগিয়া পিরীতি করিনু
শ্যাম বঁধুয়ার সনে।
পরিণামে এত দুখ হবে বলি
কোন্ অভাগিনী জানে॥
সই পিরীতি বিষম মানি।
এত সুখে এত দুখ হবে বলি
স্বপনে নাহিক জানি॥
সে হেন কালিয়া নিঠুর হইল
কি শেল লাগিল যেন।
দরশন আশে যে জন ফিরয়ে
সে এত নিঠুর কেন॥
বল না কি বুদ্ধি করিব এখন
ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল॥
চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনি
মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোমার প্রাণ॥ ১৪১॥

শ্রীরাগ

সুখের লাগিয়া রন্ধন করিনু
জ্বালাতে জ্বলিল দে।
স্বাদু নহিল জাতি সে গেল
ব্যঞ্জন খাইবে কে॥
সই ভোজন বিস্বাদ হৈল।
কানুর পিরীতি হেন রসবতী
স্বাদ গন্ধ দূরে গেল॥ ধ্রু॥
পিরীতি রসের নাগর দেখিয়া
আরতি বাঢ়াইনু তাতে।
তভু সে সজনি দিবস রজনী
অনল উঠিল চিতে॥
উঠিতে উঠিতে অধিক হইল
পিরীতে ডুবিল দেহ।
নিমে সুধা দিয়া একত্র করিয়া
ঐছন কানুর লেহ॥
চণ্ডীদাস কয় হিয়ায় সহয়
সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা বিষ গুণা আধা
চিরঞ্জীবী দেহ কৈল॥ ১৪২॥

শ্রীরাগ

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়॥
সই কে বলে পিরীতি হীরা।
সোনায় মুড়িয়া হিয়ায় করিতে
দুখ উপজিলা ফিরা॥ ধ্রু॥
পরশ পাথর বড়ই শীতল
কহয়ে সকল লোকে।
মুঞি অভাগিনী লাগিল আগুনি
পাইলুঁ এতেক শোকে॥
সব কুলবতী কয়য়ে পিরীতি
এমত না হয় কারে।
এ পাপ পড়সী ডাকিনী সদৃশী
সকলে দোষয়ে মোরে॥
গুরুর গুহিণী আর ননদিনী
বোলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায় কি করি উপায়
পরাণে সহিব কত॥
নানুরের মাঠে গ্রামের নিকটে
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
সুখ যে পাইব কোথা॥ ১৪৩॥

মাথুর

সিন্ধুড়া

পিয়া গেল দূরদেশে হাম অভাগিনী।
শুনিতে না বাহিরায় এ পাপ পরাণী॥
পরশ সোঙরি মোর সদা মন ঝুরে।
এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে॥
কাহারে কহিব সই আনি দিবে মোরে।
রতন ছাড়িয়া গেল ফেলিয়া সাগরে॥
গরল গুলিয়া দেহ জিহবার উপরে।
ছাড়িব পরাণ মোর কি কাজ শরীরে॥
চণ্ডীদাস কহে কেন এমতি করিবে।
কানু সে প্রাণের নিধি আপনি মিলিবে॥১৪৪॥

সুহই

অগুরু চন্দন চুয়া দিব কার গায়।
পিয়া বিনু হিয়া মোর ফাটিয়া না যায়॥
তাম্বুল কর্পূর আমি দিব কার মুখে।
রজনী বঞ্চিব আমি কারে লয়া সুখে॥
কার অঙ্গ পরশে শীতল হবে দেহা।
কান্দিয়া গোঙাব কত নাহি টুটে লেহা॥
কোন্ দেশে গেল পিয়া মোরে পরিহরি।
তুমি যদি বল সই বিষ খাইয়া মরি॥
পিয়ার চূড়ার ফুল গলায় গাঁথিব।
জ্বালহ অনল সই পুড়িয়া মরিব॥
সে গুণ সোঙরি মোর পাঁজর খসি যায়।
দহনে দগধে মোর এ পাপ হিয়ায়॥

তোমরা চলিয়া যাহ আপনার ঘরে।
মরিব অনলে আমি যমুনার তীরে॥
চণ্ডীদাসে বলে কেন কহ হেন কথা।
শরীর ছাড়িলে পিরীতি রহিবেক কোথা॥
॥ ১৪৫ ॥

বড়ারী

ওপারে বঁধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।
পাখী হঞা উড়ি যাও পাখা না দেয় বিধি॥
যমুনাতে দিব ঝাঁপ না জানি সাঁতার।
কলসে কলসে সিঁচ না ঘুচে পাথার॥
মথুরার নাম শুনি প্রাণ কেমন করে।
সাধ লাগে বড়াই গো কানু দেখিবারে॥
আর কি গোকুলচাঁদ না করিব কোলে।
হাতের পরশমণি হারাইনু হেলে॥
আগুনেতে দিই ঝাঁপ আগুন নিভায়।
পাষাণেতে দিই কোল পাষাণ মিলায়॥
তরুতলে যাই বড়াই সেহ না দেয় ছায়া।
যার লাগি মুই মরোঁ সে হইল নিদয়া॥
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে।
ছট্‌ফট্ করে প্রাণ বঁধু নাহি ঘরে॥ ১৪৬ ॥

মথুরায় দূতী প্রেরণ

শ্রীরাধার উক্তি

সুহই

সখি কহিও তাহার পাশে।
যাহারে ছুঁইলে সিনান করিয়ে
সে মোরে দেখিলে হাসে॥
কার শিরে হাত দিয়া।
কদম্ব তলাতে কি কথা কহিলে
যমুনার জল ছুঁইয়া॥
মোর—বৃন্দাবন আছে সাখী।
যদি মনে লয় আর এক আছে
কপোত নামেতে পাখী॥
বোল নিঠুরের আগে।
যাহার লাগিয়ে যে জন মরয়ে
সে বধ কাহারে লাগে॥
বড়ু চণ্ডীদাসে ভণে।
যাহার লাগিয়ে যে জন কাঁদিয়ে
সে তারে পাসরে কেনে॥ ১৪৭ ॥

কানাড়া

সখি কহবি কানুর পায়।
সে সুখ সায়র দৈবে শুকায়ল
পিয়াসে পরাণ যায়॥
সখি—ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না তেজবি
মাগিয়া লইবি বর॥
সখি—যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে করিনু ভাবনে
বিধি সে করিল বাদ॥
সখি—হাম সে অবলা তায়।
বিরহ আগুন দহে শতগুণ
সহন নাহিক যায়॥
সখি—বুঝিয়া কানুর মনে।
যেমন করিলে আইসে সে জন
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥ ১৪৮ ॥

মিলন

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধা

ভূপালী

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥
এ সব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
এ সব দুঃখ গেল হে দূরে।
হারান রতন পাইলাম কোরে॥
(এখন) কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥

মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখ বিলাসে॥ ১৪৯॥

সুহই

বন্ধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥ ধ্রু॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
এ কুলে ও কুলে মোর কেবা আছে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটী কমল পায়॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশরতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥ ১৫০॥

সুহই

বন্ধু কি আর বলিব আমি।
যে মোর ভরম ধরম করম
সকলি জানহ তুমি॥ ধ্রু॥
যে তোর করুণা না জানি আপনা
আনন্দে ভাসি যে নিতি।
তোমার আদরে সবে স্নেহ করে
বুঝিতে না পারি রীতি॥
সতী বা অসতী তোহে মোর মতি
তোহারি আনন্দে ভাসি।
তোমার বচন সালঙ্কার মন
ভূষণে ভূষণ বাসি॥
চণ্ডীদাস বলে শুন হে সকলে
বিনয়বচন সার।
বিনয় করিয়া বচন কহিলে
তুলনা নাহিক তার॥ ১৫১॥

[১৭৫]

বিদ্যাপতি

শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি

এক

সৈসব জোবন দুহু মিলি গেল।[১]
স্রবনক পথ দুহু লোচন লেল॥
বচনক চাতুরি লহু লহু হাস।
ধরনিয়ে চাঁদ কএল পরগাস॥
মুকুর লঈ অব করঈ সিঙ্গার।
সখি এ পুছই কইসে সুরত বিহার॥
নিরজন উরজ হেরই কত বেরি।
হসই সে অপন পয়োধর হেরি॥
পহিল বদরিসম পুন নবরঙ্গ।
দিন দিন অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ॥
মাধব পেখল অপরুব বালা।
সৈসব জোবন দুহু এক ভেলা॥
বিদ্যাপতি কহ তুহু অগেআনি।
দুহু এক জোগ ইহ কে কহ সয়ানি॥ ১॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

দুই

সৈসব জোবন দরসন ভেল।[২]
দুহু পথ হেরইত মনসিজ গেল॥
মদন কিতাব পহিল পরচার।
ভিন জনে দেয়ল ভিন অধিকার॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
ইহিকে খীন উনকে অবলম্ব॥
প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
বরণ প্রকট ফের উহুকে নেল॥
চরণ চলন গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে জাব॥
নব কবিসেখর কি কহিতে পার।
ভিন ভিন রাজ ভীন বেবহার॥ ২॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

তিন

সৈসব জোবন দরসন ভেল।
দুহু দলবলে ধনি দন্দ পড়ি গেল॥
কবহু বান্ধয়ে কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাঁপয় অঙ্গ কবহু উঘারি॥
থির নয়ান অথির কছু ভেল।
উরজ উদয় থল লালিম দেল॥
চঞ্চল চরন, চিত চঞ্চল ভান।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥

[১] শৈশব যৌবন দুইয়ে মিলিয়া গেল। শ্রবণের পথ দুই লোচন লইল (অর্থাৎ আকর্ণবিস্তৃত চক্ষে কটাক্ষ দেখা দিল। পূর্ব্বে কথা কাণে শুনিয়া বুঝিত। এখন চোখে দেখিয়া আকার-ইঙ্গিত ও চোখের ভাষা বুঝিতে শিখিল)। বচন চাতুর্য্যপূর্ণ এবং হাসি মৃদু মৃদু হইল। ধরণীতে চাঁদ প্রকাশ করিল। এখন দর্পণ লইয়া বেশ-বিন্যাস করে। সখীকে জিজ্ঞাসা করে সুরত-বিহার কেমন। নির্জ্জনে বার বার উরোজ (স্তন) দেখে। সে আপনার পয়োধর দেখিয়া হাসে। (উদ্‌গত স্তনের আকার) প্রথমে বদরীর (কুলের) মত, পরে নারঙ্গ লেবুর মত (দেখিয়া বিস্মিত হয়, তাহার হাসি পায়)। দিনে দিনে অনঙ্গ অঙ্গ অধিকার করিল। মাধব অপরূপ বালাকে দেখিলাম। (তাহার) শৈশব যৌবন দুইয়ে মিলিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন তুই জ্ঞানহীনা। (শৈশব যৌবন) দুইয়ে এক যোগ (এ কথা) কোন সেয়ানী (চতুরা) বলে না। (শৈশব না গেলে যৌবন আসে না)।

[২] শৈশব যৌবনে দেখাদেখি হইল। মদন দুই জনের পথ দেখিতে গেল (কাহাকে রাখা যায়, কাহাকে বিদায় দেওয়া যায়)। মদনের প্রভাব প্রথম প্রচারিত হইল। (কর্ত্তৃত্ব দেখাইবার জন্য মদন) ভিন্ন জনকে ভিন্ন অধিকার দিল। কটির গৌরব (স্থূলতা) নিতম্ব পাইল; ইহার (নিতম্বের) ক্ষীণতা উহার (কটির) অবলম্বন হইল। প্রকাশ্য হাসি লুক্কায়িত হইল। (কিন্তু) প্রকট বর্ণ (দেহকান্তি) উহাকে (হাসির উজ্জ্বলতাকে) গ্রহণ করিল। চরণের চঞ্চল গতি লোচন পাইল। লোচনের স্থৈর্য্য (ধীরতা) পদতলে গেল। নব কবিশেখর কি কহিতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন রাজার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার।

বিদ্যাপতি কহে সুন বর কান।
ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন॥ ৩॥

চার

কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল।
চরন চপল গতি লোচন লেল॥
অব সব খন রহু আঁচর হাত।
লাজে সখিগন ন পুছএ বাত॥
কি কহব মাধব বয়সক সন্ধি।
হেরইত মনসিজ মন রহু বন্ধি॥
তইঅও কাম হৃদয় অনুপাম।
রোএল ঘট উচল কএ ঠাম॥
সুনইত রসকথা থাপয়ে চীত।
জইসে কুরঙ্গিনী সুনএ সঙ্গীত॥
সৈসব জোবন উপজল বাদ।
কেও ন মানএ জয় অবসাদ॥
বিদ্যাপতি কৌতুক বলিহারি।
সৈসব সে তনু ছোড় নহি পারি॥ ৪॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

পাঁচ

পহিল বদরি কুচ পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে বাঢ়য় পিড়এ অনঙ্গ॥
সে পুন ভএ গেল বীজক পোর।
অব কুচ বাঢ়ল সিরিফল জোর॥
মাধব পেখল রমনি সন্ধান।
ঘাটহি ভেটল করত সিনান॥
তনু সুখ বসন হিরদয় লাগি।
জে পুরুখ দেখব তেকর ভাগি॥
উর হিল্লোলিত চাঁচর কেস।
চামর ঝাঁপল কনক-মহেস॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ মুরারি।
সুপুরুখ বিলসএ সে বরনারি॥ ৫॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

ছয়

খনে খনে নয়ন কোন অনুসরঈ।
খনে খনে বসনধূলি তনু ভরঈ॥

---

[৩] শৈশবে যৌবনে দেখাদেখি হইল। দুই দলের প্রভাবে ধনী দ্বন্দ্বে (সমস্যায়) পড়িল (অর্থাৎ কোন দলে যোগ দিবে স্থির করিতে পারিল না)। কখনো কেশ বাঁধে, কখনো এলাইয়া দেয়। কখনো অঙ্গ ঢাকিয়া রাখে, কখনো অনাবৃত করে। স্থির নয়ন কিছু অস্থির হইল। উরোজের উদয় স্থলে লালিমা (রক্তিমা) দেখা দিল। চরণ ছিল চঞ্চল, এখন চিত্ত চঞ্চল হইল। মুদ্রিত-নয়ন (ঘুমন্ত) মদন জাগিল (অথবা, মদন জাগিয়াছে কিন্তু তখনো চোখ মেলিয়া চাহে নাই)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—বর (শ্রেষ্ঠ) কানাই শোন, ধৈর্য্য ধর; (তাহাকে) আনিয়া মিলাইয়া দিব।

[৪] কিছু কিছু স্তনাঙ্কুরের উৎপত্তি হইল। চরণের চঞ্চল গতি লোচন লইল। এখন সব সময় আঁচলে হাত রাখে। লজ্জায় সখীগণকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না। মাধব, বয়ঃসন্ধির কথা কি বলিব! দেখিয়া মনসিজের (মদনের) মন বন্দী হইল (অথবা, দেখিতে গিয়া মদন ধনীর মনে বাঁধা পড়িল)। (সেখানে বন্দী হইয়া) কাম (ধনীর) অনুপম হৃদয়ে স্থান (বেদী) উচ্চ করিয়া ঘটস্থাপন করিল (অর্থাৎ ধনীর বক্ষে স্তন উদ্‌গত হইল)। রসের কথা শুনিতে চিত্ত স্থাপন করে (অর্থাৎ রসের কথা মনোনিবেশ করিয়া শোনে)। (দেখিয়া মনে হয়) যেন হরিণী (বাঁশীর) গান শুনিতেছে। শৈশব যৌবনে বিবাদ বাধিল। কেহ জয় বা পরাজয় মানিতে চাহে না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—বলিহারি কৌতুক (রহস্য), শৈশব সে দেহকে ছাড়িতে পারিতেছে না।

[৫] পয়োধর প্রথমে বদরীর মত, পুনরায় নারঙ্গ লেবুর মত দিনে দিনে বাড়িল (এবং) অনঙ্গ পীড়ন করিতে লাগিল। (অনঙ্গপীড়নে) সে (পয়োধর) (যেন) পুনরায় বীজপুরের (টাবা লেবুর) মত হইয়া গেল। এখন আবার যুগল শ্রীফলের (বেলের) মত বাড়িল। মাধব, সন্ধান করিয়া রমণীকে দেখিলাম। স্নান করিতেছিল, ঘাটে সাক্ষাৎ পাইলাম। (স্নানসিক্ত) তনুসুখ (কোমল, দেহের পক্ষে সুখকর) বসন হৃদয়ে লাগিয়াছে (জড়াইয়া বা লেপিয়া গিয়াছে)। যে পুরুষ দেখিবে তাহার ভাগ্য। বক্ষে হিল্লোলিত (ঢেউ খেলানো) চাঁচর কেশ (পয়োধরের উপর পড়িয়াছে)। (দেখিয়া মনে হইতেছে) যেন স্বর্ণনির্ম্মিত মহেশকে চামরে ঢাকিয়াছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—মুরারি শোন (যে) সুপুরুষ (সে সেই) রমণীরত্নের সঙ্গে বিলাস করে।

খনে খনে দসনছটা ছুট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস॥
চউঁকি চলএ খনে খনে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হিরদয় মুকুল হেরি হেরি থোরু।
খনে আঁচর দএ খনে হোয় ভোর॥
বালা সৈসব তারুন ভেট।
লখএ ন পারিঅ জেঠ কনেঠ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন বর কান।
তরুনিম সৈসব চিহ্নই ন জান॥ ৬॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

সাত

চরণ কমল কদলী বিপরীত।
হাস কলা সে হরএ সাঁচীত॥
কে পতিআওব এহু পরমান।
চম্পকে' কএল পুহবি নিরমাণ॥
এরে মাধব পলটি নিহার।
অপরূপ দেখিঅ জুবতি অবতার॥
কূপ গভীর তরঙ্গিনী তীর।
জনমু সেমার লতা বিনু নীর॥
চহকি চহকি দুই খঞ্জন খেল।
কাম কামান চান্দ উগি গেল॥
উপর হেরি তিমিরে' করু বাদ।
ধমিলে' কএল তাকর অবসাদ॥
বিদ্যাপতি ভন বুঝ রসমন্ত।
রাএ সিবসিংহ লখিমাদেবি কন্ত॥ ৭॥

আট

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরি মাঝ॥
সুন সুন মাধব তোহারি দোহাই।
বড় অপরুব আজু পেখলি রাই॥
মুখরুচি মনোহর, অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ॥
লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিএ উড়ই না পার॥
ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু।
কাজরে সাজল মদন ধনু॥
ভনই বিদ্যাপতি দোতিক বচনে।
বিকসল অঙ্গ না জাওত ধরনে॥ ৮॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

[৬] নয়ন ক্ষণে ক্ষণে কোণকে অনুসরণ করে (অর্থাৎ কটাক্ষ নিক্ষেপ করে)। ক্ষণে ক্ষণে বসন-ধুলিতে (বস্ত্র ধুলোয় লুটায় এবং সেই ধুলিতে) দেহ ভরিয়া যায়। ক্ষণে ক্ষণে (উচ্চহাসি) হাসে, তাহাতে দশনের ছটা ছুটে (অর্থাৎ বিকশিত দন্ত পঙ্‌ক্তির উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়)। (আবার সেই হাসি) ক্ষণে ক্ষণে অধরের আগে বাস করে (অর্থাৎ কেবল অধরেই প্রকাশিত হয়, শব্দ শোনা যায় না, অথবা, মুখে বসন দিয়া হাসে)। ক্ষণে চমকিয়া (দ্রুত) চলে, ক্ষণে ধীরে ধীরে যায়। মন্মথ পাঠের প্রথম অনুবন্ধ (অর্থাৎ মদনের শিক্ষার সঙ্গে প্রথম পরিচয়) ঈষৎ উদগত হৃদয়-মুকুল (পয়োধর) দেখিয়া দেখিয়া ক্ষণে (বক্ষে) আঁচল দেয়, ক্ষণে আঁচল দিতে ভুলিয়া যায়। বালার (দেহে) শৈশব ও তারুণ্যের মিলন ঘটিয়াছে; জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ লক্ষ্য করিতে পারা যায় না (অর্থাৎ শৈশব ও তারুণ্যের মধ্যে কাহার উৎকর্ষ অধিক বুঝা যায় না)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—সুন্দর কানাই শোন, সে তরুণী (কি) বালা তুমি চিনিতে জান না।

[৭] পদ দুটী পদ্ম আর (উরুযুগল) উর্দ্ধমূল কদলীতরু (উল্টা করিয়া রোপিত)। হাস্যকলা সজ্জনের মন হরণ করে। এই প্রমাণ কে প্রত্যয় করিবে যে, চম্পক পুষ্পে পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়াছে? (গৌরাঙ্গীর প্রতি পদক্ষেপে পৃথিবীতে (মাটিতে) যেন চম্পক পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে)। ওহে মাধব পালটিয়া চাহ। অপরূপ যুবতী অবতীর্ণা (হইয়াছেন) দেখ। তরঙ্গিণী-তীরে (ত্রিবলী তটে) গভীর কূপ (নাভি)। সেখানে বিনা নীরে শৈবাল (রোমাবলী) জন্মিয়াছে। চমকি চমকি দুই খঞ্জন (চঞ্চল চক্ষু) খেলা করিতেছে। কামের কামান (অর্থাৎ দুই ভ্রূধনু) যুক্ত চাঁদ (মুখচন্দ্র) উদিত হইল। তাহার উপর দেখিতেছি অন্ধকার (কেশকলাপ) চাঁদের সঙ্গে বিবাদ করিতেছে। ধম্মিল্ল (খোঁপা) আবার তাহাকে (কেশ-কলাপকে) অবসন্ন (পরাজিত) করিল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—লছিমাদেবীর কান্ত রসমন্ত রাজা শিবসিংহ (এই রস) বুঝিতেছেন।

[৮] খেলা করে, (আবার) করে না, লোক দেখিলে লজ্জিতা হয়। সহচরীগণের মধ্যে থাকিয়া কখনও (এদিক-ওদিক) তাকায়, (আবার ভয়ে লজ্জায়) তাকায় না। তোমার দোহাই, মাধব, শুন শুন, আজ

নয়

না রহে গুরুজন মাঝে।
বেকত অঙ্গ ন ঝাঁপায়ে লাজে॥
বালা সঞে জব রহই।
তরুনি পাই পরিহাস তঁহি করই॥
মাধব তুঅ লাগি ভেটল রমনী।
কো কহে বালা কো কহে তরুনী॥
কেলিক রভস জব সুনে।
অনতএ হেরি ততহি দএ কানে॥
ইথে কেই কর পরচারী।
কাঁদন মাখী হাসি দেই গারী॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভানে।
বালা-চরিত রসিক জন জানে॥ ৯॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

দশ

মাধব কি কহব সুন্দরি রূপে।
কতেক জতন বিহি আনি সমারল
দেখলি নয়ন সরূপে॥
পল্লবরাজ চরনজুগ সোভিত
গতি গজরাজক ভানে।
কনয় কদলি পর সিংহ সমারল
তাপর মেরু সমানে॥
মেরু উপর দুই কমল ফুলায়ল
নাল বিনা রুচি পাঈ।
মনিময় হার ধার বহ সুরসরি
তেঁ নহি কমল সুখাঈ॥
অধর বিম্ব সম দসন দাড়িমবিজু
রবি সসি উগথিক পাসে।
রাহু দূরি বসু নিয়রো না আবথি
তেঁ নহি করথি গরাসে॥
সারঙ্গ নয়ন বচন পুন সারঙ্গ
সারঙ্গ তসু সন্ধানে।
সারঙ্গ উপর উগল সারঙ্গ দল
কেলি করথি মধুপানে॥
ভনই বিদ্যাপতি শুন বরজৌবতি
এ হেন জগৎ নহিঁ জানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরায়ন
লখিমাদেই পতি ভানে॥ ১০॥

রাইকে বড় অপরূপ দেখিলাম। (তাহার) মুখরুচি (মুখের সৌন্দর্য্য) মনোহর (এবং) অধর সুরঙ্গ (হিঙ্গুলবর্ণ), যেন কমলের সঙ্গে বাঁধুলি ফুল ফুটিয়াছে। (তাহার) লোচন যেন স্থির ভৃঙ্গের মত, মধুতে (মধুপানে) মাতিয়াছে বলিয়া উড়িতে পারিতেছে না। (তাহার) ভ্রূর ভঙ্গিমার কথা বলিও না—(ভুরুর ভঙ্গিমা এবং চোখের কাজল দেখিয়া মনে হইতেছে) মদন যেন কাজলের গুণ জুড়িয়া ধনু সাজাইয়াছে। দূতীর বচনে বিদ্যাপতি বলিতেছেন—(যৌবনোদ্গমে) অঙ্গ বিকসিত হইল, আর ধরিয়া রাখা যাইতেছে না।

[৯] গুরুজনের মাঝে থাকে না। ব্যক্ত (অনাবৃত) অঙ্গ লজ্জায় আবৃত করে না (অঙ্গের কোন অংশ হইতে বসন অপসৃত হইলে লজ্জায় সে অঙ্গ আবৃত করিতে পারে না। অনাবৃত অঙ্গ লোক দেখুক, তাহাতে তত লজ্জা নাই; কিন্তু ব্যঙ্গ আবৃত করিতেছে ইহা কেহ দেখিলে সে লজ্জিতা হয়)। (সমবয়সী বা কমবয়সী) বালিকাগণের সঙ্গে যখন থাকে তখন কোন তরুণীর সাক্ষাৎ পাইলে তাহার সঙ্গে পরিহাস করে।

মাধব তোমার জন্য রমণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। কেহ তাহাকে বালিকা, আবার কেহ তাহাকে তরুণী বলে। যখন বিলাসকেলি-রহস্য-কথা শুনে (যুবতীগণ যখন পরস্পর কেলিরহস্য কথার আলোচনা করে) তখন অন্য দিকে চাহিয়া তাহাতে কান দেয়। (দেখিয়া) ইহা যদি কেহ প্রচার করে, (অন্যকে বলিয়া দেয়), তবে কান্নামাখা হাসির সঙ্গে তাহাকে গালি দেয় (আমি উহাদের রহস্যালাপ শুনিতেছিলাম; উহারা তাহা জানিতে পারিল কেন, জানিল যদি সে কথা প্রকাশ করিল কেন, এজন্য কান্না পায়, আর ধরা পড়িয়া গিয়াছে, এইজন্য হাসি আসে)। সুকবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন—রসিকজন কিশোরীর স্বভাব জানে।

[১০] মাধব সুন্দরীর রূপ কি কহিব! বিধাতা কত যত্নে (নানা বস্তু) আনিয়া (তাহাকে) সাজাইয়াছেন, (নিজের) চক্ষে দেখিলাম। পদ্মে চরণযুগল শোভিত (রহিয়াছে)। গতি গজরাজের তুল্য। (বিধাতা) স্বর্ণকদলীর (ঊরু-যুগলের) উপর সিংহ (ক্ষীণ কটি) সমারূঢ় করিয়াছেন। তাহার উপর মেরু (উন্নত

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

এক

অলখিতে হমে হেরি বিহসলি থোর।
জনি রয়নি ভেল চাঁদ উজোর॥
কুটিল কটাখ লাট পড়ি গেল।
মধুকরডম্বর অম্বরে ভেল॥
কাহিক সুন্দরি কে তাহি জান।
আকুল কএ গেলি হমর পরান॥
লীলাকমলে ভমর বহু বারি।
চমকি চললি গোরি চকিত নিহারি॥
তেঁ ভেল বেকত পয়োধর শোভ।
কনয় কমল হেরি কাহি ন লোভ॥
আধ নুকায়লি আধ উদাস।
কুচকুম্ভ কহি গেল অপনক আস॥
সে সবে অমিল নীধি দএ সন্দেস।
কিছু নহি রখলহি রস পরিসেস॥
ভনই বিদ্যাপতি দুহু মন জাগু।
বিসম কুসুমসর দুহু জনু লাগু॥ ১১॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

দুই

সজনী ভল কএ পেউন ন ভেল।
মেঘমালা সয়ঁ তড়িতলতা জনু
হিরদয়ে সেল দই গেল॥
আধ আঁচর খসি আধ বদন হসি
আধহি নয়নতরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তবধরি দগধে অনঙ্গ॥
এক তনু গোরা কনয় কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হার হরল মন জনু বুঝি ঐসন
ফাঁস পসারল কাম॥
দসন মুকুতাপাঁতি অধর মিলায়ল
মৃদু মৃদু কহতহিঁ ভাসা।
বিদ্যাপতি কহ অতএ সে দুখ রহ
হেরি হেরি ন পূরল আসা॥ ১২॥

বক্ষ) সমানীত হইয়াছে। মেরুর (উন্নত বক্ষের) উপর দুইটি কমল (কুচযুগল) ফুটাইয়াছেন, (উহা) বিনা মৃণালে শোভা পাইতেছে। (বক্ষের উপর) মণিময় হার (যেন) সুরতরঙ্গিণীর ধারা বহিতেছে; তাই কমল শুকাইতেছে না। অধর বিম্বফল-সদৃশ, দন্তরাজি দাড়িম্ব-বীজ। তাহার দুই পাশে রবি শশী (কপোলের লাবণ্য বিম্বিত দুইটী মণিকুণ্ডল) উদিত হইয়াছে। রাহু (কেশপাশ) দূরে (মস্তকের উপরে) বাস করে, নিকটে আসে না, সেইজন্য গ্রাস করে না। (তাহার) সারঙ্গ নয়ন (হরিণের ন্যায় চক্ষু), বচনও পুনরায় সারঙ্গ (কোকিলের ন্যায়)। তাহার (সেই সারঙ্গ-নয়নের) সন্ধানে (কটাক্ষে) সারঙ্গ (মদন বিরাজিত)। সারঙ্গের (পদ্মের অর্থাৎ মুখপদ্মের) উপর সারঙ্গসমূহ (ভ্রমর, চূর্ণকুন্তল) মধুপানে কেলি করিতেছে (অর্থাৎ তাহার সুন্দর মুখের উপর চূর্ণকুন্তল-সমূহ পড়িয়াছে, মনে হইতেছে যেন পদ্মের উপর ভ্রমরসকল মধুপান করিতে করিতে খেলা করিতেছে)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—শুন, এরূপ বরযুবতী (যুবতীশ্রেষ্ঠা) জগৎ (আর) জানে না। লছিমাদেবীর পতি রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ ইহা জানেন।

[১১] (অপরের) অলক্ষিতে আমাকে দেখিয়া মৃদু হাসিল, যেন রজনী চন্দ্রোজ্জ্বল হইল। কুটিল কটাক্ষের লাট (ঘটা) পড়িয়া গেল (এবং) অম্বরে (আকাশে) মধুকর-ডম্বর (মৌমাছির ঝাঁক) হইল (অর্থাৎ সুন্দরীর পুনঃপুনঃ নিক্ষিপ্ত কটাক্ষের ছটায় মনে হইল যেন আকাশ ভ্রমর-পঙ্‌ক্তিতে ভরিয়া গেল)। (সে) কাহার সুন্দরী, কে তাহাকে জানে? (সে) আমার প্রাণ আকুল করিয়া গেল। (সে) লীলা-কমলে বার বার ভ্রমরকে নিবারণ করিতে করিতে চকিতে চাহিয়া চমকিয়া চলিয়া গেল। তাহাতে (হস্তের লীলাকমলে ভ্রমর নিবারণ করিতে যাওয়ায়) (তাহার) পয়োধর-শোভা প্রকাশিত হইল। (পয়োধর-রূপ) স্বর্ণপদ্ম দেখিয়া কে না লুব্ধ হয়? অর্দ্ধ-লুক্কায়িত ও অর্দ্ধ-অনাবৃত কুচকুম্ভ আপনার আশা প্রকাশ করিয়া গেল। সে-সমস্ত অমূল্য নিধির সংবাদ দিয়া রসের কিছু পরিশেষ রাখিল না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—(রাধা ও কৃষ্ণ) দুইজনেরই মন জাগিয়াছে, বিষম কুসুমশর দুইজনকেই যেন লাগে।

[১২] সজনি, ভাল করিয়া দেখা হইল না। মেঘমালার সঙ্গে যেন বিদ্যুল্লতা (অর্থাৎ নীলবসনা

তিন

গেলি কামিনি গজহু গামিনি
বিহসি পলটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক
কুহকি ভেলি বর নারি॥
জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল
ততহি বয়ন সুছন্দ।
দাম-চম্পকে কাম পুজল
জইসে সারদ চন্দ॥
উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন-পরাভব সরদ-ঘন জনু
বেকত কএল সুমেরু॥
পুনহি দরসন জীব জুড়াএব
টুটব বিরহক ওর।
চরন জাবক হৃদয় পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর॥
ভন বিদ্যাপতি সুনহ জদুপতি
চীত থির নহি হোয়।
সে জে রমনি পরম গুনমনি
পুনু কি মীলব তোয়॥ ১৩॥

চার

জব গোধুলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহর ভেলি।
নব জলধর বিজুরি রেহা
দন্দ পসারি গেলি॥
ধনি অলপ বয়সী বালা
জনু গাঁথনি পুহপ মালা।
থোরি দরসনে আস ন পূরল
বাঢ়ল মদন জালা॥
গোরি কলেবর নূনা
জনু আঁচরে উজোর সোনা।
কেসরি জিনিয়া মাঝহি খীন
দুলহ লোচন কোনা॥

গৌরাঙ্গী রাধাকে মেঘমালায় জড়িত বিদ্যুল্লতার ন্যায় দেখাইল) হৃদয়ে শেল দিয়া গেল। (তাহার বক্ষের) অৰ্দ্ধভাগ হইতে অঞ্চল খসিয়া পড়িয়াছে, মুখে ঈষৎ হাসি, অৰ্দ্ধেক নয়নে তরঙ্গ (বারংবার নিক্ষিপ্ত কটাক্ষ)। অৰ্দ্ধেক অঞ্চলে আবৃত অৰ্দ্ধেক উরোজ (পয়োধর) দেখিতে পাইলাম। তদবধি অনঙ্গ (মদন) আমাকে দগ্ধ করিতেছে। একে (তাহার) গৌর তনু, (তাহাতে) কনক-কটোরায় (স্বর্ণ-নির্ম্মিত কৌটার ন্যায় পয়োধরে) কাঁচলি যেন কামদেব, হার (দিয়া আমার) মন হরণ করিল, বুঝি কাম ঐরূপে ফাঁস প্রসারিত করিয়াছে (অর্থাৎ বক্ষের উপর বিলম্বিত হার যেন (আমার) মনকে বন্দী করিবার জন্য প্রসারিত কামদেবের ফাঁস)। মুক্তা-পঙক্তির ন্যায় সুন্দর দশন অধরে মিলিত হইয়াছে। (সখীদের সহিত) মৃদু মৃদু কথা বলিতেছে। বিদ্যাপতি বলেন—দেখিয়া দেখিয়া আশা মিটিল না, অতএব সেই দুঃখ রহিয়া গেল।

[১৩] গজগামিনী কামিনী ঈষৎ হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া গেল। (সেই) বরাঙ্গনা ঐন্দ্রজালিক কুসুমশায়কের (মদনের সঙ্গিনী) কুহকী হইল (অর্থাৎ জাদুকরগণের সঙ্গে ভেল্কী দেখাইবার জন্য একজন করিয়া রমণী থাকে। এই রমণী যেন জাদুকর মদনের সেই কুহকিনী)। (সে) ভুজযুগল জুড়িয়া ঘুরাইয়া (তাহার) মুখমণ্ডল সুছন্দে (সুন্দর ভঙ্গিতে) বেষ্টন করিল, যেন কাম (কামদেব) চম্পকদামে শারদ চন্দ্রকে পূজা করিল (অর্থাৎ তাহার শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখে অর্পিত হস্তাঙ্গুলি-সমূহকে মদন-কর্ত্তৃক পূজার জন্য চন্দ্রের নিকট নিবেদিত চম্পক-কলিকার ন্যায় দেখাইল)। (সে) চঞ্চল হইয়া বক্ষঃস্থলে অঞ্চল চাপা দিতে গেল (এবং সেই অবসরে) তাহার অৰ্দ্ধেক পয়োধর দেখিলাম, যেন পবন-কর্ত্তৃক পরাভূত (অপসারিত) শরৎকালীন মেঘ সুমেরুকে ব্যক্ত (প্রকাশিত) করিল (অর্থাৎ তাহার উচ্চ পয়োধর বসনাঞ্চলে আবৃত ছিল, চঞ্চলভাবে পুনরায় উহা ঢাকিতে যাওয়ায় অৰ্দ্ধেক বাহির হইয়া পড়িল)। পুনরায় দেখা পাইলে জীবন জুড়াইবে, বিরহের সীমা টুটিবে (অর্থাৎ বিরহের অন্ত হইবে)। তাহার চরণের যাবক হৃদয়ে-পাবক রূপে (অন্তর-দাহকারী অগ্নির ন্যায় পায়ের আলতা) আমার সকল অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে। বিদ্যাপতি বলেন—যদুপতি, শুন, সেই পরম গুণমণি রমণী তোমার ভাগ্যে পুনরায় মিলিবে কি না (অর্থাৎ তুমি তাহাকে পুনরায় পাইবে কি না ইহা ভাবিয়া আমার) চিত্ত স্থির হইতেছে না।

ঈসত হাসনি সনে
মুঝে হানল নয়ন বানে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভানে॥ ১৪॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

পাঁচ

চিকুর নিকর তম সম
পুনু আনন পুনিম সসী।
নঅন পঙ্কজ কে পতিআওব
এক ঠাম রহু বসী॥
আজে মোঞে দেখলি বারা।
লুবুধ মানস চালক মঅন
কর কী পরকারা॥
সহজ সুন্দর গোর কলেবর
পীন পওধর সিরী।
কনয়লতা অতি বিপরিত
ফলল জুগল গিরী॥
ভন বিদ্যাপতি বিহিক ঘটন
কে ন অদবুদ জানে।
রাএ সিবসিংহ রূপনরাএন
লখিমা দেই পরমানে॥ ১৫॥

ছয়

সজনী, অপরুব পেখল রামা।
কনয়লতা অবলম্বনে উঅল
হরিনহীন হিমধামা॥
নয়ন নলিনি দউ অঞ্জনে রঞ্জই
ভৌঁহ বিভঙ্গ বিলাসা।
চকিত চকোর জোর বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাসা॥
গিরিবর গরুঅ পয়োধর পরসিত
গিম গজমোতিক হারা।
কাম কম্বু ভরি কনয় সম্ভু পরি
ঢারত সুরধুনি ধারা॥
পয়সি পয়াগে জাগ সত জাগই
সোই পাবএ বহুভাগী॥
বিদ্যাপতি কহ গোকুল নায়ক
গোপীজন অনুরাগী॥ ১৬॥

[১৪] যখন গোধূলি-সময় বেলা, ধনী (সুন্দরী) মন্দিরের (গৃহের) বাহির হইল (যেন) নবজলধর ও বিজলীরেখায় দ্বন্দ্ব করিতে করিতে চলিয়া গেল। (গোধূলি বেলায় অস্তোন্মুখ রবির ম্লান পাণ্ডুর আলোককে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা পথে চলিতেছেন। নীল বসনের অভ্যন্তর হইতে তাঁহার তনুদেহের উজ্জ্বলকান্তি বিদ্যুদ্দীপ্তির মত উছলিয়া উঠিতেছে। দেখিয়া মনে হইতেছে নব-জলধরের সঙ্গে বিজলীরেখা দ্বন্দ্ব প্রসারিত করিয়া চলিতেছে)। ধনী অল্প বয়সী বালা, যেন গাঁথা ফুলের মালা; ক্ষণিক দর্শনে আশা মিটিল না, মদনজ্বালাই বাড়িল। গোরীর (নীল বসনাবৃত) তনুদেহের বর্ণ যেন অঞ্চলে আবৃত কাঁচা সোনা। (তাহার) কেশরী (সিংহ) জিনিয়া ক্ষীণ কটি এবং দুর্লভ নয়ন-কোণ। (সে) আমার পানে ঈষৎ হাসির সহিত নয়ন-বাণ হানিল। কবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন—পঞ্চগৌড়েশ্বর চিরজীবী হউন।

[১৫] (সুন্দরীর) কেশরাশি অন্ধকার-তুল্য, আবার তাহার মুখমণ্ডল (যেন) পূর্ণিমার চাঁদ, (এবং তাহার) নয়ন (যেন) পদ্ম; (অন্ধকার, পূর্ণিমার চাঁদ ও পদ্ম ইহারা) একস্থানে বাস করিতেছে, (ইহা) কে প্রত্যয় করিবে? আজ আমি বালাকে দেখিলাম। (আমার) মন লুব্ধ (ও) মদনু (তাহার) চালক (হইল), (ইহার) কী প্রতীকার করিব। সহজ সুন্দর গৌরবর্ণ কলেবর, তাহাতে পীন-পয়োধর-শ্রী (সুপুষ্ট স্থূল কুচযুগলের শোভা), যেন কনকলতায় অতি বিপরীতভাবে যুগল-গিরি ফলিয়াছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—বিধাতার ঘটনা (বিধাতা যাহার সংঘটন করেন তাহা) অদ্ভুত, ইহা কে না জানে? রাজা রূপনারায়ণ শিবসিংহ ও লখিমাদেবী ইহার প্রমাণ।

[১৬] সজনি, অপরূপ রমণী দেখিলাম। কনকলতা-অবলম্বনে হরিণহীন হিমধাম (চন্দ্র) উদিত হইল (অর্থাৎ রাধার তনুদেহরূপ স্বর্ণলতায় তাহার নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্র দেখিলাম; চন্দ্রে হরিণরূপ কলঙ্ক আছে, কিন্তু রাধার সেই মুখচন্দ্রে কোন মালিন্য নাই)। (সে তাহার) নয়ন-কমল দুটি অঞ্জনে রঞ্জিত করিয়াছে, (তাহার) ভ্রূভঙ্গী-বিলাস (দেখিয়া মনে হইল) যেন চকোরযুগলকে বিধাতা কেবল কজ্জল-পাশে (কাজল-রূপ রজ্জুদ্বারা) বাঁধিয়াছেন। (তাহার) কণ্ঠের গজমোতি হার গিরিবরগুরু যুগল-পয়োধর স্পর্শ করিয়া আছে (যেন) কামদেব কম্বু (কণ্ঠরূপ শঙ্খ) ভরিয়া কনক-মহেশের উপর

সাত

কামিনি করএ সনানে।
হেরিতহি হৃদয় হনএ পঁচবানে॥
চিকুর গলএ জলধারা।
জনু মুখসসি ডরে রোএ অঁধারা॥
কুচজুগ চারু চকেবা।
নিঅ কুল মিলিত আনি কোন দেবা॥
তেঁ সংকাএ ভুজপাসে।
বাঁধি ধএল উড়ি জাএত অকাসে॥
তিতল বসন তনু লাগু।
মুনিহুক মানস মনমথ জাগু॥
ভনই বিদ্যাপতি গাবে।
গুনমতি ধনি পুনমত জনু পাবে॥ ১৭॥

আট

আজু মঝু শুভ দিন ভেলা।
কামিনি পেখলু সিনানক বেলা॥
চিকুর গলয়ে জলধারা।
মেহ বরিখে জনু মোতিম হারা॥
বদন মোছল পরচুর।
মাজি ধয়ল জনু কনয় মুকুর॥
তেই উদসল কুচজোরা।
পলটি বৈসাওল কনয়া কটোরা॥
নীবিবন্ধ করল উদেস।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ সেস॥ ১৮॥

নয়

নাহি উঠল তিরে সে ধনি রাই।
মঝু মুখ সুন্দরি অবনত চাই॥
এ সখি পেখল অপরুব গোরি।
বল করি চীত চোরায়ল মোরি॥
একলি চললি ধনি হোই আগুআন।
উমড়ি কহই সখি করহ পয়ান॥
কিএ ধনি রাগি বিরাগিনি হোয়।
আস নিরাস দগধ তনু মোয়॥
কৈসে মিলব হমে সে ধনি অবলা।
চীত নয়ন মঝু দুহু তাহে রহলা॥
বিদ্যাপতি কহ সুনহ মুরারি।
ধৈরজ ধরহ মিলব বর নারি॥ ১৯॥

(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

সুরধুনী-ধারা ঢালিতেছে। যে জন প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে শত যজ্ঞ উদ্‌যাপন করিয়াছে, সেও যদি তাহাকে পায় তবে সে বহুভাগ্যবান্‌। বিদ্যাপতি বলেন—গোকুল-নায়ক গোপীজনের অনুরাগী।

[১৭] কামিনী স্নান করিতেছে। দেখিতেই পঞ্চবাণ (মদন আমার) হৃদয়ে (শর) হানিল। চিকুরে (কেশপাশ হইতে) জলধারা ঝরিতেছে, যেন মুখশশীর ভয়ে আঁধার কাঁদিতেছে (অশ্রুপাত করিতেছে) (তাহার) কুচযুগল (যেন) সুন্দর চক্রবাক (চক্রবাক-মিথুন)। কোন দেবতা (যেন তাহাদিগকে) নিজ-কূলে (অর্থাৎ উভয়কেই একই কূলে) আনিয়া মিলিত করিয়াছে (এবং) পাছে আকাশে উড়িয়া যায় এই ভয়ে ভুজপাশে বাঁধিয়া ধরিয়াছে। সিক্ত বসন দেহে লাগিয়া রহিয়াছে; (তাহা দেখিয়া) মুনিরও মনে মন্মথ জাগে। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন—গুণবতী ধনী যেন পুণ্যবান্‌কে পায়, (অথবা কোন পুণ্যবান্‌ জন যেন এই গুণবতী ধনীকে পায়)।

[১৮] অদ্য আমার শুভদিন হইল। স্নানের কালে কামিনীকে দেখিলাম। (তাহার) চিকুর (কেশ-রাশি) হইতে জলধারা ঝরিতেছে, যেন মেঘ মুক্তার হার বর্ষণ করিতেছে। (সে তাহার) মুখ প্রচুর (যথেষ্ট-পরিমাণে) মুছিল, যেন কনক-মুকুর (সোনার দর্পণ) মাজিয়া ধরিল। তাহাতে (মুখ মোছার জন্য হাত উঠাইলে) কুচযুগল উন্মুক্ত হইল (দেখিলাম যেন) কনক-কটোরা (সোনার বাটি) উল্টাইয়া বসাইয়াছে। (সে তাহার) নীবিবন্ধ (কটিবন্ধ) খসাইল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—(ইহাতে নায়ক শ্রীকৃষ্ণের) মনোরথ শেষ (পূর্ণ) হইল।

[১৯] সেই ধনী রাধা স্নান করিয়া (যমুনার) তীরে উঠিল। সুন্দরী অবনত হইয়া (নতমুখে আড়-চোখে) আমার মুখের দিকে চাহিল। ওগো সখী অপরূপ গৌরাঙ্গীকে দেখিলাম। বল করিয়া আমার চিত্ত চুরি করিল। (সখীগণের সঙ্গ ছাড়িয়া) ধনী একেলা আগাইয়া গেল। (কিছু দূরে গিয়া) মুখ ফিরাইয়া (সখীদের বলিল)—সখি, প্রয়াণ কর (চলিয়া আইস)। (এই ছলে সুন্দরী আমাকে দেখিল) কিন্তু ধনী (আমার প্রতি) অনুরাগিণী কি বিরাগিণী (বুঝিতে না পারায়), আশা নিরাশায়

দশ

যাইতে পেখলুঁ হম নাহলি গোরি।
কতি সয়ঁ রূপ ধনি আনলি চোরি॥
কেশ নিঙ্গাড়িতে বহ জলধারা।
চামরে গলয়ে জনু মোতিম হারা॥
অলকহি তীতল তঁহি অতি সোভা।
অলিকুল কমল বেঢ়ল মধুলোভা॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দুর মণ্ডিত পঙ্কজ পাতা॥
সজল চীর রহ পয়োধর সীমা।
কনক বেলে জনু পড়ি গেও হীমা॥
ও নুকি করইতে চাহে কি দেহা।
অবহুঁ ছোড়বি মোহে তেজবি লেহা॥
ঐছে ফেরি রস না পাওব আর।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার॥
বিদ্যাপতি কহ সুনহ মুরারি।
বসনে লাগল ভাব রূপ নেহারি॥ ২০॥

এগার

জহাঁ জহাঁ পদজুগ ধরঈ।
তহিঁ তহিঁ সরোরুহ ভরঈ॥
জহাঁ জহাঁ ঝলকত অঙ্গ।
তহিঁ তহিঁ বিজুরি তরঙ্গ॥
কি হেরলুঁ অপরুব গোরি।
পইঠল হিয় মাহ মোরি॥
জহাঁ জহাঁ নয়ন বিকাস।
ততহিঁ কমল পরকাস॥
জহাঁ জহাঁ হাস সঞ্চার।
তহিঁ তহিঁ অমিয় বিথার॥
জহাঁ জহাঁ কুটিল কটাখ।
ততহিঁ মদন সর লাখ॥
হেরইত সে ধনি থোর।
অব তিন ভুবন অগোর॥
পুনু কিএ দরসন পাব।
তব মোহে ইহ দুখ জাব॥
বিদ্যাপতি কহ জানি।
তুঅ গুনে দেয়ব আনি॥ ২১॥

(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

এক

জমুনক তিরে তিরে সাঁকড়ি বাটী।
উবটি ন ভেলিহু সঙ্গ পরিপাটী॥

আমার দেহ দগ্ধ হইতেছে। কি উপায়ে সেই অবলা ধনী আমাকে মিলিবে (আমি পাইব)। আমার চিত্ত ও নয়ন দুইই তাহাতে রহিল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—মুরারি, শোন ধৈর্য্য ধর, (সেই) বর নারী মিলিবে।

[২০] সদ্যঃস্নাতা গৌরাঙ্গীকে যাইতে দেখিলাম। ধনী কোথা হইতে (এত) রূপ চুরি করিয়া আনিল? কেশ নিঙড়াইতে জলধারা বহিতেছে, যেন চামর হইতে মুক্তাধারা ঝরিতেছে। অলকগুলি ভিজিয়াছে, তাহাতে অতিশয় শোভা (হইয়াছে), (যেন) মধুলুব্ধ ভ্রমর-সমূহ (মুখরূপ) পদ্মকে বেড়িয়াছে। জলে নিরঞ্জন (ধৌত কজ্জল) চক্ষু রক্তবর্ণ, যেন সিন্দুর-মণ্ডিত পদ্মপত্র (অর্থাৎ জল লাগিয়া চোখের কাজল ধুইয়া গিয়াছে এবং চোখ লাল হইয়াছে, দেখাইতেছে যেন সিঁদুর-মাখানো পদ্মের পাতা)। পয়োধর-সীমায় (স্তনের উপরে) সজল চীর (সিক্ত বস্ত্র) (লাগিয়া) রহিয়াছে, যেন সোনার বেলের উপর হিম (নীহার) পড়িয়াছে। ও (বসনখানি) কি দেহের মধ্যে লুকাইতে চাহিতেছে? 'এখনি আমাকে ছাড়িবে, স্নেহ ত্যাগ করিবে, ঐরূপ রস (আনন্দ) আর পাইব না'—এইজন্য (ইহা ভাবিয়া) কাঁদিতেছে, যেন বসনের অশ্রুধারা ঝরিতেছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—মুরারি শুন, রূপ দেখিয়া বসনের ভাব লাগিয়াছে (অথবা শ্রীরাধার রূপ দেখিয়া তাহার বসনেও কি তোমার ভাব লাগিল?)।

[২১] যেখানে যেখানে তাহার পদযুগল রাখে, সেখানে সেখানে সরোরুহ (পদ্ম) ভরিয়া উঠে। যেখানে যেখানে তাহার অঙ্গ ঝলকায়, সেখানে সেখানে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ (খেলে)। কি অপরূপ গৌরাঙ্গীকে দেখিলাম! (সে) আমার হৃদয়-মধ্যে প্রবেশ করিল। যেখানে যেখানে তাহার নয়ন-বিকাশ হয় (অর্থাৎ দৃষ্টি পড়ে), সেখানে সেখানে কমল-প্রকাশ হয় (অর্থাৎ যেন পদ্ম ফুটিয়া উঠে)। যেখানে যেখানে (তাহার) হাসির সঞ্চার হয়, সেখানে সেখানে অমিয়বিস্তার হয় (অর্থাৎ যেন অমৃত ছড়াইয়া পড়ে)।

তরুতল ভেটল তরুন কহ্নাই।
নয়ন তরঙ্গে জনু গেলিহু সনাই॥
কে পাতিয়াএত নগর ভরলা।
দেখইতে সুনইতে হৃদয় হরলা॥
পলটি ন হেরল গুরুজন লাজে।
বচন চুকিলিহু সখিহি সমাজে॥
এতদিন অছলিহু অপনে গেয়ানে।
আবে মোরা মরম লাগল পঁচবানে॥
নিঠুর সখী বিসবাস ন দেই।
পরক বেদন পর বাঁটি ন লেই॥
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস ভানে।
রাএ সিবসিংহ লখিমা পরমানে॥ ২২॥

দুই

অবনত আনন কএ হম রহলিহু
বারল লোচন চোর।
পিয়া মুখরুচি পিবএ ধাওল
জনু সে চাঁদ চকোর॥
ততহু সএঁ হঠে হঠি মোএঁ আনল
ধএল চরণ পর রাখি।
মধুকর মাতল উড়এ ন পারএ
তইও পসারএ পাঁখি॥
মাধবে বোললি মধুরস বানী
সে সুনি মুদু মোএঁ কান।
তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল
ধরি ফুল ধনু পঁচবান॥
তনুক পসেদে পসাহনি ভাসলি
পুলক হু তইসন জাগু।
চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি
বাহুক বলআ ভাগু॥
ভন বিদ্যাপতি কম্পিত কর হো
বোলল বোল ন যায়।
রাজা সিবসিংঘ রুপনরাঅন
সামর সুন্দর কায়॥ ২৩॥

যেখানে যেখানে (তাহার) কুটিল কটাক্ষ (পড়ে), সেখানেই লক্ষ মদন-শর (বর্ষিত হয়)। সেই ধনীকে ক্ষণেক দেখিতেই এখন তিন ভুবন আগুলিয়াছে পুনরায় কি (তাহার) দর্শন পাইব? (যদি পাই) তবে আমার এই দুঃখ যাইবে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—জানি, তোমার গুণে তাহাকে আনিয়া দিবে।

[২২] যমুনার তীরে তীরে সংকীর্ণ পথ, ফিরিয়া পরিপাটী সঙ্গ হইল না (অর্থাৎ যমুনার তীরে পথ অপ্রশস্ত ও আঁকাবাঁকা বলিয়া মুখ ফিরাইয়া ভালরূপে দেখিতে পাইলাম না)। তরুণ কানাইয়ের সহিত তরুতলে সাক্ষাৎ হইল। (তখন সে) যেন (আমাকে) নয়ন-তরঙ্গে স্নান করাইয়া গেল। কে প্রতীতি (বিশ্বাস) করিবে, জনাকীর্ণ নগরে (সে) দেখিতে শুনিতে (অর্থাৎ চক্ষের সম্মুখে ও ক্ষণমধ্যে) আমার হৃদয় হরণ করিল। গুরুজনের লজ্জায় ফিরিয়া দেখিলাম না। সখীদিগের সমাজে কথা ভুল করিলাম (অর্থাৎ এক কথা বলিতে আর এক কথা বলিলাম)। এতদিন (আমি) আপন জ্ঞানে ছিলাম (অর্থাৎ মন বিক্ষিপ্ত হয় নাই, বশীভূত ছিল); এখন আমার মর্ম্মে পঞ্চবাণ লাগিল (অর্থাৎ আমি মদনের বশীভূতা হইলাম)। নিষ্ঠুর সখী বিশ্বাস দেয় না (বিশ্বাস করে না), পরের বেদনা পরে (নিজেদের মধ্যে) বাঁটিয়া লয় না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—রাজা শিবসিংহ এবং লছিমাদেবী এই রস জানেন (এই রসের রসিক)।

[২৩] (মাধবকে দেখিয়া) আমি মুখ অবনত করিয়া রহিলাম, নয়ন-চোরকে নিবারণ করিলাম (অর্থাৎ চুরি করিয়া দেখিতে উৎসুক আমার চক্ষুকে ফিরাইলাম) (কিন্তু) চাঁদের দিকে চকোরের ন্যায় (সে) প্রিয়-মুখরুচি (মুখের লাবণ্য) পান করিতে ধাইল। সেখানে হইতে আমি (তাহাকে) হঠে (বলপ্রয়োগে) হঠাইয়া (নিবৃত্ত করিয়া) আনিলাম (এবং) চরণে ধরিয়া রাখিলাম (অর্থাৎ নিজের চরণে দৃষ্টি দিলাম)। মত্ত মধুপ উড়িতে পারে না, তথাপি পক্ষ প্রসারিত করে (অর্থাৎ মধুপানোন্মত্ত মৌমাছি যেমন উড়িতে না পারিলেও পক্ষবিস্তার করে, তেমনি চরণে নিবদ্ধ আমার চক্ষু চরণ ছাড়িয়া উঠিতে না পারিলেও বার বার অপাঙ্গে মাধবের মুখ দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল)। মাধব মধুর কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমি কান বন্ধ করিলাম। সেই অবসরে (সেই) স্থানে পঞ্চবাণ (মদন) ধনু ধরিয়া আমার বৈরী (প্রতি বাম) হইল (অর্থাৎ আমি কামবাণে বিদ্ধ হইলাম)। দেহের প্রস্বেদে (ঘামে) প্রসাধন (অঙ্গরাগ) ভাসিয়া গেল, এমন পুলক জাগিল যে কাঁচুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ফাটিয়া গেল, বাহুর বলয়

তিন

সামর সুন্দর এ' বাট আএল
তাঁ মোরি লাগলি আঁখি।
আরতি আঁচর সাজি ন ভেলে
সবে সখীজন সাখি॥
কহহি' মো সখি কহহি মো
কথাএ তাহেরি বাসা।
দুরহু দুগুন এড়ি মোঁ আবও'
পুনু দরসন আসা॥
কি মোরা জীবনে কি মোরা জোবনে
কি মোরা চতুরপনে।
মদনবানে মুরুছলি অছঞো
সহও' জীব অপনে॥
আধ পদে যো ধরইতে দেখল
নাগর সজনসমাজে।
কঠিন হিরদয় ভেদি ন ভেলে
জাও রসাতল লাজে॥
সুরপতি পাএ লোচন মাগও'
গরুড় মাগও' পাঁখী।
নন্দেরি নন্দন মৈ' দেখি আবও'
মন মনোরথ রাখী॥ ২৪॥

চার

হমে হসি হেরলা থোরা রে।
সফল ভেল সখি কৌতুক মোরা রে॥
হেরি তহি হরি ভেল আনে রে।
জনু মনমথে মন বেধল বানে রে॥
লখল ললিত তসু গাতে রে।
মন ভেল পরসিঅ সরসিজ পাতে রে॥
বর তনু পসরল বিন্দু রে।
নেউছি নড়াওল সনখত ইন্দু রে॥
কাঁপল পরম রসালে রে।
মনসিজ গলতহি জপেলু তমালে রে॥
বিদ্যাপতি কবি ভানে রে।
করত কমলমুখি হরি সাবধানে রে॥ ২৫॥

পাঁচ

দরসনে লোচন দীঘল ধাব।
দিনমনি পেখি কমল জনু জাব॥
কুমুদিনী চাঁন্দ মিলন সহবাস।
কপটে নুকাবিঅ মদন বিকাস॥
সাজনি মাধব দেখল আজ।
মহিমা ছাড়ি পলাএল লাজ॥

ভাঙিল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—কর কম্পিত হইতেছে, কথা বলা যায় না। রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহ শ্যামসুন্দর-কানু (দেহ)।

[২৪] শ্যামল-সুন্দর এই পথে আসিল, সেই হেতু আমার আঁখিতে লাগিল (অর্থাৎ তাহাকে দেখিয়া আমার মন আকৃষ্ট হইল)। আরতিতে (প্রবল আসক্তির জন্য) আঁচলে (অঙ্গ) সাজানো হইল না (বেশবাস অবিন্যস্ত রহিয়া গেল)—সখীজন সকলে (ইহার) সাক্ষী আছে। সখি, আমাকে বল, আমাকে বল, কোথায় তাহার বাস। পুনর্ব্বার দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় দ্বিগুণ দূরপথও এড়াইয়া (অতিক্রম করিয়া) আমি আসিব। আমার জীবনে কি, আমার যৌবনে কি, আমার চতুরপনাতেই বা কি (কাজ)? মদন-বাণে মূর্চ্ছিত হইয়া আছি, আপনার জীবনে সহ্য করিতেছি (অর্থাৎ কোনও রূপে বাঁচিয়া আছি) নাগর যে আমাকে স্বজন সমাজে (আপনজনের সমক্ষে) আধা পদ ধরিতে (অর্থাৎ তাহার দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে) দেখিল, (ইহাতে আমার) কঠিন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল না, লজ্জা রসাতলে গেল। সুরপতিপদে (সহস্র লোচন ইন্দ্রের চরণে) লোচন প্রার্থনা করি, গরুড়ের নিকট পাখা প্রার্থনা করিতেছি, মনোরথে মন রাখিয়া নন্দনন্দনকে আমি দেখিয়া আসিব।

[২৫] সখি, (হরি) হাসিয়া আমাকে একটু দেখিলেন, (তাহাতে) আমার কৌতূহল সফল হইল। (আমাকে) দেখিয়া হরি তখন আনমনা হইলেন, যেন মন্মথ (তাঁহার) মন বাণে বিদ্ধ করিল। তাঁহার ললিত তনু লক্ষ্য করিলাম, মনে হইল যেন সরসিজ-পত্র (পদ্মপত্র) স্পর্শ করিতেছি। বিন্দু (ঘর্ম্ম-বিন্দু) তাহার বর তনুতে প্রসারিত হইল, (যেন) নির্ম্মঞ্ছন করিয়া সনক্ষত্র ইন্দু (চন্দ্র) ফেলিয়া দিল। হরি পরম রসাল হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন, যেন মদন জপে নিযুক্ত তমালকে গলাইতেছে। কবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন—হরি কমলমুখীকে সাবধান (স-অবধান, চেতনাযুক্ত) করিতেছেন (অর্থাৎ তাহার মনে কামচেতনা জাগাইতেছেন)।

নীবী-সসরি ভূমি পলি গেলি।
দেহ নুকাবিঅ দেহক সেরি॥
অপনোঞ হৃদয় বুঝাবএ আন।
একসর সব দিস দেখিঅ কাহ্ন॥ ২৬॥

ছয়

কি কহব হে সখি কানুক রূপ।
কে পতিয়ায়ব সপন সরূপ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত বসন সৌদামিনি রেহ॥
সামর ঝামর কুটিলহি কেস।
কাজরে সাজল মদন সুবেস॥
জাতকি কেতকি কুসুম সুবাস।
ফুলসর মনমথ তেজল তরাস॥
বিদ্যাপতি কহ কী কহব আর।
সুন করলি বিহি মদন ভণ্ডার॥ ২৭॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

সাত

এ সখি পেখলুঁ এক অপরূপ।
সুনইত মানবি সপন সরূপ॥
কমল জুগল পর চাঁদক মাল।
তাপর উপজল তরুন তমাল॥
তাপর বেঢ়ল বিজুরিলতা।
কালিন্দি তীর ধীর চলি জাতা॥
সাখাসিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহি নব পল্লব অরুনক ভাঁতি॥
বিমল বিম্বফল জুগল বিকাস।
তাপর কীর থীর করু বাস॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন জোর।
তাপর সাপিনি ঝাঁপল মোর॥
এ সখি রঙ্গিনি কহল নিসান।
হেরইত পুনি হমে হরল গিআন॥
কবি বিদ্যাপতি এহ রস ভান।
সুপুরুখ মরম তুহুঁ ভল জান॥ ২৮॥

---

[২৬] (মাধবকে) দেখিবার জন্য লোচন (দৃষ্টি) দীর্ঘ (দূর পর্য্যন্ত) ধাইল, যেন দিনমণিকে (সূর্য্যকে) দেখিতে কমল যাইতেছে। (তাহাকে দেখিবার পর) কুমুদিনী ও চন্দ্রের মিলন ও সহবাস (ঘটিল)। (দিনে নিষ্প্রভ চন্দ্র ও কুমুদিনীর যে দশা—আমার সেই দশা, অর্থাৎ মুখ মলিন এবং হাসি বিলীন হইল)। কপট করিয়া মদন-বিকাশ (দেহে অনুরাগ-চিহ্নের প্রকাশ) লুকাইলাম। সজনি, আজ মাধবকে দেখিলাম, মহিমা (মর্য্যাদা) ছাড়িয়া লজ্জা পলাইল। নীবিবন্ধন স্রস্ত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল; দেহ দেহের শরণে লুকাইল (অর্থাৎ নিজের কোন কোন অঙ্গ অন্য অঙ্গের সাহায্যে লুক্কায়িত করিলাম)। আপনার হৃদয় কি অন্যকে বুঝানো যায়? সব দিকে একেশ্বর (একমাত্র) কানাইকেই দেখিতেছি।

[২৭] সখি, কানুর রূপ কি কহিব (বর্ণনা করিব)? স্বপ্ন-স্বরূপ (স্বপ্নের মত) কে প্রত্যয় করিবে? (সে) অভিনব-জলধর-সুন্দর-দেহ, তাহাতে সৌদামিনী-রেখার ন্যায় পীত-বসন (অর্থাৎ তাহার দেহ নূতন মেঘের ন্যায় সুন্দর এবং সে দেহে বিদ্যুৎ-রেখার ন্যায় উজ্জ্বল পীত বস্ত্র)। (তাহার) কেশ ঘন শ্যামল (এবং) কুঞ্চিত, (যেন) সুবেশ মদন কাজলে সাজিয়াছে। (তাহার দেহ-লগ্ন) জাতি ও কেতকী কুসুমের সুবাসে (মনে হয় যেন) মন্মথ ত্রাসে ফুলশর ত্যাগ করিয়াছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—কী আর কহিব? (কানুকে সাজাইতে) বিধি মদনের ভাণ্ডার শূন্য করিয়াছেন (অর্থাৎ অপ্রাকৃত নবীন মদন শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রাকৃত মদন মনোহারিত্বে পরাজিত হইয়াছে)।

[২৮] হে সখি, এক অপরূপ (দৃশ্য) দেখিলাম; শুনিলে স্বপ্ন-স্বরূপ মনে করিবে। (পদদ্বয়রূপ) কমলযুগলের উপর (নখর-পঙ্‌ক্তি-রূপ) চাঁদের মালা, তাহার উপর (শ্যামল দেহরূপ) তরুণ তমাল উৎপন্ন হইয়াছে। (পীতবসনরূপ বিদ্যুতলতা তাহাকে অর্থাৎ সেই তমাল তনুকে) বেষ্টন করিয়াছে। (সে) কালিন্দীতীর ধরিয়া ধীরে চলিয়া যাইতেছে। (তাহার হস্তদ্বয়রূপ) শাখার (অঙ্গুলিরূপ) শিখরেও (নখর-পঙ্‌ক্তি-রূপ) সুধাকর-পঙ্‌ক্তি (এবং) তাহাতে (অর্থাৎ সেই হস্তদ্বয়রূপ শাখায়) অরুণের ভাতি বিশিষ্ট (করতল-রূপ) নবপল্লব (শোভমান)। (সেই দেহরূপ তমালবৃক্ষে ওষ্ঠাধররূপ) বিমল বিম্বফল-যুগলের বিকাশ (হইয়াছে)। তাহার পর (তীক্ষ্ণ-নাসা-রূপ) কীর (শুকপক্ষী) স্থিরভাবে বাস করিতেছে। তাহার উপর (নেত্রযুগলরূপ) চঞ্চল খঞ্জন-যুগল (এবং) তাহার উপর (ময়ূর-পুচ্ছ) সাপিনীকে (কেশপাশকে) আচ্ছাদিত করিয়াছে। হে রঙ্গিণি সখি, (তোমাকে) এই সঙ্কেত কহিলাম।

আট

কানু হেরব মন ছল বড় সাধ।
কানু হেরইত ভেল অত পরমাদ॥
তবধরি অবুধি মুগুধি হম নারি।
কি কহি কি সুনি কিছু বুঝএ ন পারি
সাওন ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধস ধস করএ পরান॥
কী লাগি সজনী দরসন ভেল।
রভসে অপন জিউ পর হথ দেল॥
না জানু কিএ করু মোহন চোর।
হেরইত প্রান হরি লঈ গেল মোর॥
অত সব আদর গেও দরসাই।
জত বিসরিএ তত বিসর ন জাই॥
বিদ্যাপতি কহ সুন বরনারি।
ধৈরজ ধর চিত মিলব মুরারি॥ ২৯॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

শ্রীরাধার প্রতি দূতীর উক্তি

এক

শুনলো রাজার ঝি।
তোরে কহিতে আসিয়াছি
কানু হেন ধন পরানে বধিলি
একাজ করিলি কি॥

বেলি অবসান কালে।
গিয়াছিলি নাকি জলে
তাহারে হেরিয়া মুচকি হাসিয়া
ধরিলি সখীর গলে॥

দেখায়ে বদন চাঁদে।
তারে ফেলিলি বিষম ফাঁদে।
তুরিতে আয়লি লখিতে নারিল
ওই ওই বলি কাঁদে॥

হৃদয় দেখায়ে থোরি।
তার মন যে করিলি চুরি
বিদ্যাপতি কহে শুনলো সুন্দরী
কানু জীরায়বি মোরি॥ ৩০॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

দুই

নন্দক নন্দন কদম্বেরি তরু তলে
ধিরে ধিরে মুরলি বোলাব।
সময় সংকেত নিকেতন বইসল
বেরি বেরি বোলি পঠাব॥
সামরী তোরা লাগি
অনুখনে বিকল মুরারি॥
জমুনাক তির উপবন উদবেগল
ফিরি ফিরি ততহি নিহারি।

পুনরায় দেখিতে যাইয়া আমি জ্ঞান হারাইলাম। কবি বিদ্যাপতি এই রস বর্ণনা করিতেছেন। সুপুরুষের মর্ম্ম তুমিই ভাল জান।

[২৯] কানুকে দেখিব, মনে বড় সাধ ছিল; কিন্তু কানুকে দেখিতেই এত প্রমাদ ঘটিল। তদবধি বুদ্ধিহীনা মুগ্ধা নারী আমি কি বলি কি শুনি কিছু বুঝিতে পারি না। শ্রাবণ-ঘন-সম (শ্রাবণ মাসের মেঘের মত) দুনয়ন ঝরিতেছে, অবিরত প্রাণ ধক্ ধক্ করিতেছে। সজনি, কী জন্য দর্শন হইল। রভসে (আনন্দ আবেগে) আপন জীবন পরের হাতে দিলাম। মোহন চোর কি করিল জানি না। (তাহাকে) দেখিতেই আমার প্রাণ হরণ করিয়া লইয়া গেল। (সে) এত সব আদর দেখাইয়া গেল, (তাহা) যত ভুলিতে চাই ভোলা যায় না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—বরনারি, শুন, চিত্তে ধৈর্য্য ধর, মুরারিকে পাইবে।

[৩০] রাজনন্দিনী শোন! তোমাকে কহিতে আসিলাম। কানাই হেন রত্নকে প্রাণে বধ করিলি, এ কি কাজ করিলি? বেলা শেষের সময়ে যমুনায় জল আনিতে গিয়াছিলি। তাহাকে দেখিয়া তুই নাকি মুচকি হাসিয়া সখীর গলায় ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলি। তোর মুখচন্দ্র দেখাইয়া তাহাকে বিষম ফাঁদে ফেলিয়াছিস। তুই শীঘ্র চলিয়া আসিয়াছিলি। ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই, তাই কানাই ওই ওই বলিয়া কাঁদিয়াছিল। অর্দ্ধ উন্মুক্ত বক্ষ দেখাইয়া তাহার মন চুরি করিয়াছিলি। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, আমার কানাইকে বাঁচাও।

গোরসী বিকে নিকে অবইতে জাইতে
জন জন পুছ বনবারি॥
তোঁহে মতিমান সুমতি মধুসূদন
বচন সুনহ কিছু মোরা।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরজৌবতি
বন্দহ নন্দকিসোরা॥ ৩১॥

তিন

কণ্টক মাঝ কুসুম পরগাস।
ভমর বিকল নহি পাবএ বাস॥
ভমরা ভেল ঘুরএ সব ঠাম।
তোহ বিনু মালতি নহি বিসরাম॥
রসমতি মালতি পুনু পুনু দেখি।
পিবএ চাহ মধু জীব উপেখি॥
ও মধুজীবী তোঁহী মধুরাসি।
সাঁচি ধরসি মধু মনে ন লজাসি॥
অপনেহু মনে গুনি বুঝ অঁবগাহি।
তসু বধ দূসন লাগত কাহি॥
ভনই বিদ্যাপতি তেঁ পয় জীব।
অধর সুধারস জোঁ পয় পীব॥ ৩২॥

চার

জীবন চাহি জোবন বড় রঙ্গ।
তবে জোবন জব সুপুরুখ সঙ্গ॥
সুপুরুখ প্রেম কবহু নহি ছাড়।
দিনে দিনে চন্দ্রকলা সম বাঢ়॥
তুহুঁ জৈসে রসবতি কানু রসকন্দ।
বড় পুনে রসবতী মিলে রসবন্ত॥
তুহুঁ জদি কহসি করিএ অনুসঙ্গ।
চৌরি পিরীতি হএ লাখ গুন রঙ্গ॥
সুপুরুখ ঐসন নহি জগমাঝ।
অতে তাহে অনুরত বরজ সমাজ॥
বিদ্যাপতি কহ ইথে নহি লাজ।
রূপগুনবতিক ইহ বড় কাজ॥ ৩৩॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

শ্রীরাধার উক্তি

ন জানি প্রেমরস নহি রতি রঙ্গ।
কেমনে মিলব হাম সুপুরুখ সঙ্গ॥
তোহারি বচনে কৈছে করব পিরীত।
হাম শিশুমতি তাহে অপযশ ভীত॥

---

৩১ নন্দ-নন্দন কদম্ব-তরুতলে ধীরে ধীরে মুরলী বাজাইতেছেন। (ঠিক) সময়ে সংকেত-নিকেতনে বসিয়াছেন (এবং) বার বার আহ্বান পাঠাইতেছেন। হে শ্যামলি (শ্যামপ্রিয়া), তোমার জন্য মুরারি অনুক্ষণ বিকল (আকুল)। যমুনার তীরে উপবনে উদ্বিগ্ন হইয়া আছেন (এবং) সেই স্থানে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছেন। গোরস (দুগ্ধ) বিক্রয় জন্য যাহারা আসিতেছে যাইতেছে (যাতায়াতের পথে গোপীগণকে) বনমালী তাহাদের জনে জনে (তোমার কথা) জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তুমি মতিমতী (বুদ্ধিমতী), মধুসূদন সুমতি; (অতএব) আমার বচন কিছু শুন। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—হে বরযুবতি, শুন; নন্দকিশোরকে বন্দনা কর।

৩২ কণ্টকের মাঝে কুসুমের প্রকাশ (হয়), বিকল (বিহ্বল) ভ্রমর বাস (থাকিবার বা বসিবার স্থান) পায় না। ভ্রমর সকল ঠাঁই ঘুরিয়া বেড়ায়। মালতি, তুমি বিনা (তাহার) বিশ্রাম নাই। রসবতী মালতীকে পুনঃ পুনঃ দেখিয়া (ভ্রমর) জীবন উপেক্ষা করিয়া মধু পান করিতে চাহে। সে মধুজীবী, তুই মধুরাশি। মধু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিস; মনে লজ্জা হয় না। আপনার মনে গণিয়া (বিবেচনা করিয়া) অবগাহন করিয়া (গভীরভাবে চিন্তা করিয়া) বুঝ, তাহার (ভ্রমরের) বধ-দোষ কাহাকে লাগিবে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—সে তবেই বাঁচে যদি (তোমার) অধর-সুধারস পান করিতে পায়।

৩৩ জীবনের চেয়ে যৌবনেই রঙ্গ (আনন্দ) বেশী। (কিন্তু) তখনই জীবন (সার্থক), যখন সুপুরুষের সঙ্গ (ঘটে)। সুপুরুষের প্রেম কখনও ছাড়ে না, দিনে দিনে চন্দ্রকলার মত বাড়ে। তুমি যেমন রসবতী, কানু (তেমনই) রসের মূল (আশ্রয়)। বড় পুণ্যে রসবতীর রসবন্ত মিলে (অর্থাৎ খুব পুণ্যের ফলে রসবতী রমণীর রসময় পুরুষের সহিত মিলন হয়)। তুমি যদি বল, (আমি তাহা হইলে) অনুষঙ্গ (সম্বন্ধ) করি (অর্থাৎ তাহার নিকট তোমার মিলনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি)। গুপ্তপ্রেমে লক্ষগুণ রঙ্গ (আনন্দ) হয়। ঐরূপ সুপুরুষ জগতের মধ্যে (আর) নাই; এইজন্যই তাহাতে ব্রজসমাজ অনুরক্ত। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—ইহাতে লজ্জা নাই; রূপগুণবতীর ইহাই বড় কাজ।

সখি হে হাম অব কি বোলব তোয়।
তা সঞে রভস কবহ্ নাহি হোয়॥
সো বর নাগর নব অনুরাগ।
পাঁচসরে মদন মনোরথে জাগ॥
দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই।
জিউ নিকসব জব রাখব কোই॥
বিদ্যাপতি কহ মিছই তরাস।
শুনহ ঐছে নহ তাক বিলাস॥ ৩৪॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

মাধবের প্রতি দূতী

এক

অবিরল নয়ন গলএ জলধার।
নব জলবিন্দু সহএ কে পার॥
কি কহব সজনী তকর কহিনী।
কহএ ন পারিঅ দেখলি জহিনী॥
কুচজুগ উপর আনন হেরু।
চাঁদ রাহু ডর চঢ়ল সুমেরু॥
অনিল অনল বম মলয়জ বীখ।
জেহু ছল সীতল সেহু ভেল তীখ॥
চাঁদ সতাবএ সবিতাহু জীনি।
নহি জীবন একমত ভেল তীনি॥
কিছু উপচার মান নহি আন।
তাহি বেআধি ভেষজ প'চবান॥
তুঅ দরসন বিনু তিলও ন জীব।
জইও কলামতি পীউখ পীব॥ ৩৫॥

দুই

মাধব কি কহব তাহী।
তুঅ গুন লুবুধি মুগুধ ভেলি রাহী॥
মলিন বসন তনু চীরে।
করতল কমল নয়ন ঢরু নীরে॥
উর পর সামরী বেনী।
কমলকোষ জনু কারি লগেনী॥
কেও সখি পরিখয় শাসে।
কেও নলনী দল করয় বতাসে॥
কেও বোল আয়ল হরী।
সসরি উঠলি চির নাম সুমরী॥
বিদ্যাপতি কবি গাবে।
বিরহ বেদন নিঅ সখি সমুঝাবে॥ ৩৬॥

[৩৪] (আমি) না জানি প্রেমরস, রতিরঙ্গও (জানি) না। আমি কেমন করিয়া সুপুরুষের সহিত মিলিত হইব? সখি হে, তোমার কথাতেই বা কেমন করিয়া প্রেম করিব, আমি শিশুমতি তাহাতে অপযশের ভয় করি। এখন আমি তোমাকে কি বলিব? তাহার সহিত মিলন (বা কেলিবিলাস) কখনও হয় না। সে শ্রেষ্ঠ নাগর, (তাহাতে তাহার) নূতন অনুরাগ। তাহার মনোরথে পঞ্চশর লইয়া মদন জাগিতেছে। দেখিলেই সে আমাকে আলিঙ্গন করিবে। (সেই আলিঙ্গনে) যখন জীবন বাহির হইবে, (তখন) কে রক্ষা করিবে? বিদ্যাপতি বলিতেছেন—মিথ্যা ভয়। শুন, তাহার বিলাস ঐরূপ নহে।

[৩৫] (রাধার) নয়নে অবিরল জলধারা গলিতেছে। (তরুণীর আঁখির এই) নবজলবিন্দু কে সহিতে পারে? সজনি, তাহার কাহিনী কি কহিব; যেমন দেখিলাম (তাহা) বলিতে পারি না। (তাহার) কুচ-যুগলের উপর আনন (রহিয়াছে) দেখিলাম; (দেখিয়া মনে হয় যেন) চাঁদ রাহুর ভয়ে সুমেরুর উপরে চড়িয়াছে। অনিল (বাতাস) অনল বমন করিতেছে, (এবং) মলয়জ (চন্দন) বিষ (বমন করিতেছে)। যাহা শীতল ছিল তাহাও তীক্ষ্ণ (জ্বালাময়) হইল। চাঁদ সবিতাকেও জিনিয়া (সূর্য্যেরও অপেক্ষা) সন্তাপিত করে। তিন (বায়ু, চন্দন ও চাঁদ) একরূপ হইল, (ইহাতে) জীবন থাকে না। অন্য কোন উপচার মানিতেছে না (অর্থাৎ অন্য কোন দ্রব্যে কাজ হইতেছে না)। তাহার ব্যাধির ভেষজ পঞ্চবাণ (মদন)। যদিও (সেই) কলাবতী পীযূষ পান করে, (তথাপি) তোমার দর্শন বিনা তিলমাত্র বাঁচিবে না।

[৩৬] মাধব, তাহাকে কি বলিব? তোমার গুণে লুব্ধা (হইয়া) রাই মুগ্ধা (মোহগ্রস্তা, জ্ঞানশূন্যা) হইল। (তাহার) তনুতে মলিন জীর্ণ বসন, করতলে (মুখরূপ) কমল, চক্ষে নীর (অশ্রুধারা) বিগলিত হইতেছে। তাহার বক্ষের উপর কৃষ্ণবর্ণ বেণী, যেন কমলকোষে কালী নাগিনী। কোন সখী (তাহার) নিশ্বাস (পড়িতেছে কি না) পরীক্ষা করিয়া দেখে, কেহ নলিনীদলে বাতাস করে। কেহ বলে হরি আসিল; (অমনি সে তোমার) চির-পরিচিত নাম স্মরণ করিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বিদ্যাপতি কবি গাহিতেছেন—(শ্রীরাধার) নিজ সখী (শ্রীকৃষ্ণকে) শ্রীরাধার বিরহ-বেদনার গুরুত্ব বুঝাইতেছে।

মিলন

এক

পহিলহি রাধা মাধব ভেট।
চকিতহি চাহি বয়ন করু হেট॥
অনুনয় কাকু করতহি কানু।
নবীন রমনি ধনি রস নহি জান॥
হেরি হরি নাগর পুলকিত ভেল।
কাঁপি উঠু তনু, সেদ বহি গেল॥
অথির মাধব ধরু রাহিক হাথ।
করে কর বাধি ধর ধনি মাথ॥
ভনই বিদ্যাপতি নহি মন আন।
রাজা সিবসিংঘ লখিমা পরমান॥ ৩৭॥

দুই

একে অবলা অরু সহজহি ছোটি।
কর ধরইত করুনা কর কোটি॥
আকম নামে রহএ হিঅ হারি।
করিবর তলহি খসলি পাঞোনারি॥
নয়ন নীর ভরি নহি নহি বোল।
হরি ডরে হরিন জইসে জিব ডোল॥
কৌসলে কুচ কোরক করে লেল।
মুখ দেখি তিরিবধ সংসঅ ভেল॥
বারি বিলাসিনি বেসনী কানু।
মদন কউতুকিয়া ধীর নহি মান॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ মুরারি।
অতি রতি হঠে নাহি জীবএ নারি॥ ৩৮॥

তিন

সখি পরবোধি সয়নতল আনি।
পিয় হিয় হরখি ধএল নিজ পানি॥
ছুঅইত বালি মলিন ভৈ গেলি।
বিধু কোর মলিন কুমুদিনি ভেলি॥
নহি নহি কহই নয়ন ঝর লোর।
সুতি রহলি রাহি সয়নক ওর॥
আলিঙ্গএ নীবিবন্ধ বিনু ভোরি।
কর কুচ পরস সেহ ভেল থোরি॥
আঁচর লেই বদন পর ঝাঁপ।
থির নহি হোঅই থর থর কাঁপ॥
ভনই বিদ্যাপতি ধৈরজ সার।
দিন দিন মদনকে হোয় অধিকার॥ ৩৯॥

---

[৩৭] মাধবের সহিত রাধা প্রথম মিলিতা হইল, (এবং) চকিতে চাহিয়া বদন হেট করিল। কানাই অনুনয় ও কাকুতি করিতে লাগিল; (কিন্তু) নবীনা রমণী ধনী রস জানে না। (তাহাকে) দেখিয়া নাগর হরি পুলকিত হইল, তনু কাঁপিয়া উঠিল (এবং) স্বেদ বহিয়া গেল। (স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চ ইত্যাদি সাত্ত্বিক ভাব লক্ষণ) অস্থির মাধব রাধার হাত ধরিল। ধনী (নিজের) করে মাধবকে বাধা দিয়া (তাহার হাত) মাথায় ধরিল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—মনে অন্য নাই (অর্থাৎ অনিচ্ছা নাই)। রাজা শিবসিংহ লছিমাদেবী প্রমাণ।

[৩৮] (নায়িকা রাধা) একে অবলা (বলহীনা) তাহাতে আবার সহজেই ছোট। (অল্পবয়সী) নায়ক (শ্রীকৃষ্ণ) কর ধরিতেই কোটি করুণা (কাতর অনুনয়) করে। অঙ্কের নামেই (অর্থাৎ কোলে তুলিবার উদ্যম করিতেই) হৃদয় হারাইয়া (অর্থাৎ ভয়ে অবসন্ন হইয়া) রহে, যেন করিবর-তলে (হস্তীর পদতলে) পদ্মনাল পড়িল। নয়নে নীর ভরিয়া (সজল-চক্ষে) না না বলে। হরির (সিংহের) ভয়ে হরিণীর যেরূপ (সেইরূপ তাঁহার) প্রাণ কাঁপিতে থাকে। হরি কৌশলে রাধার কুচ-কোরক করে লইল, তাহার মুখ দেখিয়া স্ত্রীবধের সংশয় হইল। বিলাসিনী রাধা বালিকা, কানাই প্রাপ্তবয়স্ক। কৌতুকী মদন ধৈর্য্য মানে না। (বিলম্ব সহে না) বিদ্যাপতি বলিতেছেন—মুরারি, শোন, রতি-হঠে (বলপ্রয়োগে কৃত রতিতে) নারী বাঁচে না।

[৩৯] সখী প্রবোধ দিয়া শয্যাতলে আনিল। হরষিত-হৃদয়ে প্রিয় (তাহাকে) নিজ হাতে ধরিল। ছুঁইতেই বালিকা মলিন হইয়া গেল, (যেন) বিধু কোলে (চাঁদের কোলে) কুমুদিনী মলিন হইল। 'না না' বলে (আর) নয়নে জল ঝরে। রাই শয্যার প্রান্তে শুইয়া রহিল। (নায়ক শ্রীকৃষ্ণ) নীবিবন্ধ না খুলিয়াই বিভোর হইয়া আলিঙ্গন করিল; করে কুচ-স্পর্শ, সেও অল্প হইল। (রাই) আঁচল লইয়া বদনের উপর ঢাকা দিল। স্থির হইতে পারিল না, থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—ধৈর্য্যই সার, দিনে দিনে মদনের অধিকার হয়।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

এক

এ হরি বলে জদি পরসবি মোয়।
তিরিবধ পাতক লাগএ তোয়॥
তুহু রস আগর নাগর ঢীঠ।
হম না বুঝিএ রস তীত কি মীঠ॥
রস পরসঙ্গ উঠও মঝু কাঁপ।
বানে হরিনি জনি কএলহি ঝাঁপ॥
অসময় আস ন পূরএ কাম।
ভল জন ন কর বিরস পরিনাম॥
বিদ্যাপতি কহ বুঝলহু সাঁচ।
ফলহু ন মীঠ হোঅএ কাঁচ॥ ৪০॥

দুই

নিবিবন্ধন হরি কিএ কর দূর।
এহো পএ তোহর মনোরথ পূর॥
হেরনে কওন সুখ ন বুঝ বিচারি।
বড় তুহু ঢীঠ বুঝল বনমারি॥
হমর সপথ জেঁ হেরহ মুরারি॥
লহু লহু তব হম পারব গারি॥
বিহর সে রহসি হেরনে কোন কাম।
সে নহি সহবহি হমর পরান॥
কহাঁ নহি সুনিএ এহন পরকার।
করএ বিলাস দীপ লএ জার॥
পরিজন সুনি জনি তেজব নিসাস।
লহু লহু রমহ পরিজন পাস॥
ভনই বিদ্যাপতি এহো রস জান।
নৃপ সিবসিংঘ লখিমা পরমান॥ ৪১॥

সখীর উক্তি

এক

উঠ উঠ মাধব কি সুতসি মন্দ।
গহন লাগ দেখু পুনিমক চন্দ॥
হার রোমাবলি জমুনা গঙ্গ॥
ত্রিবলি ত্রিবেনী বিপ্র অনঙ্গ॥
সিন্দুর তিলক তরনি সম ভাস।
ধুসর মুখ সসি নহি পরগাস॥
এ হেন সময় পুজহ পাঁচবান।
হোঅ উগরাস দেহ রতিদান॥
পিক মধুকর পুর কহইত বোল।
অলপও অবসর দান অতোল॥
বিদ্যাপতি কবি এহো রস ভান।
রাএ সিবসিংঘ সব রসক নিধান॥ ৪২॥

---

৪০ হে হরি যদি বলপূর্ব্বক আমাকে স্পর্শ কর, (তাহা হইলে) তোমাকে স্ত্রীবধের পাতক লাগিবে। তুমি রসে অগ্রণী (রসিকশ্রেষ্ঠ), ধৃষ্ট (নির্ভয়, নির্লজ্জ ও শঠ) নাগর। আমি বুঝি না রস তিক্ত কি মিষ্ট। রস-প্রসঙ্গে আমার কম্পন উঠে, যেন বাণে (বাণাঘাতে) হরিণী ঝাঁপ (ঝম্প-প্রদান) করিয়াছে। অসময়ে আকাঙ্ক্ষার কামনা পূর্ণ হয় না। ভাল লোকে পরিণাম-বিরস (কাজ) করে না (অর্থাৎ এমন কোন কাজ করে না যাহার পরিণাম রসহীন, আনন্দশূন্য)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—সাচ্চা (সত্য) বুঝিলাম, কাঁচা ফল মিষ্ট হয় না।

৪১ হরি, নীবিবন্ধন কিজন্য দূর করিতেছ? এইরূপেই (অর্থাৎ নীবিবন্ধন না খুলিয়াই) তোমার মনোরথ পূর্ণ কর। দেখিয়া কি সুখ, (তাহা) বিচার করিয়া বুঝি না। বনমালী, বুঝিলাম তুমি বড় ধৃষ্ট (নির্লজ্জ)। মুরারি, আমার শপথ (তুমি যেন দেখিও না), যদি দেখ তবে আমি আস্তে আস্তে গালি পাড়িব। গোপনে বিহার কর, দেখার কাজ কি? তাহা আমার প্রাণ সহ্য করিবে না। এ প্রকার কোথাও শুনি নাই (যে), প্রদীপ জ্বালিয়া লইয়া বিহার করে। পরিজন যেন শুনিতে পায় না এইরূপ নিঃশ্বাস ত্যাগ কর। আস্তে আস্তে রমণ কর, (কারণ) পরিজনেরা পাশেই (আছে)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—লছিমা-রমণ (লছিমাদেবীর পতি) রাজা শিবসিংহ এই রস জানেন।

৪২ মাধব, উঠ উঠ, শুইয়া রহিয়াছ কেন? এখন শুইয়া থাকা সমীচীন নহে। দেখ (রাধার সন্মুখ-রূপ) পূর্ণিমার চন্দ্রে গ্রহণ লাগিয়াছে (অর্থাৎ প্রথম মিলনের জন্য সমাগতা রাধার মুখ মলিন হইয়াছে)। (তাহার) হার ও রোমাবলি গঙ্গা ও যমুনা (অর্থাৎ তাহার মুক্তাহার শ্বেতবর্ণ গঙ্গাধারার ন্যায় এবং রোমাবলি কৃষ্ণবর্ণ যমুনা-প্রবাহের ন্যায়), (তাহার) ত্রিবলি ত্রিবেণী (অর্থাৎ তাহার ত্রিবলি যেন গঙ্গা-

দুই

বালা রমনী রমনে নহি সুখ।
অন্তরে মদন দিগুন দেই দুখ॥
সব সখি মেলি সুতায়ল পাস।
চমকি চমকি ধনি ছাড়য়ে নিসাস॥
করইত কোরে মোড়ই সব অঙ্গ।
মন্ত্র না সুন জনু বাল ভুজঙ্গ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ মুরারি।
তুহু রস সাগর মুগধিনি নারী॥ ৪৩॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

তিন

সুরত নিকুঞ্জ বেদি ভলি ভেলি
জনম গেঁঠি দুহু মানস মেলি।
কামদেব করু কন্যাপ্রদান
বিধি মধুপরক অধর মধুপান।
ভল ভেল রাধে ভেল নিরবাহ
পানি গহন বিধি বোধ বিবাহ।
উজর এপন মুকুতাহার
নয়ন নিবেদল বন্দনভার।
পীন পয়োধর পূরহর ভেল
কলস ঝাপস নব পল্লব দেল।
ভনই বিদ্যাপতি রসময় রীতি
রাধা মাধব উচিত পিরীতি॥ ৪৪॥

সখীশিক্ষা

এক

সে অতি নাগর তঞে সব সার।
পসরও মল্লিকা পেম পসার॥
জোবন নগরি বেসাহব রূপ।
ততে মূল ইহহ জতে সরূপ॥
সাজনি রে হরি রস বনিজার।
গোপ ভরমে জনু বোলহ গমার॥
বিধিবসে অধিক কর জনু মান।
সোরহ সহস গোপীপতি কাহ্নু॥
তোহ হুনি উচিত রহত নাহি ভেদ।
মনমথ মধথে করব পরিছেদ॥ ৪৫॥

যমুনার মিলন-ক্ষেত্র ত্রিবেণী-তীর্থ), (এবং) অনঙ্গ বিপ্র (পুরোহিত-ব্রাহ্মণ)। (তাহার) সিন্দুর-তিলক তরণি-সম (সূর্য্যের মত) দীপ্ত রহিয়াছে। (তাহার) ধূসর মুখশশীর প্রকাশ নাই (অর্থাৎ তাহার মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে, যেন গ্রহণ লাগায় চন্দ্রের দীপ্তি লোপ পাইয়াছে)। এহেন সময়ে (তুমি) পঞ্চবাণকে (মদনকে) পূজা কর, (রাধাকে) রতিদান কর, মুখচন্দ্রের গ্রাসমুক্তি হউক (অর্থাৎ এরূপ সময়ে তুমি রাধাকে রতিদান কর, তাহা হইলে সম্ভোগের আনন্দে তাহার মুখের মালিন্য দূরীভূত হইবে)। পিক ও মধুকর পূর্ণস্বরে ধ্বনি করিতেছে। অবসর অল্প, দান অতুল্য (অর্থাৎ এই সুযোগ স্বল্পকালস্থায়ী, কারণ গ্রহণ দীর্ঘকাল থাকে না, অথবা রাধাকে গোপনে আনা হইয়াছে, বেশী সময় রাখা হইবে না; এই অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ অতুলনীয় দান—গ্রহণোপলক্ষে দান বা রতিদান—সম্পন্ন করিতে হইবে)। বিদ্যাপতি কবি এই রস জানেন। রাজা শিবসিংহ সকল রসের আধার।

৪৩ বালিকা রমণীর সঙ্গে রমণে সুখ নাই; মদন অন্তরে দ্বিগুণ দুঃখ দেয়। সব সখী মিলিয়া (তাহাকে) পাশে শোয়াইল। ধনী চমকাইয়া চমকাইয়া নিশ্বাস ছাড়ে, কোলে করিতেই অঙ্গ মোড়াইয়া লয়, যেন বাল-ভুজঙ্গ (সর্পশিশু ওঝার) মন্ত্র শোনে না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—মুরারি, শুন, তুমি রস-সাগর, নারী মুগ্ধা (যাহার কাম বা রতিস্পৃহা অল্প অথচ নায়কের প্রতি অনুরক্তা এরূপ সরলস্বভাবা নায়িকা)।

৪৪ সুরভিত নিকুঞ্জ (বিবাহের) ভাল বেদী হইল। দুইজনের মানসমিলন জন্মের মত গ্রন্থিবন্ধন (গাঁট ছড়া) হইল। কামদেব কন্যা সম্প্রদান করিলেন। অধর-মধুপান মধুপর্ক-বিধি হইল (অর্থাৎ অধরসুধাপান-দ্বারা মধুপর্কের নিয়ম পালিত হইল)। রাধে, পাণিগ্রহণ-বিধিতে (পাণিগ্রহণের নিয়মে অর্থাৎ নায়ক-কর্ত্তৃক নায়িকার কর গ্রহণ দ্বারা) বিবাহ-বোধ নির্ব্বাহ হইল, (ইহা) ভালই হইল। মুক্তাহার উজ্জ্বল আলিম্পন (হইল)। নয়ন বন্দনাভার নিবেদন করিল (অর্থাৎ চক্ষুদ্বারা বন্দনভার নিবেদন নিষ্পন্ন হইল)। পীন পয়োধর পূর্ণ কলস হইল; কলস ঢাকিবার জন্য (কররূপ) নবপল্লব দিল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—(এই) রসময় রীতি রাধা-মাধবের প্রীতির উচিত (যোগ্য রীতি)।

৪৫ সে অতি (অতিশয়) নাগর (রসিক), তুমি সকলের সার। মল্লিকা, প্রেম-পসরা প্রসারিত কর।

দুই

খনরি খন মহঘি ভই কিছু অরুন নয়ন কই
কপটে ধরি মান সম্মান লেহী।
কনয় জয়ঁ পেম কসি পুনু পলটি বাঙ্ক হসি
আধি সয়ঁ অধর মধুপান দেহী॥

(অরেরে)
ইন্দুমুখি অঢ়ন কর পিয়হৃদয়খেদহর
কুসুম রস রঙ্গ সংসারসারা॥

বচনে বস হোসি জনু সসরি ভিন হোইহ তনু
সহজে বরু ছাড়ি দেহ সয়নসীমা।
প্রথমে রসভঙ্গ ভেলে লোভে মুখ সোভ গেলে
বাঁধি ভুজপাস পিয় ধরব গীমা॥

জদি নয়ন কমলবর মুকুলকের কান্তিধর
খর নখর ঘাত কই সেহে বেলা।
পরম পদ লাভসম মোদে চির হৃদয় রম
নাগরী সুরতসুখ অমিয় মেলা॥

সরস কবি সুরস ভনে চারুতর চতুরপনে
নারি আরাহিঅই পঞ্চবানা।
সকল জন সুজনগতি রানি লখিমাক পতি
রূপনরাএন সিবসিংঘ জানা॥ ৪৬॥

তিন

শুন শুন সুন্দরি হিত উপদেশ।
হাম শিখাওব বচন বিশেষ॥
পহেলহি বৈঠবি সয়নক সীম।
আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম॥
জব পিয় পরসই ঠেলবি পানি।
মৌন করবি কিছু না কহবি বানি॥
জব পিয় ধরি বলে লেঅব পাস।
নহি নহি বোলবি গদ গদ ভাষ॥
পিয় পরিরম্ভনে মৌরবি অঙ্গ।
রভস সময় পুন দেওবি ভঙ্গ॥
ভনহি বিদ্যাপতি কি বোলব হাম।
আপহি গুরু হই শিখায়ব কাম॥ ৪৭॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

যৌবন-নগরীতে রূপের বেসাতি করিবে; ইহার যেমন স্বরূপ তেমনি মূল্য (অর্থাৎ ইহার নিজস্ব যোগ্যতা বা মর্য্যাদার অনুরূপ মূল্য পাইবে)। হে সজনি, হরি রসের বণিক্, (তাহাকে) যেন গোপ-ভ্রমে গমার (গ্রাম্য অর্থাৎ অসভ্য গোঁয়ার) বলিও না। বিধিবশে (প্রেয়সীকে মান করিতে হয় এই রীতি রক্ষা করিতে গিয়া) যেন অধিক মান করিও না। (মনে রাখিও) কানাই ষোড়শ সহস্র গোপীর পতি। তোমাতে তাহাতে ভেদ (দ্বন্দ্ব) থাকা উচিত নয়। মন্মথ মধ্যস্থ থাকিয়া পরিচ্ছেদ (সীমা অবসান) করিবে (অর্থাৎ মান দূর করিয়া মিলন ঘটাইবে)।

[৪৬] ক্ষণকালের জন্য মহার্ঘ (দুর্লভ) হইয়া, কিছু অরুণ-নয়ন করিয়া (অর্থাৎ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া), কপট মান ধরিয়া (মানের ছলনা করিয়া) সম্মান (বিশেষরূপ আদর) লইও। কনক যেমন (তেমনি করিয়া) প্রেম কষিয়া (অর্থাৎ সোনা যেমন করিয়া পরীক্ষা করে, সেইরূপ প্রেম পরীক্ষা করিয়া), পুনরায় ফিরিয়া বঙ্কিম হাসিয়া, অর্দ্ধেক অধর হইতে মধুপান (করিতে) দিও। ওহে ইন্দুমুখি, নিজের মূল্য বৃদ্ধি কর, (মান বাড়াইও) (অথচ) প্রিয়ের হৃদয়-খেদ হরণ করিও। কুসুমশরের (মদনের এইরূপ) রঙ্গ সংসারের সার। বচনে যেন বশ হইও না, সরিয়া ভিন্নতনু হইও (অর্থাৎ যাহাতে অঙ্গে অঙ্গে স্পর্শ না হয় এমনভাবে সরিয়া যাইও), বরং সহজে শয়ন-সীমা (শয্যাপ্রান্ত) ছাড়িয়া দিও। প্রথমে রসভঙ্গ হইলে, লোভে মুখশোভা গেলে (অর্থাৎ লোভপরবশ নায়কের চুম্বন-চেষ্টার ফলে তোর মুখের প্রসাধন মুছিয়া গেলে), প্রিয় (জোর করিয়া) ভুজপাশে বাঁধিয়া (তোর) গ্রীবা ধারণ করিবে। যদি (তোর) নয়নকমলবর মুকুলের কান্তি ধরে (অর্থাৎ আবেশে চক্ষু দুইটি ঈষৎ বিকশিত পদ্মের ন্যায় অর্দ্ধ-নিমীলিত হয়), (তাহা হইলে) সেই সময় (নায়ক) খর-নখরে-আঘাত করিবে। হে নাগরি, পরমপদ-লাভ-সম আনন্দে চিরকাল হৃদয় নন্দিত (আনন্দ-সম্ভোগ) কর, সুরত-সুখ অমৃত উৎসব। সরস কবি (এই) সুরস বর্ণনা করিতেছেন; হে নারি, চারুতর চতুরপনার সহিত পঞ্চবাণকে (মদনকে) আরাধনা কর। সকল সুজন জনের গতি, রাণী লছিমার পতি রূপনারায়ণ শিবসিংহ এ রস জানেন।

[৪৭] সুন্দরি শোন, হিত উপদেশ শোন। আমি তোমাকে বিশেষ বচন শিখাইব। প্রথমে শয়নের সীমায় (শয্যাপ্রান্তে) বসিবে (এবং) বঙ্কিম-গ্রীবায় অর্দ্ধেক দেখিবে (অর্থাৎ আড়চোখে চাহিবে)। প্রিয় যখন স্পর্শ করিবে, (তাহার) হাত ঠেলিয়া দিবে। মৌন (বাকসংযম) করিবে, কিছু কথা কহিবে না।

চার

সখি অবলম্বনে চলবি নিতম্বিনি
থভবি থম্ভ সমীপে।
জব হরি করে ধরি কোর বইসাওব
আঁচরে চোরায়বি দীপে॥
সখি মান ন রহত উদাসে।
সত সম্ভসে ন বচন পরগাসব
জেহন কৃপন অসোয়াসে॥
লহু লহু হসি হসি মুহু মুখ মোড়বি
দসন দেখাওব হাসে।
বদন আধ বিনু সাধ ন পুরব
কুচ দরসাওব পাসে॥
বহুবিধ আদরে পহুক কাতর লখি
বৈমুখী বইসব বামে।
করে কর ঠেলব আলিঙ্গন বারব
সেজ তেজি বইসব ঠামে॥
করে কর জোরি মোরি তনু উঠব
অম্বর সম্বরি পীঠে।
ভনই বিদ্যাপতি উতকট সংকট
উপজায়ব তুহু দীঠে॥ ৪৮॥

পাঁচ

হমর বচন সুন সাজনি।
মান করবি আদর জানি॥
জব কিছু পিয় পুছব তোয়।
অবনত মুখ রহবি গোয়॥
জব পরিহরি চলএ চাহি।
কুটিল নয়ানে হেরবি তাহি॥
জব কিছু দেখ আদর থোর।
ঝাঁপি দেখাওবি কুচক ওর॥
বচন কহবি কাঁদন মাখি।
মান করবি আদর রাখি॥
জব করে ধরি নিকট আনি।
উহু উহু কএ কহবি বানি॥
ভন বিদ্যাপতি সোই সে নারি।
মানক পিরিতি রাখিঅ পারি॥ ৪৯॥

ছয়

সুন সুন মুগধিনি মঝু উপদেস।
হাম সিখায়ব চরিত বিসেস॥

যখন প্রিয় ধরিয়া সবলে পার্শ্বে লইয়া আসিবে, (তখন) গদ্‌গদ-ভাষায় না না বলিবে। প্রিয়ের পরিরম্ভণে (আলিঙ্গনে) অঙ্গমোড়া দিবে। পুনরায় রভস-সময়ে (সম্ভোগ-কালে) ভঙ্গ দিবে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—আমি কি বলিব? কাম আপনি গুরু হইয়া (সমস্ত) শিক্ষা দিবে।

[৪৮] হে নিতম্বিনি, সখী-অবলম্বনে চলিবে। (শয়নগৃহে প্রবেশ পথে) থমকাইয়া স্তম্ভের সমীপে দাঁড়াইবে। যখন হরি করে ধরিয়া কোলে বসাইবে, আঁচলে দীপ ঢাকিবে। সখি, উদাসীন রহিলে মান থাকে না। কৃপণ যেমন আশ্বাসে (সহজে আশ্বাস-দান করে না), (সেইরূপ) শত সম্ভাষণেও বচন প্রকাশ করিবে না (কথা বলিবে না)। লঘু লঘু (মৃদু মৃদু) হাসিয়া হাসিয়া বারবার মুখ ফিরাইবে, হাসিতে দশন দেখাইবে। অর্দ্ধবদন ভিন্ন, (সম্পূর্ণ বদন দেখাইয়া) সাধ পূর্ণ করিবে না; কুচ দেখাইবে পার্শ্বে (অর্থাৎ কুচের পার্শ্বদেশমাত্র দেখাইবে)। বহুবিধ আদরে প্রভুকে কাতর লক্ষ্য করিয়া বিমুখী হইয়া বামে বসিবে (অর্থাৎ যখন দেখিবে প্রভু নানাপ্রকারে আদর করিয়া কাতর হইয়াছেন, তখন মুখ ফিরাইয়া তাহার বামে বসিবে)। করে কর ঠেলিবে; আলিঙ্গন নিবারণ করিবে; শয্যা ত্যাগ করিয়া মাটিতে বসিবে। করে কর জুড়িয়া, অঙ্গ মুড়িয়া পৃষ্ঠদেশে বস্ত্র সংবরণ করিয়া উঠিবে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—তুমি দৃষ্টিতে উৎকট সংকট সৃষ্টি করিবে।

[৪৯] সজনি, আমার বচন শুন। আদর জানিয়া (আদর পাইবে ইহা নিশ্চিত জানিয়া অথবা আদরের [illegible] বুঝিয়া) মান করিবে। প্রিয় যখন তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে, অবনত হইয়া মুখ [illegible] রহিবে। যখন ছাড়িয়া যাইতে চাহিবে, কুটিল-নয়নে তাহাকে দেখিবে। যখন আদর কিছু [illegible] দেখিবে, তখন ঢাকিয়া (ঢাকিবার ছলে) কুচপ্রান্ত দেখাইবে, কাঁদন মাখিয়া বচন কহিবে। আদর ([illegible]) রাখিয়া মান করিবে। যখন (নায়ক) করে ধরিয়া নিকটে আনিবে, তখন উহু উহু করিয়া ([illegible]) কথা কহিবে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—সেই তো নারী যে মানের (সহিত) প্রীতি [illegible] পারে।

পহিলহি অলকাতিলকা করি সাজ।
বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ॥
জাওবি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ।
দূরে রহবি জনি বাত বিভঙ্গ॥
সজনি পহিলহি নিঅরে না জাবি।
কুটিল নয়নে ধনি মদন জাগাবি॥
ঝাপবি কুচ দরসায়বি কন্দ।
দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিক বন্ধ॥
মান করবি কছু রাখবি ভাব।
রাখবি রস জনু পুন পুন আব॥
ভনই বিদ্যাপতি প্রেমক ভাব।
জো গুনবন্ত সোই ফল পাব॥ ৫০॥

(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতী

এক

বালি বিলাসিনি জতনে আনলি
রমন করব রাখি।
জৈসে মধুকর কুসুম ন তোড়
মধু পিব মুখ মাখি॥
মাধব—করব তৈসনি মেরা।
বিনু হকারেও সুনিকেতন
আবএ দোসরি বেরা॥

সিরিস কুসুম কোমল ও ধনি
তোহহু কোমল কাহ্ন।
ইঙ্গিত উপর কেলি জে করব
জে ন পরাভব জান॥
দিনে দিনে দুন পেম বঢ়াওব
জৈসে বাঢ়সি সসী।
কৌতুকহু কিছু বাম ন বোলব
নিঅর জাউবি হসী॥ ৫১॥

দুই

প্রথম সমাগম ভুখল অনঙ্গ।
ধনি বল জানি করব রতিরঙ্গ॥
হঠ নহি করবে আইতি পাএ।
বড়েও ভুখল নহি দুহু কর খাএ॥
চেতন কাহ্ন তোঁহহি যদি আখি।
কে নহি জান মহতে নত হাথি॥
তুঅ গুন গন কহি কত অনুবোধি।
পহিলহি সবহি আনল পরবোধি॥
হঠ নহি করব রতি পরিপাটি।
কোমল কামিনি বিঘটতি সাটি॥
জাবে রভস সহ তাবে বিলাস।
বিমতি বুঝিঅ জয় ন জাএব পাস॥
ধসি পরিহরি নহি ধরবিএ বাহু।
উগিলল চাঁদ গিলএ জনি রাহু॥
ভনই বিদ্যাপতি কোমল কাঁতি
কোমল সিরিস সুমন অলি ভাঁতি॥ ৫২॥

---

[৫০] শোন মুগ্ধা, আমার উপদেশ শোন। আমি তোমাকে বিশেষ চরিত (আচরণ) শিখাইব। প্রথম অলকা-তিলকায় সাজিবে; বঙ্কিম লোচনে কাজল শোভা পাইবে। সকল অঙ্গ বসনে ঢাকিয়া যাইবে। দূরে রহিবে, যেন বাত-বিভঙ্গ (অর্থাৎ বাক্যবিনিময়, কথাবার্ত্তা) না হয়। সজনি, প্রথমে নিকটে যাইবে না। ধনি, কুটিল নয়নে (অর্থাৎ কটাক্ষে চাহিয়া) মদন জাগাইবে। কুচ ঢাকিবে, (কিন্তু ছলে) কুচমূল দেখাইবে। নীবির বন্ধন দৃঢ় করিয়া বান্ধিবে। মান করিবে, (অথচ) কিছু ভাব রাখিবে। রস রাখিবে, যেন পুনঃ পুনঃ আসে। বিদ্যাপতি প্রেমের ভাব বর্ণনা করিতেছেন, যে গুণবান্ সেই-ই ফল পাইবে।

[৫১] বিলাসিনী বালাকে যত্ন করিয়া আনিলাম। মধুকর যেমন কুসুম ভাঙ্গে না, মুখে মাখিয়া মধু পান করে, (তুমিও ইহাকে সেইরূপ) রাখিয়া (রক্ষা করিয়া) রমণ করিবে। মাধব, সেইরূপ মিলন করিবে, (যাহাতে) বিনা আহ্বানে দ্বিতীয় বার (তোমার) সুনিকেতনে আসে। ঐ ধনী শিরীষ-কুসুম-কোমলা, কানাই, তুমিও কোমল। ইঙ্গিতের উপর কেলি করিবে, যেন পরাভব জানিতে না পারে। শশী (শুক্লপক্ষের চন্দ্র) যেমন বাড়ে, (সেইরূপ) দিনে দিনে দ্বিগুণ প্রেম বাড়াইবে। কৌতুকেও কিছু বাম (কোন বিরূপ কথা) বলিবে না, (এবং) হাসিয়া হাসিয়া নিকটে যাইবে।

[৫২] প্রথম মিলন, (সুতরাং) অনঙ্গ ক্ষুধার্ত্ত। (তথাপি) ধনীর বল বুঝিয়া রতিরঙ্গ করিবে। আরম্ভে

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংদৌত্য

ভৌঁহ লতা বড় দেখিঅ কঠোর।
অঞ্জনে আঁজি হসি গুন জোর॥
সায়ক তীখ কটাখ অতি চোখ।
ব্যাধ মদন বধই বড় দোখ॥
সুন্দরি সুনহ বচন মন লাএ।
মদন হাথ মোহি লেহ ছড়াএ॥
সহএ কে পার কাম পরহার।
কত অভিভব হো কী পরকার॥
এহি জগ তিনিহু বিমল জস লেহ।
কুচজুগ সম্ভু সরন মোহি দেহ॥ ৫৩॥

শ্রীরাধার স্বয়ংদৌত্য

এক

সগর সংসারক সারে।
অছএ সুরত রস হমর পসারে॥
ছুই জনু হলহ কহ্নাই।
আরতি মান ন হলিঅ নরাই॥
দূরহি রহও মোরি সেবা।
পহিল পড়এাক উধারি ন দেবা॥
হৃদয় হার মোর দেখী।
লোভে নিকট নহি হোএব বিসেখী॥
মিলত উচিত পরিপাটী।
মধথ মনোজ ঘরহি ঘর সাটী॥
বিদ্যাপতি কহ নারী।
হরি সয়ঁ কৈসন রোক উধারী॥ ৫৪॥

দুই

কুঞ্জভবন সঁ চলিভেলি হে
রোকলি গিরিধারী।
একহি নগর বসু মাধব হে
জনু কর বটবারী॥
ছাড়ু কহ্নাইয়া মোর আঁচর হে
ফাটত নব সারী।
অপজস হোএত জগ ভরি হে
জনু করিঅ উঘারী॥

পাইয়া হঠ (বলপ্রকাশ) করিবে না; অতিশয় ক্ষুধার্ত্তও দুই হাতে খায় না। কানাই তোমার যদি চতুরতা থাকে, (বুঝিবে) কে না জানে মাহুতের নিকট হাতী নত থাকে। (অর্থাৎ মাহুত যেমন কৌশলে হাতী বশ করে, তুমি তেমনই কৌশলে রাধাকে বশ করিও)। তোমার গুণের কথা কহিয়া কত বুঝাইয়া এই প্রথম তাহাকে প্রবোধ দিয়া আনিলাম। হঠ (বলপ্রকাশ) নয়, পরিপাটী রতি করিবে। (নতুবা) কোমলা কামিনীর শাস্তি ঘটিবে। যতক্ষণ রভস (কেলি) সহে, ততক্ষণ বিলাস (করিবে)। যেমনি অসম্মতি বুঝিবে, পাশে যাইবে না। যেমন রাহু উদ্‌গীর্ণ চন্দ্রকে গ্রাস করে না, (তেমনি তুমি) ছাড়িয়া দিয়া (পুনরায়) বেগে ধাবিত হইয়া (তাহার) বাহু ধরিবে না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—কোমল-কান্তি শিরীষ ফুলকে অলি যেমন,—উপভোগ করে তুমিও তেমনি কৌশলে উপভোগ করিবে।

[৫৩] ভ্রূলতা বড় কঠোর দেখিতেছি, (আঁখি) অঞ্জনে সাজাইয়া হাসিয়া গুণ জুড়িয়াছে। (তোমার) অতি চোখা (অত্যন্ত তীক্ষ্ণ) কটাক্ষ (যেন) তীক্ষ্ণ শায়ক; (তাহা দ্বারা) ব্যাধ মদন (আমাকে) বধ করিতেছে—(ইহা তাহার) বড় দোষ। সুন্দরি, মন লাগাইয়া (আমার) বচন শুনে, মদনের হাত হইতে আমাকে ছাড়াইয়া লও। কামের-প্রহার কে সহ্য করিতে পারে? কত অভিভব (পরাজয়) হয়, (ইহার) প্রকার (উপায় বা প্রতীকার) কি? এই তিন জগতে বিমল যশ লও, কুচযুগল (রূপ) শম্ভুর শরণ আমাকে লইতে দাও।

[৫৪] সকল সংসারের সার সুরত-রস আছে আমার পসারে (ডালিতে)। কানাই, যেন ছুঁইয়া ফেলিও না। প্রার্থনা করিতেছি—(তাহা ঠেলিয়া) ফেলিয়া দিও না, নষ্ট করিও না। দূর হইতেই আমার সেবা (প্রণাম) রহিল। প্রথম বিক্রয়ের (দ্রব্য) ধারে দিব না। আমার হৃদয়ের হার দেখিয়া লোভে বিশেষ নিকটস্থ হইও না। পরিপাটি মিলনই উচিত। (অন্যথায়) মধ্যস্থ মদন ঘরে ঘরেই শাস্তি দেয়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—হে নারি, হরির সঙ্গে রোক (নগদ) বা ধার কিরূপ?

সঙ্গক সখি আগুআইলি রে
হম একসরী নারী।
দামিনি আয় তুলাইলি হে
এক রাতি অন্ধারী॥
ভনহি বিদ্যাপতি গাওল হে
সুনু গুনমতি নারী।
হরিক সঙ্গে কিছু ডর নহি' হে
তুহে পরম গমারী॥ ৫৫॥

তিন

পহিল পসার সংসার সার রস
পরহোঁক পহিল তোহার হে।
হঠে আঁচর মোর ফেরি ন হলবে রবে'
রস ভএ জাএত উঘার হে॥
এ হরি এ হরি আরতি পরিহরি
হঠ ন করিঅ পহু বাট হে।
জেহে বেসাহল সে কি বেসাহব
উচিত মনোভব হাট হে॥
কাঞ্চনে গঢ়ল পয়োধর সুন্দর
নাগর জীবন অধার হে।
ছুইত রতন তুল ন রহ অধিক মূলে
কিনহি ন পার গমার হে॥

ভনই বিদ্যাপতি সুন হে সুচৈতনি
হরি সয়' কইসন সমান হে।
কপট তেজিকহু ভজহ জে হরি সঞো
অন্ত কাল হোঅ ঠাম হে॥ ৫৬॥

শ্রীকৃষ্ণের রসোদ্গার

করে কর ধরি জে কিছু কহল
বদন বিহসি থোর।
জৈসে হিমকর মৃগ পরিহরি
কুমুদ কয়ল কোর॥
রামা হে সপতি করহু তোর।
সোই গুনবতি গুন গনি গনি
না জানি কি গতি মোর॥
গলিত বসন লুলিত ভুসন
ফুয়ল কবরি ভার।
আহা উহু করি জে কিছু কহল
তাহা কি বিছুরি পার॥
নিভৃত কেতনে হরল চেতনে
হৃদয়ে রহল বাধা।
ভন বিদ্যাপতি ভালে সে উমতি
বিপতি পড়ল রাধা॥ ৫৭॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

---

[৫৫] কুঞ্জ-ভবন হইতে চলিয়া যাইতেছিলাম, গিরিধারি (পথে) আটকাইলে! হে মাধব, একই নগরে বাস কর, যেন বাটপাড়ি (বাটোয়ারী) করিও না। কানাই, আমার আঁচল ছাড়, নূতন শাড়ি ফাটিতেছে (ছিঁড়িয়া যাইতেছে)। জগৎ ভরিয়া অপযশ হইবে—যেন বিবস্ত্রা করিও না (অথবা উদ্ঘাটিত অর্থাৎ লোকমাঝে গুপ্তপ্রেম জানাজানি করিও না)। সঙ্গের সখী আগাইয়া গেল, আমি একেশ্বরী (একাকিনী) নারী। একে রাত্রি অন্ধকার, দামিনী আরও (অন্ধকার) বাড়াইয়া দিল। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন—হে গুণবতি রমণি, শোন, হরির সঙ্গে কোন ভয় নাই, তুমি পরম গমারী (গ্রাম্যা অর্থাৎ বুদ্ধিহীনা)।

[৫৬] (আমার) প্রথম পসরা সংসারের সার রসের। প্রথম বিক্রয় তোমার নিকট (তোমার হাতেই আমার বউনি)। ভদ্র, হঠে (বলপূর্ব্বক) আমার আঁচল টানিয়া ফেলিয়া দিও না। রস উছলিয়া পড়িবে। ওহে হরি, ওহে হরি, প্রভু, (আমার) আর্ত্তি পরিহার (উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য) করিয়া বাটে (পথে) হঠ (বলপ্রয়োগ) করিও না। মনোভবের (মদনের) হাটে (ইহাই) উচিত (যে)—যাহা (একবার) বিক্রীত হইল (তাহা পুনরায়) কি (করিয়া) বিক্রীত হইবে? নাগরজীবনের আধার আমার সুন্দর পয়োধর কাঞ্চনে গঠিত। (ইহা) রত্নের মত, ছুঁইলে ইহার অধিক মূল্য থাকে না, গ্রাম্য লোকে ইহা (নাগর ভোগ্য এই বস্তু) কিনিতে পারে না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—হে সুচেতনি, শোন, হরির সঙ্গে কিরূপে সমান (হইবে)? কপটতা ত্যাগ করিয়া হরিকে ভজনা কর (যাহাতে) অন্তকালে (তাঁহার) পাশে স্থান হয়।

[৫৭] করে কর ধরিয়া, মুখ মুচকিয়া অল্প হাসিয়া যাহা কিছু বলিল, তাহা যেন হিমকর (চন্দ্র) মৃগ

শ্রীরাধার রসোদ্গার

এক

কি কহব রে সখি কহইতে লাজ।
জোই কয়ল সোই নাগররাজ॥
পহিল বয়স মঝু নহি রতিরঙ্গ।
দূতি মিলায়ল কানুক সঙ্গ॥
হেরইতে দেহ মঝু থরহরি কাঁপ।
সোই লুবধ মতি তাহে করু ঝাঁপ॥
চেতন হরল আলিঙ্গন বেলি।
কি কহব কিয়ে করল রসকেলি॥
হঠ করি নাহ কয়ল জত কাজ।
সো কি কহব ইহ সখিনিসমাজ।
জানসি তব কাহে করসি পুছারি।
সো ধনি জো থির তাহি নেহারি॥
বিদ্যাপতি কহ ন কর তরাসু।
ঐসন হোয়ল পহিল বিলাস॥ ৫৮॥

(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

দুই

আজু মঝু সরম ভরম রহু দূর।
অপন মনোরথ সো পরিপূর॥
কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
সব বিপরীত ভেল আজুক বিলাস॥
জলধর উলটি পড়ল মহীমাঝ।
উয়ল চারু ধরাধররাজ॥
মরকত দরপন হেরইতে হাম।
উচ নীচ ন বুঝি পড়লু সোই ঠাম॥
পুন অনুমানিঅ নাগর কান।
তাকর বচনে ভেল সমাধান॥
নিবাসে বাস পনু দেয়ল সোই।
লাজে রহলু হিয়ে আনন গোই॥
সোই রসিকবর কোরে আগোরি।
আঁচরে স্রমজল মোছল মোরি॥
মৃদু মৃদু বিজইত ঘুমল হাম।
ভনই বিদ্যাপতি রস অনুপাম॥ ৫৯॥

(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

(কলঙ্ক) ত্যাগ করিয়া কুমুদকে কোলে করিল। হে রামা, তোর শপথ করিতেছি, জানি না সেই গুণবতীর গুণ গণিয়া গণিয়া আমার কি গতি হইবে। গলিত-বসন, লুলিত-ভূষণ, স্খলিত-কবরী-ভার (হইয়া) সে আহা উহু করিয়া যাহা কিছু কহিল, তাহা কি বিস্মৃত হইতে পারি? নিভৃত নিকেতনে (গৃহে) চেতনা হরণ করিল, হৃদয়ে ব্যথা রহিল। বিদ্যাপতি বলেন—ভাল, 'সে উন্মত্ত, রাধা বিপদে পড়িল।

[৫৮] সখি, কি বলিব, সেই নাগররাজ যাহা করিল তাহা বলিতে লজ্জা হয়। আমার প্রথম বয়স, রতিরঙ্গ জানি না, দূতী কানাইয়ের সঙ্গে মিলিত করিল। (তাহাকে) দেখিতেই আমার দেহ থরহরি কাঁপিতে লাগিল, সেই লুব্ধমতি তাহাতে ঝম্পপ্রদান করিল (অর্থাৎ আমার কম্পিত দেহকেই সাগ্রহে আলিঙ্গন করিল)। আলিঙ্গনের সময় চেতনা ছিল না, কি করিয়া বলিব কি প্রকারে রসকেলি করিল। হঠ (বলপ্রয়োগ) করিয়া নাথ যত কাজ করিল, সে-সমস্ত এই সখীসমাজে (আর) কি বলিব। সকলই জানিস তবে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছিস? তাহাকে দেখিয়া যে স্থির থাকিতে পারে সে ধন্যা। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—ভয় করিও না, প্রথম কেলি বিলাস এইরূপই হইয়া থাকে।

[৫৯] আজ আমার সরম-ভরম দূরে রহিল। সে (কানাই) আপন মনোরথ পরিপূর্ণ করিল। কি বলিব সখি, বলিতে হাসি পায়। আজিকার বিলাস (কেলি) সব বিপরীত হইল। (শ্যামবর্ণ কৃষ্ণরূপী) জলধর মহীমাঝে উলটিয়া পড়িল। (কুচযুগলরূপ) সুন্দর ধরাধররাজ (উচ্চ পর্ব্বত) উদিত হইল। (শ্রীকৃষ্ণের স্বচ্ছ সুন্দর বক্ষোরূপ) মরকত-দর্পণ দেখিয়া আমি উচ্চ-নীচ বুঝিতে না পারিয়া সেই স্থানে (ঐ মরকত-দর্পণ-তুল্য বক্ষে) পড়িলাম। পরে অনুমান করিলাম (ইহা মরকত-দর্পণ নহে) নাগর কানাই। তাহার বচনে সমাধান হইল (অর্থাৎ তাহার কথা শুনিয়া সন্দেহ মিটিল)। সেই আবার নিবাসকে (বিবস্ত্রা আমাকে) বস্ত্র (বাস) দিল; লজ্জায় (তাহার) হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া রহিলাম। সেই রসিকবর কোলে আগলাইয়া আঁচলে আমার শ্রমজল মুছিল (এবং সে) মৃদু মৃদু ব্যজন করিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—(ইহা) অনুপম রস।

তিন

সখি হে কি কহব বচন না ফুর
স্বপন কি পরতেক কহই না পারিয়ে
কিয়ে অতি নিকট কি দূর॥
তড়িত লতাতলে তিমির সম্ভায়ল
আঁতরে সুরধুনি ধারা।
তরল তিমির শশি সূর গরাসল
চৌদিগে খসি পড়ু তারা॥
অম্বর খসল ধরাধর উলটল
ধরণি ডগমগ ডোলে।
খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু
চঞ্চরিগণ করু রোলে॥
প্রলয় পয়োধিজলে জনু ঝাপল
ইহ নহ যুগ অবসানে।
কো বিপরীত কথা পতিয়ায়ব
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥ ৬০॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

চার

কুচজুগ চারু ধরাধর জানি।
হৃদি পৈঠব জনি পহু দিল পানি॥
ঘামবিন্দু মুখে হেরএ নাহ।
চুম্বএ হরসে সরস অবগাহ॥
বুঝই না পারিয়ে পিয়ামুখভাস।
বদন নিহারিতে উপজএ হাস॥
আপন ভাব মোহে অনুভাবি।
না বুঝিয়ে ঐসনে কিএ সুখ পাবি॥
তাকর বচনে কয়লু সব কাজ।
কি কহব সো সব কহইতে লাজ॥
এ বিপরীত বিদ্যাপতি ভান।
নাগরী রমইত ভয় নাহি মান॥ ৬১॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

শ্রীকৃষ্ণের অভিসার

রাইক নবিন প্রেম সুনি দুতি মুখে
মনহি উলসিত কান।
মনোরথ কতহিঁ হৃদয় পরিপূরল
আনন্দে হরল গেআন॥
সজনি বিহি কি পূরায়ব সাধা।
কত কত জনমক পুন ফলে মীলব
সে হেন গুণবতী রাধা॥

---

৬০ সখি হে, কি বলিব, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। (যাহা দেখিলাম তাহা) স্বপ্ন কি প্রত্যক্ষ, অতি নিকটে কি দূরে বলিতে পারি না। (শ্রীরাধারূপিণী) তড়িৎ-লতার তলে (শ্রীকৃষ্ণরূপ) তিমির (অন্ধকার) প্রবেশ করিল। অন্তরে (উভয়ের মধ্যে) মুক্তাহাররূপ সুরধুনী-ধারা (রহিল)। (শ্রীরাধার উন্মুক্ত কেশপাশ রূপ) তরল তিমির (শ্রীকৃষ্ণের ললাটের চন্দনবিন্দু রূপ) শশী (এবং শ্রীরাধার ললাটের সিন্দূরবিন্দু রূপ) সূর্য্য গ্রাস করিল, চতুর্দ্দিকে (পুষ্পমালা হইতে চ্যুত পুষ্প রূপ) তারাসমূহ খসিয়া পড়িতে লাগিল। অম্বর (আকাশ, প্রকৃতঅর্থে বস্ত্র) খসিয়া পড়িল, (কুচযুগরূপ) ধরাধর (পর্ব্বত) উলটিয়া গেল, (নিতম্ব-রূপ) ধরণী ডগমগ দুলিতে লাগিল। (ঘননিশ্বাসরূপ) সমীরণ খরতর-বেগে সঞ্চারিত হইল, চঞ্চরীগণ (ভ্রমরীগণ) রোল করিতে লাগিল (অর্থাৎ শীৎকার-ধ্বনি হইতে লাগিল)। প্রলয়-পয়োধিজলে যেন আবরিত করিল (অর্থাৎ স্বেদে সর্ব্বশরীর আপ্লুত হইল)। (কিন্তু অন্ধকার চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করিল, তারাগণ খসিয়া পড়িল, আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, পর্ব্বত উলটিয়া গেল, পৃথিবী দুলিতে লাগিল, প্রলয়পয়োধিজলে পৃথিবী ডুবিল এই-সমস্ত প্রলয়-কালীন ব্যাপার হইলেও ইহা যুগ-অবসান প্রলয় নহে)। কবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন—বিপরীত কথা (স্বভাব-বিরোধী ব্যাপারের কথা, গূঢ়ার্থে—বিপরীত বিহারের কথা) কে প্রত্যয় করিবে?

৬১ কুচযুগকে ধরাধর (পর্ব্বত) মনে করিয়া, হৃদয়ে যেন না প্রবেশ করে (ভাবিয়া) প্রভু (যেন প্রতিরোধের জন্য তাহাতে) হাত দিল। নাথ (আমার) মুখে (শ্রমজনিত) ঘর্ম্মবিন্দু দেখে, (এবং) সহর্ষে সরসে (অর্থাৎ আনন্দসরোবরে) অবগাহন করিয়া চুম্বন করে। প্রিয়মুখভাষা বুঝিতে পারি না, (তাহার) মুখ দেখিতেই হাসি আসে। আপন ভাব (অর্থাৎ নায়কের পুরুষোচিত ভাব) আমাতে অনুভব করিয়া ঐরূপে কি সুখ পায়, তাহা বুঝিতে পারি না। তাহার কথায় সব কাজ

এত কহি মাধব তুরিত গমন করু
পথ বিপথ নাহি মান।
সুন্দরি মনে করি দূতি বদন হেরি
মনমথে জরজর প্রান॥
ঐছন কুঞ্জে মিলল নব নাগর
সখিগন সয়ে জঁহা রাই।
দুহু দুহু বদন হেরি দুহু আকুল
বিদ্যাপতি কবি গাই॥ ৬২॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

শ্রীরাধার অভিসার (সঙ্কেত)

এক

সুরুজ সিন্দুর বিন্দু চাঁদনে লিখএ ইন্দু
তিথি কহি গেলি তিলকে।
বিপরিত অভিসার অমিয় বরিস ধার
অঙ্কুস কএল অলকে॥
মাধব ভেটলি পসাহনি বেরী।
আদর হেরলক পুছিও ন পুছলক
চতুর সখী জন মেরী॥
কেতকিদল দএ চম্পকফুল লএ
কবরিহি থোএলক আনী।
চন্দনে কুঙ্কুমে অঙ্গরুচি কএলক
সময় নিবেদ সয়ানী॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ অভয়মতি
কুহু নিকট পরিমানে।
রাজা সিবসিংঘ রূপনরাএন
লখিমা সেই বিরমানে॥ ৬৩॥

দুই

কাজরে সাজলি রাতি।
ঘন ভএ বরিসএ জলধর পাঁতি॥
বরিস পয়োধরধার।
দূর পথ গমন কঠিন অভিসার॥

করিলাম। কি বলিব, সে-সব বলিতে লজ্জা করে। বিদ্যাপতি এই বিপরীত (অদ্ভুত বা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কথা অথবা বিপরীত বিহারের কথা) বলিতেছেন (যে), নাগরী রমণ করিতে ভয় পায় না।

৬২ শ্রীরাধার নবীন প্রেম(-কথা) দূতীমুখে শুনিয়া কানাই মনে উল্লসিত হইল, কত মনোরথ (তাহার) হৃদয় পরিপূর্ণ করিল, (সে) আনন্দে জ্ঞান হারাইল। সজনি, বিধি কি সাধ পূর্ণ করিবে? কত কত জন্মের পুণ্যফলে সেই গুণবতী রাধা মিলিবে। এই বলিয়া মাধব ত্বরিত পদে গমন করিল, পথ-বিপথ মানিল না। দূতীর বদন দেখিয়া সুন্দরী রাধার কথা মনে করিয়া মন্মথে (কামপীড়নে) প্রাণ জরজর (হইল)। যেখানে সখীগণের সঙ্গে রাধা (আছে), সেই কুঞ্জে নব নাগর মিলিত হইল। দুইজনের মুখ দেখিয়া দুইজনেই আকুল (হইল)। বিদ্যাপতি কবি (ইহা) গাহিতেছেন।

৬৩ (শ্রীরাধা দূতীকে অভিসার-সঙ্কেত জানাইলেন, দূতী গিয়া কানাইকে সংবাদ দিতেছে) সিন্দুরবিন্দুতে সূর্য্য এবং চন্দনে চাঁদ লিখিয়া তিলকের দ্বারা তিথির কথা কহিল। (সূর্য্য চন্দ্র থাকিবে না, চৌদ্দটি তিলকবিন্দু দ্বারা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী বুঝাইল)। বিপরীত অভিসার অমৃত-ধারা বর্ষণ করে। (পরকীয়া নায়িকাকে নিজেই অভিসার করিতে হয়, কারণ তাহার গৃহে নায়কের আগমন সম্ভব নহে। নায়িকা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে নায়ককে আসিতে ইঙ্গিত করিতেছে। তাই দূতী বিপরীত অভিসার বলিতেছে।) (কৃষ্ণবর্ণ) অলককে অঙ্কুশ করিল (মদনকে দমনের জন্য অঙ্কুশ-রূপ মাধবকে আসিতে ইঙ্গিত করিল)। মাধব, প্রসাধন বেলায় তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। চতুরা সখীসব নিকটে ছিল। (তাই) আদরপূর্ব্বক আমাকে দেখিল (কিন্তু) কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। কেতকীদল ও চম্পক ফুল লইয়া কবরীতে রাখিল (এবং) চন্দনে কুঙ্কুমে অঙ্গরাগ করিয়া চতুরা সময় জানাইল।

[শ্রীমান মজুমদারের সম্পাদিত সংস্করণে পাঠ আছে "মৃগমদ কুঙ্কুমে"। ব্যাখ্যা লেখা আছে "মৃগমদ কুঙ্কুম কৃষ্ণবর্ণের"। বলা বাহুল্য কুঙ্কুমের বর্ণ কৃষ্ণ নহে। কাল কবরীতে কেতকী ও চাঁপা-ফুল রাখারই অর্থ অন্ধকার রাত্রিতে কেতকী ও চাঁপাফুল ফুটিবার সময় মাধব যেন আসে। কেতকী ও চম্পকের বর্ণের সঙ্গে চন্দন ও কুঙ্কুমের সাদৃশ্য আছে। এজন্য "চন্দনে ও কুঙ্কুমে" পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। আমার মনে হয় পদের মধ্যে সময়ের এবং স্থানেরও সঙ্কেত আছে। কুঙ্কুমের অঙ্গরাগে "কেশরকুঞ্জ" সঙ্কেত স্থান বুঝাইতেছে।]

বিদ্যাপতি বলিতেছেন অভয়মতি (বোধ হয় কোন রাজ অমাত্য অথবা কবির কোন বন্ধু) শোন কুহু রজনী (অমাবস্যা) নিকট। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমাদেবীর বল্লভ।

জমুন ভয়াউনি নীর।
আরতি ধসতি পাউতি নহি তীর॥
বিজুরী তরঙ্গ ডরাই।
তোঁ ভল কর জোঁ পলটি ঘর জাই॥
ঝাঁখথি দেব বনমালী।
এহি নিসি কোনে আউতি গোয়ালী॥
ভনই বিদ্যাপতি বানী।
তোহহু তহ কাহু নারী সয়ানী॥ ৬৪॥

তিন

চল চল সুন্দরি হরি অভিসার।
জামিনি॰উচিত করহ সিঙ্গার॥
জৈসন রজনি উজোরল চন্দ।
ঐসন বেস ভূসন করু বন্ধ॥
এ ধনি ভাবিনি কি কহব তোয়।
নিচয় সো নাগর তুয়া বস হোয়॥
তুহু রস নাগরি নাগর রসবন্ত।
তুরিতে চলহ ধনি কুঞ্জক অন্ত॥
একল কুঞ্জবনে আকুল কান।
বিদ্যাপতি কহ করহ পয়ান॥ ৬৫॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

চার

নূপুর রসনা পরিহার দেহ।
পীত বসন হে জুবতি পিঁধি লেহ॥
সিথিল বিলম্বে হোএত হাস।
নহি গএ হোএত কাহুক পাস॥
গমন করহ সখি বল্লভ গেহ।
অভিমত হোএত ইথি ন সন্দেহ॥
কুংকুম পংক পসাহহ দেহ।
নয়নজুগল তুঅ কাজর রেহ॥
অবহি উগত তম পিবিকহু চন্দ।
জানি পিসুন জন বোলব মন্দ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
অভিনব নাগর রূপে মুরারি॥ ৬৬॥

পাঁচ

সহচরী॰বাত ধয়ল ধনি স্রবনে।
হৃদয় হুলাস কহত নহি বচনে॥
সহচরি সমুঝল মরমক বাত।
সজাওল জইসে কিছু লখই ন জাত॥
স্বেতাম্বরে তনু আবরি দেলি।
বাহু পবন গতি সঙ্গে করি লেলি॥

---

৬৪ রাত্রি কাজলে সাজিল (ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল)। মেঘমালা ঘন হইয়া বর্ষণ করিতেছে। মেঘ জলধারা বর্ষণ করিতেছে। (এমন সময়) দূরে পথে অভিসারে গমন কঠিন (কাজ)। যমুনার জল ভয়াল (হইয়া উঠিয়াছে)। আরতির (অনুরাগের) আতিশয্যে যদি (রাধা সেই) জলে নামে, তীর পাইবে না। বিজলীতরঙ্গে ভয় পাইয়া যদি ঘরে ফিরিয়া যায় তবে ভাল করিবে। দেব বনমালী সখেদে চিন্তা করিতেছেন—এই রাত্রিতে গোপী (রাধা) কোন্ উপায়ে আসিবে। বিদ্যাপতি কথা বলিতেছেন—কানাই, নাগরী তোমা অপেক্ষা অধিক সেয়ানা (চতুরা)।

৬৫ চল সুন্দরি, হরি অভিসারে চল। রজনীর অনুরূপ সাজসজ্জা (পরিধান) কর। চান্দ যেমন রাত্রিকে উজ্জ্বল করিল, (তেমনিই) বেশভূষণের প্রবন্ধ কর। ওগো ধনি ভাবিনি, তোমাকে কি বলিব, নিশ্চয়ই নাগর তোমার বশীভূত হইয়াছে। তুমি রসময়ী নাগরী, নাগর রসময়। ধনি, শীঘ্র কুঞ্জের নিকটে চল। কানাই একাকী কুঞ্জবনে আকুল (হইয়া রহিয়াছে)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—প্রস্থান কর।

৬৬ নূপুর এবং রসনা (কটিভূষণ) পরিহার দাও (খুলিয়া ফেল)। যুবতি, পীতবসন পরিয়া লও। (অভিসারে) শৈথিল্যজনিত বিলম্বে উপহাস (সহিতে) হইবে; কানাইয়ের পাশে যাওয়া ঘটিবে না। সখি, বল্লভগৃহে (কুঞ্জে) গমন কর; অভিমত (আশাপূর্ণ) হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। কুংকুম-চন্দনে দেহের প্রসাধন কর; কজ্জলরেখায় তোমার নয়নযুগল সাজাও। এখনই অন্ধকার পান করিয়া চাঁদ উঠিবে। (চাঁদের আলোকে তোমাকে অভিসারিকা) জানিয়া খললোকেরা (নিন্দুকেরা) মন্দ বলিবে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—রমণীশ্রেষ্ঠা, শোন—অভিনব নাগর রূপে মুরারি (অপেক্ষা করিতেছেন)।

জইসন চাঁদ পবনে চলি জাই।
ঐসন কুঞ্জে উদয় ভেলি রাই॥
কানু ধরল জব রাহিক হাত।
বৈসল সুবদনি কহ লহু বাত॥
কুচজুগ পরসে তরসি মুখ মোর।
ভনই বিদ্যাপতি আনন্দ ওর॥ ৬৭॥

দূতীর উক্তি

এক

প্রথম পহর নিসি জাউ।
নিঅ নিঅ মন্দির সুজন সমাউ॥
তম মদিরা পিবি মন্দা।
অবহি মাতি উগি জাএত চন্দা॥
সুন্দরি চলু অভিসারে।
রস সিংগার সংসারক সারে॥
ওতএ অছএ পিয়া আসে।
অতএ বেঢ়ল গিম মনমথ পাসে॥
সাহসে সাহিঅ অসাধে।
তিলা এক কঠিন পহিল অপরাধে॥
সে সামর তোঞে গোরী।
বিজুরি বলাহক লাগতি চোরী॥
হসি আলিঙ্গন দেসী।
মন ভরি জুবতি জনক সুখ লেসী॥
সব সংকা কর দূরে।
কামিনি কন্ত মনোরথ পূরে॥
ইহ বিদ্যাপতি ভানে।
রাএ সিবসিংঘ লখিমা দেবি রমানে॥ ৬৮॥

দুই

আজ পুনিমা তিথি জানি মোয়ে ঐলিহু
উচিত তোহর অভিসার।
দেহজোতি সসিকিরন সমাইতি
কে বিভিনাবএ পার॥
সুন্দরি অপনহু হৃদয় বিচারি।
আঁখি পসারি জগত হম দেখলি
কে জগ তুঅ সম নারি॥
তোহে জনি তিমির হীত কএ মানহ
আনন তোর তিমিরারি।
সহজ বিরোধ দূর পরিহরি ধনি
চল উঠি জতএ মুরারি॥
দূতীক বচন হীত কএ মানল
চালক ভেল পঁচবান।
হরি অভিসার চললি বর কামিনি
বিদ্যাপতি কবি ভান॥ ৬৯॥

---

৬৭ ধনী সহচরীর কথা কানে শুনিল; হৃদয়ের আনন্দ বাক্যে প্রকাশ করিল না। সহচরী (তাহার) মর্ম্মকথা বুঝিল, (এবং এমনভাবে) সাজাইল যেন কিছু লক্ষ্য করা না যায়। শ্বেতবসনে দেহ ঢাকিয়া দিল, (ধনীর) হাতে ধরিয়া পবনের গতি সঙ্গে করিয়া লইল। চাঁদ যেমন আকাশে (ভাসিয়া) চলিয়া যায় তেমনি রাই কুঞ্জে গিয়া উদয় হইল। কানাই যখন রাধার হাত ধরিল, সুবদনী মৃদু কথা বলিয়া বসিল। (কানাই রাধার) কুচযুগল স্পর্শ করিতে ত্রাসে সে মুখ ফিরাইল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—আনন্দের শেষ (চরম)।

৬৮ প্রথম প্রহর রাত্রি গত হইল। সুজনেরা নিজ নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিল। অন্ধকার (রূপ) মদিরাপানে মাতিয়া মন্দ (পরের অনিষ্টকারী) চাঁদ এখনই উদিত হইবে। সুন্দরি, অভিসারে চল। শৃঙ্গার রস সংসারের সার। ওখানে প্রিয় আশায় রহিয়াছে। এখানে মদনের পাশ গলদেশ বেড়িয়া ধরিয়াছে। সাহসে (হঠকারিতায়) অসাধ্য সাধিতেছ। তিল পরিমিত প্রথম অপরাধে (কি) এত কঠিন হইতে হয়? সে শ্যামল, তুমি গোরী। (তোমাদের মিলনে) বিজুরি মেঘের চুরি লাগিবে (মেঘ বিদ্যুৎকে চুরি করিবে)। হাসিয়া আলিঙ্গন দিও। মন ভরিয়া যুবতীজনের উপভোগ্য সুখ লইও (সুখ ভোগ করিয়া লইও)। সকল শঙ্কা (কান্তের প্রতি অবিশ্বাস) দূর করিও। কামিনী কান্তের মনোরথ পূর্ণ করে। (ইহা) বিদ্যাপতি বলিতেছেন—রাজা শিবসিংহ লখিমাদেবীর রমণ।

৬৯ আজ পূর্ণিমা তিথি (পূর্ণিমার রাত্রি) জানিয়া আমি আসিয়াছি। (আজ) তোমার অভিসার করা উচিত। (তোমার) দেহজ্যোতি শশিকিরণের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে; কেহ বিভিন্নতা বুঝিতে পারিবে না। সুন্দরি, আপন হৃদয়ে বিচার করিয়া চক্ষু প্রসারিত করিয়া আমি (সারা) জগৎ দেখিলাম, তোমার সমান

তিন

প্রথম জউবন নব গরুঅ মনোভব
ছোটি মধুমাস রজনি।
জাগে গুরুজন গেহ রাখএ চাহ নেহ
সংসঅ পড়লি সজনি॥
নলিনী দল নির চিত ন রহএ থির
তত ঘর তত হো বহার।
বিহি মোর বড় মন্দা উগি জনু জাএ চন্দা
সুতি উঠি গগন নিহার॥
পথহু পথিক সঙ্কা পয় পয় ধএ পঙ্কা
কি করতি ও নব তরুনী।
চলএ চাহ ধসি পুনু পড় খসি খসি
জালক ছেকলি হরিনী॥
(সাএ সাএ) কওন বেদন তসু জানে।
নিকুঞ্জ বনহি হরি জাইতি কওন পরি
অনুখন হন পঁচবানে॥
বিদ্যাপতি ভন কি করতু গুরুজন
নীদ নিরুপন লাগী।
নয়ন নীর ভরি চীর ঝাপাবএ
রয়নি গমাবএ জাগী॥ ৭০॥

চার

কহ কহ সুন্দরি ন কর বেআজ।
দেখিঅ আজ অপুরুব সাজ॥
মৃগমদপঙ্ক করসি অঙ্গরাগ।
কোন নাগর পরিনত হোঅ ভাগ॥
পুনু পুনু উঠসি পছিম দিসি হেরি।
কখন জাএত দিন কত অছি বেরি॥
নুপুর উপর করসি কসি থীর।
দৃঢ় কএ পহিরসি তমসম চীর॥
উঠসি বিহঁসি হঁসি তেজি আসার।
তোর মনভাব সঘন আঁধিআর॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর নারি।
ধৈরজ ধর মন মিলত মুরারি॥ ৭১॥

নারী পৃথিবীতে কে আছে? তুমি যেন অন্ধকারকে হিত (উপকারী) বলিয়া মানিও না; তোমার মুখ অন্ধকারের শত্রু। ধনি, সহজ বিরোধকে দূরে পরিহার করিয়া উঠিয়া চল যেখানে মুরারি (আছে)। ধনী দূতীর বাক্য হিত বলিয়া মানিল; কামদেব পঞ্চবাণ চালক হইল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—রমণীশ্রেষ্ঠা হরি-অভিসারে চলিল।

[৭০] নব যৌবনের প্রথম দশা, মদন প্রবল, (এদিকে) চৈত্রমাসের রাত্রি ছোট। ঘরে গুরুজন জাগিয়া রহিয়াছে। পিরীতি রাখিতে চায় (সুতরাং তাহাকে অভিসারে যাইতে হইবে), সজনী সংশয়ে পড়িল। পদ্মপত্রে জলের মত চিত্ত স্থির রহে না। একবার ঘরে তখনি আবার বাহিরে (যাতায়াত করে)। বিধি আমার (উপর) বিরূপ। চাঁদ যেন না উঠে। (তাই) শুইতে উঠিতে গগনের পানে চায়। পথে পথিকের (সঙ্গে দেখা হওয়ার) আশঙ্কা, (পথে চলিতে) পায়ে পায়ে পঙ্ক লাগে; নবীনা তরুণী কি করিবে? বেগে চলিতে চাহে, পুনরায় পদস্খলিত হইয়া পড়ে, যেন জালে বন্দিনী হরিণী। সখি, সখি এই বেদনা কোন্ জন জানে? হরি নিকুঞ্জবনে (প্রতীক্ষা করিতেছে), সেখানে কিরূপে যাইবে? মদন অনুক্ষণ বাণ হানিতেছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—গুরুজন কি করিতেছে, (তাহারা) ঘুমাইয়াছে কি না জানিবার জন্য জলভরা আঁখি বস্ত্রে ঢাকিয়া জাগিয়া নিশি যাপন করে।

[৭১] বল সুন্দরি, বল, ছল চাতুরী করিও না। আজ (তোমার) অপরূপ সাজ দেখিতেছি। সর্ব্বাঙ্গে মৃগমদ-পঙ্ক মাখিয়াছ। কোন্ নাগরের ভাগ্যোদয় হইল? বার বার উঠিয়া পশ্চিমদিকে চাহিতেছ—কত বেলা আছে, কখন দিন যাইবে। নূপুর (পায়ের) উপরে তুলিয়া কষিয়া স্থির (নিঃশব্দ) রাখিতেছ। দৃঢ় করিয়া তমসম (অন্ধকারতুল্য নীলাম্বর) বস্ত্র পরিতেছ। নেত্রাসার (অশ্রু) বিসর্জ্জন করিয়া হাসিয়া উঠিতেছ। মনের ভাব ঘন অন্ধকার। (এ দেশে প্রবাদ আছে পরচিত্ত অন্ধকার—এখানে অর্থ মনের ভাব বুঝিতে পারিতেছি না।) বিদ্যাপতি বলিতেছেন—বর নারি, শোন, মনে ধৈর্য্য ধর, মুরারির সহিত মিলিত হইবে।

[এই পদের নবম পংক্তির শেষ ভাগে "তেজিএ সার" অর্থহীন; 'সার তেজিয়া অকারণ হাসিতেছ।' ইহার কোন অর্থ হয় না, সমগ্র পদের সঙ্গেও শব্দ দুইটি সামঞ্জস্যহীন। 'উঠসি বিহসি হসি তেজি আসার'—এইরূপ কিছু পাঠ থাকা সম্ভব, অর্থ—হাসিতেছ কাঁদিতেছ।]

পাঁচ

চরণ নূপুর উপর সারী।
মুখর মেখল করে নিবারী॥
অম্বরে সামর দেহ ঝপাঈ।
চলহি তিমিরপথ সমাঈ॥
কুমুদ কুসুম রভস বসী।
অবহি উগত কুগত সসী॥
আএল চাহিঅ সুমুখি তোরা।
পিসুন লোচন ভম চকোরা॥
অলক তিলক ন কর রাধে।
অঙ্গে বিলেপন করহি বাধে॥
তয় অনুরাগিনি ও অনুরাগী।
দুসন লাগত ভূসন লাগী॥
ভনে বিদ্যাপতি সরস কবি।
নৃপতিকুলসরোরুহ রবি॥ ৭২॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

ছয়

কাজর রঙ্গ বমএ জনি রাতি।
অইসন বাহর হোইতে সাতি॥
তড়িতহু তেজলি মিত আঁধিআর।
আসা সংসয় পরু অভিসার॥
ভল ন কএল মঞে দেল বিসবাস।
নিকট জোএন সত কাহুক বাস॥
জলদ ভুজঙ্গম দুহু ভেল সঙ্গ।
নিচল নিসাচর কর রসভঙ্গ॥
মন অবগাহএ মনমথ রোস।
জিবঞো দেলে নহি হোএত ভরোস॥
অগমন গমন বুঝএ মতিমান।
বিদ্যাপতি কবি এহু রস জান॥ ৭৩॥

সাত

বারিস জামিনি কোমল কামিনি
দারুন অতি আঁধিআর।
পথ নিসাচর সহসে সঞ্চর
ঘন পর জলধার॥
মাধব প্রথম নেহে সে ভীতি।
গএ অপনহি সেঅ বিলোকিঅ
করিঅ তৈসনি রীতি॥
অতি ভয়াউনি আতর জউনি
কইসে আউতি পার।
সুরতরস- সুচেতন বালভু
তা পতি সবে অপার॥

---

৭২ চরণ নূপুর (পায়ের) উপরে তুলিয়া, মুখর (কিঙ্কিণীযুক্ত) মেখলা হাতে চাপিয়া, শ্যামল বসনে দেহ ঢাকিয়া আঁধারে মিশিয়া পথে চল। কুমুদকুসুম-রভসেবশীভূত কুগত (মন্দগামী অথবা অশুভ কার্যে রত) চন্দ্র এখনই উদিত হইবে। সুমুখি, তোমার আসার পথে চাহিয়া মন্দলোকের চক্ষু চকোরের মত ভ্রমিতেছে। রাধা অলকা তিলক করিও না (অলক সাজাইও না, তিলক লইও না), অঙ্গ-লেপনে বিলম্ব ঘটিবে। তুমি (শ্যামের) অনুরাগিণী (অতএব সজ্জার প্রয়োজন নাই), সে অনুরাগী; ভূষণের জন্য দোষ লাগিবে (অর্থাৎ ভূষণ দোষেরই হইবে)। সরস (রসিক) কবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন—রাজা (শ্রীশিবসিংহ) নৃপতি কুল-কমলের সূর্য্য (রাজবংশ রূপ পদ্মের প্রকাশক)।

[নগেনবাবু, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, রায় বাহাদুর খগেন মিত্র, ডাঃ বিমান মজুমদার ব্যাখ্যা করিয়াছেন "চরণে নূপুর উপরে"—ইহার সার্থকতা কি? নূপুরের শব্দ নিবারণ না করিয়া মেখলার মুখরতা করে নিবারণের কোন সার্থকতা থাকে না। তুলনীয়—'নূপুর উপর করসি কসি থীর'।]

৭৩ রাত্রি যেন কাজল রং বমন করিতেছে। এমন সময় বাহির হওয়াই শাস্তি। বিদ্যুৎও মিত্র অন্ধকারকে ত্যাগ করিয়াছে। (মেঘে ঢাকা রাত্রিতে বিজলীও চমকায় না যে নিমেষের জন্যও পথ দেখা যাইবে।) অভিসারের আশায় সংশয় পড়িল (সন্দেহ উপস্থিত হইল)। (আমি অভিসারে যাইব বলিয়া) বিশ্বাস (আশ্বাস প্রতিশ্রুতি) দিয়া ভাল করি নাই। নিকট হইলেও কানাইয়ের বাস (অবস্থিতি-সঙ্কেত-কুঞ্জ) শতযোজন (দূরে) মনে হইতেছে। (উপরে) মেঘ ও (নীচে) সর্প সঙ্গী হইল। নিশ্চল (ওৎ পাতিয়া অপেক্ষারত শৃগাল ব্যাঘ্রাদি) নিশাচররা রস ভঙ্গ করিতেছে। মদনের (ক্রোধে) মন ডুবিতেছে। জীবন দিলেও (কানাইকে পাইব কি না) ভরসা হইতেছে না। মতিমান্ আগমন-গমনের (যাওয়া না যাওয়ার) মর্ম্ম বোঝে (যাওয়ার একান্ত) ইচ্ছা থাকিলেও যদি অনিবার্য্য কারণে যাওয়া না ঘটে সুবুদ্ধি জন তাহাতে ক্রুদ্ধ বা ক্ষুব্ধ হয় না। কবি বিদ্যাপতি এই রস জানেন।

এত শুনি মন বিমুখ সুমুখী
তোহ মনে নহি লাজ।
কতএ দেখল মধু অপনে জা
মধুপগণ সমাজ॥ ৭৪॥

শ্রীরাধার উক্তি

এক

আএল পাউস নিবিড় অন্ধার।
সঘন নীর বরিসএ জলধার॥
ঘন হনু দেখিঅ বিঘটিত রঙ্গ।
পথ চলইত পথিকহু মন ভঙ্গ॥
কওনে পরি আওত বালভু হমার।
আগু ন চলই অভিসারিনি পার॥
গুরুগৃহ তেজি সয়ন গৃহ জাথি।
তিথিকু বধু জন সংকা আথি॥
নদিআ জোরা ভউ অথাহ।
ভীম ভুজঙ্গম পথ চললাহ॥ ৭৫॥

দুই

বড়ে মনোরথে সাজু অভিসার,
পিসুন নয়ন বারি।
কাজ ন সীঝল ততে রহল
হমে অভাগলি নারি॥
সাজনি, হমর দিবস দোস।
গুরুঅ পুরেব পাপ পরাভবি
কওনে করেব রোস॥
ন ঘর রহলু, ন পর ভেলহুঁ,
ন পুরু হৃদয় সাধ।
আধহি পথ সসী হসি উগল
তেঁ ভেল গমন বাধ॥
মোরে আসে পিআসল মাধব
হোএত মো বড় পাপ।
সিব সিব সিব জাও দুর জিব,
সহএ কে পার তাপ॥
আপদ অধিকু ধৈরজ করব,
ধৈরজ সবে উপাএ।
ভন বিদ্যাপতি হোএত মনোরথ
হরি রহু মন লাএ॥ ৭৬॥

৭৪ বর্ষাকালের রাত্রি, কামিনী কোমলা, অন্ধকার অতি দারুণ। পথে সহস্র নিশাচর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঘন জলধারা পড়িতেছে। মাধব সে (রাধা) প্রথম প্রেমে ভীতা। (তুমি) নিজে গিয়া দেখ, (তুমিও) তেমনই রীতি ধরিবে (এইরূপ রাত্রিতে তুমিও ভয় পাইবে। অবশ্য তোমার এবং তাহার আশঙ্কায় পার্থক্য আছে)। অতি ভয়ানক যমুনা নদীর ব্যবধান, কেমন করিয়া পারে আসিবে। (ওগো) সুরত-রস-সুচেতন বল্লভ, তাহার প্রতি সমস্তই অপার। (অর্থাৎ নিশাচর, অন্ধকার রাত্রি, ঘনবর্ষণ, এবং দুস্তর যমুনাদির বাধা তাহার পক্ষে দুরতিক্রম্য) সুমুখী মনে এই সমস্ত চিন্তা করিয়া (হয়ত অভিসারে) বিমুখী হইয়াছে। (মাধব) তোমার মনে কিন্তু লজ্জা নাই। কোথায় দেখিয়াছ মধুকরসমাজে (মধুকরের সহিত মিলনের জন্য) মধু আপনি গিয়া উপস্থিত হয়? (নায়িকা নায়কের নিকট গমন করে?)

৭৫ নিবিড় অন্ধকার—বর্ষা আসিল। জলধর সঘনে বারিবর্ষণ করিতেছে। ঘন বিদ্যুৎচমক দেখিয়া রঙ্গে (অভিসারে) বিঘটন লাগিল। পথ চলিতে পথিকের মনভঙ্গ হয়। কি প্রকারে আমার বল্লভ আসিবে? অভিসারিকা আগে চলিতে পারিতেছে না। গুরুজনের গৃহ ছাড়িয়া শয্যাগৃহে যাইতেছে, তাহাতেই বধুজনের শংকা আসিতেছে। প্রবলা নদী অথই (অগাধ) হইয়া উঠিল। ভীষণ সর্প পথে চলিতেছে।

৭৬ বড় সাধ করিয়া মন্দলোকের দৃষ্টি এড়াইয়া অভিসারে সাজিলাম। তাহা গেল (বৃথা হইল), কাজ সিদ্ধ হইল না। আমি অভাগিনী নারী। দেখিতেছি আমার দিনের দোষ (বড় দুর্দ্দিন), গুরুতর পূর্ব্ব (জন্মের) পাপের প্রভাব, কাহার উপর ক্রোধ করিব? না ঘরে রইলাম, না পরের হইলাম। হৃদয়ের সাধ পূর্ণ হইল না। অর্দ্ধপথে আসিতে হাসিয়া চাঁদ উদিত হইল। তাইতো (আমার) গমনে বাধা পড়িল। মাধব আমার আশায় পিপাসিত হইল (তাহার আশা পূর্ণ করিতে পারিলাম না)। আমার বড়ই পাপ হইল। শিব, শিব, শিব, জীবন দূরে যাউক, এ তাপ কে সহ্য করিতে পারে? বিদ্যাপতি বলিতেছেন—আপদে অধিক ধৈর্য্য ধারণ করিবে; ধৈর্য্যে সবেরই উপায় হয়। হরিতে মন লাগাইয়া থাক, মনোরথ পূর্ণ হইবে।

বাসকসজ্জা

কুসুমে রচিত সেজা দীপ রহল তেজা
পরিমল অগর চন্দনে।
জবে জবে তুঅ মেরা নিফল বহলি বেরা
তবে তবে পীড়লি মদনে॥
মাধব তোরি রাহী বাসক সজা।
চরন সবদ চৌদিস আপএ কানে
পিয়া লোভে পরিনতি লজা॥
সুনিঅ সুজন নামে অবধি ন চুকএ ঠামে
জনি বন পসেরল হরী।
সে তুঅ গমন আসে নিন্দ ন আবে পাসে
লোচন লাগল দেহরী॥ ৭৭॥

উৎকণ্ঠিতা

হরি বিসরল বাহর গেহ।
বসুহ মিলল সুন্দর দেহ॥
সানে কোনে আবে বুঝএ বোল।
মদনে পাওল আপন তোল॥
কি সখি কহব কহেতে ধাখ।
খখন্দে জও বা কতএ রাখ॥
অপথ পথ পরিচয় ভেল।
জনম আঁতর বেড়া দেল॥
গমনে কৈতবে করসি ওজ।
পরেও পরক করএ খোজ॥
ওছেও জাতি জোলহা জেও।
ওলে ধরি নহি বুলএ সেও॥
দেখল সুনল কহব তোহি।
পুনু কি বোলি পঠাউতি মোহি॥
সহু হি গমন সরস ভান।
ই রস রূপনরাএন জান॥ ৭৮॥

বিপ্রলব্ধা

রিপু পঁচসর জনি অবসর
হথে সরাসন সাজে।
হেরি সুন পথ ঘটী মনোরথ
কে জান কি হোইতি আজে॥
নিফল ভেলি জুবতী।
হরি হরি হরি রাতি তেজ হরি
পলটলি নহি দূতী॥
সাজি অভিসারা পড়ি আঁধিয়ারা
উগি জনু জা বোরা।
আরতি বেরা জঞো হো মেরা
লাখ গুন সুঅ থোরা॥ ৭৯॥

---

[৭৭] কুসুমে রচিত শয্যা (এবং) জ্বালানো প্রদীপ সতেজ (উজ্জ্বল) রহিল। অগরু-চন্দনের পরিমল (সব বৃথা হইল)। যখন যখন তোমার মিলনের বেলা বৃথা অতিবাহিত হইতে লাগিল, তখন তখনই (তাহাকে) মদন যাতনা দিল। মাধব, তোমার রাধা বাসর সাজাইয়াছে (নিজেও সাজিয়াছে)। চরণশব্দ শুনিতে চারিদিকে কান পাতিয়াছে। প্রিয়তমের সঙ্গ লোভে পরিণামে তাহাকে লজ্জা পাইতে হইল। সুজনের নামে শুনিয়াছি, (তাহারা) সময় (এবং) স্থানের ভুল করে না, যেমন সিংহ (নিশ্চয়ই) বনে প্রবেশ করে। তোমার আসার আশায় তাহার পাশে (কাছে) নিদ্রা আসে না, (তাহার) নয়ন দ্বারপথে লাগিয়া রহিল (আগমনপথে দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া রহিল)।

[৭৮] হরি বাসর-গৃহ (সঙ্কেত-কুঞ্জের কথা) ভুলিয়াছে। পৃথিবীতে কোথাও (তাহার) সুন্দর দেহ (সুন্দরী নারী) মিলিয়াছে। সঙ্কেতের কথা এখন কি প্রকারে বুঝিবে? মদন আপনার তুল্য (একজনকে অর্থাৎ কানাইকে) পাইয়াছে (অর্থাৎ মদন যেমন যাতনা দেয়, কানাইও তেমনই যাতনা দিল)। কি কহিব সখি, কহিতে দুঃখ হয়। হেঁয়ালী যতই কর কত রক্ষা হইবে? অপথ ও পথের পরিচয় পাইলাম। জন্মান্তরে বেড়া (কাঁটা) দিলাম। (সখি) কপটতা-পূর্ব্বক যাইতে ওজর (আপত্তি) করিতেছ, (কিন্তু) পরেও তো পরের খোঁজ করে। এমন যে ওঁছা জাতি জোলা, সেও শেষ ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় না (চরম দশা আসার আগেই উপায় চিন্তা করে)। (যাহা) দেখিলে শুনিলে তুমি বলিও। আমাকে আবার কি বলিয়া পাঠাইবে? সখীর গমন সরস। (কবি) বলিতেছেন, এ রস রূপনারায়ণ জানেন।

[৭৯] শত্রু মদন অবসর জানিয়া হাতে শরাসন লইয়া সাজিল (ধনুকে গুণ জুড়িল)। পথ শূন্য দেখিতেছি। (কানাই আসিল না) মনোরথ পূর্ণ হইল না। আজ কি হইবে কে জানে? যুবতীর আশা

খণ্ডিতা

এক

নয়ন কাজর তুঅ অধর চোরাওল
নয়নে চোরাওল রাগে।
বদন বসন অব লুকাওব কতিখন
তিলাএক কৈতব লাগে॥
মাধব কি আবে বোলঅব সতাহে।
জাহি রমণী সঙ্গে রয়নি গমওলহ
ততহি পলটি পুনু জাহে॥
সগর গোকুল জিনি সে পুনমতি ধনি
কি কহব তাহেরি ভাগে।
পদযাবক রস জাহেরি হৃদয় অছ
আও কি কহব অনুরাগে॥ ৮০॥

দুই

আদরে অধিক কাজ নহি বন্ধ।
মাধব বুঝল তোহর অনুবন্ধ॥
আসা রাখহ নএন পঠাএ।
কত খন কৌসলে কপট নুকাএ॥
চল চল মাধব তোহ জে সআন।
তাবে বোলিঅ জে উচিত ন জান॥
কসিঅ কসৌটী চিহ্নিঅ হেম।
প্রকৃতি পরেখিঅ সুপুরুখ পেম॥
পরিমলে জানিঅ কমল পরাগ।
নয়নে নিবেদিঅ নব অনুরাগ॥
ভনই বিদ্যাপতি নয়নক লাজ।
আদরে জানিঅ আগিল কাজ॥ ৮১॥

তিন

প্রথমহি গিরি সম গৌরব ভেল।
হৃদয়হু হার আঁতর নহি দেল॥
সুপুরুখ বচন কএল অবধান।
ভাল মন্দ দুঅ বুঝ অবসান॥
চল চল মাধব ভলি তুঅ রীতি।
পিসুন বচনে পরিহরলি পিরীতি॥
পরক বচনে আপল কান।
তহি খনে জানল সময় সমান॥
আবে অঁপদহু হরি তেজ অনুরোধ।
কাহু কা জনু হো বিহিক বিরোধ॥
ন ভেলে রঙ্গ রভস দূর গেল।
ইথি হম খেদ একও নহি ভেল॥
একে পএ খেদ জে মন্দা সমাজ।
ভলেহু তেজল অবে আঁখিক লাজ॥

সফল হইল না। হরি, হরি হরি রাত্রিতে হরিকে ত্যাগ করিয়া দূতী ফিরিল না। অন্ধকার পড়িতেই অভিসারে সাজিয়াছি। এখন ভোর না হইয়া যায়। আরতি বেলায় (যখন প্রার্থনা করা যায় তখন) যদি মিলন ঘটে, অল্প সুখও লক্ষগুণ মনে হয়।

[৮০] (সেই রমণীর) নয়নের কাজল তোমার অধর চুরি করিল, (তোমার) অধরের রাগ (রক্তিমা) নয়ন চুরি করিয়া লইল। (রাত্রি জাগিয়া তোমার আঁখি আরক্ত হইয়াছে)। বদন ও বসন কতক্ষণ লুকাইবে (ব্যঞ্জনা—বদনে কাজল ও দশনের দাগ, বসন তো নায়িকার সঙ্গে বদল হইয়াছে)। কপটতা (ধরা পড়িতে) তিলমাত্র সময় লাগে। মাধব, এখন কি সত্যকথা বলিবে? যে রমণীর সঙ্গে রাত্রি কাটাইলে পুনরায় তাহার কাছে ফিরিয়া যাও। সকল গোকুল জিনিয়া সেই ধনীই পুণ্যবতী, যাহার পদ-যাবক রস (পায়ের আলতা তোমার) হৃদয়ে লাগিয়া আছে; তাহার বিশেষ ভাগ্যের কথা কি বলিব! আর অনুরাগের কথা কি কহিব।

[৮১] অধিক আদর (দেখাইলেই) কাজ রক্ষা হয় না। মাধব তোমার অনুবন্ধ (চেষ্টা) বুঝিলাম। নয়ন পাঠাইয়া (নয়নের ইঙ্গিতে) আশা রাখিতেছ, কৌশলে কতক্ষণ কপটতা লুকাইবে। যাও যাও মাধব, তুমি যে চতুর (সেয়ানা) তাহাকে বলিও যে উচিত জানে না। কষ্টিপাথরে কষিয়া সোনা চিনিতে হয়, প্রকৃতি (স্বভাব) পরীক্ষায় সুপুরুষের প্রেম জানা যায়। কমলের পরাগ পরিমলে জানা যায়। নয়নের নিবেদনে নব অনুরাগ জানা যায়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—নয়নের লজ্জা (আমার চক্ষুলজ্জা আছে তাই কথা বলিলাম)। (প্রকৃত) আদরে অগ্রিম কাজ জানা যায়।

ভনই বিদ্যাপতি হরি মনে লাজ।
কাহুকা জনু হো মন্দা সমাজ॥ ৮২॥

কলহান্তরিতা

এক

কি কহব অগে সখি মোর অগেয়ানে।
সগরিও রয়নি গমাওল মানে॥
জখনে মোর মন পরসন ভেলা।
দারুন অরুন তখনে উগি গেলা॥
গুরুজন জাগল কি করব কেলী।
তনু ঝপইত হমে আকুল ভেলী॥
অধিক চতুরপন ভেলাহুঁ অয়ানী।
লাভকে লোভে মূলহু ভেল হানী॥
ভনই বিদ্যাপতি নিঅ মতি দোসে।
অবসর কাল উচিত নহি রোসে॥ ৮৩॥

দুই

জে ছল সে নহি রহলে ভাব।
বোললি বোল পলটি নহি আব॥
রোস ছড়াএ বঢ়াওল হাস।
রুস বঞোসব বড় পরেআস॥
কওনে পরি সে হরি।
বহুড়ত মাই হে কওনে পরি॥
নারি সভাব কএল হমে মান।
পুরুস বিচখন কে নহি জান॥
আদরে মোরা হানি গএ ভেল।
বচনক দোসে পেম টুটি গেল॥
নাগরে নাগরি হৃদয়ক মেলি।
পাঁচ বান বলে বহুড়ত কেলি॥
অনুনয় মোরি বুঝাউবি রোএ।
বচনক কৌসলে কী নহি হোএ॥ ৮৪॥

শ্রীরাধার প্রতি দূতীর উক্তি

জহিআ কাহু দেল তোহে আনি।
মনে পাওল ভেল চৌগুন বানি॥
আবে দিনে দিনে পেম ভেল থোল।
কএ অপরাধ বোলব কত বোল॥

---

[৮২] (তোমার নিকট) প্রথমে (আমার) পর্ব্বতসমান গৌরব হইল। (মিলনের সময়) হৃদয়ে হারের ব্যবধানও (অন্তরও রাখিতে) দিলে না। (তোমাকে) সুপুরুষ জানিয়া (তোমার) কথা শুনিলাম। শেষে ভাল মন্দ দুইই বুঝিলাম। যাও যাও মাধব, ভালই রীতি তোমার। খলের কথায় পিরীতি পরিহার করিলে। যখন পরের কথায় কান দিলে, তখনই জানিলাম সময় সমান (অবস্থার অনুরূপ অর্থাৎ মন্দ হইয়াছে)। হরি এখন অস্থানে অনুরোধ ত্যাগ কর (এখন আমাকে কোন অনুরোধ করিও না)। কাহারো যেন বিধি বাদী না হয়। রঙ্গ (লীলা) হইল না, রভস (কেলি বিলাস) দূরে গেল, ইহার জন্য আমার এতটুকু খেদ (দুঃখ) হয় না। একমাত্র খেদ যে, মন্দ সমাজে পড়িয়া এমন ভাল লোকও চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন হরি মনে লজ্জা পাইল, কাহারো যেন মন্দ সঙ্গ (সংসর্গ) না হয়।

[৮৩] ওগো সখি, আমার অজ্ঞানের কথা কি কহিব? সারাটি রজনী মানে কাটাইলাম। যখন আমার মন প্রসন্ন হইল, দারুণ অরুণ তখন উদিত হইয়াছে। গুরুজনেরা জাগিল, কিরূপে কেলি করিব? দেহ ঢাকিতেই আমি আকুল হইলাম। অতি চতুরতার ফলে জ্ঞান হারাইলাম (বোকা বনিয়া গেলাম)। লাভের লোভে আসলেই লোকসান ঘটিল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—(তোমার) আপন বুদ্ধির দোষেই (এইরূপ হইল); অবসর কালে রোষ উচিত নয় (সুযোগের সময় ক্রোধ করিতে নাই)।

[৮৪] যাহা ছিল সে ভাব রহিল না। বলা কথা পালটিয়া আসে না (কথা ফিরানো যায় না)। রোষ ছড়াইয়া হাসি বাড়াইলাম (তরুণীসমাজে হাস্যাস্পদ হইলাম)। রাগ করিলে বড় (ঐকান্তিক) প্রয়াসে মান ভাঙ্গে (ইহাই জানিতাম)। কোন্ প্রকারে সে হরি ফিরিবে, মাগো, কোন্ প্রকারে (উপায়ে)? নারী-স্বভাবে আমি মান করিলাম। পুরুষ বিচক্ষণ কে না জানে? (ব্যঞ্জনা—হরি কি জানে না আমি আদর বাড়াইবার জন্য মান করিয়াছি?) কিন্তু আমার আদরের হানি হইল। কথার দোষে প্রেম টুটিয়া গেল। নাগর-নাগরীর হৃদয়ের মিলন ও কেলি (বিলাসের সুযোগ) পঞ্চবাণের বলে (বা প্রভাবে) ফিরিবে। রোদন করিয়া আমার অনুনয় বুঝাইবি। বচনের কৌশলে কি না হয়?

অবে তোহি সুন্দরি মনে নহি লাজ।
হাথক কাকন অরসী কাজ॥
পুরুসক চঞ্চল সহজ সভাব।
কএ মধুপান দহও দিস ধাব॥
একহি বেরি তঞে দূর কর আস।
কূপ ন আবএ পথিকক পাস॥
গেলে মান অধিক হোঅ সঙ্গ।
বড় কএকী উপজাওব রঙ্গ॥ ৮৫॥

শ্রীরাধার উক্তি

এক

হরি পরসঙ্গ ন কর মঝু আগে।
নহি নায়রি ভয়ী মাধব লাগে॥
জকর মরমে বৈসয় বরনারী।
তা সয়ঁ পিরীতি দিবস দুই চারি॥
পহিলহি ন বুঝল এত সব বোল।
রূপ নিহারি পড়ি গেল ভোল॥
আন ভাবইত বিহি আন ফল দেল।
হার ভরমে ভুজঙ্গম ভেল॥
এ সখি এ সখি জব রহু জীব।
হরি দিগে চাহি পানি নহি পীব॥
হম জঞো জানিতওঁ কানুক রীত।
তব কিঅ তা সয়ঁ বাঁধয় চীত॥
হরিণী জানয় ভল কুটুম্ব বিবাধ।
তবহু ব্যাধক গীত সুনইত সাধ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনু বরনারি।
পানি পিয়ে কিয়ে জাতি বিচারি॥ ৮৬॥

দুই

সখি হে না বোল বচন আন।
ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নলু
ঐছন কুটিল কান॥
কাঠ কঠিন কয়ল মোদক
উপরে মাখিয়া গুড়।
কনয়াকলস বিখে পুরাইয়া
উপরে দুধক পুর॥
কানু সে সুজন হাম দুরজন
তাকর বচনে যাই।
হৃদয় মুখেতে এক সমতুল
কোটিকে গুটিক পাই॥

---

[৮৫] যখন তোকে কানাই (তোর কাছে কানাইকে) আনিয়া দিলাম, (তোর আনন্দ দেখিয়া) মনে হইল (আমি) চতুর্গুণ বানি (মজুরী) পাইলাম। এখন দিনে দিনে প্রেম অল্প হইল। অপরাধ করিয়া (সাফাই গাইবার জন্য) কত কথা বলিবে। সুন্দরি, এখনো তোর মনে লজ্জা হয় না? হাতের কাঁকণ কি দর্পণে দেখিতে হয়? (অপরাধ করিয়া বুঝিতে পারিতেছ না)। সহজেই পুরুষের স্বভাব চঞ্চল। মধুপান করিয়া (ভ্রমরের মত) দশদিকে ছুটিয়া বেড়ায়। একেবারেই তুমি আশা ত্যাগ কর। কূপ পথিকের পাশে আসে না (তৃষ্ণার্ত পথিকই কূপের নিকট যায়; মাধব আর তোমাকে সাধিতে আসিবে না)। মান গেলেই অধিক সঙ্গ হয় (অভিমান ত্যাগ না করিলে মিলন হয় না এবং মানের পর মিলন অধিক সুখের হয়)। (নিজেকে) বড় করিয়া কি রঙ্গ সৃষ্টি করিবে?

[৮৬] হরির প্রসঙ্গ আমার আগে করিও না (আমার সম্মুখে হরির কথা তুলিও না)। মাধবের জন্য নাগরী হই নাই। যাহার মর্ম্মে (অন্যা) শ্রেষ্ঠা নারীর বাস তাহার সঙ্গে পিরীতি দুই চারি দিনের বেশী স্থায়ী হয় না। (যে অন্যা নারীকে শ্রেষ্ঠা বলিয়া জানে, আমি তাহার নিকট দুইচারি দিনেই অনাদৃতা হইব ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?) প্রথমে সব কথা বুঝি নাই। রূপ দেখিয়া ভুলে পড়িয়া গেলাম (ভুলিলাম)। অন্য ভাবিতে বিধাতা অন্য ফল দিল। হার (বলিয়া যাহাকে) ভুল করিয়াছিলাম, (সে) ভুজঙ্গম হইল (মাধবকে কণ্ঠহার করিয়াছিলাম মাধব ভুজঙ্গ হইয়া দংশন করিল)। হে সখি, হে সখি (এত দুঃখেও) যদি জীবন থাকে, হরির দিকে চাহিয়া আর জলও পান করিব না। আমি যদি কানাইয়ের রীতি জানিতাম, তবে কি তাহার সঙ্গে মন বাঁধিতাম? কুটুম্বের বন্ধন (ব্যাধের হাতে অন্যা হরিণীর বন্দিনী হওয়ার কথা) হরিণীই ভাল জানে। তবু তো সে ব্যাধের গান শুনিতে সাধ করে (ব্যঞ্জনা—মাধবের প্রেমে অপরা রমণীর দুঃখের কথা জানিয়াও তাহার রূপ দেখিয়া আমি ভাল বাসিয়াছিলাম)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—বরনারি, শোন, জল পান করার পর কেন জাতি বিচার করিতেছ? (মাধবকে ভালবাসিয়া এখন আর তাহার চরিত্র বিচার ও অনুতাপ করিয়া কি ফল?)

যে ফুলে তেজসি সে ফুলে পুজসি
সে ফুলে ধরসি বান।
কানুক বচন ঐছন চরিত
কবি বিদ্যাপতি ভান॥ ৮৭॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়

এক

বদন চাঁদ তোর	নয়ন চকোর মোর
রূপ অমিঅরস পীবে।
অধর মধুরি ফুল	পিয়া মধুকর তুল
বিনু মধু কত খন জীবে॥
মানিনি মন তোর গঢ়ল পসানে।
ককে ন রভসে হসি	কিছু ন উতর দেসি
সুখে জাও নিসি অবসানে॥
পর মুখে ন সুনসি	নিঅমনে ন গুনসি
ন বুঝসি ছইলরী বানী।
অপন অপন কাজ	কহইত অধিক লাজ
অরথিত আদর হানী॥
কবি ভন বিদ্যাপতি	অরেরে সুনু জুবতি
নেহ নুতন ভেল মানে।
লখিমা দেই পতি	সিব সিংঘ নরপতি
রূপ নরায়ন জানে॥ ৮৮॥

দুই

তহিক লাগি ফুলল অরবিন্দ।
ভূখল ভমরা পিব মকরন্দ॥
বিরল নখত নভমণ্ডল ভাস।
লখএ কোকিল গাএ সহাস॥
এ রে মানিনি পলটি নিহার।
অরুন পিবএ লাগল আঁধিআর॥
মানিনি মান মহঘ ধন তোর।
চোরাবএ অএলাহু অনুচিত মোর॥
তোঁ অপরাধে মার পঁচবান।
ধনি ধর হরিকএ রাখ পরান॥ ৮৯॥

---

৮৭ সখি হে, আন (অন্য) কথা বলিও না। ভালয় ভালয় আমি অল্পেই চিনিলাম—কানাই এমন কুটিল। উপরে গুড় মাখিয়া কাঠ দিয়া কঠিন মোদক তৈয়ারী করিল। কনক কলস বিষে পূর্ণ করিয়া উপরে দুধের পুর দিল (উপরিভাগ দুধে পূর্ণ করিল)। (কানাইয়ের অন্তর বাহির ঠিক এইরূপ।) কানাই সুজন, (আর) তাহার কথায় প্রত্যয় করিয়া আমি দুর্জ্জন (হইলাম)। হৃদয়-মুখ এক সমান এমন (মানুষ) কোটিতে গুটিক (একজন মাত্র) পাই। যে ফুল ত্যাগ করিতেছ, সেই ফুলে (দেবতার) পূজা করিতেছ। (আবার) সেই ফুলেরই বাণ ধরিতেছ। কবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন—কানাইয়ের বচন এবং আচরণ ঐরূপ (যাহাকে ত্যাগ করে তাহাকেই পূজা করে, আবার তাহাকেই বধ করে)।

৮৮ তোর বদন চাঁদ (চাঁদের মতন), আমার নয়ন চকোর (তাহার) রূপ-অমিয়-রস পান করিবে। (তোর) অধর মহুয়া ফুল, প্রিয়তম (আমি) মধুকর-তুল্য, মধু বিনা মধুকর কতক্ষণ জীবিত থাকিবে? মানিনি, (বিধাতা) তোর মন পাষাণে গড়িয়াছে। কেন রভসে (প্রেমাবেশে) হাসিয়া কিছু উত্তর দিতেছিস্ না? (হাসিয়া কথা কও) সুখে নিশির অবসান হউক। পরের মুখের কথা শুনিস্ না; (কেন) নিজ মনে বিচার করিস না, চতুরের কথা বুঝিতে পারিস না? আপন আপন কাজ (কাজের কথা) কহিতে অধিক লজ্জা হয়। অর্থিত (উপযাচিত) আদরের হানি হয়। (তথাপি আমি প্রার্থনা করিতেছি মান ত্যাগ কর)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—আরে রে যুবতি, শোন শোন, মানে প্রেম নূতন হইল। লখিমা দেবীর পতি শিবসিংহ নরপতি রূপনারায়ণ (ইহা) জানেন।

৮৯ তাহার জন্যই কমল প্রস্ফুটিত হইল। ক্ষুধিত ভ্রমর মধুপান করিবে। (কিন্তু কমলিনী, তোমার দয়া হইল না) নক্ষত্র (দল) বিরল হইল (একে একে মিলাইয়া গেল)। আকাশ প্রকাশিত হইতেছে। (স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে) দেখিয়া উৎফুল্ল কোকিল গান করিতেছে। ওরে মানিনি, পালটিয়া দেখ, অরুণে অন্ধকার পান করিতে লাগিল। (প্রভাত হইয়া আসিল কিন্তু তোমার মান গেল না) আমি তোমার মহার্ঘ ধন মান চুরি করিতে আসিয়াছিলাম। ইহা আমার উচিৎ হয় না। সেই অপরাধে মদন আমাকে মারিতেছে, ধনি তুমি হরিকে ধর, প্রাণ রক্ষা কর।

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি

তুহঁ মান ধএলি অবিচারে।
অবে কী করব প্রতিকারে॥
তুহঁ এড়াওলি রতনে।
মান হৃদয় করি ধরলি জতনে॥
মান গরূঅ কিঅ ধরলি।
কানুক করুনা করনে নহি সুনলি॥
বঞ্চিত ভৈ পহু চললা।
কলিজুগ পাপ সত তোহে ফললা॥
ন সুনলি মহাজন মুখকাঁ।
জাচত বাঘ ন খাএত বনকাঁ॥
মানিনী মান ভুজঙ্গে।
জারল বীখ ভরল সব অঙ্গে॥
সুকবি বিদ্যাপতি গাওল।
পূরুব কৃত ফল পাওল॥ ৯০॥

দুর্জ্জয় মান

কত কত অনুনয় করু বরনাহ।
ও ধনি মানিনি পলটি ন চাহ॥
বহুবিধ বানি বিলাপয়ে কান।
শুনইতে সতগুণ বাঢ়য়ে মান॥
গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন ন নিকসয়ে চমকিত চীত॥
পরশিতে চরন সাহস নাহি হোয়।
কর জোড়ি ঠাঢ়ি বদন পুনু জোয়॥
বিদ্যাপতি কহ সুন বরকান।
কি করবি তুহঁ অব দুর্জ্জয় মান॥ ৯১॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

দূতীর উক্তি

সুন সুন গুনবতি রাধে।
মাধব বধি কী সাধবি সাধে॥
চাঁদ দিনহি দিন হীনা।
সে পুন পলটি খনে খনে খীনা॥
অঙ্গুরী বলয়া পুন ফেরী।
ভাঙ্গি গঢ়ায়ব বুঝি কত বেরী॥
তোহরি চরিত নহি জানী।
বিদ্যাপতি ভন সিরে কর হানী॥ ৯২॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

দূতীর প্রতি রাধা

হরি বড় গরবী গোপমাঝে বসই।
ঐসে করবি জৈসে বৈরি ন হসই॥
পরিচয় করবি সময় ভাল চাই।
আজ বুঝব সখি তুআ চতুরাই॥

---

[৯০] অবিচারে তুমি মান করিলে। এখন কি প্রতীকার করিব? তুমি রত্ন (শ্রীকৃষ্ণের প্রেম) হারাইলে। মানকে যত্ন করিয়া হৃদয়ে ধরিলে। মানকে গুরুতর করিয়া মানিলে; কানাইয়ের করুণা (কাতর করুণ অনুনয়) কর্ণে শুনিলে না। বঞ্চিত হইয়া প্রভু চলিয়া গেল। কলিযুগের পাপ সত্যই তোমাতে ফলিল। মহাজনের মুখে কি শুনিস নাই—যাচিলে বনের বাঘ কি খায় না? (ইচ্ছা করিয়া বিপদ বরণ করিয়া লইলে তাহার আর প্রতিকার কোথায়?)। মান-ভুজঙ্গের বিষ মানিনীর সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া, (তাহাকে) জর্জ্জর করিল। সুকবি বিদ্যাপতি গাহিলেন—পূর্ব্বকৃত (প্রাক্তন কর্ম্মের) ফল পাইল।

[৯১] বরণীয় নাথ (হৃদয়েশ্বর) কত কত অনুনয় করিলেন। ও ধনি মানিনি, ফিরিয়া চাহিলি না। কানাই বহুবিধ বাণী বলিয়া বিলাপ করিল; শুনিয়া (তোর) মান শতগুণে বাড়িল। গদ্‌গদ (বিগলিত-চিত্ত, বিহ্বলকণ্ঠ) নাগর তাহা দেখিয়া ভীত হইল, (তাহার) কথা বাহির হইল না, চিত্ত চমকিত হইল। (তোর) চরণ স্পর্শ করিতে সাহস হয় না। জোড় করে দাঁড়াইয়া আবার (তোর) মুখের পানে চাহিয়া থাকে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—শ্রেষ্ঠ কানাই, শোন, তুমি কি করিবে? এখন (রাধার) দুর্জ্জয় মান।

[৯২] শোন, গুণবতি রাধা শোন, মাধবকে বধিয়া কি সাধ সাধন করিবে? চাঁদ দিনে দিনে (কৃষ্ণপক্ষে) হীন (ক্ষয়প্রাপ্ত) হয়; সে (মাধব) (আবার) পালটি (তৎপরিবর্ত্তে) ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হইতেছে। অঙ্গুরী বলয় হইয়াছে; কতবার মনে হয় বুঝি ভাঙ্গিয়া গড়াইবে। তোমার চরিত্র জানিতে পারিতেছি না। বিদ্যাপতি শিরে করাঘাত করিয়া বলিতেছেন।

শুছইত কুসল উলটায়বি পানি।
বচন ন বান্ধবি সুনহ সেয়ানি॥
হরি জদি ফেরি পুছয়ে ধনি তোয়।
ইঙ্গিতে বেদন জানায়বি মোয়॥
ইহ রস বিদ্যাপতি কবি ভান।
মান রহুক পুন জাউক পরান॥ ৯৩॥

(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়

সুন সুন গুনবতি রাধে।
পরিচয় পরিহর কোন অপরাধে॥
গগনে উগয়ে কত তারা।
চাঁদ আনহি অবতারা॥
আন কি কহবি বিসেখি।
লাখ লখিমিচয় লেখি না লেখি॥
সুনি ধনি মনহৃদি ঝুরে।
তবহি মনহি মনপুরে॥
বিদ্যাপতি কহ মীলন ভেল।
সুনইত ধন্দ সবহি ভৈ গেল॥ ৯৪॥

(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

শ্রীরাধার উক্তি

বড়ই চতুর মোর কান।
সাধন বিনহি ভাগল মঝু মান॥
জোগী বেস ধরি আওল আজ।
কে ইহ সমুঝব অপরুব কাজ॥
সাস বচন হম ভীখ লই গেল।
মঝু মুখ হেরইত গদগদ ভেল॥
কহ তব মান রতন দেহ মোয়।
সমঝল তব হম সুকপট সোয়॥
জে কিছু কয়ল তব কহইত লাজ।
কোঈ না জানল নাগররাজ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরি রাঈ।
কিএ তুহু সমুঝবি সে চতুরাঈ॥ ৯৫॥

(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

মিলন

দূর গেল মানিনি মান।
অমিয়া সরোবরে ডুবল কান॥
মাগয়ে তব পরিরম্ভ।
প্রেমভরে সুবদনি তনু জনি স্তম্ভ॥

---

[৯৩] বড় গর্ব্বিত হরি গোপ-সমাজে বাস করে। এমনভাবে (কাজ উদ্ধার) করিবে যেন, শত্রু না হাসে। ভাল সময় দেখিয়া পরিচয় করিও। সখি, আজ তোমার চতুরতা বুঝিব। কুশল জিজ্ঞাসা করিলে হাত উল্টাইও। সুচতুরা, শোন বচন বান্ধিও না (কথা কহিও না)। ধনি, হরি যদি পুনরায় তোমায় জিজ্ঞাসা করে, ইঙ্গিতে আমার বেদনা (দুঃখের কথা) জানাইও। বিদ্যাপতি কবি এই রস বলিতেছেন—প্রাণ যাউক পুন (কিন্তু) মান থাকুক।

[৯৪] গুণবতি রাধে শোন, শোন, কোন্ অপরাধে পরিচয় পরিহার করিতেছ (অচেনার মত আলাপ করিতেছ না)? আকাশে কত তারাই তো উদিত হয়; (কিন্তু) চাঁদ অন্য অবতার (অর্থাৎ চাঁদের দ্বিতীয় নাই, তাহার অবতরণেই অন্ধকার দূরীভূত হয়)। বিশেষ করিয়া অন্য কি বলিব, (তোমার তুলনায়) লক্ষ লক্ষ্মীকেও গণনা করি না। শুনিয়া ধনীর হৃদয়-মন বিগলিত হইল। তখনই মনে মনে পূর্ণ হইয়া গেল। (মনে প্রসন্নতার সৃষ্টি হইল।) বিদ্যাপতি বলিতেছেন—মিলন হইল। শুনিতে (সখীগণ) সকলেই বিস্মিত হইয়া গেল।

[৯৫] কানাই আমার বড় চতুর; বিনা সাধনে আমার মান ভাঙ্গাইল। আজ যোগীর বেশ ধরিয়া আসিল। কে ইহার অপরূপ কাজ বুঝিবে? শাশুড়ীর কথায় আমি ভিক্ষা লইয়া গেলাম। আমার মুখ দেখিয়া (যোগী আনন্দে) গদ্গদ হইল। বলিল, তোমার মানরত্ন আমায় (ভিক্ষা) দাও। তখন আমি বুঝিলাম (এ) সেই সুকপট (মাধব)। তখন যাহা কিছু করিল কহিতে লজ্জা হয়। কেহ জানিল না (যে যোগী আর কেহ নহে সেই) নাগররাজ। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—সুন্দরি রাই, তাহার চতুরালি তুমি কি বুঝিবে?

নাগর মধুরিম ভাস।
সুন্দরি গদ্‌গদ দীঘ নিসাস॥
কোরে অগোরল নাহ।
করু সঙ্কীরন রস নিরবাহ॥
লহু লহু চুম্ব বয়ান।
সরস বিরস হৃদি সজল নয়ান॥
সাহসে উরে কর দেল।
মনহি' মনোভব তব নহি ভেল॥
তোড়ল জব নীবিবন্ধ।
হরি সুখে তবহি মনোভব মন্দ॥
তব কছু নাহক সুখ।
ভন বিদ্যাপতি সুখ কি দুখ॥ ৯৬॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

শ্রীকৃষ্ণের মান

এক

করতল কমল নয়ন ঢর নীর।
ন চেতএ স'ভরন কুন্তল চীর॥
তুঅ পথ হেরি হেরি চিত নহি থীর।
সুমরি পুরুব নেহা দগধ সরীর॥
কতে পরি মাধব সাধব মান।
বিরহী জুবতি মাঁগ দরসন দান॥
জলমধে কমল গগনমধে সুর।
আঁতর চাঁদহু কুমুদ কত দুর॥
গগন গরজ মেঘা সিখর ময়ুর।
কত জন জানসি নেহ কত দুর॥
ভনই বিদ্যাপতি বিপরিত মান।
রাধা বচনে লজাএল কান॥ ৯৭॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

দুই

গগন গরজ ঘন জামিনি ঘোর।
রতনহুঁ লাগি ন সঞ্চর চোর॥
এহনা তেজি অএলাহুঁ নিঅ গেহ।
অপনহু ন দেখিঅ অপনুক দেহ॥
তিলা এক মাধব পরিহর মান।
তুঅ লাগি সংসয় পরল পরান॥
দুসহ জমুনা নদি এলিহু ভাঁগি।
কুচজুগ তরল তরনি ত' লাগি॥
দেহ অনুমতি হে জুঝও প'চবান।
তোঁহে সন নগর নাগর নহি আন॥
ভনই বিদ্যাপতি নারী সোভাব।
অপনুক অভিমত উকুতি বুঝাব॥
রাজা রূপনরাএন জান।
সিবসিংঘ লখিমা দেই রমান॥ ৯৮॥

[৯৬] মানিনীর মান দূরে গেল। কানাই অমিয়-সরোবরে ডুবিল। তখন আলিঙ্গন মাগিল। প্রেমভরে সুবদনীর দেহ যেন স্তম্ভিত হইল। নাগর মধুর কথা বলিল, সুন্দরীর গদ্‌গদ (ভাবে) দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল। নাথ কোলে আগুলাইল (এবং) সঙ্কীর্ণ (সম্ভোগ) রস নির্ব্বাহ করিল। (কানাই শ্রীরাধার) মৃদু মুখ-চুম্বন করিল, (সুন্দরীর) হৃদয় সরস-বিরস (যুগপৎ হৃষ্ট ও রুষ্ট) এবং নয়ন সজল হইল। (কানাই) সাহস করিয়া (শ্রীরাধার) বক্ষঃস্থলে হাত দিল। তখনও সুন্দরীর মনে মনোভাব (মদন) জাগিল না। যখন (শ্রীহরি শ্রীরাধার) নীবিবন্ধ খুলিল, তখন (শ্রীরাধার মনে) হরির সুখোদয়কারী মৃদু মনোভবের উদয় হইল। তাহাতে নাথের কিছু সুখ হইল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—সুখ কি দুঃখ (বুঝিতে পারিতেছি না)।

[৯৭] করতলে মুখকমল (বিন্যস্ত) নয়ন অশ্রুপূর্ণ, অলঙ্কার কেশ ও বসন সম্বন্ধে চেতনা নাই। তোমার পথ চাহিয়া চাহিয়া চিত্ত অস্থির। পূর্ব্ব প্রেম স্মরণ করিয়া (শ্রীরাধার) দেহ দগ্ধ হইতেছে। মাধব, কি প্রকারে মান সাধিবে? বিরহিণী যুবতী দর্শন দান চাহিতেছে। জলের মধ্যে পদ্ম, আর গগনের মাঝে সূর্য্য (থাকে); চাঁদে কুমুদে কতদূর অন্তর। মেঘ গগনে গর্জ্জন করে, (শুনিয়া) পর্ব্বতশিখরে ময়ূর (নাচে)। কতজনে জানে প্রেম (পরস্পরকে) কতদূর (হইতে আকর্ষণ করে)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—(ইহা) বিপরীত মান। (দূতীমুখে) রাধার কথা শুনিয়া কানাই লজ্জিত হইল।

[৯৮] গগনে মেঘ গর্জ্জন (করিতেছে), ঘোর (ভয়ানক) রাত্রি। রত্নের জন্যও (রত্ন চুরি করিবার জন্যও) চোর বাহির হয় না। এহেন সময়ে নিজ গৃহ ছাড়িয়া আসিলাম। (এত অন্ধকার) আপন দেহ

আক্ষেপানুরাগ

এক

রোপলহ পহু লহু লতিকা আনি।
পরতহ জতনে পটাবিতহ পানি॥
তঁই অরথিত উপচিত ভেলি সে।
তোহে বিসরলি ভল বোলত কে॥
মাধব বুঝল তোহর অনুরোধ।
হেরিতহু কএলহ নয়ন নিরোধ॥
একহু ভবন বসি দরসন বাধ।
কিছু ন বুঝিঅ পহু কী অপরাধ॥
সুপুরুস বচন সবহুঁ বিধি ফুর।
অমরখে বিমরখ ন করিঅ দূর॥
ভনই বিদ্যাপতি এহু রস জান।
রাএ—সিবসিংঘ লখিমা দেই রমান॥ ৯৯॥

দুই

কী হমে সাঁঝক একসরি তারা
ভাদর চৌঠিক সসী।
ইথি দুহু মাঝ কওন মোর আনন
জে পহু হেরসি ন হঁসী॥
(সাএ সাএ) কহহ কহহ কহু কপট করহ জনু
কি মোরা ভেল অপরাধে॥
ন মোয়ঁ কবহু তুঅ অনুগতি চুকলিহু
বচন ন বোলল মন্দা।
সামি সমাজ হম পেমে অনুরঞ্জিয়
কুমুদিনি সান্নিধি চন্দা॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর জৌবতি
মেদিনি মদন সমানে।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেবি রমানে॥ ১০০॥

তিন

সোলহ সহস গোপি মহুরাণি।
পাট মহাদেবি করবি হে আনি॥
বোলি পঠওলহি জত অতিরেক।
উচিতহু ন রহল তহিক বিবেক॥
সাজনি কী কহব কাহ্ন পরোখ।
বোলি ন করিঅ বড়াকা দোখ॥
অব নিত মতি জদি হরলহি মোরি।
জানলা চোরে করব কী চোরি॥
পুরবাপরে নাগরকা বোল।
দূতি মতি পাওল গএ ওল॥ ১০১॥

আপনিই দেখিতে পাইতেছি না। মাধব, একতিলের জন্যও মান পরিহার কর। তোমার জন্য প্রাণ-সংশয় ঘটিল। দুঃসহ যমুনা নদী কুচ-যুগলকে তরণি করিয়া ভাগ্যে তরিয়া আসিলাম। অনুমতি দাও, পঞ্চবাণ যুদ্ধ করুক। তোমার তুল্য নাগর আর নগরে নাই। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—নারীর স্বভাব, আপনার অভিমত উক্তি বুঝায় (আপন মনোমত কথা বলে)। লছিমা দেবীর রমণ রায় শিবসিংহ রূপনারায়ণ রাজা তাহা জানেন।

[৯৯] প্রভু, ছোট লতিকা আনিয়া রোপিলে, প্রত্যহ যত্নে জল সেচিলে। তাই (তোমার) প্রার্থনায় (আকাঙ্ক্ষায় ও যত্নে) সে (সেই লতা) বাড়িল। (তাহাকে) তুমি ভুলিলে কে ভাল বলিবে। মাধব, তোমার অনুরোধ বুঝিলাম। দেখিয়াই নয়ন নিরোধ করিলে (মুখ ফিরাইলে)। একই ভবনে থাকিয়া দেখা বারণ। প্রভু, কি অপরাধ কিছু বুঝি না। সুপুরুষের বচন সকলই বিধাতা পূর্ণ করেন। অমর্ষে বিমর্ষকে দূর করে না (ক্রোধের দ্বারা দুঃখ নিবারিত হয় না)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—এই রস (তিনি) জানেন, লছিমা দেবীর রমণ রাজা শিবসিংহ।

[১০০] আমি কি সাঁঝের একেশ্বরী তারা না ভাদ্র চতুর্থীর চন্দ্র? এই দুয়ের মাঝে কোন্‌টি আমার মুখ যে প্রভু হাসিয়া দেখে না? (সন্ধ্যার একক তারা আর ভাদ্র মাসের চতুর্থীর চাঁদ কেহ দেখে না)। সখি, সখি, কানুকে বলিও বলিও, যেন কপট করে না, কি আমার অপরাধ হইল? (বলিও) আমি কখনও তাহার আনুগত্য ভুলি নাই (অবাধ্য হই নাই), মন্দ কথা বলি নাই। স্বামী সঙ্গ প্রেমে অনুরঞ্জিত করিয়াছি, (যেমন) চন্দ্র সান্নিধ্যে কুমুদিনী। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—বরযুবতি শোন, লছিমা দেবীর রমণ রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ মেদিনীতে মদন-সমান।

[১০১] ষোল হাজার গোপীর মাঝে আমি রাণী। (আমাকে) আনিয়া পাটরাণী করিবে। (এইসব) যত

ভনই বিদ্যাপতি অছ পরকার।
দন্দ সমুদ হোএ জীব দএ পার॥ ১০৩॥

চার

সে কাহ্ন সে হম সে পাঁচবান।
পাছিল ছাড়ি রঙ্গ আবে আন॥
পাছিলাহু পেমক কি কহব সাধ।
আগিলাহু পেম দেখিঅ অবে আধ॥
বোলি বিসরলহ দঅ বিসবাস।
সে অনুরাগল হৃদয় উদাস॥
কবি বিদ্যাপতি ইহো রস ভান।
বিরল রসিক জন ঈ রস জান॥ ১০২॥

পাঁচ

জনম হোঅএ জদি জওঁ পুনু হোই।
জুবতী ভই জনমএ জনি কোই॥
হোইহ জুবতি জনি হো রসমন্তি।
রসও বুঝএ জনি হো কুলমন্তি॥
ই ধন মাগওঁ বিহি এক পএ তোহি।
থিরতা দিহহ অবসানহু মোহি॥
মিলি সামি নাগর রসধারা।
পরবস জনি হোঅ হমর পিয়ারা॥
হোইহ পরবস বুঝিঅ বিচারি।
পাএ বিচার হার কওন নারি॥

ছয়

মধু সম বচন কুলিস সম মানস
প্রথমহি জানি ন ভেলা।
অপন চতুরপন পিসুন হাথ দেল
গরুঅ গরব দূর গেলা॥
সখি হে মন্দ পেম পরিনামা।
বড় কএ জীবন কএল পরাধিন
নহি উপচর এক ঠামা॥
ঝাঁপল কূপ দেখহি নহি পারল
আরতি চললহু ধাঈ।
তৈখন লঘু গুরু কিছু নহি গুনল
অব পচতাবকে জাঈ॥
এতদিন অছলহু আন ভান হম
অব বুঝল অবগাহি।
অপন মূর অপনে হম চাঁছল
দোখ দিব গএ কাহি॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনু বর জৌবতি
চীতে গনব নহি আনে।
পেমক কারন জীউ উপেখিএ
জগজন কে নহি জানে॥ ১০৪॥

অতিরিক্ত বলিয়া পাঠাইল, তাহার উচিত বিবেচনা রহিল না (কথা রাখিল না)। সজনি, কানাইয়ের পরোক্ষে কি কহিব? বড় লোকের দোষ বলিতে নাই। এখন আমার নীতি ও মতি (বুদ্ধি) হরিয়া লইল। জানা চোরের চুরিতে করিব কি? পূর্ব্বাপর নাগরের (ব্যবহারের) কথা শুনিয়া দূতীর বুদ্ধি শেষ (লোপ) পাইল।

[১০২] সেই কানু, সেই আমি, সেই পঞ্চবাণ, পাছিলা (পূর্ব্বের সম্বন্ধ) ছাড়িয়া এখন অন্য রঙ্গ (অর্থাৎ কানাই আমাকে ছাড়িয়া অন্য রমণীকে লইয়া মাতিয়াছে)। পূর্ব্বের প্রেমের সাধ কি বলিব, আগেকার প্রেম এখন আধেক দেখিতেছি। বিশ্বাস দিয়া কথা বিস্মৃত হইল। সেই অনুরাগপূর্ণ হৃদয় (এখন আমার প্রতি) উদাসীন হইল। কবি বিদ্যাপতি এই রস বলিতেছেন, বিরল (সেই) রসিকজন (যে) এই রস জানেন।

[১০৩] জন্ম হইয়া যদি পুনরায় জন্ম হয়, (তবে) যুবতী হইয়া যেন কেহ জন্মায় না। যদি যুবতী হয় (তবে) যেন রসবতী না হয়। যদি রস বুঝে (তবে) যেন কুলবতী না হয়। একমাত্র এই ধন মাগি বিধি তোর নিকট, আমার অবসানে (অন্তিমে) স্থৈর্য্য দিও। (যেন) রসময় নাগর স্বামী মিলে। (যেন) আমার প্রিয় পরবশ না হয় (পরবশ হইলেও যেন) বিচার করিয়া বুঝে—বিচারে কোন নারী হার পায় (বরণ মাল্য পাওয়ার যোগ্য)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—উপায় আছে, জীবন দিয়া দ্বন্দ্ব-সমুদ্র পার হইতে হয়।

[১০৪] মধুর সমান বচন (কিন্তু) বজ্রের মত (কঠিন এবং দগ্ধ করিবার মত) মন; প্রথমে জানিতে পারি নাই। আপনার চতুরপনা খলের হাতে (সঁপিয়া) দিলাম, গুরু গৌরব দূরে গেল। সখি, প্রেমের

সাত

রিতে সরীর হোয়ে অবসান।
কহইত ন লয় বুঝহ অবধান॥
কহই ন পারিঅ সহন ন জায়।
বলহ সজনি অব কি করি উপায়॥
কোন বিহি নিরমিল ইহ পুন নেহ।
কাহে কুলবতি করি গঢ়ল দেহ॥
কাম করে ধরিয়া সে করায় বাহার।
রাখএ মন্দিরে এ কুল আচার॥
সহই ন পারিঅ চলই ন পারি।
ঘন ফিরি জৈসে পিঞ্জর মাহা সারি॥
এতহু বিপদে কিয় জীবএ দেহ।
ভনই বিদ্যাপতি বিসম এ নেহ॥ ১০৫॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

আট

কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর।
বাঁসি নিসাস গরলে তনু ভোর॥
হঠ সয় পইসএ স্রবনক মাঝ।
তাহি খন বিগলিত তনু মন লাজ॥
বিপুল পুলক পরিপুরএ দেহ।
নয়নে নিহারি হেরএ জনু কেহ॥
গুরুজন সমুখহি ভাবতরঙ্গ।
জতনহি বসন ঝাঁপি সব অঙ্গ॥
লহু লহু চরণ চলিএ গৃহ মাঝ।
দইব সে বিহি আজু রাখল লাজ॥
তনু মন বিবস খসএ নিবি-বন্ধ।
কী কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্দ॥ ১০৬॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

নয়

প্রেমক গুন কহই সব কোই।
যে প্রেমে কুলবতি কুলটা হোই॥
হম জদি জানিএ পিরীতি দুরন্ত।
তব কিএ জাওব পাপক অন্ত॥
অব সব বিসসম লাগএ মোই।
হরি হরি পিরীতি করএ জনি কোই॥
বিদ্যাপতি কহ সুন বরনারি।
পানি পিয়ে পিছে জাতি বিচারি॥ ১০৭॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

পরিণাম মন্দ। (মাধবকে) বড় করিয়া (শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া) জীবন পরাধীন (তাহার অধীন) করিলাম। এক স্থানেও শান্তি নাই। আচ্ছাদিত কূপ দেখিতে (চিনিতে) পারিলাম না (দেখিবার সামর্থ্য রহিল না), আবেগে ধাইয়া চলিলাম। তখন লঘুগুরু কিছুই গণিলাম না, এখন পস্তাইতেছি (অনুতাপ করিতেছি)। এতদিন আমি অন্যরূপ মনে করিয়াছিলাম, এখন তলাইয়া (গভীর ভাবে) বুঝিলাম। আপন মস্তক আপনি মুণ্ডন করিলাম (নিজের মুড় নিজে মুড়াইয়াছি)। কাহাকে (কাহার নিকট অথবা কাহার উপর) গিয়া দোষ দিব। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—বরযুবতি শোন, মনে আন গণিও না, জগজনে কে জানে না প্রেমের কারণে জীবন উপেক্ষা করিতে হয়?

[১০৫] পাসরিতে (ভুলিতে) শরীর অবসন্ন হয়, কহিবার নয়, এখন অবধানে (অবহিত হইয়া) বুঝ। কহিতে পারি না, সহাও যায় না, বল সখি, এখন উপায় কি করি। কোন্ বিধি এই প্রেম নির্ম্মাণ করিল? (কি জন্য) কুলবতী করিয়া এই দেহ গড়িল? কামদেব করে ধরিয়া (ঘর হইতে) বাহির করে। কুলাচার মন্দিরে (ধরিয়া) রাখে। (কুলবতীর আচরণ গৃহেই পড়িয়া থাকে।) সহিতে পারি না, চলিতেও পারি না। খাঁচার মধ্যে শারীর ন্যায় ঘন (ঘন ঘুরিতেছি) ফিরিতেছি। এত বিপদেও কি দেহ বাঁচে? বিদ্যাপতি বলিতেছেন—বিষম এই প্রেম।

[১০৬] এ দুঃখের শেষ (সীমার কথা) কি কহিব সখি, বাঁশীর নিশ্বাস-গরলে তনু বিহ্বল হইল। জোর করিয়া শ্রবণের মধ্যে প্রবেশ করে। সেই ক্ষণে দেহ-মনের লজ্জা বিগলিত হয়। বিপুল পুলকে দেহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। (সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ সঞ্চার হয়।) চাহিয়া দেখি—কেহ যেন না দেখে। গুরুজনের সম্মুখেই (সাত্ত্বিক) ভাবের তরঙ্গ (উঠে)। (লুকাইবার জন্য) যত্ন করিয়া বসনে সব অঙ্গ ঢাকি। ধীর পদে চলিয়া গৃহের মধ্যে যাই। দৈবাৎ বিধাতা আজ আমার লজ্জা রাখিল। তনু মন বিবশ হয়, নীবিবন্ধ খসিয়া পড়ে। কি কহিবেন, বিদ্যাপতি নিজেই ধাঁধায় পড়েন।

[১০৭] প্রেমের গুণ সকলেই বলে, যে প্রেমে কুলবতী কুলটা হয়। (তাহার আবার গুণ কোথায়?) আমি

দশ

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হমারি।
হম নহ সংকর হুঁ বরনারী॥
নহি জটা ইহ বেনিবিভঙ্গ।
মালতি মাল সিরে নহ গঙ্গ॥
মোতিমবন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দুরবিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদসার।
নহ ফনিরাজ উরে মনিহার॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলি কমল ইহ নহএ কপাল॥
বিদ্যাপতি কহ এহন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ মলয়জপংক॥ ১০৮॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

———

দানখণ্ড

এক

সুধামুখি কো বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভবমঙ্গল
ত্রিভুবন বিজয়ী মালা॥
সুন্দর বদন চারু অরু লোচন
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
কনয় কমল মাঝে কাল ভুজঙ্গিনি
শ্রীযুত খঞ্জন খেলা॥
নাভিবিবর সঞে লোমলতাবলি
ভুজগি নিসাস পিয়াসা।
নাসা খগপতিচঞ্চু ভরম ভয়ে
কুচগিরি সান্ধি নিবাসা॥
তিন বানে মদন জিতল তিন ভুবনে
অবধি রহল দউ বানে।
বিধি বড় দারুন বধিতে রসিক জন
সোঁপল তোহারি নয়ানে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নাগর
ইহ রস কো পয়ে জান।
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
লছিমা দেই পরমান॥ ১০৯॥

দুই

কবরীভয়ে শিখী গেয় গিরিকন্দরে
মুখভয়ে চান্দ অকাসে।

যদি জানিতাম প্রেম দুরন্ত (দুঃখদায়ক, দুর্নিবার), তবে কি পাপের সীমায় (চরমে) যাইতাম? এখন সব আমার নিকট বিষের সমান লাগিতেছে। হরি, হরি, কেহ যেন পিরীতি করে না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—বরনারি শোন, (অপরিচিতের হাতে) জল খাইয়া পরে কি (তাহার) জাতি বিচার করিতে হয়?

১০৮ মদন কত আর আমার শরীর দগ্ধ করিবে? আমি শঙ্কর নহি, রমণী। (শিব তোমাকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। সেই ক্রোধে কি হরভ্রমে তুমি আমাকে দগ্ধ করিতেছ?) (আমার শিরে) জটা নয় ইহা বিনানো বেণী। (তাহাতে জড়ানো) মালতীর মালা, শিরে গঙ্গা নহে। (বেণীতে বান্ধা সিঁথিতে লম্বিত) মোতির গুচ্ছ, মৌলিতে চন্দ্র নয়। ললাটে নয়ন নহে (ত্রিনয়ন নাই), উহা সিন্দুর-বিন্দু। কণ্ঠে গরল নহে (আমি নীলকণ্ঠ নই), মৃগমদ-সার। বক্ষে ফণিরাজ নহে, মণিহার। নীল পট্টবস্ত্র (পরিয়া আছি), বাঘছাল নহে। হস্তে এটা লীলাকমল, ইহা নর-কপাল নহে। বিদ্যাপতি এই সুছন্দ বলিতেছেন, অঙ্গে ভস্ম নহে ইহা মলয় চন্দনের অনুলেপন।

১০৯ (ওগো) সুধামুখি বালা, কোন্ বিধাতা অপরূপ-রূপ (অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট) মনোভব-মঙ্গল (মদনেরও কল্যাণদায়ক) ত্রিভুবন-বিজয়ী (জগজ্জয়ী) মালার ন্যায় তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন? তোমার বদন সুন্দর, আর চারু, লোচন কজ্জলে রঞ্জিত হইয়াছে, (যেন) কনক-কমল-মাঝে কাল-ভুজঙ্গিনীর সহিত সুশোভন খঞ্জনের খেলা চলিতেছে (অর্থাৎ তোমার সুন্দর মুখ স্বর্ণপদ্ম, সুন্দর চোখে কাজল কালসাপিনী, আর আঁখি তারকা খঞ্জন)। নাভিবিবর হইতে লোম-লতাবলী (রূপ) ভুজঙ্গিনী নিশ্বাস পিপাসায় (বায়ুপানের আশায়) বাহির হইয়াছিল। কিন্তু তোমার নাসিকাকে গরুড়ের চঞ্চু ভ্রমে ভয় পাইয়া (দুইটি) কুচগিরির সন্ধিস্থলে বাসা বাঁধিয়াছে। মদন তিন বাণে তিন জগৎ জয় করিল, অবশিষ্ট রহিল দুইটি বাণ। বিধাতা বড়ই নিষ্ঠুর, (তিনি) রসিকজনকে বধ করিবার জন্য

হরিনি নয়নভয়ে স্বরভয়ে কোকিল
গতিভয়ে গজ বনবাসে॥
সুন্দরি কাহে মোহে সম্ভাসি ন যাসি।
তুঅ ডরে ইহ সব দুরহি পলাএল
তুহু পুন কাহি ডরাসি॥
কুচভয়ে কমলকোরক জলে মুদি রহু
ঘট পরবেসে হুতাসে।
দাড়িম সিরিফল গগনে বাস করু
সম্ভু গরল করু গ্রাসে॥
ভুজভয়ে কনক মৃনাল পঙ্কে রহু
করভয়ে কিসলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐসন
কহব মদন পরতাপে॥ ১১০॥

নৌকাবিলাস

এক

তুঅ গুণ গৌরব সীল সোভাব।
সেহে লএ চঢ়লিহু তোহরী নাব॥
হঠ ন করিঅ কহ্নু কর মোহি পার।
সব তহ বড় থিক পর উপকার॥
আইলি সখি সবে সাথে হমার।
সে সবে ভেলি নিকহি বিধি পার॥
হমরা ভেলি কাহ্নু তোহরেও আস।
জে অংগিরিঅ তা ন হোইঅ উদাস॥
ভল মন্দ জানি করিঅ পরিণাম।
জস অপজস দুই রহ গএ ঠাম॥
হমে অবলা কত কহব অনেক।
আইতি পড়লে বুঝিঅ বিবেক॥
তোহে পর নাগর হমে পর নারি।
কাঁপ হৃদয় তুঅ প্রকৃতি বিচারি॥
ভনই বিদ্যাপতি গাবে।
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন
ঈ রস সকল সে পাবে॥ ১১১॥

দুই

কুচ নখ লাগত সখি জন দেখ।
কইসে নুকাএত গিরি সসিরেখ॥
আরতি অধিক ন করিঅ লোভ।
সব রাখএ পহিলহি মুখসোভ॥
ন হর ন হর হরি হৃদয়ক হার।
দুহু কুল অপজস পহিল পসার॥

(ঐ বাণ দুইটিকে) তোমার নয়নদ্বয়ে সমর্পণ করিলেন। বিদ্যাপতি বলেন—হে বরনাগর এই রস অপরে কে জানে? রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহ (ও) লছিমাদেবী (ইহার) প্রমাণ।

[১১০] তোমার কবরীর (খোঁপার) ভয়ে শিখী গিরি-কন্দরে গিয়াছে। মুখের ভয়ে চাঁদ আকাশে (পলাইয়াছে), (এবং) নয়নের ভয়ে হরিণী, স্বরের ভয়ে কোকিল (ও) গতির ভয়ে হস্তী বনবাস (আশ্রয় করিয়াছে)। সুন্দরি, কেন আমাকে সম্ভাষণ না করিয়া যাইতেছ? তোমার ভয়ে ইহারা সব দূরে পলাইল, তুমি পুনরায় কাহাকে ভয় করিতেছ? (তোমার) কুচের ভয়ে কমল-কোরক জলে মুদ্রিত (নিমীলিত) রহে, ঘট আগুনে প্রবেশ করে (কারণ, কুম্ভকার কাঁচা ঘটকে আগুনে পোড়ায়।) দাড়িম (ও) শ্রীফল গগনে পলায় (এবং) শম্ভু গরল পান করেন (অর্থাৎ তোমার কুচযুগল পদ্মকলি, ঘট, দাড়িম, বেল ও শিবলিঙ্গের সহিত তুলনীয়, উহাদের অপেক্ষা সুগঠিত ও সুশ্রী)। (তোমার) ভুজের ভয়ে কনক-মৃণাল পঙ্কে থাকে (এবং তোমার) করের ভয়ে কিশলয় সর্ব্বদা কম্পিত হয়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—এইরূপ মদন-প্রতাপ (মদনের প্রতাপের কথা) কত কত কহিব?

[১১১] পারার্থিনী পসারিণী রূপে শ্রীরাধার উক্তি—তোমার গুণ-গৌরব শীলস্বভাব (জানি)। সেই জন্য তোমার নৌকায় চড়িলাম। কানাই, হঠকারিতা করিও না, আমাকে পার করিয়া দাও। সর্ব্বাপেক্ষা বড় (কাজ) পর-উপকার। আমার সঙ্গে সখীসব আসিয়াছিল, তাহারা ভালরূপেই পার হইয়া গেল। কানাই, আমি তোমার আশায় আছি। যে অঙ্গীকার করিলে তাহাতে উদাস (অমনোযোগী) হইও না। ভালমন্দ জানিয়া পরিণাম (চিন্তা) করিও। স্থানে (ইহজগতে) যশ অপযশ দুইই রহিয়া যায়। আমি অবলা, অনেক কি কহিব? (তোমার) আয়ত্তে পড়িয়া আছি। বিবেক (দিয়া) বুঝ। তুমি পর-নাগর, আমি পরনারী। তোমার প্রকৃতি বিচার করিয়া আমার হৃদয় কাঁপে। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন—রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ এই রস সমস্তই পাইবেন।

খর কএ খেব লেহে নিঅ দান।
রসিক পএ রাখ গোপীজন মান॥
তোঁহে জদ্‌কুল হম কুলিন গোআলি।
অনুচিত বাট ন কর বনমালি॥
ভনই বিদ্যাপতি অরেরে গোআরি।
বড়ে পুনে সম্ভব আদর মুরারি॥
রাজা রূপনারায়ন রস জান।
সিবসিংঘ সুখমা দেই রমান॥ ১১২॥

তিন

কর ধরু করু মোহি পারে।
দেব মেঁ অপরুব হারে, কহ্নৈয়া॥
সখি সভ তেজি চলি গেলী।
ন জানু কোঁন পথ ভেলী, কহ্নৈয়া॥
হম ন জাএব তুঅ পাটে।
জাএব ঔঘট ঘাটে, কহ্নৈয়া॥
বিদ্যাপতি এহো ভানে।
গুঞ্জরী ভজু ভগবানে, কহ্নৈয়া॥ ১১৩॥

বসন্তবিহার

এক

ঋতুপতি রাতি রসিকবর রাজ।
রসময় রস রভসরস মাঝ॥
রসবতি রমনীরতন ধনি রাহি।
রাস রসিক সহ রস অবগাহি॥
রঙ্গিনি গন রস রঙ্গহি নটঈ।
রনরনি কঙ্কন কিঙ্কিনি রটঈ॥
রহি রহি রাগ রচয়ে রসবন্ত।
রতিরত রাগিনি রমন বসন্ত॥
রটতি রবাব মহতি কপিনাস।
রাধারমন করু মুরলি বিলাস॥
রসময় বিদ্যাপতি কবি ভান।
রূপনরায়ন ভূপতি জান॥ ১১৪॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

দুই

আএল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবি পন্থ॥
দিনকর কিরণ ভেল পোগণ্ড।
কেসর কুসুম ধএল হেমদণ্ড॥
নৃপ আসন নব পীঠল পাত।
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ॥
মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়।
সমুখ হি কোকিল পঞ্চম গায়॥
সিখিকুল নাচত অলিকুল জন্ত্র।
দ্বিজকুল আন পঢ় আসিখ মন্ত্র॥

---

[১১২] স্তনে নখ লাগিতেছে, সখীজনে দেখিবে। পর্ব্বত কিরূপে চন্দ্ররেখা লুকাইবে? অধিক আরতি ও লোভ করিও না। সকলেই প্রথমে মুখশোভা (চক্ষুলজ্জা) রাখে। হরি, হৃদয়ের হার কাড়িয়া লইও না, লইও না। প্রথম পসারেই দুই কুলে অপযশ হইবে। উচিত মত খেয়ার কড়িতে নিজের 'দান' লও। হে রসিক, গোপীজনের মান রাখ। তুমি যদুকুল (জাত), আমিও কুলীন গোপী। বনমালী, অনুচিত বাট (পথ) করিও না (বিপথে চলিও না)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—ওরে গোয়ালী, বড় পুণ্যেই মুরারির আদর (পাওয়া) সম্ভব (হয়)। সুখমা (সুষমা) দেবীর রমণ শিবসিংহ রাজা রূপনারায়ণ এ রস জানেন।

[১১৩] করে ধরিয়া আমাকে পার কর, কানাই, অপূর্ব্ব হার (পুরস্কার) দিব। সখীসব (আমাকে) ছাড়িয়া চলিয়া গেল, কানাই, জানি না কোন্ পথ পাইল। আমি তোমার পাটে (তোমার আসনে বা কোলে) যাইব না। কানাই, (বরং) আঘাটার ঘাটে যাইব। বিদ্যাপতি এই (কথা) বলিতেছেন—(রমণি,) গুঞ্জন করিয়া (অর্থাৎ স্তুতি করিতে করিতে) ভগবান কানাইকে ভজনা কর।

[১১৪] বসন্তের (পূর্ণিমার) রাত্রে রসিকশ্রেষ্ঠ (কৃষ্ণ) রসপরিপূর্ণ রাসের রভস-রসমাঝে বিরাজ করিতেছেন। রসবতী রমণীরত্ন রাই ধনী রাস-রসিক (শ্রীকৃষ্ণ) সহ রসে অবগাহন করিতেছেন। রঙ্গিণীগণ রসরঙ্গে নাচিতেছেন। কঙ্কণ-কিঙ্কিণী রণরণি বাজিতেছে। রসবন্ত (কৃষ্ণ) রহিয়া রহিয়া রাগ রচনা করিতেছেন। বসন্ত রতিরত (রতিরসাত্মিকা) রাগিণীগণের রমণ। রবাব বীণা কপিনাশ বাজিতেছে। রাধারমণ মুরলী আলাপন করিতেছেন। রসময় কবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন—রূপনারায়ণ ভূপতি (এ রস) জানেন।

চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম পরাগ।
মলয়পবন সহ ভেল অনুরাগ॥
কুন্দবল্লী তরু ধএল নিসান।
পাটল তূন অসোক দল বান॥
কিংসুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ।
হেরি সিসির রিতু আগে দল ভঙ্গ॥
সৈন সাজল মধুমখিকা কুল।
সিসিরক সবহু কএল নিরমূল॥
উধারল সরসিজ পাওল প্রান।
নিজ নব দলে করু আসন দান॥
নব বৃন্দাবন রাজ বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার॥ ১১৫॥

তিন

মধুঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম মধুমাতি॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ॥
মধুর জুবতিজনসঙ্গ।
মধুর মধুর রসরঙ্গ॥
মধুর মৃদঙ্গ রসাল।
মধুর মধুর করতাল॥
মধুর নটন গতি ভঙ্গ।
মধুর নটিনী নটসঙ্গ॥
মধুর মধুর রসগান।
মধুর বিদ্যাপতি ভান॥ ১১৬॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

চার

নব বৃন্দাবন নব নব তরুগন
নব নব বিকসিত ফুল।
নবল বসন্ত নবল মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল॥
বিহরই নবল কিসোর।
কালিন্দি পুলিন কুঞ্জবন সোভন
নব নব প্রেমবিভোর॥
নবল রসালমুকুলমধু মাতল
নব কোকিলকুল গায়।
নব জুবতীগন চিত উমতাঅই
নব রস কানন ধায়॥
নব জুবরাজ নবল নব নাগরি
মিলএ নব নব ভাঁতি।
নিতি নিতি ঐসন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি॥ ১১৭॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

---

১১৫ ঋতুপতি রাজা বসন্ত আসিলেন। অলিকুল মাধবীর পথে ধাইল। (অতীত-শৈশব) সূর্য্যকিরণ পৌগণ্ড দশায় উপনীত হইল। কেশর-কুসুম হেমদণ্ড ধরিল। নূতন পিঠালী পাতায় রাজার আসন হইল। কাঞ্চন ফুল মাথায় ছাতা ধরিল। আম্র-মুকুল তাহাতে মুকুট হইল। সম্মুখে কোকিল পঞ্চমে গাহিতে লাগিল। ময়ূরেরা নাচিতেছে। ভ্রমরেরা যন্ত্র (বাজাইতেছে)। অন্য দ্বিজগণ (এক অর্থে পক্ষী অন্য অর্থে ব্রাহ্মণ) আশিস্ মন্ত্র পড়িতেছে। কুসুম-পরাগ উড়িয়া চন্দ্রাতপের আকার ধারণ করিল। মলয়-পবনের সঙ্গে (তাহার) অনুরাগ জন্মিল। বৃক্ষ(গণ) কুন্দলতার নিশান ধরিল। পাটলি ফুল তূণ ও অশোক ফুল-সকল বাণ হইল। কিংশুক এবং লবঙ্গ লতাকে এক সঙ্গে দেখিয়া শিশির ঋতু আগেই ভঙ্গ দিল। মধুমক্ষিকাকুল সৈন্য সাজিল। শিশিরের সমস্তই নির্ম্মূল করিল। উদ্ধার-প্রাপ্ত পদ্ম প্রাণ পাইল। আপনার নূতন দলে আসনদান করিল। নব বৃন্দাবন-রাজের বিহার। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—(এই বসন্ত) সময়ের সার।

১১৬ বসন্ত ঋতুতে ভ্রমরকুল মধুর কুসুমে মধুপানে মাতিয়াছে। মধুর বৃন্দাবনের মাঝে মধুর রসরাজ বিহার করিতেছেন। মধুর যুবতীগণের সঙ্গে (তাঁহার) মধুর মধুর রসরঙ্গ। মধুর রসাল মৃদঙ্গ, মধুর মধুর করতাল। (মাধবের) নটন-গতি-ভঙ্গি মধুর। মধুর নটিনী (রাধা) নটের (মাধবের) সঙ্গে মধুর রসের গান করিতেছেন। বিদ্যাপতির বচনও মধুর।

১১৭ নব বৃন্দাবনে নব নব তরুগণ, (তাহাতে) নূতন নূতন প্রস্ফুটিত ফুল। নবীন বসন্ত, নূতন মলয়-পবন, নব অলিকুল মাতিল। নওল কিশোর বিহার করিতেছেন। যমুনা পুলিনে শোভন কুঞ্জবনে (তিনি) নব নব প্রেমে বিভোর। নূতন আম্র-মুকুলের মধুপানে মত্ত নব কোকিল-কুল গান করিতেছে।

মাথুর

ভাবী বিরহ

এক

মাধব তোঁহে জনি জাহ বিদেসে।
হমরো রঙ্গ রভস লএ জৈবহ
লৈবহ কোঁন সনেসে॥
বনহিং গমন করু হোএতি দোসর মতি
বিসরি জাএব পতি মোরা।
হীরা মনি মানিক একো নহি মাঁগব
ফেরি মাঁগব পহু তোরা॥
জখন গমন করু নয়ন নীর ভরু
দেখিও ন ভেল পহু তোরা।
একহি নগর বসি পহু ভেল পরবস
কইসে পুরত মন মোরা॥
পহু সঙ্গ কামিনী বহুত সোহাগিনী
চন্দ্র নিকট জইসে তারা।
ভনহি বিদ্যাপতি সুনু বর জোবতি
অপন হৃদয় ধরু সারা॥ ১১৮॥

দুই

পাউস নিঅর আএলা রে
সে দেখি সামি ডরাঞো।
জখনে গরজি ঘন বরিসতা রে
কঞোন সে বিপরাঞো॥
রচনা মে রোঅন সাজনা রে
বারিস ন তেজিঅ দেস
জকরা ভরেস রসবতী রে
সে কৈসে জাএ বিদেস॥
তোহে গুণআগর নাগরা রে
সুন্দর সুপহু হমার।
মৌনে বরিস ঘন সুনিঞা রে
চৌখতহু তসু নাম সার॥ ১১৯॥

তিন

সুরত পরিস্রম সরোবর তীর।
চন্দ উগি গেল সিসির সমীর॥
মধু নিসা বেবত ধনি ভেলি নীন্দ।
পুছিও ন গেলে মোহি নিঠুর গোবিন্দ॥
জাএ খনে দিতহু আলিঙ্গন গাঢ়।
জনি জুআর পরু সে খেল পাঢ়॥
জত জত করিতহু তত মন জাগ।
অনুসএ হীন ভেল অনুরাগ॥ ১২০॥

নব যুবতীগণের চিত্ত মাতায়। চিত্তে উন্মাদনার সঞ্চার করিতেছে। (তাহারা কৃষ্ণদর্শনে) নব রসে কাননে ধাবিত হয়। নব যুবরাজ নব নাগরী, নব নব ভঙ্গীতে মিলিত হইতেছেন। নিত্য নিত্য এইরূপ নূতন নূতন খেলা (দেখিয়া) বিদ্যাপতির মতি মাতিল।

[১১৮] মাধব, তুমি বিদেশ যাইও না। আমার রঙ্গ রভস (সব তুমি সঙ্গে) লইয়া যাইবে। (আমার জন্য) কোন্ সন্দেশ (বার্ত্তা বা উপহার) লইয়া আসিবে? বনে গিয়াই অন্য মতি হয়। (বিদেশে গেলে তো) স্বামি, তুমি আমাকে ভুলিয়া যাইবে। হীরা মণি মাণিক একটীও চাহিব না, প্রভু তোমাকেই ফিরিয়া চাহিব। যখন (বনে) যাও আমার আঁখি জলে ভরিয়া যায়, প্রভু, তোমাকে দেখিতে পাই না। একই নগরে বাস করিয়া প্রভু পরবশ হইল, কিরূপে আমার মন (সাধ) পূরিবে। প্রভুর সঙ্গে অনেক সোহাগিনী কামিনী (রহিয়াছে) যেমন চাঁদের নিকট অসংখ্য তারা। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—বরযুবতি শোন, আপন হৃদয়ে ধৈর্য্য ধর।

[১১৯] বর্ষা নিকটে আসিল। তাহা দেখিয়া, স্বামি, (আমার) ভয় হইতেছে। যখন মেঘ গর্জ্জন করিবে, বারিধারা ঝরিবে, সে বিপদে কে রাখিবে? হে সখা, কাঁদিয়া আমি প্রার্থনা জানাইতেছি—বর্ষায় দেশত্যাগ করিও না। রসবতী (রমণী) যাহার ভরসা করে, সে কেমনে বিদেশে যায়। তুমি গুণের আকর নাগর, আমার সুন্দর সুপ্রভু। (বিদেশে যাইবে) শুনিয়া নীরবে চোখের জল ফেলিতেছি (আর সংসারের সার) তোমার নাম আস্বাদন করিতেছি।

[১২০] বিহার-জনিত পরিশ্রম, সরোবর-তীর। চন্দ্র উদিত হইল, শিশির-সিক্ত বায়ু বহিতেছে। মধু-রজনীর মাঝখানে (মধ্যরাত্রে) ধনী নিদ্রিতা হইল। নিষ্ঠুর গোবিন্দ আমাকে বলিয়াও গেল না।

ভবন বিরহ

হরি কি মথুরাপুর গেল।
আজু গোকুল সুন ভেল॥
রোদতি পিঞ্জর সুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে॥
অব সোই জমুনার কূলে।
গোপ গোপী নহি বুলে॥
হাম সাগরে তেজব পরান।
আন জনমে হোয়ব কান॥
কানু হোয়ব জব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা॥
বিদ্যাপতি কহ নীত।
অব রোদন নহ সমুচীত॥ ১২১॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

ভূত বিরহ

এক

কালি কহল পিয়াএ সাঁঝহি রে
জাএব মোয়ে মারুঅ দেস।
মোয়ে' অভাগলি নহি জানল রে
সঙ্গহি জইত'হ সেহ দেস॥
হৃদয় বড় দারুন রে
পিয়া বিনু বাহর ন জায়ে॥
একহি সয়ন সখি সুতল রে
অছল বালভ নিসি মোর।
ন জানল কতি খন তেজি গেলরে
বিছুরল চকেবা জোর॥
সুন সেজ হিয় সালয়ে রে
পিয়াএ বিনু মরব আজি।
বিনতি করঞো সহিলোলিনি রে
মোহি দেহে অগিহর সাজি॥
বিদ্যাপতি কবি গাওল রে
আএ মিলত পিয় তোর।
লখিমা দেই বর নাগর রে
রাএ সিবসিংঘ নহি ভোর॥ ১২২॥

দুই

ফুটল কুসুম সকল বন অন্ত।
মীলল অব সখি সময় বসন্ত॥
কোকিল কুল কলরাব বিথার।
পিয়া পরদেস হম সহই ন পার॥
অব জদি জাই সম্বাদহ কান।
আওব ঐসে হমর মন মান॥
ইহ সুখ সময় সেহো মঝু নাহ।
কা সয়' বিলসব কে কহ তাহ॥
তুহ জদি ইহ দুখ কহ তসু ঠাম।
বিদ্যাপতি কহ পুরব কাম॥ ১২৩॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

(জানিলে) যাইবার সময় গাঢ় আলিঙ্গন দিতাম, যেমন জোয়ার পাড়ে (তীরে) পড়িয়া খেলা করে। যাহা যাহা করিতাম সবই মনে জাগিতেছে। অনুরাগ আশাহীন হইল।

(শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধা-বিরহ-খণ্ডে নিদ্রিতা রাধাকে ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাওয়ার কথা আছে)।

১২১ হরি কি মথুরাপুরে গেল? আজ গোকুল শূন্য হইল। পিঞ্জরে শুক কাঁদিতেছে। ধেনু মথুরা মুখে ছুটিতেছে। এখন সেই যমুনার কূলে গোপ-গোপী ভ্রমণ করে না। (আমি) সাগরে প্রাণত্যাগ করিব। পরজন্মে কানু হইব। কানু যখন রাধা হইবে, তখন বিরহের বাধা (ব্যথা) জানিবে। বিদ্যাপতি নীতিকথা বলিতেছেন—এখন রোদন সমুচিত নহে।

১২২ প্রিয় কাল সাঁঝের বেলায় বলিল, আমি মথুরা যাইব। আমি অভাগিনী জানিলাম না রে, (জানিলে প্রিয়ের) সঙ্গে সেই দেশে যাইতাম। (আমার) হৃদয় বড় দারুণ রে। (প্রিয়হারা) প্রাণ বাহির হয় না। সখি, একই শয্যায় শুইয়াছিলাম। নিশাকালে বল্লভ আমার (পাশেই) ছিল। জানিতে পারিলাম না, কখন ত্যাগ করিয়া গেল। চক্রবাক-যুগলের বিচ্ছেদ ঘটিল। শূন্য শয্যা হৃদয়ে শেল হানিতেছে। প্রিয়-বিরহে আজ আমি মরিব। মিনতি করিতেছি, সখি, আমার দেহ (চিতার) আগুনে সাজাইয়া দাও। বিদ্যাপতি কবি গাহিলেন—তোর প্রিয় আসিয়া মিলিত হইবে। লখিমা দেবীর বর নাগর রাজা শিবসিংহ (এ কথা) ভুলেন নাই।

১২৩ সকল বনান্ত পর্য্যন্ত ফুল ফুটিল। সখি, এখন বসন্তসময় আসিয়া মিলিল। কোকিলকুল

তিন

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটির বন
কোকিল পঞ্চম গাওই রে।
মলয়ানিল হিমসিখরে সিধারল
পিয়া নিজ দেস ন আওই রে॥
চাঁদ চন্দন তনু অধিক উতাপএ
বনে উতরোল অলিকুল।
সময় বসন্ত কন্ত রহু দূরদেস
জানল বিহি প্রতিকূল॥
আনমিখ নয়নে নাহ মুখ নিরখিতে
তিরপিত ন হয়ে নয়ান।
ই সুখ সময় সহএ এত সংকট
অবলা কঠিন পরান॥
দিনে দিনে খিন তনু হিম কমলিনি জনু
ন জানি কি জিব পরজন্ত।
বিদ্যাপতি কহ ধিক ধিক জীবন
মাধব নিকরুন অন্ত॥ ১২৪॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

চার

সুরতরুতল জব ছায়া ছোড়ল
হিমকর বরিখয় আগি।
দিনকর দিন ফলে সীত ন বারল
হম জীয়ব কথি লাগি॥
সজনি অব নহি বুঝিএ বিচার।
ধনকা আরতি ধনপতি ন পূরল
রহল জনম দুখ ভার॥
জনম জনম হরগৌরি অরাধলোঁ
সিব ভেল সকতি বিভোর।
কামধেনু কত কৌতুকে পূজলোঁ
ন পূরল মনোরথ মোর॥
অমিয়া সরোবরে সাধে সিনায়লোঁ
সংসয় পড়ল পরান।
বিহি বিপরীত কিএ ভেল ঐসন
বিদ্যাপতি পরমান॥ ১২৫॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

পাঁচ

হিম হিমকর কর তাপে তপায়লুঁ
ভৈ গেল কাল বসন্ত।
কান্ত কাকমুখে নহি সম্বাদই
কিএ করু মদন দুরন্ত॥
জানলুঁ রে সখি কুদিবস ভেল।
কি ক্ষণে বিহি মোহে বিমুখ ভেল রে
পালটি দিঠি নহি দেল॥

কলরব করিতেছে। প্রিয় পরদেশে; আমি সহিতে পারিতেছি না। এখন যদি যাইয়া কানুকে সংবাদ দাও, সে আসিবে, এমনই আমার মনে হইতেছে। এই সুখের সময় সে আমার নাথ, (তাহাকে ছাড়িয়া) কাহার সঙ্গে বিলাস করিব, (এ কথা) কে তাহাকে কহিবে? তুমি যদি এই দুঃখ তাহার নিকট বল (জানাও)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, কামনা পূর্ণ হইবে।

[১২৪] কুঞ্জ-কুটীর-বনে নূতন ফুল ফুটিল। কোকিল পঞ্চমে গাহিতেছে, মলয়ানিল হিমালয়ে প্রবেশ করিল, প্রিয় নিজ দেশে আসিল না। চাঁদ ও চন্দন তনু অধিকতর উত্তাপিত করিতেছে। বনে অলিকুল উচ্চরব করিতে লাগিল। বসন্ত সময়। কান্ত দূরদেশে। জানিলাম বিধি বাম। (যে) নাথের মুখ অনিমিষ-নয়নে দেখিয়াও নয়ন তৃপ্ত হয় না (এই সুখের সময় সে নিকটে নাই)। অবলার কঠিন প্রাণ বলিয়াই এই সুখের সময় এত সংকট সহ্য করে। হিমে পদ্মিনীর ন্যায় দিনে দিনে দেহ ক্ষীণ হইতেছে। না জানি কি পর্য্যন্ত বাঁচিব। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—ধিক্, জীবনে ধিক্। মাধব নির্দ্দয়ের শেষ (চরম)।

[১২৫] সুরতরুতল (কল্পতরুতল) যখন ছায়া ছাড়িল, হিমকর অগ্নি বর্ষণ করিতেছে। সূর্য্যদেব দিনফলে (সময় বুঝিয়া অথবা ভাগ্যদোষে) শীত নিবারণ করিল না, আমি আর কিসের লাগিয়া বাঁচিব। সখি, এ বিচারি বুঝিতে পারি না। ধনের আরতি (প্রার্থনা) ধনপতি পূর্ণ করিল না, জন্ম ভরিয়া দুঃখভার রহিল। জন্ম জন্ম হরগৌরীর আরাধনা করিলাম। শিব শক্তি লইয়াই বিভোর রহিলেন। (আমার প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না)। কত কৌতুকে (ঔৎসুক্যের সহিত) কামধেনু পূজিলাম, আমার মনোরথ পূর্ণ হইল না। সাধ করিয়া (অমরতা লাভের আশায়) অমিয়-সরোবরে স্নান করিলাম, কিন্তু প্রাণ সংশয় পড়িল। বিধি কি বাম হইলেন? বিদ্যাপতির প্রমাণ (সাক্ষ্য) এইরূপ।

এতদিন তনু মোর সাধে সাধায়লুঁ
বুঝলুঁ অপন নিদান।
অবধিক আস ভেল সব কাহিনী
কত সহ পাপ পরান॥
বিদ্যাপতি ভন মাধব নিকরুন
কাহে সমুঝায়ব খেদ।
ইহ বড়বানল তাপ অধিক ভেল
দারুন পিয়াক বিচ্ছেদ॥ ১২৬॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

ছয়

হম ধনি তাপিনী মন্দিরে একাকিনী
দোসর জন নহি সঙ্গ।
বরিসা পরবেস পিয়া গেল দূরদেস
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ॥
সজনি—আজু শমন দিন হোয়।
নব নব জলধর চৌদিগে ঝাঁপল
হেরি জীউ নিকসএ মোয়॥
ঘন ঘন গরজিত সুনি জীউ চমকিত
কম্পিত অন্তর মোর।
পপিহা দারুন পিউ পিউ সোঙর
ভ্রমি ভ্রমি দেই তসু কোর॥
বরিখএ পুন পুন আগিদহন জনু
জানলুঁ জীবন অন্ত।
বিদ্যাপতি কহ সুন রমনীবর
মীলব পহু গুনবন্ত॥ ১২৭॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

সাত

গগনে গরজে ঘন ফুকরে ময়ুর।
একলি মন্দিরে হাম পিয়া মধুপুর॥
শুন সখি হামারি বেদন।
বড় দুখ দিল মোরে দারুন মদন॥
হামারি দুখ সখি কো পাতিয়াওয়ে।
মিলল রতন কিয়ে পুন বিঘটাওয়ে॥
হরি গেও মধুপুরি হাম একাকিনী।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি দিবস রজনী॥
নিঁদ নাহি আওয়ে শয়ন নাহি ভায়।
বরিখ অধিক ভেল নিশি না পোহায়॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি।
সুজনক দুঃখ দিবস দুই চারি॥ ১২৮॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

---

[১২৬] চন্দ্রের শীতল কিরণের উত্তাপেও সন্তাপিত হইলাম। বসন্ত (আমার পক্ষে) কালস্বরূপ হইয়া উঠিল। কান্ত কাকের মুখেও সংবাদ পাঠায় না। কি করিব? মদন দুরন্ত। সখি, জানিলাম দুর্দ্দিন হইল। কি ক্ষণে বিধি আমার প্রতি বিমুখ হইল, (আর) ফিরিয়া চাহিল না। এতদিন আমার দেহ সাধের সহিত সাধিলাম (নাথের আশায় যত্ন করিয়াই রাখিলাম)। (এখন) আপন নিদান (পরিণাম) বুঝিলাম। আশার অবধি সব কাহিনী হইল (নাথ আসিব বলিয়া কত আশা দিয়া গিয়াছিল, সব এখন কাহিনীতে পরিণত হইল)। পাপ প্রাণ কত সহিবে? বিদ্যাপতি বলিতেছেন—মাধব করুণাহীন, দুঃখ কাহাকে বুঝাইব? প্রিয়তমের এই দারুণ বিচ্ছেদ বাড়বানলের উত্তাপ অপেক্ষাও অধিক হইল।

[১২৭] ধনি, আমি তাপিনী, মন্দিরে একাকিনী (থাকি), দ্বিতীয় জনের সঙ্গ নাই। বর্ষা প্রবেশ (করিল), প্রিয় দূরদেশে গেল, মত্ত মদন শত্রু হইল। সজনি, আজি আমার মৃত্যুর দিন হইল। নূতন নূতন মেঘ চারিদিক্ ঝাঁপিল, দেখিয়া আমার প্রাণ বাহির হইতেছে। মেঘের ঘন গর্জ্জন শুনিয়া আমার প্রাণ চমকিত, অন্তর কম্পিত (হইতেছে)। দারুণ পাপিয়া পিউ পিউ (রবে প্রিয়াকে) স্মরণ করিতেছে, ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া (যেন) তাহাকে কোল দিতেছে। বার বার বৃষ্টি হইতেছে—যেন অগ্নিদহন। জানিলাম প্রাণান্ত (হইবে)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—রমণীরত্ন শোন, গুণবান্ প্রভুকে পাইবে।

[১২৮] গগনে মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, ময়ূর ডাকিতেছে, আমি মন্দিরে একাকিনী। (আর) প্রিয় (আমার) মধুপুরে। সখি, আমার বেদন শোন। দারুণ মদন আমাকে বড় দুঃখ দিল। আমার দুঃখ কে প্রত্যয় করিবে? প্রাপ্ত রত্ন কি পুনরায় হারাইলাম? হরি মধুপুরে গেল, আমি একাকিনী, দিনরাত ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরিতেছি। নিদ্রা আসে না, শুইতে ভাল লাগে না। বর্ষা অধিক হইল, রাত্রি পোহায় না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—বরনারি শোন, সুজনের দুঃখ দুই চারি দিনের।

আট

পহিল বয়স মোর ন পূরল সাধে।
পরিহরি গেলা পিয়া কোন অপরাধে॥
হাম অবলা দুখ সহনে না যায়।
বিরহ দারুন দুজে মদন সহায়॥
কোকিল কলরবে মতি অতি ভোর।
কহ কহ সাজনি কোন গতি মোর॥
ঐসন সখিরি করম কিএ ভেল।
বিদ্যাপতি কহ হব পুন মেল॥ ১২৯॥

(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

নয়

কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল।
লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল॥
ভেল পরভাত কালি কহে সবহি̐।
কহ কহ রে সখি কালি কবহি̐॥
কালি কালি করি তেজলু̐ আস।
কান্ত নিতান্ত না মিলল পাস॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
পুর রমনীগন রাখল বারি॥ ১৩০॥

(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

দশ

কতদিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।
কতদিনে ঘুচব গুরুআ দুখভার॥
কত দিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।
কতদিনে ভ্রমরা কমলে করু কেলি॥
কতদিনে পিয়া মোরে পুছব বাত।
কবহু̐ পয়োধরে দেওব হাত॥
কতদিনে করে ধরি বৈসাওব কোর।
কতদিনে মনোরথ পুরব মোর॥
বিদ্যাপতি কহ সুন বরনারি।
ভাগউ সকল দুখ মিলত মুরারি॥ ১৩১॥

(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

এগার

পিয়া গেল মধুপুর হম কুলবালা।
বিপথে পরল জৈছে মালতিমালা॥
কি কহসি কি পুছসি সুন প্রিয় সজনি।
কৈসনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী॥
নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিআ সঙ্গ দুখ হম পাস॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি॥ ১৩২॥

(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

---

[১২৯] আমার প্রথম বয়স, সাধ পূর্ণ হইল না! কোন্ অপরাধে প্রিয় ত্যাগ করিয়া গেল? আমি অবলা, দুখ সহা যায় না। বিরহ দারুণ, (তাহার) দ্বিতীয় সহায় মদন। কোকিল কলরবে মতি অতি বিহ্বল (হইয়াছে)। বল সখি, বল আমার কি গতি হইবে? সখিরে, ঐরূপ আমার কি কর্ম্ম হইল? বিদ্যাপতি বলিতেছেন—পুনরায় মিলন হইবে।

[১৩০] কল্য (আসিবার) শেষ দিন (স্থির) করিয়া প্রিয় গেল। কালি (কালিকার দিনের সংখ্যা) লিখিতে লিখিতে গৃহের ভিত ভরিয়া গেল। প্রভাত হইলেই সবে বলে কাল। সখি রে, বল বল সে কাল কবে? কাল কাল করিয়া (বন্ধুর আসার) আশা ত্যাগ করিলাম। কান্ত নিতান্তই পাশে মিলিল না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—বরনারি শোন, পুরনারীগণ বারণ করিয়া (আটকাইয়া) রাখিল।

[১৩১] এই হাহাকার কত দিনে ঘুচিবে? এই গুরু দুঃখ ভার কত দিনে দূর হইবে? কত দিনে চাঁদের সঙ্গে কুমুদের মিলন হইবে? কতদিনে ভ্রমরা কমলে কেলি করিবে? কতদিনে প্রিয় আমাকে কথা জিজ্ঞাসা করিবে? কবে (আমার) পয়োধরে হাত দিবে? কতদিনে হাত ধরিয়া কোলে বসাইবে? কতদিনে আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে? বিদ্যাপতি বলিতেছেন—বরনারি শোন, সকল দুঃখ দূর হইবে, মুরারি মিলিবে।

[১৩২] প্রিয়তম মধুপুর গেল। আমি কুলবালা (কি করিব), যেমন মালতীর মালা বিপথে পড়িল. কি বলিতেছ, কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? প্রিয় সজনি শোন, এই দিন রজনী আমি কিরূপে অতিবাহিত করিব? নয়নের নিদ্রা গেল; মুখের হাসি গেল, (সব) সুখ প্রিয়ের সঙ্গে গেল। আমার পাশে রহিল (চির) দুঃখ। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—বরনারি শোন, সুজনের কুদিন (মাত্র) দুই চারি দিন।

বার

চীর চন্দন উরে হার ন দেলা।
সো অব নদীগিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হম কাহুক ন গনলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কো কি ন কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল জদি কি আর জিবনে॥
পুরব জনমে বিহি লিখল ভরমে।
পিয়াক দোখ নহি জে ছল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেসে গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ চিত মিলব মুরারি॥ ১৩৩॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

তের

কত দিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি নখর খোয়ায়লুঁ
বিছুরল গোকুল নাম॥
হরি হরি কাহে কহব এ সম্বাদ।
সোঙরি সোঙরি নেহ খিন ভেল মঝু দেহ
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ॥
পুরবক পিয়ারী হাম আছিলুঁ নারি
অবদরশন সন্দেহ।
ভমর ভমএ ভমি সবহুঁ কুসুমে রমি
ন তেজঅ কমলিনি নেহ॥
আস নিগড় করি জিউ কত রাখব
অবহি যে করত পয়ান।
বিদ্যাপতি কহ ধৈরজ ধর ধনি
মীলব তুরিতহি কান॥ ১৩৪॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

চৌদ্দ

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মানিক কো হরি লেল॥
গোকুলে উছলল করুনাক রোল।
নয়নক জলে দেখ বহএ হিলোল॥
সুন ভেল মন্দির সুন ভেল নগরী।
সুন ভেল দস দিস সুন ভেল সগরী॥
কৈসনে জাওব যামুন তীর।
কৈসে নেহারব কুঞ্জ কুটীর॥
সহচরি সঞে জঁহা করল ফুলবারি।
কৈসে জীয়ব তাহি নেহারি॥
বিদ্যাপতি কহ কর অবধান।
কৌতুক ছাপিত তঁহি রহুঁ কান॥ ১৩৫॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

১৩৩ (মিলনে বাধা ঘটায় বলিয়া) বক্ষে বস্ত্র (রাখিতাম না), (এমন কি) বক্ষে চন্দন দিতাম না। হার (পরি নাই), সে এখন নদীগিরির অন্তর হইয়াছে। প্রিয়তমের গর্ব্বে আমি কাহাকেও গণনা করি নাই। সেই প্রিয় বিনা (এখন) আমাকে কে কি না বলিল! মর্ম্মে বড় দুঃখ রহিল। প্রিয়তমই যদি ভুলিল (তবে আর) জীবনে কাজ কি? পূর্ব্বজন্মে বিধি (আমার ললাটে) ভ্রমে কি লিখিয়াছিল, প্রিয়ের দোষ নাই, আমার কর্ম্মফল যাহা ছিল (তাহাই ঘটিল)। অন্য অনুরাগে প্রিয় অন্য দেশে গেল। প্রিয়-বিরহে পাঁজর ঝাঁঝর হইল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—বরনারি শোন, ধৈর্য্য ধর, মুরারি মিলিবে।

১৩৪ মাধব কতদিন মধুপুরে রহিবে? কবে বিধির বিরূপতা (বামতা) ঘুচিবে? দিবস লিখিতে লিখিতে নখর খোয়াইলাম, গোকুলের নামও ভুলিলাম। হরি হরি, এ সংবাদ কাহাকে কহিব? (প্রিয়তমের সেই) প্রেমের কথা স্মরণ করিয়া করিয়া আমার দেহ ক্ষীণ হইল। জীবনে আর কি সাধ আছে? পূর্ব্বে (নাথের) প্রিয়তমা রমণী ছিলাম, আমি এখন (নাথকে) দেখিতেও পাই না। ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফুলে ফুলে মধুপান করে, (কিন্তু) কমলিনীর প্রেম তো ত্যাগ করে না। আশার নিগড়ে (বাঁধিয়া) কতদিন জীবন রাখিব? এখনি তো (সে) প্রস্থান করিবে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—ধনি, ধৈর্য্য ধর, শীঘ্রই কানুকে পাইবে।

১৩৫ এখন মাধব মথুরাপুরে গেল। গোকুলের মাণিক কে হরিয়া লইল? গোকুলে করুণার (আর্ত্ত-নাদের) রোল উচ্ছলিত হইল। নয়নের জলে দেখ হিল্লোল বহিতেছে। মন্দির (ভবন) শূন্য হইল, নগরী শূন্য হইল, দশ দিক্ শূন্য হইল, সমস্তই শূন্য হইল। কিরূপে (কি জন্য) যমুনাতীরে যাইব?

পনের

সজনি কে কহ আওব মধাঈ।
বিরহপয়োধি পার কিএ পাওব
মঝু মনে নহি পতিআঈ॥
এখন তখন করি দিবস গোঁয়ায়লু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরস গোঁয়ায়লু
ছোড়লু জীবনক আসা॥
বরিখ বরিখ করি সময় গোঙয়ালু
খোয়ালু কানুক আসে।
হিমকরকিরণে নলিনি জদি জারব
কি করব মাধব মাসে॥
অংকুর তপন তাপ জদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নবজোবন বিরহ গোঙায়ব
কি করব সে পিয়া নেহে॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জোবতি
অব নহি হোই নিরাশ।
সো ব্রজনন্দন হৃদয় আনন্দন
ঝটিতি মিলব তুঅ পাস॥ ১৩৬॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

ষোল

কানুসে কহবি কর জোরি।
বোলি দুই চারি সুনাওবি মোরি॥
মুঝে কত পরিখসি আর।
তুঅ আরাধন বিদিত সংসার॥
হম ছল ন টুটব নেহা।
সুপুরুখ বচন পসানক রেহা॥
ভনই বিদ্যাপতি সাই।
ন কর বিসাদ মনে মিলব মধাই॥ ১৩৭॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি

এক

লোচন নীর তটিনি নিরমানে।
করএ কমলমুখি তথিহি সনানে॥
সরস মৃনাল করই জপমালী।
অহনিস জপ হরি নাম তোহারী॥
বৃন্দাবন মাহ ধনি তপ করই।
হৃদয়বেদি মদনানল বরই॥
জিব কর সমিধ স্মর কর আগী।
করতি হোম বধ হোএবহ ভাগী॥
চিকুর বরহিরে সমরি করে লেঅই।
ফল উপহার পয়োধর দেঅই॥

কুঞ্জকুটীরের দিকে কেমন করিয়া চাহিব? সখীদের সঙ্গে (প্রিয়তমের বিহারের জন্য) যেখানে ফুলবাড়ি (পুষ্পবাটিকা রচনা) করিয়াছিলাম, তাহা দেখিয়া কেমন করিয়া বাঁচিব? বিদ্যাপতি বলিতেছেন—অবধান কর, কৌতুকে কানাই সেখানেই লুকাইয়া আছেন।

[১৩৬] সজনি, কে বলে মাধব আসিবে? বিরহ-সমুদ্রের পার কি পাইব? আমার মনে তো প্রত্যয় হয় না। (তাহার আসার আশায়) এখন তখন করিয়া দিন গত করিলাম, দিন দিন করিয়া মাস, মাস মাস করিয়া বৎসর কাটাইলাম, (এখন) জীবনের আশা ছাড়িলাম। বৎসর বৎসর করিয়া সময় গত করিলাম, (এখন) কানুর আশা খোয়াইলাম। চন্দ্রকিরণে যদি নলিনী জীর্ণ হয়, বৈশাখ মাস (তখন) কি করিবে? সূর্য্য-সন্তাপে যদি অংকুর দগ্ধ হয়, (তাহা হইলে) জলভরা মেঘে কি করিবে? এই নবযৌবন (যদি) বিরহে কাটাইতে হয়, (তবে) সেই প্রিয়ের প্রেম লইয়া কি করিব? বিদ্যাপতি বলিতেছেন—বরযুবতি শোন, এখন নিরাশ হইও না, সেই হৃদয়ের আনন্দ দানকারী ব্রজনন্দন শীঘ্রই তোমার সঙ্গে মিলিত হইবেন।

[১৩৭] কানুকে করজোড়ে কহিও, আমার দুই-চারিটি কথা শুনাইও। আমাকে আর কত পরীক্ষা করিতেছ? তোমার আরাধনা (অর্থাৎ আমি তোমার আরাধনা করি) সংসারে (সকলেই) জানে। আমার বিশ্বাস ছিল—প্রেম ভাঙ্গিবে না, (কারণ) সুপুরুষের কথা পাষাণের রেখার মতন। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—সখি, মনে বিষাদ করিও না, মাধব মিলিবে।

ভনই বিদ্যাপতি সুনহ মুরারী।
তুঅ পথ হেরইত অছি বর নারি॥ ১৩৮॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

দুই

মাধব সো অব সুন্দরি বালা।
অবিরত নয়নে বারি ঝরু ঝরঝর
জনু সাওন ঘন মালা॥
পুনমিক ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর
সে ভেল অব সসি-রেহা।
কলেবর কমলকাঁতি জিনি কামিনী
দিনে দিনে খীন ভেল দেহা॥
উপবন হেরি মুরছি পড়ু ভূতলে
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ।
পদ অঙ্গুলি দেই খিতি পর লীখই
পানি কপোল অবলম্ব॥
ঐসন হেরি তুরিতে হম আওলুঁ
অব তুহুঁ করহ বিচার।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুন মাধব
বুঝলুঁ কুলিসক সার॥ ১৩৯॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

তিন

হিম হিমকর পেখি কাঁপয়ে খন খন
অনুখন ঝরয়ে নয়ান।
হরি হরি বোলি ধরনি ধরি লুঠই
সখিবোলে ন পাতয়ে কান॥
মাধব পেখলুঁ তৈছন রাই।
সবিসম খরসরে অঙ্গ ভেল জরজর
কহইতে কো পাতিয়াই॥
বিগলিত কেস সাস বহে খরতর
না রহে নীবিনিবন্ধ।
কম্বুকন্ধর ধরই না পারই
টুটল পঞ্জরবন্ধ॥
নব কিসলয় রচি সয়নে সুতায়ই
অধিক ভেল জনু আগি।
কিয়ে ঘর বাহির করয়ে নিরন্তর
অহর্নিশি খেপায় জাগি॥
ভনহুঁ বিদ্যাপতি সুনহ রসিকবর
তুরিতে মিলহ ধনিপাসে।
সকল সখীগণ হেরত বিনোদিনি
দসমি দসা পরকাসে॥ ১৪০॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

[১৩৮] লোচন-নীরে তটিনী নির্ম্মিত হইয়াছে। কমলমুখী তাহাতে স্নান করিতেছে। সরস মৃণাল জপমালা করিয়া, হরি, দিবানিশি সে তোমারই নাম জপ করে। ধনী বৃন্দাবন মাঝে তপস্যা করিতেছে। হৃদয়-বেদীতে মদনানল বরণ করিয়াছে। জীবনকে সমিধ (কাষ্ঠ) এবং স্মর অর্থাৎ মদনকে অগ্নি করিয়া হোম করিতেছে। (তুমি) তাহার বধভাগী হইবে। সুন্দর চিকুর সংবরণ করিয়া করে লইয়াছে (তোমার রূপ-সাদৃশ্য-হেতু কেশগুচ্ছ দেখিতেছে)। (বিবিধ ফলের সহিত উপমিত) পয়োধর ফল (যজ্ঞাগ্নিতে) উপহার দিতেছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—মুরারি শোন, রমণী-শ্রেষ্ঠা তোমার পথ চাহিয়া আছে।

[১৩৯] মাধব এখন সেই সুন্দরী বালার নয়নে শ্রাবণের মেঘমালার ন্যায় অবিরাম ঝরঝর ধারে বারি ঝরিতেছে। (সুন্দরীর) পূর্ণিমার ইন্দু-বিনিন্দিত সুন্দর মুখ এখন (প্রতিপদের) শশিরেখায় পরিণত হইয়াছে। কমল-কান্তি জিনিয়া কামিনীর কলেবর। (সেই) দেহ দিনে দিনে ক্ষীণ হইল। (তোমার বিহার) উপবন দেখিয়া ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। সঙ্গের সখীগণ চিন্তিতা (হইয়াছে)। কপোলে হাত দিয়া চরণের অঙ্গুলিতে ধরণীর উপর লেখে। ঐরূপ দেখিয়া আমি শীঘ্র চলিয়া আসিয়াছি। এখন তুমি বিচার কর। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—মাধব নিষ্ঠুর, বুঝিলাম (যেন) বজ্রের সার।

[১৪০] সুশীতল চাঁদ দেখিয়া ক্ষণে ক্ষণে কাঁপে। অনুক্ষণ নয়ন ঝরে। হরি হরি বলিয়া ধরণী ধরিয়া লুটাইয়া পড়ে। সখীদের প্রবোধবাক্যে কান দেয় না। মাধব রাধাকে সেইরূপ দেখিলাম, (যেন) বিষম তীক্ষ্ণ বাণে (তাহার) অঙ্গ জর্জ্জরিত হইয়াছে। কহিলে কে প্রত্যয় করিবে? কেশপাশ আলুলিত, খরতর শ্বাস বহিতেছে। নীবিবন্ধ (বাঁধা) রহে না। কম্বু গ্রীবা (মাথার ভার) ধরিতে পারিতেছে না, (মাথা নুইয়া পড়িতেছে। মনে হইতেছে বুঝি) পাঁজরের বন্ধন (যেন দীর্ঘশ্বাসে) ভাঙ্গিয়া গেল। সখীরা নবকিশলয়ে শয্যা রচিয়া শোয়াইয়া দিল; (কিন্তু সে শয্যা) যেন আগুনের অধিক হইল। নিরন্তর ঘর-বাহির করে; নিশিদিন জাগিয়া ক্ষেপণ করে (কাটায়)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—রসিকশ্রেষ্ঠ শোন, শীঘ্র ধনীর নিকটে গিয়া মিলিত হও। সকল সখীগণ দেখিতেছে বিনোদিনীর দশমী দশা প্রকাশিত হইল।

চার

মাধব কত পরবোধব রাধা।
হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি
অব জিউ করব সমাধা॥
ধরনী ধরিয়া ধনি জতনহি বৈঠত
পুনহি উঠই নাহি পারা।
সহজহি বিরহিনি জগ মাহা তাপিনি
বৈরি মদনসরধারা॥
অরুন নয়ন লোরে তীতল কলেবর
বিলুলিত দীঘল কেসা।
মন্দির বাহির করইতে সংসয়
সহচরি গনতহি সেসা॥
আনি নলিনি কেও ধনিক সুতাওলি
কেও দেই মুখ পর নীরে।
নিসবদ হেরি কোই সাস নেহারত
কোই দেই মন্দ সমীরে॥
কি কহব খেদ ভেদ জনু অন্তর
ঘন ঘন উতপত সাস।
ভনই বিদ্যাপতি সোই কলাবতি
জিববন্ধন আসপাস॥ ১৪১॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

পাঁচ

চন্দন গরল সমান।
সীতল পবন হুতাসন জান॥
হেরই সুধানিধি সুর।
নিসি বৈঠলি সুবদনি ঝুর॥
হরি হরি দারুন তোহারি সিনেহ।
তাহেরি জীবন পড়ল সন্দেহ॥
গুরুজন লোচন বারি।
ধনি বাট হেরই তোহারি॥
তেজই নয়ন ঘন নীর।
কত বেদন সহত সরীর॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভান।
দুতীক বচন লজাএল কান॥ ১৪২॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

ছয়

নদি বহ নয়নক নীর।
পললি রহএ তাহি তীর॥
সব খন ভরম গেআন।
আন পুছিঅ কহ আন॥
মাধব অনুদিনে খিনি ভেলি রাহি।
চৌদসি চান্দ হু চাহি॥
কেও সখি রহলিহু পেখি।
কেও সির ধুনি ধনি দেখি॥
কেও কর সাসক আস।
ময় ধউলিহু তুঅ পাস॥
বিদ্যাপতি কবি ভানি।
এত সুনি সারঙ্গপানি॥

---

[১৪১] মাধব, রাধাকে কত প্রবোধ দিব। (সে) বার বার হা হরি হা হরি কহিতেছে, এখন জীবন শেষ করিবে। ধরণী ধরিয়া ধনী যত্নে বসে; কিন্তু পুনঃ আর উঠিতে পারে না। সহজেই বিরহিণী জগতের মাঝে দুঃখিনী, (তাহার উপর) মদন-শরজাল বৈরী (হইল)। আরক্ত নয়নজলে দেহ সিক্ত হইল। দীঘল কেশ এলাইয়া পড়িয়াছে। গৃহের বাহিরে আনিতেও সংশয় হয়। সহচরীগণ শেষ (অন্তিম সময়) গণনা করিতেছে। কেহ নলিনীদল আনিয়া ধনীকে শোয়াইল, কেহ মুখে জল দিতেছে, নিঃশব্দ দেখিয়া কেহ শ্বাস বহিতেছে কিনা দেখিতেছে, কেহ মৃদু মৃদু ব্যজন করিতেছে। (তাহার) খেদ কি কহিব (বর্ণনা করিব), যেন অন্তর বিদীর্ণ হইয়াছে, ঘন ঘন উত্তপ্ত শ্বাস বহিতেছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—সেই কলাবতীর জীবন-বন্ধন (কেবল) আশার পাশে (রজ্জুতে)।

[১৪২] (তাহার পক্ষে) চন্দন বিষতুল্য। শীতল পবনকে (সে) হুতাশন মনে করিতেছে, চন্দ্রকে সূর্য্য (রূপে) দেখিতেছে। নিশিতে বসিয়া সুবদনী কাঁদে। হরি হরি, দারুণ তোমার প্রেম, তাহার জীবনে সন্দেহ হইতেছে। গুরুজনের নয়ন এড়াইয়া ধনী তোমারই পথপানে চাহিয়া থাকে। নয়নে অবিরল জল ঝরিতেছে। দেহ আর কত বেদনা সহিবে? সুকবি বিদ্যাপতি বলিতেছেন,—দুতীর বচন কানুকে লজ্জিত করিল।

হুরাসি চলল হরি গেহ।
সুমরিঞ পুরুব সিনেহ॥ ১৪৩॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

বর রামা হে সো কিয়ে বিছুরন যায়।
করে ধরি মাথুর অনুমতি মাগিতে
তর্তাহি পড়ল মুরছায়॥
মৃদু গদগদস্বরে লহু লহু আখরে
যে কিছু কহল বর রামা।
কঠিন কলেবর তেই' চলি আওল
চীত রহল সোই ঠামা॥
তা বিনে রাত দিবস নহি ভাওই
তাতে রহল মন লাগী।
আন রমনিসঞে রাজ সুম্পদ ময়ে
অছিএ যৈছে বৈরাগী॥
দুই এক দিবসে নিচয় হম জাওব
তুহু পরবোধবি রাঈ।
বিদ্যাপতি কহ চীত রহল তাহাঁ
প্রেম মিলায়ব যাই॥ ১৪৪॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

শ্রীরাধার ভাবোল্লাস

এক

হামক মন্দিরে জব আওব কান।
দিঠি 'ভরি হেরব সো চান্দ বয়ান॥
নহি নহি বোলব জব হম নারি।
অধিক পিরীতি তব করব মুরারি॥
করে ধরি পিয়া বৈসায়ব কোর।
চিরদিনে সাধ পুরাওব মোর॥
করব আলিঙ্গন দূরে করি মান।
ও রসে পূরব হম মুদব নয়ান॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
তোহর পিরীতিক জাউ বলিহারি॥ ১৪৫॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

দুই

অঙ্গনে আওব জব রসিয়া।
পালটি চলব হম ইসত হ'সিয়া॥
আবেসে আঁচর পিয়া ধরবে।
যাওব হম জতন পহু করবে॥
ক'চুয়া ধরব জব হঠিয়া।
করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া॥

---

১৪৩ (রাধার) নয়নের নীরে নদী বহিতেছে। (সে) তাহারই তীরে পড়িয়া আছে। সবক্ষণে ভ্রমজ্ঞান। এক জিজ্ঞাসা করি, অন্য বলে। মাধব রাধা দিন দিন (কৃষ্ণপক্ষের) চতুর্দ্দশীর চাঁদের চেয়েও ক্ষীণ হইয়াছে। কোন সখী (এক দৃষ্টে রাধার প্রতি) চাহিয়া আছে, কেহ মাথা ঢুলাইয়া ধনীকে দেখিতেছে। কেহ নিঃশ্বাসের আশা করিতেছে। আমি ধাইয়া তোমার নিকট আসিলাম। বিদ্যাপতি কবি বলিতেছেন—ইহা শুনিয়া শার্ঙ্গপাণি হরি পুর্ব্বের প্রীতি স্মরণ করিয়া হৃষ্ট হইয়া গৃহে (বৃন্দাবনে) চলিলেন।

১৪৪ বর রামা হে, তাহাকে কি বিস্মৃত হওয়া যায়? (তাহার) করে ধরিয়া মাথুরের (মথুরায় যাইবার) অনুমতি মাগিতে সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। গদ্‌গদস্বরে মৃদু মৃদু ভাষায় সেই বর রামা যাহা কিছু কহিল, তাহাতে নিতান্তই কঠিন কলেবর তাই চলিয়া আসিলাম, চিত্ত সেইখানে রহিল। সে বিনা দিবা কি রাত্রি (কিছুই) ভাল লাগে না। তাহাতেই মন লাগিয়া আছে। অন্য রমণীর সঙ্গে রাজসম্পদের মধ্যে বিরাগীর মত (উদাসীন হইয়া) রহিয়াছি। দুই এক দিনের মধ্যেই নিশ্চয়ই আমি যাইব। তুমি রাইকে প্রবোধ দিয়া রাখিও। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—চিত্ত সেখানেই রহিল। প্রেম'গিয়া মিলাইয়া দিবে।

১৪৫ কানাই যেদিন আমার মন্দিরে আসিবে—নয়ন ভরিয়া সে চান্দবয়ান দেখিব। আমি নারী যখন না না বলিব, মুরারি তখন অধিক প্রেম করিবে। করে ধরিয়া আমাকে কোলে বসাইবে। আমার চিরদিনের সাধ পুরাইবে। আমার মান ভাঙ্গাইয়া আলিঙ্গন করিবে। আমিও রসে পূর্ণ হইয়া আঁখি মুদিব। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—বরনারি শোন, তোমার পিরীতির বলিহারি যাই।

রভস মাঁগব পিয়া জবহী।
মুখ মোড়ি বিহসি বোলব নহি তবহি॥
সহজহি সুপুরুখ ভমরা।
চীর ধরি পিয়ব অধররস হামরা॥
তৈখনে হরব মোর চেতনে।
বিদ্যাপতি কহ ধনি তুআ জীবনে॥
॥ ১৪৬॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

তিন

পিয়া জব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল জতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনয়া কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপন ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদি বনাওব হম অপন অঙ্কমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
কদলি রোপব হম গরুআ নিতম্বে।
আমপল্লব তাহে কিঙ্কিনি সুঝম্পে॥
দিসি দিসি আনব কামিনি ঠাট।
চৌদিগে পসারব চাঁদক হাট॥
বিদ্যাপতি কহ পুরব আস।
দুই এক পলকে মিলব তুঅ পাস॥ ১৪৭॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

চার

জব হরি আওব গোকুলপুর।
ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয়তুর॥
আলিপন দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার॥
সহকার পল্লব চুচুক দেব।
মাধব সেবি মনোরথ নেব॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পরতেক।
লোচন লোরে করব অভিসেক॥
আলিঙ্গন আহুতি পিয়াকর আগে।
ভনই বিদ্যাপতি ইহ রস ভাগে॥ ১৪৮॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

পাঁচ

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়ামুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
নির্ধন বলিয়া পিয়ার না কৈলুঁ যতন।
অব হাম জানলুঁ পিয়া বড় ধন॥
আঁচল ভরিয়া যদি মহানিধি পাঙ।
তব হাম দূর দেশে পিয়া না পাঠাঙ॥

[১৪৬] রসময় যেদিন আঙ্গিনায় আসিবে, ঈষৎ হাসিয়া পালটি চলিয়া যাইব। প্রিয় আবেশে আমার আঁচল ধরিবে, আমি চলিয়া যাইব, প্রভু (আমাকে ফিরাইবার জন্য) যত্ন করিবে। হঠকারী যখন আমার কাঁচলি ধরিবে, কুটিল আধ দিঠি হানিয়া হাতে হাত ঠেলিয়া দিব। প্রিয়তম যখন কেলি প্রার্থনা করিবে, তখন মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া না না বলিব। সহজেই (স্বভাবতঃই) সুপুরুষ ভ্রমর (ভ্রমরতুল্য), বস্ত্র ধরিয়া আমার অধরমধু পান করিবে। তখন আমি চেতনা হারাইব। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—ধন্য তোমার জীবন।

[১৪৭] প্রিয় যখন আমার এ গৃহে আসিবে, নিজ দেহে যত মঙ্গল (আচার) করিব। কুচযুগল রূপ কনক কুম্ভ ভরিয়া রাখিব। আঁখিতে কাজল দিয়া দর্পণ ধরিব। নিজ অঙ্কে বেদী রচনা করিব। কেশ বিছাইয়া ঝাড়ু করিব। আমার গুরু নিতম্বে কদলীতরু (উরুরূপ) রোপণ করিব, তাহাতে কিঙ্কিণীরূপ আম্রপল্লব ঝুলাইয়া দিব। নানা দিক্ হইতে কামিনীর ঠাট আনিব। চতুর্দ্দিকে চাঁদের হাট প্রসারিত করিব। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—আশা পূর্ণ হইবে। (প্রিয়তম) দুই এক পলকেই পাশে আসিয়া মিলিত হইবে।

[১৪৮] হরি যখন গোকুলপুরে আসিবে; নগরের ঘরে ঘরে জয়তুরী বাজিবে। মতি-মালার আলিপনা দিব। কুচভারকে মঙ্গল কলস করিব। তাহাতে চুচুক-রূপ সহকার-পল্লব দিব। মাধবের সেবা করিয়া মনোরথ লইব। ধূপ দীপ নৈবেদ্য প্রত্যেকটি (সাজাইয়া) দিব। (অঙ্গবাস ধূপ, অঙ্গকান্তি দীপ, উপভোগ নৈবেদ্য)। নয়ননীরে অভিষেক করিব। প্রিয়ের আগে আলিঙ্গন আহুতি দিব। বিদ্যাপতি বলিতেছেন —এই রস ভাগ্যে মিলে।

শীতের ওড়নি পিয়া গিরিসের বাও।
বরিসার ছত্র পিয়া দরিয়ার নাও॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
সুজনকে দুখ দিবস দুই চারি॥ ১৪৯॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

ছয়

দারুন বসন্ত যত দুখ দেল।
হরি মুখ হেরইতে সব দূর গেল॥
যতহুঁ আছল মোর হৃদয়ক সাধ।
সে সব পূরল হরি পরসাদ॥
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধরক পানে বিরহ দূর গেল॥
ভনহি বিদ্যাপতি আর নহ আধি।
সমুচিত ঔখদে না রহ বেয়াধি॥ ১৫০॥
(বাঙ্গালী বিদ্যাপতি)

সাত

আজু রজনী হম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা।
জীবন জোবন সফল করি মানলুঁ
দসদিস ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোঅল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবান অব লাখ বান হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অবহন জবহুঁ মোহে পরি হোয়ল
তবহি মানহু নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া-নব নেহা॥ ১৫১॥

আট

চিরদিন সো বিহি ভেল অনুকূল।
দুহু মুখ হেরইতে দুহু সে আকুল॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ মুখ ভরু॥
দুহুঁ তনু কাঁপই মদনক রচনে।
কিঙ্কিনি রোল করত পুন সদনে॥
বিদ্যাপতি কহ কি কহব আর।
যৈছে প্রেম দুহুঁ তৈছে বিহার॥ ১৫২॥

---

[১৪৯] সখি, (আজিকার) অসীম আনন্দের কথা কি বলিব! চিরদিন পরে মাধব আমার মন্দিরে আসিয়াছেন। পাপিষ্ঠ চন্দ্র আমাকে যত দুঃখ দিয়াছে, প্রিয়তমের মুখদর্শনে আজ তত সুখ হইল। পূর্ব্বে নির্ধন মনে করিয়া প্রিয়তমের যত্ন করি নাই। আজ জানিলাম, প্রিয়তম আমার শ্রেষ্ঠ ধন (সম্পদ)। অঞ্চল ভরিয়া যদি অমূল্য রত্ন পাই, তথাপি আর আমি প্রিয়তমকে প্রবাসে পাঠাইব না। প্রিয়তম আমার শীতের ওড়না, গ্রীষ্মের (শীতল) বায়ু, বর্ষার ছত্র এবং দরিয়ার নৌকা। বিদ্যাপতি বলিতেছেন,—বরনারী শোন, সুজনের দুঃখ দুই-চারিদিনের জন্য।

[১৫০] দারুণ বসন্ত যত দুখ দিয়াছে হরিমুখ দেখিবামাত্র সব দূরীভূত হইল। আমার হৃদয়ের যত সাধ ছিল হরিপ্রসাদে সে সব পূর্ণ হইল। রভস-আলিঙ্গনে পুলকিত হইলাম। চুম্বনে বিরহ দূরে গেল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—আর আধি (মনঃপীড়া) নাই। সমুচিত ঔষধে ব্যাধি থাকে না।

[১৫১] আমার ভাগ্যে আজ রাত্রি প্রভাত হইল। প্রিয়তমের চান্দমুখ দেখিলাম। জীবন যৌবন সফল করিয়া মানিলাম। দশদিক্ নির্দ্বন্দ্ব হইল। আজ আমার গৃহকে গৃহ বলিয়া, দেহকে দেহ বলিয়া মানিয়া লইলাম। আজ বিধাতা আমার প্রতি অনুকূল হইল, সমস্ত সন্দেহ মিটিল। সেই কোকিল এখন লাখে লাখে ডাকুক, লক্ষ চন্দ্র উদিত হউক, পঞ্চবাণ এখন লক্ষবাণ হউক; মন্দ মলয়-পবন প্রবাহিত হউক। এখন যখন আমার পক্ষে এইরূপ হইল, তখন নিজ দেহকে (সার্থক) মানিলাম। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—অল্প ভাগ্য নহ, ধন্য ধন্য তোমার (নিত্য) নূতন প্রেম।

[১৫২] চিরদিন (দীর্ঘকাল) পরে সেই বিধাতা অনুকূল হইল। দুই জনের মুখ দেখিয়া দুই জনেই আকুল হইয়া উঠিল। বাহু প্রসারিয়া দুই জনে দুই জনকে ধরিল। উভয়ের অধরামৃতে উভয়ের মুখ ভরিল। মদনের রচনায় দুজনের দেহ কাঁপিতে লাগিল। আবার (শয়ন) গৃহে কিঙ্কিণীর রোল উঠিল। বিদ্যাপতি এখন আর কি বলিবেন! যেমন প্রেম দুজনের বিহারও তেমনই।

নয়

দুহু রসময় তনু গুনে নহি ওর।
লাগল দুহুঁক ন ভাঁগই জোর॥
কে নহি কএল কতহুঁ পরকার।
দুহুঁ জন ভেদ করিঅ নহি পার॥
খোজল সকল মহীতল গেহ।
খীর নীর সম ন হেরলুঁ নেহ॥
জব কোই বেরি আনলমুখ আনি।
খীর দন্ড দেই নিরসত পানি॥
তবহু খীর উছলি পড় তাপে।
বিরহ বিয়োগ আগি দেই ঝাঁপে॥
জব কোই পানি আনি তাহি দেল।
বিরহ বিয়োগ তবহি দুর গেল॥
ভনই বিদ্যাপতি এহন সুনেহ।
রাধামাধব ঐসন নেহ॥ ১৫৩॥

প্রার্থনা

এক

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত মিত রমনি সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমাপলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব হম পরিনাম নিরাসা।
তুহুঁ জগতারন দীন দয়াময়
অতএ তোহরি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হম নিন্দে গোঙায়লুঁ
জরা সিসু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমনি রঙ্গ রসে মাতলুঁ
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি জাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহর সমানা॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শেষ সমনভয়
তুয়া বিনু গতি নহি আরা।
আদি অনাদি নাথ কহায়সি
ভবতারন ভার তোহারা॥ ১৫৪॥

দুই

জতনে জতেক ধন পাপে বটোরলুঁ
মেলি পরিজনে খায়।
মরনক বেরি হেরি কোঈ ন পুছত
করম সঙ্গ চলি জায়॥
এ হরি বন্দোঁ তুঅ পদ নায়।
তুঅ পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি
পার হব কৌন উপায়॥

---

১৫৩ দুজনের দেহই রসময়, গুণের সীমা নাই। দুজনের জোড় লাগিল, ভাঙ্গে না। কে না কত রকমে কি না করিল। দুই জনের ভেদ (বিচ্ছেদ) করাইতে পারিল না। পৃথিবীর সকল গৃহ খুঁজিলাম, ক্ষীর-নীরের (দুধ আর জলের) মত প্রেম আর দেখিলাম না। যখন কোন সময় কেহ আগুনের মুখে আনিয়া দন্ড দিয়া ঘাঁটিয়া দুধের জল মারিবার চেষ্টা করে তখন (জলের শোকে) মনস্তাপে দুধ উছলিয়া পড়িয়া (জলের) বিরহবিয়োগে আগুনে ঝাঁপ দেয়। যেমনই কেহ তাহাতে জল ঢালিয়া দেয়, অমনি ক্ষীরের বিরহ ব্যথা দূর হইয়া যায়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—ইহাই উত্তম প্রেম। রাধা মাধবের প্রেম এমনি।

১৫৪ উত্তপ্ত বালুরাশিতে বারিবিন্দুর মত পুত্রমিত্র রমণী সমাজে তোমাকে ভুলিয়া মন তাহাদিগকেই সমর্পণ করিলাম। এখন আমার কোন কাজ (উপায়) হইবে? মাধব, আমি পরিণাম-সম্বন্ধে নিরাশ। তুমি জগত্তারণ দীনদয়াময়; অতএব তোমারই ভরসা (করি)। আধ জনম আমি ঘুমাইয়া কাটাইলাম। শৈশবে ও বার্দ্ধক্যেও কতদিন গেল (অপচিত হইল)। নিধুবনে (রতিক্রীড়ায়) রমণীরঙ্গরসে মাতিলাম। তোমাকে ভজিব কখন? কত ব্রহ্মা মরিয়া মরিয়া যায়, তোমার আদি অবসান নাই। (ব্রহ্মাদি) তোমাতেই জন্মগ্রহণ করিয়া আবার সাগর-লহরীর মত তোমাতেই লীন হয়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—শেষ সময় শমনভয়ে (অন্তিমে) তোমা ভিন্ন আর গতি নাই। তুমি আদি ও অনাদির নাথ বলাইয়া থাক। ভবতারণের ভার তোমার।

জাবত জনম হম তুঅ পদ ন সেবিলু
জুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পীয়লু
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
ভনহু বিদ্যাপতি লেহ মনে গনি
কহিলে কি জানি হয়ে কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই
হেরইতে তুঅ পদ লাজে॥ ১৫৫॥

তিন

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলু
দয়া জনি ছোড়বি মোয়॥
গনইতে দোস গুনলেস না পাওবি
জব তুহু করবি বিচার।
তুহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার॥
কিএ মানুস পসু পাখিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাক গতাগত পুনপুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥
ভনই বিদ্যাপতি অতিসয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুআ পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥ ১৫৬॥
[৩৩১]

গুণরাজ খান

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

পূর্ণিমার চান্দ জিনি বদন কমল।
খঞ্জনে জিনিয়া শোভে নয়ন যুগল॥
হিরা মণি মাণিকেতে কর্ণের কুণ্ডল।
ময়ূরের পুচ্ছে শোভে কুটিল কুন্তল॥
নানা বর্ণের পুষ্প মালা হৃদয় উপরে।
সুবর্ণ অঙ্গুরী শোভে বলয়া দুই করে॥
নর্ত্তকের বেশধরে মুকুট শোভে মাথে।
বালকের সঙ্গে খেলে দেব জগন্নাথে॥
পীতবস্ত্র পরিধান দেব বনমালী।
নূতন মেঘেতে যেন খেলিছে বিজুরী॥
নীলমণি জিনি তার মুখ অনুপাম।
তার মাঝে শোভা করে বিন্দু বিন্দু ঘাম॥
চিত্র গতি চলে যেন নাটুয়া খঞ্জন।
দেখিয়া যুবতিগণ স্থির নহে মন॥ ১॥

---

[১৫৫] যত্নে যত ধন পাপে সঞ্চয় করিলাম, পরিজনেরা মিলিয়া খাইতেছে। মরণের বেলায় কেহ জিজ্ঞাসাও করে না, কর্ম্মই সঙ্গে চলিয়া যায়। হরি, তোমার পদতরীকে বন্দনা করি। তোমার পদ (তরী) পরিত্যাগ করিয়া পাপ-সমুদ্র কোন্ উপায়ে পার হইব? জন্মাবধি আমি তোমার পদসেবা করি নাই। যুবতি চিন্তায় মাতিয়াছি। অমৃত ত্যজিয়া হলাহল পান করিলাম। সম্পদ্ আমার বিপদ্-স্বরূপই হইল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—মনে গণিয়া লও, এখন (মুখের) কথায় কি কাজ হইবে? সন্ধ্যাবেলায় কি কেহ সেবা চায়? তোমার পদের প্রতি চাহিতেও লজ্জা হইতেছে।

[১৫৬] মাধব, তোমাকে বহু মিনতি করিতেছি। তিল তুলসী দিয়া (তোমার পদে) দেহ সমর্পণ করিলাম, আমার প্রতি দয়া ছাড়িও না (আমার প্রতি নির্দয় হইও না)। (যখন তুমি বিচার করিবে; দোষ গণনা করিতে, (আমার) গুণের লেশমাত্রও পাইবে না। তুমি জগতের নাথ। আমি ছার তো জগতের বাহির নহি। কি মানুষ, কি পশু-পক্ষী অথবা কীট-পতঙ্গ রূপেই জন্মগ্রহণ করি (না কেন, যেন) তোমার প্রসঙ্গে মতি থাকে। বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর হইয়া বলিতেছেন—এই ভবসিন্ধু উত্তরণে তোমার পদপল্লব অবলম্বন করিব, দীনবন্ধু এক তিলের জন্যও (সেই অবলম্বন) দাও।

রাসে শ্রীরাধার খেদ

কুবোল বাহির হৈল আমার বদনে।
তে কারণে ছাড়ি গেল নন্দের নন্দনে॥
হরি হরি প্রাণ মোর কেন নাহি যায়।
যথা গেলে গোবিন্দের দরশন পায়॥
কে হরিয়া নিল আজি মোর প্রাণ নাথ।
কান্দিতে কান্দিতে বলি আইস জগন্নাথ॥
সহজে অবলা আমি বুদ্ধি যে পাতল।
কি বলিতে কি বলিল পাল্য তার ফল॥
এত বলি কান্দে গোপী অচেতন হইয়া।
শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ মনেতে ভাবিয়া॥ ২॥

বিরহিণী গোপীগণের বনভ্রমণ

কানাই বিরহে বুলে সকল গোপিনী।
হেন বেলে কোকিলের কলরব শুনি॥
কৃষ্ণের বিরহে গোপী বুলে অচেতনে।
বজ্রাঘাত শব্দ হেন শুনিল শ্রবণে॥
জৈমিনি জৈমিনি গোপী করয়ে স্মরণ।
দুহাতে চাপিয়া গোপী রহিল শ্রবণ॥
কোকিলের নাদে তারা বজ্রাঘাত মানি।
হেন বেলে হৈল তথা চাতকের ধ্বনি॥
চৌদিকে চাতকপাখী ডাকে পিউ পিউ।
তা শুনিয়া গোপীগণ নাহি ধরে জীউ॥
কৃষ্ণের বিরহে গোপী হইলা আবেশ।
কৃষ্ণ লীলা রচে গোপী ধরি তার বেশ॥ ৩॥

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি

বৃন্দাবন মাঝে যবে বংশীনাদ পুরে।
অকালে ফুটয়ে ফুল সব তরুবরে॥
বৎসগণ সঙ্গে আইসে বেণু বাজাইয়া।
গোকুলের রমণীর চিত্ত যে হরিয়া॥
যমুনার কূলে যবে বাঁশীতে দেই সান।
ফিরিয়া যমুনা নদী বহয়ে উজান॥
দরবে পাষাণ সব বংশীনাদ শুনি।
যাহাত শুনিয়া তপ ছাড়ে সব মুনি॥
কদম্বের তলে যবে বংশীনাদ দিল।
তা শুনি ময়ূর পক্ষ নাচিতে লাগিল॥
শুখান যতেক বৃক্ষ ছিল বৃন্দাবনে।
বংশীনাদে ফুলফল ধরে তরুগণে॥
যত পক্ষীগণ থাকে এই বৃন্দাবনে।
কৃষ্ণের বংশীর নাদ শুনে এক মনে॥ ৪॥

ভবন বিরহ—গোপীবিলাপ

আজি শূন্য হইল মোর গোকুল নগরী।
গোকুলের রত্ন কৃষ্ণ যায় মধুপুরী॥
আজি শূন্য হইল মোর রসের বৃন্দাবন।
শিশু সঙ্গে কেবা আর রাখিবে গোধন॥
অনাথ হইল আজি সব ব্রজবাসী।
সব সুখ নিল বিধি দিয়া দুখরাশি॥
আর না যাইব সুখী চিন্তামণি ঘরে।
আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে॥
আর না দেখিব সখী সে চান্দবদন।
আর না করিব সখী সে মুখ চুম্বন॥
আর না যাইব সখী কল্পতরু মূলে।
আর কানুসঙ্গে সখী না গাঁথিব ফুলে॥ ৫॥

কৃষ্ণ গেলে মরিব সখী তাহে কিবা কাজ।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ॥
অল্প ধন লোভ লোকে এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে॥
কা সনে করিব ক্রীড়া যমুনার কূলে।
কে আর ঘুচাবে সখী বিরহ আকুলে॥
কেমনে ধরিব প্রাণ কানু না দেখিয়া।
রথে চড়ি যান কৃষ্ণ না চান ফিরিয়া॥
মথুরা যাইলে কৃষ্ণ না আসিবে হেথা।
নানা রূপে গুণেতে সুন্দরী আছে তথা॥
তাহা সনে ক্রীড়া যবে করিব মুরারি।
পাসরিব আমা হেন সব বনচারী॥
যত দূর যায় অক্রূর কানাই লইয়া।
ততদূর চাহে গোপী একদৃষ্টি হইয়া॥ ৬॥

রায় রামানন্দ

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

নাটিকা

মৃদুল-মলয়জ- পবন-তরলিত-
চিকুর-পরিগত-কলাপকম্।
সাচি-তরলিত- নয়ন-মন্মথ-
শঙ্কু-সঙ্কুল-চিত্ত-
সুন্দরী-জনিত কৌতুকম্॥
মনসিজ-কেলি নন্দিত-মানসম্।
ভজত মধুরিপু- মিন্দু-সুন্দর-
বল্লবীমুখ-লালসম্॥ ধ্রু॥
লঘু-তরলিত-কন্ধরং হসিত-লবমতিসুন্দরম্।
গজপতি- প্রতাপরুদ্র-
হৃদয়ানুগতমনুদিনং॥
সরসং রচয়তি রামানন্দরায়
ইতি চারু সঙ্গীতং॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

কেদার

মৃদুতর-মারুত- বেল্লিত-পল্লব-
বল্লী-বলিত-শিখণ্ডম্।
তিলক-বিড়ম্বিত- মরকত-মণিতল-
বিম্বিত-শশধর-খণ্ডম্॥
যুবতি-মনোহর-বেশম্।
কলয় কলানিধি- মিব ধরণীমনু-
পরিণত-রূপ-বিশেষম্॥ ধ্রু॥
খেলা-দোলা- য়িত মণিকুণ্ডল-
রুচি-রুচিরানন-শোভম্।
হেলা-তরলিত মধুর-বিলোচন-
জনিত-বধূ-জন-লোভম্॥
গজপতি রুদ্র নরাধিপ-চেতসি
জনয়তু মুদমনুবারম্।
রামানন্দ রায় কবি-ভণিতং
মধুরিপু-রূপমুদারম্॥২॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—শ্রীরাধার সখীর প্রতি

গুর্জ্জরী

গোপ-কুমার- সমাজমিমং সখি
পৃচ্ছ কদানুগতোঽহম্।
কথমিব মামনু পশ্যতি দিশি দিশি
কথমিব কলয়তি মোহম্॥

---

[1] মনসিজবিলাসে আনন্দিত মানস, ব্রজসুন্দরীগণের চন্দ্রানন লুব্ধ মধুসূদনকে ভজনা কর। তাঁহার কেশ-লগ্ন চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ নিচয় মৃদু মলয় পবনে দুলিতেছে। তিনি ঈষৎ বিলোল কটাক্ষে কাম-শল্য-সঙ্কুল-চিত্তা ব্রজবালাগণের কৌতুক উদ্রেক করিতেছেন। (সেই শ্রীকৃষ্ণ) গ্রীবা হেলাইয়া অতি সুন্দর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। অনুদিন গজপতি প্রতাপরুদ্রের হৃদয়ানুগত রামানন্দ রায় এই সুন্দর সরস সঙ্গীত রচনা করিলেন।

[2] কুসুম কিশলয়ে শোভিত সুন্দর লতাজালে পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের চূড়ার শিখিচন্দ্রক মৃদুতর পবন-হিল্লোলে কাঁপিতেছে। তাঁহার ললাটের তিলক মরকত মণিগাত্রে প্রতিবিম্বিত শশিকলাকে পরাজিত করিয়াছে। যুবতিজনমনোহারী বিশেষবেশধারী ধরণীতল সমুদিত পূর্ণচন্দ্রসদৃশ শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন কর। ক্রীড়াচঞ্চল মণিকুণ্ডলের প্রভায় তাঁহার বদনসৌন্দর্য্য অধিকতর শোভাময় হইয়াছে।

সখি হে পরিহর বচন-বিলাসম্।
গোপ-শিশূনাং বিদিতমিদং মম
জনয়তি গুরুপরিহাসম্॥ ধ্রু॥
যদিচ কুলাবল- য়াপি কুল-স্থিতি-
রনয়া পরিহরণীয়া।
কিমিতি তদা ময়ি রতিরতিবিফলা
বালে কিল করণীয়া॥
গজপতি-রুদ্র- মুদে মধুসূদন-
বচনমিদং রসিকেষু।
রামানন্দ- রায়-কবি-ভণিতং
জনয়তু মুদমখিলেষু॥ ৩॥

মান

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—শ্রীরাধার প্রতি

তুড়ী

বিদলিত-সরসিজ-দল-চয়-শয়নে।
বারিত-সকল-সখী-জন-নয়নে॥
বলতি মনো মম সত্বররচনে।
পূরয় কামমিমং শশি বদনে॥ ধ্রু॥
অভিনব-বিস-কিশলয়-চয়-বলয়ে।
মলয়জ-রস-পরিষেচিত-নিলয়ে॥
সুখয়তু রুদ্রগজাধিপ-চিত্তম্।
রামানন্দ-রায়-কবি-ভণিতম্॥ ৪॥

শ্রীরাধার অভিসার

শ্রীরাগ

চিকুর-তরঙ্গক- ফেন-পটলমিব
কুসুমং দধতী কামম্।
নটদপসব্যদৃশা দিশতীব চ
নর্ত্তিতুমতনুমবামম্॥
রাধা মধুর-বিহারা।
হরিমুপগচ্ছতি মন্থর-পদ-গতি-
লঘু-লঘু-তরলিত-হারা॥ ধ্রু॥
শঙ্কিত-লজ্জিত- রস-ভর-চঞ্চল-
মধুর-দৃগন্ত-লবেন।
মধু-মথনং প্রতি সমুপহরন্তী
কুবলয়-দাম রসেন॥

তিনি বিলাসতরল মধুর বিলোকনে ব্রজবধূগণকে লোভাতুর করিয়া তুলিতেছেন। কবি রামানন্দ রায় বর্ণিত মধুরিপুর এই উদার রূপ নরনাথ গজপতি প্রতাপরুদ্রের চিত্তকে বারবার আনন্দিত করুক।

[৩] সখি, এই গোপকুমারগণকে জিজ্ঞাসা কর, কবে (আমি তোমাদের সখীর) অনুগত হইলাম। তবে কেন তিনি দিকে দিকে আমাকে দেখেন, আর কেনই বা মোহগ্রস্তা হন। সখি বাক্ কৌশল পরিহার কর। গোপবালকগণ একথা জানিতে পারিলে আমি অত্যন্ত উপহাস্যাস্পদ হইব। আর কুলরমণী হইয়াও যদি (তাঁহাকে) কুলত্যাগই করিতে হয়, তাহা হইলে আমার মত বালকের প্রতি এই বিফল আনুরক্তি কি সমুচিত হইয়াছে? গজপতি প্রতাপরুদ্রের আমোদজনক কবি রামানন্দ রায় কথিত মধুসূদনের এই বচন অখিল রসিকজনকে আনন্দিত করুক।

[৪] শশিমুখি, সখীগণের নয়নান্তরালে (তোমার অঙ্গসঙ্গে বিমর্দ্দিত) কমলদলসমূহে সত্বর রচিত শয্যার জন্য আমার মন উৎসুক হইয়াছে। তুমি আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর। অভিনব পদ্মমৃণালসমূহে পরিব্যাপ্ত, অগুরু চন্দনে অভিষিক্ত কুঞ্জভবনে (আমি অধীর হইয়া উঠিয়াছি)। কবি রামানন্দ রায় রচিত (এই গান) গজপতি প্রতাপ রুদ্রের চিত্ত আনন্দিত করুক।

(এই পদটী শ্রীল রায় রামানন্দের শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকের প্রথম অঙ্কে পূর্ব্বরাগ পর্য্যায়ে সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি। কিন্তু পদকল্পতরুতে ইহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তিরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমরা তদনুরূপ ব্যাখ্যা করিলাম।)

গজপতি-রুদ্র- নরাধিপমধুনা-
তনু-মদনং মধুরেণ।
রামানন্দ-রায়- কবি-ভণিতং
সুখয়তু রস-বিসরেণ॥৫॥

শ্রীরাধার অভিসার

কেদার

কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতম্।
পঙ্কজমিব মৃদু-মারুত-চলিতম্॥
কেলী-বিপিনং প্রবিশতি রাধা।
প্রতিপদ-সমুদিত-মনসিজ-বাধা॥ ধ্রু॥
বিনিদধতী মৃদু-মন্থর-পাদম্।
রচয়তি কুঞ্জর-গতিমনুবাদম্॥
জনয়তু রুদ্র-গজাধিপ-মুদিতম্।
রামানন্দ-রায়-কবি-গদিতম্॥ ৬॥

কলহান্তরিতা

শ্রীরাধার উক্তি—শ্রীকৃষ্ণের দূতীর প্রতি

ভৈরবী

পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি॥
এ সখি সো সব প্রেম-কাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জনি॥ ধ্রু॥
না খোঁজলুঁ দূতি না খোঁজলুঁ আন।
দুহুঁক মিলনে মধ্যত পাঁচ-বাণ॥
অব সো বিরাগে তুহুঁ ভেলি দূতি।
সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধন-রুদ্র-নরাধিপ-মান।
রামানন্দরায় কবি ভাণ॥৭॥ [৩৪৪]

---

৫ তরঙ্গায়িত (কৃষ্ণ) কেশ কলাপে ফেনপুঞ্জ সদৃশ (শুভ্র) পুষ্পরাজি ধারণ করিয়া শ্রীরাধা (শুভ সূচক) স্পন্দিত বাম নয়নের ইঙ্গিতে রতি বিরহিত কামদেবকে যেন নর্ত্তনের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। মধুর লীলা বিলাসিনী শ্রীরাধার মৃদু পদ সঞ্চারে বক্ষের মুক্তা ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপনীতা হইয়া লজ্জা ও আশঙ্কায় কম্পিত রস লীলায়িত কটাক্ষ পরম্পরায় তাঁহাকে যেন প্রীতির নীলোৎপল মাল্য উপহার অর্পণ করিতেছেন। কবি রামানন্দ রায় রচিত এই সঙ্গীত সুমধুর রস প্রসারে মদনের অধুনাতন অবতার গজপতি প্রতাপরুদ্রকে সুখদান করুক।

৬ শ্রীরাধা চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। যেন নীল পদ্ম মন্দপবনে আন্দোলিত হইতেছে। প্রতিপদক্ষেপে (মন্থর গমনে বিলম্ব হেতু) সমুদিত মদন বেদনা (সহ্য করিয়াও) তিনি কেলি নিকুঞ্জে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার মৃদুমন্দ চরণক্ষেপ গজ গমনকে নিন্দা করিতেছে। কবি রামানন্দ রায় রচিত এই গান গজপতি প্রতাপরুদ্রকে আনন্দিত করুক।

৭ প্রথমেই (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) আমার রাগের উদয় হইয়াছিল। তাহার পর পরস্পরের চারি চক্ষুর মিলন ঘটিয়াছিল। সেই রাগ দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিল, তাহার অন্ত পাওয়া গেল না। সে রমণ নয়, আমিও রমণী নহি, (অর্থাৎ সে ভোক্তা, আমি ভোগ্যা, আমার মনে ঐরূপ কোন বোধ ছিল না। আমরা উভয়ে মাত্র এই সম্বন্ধ লইয়াই মিলিত হই নাই) মনোভব (মদন) আমাদের দুইজনের মনকে পেষণ পূর্ব্বক একীকৃত করিয়া দিয়াছিল (মিশাইয়াছিল)। সখি, সেসব প্রেম-কাহিনী কানুকে বলিও, যেন ভুলিও না। (সেদিন) দূতীর অনুসন্ধান করি নাই, অপর কাহারও খোঁজ লই নাই। দুইজনের মিলনে মদনই মধ্যস্থ হইয়াছিল। এখন আমার প্রতি তাহার বিরাগ জন্মিয়াছে, তুমি দূতী হইয়া আসিয়াছ। সুপুরুষের প্রেমের এমনই রীতি। মহারাজ প্রতাপরুদ্র ইহা মানেন। কবি রামানন্দ রায় বলিতেছেন। (অথবা নরাধিপ প্রতাপরুদ্রের মানবর্দ্ধনকারী কবি রামানন্দ রায় বলিতেছেন। কিংবা সখীকে এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীরাধার রুদ্র [ভয়ানক, দুর্জ্জয়] মান রাজার মত প্রতাপে বাড়িতে লাগিল।)

মুরারি গুপ্ত

পাহিড়া

শচীর আঙ্গিনা মাঝে ভুবনমোহন সাজে
গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।
মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি
আছাড় খাইয়া যায় পড়ি॥
বাঘনখ গলে দোলে বুক ভাসি যায় লালে
চাঁদমুখে হাসির বিজুলি।
ধূলামাখা সর্ব্ব গায় সহিতে কি পারে মায়
বুকের উপরে লয় তুলি॥
কাঁদিয়া আকুল তাতে নামে গোরা কোল হৈতে
পুন ভূমে দেয় গড়াগড়ি।
হাসিয়া মুরারি বোলে এ নহে কোলের ছেলে
সন্ন্যাসী হইবে গৌরহরি॥ ১॥

কামোদ

শচীর দুলাল মনোরঙ্গে।
খেলে সম বয় শিশু সঙ্গে॥
মাঝে গোরা শিশু চারি পাশে।
নাচে আর মৃদু মৃদু হাসে॥
হাতে হাতে করে ধরাধরি।
তালে তালে নাচে ঘুরি ঘুরি॥
ক্ষণে ঘন দেয় করতালি।
ক্ষণে কেহ কহে ভালি ভালি॥
গোরা যবে বলে হরি হরি।
শিশুগণ সঙ্গে বলে হরি॥
ঘন ঘন হরিবোল শুনি।
কাঁপে কলি পরমাদ গুণি॥
মুরারি আনন্দে ভরপুর।
পাপের রাজত্ব হৈল দূর॥ ২॥

গৌরাঙ্গের রূপ বর্ণন

পাঠমঞ্জরী

গদাধর অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ মিলাইয়া।
বৃন্দাবনগুণ গান বিভোর হইয়া॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে বাহ্য নাহি জানে।
রাধা ভাবে আকুল প্রাণ গোকুল পড়ে মনে॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি।
কত কোটি চাঁদ কাঁদে হেরি মুখখানি॥
ত্রিভুবন দরবিত এ দোঁহার রসে।
না জানি মুরারি গুপ্ত বঞ্চিত কোন দোষে॥ ৩॥

শ্রীনিত্যানন্দের গুণ বর্ণন

ধানশী

প্রেমে মত্ত মহাবলী চলে দশ দিগ দলি
ধরণী ধরিতে নারে ভার।
অঙ্গভঙ্গী সুন্দর গতি অতি মন্থর
কি ছার কুঞ্জর মাতোয়ার॥
প্রেমে পুলকিত তনু কনক কদম্ব জনু
প্রেমধারা বহে দুটী আঁখে।
নাচে গায় গোরাগুণে পূরুব পৈড়াছে মনে
ভাইয়া ভাইয়া বলি ডাকে॥
হুহুঙ্কার মালসাটে কেশরীর রব ছুটে
ফাটি মরে পাষণ্ডীর জনা।
লগুড় নাহিক সাতে অরুণ কঞ্জক হাতে
হলধর মহাবীর বাণা॥
কেবল পতিত বন্ধু রঙ্কের রতন সিন্ধু
অন্ধের লোচন পরকাশ।
পতিতের অবশেষে রহি গেল গুপ্তদাসে
পুনঃ পহুঁ না কৈল তলাস॥ ৪॥

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দের রূপ গুণ বর্ণন

ধানশী

একদিন মনে আনন্দ বাঢ়ল
নিতাই গৌর রায়।
হাসিতে হাসিতে কেহ নাহি সাথে
বাজারে চলিয়া যায়॥
পথে হৈল দেখা রূপে নাহি লেখা
দিঠি দিয়া গোরা গায়।
এহেন সময়ে যতেক নাগরী
জল ভরিবারে যায়॥
কেহ বোলে ইথে গোকুল হইতে
নাটুয়া আইসাছে পারা।
চল দেখিবারে নাচিবে বাজারে
মরুক মরুক জল ভরা॥
বাহে বাহে ছান্দা জাহ্নবীর কাদা
ভরিল যতেক নারী।
হেরি গোরা পানে ভাসিল নয়ানে
কহয়ে দাস মুরারি॥ ৫॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস

ধানশী

প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে।
নিত্যানন্দ আইলেন নদীয়া নগরে॥ ধ্রু॥
ভাবিয়া শচীর দুঃখ নিত্যানন্দ রায়।
পথমাঝে অবনীতে গড়াগড়ি যায়॥
ক্ষণেকে সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে।
শুনি শচী ঠাকুরাণী আইলা বাহিরে॥
দাঁড়ায়ে মায়ের আগে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
প্রাণ বিদরয়ে ভাইয়ের কহিতে সন্ন্যাস॥
কাতরে পড়িয়া শচী দেখিয়া নিতাই।
কাঁদি বলে কোথা আছে আমার নিমাই॥
না কাঁদিও শচীমাতা শুন মোর বাণী।
সন্ন্যাস করিল প্রভু গৌরগুণমণি॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু আইলা শান্তিপুরে।
আ[illegible] পাঠাঞা দিলা তোমা লইবারে॥
শুনিয়া নিতাইর মুখে সন্ন্যাসের কথা।
অচেতন হৈঞা ভূমে পড়ে শচী মাতা॥
উঠাইল নিত্যানন্দ চল শান্তিপুরে।
তোমার নিমাই আছে অদ্বৈতের ঘরে॥
শচী কাঁদে নিতাই কাঁদে নদীয়ানিবাসী।
সবারে ছাড়িয়া নিমাই হইল সন্ন্যাসী॥
কহয়ে মুরারি গোরাচাঁদে না দেখিলে।
নিশ্চয় মরিব প্রবেশিয়া গঙ্গাজলে॥ ৬॥

ধানশী

চলিল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আগে শচী আর সবে চলিলা পশ্চাতে॥
হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ সবাকার মুখে।
নয়নে গলয়ে ধারা হিয়া ফাটে দুখে।
গৌরাঙ্গ বিহনে ছিল জীয়ন্তে মরিয়া।
নিতাই বচনে যেন উঠিল বাঁচিয়া॥
হেরিতে গৌরাঙ্গ মুখ মনে অভিলাষ।
শান্তিপুর ধায় সবে হৈয়া উদ্ধর্বশ্বাস॥
হইল পুরুষশূন্য নদীয়ানগরী।
সবাকার পাছে পাছে চলিল মুরারি॥ ৭॥

রামকেলি বা তুড়ী

ধর ধর ধর রে নিতাই আমার গৌরে ধর।
আছাড় সময়ে অনুজ বলিয়া
বারেক করুণা কর॥ ধ্রু॥
আচার্য্য গোসাঁই, দেখিও নিতাই,
আমার আঁখির তারা।
না জানি কি ক্ষণে, নাচিতে কীর্ত্তনে,
পরাণে হইব হারা॥
শুনহ শ্রীবাস, কৈরাছে সন্ন্যাস,
ভূমিতলে গড়ি যায়।
সোনার বরণ, ননীর পুতলি,
ব্যথা না লাগয়ে গায়॥
শুন ভক্তগণ, রাখহ কীর্ত্তন,
হইল অধিক নিশা।
কহয়ে মুরারি, শুন গৌরহরি,
দেখহ মায়ের দশা॥ ৮॥

আক্ষেপানুরাগ

সুহই

সখি হে গোরা কেন নিঠুরাই মোহে।
জগতে করিল দয়া দিয়া সেই পদছায়া
বঞ্চল এ অভাগীরে কাহে॥ ধ্রু॥
গৌরপ্রেমে সঁপি প্রাণ জিউ করে আনচান
স্থির হৈয়া রইতে নারি ঘরে।
আগে যদি জানিতাম পিরীতি না করিতাম
যাচিঞা না দিতু প্রাণ পরে॥
আমি ঝুরি যার তরে সে যদি না চায় ফিরে
এমন পিরীতে কিবা সুখ।
চাতক সলিল চাহে বজর ক্ষেপিলে তাহে
যায় ফাটি যায় কিনা বুক॥
মুরারি গুপত কয় পিরীতি সহজ নয়
বিশেষে গৌরাঙ্গ-প্রেমের জ্বালা।
কুল মান সব ছাড় চরণ আশ্রয় কর
তবে সে পাইবা শচীর বালা॥ ৯॥

তথারাগ

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জিয়ন্তে মরিয়া যেই আপনারে খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥ ধ্রু॥
নয়ান পুতলি করি লইনু মোহনরূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি-আগুন জ্বালি সকলি পুড়াইয়াছি
জাতি-কুল-শীল-অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসায়েছি
কি করিবে কুলের কুকুরে॥
খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনা আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পিরীতি এমতি হৈলে
তার গুণ তিন লোকে গায়॥ ১০॥

মাথুর

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি

কামোদ

কি ছার পিরীতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়া আইলা
বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই।
সফরী সলিল বিন গোঙাইব কত দিন
শুন শুন নিঠুর মাধাই॥
ঘৃত দিয়া এক রতি জ্বালি আইলা যুগ বাতি
সে কেমনে রহে অ-যোগানে
তাহে সে পবনে পুন নিভাইল বাসোঁ হেন
ঝাট আসি রাখহ পরাণে॥ ধ্রু॥
বুঝিলাম উদ্দেশে সাক্ষাতে পিরীতি তোষে
স্থান ছাড়া বন্ধু বৈরী হয়।
তার সাক্ষী পদ্ম ভানু জল ছাড়া তার তনু
শুখাইলে পিরীতি না রয়॥
যত সুখে বাড়াইলা তত দুখে পোড়াইলা
করিলা কুমুদ-বন্ধু ভাতি।
গুপ্ত কহে এক মাসে দ্বিপক্ষ ছাড়িল দেশে
নিদানে হইল কুহু রাতি॥ ১১॥

[১০] সখি, আপনার ঘরে ফিরিয়া যাও। যে জীয়ন্তে মরিয়া আপনাকে খাইয়াছে, তাহাকে তুমি কি আর বুঝাইবে। (বন্ধুর) সেই মোহনরূপ নয়ন-পুতলী করিয়া লইয়াছি। হৃদয়ের মাঝে প্রাণ স্বরূপই গ্রহণ করিয়াছি। পিরীতির আগুন জ্বালিয়া জাতি কুল শীল অভিমান সমস্তই পুড়াইয়া ফেলিয়াছি। না জানিয়া মূঢ় লোকে আমাকে কে কি বলে আমি কানে শুনি না। বিস্তারিত স্রোতোজলে এ দেহ ভাসাইয়া দিয়াছি, তীর দেশে দাঁড়াইয়া কুকুরের দল চীৎকার করিয়া আমার কি করিবে। খাইতে, শুইতে, দাঁড়াইতে চিত্ত আমার অন্য কিছু চায় না। বন্ধু ভিন্ন আর কাহাকেও ভাললাগে না। মুরারি গুপ্ত বলিতেছেন, এমন পিরীতি হইলে তিনলোকে তার গুণগান করে।

[১১] কি ছার পিরীতি করিলে, জীয়ন্তে বধিয়া আসিলে, রাই আর বাঁচে কিনা সন্দেহ হইতেছে। নিঠুর কানাই শোন, সফরী সলিল ছাড়া কত দিন থাকিতে পারে? একরতি ঘৃত দিয়া যুগবাতি

শ্রীরাধার মান

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

বরাড়ি

তপন-কিরণে যদি অঙ্কুর দগধল
কি করব জল অভিষেকে?
দুখভরে প্রাণ বাহিরে যদি নিকসব
কি করব ঔষধ বিশেখে॥
মানিনি! অতএ সমাপহ মান।
মৃদু মৃদু-ভাষে, সম্ভাষহ বরতনু
এক বেরি দেহ জিউদান॥
সুন্দর বদনে— বিহসি, বরভামিনি
রচহ মনোহর-বাণী॥
কুচ-কনয়া-গিরি মাঝ গহি রাখহ
নিজভুজে আপনা জানি॥
অধর-সুধা-রস পান দেহ সখি
হৃদয় জুড়াওহ মোর।
তুয়ামুখ-ইন্দু উদয় হেরি, বিলসউ
তিরপিত নয়ন-চকোর॥
নিজগুণ হেরি, পরকো দোখ পরিহরি
তেজহ হৃদয় কো রোখ।
ভনই মুরারি, প্রাণপতি সঙ্গিনি
পুরুষ-বধ বহু দোখ॥ ১২॥ [৩৫৬]

নরহরি সরকার

শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা রচনার সাধ

তথারাগ

গৌর লীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি ত অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম
কেমন করিয়া তাহা লিখি॥
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখনো জন্মে নাই সে
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে বুঝিবে লোক সকলে
কবে বাঞ্ছা পুরাবেন পহুঁ॥
গৌর গদাধর লীলা আদ্রব করয়ে শিলা
কার সাধ্য করিবে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি নিরন্তর নিরবধি
কহে সদাশিব পঞ্চানন॥
কিছু কিছু পদ লিখি যদি ইহা কেহ দেখি
প্রকাশ করয়ে প্রভু লীলা।
নরহরি পাবে সুখ · ঘুচিবে মনের দুখ
গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা॥ ১॥

যদি গৌরাঙ্গ না হইত

তথারাগ

গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিত দে।

জ্বালাইয়া আসিলে, যোগান না দিলে সে বাতি কিরূপে রহিবে? তার উপর (সে প্রদীপ) আবার এতক্ষণ (তোমার বিরহ) বাতাসেই নিভিয়া গেল কি না কে জানে। শীঘ্র আসিয়া (শ্রীরাধার) প্রাণ রক্ষা কর। উদ্দেশে বুঝিলাম, প্রেম সাক্ষাতেই তোষণ করে। স্থান ছাড়া বন্ধুই শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। তার সাক্ষী দেখ পদ্ম আর সূর্য্য। জলছাড়া পদ্ম শুকাইয়া যায়, তখন সূর্য্যের ভালবাসা কোথায় থাকে। যত সুখে বাড়াইয়াছিলে, তত দুঃখে পোড়াইলে।[১] চন্দ্রের মত ব্যবহার করিলে। মুরারি গুপ্ত বলিতেছেন, একমাসে দেশ হইতে দুই পক্ষ ছাড়িয়া গেল। নিদানে অমাবস্যা দেখা দিল।

রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা
জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা বিপিন—মাধুরি
প্রবেশ চাতুরি সার।
বরজ যুবতী, ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার॥
গাও পুনঃ পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ
সরল করিয়া মন।
এ ভব সাগরে এমন দয়াল
না দেখি যে একজন॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেনু গলিয়া
কেমনে ধরিনু দে।
নরহরি হিয়া পাষাণ দিয়া
কেমনে গড়িয়াছে॥ ২॥

গৌর মহিমা

তথারাগ

গৌরাঙ্গ কেবা জানে মহিমা তোমার।
কলিযুগ উদ্ধারিতে পতিতপাবন অবতার॥
শ্যাম মহোদধি কেমনে বিধাতা
মথিয়া সে কতকাল।
কত সুধারসে তাতে নিরমিলা
উপজে গৌর রসাল॥
ত্রিভুবনে প্রেম বাদর হইল
গৌর প্রেম বরিষণে।
দীন হীন জন ও রসে মগন
নরহরি গুণগানে॥ ৩॥

অবতার রহস্য

তথারাগ

ব্রজভূমি করি শূন্য নদীয়ায় অবতীর্ণ
এতেক তোমার চতুরাল।
দুঃখ দিয়া নিরন্তর বর্ণ করি ভাবান্তর
পুনঃ বাড়াও বিরহ জঞ্জাল॥
নাহি শিখিপুচ্ছ চূড়া নাই সেই পীতধড়া
করে নাই মোহন বাঁশরি।
যে বাঁশরি করি গান বাঁধিলে গোপীর প্রাণ
সে বাঁশরি কোথা গৌরহরি॥
নাহি সে বাঁকা নয়ন এবে হেরি সুলোচন
নাই সে ভঙ্গিমা বাঁকা নাই।
যদি দিলে দরশন এরূপে ভুলে না মন
তুমি সেই ব্রজের কানাই॥
কহে নরহরি দাস যার নাই বিশ্বাস
সে আসিয়া দেখুক নয়নে।
সে দিনের সেই কথা বলিতে মরমে ব্যথা
যে হইল উভয় মিলনে॥ ৪॥

তথারাগ

রসে তনু ঢর ঢর গৌরকিশোরবর
এবে নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সে সব নিগূঢ় কথা কহিতে অন্তরে ব্যথা
ভক্ত বিনা নাহি জানে অন্য॥
দ্বাপর যুগেতে শ্যাম কলিতে চৈতন্য নাম
গর্গবাক্য ভাগবতে লিখি।
চিতে করি অনুসঙ্গ শ্যাম হইল গৌরাঙ্গ
রাধাকৃষ্ণ-তনু তার সাখী॥
অন্তরেতে শ্যাম তনু বাহিরে গৌরাঙ্গ জনু
অদভুত গৌরাঙ্গের লীলা।
রাই সঙ্গে খেলাইতে কুঞ্জ বনে বিলসিতে
অনুরাগে গৌর তনু হৈলা॥
কহিবার কথা নয় কহিলে কি জানি হয়
না কহিলে মনে বড় তাপ।
মনে অনুমান করি গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি
নরহরি করয়ে বিলাপ॥ ৫॥

গোরারূপ

তথারাগ

কি হেরিলাম গোরারূপ না যায় পাসরা।
নয়নে অঞ্জন হৈয়া লাগি রৈল গোরা॥

জলের ভিতর ডুবি সেথা দেখি গোরা।
ত্রিভুবনময় গোরাচাঁদ হৈল পারা॥
তেই বলি গোরারূপ অমিঞা পাথার।
ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাঁতার॥
নরহরি দাস কয় নব অনুরাগে।
সোনার বরণ গোরাচাঁদ হিয়ার মাঝে জাগে॥৬॥

গোরা অনুরাগে

তথারাগ

বেলি অবসানে ননদিনী সনে
জল আনিবারে গেনু।
গোরাঙ্গ চাঁদের রূপ নিরখিয়া
কলসী ভাঙ্গিয়া এনু॥
কাঁপে কলেবর, গায়ে আসে জ্বর,
চলিতে না চলে পা।
গোরাঙ্গ চাঁদের রূপের পাথারে
সাঁতারে না পাই থা॥
দীঘল দীঘল নয়ান যুগল
বিষম কুসুম শরে।
রমণী কেমনে ধৈরজ ধরিবে
মদন কাঁপয়ে ডরে॥
কহে নরহরি গোরাঙ্গ মাধুরী
যাহার অন্তরে জাগে।
কুলশীল তার সকলি মজিল
গোরাচাঁদের অনুরাগে॥ ৭ ॥

তথারাগ

কে আছে এমন মনের বেদন
কাহারে কহিব সই।
না কহিলে বুক বিদরিয়া মরি
তেই সে তোমারে কই॥
বেলি অবসানে ননদিনী সনে
গেনু জল ভরিবার।
দেখিতে গোরাঙ্গে কলসি ভাঙ্গিল
সরম হইল সার॥
সঙ্গে ননদিনী কাল ভুজঙ্গিনী
কুটিল কুমতি ভেল।
নয়নের বারি সম্বরিতে নারি
বয়ান শুকায়ে গেল॥
গৌর কলেবর শারদচাঁদের
আলো করে ঝলমলো।
সুরধুনী তীরে দাঁড়াইয়া আছে
দুকূল করিয়া আলো॥
বুক পরিসর তাহার উপর
রঙ্গন ফুলের মালা।
নয়ন ভরিয়া দেখিতে নারিনু
ননদী হৈল জ্বালা॥
কহে নরহরি গোরাঙ্গ মাধুরী
যাহার হৃদয়ে জাগে।
কুলশীল তার সব ভাসি যায়
গোরাঙ্গের অনুরাগে॥ ৮ ॥

তথারাগ

মো মেনে মনু গোরাচাঁদেরে দেখিয়া।
অপরূপ রূপ কাঁচা কাঞ্চন জিনিয়া॥
ক্ষণে শীঘ্র গতি চলে মারে মাল সাট।
ক্ষণে থির হৈয়া চলে সুরধুনি বাট॥
অরুণ নয়ান কোণে চাহে বার বার।
হানিল নয়ান বাণ হিয়ার মাঝার॥
আজানুলম্বিত ভুজ দোলে দুই দিগে।
যুবতী যৌবন দিতে চাহে অনুরাগে॥
ক্ষণে মন্দ মন্দ হাসে ক্ষণে উতরোল।
না বুঝিয়া নরহরি হৈল বিভোল॥ ৯ ॥

তথারাগ

মরম কহিব সজনি কায়
মরম কহিব কায়।
উঠিতে বসিতে দিক নিরখিতে
হেরি এ গোরাঙ্গ রায়॥
হৃদি সরোবরে গোরাঙ্গ পশিল
সকলি গোরাঙ্গময়।
এ দুটী নয়ানে কত বা হেরিব
লাখ আঁখি যদি হয়॥

জাগিতে গৌরাঙ্গ ঘুমাতে গৌরাঙ্গ
সদাই গৌরাঙ্গ দেখি।
ভোজনে গৌরাঙ্গ গমনে গৌরাঙ্গ
কি হৈল আমার সখি॥
গগনে চাহিতে সেখানে গৌরাঙ্গ
গৌরাঙ্গ হেরি এ সদা।
নরহরি কহে গৌরাঙ্গচরণ
হিয়ায় রহল বাঁধা॥ ১০॥

তথারাগ

মজিলুঁ গৌর পিরীতে সজনি
মজিলুঁ গৌর পিরীতে।
হেরি গৌর রূপ জগতে অনুপ
মিশি রহিয়াছে জগতে॥
অতসী চম্পক কি শোণ কুসুমে
হরিল গৌরাঙ্গ রূপ।
কমলে নয়ন, পলাশে শ্রবণ
তিল ফুলে নাসাকূপ॥
অপরাজিতার কলিকা আমার
হরিল গৌরাঙ্গ ভুরু।
হরে কুন্দ কলি দশন আবলী
কদলী তরুতে উরু॥
সণাল অম্বুজ হরিল সে ভুজ
বক্ষস্থল পদ্মিণী।
কহে নরহরি মোর গৌরহরি,
সকল ভুবনে জানি॥ ১১॥

তথারাগ

শয়নে গৌর স্বপনে গৌর
গৌর নয়নের তারা।
জীবনে গৌর মরণে গৌর
গৌর গলার হারা॥
হিয়ার মাঝারে গৌরাঙ্গ রাখিয়া
বিরলে বসিয়া রব।
মনের সাধেতে সে চাঁদের রূপ
নয়নে নয়নে থোব॥

সই লো কহ না গৌর কথা।
গোরার সে নাম, অমিয়ার ধাম,
মূরতি পিরীতি দাতা॥
গৌর শবদ গৌর সম্পদ
সদা যার হিয়ে জাগে।
নরহরি দাস তাহার চরণে
সতত শরণ মাগে॥ ১২॥

তথারাগ

তরুণী পরাণ চোরা গোরারূপ
মাধুরী আমিঞা ধারা।
ধনি ধনি ধনি বারেক নয়ন
কোণেতে পিয়য়ে যারা॥
সই এ কথা কহিব কাকে।
পণ্ডিত গদাধর করে দিয়া কর
রাধিকা বলিয়া ডাকে॥
দাস গদাধর করে দিয়া কর
উলসে পুলকে গা।
মৃদু মৃদু হাসে কিবা রসে ভাসে
কিছুই না পাই থা॥
নাগরালি ঠাটে নদীয়ার বাটে
হেলিতে দুলিতে যায়।
নরহরি মন মোহন ভঙ্গিমা
মদন মুরছে তায়॥ ১৩॥

তথারাগ

কি ভাবে গৌরাঙ্গ মোর ভাবিত থাকে।
ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশে রাধা বলি ডাকে॥
যমুনারে পড়ে মনে ভাগীরথী হেরি।
ফুলবনে বৃন্দাবন ভাবে মনে করি॥
সহচর সঙ্গে পহুঁ করে কত রঙ্গ।
মুরলী মুরলী কহে হইয়া ত্রিভঙ্গ॥
রাধাভাবে গদাধরে কি জানি কি কহে।
অনিমিষে পণ্ডিতের মুখ পানে চাহে॥
ভাব বুঝি গদাধর রহে বাম পাশে।
না বুঝয়ে ইহ রস নরহরি দাসে॥ ১৪॥

তথারাগ

গৌরাঙ্গ চাঁদের ভাব কহন না যায়।
বিরলে বসিয়া পহুঁ করে হায় হায়॥
প্রিয় পারিষদগণ পুছয়ে তাহারে।
কহে মুই ঝাঁপ দিব যমুনার নীরে॥
করিনু দারুণ প্রেম আপনা আপনি।
দুকূলে কলঙ্ক হইল না যায় পরাণি॥
এত কহি গোরা চাঁদ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
মরম বুঝিয়া কহে নরহরি দাস॥ ১৫॥

তথারাগ

গৌর সুন্দর মোর।
কি লাগি একলে বসিয়া বিরলে
নয়নে গলয়ে লোর॥
হরি অনুরাগে আকুল অন্তর
গদ গদ মৃদু কহে।
সকল অকাজ করে মনসিজ
এত কি পরাণে সহে॥
অবলা নারীরে করে জর জর
বুকের মাঝারে পশি।
কহিতে ঐছন পুরুব বচন
অবনত মুখশশী॥
প্রলাপের পারা কিবা কহে গোরা
মরম কেহ না জানে।
পুরুব চরিত সদা বিভাবিত
দাস নরহরি ভণে॥ ১৬॥

তথারাগ

আরে আমার গৌর কিশোর।
নাহি জানি দিবা নিশি কারণ বিহনে হাসি
মনের ভরমে পহুঁ ভোর॥
ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে গায় কারে পহুঁ কি সুধায়
কোথায় আমার প্রাণনাথ।
ক্ষণে শীতে অঙ্গ কম্প ক্ষণে ক্ষণে দেই লম্ফ
কাহা পাও যাও কার সাথ॥
ক্ষণে উদ্ধর্ব বাহু করি নাচি বোলে ফিরি ফিরি
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে বিলাপ।
ক্ষণে আঁখি যুগ মুন্দে হা নাথ বলিয়া কান্দে
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ॥
কহে দাস নরহরি আরে মোর গৌরহরি
রাধার পিরীতে হৈল হেন।
ঐছন করিয়া চিতে কলি যুগ উদ্ধারিতে
বঞ্চিত হৈনু মুই কেন॥ ১৭॥

তথারাগ

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
পুরব প্রেমভরে মৃদু চলি যায়॥
অরুণ নয়ন মুখ বিরস হইয়া।
কোপে কহয়ে পহুঁ গদ গদ হিয়া॥
জানলুঁ তোহারে তোর কপট পিরীতি।
যা সঙ্গে বঞ্চিলা নিশি তাহা কর গতি॥
এত কহি গৌরাঙ্গের গর গর মন।
ভাবের তরঙ্গে যেন নিশি জাগরণ॥
কহে নরহরি রাধাভাবে হৈল হেন।
পাই অশোয়াস বঞ্চিত হৈল যেন॥ ১৮॥

তথারাগ

গোরা পহুঁ বিরলে বসিয়া।
অবনত বদন করিয়া॥
ভাবাবেশে ঢুলুঢুলু আঁখি।
রজনী জাগিল হেন সাখী॥
বিরস বদনে কহে বাণী।
আশা দিয়া বঞ্চিলা রজনী॥
কাঁদিয়া কহয়ে গোরা রায়।
এ দুঃখ সহনে নাহি যায়॥
কাতরে কহয়ে সাবিষাদ।
নরহরি মাগে পরসাদ॥ ১৯॥

তথারাগ

সোনার বরণ গৌরসুন্দর
পাণ্ডুর ভৈগেল দেহ।
শীতে ভীত যেন কাঁপয়ে সঘন
সোঙরি পূরুব নেহ॥
কিছু না কহই দীঘ নিশাসই
চিত্রের পুতলি পারা।
নয়ন যুগল বাহি পড়ে জল
যেন মন্দাকিনী ধারা॥
ঘামে তিতি গেল সব কলেবর
না জানি কেমন তাপে।
কখন সঙ্গীত কখন রোদন
কিবা করে পরলাপে॥
কহে নরহরি মোর গৌরহরি
চাহয়ে রঙ্কের পারা॥
হরি হরি বোলে ভুজযুগ তোলে
মরম বুঝিবে কারা॥ ২০॥

তথারাগ

কি লাগি ধূলায় ধূসর সোনার
বরণ শ্রীগৌরদেহ।
অঙ্গের ভূষণ সকল তেজল
না জানি কাহার নেহ॥
হরি হরি মলিন গৌরাঙ্গ চাঁদে।
উহু উহু করি ফুকরি ফুকরি
উরে পাণি ধরি কাঁদে॥
ঘামে তিতি গেল সব কলেবর
ছাড়য়ে দীঘল শ্বাস।
রাইএর পিরীতি যেন হেন রীতি
কহে নরহরি দাস॥ ২১॥

তথারাগ

কি লাগি আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর
বসিয়া গৃহের মাঝে।
বসন আসন রতন ভূষণ
ত্যজয়ে অঙ্গের সাজে॥
আপন বপুর ছায়া নেহারিয়া
চমকি উঠয়ে মনে।
কি লাগি অবহু না মিলল পহু
এত না বিলম্ব কেনে॥
কহে নরহরি মোর গৌরহরি
ভাবিয়া রাইএর দশা।
সজল নয়নে চাহে পথ পানে
কহে গদগদ ভাষা॥ ২২॥

তথারাগ

কনক চম্পক গোরাচাঁদে।
ভূমিতে পড়িয়া কেন কাঁদে॥
ক্ষণে উঠে কহে হরি হরি।
কে করিল আমারে বাউরী॥
আজানুলম্বিত বাহু তুলি।
বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি॥
কহে ধিক্ বিধির বিধানে।
এমত জোটন করে কেনে॥
কোন ভাবে কয় গোরা রায়।
নরহরি শুধায়া বেড়ায়॥ ২৩॥

তথারাগ

প্রেম করি কুলবতী সনে।
এত কি শঠতা কানুর মনে॥
বংশী নাদে সংকেত করিল।
ঘরের বাহিরে মুই আইল॥
কহে পুন হইবে মিলন।
তাই মুই আইনু কুঞ্জবন॥
বেশ বনাইল কত মতে।
আশা করি বঞ্চিনু কুঞ্জেতে॥
কিন্তু কানু বঞ্চিয়া আমারে।
রজনী বঞ্চিল কার ঘরে॥
স্বরূপেরে এত কহি গোরা।
অভিমানে কাঁদে হৈয়া ভোরা॥
নরহরি তা হেরিয়া কাঁদে।
কেমনে কঠিন হিয়া বাঁধে॥ ২৪॥

ভক্ত চরিত

তথারাগ

মরি মরি গৌর গণের চরিত
বুঝিতে শকতি কার।
শয়নে স্বপনে গৌরাঙ্গ বিহনে
কিছু না জানয়ে আর॥
ও চাঁদ মুখের মৃদু মৃদু হাসি
অমিয়া গরব নাশে।
তিল আধ তাহা না দেখি অলপ
কলপ করিয়া বাসে॥
কি কব সে সব শয়ন বিচ্ছেদে
অধিক আকুল মনে।
কতক্ষণে নিশি পোহাইব বলি
চাহয়ে গগন পানে॥
ময়ূর কপোত কোকিলাদি নাদ
শুনিয়া পাতয়ে কান।
নরহরি কহে প্রভাত উপায়
চিন্তিত ব্যাকুল প্রাণ॥ ২৫ ॥

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস

তথারাগ

সোনা শতবাণ যেন গৌরাঙ্গ আমার।
সুন্দর চাঁচর মাথে কুন্তলের ভার॥
কি লাগি মুড়ায়ে মাথা গেলা কোন্ দেশে।
কার ঘরে রহিলেক এই চতুর্ম্মাসে॥
সোঙারি সোঙারি হিয়া বিদরিয়া যায়।
কোথা গেল পরাণ পুতলি গোরা রায়॥
কাঁদয়ে ভকতগণ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
ধৈরজ ধরিতে নারে নরহরি দাস॥ ২৬ ॥

তথারাগ

গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়।
জাগিয়া রজনী পোহায়॥
খেনে খেনে করয়ে বিলাপ।
খেনে রোয়ত খেনে কাঁপ॥
খেনে ভিতে মুখ শির ঘসে।
কেহ নাহি রহু পহুঁ পাশে॥
ঘন কাঁদে তুলি দুই হাত।
কোথায় আমার প্রাণনাথ॥
নরহরি কহে মোর গোরা।
রাই প্রেমে হইয়াছে ভোরা॥ ২৭ ॥

তথারাগ

আরে মোর গৌর কিশোর।
পূরব প্রেম রসে ভোর॥
মরম না বুঝে কেহ মোর।
কহে পহুঁ হইয়া বিভোর॥
স্বরূপ দামোদর রাম রায়।
করে ধরি করে হায় হায়॥
কেন বা এ প্রেম বাঢ়াইনু।
জীয়ন্তে পরাণ খোয়াইনু॥
কহে মৃদু গদ গদ ভাষ।
ঘন বহে দীঘল নিশাস॥
নিঝরে ঝরয়ে দুনয়ান।
নরহরি মলিন বয়ান॥ ২৮ ॥

তথারাগ

রামানন্দ স্বরূপের সনে।
বসি গোরা ভাবে মনে মনে॥
চমকি কহয়ে আলি আলি।
খেনেকে বাঁশীরে দেয় গালি॥
পুন কহে স্বরূপের পাশে।
বাঁশী মোর জাতি কুল নাশে॥
ধ্বনি কানে পশিয়া রহিল।
বধির সমান মোরে কৈল॥
নরহরি মনে মনে হাসে।
দেখি এই গৌরাঙ্গ বিলাসে॥ ২৯ ॥

গোবিন্দ ঘোষ

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ

সিন্ধুড়া

কনয়া কষিল মুখশোভা।
হেরইতে জগমনলোভা॥
জিনি চাঁদে গোরা মুখ হাস।
পরিধান পীত পট্টবাস॥
অঙ্গের সৌরভ লোভ পাইয়া।
নবীন ভ্রমরী আইল ধাইয়া॥
ঘুরি ঘুরি বুলে পদতলে।
গুন গুন শবদ রসালে॥
গোবিন্দ ঘোষের মনে জাগে।
গোরা না দেখিলে বিষ লাগে॥ ১॥

রূপোল্লাস

তথারাগ

গোরাচাঁদ কিবা তোমার বদন মণ্ডল।
কনক কমল কিয়ে শারদ পূর্ণিমা শশি
নিশি দিশি করে ঝলমল॥
তোমার বরণ খানি জনু হরিতাল জিনি
কিয়ে থির বিজুরি জিনিয়া।
কিয়ে নব গোরোচনা কিয়ে দশবাণ সোনা
মনমথ মন মোহনিয়া॥
খগপতি জিনি নাসা অমিয়া মধুর ভাষা
তুলনা না হয় ত্রিভুবনে।
আকর্ণ নয়ান বাণ ভুরু ধনু সন্ধান
কটাক্ষ হানয়ে নারী মনে॥
আজানুলম্বিত ভুজ বিলেপিত মলয়জ
অঙ্গুরী বলয়া তাহে সাজে।
সিংহ জিনি মধ্য সরু হেমরম্ভা জিনি উরু
চরণে নূপুর বঙ্করাজে॥
জিনি ময়মত্ত হাতী হংসরাজ জিনি গতি
দেখিয়া এ হেন রূপ রাশি।
কহয়ে গোবিন্দ ঘোষ মোর মনে সন্তোষ
নিছনি যাইয়ে হেন বাসি॥ ২॥

শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বদেশ গমন

পাহিড়া

গোরা গেলা পূর্ব্বদেশ নিজগণ পাই ক্লেশ
বিলাপয়ে কত পরকার।
কাঁদে দেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া শুনিতে বিদরে হিয়া
দিবসে মানয়ে অন্ধকার॥
হরি হরি গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ নাহি সহে।
পুনঃ সেই গোরামুখ দেখিয়া ঘুচিবে দুখ
এখন পরাণ যদি রহে॥ ধ্রু॥
শচীর করুণা শুনি কাঁদয়ে অখিল প্রাণী
মালিনী প্রবোধ করে তায়।
নদীয়া নাগরীগণ কাঁদে তারা অনুক্ষণ
বসন ভূষণ নাহি ভায়॥
সুরধুনী তীরে যাইতে দেখিব গৌরাঙ্গ পথে
কত দিনে হবে শুভ দিন।
চাঁদমুখের বাণী শুনি জুড়াবে তাপিত প্রাণী
গোবিন্দ ঘোষের দেহ ক্ষীণ॥ ৩॥

শ্রীগৌরাঙ্গের অভিষেক

বরাড়ী—দশকুশি

বসিলা গৌরাঙ্গচাঁদ রত্নসিংহাসনে।
শ্রীবাস পণ্ডিত অঙ্গে লেপয়ে চন্দনে॥
গদাধর দিল গলে মালতীর মালা।
রূপের ছটায় দশদিক্ হৈল আলা॥
বহু উপহার যত মিষ্টান্ন পক্কান্ন।
নিত্যানন্দ সহ বসি করিলা ভোজন॥
তাম্বুল ভক্ষণ করি বসিলা আসনে।
শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে॥

পঞ্চদীপ জ্বালি তেঁহ আরতি করিলা।
নীরাজন করি শিরে ধান্য দূর্ব্বা দিলা॥
ভক্তগণ করে সবে পুষ্প বরিষণ।
অদ্বৈত আচার্য্য দেই তুলসী চন্দন॥
দেখিতে আইসে দেব নরে একসঙ্গে।
নিত্যানন্দ ডাহিনে বসিয়া দেখে রঙ্গে॥
গোরা-অভিষেক এই অপরূপ লীলা।
গোবিন্দ মাধব বাসু প্রেমেতে ভাসিলা॥ ৪॥

মঙ্গল

স্নান করি শ্রীগৌরাঙ্গ বসিলেন দিব্যাসনে
ডাইনে বামে নিতাই গদাই।
অদ্বৈত সম্মুখে বসি অন্নাদি পারশ করে
শ্রীবাস যোগায় ধাই ধাই॥
আহা মরি মরি কিবা অভিষেকানন্দ।
নিতাই গদাই সহ ভোজনে বসিলা গোরা
আনন্দে নেহারে ভক্তবৃন্দ॥ ধ্রু॥
ভোজন সমাপি গোরা করিলেন আচমন
অদ্বৈত তাম্বূল দিলা মুখে।
নরহরি পাশে থাকি তিনরূপ নিরখিছে
চামর ঢুলায় অঙ্গে সুখে॥
সচন্দন তুলসী পত্র গোরার চরণে দিয়া
আচার্য্য 'কৃষ্ণায় নমঃ' বলে।
কহে এ গোবিন্দ ঘোষ হরিধ্বনি ঘন ঘন
করিতে লাগিল কুতূহলে॥ ৫॥

সন্ন্যাসের পূর্ব্বাভাস

ভাবী বিরহ

পাহিড়া

প্রাণের মুকুন্দ হে আজি কি শুনিনু আচম্বিত।
কহিতে পরাণ যায় মুখে নাহি বাহিরায়
গৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ॥ ধ্রু॥
ইহা ত না জানি মোরা সকালে মিলিনু গোরা
অবনত মাথে আছে বসি।
নিঝরে নয়ন ঝুরে বুক বাহি ধারা পড়ে
মলিন হইয়াছে মুখশশী।
তখন হইতে প্রাণ সদা করে আনচান
সুধাইতে নাহি অবসর।
ক্ষণেক সম্বিত হৈল তবে মুই নিবেদিল
শুনিয়া দিলেন এ উত্তর॥
আমি ত বিবশ হৈঞা তারে কিছু না কহিয়া
ধাইয়া আইনু তব পাশ।
এই ত কহিনু আমি যে করিতে পার তুমি
মোর নাহি জীবনের আশ॥
শুনিয়া মুকুন্দ কাঁদে হিয়া থির নাহি বাঁধে
গদাধরের বদন হেরিয়া।
শ্রীগোবিন্দ ঘোষে কয় ইহা যেন নাহি হয়
তবে মুই যাইব মরিয়া॥ ৬॥

পাহিড়া

প্রাণের মুকুন্দ হে তোমরা কি সুধাও আমায়।
যে দুঃখ মরমে পাই কহিবার নাহি ঠাঁই
ইহা কহি কাঁদে গোরা রায়॥ ধ্রু॥
দেখিয়া জীবের দুখ ছাড়িনু গোলোকসুখ
লভিলাম মনুষ্য জনম।
পাইলাম কষ্ট যত তোমরা পাইলা তত
হইল সব পণ্ড পরিশ্রম॥
পণ্ডিত পড়ুয়া যারা আমারে না মানে তারা
মোর উপদেশ নাহি লয়।
ভাবি হই বুদ্ধিহারা কিরূপে তরিবে তারা
দূর হবে নরকের ভয়॥
অনেক চিন্তার পর দঢ়াইনু এ অন্তর
আমি ত্বরা ছাড়ি গৃহবাস।
মস্তক মুণ্ডন করি এ ডোর কৌপীন পরি
অবিলম্বে লইব সন্ন্যাস॥
তবে ত পাষণ্ডী সব শুনি হরি হরি রব
নামে প্রেমে হইবে পাগল।
সুখে যাবে নিত্যধাম পূর্ণ হবে মনস্কাম
অবতার হইবে সফল॥

শ্রীগৌরাঙ্গের বিলাপ

তথারাগ

শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে যে রস করিনু রঙ্গে
বলি পহুঁ করে উতরোল।
মুরলী মুরলী করি মুরছিত গৌরহরি
পড়ে পহুঁ গদাধর কোল॥
রাস রস বৃন্দাবন প্রিয় সখা সখীগণ
উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ।
বাসুদেব রামানন্দ স্বরূপ জগদানন্দ
সাথে পহুঁ নরহরি সঙ্গ॥
রাধার ভাবে বিভোরা বরণ হইল গোরা
রাধা নাম জপে অনুক্ষণ।
ললিতা বিশাখা বলি পহুঁ যান গড়াগড়ি
কাঁহা মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥
কাঁহা যমুনার তট কাঁহা মোর বংশীবট
বলি পুন হরল চেতন।
এ দীন গোবিন্দ ঘোষে না পাওল লবলেশে
ধিক্ রহু ঐছন জীবন॥ ৯॥

[৩৯৪]

প্রভু যবে হেন কৈল মুকুন্দ মূর্চ্ছিত হৈল
কতক্ষণে সম্বিত পাইলা।
শ্রীগোবিন্দ ঘোষে কয় এ তব উচিত নয়
সাঙ্গ করা নদীয়ার লীলা॥ ৭॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস

সুহই

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও॥
তো সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
নয়ান পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়॥
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্ত্তন বিলাস॥
কাঁদয়ে ভকতগণ বুক বিদারিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মরিয়া॥ ৮॥

মাধব ঘোষ

শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্য

মায়ুর

নাচে পহুঁ কলধৌত গোরা।
অবিরত পূর্ণকল মুখ বিধুমণ্ডল
নিরবধি প্রেমরসে ভোরা॥ ধ্রু॥
অরুণ কমল না কি জিনি রাঙ্গা দুটী আঁখি
ভ্রমরযুগল দুটী তারা।
সোনার ভূধরে যৈছে সুরনদী বহে তৈছে
বুক বাহি পড়ে প্রেমধারা॥
কেশরীর কটি জিনি তাহাতে কৌপীনখানি
অরুণ বসন বহির্ব্বাস।
গলায় দোনার মালা করিছে ভুবন আলা
নাসা তিলকুসুম বিকাশ॥
কনক মৃণালযুগ সুবলিত দুটী ভুজ
করযুগ কুঞ্জর বিলাস।
রাতা উতপল ফুল নহে পদ সমতুল
পরশনে মহীর উল্লাস॥
আপাদ মস্তক গায় পুলকে পূরিত তায়
যৈছে নীপফুল অতি শোভা।
প্রভাতে কদলি জনু সঘনে কম্পিত তনু
মাধব ঘোষের মনোলোভা॥ ১॥

নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ

ধানশী

তুহু দুখে দুখী এক প্রিয়সখী
গৌরবিরহে ভোরা।
সহিতে নারিয়া চলিল ধাইয়া
যেমনি বাউরি পারা॥
নদীয়া নগরে সুরধুনীতীরে
যেখানে বসিতা পহুঁ।
তথায় যাইয়া গদগদ হৈয়া
কি কহয়ে লহু লহু॥
সে সব প্রলাপ বচন শুনিতে
পাষাণ মিলাঞা যায়॥
গৌড় হইতে নীলাচল পুরে
যাইয়া দেখিতে পায়॥
আঁখি ঝর ঝর হিয়া গর গর
কহয়ে কাঁদিয়া কথা।
মাধব ঘোষের হিয়া বেয়াকুল
শুনিতে মরমে বেথা॥ ২॥

পাহিড়া

অবলা সে বিষ্ণুপ্রিয়া তুয়া গুণ সোঙরিয়া
মুরছি পড়ল ক্ষিতিতলে।
চৌদিকে সখীগণ ঘিরি করে রোদন
তুলা ধরি নাসার উপরে॥
তুয়া বিরহানলে অন্তর জর জর
দেহ ছাড়া হইল পরাণি।
নদীয়ানিবাসী যত তারা ভেল মুরছিত
না দেখিয়া তুয়া মুখখানি॥
শচী বৃদ্ধা আধমরা দেহ তার প্রাণছাড়া
তার প্রতি নাহি তোর দয়া।
নদীয়ার সঙ্গিগণ কেমনে ধরিবে প্রাণ
কেমনে ছাড়িলা তার মায়া॥
বন্ধু সহচর তোর সবাই বিরহে ভোর
শ্বাস বহে দরশন আশে।
তুহু সেহো রসিকবর চল হে নদীয়াপুর
কহে দীন এ মাধব ঘোষে॥ ৩॥

শ্রীকৃষ্ণের স্নানযাত্রা

তথারাগ

গিরিষ সময় গৃহ মাহ।
যশোবতী হরিষ বঢ়াহ॥
কহি সব গোকুল লোকে।
নিজ সুতে করে অভিষেকে॥
গিরিষ তপন ভয় লাগি।
বাসিত কুসুম পরাগি॥
সুশীতল বারি মধুর।
কলস কলস ভরি পুর॥
মলয়জ কপুর মিশাই।
হিমকর শীকর লাই॥
রতন বেদী নিরমাণ।
তাহি বসাওল কান॥
বাসিত তৈল লাগাই।
দাস দাসীগণে আই॥
শিরোপর ঢারত বারি।
মাধব ঘোষ বলিহারি॥ ৪॥

রসালস

তথারাগ

নিজ নিজ মন্দির যাইতে পুন পুন
দুহুঁ দোঁহা বদন নিহারি।
অন্তরে উয়ল প্রেম পয়োনিধি
নয়নে গলয়ে ঘন বারি॥
মাধব হামারি বিদায় পায়ে তোয়।
তোহারি প্রেম সঞে পুন চলি আওব।
অব দরশন নাহি মোয়॥
কাতর নয়ান নেহারিতে দুহুঁ দোঁহা
উথলল প্রেম তরঙ্গ।
মুরছল রাই মুরছি পড়ু মাধব
কবে হবে তাকর সঙ্গ॥
ললিতা সুমুখী সুমুখী করি ফুকরত
রাইক কোরে আগোর।
সহচরী কানু কানু করি ফুকরত
ঢরকত লোচন লোর॥

কতি গেও অরুণ কিরণ ভয় দারুণ
কতি গেও লোকক ভীত।
মাধব ঘোষ অবহু নাহি সমুঝল
উদভট মুগধ চরিত॥ ৫॥

মাথুর

তথাবাগ

শরতি ক্ষীণ অতি উঠই না পারই
কাতরে সখী মুখে চাই।
পরশি ললাট করহি মুখ আপল
তুয়া মুখ হৃদি অবগাই॥
মাধব করুণা কি লব তোহে নাই
এক বেরি বিরহ বেয়াধি নিবারহ
এ দুহুঁ পদ দরশাই॥
রাইক পেখি ধরণী পর লুঠই
কত কত সারঙ্গ নয়নি।
মধুপুর পথিক চরণ ধরি রোয়ত
জীবইতে সংশয় জানি।
এতদিনে নবমী দশা পরিপূরল
শাস বহই উধমন্দ।
মাধব ঘোষ কালিদহে পৈঠব
বুঝি ও বেয়াধিক অন্ত॥ ৬॥
[৪০০]

বাসুদেব ঘোষ

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব

তুড়ী বা করুণা

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে।
জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে॥
ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফল্গুনী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ॥
দ্বাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার।
যশোদা উদরে জন্ম বিদিত সংসার॥
শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে।
কলিযুগের জীব সুখে নিস্তার করিতে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা।
গৌরপদদ্বন্দ্ব হৃদে করিয়া ভরসা॥ ১॥

কল্যাণ

নদীয়া আকাশে আসি উদিল গৌরাঙ্গশশী
ভাসিল সকলে কুতূহলে।
লাজেতে গগনশশী মাখিল বদনে মসী
কাল পেয়ে গ্রহণের ছলে॥
বামাগণ উচ্চস্বরে জয় জয় ধ্বনি করে
ঘরে ঘরে বাজে ঘণ্টা শাঁখ।
দামামা দগড় কাঁসি সানাই ভেঁউড় বাঁশী
তুরী ভেরী আর জয়ঢাক॥
মিশ্র জগন্নাথ মন মহানন্দে নিগমন
শচীর সুখের সীমা নাই।
দেখিয়া নিমাইমুখ ভুলিলা প্রসব দুখ
অনিমিখে পুত্রমুখ চাই॥
গ্রহণের অন্ধকারে কেহ না চিহ্নয়ে কারে
দেব নরে হৈল মিশামিশি।

নদীয়া-নাগরী সঙ্গে দেবনারী আসি রঙ্গে
হেরিছে গৌরাঙ্গ রূপরাশি॥
পুত্রের বদন দেখি জগন্নাথ মহাসুখী
করে দান দরিদ্র সকলে।
ভুবন আনন্দময় গৌরবিধু সমুদয়
বাসু কহে জীবভাগ্যফলে॥ ২॥

শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা

সুহই

মিশ্র পুরন্দর কিছু মনে বিচারিয়া।
পুরোহিত দ্বিজবরে আনিলা ডাকিয়া॥
ধনরত্ন অলঙ্কার দ্বিজবরে দিল।
স্বস্তি বচন বলি দান তুলি নিল॥
অর্ঘ্য আশিস দ্বিজ ধরি নিজ হাতে।
সন্তোষে তুলিয়া দিল গোরাচাঁদের মাথে॥
শচী ঠাকুরাণী কিছু কহিতে লাগিল।
সাত পুত্রের পরে এই পুত্র বিধি দিল॥
নিমাই বলিয়া নাম দেহ দ্বিজবর।
বাসুদেব ঘোষ কহে জুড়ি দুই কর॥ ৩॥

তুড়ী

একমুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা।
হামাগুড়ি নানা রঙ্গে যায় শচীবালা॥
লালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বফল জিনি সুন্দর অধর॥
অঙ্গদ বলয়া শোভে সুবাহুযুগলে।
চরণে মগরা খাড়ু বাঘনখ গলে॥
সোণার শিকলি পীঠে পাটের থোপনা।
বাসুদেব ঘোষ কহে নিছনি আপনা॥ ৪॥

বেলোয়ার—দশকোশি

মায়ের অঙ্গুলি ধরি শিশু গৌরহরি।
হাঁটি হাঁটি পায় পায় যায় গুড়িগুড়ি॥
টলিন [illegible] মার হাত চলে ক্ষণে জোরে।
পদ আধ[illegible]তে ঠেকাড় করি পড়ে॥
শচীমাতা কোলে লৈতে যায় ধূলি ঝাড়ি।
আখটি করিয়া গোরা ভূমে দেয় গড়ি॥
আহা আহা বলি মাতা মুছায় অঞ্চলে।
কোলে করি চুমা দেয় বদন কমলে॥
বাসু কহে এ ছাবাল ধূলায় লোটাবা।
স্নেহভরে তুমি মাগো কত ঠেকাইবা॥ ৫॥

বেলোয়ার—দশকোশি

পূর্ণিমা রজনী চাঁদ গগনে উদয়।
চাঁদ হেরি গোরাচাঁদের হরিষ হৃদয়॥
চাঁদ দে মা বলি শিশু কাঁদে উভরায়।
হাত তুলি শচী ডাকে আয় চাঁদ আয়॥
না আসে নিঠুর চাঁদ নিমাই ব্যাকুল।
কাঁদিয়া ধূলায় পড়ে হাতে ছিঁড়ে চুল॥
রাধাকৃষ্ণচিত্র এক মিশ্রগৃহে ছিল।
পুত্র শান্তাইতে শচী তাহা হাতে দিল॥
চিত্র পাঞা গোরাচাঁদের মনে বড় সুখ।
বাসু কহে পটে পহুঁ হের নিজমুখ॥ ৬॥

তথারাগ

ভালিরে নাচেরে মোর শচীর দুলাল।
চঞ্চল বালক মেলি সুরধুনী তীরে কেলি
হরিবোল দিয়া করতাল॥
কুটিল কুন্তল শিরে বদনে অমিয়া ঝরে
রূপ জিনি সোনা শত বাণ।
যতন করিয়া মায় ধড়া পরাইছে তায়
কাজরে উজোর দুনয়ান॥
ভুজে শোভে তাড় বালা গলে মুকুতার মালা
কর পদ কোকনদ জিনি।
বাসু কহে মরি মরি সাগরে কামনা করি
হেন সুত পাইল শচীরাণী॥ ৭॥

তথারাগ

গোরা নাচে শচীর দুলালিয়া।
চৌদিকে বালক মেলি সভে দেয় করতালি
হরি বোল হরি বোল বলিয়া॥

গলায় সোনার কাঁঠি সুরঙ্গ চতুনা আঁটি
ঝোঁটা বাঁধা সুচাঁচর কেশ।
কত সাধ করি শচী পরায়েছে ধড়াগাছি
ভুবনমোহন নব বেশ॥
রজত কাঞ্চনে গড়া নানা আভরণে জড়া
সুবলিত তনুখানি সাজে।
রাতা উতপল জিনি চরণ যুগল জানি
চলিতে নূপুর ঘন বাজে॥
শচীর অঙ্গন তলে আনন্দে নাচিয়া খেলে
মুখে বোলে আধ আধ বাণী।
বাসুদেব ঘোষে বলে ধর ধর কর কোলে
গোরা মোর পরাণের পরাণী॥ ৮॥

বেলোয়ার, দশকোশি

কিয়ে হাম পেখলুঁ কনক পুতলিয়া।
শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধূলি ধুসরিয়া॥
চৌদিকে দিগম্বর বালক বেড়িয়া।
তার মাঝে গোরা নাচে হরি হরি বলিয়া॥
রাতুল কমল পদে ধায় দিনমণিয়া।
জননী শুনয়ে ভাল নূপুর সুধ্বনিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ কহে শিশুরস জানিয়া।
ধন্য নদীয়ার লোক নবদ্বীপ ধনিয়া॥ ৯॥

বেলোয়ার, দশকোশি

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জনগমনে॥
বাসুদেব ঘোষ কয় অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি হয় জগমন লোভা॥ ১০॥

মল্লার

গোরাগুণ গাও শুনি।
বহু পুণ্য ফলে সো পহুঁ মিলল
প্রেম পরশমণি॥
অখিল জীবের এ শোক সায়র
নয়ন নিমেষে শোষে।
ওই প্রেম লেশ পরশ না পাইলে
পরাণ জুড়াবে কিসে॥
অরুণ নয়নে বরুণ আলয়
করুণায় নিরিখণে।
মধুর আলাপে আখরে আখরে
সুধাধারা বরিষণে॥
প্রেমে ঢল ঢল পুলকে পূরল
আপাদ মস্তক তনু।
বাসুদেব কহে শত ধারা বহে
সুমেরু সিঞ্চিত জনু॥ ১১॥

শ্রীগান্ধার

গোরা হেন জলদ অবতার।
সঘনে বরিখে জলধার॥
নিজ গুণে করিয়া বাদল।
গভীর নাদে দিক্ টলমল॥
করুণা বিজুরী দিন রাতি।
বরিখয়ে আরতি পিরীতি॥
সুখপঙ্ক করি ক্ষিতিতলে।
প্রেম ফলাইল নানা ফুলে॥
এক ফলে নব রস ঝরে।
ভাব তার কে কহিতে পারে॥
নামগুণ কর্ম্মচিন্তামণি।
কহে বাসু অদ্ভুত বাণী॥ ১২॥

সুহই

আহা মরি গোরারূপের কি দিব তুলনা।
উপমা নহিল যে কষিল বাণ সোনা॥
মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম।
তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম॥

তুলনা রহিল স্বর্ণকেতকীর দল।
তুলনা নাহিল গোরোচনা নিরমল॥
কুঙ্কুম জিনিয়া অঙ্গগন্ধ মনোহরা।
বাসু কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা॥ ১৩॥

কামোদ

কাঁচা কাঞ্চন মণি গোরারূপ তাহে জিনি
ডগমগি প্রেমের তরঙ্গ॥
ও নব কুসুমদাম গলে দোলে অনুপাম
হেলন নরহরি অঙ্গ॥
বিহরই পরম আনন্দে।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে জাহ্নবী পুলিনে রঙ্গে
হরি হরি বোলে নিজ বৃন্দে॥ ধ্রু॥
ভাবে অবশ তনু পুলক কদম্ব জনু
গরজই যৈছন সিংহে।
নিজ প্রিয় গদাধর ধরিয়াছে বাম কর
নিজগুণ গাওই গোবিন্দে॥
ঈষত অধরে পহুঁ লহু লহু হাসত
বোলত কত অভিলাষে।
সোঙরি সে সব খেলা বৃন্দাবন রসলীলা
কি বলিব বাসুদেব ঘোষে॥ ১৪॥

শ্রীনিত্যানন্দ

শ্রীরাগ

সংকীর্ত্তনে নিত্যানন্দ নাচে।
প্রিয় পারিষদগণ কাছে॥
গোবিন্দ মাধব ঘোষ গান।
শুনি কেবা ধরয়ে পরাণ॥
পতিতের গলায় ধরিয়া।
কাঁদে পহুঁ সকরুণ হৈয়া॥
গদগদ কহে পতিতেরে।
শুনি যাহা পাষাণ বিদরে॥
তো সবার ধারি বহু ধার।
ধর ধর প্রেমের পসার॥
তো সবার দুর্গতি নাশিব।
ব্যাজের সহিত প্রেম দিব॥
যারে পার চায় মুখচাঁদে।
গলায় ধরিয়া তার কাঁদে॥
সে হেন করুণা সোঙরিয়া
বাসু ঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া॥ ১৫॥

সিন্ধুড়া

নিতাই কেবল পতিত জনার বন্ধু।
জীব চিরপুণ্যফলে বিধি আনি মিলায়ল
তরঙ্গিত পিরীতের সিন্ধু॥ ধ্রু॥
দিগ নেহারিয়া যায় ডাকে পহুঁ গোরারায়
অবনী পড়য়ে মুরছিয়া।
নিজ সহচর মেলে নিতাই করিয়া কোলে
কাঁদে পহুঁ চাঁদমুখ চাহিয়া॥
নব গুঞ্জারুণ আঁখি প্রেমে ছল ছল দেখি
সুমেরু উপরে মন্দাকিনী।
মেঘ গভীর নাদে পুনঃ ভায়া বলি ডাকে
পদভরে কম্পিত ধরণী॥
নিতাই করুণাময় জীবে দিল প্রেমচয়
যে প্রেম বিধির অবিদিত।
নিজ গুণে প্রেমদানে ভাসাইলা ত্রিভুবনে
বাসুদেব ঘোষ সে বঞ্চিত॥ ১৬॥

সিন্ধুড়া

নিতাই আমার পরম দয়াল।
আনিয়া প্রেমের বন্যা জগত করিল ধন্যা
ভরিল প্রেমেতে নদী খাল॥ ধ্রু॥
লাগিয়া প্রেমের ঢেউ বাকী না রহিল কেউ
পাপী তাপী চলিল ভাসিয়া।
সকল ভকত মেলি সে প্রেমেতে করে কেলি
কেহ কেহ যায় সাঁতারিয়া॥
ডুবিল নদীয়াপুর ডুবে প্রেমে শান্তিপুর
দোহে মিলি বাইছ খেলায়।
তা দেখি নিতাই হাসে সকলেই প্রেমে ভাসে
বাসু ঘোষ হাবুডুবু খায়॥ ১৭॥

শ্রীগৌরাঙ্গের অভিষেক

জয় জয় ধ্বনি উঠে নদীয়া নগরে।
গোরা অভিষেক আজি পণ্ডিতের ঘরে॥
এনেছি এনেছি বলে অদ্বৈত গোসাঞী।
মহা হুহুংকার ছাড়ে বাহ্যজ্ঞান নাই॥
বাহু তুলে নাচে নাড়া তাধিয়া তাধিয়া।
পাছে পাছে হরিদাস ফিরেন নাচিয়া॥
শ্রীবাস শ্রীপতি আর শ্রীনিধি শ্রীরাম।
হর্ষভরে নৃত্য করে নয়নাভিরাম॥
জয় রে গৌরাঙ্গ জয় অদ্বৈত নিতাই।
বলি ভক্তগণ আসে করি ধাওয়াধাই॥
কেহ প্রেমে নাচে গায় কেহ প্রেমে হাসে।
গোরা অভিষেকলীলা গায় বাসুঘোষে॥ ১৮॥

ধানশী

গোরা অভিষেক কথা অদ্ভুত কথন।
শুনিয়া পণ্ডিত ঘরে ধায় ভক্তগণ॥
ধাওয়াধাই করি আসি নাচে কুতূহলে।
দুবাহু তুলিয়া জয় গোরাচাঁদ বলে॥
চাঁদ নাচে সূর্য্য নাচে নাচে তারাগণ।
ব্রহ্মা নাচে বায়ু নাচে সহস্র লোচন॥
অরুণ বরুণ নাচে সব সুরগণ।
পাতালে বাসুকি নাচে নাচে নাগগণ॥
স্বর্গ নাচে মর্ত্ত্য নাচে নাচয়ে পাতাল।
পবম আনন্দে নাচে দশ দিক্‌পাল॥
আনন্দে ভকতগণ করয়ে হুংকার।
এ বাসু ঘোষের মনে আনন্দ অপার॥ ১৯॥

বরাড়ী

তৈল হরিদ্রা আর কুংকুম কস্তুরি।
গোরা অঙ্গে লেপন করে নব নব নারী॥
সুবাসিত জল আনি কলসি পূরিয়া।
সুগন্ধি চন্দন আনি তাহে মিশাইয়া॥
জয় জয় ধ্বনি দিয়া ঢালে গোরাগায়।
শ্রীঅঙ্গ মুছাঞা কেহ বসন পরায়॥
সিনান মণ্ডপে দেখ গোরা নটরায়।
মনের হরিষে বাসুদেব ঘোষ গায়॥ ২০॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

তদুচিত গৌরচন্দ্র

কামোদ

নিরমল গোরাতনু কষিল কাঞ্চন জনু
হেরইতে ভৈ গেলুঁ ভোর।
ভাঙ ভুজঙ্গমে দংশল মঝু মন
অন্তর কাঁপয়ে মোর॥
সজনি যব হাম পেখলুঁ গোরা।
আকুল দিগ্ বিদিগ্ নাহি পাইয়ে
মদন লালসে মন ভোরা॥ ধ্রু॥
অরুণিত লোচনে তেরছ অবলোকনে
বরিষে কুসুম শর সাধে।
জীবইতে জীবনে থেহ নাহি পাওলুঁ
ডুবলুঁ গঙ্গা অগাধে॥
মন্ত্র মহৌষধি তুহুঁ যদি জানসি
মঝু লাগি করবি উপায়।
বাসুদেব ঘোষে কহে শুন শুন ওহে সখি
গোরা লাগি প্রাণ মোর যায়॥ ২১॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

তদুচিত গৌরচন্দ্র

জয়জয়ন্তী

আরে মোর, আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।
রাধা রাধা বলি কাঁদে লোটায় ধরণী॥
রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে।
কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়নে॥
ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
রাধা নাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মুরছায়॥
পুলকে পূরল তনু গদগদ বোল।
বাসু কহে গোরা কেনে এত উতরোল॥ ২২॥

রূপানুরাগ

টোরী

চিতচোর গৌর মোর
প্রেমে মত্ত মগন ভোর
অকিঞ্চন জন করই কোর
পতিত অধম বন্ধুয়া।
ভুবনতারণকারণ নাম
জীব লাগিয়া তেজল ধাম
প্রকট হইলা নদীয়ানগরে
যৈছে শারদ ইন্দুয়া॥
অসীম মহিমা কো করু ওর
যুবতী-যৌবন জীবন চোর
বিধি নিরমিল কি দিয়া গৌর
বড়ই রসের সিন্ধুয়া।
দেখিতে দেখিতে লাগয়ে সুখ
হরল সকল মনের দুখ
বাসু ঘোষ কহে কিবা সে রূপ
নিরখি চিত সানন্দুয়া॥ ২৩॥

ধানশী

আজু মুই কি দেখিলু গোরা নটরায়।
অসীম মহিমা গোরার কহনে না যায়॥
কেমনে গঢ়ল বিধি কত রস দিয়া।
ঢল ঢল গোরাতনু কাঞ্চন জিনিয়া॥
কত শত চাঁদ জিনি বদনকমল।
রমণীর চিত হরে নয়ন যুগল॥
বাসুদেব ঘোষ কহে হইয়া বিভোর।
সুরধুনীতীরে গোরাচাঁদ উজোর॥ ২৪॥

সুহই

চাঁচর চিকুর চারু ভালে।
বেঢ়িয়া মালতীর মালে॥
তাহে দিয়া ময়ুরের পাখা।
পত্রের সহিত ফুলশাখা॥
কবিল কাঞ্চন জিনি অঙ্গ।
কটি মাঝে বসন সুরঙ্গ॥
চন্দনতিলক শোভে ভালে।
আজানু লম্বিত বনমালে॥
নটবর বেশ গোরাচাঁদ।
রমণীকুলের কিবা ফাঁদ॥
তা দেখিয়া বাসুদেব কাঁদে।
প্রাণ মোর স্থির নাহি বাঁধে॥ ২৫॥

সুহই

না জানি কি জানি মোর ভেল।
ভাবিতে গৌরাঙ্গ গুণ তনু মোর গেল॥
গোরাগুণ সোঙরিয়া কাঁদে বৃক্ষলতা।
গুণ সোঙরিয়া কাঁদে বনের দেবতা॥
গোরা গুণ সোঙরিয়া গলয়ে পাথরে।
গুণ সোঙরিয়া কেহ নাহি রয় ঘরে॥
বাসুদেব ঘোষ গুণ সোঙরিয়া কাঁদে।
পশু পাখী কাঁদে গুণে স্থির নাহি বাঁধে॥২৬॥

কামোদ

সখি হে ঐ দেখ গোরা কলেবর।
কত চাঁদ জিনি মুখ সুন্দর অধর॥
করিবর কর জিনি বাহু সুবলনী।
খঞ্জন জিনিয়া গোরার নয়ন চাহনি॥
চন্দনতিলক শোভে সুচারু কপালে।
আজানুলম্বিত চারু নব নব মালে॥
কম্বুকণ্ঠ পীন পরিসর হিয়া মাঝে।
চন্দনে শোভিত কত রত্নহার সাজে॥
রামরম্ভা জিনি উরু অরুণ চরণ।
নখমণি জিনি পূর্ণইন্দু দরপণ॥
বাসু ঘোষ বোলে গোরা কোথা না আছিল।
যুবতী বধিতে রূপ বিধি সিরজিল॥ ২৭॥

শ্রীগৌরাঙ্গ অনুরাগে

তুড়ী

মদনমোহন মানি গৌরাঙ্গবদনখানি
রূপ হেরি কি না হৈল মোরে।
সোনার বরণ তনু এই ছিল কালাকানু
নহিলে কি মন চুরি করে॥

রসের পরাণ যার কুলে কি করিবে তার
নদীয়া নগরে হেন জনা।
কি ছার দারুণ মতি মজিল যুবতী সতী
ঘরে ঘরে প্রেমের কাঁদনা॥
নয়ন কমল নব অরুণ পরাভব
ধারা বহে মুখ বুক বাহিয়া।
আহা মরি মরি সই মরম তোমারে কই
জীব না গো গোরা না দেখিয়া॥
হিয়ায় প্রেমের শর তনু কৈল জরজর
প্রবোধ না মানে মোর প্রাণি।
সুরধুনীতীরে যাঞা ভাসাইব কুলক্রিয়া
ভজিব সে গোরা গুণমণি॥
পুরুবে শুনিনু যত সেই সব অভিমত
এবে ভেল কালতনু গোরা।
বাসুদেব ঘোষের বাণী রসিক নাগর জানি
নহিলে কি গোপীর মনচোরা॥ ২৮॥

বরাড়ী

আর একদিন গৌরাঙ্গ সুন্দর
নাহিতে দেখিনু ঘাটে।
কোটি চাঁদ জিনি বদন সুন্দর
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
অঙ্গ ঢল ঢল কনক কষিল
অমল কমল আঁখি।
নয়ানের শর ভাঙ ধনুবর
বিঁধয়ে কামধানুকী॥
কুটিল কুন্তল তাহে বিন্দু জল
মেঘে মুকুতার দাম।
জলবিন্দু ঝরে থরে থরে মোতি
হেরিয়া মুরছে কাম॥
মোছে সব অঙ্গ নিঙ্গাড়ি কুন্তল
অরুণ বসন পরে।
বাসু ঘোষ কয় হেন মনে লয়
রহিতে নারিব ঘরে॥ ২৯॥

শ্রীরাগ

গোরারূপ লাগিল নয়নে।
কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে স্বপনে॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকে দেখি।
পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আঁখি॥
কি ক্ষণে দেখিলাম গোরা কি না মোর হৈল।
নিরবধি গোরারূপ নয়নে লাগিল॥
চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ।
বাসু ঘোষ বলে গোরা রমণীমোহন॥ ৩০॥

সুহই

সজনি লো গোরারূপ জনু কাঁচা সোনা।
দেখিয়া যুবতী ত্যজে ঘরের বাসনা॥
বাঁকা ভুরু বাঁকা আঁখি চেনা সে চাহনি।
ও রূপে নয়ন দিলে হরে মান মণি॥
নয়নে লেগেছে রূপ না যায় পাশরা।
যেদিকে চাই দেখিতে পাই শুধুই সেই গোরা॥
চিন চিন লাগে কিন্তু চিনিতে না যায় পারা।
বাসু কহে নাগরি ঐ গোপীর মনচোরা॥ ৩১॥

শ্রীরাগ

আহা মরি মরি সই আহা মরি মরি।
কি ক্ষণে দেখিনু গোরা পাশরিতে নারি॥
গৃহকাজ করিতে তাহে থির নহে মন।
চল দেখি গিয়া গোরার ও চাঁদ বদন॥
কুলে দিনু তিলাঞ্জলি ছাড়ি সব আশ।
তেজিনু সকল সুখ ভোজন বিলাস॥
রজনী দিবস মোর মন ছন ছন।
বাসু কহে গোরা বিনু না রহে জীবন॥ ৩২॥

সুহই

দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে গোরাচাঁদে না দেখিলে
মরমে মরিয়া যেন থাকি।
সাধ হয় নিরন্তর হেমকান্তি কলেবর
হিয়ার মাঝারে সদা রাখি॥

পলকে না হেরি তায় পাঁজর ধসিয়া যায়
ধৈরজ ধরিতে নাহি পারি।
অনুরাগের ডুরি দিয়ে ঘর হৈতে নিকসয়ে
না জানি তার কত ধার ধারি॥
সুরধুনী নীরে যেয়ে কুল দিব ভাসাইয়ে
অনল জ্বালিয়া দিব লাজে।
গৌরাঙ্গ সমুখে করি দেখিব নয়ান ভরি
বাসু নাহি চায় আন কাজে॥ ৩৩॥

সুহই

নিরবধি মোর মনে গোরারূপ লাগিয়াছে
বল সখি কি করি উপায়।
না দেখিলে গোরারূপ বিদরিয়া যায় বুক
পরাণি বাহির হৈতে চায়॥
কহ সখি কি বুদ্ধি করিব।
গৃহপতি গুরুজন ভয় নাহি মোর মন
গোরা লাগি পরাণ ত্যজিব॥ ধ্রু॥
সব সুখ তেয়াগিনু কুলে জলাঞ্জলি দিনু
গোরা বিনু আর নাহি ভায়।
অঝোরে ঝরয়ে আঁখি শুন গো মরম সখি
বাসু ঘোষ কি কহিবে তায়॥৩৪॥

সুহই বা দেশরাগ

কি হেরিনু আগো সই বিদগধরাজ।
ভকত কলপতরু নবদ্বীপ মাঝ॥
পিরীতির শাখা সব অনুরাগ পাতে।
কুসুম আরতি তাহে জগত মোহিতে॥
নিরমল প্রেমফল ফলে সর্ব্বকাল।
এক ফলে নব রস ঝরয়ে অপার॥
ভকত চাতক পিক শুক অলি হংস।
নিরবধি বিলসয়ে রস পরশংস॥
স্থির চর সুরনর যার ছায়ায় পৈসে।
বাসুদেব বঞ্চিত আপন কর্ম্মদোষে॥৩৫॥

গান্ধার

দেখ দেখ গোরা নটরায়।
বদন শারদ শশী তাহে মন্দ মন্দ হাসি
কুলবতী হেরি মুরছায়॥ ধ্রু॥
চাঁচর চিকুর মাথে চম্পককলিকা তাতে
যুবতীর মন মধুকর।
শ্রুতিপদ্মযুগমূলে কনককুণ্ডল দুলে
পাকা বিম্ব জিনিয়া অধর॥
কম্বুকণ্ঠে মৃদু বাণী সুধার তরঙ্গ খানি
হরিরসে জগত ডুবায়।
করিবরকর জিনি বাহুযুগ সুবলনি
অঙ্গদ বলয়া শোভে তায়॥
বক্ষ হেম ধরাধর নাভিপদ্ম সরোবর
মধ্য হেরি কেশরী পলায়।
অরুণ বসন সাজে চরণে নূপুর বাজে
বাসু ঘোষ গোরাগুণ গায়॥ ৩৬॥

ধানশ্রী দশকুশী

গৌরীদাস সঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে
বসিলা গৌরহরি।
ভাবে হিয়া ভোর ঘন দেয় কোর
দোহে গলা ধরাধরি॥
ভাব সম্বরিয়া প্রভুরে বসাঞা
গৌরীদাস গৃহ হৈতে।
চম্পকের মাল আনিয়া তৎকাল
গলে দিল আচম্বিতে॥
চম্পকের হার চাহে বারে বার
আমার গৌর রায়।
রাধার বরণ হইল স্মরণ
প্রেমধারা বহি যায়॥
প্রভু কহে ভায শুন গৌরীদাস
মনেতে পড়িল রাধা।
বাসু ঘোষ কয় রাই রসময়
দেখিতে হইল সাধা॥ ৩৭॥

ভাটিয়ার দশকুশী

গৌরীদাস করি সঙ্গে আনন্দিত তনু রঙ্গে
চলি যায় গোরা গুণমণি।
ভাবে অঙ্গ থরহরি দুনয়নে বহে বারি
চাহে গৌরীদাসের মুখখানি॥
আচম্বিতে অচৈতন্য প্রেমাবেশে শ্রীচৈতন্য
পড়ি গেলা সুরধুনীতীরে।
গৌরীদাস ধীরে ধীরে ধরিয়া করিল কোরে
কোন দুখ কহত আমারে॥
কহিবার কথা নয় কেমনে কহিব তায়
মরি আমি বুক বিদরিয়া।
বাসু কহে আহা মরি রাধাভাবে গৌরহরি
ধরিতে নারয়ে নিজ হিয়া॥ ৩৮॥

অভিসারানুরাগ

শ্রীরাগ

চল দেখি গিয়া গোরা অতি মনোহরে।
অপরূপ রূপ গোরা নদীয়া নগরে॥
ঢল ঢল কষিল কাঞ্চন জিনি অঙ্গ।
কে দেখি ধৈরজ ধরে নয়ান তরঙ্গ॥
আজানুলম্বিত ভুজ কনকের স্তম্ভ।
অরুণ বসন কটি বিপুল নিতম্ব॥
মালতীর মালা গলে আপাদ দোলনি।
কহে বাসু দিব গিয়া যৌবন নিছনি॥ ৩৯॥

পাহির্শা

সকল ভকত মেলি আনন্দে হুলাহুলি
আইলা গৌরাঙ্গ দরশনে।
গৌরাঙ্গ শুতিয়া আছে কেহ ত নাহিক কাছে
নিশি জাগি মলিন বদনে॥
ইহ বড় অদভুত রঙ্গ।
উঠিয়া গৌরাঙ্গ হরি ভূমেতে বসিয়া ফেরি
না বৈসয়ে কাহুক সঙ্গ॥ ধ্রু॥
দেখিয়া ভকতগণ চমকিত হৈল মন
বিরস বদন কি কারণে।
সবে কহে হায় হায় কিছুই না বুঝা যায়
কি ভাব উঠিল আজি মনে॥
কেহ লহু লহু করে মুখানি পাখালে নীরে
কেহ করে কেশ সম্বরণ।
কিছু না জানিয়ে মোরা ভাবের মুরতি গোরা
বাসু ঘোষ মলিন বদন॥ ৪০॥

সুহই

রোই রোই জপে গোরা কৃষ্ণনামমধু।
অমিয়া বরিখে যেন অমলিন বিধু॥
শিব বিহি নাহি পায় যার পদ ভজি।
তরুতলে বৈঠল সব সঙ্গ তেজি॥
ছাড়িয়া সকল সুখ ভেল অশকতি।
সাতকুম্ভ কলেবর ভাব বিভূতি॥
দেখিয়া সকল লোক অনুক্ষণ কাঁদে।
বাসুদেব ঘোষ হিয়া থির নাহি বাঁধে॥ ৪১॥

ধানশী

আপন জানি বনায়লু বেশ।
বাঁধলু যতনে উদাস করি কেশ॥
চন্দন তিলক দেয়লু মঝু ভাল।
কণ্ঠে চড়ায়লু মোতিমমাল॥
মৃগমদ চিত্র কয়লু কুচ মাঝ।
অঙ্গহি অঙ্গ বনায়লু সাজ॥
গৌরক লেহ কহনে না যায়।
বাসুদেব ঘোষে রস ওর নাহি পায়॥ ৪২॥

ভূপালী দশকুশী

সুরধুনীতীরে নব ভাণ্ডীর তলে।
বসিয়াছে গোরাচাঁদ নিজগণ মেলে॥
রজনী কৌমুদী আর হিম ঋতু তায়।
হিমসহ পবন বহয়ে মন্দ বায়॥
তাঁহি বৈঠয়ে পহু ললিত শয়নে।
হেরই দশ দিশ চকিত নয়নে॥
আপন অঙ্গের ছায়া দেখিয়া উঠয়ে।
বাসকসজ্জার ভাব বাসু ঘোষ কহে॥ ৪৩॥

সুহই

অরুণ নয়নে ধারা বহে।
অবনত মাথে গোরা রহে॥
ছায়া দেখি চমকিত মনে।
ভূমে গড়ি যায় ক্ষণে ক্ষণে॥
কমলপল্লব বিছাইয়া।
রহে পহু ধেয়ান করিয়া॥
বিরলে বসিয়া একেশ্বরে।
বাসকসজ্জার ভাব করে॥
বাসুদেব ঘোষ তা দেখিয়া।
বোলে কিছু চরণে ধরিয়া॥ ৪৪॥

উৎকণ্ঠিতা

মল্লার

এহেন সুন্দর বেশ কেনে বনাইলুঁ।
নিরুপম গোরারূপ দেখিতে না পাইলুঁ॥
অকাজে রজনী যায় কিবা মোর হৈল।
নিশ্চয় জানিলুঁ মোরে বিধি বিড়ম্বিল॥
সুবাসিত গন্ধ আদি অগুরু চন্দন।
গৌর বিনে কার অঙ্গে করিব লেপন॥
কর্পূর তাম্বূল গুয়া দিব কার মুখে।
বাসু ঘোষ কহে নিশি যায় বড় দুখে॥ ৪৫॥

বিপ্রলব্ধা

কেদার

আজু রজনী হাম কৈছে বঞ্চব রে
মোহে বিমুখ নটরাজ।
নব অনুরাগে আশা নাহি পূরল
বিফল ভেল সব কাজ॥
সজনি কাহে বনায়লুঁ বেশ।
আধ পলকে কত যুগ বহি যায়ত
ভাবিতে পাঁজর ভেল শেষ॥ ধ্রু॥
গুরুজন গৌরব দূরে হি ডারলুঁ
গৌর প্রেমরস লাগি।
দুর্লভ প্রেম মোহে বিহি বঞ্চল
মন্দু ভালে দেয়ল আগি॥
প্রেমরতন ফল জগ ভরি বিথারল
হাম তাহে ভেল নৈরাশ।
নব অনুরাগে ভরমে হাম ভুলল
বাসু ঘোষের না পূরল আশ॥ ৪৬॥

খণ্ডিতা

বিভাস—দশকোশি

নিশিপরভাতে
বসি আঙ্গিনাতে
বিরস বদনখানি।
গৌরাঙ্গচাঁদের
হেন ব্যবহার
এমতি কভু না জানি॥
সই এমতি করিল কে।
গোরা গুণনিধি
বিধির অবিধি
তাহারে পাইল সে॥ ধ্রু॥
কস্তুরি চন্দন
করি বরিষণ
গাঁথিয়া ফুলের মালা।
বিচিত্র পালঙ্কে
শেজ বিছাইনু
শুইবে শচীর বালা॥
হে দে গো সজনি
সকল রজনী
জাগিয়া পোহালুঁ বসি।
তিলে তিনবার
দণ্ডে শতবার
মন্দির বাহিরে আসি॥
বাসু ঘোষ বলে
গৌরাঙ্গ আইলে
এখনি কহিব তারে।
হেথা না আয়ল
রজনী বঞ্চল
আছিল কাহার ঘরে॥ ৪৭॥

বিভাস বা তুড়ী

আজি কেন গোরাচাঁদের বিরস বয়ান।
কি ভাব পড়েছে মনে সজল নয়ান॥
মুখচাঁদ শুখায়েছে কিসের কারণে।
অরুণ অধর কেন হৈয়াছে মলিনে॥
অলসে অবশ অঙ্গ ধরণে না যায়।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে বাঢ়াইতে পায়॥
বাসু ঘোষ বলে গোরা কোথা না আছিল।
কিবা রস আশোয়াসে নিশি পোহাইল॥৪৮॥

মান

সুহই

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাঁদে ঘনে ঘনে।
কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়নে॥
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়।
ধুলায় ধুসর তনু ভূমে গড়ি যায়॥
মানে মলিন মুখ কিছুই না ভায়।
রজনী দিবস গোরা জাগিয়া গোঙায়॥
ক্ষণে চমকিত অঙ্গ ধরণ না যায়।
মনোভাব গোঁরাচাঁদের বাসু ঘোষ গায়॥ ৪৯॥

পঠমঞ্জরী

বরণ কাঞ্চন দশবাণ।
অরুণ বসন পরিধান॥
অবনত মাথে গোরা রহে।
অরুণ নয়ানে ধারা বহে॥
ক্ষণে শির করতলে রাখি।
ক্ষণে ক্ষিতিতল নখে লিখি॥
কান্দিয়া আকুল গোরা রায়।
সোনার অঙ্গ ধুলায় লোটায়॥
বাসুদেব ঘোষে গুণ গায়।
নিশি দিশি আন নাহি ভায়॥ ৫০॥

কলহান্তরিতা

পঠমঞ্জরি

মঝু মনে লাগল শেল।
গৌর বৈমুখ ভৈ গেল॥
জনম বিফল মোর ভেল।
দারুণ বিহি দুখ দেল॥
কাহে কহব ইহ দুখ।
কহইতে বিদরয়ে বুক॥
আর না হেরব গোরামুখ।
তব জীবনে কিয়ে সুখ॥
বাসুদেব ঘোষ রস গান।
গোরা বিনু না রহে পরাণ॥ ৫১॥

সুহই

কেনে মান করিনু লো সই।
গোরা গুণনিধি গেল কই॥
তেজিলাম যদি বঁধুয়ায়।
কেনে প্রাণ নাহি বাহিরায়॥
আমি ত তেজিনু গৌরহরি।
তোরা কেনে না রাখিলি ধরি॥
এবে গেহ দেহ শুন ভেল।
গৌর বৈমুখ ভৈ গেল॥
এবে কেন মিছা হা হুতাশ।
বাসু কহে পুরিবেক আশ॥৫২॥

গান্ধার

হরি হরি গোরা কেনে কাঁদে।
নিজ সহচরগণ পুছই কারণ
হেরই গোরা মুখচাঁদে॥ ধ্রু॥
অরুণিত লোচন প্রেম ভরে ভেল দুন
ঝর ঝর ঝরে প্রেমবারি।
যৈছন শিথিল গাঁথল মোতিম ফল
খসয়ে উপরি উপরি॥
সোঙরি বৃন্দাবন নিশ্বাসই পুন পুন
আপনার অঙ্গ নিরখিয়া।
দুই হাত বুকে ধরি রাই রাই করি
ধরণী পড়য়ে মুরছিয়া॥

তাঁহি প্রিয় গদাধর ধরিয়া করিল কোর
কহয়ে শ্রবণে মুখ দিয়া।
পুনঃ অট্ট অট্ট হাসে জগজনমন তোষে
বাসুঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া॥ ৫৩॥

রসালস

বিভাস

শুতিয়াছে গোরাচাঁদ শয়ন মন্দিরে।
বিচিত্র পালঙ্ক শেজ অতি মনোহরে॥
আবেশে অবশ তনু গোরা নটরায়।
কি কহব অঙ্গশোভা কহন না যায়॥
মেঘের বিজুরী কিবা ছানিয়া যতনে।
কত রস দিয়া বিধি কৈল নিরমাণে॥
অতি মনোহর শেজ বিচিত্র বালিসে।
বাসুদেব ঘোষ দেখে মনের হরিষে॥ ৫৪॥

কুঞ্জভঙ্গ

ধানশী

উঠ উঠ গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল।
নদীয়ার লোক সব জাগিয়া উঠিল॥
কোকিলার কুহুরব সুললিত ধ্বনি।
কত নিদ্রা যাও ওহে গোরা গুণমণি॥
অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ।
শশধর তেজল কুমুদিনী বাস॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের হরিষে।
কত নিদ্রা যাও গোরা প্রেমের আলসে॥ ৫৫॥

স্নানলীলা

ধানশী

বায়স কোকিল ঘুঘু দহিয়াল রব।
তা সহ মিলিয়া ডাকে পরিকর সব॥
আলস তেজিয়া গোরা উঠে শেজ হৈতে।
আঁখি কচালিয়া হাতে চায় চারি ভিতে॥
পরিকর সহ গোরা প্রাতঃকৃত্য সারি।
অঙ্গেতে সুগন্ধি তৈল মাখে ধীরি ধীরি॥
তৈল মাখি যায় সবে গঙ্গা অভিমুখে।
বাসু ঘোষ স্নানলীলা গায় মনসুখে॥ ৫৬॥

রসোদ্গার

বিভাস

কি কহিব রে সখি আজুক ভাব।
অযতনে মোহে হোয়ল বহু লাভ॥
একলি আছিনু আমি বনাইতে বেশ।
মুকুরে নিরখি মুখ বাঁধল কেশ॥
তৈখনে মিলিল গোরা নটরাজ।
ধৈরজ ভাঙ্গল কুলবতীলাজ॥
দরশনে পুলকে পুরল তনু মোর।
বাসুদেব ঘোষ কহে করলহি কোর॥ ৫৭॥

বিভাস

নিশি শেষে ছিনু ঘুমের ঘোরে।
গৌর নাগর পরিরম্ভিল মোরে॥
গণ্ডে কয়ল সোই চুম্বন দান।
কয়ল অধরে অধররস পান॥
ভাঙ্গল নিদ নাগর চলি গেল।
অচেতনে ছিনু চেতনা ভেল॥
লাজে তেয়াগিনু শয়নগেহ।
বাসু কহে তুয়া কপট লেহ॥ ৫৮॥

ভূপাল

শয়নমন্দিরে হাম শুতিয়া আছিলুঁ।
নিশির স্বপনে আজি গৌরাঙ্গ দেখিলুঁ॥
সেই হৈতে প্রাণ পোড়ে শুন গো সজনি।
গোরারূপ মনে পড়ে দিবস রজনী॥
গোরা গোরা করি সখি কি হৈল অন্তরে।
বসন ভিজিল মোর নয়নের লোরে॥
আলসে অবশ গা ধরণে না যায়।
গোরাভাব মনে করি বাসু ঘোষ গায়॥ ৫৯॥

ধানশী

কি কহব রে সখি রজনীক বাত।
শুতিয়া আছনু হাম গুরুজন সাথ॥
আধ রজনী যব উয়ল চন্দা।
সুমলয় পবন বহয়ে অতি মন্দা॥
গৌরক প্রেম ভরল মঝু দেহা।
আকুল জীবন না বান্ধই থেহা॥
গৌরগৌর করি উঠলুঁ রোই।
জাগল গুরুজন পুছে সব কোই॥
গৌর নাম সব শুনল কানে।
গুরুজন তবহি করল চিত আনে॥
চৌর চৌর করি উঠায়লুঁ ভাষ।
বাসুদেব ঘোষ কহে ঐছে বিলাস॥ ৬০॥

ধানশী

আজুক প্রেম কহনে নাহি যায়।
শুতি রহল হাম শেজ বিছায়॥
রুনু ঝুনু ঝুনু ঝুনু নূপুর পায়।
পেখলুঁ গৌরাঙ্গ বর নটরায়॥
চঞ্চলে রাখনু অঞ্চল ছাপাই।
বিদগধ নাগর চৌদিকে চাই॥
বহু সুখ পায়লুঁ পাই গোরা রায়।
বাসুদেব কহে রস কহনে না যায়॥ ৬১॥

বিভাস

আজুক প্রেমক নাহিক ওর।
স্বপনহি শুতল গৌরকি কোর॥
মুখ হেরইতে পড়লহি ভোর।
ঢরকি ঢরকি বহে লোচনে লোর॥
কাজরে উচ কুচ হার উজোর।
ভীগেল তিলক বয়নরুচি মোর॥
মিটল অঙ্গ বেশ রহুঁ থোর।
বাসুদেব ঘোষ কহে প্রেম আগোর॥ ৬২॥

গোষ্ঠলীলা

ধানশী

বৃন্দাবনের ভাবে গোরা ফিরায় পাঁচনি।
আবা আবা রবে ডাকে গোরা গুণমণি॥
ডাকিছেন গোরাচাঁদ সেই ভাবাবেশে।
বৃন্দাবনের ভাবে গোরার হইল আবেশে॥
শচী প্রতি কহে মালিনী চল দেখিবারে।
বিপিনে যাইবে গোরা গোষ্ঠ করিবারে॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী ধাইয়া চলিল।
বাসুদেব ঘোষ কহে যাইতে হইল॥ ৬৩॥

মায়ুর

গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল।
ধবলী শাঙলী বলি সঘনে ডাকিল॥
শিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি।
হৈ হৈ করিয়া ঘন ঘুরায় পাঁচনি॥
রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গেতে মুকুন্দ।
গৌরীদাস আদি সবে পাইল আনন্দ॥
বাসুদেব ঘোষ গায় মনের হরিষে।
গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিল প্রকাশে॥ ৬৪॥

দানলীলা

মায়ুর

আজু রে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
নদীয়ার মাঝে গোরা দান সিরজিল॥
দান দেহ বলি ডাকে গোরা দ্বিজমণি।
বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী॥
দান দেহ দেহ বলি ঘন ঘন ডাকে।
নদীয়া নাগরী সব পড়িল বিপাকে॥
কৃষ্ণ অবতারে আমি সাধিয়াছি দান।
সে ভাব পড়িল মনে বাসু ঘোষ গান॥ ৬৫॥

বেলোয়ার

সোঙরি পুরুব লীলা ত্রিভঙ্গ হইয়া।
মোহন মুরলী গোরা অধরে লইয়া॥

মুরলীর রন্ধ্রে ফুঁক দিল গোরাচাঁদে।
অঙ্গুলি নাচাঞা গায় সুললিত ছান্দে॥
নগরের লোক যত শুনিয়া মোহিত।
সুরধুনীতীরে তরু লতা পুলকিত॥
ভুবনমোহন গোরা মুরলীর স্বরে।
বাসুদেব ঘোষ ইথে কি বলিতে পারে॥৬৬॥

পাশা খেলা

ধানশী

গোরাঙ্গচাঁদের মনে কি ভাব হইল।
পাশা সারি লৈয়া প্রভু খেলা আরম্ভিল॥
প্রিয় গদাধর সঙ্গে খেলে পাশা সারি।
ফেলিতে লাগিলা পাশা হারি জিনি করি॥
দুই চারি বলি দান ফেলে গদাধর।
পঞ্চ তিন বলি ডাকে রসিক নাগর॥
দুই জন মগন হইল পাশা রসে।
জয় জয় দিয়া গায় বাসুদেব ঘোষে॥ ৬৭॥

নৌকাবিলাস

তুড়ী

না জানিয়ে গোরাচাঁদের কোন্ ভাব মনে।
সুরধুনীতীরে গেল সহচর সনে॥
প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়া।
নৌকায় চড়িল গোরা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
আপনি কান্ডারী হৈয়া বায় নৌকাখানি।
ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি॥
পারিষদগণ সব হরি হরি বোলে।
পূর্ব্ব স্মরিয়া কেহ ভাসে প্রেমজলে॥
গদাধরের মুখ হেরি মনে মনে হাসে।
বাসুদেব ঘোষে কহে মনের উল্লাসে॥ ৬৮॥

জলক্রীড়া

তুড়ী

জলকেলি গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল।
পারিষদগণ সঙ্গে জলেতে নামিল॥
কার অঙ্গে কেহ জল ফেলিয়া সে মারে।
গৌরাঙ্গ ফেলিয়া জল মারে গদাধরে॥
জলক্রীড়া করে গোরা হরষিত মনে।
হুলাহুলি কোলাকুলি করে জনে জনে॥
গৌরাঙ্গচাঁদের লীলা কহন না যায়।
বাসুদেব ঘোষ তাই গোরাগুণ গায়॥ ৬৯॥

ঝুলনলীলা

তথারাগ

দেখত ঝুলত গৌরচন্দ্র
অপরূপ দ্বিজমণিয়া।
বিধির অবধি রূপ নিরুপম
কষিল কাঞ্চন জিনিয়া॥
ঝুলায়ত কত ভকতবৃন্দ
গৌরচন্দ্র বেঢ়িয়া।
আনন্দে সঘন জয় জয় রব
উথলে নগর নদিয়া॥
নয়ন কমল মুখ নিরমল
শরদ চাঁদ জিনিয়া।
নগরের লোক ধায় একমুখে
হরি হরি ধ্বনি শুনিয়া॥
ধন্য কলিযুগ গোরা অবতার
সুরধুনী-ধনি-ধনিয়া।
গোরাচাঁদ বিনে আন নাহি মনে
বাসু ঘোষে কহে জানিয়া॥ ৭০॥

ধানশী

ঝুলত গোরাচাঁদ সুন্দর রঙ্গিয়া।
প্রেমভরে হৈয়া ডগমগিয়া॥
রাধার ভাবেতে ধারা বয়ানেতে ভাসে।
ভাব বুঝি গদাধর ঝুলে বাম পাশে॥
মুরলী বলিয়া চাহে বদন হেরিয়া।
বাসু ঘোষ গায় গোরাগুণ সোঙরিয়া॥ ৭১॥

শরৎকালীয় মহারাস

তুড়ী

বৃন্দাবনের লীলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল॥
ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমান।
সহচরগণ গোপী সম অনুমান॥
খোল করতাল গোরা সুমেল করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ কহে গৌরাঙ্গ বিলাস।
রাসরস গোরাচাঁদ করিল প্রকাশ॥ ৭২॥

ফাগু খেলা

বসন্ত

দেখ দেখ ঋতুরাজ বসন্ত সময়ে।
সহচর সঙ্গে গোরাচাঁদ বিহরয়ে॥
ফাগু খেলে গোরাচাঁদ নদীয়া নগরে।
যুবতীর চিত হরে নয়নের শরে॥
সহচর মেলি ফাগু দেয় গোরাগায়।
কুংকুম পিচকা লেই পিছে পিছে ধায়॥
নানা যন্ত্রে সুমেলি করিয়া শ্রীবাস।
গদাধর আদি সঙ্গে করয়ে বিলাস॥
হরি হরি বাহু তুলি নাচে হরিদাস।
বাসুদেব ঘোষ রস করিল প্রকাশ॥ ৭৩॥

ফুলদোল

তুড়ি

ফুলবন গোরাচাঁদ দেখিয়া নয়নে।
ফুলের সমর গোরার পড়ি গেল মনে॥
ঘন জয় জয় দিয়া পারিষদগণে।
গোরাগায় ফুল ফেলি মারে জনে জনে॥
প্রিয় গদাধর সঙ্গে আর নিত্যানন্দ।
ফুলের সমরে গোরার হইল আনন্দ॥
গদাধর সঙ্গে পহুঁ করয়ে বিলাস।
বাসুদেব ঘোষ তাহা করিল প্রকাশ॥ ৭৪॥

আক্ষেপানুরাগ

সুহই

গোরা অনুরাগে মোর পরাণ বিদরে।
নিরবধি ছল ছল আঁখিজল ঝরে॥
গোরা গোরা করি মোর কি হৈল বিয়াধি।
নিরবধি পড়ে মনে গোরা গুণনিধি॥
কি করিব কোথা যাব গোরা অনুরাগে।
অনুখন গোরাপ্রেম হিয়ার মাঝে জাগে॥
গৌরাঙ্গ পিরীতিখানি বড়ই বিষম।
বাসু কহে নাহি রহে কুলের ধরম॥ ৭৫॥

কেদার

না জানিয়া না শুনিয়া পিরীতি করিলুঁ গো
পরিণামে পরমাদ দেখি।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন ঘন বরিষয়ে গো
ঐছন ঝুরয়ে দুটি আঁখি॥
এই যে আমার দেখ মানুষ আকার গো
মনের আগুনে আমি পুড়ি।
তুষের অনলে যেন পুড়িয়া রয়েছি গো
পাকানিয়া পাটুয়ার ডুরি॥
আঁধুয়া পুকুরে যেন মীন হেন বাসি গো
উকাস ছাড়িতে নাহি ঠাঁই।
বাসুদেব ঘোষে কহে ডাকাতি পিরীতি গো
তিলে তিলে বঁধুরে হারাই॥ ৭৬॥

বিভাস

সে বহুবল্লভ গোরা জগতের মনচোরা
আমার করিতে চাই একা।
হেন ধন অন্যে দিতে পারে বল কার চিতে
ভাগাভাগি নাহি যায় দেখা॥
সজনি লো মনের মরম কই তোরে।
না হেরি গৌরাঙ্গমুখ বিদরিয়া যায় বুক
কে চুরি করিল মনচোরে॥ ধ্রু॥
লও কুল লও মান লও শীল লও প্রাণ
লও মোর জীবন যৌবন।

দেও মোরে গোরানিধি যাহে চাহি নিরবধি
সেই মোর সরবস ধন॥
ন তু সুরধুনীনীরে পশিয়া তেজিব প্রাণ
পরাণের পরাণ মোর গোরা।
বাসুদেব ঘোষে কয় সে ধন দিবার নয়
দণ্ডে দণ্ডে তিলে হই হারা॥ ৭৭॥

ভাবী বিরহ

সুহই-কন্দর্প

আজু কেন গোরাচাঁদের বিরস বয়ান।
কে আইল কে আইল করি ঝরয়ে নয়ান॥
চৌদিকে ভকতগণ কাঁদি অচেতন।
গৌরাঙ্গ এমন কেনে না বুঝি কারণ॥
সে মুখ চাইতে হিয়া কেমন জানি করে।
কত সুরধুনীধারা আঁখিযুগে ঝরে॥
হরি হরি বলি গোরা ছাড়য়ে নিশ্বাস।
শিরে কর হানে বাসু গদগদ ভাষ॥ ৭৮॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস লীলা

ধানশী

বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গিনীরে পাইয়া বিরলে।
ব্যাকুল হিয়ায় গদগদ কিছু বলে॥
আজি কেন নদীয়া উদাস লাগে মোরে।
অঙ্গে নাহি পাই সুখ দুটি আঁখি ঝুরে॥
নাচিছে দক্ষিণ অঙ্গ দক্ষিণ নয়ন।
খসিয়া পড়িল মোর কর্ণের ভূষণ॥
সুরধুনী পুলিনে মলিন তরুলতা।
ভ্রমর না খায় মধু শুকাইল পাতা॥
স্থগিত হইল কেন জাহ্নবীর ধারা।
কোকিলের রব নাহি হৈল মূক পারা॥
এই বড় ভয় লাগে বাসুর হিয়া মাঝে।
নবদ্বীপ ছাড়ে পাছে গোরা দ্বিজরাজে॥ ৭৯॥

ধানশী

পাগলিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ভিজা বস্ত্র চুলে।
কাঁরি বাড়ী আসি শাশুড়ীরে বলে॥
বলিতে না পারে কিছু কাঁদিয়া ফাঁফর।
শচী বলে মাগো এত কি লাগি কাতর॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বলে আর কি কব জননি।
চারিদিকে অমঙ্গল কাঁপিছে পরাণি॥
নাহিতে পড়িল জলে নাকের বেশর।
ভাঙ্গিবে কপাল মাথে পড়িবে বজর॥
থাকি থাকি প্রাণ কাঁদে নাচে ডাহিন আঁখি।
দক্ষিণে ভুজঙ্গ যেন রহি রহি দেখি॥
কাঁদি কহে বাসু ঘোষ কি কহিব সতি।
আজি নবদ্বীপ ছাড়ি যাবে প্রাণপতি॥ ৮০॥

বিভাস বা করুণ

শূন্য খাটে দিল হাত বজ্র পড়িল মাথাত
বুঝি বিধি মোরে বিড়ম্বিল।
করুণা করিয়া কান্দে কেশবেশ নাহি বান্ধে
শচীর মন্দির কাছে গেল॥
শচীর মন্দিরে আসি দুয়ারের কাছে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন মন্দিরে ছিল নিশা অন্তে কোথা গেল
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি দুনয়নে
শুনিয়া উঠিল শচীমাতা।
আলু থালু কেশে যায় বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখের কথা॥
তুরিতে জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি
কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে কান্দিয়া কান্দিয়া পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া॥
তা শুনি নদীয়ার লোকে কাঁদে উচ্চৈস্বরে শোকে
যারে তারে পুছয়ে বারতা।
একজন পথে ধায় দশজনে পুছে তায়
গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা॥
সে বলে দেখেছি যেতে, আর কেহ নাহি সাথে
কাঞ্চন নগরের পথে ধায়।
বাসু কহে আহা মরি আমার শ্রীগৌর হরি
পাছে জানি মস্তক মুড়ায়॥ ৮১॥

পাহিড়া

কাঁদে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া
লোটাঞা লোটাঞা ক্ষিতিতলে।
ওহে নাথ কি করিলে পাথারে ভাসাঞা গেলে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে॥
এ ঘর জননী ছাড়ি মোরে অনাথিনী করি
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস।
বেদে শুনি রঘুনাথ লইয়া জানকী সাথ
তবে সে করিলা বনবাস॥
পূরবে নন্দের বালা যবে মধুপুর গেলা
এড়িয়া সকল গোপীগণে।
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া নিজতত্ত্ব জানাইয়া
রাখিলেন তা সবার প্রাণে॥
চাঁদমুখ না দেখিব আর পদ না সেবিব
না করিব সে সুখবিলাস।
এ দেহ গঙ্গায় দিব তোমার শরণ নিব
বাসুর জীবনে নাহি আশ॥ ৮২॥

করুণ

গেল গৌর না গেল বলিয়া।
হাম অভাগিনী নারী অকূলে ভাসাইয়া॥ ধ্রু॥
হায় রে দারুণ বিধি নিদয় নিঠুর।
জন্মিতে না দিলি তরু ভাঙ্গিলি অংকুর॥
হায় রে দারুণ বিধি কি বাদ সাধিলি।
প্রাণের গৌরাঙ্গ আমার কারে নিয়া দিলি॥
আর কে সহিবে মোর যৌবনের ভার।
বিরহ অনলে পুড়ি হব ছারখার॥
বাসু ঘোষ কহে আর কারে দুঃখ কব।
গোরাচাঁদ বিনা প্রাণ আর না রাখিব॥ ৮৩॥

বিভাস

ধিক্ যাউ এ ছার জীবনে।
পরাণের পরাণ গোরা গেল কোন্‌খানে॥
গোরা বিনু প্রাণ মোর আকুল বিকল।
নিরবধি আঁখির জল করে ছল ছল॥
না হেরিব চাঁদমুখ না শুনিব বাণী।
মনে করে গোরা বিনু পশিব ধরণী॥
গেল সুখ সম্পদ যত পহুঁ কৈল।
শেলের সমান মোর হৃদে রহি গেল॥
গোরা বিনু নিশি দিশি আর নাহি মনে।
নিরবধি চিন্ত মুই নিধনিয়ার ধনে॥
রাতুল চরণতল অতিশয় শোভা।
যাহা লাগি মন মোর অতিশয় লোভা॥
ডাহিনে আছিল বিহি এবে ভেল বাম।
কহে বাসুদেব ঘোষ না রহে পরাণ॥ ৮৪॥

সুহই

হরি হরি গোরা কোথা গেল।
কেনে নিদারুণ বিধি এত দুঃখ দিল॥ ধ্রু॥
হিয়া মোর জর জর পাঁজর গেল ধসি।
পরাণ গেল যদি পিরীতি কিসে বাসি॥
ঘরের বাহির নহি কুলের রমণী।
স্বপনে না হয় দেখা করিব কি জানি॥
সে রূপমাধুরী লীলা কাহারে কহিব।
গোরা পহুঁ বিনে মুই অনলে পশিব॥
গোরা বিনু প্রাণ রহে এই বড় লাজ।
বাসু কহে কেনে মুণ্ডে না পড়য়ে বাজ॥ ৮৫॥

সুহই

কহ সখি কি করি উপায়।
ছাড়ি গেল গোরা নটরায়॥
ভাবি ভাবি তনু ভেল ক্ষীণ।
বিচ্ছেদে বাঁচিব কত দিন॥
নিরমল গৌরাঙ্গ বদন।
কোথা গেলে পাব দরশন॥
কি বিধি লিখিল মোর ভালে।
চিরি দেখি কি আছে কপালে॥
হিয়া জরজর অনুরাগে।
এ দুখ কহিব কার আগে॥
কহে বাসু ঘোষ নিদান।
গোরা বিনু না রহে পরাণ॥ ৮৬॥

ভূপালী

হেদে রে পরাণ নিলজিয়া।
ছার তনু না গেলি তেজিয়া॥
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর।
আর কি গৌরব আছে তোর॥
আর কি গৌরাঙ্গচাঁদে পাবে।
মিছা প্রেমআশ আশে রবে॥
সন্ন্যাসী হইয়া পহু গেল।
এ জনমের সুখ ফুরাইল॥
কাঁদি বিষ্ণুপ্রিয়া কহে বাণী।
বাসু কহে না রহে পরাণি॥ ৮৭॥

ধানশী

আহা মরি কোথা গেল গোরা কাঁচা সোনা।
কহিতে পরাণ কাঁদে পাসরি আপনা॥
কহিতে বাণীর সনে পরাণ না গেল।
কি সুখ লাগিয়া প্রাণ বাহির না হৈল॥
নয়নের তারা গেলে কি কাজ নয়নে।
আর না হেরিব গোরার সে চাঁদ বদনে॥
হাসিমুখে সুধামাখা বাণী না শুনিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
বাসু ঘোষ কহে গোরাগুণ সোঙরিয়া।
মুঞি কেন সভার আগে না গেনু মরিয়া॥
॥ ৮৮॥

করুণ

পড়িয়া ধরণীতলে শোকে শচী কাঁদি বলে
লাগিল দারুণ বিধি বাদে।
অমূল্য রতন ছিল কোন্ বিধি হরি নিল
পরাণ পুতলি গোরাচাঁদে॥
অঙ্গের অঙ্গদবালা গোরাচাঁদের কণ্ঠমালা
খাট পাট সোনার দুলিচা।
সে সব রহিল পড়ি গৌর মোরে গেল ছাড়ি
আমি প্রাণ ধরি আছি মিছা॥
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেল নদীয়া আঁধার ভেল
ছটফট করে মোর হিয়া।
যোগিনী হইয়া যাব গৌরাঙ্গ যথায় পাব
কাঁদিব তার গলায় ধরিয়া॥
যে মোরে গৌরাঙ্গ দিব বিনামূলে বিকাইব
হৈব তার দাসের অনুদাসী।
বাসুদেব ঘোষে ভণে কাঁদ শচী কি কারণে
জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী॥ ৮৯॥

পাহিড়া

সকল মহান্ত মেলি সকালে সিনান করি
আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে।
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি
শচী কাঁদে বাহির দুয়ারে॥
শচী কহে শুন মোর নিমাই গুণমণি।
কেবা আসি দিল মন্ত্র কে শিখাইল কোন্ তন্ত্র
কি হইল কিছুই না জানি॥ ধ্রু॥
গৃহমাঝে গিয়াছিনু ভালমন্দ না জানিনু
কিবা করি গেলে রে ছাড়িয়া।
কেনে নিঠুরাই কৈলে পাথারে ভাসাঞা গেলে
রহিব কাহার মুখ চাহিয়া॥
বাসুদেব ঘোষের ভাষা শচীর এমন দশা
মড়া হেন রহিল পড়িয়া।
শিরে করাঘাত মারি ঈশান দেখায় ঠারি
গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া॥ ৯০॥

ভাটিয়ারি

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ বসন পরে
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কি লাগিয়া মুখচাঁদে রাধা রাধা বলি কাঁদে
কি লাগি ছাড়িল নিজ দেশ॥
শ্রীবাসের উচ্চ রায় পাষাণ মিলঞা যায়
গদাধর না জীবে পরাণে।
বহিছে তপত ধারা যেন মন্দাকিনী পারা
মুকুন্দের ও দুই নয়ানে॥
সকল মোহান্ত ঘরে বিধাতা বুঝাঞা ফিরে
তবু স্থির নাহি হয় কেহ।
জ্বলন্ত অনল হেন রমণী ছাড়িল কেন
কি লাগি ত্যজিল তার লেহ॥

কি কব দুখের কথা   কহিতে মরমে ব্যথা
না দেখি বিদরে মোর হিয়া।
দিবা নিশি নাহি জানি   বিরহে আকুল প্রাণি
বাসু ঘোষ পড়ে মুরছিয়া॥ ৯১॥

সুহই—সোমতাল

নদীয়া ছাড়িয়া গেল গৌরাঙ্গসুন্দরে।
ডুবিল ভকত সব শোকের সাগরে॥
কাঁদিছে অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীবাস গদাধর।
বাসুদেব দত্ত কাঁদে মুরারি বক্রেশ্বর॥
মুকুন্দাদি নরহরি কাঁদে উচ্চ রায়।
চন্দ্রশেখর কাঁদি ধূলায় লোটায়॥
কাঁদিছেন হরিদাস দু আঁখি মুদিয়া।
কাঁদে নিত্যানন্দ শচীর মুখ নিরখিয়া॥
সুখময় কীর্ত্তন করিত নদীয়ায়।
সোঙরি সে সব বাসুর হিয়া ফাটি যায়॥ ৯২॥

সুহই

কত দিনে হেরব গোরাচাঁদের মুখ।
কবে মোর মনের মিটব সব দুখ॥
কত দিনে গোরা পহুঁ করবহি কোর।
কত দিনে সদয় হইবে বিধি মোর॥
কত দিনে শ্রবণ হইবে সুখ লীন।
চাঁদমুখের বচন শুনিব নিশি দিন॥
বাসু ঘোষ কহে গোরাগুণ সোঙরিয়া।
ঝুরয়ে নদীয়ার লোক গোরা না দেখিয়া॥ ৯৩॥

সুহই

গোরাগুণে প্রাণ কাঁদে কি বুদ্ধি করিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
দুর্ল্লভ হরির নাম কে দিবে যাচিয়া॥
অকিঞ্চন দেখি কেবা উঠিবে কাঁদিয়া।
গোরা বিনু শূন্য হৈল সকল নদীয়া॥
বাসুদেব ঘোষ কান্দে গুণ সোঙরিয়া।
কেমনে রহিবে প্রাণ গোরা না দেখিয়া॥ ৯৪॥

ধানশী

গৌরাঙ্গে সন্ন্যাস দিয়া ভারতী কাঁদিলা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম নিমাইয়েরে দিলা॥
পহুঁ কহে গুরু মোর পুরাহ মনসাধ।
কৃষ্ণে মতি হউক এই দেও আশীর্ব্বাদ॥
ভারতী কাঁদিয়া বোলে মোর গুরু তুমি।
আশীর্ব্বাদ কি করিব কৃষ্ণ দেখি আমি॥
ভুবন ভুলাও তুমি সব নাটের গুরু।
রাখিতে লৌকিক মান কহ গুরু গুরু॥
আমার সন্ন্যাস আজি হইল সফল।
বাসু কহে দেখিলাম চরণকমল॥ ৯৫॥

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস

পাহিড়া

প্রভুর মুণ্ডন দেখি   কান্দে যত পশু পাখী
আর কান্দে যতেক নিবাসী।
বৎস নাহি দুগ্ধ খায়   তৃণ দন্তে গাভী ধায়
নেহালে গৌরাঙ্গ মুখ আসি॥
আছে লোক দাঁড়াইয়া   গৌরাঙ্গ মুখ চাহিয়া
কারো মুখে নাহি সরে বাণী।
দুনয়নে জল ঝরে   গৌরাঙ্গের মুখ হেরে
বৃক্ষবৎ হৈল সব প্রাণী॥
ডোর কৌপীন পরি   মস্তক মুণ্ডন করি
মায়া ছাড়ি হৈলা উদাসীন।
বৈসে ডগমগি হৈয়া   করেতে করঙ্গ লইয়া
প্রভু কহে আমি দীন হীন॥
তোমরা বৈষ্ণব বর   এই আশীর্ব্বাদ কর
দুই হাত দিয়া মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস   নহে যেন উপহাস
ব্রজে গিয়া পাই ব্রজনাথে॥
এত বলি গোরা রায়   প্রেমে উদ্ধমুখে ধায়
কোথা বৃন্দাবন বলি কাঁদে।
ভ্রমে প্রভু রাঢ়দেশে   নিত্যানন্দ তান পাশে
বাসু ঘোষ উচ্চস্বরে কাঁদে॥ ৯৬॥

নদীয়া নাগরীর খেদ

পাহিড়া

হরি হরি কি না হৈল নদীয়া নগরে।
কেশব ভারতী আসি কুলিশ পাড়িল গো
রসবতী পরাণের ঘরে॥ ধ্রু॥
প্রিয় সহচরীগণে যে সাধ করিল মনে
সো সব স্বপন সম ভেল।
গিরি পুরী ভারতী আসিয়া করিল যতি
আঁচলের রতন কাড়ি নেল॥
নবীন বয়স বেশ কিবা সে চাঁচর কেশ
মুখে হাসি আছয়ে মিশাঞা।
আমরা পরের নারী পরাণ ধরিতে নারি
কেমনে বাঁচিবে বিষ্ণুপ্রিয়া॥
সুরধুনীতীরে তরু নন্দন হইল মরু
প্রাণ কাঁদে কেতকী দেখিয়া।
নদীয়া আনন্দে ছিল গোকুলের পারা হৈল
বাসুদেব মরয়ে ঝুরিয়া॥ ৯৭॥

শান্তিপুরে মিলন

সুহই

হ্যাদে গো মালিনী সই চল দেখি যাই।
নিমাই অদ্বৈতের ঘরে কহিল নিতাই॥
সে চাঁচর কেশহীন কেমনে দেখিব।
না যাব অদ্বৈতের ঘরে গঙ্গায় পশিব॥
এত বলি শচী মাতা কাতর হইয়া।
শান্তিপুর মুখে ধায় নিমাই বলিয়া॥
ধাইল সকল লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
বাসুদেব সঙ্গে যায় কান্দিতে কান্দিতে॥
॥ ৯৮॥

পাহিড়া

নিতাই করিয়া আগে চলিলেন অনুরাগে
আইলা সবাই শান্তিপুরে।
মুড়ায়েছে মাথার কেশ ধৈরাছে সন্ন্যাসী বেশ
দেখিয়া সভার প্রাণ ঝুরে॥
এ মত হইল কেনে শিরে কেশ দেখি হীনে
পরিয়াছে কৌপীন যে বাস।
নদীয়ার ভোগ ছাড়ি মায়েরে অনাথা করি
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস॥
কর জোড়ি অনুরাগে দাঁড়াল মায়ের আগে
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া।
দুই হাতে তুলি বুকে চুম্ব দিলা চাঁদমুখে
কাঁদে শচী গলাটি ধরিয়া॥
ইহার লাগিয়া যত পড়াইলাম ভাগবত
এ দুখ কহিব আমি কায়।
অনাথিনী করি মোরে যাবে বাছা দেশান্তরে
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায়॥
এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়া দণ্ডধারী
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি।
জীয়ন্ত থাকিতে মায় ইহা নাকি সহা যায়
কার বোলে হৈলা বৈরাগী॥
গৌরাঙ্গের বৈরাগে ধরণী বিদার মাগে
আর তাহে শচীর করুণা।
কহে বাসুদেব ঘোষে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে
ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা॥ ৯৯॥

সুহই

হেদে রে নদীয়ার চাঁদ বাছারে নিমাই।
অভাগিনী তোর মায়ের আর কেহ নাই॥
এত বলি ধরি শচী গৌরাঙ্গের গলে।
স্নেহভরে চুম্ব দেয় বদন কমলে॥
মুই বৃদ্ধা মাতা তোর মোরে ফেলাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধু দিলি গলায় গাঁথিয়া॥
তোর লাগি কাঁদে সব নদীয়ার লোক।
ঘরেরে চল রে বাছা দূরে যাকু শোক॥
শ্রীবাসাদি নিত্যানন্দ যত ভক্তগণ।
তা সবারে লৈয়া বাছা করহ কীর্ত্তন॥
মুরারি মুকুন্দ বাসু আর হরিদাস।
এ সবে ছাড়িয়া কেন করিলা সন্ন্যাস॥
যে করিলা সে করিলা চল রে ফিরিয়া।
পুন যজ্ঞসূত্র দিব ব্রাহ্মণে ডাকিয়া॥
বাসুদেব ঘোষে কয় শুন মোর বাণী।
পুনরায় নৈদ্যা চল গৌর গুণমণি॥ ১০০॥

পাহিড়া

শুনিয়া মায়ের বাণী কহে প্রভু গুণমণি
শুন মাতা আমার বচন।
জন্মে জন্মে মাতা তুমি তোমার বালক আমি
এই সব বিধির লিখন॥
ধ্রুবের জননী ছিল পুত্রকে বৈরাগ্য দিল
ভজে তেঁই দেব চক্রপাণি।
রঘুনাথ ছাড়ি ভোগে বনে বনে ফিরে দুঃখে
ঝুরে সদা কৌশল্যা জননী॥
তবে শেষে দ্বাপরে কৃষ্ণ গেলা মধুপুরে
ঘরে নন্দরাণী নন্দ পিতা।
সর্ব্ব পরে এই হয়ে এ কথা অন্যথা নহে
মিথ্যা শোক কর শচী মাতা॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধ যাহা কেবা খণ্ডাইবে তাহা
এত জানি স্থির কর মন।
ভজ কৃষ্ণ কর সার আর নাহি সংসার
পাইয়া পরম পদ ধন॥
রোদন করিলে তুমি ডাকিলে আসিব আমি
এই দেহ তোমার পালিত।
আশীর্ব্বাদ কর মোরে যাই নীলাচলপুরে
তুমি চিত্তে কর সমাহিত॥
প্রভু স্তুতি বাণী কহে শচী নির্ব্বচনে রহে
পড়ে জল নয়ন বহিয়া।
বাসু কহে গৌরহরি এই নিবেদন করি
পুনরপি চলহ নদীয়া॥ ১০১॥

ধানশী

নানান প্রকারে প্রভু মায়েরে সান্ত্বায়।
অদ্বৈতঘরণী সীতা শচীরে বুঝায়॥
শচীর সহিত যত নদীয়ার লোক।
সুদৃষ্টি মেলিয়া প্রভু জুড়াইল শোক॥
শান্তিপুরে ভরিয়া উঠিল হরিধ্বনি।
অদ্বৈতের আঙ্গিনায় নাচে গৌরমণি॥
প্রেমে টলমল করে স্থির নহে চিত।
নিতাই ধরিয়া কাঁদে নিমাই পণ্ডিত॥
অদ্বৈত পসারি বাহু ফিরে আছে পাছে।
আছাড় খাইয়া গোরা ভুমে পড়ে পাছে॥
চৌদিকে ভকতগণ বোলে হরি হরি।
শান্তিপুর হৈল যেন নবদ্বীপ পুরী॥
প্রভুঅঙ্গে কোটি চন্দ্র দেখিয়ে আভাস।
এ ডোর কৌপীন তাহে প্রেমের প্রকাশ॥
হেন রূপ প্রেমাবেশ দেখি শচী মায়।
বাহিরে দুঃখিত কিন্তু আনন্দ হিয়ায়॥
বুঝায় শচীর মন অবধূত রায়।
সংকীর্ত্তন সমাপিয়া প্রভুরে বসায়॥
এইরূপে দশ দিন অদ্বৈতের ঘরে।
ভোজন বিলাসে প্রভু আনন্দ অন্তরে॥
বাসুদেব ঘোষ কয় চরণে ধরিয়া।
অদ্বৈতের এই আশা না দিব ছাড়িয়া॥ ১০২॥

বরাড়ী

কি কহিব শত শত তুয়া অবতার।
একলা গৌরাঙ্গচাঁদ পরাণ আমার॥
বিষ্ণু অবতারে তুমি প্রেমের ভিখারী।
শিব শুক নারদ লইয়া জনা চারি॥
সিন্ধু বন্ধ কৈলা তুমি রাম অবতারে।
এবে সে তোমার যশ ঘুষিবে সংসারে॥
কলিযুগে কীর্ত্তন করিলা সেতুবন্ধ।
সুখে পার হউক যত পঙ্গু জড় অন্ধ॥
কিবা গুণে পুরুষ নাচে কিবা গুণে নারী।
গোরাগুণে মাতিল ভুবন দশ চারি॥
না জানিয়ে জপতপ বেদ বিচার।
কহে বাসু গৌরাঙ্গ মোরে কর পার॥ ১০৩॥

তথারাগ

অবতার কৈল বড় বড়।
এমন করুণা কোন যুগে নাহি আর॥
প্রতি ঘরে ঘরে শুনি প্রেমের কাঁদনা।
কলিযুগে হরি নাম রহিল ঘোষণা॥
সুখ সায়রের ঘাটে দিয়া প্রেমের ভরা।
ভাল হাট পাতিয়াছ প্রেমের পসরা॥
জগাই মাধাই তারা ছিল দুই ভাই।
হরিনামে উদ্ধারিলা চৈতন্য গোসাঞি॥
বাসুদেব ঘোষে কহে না হবে এমন।
কলি যুগে ধন্য নাম চৈতন্যরতন॥ ১০৪॥

তথারাগ

অদ্বৈতবিলাপে প্রভু হইলা বিকল।
শ্রাবণের ধারা সম চক্ষে ঝরে জল॥
কহেন অদ্বৈতাচার্য্যে এত কেন ভ্রম।
তুমি স্থির করিয়াছ মোর লীলাক্রম॥
নীলাচলে নাহি গেলে পণ্ড হবে লীলা।
বিফল হইবে সব তুমি যা চাহিলা॥
কিরূপেতে হরিনাম হইবে প্রচার।
কিরূপে ভুবনের লোক পাইবে নিস্তার॥
প্রাকৃত লোকের প্রায় শোক কেন কর।
তব সঙ্গে সদা আমি এ বিশ্বাস ধর॥
প্রভুবাক্যে অদ্বৈত পাইলা পরিতোষ।
জয় গৌরাঙ্গের জয় কহে বাসু ঘোষ॥ ১০৫॥

শ্রীগান্ধার

শ্রীপ্রভু করুণস্বরে ভকত প্রবোধ করে
কহে কথা কান্দিতে কান্দিতে।
দুটি হাত জোড় করি নিবেদয়ে গৌরহরি
সবে দয়া না ছাড়িহ চিতে॥
ছাড়ি নবদ্বীপ বাস পরিলু অরুণ বাস
শচী বিষ্ণুপ্রিয়ারে ছাড়িয়া।
মনে মোর এই আশ করি নীলাচলে বাস
তোমা সবার অনুমতি লৈয়া॥
নীলাচল নদীয়াতে লোক করে যাতায়াতে
তাহাতে পাইবা তত্ত্ব মোর।
এত বলি গৌরহরি নমো নারায়ণ স্মরি
অদ্বৈতে ধরিয়া দিল কোর॥
শচীরে প্রবোধ দিয়া তার পদধূলি লৈয়া
নিরপেক্ষ যাত্রা প্রভু কৈল।
বাসুদেব ঘোষ বলে গোরা যায় নীলাচলে
শান্তিপুর ক্রন্দনে ভরিল॥ ১০৬॥

নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ

সুহই

অচৈতন্য শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌম ঘরে।
গোপীনাথ পাশে বসি পদসেবা করে॥
সার্ব্বভৌম প্রভুমুখ আছে নিরখিয়া।
ইনি কোন্ বস্তু কিছু না পায় ভাবিয়া॥
নরসিংহরূপ প্রভুর দেখে একবার।
বটুক বামনরূপ দেখে পুনর্ব্বার॥
পুন দেখে মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ আকার।
পুন ভৃগুরাম হস্তে ভীষণ কুঠার॥
দূর্ব্বাদলশ্যামরূপে দেখয়ে কখন।
কখন মুরলীধর নীরদ বরণ॥
এ সব দেখিয়া তাঁর সন্দেহ ঘুচিল।
ষড়্ভুজরূপে প্রভু উঠি দাণ্ডাইল॥
শচীর দুলাল যেই সেই ননীচোর।
অন্তরেতে কালা কানু বাহিরেতে গোর॥
ভূমে পড়ি দণ্ডবৎ করে সার্ব্বভৌম।
বাসু ঘোষ বলে আর কেন মিছা ভ্রম॥ ১০৭॥

তুড়ী

আজু রে নীলাচলে কনকাচল গোরা।
গোবিন্দের সঙ্গে ফাগুরঙ্গে ভেল ভোরা॥
কণ্ঠে লোহিত দোলে বকুলকি মাল।
অরুণ ভকতগণ গাওয়ে রসাল॥
কত কত ভাব বিথারল অঙ্গ।
দুনয়ন ঢুলু ঢুলু প্রেমতরঙ্গ॥
গদাধরে হেরিয়া লহু লহু হাসে।
সো নাহি সমুঝল বাসুদেব ঘোষে॥ ১০৮॥

গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ

বরাড়ী

বিরলে বসিয়া একেশ্বরে।
হরিনাম জপে নিরন্তরে॥
সব অবতারশিরোমণি।
অকিঞ্চন জনের চিন্তামণি॥
সুগন্ধি চন্দন মাখা গায়।
(এবে) ধূলি বিনু আন নাহি তায়॥
মণিময় রতন ভূষণ।
স্বপনে না করে পরশন॥
লক্ষ্মী বিলাস।
ত্যাগি তরুতলে বাস॥

ছোড়ল মোহন করে বাঁশী।
এবে দণ্ড ধরিয়া সন্ন্যাসী॥
বিভূতি করিয়া প্রেমধন।
সঙ্গে লই সব অকিঞ্চন॥
প্রেমজলে করই সিনান।
কহে বাসু বিদরে পরাণ॥ ১০৯॥

সুহই

স্বরূপেরে ধরি গোরা যায়।
গালি পাড়ে শ্যাম বন্ধুয়ায়॥
সে শঠ লম্পট রতিচোর।
কত না দুর্গতি করে মোর॥
কুল মান সকলি নাশিল।
পতি গেহে আনল ভেজাইল॥
শেষে কালা মোহে পরিহরি।
কেলি করে লৈয়া অন্য নারী॥
মুই কি হইনু তার পর।
ইহা কহি কাঁদিয়া ফাঁফর॥
বাসু কহে কি বুঝিব আমি।
যার লাগি কাঁদ সেই তুমি॥ ১১০॥

কামোদ

স্ববরূপের করে ধরি বলে কাঁদি গোরহরি
বিহনে আমার শ্যামরায়।
বিফলে বঞ্চিলুঁ নিশি অতমিত ভেল শশী
এ পরাণ ফাটি মঝু যায়॥
কোথায় আমার শ্যাম বঁধু।
ফুলশেজ বাসি ভেল ফুলহার শুখাওল
না মিলল শ্যাম প্রেমমধু॥ ধ্রু॥
চল রে স্বরূপ চল যাইয়া যমুনা জল
এ সকল দেই ভাসাইয়া।
গেল যাক কুলমান আর না রাখিব প্রাণ
তেজিব সলিলে ঝাঁপ দিয়া॥
আমার সে কালশশী কার কুঞ্জে বঞ্চে নিশি
কাঁহে মুঝে হইল বৈমুখ।
বাসুদেব ঘোষ কহে এ দুখে পরাণ দহে
কাঁহা মিটায়ব হিয়াদুখ॥ ১১১॥

ধানশী—দশকুশী

ভাবাবেশে গৌরকিশোর।
স্বরূপের মুখে শুনি মান লীলা দ্বিজমণি
ভাবিনীর ভাবেতে বিভোর॥ ধ্রু॥
মুখে বলে রাধাকুণ্ড নাচে তুলি ভুজদণ্ড
প্রেমধারা বহে দুনয়নে।
না বুঝি ভাবের গতি ধীরে ধীরে করে গতি
গজরাজ জিনিয়া গমনে॥
যাইয়া সাগরতটে বসি জলসন্নিকটে
ভাবনা করয়ে মনে মনে।
সে ভাবতরঙ্গ হেরি কিছুই বুঝিতে নারি
রহিয়াছে হেঁট শ্রীবদনে॥
বাসুদেব ঘোষ ভণে অনুভব যার মনে
রসিকে জানয়ে রস-ধর্ম্ম।
অনুভব নাহি যার বেদ্য নাহি হয় তার
বৃথা তার হইল এ জন্ম॥ ১১২॥

সুহই

সিংহদ্বার ত্যজি গোরা সমুদ্র আড়ে ধায়।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ সভারে শুধায়॥
চৌদিকে ভকতগণ হরিগুণ গায়।
মাঝে কনয়াগিরি ধুলায় লোটায়॥
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
দীঘল শরীরে গোরা পড়ি মুরছায়॥
উত্তান শয়নে মুখ ফেনায় ভরিল।
বাসুঘোষের হিয়া গরলে জারিল॥ ১১৩॥

শ্রীরাগ

চেতন পাইয়া গোরা রায়।
ভূমে পড়ি ইতি উতি চায়॥
সমুখে স্বরূপ রাম রায়।
দেখি পহুঁ করে হায় হায়॥
কাঁহা মোর মুরলি বদন।
এখনি পাইনু দরশন॥
ওহে নাথ পরম করুণ।
কৃপা করি দেহ দরশন॥

এত বিলাপয়ে গোরাচাঁদে।
দেখিয়া ভকতগণ কাঁদে॥
বাসু ঘোষ কহে মোর গোরা।
কৃষ্ণপ্রেমে হইল বিভোরা॥ ১১৪॥

জননীর স্বপ্নে গৌরাঙ্গ দর্শন

পাহিড়া

আজিকার স্বপনের কথা শুনো লো মালিনী
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া গৃহপানে নেহারিয়া
মা বলিয়া ডাকিল আমারে॥
ঘরেতে শুইয়া ছিলাম অচেতনে বাহির হৈলাম
নিমাইর গলার সাড়া পাইয়া।
আমার চরণের ধূলি নিল নিমাই শিরে তুলি
পুনঃ কাঁদে গলাটি ধরিয়া॥
তোমার প্রেমের বশে ফিরি আমি দেশে দেশে
রহিতে নারিলাম নীলাচলে।
তোমারে দেখিবার তরে আসিলাম নৈদ্যাপুরে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে॥
আইস মোর বাছা বলি হিয়ার মাঝারে তুলি
হেন কালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
পুনঃ না দেখিয়া তারে পরাণ কেমন করে
কাঁদিয়া রজনী পোহাইল॥
সেই হৈতে প্রাণ কাঁদে হিয়া থির নাহি বাঁধে
কি করিব কহ গো উপায়।
বাসুদেব ঘোষে কয় গৌরাঙ্গ তোমারি হয়
নহিলে কি দেখা পাও তায়॥ ১১৫॥

নীলাচল হইতে নবদ্বীপ

সুহই

এতদিনে সদয় হইল মোরে বিধি।
আনি মিলায়ল গোরাগুণনিধি॥
এতদিনে মিটল দারুণ দুখ।
নয়ন সফল ভেল দেখি চাঁদমুখ॥
চির উপবাসী ছিল লোচন মোর।
চাঁদ পাওল যেন তৃষিত চকোর॥
বাসুদেব ঘোষে গায় গোরা পরবন্ধ।
লোচন পাওল যেন জনমের অন্ধ॥ ১১৬॥

শ্রীরাগ

আওল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আনন্দে আকুল চিত না পারে চলিতে॥
চিরদিনে গোরাচাঁদের বদন দেখিয়া।
ভুখিল চকোর আঁখি রহয়ে মাতিয়া॥
আনন্দে ভকতগণ হেরিয়া বিভোর।
জননী ধাইয়া গোরাচাঁদে করে কোর॥
মরণ শরীরে যেন পাইল পরাণ।
গৌরাঙ্গ নদীয়াপুরে বাসু ঘোষ গান॥১১৭॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ

পাহিড়া

সন্ন্যাসী হইয়া গেলা পুন যদি বাহুরিলা
আইলা নাথ নদীয়া নগরে।
আমারে না দিল দেখা কি মোর করমের লেখা
প্রাণ কাঁদে দেখিবার তরে॥
হরি হরি গৌরাঙ্গ এমন কেনে হৈলা।
সবারে সদয় হৈয়া মুই নারীরে বঞ্চিয়া
এ শোকসাগরে ভাসাইলা॥ ধ্রু॥
এ নবযৌবন কালে মুড়াইলা চাঁচর চুলে
কি জানি সাধিলা কোন সিধি।
কি জানি ভারতী কে পশুবৎ পণ্ডিত সে
গৌরাঙ্গে সন্ন্যাসে দিলা বিধি॥
অক্রূর আছিল ভাল রাজ বোলে লৈয়া গেল
থুইল লৈয়া মথুরা নগরী।
নিতি লোক আইসে যায় তাহাতে সংবাদ পায়
ভারতী করিল দেশান্তরী॥
এত বলি বিষ্ণুপ্রিয়া মরমে বেদনা পাঞা
ধরণীরে মাগয়ে বিদার।
বাসু বলে শুন মাই মো সম পামর নাই
তবু হিয়া বিদরে আমার॥ ১১৮॥

[৫১৮]

শ্রীরূপ গোস্বামী

প্রার্থনা

ধানশী

যদপি সমাধিষু বিধিরপি পশ্যতি
ন তব নখাগ্র-মরীচিং।
ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত
তদপি কৃপাদ্ভুত-বীচিং॥
দেব ভবন্তং বন্দে।
মন্মানস-মধু- করমর্পয় নিজ-
পদ-পঙ্কজ-মকরন্দে॥ ধ্রু॥
ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব
ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রী।
পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক
দুর্ঘট-ঘটন-বিধাত্রী॥
অয়মবিলোল তয়াদ্য সনাতন
কলিতাদ্ভুত-রস-ভারং।
নিবসতু নিত্য মিহামৃত-নিন্দিনি
বিন্দন্মধুরিম-সারং॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা

ভৈরবী

পুত্রমুদারমসূত যশোদা।
সমজনি বল্লবততিরতিমোদা॥ ধ্রু॥
কোঽপ্যুপনয়তি বিবিধমুপহারম্।
নৃত্যতি কোঽপি জনো বহুবারম্॥
কোঽপি মধুরমুপগায়তি গীতম্।
বিকিরতি কোঽপি সদধি-নবনীতম্॥
কোঽপি তনোতি মনোরথ-পূর্ত্তিম্।
পশ্যতি কোঽপি সনাতন মূর্ত্তিম্॥ ২॥

আশাবরী

বিপ্র-বৃন্দমভূদলঙ্কৃতি-
গোধনৈরপি পূর্ণম্।
গায়নানপি মদ্বিধান্
ব্রজনাথ, তোষয় তূর্ণম্॥
সুনুরদ্ভুত-সুন্দরোঽজনি
নন্দরাজ তবায়ম্।
দেহি গোষ্ঠ-জনায় বাঞ্ছিত-
মুৎসবোচিত দায়ম্॥ ধ্রু॥
তাবকাত্মজ-বীক্ষণ-ক্ষণ-
নন্দি মদ্বিধ-চিত্তম্।
যন্ন কৈরপি লব্ধমর্থিভি-
রেতদিচ্ছতি বিত্তম্॥
শ্রীসনাতন-চিত্ত-মানস-
কেলি-নীল-মরালে।

[১] যদিও (বহু তপস্যার প্রভাব সম্পন্ন) সমাধিমগ্ন ব্রহ্মাও তোমার পদনখাগ্র-কিরণ দর্শনে সক্ষম হন না, তথাপি হে অচ্যুত, তোমার অদ্ভুত করুণাধারার কথা শুনিয়া আমার এই আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। হে দেব তোমাকে বন্দনা করি। আমার মানসমধুকরকে তোমার পদকমলের মধু দান কর। মাধব, যদিও তোমার প্রতি আমার তিলমাত্রও ভক্তির উদয় হয় না, তথাপি (আমার ভরসা) তুমি পরমেশ্বর, তোমার করুণা অধিকতর অঘটনঘটনপটীয়সী। হে সনাতন, আমার চিত্তভ্রমর তোমার পাদপদ্মের অপূর্ব্ব রসসম্ভারে মগ্ন হইয়া অমৃত বিনিন্দিত সেই মাধুর্য্য সার আস্বাদনপূর্ব্বক নিত্য অচঞ্চল হইয়া থাকুক।

[২] শ্রীযশোদা দুলাল্ আবির্ভূত হইলেন। (যশোদা মনোহর পুত্র প্রসব করিলেন।)। গোপ সমাজ আমোদে মাতিয়া উঠিলেন। কেহ বিবিধ উপহার আনিতেছেন, কেহ বা অনবরত নাচিতেছেন, কোন গোপ মধুর স্বরে গান করিতেছেন। কেহ কেহ দধি নবনীত ছড়াইতেছেন। কেহ (প্রার্থিগণের) আকাঙ্ক্ষিত (বস্ত্র ভোজ্য অর্থাদি) দিতেছেন। কেহ বা সনাতন মূর্ত্তিকে (শ্রীপাদ সনাতনের অভীষ্ট দেবকে) দেখিতেছেন।

মাদৃশাং রতিরত্র তিষ্ঠতু
সর্ব্বদা তব বালে ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

তথারাগ

অপঘন-ঘটিত-ঘুসৃণ-ঘনসার।
পিচ্ছ-খচিত-কুঞ্চিত-কচ-ভার ॥
জয় জয় বল্লব-রাজ-কুমার।
রাধা-বক্ষসি হরি-মণি-হার ॥ ধ্রু ॥
রাধা-ধৃতিহরমুরলী-তার।
নয়নাঞ্চল-কৃত-মদনবিকার ॥
রস-রঞ্জিত-রাধা-পরিবার।
কলিত-সনাতন-চিত্ত-বিহার ॥ ৪ ॥

কেদার

সৌরভ-সেবিত পুষ্প-বিনির্ম্মিত-
নির্ম্মল-বন-মালা-পরিমণ্ডিত।
মন্দতর-স্মিত- কান্তি-করম্বিত
বদনাম্বুজ নব-বিভ্রম-পণ্ডিত ॥
জয় জয় মরকত-কন্দল-সুন্দর।
বর-চামীকর- পীতাম্বর-ধর
বৃন্দাবন-জন-বৃন্দ-পুরন্দর ॥ ধ্রু ॥
নব-গুঞ্জাফল- রাজিভিরুজ্জ্বল
কেকি-শিখণ্ডক-শেখর-মঞ্জুল।
গুণ-বর্গাতুল- গোপ-বধু-কুল-
চিত্ত-শিলীমুখ-পুষ্পিত-বঞ্জুল ॥
কল-মুরলী-রুণ- পুরু-বিচক্ষণ
পশুপালাধিপ-হৃদয়ানন্দন।
গিরিশ-সনাতন- সনক-সনন্দন-
নারদ-কমলাসন-কৃত-বন্দন ॥ ৫ ॥

কর্ণাটী

স্ফুরদিন্দীবর- নিন্দি-কলেবর
রাধা-কুচ-কুঙ্কুম-ভর-পিঞ্জর।
সুন্দর-চন্দ্রক- চূড়-মনোহর
চন্দ্রাবলি-মানস-শুক-পঞ্জর ॥
জয় জয় জয় গুঞ্জাবলি মণ্ডিত।
প্রণয-বিশৃঙ্খল- গোপী-মণ্ডল-
বর-বিম্বাধর-খণ্ডন-পণ্ডিত ॥ ধ্রু ॥

---

[৩] ব্রজনাথ, ব্রাহ্মণগণ প্রচুর অলঙ্কার ও গোধনাদি পাইয়া পরম পরিতৃপ্ত হইযাছেন। (এইবার) সত্বর আমাদের মত গায়কগণকে পরিতুষ্ট করুন। নন্দরাজ, আপনার অদ্ভুত সুন্দব পুত্র আবির্ভূত হইয়াছেন (জাত হইয়াছেন)। উৎসবোচিত দানে গোপগণের অভীষ্ট পূর্ণ করুন। আপনার আত্মজ দর্শনে আমাদের চিত্ত উৎসবানন্দে মত্ত হইয়াছে। আপনি অপর কাহাকেও যাহা দান করেন নাই, আমরা এইরূপ বিত্ত প্রার্থনা করিতেছি। কৃষ্ণভক্তগণের চিত্তরূপ মানস সরোবরে ক্রীড়ারত নীল মরাল (সনাতন-গোস্বামীর হৃদয় মানসে ক্রীড়াশীল নীল রাজহংস) স্বরূপ আপনার এই বালকের প্রতি আমাদের অবিচলা রতি সর্ব্বদা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকুক।

[৪] হে গোপরাজকুমার, হে রাধাবক্ষের ইন্দ্রনীলমণিহার, তোমার জয় হউক, জয় হউক। তোমার দেহ ঘুস্কুমে কর্পূরে রঞ্জিত। তোমার কুঞ্চিত কুন্তলপুঞ্জ ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত। তুমি মুরলী রবে শ্রীরাধার ধৈর্য্য হরণ করিয়াছ, তোমার কটাক্ষভঙ্গীতে তাঁহার হৃদয় মদনবিকারে বিকল হইয়াছে। শ্রীরাধার পরিবারবর্গ তোমার রসে অনুরঞ্জিত। তুমি সনাতন চিত্তবিহারী।

[৫] ওগো মরকত কন্দল (অঙ্কুর) সুন্দর, তোমার জয় হউক, জয় হউক। সৌরভে সিক্ত পুষ্পপুঞ্জে বিনির্ম্মিত নির্ম্মল বনমালায় পরিমণ্ডিত তুমি। তোমার লাবণ্যময় বদনকমল মন্দতর স্মিতহাস্যে সমুজ্জ্বল। তুমি নব নব বিভ্রম সৃষ্টিতে সুনিপুণ। হে বৃন্দাবনজনবৃন্দ পুরন্দর, (বৃন্দাবনবাসীদের ইন্দ্রতুল্য) পরিধানে তোমার বিশুদ্ধকাঞ্চনকান্তি-নিন্দিত পীতবসন। নব গুঞ্জাফলসমূহে, সমুজ্জ্বল মনোহর শিখি চন্দ্রক তোমার শিরোভূষণ। অতুলনীয়া গুণসম্পন্না গোপাঙ্গনাগণের চিত্তরূপ অলিকুলের তুমি কুসুমিত অশোকতরু। কল মুরলী বাদনে বিচক্ষণ তুমি গোপরাজ নন্দের হৃদয়ানন্দদায়ক। শিব, সনাতন, সনক, সনন্দন, নারদ এবং ব্রহ্মাদি তোমাকে বন্দনা করেন।

মৃগ-বনিতাননতৃণ-বিস্রংসন-
কর্ম্ম-ধুরন্ধর-মুরলী-কূজিত।
স্মেরসিক-স্মিত-সুষমোন্মাদিত-
সিদ্ধ-সতী-নয়নাঞ্চল পূজিত॥
তাম্বূলোল্লস-দানন-সারস
জাম্বূনদ-রুচি-বিস্ফুরদম্বর।
হর কমলাসন-সনক-সনাতন
ধৃতি-বিধ্বংসন-লীলা-ডম্বর॥ ৬॥

ইদমপি বিকিরসি বম্নচম্পককৃত
মনূপমদাম সচূলম্॥
ভজদনবস্থিতি-মখিল-পদেসখি
সপদি বিড়ম্বিত-তূলম্।
কলিত সনাতন-কৌতুকমপি তব
হৃদয়ং স্ফুরতি সশূলম॥ ৭॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

সখীর উক্তি

•বালা ধানশী

রাধে নিগদ নিজং গদমূলম্।
উদয়তি তনুমনু কিমিতি তাপ-কুল-
মনুকৃত-বিকট-কুকূলম্॥
প্রচুর-পুরন্দর-গোপ-বিনিন্দক-
কান্তি-পটলমনুকূলম্।
ক্ষিপসি বিদূরে মৃদুলং মুহুরপি
সংভৃতমুরসি দুকূলম্॥
অভিনন্দসি নহি চন্দ্র-রজোভর-
বাসিতমপি তাম্বূলম্।

শ্রীরাধার উক্তি

পাহিড়া

কুটিলং মামব-লোক্য নবাম্বুজ
মুপরি চুচুম্ব স রঙ্গী।
তেন হঠাদহ-মভবং বেপথু
মণ্ডল-সঞ্চলদঙ্গী॥
ভাবিনি পৃচ্ছ ন বারংবারম্।
হন্ত বিমুহ্যতি বীক্ষ্য মনোমম
বল্লব-রাজকুমারম্॥ ধ্রু॥
দাড়িমলতিকা-মনু নিস্তল-ফল
নমিতাং স দধে হস্তম্।
তদনুভবান্মম ধর্ম্মোজ্জ্বলমপি
ধৈর্য্য-ধনং গতমস্তম্॥

[৬] জয় জয় জয় গুঞ্জাবলী মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ। প্রস্ফুটিত নীলকমলানিন্দিত তোমার কলেবর শ্রীরাধার কুচকুঙ্কুমে পীতরাগে রঞ্জিত হইয়াছে (শ্রীগৌররূপের ইঙ্গিত)। সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ চূড়ায় মনোহর তুমি চন্দ্রাবলীর মানসশুকপক্ষীর পঞ্জর (আশ্রয়স্থল)। তুমি প্রণয়বিহ্বলা গোপীমণ্ডলীর বিম্বাধরখণ্ডনে পণ্ডিত। তোমার মুরলীধ্বনিতে মৃগাঙ্গনাগণের মুখ হইতে তৃণগুচ্ছ খসিয়া পড়ে। সিদ্ধসতীগণও তোমার স্বাভাবিক স্মিতসুষমায় উন্মাদিতা হইয়া তোমাকে কটাক্ষভঙ্গীতে অর্চ্চনা করেন। তাম্বূল রাগে রঞ্জিত তোমার অধর, উজ্জ্বল কাঞ্চনকান্তিবিনিন্দিত তোমার বসন। তোমার লীলা কলাপ শিব বিরিঞ্চি সনক সনাতনেরও ধৈর্য্য হরণ করে।

[৭] রাধে, তুমি নিজ ব্যাধির নিদান বল। তোমার দেহে কেন দারুণ তুষানলের মত তাপ উত্থিত হইতেছে। ইন্দ্রগোপ কীটের প্রচুর কান্তি বিনিন্দিত সুখস্পর্শ সূক্ষ্ম রক্ত উত্তরীয় (ওড়না) কেন বার বার বক্ষ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিতেছ? কর্পূরসুবাসিত তাম্বূলের আদর করিতেছ না কেন? চম্পকদামে পরিবেষ্টিত উৎকৃষ্ট সীমন্তভূষণ কেন দূরে নিক্ষেপ করিতেছ? তোমার চির কৌতূহলী হৃদয় সর্ব্ববিষয়েই অভিনিবেশশূন্য এমন বেদনাতুর হইয়া উঠিল কেন?

("কলিত সনাতন কৌতুক" কথার তিন রকম অর্থ হইতে পারে। প্রথম অর্থ সনাতন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গমাভিলাষজনিত কৌতুক, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বেদনাযুক্ত। দ্বিতীয় অর্থ, চিরস্থায়ী কৌতুকাক্রান্ত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদর্শনে এখন সর্ব্ববিষয়ে ঔদাসীন্য হেতু কাতরতা। তৃতীয় অর্থ, সনাতন নামক কোন ভক্তের কৌতুকবৃদ্ধিকারক। শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগজনিত ভবিষ্যৎ মিলনাশার—অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ দর্শনের কৌতূহল, সম্প্রীতি তাহা ঘটিতেছে না বলিয়া হৃদয়ে শূলবৎ যাতনা)।

[illegible]শোক লতা-পল্লবময়
মতনু-সনাতন-নর্ম্মা।
তদহমবেক্ষ্য বভূব চিরং বত
বিস্মৃত-কায়িককর্ম্মা॥ ৮॥

শ্রীরাধার আপ্তদূতী

বেলোয়ার

অনধিগতাকস্মিক-গদ-কারণ-
মর্পিত-মন্ত্রৌষধি-নিকুরম্বম্।
অবিরতরুদিত-বিলোহিত-লোচন
মনুশোচতি তামখিল-কুটুম্বম্॥
দেব হরে ভব করুণাশালী।
সা তব নিশিত-কটাক্ষ-শরাহত-
হৃদয়া জীবতু কৃশতনুরালী॥
হৃদি বলদবিরল-সংজ্বর-পটলী-
স্ফুটদুজ্জ্বল-মৌক্তিক-সমুদায়া।
শীতল-ভূতল-নিশ্চল-তনুরিয়-
মবসীদতি সংপ্রতি নিরুপায়া॥
গোষ্ঠ-জনাভয়-সত্র-মহাব্রত-
দীক্ষিত ভবতো মাধব বালা।
কথমর্হতি তাং হন্ত সনাতন-
বিষম-দশাং গুণ-বৃন্দ-বিশালা॥ ৯॥

অভিসারোৎকণ্ঠা

ধানশী

ত্বং কুচ-বল্গিত-মৌক্তিক-মালা।
স্মিত-সান্দ্রীকৃত-শশি-কর-জালা॥
হরিমভিসর সুন্দরি সিত-বেশা।
রাকা-রজনিরজনি গুরুরেষা॥ ধ্রু॥
পরিহিত-মাহিষ-দধি-রুচি-সিচয়া।
বপুরর্পিত-ঘন-চন্দন-নিচয়া॥
কর্ণ-করম্বিত-কৈরব-হাসা।
কলিত-সনাতন-সঙ্গ-বিলাসা॥ ১০॥

---

[৮] সেই রঙ্গরসিক শ্রীকৃষ্ণ কুটিল কটাক্ষে আমার প্রতি চাহিয়া একটী পদ্মকোরক চুম্বন করিলেন। তাহা দেখিয়া অকস্মাৎ আমার সর্ব্বদেহ কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিনি, বারংবার জিজ্ঞাসা করিও না। গোপরাজকুমারকে দেখিয়া আমার মন বিমোহিত হইয়াছে। অবনত দাড়িম্ব লতিকার সুবর্ত্তুল (নিটোল) ফলে তিনি হস্তার্পণ করিলেন। তাঁহার সেই ভাবের অনুভবে (এই নিগূঢ় ইঙ্গিতে) আমার ধর্ম্মোজ্জ্বল ধৈর্য্যধনও হারাইয়া ফেলিলাম। অতনু সনাতন নর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ পল্লবময় অশোক-পল্লব দংশন করিলেন। তাহা দেখিয়া আমি চিরকালের জন্য আপনাকে বিস্মৃত হইয়াছি। (আত্মহারা হইয়াছি)।

(অতনু সনাতন নর্ম্ম—নিত্য নর্ম্মক্রীড়ার বাহুল্য প্রকাশক, নর্ম্মক্রীড়ায় কন্দর্পেরও সনাতন শিক্ষা-দাতা, ভক্ত সনাতনের প্রভূত আনন্দবর্দ্ধক শ্রীকৃষ্ণ)

[৯] শ্রীরাধার আকস্মিক ব্যাধির কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। বিবিধ মন্ত্রৌষধি প্রয়োগেও কোন ফল হইতেছে না। তাই রোদনে আরক্ত আঁখি তাঁহার কুটুম্বগণ (পরিজনবর্গ) সকলেই অনুতাপ করিতেছেন। হে হরি, করুণা কর, তোমার তীক্ষ্ণ কটাক্ষশরে আহতহৃদয়া আমার কৃশাঙ্গী সখী বাঁচিয়া উঠুক। তাঁহার হৃদয়ের দারুণ সন্তাপে (কণ্ঠমালার) উজ্জ্বল মুক্তা সমূহ ফাটিয়া যাইতেছে। সম্প্রতি নিরুপায় হইয়া (সখী) শীতল ভূমিতলে অবসন্নদেহে নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছে। গোষ্ঠবাসিগণের অভয়দানরূপ মহাব্রতে দীক্ষিত হে মাধব, তোমার হস্তে গোষ্ঠের সকল গোপীগণের শ্রেষ্ঠা এই অপার গুণশালিনী বালা শ্রীরাধা কিজন্য এই চিরদুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইল।

(সনাতন বিষমদশাং—চিরস্থায়ী দুর্দ্দশা, ভক্ত সনাতনের কৃষ্ণবিরহজনিত দুর্দ্দশা)

[১০] গতিবেগে তোমার মুক্তামালা স্তনমণ্ডলের উপর বিশৃঙ্খল ভাবে দুলিতেছে। তোমার স্মিতহাস্য শশীকিরণকে নিবিড় করিয়া তুলিতেছে। সিত বেশা (শুভ্র বেশধারিণী) সুন্দরি, হরির নিকট অভিসার কর। এই পূর্ণিমা রজনী গুরুরূপে তোমাকে এই উপদেশই দান করিতেছে। পরিধানে মাহিষ দধিরুচি শুভ্র বসন, দেহে অনুলিপ্ত শ্বেত চন্দন, আর শুভ্র কুমুদের কর্ণভূষণ তোমাকে সনাতন সঙ্গ [illegible] যোগ্যযুক্ত করিতেছে। (সনাতন সঙ্গ বিলাসা—সনাতন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিলাস, ভক্ত সনাতনকে [illegible] দান)

সূহই

হন্ত ন কিমু মন্থরয়সি
সন্ততমভিজল্পম্।
দন্ত-রোচি রন্তরয়তি
সন্তমসমনল্পম্॥
রাধে পথি মুঞ্চ ভূরি
সম্ভ্রমমভিসারে।
চারয় চর- ণাম্বুরুহে
ধীরং সুকুমারে ধ্রু॥
সন্তনু ঘন- বর্ণমতুল
কুন্তল-নিচয়ান্তম্।
ধ্বান্তং তব জীবতু নখ-
কান্তিভিরভিশান্তম্॥
সসনাতন মানসাদ্য
যান্তী গতশঙ্কম্।
অঙ্গীকুরু মঞ্জু-কুঞ্জ
বসতেরলমঙ্কম্॥ ১১॥

বাসকসজ্জা

কল্যাণী

কুসুমাবলিভিরুপস্কুরু তল্পম্।
মাল্যঞ্চামর-মণিসর-কল্পম্॥
প্রিয়সখি কেলি-পরিচ্ছদ-পুঞ্জম্।
উপকল্পয় সত্বরমধিকুঞ্জম্॥
মণি-সম্পুটমুপনয় তাম্বুলম্।
শয়নাঞ্চলমপি পীত-দুকুলম্॥
বিদ্ধি সমাগতমপ্রতিবন্ধম্।
মাধবমাশু সনাতন-সন্ধম্॥ ১২॥

বিপ্রলব্ধা

কেদার

কিমু চন্দ্রাবলিরনয়গভীরা।
অরুণদমুং রতি-বীরমধীরা॥
অতিচিরমজনি রজনিরতিকালী।
সঙ্গমবিন্দত নহি বনমালী॥
কিমিহ জনে ধৃত-পঙ্ক-বিপাকে।
বিস্মৃতিরস্য বভূব বরাকে॥
কিমুত সনাতন-তনুরলঘিষ্ঠম্।
রণমারভত সুরারিভিরিষ্টম্॥ ১৩॥

খণ্ডিতা

বিভাস

হৃদয়ান্তরমধিশায়িতম্।
রময় জনং নিজ-দয়িতম্॥
কিং ফলমপরাধিকয়া।
সম্প্রতি তব রাধিকয়া॥

[১১] হায়, রাধে অনর্গল অতিভাষণে ক্ষান্ত হও। তোমার দন্তরুচি নিবিড় অন্ধকারকেও দূরীভূত করিতেছে। অভিসারবিষয়ে পথিমধ্যে বিন্দুমাত্রও আশঙ্কা করিও না। সুকোমল চরণ কমলে ধীরে ধীরে চল। তোমার জলদজালতুল্য অতুলনীয় কেশকলাপে করনখাগ্র আবৃত কর। নখকান্তিতে বিদুরিত অন্ধকার জীবিত থাকুক। ওগো সনাতনসমর্পিতচিত্তা, অদ্য নির্ভয়ে অভিসার পূর্ব্বক মনোহর কুঞ্জ-গৃহের অঙ্কদেশ অলঙ্কৃত কর।

[১২] কুসুমশয্যা রচনা কর। অমরার মণিহারতুল্য মালা গাঁথিয়া রাখ। প্রিয় সখি, বিহারের উপকরণরাজি আনিয়া কুঞ্জগৃহ সাজাও। মণিময় তাম্বুলসম্পুট লইয়া আইস। শয্যাপ্রান্তে পীত উত্তরীয় বিছাইয়া দাও। জানিও, সনাতনসন্ধ (সত্যপ্রতিজ্ঞ, অন্য অর্থে ভক্ত সনাতনের সহিত সন্ধিবদ্ধ) অপ্রতিহত গতি মাধব এখনই কুঞ্জে আসিতেছেন।

[১৩] দুর্নয়-গভীরা কুটিলা চক্রান্তকারিণী চঞ্চলা চন্দ্রাবলী কি রতি-রণবীর শ্রীকৃষ্ণকে অবরুদ্ধ করিয়াছে। বহুক্ষণ গত হইল, রজনী ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে, বনমালী আমার সঙ্গে মিলিত হইলেন না। শেষে কি এই কলঙ্কিনী হতভাগিনীকে বিস্মৃত হইলেন? অথবা সেই সনাতনতনু শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের অভীষ্ট পূরণের জন্য দৈত্যগণের সঙ্গে সুদীর্ঘ কালব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

মাধব পরিহর পটিম-তরঙ্গম্।
বেত্তি ন কা তব রঙ্গম্॥
আঘূর্ণতি তব নয়নম্।
যাহি ঘটীং ভজ শয়নম্॥
অনুলেপং রচয়ালম্।
নশ্যতু নখ-পদ-জালম্॥
ত্বামিহ বিহসতি বালা।
মুখর-সখীনাং মালা॥
দেব সনাতন বন্দে।
ন কুরু বিলম্বমলিন্দে॥ ১৪॥

ধীরা মধ্যা খণ্ডিতা

ভৈরবী

যাং সেবিতবানসি জাগরী।
ত্বামজয়ত সা নিশি নাগরী॥
কপটমিদং তব বিন্দতি হরে।
নাবসরং পুনরালিনিকরে॥
মা কুরু শপথং গোকুল-পতে।
বেত্তি চিরং কা চরিতং ন তে॥
মুক্ত-সনাতন-সৌহৃদ-ভরে।
ন পুনরহং ত্বয়ি রসমাহরে॥ ১৫॥

কলহান্তরিতা

একতাল ধরা

সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরম্।
যদভজমিহ নহি গোকুল-বীরম্॥
নাকর্ণয়মপি সুহৃদুপদেশম্।
মাধব চাটু পটলমপিলেশম॥
নালোকয়মর্পিত মুরু—হারম্।
প্রণমন্তঞ্চ দয়িতমনুবারম্॥
হন্ত সনাতন-গুণমভিযান্তম্।
কিমধারয়মহমুরসি ন কান্তম্॥ ১৬॥

মান প্রকারান্তর

ধানশী

তব চঞ্চল-মতিরয়মঘহন্তা।
অহমুত্তম-ধৃতি-দিগ্ধ-দিগন্তা॥
দূতি বিদূরয় কোমল-কথনম্।
পুনরভিধাস্যে নহি মধু-মথনম্॥ ধ্রু॥

[১৪] তোমার হৃদয়াধিষ্ঠিতা নিজ দয়িতার মনোরঞ্জন কর, এখন আর অপরাধিনী রাধার নিকট তোমার কোন্ প্রয়োজন? মাধব, প্রবঞ্চনাচাতুর্য্য পরিত্যাগ কর, তোমার রঙ্গ কে না জানে? (রাত্রি জাগরণে) ঘুমে দুটি আঁখি ঢুলু ঢুলু, যাও কিছুক্ষণ শয্যায় গিয়া ঘুমাও। অঙ্গে অনুলেপন মাখিয়া (তোমার প্রিয়তমার কৃত) নখক্ষতগুলি ঢাকিয়া ফেল। মুখরা যুবতী যত সহচরীদল তোমাকে উপহাস করিতেছে। সহিতে পারিতেছি না)। দেব সনাতন তোমাকে প্রণাম। অলিন্দে আর বিলম্ব করিও না। (অলিন্দে—গৃহ সম্মুখে)। হে দেব, ভক্ত সনাতন তোমাকে প্রণাম করিতেছে। তুমি আর শ্রীমতীকে মিথ্যাবাক্যে উত্যক্ত করিও না)।

[১৫] রজনী জাগিয়া যাহার সেবা করিয়াছ, সেই নাগরী তোমাকে (রতিযুদ্ধে) জয় করিয়া লইয়াছে। হরি, তোমার মিথ্যা চাটুবাক্য আমার সখীগণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। গোকুলপতি, (বৃথা) শপথ করিও না। বহুদিন হইতেই তোমার চরিত্র কে না জানে? যে সনাতন (চিরদিনের) সদ্ভাব পরিত্যাগ করিতে পারে, আমি তাহার সঙ্গে কোন প্রীতির সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না। (প্রীতিরস পাইতে পারি না)।

[১৬] সখি, এই নিকুঞ্জে আগত সেই গোকুলরক্ষক কৃষ্ণকে ভজনা করিলাম না। (সেই অনুতাপে এখন) আমার আকুল হৃদয় মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে। আমি সুহৃদগণের উপদেশ (গ্রহণ করি নাই) এবং মাধবের চাটু বচনের লেশমাত্রও শ্রবণ করি নাই। শ্রীকৃষ্ণের অর্পিত মনোহর হারের প্রতি, এবং বারম্বার আমার পদে পতিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমি ফিরিয়াও চাহি নাই। হায় কেন আমি সনাতন গুণশালী (পক্ষে সনাতন গোস্বামী কীর্ত্তিত গুণ বিশিষ্ট) (অভিসারে সমাগত) সমীপোপস্থিত প্রিয়তমকে বক্ষে ধারণ করিলাম না।

শঠ-চরিতোঽয়ং তব বনমালী।
মৃদুহৃদয়াহং নিজ-কুলপালী॥
তব হরিরেষ নিরঙ্কুশ-নর্ম্মা।
অহমনুবদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্মা॥ ১৭॥

স্বয়ং দৌত্য

শ্রীরাধার উক্তি

বরাড়ী

ন কুরু কদর্থনমত্র সরণ্যাং।
মামবলোক্য সতীমশরণ্যাং॥
চঞ্চল মুঞ্চ পটাঞ্চলভাগং।
করবাণ্যধুনা ভাস্কর-যাগং॥ ধ্রু॥
ন রচয় গোকুল-বীর বিলম্বং।
বিদধে বিধুমুখ বিনতি-কদম্বং॥
রহসি বিভেমি বিলোল-দৃগন্তং।
বীক্ষ্য সনাতন দেব ভবন্তং॥ ১৮॥

সৌরাষ্ট্রী

পুলকমুপৈতি ভয়াম্মম গাত্রং।
হসসি তথাপি মদাদতিমাত্রং॥
বারয় তূর্ণমিমং সখি কৃষ্ণং।
অনুচিত-কর্ম্মণি নির্ম্মিত-তৃষ্ণং॥ ধ্রু॥
জানে ভবতীমেব বিপক্ষাং।
মামুপনীতা যদ্বনকক্ষাং॥
অদ্য সনাতনমতিসুখহেতুং।
ন পরিহরিষ্যে বিধি-কৃত-সেতুং॥ ১৯॥

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

তুড়ী

সিচয়মুদঞ্চয় হৃদয়াদল্পম্।
বিলিখাম্যদ্ভুত-মকরাকল্পম্॥
ইহ নহি সঙ্কুচ পঙ্কজ-নয়নে।
বেশং তব করবৈ রতি-শয়নে॥
রাধে দোলয় ন কিল কপোলম্।
চিত্রং রচয়াম্যহমবিলোলম্॥
তব বপুরদ্য সনাতন-শোভম্।
জনয়তি হৃদি মম কঞ্চন লোভম্॥ ২০॥

[১৭] (দূতি) অঘাসুরহন্তা তোমার এই কৃষ্ণ অস্থিরচিত্ত। আমার অচঞ্চল ধৈর্য্যের কথা দিগন্ত প্রসারিত। দূতি, চাটুকার মধুসূদনকে দূর করিয়া দাও। আমি আর তাহার সহিত কোন কথা বলিব না। তোমার এই বনমালী শঠচরিত্র, আমি কোমলহৃদয়া, নিজ কুলে অবস্থিতা (কুলনারী)। তোমার হরি উচ্ছৃঙ্খল ক্রীড়ারত। আমি সনাতন ধর্ম্মে আস্থাশীলা (নিষ্ঠাবতী)।

[১৮] আমি সতী, (সুতরাং) এখানে পথে আমাকে অসহায়া দেখিয়া (আমার আগমনের) কদর্থ করিও না (অথবা পথে আমার লাঞ্ছনা করিও না)। চঞ্চল, আমার বসনাঞ্চল পরিত্যাগ কর। আমি এখন সূর্য্য পূজার জন্য যাইতেছি। গোকুলরক্ষক, আমার বিলম্ব করিয়া দিও না। চন্দ্রবদন আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি। সনাতন দেবতা, এই নির্জ্জনে তোমার বিলোল কটাক্ষ আমাকে সন্ত্রস্ত করিয়াছে।

[১৯] সখি, ভয়ে আমার গাত্র রোমাঞ্চিত হইতেছে, আর তুমি গর্ব্বভরে উচ্চহাস্য করিতেছ। সখি, অনুচিত কর্মে সতৃষ্ণ এই কৃষ্ণকে শীঘ্র নিবারণ কর। তোমাকেই আমার শত্রু বলিয়া মনে করিতেছি। কারণ, তুমিই আমাকে এই বনমধ্যে লইয়া আসিয়াছ। আজ আমি অত্যন্ত সুখনিদান বিধিকৃত সনাতন-ধর্ম্ম বিধান পরিত্যাগ করিব না।

[২০] তোমার বক্ষোবসন কথঞ্চিৎ অপসারিত কর। আমি ঐ বক্ষে (ঘন চন্দন রসে) অদ্ভুত মকরাকার চিত্র অঙ্কিত করিব। পদ্মপলাশাক্ষি, ইহাতে সঙ্কোচ করিও না। তোমার রতিশয়নোচিত বেশ রচনা করিয়া দিতেছি। রাধে চাঞ্চল্য প্রকাশ করিও না। আমি অত্যন্ত ধীরভাবে তোমার গন্ড-দেশে চিত্র রচনা করিতে চাই। তোমার এই চির সুন্দর দেহ আমার হৃদয়ে কেমন একরূপ লোভের সঞ্চার করিয়াছে। (পক্ষান্তরে সখীভূমিকায় সনাতন গোস্বামী রচিত তোমার অঙ্গ শোভা)।

আকেশানন্দরাস

বংশী সম্বোধনে

সূতিস্তে ধনুষশ্চ বংশবরতো
বন্দে তয়োরন্তিমং।
বিদ্ধো যেন জনস্তনুং বিরহয়-
ন্নান্তশ্চিরং তাম্যতি॥
বিদ্ধানাং হৃদি মার-পত্রি-
বিষমৈ ধ্বানেষুভির্নস্ত্বয়া।
ক্রূরে বংশি ন জীবনং ন চ
মৃতির্ঘোরাবিরাসীদ্দশা॥ ২১॥

শ্রীরাধাকুণ্ডে জলক্রীড়া

আশাবরী

রাধা সখি জলকেলিষু নিপুণা।
খেলতি নিজকুণ্ডে মধুরিপুণা॥ ধ্রু॥
কুচ-পট-লুণ্ঠন-নির্ম্মিত-কলিনা।
আয়ুধ-পদবী-যোজিত-নলিনা॥
দৃঢ়-পরিরম্ভণ-চুম্বন-হঠিনা।
হিম-জল-সেচন-কর্ম্মণি কঠিনা॥
সুখ-ভর-শিথিল-সনাতন-মহসা।
দয়িত-পরাজয়-লক্ষণ-সহসা॥ ২২॥

সারঙ্গ

রাধে নিজ-কুণ্ড-পয়সি
তুঙ্গীকুরু রঙ্গং।
কিঞ্চ সিঞ্চ পিঞ্ছ-
মুকুটমঙ্গীকৃত-ভঙ্গং॥
অস্য পশ্য ফুল্ল-
কুসুম-রচিতোন্নত-চূড়া।
ভীতিভিরতি-নীল
নিবিড়-কুন্তলমনুগূঢ়া॥
ধাতু-রচিত-চিত্র-
বীথিরম্ভসি পরিলীনা।
মালাপ্যতি শিথিল
বৃত্তিরজনি ভৃঙ্গ-হীনা॥
শ্রীসনাতন-মণিরত্ন-
অংশুভিরতিচণ্ডং।
ভেজে প্রতিবিম্ব-
ভাব-দম্ভাত্তব গণ্ডং॥ ২৩॥

উত্তর-গোষ্ঠ

গৌরী

তরুণী-লোচন- তাপ-বিমোচন—
হাস-সুধাংকুর-ধারী।
মন্দ-মরুচ্চল- পিঞ্ছ-কৃতোজ্জ্বল—
মৌলিরুদার-বিহারী॥

[২১] বংশি, তোমার এবং ধনুর উভয়েরই উৎকৃষ্ট বংশে জন্ম। আমি কিন্তু তোমাদের দুজনের মধ্যে ধনুকেই বন্দনা করি। কারণ, ধনুঃশরাহত ব্যক্তি তনুত্যাগ করে বলিয়া তাহাকে চিরদিন ক্লেশভোগ করিতে হয় না। মদনের শর অপেক্ষাও নিদারুণ তোমার স্বররূপ শর যাহাদের হৃদয় বিদ্ধ করে, তাহাদের না জীবন না মৃত্যু এক বিষম দুর্দ্দশা ঘটে।

[২২] জলকেলিনিপুণা শ্রীরাধা নিজ কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নানা ভঙ্গীতে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কণ্ডুলিকা লুণ্ঠনে উদ্যত হইলে শ্রীরাধা (কৃত্রিম) কলহ বাধাইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপর অস্ত্রস্বরূপ নলিনীপুঞ্জ নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক দৃঢ় আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতে গেলে—শ্রীরাধাও সবেগে হিমজল সেচন পূর্ব্বক বাধা দিলেন। সুখাবেশে অবসন্ন প্রিয়তমের পরাজয় লক্ষণ দেখিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন। (অপর পক্ষে আনন্দাবিষ্ট সনাতন গোস্বামীর সহিত হাসিতে লাগিলেন)।

[২৩] রাধে তোমার কুণ্ডজলে ক্রীড়াকৌশল বিস্তারপূর্ব্বক পরাজয় স্বীকারকারী ময়ূরপুচ্ছধারী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে আরো বেগে জল নিক্ষেপ কর। (দেখিতেছ না) ফুল্লকুসুমে রচিত উন্নত চূড়া অতি ভয়ে তাঁহার নিবিড় নীলকুন্তলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছে। গৈরিক রচিত অঙ্গরাগসকল জলে অদৃশ্য ও শিথিলগ্রন্থি মাল্যদাম অলিবিরহিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের রত্ন শ্রেষ্ঠ কিরণোজ্জ্বল কৌস্তুভ

সুন্দরি পশ্য মিলতি বনমালী।
দিবসে পরিণতি- মুপগচ্ছতি সতি
নব-নব-বিভ্রম-শালী ॥ ধ্রু॥
ধেনু-খুরোদ্ধত রেণু পরিপ্লুত
ফুল্ল-সরোরুহ-দামা।
অচির-বিকস্বর- লসদিন্দীবর-
মণ্ডল-সুন্দর-ধামা ॥
কল-মুরলী-রুতি- কৃত-তাবক-রতি-
রত্র দৃগন্ত-তরঙ্গী।
চারু-সনাতন— তনুরনুরঞ্জন-
কারি-সুহৃদ্‌গণ-সঙ্গী ॥ ২৪ ॥

শরৎকালীয়-মহারাস

কেদার

মণ্ডিত-হল্লীষক-মণ্ডলাং।[১]
নটয়ন্‌ রাধাঞ্চল-কুণ্ডলাং ॥
নিখিল-কলা-সম্পদি পরিচয়ী।
প্রিয়সখি পশ্য নর্টতি মুরজয়ী ॥ ধ্রু ॥

মুহুরান্দোলিত-রত্ন-বলয়ং।
সনয়ন-বলয়ং কর-কিশলয়ং ॥
গতি-ভঙ্গিভিরবশীকৃত-শশী।
স্থগিত-সনাতন-শঙ্কর-বশী ॥ ২৫ ॥

ধানশী

কোমল-শশি-কর- রম্য-বনান্তর
নির্ম্মিত-গীত-বিলাস।
তূর্ণ-সমাগত- বল্লব-যৌবত-
বীক্ষণ-কৃত-পরিহাস ॥
(জয় জয়) ভানু-সুতা-তট- রঙ্গ-মহানট
সুন্দর নন্দকুমার।
শরদঙ্গীকৃত- দিব্য-রসাবৃত-
মঙ্গল-রাসবিহার ॥ ধ্রু ॥
গোপী-চুম্বিত্ত রাগকরম্বিত-
মান-বিলোকন-লীন।
গুণবর্গোন্নত- রাধা-সঙ্গত
সৌহৃদ-সম্পদধীন ॥

প্রতিবিম্বচ্ছলে তোমার কপোলযুগলের শরণ গ্রহণ করিয়াছে। (পক্ষান্তরে সনাতন গোস্বামীর শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের কৌস্তুভরত্ন)।

[২৪] সুন্দরি দেখ, তরুণী-নয়নের তাপ বিনাশন, হাস্য সুধাঙ্কুর সুশোভন, মন্দ পবনে চঞ্চল ও সমুজ্জ্বল শিখিপুচ্ছমৌলি, মনোহর বিহরণশীল বনমালী আসিতেছেন। দিবাবসানে গৃহাগমন সময়ে তাঁহার নব নব বিভ্রম প্রকাশিত হয়। ধেনুখুরোদ্ধত ধূলিজালে তাহার প্রফুল্ল পঙ্কজমাল্য পরিপ্লুত হইয়াছে। অচিরবিকসিত নীলোৎপলপুঞ্জের মত সুন্দর তাঁহার দেহ। মুরলীর কলধ্বনিতে তোমাকে আনন্দ দানপূর্ব্বক তিনি বারবার তোমার প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতেছেন। সেই সুন্দর সনাতন তনু শ্রীকৃষ্ণ (পক্ষান্তরে সনাতন গোস্বামীর আনন্দদাতা) অনুরক্ত সুহৃদ্‌গণকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন।

[২৫] প্রিয় সখি দেখ, হল্লীষক মণ্ডলে চঞ্চলকুণ্ডলা শোভাময়ী শ্রীরাধাকে নাচাইয়া নিখিল কলাসম্পদে সমৃদ্ধ মুরারি নৃত্য করিতেছেন। নৃত্যের তালে তালে তাঁহার রত্নবলয় আন্দোলিত হইতেছে। এবং নয়নের সঙ্গে কর-কিশলয়ও বিবিধ ভঙ্গী প্রকাশ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য দর্শনে চন্দ্র রসবিহ্বল, যোগীশ্বর সনাতন (পক্ষে সনাতন কবি) এবং শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়াছেন।

শ্রীপাদ সনাতন বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভে বলিয়াছেন—

(১) নর্ত্তকীভিরনেকাভির্মণ্ডলে বিচরিষ্ণুভিঃ।
যত্রৈকো নৃত্যতি নটস্তদ্‌বৈ হল্লীষকং বিদুঃ ॥
তদেবেদং তালবন্ধ-গতিভেদেন ভূয়সা।
রাসঃ স্যান্ন স নাকেঽপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভুবি ॥

মণ্ডলাকারে নৃত্যপরায়ণা অসংখ্য নর্ত্তকীর মধ্যে যদি একজন নট নৃত্য করে, তাহা হইলে সেই নৃত্য হল্লীষক নামে অভিহিত হয়। এই হল্লীষক নৃত্য বিবিধ তালবন্ধ এবং বহুবিধ গতি সমন্বিত হইলে তবেই তাহা রাসনৃত্য হইবে। এই নৃত্য স্বর্গেও দুর্লভ, মর্ত্ত্যে তো বহু দূরে।

বচনামৃত- পান-মদাহৃত-
বলয়ীকৃত-পরিবার।
সুর-তরুণীগণ- মতি-বিক্ষোভণ-
খেলন-বল্গিত-হার॥
অম্বু-বিগাহন- নন্দিত-নিজ-জন-
মণ্ডিত- যমুনাতীর।
সুখ-সম্বিদ্‌ঘন পূর্ণ-সনাতন
নির্ম্মল-নীল-শরীর॥ ২৬॥

বসন্তলীলা

তথারাগ

অভিনব-কুট্মল- গুচ্ছ-সমুজ্জ্বল-
কুঞ্চিত-কুন্তল-ভার।
প্রণয়ি-জনেরিত- বন্দন-সহকৃত-
চূর্ণিত-বর-ঘন-সার॥
জয় জয় সুন্দর নন্দ-কুমার।
সৌরভ-সঙ্কট- বৃন্দাবন-তট-
বিহিত-বসন্ত বিহার॥ ধ্রু॥
অধর-বিরাজিত- মন্দতর-স্মিত-
রোচিত-নিজ-পরিবার।
চটুল-দৃগঞ্চল- রচিত-রসোচ্ছল-
রাধা-মদন-বিকার॥
নিজ বল্লব-জন- সুহৃৎ সনাতন
গতি-বল্গিত-মণিহার।
ভুবন-বিমোহন মঞ্জুল-নর্ত্তন-
চিত্ত-বিহরদবতার॥ ২৭॥

তথারাগ

কেলি-রস-মাধুরী- তাতিভিরতিমেদুরী
কৃত-নিখিল-বন্ধু-পশুপালং।
হৃদি বিধৃত-চন্দনং স্ফুরদরুণ-বন্দনং
দেহ-রুচি-নিৰ্জ্জিত-তমালং॥
সুন্দরি মাধবমবকলয়ালং।
মিত্র-করলোলয়া রত্নময়-দোলয়া
চলিত-বপুরতিচপলমালং॥ ধ্রু॥
ব্রজ-হরিণ-লোচনা রচিত-গোরোচনা-
তিলক-রুচি-রুচিরতর-ভালং॥
স্মিত-জনিত-লোভয়া বদন-শশি শোভয়া
বিভ্রমিত-নবযুবতি-জালং॥

[২৬] যমুনাতট রঙ্গভূমির নট শিরোমণি সুন্দর নন্দকুমার তোমার জয় হউক। তুমি শরৎকালকে ধন্য করিয়া দিব্য রসাবৃত (অপ্রাকৃত রসগূঢ়) মঙ্গলজনক রাসলীলার অনুষ্ঠানে মাতিয়াছ। কোমল শশিকর-রমণীয় বনান্তর মুরলীগানে মুখর করিয়া (গীতিমুগ্ধা) সত্বরসমাগতা ব্রজযুবতীবৃন্দকে দেখিয়া পরিহাস করিয়াছ। বিবিধ রাগ আলাপে নিপুণ হে গোপীজনচুম্বিত, তাহাদের অন্তর মানে মলিন দেখিয়া (শ্রীরাধাকে) লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছ। এবং গুণগণবরেণ্যা শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া তাহার প্রেমে অধীনতা স্বীকার করিয়াছ। গোপীগণেরবচনামৃত পানে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের গর্ব্ব দূরীকরণ করিয়াছ। সমীপাগতা তাহারা তোমাকে বেষ্টন করিয়াছে। সুরতরুণীগণের মতিবিক্ষোভন রাসনৃত্য তোমার বক্ষো-হারকে ছন্দিত করিয়াছে। যমুনাতীর আলোকিত করিয়া নিজ জন গোপীগণকে আনন্দদানের জন্য জলক্রীড়া করিয়াছ। হে নির্ম্মলনীলতনু তুমি পূর্ণ সনাতন চিদানন্দবিগ্রহ। (পক্ষান্তরে সনাতন গোস্বামীর চিদানন্দদাতা)।

[২৭] হে সুন্দর নন্দকুমার, কুসুমগন্ধে আমোদিত এই বৃন্দাবনতটে তোমার বসন্তবিহারের জয় হউক। বিকাশোন্মুখ অভিনব কুসুমকোরকগুচ্ছে সমুজ্জ্বল তোমার কুঞ্চিত কেশকলাপ, প্রণয়িজননিক্ষিপ্ত কর্পূরচূর্ণমিশ্রিত বন্দন (ফাগু) পুঞ্জে অনুরঞ্জিত তোমার দেহ। তোমার অধরের মধুর মৃদু হাসি গোপীগণকে আনন্দিত করিতেছে, এবং রসোচ্ছল চটুল কটাক্ষ শ্রীরাধাকে প্রেমবিহ্বলা করিয়াছে। তোমার ভুবনবিমোহন সুমধুর নটনভঙ্গীতে বক্ষের মণিহার এদিকে ওদিকে দুলিতেছে। অনুগত স্বজনগণের সনাতনবান্ধব তুমি, তাহাদের চিত্তবিহারী তোমার অবতার। (পক্ষান্তরে সনাতন গোস্বামীর অন্তর [illegible] সুহৃদ্‌ তুমি)।

নর্ম্মনয়-পণ্ডিতং পুষ্পচয়-মণ্ডিতং
রমণমিহ বক্ষসি বিশালং।
প্রণত-ভয়-শাতনং প্রিয়মধি সনাতনং
গোষ্ঠ-জন-মানস-মরালং॥ ২৮॥

সুবলো রণয়তি ঘন-করতালীং
জিতবানিতি বনমালী।
ললিতা বদতি সনাতন-বল্লভ-
মজয়ত পশ্য মমালী॥ ২৯॥

হোরীলীলা

বসন্ত

বিহরতি সহ রাধিকয়া রঙ্গী।
মধু-মধুরে বৃন্দাবন-রোধসি
হরিরিহ হর্ষ-তরঙ্গী॥ ধ্রু॥
বিকিরতি যন্ত্রেরিত মঘবৈরিণি
রাধাকুঙ্কুম-পঙ্কম্।
দয়িতাময়মপি সিঞ্চতি মৃগমদ
রস-রাশিভিরবিশঙ্কম্॥
ক্ষিপতি মিথো যুব- মিথুনমিদং নব-
মরুণতরং পটবাসম্।
জিতমিতি জিতমিতি মুহুরভিজল্পতি
কল্পয়দতনু-বিলাসম্॥

তথারাগ

মধুরিপুরদ্য বসন্তে।
খেলতি গোকুল- যুবতিভিরুজ্জ্বল-
পুষ্প-সুগন্ধি-দিগন্তে॥ ধ্রু॥
প্রেম-করম্বিত- রাধা-চুম্বিত-
মুখ-বিধুরুৎসবশালী।
ধৃত-চন্দ্রাবলি- চারু-করাঙ্গুলি-
রিহ নব-চম্পক-মালী॥
নব-শশিরেখা লিখিত-বিশাখা-
তনুরথ ললিতা-সঙ্গী।
শ্যামলয়াঞ্চিত- বাহুরুদঞ্চিত-
পদ্মা-বিভ্রম-রঙ্গী॥
ভদ্রা-লম্বিত- শৈব্যোদীরিত-
রক্ত-রজোভরধারী।
পশ্য সনাতন- মূর্ত্তিরয়ং ঘন-
বৃন্দাবন-রুচিকারী॥ ৩০॥

[২৮] সুন্দরি শ্রীরাধে, তুমি মাধবকে অবলোকন কর, (আঁখি মেলিয়া চাহিয়া দেখ) মিত্রগণের কর-চালিত রত্নময় দোলায় তিনি দুলিতেছেন। দেহের সঙ্গে মাল্যও দুলিতেছে। তিনি ক্রীড়ারসমাধুর্য্য বিস্তারে বন্ধু পশুপালকগণের অন্তর আনন্দে স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার চন্দনাক্ত হৃদয় এবং তমালনিন্দিত দেহকান্তি ফাগুর রঙে অরুণ বর্ণ ধারণ করিয়াছে। মৃগনয়না ব্রজাঙ্গনাগণের রচিত গোরোচনার তিলকে তাঁহার সুন্দর ললাট অধিকতর সুন্দর হইয়াছে। তাঁহার বদনচন্দ্রে সুশোভিত স্মিত হাস্যের লোভে ব্রজের নবযুবতীমণ্ডলীর চিত্তবিভ্রম ঘটিয়াছে। সেই বিশালবক্ষ কেলিকৌশল সুনিপুণ শ্রীরাধারমণের দেহ পুষ্পালঙ্কারে শোভা পাইতেছে। সেই সর্ব্বজনপ্রিয় সনাতন শ্রীকৃষ্ণ প্রণতজনের ভয়হারী এবং ব্রজবাসিগণের (হৃদয়রূপ) মানস সরোবরের রাজহংস। (পক্ষান্তরে সনাতন গোস্বামীর আশ্রয়স্থল)।

[২৯] বসন্তসমাগমে মধুময় কালিন্দীতীরে হর্ষতরঙ্গায়িত চিত্ত কেলিনিপুণ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত বিহার করিতেছেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের (শ্যাম) অঙ্গে পিচ্‌কারী দ্বারা কুঙ্কুম মিশ্রিত (পীত, কাঞ্চনাভ) বারিধারা বর্ষণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণও নিঃশঙ্ক চিত্তে শ্রীরাধার গৌর দেহ মৃগমদবারিরাশিতে অভিসিঞ্চিত করিয়া দিতেছেন। কিশোরকিশোরীযুগল উভয়ে উভয়ের অঙ্গে লোহিততর নবনব গন্ধচূর্ণ নিক্ষেপপূর্ব্বক বারম্বার জিতিয়াছি জিতিয়াছি এই উচ্চ কোলাহলে মদনমদে মাতিয়া উঠিতেছেন। সখা বনমালী জিতিয়াছে বলিয়া সুবল ঘন ঘন করতালি বাজাইতেছে। ললিতা বলিতেছেন এই দেখ আমার সখী চিরপ্রিয় বল্লভকে (পক্ষান্তরে সনাতন গোস্বামীর বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে) পরাজিত করিয়াছেন।

[৩০] পুষ্পবাসিত উজ্জ্বল দশদিক; বসন্তে আজ মধুরিপু গোকুলযুবতীগণের সঙ্গে ক্রীড়ারত। প্রেমমত্তা শ্রীরাধা তাঁহার বদনচন্দ্রে চুম্বন করায় তিনি উৎসবে মাতিয়াছেন। নবচম্পকমাল্যভূষিত

তথারাগ

ঋতু-রাজার্পিত-তোষ-তরঙ্গম্।
রাধে ভজ বৃন্দাবন-রঙ্গম্॥
মলয়ানিল-গুরু-শিক্ষিত-লাস্যা।
নর্তৃতি লতাবলিরুজ্জ্বল-হাস্যা॥
পিক-তর্তিরিহ বাদয়তি মৃদঙ্গম্।
পশ্যতি তরুকুলমঙ্কুরদঙ্গম্॥
গায়তি ভৃঙ্গ-ঘটাদ্ভুত-শীলা।
মম বংশীব সনাতন লীলা॥ ৩১॥

তথারাগ

নিপততি পরিতো বন্দন-পালী।
তং দোলয়তি মুদা সুহৃদালী॥
বিলসতি দোলোপরি বনমালী।
তরল-সরোরুহ-শিরসি যথালী॥ ধ্রু॥
জনয়তি গোপী-জন-করতালী।
কাপি পুরো নৃত্যতি পশুপালী॥
অয়মারণ্যক-মণ্ডন-শালী।
জয়তি সনাতন-রস-পরিপালী॥ ৩২॥

শ্রীরাধার অর্দ্ধ বাহ্যদশায় প্রলাপ

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ
ক্ব শিখি-চন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ।
ক্ব মন্দ্র-মুরলী-রবঃ
ক্ব নু সুরেন্দ্র-নীলদ্যুতিঃ॥
ক্ব রাস-রস-তাণ্ডবী
ক্ব সখি জীব-রক্ষৌষধিঃ।
নিধির্ম্মম সুহৃত্তমঃ
ক্ব তব হন্ত হা ধিগ্বিধিং॥ ৩৩॥

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার দশা বর্ণন

গান্ধার

কুর্ব্বতি কিল কোকিলকুল
উজ্জ্বল-কল-নাদং।
জৈমিনিরিতি জৈমিনিরিতি
জল্পতি সবিষাদং॥

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর সুন্দর করাঙ্গুলি ধারণ করিয়াছেন। ললিতার সঙ্গে বিরাজিত থাকিয়া তিনি বিশাখার অঙ্গবিশেষে (নিজ করনখরে) চন্দ্ররেখ অঙ্কিত করিয়া দিতেছেন। শ্যামলা তাঁহার বাহু ধারণ করিয়াছেন। পদ্মাকে বিলাসোৎসুকী দেখিয়া তিনি কৌতুক বোধ করিতেছেন। ভদ্রা এবং শৈব্যা তাঁহাকে লোহিত গন্ধচূর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনের নিবিড় অনুরাগী সনাতন শ্রীকৃষ্ণকে দেখ। (পক্ষে সনাতন গোস্বামীর শরণ্য কৃষ্ণকে দেখ)।

৩১ রাধে, ঋতুরাজার্পিত আনন্দ তরঙ্গায়িত বৃন্দাবনরঙ্গ (বিলাস) অঙ্গীকার কর। (দেখ), মলয়ানিলের নিকট লাস্য (নৃত্য বিশেষ) শিখিয়া (পুষ্পরূপ) হাস্যসমুজ্জ্বল লতাগুলি নাচিতেছে। (তাহার সঙ্গে তাল রাখিয়া) কোকিলকুল (কলঝঙ্কারে) মৃদঙ্গধ্বনি করিতেছে। আর (অঙ্কুরচ্ছলে) রোমাঞ্চিত তরুকুল (ঐ সমস্ত নৃত্যাদি) দেখিতেছে। অদ্ভুত চরিত্র অলিকুল সনাতন লীলা (চিরন্তন লীলা কুশল, পক্ষান্তরে সনাতন বর্ণিত লীলাকারী) আমার বংশীর মত গান করিতেছে।

৩২ (সখীগণ) চতুর্দ্দিক হইতে ফাগচূর্ণ বর্ষণ করিতেছে। আনন্দিত বন্ধুগণ শ্রীকৃষ্ণকে (হিন্দোলে) দোলাইতেছেন। দোলায় বিরাজিত বনমালী, যেন চঞ্চল পদ্মের উপর ভ্রমরের মত শোভা পাইতেছেন। গোপীগণের করতালী তাঁহার কৌতুক সৃষ্টি করিতেছে। কোন গোপী তাঁহার সম্মুখে নাচিতেছেন। আরণ্যক মণ্ডনে (বন্য পুষ্প পত্র, গুঞ্জা, ময়ূরপুচ্ছাদিতে) সুশোভিত চিরন্তন আনন্দের (পক্ষান্তরে সনাতন গোস্বামীর) পরিপোষক শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক।

৩৩ (সেই) নন্দকুল চন্দ্রমা কোথায়? শিখিপুচ্ছবিভূষণ কোথায়? মন্দ্রমুরলীবাদনকারী কোথায়? (সেই) ইন্দ্রনীলমণির কান্তিধারী কোথায়? রাস-রসতাণ্ডবী (রাসমণ্ডলে রসপ্রমত্ত নৃত্যশীল) কোথায়? সখি আমার জীবনরক্ষার মহৌষধি কোথায়? আমার অমূল্য রত্ন, তোমার সুহৃদশ্রেষ্ঠ কোথায়? হায় বিধি তোরে ধিক্।

মাধব তব বিয়োগ তমসি
নিপপাত রাধা।
বিধুর-মলিন- মূর্ত্তিরধিক-
সমাধিরূঢ়-বাধা ॥
নীল-মলিন- মাল্যমহহ
বীক্ষ্য পুলক-বীতা।
গরুড় গরুড় গরুড়েত্যভি-
রৌতি পরম-ভীতা ॥
লম্ভিত মৃগ- নাভিমগুরু-
কর্দ্দম-মনুদীনা।
ধ্যায়তি শিতি- কণ্ঠমপি
সনাতনমনুলীনা ॥ ৩৪ ॥*

স্বপ্নে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন

রাজপুরাদ্ গোকুলমুপযাতম্।
প্রমদোন্মাদিত-জননী-তাতম্ ॥
স্বপ্নে সখি পুনরদ্য মুকুন্দম্।
আলোকয়মবতংসিত-কুন্দম্ ॥
পরম-মহোৎসব-ঘূর্ণিত-ঘোষম্।
নয়নেঙ্গিত-কৃত-মৎপরিতোষম্ ॥
নব-গুঞ্জাবলি-কৃত-পরভাগম্।
প্রবল-সনাতন সুহৃদনুরাগম্ ॥ ৩৫ ॥

মল্লার

পত্রাবলিমিহ মম হৃদি গৌরে।
মৃগমদ-বিন্দুভিরর্পয় শৌরে ॥
শ্যামল সুন্দর বিবিধ-বিশেষং।
বিরচয় বপুষি মমোজ্জ্বল-বেশং ॥ ধ্রু ॥
পিঞ্ছ-মুকুট মম পিঞ্ছ-নিকাশং।
বরমবতংসয় কুন্তল-পাশং ॥
অত্র সনাতন শিল্প-লবঙ্গং।
শ্রুতি-যুগলে মম লম্ভয় সঙ্গং ॥ ৩৬ ॥
[৫৫৪]

* ছন্দোবিশ্লেষণ—
৬+৬+৬+৪ মাধব তব। বিয়োগ তম-। সি নিপপাত। রাধা।
৬+৬+৬+৪ ধ্যায়তি শিতি। কণ্ঠমপি স-। নাতনমনু। লীনা ॥

[৩৪]মাধব, তোমার বিরহরূপ দারুণ অন্ধকারে রাধা নিপতিতা হইয়াছেন। তাঁহার বেদনাকাতর মলিন দেহ অধিকতর বলবতী পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। কোকিলকুল মধুর কলনাদ করিলে (অশনি পতন আশংকায়) তিনি বিষাদে 'জৈমিনি' 'জৈমিনি' উচ্চারণ করিতেছেন। নীলোৎপলের মালা দেখিয়া (কৃষ্ণসর্প ভাবিয়া) রোমাঞ্চিত দেহে অত্যন্ত ভয়ে রোদন করিতে করিতে রাধা গরুড় গরুড় বলিয়া ডাকিতেছেন, মৃগনাভিমিশ্রিত অগুরু চন্দন দর্শনে কাতরা হইয়া তিনি সনাতন (শ্রীকৃষ্ণচিন্তা) লীলায় তন্ময় হইয়াও (মৃগনাভির শ্যামবর্ণ সাদৃশ্যে কন্দর্পভ্রমে) মহাদেবের ধ্যান করিতেছেন।

[৩৫]সখি, আজ আবার স্বপ্নে মুকুন্দকে দেখিলাম, কর্ণে তাঁহার কুন্দপুষ্প। তিনি যেন মথুরা হইতে গোকুলে আসিয়াছেন, এবং পিতামাতাকে আনন্দে অধীর করিয়া তুলিয়াছেন। (তাঁহার আগমনে) গোপগণ পরম মহোৎসবে মাতিয়াছে। তিনি যেন নয়নভঙ্গীতে আমার পরিতোষ বিধান করিতেছেন। নব গুঞ্জাবলী যেন তাঁহার সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ বিধান করিয়াছে। (বুঝিলাম) সুহৃদগণের উপর তাঁহার প্রবল অনুরাগ চিরস্থায়নী।

[৩৬]হে শৌরে, আমার গৌরবর্ণ বক্ষঃস্থলে মৃগমদবিন্দু দিয়া পত্রাবলী আঁকিয়া দাও। শ্যামসুন্দর, আমার অঙ্গে বিবিধরূপ উজ্জ্বল বিশেষ বিশেষ বেশ রচনা কর। হে ময়ূরপুচ্ছবিভূষণ, ময়ূরপিঞ্ছ সদৃশ আমার দীর্ঘ কেশকলাপ সুন্দর কুসুমদামে সাজাও। সনাতন, (শ্রীকৃষ্ণ) আমার কর্ণযুগল লবঙ্গপুষ্পে অলংকৃত করিয়া তোমার শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় জানাও।

বসু রামানন্দ

নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ

পঠমঞ্জরী

নাচয়ে চৈতন্য চিন্তামণি।
বুক বাহি পড়ে ধারা মুকুতা গাঁথনি॥
প্রেমে গদগদ হৈয়া ধরণী লোটায়।
হুহুঙ্কার দিয়া খেনে উঠিয়া দাঁড়ায়॥
ঘন ঘন দেন পাক উর্দ্ধবাহু করি।
পতিত জনারে পহুঁ বোলায় হরি হরি॥
হরিনাম করে গান জপে অনুক্ষণ।
বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ॥
অপার মহিমাগুণ জগজনে গায়।
বসু রামানন্দে তাহে প্রেমধন চায়॥ ১॥

মঙ্গল

চৌদিকে গোবিন্দধ্বনি শুনি পহুঁ হাসে।
কম্পিত-অধরে গোরা গদগদ ভাষে॥
ভালি রে গৌরাঙ্গ নাচে সঙ্গে নিত্যানন্দ।
অবনী ভাসিল প্রেমে গায় রামানন্দ॥
মুরারি মুকুন্দ নাচে হের আইস বলি।
তোমা সবার গুণে কাঁদে পরাণ-পুতলী॥
আর যত ভক্তবৃন্দ আনন্দে বিভোর।
বসু রামানন্দ তাহে লুবধ চকোর॥ ২॥

পাহিড়া

আরে মোর গৌরকিশোর।
স্বরূপের কান্ধে পহুঁ ভুজযুগ আরোপিয়া
নবমী দশায় ভেল ভোর॥ ধ্রু॥
পড়িয়া ক্ষিতির পরে মুখে বাক্য নাহি সরে
সাহসে পরশে নাহি কেহ।
সোনার গৌরহরি কহে হায় মরি মরি
তম্বুক দোসর ভেল দেহ॥
থির নয়ন করি মথুরার নাম ধরি
রোয় পঁহু হা নাথ বলিয়া।
বসু রামানন্দ ভণে গৌরাঙ্গ এমন কেনে
না বুঝিনু কিসের লাগিয়া॥ ৩॥

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

বিভাস

রোহিণী বহিনী গো
যাদু আমার বিছানা হইতে হারা।
পরাণ পুতলি ধন দুটি আঁখির তারা॥
তিলে তিনবার খায় এ খীর নবনী।
এ দুখে কেমনে জীয়ে মায়ের পরাণী॥
যারে পুছি সে বলে যাদব নাহি হেথা।
কি করিব কিবা হৈল আর যাব কোথা॥
বসু রামানন্দে বলে শুন নন্দরাণী।
কদম্বের তলে খেলে তোমার যাদুমণি॥ ৪॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

তথারাগ

তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী।
পাছে লোক মাঝে মোর হয় জানাজানি॥
শাওন মাসের দে রিমিঝিমি বরিখে
নিন্দে তনু নাহিক বসন।
শ্যাম বরন এক— পুরুষ আসিয়া মোর
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন॥
বলি সুমধুর বোল— পুন পুন দেই কোল
লাজে মুখ রহিলুঁ মোড়াই।
আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন
বলে কিনা যাচিয়া বিকাই॥
চমকি উঠিয়া জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিনু সেহ নহে সতি।
আকুল পরাণ মোর দুনয়নে বহে লোর
কহিলে কে যায় পরতীতি॥

কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিণী
কত রঙ্গ ভঙ্গিমা চালায়।
কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে
কেন বিধি চিয়াইল তায়॥ ৫॥

ধানশী

হেদে লো পরাণ সই মরম তোমারে কই
সাঁজের বেলা গিয়াছিলাম জলে।
নন্দের নন্দন কানু করে লৈয়া মোহন বেণু
দাঁড়ায়্যা রয়্যাছে তরু মূলে॥
না চাহিলাম তরু মূলে ভরমে নামিলাম জলে
ভরি জল কলসী হিলায়্যা।
শ্রবণে দংশিল বাঁশী অন্তরে রহিল পশি
মর‍্যা ছিলাম মন মুরছিয়া॥
একই নগরে থাকি তারে কভু নাহি দেখি
সে কভু না দেখয়ে আমারে।
হাম কুলবতী রামা সে কেমনে জানে আমা
কোন সখী কৈয়া দিল তারে॥
সঙ্গে ননদিনী ছিল সেহ তারে দেখি আইল
প্রাণ মোর কাঁপে সেই ডরে।
বসু রামানন্দের বাণী শুন রাধা বিনোদিনী
সে কি সতী বোলাইতে পারে॥ ৬॥

মলুঁ মলুঁ শ্যাম অনুরাগে।
কি মধুর মনোহর মুরতি নব কৈশোর
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥
জীতে পাসরিতে নারি বল না কি বুদ্ধি করি
কি শেল রহল মোর বুকে।
বাহির হৈয়া নাহি যায় টানিলে না বাহিরায়
অন্তরে জ্বলয়ে ধিকে ধিকে॥
চরণে চরণ থুঞা অধরে মুরলী লৈয়া
দাঁড়াইয়া তেরছ নয়ানে।
অঙ্গুলি লোলাইয়া শ্যাম কি জানি কি দেখাইল
সে কথা পড়য়ে সদা মনে॥
কিছু নাহি সহে গায় কেবা পরতীত যায়
তিলে প্রাণ তিন ঠাঞি ধরি।
বসু রামানন্দের বাণী দিবা নিশি নাহি জানি
গোপতে গুমরি মরি মরি॥ ৭॥

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী

ভাটিয়ারি

এনা কথা তোমারে শুনাই।
(তোমার) প্রেম বিনু আকুল কানাই॥
নিকুঞ্জ কুসুম রম্য স্থল সুশীতল।
নব-কিসলয় তাহে—শিরীষের দল॥
সরসিজ শয়নে শুতল শ্যাম-অঙ্গ।
অনুখন লেপই মলয়জ পঙ্ক॥
উপরে কমল দল পরশিল নয়।
মদন অনল তাপে সেহো ধূলি হয়॥
আঁখি ঠারে কহে কথা সঘন নিশ্বাস।
কেবল আছয়ে তোমা দেখিবার আশ॥
বিলম্ব না কর ধনি কানু দেখসিয়া।
তোমারে দেখিলে কানু বসিবে উঠিয়া॥
আর যত ব্রজবাসী সবার আনন্দ।
দুখানি চরণ ধরে বসু রামানন্দ॥ ৮॥

বালা ধানসী

কি কহব এ সখী কানুক চরিত।
যত যত বুঝাইয়ে না শুনয়ে রীত॥
তুয়া রূপে ভোরি জপয়ে তুয়া নাম।
তুয়া লাগি মাধব ছোড়ব প্রাণ॥
তুহুঁ ধনী উনমত ভাবে বিভোর।
নাহি জান কানুক নাহিক দুখ ওর॥
গুরু কুল গৌরব ভয়ে রহ ঘরে।
বসু রামানন্দ কি বলিবে তোরে॥ ৯॥

যুগল-রূপ

কাফি

তরু মূলে ললিত ত্রিভঙ্গ তমাল তনু
বামে বিরাজিত রাই।
দুহুঁ এক তনু মন নিবিড় আলিঙ্গন
কাঞ্চনে রতন মিশাই॥

মেলরজ মিলিত যমনা-জল সশীতল
বংশী-বট নিরমাণ।
নিকটহি নীপ সবহ‍ু তর‍ু কুস‍ুমিত
কোকিল ভ্রমর কর‍ু গান॥
একে নব জলধর কোরে বিজ‍ুরি থির
স‍ুন্দর বিহি নিরমাণ।
কহে বস‍ু রামানন্দ হেরি মনমথ ধন্দ
আবেশে প‍ুরল পাঁচবাণ॥
॥ ১০ ॥

মান

স‍ুহই

রাধিকার মান ব‍ুঝিয়া নাগর
কপট করিয়া কান্দে।
পরিচয় দিই শ‍ুন বিনোদিনী
বিষাদ করো না রাধে॥
কহি সত্য বাণী শ‍ুন বিনোদিনী
বনে গেলাম নিশিশেষে।
বলাই দাদার সনে করি মধ‍ুপানে
আসিতে লাগিল দিশে॥
কোন দিগে যাই কোন দিগে চাই
সত্য কহি বিনোদিনী।
চন্দ্রাবলীর বাসে আসিয়া আছিন‍ু
কিছ‍ুই নাহিক জানি॥
একাসনে ছিন‍ু কিছ‍ু না জানিন‍ু
মধ‍ু মদালসে আন্ধী।
তোমার সহিতে নিকুঞ্জে আসিয়া
ঘ‍ুচিল মনের ধান্ধা॥
চতুরালি শ‍ুনি কাঁপে বিনোদিনী
অর‍ুণ হইল নয়নে।
বস‍ু রামানন্দে কিবা সে আনন্দে
এমন হইল কেনে॥ ১১ ॥

আক্ষেপান‍ুরাগ

নন্দের নন্দন সনে
দোষী নহে কোন জনে
গোকুলে কে আছে হেন নারী।
হায় হায় অভাগিনী
হৈন‍ু কুল কলঙ্কিনী
কহিতে নয়নে বহে বারি॥
আনের যে অপযশ
কহিতে শ‍ুনিতে দোষ
আছে হেন বিধির বিধান।
আমার কলঙ্ক যত
গান করে ভাগবত
ফ‍ুকারই বেদাদি প‍ুরাণ॥
কেহ গাহে ধীরে ধীরে
কেহ গাহে উচ্চস্বরে
কেহ বা জপয়ে মনে মনে।
এমন শ‍ুনেছ কোথা
আমার অদ্ভুত কথা
গ‍ুর‍ু দেয় শিষ্যের শ্রবণে॥
আমার কথায় রবে যে
আমার মত হবে সে
বসিয়া কহিন‍ু ব‍ৃন্দাবনে।
বস‍ু রামানন্দ স‍ুখে
বচন না স্ফ‍ুরে ম‍ুখে
ধারা বহে য‍ুগল নয়নে॥ ১২।

কুঞ্জভঙ্গ

প্রাণনাথ কি আজ‍ু হৈল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল॥
ম‍ৃগমদ চন্দন বেশ গেল দ‍ূর।
নয়নের কাজর গেল সিঁথার সিন্দ‍ূর॥
যতনে পরাহ মোরে নিজ আভরণ।
সঙ্গেতে লইয়া চল বঙ্কিম লোচন॥
তোমার পীতবাস আমারে দাও পরি।
উভ করি বান্ধ চ‍ূড়া আউলায়্যা কবরী॥
তোমার গলের বনমালা দাও মোর গলে।
মোর প্রিয় সখা কৈও স‍ুধাইলে গোকুলে॥
বস‍ু রামানন্দ ভণে এমন পীরিতি।
ব্যাঘ্র হরিণে যেন তোমার বসতি॥ ১৩॥

শ্রীরাধার শ্যামরূপ ধারণ

করুণা-শ্রী

বঁধু আজু বনাহ বেশ আপন সমান।
চিহ্নিতে না পারে যেন রাধা হৈল শ্যাম॥ ধ্রু॥
কপালে পরিব ফোঁটা বান্ধহ বিনাদ ঝুঁটা
তাহে দেহ ময়ূরের পাখ।
মুরলী লইয়া করে গাইব পঞ্চম-স্বরে
যুবতি মুরুছে লাখে লাখ॥
পরিব পিয়ল ধড়া তায় দিয়া তিন বেড়া
মৃগমদে ডুবাইব অঙ্গ।
নূপুর পরিব পায় ধ্বনি যেন দূরে যায়
চলিব তোমার মত ভঙ্গ॥
যাইব যমুনাতটে ঠেকা দিব বংশীবটে
পদ থুঞা পদের উপরে।
বসু রামানন্দে রটে যেহি বোল সে হি বটে
এখনি চিহ্নিব রামেশ্বরে॥ ১৪॥

গোষ্ঠ

সুহই

ভাল শোভা ময়ূরের পাখে।
চূড়ায় বকুলমাল অলি লাখে লাখে॥
উজলি ভাণ্ডীর তল বসিয়াছে কানু।
শ্রীদাম করে পদসেবা সুবল রাখে ধেনু॥
পত্রে ছত্র করি ধরে ভায়্যা বলরাম।
বসনে বীজন করে প্রিয় বসুদাম॥
কেহো নাচে কেহো গায় কানাই বলি ডাকে।
অনিমিখ হঞা কেহো চান্দমুখ দেখে॥
ধবলী শ্যামলী রহে মুখ পানে চাঞা।
মন্দ মন্দ বায়ে কানাইর উঁড়িছে বরিহা॥
কেহো জল কেহো ফল আনিঞা জোগায়।
বসু রামানন্দ দাস আনুগতি চায়॥ ১৫॥

মাথুর

তুড়ি

আওত পবন মলয়গিরি হোতহি
চলত গরল করি সঙ্গে।
পুরুষ কোকিলবর গাওত সুমধুরে
মাতি খেলত এহি রঙ্গে॥
সজনি বিরহিণীকো বধ লাগি।
প্রকাশ করই সব একঠাম হোয়হি
দ্বিগুণ দুখ তহি জাগি॥
ষট্পদগণ মাতি ঝঙ্কার করয়ে অতি
মঝু মন বিন্ধই তাই।
বিরস করই তাহে চেতন নাহিক রহে
বহু দুখে চেতন পাই॥
বসু রামানন্দ কহ ক্ষণ এক থির রহ
সব ভাব সমুঝলুঁ হাম।
যো তুয়া হিয় মাহা সকল হইবে তাহা
সুলভে পুরায়ব কাম॥ ১৬॥

ধানশী

তুয়া গুণ গুণিতে গুণিতে।
শুধিতে তোমার ধার জনমিব কত বার
পুন মোরে হবে জনমিতে॥ ধ্রু॥
শোণিত করিয়া কালি কলিজা কাগজ করি
খতে দিলাম নিজ হাতে সহি।
খত রৈল তুয়া হাতে খাতক হৈল নন্দ সুতে
শোধ দিব তুয়া গুণ গাহি॥
খত ছাড়াইতে সুদি ধন নাহি দেন বিধি
ব্যাজ লাগি কি বুদ্ধি করিব।
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি লুটায়্যা মাখিব ধূলি
ইহা বই ব্যাজ কোথা পাইব॥
তোমার লাগিয়া ধনি বৃন্দাবন ছাড়ি আমি
করিব শ্রীনবদ্বীপে বাস।
তুয়া রূপ হৃদে ধরি নাম হবে গৌরহরি
অবশেষে করিব সন্ন্যাস॥
হইব তোমার পারা কাল-বরণ হবে গোরা
তুয়া প্রেম করিব বিস্তার।
বসু রামানন্দ কয় এ বোল উচিত হয়
হৈলে হবে জীবের নিস্তার॥ ১৭॥

রামানন্দ দাস

গৌরচন্দ্র

কামোদ

হরি হরি ঐছে ভাগ্য হোয়ব হামার।
সহচর সঙ্গে রঙ্গে পহুঁ গৌরক
হেরব নদীয়াবিহার॥ ধ্রু॥
সুরধুনীতীরে নটনরসে পহুঁ মোর
করব কীর্ত্তন বিলাস।
সো কিয়ে হাম নয়ান ভরি হেরব
পুরব চির অভিলাষ॥
শ্রীবাসভবনে যব নিজগণ সঙ্গহি
বৈঠব আপন ঠামে।
ডাহিনে নিত্যানন্দ ছত্র ধরি মস্তকে
পণ্ডিত গদাধর বামে॥
তব কোই মোহে লেই তাহা যাওব
হেরব সো মুখচন্দ্র।
পুলকহি সকল অঙ্গ পরিপূরব
পাওব প্রেম-আনন্দ॥
জননী-সম্বোধনে যবে ঘরে আয়ব
করবহুঁ ভোজন পান।
রামানন্দ আনন্দে তবহুঁ নেহারব
সফল করব দুনয়ান॥ ১॥

গান্ধার

দেখ দেখ অদভুত সুন্দর শচীসুত
অপরূপ বিহি নিরমাণ।
ডগমগ হিরণ- কিরণ জিনি তনুরুচি
হরি হরি বোলত বয়ান॥
ভালহি মলয়জ- বিন্দু বিরাজিত
তছুপর অলকা-হিলোল।
কনক সরোজ চাঁদ জনু উজোর
তঁহি বেড়ি অলিকুল দোল॥
দুনয়ন অরুণ কমলদলগঞ্জন
খঞ্জন জিনিয়া চকোর।
যৈছন শিথিল গাঁথল মোতি ফল
তৈছে বহত ঘন লোর॥
নিজ গুণ নাম গান-রস-সায়রে
জগজন নিমগন কেল।
দীনহীন রামা- নন্দ তঁহি বঞ্চিত
কিঞ্চিত পরশ না ভেল॥ ২॥

তুড়ী

দেখত বেকত গৌর অদভুত
উজোর সুরধুনীতীর।
জাম্বুনদ তনু বসন জিনিয়া ভানু
সুন্দর সুঘড় সুধীর॥
ব্রজলীলাগুণ সোঙরি ঘন ঘন
রহই না পারই থির।
পুলকে পূরল তনু ফুটল কদম্ব জনু
ঝর ঝর নয়নক নীর॥
অবিরত ভকত গানরসে উনমত
কম্বুকণ্ঠ ঘন দোল।
পুলকে পূরল জীব শুনি পুন নাচত
সঘনে বোলয়ে হরিবোল॥
দেব দেব অধিদেব জনবল্লভ
পতিতপাবন অবতার।
কলিযুগ কাল- ব্যাল-ভয়ে-কাতর
রামানন্দে কর পার॥ ৩॥

বিভাস

আরে মোর নাচত গৌরকিশোর।
হিরণ কিরণ জিনি ও তনু সুন্দর
দশ দিশ করল উজোর॥ ধ্রু॥
শারদ-চাঁদ জিনি ঝলমল বদনহি
রোচন-তিলক সুভাল।
কুঞ্চিত চারু চিকুর তঁহি লোলত
কমলে কিয়ে অলিজাল॥

নাসা তিলফুল বিম্ব-অধর তল
চুয়ত বিন্দু বিন্দু ঘাম।
তরুণ অরুণ সর- সিজ জিনি লোচন
ধারা বহে অবিরাম॥
গাঁথিয়া আপন গুণ পরকাশি সংকীর্ত্তন
গাওত সহচরবৃন্দে।
খোল করতাল যতন করি সিরজিল
পাষণ্ড দলন অনুবন্ধে॥
অবনীতে অদভুত প্রভু শচীনন্দন
পতিত-পাবন অবতার।
দীনহীন মূঢ়মতি রামানন্দ দাস অতি
পহুঁ মোরে কর ভবপার॥ ৪॥

ধানশী

ভাল ভাল রে নাচে গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়া।
প্রেমে মত্ত হুহুঙ্কারে কলি-কলুষ হরে
পিছে বুলে নিতাই ধরিয়া॥ ধ্রু॥
করতাল মৃদঙ্গ বায় সভে উচ্চস্বরে গায়
মুরারি মুকুন্দ বাসু সঙ্গে।
পদ শুনি গোরারায় ধরণী না পড়ে পায়
প্রেমসিন্ধু উছলে তরঙ্গে॥
পুছে পহুঁ গৌরহরি কহ কহ নরহরি
বামে গদাধর পানে চায়।
প্রিয় গদাধর ধন্য প্রাণ যার শ্রীচৈতন্য
গদাইর গৌরাঙ্গ লোকে গায়॥
স্বরূপ রূপ কাছে আসি কহে দেহ মোহন বাঁশী
ক্ষণে রহে ত্রিভঙ্গ হইয়া।
বচন অমিয়া-রাশি ক্ষণে লহু লহু হাসি
হরি বলে দু-বাহু তুলিয়া॥
জয় জয় দ্বিজমণি উঠিল মঙ্গলধ্বনি
অদ্বৈতের বাঢ়ল আনন্দ।
কাশীশ্বর মহাবলী অদ্বৈত রাখয়ে ধরি
হেরি হরষিত রামানন্দ॥ ৫॥

ধানশী বা কামোদ

কীর্ত্তন রসময় আগম অগোচর
কেবল আনন্দকন্দ।
অখিল লোকগতি ভকতপ্রাণপতি
জয় গৌর নিত্যানন্দচন্দ॥
হেরি পতিতগণ করুণাবলোকন
জগ ভরি করল অপার।
ভবভয়ভঞ্জন দুরিত-নিবারণ
ধন্য শ্রীচৈতন্য অবতার॥
হরিসংকীর্ত্তনে মজিল জগজন
সুর নর নাগ পশু পাখী।
সকল বেদ-সার প্রেম সুধাধার
দেয়ল কাহু না উপেখি॥
ত্রিভুবন-মঙ্গল নামপ্রেমবলে
দূরে গেল কলি আঁধিয়ার।
শমনভবনপথ সবে এক না রোধল
বঞ্চিত রামানন্দ দুরাচার॥ ৬॥

গান্ধার

দ্রাং দ্রিমিকি দ্রিমি মাদল বাজত
কতহু তাল সুতানুয়া।
অখিল ভুবনক নাচ নাচত
শ্রীবাস আদি সভে গানুয়া॥
জানুলম্বিত বাহুযুগল
কলিত কলধৌত ঠানুয়া।
অরুণ অম্বরে ভুবন ডগমগি
যৈছে পাতর ভানুয়া॥
ক্ষণহি কম্পিত ক্ষণহি পুলকিত
ক্ষণহি করযুগ চালনা।
ক্ষণহি উচ করি বলই হরি হরি
পুরুব প্রেমরস পালনা॥
চাঁদ অবধূত ঠাকুর অদ্বৈত
সঙ্গে সহচর মিলিয়া।
দাস রামানন্দ কুলিশ সরসয়ে
দারু দরবিত কেলিয়া॥ ৭॥

সারঙ্গ

সুরধুনীতীরে আজু গৌরকিশোর।
ঝুলন-রঙ্গরসে পহুঁ ভেল ভোর॥

বিবিধ কুসুমে সভে রচই হিন্দোল।
সব সহচরগণ আনন্দে বিভোল॥
ঝুলয়ে গৌর পুন গদাধর সঙ্গ।
তাহে কত উপজয়ে প্রেমতরঙ্গ॥
মুকুন্দ মাধব বাসু হরিদাস মেলি।
গাওত পুরুব রভসরস কেলি॥
নদীয়ানগরে কহ ঐছে বিলাস।
দাস রামানন্দ করত সোই আশ॥ ৮॥

ধানশী

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গরায়।
সুরধুনী মাঝে যাঞা নবীন নাবিক হৈঞা
সহচর মিলিয়া খেলায়॥ ধ্রু॥
প্রিয় গদাধর সঙ্গে পুরুব রভস রঙ্গে
নৌকায় বসিয়া করে কেলি।
ডুবু ডুবু করে লা বহয়ে বিষম বা
দেখি হাসে গোরা বনমালী॥
কেহ করে উতরোল ঘন ঘন হরিবোল
দুকূলে নদীয়ার লোক দেখে।
ভুবনমোহন নাইয়া দেখিয়া বিবশ হৈয়া
যুবতী ভুলিল লাখে লাখে॥
জগজন-চিতচোর গৌরসুন্দর মোর
যে করে তাহাই পরতেক।
কহে দাস রামানন্দে এহেন আনন্দ কন্দে
বঞ্চিত রহিনু মুই এক॥ ৯॥

বেলোয়ার

নাচত গৌরবর রসিয়া।
প্রেম-পয়োধি অবধি নাহি পাওত
দিবস রজনী ফিরত ভাসি ভাসিয়া॥ ধ্রু॥
সোঙরি বৃন্দাবন শ্বাস ছাড়ে ঘন ঘন
রাই রাই বোলে হাসি হাসিয়া।
নিজমন মরম ভরম নাহি রাখত
ত্রিভঙ্গ বাজাওত বাঁশিয়া॥
মত্ত সিংহ সম ঘন ঘন গরজন
চঞ্চল পদনখ-শশিয়া।
কটিতটে অরুণ- বরণ বর অম্বর
খেনে খেনে উড়ত পড়ত খসি খসিয়া॥
পুলকাঞ্চিত সব গৌরকলেবর
কাটত অখিল পাপ পুণ্য ফাঁসিয়া।
ধরণী উপরে খেনে লুটি উঠি বৈঠত
দাস রামানন্দ ভয় নাশিয়া॥ ১০॥

বরাড়ী

দেখ দেখ জীব গৌরাঙ্গচাঁদের লীলা।
লাখে লাখে গোপী নিমিখে ভুলাইয়া
কি লাগি সন্ন্যাসী হৈলা॥ ধ্রু॥
পীতবসন ছাড়ি ডোরকৌপীন পরি
বাঁকুয়া করিলা দণ্ড।
কালিন্দীর তীরে সুখ পরিহরি
সিন্ধুতীরে পরচণ্ড॥
রাম অবতারে ধনুক ধরিলা
গোকুলে পূরিলা বাঁশী।
এবে জীব লাগি করুণা করিয়া
দণ্ড ধরিয়া সন্ন্যাসী॥
ধরি নবদণ্ড লইয়া করঙ্গ
সিন্ধুতীরে কৈলা থানা।
রামানন্দ কয় সন্ন্যাসী নয়
পাষণ্ডদলন বানা॥ ১১॥

সুহই

পাপী মাঘে পহুঁ কয়ল সন্ন্যাস।
তবহি গেও মঝু জীবন-আশ॥
দিনে দিনে ক্ষীণতনু ঝরয়ে নয়ন।
গোরা বিনু কত দিন ধরিব জীবন॥
অবহু বসন্ত সময় সুখময়।
এ ছার কঠিন প্রাণ বাহির না হয়॥
যত যত পিরীতি করল পহুঁ মোর।
সোঙরিতে জীউ এবে হোয়ত ভোর॥
কহে রামানন্দক সোই প্রাণনাথ।
কবে নিরখিব আর গদাধর সাথ॥ ১২॥

ধানশী

ওহে নিতাই নীলাচল না ছাড়িব আর।
প্রাণের হরিদাস ছিল সেই লীলা সম্বরিল
কার সঙ্গে করিব বিহার॥
অদ্বৈত শ্রীশ্রীবাস পুরী দামোদর দাস
তারা গেল এ সুখ ছাড়িয়া।
কেবা পাবে রস রঙ্গ ভ্রমিব কাহার সঙ্গ
গেল বুকে পাষাণ চাপাঞা॥
বিশ্বরূপ মোর ভাই তাহার উদ্দেশ নাই
সেহ গেল বৈরাগ্য করিয়া।
ছোট হরিদাস নাম না শুনিব তার গান
সেহ গেল বুকে শেল দিয়া॥
নিতাই কর গৃহবাস যাহ হে পণ্ডিতপাশ
তোমারে দেখিয়া সুখ পাবে।
তোমারে যতন করি দিবে দুই কন্যা বরি
নিজরূপ তাহাকে দেখাবে॥
পতিত অধম মূর্খ ইহারে না দিবে দুঃখ
করুণা করিবা সবা পানে।
আপনা বলিয়া বলো জীবে দেখি দয়া করো
করুণা ঘুষিবে ত্রিভুবনে॥
তুমি মোর নিজ ধাম যশ রাখ বলরাম
করুণা করিয়া প্রভু কাঁদে।
নিতাইএর করে ধরি প্রভু বোলে হরি হরি
রামানন্দ বুক নাহি বাঁধে॥ ১৩॥
[৫৮৪]

যদুকবিচন্দ্র

গৌরাঙ্গের রূপ

মঙ্গল

দেখ দেখ গোরা-রূপ-ছটা।
হরিদ্রা হরিতাল হেমকমলদল
কিবা থির বিজুরীর ঘটা॥ ধ্রু॥
কুঞ্চিত কুন্তলে চূড়া মালতী মল্লিকাবেড়া
ভালে উর্দ্ধ তিলক সুঠাম।
আকর্ণ নয়ান-বাণ ভুরু-ধনু সন্ধান
হেরিয়া মুরছে কোটি কাম॥
হেমচন্দ্র গণ্ডস্থল শ্রুতিমূলে কুণ্ডল
দোলে যেন মকর-আকারে।
বিম্ব অধরভাতি দশন মুকুতাপাঁতি
আধ-হাসি অমিয়া উগারে॥
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ কণ্ঠে মণিহার বন্দ
ভুজযুগ কনক অর্গল।
সুরাতুল করতল জিনি রক্ত উতপল
নখ-চন্দ্র করে ঝলমল॥
পরিসর হিয়া মাঝে মালতীর মালাসাজে
সূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্র সুজঠরে।
নাভি-সরোবর জিনি রোমাবলী ভুজঙ্গিনী
কামদণ্ড কিয়ে মনোহরে॥
হরি জিনি কটিতটে কনক-কিঙ্কিণী রটে
রক্তপ্রান্ত বসনে বেষ্টিত।
হেমরম্ভা জিনি উরু চরণ নাটের গুরু
তাহে মণি মঞ্জীরশোভিত॥
সূক্ষ্ম রক্তপদ্মদল শ্রেণী অর্দ্ধ মনোহর
তাহে জিনি কোঁচার বলনী।
চরণ উপরে দোলে হেরি মুনিমন ভুলে
আধগতি গজবর জিনি॥
কিবা তাহে পদাঙ্গুলি কনক চম্পককলি
অপরূপ নখচন্দ্রপাঁতি।
তার তলে কোকনদ ভুবন-মোহন পদ
যদুচিত অলি রহু মাতি॥ ১॥

বধারাগ

একে সে কনয়া কষিল তন্।
শশিনি কলঙ্কদমন জন্॥
তাহাতে লোটন চাঁচর কেশে।
মাতায়ে রঙ্গিণী সুষমা লেশে॥
কিবা অপরূপ গোরাঙ্গশোভা।
এ তিন ভুবন রঙ্গিণী লোভা॥
অরুণ পাটের বসন ছলে।
তরুণীহৃদয় রাগ উছলে॥
বাহু উঠাইয়া মোড়য়ে তনু।
ছটায় বিজুরী ঝলকে জনু॥
পিছলে লোচন চাহিলে অঙ্গ।
তনুতে তনুতে তরঙ্গ রঙ্গ॥
কেশর কুসুমে সুষম দাম।
যদু কহে সব ভাঙ্গল মান॥ ২॥

তথারাগ

বিকচ কনয়া কষণ কাঁতি।
বদন পূর্ণিমাচাঁদের ভাঁতি॥
দশন শিখর নিকর পাঁতি।
অধরে অরুণ বান্ধুলী মাতি॥
মধুর মধুর গোরাঙ্গশোভা।
এ তিন ভুবননয়নলোভা॥
কি জানি কি রসে সতত মাতি।
গমন মন্থর গজেন্দ্র ভাঁতি॥
অরুণ নয়নে ঝরয়ে লোর।
আসিয়া বসে কি চকোর জোড়॥
সোঙরি কান্দয়ে পূরব লেহ।
যৈছন গরজে নবীন মেহ॥
কোথা বৃন্দাবন বলিয়া ডাকে।
যদু কহে পহু ঠেকিলা পাকে॥৩॥

কামোদ

দেখ গোরা-রঙ্গ সই দেখ গোরা-রঙ্গ।
নদীয়ানগরে যায় কনয়া অনঙ্গ॥
হেমমণি দরপণ জিনিয়া লাবণি।
অরুণ চরণে আলো করিল অবনী॥
পূর্ণিমাচাঁদের ঘটা ধরিয়াছে মুখ।
ছটায় গগন আলো দিয়া নারীসুখ॥
ভুরু ধনু আঁখি বাণ বঙ্কিম সন্ধান।
বরজ মদন হেন সকল বন্ধান॥
জানুবিলম্বিত বাহু পরিসর বুক।
দরশনে কে না পায় পরশন সুখ॥
গতি মত্ত গজপতি জিনি কমনিয়া।
মজিল তরুণী গোরা না চায় ফিরিয়া॥
যদু কহে ও না সেই গোকুলসুন্দর।
জানিয়া না জান তুমি তেঁঞি লাগে ডর॥ ৪॥

আভিরী

কীর্ত্তনলম্পট ঘন ঘন নাট।
চলইতে আঁখি জলে না হেরই বাট॥
সুন্দর গোরাকিশোর।
পূরব পীরিতি রসে ভৈগেল ভোর॥
বলিতে না পারে মুখে অধিকাই বাণী।
চলিতে চলিতে ঢলি পড়য়ে অবনী॥
অরুণ চরণতল না বাঁধয়ে থেহ।
কিবা জল কিবা থল কিবা বন গেহ॥
জপে হরি হরি নাম আলাপে আভীরী।
সুমাধুরী করযুগে কিবা ভঙ্গী করি॥
কি লাগিয়া কিবা করে কেবা জানে ওর।
পতিত দুর্গত দেখি ধরি দেয় কোর॥
অজভব আদিদেব পদে করে নতি।
যদু কহে কৃপা বিনে কে জানিবে মতি॥ ৫॥

মঙ্গল

জলের জীব কাঁদয়ে দেখিয়া প্রতিবিম্ব
কাননে কাঁদয়ে পশুপাখী।
তরুয়া পুলকিত পাষাণ দরবিত
অন্ধ কান্দয়ে মুক্ত আঁখি॥
অপরূপ গোরাচাঁদের লেহ।
অসীম অনুভব এক মুখে কি কহব
মনে মুখে না আইসে সেহ॥ ধ্রু॥

কুলের কুলবধূগণে ফুকরি ফুকরি কাঁদে
বধির জড় কাঁদে ধাঁদে।
মায়ের স্তন ছাড়ি দুধের বালক যেই
না জানি কি লাগি সেই কাঁদে॥
এমন অবতার হবে নাহি আর
কেবল করুণার সিন্ধু।
পতিত মূঢ় জড় অজড় উদ্ধারিল
কেবল বঞ্চিত ভেল যদু॥ ৬॥

বরাড়ী

গোরাচাঁদে দেখিয়া কি হৈনু।
গোপত পিরীতি ফাঁদে মুই সে ঠেকিনু॥
ঘরে গুরুজন-জ্বালা সহিতে না পারি।
অবলা করিল বিহি তাহে কুলনারী॥
গোরারূপ মনে হৈলে হইবে পাগলী।
দেখিয়া শাশুড়ী মোর সদা পাড়ে গালি॥
রহিতে নারিনু ঘরে কি করি উপায়।
যদু কহে ছাড়িলে না ছাড়ে গোরারায়॥ ৭॥

রসোদ্গার

সুহই

কহ না উপায় সখি কহ না উপায়।
নিরবধি হৃদয়ে জাগয়ে গোরা রায়॥
পাসরা না যায় গোরাচাঁদের পিরীতি।
কি করিব বিধি সে করিল কুলবতী॥
কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার ধারা।
কিবা সে মোহন রূপ সতী-মন-চোরা॥
যদু কহে কি কহিব গোরা-গুণ যত।
বিকাইনু গোরা-প্রেমে এ জনমের মত॥ ৮॥

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস

ধানশী

নাচয়ে গৌরাঙ্গ পহুঁ সহচর সঙ্গ।
শ্যামতনু গৌর ভেল বসন সুরঙ্গ॥
পুরুবে দোহনভাণ্ড অনুভাবি শেষে।
করঙ্গ লইল গোরা সেই অভিলাষে॥
ছাড়ি চূড়া শিখিপুচ্ছ কৈল কেশহীন।
পীত বসন ছাড়ি পরিলা কৌপীন॥
হইলেন দণ্ডধারী ছাড়িয়া বাঁশরী।
যদু কহে কৃষ্ণ এবে হৈলা গৌরহরি॥ ৯॥

নীলাচলে রথযাত্রা

ইমন

অপরূপ রথ আগে।
নাচে গোরারায় সবে মিলি গায়
যত যত মহাভাগে॥ ধ্রু॥
ভাবেতে অবশ কি রাতি দিবস
আবেশে কিছু না জানে।
জগন্নাথমুখ দেখি মহাসুখ
প্রেমেতে মাতিল গানে॥
খোল করতাল কীর্ত্তন রসাল
ঘন ঘন হরিবোল।
জয় জয় ধ্বনি সুর নরমণি
গগনে উঠয়ে রোল॥
নীলাচলবাসী আর নানা দেশী
লোকের উথলে হিয়া।
প্রেমের পাথারে সবাই সাঁতারে
দুখী যদু অভাগিয়া॥ ১০॥

ঝুলন লীলা

মঙ্গল-কন্দর্পতাল

চৌদিকে মহান্ত মেলি করয়ে কীর্ত্তন কেলি
সাত সম্প্রদায় গায় গীত।
বাজে চতুর্দ্দশ খোল গগন ভেদিল রোল
দেখি জগন্নাথ আনন্দিত॥
উনমত নিত্যানন্দ আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র
পণ্ডিত শ্রীবাস হরিদাস।
এ সভারে সঙ্গে করি মাঝে নাচে গৌরহরি
ভকতমণ্ডল চারিপাশ॥

হরি হরি বোল বলে পদভরে মহী দোলে
নয়ানে বহয়ে জলধার।
প্রেমের তরঙ্গরঙ্গ সুমেরু জিনিয়া অঙ্গ
তাহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার॥
ভাবাবেশে গোরারায় নাচিতে নাচিতে যায়
ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ।
আনন্দ বিস্ময় মন দেখি প্রেমসংকীর্ত্তন
নিজ পরিকরগণ সাথ॥
দূরে গেল দুঃখ শোক প্রেমায় ভাসিল লোক
স্থাবর জঙ্গম পশুপাখী।
সে প্রেম-বিলাস ধাম যদু কহে অনুপাম
যে দেখিল সেই তার সাথী॥ ১১॥

নিত্যানন্দ গুণ বর্ণন

পঠমঞ্জরী

নিতাইচাঁদ দয়াময় নিতাইচাঁদ দয়াময়।
কলিজীবে এত দয়া কারু নাহি হয়॥
খেনে কাল খেনে গোরা খেনে অঙ্গ পীত।
খেনে হাসে খেনে কাঁদে না পায় সম্বিত॥
খেনে গো গো করে গোরা বলিতে না পারে।
গোরা রাগে রাঙ্গা আঁখিজলেই সাঁতারে॥
আপনি ভাসিয়া জলে ভাসাওল ক্ষিতি।
এ ভব অচলে যদু রহল অবধি॥ ১২॥

সুহই

নিত্যানন্দ সঙ্গে নাচে প্রভু গৌরচন্দ্র।
সঙ্গে সঙ্গে নাচে পারিষদ ভক্তবৃন্দ॥
অবনী ভাসিয়া যায় নয়নের জলে।
দুবাহু তুলিয়া সভে হরি হরি বোলে॥
ভাবে গর গর অঙ্গ কত ধারা বয়।
পতিতের গলে ধরি রোদন করয়॥
আপনার ভক্তগণে ডাকয়ে আপনে।
হাসে কাঁদে নাচে গায় আপনা না জানে॥
গোবিন্দ মাধব বাসু হের আইস বলি।
বাসু কহে কাঁদে প্রভুর পরাণ-পুতলি॥ ১৩॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

তুড়ি

কি পেখলুঁ যমুনার তীরে।
কালিয়া-বরণ এক মানুষ-আকার গো
বিকাইলুঁ তার আঁখি-ঠারে॥
নিতি নিতি আসি যাই এমন কভু দেখি নাই
কি খেনে বাড়াইলাম পা ঘরে।
গুরুয়া গরব কুল নাশাইতে কুলবতী
কলঙ্ক আগে আগে ফিরে॥
কামের কামান জিনি ভুরুর ভঙ্গিমা গো
হিঙ্গুলে মণ্ডিত দুটি আঁখি।
কালিয়া নয়ান বাণ মরমে হানিল গো
কালাময় আমি সব দেখি॥
চিকণ কালার রূপে আকুল করিল গো
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া মুখানি মাজিল গো
যদু কহে কত সুধা দিয়া॥ ১৪॥

রসালস

ভূপালী

রাধে রাধে শ্যামকোরে শুতি ঘুমাইল।
শ্যাম-গোরী অঙ্গ জড়ি অঙ্গে মিশাইল॥
দুহু-বাহু জনু রাহু চান্দে আগোরল।
নব-জলধর কিয়ে বিজুরী ঝাঁপল॥
কি নীল কমলে হেম-কমল উজ্জ্বল।
ঘন শশী মিশামিশি খসিয়া পড়ল॥
কিয়ে হেম যূথী তরু-তমালে বেড়ল।
যদু ভণে ঘন যেন চাঁদে মিশায়ল॥ ১৫॥

কুঞ্জ-ভঙ্গ

বিভাস

হামারি বচন শুন বিনোদিনি সতি।
এখনো না পথে লোক করে গতাগতি॥
যাবত তিমির পথ না ছাড়য়ে ঘোরে।
তাবত চলহ ঘরে ভয় নাহি কারে॥

সুলালিত নীল-বাসে ঝাঁপ সব অঙ্গ।
বেকত না হয় যেন তব মুখ-চন্দ॥
রাই যাবে জানিয়া নাগর ঘন শ্বাস।
ধনী লই গমন করল যদু দাস॥ ১৬॥

পরস্পরের অনুরাগ

তথারাগ

তোমার লাগিয়া বন্ধু যত দুখ পাই।
তাহা কি কহিতে আমি পারি তব ঠাঁঞি॥
একে প্রেম-জ্বালা তাহে গুরুর গঞ্জন।
নিরবধি প্রাণ মোর করে উচাটন॥
পতি দুরমতি তাহে সদা দেয় গালি।
ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ অতিকালী॥
এসব দুখেতে আমি দুখ নাহি গণি।
তোমা না দেখিতে পাই বিদরে পরাণি॥
শুনিয়া নাগর কহে করি নিজ কোরে।
বুক ভাসিয়া গেল নয়ানের লোরে॥
গদগদ কহে নাগর কাতর বয়ানে।
পরাণ নিছিলুঁ রাই তোমার চরণে॥
তুয়া গুণে বিকাইয়াছি কিনিয়াছ মোরে।
অধীন জনেরে কেন কহ পুনবারে॥
যে কহ তাহাই করি নাহি কিছু ভয়।
যদু কহে এই ভাল আর কিছু নয়॥ ১৭॥

রূপানুরাগ

তথারাগ

অলপ বয়স মোর শ্যামরসে জর জর
না জানি কি হয় পরিণামে।
যদি নয়ন মুদে থাকি অন্তরে গোবিন্দ দেখি
নয়ন মেলিয়া দেখি শ্যামে॥
যদি চলি যাই পথে শ্যাম যায় সাথে সাথে
চরণে চরণ ঠেকাইয়ে।
ভ্রমেতে ফিরাই আঁখি সঙ্গে কেহ নাহি দেখি
মরে থাকি মন মুরছিয়ে॥
কহি গো তোমাদের আগে বড় দাগা শ্যাম দাগে
এ ছার জীবনে নাহি দায়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলুঁ
জনমের মত রাঙ্গা পায়॥
যোগিনী হইয়া যাব দুকানে কুণ্ডল নিব
এই ছার গৃহ পরিহরি।
কৃষ্ণ নাম লব মুখে জনম গোঁয়াব সুখে
যদু কহে এই বাঞ্ছা করি॥ ১৮॥

[৬০২]

যদুনাথ দাস

শ্রীগৌরচন্দ্র—প্রকারান্তর

ধানশী

অপরূপ চাঁদ উদয় নদীয়াপুরে
তিমির না রহে ত্রিভুবনে।
অবনীতে অখিল জীবের শোক নাশল
নিগমনিগূঢ় প্রেমদানে॥
(আরে মোর) গৌরাঙ্গ সুন্দর রায়।
ভকত-হৃদয়- কুমুদ পরকাশল
অকিঞ্চন জীবের উপায়॥ ধ্রু॥
শেষ শঙ্কর নারদ চতুরানন
নিরবধি যাঁর গুণ গায়।
সো পহুঁ নিরুপম নিজগুণ শুনাইতে
আনন্দে ধরণী লোটায়॥
অরুণ নয়ান কিয়ে বরুণ-আলয় হেন
বরিষয়ে প্রেমসুধা-জল।
যদুনাথ দাস বলে জীবের করমফলে
প্রসবে সো মুকুতার ফল॥ ১॥

কামোদ

গোরবরণ তনু সুন্দর সুধাময়
সদয় হৃদয় রসালয়।
কুন্দকরবীর গাঁথন থরে থর
গলে বনমালা সে দোলয়।
গৌর সেবাপর প্রিয় গদাধর
গূঢ় রস পরকাশে।
রাসমণ্ডল যেন ঐছে ভাসল প্রেমে
গদ গদ আধভাষে॥
নদীয়া নগরে চাঁদ কত কত
দূরে গেও আঁধিয়ার।
কতিহুঁ উয়ল দীপ নিরমল
উলূক লখয়ি না পার॥
গৌর গদাধর প্রেম সরোবর
উথলি মহীতল পূর।
দাস যদুনাথ বিধিবিড়ম্বিত
পরশ না পাইয়া ঝুঁর॥ ২॥

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ

সুহই

আমার গৌরাঙ্গ জানে প্রেমের মরম।
ভাবিতে ভাবিতে হইল রাধার বরণ॥
রা বোল বলিতে পূর্ণিত কলেবর।
ধা বোল বলিতে বহে নয়নের জল॥
ধারা ধরণী সঘনে বহি যায়।
পুলকে পূরিত তনু জপে নাম তায়॥
মন নিমগন গোরী ভাবের প্রকাশে।
এক মুখে কি কহিব যদুনাথ দাসে॥ ৩॥

শ্রীগান্ধার

গদাধর নরহরি করে ধরি গৌরহরি
প্রেমাবেশে ধরণী লোটায়।
কহিলে না হয় তহুঁ ফুকরি ফুকরি পহুঁ
বৃন্দাবিপিনগুণ গায়॥
[illegible]সিন্ধুবেশ সোঙরিয়া উচাটন
কাঁদে পহুঁ যমুনা বলিয়া।
নয়ানে ঝরিছে কত সুরধুনী ধারা মত
দর দর চিবুক বাহিয়া॥
সুবলের শুদ্ধ সখ্য বৃন্দাদেবীর প্রিয়বাক্য
ললিতার ললিত সুস্নেহ।
বিশাখার প্রেমকথা সোঙরি মরমে ব্যথা
কহি কহি না ধরয়ে থেহ॥
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বরী কাঁহা গোবর্দ্ধনগিরি
কাঁহা মোর বংশী পীত বাস।
প্রেমসিন্ধু উথলিল জগত ভরিয়া গেল
না বুঝিল যদুনাথ দাস॥ ৪॥

সুহই

প্রভাতে জাগিল গৌরচাঁদ।
হেরই সকলে আনহি ছাঁদ॥
ঘুমে ঢুলু ঢুলু নয়ন রাতা।
আলসে ঈষৎ মুদিত পাতা॥
অঙ্গুলি মুড়িয়া মোড়য়ে তনু।
বৈছন অতনু কনক-ধনু॥
দেখিতে আওল ভকতগণে।
মিলিল বিহানে হরিষ মনে॥
মুখ পাখালিয়া গৌরহরি।
বৈসে নিজগণ চৌদিকে বেড়ি॥
নদীয়ানগরে হেন বিলাস।
যদুনাথ দেখে সদাই পাশ॥ ৫॥

রথাগ্রে নর্ত্তন

শ্রীরাগ

আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।
সাত সম্প্রদায় লয়ে একত্র করিল॥
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভু ছাড়িয়া হুঙ্কার।
চক্রনেমি ভ্রমে যেন আলাত আকার॥
নৃত্যে যাঁহা যাঁহা প্রভুর পড়ে পদতল।
সসাগর শৈল মহী করে টলমল॥
স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু স্বেদ বৈবর্ণ্য।
নানা ভাবে বিবশ গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য জগন্নাথ হাসে।
সে আনন্দে ভাসি যায় যদুনাথদাসে॥ ৬॥

রামকেলি

চৈতন্য নিতাই আরে দোন ভাই নাচে রে।
খোল করতাল পঞ্চম রসাল
তা থৈয়া তা থৈয়া বাজে রে॥
সোনার কমল করে টলমল
প্রেম-সিন্ধুর মাঝে রে।
উত্তম অধম দীনহীন জন
এ ঢেউ সভারে বাজে রে॥
সাত সম্প্রদায় অতি উভরায়
জগন্নাথ আগে গায় রে।
সভায় দেখিছে সর্ব্বত্র নাচিছে
এককালে গোরারায় রে॥
অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য অপূর্ব্ব মাধুর্য্য
প্রকটিত এ লীলায় রে।
যদুনাথ দাসে প্রেমানন্দে ভাসে
পহুঁ কৃপালব চায় রে॥ ৭॥

ভাবোল্লাস

তুড়ী

আসিবে আমার গৌরাঙ্গসুন্দর
নদীয়ানগর মাঝ।
দূরেতে দেখিয়া চমকিত হৈয়া
করব মঙ্গল কাজ॥
জলঘট ভরি আম শাখা ধরি
রাখি সারি সারি করি।
কদলী আনিয়া রোপণ করিয়া
ফুলমালা তাহে ধরি॥
আওল শুনিয়া নদীয়া নাগরী
আওব দেখিবার তরে।
হরি হরি ধ্বনি জয় জয় বাণী
উঠিবে সকল ঘরে॥
শুনিয়া জননী ধাইবে অমনি
করিবে আপন কোরে।
নয়নের জলে ধুই কলেবরে
তুরিতে লইবে ঘরে॥

যতেক ভকত দেখি হরষিত
হইবে প্রেম আনন্দ।
যদুনাথ চাঞা পড়ি লোটাইয়া
লইবে চরণারবিন্দ॥ ৮॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব

ধানশী

কোথা গেল নন্দ ঘোষ হের দেখ আসি।
তব গৃহে উদয় হৈয়াছে কত শশী॥
এতেক দিবসে জন্ম হইল সফল।
মনের আনন্দে দেখ বদন কমল॥
যশোদার পুত্র হৈল পড়ি গেল সাড়া।
মহানন্দে ধায়্যা আল্য যত গোয়াল পাড়া॥
নন্দের মন্দিরে রে গোয়াল আল্য ধায়্যা।
হাতে লড়ি কান্ধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া॥
সভে বোলে নন্দ ঘোষ বড় ভাগ্য তোর।
তব গৃহে নাহি আজি আনন্দের ওর॥
নাচয়ে হরিষে নন্দ পুত্র-মুখ চায়্যা।
চৌদিগে গোয়ালা নাচে কর-তালী দিয়া॥
স্বর্গে নাচে দেবগণ পাতালে নাচে ফণী।
অন্তঃপুরে রাণী নাচে পায়্যা নীল-মণি॥
শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলের গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥
দধি হরিদ্রা আনে আর গোরোচনা।
দু-বাহু পসারি আসে আহীরী-অঙ্গনা॥
যদুনাথ দাসে বোলে শুন নন্দ-রাণী।
কত পুণ্য-ফলে তুমি পাইলা নীল-মণি॥ ৯॥

ধানশী

জয় জয় জয় রবে আনন্দে মাতিল সভে
কেহু রহে কারো মুখ চাহিয়া।
কারো পদ নাহি চলে কেহু আধ-আধ বোলে
কেহু কেহু ডাকে উচ করিয়া॥
গোপী বাস না সম্বরে লাজ ভয় বহু দূরে
অঙ্গের ভূষণ পড়ে খসিয়া।
কোন গোপী হাতাহাতি করিয়া আনন্দে মাতি
নন্দের অঙ্গনে যায় গড়িয়া॥

কেহু নৃত্য কেহু গীত সর্ব্ব-অঙ্গ পুলকিত
কেহু গোপাল কোলে লয় তুলিয়া।
কারো কোলে নীলমণি দেখে মুখ পদ্ম জিনি
যদুনাথ রহে মুখ চাহিয়া॥ ১০॥

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

সুহই

হেদে গো রামের মা
ননী-চোরা গেল কোন পথে।
নন্দ মন্দ বলুক মোরে লাগালি পাইলে তারে
সাজা যে করিব ভাল মতে॥ ধ্রু॥
শূন্য ঘর-খানি পায়্যা সকল নবনী খায়্যা
দ্বারে মুছিয়াছে হাত-খানি।
আঙ্গুলের চিহ্নগুলি বেকত হইবে বলি
ঢালিয়া দিয়াছে তাহে পানি॥
খীর ননী ছেনা চাঁছি উভু করি শিকা-গাছি
যতনে তুলিয়া রাখি তাতে।
আনিয়া মন্থন-দণ্ড ভাঙ্গিয়া নবনী-ভাণ্ড
তলাতে থাকিয়া মুখ পাতে॥
খীর সর যত হয় কিছুই নাহিক রয়
কি ঘর-করণ বাসি মোরা।
যে মোরে দিলেক তাপ সে মোর হইয়াছে পাপ
পরাণে মারিব ননী-চোরা॥
যশোদার মুখ হেরি রোহিণী দেখায় ঠারি
যে ঘরে আছয়ে যাদু-মণি।
যদুনাথ কয় দড় এবার কানুরে এড়
আর কভু না খাইবে ননী॥ ১১॥

সুহই

অঙ্গনে বসিয়া নীল-মণি করে খেলা।
আসিয়া মিলিলা যত ব্রজকুল বালা॥
নবীন-নাগরী সবে একত্র হইয়া।
যশোদারে কহে কত মিনতি করিয়া॥
কভু নাহি দেখি তোমার কানুর নাচন।
নাচাও এক-বার দেখি ভরিয়া নয়ন॥
যশোমতী বোলে শুন ব্রজ-গোপীগণ।
আপন ইচ্ছায় কৃষ্ণ নাচিবে এখন॥
খীর ননী লৈয়া গোপালের দেহ করে।
নাচিবে গোপাল দেখি তোমা সভাকারে॥
গৃহ-কর্ম্ম তেজি রাণী গোপাল নাচায়।
যদুনাথ দাস তছু পদ-যুগে গায়॥ ১২॥

শ্রীরাধার রূপ

সুহই

কষিল কনয়া কমল কিয়ে।
খীর বিজুরি নিছনি দিয়ে॥
কিয়ে সে শোণ চম্পক ফুল।
রাই-বরণে না হয়-তুল'॥
তাহি কিরণ ঝলকে ছটা।
বদনে শরদ-বিধুর ঘটা॥
চাঁচর চিকুর সিঁথায়ে মণি।
দশন কুন্দ-কলিকা জিনি॥
অরুণ অধর বচন মধু।
অমিয়া উগারে বিমল বিধু॥
চিবুকে শোভয়ে কস্তুরী বিন্দু।
কনক-কমলে ভ্রমর নিন্দু॥
গলায় মুকুতা দোসুতি ঝুরি।
সুরধুনী বেঢ়ি কনক-গিরি॥
শঙ্খ ঝলমলি সুবাহু দোলা।
কিয়ে সরু সরু শশীর কলা॥
কর কোকনদ নখর মণি।
অঙ্গুলে মুদরি মুকুর জিনি॥
খিন মাঝখানি ভাঙ্গিয়া পড়ে।
বাজল কিঙ্কিণী নিতম্ব-ভরে॥
রাম-রম্ভা উরু চরণ-শোভা।
কি হয়ে অরুণ কিরণ-আভা॥
নখর-মুকুর অঙ্গুলাবলি।
জনু সারি সারি চম্পককলি॥
নীল ওঢ়নি ঢাকিল তনু।
পূর্ণ বিধু বাহু ঝাঁপিল জনু॥
অলপে অলপে তেয়াগে তায়।
যদুনাথ চিতে ঐছন ভায়॥ ১৩॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

চিত্র-দর্শন

ধানশী

চিত্র-পট করে লৈয়া রসবতী রাই।
মিলাই দেখই ধনি অনিমিখে চাই॥
চরণে চাহিয়া দেখে সোণার নূপুর।
নখ-চন্দ্র শোভা করে অতি সুমধুর॥
কটি-তটে পীত বাস মেঘেতে বিজুরী।
নিতম্বে-কিঙ্কিণী তাহে আছে সারি সারি॥
দর্পণে মণ্ডিত দেখে হৃদয়-বলনি।
বনমালা-মাঝে দোলে কৌস্তুভ-মণি॥
কোটি-চাঁদ জিনি শোভা অধর-বান্ধুলী।
মুখ-মাঝে বিরাজিত মোহন-মুরলী॥
কপালে তিলক-পাঁতি অলকিত গণ্ড।
চাঁচর চিকুরে শোভে মউর-শিখণ্ড॥
আপনা পাসরে রাই দেখিয়া মাধুরী।
যদুনাথ দাসে কহে আকুল কিশোরী॥ ১৪॥

অভিসার

ধানশী

যদি তোমার শ্যাম-রূপ লাগ্যাছে মরমে।
বিলম্ব না কর ধনি চল বৃন্দাবনে॥
কালিয়া-কস্তুরী তোমার সব অঙ্গে মাখা।
সব অঙ্গে দেখি তোমার শ্যাম-নাম লেখা॥
বুঝিলাম তোমার মায়া শ্যাম প্রিয় লোভা।
তুমি বৃন্দাবনে গেলে দোঁহ-রূপের শোভা॥
এত কহি সখীগণে ধনীরে সাজাইল।
যদুনাথ দাসে কহে ভালই হইল॥ ১৫॥

ভূপালী

সাজল মদন কলা রসরঙ্গিণি
শ্যামমিলন সুখসাধে।
শ্রীবৃন্দাবনে বিজই বিনোদিনি
রমণি শিরোমণি রাধে॥
কুঞ্চিত কেশ বেশ ভালে রঞ্জিত
লীলাকমলবয়ানী।
শ্রবণে রসাল কনক নব-মঞ্জরি
মনমথ মনমথ নয়ানী॥
চাঁদনি রাতি চকোর সব মোদিত
সুললিত মুরলিসুতান।
উনমত কোকিল পঞ্চম গাওত
শুনি ধনি কয়ল পয়ান॥
হংসিনি গমনি চলনি অতি মন্থর
লীলাপদ গতিশোভা।
কহে যদুনাথ সাথ ব্রজ-সুন্দরি
শ্যাম-পিরীতিরস-লোভা॥ ১৬॥

শ্রীগান্ধার

(রমণি) ধনি ধনি বনি অভিসারে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী রাগ-তরঙ্গিণী
সাজলি শ্যাম-বিহারে॥
লোচন খঞ্জন- গঞ্জন রঞ্জন
অঞ্জন বসন বিরাজে।
কিঙ্কিণী রনরনি রুণ্‌করাজ ধ্বনি
মল্ল মনোহর বাজে॥
সজলি মদন- কলাবতী রাধা
যুবতী-বৃন্দ করি সাথে।
রাজহংস গজ- গমনবিড়ম্বন
অবলম্বন সখী হাতে॥
চলইতে চরণ সঙ্গে চলু মধুকর
মকরন্দ পানকি লোভে।
সৌরভে উনমত ধরণী চুম্বই কত
চরণ-চিহ্ন যাহা শোভে॥
কনক-লতা জিনি জিনি সৌদামিনী
বিধির অবধি রূপ রাধে।
যদুনাথ দাস ভণে গমন নিকুঞ্জ-বনে
পুরাইতে শামর-সাধে॥ ১৭॥

ধানশী

শ্যামরী শ্যামের গুণে উনমত হৈয়া।
চলিলা নিকুঞ্জে প্রিয় সহচরী লৈয়া॥

নানা যন্ত্রে প্রেমমন্দ্রে উঠে উনমাদ।
আবেশে অবশ মনে করি শ্যাম-চাঁদ॥
চৌদিগে চমকি চায় কালিয়া বলিয়া।
আনন্দে নয়ন-জলে পড়িছে ঢলিয়া॥
সখী আশে পাশে হাসি উল্লসিত মনে।
গায় সুললিত গীত সুমধুর তানে॥
প্রবেশিলা বৃন্দাবনে দিয়া জয় জয়।
উথলে রসের নদী যদুনাথে কয়॥ ১৮॥

সম্ভোগ

পঠমঞ্জরী

রতি-জয়-মঙ্গল ভরলহি কানন
কো কহু আরতি ওর।
শ্যামর কোরে বিলসই রসবতি
নব-ঘনে চাঁদ উজোর॥
বৃন্দাবনে বনি রমণি শিরোমণি
অনুপম অনুগত ছান্দে।
কমলিনী সঙ্গে রঙ্গে নব মধুকর
মাতি রহল মকরন্দে॥
দুহুঁ দুহুঁ মুখ হেরি করু কত চুম্বন
মাতল মনসিজ রঙ্গে।
দুহুঁজন পিরীতি- সিন্ধু ভেল আকুল
ভাসল রসের তরঙ্গে॥
নিবিড় আলিঙ্গন দুহুঁ তনু মিলাওল
হেম-মণি মরকত জোড়।
যদুনাথ দাস কয় দুহুঁ তনু সুখময়
কো কহু বৈদগধি-ওর॥ ১৯॥

ধানশী

দুহুঁজন বেয়াকুল হেরি সখীগণ৭
দোহাঁ কহই কত প্রবোধ-বচন॥
ধৈরজ ধরি দুহুঁ কোরে আগোর।
চরকত লোচনে আনন্দ লোর॥
সত প্রিয় সহচরী আনন্দ ভেলি।
চিরদিনে হেরই দুহুঁজনকেলি॥

কো কহু দুহুঁ জন আরতি-ওর।
হৃদি সঞে দুহুঁ জন তিলেক না ছোড়॥
দূরে গেল পূরবক বিরহ-হুতাশ।
আনন্দে হেরই যদুনাথ দাস॥ ২০॥

রসোদ্গার

তথারাগ

(হেদে লো তোমারে)

ভাল না দেখিয়ে আজি।
কালা-মানিকের বাতাসে এ বুঝি
মজিল গোকুল রাজি॥ ধ্রু॥
ভাবে ভরল সকল অঙ্গ
মুখে ত না সরে রা।
আবেশে অবশ অথির চরণ
ধরণে না যায় গা॥
ঢর ঢর রাঙ্গা নয়নযুগল
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ো।
পীন পয়োধর বসনে ঝাঁপিয়া
অঙ্গ সদা কেনে মোড়ো॥
পুছিলে মনের মরম না কহ
মাথা তুলি নাহি চাও।
যদুনাথ কহে এ দোষ বড়ই
সঙ্গের সঙ্গী ভাঁড়াও॥ ২১॥

সুহই

আরু শুন্যাছ আলো সই তোমার কানুর রীত।
হাসাইলে সব মোর গুরু গরবিত॥
সখী মিলে পথে আমি আসিয়ে চলিয়া।
বাহু পসারিয়া রহে পথ আগুলিয়া॥
যতেক নিবেধি তায় দ্বিগুণ উথলে।
লোক বলে এমন কেনে সে বোল নহিলে॥
পথে যাইতে লোক সব কহে আমার কথা।
সদাই আমার নাম লয় যথা তথা॥
রসাভাসে যে বোল বোলে শুন্যা লাজে মরি।
পাপিয়া পাড়ায় লোক করে ঠারাঠারি॥

এত দিন ছিল মোর অবেকত কাজ।
এবে সে বেকত হৈল গোকুলসমাজ॥
বিরলে পাইয়া তারে সোঙরি কহিয়।
যদুনাথ দাস কহে সময়ে বুঝাইয়॥ ২২॥

অকারণ মান

কেদার

দেখ রাধামাধবরঙ্গ।
তনু তনু দুহুঁ জন নিবিড় আলিঙ্গন
আরতি রভস তরঙ্গ॥ ধ্রু॥
কিয়ে অনুভাব কলহ দুহেঁ উপজল
সুন্দরি মানিনি ভেল।
ঐছন প্রেম আরতি বিছুরাইয়ে
কো বিহি ইহ দুখ দেল॥
মলিনবদন ফেরি তহিঁ আওল
যাহাঁ নিজ সখিনি সমাজ।
অঙ্গহি অঙ্গ সঙ্গসুখভঙ্গহি
জর জর নাগররাজ॥
রাইকবদন মলিন হেরি সহচরি
সচকিত লোচন হোই।
কহ বিপরীত রীত কাহে হেরিয়ে
ইহ সুখ ভাঙ্গল কোই॥
অবনত আনন করি ধনি বৈঠল
তব সখি বুঝল মান।
কহ যদুনাথ দাস তহিঁ করযোড়ি
সমুখহিঁ আওল কান॥ ২৩॥

অনুরাগ

ধানশী

জল বিনু জলচর নিমিখ না জীব।
চকোর অমিয়া বিনু আন নাহি পীব॥
তারা রয়নী সখী যৈছন রীত।
ঐছন জান মঝু কানু পিরীত॥
শুনলো সজনি সমুঝয়বি আন।
প্রাণ পিরীতিবশ নিরোধয়ে মান॥ ধ্রু॥
তনুসনে ছায়া জনু অন্যোঅন সঙ্গ।
নাহক প্রেম-লুবধ প্রতি অঙ্গ॥
জীউ-জড়িত ভেল কানু-কলঙ্ক।
চান্দ ন ছোড়ে যৈছন মৃগ অঙ্ক॥
দিনমণি-বিহিন দিবস নহি জান।
ঐছন শ্যাম বিনু মোহর পরাণ॥
নাহ-সোহাগ হৃদয় রহু জাগ।
যদুনাথ দাস কহে ধনি অনুরাগ॥ ২৪॥

আক্ষেপানুরাগ

ধানশী

গঞ্জে গঞ্জুক গুরুজন তাহে না ডরাই।
ছাড়ে ছাড়ুক নিজ পতি আপদ এড়াই॥
বলে বলুক পাড়ার লোক তাহে নাহি ডর
না বলে না ডাকে নাহি যাব তার ঘর॥
ধরম করম যাউক তাহে না ডরাই।
মনের ভরমে পাছে বন্ধুরে হারাই॥
কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানুগুণযশ কানে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
যদুনাথ দাসে কহে এহি মনে সাধ।
হয় হউক জগ ভরি কালা পরিবাদ॥ ২৫।

সিন্ধুড়া

কি বলিব আর বন্ধু কি বলিব আর।
নয়ানের লাজে না ছাড়ি লোকাচার॥
গোকুলে গোয়ালাকুলে কেবা কিনা বোলে
তমু মোর ঝুরে প্রাণ তোমা না দেখিলে।
মরি মনোদুখে আরে গুরুর গঞ্জনা।
ডাকিয়া শোধায় হেন নাহি কোন জনা॥
ডরে ডরাইয়া সে বঞ্চিব কত কাল।
তুয়া প্রেম-রতন গাঁথিব কণ্ঠমাল॥
নিশি দিশি অবিরত পোড়ে মোর হিয়া।
বিরলে বসিয়া কান্দি তোমা সোঙরিয়া॥

তোমা দেখিবারে বন্ধু আসি নানা ছলে।
লোকভয় লাগিয়া সে ডরে প্রাণ হালে॥
না দেখিলে মরি যারে তারে কিবা ভয়।
যদুনাথ দাসে বলে দড়াইলে হয়॥ ২৬॥

সুহই

বন্ধু হে কি আর বলিব।
তুমি যে এমন আগে কেমনে জানিব॥
যখন তোমার সনে না ছিল মিলন।
আমারে দেখিতে কত কর‍্যাছ যতন॥
বিপিনে আমার লাগি জাগিলে রজনি।
তিলে আমায় না দেখিলে তেজহ পরাণি॥
এবে আমা দেখি তুমি ফিরিয়া না চাও।
তুলিয়া রসের ডিঙ্গায় পাথারে ডুবাও॥
এবে সতী সাধে তোমায় না পাই দেখিতে।
মরুক যে পিরীতি করে খলের সহিতে॥
পহিল মিলনে যত কহিলে আমারে।
আকাশের চাঁদ দিলে হাতের উপরে॥
কত সুধা ঢাল বন্ধু কলসে কলসে।
যদুনাথ দাসে কহে বিন্দু না পরশে॥ ২৭॥

বরাড়ী

সজনি ও বড় বিষম প্রেমজ্বালা।
তা সনে না কৈয় কথা যার বরণ কালা॥ ধ্রু॥
যদি বা কহিবে কথা পাষাণে বান্ধ হিয়া।
তিলে তিলে দণ্ডে দণ্ডে মরিবে ঝুরিয়া॥
যে না জানে পিরীতি সে জন আছে ভাল।
হাসিয়া পিরীতি করি কান্দি জনম গেল॥
যদুনাথ দাসে কহে এই বোল বটে।
কুলের অঙ্গার প্রেম ছুঁলে জ্বলি উঠে॥ ২৮॥

সুহই

ও বড় নিঠুর শ্যামরায়।
যার লাগি মোর মন সদা করে উচাটন
তারে ন্যাকি এমতি যুয়ায়॥ ধ্রু॥
পূরুব পিরীতি যত তাহা না কহিব কত
কহিলে কে যায় পরতীত।
এবে সে জানিল দড় পিরীতি বিষম বড়
অন্তরে আকুল কৈল চীত॥
শুনিয়া বাঁশীর গীত স্থির নহে মোর চীত
দুখের উপরে আরে দুখ।
চিতে পরবোধ দিয়া পাষাণে বান্ধিব হিয়া
আর না দেখিব চাঁদ-মুখ॥
পিরীতি এমতি রস যাহাতে সকলি বশ
পিরীতি পরশ-সমতুল।
যদুনাথ দাসে কয় পিরীতি এমতি হয়
পিরীতে মজিল জাতি-কুল॥ ২৯॥

শ্রীরাধার রূপোল্লাস

ধানশী

এমন কালিয়া চান্দে কে আনিল দেশে।
অকলঙ্ক কুলেতে কলঙ্ক রৈল শেষে॥
চান্দের উপরে চান্দ চান্দের টালনি।
তিন চান্দ এক ঠাঁই কভু নাহি শুনি॥
দশ চান্দ নাচে গায় মুরলীর রন্ধ্রে।
আর দশ চান্দ রাঙ্গা চরণারবিন্দে॥
গগনেতে এক চান্দ তাই মোরা জানি।
ঘাটের মাঝে চান্দের গাছ কে রুপিল আনি॥
হাতে চান্দ পায়ে চান্দ আর চান্দ কপালে।
এমন কভু শুনি নাই যে চান্দের গাছ চলে॥
যদুনাথ দাসে কয় হরষিত হৈয়া।
চান্দ নহে নন্দসুত আছে দাঁড়াইয়া॥ ৩০॥

দানলীলা

ধানশী

বেণুরব শুনি কানে চিতে না ধৈরজ মানে
চমকিয়া অমনি উঠিল।
কে যাবি কে যাবি আয় আর ত না রহা যায়
বলি ধনী আপনি সাজিল॥

সুচতুর সহচরী বুঝাইছে বেরি বেরি
চল যাব মথুরার বিকে।
গোবিন্দ গোধন লৈয়া পথ পানে আছে চাঞা
বড়াইরে আমি আনি ডেকে॥
সঙ্গে গেলে বড়াই আই পথে কিছু ভয় নাই
গুরুজনা অনুমতি দিবে।
পুরিবে সকল সাধ যাইতে নাহিবে বাদ
শ্যাম সঙ্গে পথে দেখা হবে॥
শুনিয়া আনন্দে ধনী কহে সুমধুর বাণী
তবে সভে সাজাও পসরা।
আসিবে বড়াই আই তাহার বিলম্ব নাই
বেশ ভূষা করি গো আমরা॥
বান্ধে কেশ বস্ত্র পরে কুঙ্কুম চন্দন উরে
সিন্দুরের বিন্দু দিল ভালে।
কবরী কানাড়া ছান্দে মুকুতার ঝুরি বান্ধে
চম্পক কুসুম তায় দোলে॥
কাঁচলি বান্ধিল আঁটি অঞ্চলে ফাঁদিয়া কটি
রঙ্গিয়া উড়নী দিল গায়।
যদুনাথ দাসে কয় হৃদয় আনন্দময়
ঘৃত ঘোলে পসরা সাজায়॥ ৩১॥

ধানশী

এত শুনি এক সখী মনেতে হইয়া সুখী
যায়্যা বলে শুন গো বড়াই।
বিকি কিনি করিবারে কৃষ্ণমুখ দেখিবারে
তোমায় নিতে পাঠাইছে রাই॥
বড়াই আসিয়া বলে অতি বড় কুতূহলে
শুন ওগো রাজার নন্দিনি।
মথুরায় বিকে যাই পসরা সাজাও রাই
তোরে শিখাইব বিকিকিনি॥
সুবর্ণের ভাণ্ড তথি খীর নবনী দধি
সারি সারি পসরা উপরে।
বিচিত্র নেতের ফালি তাহাতে উড়নি ভালি
দাসী শিরে ঝলমল করে॥
রঙ্গিয়া বড়াই সঙ্গে পথে যায় নানা রঙ্গে
মন্দ গতি জিনিয়া করিণী।
লোটন লুটায় পিঠে কাঁকালি লুকায় মুঠে
নিতম্বে সোণার রুনঝুনি॥

মুখে চুয়াইছে ঘাম যেন মুকুতার দাম
হেন মানি কুমুদের সখা।
যদুনাথ দাস ভণে ব্রজের রমণীগণে
যমুনার তীরে দিল দেখা॥ ৩২॥

ধানশী

আগো বড়াই পথ মাঝে তরুণ তমাল।
কিয়ে নব জলধর অঙ্গে কত সুধাকর
ভুবন করিয়া আছে আলো॥ ধ্রু॥
গলে নব ফুলহার মণিময় অলঙ্কার
দামিনীর দমক ঘুচাইল।
অলক তিলক ভালে শ্রবণ যুগল মূলে
মকর কুণ্ডল দোলে ভাল॥
পরিধান পীত ধড়া চূড়া বেড়া গুঞ্জা ছড়া
তাহে আর শোভে নানা ফুল।
দেখিয়া বদনচাঁদে মদন পড়িল ফাঁদে
যুবতী কেমনে রাখে কুল॥
এত আভরণ যার কিসের অভাব তার
সে কেনে ঘাটের ঘাটোয়াল।
যদুনাথ দাসের বাণী শুন রাধা বিনোদিনী
পরিচয় পাইবে তৎকাল॥ ৩৩॥

তথারাগ

রূপেতে ভ্রমরা গুণে ননীচোরা
বিভব ধবলি বসতি গাছে।
জাতিতে গোয়াল রাখ ধেনুপাল
রাখালিয়া মতি কভু না ঘোচে॥
হেদে হে ত্রিভঙ্গ ছার রসরঙ্গ
কেন কোলাহল করিছ মিছে।
যদি কর গোল শিরে ঢালি ঘোল
দিব প্রতিফল বুঝিবে পাছে॥
যদি চাহ ভাল ওহে চিকণ কাল
ঘনায়ে ঘনায়ে এসো না কাছে।
কহে যদুনাথ মথুরার নাথ
জান নাকি রাজা কংস আছে॥ ৩৪॥

তথারাগ

কি কহিলে সুধামুখি আমি মাঠে ধেনু রাখি
পুরুষে সকলি শোভা পায়।
রাজার নন্দিনী হয়ে মাথায় পসরা লয়ে
হাটে মাঠে কে ধেয়ে বেড়ায়॥
পদ্ম গন্ধ উড়ে যায় মধুলোভে অলি ধায়
অপরূপ শোভা আহিরিণী।
দেখিতে চাঁদের সাধ কোটি কাম উনমাদ
নিরুপম অমিয় নিছনি॥
তোমার নিজ পতি যে কেমনে ধরেছে দে
এ বেশে পাঠায়্যা দিয়া হাটে।
এমন রূপসী যদি মোরে মিলাইত বিধি
বসায়ে রাখিতাম সোনার খাটে॥
কানু কহে শুন রাই সব পুরুষের ধন নাই
ধন ধর্ম্ম সকলি কপালে।
যদুনাথ দাসে ভণে দূরে বিকে যাবে কেনে
বিকিকিনি কর তরুমূলে॥ ৩৫॥

নৌকাবিলাস

সুহই

মথুরার হাট হৈতে ফিরিয়া আসিতে পথে
কানে কানে বহিছে যমুনা।
কুমারের চাক যেন ঘুরণি উঠিছে হেন
দেখি সভে হইল বিমনা॥
বড়াই কহ কি উপায়ে হৈব পার।
সাঁতারের নদী নয় নামিতে লাগিছে ভয়
দেখি প্রাণ কাঁপিছে আমার॥ ধ্রু॥
জল নহে কালো মেঘ পবন জিনিয়া বেগ
দেখি তনু কাঁপয়ে তরাসে।
ভুজঙ্গ কুম্ভীর ভাসে মীন পলায় ত্রাসে
নাবি ইথে কেমন সাহসে॥
এক-হাটু জল দেখে এখনি গিয়াছি বিকে
কোথা হৈতে আল্য এত পানি।
হেন লজ্জে অনুমানি জাপিয়া সে মন্ত্র-খানি
এত-খানি কৈল সেই দানী॥
প্রণাম তাহার পায় তাই দিব যাহা চায়
কৃপা করি পার করুক আসি।
যদুনাথ দাস বোলে তরী সাজি হেন বেলে
দিল দেখা গোকুলের শশী॥ ৩৬॥

সুবলমিলন

ধানশী

এক

নিজ নিজ ধেনু লৈয়া সব শিশুগণে।
হৈ হৈ রবেতে প্রবেশে বৃন্দাবনে॥
সুবলে লইয়া শ্যাম গমন করিল।
রাধা-কুণ্ড-তীরে আসি দরশন দিল॥
দেখিয়া কুণ্ডের শোভা আনন্দ-অন্তরে।
বিবিধ কুসুমে মালা গাঁথি নিজ করে॥
নব নব পল্লবে শেজ বিছাইয়া।
রাধা রাধা বলি কানু কান্দে ফুকারিয়া॥
রাই-রূপ সোঙরিয়া ছাড়য়ে নিশ্বাস।
বড়ই আনন্দে কহে যদুনাথ দাস॥ ৩৭॥

দুই

সুবলে করিয়া সঙ্গে বিপিন বিহার রঙ্গে
রসময় বিদগধ শ্যাম।
রাধা কুণ্ডতীরে আসি কুসুম কাননে বসি
শোভা দেখে অতি অনুপাম॥
বৃন্দাদেবী হেন কালে আসি সেইখানে মিলে
চম্পকের মালা করে করি।
সুবলেরে সমর্পিল তিঁহ কৃষ্ণ গলে দিল
উদ্দীপনে রাধার মাধুরী॥
প্রেমে চতুর্দ্দিকে চায় অরুণ নয়ান তায়
পুলকে পূরিল প্রতি অঙ্গ।
ধরিয়া সুবল করে কহে গদগদ স্বরে
মিলাইয়া দে রে রাইএর সঙ্গ॥
তাহা বিনে বৃন্দাবন শূন্য হেরি সর্ব্বক্ষণ
মোর মন তাহার ধিয়ানে।
যদি নাহি আসে প্যারী রাধা রাধা রাধা বলি
যদুনাথ ত্যজিবে পরাণে॥ ৩৮॥

তিন

শুন হে সুবল সখা কি করি উপায়।
রাধা বিনে মোর প্রাণ বিদারিয়া যায়॥
কত-খনে পাব আমি রাধা দরশন।
রাধা-রূপ না হেরিলে না রহে জীবন॥
হা রাধা হা রাধা বলি পড়ে ভূমি-তলে।
মুখে নাহি বাণী শ্বাস কিছু কিছু চলে॥
দেখিয়া অঙ্গের ভাব মনেতে বুঝিল।
কৃষ্ণকে তুলিয়া সুবল কোলে বসাইল॥
নিজ বাস দিয়া সুবল অঙ্গ মুছাইল।
কান্দিতে কান্দিতে সুবল কহিতে লাগিল॥
চাঁদ-মুখ পানে চাঞা ছাড়য়ে নিশ্বাস।
কান্দিতে কান্দিতে কহে যদুনাথ দাস॥ ৩৯॥

চার

বাধা রাধা বলি নাগর পড়ে ভূমিতলে।
বাহু পসারিয়ে সুবল শ্যাম নিল কোলে॥
হায় আমি চাঁপার মালা কেন গলে দিলাম।
চম্পক বরণী রাধা মনে পড়াইলাম॥
ধীরে ধীরে রাধা নাম জপে কৃষ্ণ কানে।
বাধা নাম শ্রবণেতে পাইল চেতনে॥
রাধা আনি দিব আমি সুবল বলিল।
যদুনাথ দাসের মনে আনন্দ বাড়িল॥ ৪০॥

পাঁচ

হেথা বসি থাক তুমি।
রাই আনিতে যাই আমি॥
রাধাকুণ্ডে কেবা আছে।
রেখে যাব কার কাছে॥
দেখ ওরে শুক সারী।
একা রৈল বংশীধারী॥
মাধবী এক কার্য্য কর।
বংশীধরে তুমি ধর॥
আপন লতার করি ডুরী।
বেঁধে রাখ বংশীধারী॥
রাই বিরহে কাতর প্রাণ।
জপয়ে শ্রীরাধার নাম॥
রাধা রাধা রাধা বলে।
ধীরে ধীরে সুবল চলে॥
রাধার মন্দির পাশে।
গেল যদুনাথ দাসে॥ ৪১॥

ছয়

মন্দিরে য্যাইয়া সুবল রাই না পাইল।
কান্দিতে কান্দিতে সুবল গমন করিল॥
খুঁজিতে খুঁজিতে যায় কদলীর বন।
যেথা বিনোদিনী রাই ক্রোধাবেশ মন॥
ললিতা বলয়ে সুবল দেখ রে কানন।
কৃষ্ণের ধবলী চোয়া কৈল বিনাশন॥
রাজার কি রাজ্য নহে এ কি অবিচার।
কোন্ গর্ব্ব করে সেই নন্দের কুমার॥
কংস রাজা মহাতেজা তাহার প্রজাই।
ঘরে ঘরে জোগাই কর মজুরা না খাই॥
যাব রাজা কংসের কাছে ভেঙ্গে দিব ভূর।
গরুবাছুর বিকাইব গর্ব হবে চুর॥
এ কথা শুনিয়া সুবল দূরে পলাইল।
যদুনাথ ভণে রাই সুবলে ডাকিল॥ ৪২॥

সাত

আমার মন্দিরে সুবল কভু না দেখিয়ে।
আজি আসিয়াছ বল কিসের লাগিয়ে॥
সখারে লইয়া গোষ্ঠে করিলে গমন।
কি লাগিয়া হেথা পুন তব আগমন॥
তোমার কুণ্ডে তোমার শ্যাম তোমা না দেখিয়া।
তব নামজপে নাগর পড়ে মুরছিয়া॥
রা রা রা রা বলি ধা বলিতে না পারে।
মনের কামনা তার তোমা দেখিবারে॥
হাতসানে ডাকে ওরে সুবল শুনে যা।
যদুনাথ দাসে বলে রাই আন গা॥ ৪৩॥

আট

বলরে সুবল আমি কি বুদ্ধি করিব।
দিবা অভিসারে আমি কেমনেতে যাব॥
সুবল, বলয়ে রাই শুনহ বচন।
পরিধান কর তুমি মোর আভরণ॥

তোমার বেশ আমায় দাও আমি রহি ঘরে।
আমার বেশে যাও তুমি কানু ভেটিবারে॥
আপনার বেশভূষা সুবলেরে দিল।
সুবলের বসন রাই আপনি পরিল॥
রাই কহে দেখ সুবল বেশ নাহি হইল।
যদুনাথ দাস বলে প্রমাদ পড়িল॥ ৪৪॥

নয়

সুবলের ধরা রাই কটিতে আঁটিল।
কনক কিঙ্কিণী লয়ে তাহাতে বাঁধিল॥
মাথায় বাঁধিল চূড়া শিখিপুচ্ছ তায়।
উচ্চতায় পয়োধর ঢাকা নাহি যায়॥
হাসিয়া সুবল বলে শুনগো কিশোরী।
কোলেতে করিয়া লেহ নবীন বাছুরি॥
শিঙ্গা বেণু করে নিল চরণে নূপুর।
পিয়ারে ভেটিতে যায় রঙ্গরস পুর॥
যেখানে বসিয়া আছে শ্যাম নট রায়।
সুবলের বেশে রাই সেইখানে যায়॥
নাগর দেখিয়া দুখী সুবল ফিরে আইল।
যদুনাথ দাসের মনে আনন্দ বাড়িল॥ ৪৫॥

দশ

বৎস কোলে করি রাই রাধাকুণ্ডে যায়।
শ্যামলী ধবলী বলি পাঁচনি ঘুরায়॥
সুবলের বেশে শ্যাম চিনিতে নারিল।
না আইল কিশোরী সুবল ফিরে আইল॥
কহ রে কহ রে সুবল কহ সমাচার।
কেনে কুণ্ডে না আইল কিশোরী আমার॥
রাধিকার অঙ্গ গন্ধে বিকল হইয়া।
ভূমিতলে পড়ে শ্যাম হা রাই বলিয়া॥
শ্যাম চান্দে দেখি রাই মুচকি হাসিল।
প্রেমাবেশে আসি তবে বঁধু কোলে নিল॥
রাধা অঙ্গ পরশেতে পাইল চেতন।
যদুনাথ দাস হইল আনন্দে মগন॥৪৬॥

এগার

ধনী কহে প্রাণ-নাথ শুন মোর বাণী।
দাসীরে [illegible] দেহ গৃহে যাই আমি॥
কানু-মনোরথ ধনী করিলা পূরণ।
সুবল-বেশেতে ধনী করিলা গমন॥
বিদায় হইয়া ধনী যায় ধীরে ধীরে।
উপনীত হৈলা ধনী রন্ধনমন্দিরে॥
রাই দেখি আনন্দিত সুবল হইলা।
নিজ নিজ আভরণ ত্বরিতে পরিলা॥
ধনীরে কহিয়া সুবল আনন্দে চলিলা।
রাধা-কুণ্ড তীরে আসি উপনীত হৈলা॥
রাধা-কুণ্ড তীরেতে বসিয়া শ্যাম রায়।
নাচিতে নাচিতে সুবল মিলিলা তথায়॥
সুবল দেখিয়া তবে কহিলা মুরারি।
তোমার কারণে আজি পাইলাম কিশোরী॥
হাস্য পরিহাস্য করে সুবল লইয়া।
সঙ্গের রাখাল সব মিলিলা আসিয়া॥
যমুনার তীরে কৃষ্ণ করিলা পয়ান।
সুবল মিলন রস যদুনাথ-গান॥ ৪৭॥

হেমন্ত শিশিরোচিত বিরহ

দূতীর সংবাদ

শিশিরক শীত সবহুঁ দূরে গেল।
বিরহক-অনল নিদাঘ সম ভেল॥
দহই কলেবর শীতল পবনে।
কো পাতিয়ায়ে ইহ সব বচনে॥
জর জর অন্তর বিরহক ধূমে।
জাগরে জাগি দূরে রহু ঘুমে॥
বচন কহই যব জনু পরলাপ।
কহই না পারিয়ে যতহুঁ সন্তাপ॥
কোই কহই তোহে রসময় কান।
তুহুঁ সম কঠিন জগতে নাহি আন॥
তোহারি বচনে আর নাহি পরতীত।
কুলবতি করু জনি তোহে পিরীত॥
যতহুঁ বিরহ-দুখ কি কহব হাম।
দাস যদুনাথ তোহে পরণাম॥ ৪৮॥

মথ্‌রায় শ্রীকৃষ্ণের বিরহ

রাইক অতিশয় বিরহ হ্‌তাশ।
শ্‌নইতে নাগর গদগদ ভাষ॥
নয়নক লোরে ভিগল পীত বাস।
ঘন ঘন তেজই দীঘ নিশাস॥
কহইতে বচন কহই নাহি পার।
অবশ কলেবর পড়্‌ কত বার॥
খেনে উঠে খেনে পড়ে করয়ে বিলাপ।
বাঢ়ল কান্‌ক বিরহ-সন্তাপ॥
রাই রাই করি ভেল উনমাদ।
থির নাহি হোয়ত বিরহ বিষাদ॥
খনেকে ধীর হই কহ প্‌ন কান।
তুরিতহি সখি তুহ্‌ঁ করহ পয়ান॥
এত শ্‌নি সোই চল্‌ রাইক পাশ।
মিলল কুঞ্জে কহ যদ্‌নাথ দাস॥ ৪৯॥

[৬৫১]

যদুনন্দন

ভূপালী

দেখ দেখ গোরাচাঁদে।
কাঞ্চন রঞ্জন বরণ মদন-
মোহন নটনছাঁদে॥ ধ্র্‌॥

প্‌রব পীরিতি কহে।
কিশোর বয়সে ভাবের আবেশে
প্‌লকে প্‌রল দেহে॥

কে জানে মরম ব্যথা।
যম্‌না প্‌লিন বন বিহরণ
কহয়ে সে সব কথা॥

নীরজনয়নে নীর।
রাধার কাহিনী কহয়ে আপনি
তিলেক না রহে থির॥

গদাধর করে ধরি।
কাঁদন মাখন কহিতে বচন
বোলে হরি হরি হরি॥

ভাবে জর জর তন্‌।
ছ্‌টল মাতল কুঞ্জরগমনে
কাননদলন-জন্‌॥

ক্ষণে হাসে কাঁদে নাচে।
অধর কম্পিত রহয়ে চকিত
খেনে প্রেমধন যাচে॥

এ যদ্‌ নন্দন কহে।
তুমি কি না জান গোকুল মোহন
গৌরাঙ্গ ভুবন মোহে॥ ১॥

মঙ্গল

প্রফ্‌ল্লিত কনক কমল ম্‌খমণ্ডল
নয়নখঞ্জন তাহে রাজে।
ললাট মাঝে মাঝে শোভে হরিমন্দির,
পরিধানে পট্টাম্বর সাজে॥
জয় জয় গোরাচাঁদ কল্‌ষবিনাশ।
পতিতপাবন জন- তারণকারণ
সংকীর্ত্তন পরকাশ॥ ধ্র্‌॥
আজান্‌লম্বিত ভুজদণ্ড বিরাজিত
গলে দোলে মালতীদাম।
ভুবনমনোহর দীর্ঘ কলেবর
প্‌লক কদম্ব অন্‌পাম॥

শ্রীতরুঅরুণ রুচি শ্রীপাদপল্লব শুচি
অভেদ অদ্বৈতনিত্যানন্দ।
এ যদুনন্দন দাসে আনন্দসায়রে ভাসে
চরণকমলমকরন্দ॥ ২॥

মল্লারিকা

সই লো নদীয়া জাহ্নবীকূলে।
কো বিহি কেমনে গঢ়ল ও তনু
কনয়া শিরীষ ফুলে॥ ধ্রু॥

কে না পরতীত যায়।
বদন কমল বাঁধুলি অধর
দশন কুন্দাকি তায়॥

কাহারে কহিব কথা।
কিংশুক কোরক নাসিকা সুভগ
আঁখি উতপল রাতা॥

কহিতে না জানি মুখে।
বাহু হেমলতা উপরে পদুম
মল্লিকা ফুটল নখে॥

নয়ান আনন্দসিন্ধু।
পদতল থল রাতা উতপল
নখে মোতিফল নিন্দু॥

পীরিতি সৌরভ ধরে।
ত্রিভুবন জন মাতল তা হেরি
পালটি না যায় ঘরে॥

হরি হরি হরি বোলে।
না জানি কি লাগি কাঁদয়ে গৌরাঙ্গ
দাস গদাধর কোলে॥

অতএ লাগয়ে ধন্দ।
এ যদুনন্দন কহে কি না জানো
ওই না গোকুলচন্দ॥ ৩॥

কর্ণাটিকা

সজনি সই শুন গোরাঅপরূপ গাথা।
বরজবধূর সঙ্গে বিলাস গোপনরঙ্গে
ভুবন ভাসিল সেই কথা॥ ধ্রু॥
অঙ্গের সৌরভে কত মনমথ উনমত
মধুকর ছলে উড়ি ধায়।
রঙ্গণ ফুলের মালা হিয়ার উপরে খেলা
কুলবতী মতি মুরছায়॥
গৌরবরণ দেখি আর সব সেই সাখী
বলন গমন অঙ্গছটা।
গোকুলচাঁদের ছাঁদ পরতেকে ভুরুফাঁদ
কুলবতী দুই কুলে কাঁটা॥
কে আছে এমন নারী নয়ান-সন্ধান হেরি
মুখচাঁদে হাসির মাধুরী।
দেখিয়া ধৈরজ ধরে তবে সে যাইবে ঘরে
মনমথে না করে বাউরী॥
খেনে রাধা বলি ডাকে নয়ান মুদিয়া থাকে
খেনে হাসে ভাবের আবেশে।
খেনে কাঁদে উভরায় পুলকিত সর্ব্বকায়
এ যদুনন্দন ভালবাসে॥ ৪॥

ধানশী

গৌরাঙ্গ চরিত আজু কি পেখলু মাই।
রাধা রাধা বলি কাঁদে ধরিয়া গদাই॥
ধরিতে না পারে হিয়া ধরণী লোটায়।
ধূলা লাগিয়াছে কত ওনা হেম গায়॥
সে মুখ চাহিতে হিয়া কি না জানি করে।
কত সুরধুনী-ধারা আঁখি বাহি পড়ে॥
মৈনু মৈনু কেন গেনু সে পথ বাহিয়া।
ধৈরজ না ধরে চিতে ফাটি যায় হিয়া॥
দেখি দাস গদাধর লহুঁ লহু হাসে।
এ যদুনন্দন কহে ওই রসে ভাসে॥ ৫॥

আশাবরী

গৌর বরণ সোনা
ছটক চাঁদের জোনা।
তরুণ অরুণ চরণে থির
ভাবে বিয়াকুল মনা॥

অরুণ নয়ানে ধারা
জনু সুরধুনী পারা।
পুলকে গহন সিচয়ে সঘন
মহী জিনি ভার ভরা॥

বদনে ঈষৎ হাসি
তরুণী ধৈরজ নাশি।
খেনে খেনে গদ গদ হরি বোল
কাঁদনে ভুবন ভাসি॥

গদাই ধরিয়া কোলে
মধুর মধুর বোলে।
আর কি আর কি করিয়া কাঁদয়ে
না জানি কি রসে ভুলে॥

যে জানে সে জানে হিয়া
সে রসে মজিল ধিয়া।
এ যদুনন্দন ভণয়ে আজুলি
ওই না গোকুলপিয়া॥ ৬॥

মঙ্গল

অনুখণ গৌর প্রেমরসে গর গর
ঢর ঢর লোচনে লোর।
গদগদ ভাষ হাস ক্ষণে রোয়ত
আনন্দে মগন ঘন হরিবোল॥
পহুঁ মোর শ্রীশ্রীনিবাস।
অবিরত রামচন্দ্র পহুঁ বিহরত
সঙ্গে নরোত্তম দাস॥
ব্রজপুরচরিত সতত অনুমোদই
রসিক ভকতগণ পাশ।
ভকতিরতন ধন যাচত জনে জন
পুন কি গৌরপরকাশ॥

ঐছে দয়াল কবহুঁ না হেরিয়ে
ইহ ভুবন চতুর্দ্দশে।
দীনহীন পতিতে পরম পদ দেয়ল
বঞ্চিত যদুনন্দন দাসে॥ ৭॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

এক

আনাড়া সুহিনি

কহ কহ সুবদনি রাধে।
কিবা তোর হইল বিয়াধে॥
কেনে তোরে আন মন দেখি।
কাহে নখে ক্ষিতি তলে লেখি॥
হেম কান্তি ঝামর হইল।
রাঙ্গা বাস খসিয়া পড়িল॥
আঁখিযুগ অরুণিম ভেল।
মুখ-পদ্ম শুখাইয়া গেল॥
এমন হইলা কি লাগিয়া।
না কহিলে ফাটি যায় হিয়া॥
এত শুনি কহে ধনি রাই।
এ যদুনন্দন মুখ চাই॥ ৮॥

দুই

শ্রীরাধার উক্তি

সুহই

কদম্বের বন হইতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কানে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি কি মাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে প্রাণে॥
সখি হে নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
হা হা কুলাঙ্গনা মন গ্রহিবারে ধৈর্য্যধন
যাহে হেন দশা হৈল মোরে॥
শুনিয়া ললিতা কহে অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলীধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলা তুমি বিমোহনে
রহ নিজ চিত্তে ধরি থেহ॥

রাই কঁহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে সব তনু
প্রতি তনু শীতল করিয়া॥
অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায় আমার মতি
বিচারিতে না পাইয়ে ওর॥ ৯॥

তিন

ধানশী

কৃষ্ণ দু-আখর অতি মনোহর
শুনিলুঁ মধুর গান।
তাথে পরমাদ চিতে উনমাদ
আন না শুনয়ে কান॥
এ চিত্রপটেতে নবীন মুরতি
নব ঘন জিনি তনু।
ইহার দরশে পরম হরিষে
মগ্ন ভেল মন জনু॥
এ সব শুনিয়া সখীগণ-হিয়া
আনন্দ পায়ল অতি।
এ যদুনন্দন দাস এই ভণে
ভালে সে চিন্তিত মতি॥ ১০॥

চার

ধানশী

কি হেরিলাম নবজলধরে।
সেই হতে পরাণ কেমন করে॥
গুরুগরবিত নাহি মানে।
নিঝরে ঝরয়ে দু-নয়ানে॥
সদাই বিকল মোর প্রাণ।
অন্তরে জাগিয়া রৈল শ্যাম॥
হিয়া দুরু দুরু তাহে হেরি।
বিরলে স্মঙরি রূপ ঝুরি॥
পাসরিতে করি তারে মন।
পাসরিলে নহে পাসরণ॥
কদম্বতলায় শ্যাম-চাঁদে।
হেরি কুলবতী পৈল ফাঁদে॥
এ যদুনন্দন মন ভোর।
হেরি রূপের না পায়ল ওর॥ ১১॥

পাঁচ

ধানশী

ইন্দীবর বর উদর সহোদর
মেদুর মদহর দেহ।
জাম্বুনদ মদ বৃন্দবিমোহিত
অম্বর বর পরিধেহ॥
সজনী কো সোই নবযুবরাজ।
মোহন মুরলি খুরলি রুচিরানন
দহন কুলবতি লাজ॥ ধ্রু॥
মোতিম সার হার উর অম্বর
নখতর দামক ভান।
করিকরগরব কবলকর সুন্দর
সুবলন বাহু সুঠান॥
মদ গজরাজ লাজ গতি মন্থর
জগ ভরি ভরই অনঙ্গ।
যদুনন্দন ভণ সো নন্দনন্দন
চন্দনশীতল অঙ্গ॥ ১২॥

ছয়

ধানশী

সো বর নাগররাজ।
তপনতনয়া তটে নীপতরু নিকটে
হীলন নটবর সাজ॥ ধ্রু॥

১২ সুন্দর নীল কমলের উদর সহোদর অর্থাৎ (কিঞ্জল্ক সদৃশ, এবং স্নিগ্ধতায়, এই) কিঞ্জল্কের গর্ব্ব-হারী দেহ। পরিধানে স্বর্ণ পুঞ্জের গর্ব্ব বিমোহন উত্তম বসন। সখি সে নব যুবরাজ কে? সুন্দর বদনে মোহন মুরলী বাজাইতেছে, কুলবতীর লজ্জা দগ্ধ করিল। বক্ষে উত্তম মুক্তাহার। গগনে যেন নক্ষত্র দাম। করী শুণ্ডের গর্ব্ব গ্রাসকারী সুবলিত সুন্দর সুঠাম বাহু। মন্থর গতিতে মত্ত গজরাজ লজ্জা পায়। অনঙ্গে জগৎ পূর্ণ হইল। যদুনন্দন বলিতেছেন তিনি নন্দনন্দন। তাহার অঙ্গ চন্দন শীতল।

মরকতরতন মুকুর জিনি লাবণি
প্রতিতনু পিরিতি পসার।
শারদ চাঁদ ফাঁদ মুখমণ্ডল
কুণ্ডল শ্রবণে বিথার॥
নাচত ভাঙ মদনধনু ভঙ্গিম
দিঠিখঞ্জন নটজোড়।
বান্ধুলিঅধরে মুরলিরব মাধুরি
উমতায়ল মন মোর॥
উড়ত চূড়ে চারু শিখিচন্দ্রক
মন্দপবন সঞে মেল।
কহে যদুনন্দন শ্রুতি আঁখি রসায়ন
তনু মন সব হরি নেল॥ ১৩॥

সাত

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতী

বালা ধানশী

রাইক ঐছে দশা হেরি এক সখী
তুরিতহি করল পয়ান।
নিরজনে নিজগণ সঞে যাহা মাধব
রাই মিলল সোই ঠাম॥
(শুন মাধব) অব হাম কি বোলব তোয়।
সো বৃষভানু কুমারী বর সুন্দরী
অহনিশি তুয়া লাগি রোয়॥
তুয়া অনুরূপ পট এক লেখি আনি
দেয়ল তাকর আগে।
সো রূপ হেরি মুরছি পড়ু ভূতলে
মানয়ে করম অভাগে॥
নবজলধর হেরি অম্বরে সো ধনী
কাতরে করু পরলাপ।
নীলাম্বর অব সহই না পারই
অরুণাম্বরে তনু ঝাঁপ॥

ঐছে দশা হেরি সকল সখীগণ
রোয়ত যামিনি জাগি।
কহে যদুনন্দন শুন নন্দনন্দন
মীলহ সব জন ভাগি॥ ১৪॥

আট

তথারাগ

নিরমল কুলশীল কাঞ্চন গোরি।
পাণ্ডুর কয়ল বিরহজবর তোরি॥
অনুখন খল খল নিগদই রাই।
নিশিদিশি রোয়ই সখিমুখ চাই॥
শুন শুন গোকুলমঙ্গল শ্যাম।
কথি লাগি তাক হৃদয়ে ভেলি বাম॥
তুয়া রূপ জগজন লোচন লোহ।
একলি তাক নয়নমনমোহ॥
রসবতি নিরখয়ে নয়ন পসারি।
সোঙরিতে তাক নয়নে ঝরু বারি॥
আন ধনি বিছুরি করত আন কাম।
তাকর মনহি না ভাওত আন॥
তুহুঁ বর নাগর রসিক সুজান।
যদুনন্দন তোহে কি কহব আন॥ ১৫॥

নয়

সুহিনী

খেনে হাসয়ে খেনে রোয়।
দিশি দিশি হেরই তোয়॥
খেনে আকুল খেনে ধীর।
খেনে ধাবই খেনে গীর॥
খেনে খেনে হরি হরি বোল।
সহচরি ধরি করু কোর॥

১৩ অই শ্রেষ্ঠ নাগর রাজ কে? তপনতনয়া (যমুনার) তীরে কদম্বতরুতে হিলন দিয়া নটবর সাজে (দাঁড়াইয়া আছেন) মরকত মণির দর্পণ বিজয়ী লাবণ্য। প্রতি অঙ্গে পীরিতির পসার সাজানো। মুখমণ্ডল শারদ চাঁদের ফাঁদ। শ্রবণে কুণ্ডলের শোভা। মদন ধনুর ভঙ্গীযুক্ত ভুরু নাচিতেছে। মুরলী ধ্বনির মাধুরি আমার মন উন্মত্ত করিল। মন্দ বায়ুতে মিলিয়া চূড়ায় সুন্দর শিখিপুচ্ছ উড়িতেছে। যদুনন্দন কহিতেছেন যে শ্রবণ ও নয়নের রসায়ন (বংশীধ্বনিতে ও রূপে) তনুমন সব হরণ করিয়া লইল।

ঐছন হেরি আগেয়ান।
সবহুঁ দগধ করু প্রাণ॥
তাহি সোয়াথ নাহি পায়।
যদুনন্দন মুখ চায়॥ ১৬॥

দশ

শ্রীরাধার উক্তি

তথারাগ

মোরে উপেখিল শ্যাম সুনাগর
এ সব শুনিলুঁ কানে।
দুরাশা বিরোধী হৈয়া নিরবধি
তথাপি দগধে মনে॥
সখি হে দঢ়াইলু এই সার।
সো হরি দুর্লভ না হয় সুলভ
মরণ সে প্রতিকার॥
কালিন্দী গম্ভীর জলের ভিতর
প্রবেশ করিব আমি।
তবে সে পিরিতি রহয়ে কিরিতি
নিচয়ে জানিহ তুমি॥
এ মতে রাধিকা ব্যাকুলা অধিকা
ভাবের তরঙ্গে ভাসে।
অনুরাগী মন ধৈর্য্য গেল ভগ
এ যদুনন্দন দাসে॥ ১৭॥

এগারো

সুহই

যদি কৃষ্ণ অকরুণ হইলা আমারে।
তাহাতে বা কেবা দোষ দিবেক তোমারে॥
না কান্দিহ আরে সখি কহিয়ে নিশ্চয়ে।
কৃষ্ণ বিনে প্রাণ মুঞি না রাখিব দেহে॥
উত্তর কালের এক করিহ যে হয়।
এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয়॥
তমালের কান্ধে মোর ভুজলতা দিয়া।
নিশ্চল করিয়া তুমি রাখিহ বান্ধিয়া॥
[illegible] কভু দেখিলেই পুরিবেক আশ।
[illegible] কাতর যদুনন্দন দাস॥ ১৮॥

বার

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

তথারাগ

শুনিয়া নিঠুর বচন আমার
সে চন্দ্রবদনী রাধা।
হইল প্রেমের অঙ্কুর সুন্দর
ভাঙ্গে পাছে পাঞা বাধা॥
সখি আর কি কহিব তোরে।
কেনে পরিহাস- বচন নৈরাশ
কহিলুঁ হইয়া ভোরে॥
কিম্বা সেই ধনী ধৈর্য্য ধরে জানি
হৃদয়ে ধরিষা বেথা।
পাছে সে বেথায়ে সে তনু জারয়ে
উপায় কি করি এথা॥
কিম্বা দারুণ কামের কামান
বিন্ধয়ে বিষমশরে।
শিরীষের ফুল জিনিয়া কোমল
সেহ কি সহিতে পারে॥
হা হা সে মুগধি রূপের অবধি
ফলি মনোরথ-লতা।
হা হা কেনে হেন বঞ্চন-বচন
কহি কৈলু উন্মুলিতা॥
অমৃত পুতলি রূপের আগলি
না জানি কি জানি হয়।
এ যদুনন্দন- দাস মনে ভণ
দর্শনে পরাণ রয়॥ ১৯॥

তের

শ্রীরাধার আগুদুতী

সুহই

যাঁহা বিলপযে বর কান।
তাঁহা সখি করল পয়ান॥
মীলল নাগর পাশ।
দীঘল তেজই নিশাস॥
নাগর হেরি বিভোর।
নয়নহি আনন্দ-লোর॥

কানু কহই মৃদুভাষ।
পূরবি মঝু অভিলাষ॥
কৈছে আছয়ে ধনি রাই।
শুনইতে মঝু নিঠুরাই॥
হাম করলুঁ পরিহাস।
তাকর বিরহ-হুতাশ॥
অতয়ে গমন করু তাই।
তুরিতহি আনবি রাই॥
এত শুনি সো সখি গেল।
রাইক সমুখহি ভেল॥
কানুক ইহ রস-ভাষ।
সবহুঁ কহল ধনি পাশ॥
সচকিতু সো বরনারী।
তবহুঁ করল অভিসারি॥
শুভ খনে আয়ল কুঞ্জ।
সখিগণ আনন্দ-পুঞ্জ॥
ইহ যদুনন্দন দাস।
ধায়ল কানুক পাশ॥ ২০॥

চৌদ্দ

ভূপালী

সখীর বচনে ধনী থির করি চিত।
করইতে গমন ভেল উলসিত॥
পদ দুই চারি চললি সখী মেলি।
ধস ধস অন্তর ধাধস ভেলি॥
খেনে খেনে চৌঙকি পাদ পালটায়।
খেনে কাতর দিঠে সখিমুখ চায়॥
সখিগণ পুন পুন করে আশোয়াস।
রহি রহি ধনী হিয়ে উপজে তরাস॥
ঐছনে কুঞ্জে মিলল হরি পাশ।
দূরে হেরই যদুনন্দন দাস॥ ২১॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

এক

সোহিনী

সখি রাধা নাম কি কহিলে।
শুনি কাণ মন জুড়াইলে॥
কত নাম আছয়ে গোকুলে।
হেন হিয়া না করে আকুলে॥
ওই নামে আছে কি মাধুরী।
শ্রবণে রহল সুধা ভরি॥
চিতে নিতি মুরতি বিকাশ।
অমিয়া সায়রে যেন বাস॥
আঁখিতে দেখিতে করে সাধ।
এ যদুনন্দন মন কাঁদ॥ ২২॥

দুই

সখীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ

ধানশী

যবধরি পেখলুঁ সো মুখ-মণ্ডল
অপরূপ নয়ন সন্ধান।
তবধরি মঝু পর বরিখে কুসুম-শর
দিন-রজনী নাহি জান॥
সখি শুন মরমক বাত।
বিরহক ধূমে ছটফট অন্তর
জীবনে না রহ সোয়াথ॥ ধ্রু॥
সভে যদি সদয় হৃদয়ে তাহে আনসি
আরতি কহো তছু পাশ।
তব মঝু তনু-মন জীবন সঞে পুন
কেবল জনু নিজ দাস॥
যদুনন্দন কহ অব দুখ বিরমহ
সব সখি হোই এক ঠাম।
চলতহি ঐছনে রাই মানাইয়া
পূরাওব তুয়া নিজ-কাম॥ ২৩॥

তিন

তথারাগ

শুন শুন এ সখি কর অবধান।
সে যে রমণী নিল হামারি পরাণ॥
যবধরি না দেখিয়ে সো চাঁদ মুখ।
তবধরি মদন দ্বিগুণ দেই দুখ॥
ঝর ঝর অনুখন এ দুই নয়ান।
জরজর অন্তর না যায়ে পরাণ॥
তা সঞে রভস-রস যদি নাহি হোয়।
নিচয়ে না জীয়ব কহলম তোয়॥

দুই এক পলকে মিলব বরনারী।
যদুনন্দন তব যাও বলিহারি॥ ২৪॥

চার

শ্রীকৃষ্ণের আপ্ত দূতী

ভূপালী

এত শুনি দোতি চলল ধনি পাশ।
যৈছনে নাহক পূরয়ে আশ॥
বচনক ভাতি আপন হিয়ে সাঁচি।
মিলালি মুগধি-সঞে গুরুজনে বাঁচি॥
হেরি সুধামুখি হরিণ-নয়ানী।
পুছইতে না পুছয়ে তা সঞে বাণী॥
কহ যদুনন্দন কর অবধান।
তোহারি নিয়ড়ে মুঝে ভেজল কান॥২৫॥

পাঁচ

পঠমঞ্জরী

হামারি বচন শুন রাই।
দূরহিঁ তাক পরশ বিনে অব তুহুঁ
মন্দিরে ভয় অবগাই॥
বিদগধ রসিক শিরোমণি নাগর
দরশে বুঝবি ব্যবহার।
ঐছন সংশয় আর তুহুঁ না করবি
শুভক্ষণে কর অভিসার॥
ঐছন বচন শুনিয়া ধনী মুগধিনি
নিজ প্রিয় সহচরি মেলি।
বেশ বনাই কত যে মনে সংশয়
কালিন্দি তীরহিঁ গেলি॥
অপরূপ কুঞ্জ- কুটিরে নব নাগর
পথ হেরি আকুল পরাণ।
সকল সখী পর- বোধি মিলায়ল
যদুনন্দন রস-গান॥ ২৬॥

শ্রীরাধার উক্তি

ভূপালী

কত ঘর বাহির হইব দিবা-রাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পিরিতি॥
আনিয়া বিষের গাছ রুপিনু অন্তরে।
বিষেতে জারিল দেহ দোষ দিব কারে॥
কি বুদ্ধি করিব সখি কি হবে উপায়।
শ্যাম ধন বিনে মোর প্রাণ বাহিরায়॥
এ কুল ও কুল সখি দো-কুল খোয়ালুঁ।
সোতের শেহলি যেন ভাসিতে লাগিলুঁ॥
কহিতে কহিতে ধনি ভেল মুরছিত।
উরে করি কহে সখী থির কর চিত॥
মনে হেন অনুমানি এই সে বিচার।
এ যদুনন্দন বোলে কর অভিসার॥ ২৭॥

পরস্পরের নিকট দূতী গমন

কামোদ

রাইক উহ উৎ- কণ্ঠিত বচনহি
সো সখি দ্রুত চলি গেল।
নিজ গৃহে নাগর রতন-মন্দির পর
গোপতে যাই তহিঁ মেল॥
ইঙ্গিতে রাইক আরতি জানাওল
বুঝইতে নাগর-রাজ।
কালিন্দি-তীরে নিকুঞ্জ মনোহর
জানাওল সঙ্কেত-কাজ॥
শুনি দোতি ধাই আওল যাহাঁ সুন্দরি
কহতহি মধুরিম ভাষ।
তুয়া লাগি যমুনা- তীরে গেও নাগর
পূরব চির অভিলাষ॥
এতহু বচন শুনি সো ধনি সুবদনি
করত গমন উপচার।
কানুক নিকটে দূতি আওল পুন
কহ যদুনন্দন সার॥ ২৮॥

গান্ধার

রাই-বচন শুনি চললহি সহচরি
কাননে যাহাঁ যদুবীর।
তুরিতহি তাকর দূর সঞে দরশন
পাওল কুণ্ডক তীর॥
দেখ সখি অপরূপ কাজ।
হেরইতে সমিপহিঁ হোই উলস-মতি
আওল নাগর-রাজ॥ ধ্রু॥

কহতহি তোহারি সহচরি বিনু মোর
তিল এক না রহ পরাণ।
তুরিতহি যাই তাহে তুহুঁ আনহ
হাম রহল ইহ ঠাম॥
শুনইতে সো ধনি ধাই আওল শুনি
কহলহি যত কিছু বাত।
তব অভিসার কয়ল রাই সুবদনি
যদুনন্দন করি সাথ॥ ২৯॥

শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-নিবেদন

সুহই

নয়ন-পুতলী রাধা মোর।
হিয়া মাঝে রাধিকা উজোর॥
আগে মোর রাধিকা রঙ্গিণী।
পিছে রাধা মন-বিমোহিনী॥
ডাহিনেতে রহ রাধা মোর।
বামে রাধা দেখি হোই ভোর॥
খিতিতল দেখোঁ রাধাময়।
গগনেতে রাধিকা-উদয়॥
এ যদুনন্দন মনে জাগে।
কি না করে নব-অনুরাগে॥ ৩০॥

আক্ষেপানুরাগ

আড়ানা

ছিদ্র-জালে পূর্ণা তুমি শুনহ মুরলী।
অতি লঘু সুকঠিন অন্তর তোহারি॥
নীরস তোহার তনু গ্রন্থি তাহে হয়।
কৃষ্ণ করে থাক তুমি কোন পুণ্যোদয়॥
কৃষ্ণের অধরে তুমি রহ অনুক্ষণ।
তাহাতে পাইলা তার নিবিড় চুম্বন॥
এ যদুনন্দন বোলে শুনহ মুরলী।
নারীপ্রাণ লওয়া হেন কোথায় শিখলি॥৩১॥

সুহই

শুন তোরে কি বলিব বাঁশী।
সতীকুল সকলি বিনাশি॥
গোবিন্দ-অধর-সুধারস।
পিয়া পিয়া মাতালি সাহস॥
জগত মোহসি মৃদুস্বরে।
অবশ করলি কলেবরে॥
অথবা কি তুমি অতি দোষী।
বাঁশিনী-বাঁশের জাতে বাঁশী॥
দারুতে গঢ়ল তুয়া দেহ।
কেবল দারুময়ী সেহ॥
এ যদুনন্দন দাস ভণে।
কি করুণা সুকঠিন জনে॥ ৩২॥

বাসকসজ্জা

কামোদ

শুন শুন নাগর সব গুণ আগর
তুহুঁ বর চতুর সুজান।
একলি সংকেত- নিকেতনে সো ধনি
নয়ানে না হেরই আন॥
তোহারি গমন-পথ পুন পুন হেরত
সো অবিচল কুলবালা।
রতন প্রদীপ বাসগৃহে সাজই
তুয়া লাগি গাঁথই মালা॥
এত কহি সহচরি তুরিতে গমন করি
কুঞ্জে ভেল উপনীত।
ভণ যদুনন্দন ও নন্দ-নন্দন
গমনহি উনমত-চীত॥ ৩৩॥

উৎকণ্ঠিতা

গান্ধার

তোহারি সংকেত- কুঞ্জে কুসুমশর-
পুঞ্জে রহল একসরিয়া।
তনু-মনে বিরহ দহনে ধনি দগধই
প্রাণ-হরিণী যায় জরিয়া॥
মাধব ধৈরজ গমন তোহারি।
ও মুখেন লাখ কলপ করি মানই
তলপ ভরয়ে দিঠি বারি॥

তোঁহারি সন্দেশ- আশে ধনি কুলবতি
খোয়ল কুল তনু-কাঁতি।
নিকরুণ মদন বেদন নাহি জানই
হানই খরশর-পাঁতি॥
পরাণ প্রেম আশ-গুণে বান্ধল
ভাষ না নিকসই বদনে।
ভণে যদুনন্দন সো জনি টুটয়ে
অতয়ে চলহ সোই সদনে॥ ৩৪॥

শ্রীরাধার প্রতি দূতীর উক্তি

বিহাগড়া

চন্দ্রাবলি সঞে বিলসই মাধব
হেরি চলু রাই পাশ।
মলিন বয়ান নয়নযুগ ছল-ছল
তেজই দীঘ নিশ্বাস॥
সুন্দরি কি কহব কপটক নেহ।
যাকর নাম তুহু শুনই না পারসি
তা সঞে বিলসয়ে সেহ॥
অতিরসে মগন সঘন তাহে চুম্বই
চৌদিশে সহচরিবৃন্দ।
সুখময় যামিনি তুহু ভেলি তাপিনি
বিগলিত লোচন-নিন্দ॥
কি কহব তাক চরিত অতি শঠপন
কামী সে কামিনি পাশ।
কহলু এতহু নিদেশ তোহে সুন্দরি
এ যদুনন্দন দাস॥ ৩৫॥

বসন্তকালোচিত মান

এক

সুহিনী

নয়ন-পুতলী রাধা মোর।
হৃদি মাঝে রাধিকা উজোর॥
মোর সরবস সুবদনী।
অব কাহে হইল মানিনী॥
আমারে তেজিল কি লাগিয়া।
না দেখিয়া ফাটি যায় হিয়া॥
যে মোরে তিলেক না দেখিলে।
কত যুগ না দেখিলু বোলে॥
যে মোর হিয়ার মাঝে থাকি।
সদা উঠে চমকি চমকি॥
সে ধনী কি মোরে উপেখিল।
সে কেমনে পরাণ ধরিল॥
এত বিলপয়ে যব কান।
ঝর ঝর ঝরয়ে নয়ান॥
আকুল দেখি শ্যাম-চাঁদ।
এ যদুনন্দন মন কাঁদ॥ ৩৬॥

দুই

তথারাগ

বিদগধ নাগর কাতর দেখিয়া অতি
চমকিত দোতিক চীত।
ঐছে বিলাপ শুনিতে তনু পুলকিত
অন্তরে ভেল বহু ভীত॥
মাধব থীর করহ নিজপ্রাণ।
তোহে উপেখি সোই কুল কামিনি
কা সঞে সাধব মান॥

---

৩৪ তোমার সঙ্কেত কুঞ্জে পুঞ্জিত মদন বাণের মধ্যে সে একাকিনী রহিয়াছে। দেহে মনে বিরহ জ্বালায় জ্বলিতেছে। তাহার প্রাণ-হরিণী জর্জরিত হইতেছে। মাধব, তোমার তো ধীরে ধীরে চলা' অথবা তুমি ধৈর্য্য ধরিয়া আছ। এখনো যাইতেছ না। কিন্তু রাধা যেন (এই ক্ষণ কালকে) লাখ কল্প কাল বলিয়া মনে করিতেছে। তাহার নয়নজলে শয্যা ভরিয়া উঠিতেছে। তোমার সংবাদের আশায় সেই কুলবতী ধনী কুল খোয়াইল, দেহ-কান্তিও হারাইল। নিষ্ঠুর মদন বেদনা জানে না। তীক্ষ্ণ শরসমূহ বর্ষণ করিতেছে। তাহার প্রাণ তোমার প্রেমের আশার ডোরে বাঁধিয়াছে। মুখে কথা বাহির হইতেছে না। যদুনন্দন [illegible]তেছেন, সেই আশা-ডোর যেন ছিন্ন না হয়, অতএব তাহার নিকট চল।

তুয়া লাগি হাম তাহে বহু সাধব
তোহে লেয়ব তছু ঠাম।
মানিনি-মান মানাই তোহারি সনে
পূরায়ব সব মনকাম॥
এতহুঁ নিদেশ কহল যব সো সখি
কহ পুন ছোড়ি নিশাস।
সো সব শুনইতে হৃদয় বিদারয়ে
কহ যদুনন্দন দাস॥ ৩৭॥

তিন

তথারাগ

সখীর বদন হেরিতে নাগর
নিঝরে নয়ান ঝরে।
শয়নে স্বপনে না জানি যা বিনে
সে কেনে এমন করে॥
শুন লো মরমি সখি
সে ধনী-নিয়ড়ে যাইব কেমনে
সদয় হইবে নাকি॥
যদি পুন ধনী আমারে দেখিয়া
ফিরিয়া বৈসয়ে রোখে।
আমার কারণ বিনয়-বচন
কহিতে হইবে তোকে॥
হেন মনে করি ধীর পদ ধরি
চলিলা দূতীর সনে।
দূতীরে মোহন সাধে পুনপুন
এ যদুনন্দন ভণে॥ ৩৮॥

চার

মঙ্গল

চলল সুনাগর অন্তর গরগর
ঝর ঝর লোচনে পানি।
আগে করি দোতি জোড় করি হাতহি
বোলত গদগদ বাণি॥
এ সখি ধনি কি করব পরসাদ।
এহ নিজ দাসে দাস করি লেয়ব
পূরব মঝু মনসাধ॥
এত কহি কুঞ্জ সমীপহি আওল
দোতিক সঙ্গহি সঙ্গে।
তুহুঁ আগে যাই রাই সনে মীলহ
তাহি বৈঠল করি ভঙ্গে॥
কানুক অঙ্গগন্ধে বন সুবাসল
রাই কহত কিয়ে বাস।
আওব জানি ফেরি ধনি বৈঠল
কহ যদুনন্দন দাস॥ ৩৯॥

মানভঞ্জন

শ্রীরাগ

দোতি বচন শুনি রসিক শিরোমণি
আয়ল তাকর সাথ।
দূর সঞে হেরিয়া সো বর নাগরি
অবনত করি রহু মাথ॥
কর জোড়ি সাধয়ে কান।
হাম তুয়া কিঙ্কর পড়িয়ে চরণতল
তেজ ধনি দারুণ মান॥
এত কহি নাগর অন্তর গর গর
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোর।
হেরি সুধা-মুখি আকুল ভেল অতি
সো মুখ হেরি বিভোর॥
ছল ছল নয়ন শ্যাম কর কিশলয়
ধরি কহে গদ্‌গদভাষ।
জলদে গোপন বিধু যৈছে উদয় ভেল
কহ যদুনন্দন দাস॥ ৪০॥

সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ

ভূপালী

দেখি সব সখিগণ দুহুঁজন-প্রেম।
কহ ইহ যৈছন লাখবাণ হেম॥
বাহু পসারি রাই করু কোর।
নাগর নিজ করে মোছই লোর॥
দূরে গেও মান-জনিত দুখ-পূর।
আনন্দ-সাগরে দুহুঁ জন বুর॥
সুবদনি মরমহি পাওল লাজ।
নাহক পূরল মনোরথ-কাজ॥

চুম্বনে ইষত বয়ান ধনি ফেরি।
ভরমহি সরম আলিঙ্গন বেরি॥
যৈছন চরবণ তপত কুশারি॥
যব পরিরম্ভণে গদগদ নারী।
ইহ সংকীরণ দুহুঁক বিলাস।
বীজন করই যদুনন্দন দাস॥ ৪১॥

গোষ্ঠলীলা

সারঙ্গ

ভাগ্যবতী যমুনা মাঈ।
যার এ কূলে ও কূলে ধাওয়া ধাই॥
শ্বেত শাঙল দোন ভাই।
যার জলে দেখে আপন ছাই॥
যমুনার জলে কিবা শোভা।
এ যদুনন্দন—মনলোভা॥ ৪২॥

ধানশী

কানুক গোঠ গমনে ধনি রাই।
বিরহে বেয়াকুল থীর না পাই॥
সখিগণে কহে হই বিরহে বিভোর।
কৈছে মিলব আজু নন্দকিশোর॥
হৃদয়ক তাপ তব মিটব হামার।
গো গণে কানন ভেল বিথার॥
গোপ সখাগণ তাহে অপার।
আজু কি করব মিলন বিচার॥
কৈছনে যাওব ইহ দিন মাঝ।
যদুনন্দন তুয়া সঙ্গহি সাজ॥ ৪৩॥

দানলীলা

ধানশী

সুন্দরি শুনহ আজুক কথা।
তাপ দূরে গেল সব ভাল হৈল
ইহা উপজিল যথা॥ ধ্রু॥

অরুণ উদয়ে ব্রাহ্মণ-নিচয়ে
আইল গোকুল মাঝ।
জরতীর স্থানে করি নিবেদনে
আপন মনের কাজ॥
গোবর্দ্ধন পাশে আমরা হরিষে
করিব যজ্ঞের কাম।
যে গোপ-যুবতি ঘৃত দিবে তাঁহ
ইষ্ট বর পাবে দান॥
জটিলা শুনিয়া আমারে ডাকিয়া
যতন করিয়া বৈল।
বধূরে সাজাঞা গাবী-ঘৃত লৈয়া
তুরিতে তাহাঁই চৈল॥
এ সব বচনে সব সখীগণে
রাইয়ের আনন্দ হোয়।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
দরশ হইবে মোয়।
এত মনে করি অতিরসে ভরি
অঙ্গহি সুবেশ কেল।
ঘৃতের পসার সাজাঞা সত্বর
সভে মেলি চলি গেল॥
এ কথা জানিয়া সে যে বিনোদিয়া
বান্ধিয়া ও চূড়া-চান্দে।
সুবলাদি লইয়া আধ পথে যাইয়া
রহল দানীর ছান্দে॥
বেণুর নিসান করয়ে সঘন
বাজায় ও জয়-তুরী।
এ যদুনন্দন করে দরশন
নিবিড় আনন্দে ভরি॥ ৪৪॥

বরাড়ী

সহচরি সঙ্গে রঙ্গে চলু কামিনি
দামিনি যৈছে উজোর।
গোবর্দ্ধন-তট নিকট বাটহি
যজ্ঞ-ঘৃত লেই ভোর॥
দেখ সখি অপরূপ রঙ্গ।
নিরুপম বিলাস রসায়ন পিবইতে
দুহুঁ জন পুলকিত অঙ্গ॥

দুর সঞে দরশন অনিমিখ লোচন
বহতহিঁ আনন্দ-নীর।
আনন্দ-সায়রে ডুবল দুহুঁ জন
বহু খণে ভৈ গেল থীর॥ ধ্রু॥
অতিশয় আদর বিদগধ নাগর
রাই নিয়ড়ে উপনীত।
ইহ যদুনন্দন নিরখই দুহুঁ জন
অতিসুখে নিমগন-চীত॥ ৪৫॥

মিলন

সারঙ্গ

ঘন ঘন চুম্বন ঘন পরিরম্ভণ
ভুজে ভুজে সঘন বন্ধান।
ঘন ঘন নখ-শর ঘাতন দুহুঁ জন
আনন্দে আপনা না জান॥
অপরূপ নিধুবন-কেলি।
অতি রসে নিমগন দিনহি রাধা মাধব
মদন-কদন দূরে গেলি॥ ধ্রু॥
দুহুঁ দোঁহা উর পর নিচল-কলেবর
করত সঘন সিতকার।
অভিনব ঘনবর থীর বিজুরি কিয়ে
বেড়ি রহল অনিবার॥
দাস যদুনন্দন কব সোই হেরব
হোয়ব বেলি অবসান।
শুকশারী হেরি তবহি নিবেদব
করইতে সো সমাধান॥ ৪৬॥

মুরলী-শিক্ষা

বিহগড়া

শুন শুন শুন গোবিন্দাই।
দু-জনাতে মুরলী বাজাই॥
তুমি বোল তুমি আমি এক।
আজু তা বুঝিব পরতেক॥
ইহ বলি মুরলী লইল।
এক-রন্ধ্রে দোঁহে ফুঁক দিল॥
রাই বাজায় বোলে শ্যাম শ্যাম।
ও মোর গুণের প্রিয়-ধাম॥
শ্যাম বাজায় বোলে রাধা রাধা।
ও মোর গুণের প্রিয়া রাধা॥
তাহা দেখি যত সখীগণ।
ঘন করে ফুল-বরিষণ॥
আনন্দে তাহার কাছে কাছে।
মউরা মউরী ঘন নাচে॥
নিতি নিতি ঐছন বিলাস।
এ যদুনন্দন-রস-ভাষ॥ ৪৭॥

নিকুঞ্জে মিলন

বরাড়ী

রাই কানু নিকুঞ্জ-মন্দিরে।
বসিয়াছে বেদীর উপরে॥
হেমমণি-খচিত তাহাতে।
বিবিধ কুসুম চারি ভিতে॥
সখীগণ চৌদিগে বেড়িয়া।
বসিয়াছে দুহুঁ মুখ চাঞা॥
কুণ্ডের পূরুবে সেই কুঞ্জ।
যাহা বেঢ়ি মধুকর গুঞ্জ॥
মলয়-পবন বহে তায়।
তরুপর শারী শুক গায়॥
রাই কানু সে শোভা দেখয়ে।
এ যদুনন্দন নিরখয়ে॥ ৪৮॥

সম্ভোগ

সুহিনী

অধরে অধর দুহুঁ ধরি।
শুতিয়াছে কিশোর কিশোরী॥
ভুজে ভুজে দোহে দোহাঁ বান্ধি।
পবন পশিতে নাহি সান্ধি॥
চিকুরে চিকুরে এক করি।
শুতিয়াছে তাহারই উপরি॥

রাইকুচহিয়ার মাঝারে।
পশিয়াছে শ্যাম-কলেবরে॥
হিয়ার মাঝারে রৈল পশি।
নীল-হেমগিরি মাঝে শশী॥
বলয়া কিঙ্কিণী তাহে লাগে।
দুহুঁ তনু এক অনুরাগে॥
চরণে চরণে একাকারে।
কেবা তাহা ছাড়াবারে পারে॥
এক তনু ধরি যদি টানে।
দুহুঁ তনু চলে তার সনে॥
শ্রীরূপমঞ্জরী দেখি হাসে।
শ্রীগুণমঞ্জরী তার পাশে॥
অপরূপ দুহুঁক বিলাসে।
এ যদুনন্দন রসে ভাসে॥ ৪৯॥

অষ্টকালীয় নিত্যলীলা

এক

কেদার

বিনোদিনী বিনোদ নাগর।
শুতিয়াছে পালঙ্ক উপর॥
কুসুম-রচিত কত তায়।
সৌরভে মধুকর ধায়॥
কুসুমহি রচিত শিথান।
চৌদিকে কুসুম বিথান॥
দুহুঁ-জন ঘুমাওল সুখে।
দুহুঁ অরপিত দুহুঁ মুখে॥
তনুতনু জড়িত করিয়া।
আবেশে রহল ঘুমাইয়া॥
নিজ নিজ কুঞ্জ তার কাছে।
তাহে সখীগণ শুতিয়াছে॥
শ্রীরূপমঞ্জরী আদি যত।
শুতিল কুঞ্জের চারি ভিত॥
পশুপাখী নিশবদ ভেল।
রজনী শেষ ভৈ গেল॥
নিতি নিতি ঐছন বিলাস।
কহ যদুনন্দন দাস॥ ৫০॥

দুই

তথারাগ

নিশি অবশেষে সকল সখীগণ
রাই কানু সঞে ভোর।
নিরমল নয়ন-কমল বহি অবিরত
গলতহি আনন্দ লোর॥
দেখ দেখ অপরূপ কাজ।
বিছুরল গেহ-গমন সভে বুরল
মোহ-সরোবর মাঝ॥ ধ্রু॥
বৃন্দা-দেবি সঙ্কেত-বচন জানি
কক্খটি হই উনমাদ।
জটিলা-শবদ শুনায়ত উভরোলে।
শুনইতে ভেল পরমাদ॥
সচকিত-লোচনে আন আন মুখ হেরি
কুঞ্জসে' নিকসে বহার।
দাস যদুনন্দন তুরিতহি লেয়ল
তহি' যত ছিল উপচার॥ ৫১॥

তিন

ললিত ভৈরবী

রজনিক শেষ সময় অরুণোদয়
ঘুমল সহচরি দেখি।
কত পরকারে জাগায়ল দুহুঁজনে
বৈঠল শয়ন উপেখি॥
রাধা-মাধব-কেলি।
কৃপণ হেম জনু তিলেক না ছোড়ই
ঐছন দুহুঁজন মেলি॥
রজনি প্রভাত হেরি ভেল আকুল
সহচরিগণ কহে ভাব।
নিজ গৃহে গমন করণ অব সমুচিত
পুন পুরব অভিলাষ॥
এত শুনি দুহুঁজন অতিশয় কাতর
কি করব কহু নাহি থেহ।
কহ যদুনন্দন হোয়ল মীলন
এক জীবন ভিন দেহ॥ ৫২॥

চার

সিন্ধুড়া

দেবী ভগবতী পৌর্ণমাসী খ্যাতি
প্রভাতে সিনান করি।
কানুর দরশে চলিলা হরষে
আইলা নন্দের বাড়ী॥
শিরে শুভ্র কেশ তাপসীর বেশ
অরুণ বসন পরি।
বেদময় কথা ঘন হালে মাথা
করেতে লগুড় ধরি॥
দেখি নন্দরাণী ধাইয়া অমনি
পড়িল চরণতলে।
তারে কোলে লৈয়া শির পরশিয়া
আশিস বচন বোলে॥
সতী শিরোমণি অখিল জননী
পরাণ বাছনি মোর।
পতি পুত্রসহ ধেনু বৎস সব
কুশলে থাকুক তোর॥
রাণী তারে লৈয়া তুরিতে আসিয়া
দেখয়ে পুত্রের মুখ।
গায়ে হাত দিয়া উঠায় ধরিয়া
স্নেহে দরদর বুক॥
নয়ানের নীরে স্তন-খির ধারে
ভিগয়ে শয়ন বাস।
ধনিষ্ঠার পাশে দেখি মনে হাসে
এ যদুনন্দন দাস॥ ৫৩॥

পাঁচ

বিভাস

রতন-মন্দিরে রসালস-ভরে
শয়নে আছয়ে রাই।
মুখরা-বচন শুনিয়া তখন
বিশাখা জাগায়ে যাই॥
অতি ত্বরা ডাকি কহে উঠ সখি
ঘুচাহ আলস-কাজ।
তার বাণী শুনি জাগিলা সে ধনী
গলিত বসন সাজ॥
রাজহংসী যেন নদীতে শয়নে
তরঙ্গে চালয়ে ঘন॥
রতন-পালঙ্কে শুতিয়াছে রঙ্গে
হিলোলিত দুনয়ন॥
হেনকালে রতি মঞ্জরী সুমতি
জানে অবসর-কাল।
বৃন্দাবনেশ্বরী পদযুগ ধরি
সেবন করয়ে ভাল॥
কত পরকার করি বারেবার
জাগাইল সব সখী।
উঠি ত্বরা করি বসিলা সুন্দরী
খিতি-তলে পদ রাখি॥
হেনই সময়ে মুখরা দেখয়ে
উঢ়নি পিয়ল বাস।
বিশাখাকে কহে কিবা দেখি ওহে
দেখিয়া লাগয়ে ত্রাস॥
হাহা পরমাদ বড় পরমাদ
একি পরমাদ হায়।
দ্রব হেমকাঁতি বসনের ভাতি
তোমার সখীর গায়॥
সন্ধ্যাকালে কালি উরে বনমালী
দেখিয়াছি এই বাস।
সতীকুল হৈয়া সেরূপে ভুলিয়া
ধরম করিলা নাশ॥
মুখরা-বচন শুনিয়া তখন
বিশাখা চকিত হৈয়া।
দেখি পীতবাস আছে রাই পাশ
একি কহে ধীর হৈয়া॥
মুখরাকে তবে কহে শুন এবে
স্বভাব-আন্ধল তুয়া।
একে এক দেখ আনে আন লখ'
নাহি কহ বিচারিয়া॥
রাইক কিরণ দ্রব-হেম সম
পিন্ধন নীলিম বাস।
তাহাতে বিহানে রবির কিরণে
মনে হয় পীত বাস॥
গবাক্ষ-জালেতে দেখ পরতেকে
রবির কিরণ লাগি।

ইহার কারণে তোমার মরমে
শংকা উঠে কেনে জাগি॥
শুদ্ধ সতী জনে হেন কহ কেনে
অবুধ জানার মতি।
এ যদুনন্দন কহয়ে বিভ্রম
বড় পরমাদ অতি॥ ৫৪॥

ছয়

তথারাগ

শুনিয়া বিশাখার বাক্য মুখরা লজ্জিতা।
নিজালয়ে গেল গৃহকর্ম্ম আকুলিতা॥
সুবদনী আসি কৈল মুখপ্রক্ষালন।
দন্তধাবন আদি কৈল সমাপন॥
নিজগৃহে সখী সঙ্গে হাস্য পরিহাস।
কত কত উপজিল রস পরকাশ॥
এ যদুনন্দন কহে সখী সঙ্গে রাই।
রজনি রভস কথা কহয়ে তথাই॥ ৫৫॥

সাত

বরাড়ী

রাধাকৃষ্ণতনুমন উৎকণ্ঠাতে নিমগন
নানা যত্নে মিলন দোহাঁর।
অন্যোন্য দরশনে বিবিধ বিকার গণে
অঙ্গে পরে ভাব অলংকার॥
বাম্য হর্ষ চপলতা নানা নর্ম্ম সুখকথা
অঙ্গভঙ্গী ভ্রূনেত্র চালন।
বংশী হৃতি ফাগু খেলা তবে কৈল দোলালীলা
তবে মধুপান লীলাগণ॥
তবে হৈল রতিলীলা তার পাছে অম্বুলীলা
অঙ্গ বেশ ভোজন শয়ন।
শুকপাঠ পাশা খেলা সূর্য্যপূজা আদি লীলা
আনন্দসমুদ্রে নিমগন॥
রাধাকৃষ্ণ সখী সঙ্গে তৃপ্ত হৈলা রসরঙ্গে
সেবা করে সব পরিজন।
এই সূত্রকথাগণ সুবিস্তার বর্ণন
কহে দাস এ যদুনন্দন॥ ৫৬॥

আট

শ্রীরাগ

নিজগৃহে সখী সঙ্গে রসবতী রাই।
কানু অনুরাগ বাঢ়য়ে অধিকাই॥
সখীপথ নিরখিতে আকুল ভেল।
বিরহক তাপে তাপিত ভৈ গেল॥
অতি উতকণ্ঠিত গদগদ বোল।
বিশাখারে আবেশে করয়ে নিজ কোল॥
সকল ইন্দ্রিয় ক্ষোভি কহে বিশাখারে।
এ যদুনন্দন কহে অনুরাগভরে॥ ৫৭॥

নয়

সুহই

সৌন্দর্য্য অমৃতসিন্ধু তাহার তরঙ্গবিন্দু
ললনার চিত্তাদ্রি ডুবায়।
কৃষ্ণের যে নর্ম্মকথা সুধু সুধাময় গাথা
কর্ণ তায় নদী হয়ে ধায়॥
কহ সখি কি করি উপায়।
কৃষ্ণের মাধুরীছান্দে সর্ব্বেন্দ্রিয়গণে বান্ধে
বলে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষায়॥
নবাম্বুদ জিনি দ্যুতি বসন বিজুরী ভাতি
ত্রিভঙ্গিম রম্যবেশ তায়।
মুখ জিনি পদ্মচাঁদ নয়নকমল ফাঁদ
মোর দিঠি আরতি বাঢ়ায়॥
মেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি তাহে নূপুর কিঙ্কিণী
মুরলি মধুর ধ্বনি তায়।
সনর্ম্ম বচনভাতি রমাদির মোহে মতি
কৃষ্ণস্পৃহা তাহাতে বাঢ়ায়॥
কৃষ্ণের অঙ্গের গন্ধ মৃগমদ করে অন্ধ
কুঙ্কুম চন্দন দিল তায়।
অগুরু কর্পূর তাতে যাহাতে যুবতি মাতে
তাহে মোর নাসা আকর্ষায়॥
বক্ষস্থল পরিসর ইন্দ্রনীল মণিবর
কপাট জিনিয়া তার শোভা।
সুবাহু অর্গলছন্দ কোটিচন্দ্রশীত অঙ্গ
সেই হয় মোর বক্ষ লোভা॥

কৃষ্ণাধরামৃতময় যার হয় ভাগ্যোদয়
তার লব সেই জন পায়।
কৃষ্ণচর্ব্য পানশেষ জিনিয়া অমৃতাশেষ
তাহে মোর জিহ্বা আকর্ষায়॥
রাধার উৎকণ্ঠাবাণী বিশাখা যে তাহা শুনি
কৃষ্ণসঙ্গ উপায় চিন্তিতে।
হেন কালে শুন কথা তুলসী আইলা তথা
পুষ্পগুঞ্জামালার সহিতে॥
কৃষ্ণমাল্য পুষ্প লৈয়া তুলসী হরিষ হৈয়া
আইল অতি ত্বরিতগমনে।
তারে প্রফুল্লিতা দেখি রাই হৈলা মহাসুখী
কহে দাস এ যদুনন্দনে॥ ৫৮॥

দশ

তুড়ী

দুহুঁপ্রেম গুরু ভেল শিষ্য তনুমন।
শিখায় দোঁহারে নৃত্য অতি মনোরম॥
চাপল্য ঔৎসুক্য হর্ষ ভাব অলঙ্কার।
দুহুঁমন শিষ্য পরে ভূষণের ভার॥
সুজৃম্ভাদি উদ্ভাস্বর সুদীপ্ত সাত্ত্বিক।
এই সব ভাব ভূষা রাধার অধিক॥
অযত্নজ শোভা আদি সপ্ত অলংকার।
স্বভাবজ বিলাসাদি দশ পরকার॥
ভাবাদি অঙ্গজা তিন মৌগ্ধ্য চকিত।
দ্বাবিংশতি অলঙ্কারে রাধাঙ্গ ভূষিত॥
নানা ভাবে বিভূষিত কহনে না যায়।
এ যদুনন্দনদাস বিস্তারিয়া গায়॥ ৫৯॥

এগার

সুরট

তোড়ইতে কুসুম চলল যব রাই।
নাগর বাহু পসারল তথি যাই॥
সুবদনি গরবিনি হিয়ে অভিলাষ।
ঝুটহি কাঁদল তাহে মৃদু হাস॥
অসূয়াদি ভাবে ভরল সব অঙ্গ।
জলদ অরুণ দিঠি কতহুঁ বিভঙ্গ॥
হেরয়ে কোই জনি ভয় ভেল তায়।
ভাঙ-বিভঙ্গ রোখে পুন চায়॥

ইহ কিলকিঞ্চিত-ভূষিত গোরি।
কানু পটাঞ্চলে ধরই বিভোরি॥
পদ আধ চলই চলই নাহি পার।
ইহ যদুনন্দন কহ রস সার॥ ৬০॥

বার

পঠমঞ্জরী

সখিগণে দুহুঁ লেই কুঞ্জহি গেল।
কত রস কৌতুক তহি ভৈ গেল॥
অতনু যাগ তব রচইতে কান।
কুন্দলতায়ে করু পুরোহিত ভান॥
যাগভূমি ভেল শশিমুখিদেহ।
পুরোহিত করি তব মন্ত্র কথেহ॥
রাইক উরজ পরশ করু কান।
নমো গণেশায় কহ মন্ত্র বিধান॥
গণ্ডহি' গণ্ড পরশ পুনবার।
নমো দিনমণি করু মন্ত্র উচ্চার॥
কুচ নীবিবন্ধ বদন তিন ঠাঞি।
শিব শিব মহিষি বিষ্ণু পুজ তাহি॥
পঞ্চদেব তবে পুজইতে কান।
কোপে কমলমুখি অরুণ নয়ান॥
করি ভুবুভঙ্গিম কুটিল নেহারি।
কান্দন মাখি হাসি দেই গারি॥
ললিতাদি আট আট দিগপাল।
পুজইতে কানু পলায়ে সখিজাল॥
ভাল গণ্ড কুচ যুগল নয়ান।
বদন অধর নবগ্রহ পুজ কান॥
কুন্দলতাক শুনই অছু বোল।
সখিগণ ভর্ৎসন করি উতরোল॥
ঐছন কত কত করয়ে বিলাস।
যদুনন্দন রস সায়রে ভাস॥ ৬১॥

তের

ধানশী

বৃন্দা কহে পড় শারি শারী পড়ে মনোহারী
জলজনয়নী ধনী রাধে।
জগন্নারীর গর্ব্বহারী জয় রাধে সুকুমারী
কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণসর্ব্বসাধে॥

সুনাগরী সুসাধিকে কৃষ্ণচিত্তমরালিকে
কহে শারী ধনী অতি ধন্যা॥
জগতভরুণীশ্রেণী কলাশিক্ষাগুরুমণি
ভুবন ভরিল যশবন্যা॥
সর্ব্বগুণ মণি খনি প্রেমসুধানিধি ধনী
ত্রিভুবন সাধ্বীগণবন্দ্যা।
ভুবনপূজিতা ধনী বৃন্দারণ্যরাজ্যরাণী
লক্ষ্মী জিনি স্বয়ং লক্ষ্মীছন্দা॥
সর্ব্বসল্লক্ষণময়ী সুসদ্গুণ সুসঞ্চয়ী
প্রণম্য প্রণয়ে নিরমলা।
অজিত করল বশ হেন প্রেমসুধারস
বৃন্দারণ্যে স্বয়ং লক্ষ্মী ভেলা॥
রাসনৃত্য বেশ হাস সংকলাদি পরকাশ
প্রেমনব্যরূপভরা ধনী।
বল্লবীগণের ঈশা নাগরেন্দ্র অহর্নিশা
পূরে বাঞ্ছা রাধা গুণমণি॥
রাই কৃষ্ণের দুনয়ন রাই কৃষ্ণের প্রাণধন
রাই কৃষ্ণের গলে চম্পমালা।
এ যদুনন্দন কহে এই কভু আন নহে
যাতে রাস তুরঙ্গে ধরিলা॥ ৬২॥

চৌদ্দ

তথারাগ

পূর্ব্বাহ্ণে ধেনু মিত্র সঙ্গে করি নানা চিত্র
বিপিন গমন কৈলা হরি।
ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরী অতি স্নেহে হিয়া ভরি
ব্রজলোক সঙ্গে আগুসরি॥
লালন করিয়া তারা ঘরে আইলা চিত্র পারা
কৃষ্ণ প্রবেশিলা বৃন্দাবনে।
রাধাময় দেখি বন চঞ্চল হইল মন
তেজি সখাসঙ্গ ক্রীড়ারণে॥
রাধাকুণ্ড তীরে আইলা মিলিতে উৎকণ্ঠ হৈলা
রাইসঙ্গ চিন্তিতে লাগিলা।
রাই আনিবার কাজে কহে নর্ম্মসখা মাঝে
ধনিষ্ঠাকে পাঠাইয়া দিলা॥
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণে দেখি গৃহে আইলা সঙ্গে সখী
বিমনা হইয়া অভিসারি।
তাম্বুল চন্দন মালা রাই তাহা পাঠাইলা
তুলসীকে বিবরণ বলি॥
মিত্র পূজিবার তরে জটিলা আদেশ করে
তাহাতে আনন্দ হইয়া মনে।
তভু কৃষ্ণঅদর্শনে লক্ষ লক্ষ যুগ মানে
এ যদুনন্দন দাস ভণে॥ ৬৩॥

পনর

পঠমঞ্জরী

জটিলা আসিয়া তবে
কহয়ে সভারে এবে
পুরোহিত আনহ যাইয়া।
শুনি পুন কুন্দলতা
হৈলা অতি হর্ষচিতা
সেইক্ষণে চলিলা ধাইয়া॥
দেখ কৃষ্ণের অপরূপ লীলা।
ধীর শান্ত কলেবর
সাক্ষাৎ বিপ্র-বেশ-ধর
কেহ নাহি লখিতে পারিলা॥ ধ্রু॥
কুন্দলতা দেবী আসি
কহয়ে বৃদ্ধারে ভাষি
মাথুর দেশীয় গর্গছাত্র।
ব্রহ্মচর্য্য সদা ধরে
না দেখে অবলা করে
আমার সাধনে আইলা মাত্র॥
শুনি সেই হর্ষমতি
করয়ে মিনতি স্তুতি
ত্বরান্বিতা কহয়ে বধূরে।
এই বিপ্র বিজ্ঞবর
সুশীল সর্ব্ব-গুণধর
পৌরোহিত্যে বরহ ইহারে॥
শুনিয়া রাই হর্ষ হৈয়া
ধীরে ধীরে কহে যাঞা
এই মোর মিত্র পূজিবারে।
বিশ্বকর্ম্মা নামখ্যাত
জগত মঙ্গল গোত্র
পুরোহিতে বরিলু তোমারে॥

তবে সেই বিপ্রবর
কুশাগ্রে কর্ষিয়া কর
রাইহস্তে পুষ্পাঞ্জলি দিল।
নমো নমো মিত্রবরে
এই মন্ত্র উচ্চারে
অর্ঘ্য দিয়া পূজা সমাপিল॥
তবে বৃদ্ধা হর্ষভরে
দক্ষিণা লইতে তারে
পুন পুন যত্নেতে সাধিল।
তেঁহো কহে কার্য্য নাই
তোমা সভার প্রীতি চাই
এই মোর দক্ষিণা হইল॥
তবে সেই তুষ্ট হৈয়া
রতন মুদ্রাদি দিয়া
কহে নিত্য করাবে পূজন।
দণ্ডবৎ প্রণতি কৈলা
রাইকে লইয়া গেলা
সঙ্গে চলু এ যদুনন্দন॥ ৬৪॥

খোল

তথারাগ

তবে রাই সখী মেলা বিমনা গৃহেতে গেলা
উপহার কৈলা কৃষ্ণ লাগি।
অপরাহ্নে স্নান কৈলা অঙ্গে বেশ বনাইলা
কৃষ্ণ দেখিবারে অনুরাগী॥
পরম আনন্দভরে বনপথ নেহারে
আগুবাঢ়ি দেখিলা গোবিন্দ।
নয়ানে নিমিষ পড়ে তাহে বিধি নিন্দা করে
এইরূপে বাঢ়িল আনন্দ॥
কৃষ্ণ অপরাহ্নকালে ধেনু মিত্র লৈয়া চলে
ব্রজবাসী করিবারে সুখী।
সখা সঙ্গে নানা রঙ্গে কত বিধ কথাছন্দে
শৃঙ্গ বেণু শিরে পাখাশিখী॥
রাধিকার মুখ দেখি আনন্দে তরল আঁখি
অতি তৃপ্ত হৈয়া গেল মনে।
পিতা মাতা গুরুগণে কৈল বহু লালনে
কহে দাস এ যদুনন্দনে॥ ৬৫॥

বসন্ত-লীলা

তথারাগ

ফুয়ল অশোক নাগকেশর রঙ্গণ।
মাধবী মালতী পরিমলে ভরু বন॥
পাটল কিংশুক কাঞ্চনের শোভা অতি।
করুণ কমল কুন্দ করবীর যূথী॥
মুকুলিত রসাল বকুল গন্ধরাজ।
ললিত লবঙ্গলতা বন্ধুজীব সাজ॥
সরোবরে সরসিজগণ দিল দেখা।
হংস সারস পড়ে মেলি দুইপাখা॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অলিকুল গুন গুন স্বরে।
মধুমদে মাতি পড়ে ফুলের উপরে॥
কোকিল পঞ্চম গায় শিখিকুল নাচে।
মলয়পবন বহে গন্ধ পাছে পাছে॥
নির্ম্মল যমুনাজল পুলিনের শোভা।
এ যদুনন্দন পহুঁ ভেল মনোলোভা॥ ৬৬॥

শ্রীকৃষ্ণের আক্ষেপ

তথারাগ

কহে হেন হবে কি আমারে।
এ হেন দেখিব রাইয়েরে॥
ললিতা অঙ্গুলি করে ধরি।
অভিসার করব সুন্দরী॥
সে বদনচান্দের মাধুরী।
সে হাস্য যে বিনোদচাতুরী॥
সে নয়নকোণের চাহনি।
মৃদু হাস্য মুখ মোড়ায়নি॥
বলয়াকিঙ্কিণীধ্বনি শুনি।
মদনকে জাগায় মোহিনী॥
তাহা আমি শুনিব কি কানে।
চমক পাইবে মোর মনে॥
এ যদুনন্দনদাস ভণে।
রাই বিনু না রহে জীবনে॥ ৬৭॥

তথারাগ

হেনই সময়ে এক সখী।
নিকুঞ্জ-মন্দিরে রাই দেখি॥
কহে আসি বিনোদ নাগরে।
দেখ রাই কুঞ্জের ভিতরে॥
শুনিয়া চমকি উঠে কান।
সখী সঞে করল পয়ান॥
যাহাঁ বসি রাধিকা সুন্দরী।
সমুখে কহয়ে কর যোড়ি॥
ক্ষেম ধনি মঝু অপরাধ।
হেন প্রেমে না করহ বাদ॥
হাম তুয়া অনুগত কান।
কাহে করসি মোহে মান॥
এত কহি চরণে ধরিয়া।
সাধয়ে অবনী লোটাইয়া॥
কাতর দেখিয়া ধনী রাই।
করে কর ধরে মুখ চাঁই॥
দূরে গেও মানিনী-মান।
এ যদুনন্দন গুণ গান॥ ৬৮॥

মাধবীবিলাস

ভূপালী

নিধুবনে রাধামোহন কেলি।
কুসুমসমর করু সহচরি মেলি॥
বৃন্দা দেবী যোগাওত ফুল।
বহুবিধ তোড়ক রচিত বকুল॥
সহচরি কুসুম বরিখে শ্যামঅঙ্গ।
তোড়ল পিঞ্ছমুকুট বহু রঙ্গ॥
লাখে লাখে গেন্দু পড়য়ে শ্যামগায়।
মধুমঙ্গল সহ সুবল পলায়॥
সখীগণ মেলি দেই করতালী।
ফুল-ধনু লেই ফিরয়ে বনমালী॥
রাইক সঙ্গে করয়ে ফুলরণ।
কোই না জীতয়ে সম দুই জন॥
অদভুত দুহুঁ জন কুসুমবিলাস।
হেরি যদুনন্দন আনন্দে ভাস॥ ৬৯॥

ফুলদোল

এক

তথারাগ

সমর সমাধিয়া যুগল কিশোর।
আওল দুহুঁ যাহাঁ কুসুমহিণ্ডোর॥
বৃন্দা দেবীরচিত ফুলদোলা।
ঝুলয়ে দুহুঁ জন আনন্দে বিভোলা॥
কুসুম বরিখে সব সহচরি মেলি।
গাওত বহুবিধ মনসিজকেলি॥
সুমেল করিয়া কত কত যন্ত্র।
নাচত গাওত তাল স্বতন্ত্র॥
দোলত দুহুঁ জন কুসুমহিণ্ডোরে।
দুইদিগে দুই সখী দেই ঝকোরে॥
তড়িত জড়িত জনু জলধর-কাঁতি।
পরিমলে ধাওল মধুকর-পাঁতি॥
অপরূপ দোলত কেলি-নিকুঞ্জে।
দুহুঁ পর কুসুম পড়ই পুঞ্জে পুঞ্জে॥
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ মৃদু মৃদু হাস।
হেরি মুগধ যদুনন্দন দাস॥ ৭০॥

দুই

পঠমঞ্জরী

ফুল-বনে দোলয়ে ফুলময়-তনু।
ফুলময় আভরণ করে ফুল-ধনু॥
ফুলময় খিতিতল ফুলময় কুঞ্জ।
ফুলময় সখি বরিখয়ে ফুল-পুঞ্জ॥
ফুল-তনু হেরি মুগধ ফুল-বাণ।
ফুল-শরে হানল ফুলময় কান॥
ফুলে উয়ল বন ফুলবায়ু মন্দ।
ফুল-রসে গুঞ্জয়ে মধুকর-বৃন্দ॥
অপরূপ ফুল-দোল ফুল-বিলাস।
ফুল করে রহ যদুনন্দন দাস॥ ৭১॥

ভাবী বিরহ

এক

তথারাগ

কিয়ে সখি চম্পক-দাম বনায়সি
করইতে রভস-বিহার।
সো বর নাগর যাওব মধুপুর
ব্রজ-পুর করি আন্ধিয়ার॥
প্রিয়তম দাম শ্রীদাম আর হলধর
এ সব সহচর সাথ।
শুনইতে মুরছি পড়ল সোই কামিনি
কুলিশ পড়ল জনু মাথ॥
খেণে খেনে উঠত খেনে খেনে বৈঠত
অবশ কলেবর কাঁপি।
ভণ যদুনন্দন শুনইতে ঐছন
লোরে নয়নযুগ ঝাঁপি॥ ৭২॥

ধানশী

মুরছিত রাই হেরি সব সখিগণ
হোয়ল বিকল পরাণ।
উর পর কত শত কর-ঘাত হানই
নীঝরে ঝরয়ে নয়ান॥
হরি হরি কিয়ে আজু দৈবক খেলি।
রাইক শ্রবণে শ্যাম দুই আখর
উচ-সরে সবজন কেলি॥
বহুখনে চেতন পাই সুধামুখি
কাতরে চৌদিশে চাহ।
বেঢ়ি সব সহচরি করয়ে আশ্বাসন
কানু কাহে যাবে পুর মাহ॥
তুরিতহিঁ সংকেত-কুঞ্জে তোহে মীলব
হোয়ব অধিক উলাস।
তাক সম্বাদ জানাইতে তৈখনে
চলু যদুনন্দন দাস॥ ৭৩॥

বাহ্যদশায় প্রলাপ

তথারাগ

মুরছল সহচরি মুরছল গোরি।
কো পরবোধব সবহুঁ বিভোরি॥
তুরিতে মিলল তাহাঁ নন্দকুমার।
সবহুঁ গোপীগণ নয়নে নেহার॥
চেতন পাই উঠয়ে সচকীত।
পাওল জীবন ভেল সম্বীত॥
পুন না দেখিয়া রাই আকুল ভেল।
ইহ যদুনন্দন হৃদি মাহা শেল॥ ৭৪॥

দূতী সংবাদ

এক

দেবগিরি

যব ধনি মুরছি পড়য়ে।
নাসায় শোয়াস না বহয়ে॥
তব সব সখি এক ঠাম।
শ্রবণে কহয়ে তুয়া নাম॥
শুনইতে চেতন পাই।
যতহুঁ প্রলাপই রাই॥
সো কি কহব তুয়া পাশ।
সহচরি জিবন-নৈরাশ॥
অতয়ে চলহ ব্রজপুরে।
কহ যদুনন্দন ফুরে॥ ৭৫॥

দুই

ধানশী

রাইক শেষ দশা শুনি গদগদ
নাগর ভেল বিভোর।
কহইতে কণ্ঠ- শবদ নাহি নিকসই
ঝর ঝর লোচনলোর॥
সজনি তুরিতহি করহ পয়াণ।
কাতরে নাগর এতহিঁ নিদেশল
সঘনে ঝরয়ে দু নয়ান॥
এতহুঁ বচন যব সো সখি শুনল
তৈখনে করল পয়াণ।
মুরছিত রাই কুঞ্জে যাহাঁ লুঠয়ে
যাই মিলল সোই ঠাম॥
উঠ উঠ সুন্দরি বিরহ দূরে করি
কানু মিলত তুয়া পাশ।

শুনাইতে তবহি' চেতন পাই বৈঠল
ভণ যদুনন্দন দাস ॥ ৭৬ ॥

দশম দশা

বরাড়ী

রাইক দশা শুনি কান।
মুরছিত হরল গেয়ান॥
দোতি করল নিজ কোর।
লোচনে ঝরঝর লোর॥
বহুখণে চেতন ভেল।
কহে মঝু রাই কাহাঁ গেল॥
পুন কিয়ে পায়ব পরাণ।
কহ সখি তুহুঁ কিয়ে জান॥
শুনি কহে চেতনা-বাণি।
যদুনন্দন অনুমানি॥ ৭৭ ॥

[৭২৮]

শিবানন্দ সেন

মঙ্গল

অখিল ভুবন ভরি হরি রস বাদর
বরিখয়ে চৈতন্যমেঘে।
ভকত চাতক যত পিবি পিবি অবিরত
অনুখন প্রেমজল মাগে॥
ফাল্গুনে পূর্ণিমা তিথি মেঘের জনম তথি
সেই মেঘে করল বাদর।
উচা নীচ যত ছিল প্রেমজলে ভাসাওল
গোরা বড় দয়ার সাগর॥
জীবেরে করিয়া যন্ত্র হরিনাম মহামন্ত্র
হাতে হাতে প্রেমের অঞ্জলি।
অধম দুঃখিত যত তারা হৈল ভাগবত
বাঢ়িল গৌরাঙ্গঠাকুরালি॥
জগাই মাধাই ছিল তারা প্রেমে উদ্ধারিল
হেন জীবে বিলাওল দয়া:
দাস শিবানন্দ বলে কেন রৈনু মায়াভোলে
প্রভু মোরে দেহ পদছায়া॥ ১ ॥

গৌরী

সোনার বরণ গোরা প্রেমবিনোদিয়া।
প্রেমজলে ভাসাওল নগর নদীয়া॥
পুলিসপ্প বুক বাহি পড়ে প্রেমধারা।'
[illegible] জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥
গদাধর অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণ শুনে মগন হইয়া॥
রাধা রাধা বলি পহুঁ পড়ে মুরছিয়া।
শিবানন্দ কাঁদে পহুঁর ভাব না বুঝিয়া॥ ২ ॥

পঠমঞ্জরি

জয় জয় পণ্ডিত গোসাই।
যার কৃপাবলে সে চৈতন্য গুণ গাই॥
হেন সে গৌরাঙ্গচন্দ্রে যাহার পিরীতি।
গদাধর প্রাণনাথ যাহে লাগে খ্যাতি॥
গৌরগত প্রাণ প্রেম কে বুঝিতে পারে।
ক্ষেত্রবাস কৃষ্ণসেবা যার লাগি ছাড়ে॥
গদাইর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের গদাধর।
শ্রীরামজানকী যেন এক কলেবর॥
যেন একপ্রাণ রাধাবৃন্দাবনচন্দ্র।
তেন গৌর-গদাধর প্রেমের তরঙ্গ॥
কহে শিবানন্দ পহুঁ যার অনুরাগে।
শ্যামতনু গৌরাঙ্গ হইয়া প্রেম মাগে॥৩॥

কামোদ

হোলি খেলত গৌরকিশোর।
রসবতী নারী গদাধর কোর॥

স্বেদবিন্দু মুখে পুলক শরীর।
ভাবভরে গলতহি নয়নে নীর॥
ব্রজরস গাওত নরহরি সঙ্গে।
মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে॥
খেনে খেনে মুরছই পণ্ডিত কোর।
হেরইতে সহচর ভাবে ভেল ভোর॥
নিকুঞ্জমন্দিরে পহুঁ কয়ল বিথার।
ভুমে পড়ি কহে কাঁহা মুরলী হামার॥
কাঁহা গোবর্দ্ধন যমুনাক কূল।
কাঁহা মালতী যূথী চম্পক ফুল॥
শিবানন্দ কহে পহুঁ শুনি রসবাণী।
যাঁহা পহুঁ গদাধর তাঁহা রসখনি॥ ৪॥

সুহই

পূর্ব্বে যেই গোপীনাথ শ্রীমতী রাধিকা সাথ
সে সুখ ভাবিয়া এবে দীন।
যে করে মুরলী বায় দণ্ড কমণ্ডলু তায়
কটিতটে এ ডোর কৌপীন॥
অধরে মুরলী পূরি ব্রজবধূর মন চুরি
করি সুখ বাড়য়ে তাহার।
নয়নকটাক্ষবাণে মরমে পশিয়া হানে
সে মারণে বহে অশ্রুধার॥
যমুনার বনে বনে গোধন রাখাল সনে
নটবেশে বিজয়ী বাথানে।
নাহি জানি সেহ এবে কি জানি কাহার ভাবে
বিলাসয়ে সংকীর্ত্তন-স্থানে॥
ভাবিতে সে সব সুখ দ্বিগুণ বাঢ়য়ে দুখ
বিরহ অনলে জরি জরি।
এ শিবানন্দের হিয়া গড়িল পাষাণ দিয়া
না দরবে সে সুখ সোঙরি॥ ৫॥

নীলাচলে গৌরচন্দ্র

মঙ্গল

দয়াময় গৌরহরি নৈদ্যালীলা সাঙ্গ করি
হায় হায় কি কপাল মন্দ।
গেলা নাথ নীলাচলে এ দাসেরে একা ফেলে
না ঘুচিল মোর ভববন্ধ॥
আদেশ করিলা যাহা নিচয় পালিব তাহা
কিন্তু একা কিরূপে রহিব।
পুত্র পরিবার যত লাগিবে বিষের মত
তোমা বিনা কি মতে গোঙাব॥
গৌড়ীয় যাত্রিক সনে বৎসরান্তে দরশনে
কহিলা যাইতে নীলাচলে।
কিরূপে সহিয়া রব সম্বৎসর কাটাইব
যুগশত জ্ঞান করি তিলে॥
হও প্রভু কৃপাবান্ কর অনুমতি দান
নিতি নিতি হেরি পদদ্বন্দ্ব॥
যদি না আদেশ কর অহে প্রভু বিশ্বম্ভর
আত্মঘাতী হবে শিবানন্দ॥ ৬॥

আক্ষেপানুরাগ

সিন্ধুরা

যেদিগে কানুর ঘর সেদিগে না বসি।
সতী-সাধে সেদিগের বায়ু না পরশি॥
তমু্ত দারুণ লোকে নানা কথা কয়।
দুখের উপরে দুখ জারয়ে হৃদয়॥
কাহারে কহিব দুখ কে মোর হিতাশী।
পরের কথায় প্রাণ পোড়ে দিবানিশি॥
শিবানন্দ কহে ধনি বুকে না হালিবে।
কুবাদিনী লোকের কথায় কিবা হবে॥ ৭॥

বৃন্দাবনে পুনর্মিলন

ধানশী

দূতি মুখে শুনইতে ঐছন ভাষ।
ঝর ঝর লোচন ঘন ঘন শ্বাস॥
পরিহরি মাথুর করল পয়াণ।
লোরহি পন্থ বিপথ নাহি জান॥
দূতি অনুসারে চললি অনুসারি।
ছুটল কুঞ্জরগতি অনিবারি॥
কর ধরি দূতি মিলাওল কুঞ্জে।
চিরদিনে পাওল আনন্দ পুঞ্জে॥
হের সখি জয় জয় মঙ্গল দেল।
শিবানন্দ সহচরি জীবন ভেল॥ ৮॥

শিবাই

বেলোয়ার

জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত
মণ্ডিত ভাব ভূষণ অনুপাম।
শ্রীচৈতন্য অভিন্ন শকতি গুণগণ
ধন্য সুদুর্গম যছু রসধাম॥
কিয়ে বিধি জনগণ দুরগতি জানি।
শ্রীবৃন্দাবন মধুর ভজনধন
সম্পদ সার মিলায়ল আনি॥ ধ্রু॥
গর গর গৌর প্রেমভরে ঝর ঝর
অকরুণ করুণ বরুণালয় আঁখি।
ক্ষণেকে স্তবধ শবদ ক্ষণে গদগদ
আধ আধ পদ গোপীনাথ ভাখি॥
নব অনুরাগী লাগি রহু অন্তর
উথলয়ে ক্ষণে নব জলধি তরঙ্গ।
দাস শিবাই আওই ক্ষীণ দীনজন
না পাওল সতত অসত পথরঙ্গ॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা

তুড়ী

জয় জয় ধ্বনি ব্রজ ভরিয়া রে।
উপানন্দ অভিনন্দ আনন্দ নন্দন নন্দ
পঞ্চ ভাই নাচে বাহু তুলিয়া রে॥
যশোধর যশোদেব সুদেবাদি গোপসব
নাচে নাচে আনন্দে ভুলিয়া রে।
নাচেরে নাচেরে নন্দ সঙ্গে লইয়া গোপবৃন্দ
হাতে লাঠি কান্ধে ভার করিয়া রে॥
খেনে নাচে খেনে গায় সুতিকাগৃহেতে ধায়
গিরয়ে বালকমুখ হেরিয়া রে।
দধি দুগ্ধ ভারে ভারে ঢালয়ে অবনী পরে
কেহ শিরে ঢালে দধি তুলিয়া রে॥
লগুড় লইয়া করে আওল ধীরে ধীরে
নন্দের জননী নাচে বুড়িয়া রে।
যত বৃদ্ধ গোপনারী জয়কার ধ্বনি করি
আশিস করয়ে শিশু বেঢ়িয়া রে॥
নর্ত্তক বাদক কত নাচে গায় শত শত
ধেনু ধায় উচ্চ পুচ্ছ করিয়া রে।
ভোর হৈল গোপ সব অপরূপ নন্দোৎসব
এ দাস শিবাই নাচে ফিরিয়া রে॥২॥

ঝুমর

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন॥
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইঞা।
হাতে লড়ি কান্ধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচে রে নাচে রে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল॥ ৩॥

তথারাগ

যোগমায়া ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসী।
দেখিয়া যশোদাপুত্র নন্দগৃহে আসি॥
সভে সাবধান করি যশোদারে কহে।
বহু পুণ্যে এ হেন বালক মিলে তোহে॥
বহু আশীর্ব্বাদ কৈলা হরষিত হৈয়া।
রূপ নিরখয়ে সুখে এক দিঠে চাইয়া॥
এ দাস শিবাই বলে অপরূপ হেরি।
দেখিয়া বালকঠাম যাঙ বলিহারি॥ ৪॥

গোষ্ঠলীলা

তথারাগ

নন্দরাণি গো মনে না ভাবিহ কিছু ভয়।
বেলি অবসান কালে গোপাল আনিয়া দিব
তোর আগে কহিলুঁ নিশ্চয়॥
সোঁপি দেহ মোর হাতে আমি লৈয়া যাব সাথে
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীরননী।

আমরা জীবন হৈতে অধিক জানিয়ে গো
জীবনের জীবন নীলমণি॥
সকালে আনিব ধেনু বাজাইব শিঙ্গা বেণু
গোচারণ শিখাইব ভাইয়েরে।
গোপকুলে উতপতি গোধন চারণ বৃত্তি
বসিয়া থাকিতে নাই ঘরে॥
শুনিয়া বলাইর কথা মরমে পাইয়া বেথা
ধারা বহে অরুণ নয়ানে।
এ দাস শিবাই বোলে রাণী ভাসে প্রেমজলে
হেরইতে কানাইর বয়ানে॥ ৫॥

ধানশী

নানা খেলা খেল্যা শ্রমযুত হৈয়া
বসিলা তরুর মূলে।
মলয় পবন বহয়ে সঘন
শীতল যমুনা কূলে॥
ছরমে ঘরমে আলসে বলাই
শুইলা সুবল কোরে।
কানাই দেখিয়া আকুল হইয়া
পাদ সম্বাহন করে॥
নবীন পল্লব লইয়া শ্রীদাম
সঘনে করয়ে বায়।
বসন ভিজাঞা যতনে আনিয়া
মোছায় বলাইর গায়॥
শ্রম দূরে গেল শীতল হইল
বলরামের শ্রীঅঙ্গ।
সব সখাগণ হরষিত মন
শিবাই দেখয়ে রঙ্গ॥ ৬॥

[৭৪২]

শিবরাম

জন্মলীলা

ধানশী

আগে জনমিলা নিতাইচান্দ।
পাতিলা অমিয়া করুণা ফান্দ॥
নারীগণ সভে দেখিতে যায়।
সভারে করুণানয়ানে চায়॥
দেখিয়া সে ঘরে আসিতে নারে।
রূপ হেরি তার নয়ান ঝুরে॥
দেখি সভে মনে বিচার করে।
এই কোন মহাপুরুষবরে॥
দেখিতে দেখিতে বাঢ়য়ে সাধ।
ঘরে আসিবারে পড়য়ে বাদ॥
মনে করি ইহায় হিয়ায় ভরি।
নয়ানে কাজর করিয়া পরি॥
কত পুণ্য কৈল ইহার মাতা।
এ হেন বালক দিলা বিধাতা॥
এত কহি কারু নয়ান দিয়া।
আনন্দের ধারা পড়ে বাহিয়া॥
কারু স্তন বাহি দুগধ ঝরে।
কেহো যায় তারে করিতে কোরে॥
এ সব বিকার রমণীগণে।
শিবরাম আশা করয়ে মনে॥ ১॥

ঝুলনলীলা

কামোদ

দেখ সখি গৌরচন্দ্র বর রঙ্গী।
ঝুলত যুগল কিশোর যৈছন
চলত সোই করি ভঙ্গী॥ ধ্রু॥
রচই শিঙ্গার ঝুলনসুখ হোয়ব
মনহি ভেল উপনীত।
তৈছন সহচর গাওত আনন্দ
গৌর পহুঁক মনোনীত।

হেরি গদাধর লহু লহু বোলত
মন মাহা কিয়ে ভেল রঙ্গ।
আজু হাম তুয়া সনে ঝুলন বিলসব
সহচরগণ করি সঙ্গ॥
ঐছে বিলাস গৌর পহু বিলসয়ে
পুরব প্রেমরসে ভোর।
কহ শিবরাম মনহি সুখ ঐছন
কোই করব অব ওর॥ ২॥

জন্মলীলা

বিভাস

নিশি অবশেষে জাগি বরজেশ্বরি
হেরই বালকমুখ চান্দে।
কতহুঁ উল্লাস কহই না পারিয়ে
উথলই হিয়া নাহি বান্ধে॥
আনন্দ কো করু ওর।
শুনি ধনি নন্দ গোপেশ্বর আয়ল
শিশুমুখ হেরিয়া বিভোর॥ ধ্রু॥
চলতহিঁ খলত উঠত খেনে গীরত
কহি সব গোকুল লোকে।
আয়ল বন্দিগণ ব্রাহ্মণ সজ্জন
করতহিঁ জাত বৈদিকে॥
দধি ঘৃত নবনি হরিদ্রা হৈয়ঙ্গব
ঢালত অঙ্গন মাঝে।
কহ শিবরাম দাস আনন্দে নাচত
গাওত ব্রজবর রাজে॥ ৩॥

ধানশী

নন্দ সুনন্দ যশোমতী রোহিণি
আনন্দ করত বাধাই।
গোকুল নগরলোক সব হরষিত
নন্দমহল চলু ধাই॥
গোরোচনা জিনি গোরি সুনাগরি
নব নব রঙ্গিণি সাথ।
নন্দসুনু সবে হেরইতে আনন্দে
লোক চলত পথ মাঝ॥
আনন্দে কো করু ওর।
পন্থহি গান তান কত করতহিঁ
মনসুখে সব জন ভোর॥ ধ্রু॥
আওল নন্দমহল মহা আনন্দে
অঙ্গনে ভেল উপনীত।
যশোমতী রোহিণি লেই সব গোপিনী
করতহি সব জনে প্রীত॥
যশোমতী বয়ন হেরি সভে পুছত
কৈছন বালক দেখি।
জনম সফল তুয়া আনন্দ ধন জন
পুণ্য ভুবনে কত লেখি॥
গোপ গোপীগণ দধি ঘৃত মাখন
ঢালত ভারহি ভার।
কহ শিবরাম সকল দুখ মীটল
আনন্দে কো করু পার॥ ৪॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

সুহই

শ্যাম নাগর রঙ্গিয়া।
তরু-মূলে দাঁড়ায়্যাছে পিরিতি লাগিয়া॥ ধ্রু॥
যে ঘাটে যমুনার জল ভরিবারে যাই।
মরমে লাগ্যাছে রূপ খুঁজিলে না পাই॥
কি দেখিলাম তরুমূলে অদভুত রঙ্গ।
চরণে চরণ বেড়া ললিত ত্রিভঙ্গ॥
একে ত ত্রিভঙ্গ শ্যাম ভঙ্গী ধরে তায়।
অধরে মুরলী লৈয়া মোর নাম গায়॥
রতন-কুণ্ডল দোলে রবিসুত মূলে।
রতিপতি দোলনায় কত হীরা দোলে॥
চূড়ার উপরে চন্দ্র কর্য়াছে উদয়।
গরবে গিল্যাছে রাহু পাই পরাজয়॥
শিবরাম দাস কহে মনেতে ভাবিয়া।
কেবা ফিরি যাত্যে পারে ধৈরজ ধরিয়া॥ ৫॥

সুরট

কালারূপ কি হইল মোরে।
জাগিতে ঘুমাতে চাহি চারি ভিতে
চাহিতে চেতন হরে॥ ধ্রু॥

দর্শন না হৈতে আকুল হই চিতে
ভাসিয়ে নয়ননীরে।
তাথে পাঁচবাণ দগধে পরাণ
কি করে চেতন-চোরে॥
কি করি উপায় ছাড়ান না যায়
বান্ধিল প্রেমের ডোরে।
আনন্দের ধাম কহে শিবরাম
কি আর এ ঘোর ঘরে॥ ৬॥

সংক্ষিপ্ত রসোদ্‌গার

তথারাগ

ঐছন সুনইতে মুগধিনী রমণী।
সখিগণ ইঙ্গিতে অবনত বয়নী॥
লাজে বচন নাহি করে পরকাশ।
সখিগণ কহতহিঁ প্রিয়তর ভাষ॥
কহইতে না কহসি রজনিক কাজ।
হামারি শপতি তোহে যদি কর লাজ॥
পহিল সমাগম লাগি এত দুখ।
পুন মীলনে কত পায়বি সুখ॥
ঐছে বচন শুনি কহে মৃদু হাসি।
শিবরাম দাস ইহ রস পরকাশি॥ ৭॥

হিমকালোচিত বাসকসজ্জা

কামোদ

নিকুঞ্জ মন্দিরে শেজ বিছায়ই
সঘনে কাঁপয়ে দেহ।
নীল নিচোল সো তনু ঝাঁপল
পবনে না রহে থেহ॥
সুকুমারি কত না সহিবে দুখ।
মন্দিরে রচিত তুলি পরিযঙ্ক
তেজিয়া সে সব সুখ॥
কপট কামুক পিরিতি লাগিয়া
আয়ল সঙ্কেত গেহা।
কোন কলাবতি সঞে বিলসয়ে
তেজিয়া এ হেন নেহা॥

এ ঘর বাহির করিতে কতই
চমকিত হৈয়া চাহে।
ঘন বসি উঠে দেখি প্রাণ ফাটে
শিবরাম দাস কহে॥ ৮॥

কুটিলার উক্তি—শ্রীরাধার প্রতি

গান্ধার

একি পরমাদ আই।
লোকের বদনে শুনি যে শ্রবণে
তাহাই দেখিতে পাই॥ ধ্রু॥
তোমার আমার বাপের কুলেতে
কখন কথাটি নাই।
তবে কেন তুমি কানু কানু করি
সদাই জপহ রাই॥
কানু নাম শুনি চমকি উঠহ
পুলকু তাহার সাখী।
কালা-রূপ দেখি ছলছল আঁখি
বেকত এসব দেখি॥
আমি ননদিনী সব রস জানি
পাশার এ চৌপিঠ।
কহে শিবরাম বুঝিলুঁ কথায়
তুমি সে বড়ই ঢীট॥ ৯॥

শ্রীরাধার উত্তর

বরাড়ী

ননদিনী লো মিছাই লোকের কথা।
যদি কানু সঙ্গে পিরিতি করি ত
শপতি তোমার মাথা॥ ধ্রু॥
নিজ পতি বিনে আন নাহি জানি
সেই সে আমার ভাল।
কোন গুণে যাই রাখালে ভজিব
তাহাতে বরণ কাল॥
মণি মুকুতার অভরণ নাহি
সাজনি বনের ফুলে।
চূড়ার উপরে ভ্রমরা গুঞ্জরে
তাহে কি রমণী ভুলে॥

রাজা হৈয়া যারে দেখিতে না পারে
মায়ে বোলে ননীচোরা।
কহে শিবরাম রাধার কলঙ্ক
মিছাই করিলি তোরা॥ ১০॥

তথারাগ

সখি গো কহিল নাহ মহিমা।
রসের সাগর সুন্দর নাগর
সুঘরের সুঘর সীমা॥
সখি গো না দেখিলে মুঞি মরি।
হেন লয় মনে রূপ রাত্রদিনে
অঞ্জন করিয়া পরি॥
সখি গো সফল জীবন তারা।
শ্যামধাম কাম কলার পসার
সুখে বিলসিছে যারা॥
সখি গো যার না হয় এ সুখ ভেদ।
পাষাণ অধিক গণিয়ে সেজন
গাহিছে আগম বেদ॥
সখি গো কাহার এমন হিয়া।
কে আছে এমন পাইয়া রতন
ছাড়িবে প্রবোধ দিয়া॥
সখি গো জানে শিবরাম দাসে।
কুলশীল ডরে যে না ভজে তারে
সেজনা আপনা নাশে॥ ১১॥

তথারাগ

সখি কি কহিল সে নয়নঠারে।
নিশ্বাস ফেলিতে ঠাঁঞি এ ঘরে উসাস্ নাই
বিশ্বাস করিয়া কব কারে॥
ঝলক পুলক রঙ্গ কত না লুকাব অঙ্গ
সদাই সজল থাকে আঁখি।
বসনের ভাব ভরে হিয়া দুরু দুরু করে
ইথে কুল কি করিয়া রাখি।
করিতে চাই আন নাম মুখে বাহিরায় শ্যাম
কিবা কাজ গুরু জনা মাঝে।
মনের সহিতে কালা ছাড়িতে বাড়য়ে জ্বালা
বুঝিয়া বিদায় দিনু লাজে॥
না দেখিলে তার মুখ বিদরিতে চাহে বুক
এ না দুখ সহিতে কি পারি।
জানে শিবরাম দাস যে দুখে করিয়ে বাস
বৈরী মাঝে কুলের বোহারি॥ ১২॥

সিন্ধুরা

কহিলাম মনের কথা ছাড়িতে নারিব।
শ্যাম নাগর বিনে তিলেক না জীব॥
অনুখন হিয়া মোর শ্যামঅনুরাগী।
ছাড়িতে যে কহিবে সে হবে বধের ভাগী॥
শ্যাম সঙ্গে রসরঙ্গে অঙ্গে অঙ্গ লাগা।
মজিল আমার মন সোনায় সোহাগা॥
শিবরাম দাসে বলে ভাঙ্গিল চাতুরী।
মরমে লাগিল শ্যামরূপের মাধুরী॥ ১৩॥

ঝুলনলীলা

জয়জয়ন্তী

মাহ শাওন বরিখে ঘন ঘন
দুহুঁ ঝুলে কুঞ্জক মাঝ।
বনি ফুলমালা রচিত দোলা
গোরী নটবর রাজ॥
গগনে গরজনি দমকে দামিনি
গাওয়ে বহুবিধ তান।
রবাব মুরজ কাচ্ছপী রাব
করহি ধরু তাল মান॥
সঙ্গে সঙ্গিনী সবহুঁ রঙ্গিণী
গান-পণ্ডিত শূর।
কৌ কানড়া কেদার কোড়া
রঙ্গসায়রে বূর॥
জনু মেঘ দামিনি রূপ লাবণি
ঝুলত রাধা কান।
বোলত চকোর শুক সারী মোর
শিবরাম গুণ গান॥ ১৪॥

তথারাগ

অস্যোচিত নর্ত্তক মায়ুরে
নওল নওলী নব রঙ্গমে।
সুখ শোহানি সব সঙ্গমে॥
রসমাধুরি ধরু অঙ্গমে।
দউ নৃত্যত প্রেম তরঙ্গমে॥
উহ সঙ্গে ভামিনি দমকে দামিনি
মধুর যামিনি অতি বনি।
সুভগ শাঙন বরিখে ভাঙন
বুন্দ সুন্দর নুনি নুনি॥
বদত মোর চাতক চকোর
কীর কোয়িল অগনিনি।
রটত দরদর তোয়ে দাদুর
অম্বুদাম্বরে গবর্জনি॥
গাওয়ে সখি রি জোরে জোরি।
রস হেরি হাসই থোরি থোরি॥
থোরি থোরি চঙ্গ ঝাগর্না ঝাগর্ নন
তাগর্ধি নাগর্ধি দিমি দিলাং।
উহ দৃষ্টি ধৈরণ পহির ভূখণ
ঝলকে ঝলকে ঝলমলাং॥
উঘট ঘট ঘট থো দিগ্ দিগ্
থো দিগ্ দিগ্ দিগ্ দিনাং।
থুঙ্গ থুঙ্গ নি ধি ধি ধি নং॥
বাজে ধুং ধুং ধুং ধুং ধীনা।
স্বর-মণ্ডল বাঁশরি বীণা॥
কোই দেয়ত তাল অতি রসাল
প্রেমভরে হিয়া হরখনি।
মণিবিন্দু শরদ ইন্দু
করত অমৃত বরখনি॥
হংস সারস বদত সরস
চারু চাতক রসখনি।
বিহরে শিব- রামকে প্রভু
পরম সুঘড় শিরোমণি॥ ১৫॥

বিহগড়া কেদারিকা

উথলই কালিন্দী নীর।
তাহে অতি সুখময় ধীর সমীর॥
শ্রীবৃন্দাবন মাঝ।
তরুণ কলপতরু তরুণ সমাজ॥
তাহে বনি রতন হিণ্ডোর।
পরিমলে ভ্রমর ভ্রমরিগণ ভোর॥
বিবিধ কুসুম শোহে তায়।
মৃদু মৃদু মলয় পবন করু বায়॥
ঝুলে বিনোদিনী বিনোদিয়া।
ঝুলায়ত সখি দুহুঁবদন চাহিয়া॥
চান্দনি রজনি উজোর।
পিবত অমিয়ারস ভুখিল চকোর॥
কোই নাচই মনোরঙ্গে।
বীণা রবাব কোই বাজায়ে মৃদঙ্গে॥
কতহুঁ প্রবন্ধ সুতান।
কত রাগ রাগিণী মেলি করু গান॥
আনন্দ কো করু ওর।
হেরি শিবরাম দাস রহু ভোর॥ ১৬॥

সর্ব্বকালোচিত নিত্যরাস

মল্লার

শ্যাম রাস রস রঙ্গিয়া।
নব যুবরাজ যুবতি সঙ্গিয়া॥ ধ্রু॥
চঞ্চল গতি চরণে চলত
সঙ্গীত সুরঙ্গিয়া।
নাচে মনোহর গতি অঙ্গ ভঙ্গিয়া॥
বীণ রবাব বিবিধ যন্ত্র
বাওয়ে উপাঙ্গিয়া।
মধুর তাতা থৈ থৈ থৈ
বোলত মৃদঙ্গিয়া॥
কানু চরণ সুর মোহন
লোল মঞ্জীর মান রি।
রুচির তাতা থৈয়া থৈয়া থৈয়া
গাওত সুর তান রি॥ ধ্রু॥
ভানুনন্দিনি কিশোরী গোরি
গাওত অনুপাম রি।
শিবরাম আনন্দে নাহিক ওর
হেরত রস ধাম রি॥ ১৭॥

বিহগড়া

বাজে গিড়ি গিড়ি দিং দ্রাম্
দ্রাম দ্রিমি দ্রিমি কট্ দি দি দ্রাম্
উঘটত পটতাল মৃদঙ্গ
রঙ্গ রভসমূল॥ ধ্রু॥
তা তা থোঙ্গি থোঙ্গি
ধোঙ্গি ননন ঝিঝিরু ননন
ঝঙ্কৃত নন ঝনন ননন
মনমথমন ভুল।
হরষ পরশ সরস হাস
নয়ন ছয়াল রতিবিলাস
চঞ্চল পটঅঞ্চল মণি
কুন্তলতে ফুল॥
তারকমণিহারক শশি
তাহে ফুলমাল রভসে উলসি
পুঞ্জ পুঞ্জ মঞ্জুল অতি
গুঞ্জতি অলিকুল।
তাতা থৈ থৈ নাদ নূপুর
গান মান তান মধুর
ধ্বনি শুনি শিবরাম অন্তরে
আনন্দেতে ভুল॥ ১৮॥

সর্ব্বকালোচিত নিত্যরাস

কেদার

বাজে ধৃংনিং ধৃংনিং বাজে ধৃংনিং ধৃংনিং
খটত্তা তাগরূধো নাগরূধো
নাগরূধো ধুক্কা ধুম্মা যে॥ ধ্রু॥
বীণ উপাঙ্গ তাল সরমণ্ডল
বাজত ডম্ফ রবাব যে।
বাজে ধো দ্রিমি দ্রিমিধো তথৈ তথৈ তৎ তা
থো থো বোল মৃদঙ্গ যে॥
কনক কঙ্কণ কিঙ্কিণি কিনিকিনি
ঝননন মঞ্জীর রাব যে।
রাধাকর ধরি সুঘড় শিরোমণি
নাচত কহই প্রবন্ধ যে॥
কবহুঁ তাল কহই নটশেখর
কবহুঁ চন্দ্রমুখি গাওই যে।
আনন্দ সাগরে সগণে সুধাকর
শিবরামদাস মন ভাওই যে॥ ১৯॥

হোরিলীলা

এক

বসন্ত

আজু রঙ্গে হোরি
খেলত শ্যাম গোরী।
সখিগণ মিলি গাওত বাওত
কিশোর কিশোরি নাচি নাচাওত
আনন্দে মন ভোরি।
বিবিধ যন্ত্র তাল মৃদঙ্গ
কোই মোচঙ্গ বাওয়ে উপাঙ্গ
তন নন নন তোরি॥
তথ তথ তথ তও থৈয়া
দৃগতি দৃগতি দ্রিমি ধৈয়া
চঙ লঙ লঙ লোরি।
কুরু গুড়ু গুড়ুদাং দ্রিমিদাং
কিট কিট কিটধাং তৃগধাং
শিবরাম গাওয়ে হোরি॥ ২০॥

দুই

তথারাগ

রাধামাধব নাচত হোরি আনন্দে।
ডম্ফ অবুণ করে তরল তাল ধরে
বাওত কতহি প্রবন্ধে॥ ধ্রু॥
থো দ্রিমি দ্রিমিধো তথৈ তথৈ তৎ
তা থো থো বোল মৃদঙ্গ।
কন কন কন ধনি বীণ-নাদ শুনি
স্বরমণ্ডলস্বরে মুরছে অনঙ্গ॥
চঞ্চল চরণ খঞ্জনগতি ভঙ্গিম
ঝননন মঞ্জীর বোলে।
ঝম ঝম ঝুমরি ঝুমরি ঝুমরা কোই
বাওয়ে ডম্ফ উতরোলে॥

অরুণ মেঘের কাছে অরুণ চন্দ্র নাচে
নখতর অরুণ আকাশে।
অরুণ কোকিল গায় অরুণ ময়ূর ধায়
ইহ শিবরাম রস ভাষে॥ ২১॥

তিন

মায়ূর

রঙ্গে হো হো হোরি।
খেলত নওল কিশোরী॥ ধ্রু॥
বাজত তাল রবাব পাখাওজ
সখিগণ ঘন করতালি।
কুঙ্কুম চন্দন আবির উড়ত ঘন
বরিখন খঁন পিচকারি॥
দুহুঁ দুহুঁ খেলন সমর প্রবন্ধহি
দুহুঁ পর দুহুঁ পড়ু ভোরি।
জিতলুঁ জিতলুঁ ঘন দুহুঁ জন গরজন
সখিগণ ভণ বরজোরি॥
খেনে খেনে থকিত বদন দুহুঁ নিরখন
যৈছন চাঁদ চকোরি।
তহি শিবরাম দাস মন আনন্দে
হেরি হাসে থোরি থোরি॥ ২২॥

চার

তুড়ী বসন্ত

হোরি হো রঙ্গে মাতি।
আবিরে অরুণ গোরি শ্যামরকাঁতি॥ ধ্রু॥
নিপততি যন্ত্রে সুরঙ্গিম কুঙ্কুম
চুয়া চন্দন কেশর সাথী।
চৌদিগে আবির উড়ায়ত ব্রজ-বধূ
অরুণ তিমির কিয়ে ভেল দিন রাতি॥
বীণ উপাঙ্গ মুরজ সরমণ্ডল
ডম্ফ রবাব বাওয়ে কত ভাতি।
কোই মাউর সুরট কোই সারঙ্গি
কোই বসন্ত গাওয়ে সরজাতি॥

নাচত মোর শোর ঘন কোকিল
রোল বোলে মত মধুকর পাঁতি।
ঋতুপতি পরম মনোহর খেলন
হেরি শিবরাম হরিখে ভরু ছাতি॥ ২৩॥

ভাবী বিরহ

মল্লার

দোতি বচন শুনি বিদগধ শিরোমণি
কুঞ্জে মিলল ধনি পাশ।
রাধাবদনচান্দ হেরি পুলকিত
ভাব সন্ধি পরকাশ॥
সুন্দরি কি কহব বচন না ফুর।
আওল রাজ-দূত হাম যাওব
কালি নিচয়ে মধুপুর॥
পুনরাগমনে কত যে ঘটি হোয়ব
না জানিয়ে তাহে বিলম্ব।
হৃদয়ে খেদ দঢ় প্রকৃতি কঠিন বড়
রাজকাজ অবলম্বন॥
ধনি কহে গিরিধর তোহারি সঙ্গে মোর
প্রাণ চলউ সব সাজে।
কহ শিবরাম দাস অব হোয়ে সমুচিত
ভেজবি নিজ কোন কাজে[১]॥ ২৪॥

ভবন্ বিরহ

শ্রীগান্ধার

খেণে ধনি রোই রোই খিতি লুঠত
খেণে গীরত রথ আগে।
খেণে ধনি সজল নয়নে হেরি হরিমুখ
মানই করম অভাগে॥
দেখ দেখ প্রেমক রীত।
করুণা সাগরে বিরহ বিয়াধিনি
ডুবায়ল সবজন-চীত॥

---

[২৪] ১। ধনি বলিতেছেন, গিরিধর আমাদের প্রাণ তোমার সঙ্গে সাজিয়া চলিল। শিবরাম বলিতেছেন, সেই প্রাণ তুমি নিজের কোন কাজে পাঠাইও। ইহাই এখন সমুচিত হয়।

খেপে ধনি দশনহি তৃণ ধরি কাতরে
পড়লাহি' রথ সমুখে।
শিবরাম দাস ভাষ নাহি ফুরয়ে
ভেল সকল মনোদুখে॥ ২৫॥

প্রকারান্তর সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ

তথারাগ

নিকুঞ্জের মাঝে রাধা কান।
হিয়ায় হিয়ায় দোঁহার বয়ানে বয়ানে॥
ঘন ঘন চুম্বন ঘন রস-ভাষ।
ঘন রসে মগন নাই পরকাশ॥
ঘন আলিঙ্গন ঘন করু কোর।
অতি রসে দুহুঁ জন ভেল বিভোর॥
বিপরিত লাগি তহি' নাগর-রায়।
ঐছনে রচতহি তাক উপায়॥
বুঝি সুবদনি ধনি তাকর সুখ।
ঐছন বচনে ভেল উনমুখ॥
কহ শিবরাম পূরল অভিলাষ।
চিরদিনে বিপরিত করয়ে বিলাস॥ ২৬॥

[৭৬৮]

অনন্ত

শ্রীনিত্যানন্দ বন্দনা

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ সহজে আনন্দকন্দ
ঢলিয়া ঢলিয়া চলি যায়।
ভাইয়ার ভাবেতে মত্ত জানেন সকল তত্ত্ব
হরি বলি অবনী লোটায়॥
নিতাইর গোরাপ্রেমে গড়া তনুখানি।
গদাধরমুখ হেরে লোলিয়া লোলিয়া পড়ে
ধারা বহে সিঞ্চিত ধরণী॥ ধ্রু॥
অদ্বৈত আনন্দকন্দ হেরে নিতাইর মুখচন্দ
হুঙ্কার পুলক শোভে গায়॥
হরি হরি বোল বলি ডাকে নিতাই গৌর হরি
প্রিয় পারিষদগণ গায়।
গোলোকের প্রেমবন্যা জগত করিল ধন্যা
অতুল অপার রসসিন্ধু।
মাতিল জগত ভরি নিতাই চৈতন্য করি
অনন্ত না পাইল তার এক বিন্দু॥ ১॥

তথারাগ

দারুণ সংসারের চরিত্র দেখিয়া
পরাণে লাগিছে ভয়।
কাল সাপের মুখে শুতিয়া রয়্যাছি
কখন কি জানি হয়॥ ধ্রু॥
মনের ভরমে অরিরে সেবিলুঁ
তেজিয়া বান্ধব লোক।
কাচের ভরমে মাণিক হারায়্যা
এখন হইছে শোক॥
সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ
করিলুঁ দুখের তরে।
জ্বলন্ত আনল দেখিয়া পতঙ্গ
ইছায়ে পুড়িয়া মরে॥
বিষয় গরলে ভরল এ দেহ
আর কি ঔষধ আছে।
অনন্ত কহয়ে সাধু ধন্বন্তরি-
চরণে শরণ পাছে॥ ২॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

শ্যামপানে চাহিয়া অকাজ করিলুঁ।
দিবসে রজনী মানি
মনে আন নাহি জানি
ভাবিতে গুণিতে সই মলুঁ॥ ধ্রু॥
দাঁড়াইয়া তরুমূলে
আকুল করিল মোরে
ঈষত বঙ্কিম দিঠে চাঞা।
ঘর যাইতে না লয় মন
যাউক জাতি কুল ধন
চিকণ শ্যামের বালাই লৈয়া॥
অঙ্গ-ভঙ্গিমা দেখি
প্রেমে পূরিত আঁখি
মোর মনে আন নাহি ভায়।
চিত নিবারিতে যদি
বিরলে বসিয়া থাকি
মন কেনে শ্যাম পানে ধায়॥
খাইতে শুইতে চিতে
ভুলিলুঁ বংশীর গীতে
না জানি কি হৈল হিয়া মাঝে।
মনে অনুমান করি
ছাড়িতে নারিলুঁ হরি
তিলাঞ্জলি দিলুঁ কুললাজে॥
কি খেনে জলেরে গেলুঁ
কি রূপ দেখিয়া আইলুঁ
ঘরেতে আসিয়া হৈলুঁ জ্বরী।
গোপতে অনন্ত কহে
জ্বর জ্বালা কিছু নহে
কানু করিয়াছে মন চুরি॥ ৩॥

সিন্ধুড়া

সজনি ও কে নাগর তরুমূলে।
এতদিন নাহি জানি লোকমুখে নাহি শুনি
হেন জন আছয়ে গোকুলে॥ ধ্রু॥
মুরলীর আলাপনে পবন রহিয়া শুনে
যমুনায় বহয়ে উজান।
না চলে রবির রথ বাজী নাহি পায় পথ
দরবয়ে দারু পাষাণ॥
রমণীরমণবর গতি মদমন্থর
মনোহরের মনোহর বেশ।
মৃগমদ চন্দন তনু ঘন লেপন
পরিমলে ভুলায়ল দেশ॥
শুনিয়া মুরলীধ্বনি ধ্যান ছাড়ে যত মুনি
জপ তপ কিছুই না ভায়।
তৃণ মুখে ধেনু যত ঊর্দ্ধমুখ অবিরত
বৎসগণে দুগ্ধ নাহি খায়॥
ময়ূর পাখের চূড়া মালতীর মালে বেড়া
ভ্রমর গুঞ্জরে চারি পাশে।
বারেক দেখিলে তায় কুলশীল সব যায়
চিত নাহি রহে গৃহবাসে॥
ব্রজরাজনন্দন অনন্ত জীবনধন
নাম তার সুন্দর কানাই।
তাহার আঁখির ঠারে এ দেশে তাহার ডরে
ঘরের বাহির হইতে নাই॥ ৪॥

দানলীলা

সিন্ধুড়া

আহির রমণী যত
চালাঞা বাহির পথ
আপনে যাইছ আন ছলে।
বাহু নাড়া দিয়া যাও
দানী পানে নাহি চাও
এত না গরব কার বলে॥
হেদে লো কিশোরি গোরি
শুনহ বচন মোরি
তোর দান না করিব আন।
এতেক শুনিয়া তবে
হাসিয়া বোলয়ে সভে
কিবা দান কহ দেখি কান॥
পুন হাসি কহে দানী
শুন অহে বিনোদিনি
অল্প নিব তোহারি পিরীতে।

আমার দানের রীতি
শন শন রসবতি
তাহা তুমি না পারিবে দিতে॥
গলে গজমোতিহার
এক লক্ষ দান তার
দুই লক্ষ সিঁথায় সিন্দুর।
তিন লক্ষ কেশপাশ
দান মাগে পীতবাস
চারি লক্ষ পায়ের নূপুর॥
কুসুম কবরী ঝুরি
পাঁচ লক্ষ দান তারি
নহে কহ যে হয় উচিত।
মোরা করোঁ রাজসেবা
কাঁচুলীতে লুকা কিবা
দেখাইয়া করাও পরতীত॥
কে জানে কিসের দান,
কি বোল বলিলে কানু
মোরা সবে তোরে ভালে জানি।
যদি পুন হেন বোল
মাথায় ঢালিব ঘোল
হাসিল অনন্ত পহুঁ শুনি॥ ৫॥

বসন্তরাস

কামোদ

সরস বসন্ত সময় বন শোহন
মোহন মোহিনি সঙ্গ।
অপরূপ রাস বিলাসহি নিমগন
দুঁহু দুঁহু অঙ্গহি অঙ্গ॥
দেখ সখি রাস বিলাস।
কত কত যন্ত্র তন্ত্র সমারত
কতহুঁ রাগ পরকাশ॥ ধ্রু॥
যূথহি যূথ মেলি সব কামিনি
যামিনি বিলসই ভাল।
নাচত রঙ্গিণি প্রেমতরঙ্গিণি
গাওত মদন গোপাল॥
বাওয়ে উপাঙ্গ ডম্ফ সরমণ্ডল
কঙ্কণ কিঙ্কিণি রোল।
বহুবিধ তাল মান ধরু করতলে
অনন্ত আনন্দ হিলোল॥ ৬॥

সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের রসোদ্গার

দূরে গেল যত বিরহবাধা।
অমিয়াসাগরে ডুবল রাধা॥
কি কহব সখি তোহারি ঠাম।
বিপরীত সব কয়লুঁ হাম॥
ধৈরজ সরম রহল দূর।
তার মনোরথ করিলুঁ পূর॥
সে দিলে আমারে জীবনদান।
তেঁঞি সে রাখিলুঁ তাহার মান॥
অনন্ত কহয়ে শুন হে সখি।
এ কথা শুনিলে সবাই সুখী॥ ৭॥

[৭৭৫]

অনন্ত রায়

নিতাই চৈতন্য দুহুঁ দয়ার অবধি।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম যাচে নিরবধি॥
চারি বেদে অন্বেষয়ে যে প্রেম পাইতে।
হেন প্রেম দুই ভাই যাচে অবিরতে॥
পতিত দুর্গত পাপী কলি-হত যারা।
নিতাই চৈতন্য বলি নাচে গায় তারা॥
ভুবন মঙ্গল ভেল সংকীর্ত্তন-রসে।
রায় অনন্ত কান্দে না পাইয়া লেশে॥১॥

[৭৭৬]

অনন্ত দাস

শ্রীগৌরাঙ্গের ষড়্ভুজ মূর্ত্তি

কাঁচা সে সোণার তনু ডগমগি অঙ্গ।
চাঁদবদনে হাসি অমিয়াতরঙ্গ॥
অবনিবিলম্বিত বনি বনমাল।
সৌরভে বেঢ়ল মধুকর-জাল॥
উভ ভুজদ্বয় পর খর শর-চাপ।
হেরইতে রিপুগণ থরহরি কাঁপ॥
দূর্ব্বাদলতুল কিবা নখবিধু সাজ।
মণিময় কঙ্কণ বলয় বিরাজ॥
তদধহি দুহুঁ কর জলধরশ্যাম।
তহিঁ শোভে মোহন মুরলি অনুপাম॥
নখমণি বিধু জিনি তলহি সুরঙ্গ।
মণিআভরণ তাহে মুরছে অনঙ্গ॥
তদধহি করহি কমণ্ডলু দণ্ড।
যাহে কলিকল্মষ পাষণ্ড খণ্ড॥
গিম সঞে উরে মণি মোতি বিলোল।
শ্রীবৎসাঙ্কিত কৌস্তুভ দোল॥
মলয়জময় উর পরিসর পীন।
নাভি গভির কটি কেশরি-খীণ॥
বসন সুরঙ্গ চরণ পরিযন্ত।
পদনখ নীছনি দাস অনন্ত॥ ১॥

শ্রীগৌরচন্দ্র

আপাদমস্তক প্রেমধারা বরিখত
চৌদিগে ঝলকত কিরণে।
মত্ত গজেন্দ্র জিনি গমন সুলাবণি
চাঁদ উদয় করু চরণে॥
কেমন বিধাতা সে গৌরাঙ্গ-চাঁদের দে
গঢ়িল আপন তনু দঢ়িয়া।
কেমন কেমন তার কাষ্ঠপাষাণহিয়া
তখনি না গেল কেনে গলিয়া॥
আমার গৌরাঙ্গের গুণে দারু পাষাণ কিবা
গলিয়া গলিয়া পড়ে অবনী।
অরণ্যের মৃগ পাখী ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে
নাহি কান্দে হেন নাহি পরাণী॥
যেমন তেমন কুলে জনম হউক মোর
যেমন তেমন দেহ পাইয়া।
অনন্ত দাসের মন ঠাকুর গৌরাঙ্গের গুণ
দেশে দেশে ফিরি যেন গাইয়া॥২॥

শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ নিতাই।
অখিল জীবের ভাগ্যে অবনী বিহরে গো
পতিতপাবন দোন ভাই॥
যারে দেখে তার ঠামে যাচিয়া বিলায় প্রেমে
উত্তম অধম নাহি মানে।
এ তিন ভুবনের লোক নাহি জরা মৃত্যু শোক
প্রেমঅমৃত করি পানে।
কলপ বিরিখি সিন্ধু না যাচয়ে এক বিন্দু
ছি ছি কিয়ে তাহাতে উপমা।

---

[১] গৌরাঙ্গের কাঁচা সোনার দেহ, (ভাবে) ডগমগ অঙ্গ। চাঁদ মুখে হাসির অমিয়া তরঙ্গ (খেলিতেছে)। (গলে) অবনী বিলম্বিত বনমালা। সৌরভে অলিকুল বেষ্টন করিয়াছে। উপরের দুই হস্তে তীক্ষ্ণ বাণ ও ধনু। হস্তের বর্ণ দূর্ব্বাদলের মত। নখের সজ্জা যেন চাঁদ। হস্তে মণিময় কঙ্কণ ও বলয়। তাহার অধোদেশে দুই হস্তের বর্ণ জলধর শ্যামল। তাহাতে অনুপম মোহন মুরলী শোভা পাইতেছে। চন্দ্র জিনিয়া নখমণি, সুরঙ্গ করতল, তাহাতে মণি আভরণ, দেখিয়া মদন মূর্চ্ছিত হয়। তাহারও নিম্নে দুই করে দণ্ড কমণ্ডলু। যাহাতে কলির পাপ ও পাষণ্ডগণকে খণ্ডন করে। (পাপ নাশ করিয়া ভগবৎপ্রেমে পাষণ্ডচিত্তের রূপান্তর ঘটায়)। কণ্ঠ হইতে মণি-মোতির মালা বক্ষে লুটাইয়া পড়িয়াছে। শ্রীবৎসলাঞ্ছিত কৌস্তুভ দুলিতেছে। চন্দনলিপ্ত পরিসর পীন বক্ষ। নাভি গভীর, কেশরীর মত ক্ষীণ কটি। সুরঙ্গ বসন পদ পর্য্যন্ত প্রসারিত। অনন্তদাস বলিতেছেন পদ নখের বালাই যাই।

পতিত দেখিয়া কান্দে দোহে' থির নাহি বান্ধে
যাচয়ে অমূল্য ভক্তি প্রেমা॥
এমন দয়াল দুহুঁ যে না ভজে হেন পহু
সে ছারের জীবনে কি আশ।
ন্যাসী বিপ্র হইলেহ অসুরে গণন সেহ
অনন্ত দাসের এই ভাষ॥ ৩॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

শ্রীরাগ

কি হেরিলুঁ কদম্বতলাতে।
বিনি পরিচয়ে মোর পরাণ কেমন করে
জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে॥ ধ্রু॥
কপালে চন্দনচাঁদ কামিনী মোহন ফান্দ
আন্ধারে করিয়া আছে আলা।
মেঘের উপরে চাঁদ সদাই উদয় করে
নিশিদিশি শশী ষোল কলা॥*
কিশোর বয়েস বেশ আর তাহে রসাবেশ
আর তাহে ভাতিয়া চাহনি।
হাসির হিলোলে মোর পরাণপুতলী দোলে
দিতে চাই যৌবন নিছনি॥
যে দেখয়ে একবার সে কি পাসরয়ে আর
শুধুই সুধার তনুখানি।
দাস অনন্ত বলে রূপ হেরি কে না ভুলে
জগতে নাহিক হেন প্রাণী॥ ৪॥

তথারাগ

কি পেখলুঁ বরজ- রাজকুলনন্দন
রূপে হরল পরাণ।
নিরমিয়া রসনিধি, আমারে না দিল বিধি
প্রতি অঙ্গে লাখ নয়ান॥
একে সে চিকণ তনু, কাঞ্চন আভরণ
কিরণহি' ভুবন উজোর।
দরশনে লোরে আগোরল লোচন
না চিনিলুঁ কাল কি গোর॥
সহজে দৃগঞ্চল অরুণ কঞ্জদল
তাহে কত ফুল-শর সাজে।
দিঠি মোর পরশিতে ও হাসি অলখিতে
শেল রহল হৃদি' মাঝে॥**
সরস কপোল লোল মণি কুণ্ডল,
ঝাঁপল দিনকর ভাস।
ও রূপ লাবণি দিঠি ভরি না দেখলুঁ
দুখিয়া অনন্ত দাস॥ ৫॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

বিকচ সরোজ ভান মুখমণ্ডল
দিঠিভঙ্গিম নট খঞ্জন জোড়।
কিয়ে মৃদু মাধুরি হাস উগারই
পী পী আনন্দে আঁখি পড়লহি ভোর॥
বরণি না হয় রূপ বরণ চিকণিয়া।
কিয়ে ঘনপুঞ্জ কিয়ে কুবলয়দল
কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীলমণিয়া॥ ধ্রু॥

---

* কি হেরিলুঁ............শশী ষোলকলা।

কদম্ব তলায় কি দেখিলাম। পরিচয় পাই নাই, তথাপি আমার প্রাণ কেমন করিতেছে। জীবন থাকিতে কি পাসরিতে পারি। কপালে তার চন্দনের চান্দ, যেন কামিনী ভুলাইবার ফান্দ। অন্ধকারেও আলো করিয়া আছে। মেঘের উপরে চান্দ সদাই উদিত থাকে, দিনে রাত্রিতে যেন ষোলকলায় পরিপূর্ণ। (মেঘে চাঁদ ঢাকিয়া রাখে, এবং চাঁদ দিনেও প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু দেখিলাম মরকত শিলাতুল্য প্রশান্ত ললাটে চন্দনের বিন্দু যেন মেঘের উপরে পূর্ণচন্দ্র। আর এ চাঁদ দিবারাত্রি সমান উজ্জ্বল)।

** সহজে.........হৃদি মাঝে,

তাঁহার নয়নপ্রান্ত সহজেই রক্তপদ্মদলের মত। তাহাতে কত না মদনের কুসুমশর সাজানো রহিয়াছে। (তাঁহাকে দেখিতে গিয়া, দেখিয়াছি কি না দেখিয়াছি) আমার চাহনির স্পর্শ লাগিতেই (অর্থাৎ তাহার নয়নের সঙ্গে আমার নয়ন মিলিত হইবামাত্র) তাহার হাসি অলক্ষিতে এই হৃদয় মাঝে (প্রবেশ করিয়া) শেল হইয়া রহিল।

অঙ্গদ বলয়া হার মণি-কুণ্ডল
চরণে নূপুর কটি কিঙ্কিনি কলনা।
আভরণবরণ কিরণে অঙ্গ ঢর ঢর
কালিন্দিজলে যৈছে চান্দকি চলনা॥
কুঞ্চিত কেশ বেশ কুসুমাবলি
শির পর শোভে শিখিচাঁদকি ছান্দে।
অনন্ত দাস পহুঁ অপরূপ লাবণি
সকল যুবতিমন পড়ি গেও ফান্দে॥৬॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

এক

তথারাগ

বিনোদ শ্যামের রূপ হেরি প্রাণ কান্দে।
নাগরীমোহন চূড়া বান্ধে কত ছান্দে॥
দোসুতি মুকুতার মালা কেশের সাজনি।
রতনে জড়িত মণি মাণিকের খিচনি॥
মল্লিকা-কলিকা শোভে চূড়ার দুই পাশে।
ভুবন ভুলাইলে ময়ূর-পাখের বিলাসে॥
নবঘন জিনি অঙ্গ পীত পরিধান।
আগে পাছে কত মত্ত অলি করে গান॥
নীরে নিরখি রূপ সুখের নাহি ওর।
আপনার রূপে নাগর আপনি বিভোর॥*
রহই ত্রিভঙ্গ হই হিলন কদম্ব।
দাস অনন্ত চিতে লাগি গেল ধন্ধ॥ ৭ ॥

দুই

তথারাগ

ব্রজকুল কুমুদ সুধাকর নাগর।
নাগরি পিরিতি মুরতিময় সাগর॥
জয় জয় গোকুল বল্লভ শ্যামর।
ভাবিনি ভাব বিভাবিত অন্তর॥
কান্তিকরম্বিত জিতনবজলধর।
চূড়হি চারু শিখণ্ডখণ্ডধর॥
লোচন নীলকমলদল ঢর ঢর।
কত কোটি অরুণ জিতল পদতল কর॥
কাঞ্চন রুচি রুচি ধৃত পীতাম্বর।
হৃদয়ে ধরল নখরেখসুধাকর॥
তহিঁ মণিরাজ রোমরাজি ভুজগেশ্বর।
মোতিম মাল সহ নাভিসরোবর॥
খিন কটিতট পট কাঞ্চি মনোহর।
জানু জিতল কিয়ে রামকদলি-বর॥
চরণ নখর মণি মুকুর নিকর হর।
দাস অনন্তচিতে নিতি নিতি জাগর॥৮॥

তিন

তথারাগ

নবজলধরতনু থীর বিজুরী জনু
পীত বসন বনি তায়।
চূড়াপরে শিখিদল বেড়িয়া মালতীমাল
সৌরভে মধুকর ধায়॥

[৬] প্রস্ফুটিত কমলের মত মুখমণ্ডল। নয়নভঙ্গী যেন নর্ত্তন-মত্ত দুটি খঞ্জন। (মুখপদ্ম হইতে) হাসির কি যে মৃদু মাধুরী ঝরিতেছে, পান করিয়া করিয়া আমার নয়ন (ভ্রমর) আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িল। চিকণ বর্ণের সেরূপ বর্ণনা করা যায় না। সে কি পুঞ্জিত মেঘ, না নীলপদ্মদল, অথবা দলিতাঞ্জন কিম্বা ইন্দ্রনীলমণি। বাহুতে অঙ্গদ বলয়, বক্ষে হার, কর্ণে মণিকুণ্ডল, চরণে নূপুর, কটিতে কিঙ্কিণীর কলধ্বনি। (রত্ন কাঞ্চনের) অলংকারের ছটায় এবং লাবণ্যের আভায় তরঙ্গায়িত তাহার অঙ্গ। (দেখিলে মনে হয়) যেন যমুনার (নীল) জলে চাঁদ নাচিয়া বেড়াইতেছে। কুঞ্চিত কেশে ফুলমালার সাজ, শিরের উপর ময়ূরপুচ্ছের ছান্দ। অনন্ত দাসের প্রভুর অপরূপ লাবণ্যে, সকল (ব্রজ) যুবতীর মন ফান্দে পড়িল।

* (কদম্ব মূলে দাঁড়াইয়া) যমুনার নির্ম্মলনীরে আপনার রূপ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার যেন সুখের শেষ নাই। নাগর আপনার রূপে আপনি বিভোর হইয়া আছেন।

(নববৃন্দাবনের মণিময় প্রাচীরে প্রতিবিম্বিত আপনার রূপ দেখিয়া—শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—
"অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারী"—শ্রীপাদ রূপগোস্বামী)

[৮] নাগর (শ্রীকৃষ্ণ) ব্রজকুল (নন্দবংশ) রূপ কুমুদের চন্দ্র এবং (ব্রজ) নাগরীগণের পিরীতি যেন মূর্ত্তিমন্ত সমুদ্র। গোকুলবল্লভ শ্যামের জয় হউক, জয় হউক। শ্রীকৃষ্ণ-ভাবিনী (রাধার) ভাবে

শ্যামরূপ জাগয়ে মরমে।
পাসরিব মনে করি যতনে ভুলিতে নারি
ঘুচাইল কুলের ধরমে॥ ধ্রু॥
কিবা সেই মুখশশী উগারে অমিয়ারাশি
আঁখি মোর মজিল তাহায়।
গুরুজনভয়ে যদি ধৈরজ ধরিতে চাহি
দ্বিগুণ আগুন উপজায়॥
এ তিন ভুবনে যত রসসুধানিধি কত
শ্যাম আগে নিছিয়া পেলিয়ে।
এ দাস অনন্তে কয় হেন রূপ রসময়
না দেখিলে পরাণ না জীয়ে॥৯॥

শ্রীরাধার রূপ

তথারাগ

ধনি কনক কেশর কাঁতি॥
বনি বদন বিধুক ভাঁতি॥
জিনি নীল নলিন বাস।
কিয়ে অমিয়া মধুর ভাষ॥
তাহে চিকুরে কবরিভার।
হিয়ে লম্বিত মণিক হার॥
কুচ কনক দাড়িম শোহ।
মন মোহন মন মোহ॥
ভুজ হেমমৃণাল জিনি।
তাহে নীল বলয়া মণি॥
নখ শরদ পূর্ণিমা চাঁদ।
তনু হেরিয়া অরুণ কান্দ॥
কটি কেশরি জিনিয়া খীণ।
তিন রেখ ত্রিবলি ভীন॥
স্থলপঙ্কজ পদতল।
মণিমঞ্জির ঝলমল॥
হেরি তাহে অনন্ত দাস।
করু সেবন অভিলাষ॥ ১০॥

অভিসার

শঙ্করাভরণ

ধনি ধনি বনি অভিসারে।
সঙ্গিনি রঙ্গিনি প্রেম তরঙ্গিনি
সাজলি শ্যাম বিহারে॥
চলইতে চরণের সঙ্গে চলু মধুকর
মকরন্দ পানকি লোভে।
সৌরভে উনমত ধরণি চুম্বয়ে কত
যাঁহা যাঁহা পদচিহ্ন শোভে॥
কনকলতা জিনি জিনি সৌদামিনি
বিধির অবধি রূপ সাজে।
কিঙ্কিণি রনরনি বঙ্করাজ ধ্বনি
চলইতে সুমধুর বাজে॥
হংসরাজ জিনি গমন সুলাবণি
অবলম্বন সখিকান্ধে।
অনন্তদাসে ভণে মিললি নিকুঞ্জবনে
পুরাইতে শ্যাম মন সাধে॥ ১১॥

তথারাগ

চান্দবদনি ধনি চলু অভিসার।
নব নব রঙ্গিনি রসের পাথার॥
কর্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ।
মালতিমাল হিয়ে বনি সাজ॥
চান্দনি রজনি কিরণ বন মাহ।
হাসিতে কুন্দকুসুম গলি যাহ॥

(তোমার) অন্তর (সদাই) বিভাবিত (ভাবমগ্ন)। নব জলধর জিনিয়া লাবণ্যপুঞ্জে সমুজ্জ্বল তুমি, চূড়ায় সুন্দর ময়ূর পাখা ধারণ করিয়াছে। ঢর ঢর নয়ন যেন নীল কমল। পদতল কত কোটি অরুণকে জয় করিয়াছে। পরিধানে কাঞ্চনবর্ণের সুন্দর পীতাম্বর। হৃদয়ে (বিলাসসময়ে শ্রীরাধার) নখরক্ষতরেখারূপ চন্দ্র ধারণ করিয়াছ। তাহাতে কৌস্তুভমণি। রোমরাজি (নাভির উপর লোমলতাবলি) যেন সর্পরাজ। বক্ষে মোতির মালা। নাভি সরোবর তুল্য। ক্ষীণ কটি তটের পটভূমিতে মনোহর কাঞ্চী। উরু যেন শ্রেষ্ঠ রামকদলি। চরণনখর মণিদর্পণের গর্ব্ব হরণ করে। অনন্ত দাসের চিত্তে ঐ রূপে নিতি নিতি জাগ্রত হও।

মোতিমহার করে কঙ্কণ সাজ।
ঐছনে আওল নিকুঞ্জক মাঝ॥
বৈঠলি হৃদয়ে আরতি বলবন্ত।
শ্যাম পাশে চল্‌ দাস অনন্ত॥ ১২॥

বসন্ত কালোচিত বাসকসজ্জা

তথারাগ

শূন্য কুঞ্জ হেরি রসবতি রাই।
নাগর শেখর না মিলল আই॥
মধুঋতু রজনী চান্দ উজোর।
কোকিল ভ্রমর ডাকে আনন্দে বিভোর॥
মলয় পবন বঁহে কুসুম সুগন্ধ।
দ্বিজকুল শবদ কতহুঁ পরবন্ধ॥
ঐছে সময়ে যব মীলব কান।
দাস অনন্ত তোহারি গুণ গান॥ ১৩॥

বিপ্রলব্ধা

সুহই

কানুর লাগিয়া জাগি পোহাইলুঁ
এ ঘোর আন্ধার রাতি।
এত দিনে সই নিচয়ে জানিলুঁ
নিঠুর পুরুখ জাতি॥
মেঘ দুর দুর দাদুরীর রোল
ঝিঝাঁ ঝিনি ঝিনি বোলে।
ঘোর আন্ধিয়ারে বিজুরীর ছটা
হিয়ার পুতলি দোলে॥
যতনে সাজালুঁ ফুলের শেজ
গন্ধে মহু মহু করে।
অঙ্গ ছটফটি সহনে না যায়
দারুণ বিরহজ্বরে॥
মনের আগুনি মনে নিভাইতে
যেমন করয়ে প্রাণে।
কানুর এমন নিঠুর চরিত
এ দাস অনন্ত ভণে॥ ১৪॥

খণ্ডিতা

সুহই

চল চল মাধব করহ পয়ান।
জাগিয়া সকল নিশি আইলা বিহান॥
হাম বনচারি রহিয়ে একসরিয়া।
না করহ চাতুরালি তুহুঁ শতঘরিয়া॥
মিছই শপথি না করিহ মোর আগে।
কেমনে মিটাইবে ইহ রতিদাগে॥
যাহ চলি চঞ্চল না কর জঞ্জাল।
দগধ পরাণ দগধ কত বার॥
বিমুখ ভেল ধনি না কহই আর।
দাস অনন্ত অব কি কহিতে পার॥ ১৫॥

মান

ধানশী

না বোল না বোল কানুর বোল
ও কথা নাহিক মানি।
বিষম কপট তাহার প্রেম
ভালে ভালে হাম জানি॥
নিকুঞ্জ কাননে সঙ্কেত করিয়া
তাহাঁ জাগাইল মোরে।
আন ধনি সনে সে নিশি বঞ্চিয়া
বিহানে মিলল দূরে॥
সিন্দুর কাজর সব অঙ্গ পর
কপটে মিনতি কেল।
ছল করি শির সিন্দুর কাজর
আমার চরণে দেল॥
শতগুণ হিয়া আনল জ্বালিল
চলিয়া আইলুঁ বাস।
এ হেন শঠের বদন না হের
কহয়ে অনন্তদাস॥ ১৬॥

মিলন

তথারাগ

আজি বড় শোভা রে মধুর বৃন্দাবনে।
রাই কানু বসিলা রতন সিংহাসনে॥

হেম-নিরমিত বেদী মাণিকের গাঁথনী।
তার মাঝে রাই কানু চৌদিগে গোপিনী॥
একেক তরুর মূলে একেক অবলা।
মেঘে বেড়ল যেন বিজুরীক মালা॥
নব গোরোচনা গোরী কানু ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর॥
কাঁচ বেড়া কাঞ্চনে কাঞ্চন বেড়া কাঁচে।
রাই কানু দুহুঁ তনু একই হইয়াছে॥
রস-ভরে দুহুঁ জন হইলা বিভোর।
দাস অনন্তে কহে না পাইলুঁ ওর॥ ১৭॥

যুগলরূপ

দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা।
কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোনা॥
নব গোরোচনা গোরী কানু ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরি বিনোদ জলধর॥
কনকের লতা যেন তমালে বেড়িল।
নবঘন মাঝে যেন বিজুরি পশিল।
রাইকানুর রূপের নাহিক উপাম।
কুবলয় চান্দ মিলল এক ঠাম॥
রসের আবেশে দুহুঁ হইলা বিভোর।
দাস অনন্ত পহুঁ না পাওল ওর॥ ১৮॥

গোষ্ঠবিহার

সিন্ধুড়া

শ্রুতি অবতংস অংস পরি লম্বিত
মুরলী অধর সুরঙ্গ।
চরণে লম্বিত পীত ধটিকর অঞ্চল
গোধূলি ধূসর শ্যামঅঙ্গ॥
ধেনু চরাওত বেণু বাজাওত
কানাই কালিন্দিতীরে।
ধবলি শাঙলি বলি দীগ নেহারই
গরজই মন্দ গভীরে॥
করধৃত লগুড় ভূমে আরোপিত
কটিঅবলম্বনকারী।
বামচরণ পর দখিণ চরণ খানি
অঙ্গভঙ্গ জগমনহারী॥
ব্রজবালক সঙ্গে রঙ্গে কত ধাওত
মত্ত সিংহগতি গমনে।
চান্দমুখের ঘাম বামকরে বারই
রহই লগুড় হিলনে॥
উচ্চ পুচ্ছ করি ধেনুগণ ধাওত
চাহত ঝরঝর দীঠে।
অনন্ত দাস কহে কানুমুখ হেরি হেরি
পুচ্ছ নাচাওত পীঠে॥ ১৯॥

জয়জয়ন্তী

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে ব্রজনন্দন
ধেনু চরাওত কালিন্দিতীরে।
সমবয়বেশ কেশ পরি চন্দ্রক
গজবরগমনে চলই ধীরে ধীরে॥
দাম শ্রীদাম মহাবল কোকিল
সবহুঁ সখা সঞে বহুবিধ খেল।
কর চরণে মহি ধরই ধবলি সম
কোই বৎস কোই বৃষসম ভেল॥
কোই কোকিলসম গরজই কুহু কুহু
কোই ময়ূরসম নৃত্য রসাল।
ঐছন ক্রীড়নে নিমগন সব জন
দূর কানন মাহা চলু সব পাল॥
যমুনা-তরঙ্গ রঙ্গ হেরি কোই কোই
জল মাহা পৈঠি করয়ে জলখেলা।
ঐছে আনন্দে বিহরে ব্রজ-বালক
দাস অনন্তচীত হরি নেলা॥২০॥

---

[২০] সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে ব্রজনন্দন (কৃষ্ণ) কালিন্দীর তীরে ধেনু চরাইতেছে। রাখালগণের সমান বয়স। বেশও সমান, সকলের শিরেই ময়ূর পাখা, গজেন্দ্র গমনে ধীরে ধীরে চলিতেছে। দাম শ্রীদাম মহাবল কোকিল (প্রভৃতি) সকল সখার সঙ্গে বহুবিধ খেলা খেলিতেছে। দুটী হাতে দুটী পায়ে মাটীতে হেঁট হইয়া কেহ বা ধবলী, কেহ বৎস, কেহ বৃষ হইল। কেহ কোকিলের মত কুহু কুহু

মহারাস
কেদার

নটহি নটবর রাসমণ্ডলে
রমণিমণ্ডল মাঝ রে।
হেমকরিণী নিকর অন্তরে
বিহরে কুঞ্জররাজ রে॥
কনয়া কঙ্কণ ঝনর ঝন ঝন
রতন কিঙ্কিণি বোল রে।
দ্রিমিকি দ্রিমি দ্রিমি তাল তাণ্ডব
রাসরসে মন ভোর রে॥
গোরি গোপিনি বাহু সুবলনি
শ্যাম তরুণ তমাল রে।
যৈছে যমুনাকি মাঝে বিহরই
কনকময় মিরিণাল (মৃণাল)রে॥
সুভগ আনন ঘামকণময়
মুদিত মনসিজ অঙ্গ।
দাস অনন্ত কহে ও রূপ বরণি নহে
বরিখে কত কত রঙ্গ॥ ২১॥

মহারাস অন্তে জলবিহার
তথারাগ

রাস অবসানে অবশ ভেল অঙ্গ।
বৈঠল দুহুঁ জন রভসতরঙ্গ॥
শ্রমভরে অঙ্গ ঘাম বহি যায়।
কিঙ্করিগণ করু চামরের বায়॥
পৈঠল সবহুঁ যমুনা জল মাহ।
পানিসমরে দুহুঁ করু অবগাহ॥
নাভি মগন জলে মণ্ডলি কেল।
দুহুঁ দুহুঁ মেলি করই জলখেল॥
কণ্ঠমগন জলে করল পয়ান।
চুম্বয়ে নাহ তব সবহুঁ বয়ান॥
ছলে বলে কানু রাই লেই গেল।
যো অভিলাষ করল দুহুঁ মেল॥
জল সঞে উঠি সভে মোছই শরীর।
জনু বিধুমণ্ডিত যামুন তীর॥
রাসবিলাস করি পানিবিলাস।
দাস অনন্তক পূরল আশ॥ ২২॥

বাসন্ত রাস
বিহগড়া

সরস বসন্ত সুধাকর নিরমল
পরিমল বকুল রসাল।
রসের পসার পসারল রসবতি
গাহক মদনগোপাল॥
বৃন্দাবনে কেলিকলানিধি কান।
হাসবিলাস- মগন দিঠি মন্থর
হেরি মুরছয়ে পাঁচবাণ॥ ধ্রু॥
নব যুবরাজ পরশি তরল মণি
পুছই মূলকি বাত।[১]
তরল-নয়নি হাসি মুখ মোড়ই
ঠেলই হাতহি হাত॥[২]
দুহুঁ রসে ভোর ওর নাহি পায়ই
রস চাখই মদন দালাল।
দাস অনন্ত কহ ইহ রসকৌতুক
দ্বিজকুল কহে ভালি ভাল॥ ২৩॥

তথারাগ

নব নায়রি নব নায়র
নৌতুন নব নেহা।
আঁখে আঁখে নিমিখে নিমিখে
বিছুরল নিজ দেহা॥

রব করিতে লাগিল, কেহ ময়ূরের মত রসভরে নাচিতে লাগিল। এমনই খেলায় যখন সকলে মাতোয়ারা, ধেনুর পাল দূর বনের মাঝে চলিয়া গেল। যমুনার জলে প্রবেশ করিয়া কেহ কেহ জলখেলা করিতে লাগিল। এমনই আনন্দে ব্রজবালকগণের (ও তাহাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের) আনন্দবিহার দাস অনন্তের মন চুরি করিয়া লইল।

(১) নব যুবরাজ (শ্রীরাধার বক্ষের) মুক্তাহারের মধ্যমণিতে হাত দিয়া মূল্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন।
(২) চঞ্চলনয়নী (রাধা) হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া হাত দিয়া কৃষ্ণের হাত ঠেলিয়া দিতেছেন।

নৌতুন গণ নৌতুন বন
নৌতুন সখি গানে।
তা দিগ দিগ তা দিগ দিগ
থো দিগ দিগ থো দিগ দিগ
তাল ফুকারই কানে॥
নৌতুন রস কেলি-রভস
নৌতুন গতি ভালে।
দ্রিমি থো দ্রিমি থো দ্রিমি দ্রিমি
বাওত সখি তালে॥
চঞ্চল মণি কুণ্ডল চল
চঞ্চল পটবাস।
দোঁহে দুহুকর ধরিয়া নাচত
হেরত অনন্তদাস॥ ২৪॥

মল্লার শঙ্করাভরণ

বাজত তাল রবাব পাখোয়াজ
নাচত যুগল কিশোর।
অঙ্গ হেলাহেলি নয়ন ঢুলাঢুলি
দুহুঁ দোঁহা মুখ হেরি ভোর॥
চৌদিগে সখি মেলি গাওত বাওত
করহি করহি কর জোড়।
নবঘন পরে জনু তড়িত লতাবলি
দুহুঁ রূপ অধিক উজোর॥
বীণা উপাঙ্গ মুরজ সরমণ্ডল
বাজত থোরহি থোর।
অনন্তদাসপহুঁ রাইমুখ নিরখই
যৈছন চান্দ চকোর॥ ২৫॥

মাথুর—হেমন্ত শিশিরোচিত বিরহ

ধানশী

তোহারি সংকেত নিকুঞ্জে বসিয়া
কত করু পরলাপ।
তুহিনপবনে বিরহবেদনে
সঘনে হৃদয় কাঁপ॥
পুরুব বাসক শয়ন সোঙরি
রচই বিবিধ শেজ।
সহচরীগণে করিয়া রোদনে
দূরেহি সবহু তেজ॥
কবহুঁ সুমুখী বিমুখ হইয়া
মানিনী সমান রহে।
যাহ যাহ কান না হেরি বয়ান
সতত এমতি কহে॥
কবহুঁ রোদন দশন বিথারি
খল খল করি হাসে।
দারুণ বিরহে ভৈ গেও বাউরি
কহই অনন্ত দাসে॥ ২৬॥

ভাবোল্লাস

ধানশী

বন্ধুয়া আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া
মিলব আমার পাশে।
তুরিতে দেখিয়া চকিতে উঠিয়া
বদন ঝাঁপিব বাসে॥
তা দেখি নাগর রসের সাগর
আঁচরে ধরিবে মোর।
করে কর ধরি গদগদ করি
কহিব বচন থোর॥
তবহি মলিন দেখিয়া বদন
হইয়া নাগর ভোরে।
আঁখি ছল ছলে গরগর বোলে
কত না সাধিবে মোরে॥
সময় জানিয়া থীর মানিয়া
পুরাব মনের আশ
এ সকল বাণী ফলিবে এখনি
কহয়ে অনন্তদাস॥ ২৭॥

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি

বিভাস

কেমনে বিনোদ নাগর আসিয়া
নিকুঞ্জে মিলল তোয়।
অনেক দিবসে শুনিতে মানসে
সাধ লাগে বড় মোয়॥

তোহারি দুখেতে দুখিত এ হিয়া
যেমত জরিয়া গেল।
সরস বচনে অমিয়া-সেচনে
তেমতি করহ ভাল॥
রাই তোহারি নিছনি লৈয়া মরি।
সো পহুঁরতনে মিলালি যতনে
এ দুখসায়রে তরি॥ ধ্রু॥
কি কথা কহিল কি রস রচিল
কহিয়া পুরাহ আশ।
অতি চিরকালে করহ শীতলে
কহয়ে অনন্তদাস॥ ২৮॥

শ্রীরাধার রসোদ্গার

বিভাস

রজনিক আনন্দ কি কহিব তোয়।
চিরদিনে মাধব মীলল মোয়॥
হিয়ার হইতে মোরে না করে বাহির।
হেরইতে বদন নয়নে বহে নীর॥
দারিদ হেম জনু তিলেক না ছোড়।
ঐছনে হাম রহলুঁ পিয়াকোর॥
যতহুঁ বিপদ কছু না কহলুঁ রোয়?
কহইতে কৈছে কি জানি কিয়ে হোয়॥
নাগর গরগর আরতি বিথার।
দাস অনন্ত কহই রসসার॥ ২৯॥

তথারাগ

বিবিধ কুসুম আনিয়া নাগর
করল আমার বেশ।
বেণী বানাইয়া কবরী বান্ধিল
যতনে আঁচড়ি কেশ॥
সখি হে কি কব সুখের কথা।
দাবানলে পুড়ি ফুল বিথারল
যৈছন লবঙ্গলতা॥ ধ্রু॥
দারুণ শিশিরে পদুমিনী জনু
জীবনে মরিয়া ছিল।
প্রবল রবির কিরণ পাইয়া
জনু বিকসিত ভেল॥
ঐছে মোর পিয়া বেশ বানাইয়া
রাখিল হিয়ায় ভরি॥
এ দাস অনন্ত কহই পিরিতি
বালাই লইয়া মরি॥ ৩০॥

[৮০৬]

অনন্ত আচার্য্য

শ্রীগৌরাঙ্গ গুণ বর্ণনা

জয় শচীনন্দন জয় জগজীবন সার।
জীবনে মরণে গোরা ঠাকুর আমার॥ ধ্রু॥
আসিয়া গোলোকনাথ পারিষদগণ সাথ
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হৈয়া।
স্থাপিয়া যুগের কর্ম্ম নিজসংকীর্ত্তন ধর্ম্ম
বুঝাইলা নাচিয়া গাইয়া॥
ধরি রূপ হেমগৌর পরিলা কৌপীন ডোর
অরুণকিরণ বহির্ব্বাস।
করে কমণ্ডলু দণ্ড ধরিলা গৌরাঙ্গচন্দ্র
ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া অভিলাষ॥
অখিলের গুরু হরি ভারতীরে গুরু করি
মন্ত্র দিয়া করিলা গ্রহণ।
নিন্দুক পাষণ্ড ছিল বহু নিন্দা পূর্ব্বে কৈল
ভজিল বলিয়া নারায়ণ॥
যাইয়া উৎকল দেশে নাম কৈল উপদেশে
ষড়্ভুজ দেখাঞা প্রকাশ।
অনন্ত আচার্য্যে কয় সঙ্গে সব মহাশয়
লৈয়া কৈল নীলাচলে বাস॥ ১॥

[৮০৭]

বংশীদাস

মঙ্গলাচরণ

সংকীর্ত্তনের অধিবাস

কামোদ

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ।
গৌরাঙ্গ আদেশ পাঞা   ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা
করে খোল মঙ্গলের সাজ॥ ধ্রু॥
আনিয়া বৈষ্ণব সব   হরিবোল কলরব
মহোৎসবের করে অধিবাস।
আপনে নিতাই ধন   দেই মালাচন্দন
করি প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ॥
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া   বাজে তা তা থৈয়া থৈয়া
করতালে অদ্বৈত চপল।
হরিদাস করে গান   শ্রীবাস ধরয়ে তান
নাচে গোরা কীর্ত্তনমঙ্গল॥
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ   হরিবোল ঘনে ঘন
কালি হবে কীর্ত্তন মহোৎসব।
আজি খোলমঙ্গলি   রাখিবে আনন্দ করি
বংশী বলে দেহ জয় রব॥ ১॥

শ্রীগৌরাঙ্গের গোষ্ঠলীলা

ভাটিয়ারি

ভাবাবেশে গোরাচাঁদ বিভোর হইয়া।
ক্ষণে ক্ষণে ডাকে ভাইয়া শ্রীদাম বলিয়া॥
ক্ষণে ডাকে সুবলেরে ক্ষণে বসুদাম।
ক্ষণে ডাকে ভাই মোর দাদা বলরাম॥
ধবলী শামলী বলি করয়ে ফুকার।
পুলকে পুরল অঙ্গ বহে প্রেমধার॥
কালিন্দী যমুনা বলি প্রেমজলে ভাসে।
পুরুব পড়িল মনে কহে বংশীদাসে॥ ২॥

ললিত

শ্রীনন্দ নন্দন   শচীর দুলাল
চলে গোঠে পায় পায়।
রোহিণীকোঙর   নিত্যানন্দ রায়
ভাইয়ার অগ্রেতে ধায়॥
শ্রীদাম সাঙ্গাইত   অভিরাম স্বামী
গাভী বৎস লৈয়া চলে।
সুবল পণ্ডিত   গৌরীদাস আসি
তুরিত মিলল দলে॥
নবদ্বীপ আজি   গোকুল হৈল
যেন দ্বাপরের শেষ।
পরিকর সবে   লইল পাঁচনি
ধরিয়া রাখাল বেশ॥
আবা আবা রবে   ছাইল গগন
সুরগণ হেরি হাসে।
তা সবার সহ   গোঠেতে চলিল
পামর এ বংশীদাসে॥ ৩॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস

গান্ধার

আর না হেরিব   প্রসর কপালে
অলকাতিলকা কাচ।
আর না হেরিব   সোণার কমলে
নয়ন খঞ্জন নাচ॥
আর না নাচিবে   শ্রীবাস মন্দিরে
সকল ভকত লৈয়া।
আর না নাচিবে   আপনার ঘরে
আর না দেখিব চাঞা॥
আর কি দুভাই   নিমাই নিতাই
নাচিবেন এক ঠাঞি।
নিমাই বলিয়া   ফুকরি সদাই
নিমাই কোথাও নাই॥

নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া
মাথায় পাড়ল বাজ।
গৌরাঙ্গ সুন্দর না দেখি কেমনে
রহিব নদীয়া মাঝ॥
কেবা হেন জন আনিবে এখন
আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শাশুড়ী বধূরে রোদন শুনিয়া
বংশী গড়াগড়ি যায়॥ ৪॥

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

বিভাস

দেখহ বাছার আঁখি কিবা করতল রুচি
বিধির করণ এক ঠাম।
আমার মনের সাধ বুঝিয়া সে মুনিরাজ
গোপাল বলিয়া থুইল নাম॥
অতিশয় শিশুমতি কিবা মন্দ মন্দ গতি
কটিতটে কিঙ্কিণী বাজে।
কম্বুকণ্ঠ পরি কিবা মোতি মালিকার শোভা
প্রলম্বিত করু নব সাজে॥
মনে বহু সাধ করি করে নবনীত ভরি
দেয়লুঁ মো ভোজনক লাগি।
কছু নাহি খাওত অবনী তলে ডারত
কিয়ে মোর করম অভাগি॥
বংশী কহয়ে শুন শুন মাতা যশোমতি
তোহারি চরণে করোঁ সেবা।
এহি তুয়া নন্দন ত্রিভুবন বিমোহন
পুণ ফলে পাওই কেবা॥ ৫॥

মায়ুর

ধাতু প্রবাল দল পরি গুঞ্জাফল
ব্রজ বালক সঙ্গে সাজে।
কুটিল কুন্তল বেড়ি মণিমুকুতার ঝুরি
কটিতটে ঘুংঘুর বাজে॥
নাচত মোহন বাল গোপাল।
বরজ বধূ মেলি দেওই করতালি
বোলই ভালি রে ভাল॥
নন্দ উপানন্দ যশোমতি রোহিণী
আনন্দে সুত মুখ চায়।
অরুণ দৃগঞ্চল অঞ্জনে রঞ্জিত
হাসি হাসি দশন দেখায়॥
বংশী কহই সব ব্রজরমণীগণ
আনন্দ সায়রে ভাস।
হেরইতে পরশিতে লালন করইতে
স্তনখীরে ভীগল বাস॥ ৬॥

ভাটিয়ারি

ভাল নাচেরে নাচেরে নন্দদুলাল।
ব্রজরমণীগণ চৌদিগে বেড়ল
যশোমতি দেই করতাল॥
রুনুরু ঝুনুরু ধ্বনি ঘাঘর কিঙ্কিণী
গতি নট খঞ্জন ভাঁতি।
হেরইতে অখিলু নয়ন মন ভুলয়ে
ইহ নব নীরদ কাঁতি॥
করে করি মাখন দেই রমণীগণ
খাওই নাচিয়ে রঙ্গে।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজ সুললিত
চরণ চালই কত ভঙ্গে॥
কুঞ্চিত কেশ বেশ দিগম্বর
কটিতটে ঘুংগুর সাজ।
বংশী কহই কিয়ে জগজন মঙ্গল
শ্রবণে সুধাসম বাজ॥ ৭॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

বড়াইর উক্তি

ভাটিয়ারি

তখন বলিনু তোরে যাইস না যমুনার তীরে
চাইস না সে কদম্বের তলে।
তুমি এখন কেন বল শুন অগো বড়ি মাই
গা মোর কেমন কেমন করে॥
রাঙ্গা হাত রাঙ্গা পা মেঘের বরণ গা
রাঙ্গা দীঘল দুটি আঁখি।

কাহারি শকতি উহার দিঠিতে পড়িলে গো
ঘরে আইসে আপনাকে রাখি॥
কানে মকর কুণ্ডলে আস্ত মানুষ গিলে
কাঁচা পাকা কিছু নাহি বাছে।
আমরা উহার ডরে সদাই ডরাই গো
বাহির না হই বাড়ীর নাছে॥
আন সনে কথা কয় আন জনে মুরছয়
ইহা কি শুন্যাছ সখি কানে।
একুল ওকুল মোরা দুকুল খাইঞাছি গো
হয় নয় বংশীদাস জানে॥ ৮॥

মান

ভূপালী

টুটল রাইক মান।
হেরি সখি কয়ল পয়ান॥
যাহাঁ বহু-বল্লভ কান।
তুরিতে মিলল সোই ঠাম॥
রাইক সহচরি গেল।
নাগর হরষিত ভেল॥
গদগদ কহ বর কান।
রাই কি তেজল মান॥
পুন কি মীলব মোয়।
ঐছে সফল দিন হোয়॥
সো মুখে সুধাময় বাত।
শুনি কি জুড়ায়ব গাত॥
বঙ্কিম লোচন হেরি।
মোহে জিয়ায়ব ফেরি॥
তুহুঁ সখি করহ সহায়।
তব হাম মীলব তায়॥
যবহুঁ কয়ল ধনি মান।
তবধরি আকুল পরাণ॥
শুনি সখি কহে মৃদু বোল।
অব তুহুঁ নহ উতরোল॥
তুরিতে চলহ মঝু সাথ।
বংশী মানাওব তাথ॥ ৯॥

মান

শ্রীকৃষ্ণের নাগরী বেশ

তথারাগ

মাধব বোধ না মানয়ে রাই।
নিভৃত নিকুঞ্জ গৃহে ধনি নিবসই
তুরিতে গমন করু তাই॥
এত শুনি নাগর নাগরিবেশ ধরি
সখি সঞে চলু বনমালী।
যোই নিকুঞ্জে আছয়ে বর মানিনী
তাঁহা যাই উপনীত ভেলি॥
নাগরি বেশ দেখি হরষিত সখীগণ
কহে সব বলিহারি যাই।
কোপে সুধামুখি চরণে লিখয়ে মহী
পীছে রহল তহি যাই॥
কাতর নয়নে নেহারই নাগর
ধনীমুখ অবনত কেল।
বংশী কহয়ে ইবে থীর রহু মাধব
সবজন অনুমতি ভেল॥ ১০॥

তথারাগ

নাগরিবেশ হেরি হরষিত সহচরি
করে ধরি আদর কেল।
কোপে কমল মুখি চরণে লিখয়ে সখী
তাক সমুখ লই গেল॥
সুন্দরি হেরহ ইহ নব রামা।
মাথুর নগরক ইহ নব রঙ্গিনী
তোহে মিলব ইহ শ্যামা॥
ঐছন বচন শুনি বিমল বয়নি ধনি
বাহু পসারি করু কোর।
পরশ হি জানল রসিক শিরোমণি
কোঁ কহ কৌতুক ওর॥
টুটল মান আন মনে বৈঠল
সহচরি মুখ হেরি হাস।
অমল কমলমুখ হেরইতে বংশীক
পুরল মরম অভিলাষ॥ ১১॥

মান প্রকারান্তর

বরাড়ী

সুমুখী চরণে চিকণ কালার
বরণ কেন বা দেখি।
সখীর বচনে ঈষত হাসিয়া
নেহারে কমলমুখী॥
কনকমুকুর জিনিয়া চরণ
দুখানি রসের কূপ।
তাহার মাঝারে পশিয়া পেখলয়ে
পরাণনাথের রূপ॥
আপনা আপনি বয়ান হেরিয়া
ধরিতে না পারে হিয়া।
এ রস পাসরি রসিক নাগর
কেমতে আছয়ে জিয়া॥
কহিতে কহিতে রসের আবেশে
নাগরী নাগর ভেল।
বংশী কহয়ে বুঝিয়া বিশাখা
নাগরে আনিয়া দেল॥১২॥

দানলীলা

শ্রীরাগ

দানী কহে ফির ফির না শুনয়ে রাই।
বাহু পসারিয়া দানী রাখল তাই॥
কহে কিয়ে পসারে বিথারি দেখি এথা।
আগে বুঝি নিব দান পাছে কব কথা॥
যত আভরণ গায় বেশ ভূষা আছে।
সব লেখা করি দান দেহ মোর কাছে॥
নিতি নিতি গতায়াত কর এই ঠাঁঙি।
এ পথে মদনরাজ কভু শুন নাই॥
কত ভঙ্গে কথা কহ ভয় নাহি বাস।
রাজঅনুগত জনে হেরি পুন হাস॥
কাহার গরবে যাহ দিয়া বাহু নাড়া।
ভূষণ যৌবন ধন সব হবে হারা॥
বংশী কহয়ে বুঝি অরাজক হৈল।
পথে বাটোয়ারি করা নহিবেক ভাল॥১৩॥

শ্রীরাধার উক্তি

ভাটিয়ারি

ওহে কানাই এ বুদ্ধি শিখিলা কার ঠাঁঙি।
পরের রমণী দেখি সঘনে ফিরাও আঁখি
দড় জনার হাতে ঠেক নাই॥ ধ্রু॥
আন্ধারবরণ গা ভূমিতে না পড়ে পা
কি গরবে ঘন ঘন হাস।
বনে বনে চরাও গাই আপনাকে চিহ্ন নাই
হায় ছিছি লাজ নাহি বাস॥
পেঁচ দিয়া পর ধড়া টেড়া করি বান্ধ চূড়া
কানে গোঁজ বনফুল ডাল।
ডিগর লইয়া সাথী বনে ফির নানা ভাতি
বেচাইবে ব্রজরাজের পাল॥
বনে আছে ফুলগুলা তাহা তুলি পর মালা
গায়ে সদা রাঙ্গা মাটী মাখি।
এত বেশ ভূষায় কিবা পরনারী ভুলাইবা
বংশীদাসেতে দেয় সাখী॥ ১৪॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

বরাড়ী

বিনোদিনি মুঞি বড় উদার দানী।
সকল ছাড়িয়া বিষয় লৈয়াছি
তোমার মহিমা শুনি॥
হেমবরণ মণি আভরণ
সদাই নয়নে দেখি।
পাসরিতে নারি হিয়ায় রাখিয়া
পালটিতে নারি আঁখি॥
তুমি সে পরাণ সরবস ধন
এ দুই নয়ানের তারা।
এত কলাবতী গোকুলে বসতি
কারো নহে হেন ধারা॥
না জানি কি গুণে হিয়ার মাঝারে
পশিয়া করহ বাস।
অপরূপ নহে এমতি সহজে
কহয়ে বংশীদাস॥ ১৫॥

মিলন

করুণ বরাড়ী

গহন বিজন বনে দূরে গেল সখীগণে
একলা রহিলা ধনী রাই।

দুটি আঁখি ছল ছলে চরণকমলতলে
কানু আসি পড়ল লোটাই॥
জনম সফল ভেল মোর।
তোমা হেন গুণনিধি পথে আনি দিলা বিধি
আনন্দের কি কহিব ওর॥ ধ্রু॥
রবির কিরণ পাইছে চান্দমুখ ঘামিয়াছে
মুখর মঞ্জীর দুটি পায়।
হিয়ার উপরে রাখি, জুড়াও সে মোর আঁখি
চন্দন চর্চ্চিত করি গায়॥
এতেক মিনতি করি রাইয়ের করেতে ধরি
বসায়ল নিজ পীতবাসে।
নির্জ্জন নিকুঞ্জ বনে মিলল দোঁহার সনে
মনে মনে হাসে বংশীদাসে॥ ১৬॥

নৌকাখণ্ড

ললিতার উক্তি

তথারাগ

কুম্ভীর মকর মীন উঠত
সঘনে বদন তুলি।
হরিষে যমুনা উথলে দ্বিগুণা
রাই কানু রূপে ভুলি॥
কহয়ে ললিতা হৈয়া সচকিতা
শুনলো বড়াই বুড়ী।
তোহারি কথায় চড়ি ভাঙ্গা নায়
বিঘোরে পরাণে মরি॥
বড়াই কহয়ে যে মাগে কাণ্ডারী
তাহাই করহ দান।
এ ভাঙ্গা তরণী পার হবে এখনি
কেনে বা যাইবে প্রাণ॥
এসব বচন শুনিয়া কাণ্ডারী
কহই ললিতা পাশে।
তোমার সখীর পরশ মাগিয়ে
বংশী শুনিয়া হাসে॥ ১৭॥

ভাটিয়ারি

শুন লো বড়াই বুড়ি তুমি সে নাটের গুড়ি
আনিয়া করিলি পরমাদ।
মোর মনে যত ছিল সকলি বিফল হৈল
দূরে গেল ঘর যাবার সাধ॥
দু' কূলে বহিছে বায় কাঁপিছে রাধার গায়
নন্দ-সুত নবীন কাণ্ডারী।
তরণী নবীন নয় ভার দিতে করি ভয়
ভাঙ্গা নায় বসিতে না পারি॥
হাসি বলে গোবিন্দাই পার হবে ভয় নাই
অশ্ব গজ কত করি পার।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কত পার হয় শত শত
যুবতীযৌবন কত ভার॥
শুন বিনোদিনী রাই নয়ান ইঙ্গিতে চাই
কানুমন করিলে হে চুরি।
হাসি হাসি ধীরে ধীরে ভাঙ্গা তরণীর পরে
আঁচলে ধরিল যাই হরি॥
সখীগণ দেখি রঙ্গ আন ছলে দেই ভঙ্গ
রাই কানু রহে এক পাশে।
কাম কলহবাদ পূরল মনের সাধ
হরষিত দেখে বংশীদাসে॥ ১৮॥

মাথুর

ভাবোল্লাস

সিন্ধুরা

বামভুজ আঁখি সঘনে নাচিছে
হৃদয়ে উঠিছে সুখ।
প্রভাতে স্বপন প্রতীত বচন
দেখিলুঁ পিয়ার মুখ॥
হাতের বাসন খসিয়া পড়িছে
দুজনায় একই কথা।
বন্ধু আসিবার নাম সোধাইতে
নাগিনী নাচায় মাথা॥
ভ্রমর কোকিল শবদ করয়ে
শুনিতে সাধয়ে চিত।
রুরু মৃগগণে করয়ে মিলনে
যৈছন পূরব নীত॥
খঞ্জন আসিয়া কমলে বৈসয়ে
সারী শুক করে গান।
বংশী কহয়ে এসব লক্ষণ
কভু না হইবে আন॥ ১৯॥

[৮২৬]

বংশীবদন

গোষ্ঠলীলা

শ্রীগৌরচন্দ্র

ভাটিয়ারি

শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদবয়ানে।
ধবলী শাঙলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে॥
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়।
শিঙ্গার শবদ করি বদন বাজায়॥
নিতাই-চাঁদের মুখে শিঙ্গার নিসান।
শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান॥
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম।
ভাইয়া রে ভাইয়া রে বলি ধায় অভিরাম॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গরূপ প্রেমার আবেশ।
শিরে চূড়া শিখিপাখা নটবর-বেশ॥
চরণে নূপুর সাজে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
বংশীবদন কহে চল গোবর্দ্ধন॥ ১॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

বড়াইএর উক্তি

পঠমঞ্জরী গুর্জ্জরী

বুঝিনু ভাবিনীর ভাব নহে দৈত্য দানো।
কদম্বতরুয়াবাসী দেবে কিছু মানো॥
সব দেব হাঁকারিয়া কহি শ্রুতিপুটে।
কালিয়া কোঙর নামে কাঁপি ঝাঁপি উঠে॥
কালিয়া কোঙর সেই বৈসে কদম ডালে।
সুকুমারী দেখিয়া পাঞাছে শিশুকালে॥
মনে কিছু না ভাবিহ প্রাণে না মারিবে।
নিজ পূজা পাইলে আপন ঘরে যাইবে॥
নিরবধি কালোছায়া ফিরে সাথে সাথে।
কি করিবে মণি মন্ত্র.কালা অপঘাতে॥
বংশীবদনে কহে এই কথা দড়।
নিজ পূজা না পাইলে পরমাদ বড়॥ ২॥

শ্রীরাধার উক্তি

ভাটিয়ারি

আগে পাছে চলে মোর কত প্রিয় সহচরী
যমুনার জলে আজু যাই।
ঘোঙ্গট কাড়িতে রূপ নয়ানে লাগিয়া গেল
মরম রহিল সেই ঠাঞি॥
আজু দেখিলুঁ রূপ কদম্বের তলে।
হিয়ার মাঝারে মোর না জানি কি জানি হৈল
নিরবধি ধিকি ধিকি জ্বলে॥ ধ্রু॥
কেন বা চঞ্চল চিত নিবারিতে নারি গো
মন মোর থির নাহি বান্ধে।
তিলে তিলে বারে বারে মূরুছা পাইয়া থাকি
চেতন পাইলে প্রাণ কান্দে॥
ধীরে ধীরে পা খানি বাড়াই কত ছল করি
তাহে গুরুজনেরে ডরাই।
বংশীবদনে কহে শুন অনুরাগিণি
পিরিতিঅনল না নিভাই॥ ৩॥

তথারাগ

আলো সই কি হইল মোরে প্রেমজ্বালা।
মো মেনে আপনা খাইলুঁ
কেনে বা যমুনা গেলুঁ
শয়নে স্বপনে দেখোঁ কালা॥
সাত পাঁচ সখী সঙ্গে
নানা আভরণ অঙ্গে
সাধে গেলাম জল ভরিবারে।
তে-মাথা পথের ঘাট
সেখানে ভুলিলু বাট
কালো মেঘে ঝাঁপ্যাছিল মোরে॥
যমুনা যাইতে পথে
দোসারি কদম্ব আছে
তাতে চড়ে সে কোন দেবতা।

তার গলার মালা দিলে
আচম্বিতে মোর গলে
সেই হৈতে মরমে হৈল বেথা॥
সে কালা কালিয়া শ্যাম
কালিয়া তাহার নাম
কালিন্দী কদম্বতলে থানা।
বংশীবদনে কয়
যুবতী জীবার নয়
দেখিলে মরমে দেয় হানা॥ ৪॥

বরাড়ী

বড়ি মাই কানু হেরি প্রাণ পোড়ে মোর।
যমুনা পুলিন বনে দেখ্যাছি রাখাল সনে
খেলা রসে হইয়াছিল ভোর॥
বংশীবটের তল ছায়া অতি সুশীতল
তাহাতে যাইতে না লয় মন।
রবির কিরণে চান্দ মুখানি ঘামিয়াছিল
ভোখে আঁখি অরুণ বরণ॥
পীত ধড়ার অঞ্চল ঘামে তিতিয়াছিল
ধূলায় ধূসর শ্যামকায়া।
মোর মনে হেন লয় যদি নহে লোকভয়
আঁচর ঝাঁপিয়া করোঁ ছায়া॥
কি করিব কোথা যাব এ দুখ কাহারে কব
না কহিলে মনে বেথা লাগে।
বংশীবদনে কয় কি করিবে লোকভয়
কহ যাইয়া যশোদার আগে॥ ৫॥

উন্মত্তাভিসারিকা

শ্রীরাগ

রাই সাজে বাঁশী বাজে পড়ি গেও উল।
কি করিতে কিবা করে সব হৈল ভুল॥
মুকুরে আঁচড়ি রাই বান্ধে কেশ-ভার।
পায়ে বান্ধে ফুলের মালা না করে বিচার॥
করেতে নূপুর পরে জঙ্ঘে পরে তাড়।
গলাতে কিঙ্কিণী পরে কটিতটে হার॥
চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা।
হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ-পাতা॥
শ্রবণে করয়ে রাই বেশর সাজনা।
নাসার উপরে করে বেণীর রচনা॥
বংশীবদনে কহে যাও বলিহারি।
শ্যাম-অনুরাগের বালাই লৈয়া মরি॥ ৬॥

শ্রীরাধার মান

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ধানশী

মানিনি করজোড়ে কহি পুন তোয়।
বিনি অপরাধে •বাদ দেই ভামিনি
কাহে উপেখসি মোয়॥
তুয়া লাগি সব নিশি জাগিয়া পোহাইলু
একলি নিকুঞ্জক মাহ।
তোঁহারি বিয়োগে হাম বন মাহা লুঠলু
তুহুঁ রতিচিহ্ন কহ তাহ॥
গোকুল মণ্ডলে কতয়ে কলাবতী
হাম নাহি পালটি নেহারি।
নিশি দিশি তুয়া গুণ ভাবিয়ে একমন
কি কহব কহই না পারি॥
কোপে কমলমুখি কছু নাহি শুনসি
তুয়া নিজ কিঙ্কর হাম।
বংশীবদন অব কত সমুঝায়ব
কোপিনি কামিনী ঠাম॥ ৭॥

মান

ধানশী

এ সখি মঝু বোলে কর অবধান।
রাই দরশ বিনে না রহে পরাণ॥
তুহুঁ অতি চতুরিণি কি কহব হাম।
ঐছে করহ যৈছে সিধি হয়ে কাম॥
বহুত যতন করি বুঝায়বি তায়।
নহে পরবোধবি ধরি তছু পায়॥
ইথে যদি তুয়া বোল না শুনই রাই।
ইহ কেশ তৃণ দিয়া পড়বি লোটাই॥

সো রঙ্গিণি যদি তেজই মান।
নিচয়ে জানিহ তুয়া অনুগত কান॥
বংশীবদনে কহ পুরব আশ।
চলল দোতি তব রাইক পাশ॥ ৮॥

শ্রীরাধার প্রতি দূতীর উক্তি

কামোদ

কানু প্রবোধ করি আওল সহচরি
মীলল রাইক পাশ।
কহতহি চাতুরি বচন সুমাধুরি
তাহে মিশাইয়া হাস॥
মানিনি অবনত, বদনহি লীখত
ইহ মহি মণ্ডল মাঝ।
ইতি উতি সহচরি রহে নিশবদ করি
সবহুঁ বিছুরল কাজ॥
দোতি কহয়ে ধনি কাহে ভেলি মানিনি
তোঁহারি সে নাগর রাজ।
বিষম কুসুম শরে সো ভেল জর জর
লুঠই নিকুঞ্জক মাঝ॥
অনেক যতন করি মোরে পাঠায়ল হরি
জিউ রাখে তুয়া অশোয়াসে।
বংশীবদন কহ হামারি বচন রাখ
মীলহ কানুক পাশে॥ ৯॥

সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

বরাড়ী

ঘুচাও ঘুচাও আরে সখি ও সব জঞ্জাল।
তোমার কানুরে মোর শতেক নমস্কার॥
অমল কুলেতে কালি যেমত দিয়াছি গো
তেমতি পাইলুঁ পুরস্কার॥
গুরুজন তেয়াগিলুঁ লাজে তিলাঞ্জলি দিলুঁ
তেজিলুঁ গৃহের সুখ সাধ।
সখি দোষ দিব কারে এতেকে না পাইলুঁ তারে
বিধাতা সাধিলে তাহে বাদ॥
যত্ন করি রুপিলাম অন্তরে প্রেমের বীজ
নিরবধি সিঁচি আঁখিজলে।
কেমন বিধাতা সে এমতি করিল গো
সুধা বিষ হইল ভাগ্য ফলে॥
বংশীবদন দাস ছাড়ে নিদারুণ শ্বাস
তেজহ দারুণ অভিমান।
তোমা বিনে সেই কানু ক্ষেণে ক্ষেণে ক্ষীণ তনু
দাবানলে দহে যেন প্রাণ॥ ১০॥

মানভঞ্জন

শ্রীকৃষ্ণের নাগরীবেশ

মঙ্গল

পটাম্বর পরি অভিনব নাগরি
ঐছন করল পয়ান।
শির পর সিঁথি করি কামসিন্দুর পরি
লখই না পারই আন॥
দেখ সখি অদভুত রঙ্গ।
রসিকশিরোমণি, রমণিবেশ ধরি
আওত দোতিক সঙ্গ॥
আগু পদ বাম বাম গতি ধাবই
মোহিনি চাহনি বামা।
ভানুসুতা পাশে উপনিত ভেলহিঁ
শ্যামা পেখল রামা॥
মণিময় কঙ্কণ দুই ভুজে শোহই
শঙ্খ শোহই তছু মাঝ।
এহেন চাতুরি কবহুঁ না পেখলুঁ
এ মহি-মণ্ডল মাঝ॥
অরুণকিরণ শ্যামা পদতলে পেখলুঁ
তেঁঞি করিয়ে অনুমান।
বংশীবদন কহ রাইক নিকটহি
ঐছন করল পয়ান॥ ১১॥

রসালস

শারীশুকোক্তি

বিভাস

রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে।
কত নিদ্রা যাও কালামাণিকের কোলে॥
রজনী প্রভাত হৈল বলিয়ে তোমারে।
অরুণ-কিরণ দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে॥

শারী বোলে শুন শুক গগনে উড়ি ডাক।
নব-জলধরে আনি অরুণেরে ঢাক॥
শুক বলে শুন শারি আমরা বনপাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাখী॥
বংশীবদনে বলে চাঁদ গেল নিজ ঠাঁঞি।
অরুণ-কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই॥ ১২॥

গোষ্ঠে গমন

সারঙ্গ

ও রাম কানাই কালিন্দীর তীরে।
শ্বেত শ্যামল দুই ভাই
চান্দে মেঘে এক ঠাঁঞি
শিশুগণ তারা যেন ফিরে॥ ধ্রু॥
কেহো জলপানে ধায়
অঞ্জলি পুরিয়া খায়
কেহো দেখে নিজ অঙ্গছায়া।
যমুনা আনন্দমন
তরঙ্গ উঠায় ঘন
দেখি ব্রজবালকের মায়া॥
তুলিল কানাইর বানা
ঠাঁঞি ঠাঁঞি রাখালের থানা
সুবলের থানা সভার আগে।
মাঝে রাজা শ্যামধাম
তার বামে বলরাম
রাখাল বেড়িল লাখে লাখে॥
কেহো হাতী ঘোড়া হয়
রাখাল রাখালে বয়
কেহো নাচে কেহো গায় গীত।
কেহো বায় শিঙ্গা বেণু
বনে রাজা হৈল কানু
বলাই হৈলা তার মীত॥
কেহো বলে সাজ সাজ
বলিল রাখালরাজ
অসুর উপরে দেও হানা।
বংশীবদনে গায়
দধি দুগ্ধ কাড়ি খায়
কংসের যোগান দিতে মানা॥১৩॥

দানলীলা

এক

সুহই

কপট দানের ছলে দান সিরজিয়া।
ঘট পাতি বসিয়া রৈয়াছে বিনোদিয়া॥
বড়াই দেখিয়া কহে বচন চাতুরী।
কার ঘরের বধু লৈয়া যাও সঙ্গে করি॥
এ রূপ যৌবনে কোথা লৈয়া যাও বধু।
না জানি অন্তরে উহার কত আছে মধু॥
সুকোমল চরণ ভঙ্গিমা শোভা অতি।
এ বেশে বাহির করে কেমন বা পতি॥
বড়াই কহে এত কথা কিবা প্রয়োজন।
যেখানে সেখানে কেন না করি গমন॥
পর-বধু প্রশংসিয়া তোমার কি কাজ।
ঘনায়্যা আসিছ কাছে নাহি বাস লাজ॥
তোর পিতা নন্দরায় পরম উদার।
তাহার তনয় হৈয়্যা হেন ব্যবহার॥
এই পথ দিয়া মোরা যাই মথুরাতে।
পথেতে বিরোধ কর কুলবধু সাথে॥
চাতুরী না কর কানাই চতুর সিয়ান।
কংস রাজা শুনিলে লইবে জাতি প্রাণ॥
বংশীবদনে বোলে কি কাজ তোমার।
আমরা যাইব সবে হাটে মথুরার॥ ১৪॥

দুই

তথারাগ

সুধাও দেখি সুবল সখা কার ঘরের এই হঠী।
দেখিতে দেখিতে মোরে
কি গুণ করিলে হে
থৈপা কৈলে এই যে মায়্যাটি॥ ধ্রু॥
আর চোর চুরি করে
লোক জন অগোচরে
সবে ধন কাঁড়ি লয় হরি।
এ বড়ি বিষম চোর
দেখিতে দেখিতে মোর
তনু মন সব কৈল চুরি॥

মায়্যা নয় এই যে
মায়্যার বেশ ধরিয়াছে
নিশ্চয় সে বাটোয়ারী বটে।
অঙ্গ-বাস ঘুচাইয়া
সাবধানে দেখ ভাইয়া
কি কি ধন ইহার নিকটে॥
এত বলি গোপীনাথ
দিতে চাহে গায়ে হাত
চুম্বন করিতে বারে বার।
উচিত কহিল তোরে
দান দিয়া যাও মোরে
নহে ত উতার অলঙ্কার॥
শুনিয়া ললিতা বলে
বন মাঝে নহে ভালে
রাজপথে এত কি জঞ্জাল।
আপন নগর ঘরে
যদি লাগি পাই তোরে
তবে সে জানিয়ে ভালে ভাল॥
দানী কহে দোহাই আছে
লৈয়া যাব রাজার কাছে
তবে সে জানিবা ভালে তুমি।
বংশীবদন কয়
মোরে না করিহ ভয়
বিরোধ ভাঙ্গিয়া দিব আমি॥ ১৫॥

বড়াইএর উক্তি

তিন

তথারাগ

রাজা এথা থাকে কোথা কেবা সাধে দান।
কিবা চায় কিবা লয় কেবা করে আন॥
কুল-নারী হেরি হেরি ঠারে কও কথা।
সঙ্গে বুড়ী হাতে নড়ী ঘন নাড়ে মাথা॥
এখনি যাইয়া কব গোকুল সমাজ।
কোথা যাবে দান সাধা কোথা যাবে সাজ॥
কোথা পলাইয়া যাবে সুবল রাখাল।
তিলেকে ভাঙ্গিয়া যাবে সব ঠাকুরাল॥
অতয়ে আমার বোলে হও সাবধান।
কুলবতী দেখি আর না করিহ আন॥
বংশীবদনে কহে কেবা শুনে কথা।
এখনি দেখিয়া লবে যেবা থাকে যথা॥১৬॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

চার

বরাড়ী

বিনোদিনী মো বড় উদার দানী।
সকল ছাড়িয়া দানী হইয়াছি
তোমার মহিমা শুনি॥
খঞ্জন নয়ন অঞ্জনে রঞ্জিত
তাহে কটাক্ষের বাণ।
নাসিকা উপরে অমূল্য মুকুতা
উহার অধিক দান॥
অলকা উপরে কুটিল কবরী
তাহে চন্দনের রেখা।
পরশ দাপনি জিনি মুখখানি
কে কয়ে দানের লেখা॥
পীন পয়োধর সুমেরু শিখর
তাহে মুকুতার হারে।
রতন অধিক যতন করিয়া
কি ধন লৈয়াছ কোরে॥
চরণ উপরে কনক নূপুর
চলিতে করয়ে ধ্বনি।
রসের পসার করি আগুসার
প্রবোধ করহ দানী॥
বংশীবদনে কহিলে যতনে
শুনহ রাজার ঝি।
উচিত কহিতে মনে মন্দ ভাব
আঁচলে ঝাঁপিলা কি॥ ১৭॥

পাঁচ

বরাড়ী

হেন রূপে কেন যাও মথুরায় বিকে।
বিষম রাজার ভয়ে ঠেকিবা বিপাকে॥
দিনকরকিরণে মলিন মুখখানি।
হেরিয়া হেরিয়া মোর বিকল পরাণী॥
বসিয়া তরুর ছায় করহ বিশ্রাম।
শ্রমজলবিন্দু যেন মুকুতার দাম॥

বংশীবদনে কহে শুন হে নাগর।
বুঝিলাম বট তুমি রসের সাগর॥ ১৮॥

ছয়

তথারাগ

হেদে লো বিনোদিনি
এ পথে কেমতে যাবে তুমি।
শীতল কদম্বতলে বৈসহ আমার বোলে
সকলি কিনিয়া নিব আমি॥ ধ্রু॥
এ ভর দুপুর বেলা তাতিল পথের ধূলা
কমল জিনিয়া পদ তোরি।
রৌদ্রে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় দুখ
শ্রমভরে আউলাইল কবরী॥
অমূল্য রতন সাথে গোঙারের ভয় পথে
লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া।
তোমার লাগিয়া আমি এই পথে মহাদানী
তিলআধ না যাও ছাড়িয়া॥
মথুরা অনেক পথ তেজ অন্য মনোরথ
মোর কাছে বৈস বিনোদিনি।
বংশীবদনে কয় এই সে উচিত হয়
শ্যাম সঙ্গে কর বিকিকিনি॥ ১৯॥

সাত

শ্রীগান্ধার

যা যাইয় না যাইয় রাই বৈস তরুমূলে।
আসিতে পাইয়াছ বেথা চরণযুগলে॥
মণি মুকুতার দাম অঙ্গে ঝলমলি।
ব্রজের বিষম চোর লইবে সকলি॥
চাঁচর কেশের বেণী দুলিছে কোমরে।
ফণীর ভরমে বেণী গিলিবে ময়ূরে॥
নীল ওড়নীর মাঝে মুখ শোভা করে।
সোণার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে॥
করিকুম্ভদম্ভ জিনি উচ্চ কুচ-গিরি।
গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী॥
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অঞ্জন ভাল শোভে।
বিদ্ধিবেক ব্যাধ হেম-হরিণীর লোভে॥
সিন্দুরের বিন্দু ভালে ভানুর উদয়।
রবি শশী বলি পাছে রাহু গরাসয়॥

অমিয় অধিক মধু ঝরিছে অধরে।
পিয়াসে আকুল কেন ত্যজিবে চকোরে॥
জলদ বসন তনু বিজুলী উজলে।
না জানি ইন্দ্রের বাণ পড়ে কোন ছলে॥
বংশীবদনে কহে কহিলে সে ভাল।
বিদগধ বট তুমি তাহা জানা গেল॥ ২০॥

শ্রীরাধার উক্তি

কামোদ মঙ্গল

কিছু বৈল না হে কৈয় না হে
কথা শুনি ফাটে মোর বুক।
তোমা না দেখিলে প্রাণ
সদা করে আনছান
দেখিলে সে জিয়ে চাঁদমুখ॥ ধ্রু॥
তুমি জল আমি মীন
আমি দেহ তুমি প্রাণ
তুমি চন্দ্র আমি যেন নিশি।
কে জানে না জানি কেনে
আধ তিল তোমা বিনে
আপনা ভসম সম বাসি॥
সরল সারিকা হাম
পঞ্জর তোমার প্রেম
তাহে বন্দী হইয়াছি হরি।
তোমার বিয়োগে হাম
সদাই বিয়োগী হে
তোঁঞি আনি দধির পসারি॥
দাড়াঞা পথের মাঝে
তিলাঞ্জলি দিলাম লাজে
তুয়া গুণে তুলিয়া নিসান।
হের দেখ ওহে শ্যাম
দুই বাহুতে তোমার নাম
দাগিয়া রাখ্যাছি নিজ প্রাণ॥
ধৈরজ ধরিতে নারি
এক নিবেদন করি
না হইও মোর বধের বধী।
বংশীবদনে কয়
এ কথা অন্যথা নয়
এক জিউ দুই কৈল বিধি॥ ২১॥

নৌকাবিলাস

এক

আশাবরী

যমুনার দুকূল আলা কৈল নায়্যার রূপে।
জগজন মন ভুলে দেখিয়া স্বরূপে॥
গলে বনমালা দোলে শিরে শিখি-পাখা।
দেখি মেনে জাতি কুল নাহি যায় রাখা॥
মুচকি হাসিয়া নায়্যা যার পানে চায়।
যাচিয়া যৌবন দিতে সেই জন ধায়॥
ঠেকিলুঁ নায়্যার হাতে কি করি উপায়।
বজর পড়িল সখি কুলের মাথায়॥
বংশীবদনে কহে থির কর হিয়া।
তোমরা এমন হৈলা না কহিতে ন্যায়া॥২২॥

দুই

ধানশী

খির সর মাখন সহচরি দেল।
নাবিক সো সব কিছু নাহি নেল॥
রাইক আঁচর ছোড়ি না যায়।
সব সখিগণ তবে রচয়ে উপায়॥
নাবিক কহয়ে দেহ বেতন মোর।
তব হাম ছোড়ব আঁচর তোর॥
কাঁহি কাঁহি চুম্বয়ে রাই বয়ান।
পূরয়ে মনোরথ নাগর কান॥
পূরল মনোরথ আনন্দ-ওর।
বৃষভানু কুমারি ও নন্দকিশোর॥
সখীগণ হেরি হেরি হরষিত মন।
বংশীবদন চিত আনন্দে মগন॥ ২৩॥

তিন

ভাটিয়ারি

না বাও নবীন কাণ্ডারি।
ঝলকে উঠয়ে জল ভয়ে কাঁপ্যা মরি॥
ত্বরায় তরণী লৈয়া তীরে আইলা শ্যাম।
সফল করিলা বিধি পূরিল মনস্কাম॥
নবনি মাখন ছেনা যে ছিল পসারে।
সকল দিলেন শ্যাম নাগরের করে॥
অঞ্জলি অঞ্জলি করি করিলা ভোজন।
সভে মেলি চলিলেন আপন ভবন॥
আইলা মন্দিরে রাই সখীগণ সঙ্গে।
হরিষে বসিলা ধনী প্রেমের তরঙ্গে॥
বংশীবদনে বোলে আহা মরি মরি।
ছলে বলে বন্ধুয়া মিলে রাধিকা সুন্দরি॥২৪॥
[৮৫০]

পরমানন্দ

মঙ্গলাচরণ

গৌরী

জয় কৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্র।
অদ্বৈত আচার্য্য জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ যমুনা বৃন্দাবন।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ রূপ সনাতন॥
রূপ সনাতন মোর প্রাণসনাতন।
কৃপা করি দেহ মোরে যুগল চরণ॥
রাধেকৃষ্ণ রট মন রাধেকৃষ্ণ রট।
বৃন্দাবন যমুনাপুলিন বংশীবট॥
রাধেকৃষ্ণ রট মন রাধেকৃষ্ণ রট।
ব্রজভূমে বাস কর যমুনা নিকট॥
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রট রে।
নবদ্বীপে গোরাচাঁদ পাতিয়াছে হাট রে॥
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রট রে।
শচীর নন্দন গোরা কীর্ত্তনলম্পট রে॥

রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ রাধেগোবিন্দ।
শ্রীরাধারমণ বন্দে এ পরমানন্দ॥ ১॥

শ্রীগৌরাঙ্গ

এক

কামোদ

গোরা অবতারে যার না হৈল ভকতিরস
আর তার না দেখি উপায়।
রবির কিরণে যার আঁখি পরসন্ন নৈল
বিধাতা বঞ্চিত ভেল তায়॥
ভজ গোরাচাঁদের চরণ।
এ তিন ভুবনে ভাই দয়ার ঠাকুর নাই
গোরা বড় পতিতপাবন॥ ধ্রু॥
হেম জলদ কিয়ে কিয়ে প্রেম সরোবর
করুণাসিন্ধু অবতার।
পাইয়া এ হেন জন যে না হৈল সুশীতল
কি জানি কেমন মন তার॥
ভব তরিবারে হরি- নাম মন্ত্র ভেলা করি
আপনি গৌরাঙ্গ করে পার।
তবে যে ডুবিয়া মরে কেবা উদ্ধারিবে তারে
পরমানন্দের পরিহার॥ ২॥

দুই

বিভাস

পরশমণির সনে কি দিব তুলনা রে
পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাইয়া রে
পরশ হইল কত জনা॥
শচীর নন্দন বনমালী।
এ তিন ভুবনে যার তুলনা দিবার নাই,
গোরা মোর পরাণপুতলি॥ ধ্রু॥
গৌরাঙ্গচাঁদের ছাঁদে চাঁদ কলঙ্কী রে,
এমন হইতে নারে আর।
অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র উদয় নদীয়াপুরে,
দূরে গেল মনের আঁধার॥
এ গুণে সুরভি সুর- তরু সম নহে রে,
মাগিলে সে পায় কোন জন।
না মাগিতে অখিল ভুবন ভরি জনে জনে
যাচিঞা দেওল প্রেমধন॥
গোরাচাঁদের তুলনা কেবল গোরার সহ
বিচার করিয়া দেখ সবে।
পরমানন্দের মনে এ বড় আকূতি রে,
গৌরাঙ্গের দয়া কবে হবে॥ ৩॥

তিন

কল্যাণী

গোরা তনু ধূলায় লোটায়।
ডাকে রাধা রাধা বলি গদাধর কোলে করি
পীতবসন বংশী চায়॥ ধ্রু॥
ধরি নটবর বেশ সমুখে বাঁধিয়া কেশ
তাহে শোভে ময়ূরের পাখা।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম করি সঘনে বোলয়ে হরি
চাহে গোরা কদম্বের শাখা॥
শুনি বৃন্দাবনগুণ রসে উনমত মন
সখীবৃন্দ কোথা গেল হায়।
তা বুঝিয়া রসবোধে প্রিয় সব পারিষদে
গৌরাঙ্গ বলিয়া গুণ গায়॥
কেহো বলে সাবধান না করিহ রসগান
উথলিলে না ধরে ধরণী।
নিজ মন আনন্দে কহয়ে পরমানন্দে
কেবা দেহে ধরিবে পরাণি॥ ৪॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস

সুহই

কি করিলে গোরাচাঁদ নদীয়া ছাড়িয়া।
মরয়ে ভকতগণ তোমা না দেখিয়া॥
কীর্ত্তন বিলাস আদি যে করিলা সুখ।
সোঙরি সোঙরি সভার বিদরয়ে বুক॥
না বাঁচিবে মুরারি মুকুন্দ শ্রীবাস।
আচার্য্য অদ্বৈত ভেল জীবনে নৈরাশ॥
নদীয়ার লোক সব কাতর হইয়া।
ছট ফট করে প্রাণ তোমা না দেখিয়া॥
কহয়ে পরমানন্দ দন্তে তৃণ ধরি।
একবার নদীয়া চল প্রভু গৌরহরি॥৫॥

প্রার্থনা

পাহিড়া

নাচিতে না জানি তমু নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি
গাইতে না জানি তমু গাই।
সুখে বা দুঃখেতে থাকি গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকি
নিরন্তর এই মতি চাই॥
বসুধা জাহ্নবী সহ নিতাইচাঁদেরে ডাকি
সীতা সহিতে সীতাপতি।
নরহরি গদাধর শ্রীবাসাদি সহচর
ইহা সভার নামে যেন মাতি॥
স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথ সকরুণ
ভট্টযুগ জীব লোকনাথ।
ইহা সবার সহকারী দীনপ্রায় সদা ফিবি
যেন হয় তাসবার সাথ॥
মহান্তসন্তান কিবা মহান্তের জন যেবা
ইহা সভার স্থানে অপরাধ।
না হয় উদ্গম কভু ভয়ে প্রাণ কাঁপে প্রভু
এ সাধে না পড়ে যেন বাদ॥
অন্তে শ্রীবাসপদ সেবাযোগ্য সে সম্পদ
সে সম্পদের সম্পদী যে ভায়।
তার ভুক্তগ্রাস শেষে কিবা গৌড় ব্রজবাসে
পরমানন্দ ভিক্ষা চায়॥ ৬॥

পূর্ব্বরাগ

শ্রীরাধার প্রতি দূতীবাক্য

কানুক নিঠুর বচন শুনি সো সখী
আওল রাইক পাশ।
পন্থঘটিত দুখে লোচন ছল ছল
কহতহিঁ গদগদ ভাষ॥
সুন্দরি দূরে কর কানু আশোয়াস।
ঐছে নিঠুর সঙ্গে নেহ নহে সমুচিত
না পূরব তুয়া অভিলাষ॥
তোহারি নিদান হাম কতয়ে শুনায়লুঁ
তাহে যে সুকঠিনবাণী।
সো হাম তুয়া পায় কতয়ে নিবেদব
কহইতে দহয়ে পরাণী॥

ঐছন বচন রাই তব দোতিমুখে
শুনইতে মুরছিত ভেল।
পরমানন্দ দাসক হৃদিমাহা
কো জানি রোপল শেল॥ ৭॥

কুঞ্জভঙ্গ

বিভাস

দুহুঁ অতি কাতর কুঞ্জসে নিকসল
সব সহচরিগণ মেলি।
দহুঁজন-নয়নে প্রেম-জল ঝরঝর
ঐছনে গৃহে চলি গেলি॥
কিয়ে রাধামাধব-লীলা।
সোঙরিতে খেদ ভেদ করু অন্তর
গলি গলি যাওত শীলা॥
বিমনহি নিজ নিজ মন্দিরে দুহুঁজন
শূতল্ পালঙক-শয়ান।
সখিগণ নিজ নিজ মন্দিরে ঘুমল
ঐছন ভেল বিহান॥
গুরুজন জাগল সুর উদয় কৈল
সবহুঁ ভেল পরকাশ।
শ্রীরূপমঞ্জরি চরণ হৃদয়ে ধরি
কহে পরমানন্দ দাস॥ ৮॥

অভিষেকলীলা

কেদার

আজু বনি নব অভিষেক গোবিন্দকি।
পরমানন্দ প্রেমসুখ কন্দকি॥
ঝলকত নীলনলিনী মুখশোহা।
হেরইতে অখিলভুবনমনমোহা॥
গোরস দধি ঘৃত হলদিক নীরে।
গাগরি ভরি ভরি ঢারই শিরে॥
বাজত ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ।
জয় দেই সুরনারীগণ রঙ্গ॥
বলি বলি যাতহি চরণারবিন্দা।
পরমানন্দকে পহুঁ শ্রীগোবিন্দা॥ ৯॥

যুগল আরতি

বরাড়ী

আরতি যুগলকিশোরকি কীজে।
তনু মন ধনহু নিছয়ারি দীজে॥ ধ্রু॥
পহিরণ নীল পিতাম্বর শাড়ি।
কুঞ্জ-বিহারিণি কুঞ্জবিহারী॥
রবিশশিকোটি বদন অছু শোভা।
যো নিরখিতে মন ভেল অতি লোভা॥
রতনে জড়িত মণিমাণিকমোতি।
ডগমগ দুহুঁতনু ঝলকত জোতি॥
নন্দনন্দন বৃষভানুকিশোরি।
পরমানন্দ পহুঁ যাঙ বলিহারি॥ ১০॥

শ্রীরাধার আরতি

তথারাগ

আরতি জয় বৃষভানুকুমারি।
ঝলকত মুখশোভা উজিয়ারি॥
কপুরক বাতী রতনকে থারি।
করে লই ললিতা প্রাণপিয়ারি॥
বদন কমল সঞে করু নিছয়ারি।
সহচরিগণ করু জয়জয়কারি॥
মঙ্গল গাওত দেই করতারি।
বরিখে কুসুম সব নবিনকুমারি॥
চরণকমল নখচান্দ নেহারি।
পরমানন্দ জীবন বলিহারি॥ ১১॥

নামসংকীর্ত্তন

বিহগড়া

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে।
কালিয়মর্দ্দন কংসনিসূদন
হরেরাম হরেরাম রাম হরে॥ ধ্রু॥
মৎস্য কচ্ছবর শূকর নরহরি
বামন ভৃগুপতি রক্ষকুলারে।
শ্রীবল বুদ্ধ কল্কি নারায়ণ
দেব জনার্দ্দন শ্রীদানবারে॥
কেশব মাধব যাদব যদুপতি
দৈত্যদলন দুখভঞ্জন শৌরে।
গোলোকগোকুল- চন্দ্র গদাধর
গরুড়ধ্বজ গজ মোচন মুরারে॥
শ্রীপুরুষোত্তম পরমেশ্বর প্রভু
পরমব্রহ্ম পরমেষ্টি অঘারে।
দুখিতে দয়া কুরু দেব দেবকি-সুত
দুর্ম্মতি পরমানন্দ পরিহারে॥১২॥
[৮৬২]

প্রসাদ দাস

গৌরচন্দ্র

বরাড়ি

কেশের বেশে ভুলিল দেশে
তাহে রসময় হাসি।
নয়নতরঙ্গে ব্যাকুল করিলে
বিশেষে নদিয়াবাসী॥
গৌরাঙ্গসুন্দর নাচে।
নিগমনিগূঢ় প্রেমভকতি
যারে তারে পহুঁ যাচে॥ ধ্রু॥
ছল ছল করে নয়ন যুগল
কত নদী বহে ধারে।
পুলকে পূরিত গোরা কলেবর
ধরণী ধরিতে নারে॥
চরণ কমল অতি সুচঞ্চল
অথির তাহার রীত।
বদনকমলে গদগদ স্বরে
গায় রসকেলি গীত॥
হাহা করি করি ভুজযুগ তুলি
বলে হরি হরি বোল।
রাধা রাধা বলি ডাকে উচ্চ করি
দেই গদাধরে কোল॥
ভাবে অরুণ গৌরবরণ
তুলনারহিত শোভা।
চলনি মন্থর অতি মনোহর
হেরি জগমনলোভা॥
স্বেদ কম্প ভেদ বাণী গদগদ
কত ভাব পরকাশে।
সে অঙ্গ ভঙ্গিম রূপ তরঙ্গিম
তুলনা দিব সে কিসে॥
সঙ্গে সহচর অতি সুচতুর
গাওত পূরব লীলা।
পরসাদ কহে সে গুণ শুনিতে
দরবয়ে দারুশিলা॥ ১॥

ধীরা মধ্যা খণ্ডিতা

গৌরচন্দ্র

বিভাস

কি লাগি আমার গৌর রায়।
আবেশে শ্রীবাসমন্দিরে যায়॥
কিবা ভাবে গোরা জাগিল নিশি।
কি লাগি মলিন বদনশশী॥
আলসে আউলাঞা পড়িছে গা।
চলিতে না চলে কমল পা॥
গৌর বরণ ঝামর ভেল।
নিশি শেষে কেবা এ দুখ দেল॥
কহয়ে রসিক ভকতগণ।
রাধার ভাবে বিভাবিত মন॥
পরসাদে কহে আমার গোরা।
কাহারে কি কহে প্রলাপ পারা॥ ২॥

শ্রীনিত্যানন্দ

বরাড়ী

নিতাই রঙ্গিয়া মোর নিতাই রঙ্গিয়া।
পূরব বিলাস রঙ্গী সঙ্গের সঙ্গিয়া॥
কঞ্জ নয়নে বহে সুরধুনী ধারা।
নাহি জানে দিবা নিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥
চন্দন চরচিত অঙ্গ উজোর।
রূপ নিরখিতে ভেল জগমন ভোর॥
আজানুলম্বিত ভুজ করিবর শুণ্ডে।
কনকখচিত দণ্ড দলন পাষণ্ডে॥
শির পর পাগড়ি বান্ধে লটপটিয়া।
কটি আঁটি পরিপাটি পরে নীল ধটিয়া॥
দয়ার ঠাকুর নিতাই অবনী প্রকাশ।
শুনিয়া আনন্দে নাচে পরসাদ দাস॥ ৩॥

শ্রীনিত্যানন্দ

তথারাগ

কমল জিনিয়া আঁখি
শোভা করে মুখশশী
করুণায় সভাপানে চায়।
বাহু প্রসারিয়া বোলে
আইস আইস করি কোলে
প্রেমধন সভারে বিলায়॥
ভুবন ভুলানো বেশ
শোভিছে চাঁচর কেশ
বান্ধে চূড়া অতি মনোহর।
নাটুয়া ঠমকে চলে
বুক বাহি পড়ে লোরে
বিবিধ জীবের তাপহর॥
হরি হরি বোল বলে
ডাহিনে বামে অঙ্গ দোলে
রাম গৌরীদাসের গলা ধরি।
মধুমাখা মুখচান্দ
নিতাই প্রেমের ফান্দ
ভাবসিন্ধু উছলে লহরী॥
নিতাই করুণাসিন্ধু
পতিত জনার বন্ধু
করুণায় জগৎ ডুবিল।
মদন মদেতে অন্ধ
প্রসাদ হইল ধন্দ
নিতাই ভজিতে না পারিল॥ ৪॥

অষ্টকালীয় নিত্যলীলা

গোষ্ঠে মিলন

ধানশী

সবহুঁ মিলিত যমুনা তীর
অঞ্জলি পূরি পিয়ত নীর
বৈঠল তহিঁ তরুর ছায়
বিহরে নন্দনন্দনা।
নবীন নীরদ বরণ জ্যোতি
নাসায়ে ললকে ঝলকে মোতি
উরে লম্বিত কদম্বমাল
ভালে তিলক চন্দনা॥
কুন্দকলিক কলিত চূড়ে
মন্দপবনে বরিহা উড়ে
কটিতটে কিয়ে পীত বসন
বাহে শোভিত কঙ্কণা।
হসিত ললিত বদনইন্দু
অলপে উপজে ঘরমবিন্দু
লোল নয়নকমল যুগল
তাহে ললিত অঞ্জনা॥
নখর উজর যৈছন চন্দ
চকোরনিকর লাগল ধন্দ
লুবধ হেরি চরণে ঘেরি
সঘন করত চুম্বনা।
অরুণ অধরে পূরত বেণু
ঘনায়্যা ঘেরত সবহুঁ ধেনু
সহজে সুন্দরি বিরহে ভোর
দূরে বরজঅঙ্গনা॥
শুনি শুনি গোপি হরল বোল
ভাবে অবশ চিতবিভোল
রহি রহি রহি চমকি উঠত
থরই থরই কম্পনা।
অনেক যতনে চেতন পাই
চললি যাহাঁ সুন্দরি রাই
ফেরি হেরত বেরি বেরি
ঐছন মন রঞ্জনা।
দাস প্রসাদ করত আশ
অমিয়া অধিক মধুর ভাষ
শুনি তিরপিত শ্রবণ সুখ
তাপনিকরভঞ্জনা॥ ৫॥

[৮৬৭]

মাধব দাস

শ্রীগৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তন বিলাস

সুহই

লোচনক অরুণ করুণ অবলোকনে
জগজনতাপ বিনাশ।
কত কলধৌত ধৌত তনু শোহন
মোহন অরুণিম বাস॥
দেখ দেখ অপরূপ গৌরকিশোর।
সহচর নখতরবৃন্দবিভূষিত
পহুঁ দ্বিজরাজ উজোর॥
শ্রীহরিদাস অদ্বৈত গদাধর
শ্রীনিত্যানন্দ মুকুন্দ।
শ্রীমদ্রূপ সনাতন নরহরি
শ্রীরঘুনাথ গোবিন্দ॥
জয় জয় ভকত সঙ্গে শচীনন্দন
উরে রঙ্গণফুলদাম।
হেরইতে জগত বদন বিধুমাধুরি
পূরই নিজ নিজ কাম॥
চন্দন তিলক ভালে সব ভকতহি
করয়ে কীর্ত্তন অধিবাস।
গাওয়ে ঐছে গুণ লীলা অনুখণ
সুখদ সম্পদ পরকাশ॥
শ্রীযুত চরণক করুণকুপারস
আদেশিত প্রতিভাস।
বহু অপরাধব্যাধিধর পামর
রচয়তি মাধব দাস॥ ১॥

অথ মধুপান শ্রীগৌরচন্দ্র

তথারাগ

সহচরি সঙ্গহি গৌরকিশোর।
আজু মধুপান রভসরসে ভোর॥
কি কহিতে কি কহয়ে কিছু নাহি থেহ।
আন আনমত হেরি গোর সুদেহ॥
ঢুলু ঢুলু আলসে অরুণ নয়ান।
গদগদ আধহুঁ কহই বয়ান॥
ক্ষেণে চমকিত ক্ষেণে রহই বিভোর।
হেরি গদাধর করু নিজ কোর॥
কহ মাধব ইহ অপরূপ ভাষ।
নদিয়া নগরে নিতি ঐছে বিলাস॥ ২॥

শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহে

তথারাগ

জনমহি গৌরক গরবে গোঙায়লুঁ
সো কিয়ে এত দুখ সহই।
উর বিনু শেজ, পরশ নহি জানত
সো তনু অব মহি লুঠই॥
বদনমণ্ডল চাঁদ ঝলমল
সো অতি অপরূপ শোহে।
রাহু ভয়ে শশী ভূমে পড়ল খসি
ঐছন উপজল মোহে॥
পদঅঙ্গুলি দেই খিতি পর লেখই
যৈছন বাউরি পারা।
ঘন ঘন নয়নে নিঝরে বারি ঝরু
যৈছন শাওনধারা॥
খেণে মুখ গোই পাণি অবলম্বই
ঘন ঘন বহয়ে নিশাস।
সোই গৌরহরি পুনহি মিলায়ব
নিয়ড়হি মাধব দাস॥ ৩॥

শ্রীনিত্যানন্দের গুণবর্ণন

কল্যাণী

দেখ অপরূপ চৈতন্যহাট।
কুলের কামিনী কয়য়ে নাট॥
হাট বসাওল নিতাই বীর।
কাহুঁক চরণ কাহুঁক শীর॥

অবনী কম্পিত নিতাইভরে।
ভাইয়া ভাইয়া বলে গভীর স্বরে॥
গৌর বলিতে সৌর হীন।
প্রেমে না জানে রজনী দিন॥
এ বড় মরমে রহল শেল।
নিতাই না ভজি বিফল ভেল॥
কহয়ে মাধব শুন রে ভাই।
নিতাই ভজিলে গৌরাঙ্গ পাই॥ ৪॥

শ্রীরাধার রূপ

তথারাগ

শারদ সুধাকর কিয়ে মুখশোভা।
কুঙ্কুম কাঞ্চন বিজুরি গোরোচন
চম্পকহরণ বরণ মনলোভা॥

দেখ দেখ রাধারূপ অপারা।
মদনমোহন মোহিতে অনুখণ
লাবনি প্রেমঅমিয়া রসধারা॥

শির পর কুসুম খচিত বরবেণী।
লম্বিত হৃদি পর মোতি মাল্যবর
সুমেরু ভেদিয়া জনু বহত ত্রিবেণী॥

কনককরভকর ভুজবর সাজে।
কেশরি খীণ কটী মণি কিঙ্কিণি তটী
গতি গজরাজ মনোহর রাজে॥

থলপঙ্কজ পদশোভা।
নখরমুকুরমণি মঞ্জির রনরনি
মাধবনয়ন ভ্রমরচিতক্ষোভা॥ ৫॥

মঙ্গলাচরণ

কানাড়া

বন্দে শ্রীবৃষভানুসুতাপদম্।
কঞ্জনয়নলোচনসুখসম্পদম্॥
কমলান্বিতসৌভগরেখাঙ্কিতম্।
ললিতাদিককরযাবকরঞ্জিতম্॥
সংসেবক-গিরিধরমতিমণ্ডিতম্।
রাসবিলাসনটনরসপণ্ডিতম্॥
নখরমুকুরজিতকোটিসুধাকরম্।
মাধবহৃদয়চকোরমনোহরম্॥ ৬॥

তুড়ী

জয় নাগরবরমানসহংসী।
অখিল রমণীহৃদি মদবিধ্বংসী॥
জয় জয় জয় বৃষ ভানুকুমারী।
মদনমোহনমনপঞ্জরশারী॥
জয় যুবরাজহৃদয়বনহরিণী।
শ্রীবৃন্দাবনকুঞ্জরকরিণী॥
কুঞ্জভুবনসিংহাসনরাণী।
রচয়তি মাধব কাতরবাণী॥ ৭॥

গোষ্ঠাষ্টমী যাত্রা

মঙ্গল

বিপিন গমন দেখি হৈয়া সকরুণ আঁখি
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী।
গোপালেরে কোলে লৈয়া প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া
রক্ষামন্ত্র পড়য়ে আপনি॥

---

[৬] বৃষভানুসুতা (শ্রীরাধিকার) পদবন্দনা করি। (যে পদ কমলায়ত লোচন) শ্রীকৃষ্ণের নয়নের সুখ-দায়ক সম্পদ। কমলান্বিত (লক্ষ্মী-শ্রীযুক্ত, ঐশ্বর্য্যদানকারী) সৌভাগ্যরেখায় অঙ্কিত। ললিতাদি সখীগণের (সেবাপর) করের যাবকে অনুরঞ্জিত। এবং সেবাপরায়ণ গিরিধারীর মতি (অনুরাগে) মণ্ডিত। (যে পদ) রাসবিলাসে নৃত্যরসে পণ্ডিত, নখররূপ দর্পণশোভিত, কোটি চন্দ্রকে জয় করিয়াছে। (যে পদ, মাধবের হৃদয়চকোরের মনোহরণকারী।

[৭] নাগরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের মানসসরোবরের মরালী, তোমার জয় হউক। অখিল রমণীগণের হৃদয়ের গর্ব্বধ্বংসকারিণী, জয় জয় বৃষভানুকুমারীর জয় হউক। যিনি মদনমোহনের বক্ষপিঞ্জরের সারিকা। জয় ব্রজযুবরাজহৃদয়ের হরিণী, শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জর শ্রীকৃষ্ণের করিণী। কুঞ্জরাজ্যের সিংহাসনের রাণী। মাধব এই কাতর (বন্দনা) বাণী রচনা করিলেন।

এ দুখানি রাঙ্গা পায় ব্রহ্মা রাখিবেন তায়
জানু রক্ষা করু দেবগণ।
কটিতট সুজঠর রক্ষা করু যজ্ঞেশ্বর
হৃদয় রাখুন নারায়ণ॥
ভুজযুগ নখাঙ্গুলি রক্ষা করু বনমালী
কণ্ঠমুখ রাখু দিনমণি।
মস্তক রাখুন শিব পৃষ্ঠদেশ হয়গ্রীব
অধ ঊর্দ্ধ রাখু চক্রপাণি॥
জলে স্থলে গিরি বনে রাখিবেন জনার্দ্দনে
দশ দিগে দশ দিকপাল।
যত শত্রু হউক মিত্র রক্ষা করু সর্ব্বত্র
নহে তুমি হও তার কাল॥
এইসব মন্ত্র পড়ি প্রতি অঙ্গে হস্ত ধরি
গোময়ের ফোঁটা ভালে দিল।
এ দাস মাধব কয় নন্দরাণী প্রেমময়
বলরামের হাতে সমর্পিল॥ ৮ ॥

কামোদ

প্রণাম করিয়া মায়
চলিলা যাদব রায়
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু
গগনে গোখুররেণু
শুনি সভার হরষিত মন॥
আগে আগে বৎসপাল
পাছে ধায় ব্রজবাল
হৈ হৈ শবদ ঘন রোল।
মধ্যে নাচি যায় শ্যাম
দক্ষিণে সে বলরাম
ব্রজবাসী হেরিয়া বিভোল॥
নবীন রাখাল সব
আবা আবা কলরব
শিরে চূড়া নটবরবেশ।
আসিয়া যমুনাতীরে
নানা রঙ্গে খেলা করে
কত কত কৌতুক বিশেষ॥
কেহো যায় বৃষ-ছান্দে
কেহো কারো চড়ে কান্ধে
কেহো নাচে কেহো গান গায়।
এ দাস মাধব বলে
কি শোভা যমুনাকূলে
রামকানাই আনন্দে খেলায়॥৯॥

ভাটিয়ারি

সকল রাখাল মেলি খেলা আরম্ভিল।
রাম কানাই দুই ভাই দু দিগে দাঁড়াইল॥
শ্রীদামে কানাইয়ে খেলা বলাইয়ে সুবলে।
এইমত আর সব শিশুগণে খেলে॥
কানাই হারিয়া কান্ধে করয়ে শ্রীদামে।
সুবল হারিয়া কান্ধে করে বলরামে॥
বংশীবটের তলে রাখিবারে যায়।
হেরি সব শিশুগণে শিঙ্গা বেণু বায়॥
শ্রীদাম কানাইর কান্ধ হইতে নামিল।
আবা আবা রব দিয়া নাচিতে লাগিল॥
এ দাস মাধব বলে অপরূপ নহে।
প্রেমের অধীন কানাই সাধুলোকে কহে॥ ১০॥

গোবর্দ্ধনপূজা

মঙ্গল

কৃষ্ণের আদেশ পাঞা ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারিয়া
নন্দ আদি যত গোপগণ।
নানা উপহার লৈয়া সকলে একত্র হৈয়া
আইলেন যথা গোবর্দ্ধন॥
সহস্র সহস্র জন রান্ধে অন্নব্যঞ্জন
এক ঠাঞি লৈয়া করে রাশি।
দধিদুগ্ধসরোবর রোটীরাশি থরে থর
হরিষে সাজায় ব্রজবাসী॥
শ্রীকৃষ্ণের অভিমত পাক কৈল বহু শত
সুপাত্ত পায়স শিখরিণী।
ব্যঞ্জনের কত কূপ পর্ব্বত সমান স্তূপ
অন্নকোটি করিলা সাজনি॥

নানা বাদ্য বাজে কত নর্ত্তকী নাচয়ে শত
সহস্র সহস্র লোকে গায়।
যত গোপগোপীগণ অলংকৃত সব জন
আনন্দ অবধি নাহি পায়॥
ধেনুবৎস সাজাইয়া কত স্বর্ণমুদ্রা লৈয়া
ব্রাহ্মণেরে দেই নন্দরায়।
মহামহোৎসব রোল কে কার শুনয়ে বোল
এ মাধব দেখিয়া বেড়ায়॥ ১১॥

অভিষেকলীলা

কল্যাণী

ভয় পাই অতি দেব সুরপতি
আসিয়া গোকুলপুরী।
নিভৃতে পাইয়া হরষিত হৈয়া
পড়ে কৃষ্ণপদ ধরি॥
স্তুতি নতি করি পুন পুন পড়ি
অপরাধ ক্ষমাইল।
দেবগণ লৈয়া একত্র হইয়া
কৃষ্ণ অভিষেক কৈল॥
আসিয়া সুরভি কৃষ্ণ শিরপরি
ঢালয়ে স্তনের ক্ষীর।
দেবগণ মিলে শিরপর ঢালে
আকাশগঙ্গার নীর॥
দুন্দুভি বাজে বিদ্যাধরী নাচে
গন্ধর্ব্বে মধুর গায়।
পড়ে স্তুতিবাণী জয় জয় ধ্বনি
আকাশ ভেদিয়া যায়॥
দেবকলরব মহামহোৎসব
নানা মতে পূজা কৈল।
হৈয়া দণ্ডবতে পড়িলা ভূমিতে
চরণে শরণ লৈল॥
তুষ্ট হইয়া হরি শুভ দৃষ্টি করি
সব দেবগণ পানে।
অভয় পাইয়া পদরজ লইয়া
গেলা সব দে[illegible]॥

নন্দের নন্দন আইলা ভবন
লোকে কেহ না জানিল।
গাইল মাধব কৃষ্ণঅভিষেক
দেবগণে যেবা কৈল॥ ১২॥

স্নানযাত্রা

ভাটিয়ারি

চৌদিকে ব্রজবধূ দেই জয়কার।
ঘট ভরি শির পর ঢালে জলধার॥
অপরুব কানুক ইহ অভিষেক।
চৌদিশে ব্রজরমণীগণ দেখ॥
কুংকুম গোলাব কর্পূরযুত বারি।
ঘট ভরি দেওল শির পর ঢারি॥
সিনান সমাপি পরই পিতবাস।
সহচরগণ বেঢ়ল চারিপাশ॥
বৈঠল মন্দিরে সহচর মেলি।
বেশ বনাওত আনন্দ কেলি॥
মলয়জ মৃগমদ সুশিতল গন্ধ।
বহুবিধ ঘুসৃণ লেপয়ে বহু ছন্দ॥
মলয়জকপূরবাসিত ফুলহার।
পরায়ল কতহুঁ রতন অলংকার॥
হেরি যশোমতী তব আনন্দে ভাস।
মাধব দেখয়ে রাইক পাশ॥ ১৩॥

কালিয়দমন

সিন্ধুড়া

কালিন্দির এক দহে কালীনাগ তাহাঁ রহে
বিষ জল দহন সমান।
তাহে বহে বিষ বায় পাখী যদি উড়ি যায়
পড়ে তাহে তেজিয়া পরাণ॥
বিষ উথলিছে জলে প্রাণী যদি যায় কূলে
জলের বাতাস তারে মারে।
স্থাবর জঙ্গম যত কূলে মরি আছে কত
বিষজ্বালা সহিতে না পারে॥

দেখি যদুনন্দন দুষ্ট দর্পবিনাশন
উঠিলেন কদম্বের ডালে।
তাহার উপরে চড়ি ঘন মালশাট মারি
ঝাঁপ দিলা কালীদহজলে॥
দেখিয়া রাখালগণ কান্দিয়া আকুল মন
পড়ে সভে মুরছিত হৈয়া।
ফুকরি শ্রীদাম কান্দে কেহো থির নাহি বান্ধে
ক্ষণেকে চেতন সভে পাঞা॥
কি বলি যাইব ঘরে কি বলিব যশোদারে
ধেনু বৎস কান্দে উভরায়।
শুনিতে এসব বাণী পাষাণ হইল পানি
মাধব অবনী গড়ি যায়॥ ১৪॥

গান্ধার

দিবসে আন্ধার গোকুল নগর
সঘনে কাঁপয়ে মহী।
রুধির বরিখে নয়ান নিমিখে
সভাই হেরয়ে অহি॥
নন্দ যশোমতী গোপ গোপীতিতি
বিচার করয়ে মনে।
বলরাম বিনে সখাগণ সনে
কানাই গিয়াছে বনে॥
যশোমতী কহে দারুণ স্বপন
দেখিনু রজনীশেষে।
আমার গোপালে ভুজঙ্গে বেড়ল
জারল বিষম বিষে॥
ব্রজবাসী কিবা বালবৃদ্ধ যুবা
শুনিয়া চলিলা ধাই।
যাঁহা শিশুগণ করয়ে রোদন
তাহাঁই মিলিলা যাই॥
ঝাঁপ দিলা জলে শুনিয়া সকলে
বালকগণের মুখে।
অবনী মাঝারে মুরছি পড়য়ে
মাধব কান্দয়ে দুখে॥ ১৫॥

পাহিড়া

কান্দে ব্রজেশ্বরী উচ্চ স্বর করি
কোথা রে গোকুলচন্দ।
ভুলি কার বোলে ঝাঁপ দিয়া জলে
ভুজগে হইলা বন্ধ॥
অপুত্রক হৈয়া মন্দির লইয়া
আছিলুঁ পরম সুখে।
পুত্র হৈয়া তুমি জঠরে জনমি
শেল দিয়া গেলে বুকে॥
নিদারুণ বিধি এ বাদ সাধিলা
বিচারিলা অদভুত।
কি দোষ পাইয়া লইলা কাড়িয়া
আমার সোনার সুত॥
শিরে কর হানে বিষজল পানে
সঘনে ধাইয়া যায়।
দুবাহু পসারি বলরাম ধরি
প্রবোধ করয়ে তায়॥
নন্দঘোষ কান্দে থির নাহি বান্ধে
ভূমে পড়ি মুরছায়।
গোপগণ তাহা হেরিয়া কান্দয়ে
মাধব প্রবোধে তায়॥ ১৬॥

তথারাগ

সহচরি সঙ্গে রাই খিতি লুঠই
খনহি খনহি মুরছায়।
কুন্তল তোড়ি সঘনে শির হানই
কো পরবোধব তায়॥
হরি হরি কি ভেল বজর নিপাত।
কাহে লাগি কালিন্দী বিষজলে পৈঠল
সো মঝু জীবননাথ॥
চৌদিগে সবহুঁ রমণীগণ রোয়ত
লোরহি মহী বহি যায়।
বিগলিত ভরম সরম সব তেজল
ঘন রোয়ত উভরায়॥
বিষ-জলপানে ছুটই কোই লুঠই
কোই না বান্ধই কেশ।
মাধব দাস সবহুঁ পরবোধই
গদগদ বচন বিশেষ॥ ১৭॥

সুহই

ব্রজবাসিগণ জীবনশেষ।
দেখিয়া উঠিলা নটনবেশ॥
কালিয়ফণায় নটনরঙ্গ।
হেরি জনু তনু জীবন সঙ্গ॥
মরণশরীরে আইল প্রাণ।
হেরিয়া ঐছন সবহুঁ মান॥
ফণায় ফণায় দমন করি।
নটবরভঙ্গে নাচয়ে হরি॥
ভাঙ্গিল দরপ ভুজগঈশ।
উগারে অনলসমান বিষ॥
ফণিমণিগণ পড়য়ে খসি।
পূজয়ে চরণ নখরশশী॥
নাগাঙ্গনাগণ করয়ে স্তুতি।
শুনি ব্রজমণি হরষমতি॥
ফণিপতি অতি হইয়া ভীত।
শরণ লইল চরণ নীত॥
ফণিপতিবরে অভয় করি।
জল সঞে তীরে আইলা হরি॥
মাতা যশোমতী লইল কোরে।
মাধব ভাসয়ে আনন্দলোরে॥ ১৮॥

তিরোধা ধানশী

ব্রজনিজজন হেরি আনন্দচন্দ।
হেরই ভুখল চকোরক ছন্দ॥
কাহ্নুক বয়নে না নিকসয়ে বাত।
কর সরসীরুহে মাজই গাত॥
বিষজলে জনু তনু দাহন ভেল।
ব্রজপ্রেমামৃতে শীতল কেল॥
যৈছন যাহে করই সম্ভাষ।
সবহুঁ আলিঙ্গয়ে গদগদ ভাষ॥
সহচরিগণ লোচন ভরি দেখ।
ঈষদবলোকনে করু অভিষেক॥
পূরল মনোরথ দরশরস পানে।
আনন্দে সুবদনি আপনা না জানে॥
দ্বিজকুল আকুল আনন্দে ভাস।
নিরখি নিরাপদ মাধব দাস॥ ১৯॥

নন্দমোক্ষণ

কানাড়া

নীরাধিপভৃত্যরূপ।
হরল নন্দ ব্রজক ভূপ॥
ঐছন শুনি গোপশূর।
ত্বরিতে আইলা বরুণপুর॥
হেরি বরুণ চরণে গীর।
ধূলি লুঠয়ে ধূসর শীর॥
সিংহাসন দেই তাহি।
পূজল কত অবধি নাহি॥
তাত লেই চলল পুর।
ব্রজজনদুখ গেও দূর॥
জীবন পাই নন্দরাণী।
প্রেমে বিভোর কিছু না জানি॥
ব্রজভূপতি চমক পাই।
নিজগণে সব কহল যাই॥
গোপীগণ পাওল সুখ।
টুটল সব বিরহ দুখ॥
আনন্দে ব্রজলোক ভাস।
হেরত সুখে মাধব দাস॥ ২০॥

নৌকাবিলাস

ভাটিয়ারি

ললিতা সখী হসিত মুখী
কহয়ে নায়্যার ঠাঞি।
বোল না কেনে তোমার মেনে
কতেক বেতন চাই॥
আমরা হইয়ে রাজার ঝিয়ারী
যদি মরিযাদা পাই।
ঝাড়িলে হাথ হবে কৃতার্থ
কিসের কাতর রাই॥
কহয়ে নেয়্যে বুঝাহ রাইয়ে
কথা কহেন একবার।
পার করি দিব বেতন না লব
এই সে কহিল সার॥

শুনি নায়্যার কথা কহিছে ললিতা
তোমার নাহিক বোধ।
উহার চরণে তোমার পরাণে
দিলে কি পাইবে শোধ॥
রাজার ঝিয়ারী আয়ানের নারী
রাধিকা যাহার নাম।
ঘাটী মাঝি সনে কহিবে কেমনে
তাহার কি ঐছন কাম॥
নায়্যা তোমার সাহস বড়।
বাওন হইয়া চাঁদ ধরিবারে
কেমনে সাহস কর॥ ধ্রু॥
একটি বোলের মূল কর যদি
ভুবনে সে ধন নাই।
না কর না কর পারে নাহি যাব
বিলাব দীনের ঠাঁঞি॥
এ বোল শুনিয়া করে কল কল
রাইবিনোদিনী হিয়া।
মাধব কহয়ে খেয়ারীর মন
তুষিব বচন দিয়া॥ ২১॥

ভাটিয়ারি

(গোয়ালিনি) বড়ই তোমার ঠাট।
বেতন না দিয়া নায়েতে চাপিয়া
যাবে মথুরার হাট॥
বেলা বয়ে যায় আসি চড় নায়
আন্ধার করিছে দেয়া।
একে ভাঙ্গা নাও তাহে দিছে বাও
কি করিয়া দিব খেয়া॥
নৌকাখানি মোর অতি নহে বড়
বুঝিয়া চাপিলে হয়।
শুন সব সই দুই জনা বই
তিন জনা নাহি সয়॥
সবে আছে দিন দণ্ড দুই তিন
তোমরা অবলা জাতি।
একে একে পার করিতে সকলে
হইবে অনেক রাতি॥
যমুনাতুফান বহে কানে কান
পার করিবারে নারি।
মনোমত পাই নৌকায় চাপাই
শুন হে গোপের নারি॥
হাসিয়া ললিতা কহিছে বচন
শুন হে খেয়ারি রায়।
বেতন পাইবে ও পারে যাইলে
মাধব এ রস গায়॥ ২২॥

ধানশী

বোলে বনমালী শুন গোয়ালিনি
কেনে পাতিয়াছ রোল।
পার করি দিব বিকিরে যাইবে
আগে ফুরাও মোর বোল॥
সমূহ রমণী নহ একাকিনী
বিবেচনা মুতে কবা।
যাহার যেমন আছয়ে পসরা
বুঝিয়া সুঝিয়া লবা।
শুন্যাছ রমণি কি বলিছি আমি
ইনা কথার কি না ফল।
যমুনা পাথারে যদি হবে পার
বুঝিয়া বেতন ফেল॥
তুমি হে কাণ্ডারী আমরা তো ভারী
দেওয়া নেওয়া ইথে কি।
দেওয়া নেওয়া জান তোমরা দু-জন
মোরা ভার বহিতেছি॥
নায়্যা কিছুই না কর খণ্ডা।
জন জন প্রতি বুঝিয়া কহিলু
পাইবে ধরমগণ্ডা॥
গোপীর বচন শুনি মনে মন
হাসে দেব বনমালী।
দ্বিজ মাধব কয় রস অতিশয়
রাধাকানুর ধামালী॥ ২৩॥

ভাটিয়ারি

দধি দুগ্ধ দেহ কিছু খায়্যা হউক বল।
পাছে করিব পারের লেখা বুঝিব সকল॥

যতেক খেয়ারি জাতি খাত্যে পাইলে হয়।
চাতুরীর কেহ নয় পিরীতে সে বয়॥
আমার খেয়াতে তোমরা সুখে হবে পার।
ক্ষুধাতে দিব যে খেয়া এ কোন বিচার॥
খায়্যা আচমন করি পুতি কেরোয়াল।
নৌকা পরে শুতি রৈল মদনগোপাল॥
রাই বলে ওগো বড়াই দেখিলে এর রঙ্গ।
বাঁশী চূড়া ধড়া টানে কেহ টানে অঙ্গ॥
উঠি রুষি নাগর তখন মনে মনে হাসে।
অপরূপ নৌকাখণ্ড কহে মাধব দাসে॥ ২৪॥

ভাটিয়ারি

কহিছে কাণ্ডারী শুন হে গোরি
তেজহ সুনীল সাড়ী।
নবঘন বলি বাড়িবে পবন
রাখিতে নারিব তুরি॥
ধনি তেজহ বসন তোর।
তরঙ্গ বাড়িবে বিষম হইবে
লা-খানি ডুবিবে মোর॥
কহিছে নাগরী শুন হে কাণ্ডারী
তুমি যে কহিলে ভাল।
নবঘন জিনি তোমার বরণ
কেমনে ঘুচাবে কাল॥
আছয়ে উপায় কহিয়ে তোমায়
যদি শোন মোর বোল।
কালিয়া মুরতি ঘুচাইবে যদি
শিরে দিয়ে ঢালি ঘোল॥
এ কথা শুনিয়া অবনত হৈয়া
রহিল চতুর নায়্যা।
দ্বিজ মাধব কহ পার করি দেহ
বিকিকিনি যায় বয়্যা॥ ২৫॥

ভাটিয়ারি

যমুনার মাঝে আসি কাঁপাইয়া নায়।
কেরোয়াল ছাড়ি কৃষ্ণ মুরলী বাজায়॥
একভিত হয়্যা নাচে দেয় করতালি।
বাহ বাহ বলি হাসে দেব বনমালী॥

তা দেখিয়া গোপীগণের ভয়ে প্রাণ কাঁপে।
রক্ষা কর রক্ষা কর উচ্চস্বরে ডাকে॥
আকুল হইয়া দ্বিজ মাধবেতে গায়।
ভাল সময় পায়্যা নায়্যা মুরলী বাজায়॥ ২৬॥

সুহই

ডুবিল ডুবিল ছলনা করি।
উচ্চস্বরে বোলে সে হরি॥
নায়ে গুড়া ঝাঁপি উঠিল জল।
ভয়েতে কাঁপয়ে নারী সকল॥
হুতাশে নিশ্বাস ছাড়য়ে রাই।
বন্ধুর গলায় ধরিল যাই॥
রাইরে লইয়া বিনোদ নায়্যা।
ঝাঁপ দিল জলে আকুল হয়্যা॥
পুরিল দোঁহার মনের আশ।
দূরেতে হেরয়ে মাধব দাস॥ ২৭॥

শ্রীরাগ

কানু মরকত তরণী হৈয়া।
ভাসিল তরুণী রাইরে লৈয়া॥
উলট কনককমলমুখী।
তা দেখি নাগর কত না সুখী॥
পীঠের উপর দোলয়ে বেণী।
যেন হেমপীঠে শোভয়ে ফণী॥
যমুনাতরঙ্গে সুরঙ্গকেলি।
সখীগণ মনে আনন্দ ভেলি॥
কহয়ে মাধব মাধবরঙ্গ।
নব নব সব যুবতি সঙ্গ॥ ২৮॥

বসন্ত বিহার

বরাড়ী

মাধব মাধবি মাধবি কুঞ্জহি
বিরচই মাধবিবেশ।
মাধবি হার বলয় করকঙ্কণ
মাধবি সুরচিত কেশ॥

দেখ সখি মাধবি রঙ্গ।
যাকর কুসুমহি সুষমহি ভুলল
মাধব মাধবি সঙ্গ॥ ধ্রু॥
যো মধুমদে উন- মত মধুকর বর
অবিরত করত ঝঙ্কার।
দ্বিজগণ ঘন ঘন মঙ্গলকলরব
তরুগণ ফলফুলভার॥
কুঙ্কুম চন্দন মৃগমদে লেপন
করু রঙ্গিণিগণ অঙ্গ।
তনু তনু অতনু সু-তনু তনু উতাপল
মাধব হেরত রঙ্গ॥ ২৯॥

মায়ূর

চূয়া চন্দন বন্দন গোরোচন
লেপই দুহুঁ জন অঙ্গ।
কুসুমশিঙ্গার কুসুমসুকুমারিক
করু সখি মাধব সঙ্গ॥
দেখ দেখ বিনোদ বিলাস।
শ্রীবৃন্দাবন নিরুপম শোভন
আনন্দে ফুল ছলে হাস॥ ধ্রু॥
কোকিল শবদে গভির গদগদ রব
কপোত শবদে সিতকার।
মুকুল পুলককুল আসব ঝর ঝর
জনু লোচনে জল-ধার॥
হেরি দুহুঁ সখি সঞে নিমগনক্রীড়নে
কত কত অতনু বিলাস।
মাধব হেরি মন আনন্দে ভুলল
আপন সহচরি পাশ॥ ৩০॥

ধানশী

চন্দনচরচিত বিরচিত বেশ।
কুসুম বকুল মালে বান্ধল কেশ॥
মাধবিকুঞ্জে রাই সখি সঙ্গ।
বিনোদবিলাসে মগন শ্যামঅঙ্গ॥
কাঞ্চনকেতকী চম্পকদাম।
ধনিঅঙ্গে বিরচল নাগর শ্যাম॥
নাগরি কুবলয়ে বিবিধ শিঙ্গার।
নাগরঅঙ্গে রচত কত আর॥
মৃগমদ চন্দন রাই অঙ্গে দেল।
শ্যামতনু কুঙ্কুম লেপন কেল॥
জনু তনু তৈছন মিলাওল বেশ।
কি কহব মাধব তাকর শেষ॥ ৩১॥

শ্রীরাধার বিরহ

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি

সুহিনী

তেজল গুরুকুলগৌরব লাজ।
তেজল গৃহ গৃহপতিক সমাজ॥
তেজল লোক নগর ঘরবসতি।
তেজল ভূষণ অশন রসপিরীতি॥
তেজল হৃষিককরণ অভিলাষ।
তেজল বদনে অমিয়াময় ভাষ॥
তেজল নয়নে নিমিষ অবিরাম।
তেজল কিশলয়শয়নক নাম॥
শুন শুন বজরকঠিন পিতবাস।
তেজল অব ধনি জীবনআশ॥
তেজল বিরহিণী সবহুঁ গেয়ান।
নবমীদশা সভে করু অনুমান॥
অব যদি যাই করহ অবসাদ।
মাধব তোহারি চরণ ধরি কাঁদ॥ ৩২॥

অষ্টকালীয় নিত্যলীলা

এক

সুহিনী

শুনিয়া বিশাখা কহে বাণী।
কি দেখি কি কহ ঠাকুরাণি॥
সখি মোর কুলবরাতিনী।
নিজ পতি বিনে নাহি জানি॥

কালি কুহু বরতি সকলে।
তাহে দিল হলদীর জলে॥
তেঞি পীত হইল বসন।
তুহু তাহে কাহে আনমন॥
বরজলম্পট শঠ কীরে।
বিম্ব ভানে দংশিল অধরে॥
পুন সে দাড়িমভান করি।
পদনখে হৃদয়ে বিদারি॥
তুহু সব অন্তরযামিনী।
জানি কাহে কহ হেন বাণী॥
এত কহি পরিণাম কেল।
শুনি হাসি ভগবতী গেল॥
মাধব আনন্দ ভেল।
পীত বসন তহি নেল॥ ৩৩॥

দুই

ধানশী

সখীগণ নিজগৃহে কয়ল সিনান।
বেশ ভূষণ সব করি নিরমাণ॥
গৃহে নিজকাজ সমাপন কেল।
রাইক মন্দিরে তুরিতহি গেল॥
হেরল শশিমুখী শয়নক মাঝ।
তুরিতহি লেয়ল শয়নক সাজ॥
আনহি মন্দিরে আনলি রাই।
মুখশোধনি লেই দাসী যোগাই॥
রতন পীঠ পর বৈঠল যাই।
হাসি হাসি মুখখানি পাখালয়ে তাই॥
মাজল দশন সুরঙ্গিমকাঁতি।
উজোরল কুন্দসুকোরকপাঁতি॥
শোধল রসনাশোধনি করি হাত।
উজলিত জনু থলকমলক পাত॥
শিতল সুগন্ধিত জল করে নেল।
গণ্ডূষে পুন পুন শোধন কেল॥
মুখানি মুছিয়া পুন তেজলি বাস।
সখি সঞে বৈঠল আনন্দনিবাস॥
কত কত কৌতুক হাস পরিহাস।
মাধব আনন্দসাগরে ভাস॥ ৩৪॥

তিন

বিভাষ

প্রাতঃকালে নিত্যকৃত্য করি পৌর্ণমাসী।
কৃষ্ণের জননীস্থানে মিলিলেন আসি॥
তারে প্রণমিয়া রাণী আশিস লইলা।
কৃষ্ণের শয়নঘরে গমন করিলা॥
হেনকালে শ্রীদামাদি যত সখাগণে।
উঠ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনি করয়ে অঙ্গনে॥
বাৎসল্যে ব্যাকুল রাণী কহে মৃদু বাণী।
উঠ পুত্র মুখপদ্ম দেখুক জননী॥
বলরামের নীলবস্ত্র কেমনে পরিলা।
গেরুয়ার দাগ ভালে কেমতে লাগিলা॥
অসময়ে ফাগু অঙ্গে কেবা তোর দিল।
হিয়ায় কণ্টকদাগ কেমনে লাগিল॥
সদাই গহনবনে করহ ভ্রমণ।
এতেক কহিতে রাণীর ঝরে দুনয়ন॥
নিছনি যাইয়ে পুত্র উঠহ এখন।
কহয়ে মাধব উঠি বসিলা তখন॥ ৩৫॥

চার

তথারাগ

দাম শ্রীদাম সে সুদাম সহিত।
আসিয়া নন্দমহলে উপনীত॥
উজ্জ্বল কোকিল মীলল তায়।
সঘনে ভাই বলি বদন বাজায়॥
ভদ্র সুভদ্র সেন বীরভদ্র।
অনুখন বচন ধরই কত ছন্দ॥
আওল সুবল গুণ জগতে অতুল।
ধীর গভীর বচন অনুকূল॥
নিরমল গৌরবরণ মুখচান্দ।
পহিরণ নীল বসন করে ছান্দ॥
সকল সখা মেলি অঙ্গনে আই।
ফুকারয়ে জাগহ ভাই কানাই॥
শুনইতে ঐছন মধুরিম ভাষ।
আনন্দে মাধব দুহি হাস॥ ৩৬॥

পাঁচ

তথারাগ

আওল রাম শুনই উতরোল।
চরণবিলম্বিত নীল নিচোল॥
সুরজত গলিত ললিত কিয়ে কাঁতি।
ঢর ঢর নয়নকমল কত ভাতি॥
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ মুরছায়।
দোহন পাত্র বেত্র ধরু তায়॥
বাম করে লেই ছাঁদন ডোর।
মাধব হেরইতে আনন্দে ভোর॥ ৩৭॥

ছয়

ভূপালী

সহচর সঙ্গহি নাগর কান।
গোধন দোহনে আওল বিহান॥
গোগণ মাঝে চলল যদুবীর।
ঘন হাম্বারবে গরজে গভীর॥
ধেনু চরণে দেই ছান্দন ডোর।
দোহত গোরস নন্দকিশোর॥
তনুতনু লাগল দুধক ধার।
মরকতে যৈছন মোতি বিথার॥
গাগরি ভরি ভরি ভার সাজাই।
ভারবাহক দেই গেহ পাঠাই॥
কো কহ গোধন দোহন রঙ্গ।
খেলই পুন সব সহচর সঙ্গ॥
শিশুগণ যুঝত করে লই দণ্ড।
তবহি আনায়ল সমরক ষণ্ড॥
কত কত কৌতুক হেরই তথাই।
শ্রবণে সুবল কহে আয়ত রাই॥
শুনইতে সচকিত নাগর কান।
তাকর সঙ্গহি করল পয়ান॥
দুহুঁ জন পন্থ নেহারত ঠারি।
কহ মাধব হাম যাঙ বলিহারি॥ ৩৮॥

সাত

ধানশী

দুরহি দূরে রহি দোঁহে দোঁহা হেরি।
চিনই না পারয়ে পুনপুন বেরি॥
কিয়ে অপরূপ দুহুঁ লখই না পারি।
চীত-পুতলি জনু দুহুঁ রহু থারি॥
খেনে অনিমিখ খেনে সনিমিখ হোই।
হেরইতে যতনে লখই নাহি কোই॥
সহচরিগণ হাসি দেখি দুহুঁ রঙ্গ।
মাধব কহ ইহ প্রেম তরঙ্গ॥ ৩৯॥

আট

ভূপালী

দুহুঁ দোঁহা দরশনে ভাবে বিভোর।
দুহুঁক নয়নে ঘন ঢরকত লোর॥
দুহুঁ তনু পুলকিত গদগদ বোল।
ঘরমহি ভীগত দুহুঁক নিচোল॥
অপরূপ দুহুঁজন ভাবতরঙ্গ।
খেনে ঘন কম্পন খেনে থির অঙ্গ॥
চলইতে চাহে দুহুঁ চলই না পারি।
কহে মাধব দুহুঁ যাঙ বলিহারি॥ ৪০॥

গোষ্ঠলীলা

নয়

কল্যাণী

বলরামের কর লৈয়া গোপালেরে সমর্পিয়া
পুন পুন বলে নন্দরাণী।
এই নিবেদন তোরে না যাবে কালিন্দীতীরে
সাবধান মোর নীলমণি॥
রামেরে লইয়া কোরে সিঞ্চয়ে আঁখির নীরে
পুনপুন চুম্বে মুখখানি।
সভার অগ্রজ তুমি তোরে কি শিখাব আমি
বাপ মোর যাইয়ে নিছনি॥
বলাই রাণীর পায়ে পুন পুন প্রণময়ে
পুনপুন রাণী কোলে করে॥
যাইতে না পারে বনে বান্ধিল রাণীর প্রেমে
কহে কথা গদগদ স্বরে॥
কিছু ভয় নাহি মনে ঘর যাই দুইজনে
সকালে খাইবা অন্নপানে।
সংবাদ পাইলে তবে আমরা খাইব সবে
মাধব কহয়ে সাবধানে॥ ৪১॥

দশ

তথারাগ

গায়ে হাত দিয়া মুখ মাজে নন্দরাণী।
স্তনখিরে আঁখিনীরে সিঞ্চয়ে অবনী॥
নন্দরায় আসি পুন করিলেন কোরে।
মুখ চুম্ব দিতে ভাসাওল আঁখি লোরে॥
মাথায় লইতে ঘ্রাণ স্থকিত হইয়া।
চিত্রপুতলি যেন রহে কোলে লইয়া॥
ঈশ্বরের নামে মন্ত্র পড়ে হস্ত দিয়া।
নৃসিংহবীজমন্ত্রমণি গলে বান্ধে লৈয়া॥
পৃথিবী আকাশ আর দশ দিগপথে।
নৃসিংহ তোমারে রক্ষা করু ভাল মতে॥
সর্ব্বত্র মঙ্গল হৈয়া পুন আইস গৃহে।
নন্দের বিকুলি কথা এ মাধব কহে॥ ৪২॥

এগার

তথারাগ

যবহুঁ বিজয় করু কান।
বায়ই বেণু নিসান॥
ঐছন ভেল ব্রজ মাহ।
ধনজীবন বন যাহ॥
কি কহব ব্রজজননেহ।
কোই না বান্ধই থেহ॥
বাল বৃদ্ধ নর নারি।
চীতপুতলি জনু ঠারি॥
সবহুঁ নয়নে বহু লোর।
গমন বিরহে সব ভোর॥
সখি সহ হেরইতে রাই।
আকুল কুল না পাই॥
পুলকে পুরল সব গায়।
থর থর কম্পন পায়॥
চন্দ্রাবলী সখি মেলি।
পদ্মা সহ তহিঁ গেলি॥
যুথে যুথে যত ব্রজ-নারি।
দুরহি দূরে রহু ঠারি॥
যব বন চলল মুরারি।
তবহিঁ পড়ল তনু ঢারি॥
নিজ নিজ সহচরি মেলি।
মন্দিরে লেই চলি গেলি॥
বিরহপয়োনিধি মাহ।
ডুবল মাধব তাহ॥ ৪৩॥

বার

তথারাগ

নিভৃতে সুবল কথা কানাইরে কহে।
গিরিতটে ধেনু বৎস কভু ভাল নহে॥
রাইয়ের সরসীকূলে ইহার নিকটে।
কি জানি বা কোন শিশু তাহাঁ যাই উঠে॥
এতেক যুগতি কথা বুঝিয়া কানাই।
কহে সভে চল যমুনার তীরে যাই॥
দেখিব কেমন শোভা যমুনার তীর।
অঞ্জলি পুরিয়া খাব সুশীতল নীর॥
এতেক বচন কহি রাখালের সাথে।
গোধন চালাঞা দিল যমুনার পথে॥
কহয়ে মাধব শোভা দেখিতে সুন্দর।
আইলা যমুনাতীরে রাম দামোদর॥ ৪৪॥

তুলসীর বন গমন

তের

তথারাগ

শুনইতে রাইক ঐছন বাণি।
ললিতা যতনহি তুলসিকে আনি॥
তাম্বুলবীড় আর কুসুমক দাম।
দেই পাঠাওল নাগর ঠাম॥
তুলসী গমন কয়ল বন মাঝ।
খোঁজই কাহাঁ নব নাগররাজ॥
নাগরশেখর সহচর মেলি।
গোধন সঙ্গে রঙ্গে করু কেলি॥
ছল করি সুবল সখা লই কান।
রাই কুণ্ডতীরে করল পয়ান॥
কুণ্ডক শোভা হেরি মন ভোর।
বৈঠল সুবল সখা করি কোর॥
রাইক পন্থ নেহারত তাই।
মনমথে আকুল কুল নাহি পাই॥

তুলসি উলসি ভৈ তৈখনে গেল।
হেরি নাগরবর হরষিত ভেল॥
নাহক অতি উতকণ্ঠিত জানি।
তুলসি কহল সব রাইক বাণী॥
কুসুমক হার হৃদয় পর দেল।
কহ মাধব সব দুখ দূরে গেল॥ ৪৫॥

শ্রীরাধার সূর্য্যপূজাচ্ছলে অভিসার

চৌদ্দ

সুহিনী

তুলসী কহল কানুক কথা।
যেমত তাহার হৃদয়ে বেথা॥
শুনি শশিমুখী বিভোর হৈয়া।
বহু উপহার যতনে লৈয়া॥
সহচরীগণ লইয়া সঙ্গে।
দেবতা পূজিতে চলিলা রঙ্গে॥
বেশ বিভূষণ রচনা করি।
কানু অনুরাগে আকুল গোরি॥
সঙ্গিনী রঙ্গিনী বরজবালা।
যৈছন চলয়ে চাঁদের মালা॥
হেরিয়া চরণনখের ছান্দে।
মদন বেদনা পাইয়া কান্দে॥
রতনমঞ্জীর ঝনন বাজে।
গমনে জিতল কুঞ্জর-রাজে॥
গগনে নিরখি অধিক বেলা।
মাধব তুরিতে লইয়া গেলা॥ ৪৬॥

পনর

তথারাগ

যে পথে নাগর শিরোমণি।
সে পথে চলিলা সুবদনি॥
নাগর সহচর মেলি।
গোঠহি করু কত কেলি॥
ধেনুচরণে দেই ছন্দ।
দোহন করু অনুবন্ধ॥
গোরসময় সব অঙ্গ।
তমালহি মোতিম রঙ্গ॥
মুটকি মুটকি ভরি ঢারি।
সুবল সখা সহকারি॥
দূর সঞে হেরল রাই।
হেরি মাধব বলি হারি যাই॥ ৪৭॥

ষোল

সুহই

বিরা বৃন্দাদেবী তবে তথাই আইলা।
রাইকে বিরস দেখি কহিতে লাগিলা॥
কহ ধনি কাহে লাগি মলিন বয়ান।
কুণ্ডক তীরে মিলহ বর কান॥
শুনি উলসিত ধনি দুখ গেল দূর।
তবহিঁ ভকতি করি প্রণমিল সূর॥
গজবরগমনে চলিল ধনি রাই।
কুণ্ডক তীরে মিলিল তব যাই॥
সহচরিগণ লেই তোড়ই ফুল।
মাধব কহ বিধি ভেল অনুকূল॥ ৪৮॥

ঝুলনলীলা

সতর

তথারাগ

বৃন্দাদেবীবিরচিত কুসুমহিন্দোলা।
তাহাতে বসিলা অতি আনন্দে বিভোলা॥
রাইকানু সমুখা সমুখি মুখ হেরে।
ললিতা বিশাখা সখী ঝুলায় দোহাঁরে॥
হেরইতে সখীগণ দুহুঁ মুখচন্দ।
নাচত কোই গাওয়ে পরবন্ধ॥
খেনে অতি বেগে ঝুলয়ে খেনে মন্দ।
জলদে বিজুরি জনু ঐছন ছন্দ॥
দুহুঁ পর কুসুম বরিখে সখি মেলি।
হেরই মাধব দুহুঁজনকেলি॥ ৪৯॥

যুগলের নৃত্য

আঠার

শঙ্করাভরণ

মধুর বৃন্দাবনে নাচত কিশোরি কিশোর।
দুহুঁ অঙ্গ হেলাহেলি দুহুঁদোহাঁ মুখহেরি
দুহুঁরসে দুহুঁ ভেল ভোর॥ ধ্রু॥
শিরে শিখণ্ড বেণি মত্ত মউর ফণি
উরে লম্বিত বনমাল।
চৌদিগে ব্রজবধু পঞ্চম গাওত
আনন্দে দেই করতাল॥
দোলত কুণ্ডল নীলপীত অঞ্চল
নূপুরকিঙ্কিণী বোল।
ডম্ফ রবাব খমক সরমণ্ডল
দশ দিশ প্রেম হিলোল॥
চৌকি চলত ধনি উলসিত মেদিনী
সুরকুল হেরিয়া বিভোর।
কহ মাধব দাস পূরল মনের আশ
হেরি হেরি যুগলকিশোর॥৫০॥

উনিশ

তথারাগ

করে কর মণ্ডিত মণ্ডলি মাঝ।
নাচত নাগরি নাগররাজ॥
বাজত কত কত যন্ত্র সুতান।
কত কত রাগমান করু গান॥
কত কত অঙ্গভঙ্গ করকম্প।
চালয়ে চরণ সুমঞ্জীর ঝম্প॥
কঙ্কণকিঙ্কিণী বলয়নিসান।
অপরূপ নাচত রাধা কান॥
জনু নবজলধরে বিজুরিক ভাতি।
কহ মাধব দুহুঁ ঐছন কাঁতি॥ ৫১॥

কুড়ি

শ্রীরাগ

সখীগণ মেলি করতহি গান।
কানু গায়ত ধনি ধরতহিঁ তান॥
কত কত যন্ত্র সুমেলি করি।
বাওত কোই সখী তাল ধরি॥
কত কত রাগিণী করত সঞ্চার।
রাগ আলাপয়ে কত পরকার॥
কালিন্দীতীরে করত বিহার।
হেরইতে মাধব প্রেম বিথার॥ ৫২॥

হোলীলীলা

একুশ

তথারাগ

সময় জানি তব কাননদেবি।
ইঙ্গিতে বনহুঁ বসন্তহিঁ সেবি॥
গন্ধচূর্ণ বহু আনল তাই।
সব সখিগণ দেখি লেওল ধাই॥
মণিময় কতশত পিচকারি আনি।
সহচরীগণে কহে গদগদ বাণী॥
এক এক করি সব সহচরী নেল।
শত শত কুসুমগেন্দু পুন দেল॥
কুসুমক বারি ঝারি ভরি আনি।
তাহে মিশাওল মৃগমদপানি॥
ভরি পিচকারি কানু তাহা নেল।
হেরইতে মাধব হরষিত ভেল॥ ৫৩॥

বাইশ

বসন্তরাগ

হোলির প্রকার যৈছে করে তৈছে লীলা।
বহু গন্ধচূর্ণ বস্ত্রঅঞ্চলে বান্ধিলা॥
কিঙ্কিণী শৃঙ্খল দিয়া করিলা বন্ধন।
আরম্ভ করিলা গীত কামউদ্দীপন॥
সভে গন্ধ চূর্ণ দেই কৃষ্ণের উপরে।
পুষ্পের কন্দুক লইয়া কেহ কেহ ডারে॥
মণিময় পিচকারি ধরি সখীগণে।
পুষ্প গন্ধজলে তাহা করিয়া পূরণে॥
সভে মেলি সিঞ্চয়ে গোবিন্দ কলেবর।
সুবল মঙ্গল মধু কৃষ্ণসহচর॥
খেলিতে খেলিতে সভে হইলা বিভোল।
কহয়ে মাধব অতি সুমধুর বোল॥ ৫৪॥

তেইশ

বসন্ত

সহচরিগণ করে ধরে পিচকারি।
কানুর অঙ্গেতে দেই সুরভিত বারি॥
বহুবিধ গন্ধচূরণ করে নেল।
শ্যামর অঙ্গে সব সখিগণে দেল॥
অনঙ্গরঙ্গিম গাওত গীত।
বায়ত ডম্ফ কানু মনোনীত॥
কত কত রাগ তব করয়ে আলাপ।
গন্ধহিঁ দশ দিশ সকলি বেয়াপ॥
সুবল সখা লেই নাগর কান।
ঘন চূরণ দেই সবহুঁ নয়ান॥
সুবদনি হেরইতে গোকুলবীর।
মৃগমদে সিঞ্চই সকল শরীর॥
ঐছন নিতি নিতি করয়ে বিলাস।
হেরি মাধব সুখসায়রে ভাস॥ ৫৫॥

চব্বিশ

ধানশী

জলকেলি অবসানে উঠি সব সখীগণে
স্নান করি পহিরল বাস।
রাই কানু দোহেঁ লৈয়া বসন ভূষণ দিয়া
গেলা সভে নিকুঞ্জ আবাস॥
দুহুঁদোহাঁ বেশ করি মুখ চাহে ফিরি ফিরি
ছলে বলে করয়ে চুম্বন।
ধনী তাহে নতমুখী দেখিতে নাগর সুখী
আনন্দে ভাসয়ে সখীগণ॥
অপরূপ দুহুঁ জনলেহ।
পরাইয়া বিভূষণ নীছই তনুমন
এক জীবন এক দেহ॥ ধ্রু॥
সখীগণ কুঞ্জমাঝে বেশ করে নিজেনিজে
হরিষে হেরয়ে দুহুঁমুখ।
কহয়ে মাধবদাস পূরিল মনের আশ
ঘুচিল আমার মনদুখ॥ ৫৬॥

পাশা খেলা

পঁচিশ

ধানশী

বৃন্দা কুন্দলতা দোঁহে মেলি।
বাঢ়াওত দুহুঁজন কৌতুক কেলি॥
সখিগণে থির করি কহে পুন বাণী।
ঐছনে হারি জীত নাহি মানি॥
নিজ অঙ্গপণে পাশা খেল পুনর্বার।
হারিজীত তব করব বিচার॥
এত শুনি দোঁহে পুন বৈঠল তাই।
ষোড়শ দ্বাদশ দশ দান নিল রাই॥
সাতা দুয়া চৌ পঞ্চ দান নিল কান।
তাক ততহুঁ অঙ্গ যাক যত দান॥
ঐছে বিচারি খেলয়ে দুহুঁ মেলি।
মাধব আনন্দে নিমগন ভেলি॥ ৫৭॥

শুক কর্তৃক কৃষ্ণগুণ গান

ছাব্বিশ

কল্যাণী

পঢ়ত কীর অমিয়া গীর
ঐছন বচনপাঁতিয়া।
কোটি কাম শ্যাম ধাম
নবিননিরদকাঁতিয়া॥
বিজুরিজাল বসন ভাল
রতন ভূষণ শোভয়ে।
আজানুঅন্তি বৈজয়ন্তি
মালে মধুপ লোভয়ে॥
চন্দ্র কোটি করল ছোটি
ঐছন বদন ইন্দুয়া।
মুকুতাপাঁতি দশনকাঁতি
বচন অমিয়া সিন্ধুয়া॥
কামচাপ যুবতিকাঁপ
করয়ে ভাঙ ভঙ্গিমা।
গোরিবদন চুম্বনসদন
ঐছে অধর রঙ্গিমা॥

জানুলম্বিত বাহু ললিত
করভকরক ভাতিয়া।
ও থলকমল জিনি করতল
অঙ্গুলে চন্দ্র পাঁতিয়া॥
গোপীপটল কুচমণ্ডল
লম্পট কর কম্পনা।
বলয়া মণি ভূষণ বনি
কঙ্কণ তাহে ঝঙ্কণা॥
হৃদয় পীন মাঝ খীন
তাহে ত্রিবলিবন্ধনা।
মরকতমণি- স্তম্ভ জিনিয়া
জঘন জানু ছন্দনা॥
বল্লবী পরি- রম্ভণ করি
নটনরঙ্গে চঞ্চলে।
নূপুররাব সতত গাব
পরশিয়া পটঅঞ্চলে॥
নব রঙ্গিম পদভঙ্গিম
অঙ্গুলে নখচান্দ।
মাধব ভণ রমণীমন
চকোর নিকর ফান্দ॥ ৫৮॥

শারীমুখে শ্রীরাধার গুণবর্ণন

সাতাশ

তুড়ী

শারী পড়ত অতি অনুপ
যৈছনে রসঅমৃত কূপ
রাধা রূপ বর্ণনা।
তপতকাঞ্চন চম্পার ফুল
তাহে কি করিব বরণ তুল
ভূষিতাগুরু চন্দনা॥
চাঁচরচিকুরে বেণি সাজ
হেরিতে কালসাপিনী লাজ
সীথে রতন কাঞ্চনে।
ততহিঁ রচিত সিন্দুররেখ
অলকাবলিত চিত্রলেখ
কাম যন্ত্র রঞ্জনে॥
কামধনুক ভাঙ বাণ
নয়নপলকে মোহিত কান
চিবুকে কস্তুরিবিন্দুয়া।
বদন জিতল শরতচাঁদ
মদনমোহনমোহন ফাঁদ
দশন কুন্দনিন্দুয়া॥
কনককরভ করক ছন্দ
নিন্দি ললিত ভুজক বন্ধ
বলয়াবলি কঙ্কণা।
তাহে করতল অতি রাতুল
জিতল অরুণ জবার ফুল
ললিত রেখ অঙ্কনা॥
নখরমুকুর করঅঙ্গুলি
জিতল কিয়ে চম্পককলি
মণিঅঙ্গুরি শোভয়ে।
উচকুচযুগ ঐছন হেরু
উঠত কিয়ে কনক মেরু
গিরিধরমন মোহয়ে॥
লোমাবলি নাভিসরসি
কানুক মনোমীন বঁড়শি
না খায় আহার ডুবয়ে।
মাঝখীন ভাঙ্গি পড়ত
কিঙ্কিণিজালে বান্ধি রাখত
নাহি গিরত ভুবয়ে॥
কনককদলিসম্পুট মাঝ
কানুক চিতরতন রাজ
ঢাকল উরু পর্ব্বয়া।
অরুণ চরণে মঞ্জীর বাজ
গতি জিতি কিয়ে কুঞ্জর রাজ
নখমণি বিধু খর্ব্বয়া॥
মৃগমদ গুরু চন্দনে চন্দ
জীতল ধনিঅঙ্গগন্ধ
শ্যাম ভ্রমর ধাবই।
মাধব ভণ তেজি ফুলবন
ঘুরি বুলত ভোরল মন
চরণনিয়ড়ে গাবই॥ ৫৯॥

সূর্য্যপূজা

আটাশ

সুহই

জটিলাগমন কথা শুনি সশঙ্কিত।
সূর্য্যের মন্দিরে সভে হৈলা উপনীত॥
প্রবেশিলা সভে সূর্য্যমন্দির ভিতরে।
হেনকালে তথা আসি জটিলা উতরে॥
দিনমণি প্রণমিতে আইলা জটিলা।
দেখে বসিয়াছে যত আভীরীর বালা॥
কুন্দলতা দেখি কথা কহে ব্যাজ কেনে।
কুন্দলতা কহে বিপ্র না পাই এখানে॥
জটিলা কহয়ে কৈনে কোথা গেল বটু।
কুন্দ কহে গেল তব কথা শুনি কটু॥
আর এক বিপ্র আছে গর্গ মুণির শিষ্য।
জটিলা কহয়ে তবে আনহ অবশ্য॥
শুনি কুন্দলতা গেল ব্রাহ্মণ আনিতে।
মাধব চলিল তার পাছেতে পাছেতে॥ ৬০॥

ঊনত্রিশ

ভাটিয়ারি

মিত্র পূজাইয়া বিশ্বশর্ম্মা দ্বিজরাজ।
বটুরে লইয়া সাধিলেন নিজ কাজ॥
মুদ্রা সহিতে বটু নৈবেদ্য বান্ধিলা।
বিদায় হইয়া দোঁহে কাননে চলিলা॥
সখাগণ মাঝে কৃষ্ণ যাইবার তরে।
ব্রাহ্মণের বেশ সব করিলেন দূরে॥
চূড়া বান্ধি বেত্র বাঁশী লইলেন হাতে।
কৌতুকে মিলিলা সব সখার সহিতে॥
বটুর অঞ্চলে বান্ধা নৈবেদ্য দেখিয়া।
খোলয়ে রাখাল সব চৌদিগে ঘেরিয়া॥
বলরামের ইঙ্গিতে সকল সখাগণ।
নৈবেদ্য সহিতে নিল তাহার বসন॥
ক্রোধে শাপ পাড়ে বটু কৃষ্ণ করে মানা।
তবে তারে বস্ত্র দিল করি বিড়ম্বনা॥
কৃষ্ণ লৈয়া সখাগণ নানা ক্রীড়া করে।
অপরাহ্ণ হৈল বলি মাধব ফুকারে॥ ৬১॥

ত্রিশ

তথারাগ

কুন্দলতা আসি তবে রাইকর লৈয়া।
জটিলার হাতে হাতে দিলা সমর্পিয়া॥
তবে সে জটিলা সভার করিলা সম্মান।
বসাইয়া সভারে দেওল গুয়াপান॥
সানন্দে আদর করি বিদায় করিলা।
জটিলা বন্দিয়া সভে নিজালয়ে গেলা॥
সুবদনী আসি নিজমহলে বসিলা।
মাধব ভণে দাসীগণে সেবিতে লাগিলা॥৬২॥

একত্রিশ

পূরবী

সুগন্ধি সলিলে রাই সিনান করিল।
বসন ভূষণ পরি বেশ বনাইল॥
বহুবিধ উপহার রচনা করিয়া।
রাখিল বন্ধুর লাগি থালীতে ভরিয়া॥
কানুআগমন জানি উৎকণ্ঠিত হিয়া।
অট্টালিকা উপরে চড়িলা সখী লৈয়া॥
সখাগণ সঙ্গে করি নন্দের নন্দন।
ধেনুগণ লৈয়া ঘরে করিলা গমন॥
গোখুরের ধূলি উঠে গগনমণ্ডলে।
হাম্বা হাম্বা রব শুনি ধাইল সকলে॥
কহয়ে মাধবদাস কানুআগমন।
ঘন শিঙ্গাবেণুরবে ভরিল গগন॥ ৬৩॥

গোষ্ঠ হইতে গৃহাগমন

বত্রিশ

তথারাগ

গোধূলিধূসর শ্যামরঅঙ্গ।
আওল সকল সখাগণ সঙ্গ॥
ব্রজবধূগণ করু জয়জয়কার।
হেরইতে সুবদনী মদনবিকার॥

নয়নে নয়নে কত ভাবতরঙ্গ।
সময় না বুঝত উমত অনঙ্গ॥
সুবল সখা তব লেই চলু কান।
সহচরগণ ঘর করল পয়ান॥
গোঠহিঁ গোগণ কয়ল প্রবেশ।
গোপগণে দোহনে কয়ল নিদেশ॥
শ্যামবামকর ধরি বলরাম।
যশোমতী চরণে কয়ল পরণাম॥
যতনহি যশোমতী দুহুঁ করু কোর।
ঝর ঝর স্তনখীর নয়নক লোর॥
দুহুঁমুখ চুম্বয়ে গদগদভাষ।
গোপতে নেহারত মাধবদাস॥ ৬৪॥

তেত্রিশ

ধানশী

রাজসভা মাহ , বৈঠল ব্রজপতি
সহোদরগণ লই সাথ।
কোই কোই চামর ঢুলায়ত মৃদু মৃদু
কোই ছত্র ধরু মাথ॥
আওল কানু বলরাম।
শির পর সুরঙ্গ পাগ মনোহর
যৈছনে দুহুঁ নবকাম॥
ব্রজপতি কোরহি লেয়ল দুহুঁজন
চুম্বন কয়ল বয়ান।
সমুখহি নর্ত্তক বাদক গায়ক
যন্ত্র মেলি করু গান॥
পড়য়ে বন্দিগণ ছন্দ মনোহর
উজ্জলিত শত শত দীপ।
সকল সভা জন চীত চোরায়ত
মাধব হেরত সমীপ॥ ৬৫॥

চৌত্রিশ

তথারাগ

দুহুঁজন গুণিগণে বহুধন দেল।
জননীনিদেশহি মন্দিরে গেল॥
ব্রজপতি সকল সহোদর সঙ্গে।
ভোজনমন্দিরে আওল রঙ্গে॥
সেবক খসায়ল ভূষণ বাস।
সুতমুখ হেরি হেরি বাড়য়ে উল্লাস॥
সভে মেলি ভোজনে বৈঠল ব্রজভূপ।
কত উপহার অন্ন ব্যঞ্জন অনুপ॥
রোহিণি দেবি পরিবেশয়ে তায়।
কানু না খাওত আলস গায়॥
ব্রজপতিদম্পতি বিকল পরাণ।
যশোমতী কোরে করি লেয়ল কান॥
দাসগণ জল দেই আচমন কেল।
কহ মাধব নিজ মন্দিরে গেল॥ ৬৬॥

পঁয়ত্রিশ

তথারাগ

অট্টালিকা উপরে উঠিলা তবে কানু।
তুঙ্গ মন্দিরে ধনি পুলকিত তনু॥
দূরে দূরে দুহুঁ জন দরশন পায়।
অবশ হইলা তনু ধরণে না যায়॥
কানু কহে হেরি কি উদয় ভেল চাঁদ।
কিয়ে মঝু লোচন পিরীতিক ফাঁদ॥
ঐছনে দুহুঁ দোহাঁ হেরি মুখবিধু।
দুহুঁ জন নয়ন চকোর পিয়ে শীধু॥
দুহুঁ তনু কাঁপয়ে দুহুঁ মুখে হাস।
দুহুঁজন কহে তব গদগদ ভাষ॥
সখি কহে কি দেখহ সুবদনি রাই।
ধনি কহে নন্দমহল দিশ চাই॥
সখি কহে শশিধ্বজ উড়য়ে বায়।
তুহুঁ বুঝি হেরিয়া কানু কহ তায়॥
ধনি কহে যছু ধ্বজে শিখিশশী হোয়।
হেরহ সোই নেহারই মোয়॥
এত কহি দুহুঁ দুহুঁ পুনপুন হেরি।
যতনহি মন্দিরে পৈঠল ফেরি॥
সময় জানি কহে মাধব তায়।
নাগররাজ বন মাহা যায়॥ ৬৭॥

গোবিন্দ আচার্য্য

শ্রীগৌরচন্দ্র

ভাটিয়ারি

গৌরাঙ্গ পতিতপাবন অবতারী।
কলিভুজঙ্গম দেখি হরিনামে জীব রাখি
আপনি হইলা ধন্বন্তরি॥
কলিযুগে চৈতন্য অবনী করিলা ধন্য
পতিতপাবন যার বাণা।
পুরবের রাধা ভাবে গৌরাঙ্গ হইলা এবে
নিজ রূপ ধরি কাঁচা সোণা॥
গদাধর আদি যত মহামহা ভাগবত
তারা সব গোরাগুণ গায়।
অখিলভুবনপতি গোলোকে যাহার স্থিতি
হরি বলি অবনী লোটায়॥
সোঙরি পুরবগুণ মুরছয়ে পুন পুন
পরশে ধরণী উলসিত।
চরণকমল কিবা নখর উজরশোভা
গোবিন্দদাস সে বঞ্চিত॥ ১॥

মল্লার

দেখ অপরূপ গৌরচরিত
কে তাহে উপমা দিবে।
প্রেমে ছল-ছল নয়ানযুগল
ভকতি যাচয়ে জীবে॥
মেরু জিনি অঙ্গ গমন মাতঙ্গ
রূপ জিনি কোটি কাম।
না জানি কি ভাবে আপাদমস্তক
পুলকে জপয়ে শ্যাম॥

গৌরবরণ সুধাময় তনু
কিরণ ঠামহি ঠাম।
ভক্ত হেরি হেরি সবে দয়া করি
যাচত হরির নাম॥
গোবিন্দদাসক চীত উনমত
দেখিয়া ও মুখচাঁদে।
মায়ের স্তন ছাড়ি দুধের বালক
গোরা গোরা বলি কান্দে॥ ২॥

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ

বিহাগড়া

লাখবাণ কাঁচা হেম জিতি দ্যুতিপুঞ্জ আনি
মিলাইয়া বিজুরির রেহে।
বিহি অতি বিদগধ অমিয়ার সাচে ভরি
নিরমিলা গৌর সুদেহে॥
সজনী ইহ অপরূপ গোরা রাজে।
রসময়জলধি মাঝে নিতি মাজল
সাজাওল লাবণি সাজে॥ ধ্রু॥
কোটি কোটি কিয়ে শরদসুধাকর
নিরমঞ্ছল মুখ-ছাঁদে।
জগমনমথন সঘনে রতিনায়ক
নাগর হেরি হেরি কান্দে॥
ঝলমল অঙ্গ- কিরণ মণিদরপণ
দীপদিপতি করু শোভা।
অতয়ে সে নিতি নিতি গোবিন্দদাস মনে
লাগল লোচনলোভা॥ ৩॥

° লাখবাণ (লক্ষবার আগুনে পোড়াইয়া যাহার পরীক্ষা হইয়াছে) কাঁচা সোনার জ্যোতিকে পরাস্ত করিয়াছে যে দ্যুতি, তাহাকেই কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহাতে বিজলীর রেখা মিলাইয়া সেই দ্যুতিপুঞ্জকে সুধার ছাঁচে ঢালিয়া অতি সুরসিক বিধি শ্রীগৌরাঙ্গের এই সুন্দর দেহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। সজনি, এখানে অপরূপ গৌরাঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। (বিধি) রসপূর্ণ সমুদ্রে নিত্য পরিমার্জ্জন করিয়া (গৌর-দেহকে) লাবণ্যের সাজে সাজাইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ কোটি কোটি শরতের চাঁদকে নির্মঞ্ছন করিয়াছে। জগতের লোকের মনমথনকারী মন্মথ গৌর নাগরকে দেখিয়া অবিরত কাঁদিতেছে। ঝলমল অঙ্গে কিরণের শোভা মণিদর্পণের দীপ্তিকেও উজ্জ্বল করে। এই জন্যই নিত্য নিত্য গোবিন্দদাসের মনে ঐ লোচনশোভন রূপ লাগিয়াছে।

তথারাগ

দেখ দেখ নাগর গৌরসুধাকর
জগতআহ্লাদনকারী।
নদীয়াপুরবর- রমণীমণ্ডল-
মণ্ডন গুণমণিধারী॥
সহজেই রসময় সহচর উড়ুগণ
মাঝে বিরাজিত নাগররাজ।
মদন পরাভব বদনহাস দেখি
বিরসই রঙ্গিণিগণভয় লাজ॥
ভকতবৃন্দচিত কৈরব ফুল্লিত
নিশিদিশি উদিত হিয়াক বিলাসে।
রসিয়া রমণিচিত- রোহিণিনায়ক
অনুখন পূরল না রহ হ্রাসে॥
ঐছে বিলাস প্রকাশ বিনোদই
বিলসই উলসই ভাবিনিভাব।
পদপঙ্কজ পর গোবিন্দদাসচিত
ভ্রমরী কি পাওব মাধুরিলাভ॥ ৪॥

ভূপালী

এ তনু সুন্দর গৌরকিশোর।
হেরইতে নয়নে বহয়ে প্রেমলোর॥
জানুলম্বিত ভুজ তাহে বনমাল।
তহিঁ অলি গুঞ্জই শব্দ রসাল॥
লোল বিলোকনে নয়ন হিলোর।
রসবতি হৃদয়ে বান্ধল প্রেমডোর॥
পুলক পটল বলয়িত ছিরি অঙ্গ।
প্রেমবতি আলিঙ্গিতে লহরী তরঙ্গ॥
গোবিন্দদাস আশ করু তায়।
গৌরচরণনখকিরণ ছটায়॥ ৫॥

তথারাগ

বিহির কি রীতি পিরীতি আরতি
গোরারূপে উপজিল।
যাহার এ পতি সেই গুণবতী
আনে সে ঝুরিয়া মৈল॥
সজনি কাহারে কহিব কথা।
নিরবধি গোরা- বদন দেখিয়া
ঘুচাব মনের বেথা॥ ধ্রু॥
সে গোরাগায় কিরণ ছটায়
নিন্দয়ে কতেক চাঁদে।
গলায় রঙ্গণ- কলিকার মালা
নারীমনবান্ধা ফান্দে॥
বাহুর বলনি অঙ্গের হেলনি
মন্থর চলনিছান্দে।
আছুক আনের কাজ কি মদন
বিনায়ে বিনায়ে কান্দে॥
শ্রবণে সোণার মকরকুণ্ডল
রঙ্গিণীপরাণ গিলে।
গোবিন্দদাস কহয়ে নাগর
হারাই হারাই তিলে॥ ৬॥

বেলোয়ার—কন্দর্প

লাখবাণ কনক কষিল কলেবর।
মোহন কিবা সে রূপ সুমেরুশিখর॥
ভুবনমোহন কিয়ে নয়ানসন্ধান।
অলখে রমণী মনে করয়ে বন্ধান॥
দেখ রে মাই সুন্দর শচিনন্দন।
আজানুলম্বিত ভুজ বাহু সুবলনা॥ ধ্রু॥
ময়মত্ত হাতি ভাতি চরণ চলনা।
মালতীর মালা গোরাঅঙ্গেতে দোলনা॥
শরদ ইন্দু জিনি সুন্দর বয়না।
প্রেম আনন্দে পরিপূরিত নয়না॥
পদ দুই চারি চলত ডগমগিযা।
থির নাহি বান্ধে পড়ত পহুঁ ঢলিয়া॥
গোবিন্দদাস কহে গোরা বড় রঙ্গিয়া।
বলিহারি যাঙ মুঞি সঙ্গের অনুসঙ্গিয়া॥ ৭॥

বরাড়ী

আর এক দিন গৌরাঙ্গসুন্দর
নাহিতে দেখিলুঁ ঘাটে।
কোটি চাঁদ জিনি বদন সুছান্দ
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
কিবা সে অমল কমল আয়ত
তেরছ নয়ানে চায়।
বারেক দেখিয়া কোন সে যুবতি
পরাণ ফিরিয়া পায়॥

ঢল ঢল কাঁচা সোণার বরণ
লাবণি জলেতে ভাসে।
যুবতী উমতি আউদড় কেশে
রহই পরশ-আশে॥
আধ কুন্তল লোটন পিঠেতে
সোণার কুণ্ডল কানে।
মুখ মনোহর বুক পরিসর
কেনা কৈল নিরমাণে॥
সজল বসন নিতম্ব লম্বন
আই কি হেরিলুঁ যে।
কামের পাটেতে রতির বিলাস
কহি মুরছিল সে॥
সিংহের শাবক জিনিয়া মাঝারি
উলটি কদলী উরু।
গোবিন্দদাস কহই বিষম
কামের কামান ভুরু॥ ৮॥

অভিষেকলীলা

ধানশী

সুরধুনি বারি ঝারি ভরি ঢারই
পুন ভরি পুন ভরি ঢারি।
কো জানে কাহে লাগি অভিসিঞ্চই
লীলা বুঝই না পারি॥
হেরইতে মঝু মনে লাগি রহু।
সীতাপতি শ্রীঅদ্বৈত পহুঁ॥ ধ্রু॥
নব নব তুলসী মঞ্জুল মঞ্জরী
তাহি দেই হাসি হাসি।
কবহুঁ গৌর পিত শ্যামর লোহিত
সু মুরতি পরকাশি॥
ডাহিনে রহু পুরু- ষোত্তম পণ্ডিত
কামদেব রহুঁ বাম।
অপরুপ চরিত হেরি চমকিত
গোবিন্দদাস গুণগাম॥ ৯॥

ভৈরবী

আজু শচিনন্দন নব অভিষেক।
আনন্দকন্দ নয়ন ভরি দেখ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত মিলিয়া রঙ্গে।
গাওত উনমত ভকতহিঁ সঙ্গে॥
হেরইতে নিরুপম কাঞ্চনদেহা।
বরিখয়ে সবহুঁ নয়নঘনমেহা॥
নিরখিতে পুনহি গোরা মুখ ইন্দু।
উছলল প্রেম সুধারস সিন্ধু॥
ত্রিজগত পুরল প্রেমতরঙ্গে।
বঞ্চিত গোবিন্দদাস পরসঙ্গে॥ ১০॥

নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ

শ্রীগান্ধার

নাচে শচীনন্দন দেখেন শ্রীসনাতন
গান করে স্বরুপ দামোদর।
গায় রায় রামানন্দ মুকুন্দ মাধবানন্দ
বাসুঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর॥
প্রভুর দক্ষিণ পাশে নাচে নরহরি দাসে
বামে নাচে প্রিয় গদাধর।
নাচিতে নাচিতে প্রভু আউলাইয়া পড়ে কভু
ভাবাবেশে ধরে দোঁহার কর॥
নিত্যানন্দমুখ হেরি বলে পহুঁ হরি হরি
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে উচ্চস্বরে।
সোঙরি শ্রীবৃন্দাবন প্রাণ করে উচাটন
পরশ করয়ে রায়ের করে॥
শ্রীবাস হরিদাস নাচে গায় প্রেমোল্লাস
প্রভুর সাত্ত্বিক ভাবাবেশ।
ইহ রস প্রেমধন পাওল জগ-জন
গোবিন্দ মাগয়ে এক লেশ॥ ১১॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

বিশাখার উক্তি

তথারাগ

রাধে দেখ এক মুরতি মোহন।
অনেক যতন করি লিখিয়া এনেছি গো
এক মনে কর দরশন॥

কানড়া-কুসুম জিনি দলিত অঞ্জন গো
নব জলধর জিনি ছটা।
কটিতে কিঙ্কিণী পীতাম্বর পরিধান গো
ভালে শোভে চন্দনের ফোঁটা॥
চাঁচর চিকুর চূড়ে শিখিপুচ্ছ উড়ে গো
গলে দোলে বিনোদ বনমালা।
বিম্বাধরে বংশী লয়ে কত তান গায় গো
চরণে নূপুর করে আলা॥
আর কত ভঙ্গী তার লিখিতে নারিনু গো
লিখিব কতেক পরকার।
গোবিন্দদাস কহে ঐ সে উচিত গো
করিতে গলার মণিহার॥ ১২॥

শ্রীরাধার উক্তি

যথা

কি রূপ দেখিনু মধুর মূরতি
পিরিতিরসের সার।
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক তার॥
বড় বিনোদিয়া চূড়ার টালনি
কপালে চন্দন চান্দ।
জিনি বিধুবর বদন সুন্দর
ভুবন-মোহন ফান্দ॥
নব জলধর রসে ঢরঢর
বরণ চিকণ কালা।
অঙ্গের ভূষণ রজত কাঞ্চন
মণি মুকুতার মালা॥
জোড়াভুরু যেন কামের কামান
কেনা কৈল নিরমাণ।
তরল নয়নে তেরছ চাহনি
বিষম কুসুম বাণ॥
কি কাল কাজর কালিন্দীর জল
কাল উতপল দাম।
নীল নবঘন নহে নিরুপম
বরণ চিকণ শ্যাম॥
কত পরকারে দেখিনু তাহারে
লখিতে নারিনু কি।
মোর বোলে যদি নহে পরতীত
চল দেখাইয়া দি॥
মণি আভরণ রতন নূপুর
পিন্ধন পিয়ল বাস।
রাতা উতপল চরণ যুগল
নিছনি গোবিন্দদাস॥ ১৩॥

শ্রীরাগ

চিকণ কালা গলায় মালা
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়ানে চায়॥
কালিন্দীর কূলে কি পেখনু সই
ছলিয়া নাগর কান।
ঘর মু যাইতে নারিনু সই
আকুল করিল প্রাণ॥
চাঁদ ঝলমলি ময়ূরের পাখা
চূড়ায় উড়য়ে বায়।
ঈষৎ হাসিয়া মোহন বাঁশরী
মধুর মধুর বায়॥
রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
কেলি-কদম্বের হেলা।
কুলবতী সতী যুবতী জনার
পরাণ লইয়া খেলা॥
শ্রবণে চঞ্চল মকর-কুণ্ডল
পিন্ধন পিয়ল বাস।
রাতা উতপল চরণযুগল
নিছনি গোবিন্দদাস॥ ১৪॥

শ্রীরাগ

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈসত হাসির তরঙ্গহিলোলে
মদন মুরছা পায়॥
সে শ্যাম নাগরে কি খেনে দেখিনু
ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেন বা সদাই ঝুরে॥

হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ানকটাখে বিষমবিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥
মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন- ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয়ে পরিণামে
দাস গোবিন্দ কয়॥ ১৫॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

ধানশী

যমুনা যাইতে পথে রসবতী রাই।
দেখিয়া বিদরে হিয়া সোয়াস্ত না পাই॥
কিবা খণে আলো সখি দেখিলুঁ তাহারে।
সে রূপলাবণি নাচে নয়ান উপরে॥
মেলিয়া দীঘল কেশ ফেলিয়া নিতম্বে।
চলে বা না চলে ধনী রস অবলম্বে॥
তাহে মুখ মনোহর ঝলমল করে।
কাম চামর বায় পূর্ণ শশধরে॥
তহি শ্রমে বিরাজয়ি ঘাম বিন্দু বিন্দু।
মুকুতা-ভূষিত জনু পূর্ণিমিক ইন্দু॥
ফুয়ল নীলিম বাস রহে আধ উরে।
হেমগিরি মাঝে জনু নব জলধরে॥
উর আধ পরে দোলে মুকুতার হার।
সুধার সায়রে জনু সুরধুনী ধার॥
মঝু মন রহত কি করত সিনান।
গোবিন্দদাস কহ তুমি পরমাণ॥ ১৬॥

শ্রীরাধার রসোদ্গার

সুহই

অবলা কি জানি গুণ ধরে।
রসিকমুকুটমণি নাগর হইয়া গো
এত না আদর কেনে করে॥ ধ্রু॥
মোর অঙ্গসঙ্গ আশে লালসা পাইয়া বৈসে
রসে পহুঁ বোলে জিলুঁ জিলুঁ।
নিজ অনুগত জনে গণিয়া রাখিহ মনে
এ তনু তোমারে দিলুঁ দিলুঁ॥
আউলাঞা কবরীভার বেশ করে বারে বারে
বসন পরায় কুতূহলে।
বসাঞা আপন উরে নূপুর পরায় মোরে
চরণ পরশে কর-তলে॥
বঁধুয়া বলয়ে ধনি কালিয়াকস্তুরী খানি
ও রাঙ্গা চরণতলে মাখি।
সখীর সমাজে তোর ঘোষণা রহুক মোর
কেনা দাস বলি নাম লিখি॥
বিদগধ শ্যামরায় বসনে করয়ে বায়
আপনে যোগায় গুয়াপাণ।
গোবিন্দদাসের বাণী শুন রাধা বিনোদিনী
তোঁঞি তুমি শ্যামের পরাণ॥ ১৭॥

সিন্ধুড়া

পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি
পরাণ নিছনি দিয়ে।
খড়ের কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া
আলাই বালাই তার নিয়ে॥ ধ্রু॥
হাত দিয়া দিয়া মুখানি মোছাঞা
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
কতেক যতনে পাইয়া রতনে
থুইতে ঠাঞি না পায়॥
কত না আদরে রসের বাদরে
নিমগন কৈল মোরে।
তিলে না দেখিলে নিমিখ তেজিলে
ভাসয়ে নয়ান লোরে॥

সে হেন নাগর রসের সাগর
গুণের নাহিক সীমা।
দাস গোবিন্দে কহয় আনন্দে
তুমি সে জান মহিমা॥ ১৮॥

গান্ধার

কাহারে কহিব কানুর পিরীতি
তুমি সে বেদনী সই।
সে রস ধাধসে ধসধস হিয়া
তেঞি সে তোমারে কই॥
ও নব নাগর রসের সাগর
আগর সকল গুণে।
সে সব চরিতি আদর পিরীতি
ঝুরিয়া মরিব মেনে॥
পিরীতির বোলে কত না ছলে সে
কি না সে আকুতি সাধে।
মান নাশিয়া মধুর ভাষিয়া
হাসিয়া মরম বাঁধে॥
সে মোরে কোলেতে করিয়া ভরিয়া
বদনে বদন দিয়া।
মধুর চুম্বিয়া বিধু বিড়ম্বিয়া
পরাণ লইল পিয়া॥
কাঁচুয়া ফাড়িয়া সে রস লুটিয়া
ভুলিয়া মধুপ জনু।
কমল কোরক ভরমে কি কৈল
গুণেতে ঘূণিত তনু॥
ও দিঠি চাতুরী মুখের মাধুরী
লহরী কত বা আর।
এ সুখ শুনিতে ঝুরি না মরয়ে
দাস গোবিন্দ ছার॥ ১৯॥

তথারাগ

সিনান দোপর সময় জানি।
তপ্ত পথে পিয়া ঢালয়ে পানি॥
কি কহিব সখি পিয়ার কথা।
কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে বেথা॥ ধ্রু॥
তাম্বুল ভখিয়া দাঁড়াই পথে।
হেন বেলে পিয়া পাতয়ে হাথে॥
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই।
পদ-চিহ্ন তলে লুঠয়ে তাই॥
আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে।
ঘুরি ঘুরি জনু ভ্রমরা বুলে॥
গোবিন্দদাসের জীবন হেন।
পিরিতি বিষম মানহ কেন॥ ২০॥

পাঠমঞ্জরী

একলা যাইতে যমুনা ঘাটে।
পদচিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে॥
প্রতি পদচিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ॥
লোকে দেখিলে কি বলিবে মোরে।
নাসা পরশিয়া রহিলু দূরে॥
হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ।
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দদাস॥ ২১॥

মুরলী সংকেত শ্রবণে শ্রীরাধার অভিসারোৎকণ্ঠা

গুর্জরী

ঘন ঘন নীপ সমীপহি শুনিয়ে
সঙ্কেত মুরলী নিসান।
রহি রহি বাম পয়োধর স্পন্দই
তেই বুঝি মিলব কান॥
দেখ সখি পাপ চতুর্থীক চাঁদ।
হরি অভিসার ওহি বিলম্বায়ত
পাতি কিরণময় ফাঁদ॥
মনহি মনোরথ চঢ়ল মনমথ
ধৈরয ধরণ না যাত।
মণিময় হার ভার জনু লাগয়ে
আভরণ দূর করু গাত॥
ধরণী শয়ন এক মোহে শোহায়ত
কুসুম-শয়নে জীউ কাঁপ।
গোবিন্দদাস কহ গহন প্রেম দাহ
দহনে দেয়লি ঝাঁপ॥ ২২॥

উৎকণ্ঠিতা

গান্ধার

দেখ সখি অটমীক রাতি।
আধ রজনী বহি যাতি॥
দশ দিশ অরুণিম ভেল।
আধ চাঁদিনি উগি গেল॥
অব হরি না মিলল রে।
বিহি মোরে বঞ্চল রে॥
কাহে বনায়লুঁ বেশ।
বিঘটন কানুক সন্দেশ॥
কাহুঁকে নহ ইহ গারি।
ধনি জনি হোয়ে কুল নারী॥
কৈছনে ধরব পরাণ।
কো এত সহে ফুলবাণ॥
গোবিন্দদাস যব জান।
অবহুঁ মিলায়ব কান॥ ২৩॥

মানভঞ্জন

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি

তথারাগ

সরস সুখময় সময় যামিনি
কানু কেলি নিকুঞ্জ।
তো বিনু কিশলয়- শয়নে রোয়ত
যৈছে মধুকর গুঞ্জ॥
রোখ পরিহরি চলহ সুন্দরি
যাই হেরহ কান।
সময় কামদে কো কলাবতি
কান্ত পর করু মান॥
তোহারি মুরতি- জোতি দশ দিশ
হেরি আকুল হোই।
সোই গুণমণি রূপ গুণি গুণি
গুমরি যামিনি রোই॥
এহেন দোতিক বচন শুনইতে
মান ভেল অবসান।
সবহুঁ সহচরি বদন হেরই
দাস গোবিন্দ ভান॥ ২৪॥

আক্ষেপানুরাগ

ভাটিয়ারী

সই এবে বলি কি কুলধরমে।
দীঘল নয়ন বাণ হানিলে মরমে॥
সই এবে বলি না রহে পরাণ।
জাগিতে ঘুমিতে দেখি বাঁশিয়া বয়ান॥
সই এবে বলি তার কি সন্ধান।
তাকিয়া মার্যাছে বাণ যেখানে পরাণ॥
সই এবে বলি কি রূপ দেখিলুঁ।
দেখিয়া মোহন রূপ আপনা নিছিলুঁ॥
সই এবে বলি কি রূপ সাজনি।
যাচিয়া যৌবন দিব রূপের নিছনি॥
সই এবে বলি মনে তাই জাগে।
গোবিন্দদাস কহে নব অনুরাগে॥ ২৫॥

তুড়ী

মুঞি যদি বলোঁ পাসরোঁ কান
মনে সে না লয় আন।
তিল-আধ তার মুখ না হেরিলে
নিঝরে ঝরে নয়ান॥
শুন শুন শুন পরাণের সই
কানুর পিরীতি কাজে।
তনু মন ধন ভেল পরাধীন
কি আর করিবে লাজে॥ ধ্রু॥
মানের নামে সে পরাণ উছলে
ছার মানে কিবা কাজে।
শুনিতে না চাহোঁ কানুর বচন
কাণে সে মুরলী বাজে॥
চলিতে না চাহোঁ কানাইর পাশে
চরণে থির না বান্ধে।
গোবিন্দদাস কহে কানুর লাগিয়া
ভালে সে পরাণ কান্দে॥ ২৬॥

ধানশী

বড় দুঃখ পাই সই বড় দুঃখ পাই।
শ্যাম-অনুরাগে নিশি জাগিয়া পোহাই॥
অরাজক হৈল দেশ মদন দুরাচার।
অন অবসরে লুটে দোহাই দিব কার॥
বসন্ত দুরন্ত তায় আনলে পোড়ায়।
চন্দ্র-মণ্ডল হেরি হিয়া চমকায়॥
মাতল ভ্রমরগণ নাহি মানে কাহে।
লুকাইতে নাহি ঠাঞি শিখি দরশায়ে॥
দারুণ কোকিলা রে পরাণ লৈতে চায়।
কুহু কুহু করিয়া মধুর গীত গায়॥
তোলা বিকে সব গেল রহি গেল কাজ।
যৌবনের সঙ্গে দিলুঁ জীবন বেয়াজ॥*
ফুল-শরে জর জর হিয়া চমকায়।
গোবিন্দদাসের তনু ধূলায় লোটায়॥ ২৭॥

মিলন

মল্লার

ভুলে ভুলে রে দোহাঁর রূপে নয়ন ভুলে।
কনক লতিকা রাই তমালের কোলে॥
বিজন বনে বনে ভ্রমই দুহুঁ।
দোহাঁর কান্ধে শোভে দোহাঁর বাহু॥
দীপ সমীপে যেন ইন্দ্রনীলমণি।
জলদে জড়ায়ল যেন সৌদামিনী॥
কষিতে কষিল নহে কুন্দন হেম।
তুলনা দিবারে নাহি দোহাঁকার প্রেম॥
বদনে বদন দিতে মদন জাগে।
আলিঙ্গন দিয়া শ্যাম কিবা ধন মাগে॥
চান্দ উপরে চান্দ দিয়ে রসসুধা।
গোবিন্দদাস কহে না ভাঙ্গিল ক্ষুধা॥ ২৮॥
[৯৬২]

---

* কোন জমিতে হাট বসিলে, প্রত্যেক দোকানদার ও পশারীকে সেই জমির মালিককে 'তোলা' অর্থাৎ প্রতি জিনিসের কিছু কিছু অংশ খাজনাস্বরূপ দিতে হয়। রসের হাটে পশরা বিক্রয় করিতে আসিয়া মদনকে তোলা দিতে গিয়া শ্রীরাধার ভাণ্ডার শূন্য হইয়া গেল। যৌবনের সঙ্গে তাঁহাকে জীবনটাও ব্যাজ অর্থাৎ ফাউ দিতে হইল।

কবিরঞ্জন

শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপ বর্ণন

ধানশী

শ্যামর গৌরবরণ একুদেহ।
পামর জন ইথে করয়ে সন্দেহ॥
সৌরভে আগর মূরতি রসসার।
পাকল ভেল জনু ফল সহকার॥
গোপ জনমু পুন দ্বিজ অবতার।
নিগমে না জানয়ে নিগূঢ় বিহার॥
প্রকট করল হরিনাম বাখান।
নারী পুরুখ মুখে না শুনিয়ে আন॥
ত্রিপুরাচরণকমল মধুপান।
সরস সঙ্গীত কবিরঞ্জন গান॥ ১॥

তথারাগ

মহানস ব্রজভূমি মাহ।
কয়লহি ভাব রসে স্বাদু সুধাধিক
যোগিনী পাক নিরবাহ॥
অগম যোগস্থল কো পরবেশব
রোয়ে অমর নরবৃন্দ।
ভোখ পিয়াসে কোন্ বিলাওব
দুলহ অমিয় মকরন্দ॥
জগভরি জয় জয় নদীয়া মহাকাশে
উয়ল গউর বর ইন্দু।
দূরে গেও উচনীচ ভাসল ত্রিভুবন
উথলল কৌমুদী সিন্ধু॥
অভেদ সুর নর শ্বপচ দ্বিজবর
সুচির অনর্পিত প্রেমা।
অঞ্চলে পাওল গোলোক বৈভব
রঙ্ক নিশংকিত হেমা॥
পাই পরমান্ন - দীন অধমজন
ধনি ধনি কলিযুগ বন্দে।
কবিরঞ্জন ভণ ঐছে নিবেদন
রঘুনন্দন পদদ্বন্দ্বে॥ ২॥

[১] শ্যামবর্ণ (কৃষ্ণ) এবং গৌরবর্ণ (শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য) একই দেহ। পামরজনেই ইহাতে সন্দেহ করে: সৌরভে পরিপূর্ণ রসের সার মূর্ত্তি। যেন সহকার ফল (আম্র) সুপক্ক হইয়াছে। (কাঁচা আমের রঙের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দেহবর্ণ ও পাকা আমের রঙের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের দেহবর্ণের সাদৃশ্য কল্পনা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কাঁচা আম অপেক্ষা পাকা আমে সৌরভ ও রসাধিক্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। পূর্ব্বে গোপকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবার দ্বিজকুলে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এই নিগূঢ় বিহার নিগমের-ও অজ্ঞাত। (বেদ গোপ্য অবতার) শ্রীগৌরাঙ্গ হরিনামের মহিমা প্রকট করিলেন। নরনারীর মুখে এখন হরিনাম ভিন্ন অন্য কথা শুনি না। ত্রিপুরাচরণকমলের মধুপানমত্ত কবিরঞ্জন এই সরস সঙ্গীত গাহিতেছেন।

[২] রন্ধনশালা ব্রজভূমির মধ্যে যোগিনী পৌর্ণমাসী সুধার অধিক সুস্বাদু ভাবরসের পাক (শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা) নির্ব্বাহ করিলেন। সেই অগম্য যোগস্থলে কে প্রবেশ করিবে! অমর নরগণ কাঁদিতেছে। তাহাদের ক্ষুধায় পিপাসায় কে দুর্লভ অমৃত মকরন্দ বিতরণ করিবে! (সুর নরগণকে ক্ষুধাতুর ও পিপাসাতুর দেখিয়া তাহাদের ক্রন্দনে) নদীয়া মহাকাশে শ্রেষ্ঠ গৌরাঙ্গচন্দ্র উদিত হইলেন। জগৎ ভরিয়া জয় জয় ধ্বনি উঠিল। উচ্চ নীচ ভেদ দূর হইল, (গৌর করুণা) কৌমুদীসিন্ধু উথলিল, ত্রিভুবন ভাসিল। দেবতা মানব, চণ্ডাল ব্রাহ্মণ, সকলেই চিরকালের অনর্পিত গোলোকবৈভব প্রেমরত্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত হইল। দরিদ্র স্বর্ণ পাইয়া শংকাশূন্য হইল (তাহার দারিদ্র্যভয় দূর হইল)। পরমান্ন প্রাপ্ত হইয়া অধম দীনজনও ধন্য ধন্য বলিয়া (অথবা ধন্য হইয়া) কলিযুগকে বন্দনা করিল। কবিরঞ্জন বলিতেছেন, —শ্রীরঘুনন্দন-পদদ্বন্দ্বে এই নিবেদন করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

বরাড়ী

আর কবে হবে মোর শুভখন দিন।
নয়ানে নেহারিতে না বাসব ভিন॥
এ সখি এ সখি নিবেদন তোয়।
সো কি সুধামুখী মীলব মোয়॥
আধ মুচকি হাসি হেরব নয়নে।
সুমধুর বোল কি শুনব শ্রবণে॥
কুচযুগ করে পরশিতে যব যাব।
করে কর বারি বয়ন পালটাব॥
চরণ পরশি মুখ করব সরস।
রসাবেশে মঝু হিয়ে করব অলস॥
রাই রঙ্গিণি মঝু মীলব কোর।
সফল জীবন তব হোয়ব মোর॥
ঐছন কাতর নাগর ভাষ।
শুনি কবিরঞ্জন চলু ধনি পাশ॥ ৩॥

রসোদ্গার

শ্রীরাধার উক্তি

বালা ধানশী

কি কহব রে সখি আজুক বিচার।
সো সুপুরুখ মঝু কয়ল শিঙ্গার॥
যবে পহুঁ হাসি আলিঙ্গন দেল।
মনমথ অঙ্কুর কুসুমিত ভেল॥
আঁচর পরশি পয়োধর হেরু।
জনম পঙ্গু জনু ভেটল মেরু॥
যব নিবিবন্ধ খসায়ল কান।
আপন দিব তব যদি কিছু জান॥
রতিচিহ্নে জানলুঁ কঠিন মুরারি।
তোহারি পুণ্যে জীয়লুঁ হাম নারী॥
কহ কবিরঞ্জন সহজ মধুরাই।
না কহ সুধামুখি গেও চতুরাই॥ ৪॥

তিরোথা ধানশী

কি পুছসি রে সখি কানুক নেহ।
একজিউ বিহি সে গঢ়ল ভিন দেহ॥
কহিল যে কাহিনি পুছে কত বেরি।
না জানি কি পায়ই মঝু মুখ হেরি॥
বিনি মঝু দরশ পরশে নাহি জীব।
মো বিনু পিয়াসে পানি নাহি পীব॥
উর বিনু শেজ পরশ নাহি পাই।
চীবহি বিনু তাম্বুল নাহি খাই॥
ঘুমক আলসে যদি পালটিয়ে পাশ।
মান ভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস॥
আন সঙ্গে কাহিনি না সহে পরাণ।
আন সম্ভাষণে হরয়ে গেয়ান॥
কহে কবিরঞ্জন শুন বরনারি।
তোহারি পরশরসে লুবধ মুরারি॥ ৫॥

আক্ষেপানুরাগ

সিন্ধুড়া

পুরুখ রতন হেরি মন ভেল ভোর।
তিল আধ সুখ লাগি দুখ নাহি ওর।
বড় অভিলাষে ভজিলুঁ বর নাহ।
দৈবে বিমুখ ভেল কি কহব কাহ॥
দরশন দুলহ দুলহ নব নেহ।
বিরহে বিকল মন জীবন সন্দেহ॥
অপরূপ রূপ মধুর রসলীলা।
সকল নাগরিগণ কষণকশিলা॥
অনুচিত কাজ সহজে মঝু ভেলা।
সোঙরি সো তনু নব যৌবন গেলা॥
মরমক দুখ কহিতে হয় লাজ।
দারুণ দৈব কয়ল কোন কাজ॥
রসিক শিরোমণি নাগর কান।
কাহে হেন ভেল কবিরঞ্জন ভাণ॥ ৬॥

কলহান্তরিতা

ধানশ্রী

চরণ নখ রমণিরঞ্জন ছান্দ।
ধরণী লোটাওল গোকুলচান্দ॥
রোখ তিমির এত বৈরি কে জান।
রতনক ভৈগেল গৈরিক ভান॥

ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচনলোর।
কত রূপে বিনতি কয়ল পহুঁ মোর॥
নারিজনমে হাম না কয়লুঁ ভাগি।
মরণ শরণ ভেল মানকি লাগি॥
লাগল কুদিন কয়লুঁ হাম মান।
অব নাহি' নিকশয়ে কঠিন পরাণ॥
কহে কবিরঞ্জন শুন বরনারি।
প্রেম অমিয়ারসে লুবধ মুরারি॥ ৭॥

বিপরীত সম্ভোগ

গুর্জ্জরী

উদসল কুন্তল ভারা।
মুরতি শিঙ্গার লখিমি অবতারা॥
অতিশয় প্রেম বিকারা।
কামিনি করত পুরুখ বিহারা॥
ডোলত মোতিম হারা।
যামুন জলে যৈছে দুধক ধারা॥
কুচকুম্ভ পালটল বয়না।
রস অমিয়া জনু ঢারল ময়না॥
প্রিয়তম কর তহি' দেবা।
সরসিজ মাঝে জনু রহল চকেবা॥
ক্বন ক্বন কিঙ্কিণি বাজে।
জয় জয় ডিণ্ডিম মদন সমাজে॥
রসিক শিরোমণি কান।
কবিরঞ্জন রস ভাণ॥ ৮॥

শ্রীকৃষ্ণের রসোদ্গার

পঠমঞ্জরী

কি কব রাইয়ের গুণের কথা।
সব গুণে তারে গড়িল ধাতা॥
এ রাস বিলাস করিল যত।
এক মুখে তাহা কহিব কত॥
কিবা সে মধুর নটনগান।
অমিয়া অধিক করিলুঁ পান॥
যে সব কহিতে হিয়া না বান্ধে।
দরশন লাগি পরাণ কান্দে॥
শুনহে পরাণ বল্লভ সখা।
সে ধনী পুন কি পাইব দেখা॥
নয়ন বাণে সে হানল যবে।
বিভোর হইয়া রহিলুঁ তবে॥
চুম্বন করল যখন ধনী।
অথির তবহুঁ কছু না জানি॥
দৃঢ় আলিঙ্গনে হরল জ্ঞান।
বিপরীত কবিরঞ্জন ভাণ॥ ৯॥

মাথুর

শ্রীকৃষ্ণের বিলাপ

সুরট জয়জয়ন্তী

আরে সখি কবে হাম সো ব্রজে যায়ব।
কবে পিতা নন্দ যশোদা মায়ের স্থানে
ক্ষীর সর মাখন খায়ব॥

৭ যাঁহার পদ নখের ছান্দেই রমণী মন রঞ্জিত হয়, সেই গোকুলচাঁদ ধরণীতে লুটাইয়া গেল (ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়া গেল)। ক্রোধ আমাকে অন্ধকারে ডুবাইয়া এত শত্রুতা করিবে কে জানিত? (কিছু দেখিতে দিল না।) রত্নকে গিরিমাটী বলিয়া মনে করিলাম। উছলিয়া উছলিয়া তাহার চোখে জল ঝরিতেছিল, প্রভু আমাকে কত রূপে মিনতি করিলেন। আমি অভাগিনী, নারী হইয়া জন্মিয়াছি (অথবা নারী হইয়া জন্মিয়া সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইলাম না)। মানের জন্য আমাকে এখন মরণের শরণ লইতে হইল। দুর্দ্দিন লাগিল, আমি মান করিলাম। এখনো কঠিন প্রাণ বাহির হইল না। কবিরঞ্জন বলিতেছেন, বরনারি, শোন, মুরারি তোমার প্রেমামৃত রসে লুব্ধ। (তিনি কি তোমাকে ত্যাগ করিতে পারেন?)

৮ কুন্তলভার এলাইয়া পড়িল। মুর্ত্তিমতী শৃঙ্গার-লক্ষ্মী স্বয়ং অবতীর্ণা হইয়াছেন। অতিশয় প্রেম বিকারে কামিনী পুরুষের মত বিহার করিতেছেন। মতির মালা দুলিতেছে, যমুনাজলে যেন দুগ্ধধারা। কুচকুম্ভ অধোমুখ হইল। মদন যেন অমৃতরস ঢালিল। প্রিয়তম তাহাতে হস্তার্পণ করিলেন। যেন পদ্মের মাঝে চক্রবাক যুগল রহিল। ক্বন ক্বন রবে কটির কিঙ্কিণী বাজিতেছে। মদনের রাজ্যে ডিণ্ডিমের জয়ধ্বনি। কানু রসিকগণের শিরোমণি। কবিরঞ্জন রস গাহিতেছেন।

কবে প্রিয় ধবলী শাঙলী সুরভি সব
সখা সঙ্গে দোহি দোহায়ব।
কবে প্রিয় শ্রীদাম সুবল সখা মেলি
কাননে ধেনু চরায়ব॥
কবে যমুনা তীরে নীপ তরু মূলে
মোহন বেণু বাজায়ব।
কবে বৃষভানু কিশোরি গোরি সঞে
কুঞ্জহি রাসবিহারব॥
কবে ললিতা আদি রাইক প্রিয় সখি
আবেশে কোর পর লায়ব।
কহে কবিরঞ্জন ঐছন শুভদিন
রাইক মান মানায়ব॥ ১০॥

[৯৭২]

রায় শেখর

শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলী

গান্ধার

সনকাদি মুনিগণে চাহি বুলে দেবগণে
বিরিঞ্চি ধেয়ানে নাহি পায়।
দিগম্বর পশুপতি ভ্রমি বুলে দিবারাতি
পঞ্চ মুখে যার গুণ গায়॥
যাঁর পদ ধৌত হৈতে শুচি কৈল ত্রিজগতে
হরশিরে জটার ভূষণ।
সো পঁহু নদীয়াপুরে অবতরি শচীঘরে
সঙ্গে লৈয়া পারিষদগণ॥
জীব সব অচেতন দেখি শচীনন্দন
প্রকাশিলা নাম সংকীর্ত্তন।
বিষয়ী যবন যত তারা হৈল উনমত
না হইল পড়ুয়া অধম॥
প্রেমজল মহাবন্যা পৃথিবী করিল ধন্যা
ত্রিভুবন চলিল বাহিয়া।
তার্কিক পাষণ্ড যত পলাইল হৈয়া ভীত
অভিমাননৌকায় চড়িয়া॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ তাঁর পদমকরন্দ
যে জন করয়ে তার আশ।
তাঁহার চরণধূলি তাহে মোর মনঃকেলি
দুখিয়া শেখর তার দাস॥ ১॥

ধানশী

জগন্নাথ মিশ্রের সুকৃতিবীজ হইতে।
জনমিল গৌর কল্পতরু নদীয়াতে॥
যতনে নিতাই মালী সে তরু সেবিল।
নানা শাখা উপশাখা তাহার হইল॥
ধরিল তাহাতে অদভুত প্রেমফল।
রসে পরিপূর্ণ তাহা মাদক কেবল॥
আনন্দে নিতাই মালী সে ফল পাড়িয়া।
দীন দুঃখী জনে দেয় দুহাতে বিলাঞা॥
সে ফলের রস যেন সুধাকরসুধা।
যে জন চুষিয়া খায় যায় তার ক্ষুধা॥
আপনি সে ফল খাইয়া নিত্যানন্দ মালী।
উনমত হৈয়া নাচে মাথে করি ডালি॥
ধর নেও নেও বলি সে ফল বিলায়।
কেবল বঞ্চিত তাহে এ শেখর রায়॥২॥

তুড়ী

বিশ্বম্ভর গাছ তার কাতুরি গদাধর।
নিত্যানন্দ জাঠি তার ফিরে নিরন্তর॥
অভিরাম সারঙ্গ তায় বলদ একজুড়ি।
চালায় সরকার ঠাকুর হানি প্রেমনড়ি॥
গুণ বাঁধা গায়েন বায়েন সব ফিরে।
হরিনাম ইক্ষুরস দরদরাইতে পড়ে॥

যে পায় সে খায় রস কেহ না আলয়।
যত তত খায় তব্ পেট না ভরয়॥
র্প সনাতন তাহে রসের বাড়ুই।
নানা মতে করে পাক যার যে র্চই॥
গৌরীদাস পণ্ডিত হৈলা প্রেমের ভাণ্ডারী।
বিনা ম্লে দেয় রস গাগরি পাগরি॥
পাপিয়া শেখর তাহে রসের কাঙ্গাল।
মাগিয়া যাচিঞা শালে খায় সর্ব্বকাল॥ ৩॥

ধানশী

গৌরাঙ্গ রসের নদী প্রেমের তরঙ্গ।
উথলিয়া যাইছে ধারা কভু নহে ভঙ্গ॥
অভিরাম সারঙ্গ তায় তট দ্ইখানি।
অচ্যুতানন্দ তাহে প্রেমের ঘ্র্ণি॥
স্রোত বহি যায় তাহে শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
ডুবারি কান্ডারি তাহে প্রভু নিত্যানন্দ॥
প্রেম জলচর শ্রীবাসাদি সহচর।
স্বর্প শ্রীর্প ভেল প্রেমের মকর॥
থাকুক ডুবিবার কাজ পরশ না পাইয়া।
দ্ঃখিয়া শেখর কাঁদে ফ্কার করিয়া॥ ৪॥

নদীয়া নাগরীর উক্তি

তথারাগ

কি পেখল্ঁরে সখি অজ্ বড় রঙ্গ।
ফ্টল বান্ধ্লি কমলক সঙ্গ॥
উতপল উপর ভ্রমর কর্ ভোর।
কুন্তীনন্দন ম্লে মকর উজোর॥
কশিপ্সহোদর কোটি জিনি দেহা।
ঝাঁপল জলধর বিজ্রিক রেহা॥
গঞ্জিত দ্বিজরাজ উদিত দ্বিজরাজ।
ভকত নখত তাঁহি বেঢ়ি সমাজ॥

কহ কবিশেখর অন্ভব সার।
ম্ঢ় না ব্ঝয়ে গ্ঢ় অবতার॥ ৫॥

তথারাগ

কি পেখল্ঁরে সখি গৌরকিশোর।
নটবর নাগর বয়স কিশোর॥
বেশ ভূষণ হেরি লাগএ চঙ্ক।
কেবল কুলবতী ম্রতি কলঙ্ক॥
কঞ্জ অর্ণিম নয়ন সন্ধান।
জন্ মেনে হাসি মদন ম্রছান॥
কি কহবরে সখি তোহারি সমাজ।
গ্র্জন গৌরব না রহে লাজ॥
কহ কবিশেখর বচন নিরাস।
দ্রে কর তাকর পরশ কি আশ॥৬॥

কামোদ

সখি গৌরাঙ্গ গড়িল কে?
স্রধ্নীতীরে নদীয়া নগরে
উয়ল রসের দে॥
পিরীতি পরশ অঙ্গের ঠাম
ললিত লাবণ্যকলা।
নদীয়া নাগরী করিতে পাগলী
না জানি কোথা না ছিলা॥
সোনায় বাঁধল মণির পদক
উর ঝলমল করে।
ও চাঁদম্খের মাধ্রী হেরিতে
তর্ণী হিয়া না ধরে॥
যৌবনতরঙ্গে র্পের বাণ
পড়িয়া অঙ্গ যে ভাসে।
শেখরের পহ্ঁ বৈভব কো কহ্ঁ
ভুবন ভরল যশে॥ ৭॥

---

৫ আজি বড় রঙ্গ, সখি কি দেখিলাম! কমলের (বদন) সঙ্গে বাঁধ্লী (অধর) বিকশিত হইল। নীল উৎপল (নয়ন) উপরে ভ্রমর (ভুর্র শোভা) বিভোর করিল। কুন্তীর নন্দন (কর্ণ) ম্লে উজ্জ্বল মকর। কোটি কশিপ্ সহোদর (হিরণ্য-স্বর্ণ) জিনিয়া দেহবর্ণ। জলধর বিদ্যুতকে (চাঁচর কেশ অলকাবলির্পে বদন লাবণ্য) ঢাকিয়াছে। আকাশের চন্দ্রকে গঞ্জনা দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দ্বিজরাজ (ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ নবদ্বীপচন্দ্র) উদিত হইয়াছেন। ভক্ত নক্ষত্রসমাজ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। কবিশেখর অন্ভবের সার কহিতেছেন। এই গ্ঢ় অবতার ম্ঢ় লোকে ব্ঝিতে পারে না।

কেদার

সহচর সঙ্গে গৌর নটরাজ।
বিহরয়ে নিরুপম কীর্ত্তন সমাজ॥
সুরধুনীতীর পুলিন মনোহর।
গৌরচন্দ্র ধরি গদাধরকর॥
কত শত যন্ত্র সুমেলি করি।
বাওয়ে মৃদঙ্গ করতাল ধরি॥
গাওত সুমধুর রাগ রসাল।
হরষিত কোই কহে ভালি ভাল॥
গদাধর বামে ডাহিনে নরহরি।
রায় শেখর কহে যাঙ বলিহারি॥৮॥

কামোদ

নিরুপম কাঞ্চন- রুচির কলেবর
লাবণি বরণি না হোয়।
নিরমল বদন বচন অমিয়াসব
লাজে সুধাকর রোয়॥
হেরলুঁ রে সখি রসময় গৌর।
বেশবিলাসে মদন ভেল ভোর॥ ধ্রু॥
লোল অলকাকুল তিলক সুরঞ্জিত
নাসা খগপতি তুণ।
ভাঙ কামান বাণ দৃগঞ্চল
চন্দনরেখা তাহে গুণ॥
কম্বুকণ্ঠে মণি- হার বিরাজিত
কাম কলঙ্কিতশোভা।
চরণ অলঙ্কৃত মঞ্জীর ঝঙ্কৃত
রায়শেখর মনোলোভা॥ ৯॥

কানাড়া

নাচত নগরে নাগর গৌর
হেরি মুরতি মদন ভোর
যৈছন তড়িত রুচির অঙ্গ
ভঙ্গী নটবর শোহিনী।
কাম কামান ভুরুক জোড়
করতঁহি কেলি শ্রবণ ওর
গীম শোহত রতনপদক
জনজন মনোমোহিনী॥

কুসুমে রচিত চিকুরপুঞ্জ
চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গুঞ্জ
পিঠে দোলয়ে লোটন ভার
শ্রবণে কুণ্ডল দোলনী।
মাহিষ দধি রুচির বাস
হৃদয়ে জাগত রাসবিলাস
জিতল পুলক কদম্বকোরক
অনুখন মন ভোলনি॥
গজপতি জিনি গমনভাতি
প্রেমে বিবশ দিবস রাতি
হেরি গদাধর রোয়ত হসত
গদ গদ আধ বোলনি।
অরুণ নয়ান চরণ কঞ্জ
তঁহি নখমণি মঞ্জীর রঞ্জ
নটনে বাজন ঝনর ঝনন
শুনি মুনিমন লোলনি॥
বদন চৌদিকে শোহত ঘাম
কনককমলে মুকুতাদাম
অমিয়াঝরণ মধুর বচন,
কত রসপরকাশনি।
মহাভাব রূপ রসিকরাজ
শোহত সকল ভকত মাঝ
পিরীতি মুরতি ঐছন চরিত
রায় শেখর ভাষণি॥ ১০॥

তথারাগ

কলি কবলিত কলুষ জারত
দেখিয়া জীবের দুখ।
করল উদয় হইয়া সদয়
ছাড়িয়া গোকুল সুখ॥
দেখ গৌরগুণের সীমা।
দীনহীন পাইয়া দিছেন যাচিয়া
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত প্রেমা॥
অকিঞ্চন বেশে ফিরে দেশে দেশে
সঙ্গে লৈয়া নিজজন।
করিয়া সন্ন্যাস হৈলা আন বেশ
কে বুঝে তাহার মন॥

পতিত পাবন বলে সব জন
এসব করুণা লাগি।
শোকের সাগর এ রায় শেখর
ও রাঙ্গা চরণ মাগি॥১১॥

ধানশী রাগ

হৃদি মাহা শ্যাম তড়িত সম দেহা।
চন্দন গন্ধ জনু ঐছন নেহা॥
পীতাম্বরধারী অনুখন রোই।
নীলাম্বরধারী রাধাসম সোই॥
গাঢ় হি গাঢ় গৌর অবতার।
পুরুষ প্রকৃতি পর বুঝহি না পার॥
বিলসই আপন পুরুব অভিলাষ।
নীলমণি কাঞ্চন মূরতি প্রকাশ॥
রায় শেখর কহ কহিল না হোয়।
অরুণ চরণ পুন মাগহুঁ তোয়॥১২॥

শ্রীখণ্ড মহিমা

তথারাগ

ভূখণ্ডমণ্ডল মাঝে তাহাতে শ্রীখণ্ড সাজে
মধুমতী যাহে পরকাশ।
ঠাকুর গৌরাঙ্গ সনে বিলসয়ে রাত্র দিনে
নাম ধরে নরহরি দাস॥
শ্রীরাধিকা সহচরী রূপে গুণে আগরি
মধুর মাধুরী অনুপাম।
অবনীতে অবতরি পুরুষের আকৃতি ধরি
পূর্ণ কৈল চৈতন্যের কাম॥
মধুমতী মধুদানে ভাসাইলা ত্রিভুবনে
মত্ত কৈলা গৌরাঙ্গ নাগর।
মাতিল সে নিত্যানন্দ আর সব ভক্তবৃন্দ
বেদ বিধি পড়িল ফাঁফর॥
যোগপথ করি নাশ ভকতির পরকাশ
করিল মুকুন্দ সহোদর।
পাপিয়া শেখর রায় বিকাইল রাঙ্গাপায়
শ্রীরঘুনন্দন প্রাণেশ্বর॥ ১৩॥

ধানশী

রঘুনন্দনের পিতা মুকুন্দ তাহার ভ্রাতা
নাম যার নরহরি দাস।
রাঢ়ে বঙ্গে সুপ্রচার পদবী যে সরকার
শ্রীখণ্ডগ্রামেতে বসবাস॥
গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে
ব্রজরস করিলেন গান।
হেন নরহরিসঙ্গ পাঞা পহুঁ শ্রীগৌরাঙ্গ
বড় সুখে জুড়াইলা প্রাণ॥
পহুঁর দক্ষিণে থাকি চামর ঢুলায় সখী
মধুমতী রূপে নরহরি।
পাপিয়া শেখর কয় তার পদে মতি রয়
এই ভিক্ষা দেও গৌরহরি॥১৪॥

সুহই

শ্রীবৃন্দাবন অভিনব সুমদন
শ্রীরঘুনন্দন রাজে।
লাখ লাখবর বিমল সুধাকর
উয়ল অবনী সমাজে॥
জয় পহুঁ নটন কলা রসধীর।
নিখিল মহোৎসব গৌরগুণার্ণব
প্রেমময় সকল শরীর॥ ধ্রু॥
রুচির তরুণতর নটবরশেখর
পীতাম্বরবরধারী।
গা-ই গাওয়ায়ত গৌরগুণাসৃত
ভবভয়খণ্ডনকারী॥

---

১২ অন্তরে শ্যাম, বাহিরে বিদ্যুৎবর্ণ দেহজ্যোতি। পিরীতি যেন তাঁহার চন্দনগন্ধ (অঙ্গগন্ধ)। (অন্তরের) সেই পীতাম্বরধারী অনুক্ষণ কাঁদিতেছেন যেন (বিরহব্যাকুলা) নীলাম্বরপরিহিতা শ্রীরাধা। (অন্তরে শ্যাম নীলাম্বর, বাহিরে দেহবর্ণ পীতাম্বর—এইরূপ সাদৃশ্যেরও ইঙ্গিত আছে) গাঢ় হইতেও প্রগাঢ় (রহস্যপূর্ণ) গৌর অবতার। পুরুষ প্রকৃতিরও ঊর্দ্ধ্বে (পরতম), বুঝিতে পারি না। আপনার পূর্ব্ব অভিলাষে বিলাস করিতেছেন। কাঞ্চনজড়িত নীলমণি মূর্ত্তি প্রকাশিত। রায়শেখর বলিতেছেন, বলা যায় না। তোমার (গৌরাঙ্গের) অরুণ চরণ ভিক্ষা করিতেছি।

পদতল রাতুল পংকজ নহ তুল
পদনখ ইন্দু পরকাশে।
সে পদ রজনী দিনে শয়ন স্বপন মনে
রায়শেখর করু আশে॥ ১৫॥

শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ

চিত্রপট দর্শন

ধানশী—জপতাল

রহ রহ সখি ভাল কোরে দেখি
আঁখি না পিছলে মোর।
এই যে নাগর গুণের সাগর
বয়সে নব কিশোর॥
আলো সই কিবা সে দেখাইলে মোরে।
এই যে আকৃতি পিরীতি মুরতি
আন নাহি চাহি তোরে॥ ধ্রু॥
দেখায়া সুন্দরী করিলে বাউরী
না দেখিলে প্রাণে মরি।
হিয়াপর ধর জুড়াক অন্তর
কহিছে ধরণী ধরি॥
লোচন যুগল লোরেতে ভরল
মুরছিত তহি ভোর।
হা হা প্রাণধন বলি অচেতন
ললিতা করল কোর॥
কহয়ে বচন চিত্রের রচন
পুরুষ এমন আছে।
ধরি তুয়া পায় যদি সত্য হয়
লৈয়া চল তার কাছে॥
এ দাস শেখর সঙ্গে চলু মোর
বুঝিতে রসিক রায়।
প্রতিবিম্ব দেখি লোরে পূরে আঁখি
কেমনে পরশি তায়॥ ১৬॥

সাক্ষাৎ দর্শন

কালা কলেবর মণি ঝলমল
তাহে সে আনহি ছাঁদ।
চূড়ার উপরে শিখীপুচ্ছ পরে
ঐ সে মনের ফান্দ॥
সখি! তোমরা কে ঘরে যাইবে যাও
মুই সে মরম কই।
নয়নে নয়নে ক্ষেণেক অন্তরে
মুই সে জীবার নই॥
এ রূপ যৌবন এ রূপ লাবণ্য
এ নব নাগরীপনা।
এ সব সকল তবে সে সফল
যদি ভেটে কালা সোনা॥
লাজ ভয় লাগি কোন সে অভাগী
ছাড়িবে সে গুণনিধি।
কবি শেখর কয় জানিহ নিশ্চয়
তোমারে সদয় বিধি॥ ১৭॥

শ্যাম পানে চাহিয়া কি কৈলাম।
দিবস রজনি আন নাহি জানি
ভাবিতে ভাবিতে মৈলাম॥
সে বড় নাগর গুণের সাগর
নাগর কালিয়ে সোনা।
নয়ন ইঙ্গিতে বচন ভঙ্গিতে
ভাঙ্গল ধৈরজ পনা॥
ক্ষেণে ক্ষেণে মন করে উচাটন
বিষম শ্যামের বেড়া।
কী জানি কী ক্ষেনে চাহিলাম তা পানে
ছাড়িলে না যায় ছাড়া॥
কী আর ধরমে যে ছিল করমে
তোরে সে মরম কহি।
রায় শেখরের বচন ভরসা
তৌঞি সে এতেক সহি॥ ১৮॥

শ্রীরাধার আপ্তদূতী

তিরোধা

তুহুঁ মনমোহন কি কহব তোয়।
মুগধিনী রমণী তোহারি লাগি রোয়॥
নিশি দিশি জাগি জপয়ে তুয়া নাম।
থরহরি কাঁপি পড়য়ে সোই ঠাম॥

যামিনী আধ অধিক যব হোয়।
বিগলিত-লাজে উঠয়ে তব রোয়॥
সখিগণ যত পরবোধয়ে তায়।
তাপিনী তাপে ততহি নাহি ভায়॥
ইহ কবিশেখর তাক উপায়।
রচইতে তবহি রজনী বহি যায়॥ ১৯॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

ভাটিয়ারি

সকালে সিনানে চলিলা গোরী।
সখিগণ সঙ্গে আনন্দে ভোরি॥
সুগন্ধি তৈল হলদি লইয়া।
কোন সখি আগে চলিল ধাইয়া॥
কেহত বসন ভূষণ নিলা।
রাইরে বেড়িয়া সভে চলিলা॥
দূর সঞে হেরি নাগররাজ।
তুরিতে আওল ধেনুসমাজ॥
রাইরূপ হেরি বিভোর হইয়া।
দোহনের ছান্দ পড়ে আউলাঞা॥
কহয়ে শেখর রসিকরাজ।
ভুলল গোধন দোহন কাজ॥ ২০॥

সখী-শিক্ষা

শ্রীরাধার প্রতি

কেদার

শুন শুন সুন্দরি বচন বিশেষ।
আজু হাম তোহে করব উপদেশ॥
আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম।
পহিলহি ভেটবি শয়নক সীম॥
হরি পরিরম্ভণে মোড়বি অঙ্গ।
হাঁ হুঁ না বোলবি প্রেমতরঙ্গ॥
কহে কবিশেখর শুন বরনারি।
যে কিছু না জানু শিখাব মুরারি॥ ২১॥

ভূপালী

শুন শুন বিনোদিনী রাই।
তোহে পুন কহিয়ে বুঝাই॥
কানুক ভাব যব হোই।
হিয়া মাহা রাখবি গোই॥
কোই জনু লখই না পার।
বেকত করবি কুলাচার॥
কানু উয়ব হিয় মাহা।
আন ছলে বিছুরবি তাহা॥
গুরু দুরুজন তুয়া পাপ।
দেখিলে দেওব বহু তাপ॥
থীর করবি সদা চীত।
ঐছন কুলবতি-রীত॥
পুন জনি ভাবহ আন।
ইহ কবিশেখর ভাণ॥ ২২॥

মিলন

তথারাগ

রাধা মাধব সুমধুর কেলি।
দুহুঁরূপে দুহুঁজন নিমগন ভেলি॥
উলসিত বিনোদ নাগরবর কান।
কহই অমিয়াবাণি হসিত বয়ান॥
সুন্দরি কি কহব তোহারি বাখান।
অলপে জিতলি তুহুঁ ইহ পাঁচবাণ॥
ভুরুয়া কামান নয়ানকোণে এক।
আর এক ইষত হাস পরতেক॥
করহি সুকুসুম তাহে এক হোয়।
কুঞ্চিত কেশ দরশে এক সোয়॥
অঙ্গহি অঙ্গ কিরণ কত ভেল।
হেরি পরাভব হোই চলি গেল॥
কহ কবিশেখর কি কহব কান।
লাখ বয়ানে নহত পরিমাণ॥ ২৩॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

বরাড়ী

মনোহর কেশ বেশ মনোহর
মনোহর মালতিমাল।
মনোহর মণি- কুণ্ডল ঝলমল
মনোহর তিলক রসাল॥
দেখি সখি বায়ে মোহন রায়।
মনোহর অধরে মনোহর মুরলী
মনোহর তান বোলায়॥ ধ্রু॥
মনোহর সকলহি অঙ্গ মনোহর
মনোহর চন্দন সাজ।
মনোহর কটিতট মনোহর পিতপট
মনোহর রসনা বাজ॥
মনোহর চলনী মনোহর বোলনী
মনোহর নূপুর পায়।
মনোহর পহুঁ বর সবহি মনোহর
কহ কবিশেখর রায়॥ ২৪॥

অভিসারোৎকণ্ঠা

তিরোথা ধানশী

ঝর ঝর বরিখে সঘনে জলধারা।
দশদিশ সবহুঁ ভেল আন্ধিয়ারা॥
এ সখি কীয়ে করব পরকার।
অব জনি বাধয়ে হরিঅভিসার॥ ধ্রু॥
অন্তরে শ্যাম-চান্দ পরকাশ।
মনহি মনোভব লেই নিজপাশ॥
কৈছনে সংকেতে বঞ্চয়ে কান।
সোঙরিতে জর জর অথির পরাণ॥
ঝলকই দামিনি দহন সমান।
ঝন ঝন শবদ কুলিশ ঝন ঝান॥
ঘরমাহা রহইতে রহই না পার।
কি করব এসব বিঘিনি বিথার॥
চঢ়ব মনোরথে সারথি কাম।
তুরিতে মিলায়ব নাগর ঠাম॥
মনমাহা সাখি দেয়ত পুনবার।
কহু শেখর ধনি কর অভিসার॥ ২৫॥

বর্ষাভিসার

জয়জয়ন্তী

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই॥
সজনি আজু দুরদিন ভেল।
কান্ত হামারি নিতান্ত আগুসরি
সংকেত কুঞ্জহি গেল॥ ধ্রু॥
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম মোহনে একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর॥
সোঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থর থর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপু॥
তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারব
জিবন মঝু আগুসার।
রায় শেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার॥ ২৬॥

---

২৬ গগনে এখন নিবিড় দারুণ মেঘ। সঘনে বিদ্যুতের চকমকি। বজ্রপতনের ঝনঝন শব্দ। পবনের বেগ খরতর। সজনি আজ বড় দুর্দ্দিন। কান্ত আমার নিতান্তই অগ্রবর্ত্তী হইয়া সংকেত কুঞ্জে গিয়াছে। ঘন গর্জ্জনের সঙ্গে তরল মেঘে ঝরঝর জল ঝরিতেছে। না জানি মোহন শ্যাম একাকী কেমন করিয়া আমার পথপানে চাহিতেছে। সজনি (এই দুর্ভাবনায়) দেহ আমার অবশ হইয়া আসিতেছে। অস্থির-ভাবে থরথর কাঁপিতেছে। আমার গুরুজনদের দারুণ চক্ষুকে ঘোর অন্ধকারে ঢাকিয়াছে। শীঘ্র চল, বিচারে কি ফল। জীবন আমার আগেই অগ্রসর হইয়াছে। রায়শেখরের বাক্যে অভিসার কর। বিঘ্ন বিস্তার আবার কি?

হিমকালোচিত অভিসার

কেদার

হিমকরকিরণ হিম অনিবার।
দিশি দিশি হিমগিরিপবন বিথার॥
চললি রমণি ধনি আকুলচীত।
সংকেতকেলি নিকট উপনীত॥
না দেখিয়া তাঁহি বরনাগর কান।
কাতর অন্তর আকুল পরাণ॥
গুরুজননয়ন পাপগণ বারি।
আয়লুঁ কুলবতি-চরিত উঘারি॥
ইথে যদি না মিলল সো বর কান।
কহ সখি কৈছনে ধরব পরাণ॥
কহ কবিশেখর সুন্দরি রাই।
ধৈরজ ধর হাম আনব যাই॥ ২৭॥

জ্যোৎস্নাভিসার

কেদার

কুন্দ কুমুদ গজমোতিম হার।
পহিরল হৃদয়ে ঝাঁপি কুচভার॥
থোরহি শশধর কিরণ বিথার।
ঐছন সময়ে কয়ল অভিসার॥
চৌদিকে সচকিত নয়নে নেহার।
মদন-মদালসে চলই না পার॥
মিললি নিকুঞ্জে কুঞ্জরূপ পাশ।
কহ কবিশেখর কেলিবিলাস॥ ২৮॥

দিবাভিসার

বরাড়ী

দেব আরাধন ছলে চলু গোরী।
সঙ্গহি সমবয় নবীন কিশোরী॥
চন্দন কুঙ্কুম আর ফুলমাল।
লেয়ল বহু উপহার রসাল॥
চলু বরনাগরি সঙ্গব মাহ।
সচকিত নয়নে দিগ দশ চাহ॥
ঐছন সময়ে নিবিড় বনমাঝ।
মীলল একলে বিদগধরাজ॥
হেরি সুবদনি অতি হরষিত ভেলি।
কহ কবিশেখর দুহুঁ জন কেলি॥ ২৯॥

রসোদ্গার

শ্রীরাগ

সুন্দরি বেকত গোপত লেহা।
বঞ্চিত আজু করণে নাহি পারবি
সাখি দেয়লু তুয়া দেহা॥ ধ্রু॥
অলস মলিন সখি তুয়া মুখমণ্ডল
গণ্ড অধর ছবি মন্দ।
কত রস পান কয়ল রসমোহিত
রাহু উগারল চন্দ॥
জাগি রজনী দুহুঁ লোহিত লোচন
অলস নিমীলিত ভাতি।
মধুকর লোহিত কমলকোরে জনু
শুতি রহল মদে মাতি॥
বেকত পয়োধরে নখরেখভূখণ
তাহে পড়ল কচ ভারা।
নিজ রিপুবাণ কলানিধি হেরইতে
মেরু পড়ল আন্ধিয়ারা॥
নব কবিশেখর কহই না পারত
মিছা শপতি সব জানি।
কত শত বেরি চোরে করু গোপন
বেরি এক বেকত মানি॥ ৩০॥

---

৩০ সুন্দরি, গুপ্ত প্রণয় ব্যক্ত হইয়াছে। আজি আর বঞ্চিত করিতে পারিবে না। তোমার দেহ সাক্ষ্য দিতেছে। সখি, অলস মলিন তোমার মুখমণ্ডল। গণ্ড এবং অধরের অবস্থাও ভাল নহে। যেন রাহু (নাগর) মুগ্ধ হইয়া কত রস পান করিয়া (তোমার বদন) চন্দ্রকে ত্যাগ করিয়াছে। দুজনে রাত্রি জাগিয়াছ। চক্ষু রক্তবর্ণ, আলস্যে মুদিত হইয়া আসিতেছে। যেন ভ্রমর মধুপানে মাতিয়া কমলের কোলে শুইয়া রহিয়াছে। পয়োধরে পরিস্ফুট নখরেখার (নখরেখারূপ চন্দ্রকলার) অলঙ্কার, তাহার

মঙ্গল

সখিহে তোহে হামারি বহু সেবা।
ঐছন বাণি কবহুঁ জনি বোলবি
জাতিকুল কিয়ে নেবা॥ ধ্রু॥
গোকুল নগরে কানু রতি-লম্পট
যৌবন সহজ হামারা।
তুহুঁ সখি রভসে মোরে জনি বোলবি
লোক করব পাতিয়ারা॥
কেশর কুসুম হেরি হাম কৌতুকে
ভুজযুগে মেটল তাই।
দাড়িম ভরমে পয়োধর উপরে
পড়লহুঁ কীর লোভাই॥
উভয় চকিত ভুজে ঈতি উতি পেখলুঁ
তে বেশ ভৈগেল আন।
ইথে পরিবাদ কহসি মোরে বৈরিণি
ইহ কবিশেখর গান॥ ৩১॥

স্বপ্ন-রসোদ্‌গার

বালা ধানশী

আপন মন্দিরে পালঙ্ক উপরে
শুতিয়া আছিলু একা।
কাজল বরণ পুরুষ রতন
আসি দিল মোরে দেখা॥
নিশিদন্ড ছয় ইহা বহি নয়
কহিল পহিল সাঁজ।
সময় এমন দেখিলু সপন
জাগিছে হিয়ার মাঝ॥
নয়ন সন্ধান যেন পাঁচ বাণ
মদন ধনুয়া ভুরু।
আজানুলম্বিত বাহু সুশোভিত
ও রাম কদলী উরু॥
অঙ্গের ভূষণ কর্পূর চন্দন
কণ্ঠে অরুণিমমাল।

ভাল রীতে তার না দেখিলু আর
ননদী হইল কাল॥
সখি শপতি করিয়ে তোর।
তখন হইতে থির নহে চিতে
পুড়িছে পরাণ মোর॥ ধ্রু॥
ননদী বচনে পাইলুঁ চেতনে
ভরমে কহিলুঁ বোল।
এ কবিশেখর পরম চাতুর
হাসিয়া করল গোল॥ ৩২॥

আড়ানী

অলখিতে আয়ল অলখিতে গেল।
না পূরল মনোরথ বেকত না ভেল॥
গুরুজন জাগল ভেল বিহান।
চরণ-নখর হেরি আন বয়ান॥
হরি হরি কি করব কুলবতি হোই।
অঙ্গনে কানু চরণ-চিহ্ন সোই॥
গুরুজন-ভয়ে তব লেপইতে চাই।
পিরীতি বিশেষ লেপই না পাই॥
সম্ভ্রম ভেল মন ভ্রমে আনিবারি।
সো ডর ভাঙ্গল নয়নক বারি॥
যে পথে রাতি চলল রতিচোর।
সে পথে মনোরথ গেলহি মোর॥
দেহ রহল জনু সুধ পসারি।
কহ কবিশেখর প্রেম বিচারি॥ ৩৩॥

রসোদ্‌গার

তথারাগ

সই পিরিতি পিয়া সে জানে।
যে দেখি যে শুনি চিতে অনুমানি
নিছনি দিয়ে পরাণে॥ ধ্রু॥

উপরে কেশরাশি এলাইয়া পড়িয়াছে। আপনার শত্রু ইন্দ্রের বাণ মনে করিয়া মেরু যেন অন্ধকারে পড়িল (আত্মসমর্পণ করিল)। নব কবিশেখর বলিতে পারিতেছেন না, পাছে মিথ্যা শপথ কর। কত শতবার চুরি গোপন কর, একবার জানা যাইবেই, একথা মানিও।

মো যদি সিনাঙ আগিলা ঘাটে
পিছিলা ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গজল পরশ লাগিয়া
বাহু পসারিয়া ধায়॥
বসনে বসন লাগিবে বলিয়া
একই রজকে দেয়।
মোর নামের আধা আখর পাইলে
হরিষ হইয়া নেয়॥
ছায়ায় ছায়ায় লাগিবার লাগি
ফিরয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিগে
সে মুখে সে দিন থাকে॥
মনের আকুতি বেকত করিতে
কত না সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক এ রায়শেখর
কিছু বুঝে অনুমানে॥ ৩৪॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সুবলের প্রশ্ন

রামকেলী

প্রভাতে উঠিয়া বরজরাজ।
সকালে চলিলা ধেনু সমাজ॥
সখাগণ আসি মিলল তাই।
আনন্দ বাঢ়ল ও মুখ চাই॥
গাভীদোহন করিয়া কান।
সুবলের সনে নিভৃতে যান॥
পুছত সুবল হেরিয়া মুখ।
কি ভেল আজুক রজনি সুখ॥
কহত নাগর করি প্রকাশ।
ভণতহি রস শেখরদাস॥ ৩৫॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তর

বিভাস

হামে দরশাইতে কতহুঁ বেশ করু
হামে হেরইতে তনু ঝাঁপ।
সুরত-শিঙ্গারে আজি ধনি আয়লি
পরশিতে থরহরি কাঁপ॥
শুনহে কানুক ইহ অবধারি।
সকল কাজ হাম বুঝলুঁ বুঝায়লুঁ
না বুঝলুঁ অন্তর নারী॥
অভিমত কাম নাম পুন শুনইতে
রোখই গুণ দরশাই।
অরিসম গঞ্জয়ে মন পুন রঞ্জয়ে
আপন মনোরথ সাই॥
অন্তরে জীউ অধিক করি মানয়ে
বাহিরে লাগয়ে উদাস।
কহ কবিশেখর অনুভবে জানলুঁ
বিদগধ কেলিবিলাস॥ ৩৬॥

উৎকণ্ঠিতা

কাফি

তুহারি বচন বিশোয়াসে।
আয়লুঁ কুঞ্জ আবাসে॥
বিরচলুঁ কুসুম শয়ান।
অবহুঁ না মীলল কান॥
বুঝলুঁ দূতি হাম তোয়ে।
এত দুখ দেয়লি মোয়ে॥
ঝুটা বচন তোহারি।
ঝুটাহি সো বনয়ারী॥
ঝুটা সঙ্কেত মান।
ঝুটাহি সব হাম জান॥
করত শেখর নিরবন্ধা।
ঝুটা কাহে করু দ্বন্দ্বা॥ ৩৭॥

বিপ্রলব্ধা

শ্রীরাধার উক্তি

তথারাগ

কহ সখি মোরে কি করি লো।
কে হরিল মম সে হরি লো॥
কি লয়ে এখন বিহরি লো।
ক্ষণে তনু উঠে শিহরি লো॥

প্রহারে কোকিল কুহরি লো।[১]
চোর ধরি যেন প্রহরী লো॥
দারুণ বিরহ লহরী লো।
কোথায় করিব শ্রীহরি লো॥[২]
বিফলে পোহালো শর্ব্বরী লো।
কেমনে বাঁচিবে পামরী লো॥
হরি নিল কোন্ আহিরী লো।
শেখর সন্ধানে বাহিরিলো॥ ৩৮॥

তথারাগ

প্রভাতে উঠিয়া বিনোদ নাগর
চলিলা নাগরি পাশ।
ঘুমে ঢুলু ঢুলু যুগল লোচন
মুখে মৃদু মৃদু হাস॥
কপাল উপরে সিন্দূর বিন্দু
অধরে কাজর দেখি।
হিয়ার মাঝারে যাবকের রেখা
নখচিহ্ন আছে সাখি॥
গলায় দিয়াছে বিনা সূতের মালা
নাগরি দিয়াছে সাধে।
এসব ভূষণ অঙ্গেতে করিয়া
ভেটিতে আইলা রাধে॥
হাসিতে হাসিতে রসিক নাগর
চলিলা রাইয়ের পাশ।
দেখিয়া জ্বলিছে অন্তর পুড়িছে
কহয়ে শেখর দাস॥ ৩৯॥

খণ্ডিতা

চাতুরি পরিহর নাগর চোর।
সাখি দেয়ত সব অঙ্গহি তোর॥
ভালে বিরাজিত সিন্দূর রেখ।
মুকুর করে করি দেখ পরতেক॥
লোহিত লোচন পঙ্কজ ভাঁতি।
মলিন ভয়ো তুয়া অধরহি কাঁতি॥
যাবক লাগল হিয়ে অনুরাগে।
চুম্বনে লাগল কাজর দাগে॥
কহে কবিশেখর কহই না পারি।
তাহি গমন কর যাহাঁ বর নারি॥ ৪০॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ধানশী

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান।
বিনি অপরাধে কহসি কাহে আন॥
পূজলুঁ পশুপতি যামিনি জাগি।
গমন বিলম্বন ভেল তথি লাগি॥
লাগল মৃগমদ কুঙ্কুম দাগ।
উচারিতে মন্ত্র অধরে নাহি রাগ॥
রজনি উজাগরি লোচন ভোর।
তথি লাগি তুহুঁ মুঝে বোলসি চোর॥
নব কবিশেখর কি কহব তোয়।
শপথি করহ তবে পরতীত হোয়॥ ৪১॥

দুর্জ্জয় মান

কোই রাগিণী

সকালে অমনি বৃন্দা ঠাকুরাণী
আইল ললিতা বাস।
কহিলা সকলি কানুর বিকলি
মধুর বিনয় ভাষ॥
শুনিয়া ললিতা মনে পাই বেথা
দুজনে চলিলা ধাই।
সজল নয়ানে মলিন বয়ানে
যেখানে বসিয়া রাই॥
ললিতা যাইয়া তারে উঠাইয়া
করিলা আপন কোরে।
আপন বসন অঞ্চলে তখন
মোছয়ে নয়নলোরে॥
তুহুঁ রসবতী জগতে খেয়াতি
রূপে গুণে নাহি সীমা।

---

৩৮ ১। কোকিল কুহুরবে যেন প্রহার করিতেছে?
৩৮ ২। কোথায় "শ্রীহরি" করিব, অর্থাৎ কোথায় যাইব।

সে বহু-বল্লভ আনের দুর্ল্লভ
জানিয়া না দেহ ক্ষেমা ॥
শত গুণ যার এক দোষ তার
ছাড়িতে উচিত হয়।
সে তোর কারণে কান্দয়ে কাননে
এ কবিশেখর কয় ॥ ৪২ ॥

দূতীর প্রতি মাধবের উক্তি

গান্ধার

সজনি না বুঝই এ মঝু ভাগ।
আকুল চিত মঝু তাঁহি সজাগ ॥ ধ্রু ॥
বচনহি নিজ করি না বোলয়ে রাই।
মুঞি জীবন বিনু না বোলই তাই ॥
মঝু পরসঙ্গে সে না দেই কান।
তাহা বিনু মঝু মুখে না ফুরয়ে আন ॥
সমাধান চাহি না হয়ে সমাধান।
তেঞি অতিরেক হানয়ে পাঁচবাণ ॥
শেখর কহয়ে প্রিয় মন কর থীর।
সহজই নায়রি ভাব গভীর ॥ ৪৩ ॥

শ্রীরাধার মানভঞ্জন

বিভাস

তুহুঁ না পরশ যদি মোয়।
পিরিতি কৈছে তব হোয় ॥
ইথে লাগি শরণ তোহারি।
মানহ পরশ হামারি ॥
যদি জানসি মঝু দোখ।
মোহে হেরি সম্বর রোখ ॥
এ তুয়া চরণ ধরি হাম।
কহি পদযুগ ধরে শ্যাম ॥
তাহে না টুটল মান।
মানিনি উপেখি চলু কান ॥
কুঞ্জ অঙ্গনে কুঞ্জরাজ।
কাঁপি পড়ল ক্ষিতিমাঝ ॥
ফেরি নেহারত রাই।
মরি মরি করত কাহ্নাই ॥
ভুজগে কাটল তনু-মোর।
কপটহি মুরুছল ভোর ॥
বজর পড়ল শুনি বোলে।
ধাই ধনি ধরি করু কোলে ॥
উঠল নাগরবর শূর।
মান-গরব ভেল চূর ॥
ধনি-মুখ মোছল বাসে।
চুম্বন কয়ল বহু আশে ॥
সব রস করি সমাধান।
নিরসল হেরি বিহান ॥
কো সমুঝব দুহুঁ নেহ।
দুহুঁ-তনু না বান্ধয়ে থেহ ॥
কবিশেখর রস গায়।
দুহুঁজন প্রেম সহায় ॥ ৪৪ ॥

পরস্পর সখী উক্তি

তথারাগ

ধনি ভেলি মানিনি সখিগণ মাঝ।
অনুনয় করইতে উপজয় লাজ ॥
পিরীতিক আরতি বিরতি ন সহই।
ইঙ্গিত ভঙ্গিএ দুহুঁ সব কহই ॥
রাহি সুচেতনি কাহ্নু সেয়ান।
মনহি সমাধল মন-অভিমান ॥

---

৪৩ সজনি, আমার ভাগ্য বুঝিতে পারি না। (আমার) আকুলচিত্ত তাহার (শ্রীরাধার) প্রতি সদা জাগ্রত রহিয়াছে। কিন্তু কথাতেও রাই আমাকে আপনার বলিয়া বলে না। আর আমি তাহাকে নিজের জীবন ভিন্ন অন্য কিছু বলি না। সে আমার প্রসঙ্গে কান দেয় না। আমার মুখে কিন্তু তাহার কথা ভিন্ন অন্য কথা স্ফুরিত হয় না (বাহির হয় না)। ইহার সমাধান চাহি, কিন্তু সমাধান খুঁজিয়া পাই না। তাই মদন প্রবলভাবে পাঁচবাণ হানিতেছে। শেখর বলিতেছেন, প্রিয়, মন স্থির কর। নায়িকা সহজেই গভীরভাবযুক্তা।

জো নিজ নূপুর ধয়ল মুরারি।
সখি লখি অনতয় চলু বরনারি॥
হরি যব ছায়া করল ধনি পায়।
সম্ভ্রমে বইসলি ধনি কর লায়॥
অধরে মুরলি জো ধয়ল মুরারি।
ফোই কবরি ধনি বাঁধি সমারি॥
কহ কবিশেখর বুঝহ সেয়ান।
ইঙ্গিতে রস পসারল পাঁচবাণ॥ ৪৫॥

মৃগমদ চন্দনে মন চঞ্চল ভেল
হেরইতে বঙ্কিম গীম।
চিবুক চিকুর ধরি মুখ সমুখে করি
চুম্বয়ে বয়নক সীম॥
ঘন ঘন চুম্বন দৃঢ় পরিরম্ভণ
কয়লহি হিয়ে হিয়ে লাগি।
কবিশেখর কহ মদন শুতি রহু
চমকি উঠয়ে জনু জাগি॥ ৪৬॥

শ্রীরাধার উক্তি

তথারাগ

সজনি কি কহব কৌতুক ওর।
অলখিতে হাত হাত মোর সরবস
মানরতন গেও চোর॥ ধ্রু॥
অবনত বয়নে যবহুঁ হাম বৈঠলুঁ
বিগলিত কুন্তলভার।
উর অম্বর করি সুত চরণে ধরি
গাঁথিয়ে মোতিম-হার॥
লহু লহু পদ করি নূপুর পরিহরি
কৈছে আওল সেই ঢীট।
শীর শপথি দেই সখিগণে নিষেধই
লুকি রহল মঝু পীঠ॥

সংকীর্ণ সম্ভোগ

সখীর উক্তি

ভূপালী

রাই যবে হেরল হরি মুখ ওর।
তৈখনে ছলছল লোচন জোড়॥
যব পহুঁ কহলহি লহু লহু বাত।
তবহুঁ কয়ল ধনি অবনত মাথ॥
যব হরি ধয়লহি অঞ্চল পাশ।
তৈখনে ঢর ঢর তনু পরকাশ॥
যব পহুঁ পরশল কাঞ্চুক-সঙ্গ।
তৈখনে পুলকে পূরল সব অঙ্গ॥
পূরল মনোরথ মদন উদেশ।
কহ কবিশেখর পিরিতি বিশেষ॥ ৪৭॥

[৪৫] ধনী (শ্রীরাধা) মানিনী হইলেন। সখীগণের মাঝে (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহাকে অনুনয় করায় (শ্রীরাধা) লজ্জা পাইলেন। পিরীতির আরতি (আর্ত্তি) বিরতি সহে না। তাই দুইজনেই ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে কথা বলিলেন (ভাব প্রকাশ করিলেন)। রাধা নিজের মান-বিষয়ে সদাই সচেতনা (সজাগ), কানুও সুচতুর। উভয়েই মনের অভিমান মনেই সমাধান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পদ ধারণের অভিপ্রায়ে দুই হাতে নিজের নূপুর ধারণ করিলেন। শ্রীরাধা তাহা দেখিয়াও না দেখার ভানে সখীকে লক্ষ্য করিয়া অন্যত্র গিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজের ময়ূরপুচ্ছ-শোভিত চূড়ার দ্বারা (অবনত হইয়া) শ্রীরাধার চরণে ছায়া করিলেন। শ্রীরাধা সম্ভ্রমে কর দ্বারা নিজের পদ আচ্ছাদন করিয়া বসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন কার্য্যান্তর ব্যপদেশে নিজেকে ব্যাপৃত জানাইবার জন্য অধরে মুরলী ধারণ করিলেন। শ্রীরাধাও আপন অন্য-মনস্কতা দেখাইবার জন্য কবরী খুলিয়া বাঁধিতে লাগিলেন। ব্যঞ্জনা—কৃষ্ণ মুরলী বাজাইলে শ্রীরাধা মুরলী-ধ্বনিতে আবিষ্টতা জানাইবার জন্য অনুরাগ প্রকাশের সংকেত স্বরূপ কেশ বাঁধিবার ছলে ভুজমূল প্রদর্শন করিলেন। কবিশেখর কহিতেছেন, রসিকগণ বুঝিয়া লও, মদন ইঙ্গিতে রস প্রসারণ করিল।

[৪৭] শ্রীরাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের বদন দর্শন করিলেন, তখনই দুই আঁখি (উদ্গত আনন্দ অশ্রুতে) ছলছল করিতে লাগিল। কান্ত যখন মৃদু মৃদু কথা কহিলেন, তখন ধনী মস্তক অবনত করিলেন। শ্রীহরি শ্রীরাধার অঞ্চলপ্রান্ত আকর্ষণ করিলে শ্রীরাধার রসে ঢলঢল দেহ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ যেমনই তাঁহার বক্ষ কাঁচলী স্পর্শ করিলেন, অমনি তাঁহার সর্ব্বদেহ পুলকে পূর্ণ হইল

শ্রীকৃষ্ণের মান

কেদার

বড় অপরূপ পেখলুঁ হাম।
কি লাগিয়া বঁধু কয়ল মান॥
বিবরি কহিবে সজনি হে।
একথা শুনিলে আউলায় দে॥
এত অদভুত কোথা না শুনি।
নাগরী উপরে নাগর মানি॥
এহো অপরূপ কোথা না দেখি।
হেন প্রেম দুহুঁ শেখর সাখী॥ ৪৮॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য

কামোদ

গোকুলে দেব দেয়াসিনি আওল
নগরহিঁ ঐছে ফুকারি।
অরুণ বসন পরি জটিল বেশ ধরি
কানু দ্বার মাহা থারি॥
শুনি ধনি জটিলা তুরিতে চলি আওল
হেরইতে চমকিত ভেল।
হামারি বধূর রিতি হেরি জনু আন মতি
কহি নিজ মন্দির নেল॥
দেব দেয়াসিনি কান।
জটিলাবচনে সুধামুখি নিয়ড়হি
একদিঠে নেহারে বয়ান॥ ধ্রু॥
কহ তব অতনু দেব ইথে পাওল
হৃদি মাহ পৈঠল কাল।
নিরজনে সোই মন্ত্রে যবে ঝাড়িয়ে
তব ইহ হোয়ব ভাল॥
এত শুনি জটিলা ঘরহু দোহে লেয়ল
নিরজনে দুহুঁ এক ঠাম।
সবজন নিকসল বাহিরে বৈঠল
পূরল কানু মনকাম॥
বহুক্ষণ অতনু- মন্ত্র পড়ি ঝাড়ল
ভাগল তবু সোই দেবা।
দেব-দেয়াসিনি ঘর সঞে নিকসল
চাতুরি বুঝব কেবা॥
জটিলা বহুত ভকতি করি হরষিতে
কতহুঁ ভীখ আনি দেল।
কহ শেখর বর ভীখ লেই তব
সোই দেয়াসিনি গেল॥ ৪৯॥

শ্রীরাধার উক্তি

কামোদ

কহ সখি কিয়ে ভেল।
দেয়াসিনী কাঁহা গেল॥
হাম মুগধিনী নারী।
না শুনি অতনু ঝাড়ি॥
ঐছন লুবুধ কান।
কত না চাতুরী জান॥
সহজে আমরা বালা।
কে জানে এতহুঁ কলা॥
পহিল পিরীতি তায়।
বহুদিন নাহি যায়॥
ইথেই ঐছন কেল।
কুহক সমান ভেল॥
অপরে কি সুখ পাব।
কত না হোয়ব লাভ॥
শেখর কহয়ে ভাষা।
কাননে পূরিবে আশা॥ ৫০॥

সম্ভোগ

সুহই

নিধুবনে শ্যামবিনোদিনী ভোর।
দুহুঁক রূপের নাহিক উপমা
প্রেমের নাহিক ওর॥ ধ্রু॥

(সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল)। শ্রীকৃষ্ণের মনোরথ পূর্ণ ও মদনের উদ্দেশ্য সাধিত হইল। কবিশেখর কহিতেছেন, বিশেষ পিরীতির কথা।

হিরণ কিরণ আধ বরণ
আধ নীলমণি-জ্যোতি।
আধ উরে বন- মালা বিরাজিত
আধ গলে গজমোতি॥
আধ শ্রবণে মকর কুণ্ডল
আধ রতন ছবি।
আধ কপালে চান্দের উদয়
আধ কপালে রবি॥
আধ শিরে শোভে ময়ূর শিখণ্ড
আধ শিরে দোলে বেণী।
কনককমল করে ঝলমল
ফণী উগারয়ে মণি॥
মন্দ পবন মলয় শীতল
কুন্তল উড়য়ে বায়।
রসের পাথারে না জানে সাঁতার
ডুবল শেখর রায়॥ ৫১॥

পূরবী

দুহুঁমুখ সুন্দর কি দিব উপমা।
কুবলয় চাঁদ মিলল একুঠামা॥
শ্যামর নাগর নাগরি গোরি।
নীলমণি কাঞ্চন লাগল জোড়ি॥
নিবিড় আলিঙ্গনে পিরিতি রসাল।
কনক লতায়ে যৈছে বেঢ়ল তমাল॥
রাই পয়োধর পিয়া কর সাজ।
কুবলয়ে শম্ভু পূজল কামরাজ॥
রায় শেখরে কহে নয়ন উলাস।
নব ঘনে থীর বিজুরি পরকাশ॥ ৫২॥

বিপরীত কেলি

বিহাগড়া

কিবা সে দোঁহার রূপ।
কিশোর-কিশোরী রস পসারই
সরস রূপের কূপ॥ ধ্রু॥
অরুণ-কিরণে মলিন ইন্দু
কুমুদ মুদিত লাজে।
চান্দের ভরমে চকোর মাতল
ইন্দীবর হাসে মাঝে॥
চান্দের উপরে চান্দ পেখলুঁ
ইন্দুর উপরে শশী।
প্রেমের আবেশে পিয়ে রসসুধা
খঞ্জনযুগল পশি॥
যমুনাতরঙ্গে অরুণ উদয়
তারার পসার তথা।
অরুণ ঝাঁপিয়া তিমির রহল
কিয়ে অদভুত কথা॥
কনকলতায় সুমেরুশিখর
ঘনের জনম তায়।
ঘনের লতায় মুকুতা ফলিল
কেবা পরতীত যায়॥
সে রাধামাধব রসের বৈভব
কহিতে শকতি কায়।
রসের পাথারে না জানে সাঁতার
ডুবল শেখর রায়॥ ৫৩॥

---

[৫৩] কেমন দুইজনার রূপ। কিশোর কিশোরী সরস রূপের কূপে রস বিস্তার করিতেছেন। শ্রীরাধার ললাটস্থিত সিন্দুরবিন্দুরূপ সূর্য্যকিরণে শ্রীকৃষ্ণের ললাটস্থিত চন্দনবিন্দুরূপ ইন্দু ম্লান হইল। দেখিয়া শ্রীরাধার নয়ন-কুমুদ (চন্দ্রকে ম্লান দেখিয়া) লজ্জায় নিমীলিত হইল। (সম্ভোগ-সুখে আলসে নয়ন মুদিয়া আসিল।) শ্রীরাধার মুখকে চাঁদ মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-চকোর মাতিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া শ্রীরাধার নয়ন-ইন্দীবর (নীলোৎপল) আবার (লজ্জাত্যাগ করিয়া) মাঝখানে হাসিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের উপর শ্রীরাধার মুখচন্দ্র দেখিলাম। শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় ময়ূর-চন্দ্রিকার উপর শ্রীরাধার বেণীনিবদ্ধ চূড়ামণি শোভা পাইতেছে। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রীরাধার নয়নখঞ্জন প্রেমের আবেশে সুধাপান করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের শ্যামাঙ্গের লাবণ্যহিল্লোল-রূপ যমুনার তরঙ্গে শ্রীরাধার বক্ষোহারের মধ্যমণিরূপ অরুণের উদয় হইয়াছে। শ্রীরাধার আলুলিত কেশপাশ অন্ধকাররূপে সেই অরুণকে ঝাঁপিয়া রহিল, কি অদ্ভুত কথা! হারের মুক্তাসমূহ অথবা খণ্ড খণ্ড রত্নসমূহ যেন তথায় তারার মেলা। শ্রীরাধার দেহরূপ কনকলতায় সুমেরু-শিখর-রূপ

যুগলরূপ

ধানশী

হরি উর পরে শুতলি বালা।
কালিন্দী পূজল যৈছে চম্পকমালা॥
কানু ধরল ধনি ভুজযুগ মাঝ।
কমলে বেঢ়ল যৈছে মধুকর সাজ॥
রতিরস আলসে দুহুঁ তনু ভোরি।
লখই না পারিয়ে শ্যাম কিশোরী॥
কহ কবিশেখর দুহু গুণ জানি।
দুহুঁ দোহাঁ মিলন দুহুঁ মন মানি॥ ৫৪॥

অনুরাগ

তথারাগ

একলি কলাবতি রহই মন্দির।
মোতিম হার গাঁথই মনথির॥
পিয়াগুণ সঙরি সঙরি ভেল ভোর।
ইতি উতি ঢরকত লোচন লোর॥
নখর উপর থোর উজোরল পানি।
সুত দেই গাঁথই মুকুতা মানি॥
অনতর লোচন মন রহু আন।
চীতপুতলি ধনি শেখর গান॥ ৫৫॥

আক্ষেপানুরাগ

শ্রীরাধার উক্তি

ধানশী

গুরুজন পরিজন কে নাহি গঞ্জয়ে
কে নাহি করয়ে বিগান।
আপন অপযশ যশ করি মানলুঁ
হৃদয়ে না ভাবলুঁ আন॥
সখি হে কানুকে কহবি সম্বাদ।
এত দিন প্রেম গোপত করি রাখলুঁ
অবহুঁ ভেল পরমাদ॥ ধ্রু॥
প্রেম লাগি প্রাণ তৃণহুঁ করি মানলুঁ
কি করব কুলবতি-জাতি।
কহ কবিশেখর অনুভবে জানলুঁ
পিরীতিক যৈছন ভাতি॥ ৫৬॥

তুড়ী

সই কেমনে দেখাব মুখ।
গোপত পিরীতি বেকত করয়ে
এ বড় মরমে দুখ॥ ধ্রু॥
এত ঢীঠপনা করে কোন জনা
বুঝিনু তাহার বিধি।
মোর অপযশে সকলে হাসয়ে
ইথে কি পাইবে সিধি॥

স্তনযুগল, তাহাতে লোমলতাবলী-রূপ মেঘের উদয়। সেই মেঘের লতায় ঘর্ম্মবিন্দু রূপ কে প্রত্যয় যাইবে? সেই শ্রীরাধামাধবের রসের বৈভব কহিতে কাহার শক্তি? রায়শেখর রসের পাথারে ডুবিল। সে সাঁতার জানে না।

৫৪ ধনী শ্রীহরির বক্ষোপরে (রতি রসালসে) শয়ন করিলেন। যেন (আপন গৌর দেহরূপ) চাঁপা-ফুলের মালায় (শ্রীকৃষ্ণের শ্যামলাবণ্য-তরঙ্গিত দেহরূপ) যমুনার পূজা করিলেন। কানু শ্রীরাধাকে বাহুবেষ্টনে বাঁধিলেন, যেন ভ্রমরের মালা কমলকে বেষ্টন করিল। রতিরসালসে দুইজনের দেহই বিভোর। শ্যাম ও রাধাকে চিনিতে পারা যাইতেছে না। কবিশেখর দুইজনেরই গুণ জানিয়া কহিতেছেন, দুইজনের মিলন দুইজনেরই মনের মত।

৫৫ কলাবতী একাকিনী মন্দিরে মনঃস্থির পূর্ব্বক মোতিহার গাঁথিতে বসিয়াছিলেন। কিন্তু প্রিয়তমের গুণ স্মরিয়া স্মরিয়া বিভোর হইলেন। এদিক ওদিক চাহিয়া নয়ন দুটি জলে ঢলঢল করিতে লাগিল। হাতের নখের উপর একবিন্দু অশ্রু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রাই মুক্তা মনে করিয়া সেই অশ্রু-বিন্দু সুতা দিয়া গাঁথিলেন। একস্থানে চক্ষু, অন্যত্র মন, শেখর গান করিতেছেন, ধনী যেন পটে আঁকা পুত্তলিকা।

আর এক দিন সিনানে যাইতে
আঁচরে ধরল মোর।
তথা দুই চারি নাগরী আছিল
হাসিয়া হইল ভোর॥
পরশ পাইয়া অবশ হইলু
ইহাতে করিব কি।
শেখর কহিছে লোকে কি করিবে
তোমার নিছনি দি॥ ৫৭॥

বিহগড়া

কবহুঁ রসিক সনে দরশন হোয় জনি
দরশনে হোয় জনি নেহ।
নেহ-বিচ্ছেদ জনি কাহুঁক উপজয়ে
বিচ্ছেদে ধরয়ে জনি দেহ॥
সজনি দূরে কর ও পরসঙ্গ।
পহিলহি উপজিতে প্রেমক অঙ্কুর
দারুণ বিহি দিল ভঙ্গ॥
যবহুঁ দৈব-দোষ উপজয়ে প্রেমহি
রসিক সনে জনি হোয়।
কানু সে গোপত পিরীতি করি অব
সবহুঁ শিখায়ল মোয়॥
হেন ঔখদ সখি কাহাঁ নাহি পাইয়ে
জনু যৌবন জরি যায়।
অসমঞ্জস রস সহিতে না পারিয়ে
ইহ কবিশেখর গায়॥ ৫৮॥

গান্ধার

অহে শ্যাম তু বড়ি সুজন জানি।
কি গুণে বাড়াইলা কি দোষে ছাড়াইলা
নবীন পিরীতিখানি॥
তোমার পিরীতি আদর আরতি
আর কি এমন হবে।
মোর মনে ছিল এ সুখ সম্পদ
জনম অবধি রবে॥
ভাল হৈল কান দিলা সমাধান
বুঝিলু তোমার কাজে।
মুঞি অভাগিনী পাছু নাহি গণি
ভুবন ভরিল লাজে॥
যখন আমার ছিল শুভদিন
তখন বাসিতা ভাল।
এখন এ সাধে না পাই দেখিতে
কান্দিতে জনম গেল॥
কহয়ে শেখর বন্ধুর পিরীতি
কহিতে পরাণ ফাটে।
শঙ্খবণিকের করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে॥৫৯॥

শ্রীরাগ

সে কাল গেল বৈয়া বন্ধু
সে কাল গেল বৈয়া।
আঁখি ঠারাঠারি মুচকি হাসি
কত না করিতা রৈয়া॥
বেশের লাগিয়া দেশের ফুল
কিছু না রহিত বনে।
নাগরীর সনে নাগর হইলে
আর বা চিনিবা কেনে॥
কুলি বেড়াইয়ে মোর নাম লয়ে
ফিরিতা বংশী বাইয়া।
মুখের কথাটি শুনিতে কত না
লোক পাঠাইতা ধাইয়া॥

---

৫৮ কখনও যেন রসিকের সঙ্গে দেখা না হয়। যদি দেখা হয়, যেন প্রেম হয় না। যদি প্রেম হয়, যেন কাহারও (সে প্রেমে) বিচ্ছেদ না ঘটে। যদি বিচ্ছেদ ঘটে, যেন তাহাকে দেহ ধরিতে (প্রাণে বাঁচিতে) না হয়। সজনি, ও প্রসঙ্গ দূর কর। প্রথমেই, প্রেমের অঙ্কুর উৎপন্ন হইতেই, দারুণ বিধাতা তাহা ভাঙ্গিয়া দিল। যদি দৈবদোষে প্রেমই উপজাত হয়, তবে যেন রসিকের সঙ্গে না হয়। কানু গোপনে প্রেম করিয়া এখন আমাকে সবই শিখাইল। (বিশেষ শিক্ষা পাইলাম, যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হইল।) সখি, এমন ঔষধ কোথাও পাইতেছি না, যে ঔষধে যৌবন জীর্ণ হইয়া যায়। রসের এই অসামঞ্জস্য সহিতে পারিতেছি না। কবিশেখর ইহা গাহিতেছেন।

নিজ হাতে তুলি মাথায় করিলুঁ
তোর কলঙ্কডালা।
শেখর কহে পরের বেদন
নাহি জানে কালা॥ ৬০॥

গোষ্ঠ

ভাসি প্রেম জলে নন্দজায়া বলে
যে কথা বলিলে মোরে।
হরের ঘরনী গণেশ জননী
তিনি আসি রক্ষা করে॥
তারে সেবি কোলে পেয়েছি কমলে
তবে আর ভয় কি।
নে রে রাম ধর বাড়াইয়া কর
গোপালে সোঁপিঞে দি॥
রাম করে ধরি যশোদা সুন্দরি
সোঁপিছে যাদব রায়।
নয়নের জল করে ছল ছল
বসন তিতিয়ে যায়॥
রামকরে হরি সমর্পণ করি
যশোদা মুরছা হইল।
কহিছে শেখর হইয়ে কাতর
কেমনে যাইবে বল॥ ৬১॥

তুড়ী—তাল খেমটা

আওয়ে ছিদামচন্দ্র
রঙ্গিয়া পাগুড়ি মাথে।
সুবলার্জ্জুন অংশুমান
দাম বসুদাম সাথে॥
কটি কাছনি রঙ্গিম ধটি
বেণুবর বাম কাঁখে।
জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর
ভায়া ভায়া বলি ডাকে॥
গলে লম্বিত গুঞ্জাবলি
ভুজে অঙ্গদ বালা।
গো ছান্দন ডুরি কান্ধেতে
কাণে কুণ্ডলখেলা॥

স্ফুট চম্পক- দলনিন্দিত
উজ্জ্বল তনুশোভা।
পদপঙ্কজে নূপুর বাজে
শেখর মনোলোভা॥ ৬২॥

রামকেলি—তেওট

রাম পানে চায় রাণী গোপাল পানে চায়।
কি বোলে বিদায় দিব মুখে না জুয়ায়॥
সকালে আসিহ গোপাল ধেনুগণ লইয়া।
অভাগিনী রৈল তোর চাঁদ মুখ চাইয়া॥
থাকিয়া শ্রীদামের কাছে চরাইও বাছুরি।
জোরে শিঙ্গারব দিও পরাণে না মরি॥
এ ক্ষীর নবনী তোরে খাইতে এই দিলুঁ।
তুমি যাবে দূর বনে আমি ভাবি মলুঁ॥
তুমি না ভাবিহ মা কাননে ভয় নাই।
বিদায় করহ রাণী গোষ্ঠে সভে যাই॥
বিদায় করিতে রাণী ঢরকে নয়ন।
মুখখানি ধরিয়া চুম্ব দেয় ঘনে ঘন॥
রাণীর চরণ ধূলি সভে লইয়া শিরে।
নন্দের মহল হইতে হইল বাহিরে॥
শেখর কহয়ে হিয়া সম্বরিতে নারে।
রাণী পাছু গমন করিলা কত দূরে॥ ৬৩॥

জটিলা গৃহে মিলন

গান্ধার

বিপিন গমন দেখি হৈয়া সকরুণ আঁখি
অবশ হইল প্রেমভরে।
লাজে কিছু নাহি কয় বদন ঝাঁপিয়া রয়
কাঁপে রাই মদনের ডরে॥
কি হৈল কি হৈল বোলে বিশাখা করিল কোলে
শুনিয়া জটিলা আইল ধায়্যা।
অকস্মাৎ একি জ্বর অঙ্গ কাঁপে থর থর
শুন আগো আহীরের মায়্যা॥
বধূ মোর রাজার ঝি উপায় করিব কি
কেহু কিছু জান কহ মোরে।
বিশাখা বলিল মাই হলধরের ছোট ভাই
মন্ত্র জানে কয়্যা দিলাম তোরে॥

শুনিয়া জটিলা ধায় ধরিল কানুর পায়
ওহে কানু বধূ দেহ দান।
তোমার পায়ে লাল বাধা আমার বধূর নাম রাধা
এই তোমায় কহিলুঁ বিধান॥
শুনিয়া রাধার নাম আপনি চলিলা শ্যাম
মন্ত্র পড়ি অঙ্গে দিলা হাত।
পরশে রসের অঙ্গ কামজ্বর হইল ভঙ্গ
রায় শেখর করে প্রণিপাত॥ ৬৪॥

তথারাগ

রাই অঙ্গে হাত দিয়া নটবর রায়।
ঘুচিল বিরহ দুখ হাসি মুখ চায়॥
দুহুঁ দোঁহার দরশনে আনন্দ হইল।
জটিলা আসিয়া কিছু কহিতে লাগিল॥
জটিলা বলেন শুন নন্দের নন্দন।
তোমার গুণেতে বধূ পাইল চেতন॥
এত শুনি গোবিন্দ বলেন জটিলারে।
নন্দঘরে থাকি আমি গোকুলনগরে॥
যখন তোমার বধূর এমতি হইব।
তখনি বলিহ মোরে ভাল করি যাব॥
এত বলি বনমালী যায় চলি গোঠে।
রায় শেখরের মনে হৈ হৈ উঠে॥ ৬৫॥

দান

শ্রীরাগ

খেলা রসে ছিলা কানাই শ্রীদামের সনে।
হেনকালে রাধারে পড়িয়া গেল মনে॥
আপনার ধেনু সব সঙ্গিগণে দিয়া।
রাধা বলি বাজায় বাঁশী ত্রিভঙ্গ হইয়া॥
রাধা বলি কানাই পুরিল মোহন বাঁশী।
শ্রীরাধিকার কানে তাহা প্রবেশিল আসি॥
শুনি ধ্বনি সুবদনী অথির হইয়া।
বন্ধুরে আপনা দিয়া মিলিব যাইয়া॥
রায়শেখর কহে এই কথা বটে।
চল সভে যাই মোরা যমুনার তটে॥ ৬৬॥

শ্রীরাগ

পরম মধুর মৃদু মুরলি বোলায়ত
অধর সুধাধরে ধরিয়া।
ধ্বনি শুনি ধরণি ধরল কুলকামিনি
চোঙক পড়ল জগ ভরিয়া॥
নীপ নিকটে নব রঙ্গিয়া।
পদের উপরে পদ তরুমূলে শ্যামচাঁদ
লীলাললিত ত্রিভঙ্গিয়া॥ ধ্রু॥
পঞ্চানন চতু- রানন নারদ
ধ্বনি শুনি সুরপতি ধন্দে।
ফল ফুলে মগন সকল বৃন্দাবন
তরু সঞে ঝরে মকরন্দে॥
শুনিয়া বংশীর গান মুনিজন ভুলে ধ্যান
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মুরুছায়।
রায়শেখর বোলে বাঁশী শুনি কে না ভুলে
কুলবতী কি বাঁচিবে তায়॥ ৬৭॥

তথারাগ

তথা হৈতে উঠি বড়াই করিল গমন।
জটিলা নিকটে গিয়া দিল দরশন॥
জটিলা ভেটল বড়াই মৃদু মৃদু হাসি।
আশিস করিয়া বৈসে জটিলা সম্ভাষি॥
বধূরে পাঠাঞে দেহ লৈয়ে যাব বিকে।
শুনি অনুমতি দিল হাসিয়া কৌতুকে॥
ললিতা বিশাখা আদি সব সখি মেলি।
পসরা সাজায়ে শেখর সাথে যায় চলি॥ ৬৮॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

তথারাগ

কি আর সাধসি মান।
গোকুল নগরে পুছ ঘরে ঘরে
হএ নহে মোর দান॥
চরণ দুখানি বরণ দেখিঞা
মদন মুরুছা পায়।
এ হেন বয়সে পসরা মাথাএ
দেখি দুখ লাগে গায়॥
কুটিল কবরি ক্ষীণ মাঝাখানি
হেলিছে অলপ বায়।

সুমেরু উপরে হার সুরেশ্বরী
ভরে ভাঙ্গি পাছে যায়॥
তোমার পুরুখ জনম মুরুখ
একলি পাঠাএ বিকে।
শেখর কহিছে রাজার যোগানী
ছুঁইতে পারে কোন লোকে॥ ৬৯॥

শ্রীরাধার উক্তি

বরাড়ী

হেদে হে নিলাজ কানাই
না কর এতেক চাতুরালি।
যে না জানে মানুষতা তার আগে কহ কথা
মোর আগে বেকত সকলি॥ ধ্রু॥
বেড়াইলা ধেনু লৈয়া সে লাজ ফেলিলা ধুইয়া
এবে হৈলা দানী মহাশয়।
কদম্ব-তলায় থানা রাজপথ কর মানা
দিনে দিনে বাড়িল বিষয়॥
আন্ধার বরণ কাল গা ভূমেতে না পড়ে পা
পরিহাস কুলবধূ সনে।
এই রূপ নিরখি আপনাকে চাও দেখি
আই আই লাজ নাহি মনে॥
মা তোমার যশোদা তার মুখে নাহি রা
নন্দ ঘোষ অকলঙ্ক নিধি।
জনমিয়া তার বংশে কাজ কর জিনি কংসে
এ বুদ্ধি তোমারে দিল বিধি॥
একই নগরে ঘর দেখাশুনা আটপর
তিল আধ নাহি আঁখি লাজ।
রায়শেখরে কয় রাজারে না করে ভয়
এ দেশে বসতি কিবা কাজ॥ ৭০॥

বরাড়ী

বড়াই ভাল রঙ্গ দেখ দাঁড়াইয়া।
কালিন্দী গম্ভীর নীর নিকটে যমুনাতীর
ঝাঁপ দিব এ তাপ এড়াইয়া॥
হেন ব্যবহার যার উচিত না কহ তার
নিকটে মথুরা রাজধানী।
কর কান্ধে বেড়াইয়া অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া
পসরা নামাএ কোন দানী॥
বলিয়া কহিয়া মোরে ঘরের বাহির কর্য্যে
ধরাইলে ধরমের ছাতা।
ছার কুলে কিবা মান যৌবনের চাহে দান
ইহাতে না কহ এক কথা॥
নিজ পতি হেন মতি কথাতে নির্ভয় অতি
গরবে গণিল নহে কংসে।
যার সনে যার ভাব তার সনে তার লাভ
কে কহিবে আমা সভার অংশে॥
এমনি জানিলে মনে এ সঙ্গে আসিব কেনে
বিকে আস্যে লাভ হল্য যত।
রায়শেখরে কয় দেখিলে এমতি হয়
বিকি কিনি হয় মনের মত॥ ৭১॥

পঠমঞ্জরী

রাইমুখ হেরি বড়াই কহে।
এত কি আমার পরাণে সহে॥
রাখাল হইয়া ছুঁইতে চায়।
অব কি করব নাহি উপায়॥
দানী অবসর বুঝিয়া কাজে।
লুকাই যাইয়া নিকুঞ্জ মাঝে॥
এত কহি সভে ধাইয়া চলে।
নিকুঞ্জে রাই লুকায় ছলে॥
রসিক নাগর বুঝিয়া কাজ।
লুকায়্যা চলিলা কুঞ্জের মাঝ॥
রাই কানু তাঁহা দরশ পাই।
রহে দুহুঁ দুহাঁর বদন চাই॥
প্রতি অঙ্গে দানী লইলা দান।
রতি রতি-পতি মুরতিমান॥
যে ছিল মানস পূরল আশ।
আনন্দে মগন শেখর দাস॥ ৭২॥

নৌকাবিলাস

সুরট মল্লার—ডাঁশপাহিড়া

সখি ঐ দেখ তরণী বাহিয়া যায় শ্যাম।
চূড়ায় ময়ূরের পুচ্ছ, মল্লিকা মালতী গুচ্ছ,
অলকা মিলিত তছু ঠাম॥

তিলক ঝলমল করে, মকর কুণ্ডল দোলে
মৃদুভাষ হাসে অনুপাম।
আকর্ণ নয়ন বাণ, কামিনি মরমে হান
সুবলন বাহুর সুঠাম॥
অধরে মুরলী ধরি, কক্ষে কেরোয়াল করি,
উরে মণি বনি বনমাল।
কটিতে কিঙ্কিণী বেড়া, শোভা করে পীতধড়া,
পদে শোভে নূপুর রসাল॥
চরণে চরণ থুইয়া, ললিত ত্রিভঙ্গ হইয়া,
নেহারই রাইক বয়ান।
নবীন গোপিনি-সারি হাতে কেরোয়াল করি,
তরণী বাহই অবিরাম॥
ঝমকি ঝমকি ঘন ঘন পড়ে কেরোয়াল
রঙ্গিণি কঙ্কণ বাজ।
পদ্মিণী যূথে যূথ পঞ্চম গায়ত
শেখর বড় কবিরাজ॥ ৭৩॥

জলকেলি

শঙ্করাভরণ বা ধানশী

চললি নিতম্বিনি যমুনা সিনানে।
সঙ্গিনি রঙ্গিনি গজগতি ভানে॥
তৈল হলদি কোই আমলকি নেল।
সুবরণ ঘট লেই কোই চলি গেল॥
জানি নাগরবর চলু ধীরে ধীরে।
আগুসরি আওল কালিন্দিতীরে॥
একলি কানু খেলই জল মাহি।
সহচরি সনে ধনি মীলল তাহি॥
আন জন কোই নাহি তব সাথ।
নাগর হেরি ঢুলায়ত মাথ॥
কাহুক জল দেই কাহুক পঙ্ক।
কাহুক চুম্বই ধাই নিশঙ্ক॥
হেরি সব সহচরি চমকিত ভেল।
ঝাট কানু ধাই রাই লেই গেল॥
কণ্ঠমগন জলে দুহুঁ এক ঠাম।
পূরল দুহুঁক মনোরথ কাম॥
কহ কবিশেখর সহচরি পাশ।
হের দেখ রাধা কানু বিলাস॥ ৭৪॥

তথারাগ

তুরিতহি সুন্দরি কানুক পরিহরি
আওল সহচরি মাঝ।
লাজহি বদন- কমল নাহি তোলয়ে
দূরহি হেরয়ে রসরাজ॥
সহচরি নিয়ড়ে মিলল পুন মাধব
হেরি সভে সচকিত ভেল।
কাহুকে চুম্বই কাঁচুলি ফাড়ই
কাহুকে আলিঙ্গন কেল॥
কত কত ভাতি বিলসি পুন মাধব
তুরিতে চলল নিজ গেহ।
সিনান সমাপি তীরে উঠি সুবদনি
মোছল আপন দেহ॥
নিজ নিজ মন্দিরে আওল সখিগণ
কত কত কৌতুক রঙ্গে।
চরণ পাখালই শেখর সহচরি
আপন গণ লেই সঙ্গে॥ ৭৫॥

উত্তর গোষ্ঠ

তথাবাগ

ঐ না বেশে এসো মোর ঘরে।
এ পথে আসিবে তুমি
দাঁড়ায়্যা রয়্যাছি আমি
তোমা বন্ধু লৈয়া যাবার তরে॥
রবি যখন বৈসে পাটে
মুঞি গেলাম যমুনার ঘাটে
নেহারিয়া চাহি চারি পানে।
আহির বালক যত
তারা আইল যূথে যূথ
আজি তুমি সভার পাছে কেনে॥
দূর গহন বনে
চঞ্চল ধবলি সনে
চান্দ মুখ গেছে শুখাইয়া।
হের আইস মুছাই মুখ
ঘুচুক হে মনের দুখ
যাকু জাতি তোমার বালাই লৈয়া॥

আমার হৃদয় মাঝে
বিচিত্র পালঙক আছে
আসে পাশে রসের বালিস।
তাহাতে শ্বতিবে তুমি
চরণ সেবিব আমি
দ্বরে যাবে মনের আলিস॥
এখন আমি যাই ঘরে
মা মোরে আরতি করে
না দেখিলে সে মা পাছে মরে।
রায় শেখরে কয়
যাইতে উচিত হয়
কলঙক রহিবে ব্রজপ্বরে॥ ৭৬॥

গোপীগোষ্ঠ

তথারাগ

অট্টালিকা উপরি বসিয়া কিশোরী
ভাবয়ে সে র্পখানি।
শ্রীদাম স্বদাম শ্যাম বলরাম
ভাবয়ে বেণ্বর ধ্বনি॥
শ্বনি বেণ্বরব চমকিত সব
হইল আহির বালা।
শ্বাস নাহি বহে প্রাণ নাহি দেহে
বাড়িল বিরহজ্বালা॥
হেন কালে তথা আইল ললিতা
বিশাখা করিয়া সঙ্গে।
দেখে কমলিনি পড়িয়ে ধরনি
ধ্বলায় লোটায় অঙ্গে॥
ত্বরান্বিত হয়ে রাধারে তুলিয়ে
ললিতা লইল কোলে।
কহ কমলিনি পাগলিনি হেন
কেন পড়ি ধরাতলে॥
লইয়া বৎস গাই মোরা চল যাই
ধরিয়া রাখাল বেশে।
শ্বনিয়া বচন আনন্দিত মন
কহয়ে শেখর দাসে॥ ৭৭॥

তথারাগ

সখি সঙ্গে করি বেশের মন্দিরে
বসিলা আনন্দ চিতে।
তেজি নিল শাড়ি পীত ধড়া পরি
চ্বড়াটী বান্ধিল মাথে॥
কেহ হয় দাম শ্রীদাম স্বদাম
স্ববলাদি প্রিয় সখা।
চল ব্ন্দাবনে নটবর সনে
যাইয়া করিব দেখা॥
ললিতা স্বন্দরি জানয়ে চাতুরি
বলাই সাজিবে বড়।
বিশাখারে ভাল সাজিবে স্ববল
এই সে উপায় কর॥
কহে ইন্দ্বরেখি শ্বন বিধ্বম্বখি
তোমারে সাজাব হরি।
রায় শেখরে সখিগণ মিলে
এই সে উপায় করি॥ ৭৮॥

পদটী কোন কোন প্ব্থিতে নিম্নোক্তর্প আছে—

'প্রাণবন্ধ্ব ঐনা বেশে
এস আমার ঘরে।
তুয়াপথ নিরখিয়ে আছি আমি দাঁড়াইয়ে
তোমারে লইয়ে যাবার তরে॥
যখন গোঠেরে গেলা আমা পানে না চাহিলা
ঘর গেলাম বিষাদ হইঞে।
এস বন্ধ্ব ম্বছি ম্বখ দ্বরে যাউক যত দ্বখ
যাউক জাতি তোমার বালাই লঞে॥
রবিকর বৈসে পাটে ম্ব এলেম যম্বনার ঘাটে
দাঁড়াইয়ে চাহি চারি পানে।
ব্রজের বালক যত ঘরে গেল কত শত
আজি তুমি সভার পাছ্ব কেনে॥
প্ব্প শয্যা বিছাইয়ে কর্প্বর তাম্ব্ল লয়ে
আইলাম আমি তোমারে লইতে।
রায় শেখর কয় যে ধনি আপনা হয়
তার মন উচিত রাখিতে॥'

শ্রীরাধার বিলাপ

গান্ধার

কানু বিরস কথি লাগি।
কিয়ে ভেল হামারি অভাগি॥
যব হাম গেলু পিয়া পাশ।
তেজই দীঘল নিশাস॥
যবহু পুছলু বেরি বেরি।
সজল নয়নে রহু হেরি॥
যব হাম রহল নেহার।
লোচন ঝরু অনিবার॥
তব ধরি বুঝলু বিচারি।
কঠিন-জীবন বর নারি॥
কবিশেখর পরমাণ।
না যায়ত পাপ পরাণ॥ ৭৯॥

তিরোথা ধানশী

নবচূতপল্লব পুরি ঘটবারি।
মঙ্গল বোলে সভে দীপ উজারি॥
মুখ হেরি পিয়া মোর মাগয়ে মেলানি।
করুণায়ে কণ্ঠ কুহরে মৃদুবাণি॥
আজু পথে পথিক ভেল পিয়া মোর।
অনুখণ নয়নে গলয়ে ঘন লোর॥
সমসুখ সমদুখ ছিল এক জিউ।
কানুক ছোড়ি কোই পানি না পিউ॥
পিয়া বিনু সব শুন বিফল পরাণ।
শেখর কহ পুন মীলব কান॥ ৮০॥

মাথুর বিরহ

তথারাগ

দেখিয়া কদম্ব ফুল কানু পড়ে মনে।
কেমনে ধরিব প্রাণ দরশন বিনে॥
কে হরিল কোথা গেল কে সাধিল বাদ।
কোথা ছাড়ি গেল পিয়া করিয়া প্রমাদ॥
যে যায় মথুরা পুরি তার লাগি পাই।
মনের মরম কথা লিখিয়া পাঠাই॥
অলপ বয়সে মোর কালা পরিবাদ।
বিধি কৈল পরাধিনি না পুরল সাধ॥
ভণ কবিশেখর শুন বরনারি।
ধৈরজ ধর চিতে মিলিবে মুরারি॥ ৮১॥

বর্ষাকালোচিত বিরহ

তথারাগ

সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শুন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া॥
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ কতশত পাত মোদিত
মোর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
ন থির বিজুরিক পাঁতিয়া।
ভনয়ে শেখর কৈছে নিরবহ
হরি বিনু ইহ রাতিয়া॥ ৮২॥

সখী প্রেরণ

তথারাগ

কহিয় কানুরে সই কহিয় কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে॥

[৮২] সখি, আমার দুঃখের শেষ নাই। এই ভরা বাদলের ভাদ্রে আমার মন্দির শূন্য। মেঘ সর্ব্বদা ঝাঁপিয়া গর্জ্জন করিতেছে। ভুবন ভরিয়া (বারি) বর্ষণ করিতেছে। কান্ত প্রবাসে, দারুণ মদন সঘনে খর শর হানিতেছে। কতশত বজ্র পড়িতেছে। আনন্দে মাতিয়া ময়ূর নাচিতেছে। মত্ত ভেকদল (মকমক) শব্দ করিতেছে, ডাহুকী ডাকিতেছে। আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে। চারিদিকে তিমির-ভরা ঘোর রাত্রি, অস্থির বিদ্যুৎ-পংক্তি। রায়শেখর বলিতেছেন, হরি বিনা এই রাত্রি কেমনে নির্ব্বাহিত হইবে (কিরূপে অতিবাহিত করিব)?

নিকুঞ্জে রাখিলুঁ মোর এই গলার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥
এই তরুশাখায় রহিল শারী শুকে।
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী॥
শ্রীদাম সুবল আদি যত তার সখা।
ইহা সভার সনে পুনরায় হবে দেখা॥
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে আর নাহিক শকতি॥
তারে আসি যেন পিয়া দেয় দরশন।
কহিয় বন্ধুরে এইসব নিবেদন॥
শুনিয়া আকুল্ল দূতী চলু মধুপুর।
কি কহিব শেখর বচন না ফুর॥ ৮৩॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতী

কামোদ

শুনহ একু অব- ধান মাধব
গহনে পড়ু ধনি জীব রে।
গুরুয়া বিরহে সে বিকল শশিমুখি
লখই জনু দিনদীপ রে॥ ধ্রু॥
ধরণি ধামিনি ধূলি ধূসর
ধনি না সম্বর চীর রে।
মাহ শাঙন বরিখে যৈছন
ঐছন নয়নক নীর রে॥
শাসভরে কুচ- কুম্ভ উপর
চীর থির নাহি থেহ রে।
পবনে কম্পিত কনক ভূধর
শিখরে শারদ মেহ রে॥
শুনহ নাগর বিরহ সাগর
তরাহ অপার বারি রে।
কুসুমশরশরে দেহ জরজর
মুরছি পড়ু বরনারী রে॥
কুমুদিনীদল কিরণে তাপিত
ঐছে ঝামর দেহ রে।
ভরমে বিখধর হার তেজল
জিবনে পড়ল সন্দেহ রে॥

এতহুঁ সখিগণ সিঁচই চন্দন
গরল সম উঠে ভীত রে।
কো কহে সাধক কো কহে বাধক
শেখর কহ বিপরীত রে॥ ৮৪॥

দেশরাগ রাগ

নিজ করপল্লব অঙ্গে না পরশই
শঙ্কই পঙ্কজ ভানে।
মুকুরতলে নিজ মুখ হেরি সুন্দরি
শশি বলি হরই গেয়ানে॥
মাধব দারুণ প্রেম তোহারি।
যো হাম হেরলুঁ তে অনুমানলুঁ
ভাগে জিবয়ে বরনারী॥ ধ্রু॥
চন্দর-শীকর অনলকণা সম
দেহ উঠই বিম্বুকাই।
দীঘ নিশাস পবন দব দাবই
জীবই কোন উপাই॥
কহ কবিশেখর ভালে তুঁহুঁ নাগর
ভালে তুয়া প্রতি করু আশে।
আপন মরমজনে এতেক নিঠুরপন
আন কি কাজ কি ভাষে॥ ৮৫॥

সুহই

(যব) ঋতুপতি নব পরবেশ।
তব তুহুঁ ছোড়লি দেশ॥
তাহে যত বিবিধ বিলাপ।
কহইতে হৃদি মাহা তাপ॥
তবধরি বাউরি ভেল।
গিরিষ সময় বহি গেল॥
বরিষা ভেল চারি মাস।
না ছিল জিবন অভিলাষ॥
তাহে যত পাওল দুখ।
কহইতে বিদরয়ে বুক॥
শারদে নিরমল চন্দ।
তাক জিবন লেই দন্দ॥
পুরবক রাসবিলাস।
সোঙরিতে না বহয়ে শ্বাস॥

হীম শিশিরে বহু শীত।
দিনে দিনে উনমতে চীত॥
অব ভেল বহুত নিদান।
নব কবিশেখর ভাণ॥ ৮৬॥

তথারাগ

কি কহব মাধব রাইক খেদ।
কহইতে হৃদয় হোয়ত মঝু ভেদ॥
অতি দুরবল তনু ধরই না পার।
কোকিল শবদে বহয়ে জলধার॥
ইহ মধুসময় পুরব রসখেল।
সোঙরি সোঙরি ধনি ঝামরি ভেল॥
বিরহআনলে দহি বি-বরণ অঙ্গ।
বিষম বসন্ত তাহে মদনতরঙ্গ॥
রোই রোই কি কহয়ে কছু নাহি জান।
জনু পরলাপ কবিশেখর ভাণ॥ ৮৭॥

মাথুর

দূতীর উক্তি

তথারাগ

হে বজরকায় ক্ষীণ রাই তনু দুবরী
পিরীতি নহ জন্য বধ নারী।
কুলিশ তনুভালে চির কাল বাস গোকুলে
অব কুবুজা সঙ্গসুখ ভারি॥
আধ জলে কালিন্দী আধ কূলে কামিনী
নলিনীদল শেজ গড়ি যায়।
বিশাখা বিষ পান করি লুঠত মহিমণ্ডলে
ললিতা সখী ধাই ধরু তায়॥

নন্দ নিরানন্দ মাতা যশোদা ক্ষিতি লুঠত
শির উপর সঘনে কর হানে।
সবহুঁ ব্রজবাল (কান্দে) শ্রীদাম মধুমঙ্গল
সুবল দাম সংশয় নিদানে॥
বৎসধেনু উদ্ধর্মুখে চাহিয়া মথুরাপথে
ভক্ষ্য ত্যাজি নয়নে বহে বারি।
বৃক্ষলতা বিনত সব বিকশে নাহি কিশলয়
শেখর কহে বিরহে তনু জারি॥ ৮৮॥

শ্রীকৃষ্ণের বিলাপ

পঠমঞ্জরী

ঝর ঝর লোচন লোর।
নাগর ভেল বিভোর॥
গোকুলমণ্ডল দুখ।
শুনইতে বিদরয়ে বুক॥
ঘন ঘন তেজয়ে শ্বাস।
আকুল ভেল পিতবাস॥
গদ গদ কহে আধবাত।
ধূলি ধূসর ভেল গাত॥
ঐছে মুগধ ভেল কান।
নব কবিশেখর ভাণ॥ ৮৯॥

দূতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

সুহই

তিল এক নয়ন আড় জিউ না সহ
না রহু দুহুঁ তনু ভিন্।
মাঝে পুলক গিরি অন্তর মানিয়ে
ঐছন রহুঁ নিশি-দিন॥

---

[৮৮] হে বজ্রদেহ, ক্ষীণতনু তাই স্বভাবতঃই দুর্ব্বলা। পিরীতি তো নারীবধের জন্য নয়! কুলিশ-কঠোর দেহ লইয়াই তো চিরকাল গোকুলে বাস করিয়া আসিলে। এখন বুঝি কুবুজার সঙ্গে খুব সুখ পাইয়াছে। কুলকামিনী শ্রীরাধার অর্দ্ধ অঙ্গ যমুনার জলে, অর্দ্ধ অঙ্গ যমুনাতীরে দেখিলাম। কমলদল শয্যায় গড়াগড়ি যাইতেছে, অথবা কমলদল রচিত শয্যা, গড়াগড়ি যাইতেছে। বিশাখা বিষ পান করিয়া মাটিতে লুটাইতেছিল। ললিতা সখী ধাইয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছে'। পিতা নন্দকে নিরানন্দ দেখিলাম। মাতা যশোমতী সঘনে শিরে কর হানিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। শ্রীদাম, মধুমঙ্গল, সুবল, দাম আদি সকল ব্রজবালকেরই নিদানকালে উপস্থিত দেখিলাম। ধেনু-বৎস সব উদ্ধর্মুখে মথুরার পথ চাহিয়া আছে। তাহাদের চক্ষে জল ঝরিতেছে। তাহারা আহার ত্যাগ করিয়াছে। শেখর কহিতেছেন, বিরহে জীর্ণ দেহ বৃক্ষলতা সব নত হইয়া পড়িয়াছে। কিশলয় বিকশিত হয় না।

সজনী কোন পর জীয়ব কান।
রাই রহল দূর হাম মথুরাপুর
এতহুঁ কি সহয়ে পরাণ॥ ধ্রু॥
ঐছন নাগর ঐছে নব নাগরি
ঐছন সম্পদ মোর।
রাধা বিনু সব বাধা মানিয়ে
নয়নে তেজই লোর॥
সোই যমুনাজল সোই রমণিগণ
সোঙরিতে চমকিত চীত।
কহ কবিশেখর অনুভবে জানলুঁ
বড়কা বড়ই পিরীত॥ ৯০॥

দণ্ডাত্মিকা পদাবলী

সময় প্রভাত—গৃহাগমন

জাবট গ্রাম

তথারাগ

কতহুঁ দুলহ সঙ্গ ভৈ গেল বিচ্ছেদ।
গর গর অন্তর বাঢ়ল খেদ॥
ঝর ঝর লোচনে শশি-মুখি রোই।
অলখিতে আওল লখই না কোই॥
সহচরিগণ মেলি শেজ বিছাই।
অলসে অবশ ধনি শুতলি তাই॥
অন্তরে গর গর শ্যামর লেহ।
সখিগণ সত্বরে চলু নিজ গেহ॥
সব জন পূরল নিজ নিজ সাধ।
কহ কবিশেখর রসমরিয়াদ॥ ৯১॥

তথারাগ

বিচ্ছেদে বিকল ভেল দুহুঁক পরাণ।
দরদর অন্তর ঝরয়ে নয়ান॥
দুহুঁ মনে মনসিজ জাগি রহু।
তিল বিছুরণ নহে কেহ কাহু॥
নিশবদে শুতল নিন্দ নাহি ভায়।
বিয়োগ বিয়াধি বিথারল গায়॥
দুহুঁক দুলহ নেহা দুহুঁ ভালে জান।
দুহুঁজন মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
রায়শেখর জানে ইহ রস-রঙ্গ।
পরবশ প্রেম সতত নহে সঙ্গ॥ ৯২॥

তথারাগ

নিদে নিদায়লি বালা।
নিশি বাসর জাগি ভৈ গেল দুর্ব্বলা॥
তড়িত-লতাবলি রামা।
রতিরণছরমে ঘরমে ভেল শ্যামা॥
আলস নিদভার অঙ্গ অথীর।
সম্বরু না করু পীতম চীর॥
কহ কবিশেখর রায়।
ধরম সরম লাগি ওড়নি ভায়[১]॥ ৯৩॥

---

[৯০] এক তিলের জন্যও নয়নের আড়াল সহ্য হইত না। দুই দেহ ভিন্ন থাকিত না। দেহের পুলককেও (রোমাঞ্চকেও) পর্ব্বতপ্রমাণ ব্যবধান বলিয়া মনে হইত। সজনি, কানু কি প্রকারে বাঁচিবে? রাই দূরে রহিল, আর আমি মথুরাপুরে। এই কি প্রাণে সহ্য হয়? আমি হেন নাগর, মথুরাপুরের নবীনা পুরনাগরী। এ হেন সম্পদ, রাধা ভিন্ন সমস্তই বাধা মনে হইতেছে। সর্ব্বদাই কাঁদিতেছি। সেই যমুনাজল, সেই ব্রজবালাগণকে স্মরণ করিয়া চিত্ত চমকিত হইতেছে। কবিশেখর বলিতেছেন, বড়লোকের পিরীতি বড়,—অনুভবে জানিলাম।

[৯৩] বালা (রাধা) ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি জাগরণ করিয়া দুর্ব্বলা হইয়া গিয়াছে। বিদ্যুৎপুঞ্জবরণী রামা রতিরণশ্রমে ঘামে মলিন হইল। নিদ্রার আলস্যে অঙ্গ অস্থির। পীতাম্বর সম্বরণ করে না। (কৃষ্ণের সঙ্গে উত্তরীয় বদল হইয়াছে। শ্রীরাধা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। এবং ব্যস্ততার জন্য সেই উত্তরীয়খানি গুটাইয়া লইতে সময় পাইলেন না।) কবি রায়শেখর কহিতেছেন, ধরম সরম লাগিয়া উড়ানী রহিল। (শ্রীরাধার ধর্ম্ম ঐ উত্তরীয়খানিই প্রকাশ করিয়া দিল। গাত্রাবরণরূপে তাহার লজ্জাও রক্ষা করিল।)

[৯৩] ১। পাঠ ছিল "ধরম সরম লাগি ওরস নিভায়"—কোন অর্থ হয় না।

প্রাতঃ ও পূর্ব্বাহ্নলীলা

সময় অনুসারে, দেব্যাগমন শয্যোত্থান

তথারাগ

ভগবতি দেবতি সময় সে জান।
রাইক মন্দিরে করল পয়ান॥
শুতলি দেখলি অতি বিপরীত।
গুরুজন-বচনে না মানয়ে ভীত॥
তপস্বিনী করলহি কত অনুমান।
কর পরশন করি রাই জাগান॥
চমকি উঠলি ধনি থরহরি কাঁপি।
পীত বসনে সবহু তনু ঝাঁপি॥
রতিবিপরীতচিন করতহি গোই।
রাঙ্ক রতন জনু বেকত না হোই॥
কর জোড়ি রাই প্রণতি করু দেবী।
আজু সফল দিন তুয়া পদ সেবি॥
কামিনি কাহিনি কহু কত বন্ধে।
ভগবতি মঙ্গল দেই সুছন্দে॥
কহ কবিশেখর শুন সুকুমারি।
পীত বসন তুহু রাখহ সমারি॥ ৯৪॥

পৌর্ণমাসীর উক্তি

তথারাগ

আজু বিপরিত ধনি দেখলু তোয়।
সমুঝি না পারিয়ে সংশয় মোয়॥
তুয়া মুখমণ্ডল পূর্ণিমক চাঁদ।
কাহে লাগি ভৈ গেল ঐছন ছাঁদ॥
নয়নযুগল ভেল কাজর বিথার।
অধর নিরস করু কোন গোঙার॥
পীন পয়োধরে নখরেখ দেল।
কনক-কুম্ভ জনু ভগন ভৈ গেল॥
অঙ্গে বিলেপন হেরি কুঙ্কুম-ভার।
পীতাম্বর ধরু ইথে কি বিচার॥
সুজন রমণি তুহু কুলবতি-বাদ।
কা সঞে ভুঞ্জলি মন্মথক সাধ॥
কামিনী কাতর দেবি-সম্বাদে।
কহ কবিশেখর বড় পরমাদে॥ ৯৫॥

তথারাগ

তুয়া অঙ্গে পীতিম চীরে।
কুচযুগ দংশল কীরে॥
অধর-বিম্বফল তোরি।
কো রস নেল নিচোরি॥
বচন বোলসি আন ভাতি।
কা সঞে বঞ্চলি রাতি॥
হৃদয়নয়নগতিরীত।
হেরইতে পায়লু ভীত॥
ইহ রস কাহিনী কহই।
জরতী উঠি তহি চলই॥
রায়শেখর অনুমানে।
রাইক অমিয়া সিনানে॥ ৯৬॥

দাসীগণের আয়োজন

বিভাস

নিশি অবসানে সব দাসীগণে
সত্বরে করয়ে কাজ।
বেশের মন্দির মাজল সুন্দর
রাখল বেশের সাজ॥
কিনা সে দাসীর রীত।
জানিয়া মরম করয়ে করম
যাহাতে আপন জীত॥
দশনমাজনী রসনাশোধনী
থুইল থালীব পরি।
কর্পূর সহিত গন্ধচুরিত
যতন করিয়া ধরি॥
নির্ম্মল সলিল সুগন্ধি শীতল
পুরিয়া গাগরী ঝারি।
মুখ পাখালিতে সিনান করিতে
বেদির উপরে ধরি॥
গামছা কাচিয়া নিজল করিয়া
রাখল পৃথক করি।
এ তৈল আমলা আনল শ্যামলা
বেলিয়ে বেলিয়ে ভরি॥

উবটন করি কনকমঞ্জরী
আনল রাইয়ের তরে।
মঞ্জরী রতন করিয়া যতন
আনল সিনান-চীরে॥
গুণবতী তথি কর্পূরমালতী
সুগন্ধি শীতল করি।
বিধি-অগোচর নানা উপহার
থালীতে থালীতে ভরি॥
বিচিত্র বসন তাহাতে ঢাকন
করল পরম সুখে।
রাইয়ের ইঙ্গিতে রাখল গোপতে
যেন আন নাহি দেখে॥
কর্পূর তাম্বূল মালতীর মাল
শেখর যতন করে।
সে পীত বসন আনিয়া তখন
আপন আওয়াসে ধরে॥ ৯৭॥

গামছা আনিয়া গাখানি মোছাঞা
পরায় নীলিম-বাস।
বেশের মন্দিরে বসিলা সত্বরে
সখীগণ চারি পাশ॥
সেকালে বিস্তার ষোড়শ শিঙ্গার
করিয়া হেরয়ে মুখ।
কৃষ্ণ অবশেষ করিয়া পরশ
পাইল পরম সুখ॥
কহে রঙ্গলতা ধনী শুন কথা
তোমারে নিবার তরে।
কুন্দলতা হেন দেখিনু এখন
পশিল জটিলা ঘরে॥
সে সব কাহিনী শুনি বিনোদিনী
পুলকে পূরিল গায়।
রাইয়ের ইঙ্গিতে বারতা বুঝিতে
চলল শেখর রায়॥ ৯৮॥

দিবা অর্দ্ধদণ্ড কারুণ্যস্নান

একদণ্ডাবধি কান্তমোহন বেশ

ভাটিয়ারি

পাই অবসরে রাই সে সত্বরে
আইলা সখীর মাঝে।
তবে সখীগণ খসায় ভূষণ
পরায় সিনান-সাজে॥
সখি দেখ না রাইএর রঙ্গ।
রতিপতিকতি বিস্মিলা যুবতি
ধাধসে সে দিলা ভঙ্গ॥
হাস পরিহাসে বসিয়া আয়াসে
মুখানি মাজল নীরে।
মাজল যতনে দশন রসনা
শোধল মরীচ চুরে॥
তৈল আমলকী দিল সব সখী
উবটনে তুলি মলা।
সুগন্ধি সলিলে সিনান করিয়া
শীতল হইলা বালা॥

ব্রজেশ্বরীর উৎকণ্ঠা

স্থান নন্দীশ্বর

সুহই

নিশি অবসান জানি নন্দের ঘরণী।
দাসদাসী ডাকিয়া কহয়ে প্রিয় বাণী॥
আমার জীবনধন কানাই বলাই।
লালিবে পালিবে তারে তোমরা সভাই॥
যার যেই কাজ বাছা কর মন দিয়া।
আমি আর কি বলিব করহ বুঝিয়া॥
রাণীর উদার বোল শুনি দাসদাসী।
আবেশে করয়ে কাজ প্রেমানন্দে ভাসি॥
কুন্দলতা আনি কথা কহে যশোমতী।
রাধারে আনহ বাছা করিয়া যুকতি॥
শুনি পরণাম করি চলে কুন্দলতা।
জটিলারে নমস্কারি নিবেদয়ে কথা॥
দেখি আনন্দিত হৈল জটিলার চিত।
শেখর চলিলা তার পাইয়া ইঙ্গিত॥ ৯৯॥

অরুণোদয়ে

জাবটে কুন্দলতার আগমন

জয়জয়ন্তী

দেখিয়া কুন্দলতা জটিলা উনমতা
পরম আনন্দে নাচয়ে।
ধরিয়া করি কোরে তিতিল আঁখি-লোরে
কুশল-বারতা পুছয়ে॥
ও মোর বাছনি সত্যহি কাহিনী
কহবি নিকটে মোহরি।
তো হেন কুলবতী জগতে নাহি কতি
হামারি বিশোয়াস তোহরি॥
গোপ-পুর ভরি যতহুঁ সুন্দরী
কাহুঁক না রহু লাজ।
তো হেন পতিব্রতী না দেখোঁ যতি সতি
ঘোষয়ে লখিমি সমাজ॥
হরষি কুন্দলতা ভরসি কহে কথা
কতহুঁ বিনয়ে বেভারয়ে।
চতুর শেখর জরতী অন্তর
কত যে যতনে সুধারয়ে॥ ১০০॥

মাসীর চরণে কহিবে বচনে
গোপতে আনিবে বহু।
অলখিত পথে আসিবে তুরিতে
যেমতে না দেখে কেহু॥
শুনিয়া মিনতি উলসি জরতী
চলিলা রাইয়ের ঘরে।
কুন্দলতাকরে সোঁপিয়া বধুরে
রাণীরে আশিস্ করে॥
রাইকর লৈয়া নিজ শিরে দিয়া
কহয়ে কাতর বোল।
কুলের ধরম পুতের সরম
সকল রাখবি মোর॥
যশোদাতনয় না মানে বিনয়
তাহারে আমার ডর।
নিভৃতে কেতনে আসিবে যতনে
যাহাতে না হাসে পর॥
কুন্দলতা কহে তুমি দেবী মোহে
চরণ পরশি তোর।
শেখরের ঠাঁঞি কোন ডর নাই
এ বড় ভরসা মোর॥ ১০১॥

দিবা অর্দ্ধদণ্ডে

যুবতি পরিচর্য্যা

ধানশী

সে যে ব্রজেশ্বরী না জানে চাতুরী
পরম উদার সেহ।
যখন যা বলে তখনি তা ভুলে
সভারে সমান লেহ॥
হেদে গো আরিজা মা।
সে জন আমারে পাঠাইল সত্বরে
দেখিতে তোমার পা॥ ধ্রু॥
চুল খড় ধরি দশন উপরি
যে সব কহিল রাণী।
সে সব শুনিতে কঠিন লয় চিতে
পাষাণ গলয়ে জানি॥

দিবা প্রথম দণ্ডে

জরতী যত্ন

পঠমঞ্জরী

জরতী যতন করি কহে শুন সুন্দরি
সখী সঙ্গে করহ পয়ান।
উড়নি ঘোড়নি মাথে দেখিয়া চলিবে পথে
লখিতে না পারে যেন আন॥
বড়োর ঝিয়ারী বট কুলে শীলে নহ ছোট
সব গুণে হও পরবীণ।
থাকিহ সভার মাঝে বুঝিবা আপন কাজে
আমি আর জীব কত দিন॥
সদয়ে বিদায় করে জটিলা চলিলা ঘরে
উলসিত রসবতী রাধে।
রঙ্গিণী সঙ্গিনী তার লই সব উপহার
চলিল পুরাইতে সাধে॥

গজেন্দ্রগমন জিনি চলে রাই বিনোদিনী
সুঘড় সখীর হেলি অঙ্গ।
কহয়ে শেখর রায় পুছিতে পুছিতে যায়
রজনিবিলাস রসরঙ্গ॥ ১০২॥

দ্বিতীয় দণ্ডে

সখী-বিতর্ক

পঠমঞ্জরি

এ ধনি ঐছন কহবি মোয়।
কৈছন কৈছন দেখিয়ে তোয়॥
নয়ান বয়ানু আনহি ভাতি।
কহিতে কাহিনি ভুলসি পাঁতি॥
সুরঙ্গ অধর বিরঙ্গ ভেলি।
কা সঞে কামিনি কয়লি কেলি॥
বেকত ভৈ গেল গোপত কাজ।
অতয়ে কাহারে করহ লাজ॥
সঘনে জঘন কাঁপয়ে তোর।
মদনমথন কয়ল জোর॥
গৌর পয়োধর ভেলহু রাত।
নখের আঁচড় ঝাঁপসি তাত॥
খিণহুঁ খিণহুঁ হেরিয়ে তাই।
সঘনে বদনে উঠিছে হাই॥
পুলকে পুরিত সকল গা।
চলসি মন্থর অথির পা॥
অমিয়াসায়র তুহুঁ সে রাই।
মুকুন্দমাতঙ্গ বিহরে তাই॥
তে বুঝি এমন বিতথা দেখি।
বেকত করিয়া না কহ সখি॥
কহয়ে শেখর কি কর লাজে।
কহ না কাহিনি সখির মাঝে॥ ১০৩॥

রসোদ্গার

শ্রীরাগ, যতি

কি কহব রে সখি তোহারি সমাজ।
কহইতে কাহিনি লাগয়ে লাজ॥
শুতি ঘুমায়লুঁ হাম অগেয়ান।
অলখিতে আওল নাগর কান॥
পীন পয়োধরে দেলহি হাত।
তুরিতে লুকায়লুঁ দেহ বিগাত॥
তবহি অধর-রস পীবয়ে মোর।
জাগল মনমথ বান্ধলুঁ চোর॥
থর থর কাঁপয়ে কোরে আগোরি।
তব হাম ছুটলুঁ নিন্দ বিভোরি॥
করব কোপ জানি ছৈল সে কান।
যোই কহল মোহে কোই সে জান॥
পরিরম্ভণ বেরি মুদলুঁ আঁখি।
তাহে যে ভৈ গেল শেখর সাখি॥ ১০৪॥

শ্রীরাগ

হাম অবলা নারী কিয়ে গুণ জান।
সো রসময় তনু ছৈল সুজান॥
কতহুঁ যতনে মোরে কোড়ে বসাই।
বাঁধল বেণী কিয়ে কবরী খসাই॥
কঞ্চুক দেয়ল হিয়া পর মোব।
পরশি পয়োধর ভৈ গেল ভোর॥
কণ্ঠে পিন্ধায়ল মোতিম হার।
অঙ্গেতে লেপল কুমকুম ভার॥
বসন পরাওল করি কত ছন্দ।
কিঙ্কিণীজালে করহু নীবিবন্ধ॥
নিজ করপল্লবে মঝু মুখ মাজি।
সাজাওল নয়ন কাজল আঁজি॥
অলকা তিলক দেই চমকি নেহারি।
কহ কবিশেখর যাও বলিহারি॥ ১০৫॥

গান্ধার

চিরুণি করে ধরি কেশ বেশ করি
সিঁথায়ে দেই সিন্দুর।
লাস বেশ করি বসন পরায়ই
পায়ে ধরি পরায়ে নূপুর॥
সই পিয়াগুণ কহন না যায়।
দারিদ্‌ হেম যেন তিলেক না ছোড়ই
রভসে রজনি গোঙায়॥ ধ্রু॥

সে মোর শ্রমজল আঁচরে মোছই
দেয়ই বসনক বায়।
চম্পক মাল জনু সমান সাজে তনু
হিয়া বিনু শেজে না শোয়ায়॥
চিবুক ধরি মুখ সঘনে নেহারই
যে কিছু কহয়ে মঞ্জুলা।
অধর নীরস হেরিয়া চুম্বই
আদরে খাওয়ায় তাম্বুল॥
রভস আলসে নয়ন মুদি রহু
চমকি সঘনে জাগায়।
কানুক পিঠ দেই কবহু না শুতিয়ে
সখি ঘুমে আঁখি ঢুলায়॥
বৃন্দাবন ভরি রসের বাদর
দিন রজনী নাহি জান।
কৃপণ ধন সম তিলেক না ছোড়ই
কবিশেখর পরমাণ॥ ১০৬॥

অথ প্রভাত সময়ে নন্দীশ্বরে অলক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও শয়ন

রসবতী সঙ্গে জাগি রসরঙ্গে।
অরুণিম রঙ্গে নয়ন বিভঙ্গে॥
মদন তরঙ্গে তরলিত অঙ্গে।
বসন বিভঙ্গে পহিরলি রঙ্গে॥
আয়ল নিশঙ্কে শুতল পালঙ্কে।
কেহু নাহি সঙ্গে রাধে অনুবন্ধে॥
মদন বিভঙ্গে যুবতি কলঙ্কে।
কিয়ে ভেল শোভা শেখর লোভা॥ ১০৭॥

যশোদা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের জাগরণ

তথারাগ

সভারে সকল কাজে নিয়োজিয়া
আনন্দে নন্দের রাণী।
কানুর শয়ন- ভবনে আসিয়া
কহয়ে মধুর বাণী॥
উঠহ বাছনি মু যাঙ নিছনি
আলস করহ দূর।
আসিয়া ছাওয়াল আঙ্গিনা ভরল
উদয় করিল সূর॥
রামের বসন পরিলা কখন
কে নিল বসন তোর।
রাতা উতপল নয়ন যুগল
কি লাগি দেখিয়ে ভোর॥
নীল-নলিন আতপে মলিন
কেন বা এমন দেহ।
উনমত হৈয়া বুলহ ধাইয়া
কু দিঠি দিলে বা কেহ॥
হিয়ার উপর কণ্টক আঁচড়
গিয়াছিলা কোন বনে।
আমার কপালে না জানি কি ফলে
পরাণে মরিব মেনে॥
দেবতা কতেক দানব যতেক
ফিরয়ে গহন বনে।
সে সব দেখিল তাহা যে হইল
হেনই বাসই মনে॥
দেবের কারণে মঙ্গলাচরণে
পূজিব সিনান করি।
এ দধি ওদন ব্রাহ্মণে যতনে
ভুঞ্জাব উদর ভরি॥
মায়ের বচনে জাগিয়া তখনে
হাসয়ে গোকুল-রায়।
দেবতা সেবিনী আইলা তখনি
যশোদা বন্দিল পায়॥
রাণীর নন্দন গৌরীর চরণ
সঘনে জপন করে।
শেখরযুগতি শুন যশোমতি
কি ভয় তাহার তরে॥ ১০৮॥

দিবা অর্দ্ধদণ্ড মধ্যে দেব্যাগমন

শ্রীকৃষ্ণের শয্যোত্থান মুখপ্রক্ষালন ও গোদোহন

ধানশী

দেবতী আসিয়া ঘরেতে পশিয়া
শয়নে দেখিয়া কান।
গায়ে হাত দিয়া তারে জাগাইয়া
করাইল সাবধান॥

সত্বরে উঠিয়া তাহারে বন্দিয়া
নয়ন কচালে হাতে।
আশিস পাইয়া বাহির হইয়া
মিলিলা সখার সাথে॥
যত দাসগণ করিয়া যতন
ধোয়াইল মুখচান্দে।
দেখিয়া বদন মরয়ে মদন
ফাঁপরে পড়িয়া কান্দে॥
সখাগণ সঙ্গে নানা রসরঙ্গে
খড়িকে আইলা হরি।
গাবী বৎস সব করে হাম্বা রব
দোহয়ে মুটকি ভরি॥
দোহন মোহনং না যায় কথন
আনন্দে আকুল গাই।
শেখর যতনে কহয়ে গোপনে
এ পথে আসিবে রাই॥ ১০৯॥

দ্বিতীয় দণ্ডে রাধাকৃষ্ণের রূপালম্বন মিলন

বিভাস

রজনী কাহিনী কহিতে রমণী
পুলকে পূরল দেহা।
কনকবরণী কি হৈল না জানি
সোঙরি সে সব লেহা॥
অঙ্গের বসন খসয়ে সঘন
নয়ানে ভরল লোর।
বিষাদে বিকল বিছুরি সকল
চরণ না চলে থোর॥
হৃদয়মন্দিরে পিরীতি পালঙ্কে
রসের বালিস তায়।
আরতি তোষলি তাহাতে পাতলি
শুতল রসিক রায়॥
পিয়ার পিরীতি কহয়ে যুবতি
ধরিয়া সখীর করে।
শেখর সত্বরে কহয়ে রাধারে
দেখিবে নাগরবরে॥ ১১০॥

তৃতীয় দণ্ডে নাগর উন্মত্ত

মায়ূর

রাধামুখশশি হেরইতে আকুল
ভৈ গেল নন্দকিশোর।
নিজ কুল ধরম করম সব বিছুরল
বিছুরল ছান্দন ডোর॥
হরি হরি ইহ কিয়ে ভেলহি রঙ্গ।
বিছুরল কানু শৃঙ্গ বেত্র বেণু
বিছুরল অগ্রজসঙ্গ॥
বিছুরল শ্রীদাম সুবল মধুমঙ্গল
বিছুরল যুদ্ধক ষণ্ড।
মন মাহা মদন মহোদধি উছলল
বিছুরল দোহনভাণ্ড॥
হেরইতে ভাবিনি সো রূপ লাবণি
তনু মন কর অনুবন্ধে।
খড়িক সমীপ সুধামুখি মীলল
রায়শেখর পড়ু ধন্দে॥ ১১১॥

পূর্ব্বাহ্ণে মিলন, চকিতাবলোকন, সখীচাতুর্য্য

ভূপালী

পথ গতি নয়নে মিলল রাধা কান।
দুহুঁমনে মনসিজ পূরল সন্ধান॥
দুহুঁমুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর।
সময় না বুঝত অচতুর চোর॥
বিদগধ সঙ্গিনি সব রস জান।
কুটিল নেহারি করল সাবধান॥
চললি রাজপথে দুহুঁ উরঝাই।
কহ কবিশেখর সখী চতুরাই॥ ১১২॥

শ্রীরাধার নন্দালয়ে রন্ধনক্রিয়া

তথারাগ

নিশি অবসানে দাস দাসীগণে
ত্বরায় করয়ে কাজে।
যার যেই কাম করে অনুপাম
সভাই সভারে তাজে॥

দেব পুরন্দর জিনি তার ঘর
রন্ধন মন্দির সাজে।
ধনিষ্ঠা সুন্দরী রন্ধন সামগ্রী
রাখল তাহার মাঝে॥
জ্বালিতে ইন্ধন আনল চন্দন
দেয়ল যতন করি।
বসিতে আসন জলের ভাজন
তাহার নিকটে ধরি॥
সুশীলা সুন্দরী রসের চাতুরী
বিবিধ বন্ধান জানে।
বিধিঅগোচর নানা উপহার
করল আপন মনে॥
কর্পূর মালতি করল যুবতি
মনোলোভা মনোহরা।
কণ্ডলা কদম্বা রেউড়ি পদ্মা
মতিচুর সুমধুরা॥
অমৃতকেলিকা • বিবিধ লড্ডুকা
চাকি খণ্ড পদ্মচিনি।
গজা খাজা পেড়া চানা চন্দ্রচূড়া
মিছিরি মারিয়া ফেনি॥
লুচি পুরি করি রস-পাকে ভরি
সরভাজা সরপুরি।
বুঁদি রসকরা রসপুর ঝুরা
যতন করিয়া করি॥
সুগন্ধি শীতল করিয়া নির্ম্মল
ভরিয়া সোণার থালী।
ভোজনভবনে রাখিল যতনে
ঢাকিয়া নেতের ফালি॥
রসালা মথনি করল রমণী
খণ্ড মণ্ডা আদি যত।
লছিমি কেতনে নাহিক যতনে
নন্দের ঘরের মত॥
দধি দুগ্ধ কত আর গাবীঘৃত
নওল নবনী ছানা।
নারিকেলজল করল শীতল
নবীন বাসনে পানা॥
আম্রের আচার কতেক প্রকার
কলা [illegible] আদা।
ভাজনে ভরিয়া রাখিল ঢাকিয়া
রাণীর মনের সাধা॥
সভে করে কাম নাহিক বিশ্রাম
আনন্দে আকুল চীত।
একতান হৈয়া মধুর করিয়া
গাওত মঙ্গল গীত॥
নিজ কাজ সারি সকল সুন্দরী
রাণীরে কহিতে যায়।
রাধিকা দুলারি দেখিতে চললি
কহয়ে শেখর রায়॥ ১১৩॥

চতুর্থ দণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের গৃহাগমন, গো-দোহন, স্নান বেশাদিকরণ ও স্বজন সহিত ভোজনলীলা

তথারাগ

রাধারে দেখিয়া উনমত হইয়া
যশোদা করল কোরে।
মুখখানি ধরিয়া চুম্বন করিতে
ভাসল নয়ান লোরে॥
সে যে রসবতী করিল প্রণতি
যশোদা রোহিণী পায়।
প্রিয় সখীগণ গোপত বসন
সোঁপল ধনিষ্ঠা ঠায়॥
পাইয়া বসন করল গোপন
ধনিষ্ঠা যতন করি।
করিয়া আদর লই উপহার
রাণীর নিকটে ধরি॥
বিবিধ বিধান দেখিয়া পক্কান্ন
হরিষ তাহার চীত।
যশোদা রোহিণী বুঝল কাহিনী
দেখিয়া রাইক রীত॥
আসি দাসীগণ রাধার চরণ
ধোয়াল শীতল নীরে।
অতি সুকোমল ও থলকমল
মোছল পাতল চীরে॥
রোহিণী সহিতে রন্ধন করিতে
বসিলা রাজার ঝী।
সব সখীগণ যোগায় যোগান
শেখর যোগায় ঘী॥ ১১৪॥

তথারাগ

সুগন্ধি ওদন বিবিধ ব্যঞ্জন
রাধিকা রন্ধন করি।
শাক পায়সাদি পিষ্টক অবধি
বেদীর উপরে ধরি॥
সহস্র প্রকার ব্যঞ্জন আচার
রাই সমাপন করে।
গো দোহন করি সখার সহিতে
কানাই আইলা ঘরে॥
নন্দরাণী কহে যাহ বাছা সভে
সিনান করিয়া আসি।
কানুর সহিতে পরম পিরিতে
ভোজন করিবে বসি॥
কমল নয়ান করিতে সিনান
বসিলা বেদীর পরে।
সারঙ্গ আসিয়া চরণ মাজিয়া
পরাল সিনান চীরে॥
রক্তক পত্রক যতেক সেবক
কানুর সিনান তরে।
সুগন্ধি শীতল নির্ম্মল সলিল
বেদীব উপরে ধরে॥
আনি মধুকণ্ঠ উদ্বর্ত্তন ঝাট
মর্দ্দন করয়ে অঙ্গে।
মদনমোহন করয়ে সিনান
সব দাসগণ সঙ্গে॥
সিনান করিয়া গাখানি মুছিয়া
পরিল পীতম ধড়া।
কানুর ভোজন যোগান কারণ
শেখরে পড়ল সাড়া॥ ১১৫॥

তথারাগ

ভোজন মন্দির ভিতর বাহির
শোধিয়া শীতল করি।
পিঁড়া সারি সারি সুবর্ণের ঝারি
সুগন্ধি সলিল ভরি॥
রাই সখীগণ যতেক মিষ্টান্ন
ক্রম যে করিয়া রাখি।
সে সব বিনানি নন্দের ঘরণী
দেখিয়া হইলা সুখী॥
কানাই বলাই মেলি দুটী ভাই
সখাগণ করি সঙ্গে।
ভোজনে বসিয়া পক্কান্ন দেখিয়া
বটুর বাঢ়িল রঙ্গে॥
রোহিণীনন্দন করয়ে ভোজন
কানুর ডাহিনে বসি।
বামেতে সুবল সম্মুখে মঙ্গল
সঘনে উঠয়ে হাসি॥
রামের জননী দিছেন আপনি
রাধিকা রান্ধিলা যত।
সুগন্ধি ওদন বিবিধ ব্যঞ্জন
তাহা বা কহিব কত॥
বিধিঅগোচর যত উপহার
দিছেন যশোদা মায়।
রাধার বদন দেখি অচেতন
হইলা নাগর রায়॥
অরুচি দেখিয়া আকুল হইয়া
কহয়ে নন্দের রাণী।
রাধা শুদ্ধামতি কর্পূর মালতী
তোমার লাগিয়া আনি॥
তুমি না খাইলে রাই না আসিবে
স্বরূপে কহিলুঁ তোরে।
বিশাখা ললিতা আর কুন্দলতা
ঠারিয়া কহিছে মোরে॥
মায়ের বচনে পাওল চেতনে
নাগর-শেখর কান।
রাইয়ে সুখ দিয়া আকণ্ঠ পুরিয়া
করিলা ভোজন পান॥
সব সখাগণ করিয়া ভোজন
উঠিল আপন সুখে।
আচমন করি যায় ঘরাঘরি
কর্পূর তাম্বূল মুখে॥
নন্দের নন্দন করি আচমন
পালঙ্কে ঢালিলা গা।
চরণ-সেবন করে দাসগণ
শেখর করয়ে বা॥ ১১৬॥

পঞ্চম দণ্ডে শ্রীরাধার ভোজন

তথারাগ

রন্ধনে মলিনী হইয়া রমণী
বাহিরে আসিয়া বসি।
ঘামে টলমল সে অঙ্গ অতুল
যেমন দিবসে শশী॥

আসি দাসীগণ করায় সিনান
সুগন্ধি শীতল নীরে।
প্রিয় সখীগণ পরায় বসন
ছরম করল দূরে॥

রাধা দাসীগণ চতুর নিপুণ
মাজিয়া বিরল ঘরে।
বসিতে আসন জলের ভাজন
সারি সারি করি ধরে॥

যশোদা আকুলি করিয়া বিকুলী
রাইরে করল কোরে।
ও মোর বাছনি মু যাও নিছনী
ভোজন করহ বোলে॥

রাণীর বচনে চলিলা ভোজনে
বসিলা আসন পরি।
রোহিণী আনিয়া দেন যোগাইয়া
থালিয়ে বেলিয়ে ভরি॥

রাধার যে পণ জানিয়া তখন
কুন্দলতা প্রিয়তমা।
প্রিয় শেষ লৈয়া দিলেন আনিয়া
করিয়া চাতুরি সীমা॥

সখীগণ সঙ্গে নানা রসরঙ্গে
ভোজন করল সুখে।
ভক্ষ্য সমাপন করি আচমন
তাম্বূল দেয়ল মুখে॥

পালঙ্ক উপরি বসিলা সুন্দরী
বালিশে হেলান দিয়া।
রাইয়ের ইঙ্গিতে যে ছিল থালীতে
ভুঞ্জল অধর গিয়া॥ ১১৭॥

ষষ্ঠ দণ্ডে ব্রজেশ্বরী কর্তৃক শ্রীরাধার বেশবিন্যাস

তুড়ী

উলালী দুলালী সোহাগে আগলি
সাজায় যশোদা রাণী।
চিকুর চাঁচর মাজিল সুন্দর
বান্ধল বিচিত্র বেণী॥
কি না সে রাণীর সাধা।
নবীন বসনে ভূষণে মণ্ডিত
করল সুন্দরী রাধা॥ ধ্রু॥
উদয় অরুণ- গরব গরাসি
সিঁথার সিন্দূর খানি।
তিলক অলক ললকে ঝলক
পলকে মোহয়ে মুনি॥
কাজলে সাজল নয়ন যুগল
মাজল সুন্দর মুখ।
ভুরুর ভঙ্গিমা বঙ্কিমা দেখিতে
কামের কাঁপয়ে বুক॥
নাসার উপর বিষম বেশর
নিশ্বাসে সঘনে দোলে।
পরম যতনে পুরুষরতনে
পরাণ সহিতে খেলে॥
কানে কানফুল অতুল অমূল
ছটায়ে ঘটায় রবি।
বাউল বিকল অনঙ্গে করল
রহল তাহাতে সেবি॥
চিবুক চিকণ কামের ভাজন
তাহাতে কস্তুরীবিন্দু।
দশন-বসন ভুবনমোহন
বচন অমিয়াসিন্ধু॥
চন্দনে চর্চ্চিত পরম পবিত্র
পীন পয়োধর জোড়।
কষিদ কাঁচলি তাহাতে ঝাঁপলি
বান্ধলি অতুল ডোর॥
প্রবালে প্রবল করল সকল
ভাল কাল পুঁতিজোতি।
হেম হীরা মণি বিচিত্র বিনানি
তাহাতে দেওল মোতি॥

সে যে যশোমতী পিরীতি মুরতি
রাইয়েরে করিয়া কোলে।
সে সব ভূষণ করিয়া যতন
দেয়ল তাহার গলে॥
হিয়ে হীরহার অতি মনোহর
তাহাতে পদক সাজে।
দেখি দিনমণি চতুর আপনি
কিরণ ঢাকল লাজে॥
রামা কামশালা শঙ্খ শশিকলা
শোভয়ে সে ভুজ আগে।
রতন কঙ্কণ রঙ্কণ ঝঙ্কণে
অনঙ্গে চমক লাগে॥
তাড় গাড় সাজ গতি কামরাজ
দেয়ল রাইক ভুজে।
বিপক্ষমর্দ্দনী মুদ্রিকা খেচনী
অঙ্গুলি উপরে সাজে॥
জলদপটল- গরবগরাসি
পহিরে নীলিম বাস।
কিঙ্কণীশবদে জবদ করল
চটুল চটক ভাষ॥
মঞ্জীর পঞ্চম করিয়া যতন
শেখর পরায় পায়।
যশোদা রোহিণী সমুখে আপনি
সাজাওল সব গায়॥ ১১৮॥

তথারাগ

যশোদা রোহিণী পরম যতনে
সাজাওল সব সখী।
সুন্দর সিন্দুর কটক ঠাটক
লাগল কামের আঁখি॥
যশোদাঅন্তর অমিয়াসাগর
রাধিকা মকর তায়।
অগম অথল মধুর শীতল
ডুবল সকল গায়॥
আমার জীবন তোমরা দু জন
দুখানি আঁখির তারা।
ব্রজরাজমন জানিবা এমন
সে জন আমারি পারা॥

এ ঘরকরণ তোদের কারণ
শুনহ রাজার ঝী।
ধাতার মাথায় পড়ুক বজর
আর বা বলিব কী॥
আর কিবা কহু তোমা হেন বহু
নাহিক আমার ঘরে।
হিয়ায় আগুনি উঠিছে দ্বিগুণি
কি আর কহিব তোরে॥
জটিলা কুপিলে আসিতে না দিবে
সে আর আপদ দড়।
কুটিলা কুমতি বিষের মুরতি
সেহ সে ধাউড় বড়॥
দিনেক সোয়াথে নারিয়ে রাখিতে
তাহারে হইল ডর।
নিশ্বাসে ছুতুনা করয়ে ঘটনা
সে বড় বিষম ঘর॥
দুর্ম্মেধ আয়ান সে অতি দুর্জ্জন
না জানি কেমন চীত।
শেখর মিনতি শুন যশোমতি
সভার একই রীত॥ ১১৯॥

সিন্ধুড়া

ও মোর বাছনি ধনি সতীকুলশিরোমণি
ক্ষণেক বিশ্রাম কর সুখে।
না হয় উছর বেলা সখী সঙ্গে কর খেলা
কর্পূর তাম্বুল দেও মুখে॥
রূপে গুণে কাজে তোর পরাণ নিছনি মোর
শুতিয়া স্বপনে দেখি সদা।
তোমা হেন গুণনিধি আমারে না দিল বিধি
হৃদয়ে রহিয়া গেল সাধা॥
ধাতার মাথায় বাজ যেন হেন করে কাজ
আমারে ভাণ্ডিল কোন দোষে।
কানুর বিবাহ তরে হেন নারী নাহি পুরে
চাহিয়া না পাই কোন দেশে॥
যশোদা বিষাদকথা শুনি বৃকভানুসুতা
বদনে বসন দিয়া হাসে।
পুলকে পুরল গা মুখে না নিঃসরে রা
ভাসিল রাণীর স্নেহ রসে॥

শেখর সরস করি কহে শুন ব্রজেশ্বরি
রাধিকা তোমার হেন জানি।
সখা সব পুরে বেণু খড়িকে ডাকিছে ধেনু
সাজাহ রাখাল শিরোমণি॥ ১২০॥

শ্রীকৃষ্ণের বেশবিন্যাস

তথারাগ

সুমুখী সঙ্কেত জানি ত্বরিতে চলিলা রাণি
আসিয়া পশিলা বেশঘরে।
কানুরে আনিয়া তথি বেশ করে যশোমতী
দুখে হিয়া দর দর করে॥
নন্দরাণী কাচ কাচে নাটুয়ার ছাঁদে।
শিরে গুঞ্জা দিয়া বেড়া টানিয়া বান্ধিল চূড়া
তাহে দিলা শিখিপুচ্ছচাঁদে॥ ধ্রু॥
কিবা সে গ্রীবার শোভা মদনের মনলোভা
গোরোচনা তিলক সুভালে।
হিয়ে হারমণি জ্বলে বনমালা দোলে গলে
অমল মুকুতা নাসাতলে॥
অঙ্গদ বলয়া করে শোভিয়াছে থরে থরে
চন্দনে চিকণ কালা-তনু।
পরাইল পীত ধড়া তাহাতে ঘাগর বেড়া
চলইতে করে রুনু ঝুনু॥
রাতুল ধড়ার থোপে দুদিগে নামিয়া শোভে
বঙ্করাজ সনে করে মেলা।
ক্ষেণে ক্ষেণে উড়ে বায় আসিয়া লাগয়ে পায়
নূপুর সহিতে করে খেলা॥
ডাকিনী শাকিনী ভয়ে ধড়ে প্রাণ নাহি রহে
বাদিয়া সাধিয়া আনি মায়।
অজর বজর তনু হয় যেন রাম কানু
এই রক্ষা বান্ধি দিবে গায়॥
বাদিয়া সাধন পড়ি বান্ধে রক্ষা দেহ জুড়ি
রাম দামোদর দেখি হাসে।
দণ্ডবৎ করি মায় রাম দামোদর যায়
যশোদা রোহিণী তার পাশে॥
রহিয়া রহিয়া যায় ফিরিয়া ফিরিয়া চায়
জননী প্রবোধে বারে বারে।
শেখর শুনহ বোল কি লাগিয়া কর রোল
মায়েরে লইয়া যাও ঘরে॥ ১২১॥

সপ্তম দণ্ডে গোষ্ঠযাত্রা

তথারাগ

হিয়ায় আগুনি ভরা আঁখে বহে বহু ধারা
দুখে বুক বিদরিয়া যায়।
ঘর পর যে না জানে সে জনা চলিল বনে
এ তাপ কেমনে সহে মায়॥
আমার জীবন দুলালিয়া।
কিবা ধন নাহি মোরা কেনে বনে যাবি তোরা
রাখালে রাখিবে ধেনু লৈয়া॥ ধ্রু॥
আমার নয়নের তারা হা পুতীর পুত তোরা
আন্ধল করিয়া যাবি মোরে।
দুধের ছাওয়াল হৈয়া বনে যাবি ধেনু লৈয়া
কি দেখি রহিব আমি ঘরে॥
ননী জিনি তনুখানি আতপে মিলায় জানি
সে ভয়ে সঘন প্রাণ কাঁপে।
বাড়ব অনল পারা বিষম রবির খরা
কেমনে সহিবে তার তাপে॥
কুশের অঙ্কুর বড় শেলের সমান দড়
শুনিতে সিঁথিড়া পড়ে গায়।
শিরীষ কুসুমদল জিনিয়া চরণতল
কেমনে ধাইয়া যাবে তায়॥
আর এক শুনি কথা অসুর আছয়ে তথা
ছাওয়াল ধরিয়া ফিরে বনে।
সকল গোয়াল মেলি আমারে কহিল কালি
সে কথা পড়িয়া গেল মনে॥
মায়ের করুণাবাণী শুনিয়া গোকুলমণি
কত মত মায়েরে বুঝায়।
বিষাদ না কর মনে কিছু ভয় নাহি বনে
ইথে সাখী এ শেখর রায়॥ ১২২॥

মাতৃসম্বোধন

তথারাগ

ধরিয়া মায়ের কর কহে রাম দামোদর
শুভ কাজে না করিহ দুখ।
আমার কুলের ধর্ম্ম গোচারণ নিজকর্ম্ম
করিতে পাই যে বড় সুখ॥

হাবোলা গোয়াল জাতি শৃগাল দেখিল কতি
সে ভয় আসিয়া কৈল তোরে।
ঘরের সমান বন চরাইব ধেনুগণ
দাদার সহিতে নাহি ডরে॥
কেহ কোন কথা কহে সে সকল সাচা নহে
স্বপনেহ না শুন শ্রবণে।
স্বরূপে কহিলু কথা নিশ্চয় জানিহ মাতা
অসুর নাহিক আর বনে॥
গোবর্দ্ধনে ধেনু মেলা সভাই করিগো খেলা
ধনিষ্ঠা যাইবে সেই খানে।
তোমার ভোজনকথা আমারে কহিবে তথা
তবে সে করিব জল পানে॥
শেখরের শুন বোল৹ কেহ না করিহ গোল
মায়েরে লইয়া যাও ঘরে।
যে জন চতুর হয় তাহারে বুঝায়্যা লয়
বুঝিয়া আপন কাজ করে॥ ১২৩॥

দূতীর চাতুরী

সারঙ্গ রাগ

নন্দের ঘরণী শুনহ কাহিনী
তুরিতে চলহ ঘরে।
রাইয়ের বিলম্ব হইলে জটিলা
বিষম জানি সে করে॥
সাজায়া কাছায়া রাধারে লইয়া
যাউক তোমার লোকে।
জটিলা তোমার দেখিয়া বেভার
ভরসা বান্ধুক বুকে॥
কুটিলা কুমতি সদাই কুরীতি
ছিদ্র চাহিয়া বুলে।
বড় সে ধাউড়ি কথার বাগুড়ি
কোণেতে বসিয়া তোলে॥
শুনিয়া বচন চলিলা ভবন
কানুরে বিদায় দিয়া।
শেখর হাসিয়া নাগরে ঠারিয়া
রাণীরে চলিল লৈয়া॥ ১২৪॥

সারঙ্গ রাগ

জননী বিদায় করি গোষ্ঠেতে চলিলা হরি
কহয়ে শুনহ আরে ভাই।
না যাইব কোন মাঠে চল সভে গিরিতটে
হাঁকাইয়া দেহ সব গাই॥

গোবিন্দকুণ্ডের জল মনোহর সুশীতল
তৃণ সব আছে সুকোমল।
তাহে ধেনু নিয়োজিয়া খেলিব বুলিব যাঞা
দেখিব কেমন গিরিতল॥

শুনিয়া বলাই সুখে শিঙ্গা দিয়া চাঁদমুখে
ধবলী শাঙলী বলি ডাকে।
পিশঙ্গী মাণিকস্তনী বলি ডাকে গুণমণি
ধেনু সব চালাইল হাঁকে॥

কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বৎস পাছে ধায়
ঘাঘর নূপুর করে ধ্বনি।
কুরঙ্গঅঙ্গনা যত তারা ভেল উনমত
ধাওল সে সব শব্দ শুনি॥

উচ্চ কর্ণ উচ্চ পুচ্ছ ঘূর্ণিত নয়ন বৎস
ধাইয়া পশিলা গোবর্দ্ধনে।
রাম দামোদর সঙ্গে ধায় শিশু সেই রঙ্গে
ধেনু ফিরাইল জনে জনে॥

রাম কহে আরে ভাই এখানে চরুক গাই
আইস ভাই সবে করি খেলা।
তৃণে নিয়োজিয়া ধেনু খেলা খেলে রাম কানু
সকল রাখাল হইয়া মেলা॥

কানু বোলে আরে ভাই খেলা খেল এই ঠাঁই
আসি আমি কানন দেখিয়া।
থাকিবে ভাইয়ার কাছে কেহো কোথা যাও পাছে
গিলিবেক অসুরে ধাইয়া॥

শিশু পশু নিয়োজিয়া সুবল মঙ্গল লৈয়া
বাহির হইলা নটরায়।
কুসুম সরসীকূলে বসিয়া কদম্বমূলে
সময়ে শেখর রস গায়॥ ১২৫॥

অষ্টম দণ্ডে যশোদাবিলাপ

তথারাগ

কানুরে পাঠাইয়া বনে যশোদা বিষাদমনে
আসিয়া রাইরে করে কোরে।
দুখে আউলাইছে গা মুখে না নিঃসরে রা
বসন ভিজিয়া গেল লোরে॥
গদগদস্বরে রাণী কহয়ে বিষাদবাণী
ধরিয়া রাধার দুটি করে।
কীর্ত্তিদা সমান হেন আমারে জানিবা তেন
সে ঘর এ ঘর সব তোরে॥
কি আর করিব সাধ সকল পড়িল বাদ
দিনেক রাখিতে নারি তোমা।
এমনি বিষম লোক জীয়ন্তে পাড়য়ে পোক
তিলেক নাহিক কারু ক্ষেমা॥
বিবিধ মোদক আনি রাইয়ের আঁচলে রাণী
দিলা কত যতন করিয়া।
ফুকার করিয়া কান্দে হিয়া থির নাহি বান্ধে
ধারা বহে মুখ বুক বাইয়া॥
রাণীর করুণা শুনি পাষাণ গলয়ে জানি
সখীগণ কান্দিয়া বেড়িত।
শেখর সময় জানি থির কৈল নন্দরাণী
কহে রাই চলহ তুরিত॥ ১২৬॥

তথারাগ

কুন্দলতা সনে কথা কহে নন্দরাণী।
রাইরে লইয়া বাছা চলহ আপনি॥
যতন করিয়া বধু সোঁপিবে তাহারে।
কহিবে সকল কথা বিনয় বেভারে॥
জটিলা তোমারে সদা করে পরতিত।
বুঝিয়া করবি সব যে হয় উচিত॥
রাধিকা এমতি যেন নিতি আইসে যায়।
ললিতা বিশাখা লৈয়া করিবে উপায়॥
বিদায় করিতে নারে কান্দয়ে করুণে।
মুখানি ধরিয়া চুম্ব দেয় ঘনে ঘনে॥
স্তনখীরধারে অঙ্গ করয়ে সিঞ্চন।
ক্রমে ক্রমে লালন করিলা সখীগণ॥

রাণীর চরণধূলি সভে লইল শিরে।
নন্দের মহল হৈতে হইল বাহিরে॥
শেখর কহয়ে হিয়া সম্বরিতে নারে।
পাছু পাছু গমন করিলা কত দূরে॥ ১২৭॥

ধানশী

কানন গমন করল যব কান।
ধনি সঞে সংকেত মুরলী নিশান॥
কলাবতি কৌশল কহনে না যায়।
প্রণতি করল পুন যশোমতী পায়॥
অনুমতি মাগই অনুনয় করই।
ব্রজপতি দম্পতি অনিমিখে রহই॥
গদগদ শবদে না ফুরয়ে বাণি।
গরগর অন্তর পুন ধরু পাণি॥
তুহুঁ অতি গুণমণি করহ পষাণ।
আন্ধল ভৈ গেল হামারি নয়ান॥
আকুলি অনুসরি আওলি দূর।
কাতরে কমলিনি কহই মধুর॥
মিনতি করিয়া ধনি রাণি বাহুড়াই।
কহ কবিশেখর বড় চতুরাই॥ ১২৮॥

নবম দণ্ডে শ্রীরাধার গৃহে গমন

শ্রীরাগ

সখী সাথে চলে পথে রাই বিনোদিনী।
বিষাদে বিকল হিয়া কহয়ে কাহিনী॥
এ নারী জনমে হাম কৈলুঁ কত পাপ।
সেই ফলে সদাই পাইযে মনতাপ॥
ননদিনী কুবাদিনী প্রতি বোলে ভাজে।
শাশুড়ী সঘনে মোরে আঁখি ঠারে তাজে॥
সোয়ামি সোহাগে কভু না ডাকিল মোরে।
নিশ্বাস ছাড়িতে নারি দেওরের ডরে॥
পোড়া সে পাড়ার লোক দেখিয়া ডরাই।
আপনা বলিয়া বলে হেন কেহু নাই॥
পরাধিনী হৈয়া প্রেম কৈলুঁ পর সনে।
জানিয়া শুনিয়া ঝাঁপ দিয়াছি আগুনে॥
এ কবিশেখর কয় না করিহ ডর।
গোপনে ভুঞ্জিবে সুখ না জানিবে পর॥ ১২৯॥

ধানশী

গ্রামহি জাবট যৈছন পাবক
তৈছন সব জন রীত।
পরচরচা বিনে আনহি নাহি জানে
না বুঝিয়ে কৈছে চরিত॥
সখিরে ইহকুলে ইহ বেবহার।
কুটিল কুমতি জন পৈশুন পরায়ণ
নিন্দুক গলে ধরু হার॥ ধ্রু॥
নিজ নিজ যশগুণ ঘোষয়ে পুনপুন
কেহ কাহু হিত নাহি মানে।
হামারি করমফলে বিহি বান্ধি হাতে গলে
সোঁপল তাকর থানে॥
জনমে জনমে কত পাপ কৈলুঁ শত শত
সে সব ভেল আগুসার।
জনমিয়া ইহ পুরি মানুষ আকার ধরি
জীবন বধই হামার॥
নারিজনম করি কিয়ে বিহি সিরজিল
তাহে পুন কুলবতি বাদ।
তাহে রূপ যৌবন এক না হয়ে ঊন
আর তাহে প্রেমক সাধ॥
পায়ে পায়ে সঙ্কট যৈছন কণ্টক
কৈছে নিবারে নাহি জান।
ঐছন কো হয়ে আপন জানিয়া মোহে
দুইদিগে রাখয়ে সমান॥
পহিলে জানিতু যব ইহ দুখ পাওব
তব কাহে করব সুলেহ।
রায়শেখর বাণী ভবনে চলহ ধনি
কাহে এত করহ সন্দেহ॥ ১৩০॥

শ্রীরাধার গৃহাগমন

রাগ কদম্ব

ধনী কুন্দলতা বিশাখা ললিতা
রাইয়ে আনিয়া ঘরে।
রাধিকা রতন করিয়া যতন
সোঁপিল জটিলা করে॥
বিবিধ ভূষণ বিচিত্র বসন
দেখিয়া বধূর অঙ্গে।
সাদরে আদর করিয়া সভার
বসাল আপন সঙ্গে॥
শুন কুন্দলতা কহি সব কথা
যশোদা আমার ঝি।
এ ঘর সে ঘর সকলি তাহার
নিশ্চয় করিয়াছি॥
না দেখি নয়নে না শুনি শ্রবণে
বসিলে উঠিতে নারি।
শরীর অচল সদাই বিকল
না জানি কখন মরি॥
দেবতা আশিসে থাকুক হরিষে
কোলের কোঙর লৈয়া।
গোধন পালন করুক সঘন
জনম আয়তি হৈয়া॥
শুনিয়া উত্তর শেখর চতুর
বিনয়ে কহয়ে বাণী।
তোমার বচন চরিত চলন
সদাই জপেন রাণী॥ ১৩১॥

ভূপালী

চতুর রঙ্গিণী রাধা সখীগণ সঙ্গ।
যুকতি করিয়া করে বুড়ীর সনে রঙ্গ॥
অবনত বয়ানে বসিলা তার কাছে।
বধূরে বিরস দেখি বুড়ী ঘন পুছে॥
আজি কেনে তোমারে এমন পারা দেখি:
বদন অরুণ আর ছলছল আঁখি॥
কেবা কি বলিল তোরে কেনে বা এমন।
আমার শপতি লাগে কহিবে এখন॥
শাশুড়ী সরস দেখি কহে বিনোদিনী।
আপন করম-ভোগ ভুঞ্জিছি আপনি॥
কে মোর আপন বটে কাহারে কহিব।
যে যত কহিবে তাহা সকলি সহিব॥
সহজে চক্ষের বালি হয়্যাছি সভার।
এমন পাড়ার লোক করয়ে খাঁকার॥
আপন মাথার কেশ না জানি বান্ধিতে।
তাহে পর ঘর যাই রন্ধন করিতে॥
বড়ুর বৌহারি আমি বড়ুর ঝিয়ারি।
কুলবধূ তাহে কথা সহিতে না পারি॥

শেখর সরস করি রাইরে বুঝায়।
এবোল বলিতে ধনি তোরে না জুয়ায়॥১৩২॥

সুহিনী

জটিলা ভুলিলা রাইয়ের বোলে।
প্রবোধে বধূরে করিয়া কোলে॥
কি বোল বলিলা রাজার ঝি।
যশোদা শুনিলে বলিবে কি॥
কত না আদর করয়ে মোরে।
বিবিধ ভূষণে ভূষিল তোরে॥
তোমারে বাছনি বলিব কি।
জানিবে যশোদা আমার ঝি॥
কি ধন নাহিক তাহার ঘরে।
কতেক রান্ধনী রাখিতে পারে॥
তাহার আমার একই ঘর।
তারে কি জানিয়ে আপন পর॥
গণকে গণিয়া কহিল তারে।
তোর হাতে খাইলে প্রমায়ু বাড়ে॥
বর দিল তাহে দুর্বাসা মুনি।
তোমার রন্ধন অমৃত জিনি॥
যে খায় সে হয় অজরামরে।
এই লাগি তোরে যতন করে॥
যদি বিধি তোহে এমতি কৈল।
মোর ভাগ্য বলে এসব হৈল॥
আপনার ঘরে করিবে কাজ।
ইহাতে তোমার কিসের লাজ॥
যেজন ইহাতে কহিবে কথা।
মাথার উপরে হয়্যাছে মাথা॥
ও মোর বাছনি তোলহ মুখ।
আয়ান শুনিলে পাইবে দুখ॥
আসিবে যাইবে যশোদা কাছে।
শেখর সঙ্গতি কি ভয় আছে॥ ১৩৩॥

তথারাগ

বুঝাঞা বধূরে কহয়ে সত্বরে
দেব পূজিবার তরে।
ক্ষণেক শয়ন কর সব জন
আলস করহ দূরে॥
পূজন সাজন কর সব জন
যাহাতে দেবতা পূজি।
কর্পূর চন্দন বিবিধ পকান্ন
পাঁচফুলে ভর সাজি॥
দেবতা ভবনে থাকিবে যতনে
লইয়া আপন সখী।
পূজন লাগিয়া যতন করিয়া
বটুরে আনিবে ডাকি॥
জটিলাবচনে সব সখীগণে
শয়ন করিলা আসি।
রাইয়েরে বাখানে সব সখীগণে
শেখর বাখানে হাসি॥ ১৩৪॥

দশম দণ্ডে কৃষ্ণোদ্দেশ

তথারাগ

রাধিকা রূপসী লইয়া তুলসী
কহয়ে মরম কথা।
কাননে গমন করহ এখন
নাগরশেখর যথা॥
সময় বুঝিয়া সরস হইয়া
মিলিবে নাগর কান।
চতুর নিকটে কহিবে কপটে
রাখিবে আপন মান॥
তুলসী উলসি মনেতে হরষি
চলিলা রাইয়ের বোলে।
তাম্বুল কর্পূর লৈয়া ফুলহার
মিলিলা সরসীকূলে॥
দেখিয়া তুলসী নাগর উলসি
যতনে বসাই কাছে।
আপন আকুলি কহিয়া সকলি
রাইয়ের গমন পুছে॥
এ ধনি চতুরী না কর চাতুরী
আমার শপতি তোরে।
রাধার কুশল কহিয়া সকল
শীতল করহ মোরে॥
সে যে বিনোদিনী দিবস রজনী
অন্তরে খেলয়ে মোর।

শূতিলে স্বপনে দেখিয়ে সেজনে
শপতি করিয়ে তোর॥
তুলসী চতুরা কহয়ে মধুরা
কাতর দেখিয়া কান।
তুষিয়া তাহারে চলিলা সত্বরে
রাখিয়া আপন মান॥
বিরা বৃন্দা আসি রাই রসে রসি
সাজায়ল নিজ মনে।
করি সমাপন আসিতে ভবন
তুলসী মিলিলা বনে॥
হাস পরিহাসে রাইক আবাসে
আইলা সকল সখী।
শেখর সহিতে বারতা শুনিতে
সজল রাধার আঁখি॥ ১৩৫॥

মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সায়ং লীলা

ধানশী

তুলসী বচনে সব সখীগণে
দেব পূজিবার তরে।
বিধি অগোচর নানা উপহার
পূজন ভাজন ভরে॥
চিনি ফেনী কলা মাখন রসালা
রেউড়ি কদম্বা তিলা।
পুরি পুয়া খাজা পেড়া সরভাজা
রাধিকা করিয়াছিলা॥
অমৃত কেলিকা আদি সে লাড্ডুকা
সঘৃত মুদ্গ ঝুরি।
দেবতা পূজনে করিয়া যতনে
বুঁদি রসকরা খিরি॥
অগোর চন্দন ভরিলা ভাজন
সুগন্ধি ফুলের মালা।
অতুল অমূল কর্পূর তাম্বূল
সাজল সকল ডালা॥
সঙ্গিনী রঙ্গিণী রূপ তরঙ্গিণী
বসিয়া মন্দির মাঝে।
মদনমোহন মোহিতে যতন
করিলা রাইক সাজে॥

সভারে সত্বর করিলা শেখর
দেখিয়া উছর বেলা।
জটিলা চরণ করিয়া বন্দন
চলিলা সকল বালা॥ ১৩৬॥

একাদশ দণ্ডে দিবাভিসার

সুরট সারঙ্গ

তপনক তাপে তপত ভেল মহীতল
বালুকা দহন সমান।
চঢ়ল মনোরথে ভামিনী চলু পথে
তাপ তপন নাহি জান॥
(হরি হরি) প্রেমক গতি দুরবার।
নবিনযৌবনি ধনি চরণ কমল জিনি
তবহুঁ কয়ল অভিসার॥ ধ্রু॥
কুলগুণগৌরব বিকশিত সৌরভ
তৃণ করি না মানয়ে রাধে।
মন মাহা মদন মহোদধি উছলল
ডুবল কুল-মরিযাদে॥
শতশত বিঘিনি জিতল অনুরাগিণি
সাধল মনমথ-তন্ত্র।
গুরুজন নয়ন নিবারিতে সুবদনি
পাঠ করয়ে মণিমন্ত্র॥
কেলিকলাবতি কুসুমসরসিকূলে
কৌশলে কয়ল পয়ান।
যত ছিল মনোরথ পূরল মনমথ
ইহ কবিশেখর গান॥ ১৩৭॥

শ্রীরাধার ভাবোন্মাদ

তথারাগ

হেময়ূথী বরততী তমালের গায়।
তাহা দেখি তরল আঁখি বক্র করি চায়॥
চন্দ্রমুখী ডাকি সখী বলে দেখ কি।
কানু কোলে বসি খেলে কোন রাজার ঝি॥
মোরে দেখি পাটাবুকী না করিল ডর।
পর পুরুষে রস বরিষে ছাড়িতে নাই তর॥
পরের বোলে যেজন ভোলে কি বলিব তারে।
চড়ি গাছে ভ্রূকুটি নাচে জিউ হারাবার তরে॥

শেখর ন্নখি কহে হাসি ধনী অগেয়ান।
তমাল কোলে লতা দোলে আনে কহে আন॥
॥ ১৩৮॥

দ্বাদশ দণ্ডে শ্রীরাধার মিলনোৎকণ্ঠা

ভাটিয়ারি

কাননে কাতর কুলবতী রাই।
চকিত নয়নে ঘন দশদিশ চাই॥
কোকিল কলরবে বিকল পরাণ।
গুণি গুণি ভামিনি ভেলি নিদান॥
উশসি উশসি খসি খসি পড়ু লোর।
গদগদ কণ্ঠশবদ ঘনঘোর॥
ঐছনে আয়লি তপনক গেহ।
পূজা-উপহার তহিঁ রাখলি কেহ॥
তহিঁ পরণাম করি বৈঠলি ধন্দ।
সখিগণ কৌতুক করু নানাছন্দ॥
উতপত তেজ্জত দীঘলি শাস।
খেণে রোদন করু খেণে করু হাস॥
কহঁ কবিশেখর শুন সুকুমারি।
কাহে লাগি কাতর আনব মুরারি॥ ১৩৯॥

ত্রয়োদশ দণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা

সুহই

কুসুমিত কাননে কাতর কান।
কামিনি লাগি কত করু অনুমান॥
কি করব কহ মোরে সুবল সাঙ্গাতি।
কলাবতি কাহে অবধি করু আতি॥
দারুণ গুরুজন কিয়ে করু বাধা।
কিয়ে লাগি মানিনি ভৈ গেল রাধা॥
তপনক তাপে কিয়ে চলই না পার।
গুরুয়া নিতম্ব পীন কুচযুগ ভার॥

স্বজন সহিতে কিয়ে বাঢ়ল নেহ।
ইথে কিয়ে ধনি নাহি তেজল গেহ॥
বিপদ সম্পদ কিয়ে বুঝই না পারি।
কৈছনে বঞ্চয়ে সো সুকুমারি॥
বোধি সুবল কহে শুন গুণবন্ত।
শেখর সহ ধনি মিলব নিতান্ত॥ ১৪০॥

ভাটিয়ারি

বিরা বৃন্দা তথি রঙ্গে রসবতী
গিরিকন্দরে যায়।
মাধব মাধবী তলায় বসিয়া
দূরেতে দেখিতে পায়॥
হেরি বিরাবৃন্দা সুবল সানন্দা
এ মধুমঙ্গল হাসে।
মদনমোহন পাওল চেতন
সুখের সাগরে ভাসে॥
দোঁহারে লইয়া আদর করিয়া
বসায় আপন কাছে।
রাইয়ের কুশল কহত সকল
সজল নয়নে পুছে॥
বিরা কহে কান কর অবধান
কি পুছ তাহার তরে।
রাইর স্বজন করিয়া ভর্ৎসন
রুষিয়া রাখিল ঘরে॥
শুনিতে কাহিনী কি হৈল না জানি
বিষাদে নাগর ভোর।
বিরার বদন নিরখি সঘন
নয়নে ভরল লোর॥
সে বোলি শেখর আসিয়া সত্বর
কহয়ে নাগর রাজে।
রমণীমোহন না তোলে বদন
বাঢ়ল অধিক লাজে॥ ১৪১॥

১৩৮ "হেম জ্যোতি বেঢ়ি তথি" অথবা "হেম জ্যোতি বরতিতি"—এই পদটী পাঠই প্রচলিত। "হেম জ্যোতি বেঢ়ি তথি" পাঠে কোন অর্থ হয় না। "হেম জ্যোতি বরতিতি" পাঠে "স্বর্ণবর্ণের ব্রততী" অর্থ অসঙ্গত নহে। প্রকৃত পাঠ "হেম যূথী বরততী", অর্থ "স্বর্ণ যূথিকার লতা।" তমালের গায়ে স্বর্ণযূথিকার লতা দুলিতেছে। অন্তিম চরণের পাঠ—"তমাল কোলে লতা দোলে"—আমার ধৃত পাঠের সঙ্গে সুসঙ্গত। স্বর্ণ যূথিকার লতা তমালকে বেষ্টন করিয়াছে। দেখিয়া শ্রীমতীর মনে হইয়াছে—কোন ব্রজাঙ্গনা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া বিলাসে মাতিয়াছে।

তথারাগ

বৃন্দা কহে কান কর অবধান
নাগরী সরসীকূলে।
দেবতাপূজনে আনিলুঁ যতনে
বসালি বকুল মূলে॥
হের দেখ আর কুরঙ্গ তোমার
মিলল কুরঙ্গী সঙ্গ।
তাণ্ডবী দেখিয়া তাণ্ডব ছুটল
উঠল মদনরঙ্গ॥
চকোর আসিয়া চকোরী মিলল
শারিকা মিলল শুক।
নাগর যাইয়া নাগরী মিলহ
ঘুচাহ মনের দুখ॥
বিরা বৃন্দা তথি করিয়া যুগতি
সুবলে মঙ্গলে লৈয়া।
কদলি কানন করল গমন
মাধব ইঙ্গিত পাঞা॥
কারণ কহিয়া তাহারে রাখিয়া
কানন দেবতী যায়।
মাধব আসিয়া মাধবী মিলল
হাসয়ে শেখর রায়॥ ১৪২॥

চতুর্দ্দশ দণ্ডে মিলন—অধুপান

তথারাগ

দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ধন্দ।
রাই কহে তমাল মাধব কহে চন্দ॥
চীত পুতলি যেন রহু দুহুঁ দেহ।
না জানিয়ে প্রেম কেমন অছু নেহ॥
এ সখি দেখ দেখি দুহুঁক বিচার।
ঠামহি কেহ লখই নাহি পার॥
ধনি কহে কাননময় দেখি শ্যাম।
সো কিয়ে গুণব মঝু পরিণাম॥
চমকি চমকি উঠে নাগর কান।
প্রতি তরুতলে দেখে রাই সমান॥
দোহে দোহে যবহুঁ নিচয় করি জান।
দুহুঁক হৃদয়ে পৈঠল পাঁচবাণ॥
দোহে দুহুঁ মিলল বাহু পসারি।
দোহে সুখে মাতল সব সুকুমারি॥
দুহুঁ লেই বৈঠল বকুলক ছায়।
অগুরু চন্দন কেহ দেয় দুহুঁ গায়॥
দুহুঁ পদপঙ্কজে কেহ দেই নীর।
কেহ বীজই লেই পাতল চীর॥
মধুমতী মধু লয়ে করল পয়ান।
কনক বেলি ভরি দুহুঁ করু পান॥
দুহুঁ অঙ্গে বিকশিত বিবিধ বিকার।
মাতল মনমথ লাজকি আর॥
দুহুঁ মেলি বৈঠলি নিভৃত নিকুঞ্জে।
দুহুঁ জন গাওলি মধুকর পুঞ্জে॥
রাধা মাধব দুহুঁ এক ঠাঁয়।
দুহুঁ মুখ নিরখই শেখর রায়॥ ১৪৩॥

পঞ্চদশ দণ্ডে হিন্দোল-লীলা

জয় জয়ন্তী

কানন দেবতী বৃন্দা সখী তথি
রাইএর সরসীকূলে।
বিচিত্র ঝুলনা করিল রচনা
সুখদ বকুল মূলে॥
ঝুলনা উপরি নাগর নাগরী
আসিয়া বসিলা রঙ্গে।
ঝুলায় ঝুলনা সকল ললনা
ভাবে গদগদ অঙ্গে॥
ঝুলনা ঝমকে রাধিকা চমকে
তা দেখি মাধব ভোর।
হাসিয়া হাসিয়া বাহু পসারিয়া
ধনীরে করল কোর॥
রসবতী লৈয়া কোরে আগোরিয়া
ঝুলয়ে রসিক রায়।
সহচরীগণ ঝুলায় দ্বিগুণ
সুস্বরে পঞ্চম গায়॥
ঝুলনা ধরিয়া মধুর করিয়া
কহয়ে শেখর রায়।
দেবতা পূজিতে চলহ তুরিতে
দিবস বহিয়া যায়॥ ১৪৪॥

অথ বনভ্রমণ—বংশীহরণ

ধানশী

ঝুলনা হইতে নামিলা তুরিতে
গগনে নিরখি বেলা।
ফুল তুলিবারে চলিলা সত্বরে
সকল আভীর বালা॥
ভরি ফলফুলে শাখা সব লোলে
আসিয়া পরশে মূল।
সখি সব মেলি করিয়া ধামালি
তোলয়ে বিবিধ ফুল॥
সকল কানন মণির বান্ধন
পরাগে পূরিত বাট।
করি মধুপান অলি করে গান
ময়ূরী করয়ে নাট॥
সুগন্ধি করবী তোলয়ে মাধবী
অশোক কিংশুক জবা।
এ থলকমল তোলয়ে সকল
দিনমণি জিনি আভা॥
জাতি যূথি তথি তোলল যুবতি
মল্লিকা মালতী চাঁপা।
পুন্নাগ কেশর তোলয়ে নাগর
গড়ল বিনোদ ঝাঁপা॥
রসিক নাগর রসের সাগর
কুসুম রচনা করে।
হাসিয়া হাসিয়া আইলা লইয়া
রাইএর নিকটে ধরে॥
ভুজযুগ তুলি রাধিকা রসালি
তোলয়ে লবঙ্গ ফুল।
রসিকশেখর হইলা কাতর
দেখিয়া ভুজের মূল॥
ফুল ঝাঁপা লৈয়া যতন করিয়া
রাইএর নিকটে আসি।
ধনীর আঁচলে দিলেন বিভোলে
ফুলের সহিতে বাঁশী॥
পাইয়া মুরলী রাধিকা সে বেলি
রাখিলা বিশাখা পাশে।
বিশাখা যতনে রাখিল গোপনে
শেখর দেখিয়া হাসে॥ ১৪৫॥

ষোড়শ দণ্ডে বংশীসন্ধান

তথারাগ

সখীগণ মিলি লইয়া মুরলি
চলিলা নিভৃত ঘরে।
নাগর শেখর হইলা ফাঁপর
মুরলী নাহিক করে॥
লাজে লাজায়লি না দেখি মুরলি
রাইএর বদন চায়।
রাধিকা চতুরী করিয়া চাতুরী
সখীর নিকটে যায়॥
মদনমোহন পাইয়া চেতন
সুথির করিল চীত।
মুরলি হরণ রাইয়ের করণ
গমনে বুঝিল রীত॥
রাই রসবতী সখীর সঙ্গতি
মুরলি করিল চুরি।
রঙ্গ বাড়াইতে শেখর গোপতে
নাগরে কহয়ে ঠারি॥ ১৪৬॥

তথারাগ

ইঙ্গিত বুঝিয়া নাগর আসিয়া
ধরিল রাইএর করে।
সে সব আটপ সাটপ দেখিয়া
রাধিকা ডরলি ডরে॥
ভয়ে ভীতা বালা গেল সব কলা
মুখে না নিঃসরে রা।
হিয়া দুলু দুলু চাহে ঢুলু ঢুলু
আউলাইল সব গা॥
হেরিয়া লক্ষণ নাগর তখন
ধনীরে ধরিল চোর।
মাগয়ে মুরলি উকটে কাঁচুলি
মদনে হইয়া ভোর॥
ধনী কহে কান কর অবধান
ললিতা লইল বাঁশী।
তোমারে চঞ্চল দেখিয়া সকল
রমণী করয়ে হাসি॥

রাইয়ের বচনে চলিলা তখনে
মদনমোহন রায়।
ললিতা জানিয়া কহয়ে ঠারিয়া
মুরলি বিশাখা ঠাঁয়॥
ললিতা বচন বুঝিয়া তখন
বিশাখা সাটোপে বলে।
তোমার মুরলি দেখিলুঁ এ বেলি
চম্পকলতার কোলে॥
শুনিয়া বচন তরাসে তখন
কহয়ে চম্পকলতা।
তুঙ্গবিদ্যাপাশে মুরলি রাখিয়া
ইন্দুলেখা গেল কোথা॥
চিত্রা চমকিতা , চলিলা তুরিতা
দেখিয়া এসব রঙ্গ।
রঙ্গদেবী পাশে বসিলা তরাসে
সুদেবী তাহার সঙ্গ॥
নাগর শেখর না পাই ঠাহর
সভারে ধরিয়া বুলে।
সকল যুবতি করিয়া যুকতি
বসিলা মাধবী মূলে॥
হাসিয়া ললিতা রুষি কহে কথা
শুনহে নাগররাজ।
তরল বাঁশের শুখান কাঠ তো
তাহাতে কাহার কাজ॥
ফোরা কাঠিখান কি তার বাখান
কহিতে না বাস লাজ।
মাগিহ আমারে দিব যে তোমারে
যদি বা থাকয়ে কাজ॥
তাহার বচন শুনিয়া তখন
কহয়ে শেখর রায়।
শুনহ নাগর না হও কাতর
মুরলি ধনীর ঠাঁয়॥ ১৪৭॥

পঠমঞ্জরী

এ ধনি সুন্দরী কি কহব তোয়।
দেহ মুরলী ধনি রাখহ মোয়॥
যতদিন জীয়ব নাগর কান।
ততদিন গাওব তুহারি নাম॥
জীবন অবধি ধনি তুয়াবশ হাম।
গাইয়ে মুরলীতে তুয়া যশ নাম॥
মুরলী বিহনে মোর তনু ভেল ভার।
জীতল মনমথে মুরলীক তার॥
সো গুণময় বাঁশী কাহে লাগি গেল।
হা হা হত বিধি এত দুখ দেল॥
হেরইতে কানুক ইহ অনুতাপ।
শশিমুখি হৃদয়ে উঠয়ে ঘন কাঁপ॥
ধাধসে ধরি ধনি নাগরপাণি।
ইঙ্গিতে শেখর বাঁশি দিল আনি॥ ১৪৮॥

তথারাগ

পাইয়া বাঁশি নাগর হাসি
বসিলা সভার পাশে।
সকল বালা চাঁদের মালা
মুচকি মুচকি হাসে॥
বনদেবতি আসিয়া তথি
মনে কৈল অনুমান।
বদন শুখা দেখিয়া ভুখা
করাইল মধুপান॥
হইয়া শীতল কামে বিকল
রাধা কানুর মন।
মদন কলা পঢ়এ বালা
পাইয়া বিরল বন॥
চতুর সখী দোঁহারে রাখি
কেলি বিলাসের ঘরে।
ছলনা করি আইলা সরি
ফুল গাঁথিবার তরে॥
ভর যুবতী নাগরি তথি
নাগর করি কোরে।
মদন দুখী শেখর সুখী
তিতিল আঁখির লোরে॥ ১৪৯।

সম্ভোগ

ধানশী

নাগর নাগরি কেলিবিলাস।
হেরইতে মনমথে লাগল তরাস॥

বিনোদিনী চুম্বই নাগর বয়ান।
মদনমহোদধি ভরি পাঁচবাণ॥
উনমত মনমথ গেল সব লাজ।
নূপুর কিঙ্কিণি কঙ্কণ বাজ॥
বিলসই মাধব মাধবি সাথে।
অখণ্ড পীযূষ রস না পড়য়ে বাদে॥
শ্রমজল পূরল দুহুজন গায়।
বীজন বীজয়ে শেখর রায়॥ ১৫০॥

জলক্রীড়া

তথারাগ

দুহুঁ রস রাশি। সমাপল হাসি॥
রতি রণ রঙ্গে। শ্রম ভেল অঙ্গে॥
গাঁথি ফুলমালা। মিলে ব্রজবালা॥
জলকেলি সাধে। চলু ধনি রাধে॥
যুবতি সমাজে। শোভে যুবরাজে॥
সভে একতানে। করি করু গানে॥
সরসীসলিলে। পৈঠে স-লীলে॥
করিণীক সঙ্গে। করিবর রঙ্গে॥
দুহুঁ দুহুঁ মেলি। করু জলকেলি॥
সখিগণ নিপুণা। বেঢ়লি হঠিনা॥
কেহ দেই নীরে। কেহ লেই চীরে॥
কেহ দেই তালি। কেহ বোলে ভালি॥
কানুমুখ মোড়ি। জল দেই জোরি॥
কেহ কেহ হারি। কেহ দেই গারি॥
কেহ ভাগি দূরে। চমকি নেহারে॥
কানু করে বেঢ়ি। ধরল কিশোরি॥
সলিল অগাধা। লেই চলু রাধা॥
হরিক অঙ্কে। ধনি রহু রঙ্গে॥
পাতল চীরে। বেকত শরীরে॥
নিরখিতে কান। হানে পাঁচ বাণ॥
ধনি কুচ জোরা। হাসি দেই মোড়া॥
হরি পুরি সাধা। আনলি রাধা॥
স্নাথলি নীরে। অলপহি দূরে॥
সখিগণ মেলি। করু কত কেলি॥
করি পরিহাসে। বিবিধ বিলাসে॥
সভে উঠে তীরে। পহিরলি চীরে॥
নাগর সঙ্গে। চলু সভে রঙ্গে॥
কিয়ে ভেল শোভা। শেখর লোভা॥ ১৫১॥

সপ্তদশ দণ্ডে সূর্য্যপূজা

ভাটিয়ারি

কুসুমিত কুঞ্জ কলপতরু কানন
মণিময় মণ্ডপ মাঝ।
আইলা কলাবতি সবজন সঙ্গতি
করে লই পূজনসাজ॥
কুঙ্কুম চন্দন কেশর অনুপম
চম্পকমালতিমাল।
বহুবিধ বনফুল নীর সুশীতল
বহু উপহার রসাল॥
ভানুভবনে ধরি রাখল সারি সারি
দধি-ঘৃত রতন প্রদীপ।
সহচরি মেলি কেলি কলাবতি
বৈঠলি দেব-সমীপ॥
নিজ রসে ভাসি হাসি ধনি বোলই
শুনহ কাননদেবি।
দেবপূজন বিধি যেজন জানয়ে
তাহিক আনহ সেবি॥
রাইক চরিত জানিয়া শেখর
যাই মিলল বটুপাশে।
বচন বিশেষে লেই মধুমঙ্গল
আওলি দেব আওয়াসে॥ ১৫২॥

তথারাগ

তারে দেখি মনে সুখী
এল্যায় মাথার কেশ।
রসিক নাগর রসের সাগর
ব্রাহ্মণের বেশ॥
গলে পাটা ভালে ফোঁটা
কোশাকুশী করে।
ছোট কাছা মোটা কোঁচা
কটি আঁটি পরে॥

লৈয়া পুঁথি হৈয়া যতি
আইলা দেবের ঘরে।
পূজার সজ্জ দেখি দ্বিজ
মন সন্ সন্ করে॥
নিরখি লাড়ু হরিষ বড়ু
বোলে বারংবার।
আইস সভে পূজহ দেবে
রৈতে নারি আর॥
হেরি বটু করি চাটু
কহে সুধামুখী।
নাগর পানে চায় সঘনে
বটু কটু দেখি॥
করি যতন ধরি আসন
বটু বসাইলা।
রাইএর সঙ্গী রঙ্গের রঙ্গী
মোদক দেখাইলা॥
অথির জানি বিনোদিনী
মোদক দিলা করে।
আসন বসন ভূষণ দিয়া
বটুবরণ করে॥
ছন্দ ধরি রঙ্গ করি
কহে কুন্দলতা।
ভানুর কোলে কানু খেলে
এই সে ভাল কথা॥
নষ্ট লোকে দুষ্ট কথা
কহিল বুড়ীর কাণে।
রুষ্ট হইয়া দুষ্ট মাগী
আইলা পূজার স্থানে॥
সভে মিলি করে কেলি
বসি পূজার ঘরে।
দেখি বুড়ী শেখর সারি
সভায় সতর করে॥ ১৫৩॥

শ্রীরাগ

আয়ান চতুর বড় সদা মাথা ঠার।
মায়ের সনে আইলা বনে
করিতে কথা দঢ়॥
হরিষ বিষাদ ভালমন্দ
মনে মনে গুণে।
রাইএর রীতি বুঝিতে তথি
বসিলা মণ্ডপ কোণে॥
শাশুড়ী আড়ে জানি ডরে
ভীত ভেল ধনি।
গায়ের বসন খসয়ে সঘন
না নিঃসরে বাণী॥
বিপদ অতি বুঝি তথি
কহে সকল নারী।
গোপত কথা বেকত হইল
এবে কিবা করি॥
রাধা কাতর ডরে বিকল
মনে বিচার করে।
দুষ্টমতি দেখি পতি
না জানি কি করে॥
কয় হে বটু হৈয়া কটু
ব্রহ্মচারী শ্যাম।
আয়ান ভেড়ে পালাক ডরে
ঐছে কর কাম॥
কানু তখন ভানু হৈয়া
ফুলের ভিতর যাইয়া।
যখন যেমন তখন তেমন
কহে কথা রৈয়া॥
শুন রাধা পতিব্রতা
কেনে কর স্তুতি।
বুড়ীর পাপে জ্বলিনু তাপে
মারিব তোমার পতি॥
কোলের কুমার স্বজন যত
গাই ভঞিষা আর।
ঝি জামাতা আনি হেথা
করিব ছারখার॥
অতি বটু করে চাটু
বসি দেবের ঘরে।
কর যোড়ে বেদ পড়ে
দেব মানাবার তরে॥
শেখর আগে বর মাগে
শুন দিবাকর।
সে না বুড়ি মরুক পুড়ি
রাখ রাধার ঘর॥ ১৫৪॥

তথারাগ

করযুড়ি কহে ধনী শুন দেব দিনমণি
জনম সেবন কৈলুঁ তোর।
ধনজন পরিবার সব হবে ছারখার
এই সে কপালে ছিল মোর॥
দিনমণি কর অবধান।
পতি যদি মরি যাবে তবে মোর কিনা হবে
কোন কাজে রাখিব পরাণ॥
দেবর ননদ মোরা বাসে যেন আঁখিতারা
শাশুড়ী সোহাগ করে সদা।
এসব মরিয়া যাবে আমারে দেখিতে হবে
এ তাপে কেমনে জীবে রাধা॥
বিষাদে বিষণ্ণ মন ডাকে সতী নারায়ণ
বটু চাটু করে তার পাশে।
রাধার বদন দেখি বিকল হইল সখি
বিকট কপট দেব হাসে॥
ধনীর বিনয় শুনি কহে দেব দিনমণি
প্রসন্ন হইলুঁ তোর তরে।
ধনে জনে পূর্ণ হৈয়া থাক সতী পতি লৈয়া
আপদ নহিবে তোর ঘরে॥
দেব দয়াময় দেখি আনন্দ হইল সখী
ধনী বৈসে আসন ভিড়িয়া।
নাগর মোহিনী ধনী পূজে দেব দিনমণি
বটু দেয় সুমন্ত্র পড়িয়া॥
ধূপদীপ গন্ধমালা দিয়া দেব পূজে বালা
আর কত শত উপহার।
বটু সুখে মন্ত্র পড়ে সঘনে হুঙ্কার ছাড়ে
দেখি বুড়ি হৈল চমৎকার॥
নানা উপহারে ধনী পূজা কৈলা দিনমণি
অবশেষে মাগে এক বর।
যদি হৈলা অনুকূল পড়ুক মাথার ফুল
তবে সে ঘুচয়ে সব ডর॥
হাসি দেব মাথা নাড়ে ঝর ঝর ফুল পড়ে
হুলাহুলি দেয় নারীগণে।
দেখিয়া দেবের মুখ বাড়িল সভার সুখ
আশিস মাগয়ে জনে জনে॥
সভার শিরে দিয়া হাত বটু করে আশীর্ব্বাদ
জনম আয়তি হৈয়া থাক।
এই দেব নিরঞ্জন পূরুক সভার মন
নৈবেদ্য প্রসাদ কিছু চাখ॥
বসনে বান্ধিল সব না রাখিল এক লব
লইয়া চলিল আন বনে।
হিয়ায় সামাইল ডর কাঁপে বুড়ী থর থর
আয়ান আসান পাইল মনে॥
পুতেরে ঠারিয়া বুড়ি পলাইল গুড়ি গুড়ি
পথ বিপথ নাহি মানে।
উলটি পালটি চায় বসন না রহে গায়
রাধিকা দেখয়ে পাছে বনে॥
দোঁহে আসি বৈসে ঘরে রাইকে প্রশংসা করে
মাথায় আঘাত সদা মারে।
নিষেধ করিল মায় একথা না কহ কায়
ঘরে আইলে মানাইও সভারে॥
শেখর হাসিয়া কয় আর কিছু নাহি ভয়
মোর বোলে কর পরতীত।
বিলাস মন্দিরে চল কৌতুকে পাশক খেল
সকলে সুথির কর চীত॥ ১৫৫॥

অষ্টাদশ দণ্ডে পাশকক্রীড়ায় পণনির্দ্দেশ

তথারাগ

ভানু ভবনে করি বহুবিধ রঙ্গ।
নাগর নাগরী যায় সখীগণ সঙ্গ॥
মরকত মণি ঘরে সুখদ আসনে।
পাশায় আসক হইয়া বসিলা যতনে॥
রাই কানু বেড়িয়া বসিলা সখীগণে।
অতুল রসের হাট পাতিল মদনে॥
নাগর কহয়ে রাই শুনহ বচন।
যদি বা খেলিবে পাশা আগে কর পণ॥
এই সে খেলার রীতি সুধাহ সভারে।
তুমি আমি নহি ইহা বিদিত সংসারে॥
ধনি বোলে কর পণ তোমার মুরলী।
আমার হইল পণ গলার হাঁসুলী॥
কানু বোলে কিবা পণ করিলা বিনোদিনি।
খেলার এমন পণ কভু নাহি শুনি॥
পাশক খেলার পণ শুন রসবতী।
শতেক চুম্বন দান ইহার উচিতি॥

মো যদি হারিয়ে পণ আগে দিব তোরে।
তুমিত হারিলে দিবে এই সে বিচারে॥
পণ শুনিয়া রাধা কহে বারে বার।
যে খেলিবে খেলু মুই না খেলিব আর॥
কুন্দলতা কহে ধনি না খেলিবে কেনে।
উত্তম হইল পণ খেল দুইজনে॥
ললিতা কহয়ে কানু কর অবধান।
হারিলে চুম্বিবে তুমি ভৃঙ্গীর বয়ান॥
রাধিকা হারিলে দিবে গজমোতি হার।
নহেবা আমরা তাহে করিব বিচার॥
ললিতার কথায় হাসিয়া রসবতী।
খেলায় বিনোদ পাশা নাগর সঙ্গতি॥
পাটীর উপরে সারি পাতিল বিশাখা।
ধরিল পাশার পাটী সুন্দরী রাধিকা॥
কহে কবিশেখর শুন সখীগণ।
জয় পরাজয় দেখ হৈয়া মহাজন॥ ১৫৬॥

ঊনবিংশ দণ্ডে পাশকক্রীড়া

ধানশী

করযোড়ি মন্ত্র পড়ি রাই ফেলে পাটী।
পড়িল সরস দান চালাইলা গুটি॥
সাটোপ করিয়া দান ফেলিল নাগর।
পড়িল নীরস দান পহিলে ফাঁপর॥
রাই উঠাইয়া পাটী ফেলে আরবার।
জিনিলু জিনিলু বলি বলে বারবার॥
রুষিয়া ফেলিল পাটী রসিক সুজান।
যে দান ফেলিতে চাহে না পড়ে সে দান॥
সুপাট না পড়ে পাটী না চলয়ে সারি।
বিশাখা হাসিয়া কহে নাগরের হারি॥
কলরব ছল করি পাটী লৈয়া করে।
হঠে শঠ ফেলে দান জিনিবার তরে॥
তবহু পড়ল দান কুপট্টু তাহার।
ধনী কহে আছে ধর্ম্ম করিতে বিচার॥
হাসিয়া নাগর কহে খেল আরবার।
ধনী কহে মুখে লাজ নাহিক তোমার॥
কুন্দলতা কহে ধনী কর অবধান।
ভৃঙ্গীর অধর রস কানু করু পান॥

ললিতা বিশাখা কহে শুন কুন্দলতা।
প্রিয়জনে এত কেন করহ বিতথা॥
খেলিলা বিনোদ খেলা সঙ্গে সখীগণ।
শেখর লইয়া যায় বিলাস ভবন॥ ১৫৭॥

বিংশ দণ্ডে বনভোজন

বরাড়ী

গোবর্দ্ধন গিরিবর তার তলে মণিঘর
সুখদ শীতল মনোহর।
কলপ তরুর বন শোভিয়াছে বিলক্ষণ
সমীপে রাধার সরোবর॥
প্রফুল্ল কমল তায় ভ্রমরা ভ্রমরী গায়
চক্রবাক করে ক্রীড়ারণ।
মদন ধনুক করে সদাই তাহাতে ফিরে
যতনে রাখয়ে সেই বন॥
অবসর জানি খেলা বৃন্দার হইল মেলা
ফল তুলি আনিলা সত্বর।
উত্তম সংস্কার করি সোণার থালীতে ভরি
রাখিল যে পিঁড়ার উপর॥
করি মনে অনুমান রচিলা ভোজন স্থান
আগে আসন বসিবার তরে।
সুগন্ধি শীতল জল করি অতি সুনির্ম্মল
ঝারি ভরি যতনেতে ধরে॥
আর যত উপহার করি সব সম্ভার
বৃন্দা সানন্দা হৈয়া মানে।
সখীগণ নানা রঙ্গে নাগর নাগরী সঙ্গে
প্রবেশিলা বিলাস ভবনে॥
দেখিয়া বৃন্দার রীত সভে ভেল আনন্দিত
রসরাজ বসিলা ভোজনে।
মু খানি পাখালি নীরে মোছল পাতল চীরে
বনদেবী করয়ে সেবনে॥
একে একে উপহার ভুঞ্জে কানু বারে বার
রাধিকা দেখিয়া ভেল সুখী।
অবশেষে পিয়ে জল তবে ভুঞ্জে বনফল
যতনে খাওয়ায় সুধামুখী॥
শেখর সত্বর হইয়া আইলা ডাবর লইয়া
আচমন করাবার তরে।

বিলাস মন্দির মাঝে রচিল পালঙ্ক শেজে
তাম্বুল রাখিয়া তারপরে॥ ১৫৮॥

সারঙ্গ

কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ।
বহুবিধ ভোজনে ভেল আনন্দ॥
আচমন করি তাহে নাগররাজ।
রসভরে পৈঠল কুঞ্জক মাঝ॥
সুখদ শেজপর বৈঠল কান।
ধনি অবশেষ করু ভোজন পান॥
সহচরিগণ মেলি ভুঞ্জলি রাধে।
আচমন করি চলু শয়নক সাধে॥
রসময়ি বৈঠলি রসময় পাশ।
দুহুঁ হেরি সখিগণ করু পরিহাস॥
ব্রজরমণীগণ চতুরী সুজান।
কর্পূরে তাম্বুল দেই পুরল বয়ান॥
দুহুঁ অঙ্গে বেকত মদন-বিকার।
সহচরিগণ হেরি ভেলি বাহার॥
দুহুঁ মেলি শুতলি আলস গায়।
দুহুঁ পদ সেবই শেখর রায়॥ ১৫৯॥

একবিংশ দণ্ডে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিদ্রালীলা

আশাবরী

কুসুমিত কুঞ্জে। অলিকুল গুঞ্জে॥
মলয় সমীরে। বহে ধীরে ধীরে॥
রসবতি সঙ্গে। রসময় রঙ্গে॥
দুহুঁ বুকে বুকে। শুতলি সুখে॥
ধরি কুচকলসে। ঘুমল অলসে॥
কিশোরি কিশোর। নিন্দে ভেল ভোর॥
রহলি আবেশে। দিন ভেল শেষে॥
কাননদেবী। কোকিল সেবি॥
করায়লি গানে। জাগল কানে॥
ধনি উঠি বৈঠে। কচালই দীঠে॥
শেখর ঠাড়ি। লই জলঝারি॥
দুহুঁ মুখ চাঁদে। ধোই সুছাঁদে॥
পান কর্পূরে। দুহুঁ মুখ পূরে॥১৬০॥

দ্বাবিংশ দণ্ডে সুরত-লীলা

তথারাগ

কুসুমিত কানন কুঞ্জকুটীরে।
তহি রস বিলসই কানু মধুরে॥
ধনি কর ধরি তব বোলত কান।
সুন্দরি দেহ মোরে সুরতি দান॥
আজু মন মানস পূরাহ মোর।
অধর সুধারস পীবউ তোর॥
তুয়া কুচকলস পরশ ভেল সাধ।
না করহ সুন্দরি ইহ সুখবাদ॥
সো বিহি মোহে রাখব যত দিন।
হাম ভেল কেবল তুহারি অধীন॥
ইথে যব হাম কবহুঁ করি আন।
তথি লাগি মধ্যত রহল পাঁচবাণ॥
অনুনয় করই কহই লহু বাত।
ধনি কর লেই ধঅলি নিজ মাথ॥
হাসি কহই তহি রসবতী নারী।
শেখর কহে তুয়া যাঙ বলিহারি॥ ১৬১॥

ত্রয়োবিংশ দণ্ডে শ্রীরাধার চাতুরী

সারঙ্গ রাগ

মঝু কর ছোড়হ নাগর কান।
কো জানে কৈছন সুরতিক দান॥
হাম অবলা তাহে মতি অতি হীনা।
হাম কাঁহা পাওব দান দছিনা॥
সুরতিক মুরতি কবহুঁ না দেখি।
সখীগণে পুছব ইহ করি সাখি॥
যব হামে মীলব শুন বর কান।
তব তোহে দেওব সুরতিক দান॥
কবহুঁ না শুনল সুরতিক নাম।
আজু তুহুঁ মোহে কহলি অনুপাম॥
কাহে মিনতি করু রাজকুমার।
সুরতি কি আছয়ে সাথ হামার॥
কহে কবিশেখর শুনহ মুরারি।
সুরতি না জানয়ে ভানুকুমারী॥ ১৬২॥

চতুর্ব্বিংশ দণ্ডে মোদন

সারঙ্গ রাগ

হাসি ঢীট হরি ধনি করি কোর।
পীবই অধর সুধারস ভোর॥
চুম্বন বেরি বদন পালটাই।
বসন দেই ঘন ঘন লপটাই॥
কুচযুগ কঞ্চুক তোড়ইতে কান।
ধনি ভুজে ঝাঁতি রহই সাবধান॥
তব নিবিবন্ধে সুঘর দেই হাথ।
কাকুতি করি ধনি দিব দেই মাথ॥
নাগরী বোধয়ে নাগর কান।
শেখর সে বোলি রহু সাবধান॥ ১৬৩॥

পঞ্চবিংশ দণ্ডে মাদন

তথারাগ

এ ধনি হঠিনি কঠিনি তুয়া চীত।
ইহ সব না হয় নাগরী রীত॥
কর যুড়ি সুন্দরি মাগোঁ পরিহার।
মদনবেদনদুখ সহই না পার॥
একবেরি রাখহ দেহ জীউ দান।
আজনম তুয়া গুণ করবহু গান॥
হঠ ছোড়ি বাহু ভিড়ি দেহ ধনি কোর।
তুয়া পায়ে সোঁপলু ইহ তনু মোর॥
ইঙ্গিতে অনুমতি দেঅলি রাই।
কুটিল দৃগঞ্চলে মদন জাগাই॥
নাগর নাগরী রস অবগায়।
দূরে রহি দেখই শেখর রায়॥ ১৬৪॥

ষড়্‌বিংশ দণ্ডে সংক্ষিপ্ত বিলাপ

সারঙ্গ রাগ

হরষি ভরসি হরি ধরি ধনি বুকে।
রসময় চুম্বই রসময়ী মুখে॥
কমলিনী কুচযুগ কমঠকঠোরে।
কানু কঠিন করি ধরলই জোরে॥
অধরে দশন চিহ্ন দেই বারে বার।
চমকি উঠয়ে রামা করি শীৎকার॥
কুচপর দেয়ল নখর আঁচড়ে।
বসন ভূষণ সব গেলহি দূরে॥
প্রতি অঙ্গে চুম্বই নাহিক বিচার।
মদনমোহন লুটে মদনভাণ্ডার॥
সুরত তরঙ্গিণী রঙ্গিণী রাই।
শ্যাম মাতঙ্গ তহিঁ অবগাই॥
দুঁহু অধরামৃত দুহুঁ মুখে পূরে।
অব সব শেখর হেরই দূরে॥ ১৬৫॥

তথারাগ

এড় এড় মাধব তোহে পরিহার।
সঘনে তলপে জীউ সহই না পার॥
হাম নব নায়রী শুনহ মাধাই।
স্বামী পরশরস কবহু না পাই॥
ইথে অতি বিপরীত ভেলহি মোর।
স্ত্রীবধপাতকে ভয় নাহি তোর॥
অধরে দশনচিহ্ন কাহি দেহ দারুণা।
মোর জীউ নিকসই তোর নাহি করুণা॥
গদগদ শবদে কহই ধনী বোলি।
মুচকি হাসি হরি সমাধই কেলি॥
শ্রমজলে পূরল দুহুঁকেরি গা।
শেখর যাই করু শীতল বা॥ ১৬৬॥

সপ্তবিংশ দণ্ডে শ্রীরাধাকৃষ্ণের শয্যোত্থান এবং বিলাসলক্ষণ গোপন

সারঙ্গ

বিলাস সম্বরি নাগর নাগরী
বসিলা কুসুম শেজে।
শ্রমেতে আকুল খসল দুকূল
কিশোরী বিকল লাজে॥
বিলাস মন্দিরে গবাক্ষদুয়ারে
রহিয়া সকল সখী।
মনের উল্লাসে দেখিয়া বিলাসে
শীতল হইল আঁখি॥
দেখি অবসরে সখিনী সত্বরে
পশিলা বিলাসঘরে।
দোঁহারে লইয়া যতন করিয়া
ছুরম করল দূরে॥

সুশীলা সুন্দরী নীরে পূরি ঝারি
দেঅল দোহাঁর করে।
উঠিয়া দুজন পাখালি বদন
বসন ভূষণ পরে॥
পালঙ্ক হইতে বসিলা সুখেতে
সুখদ আসন পরি।
বিলাস লক্ষণ করল গোপন
শেখর যতন করি॥ ১৬৭॥

তথারাগ

মঞ্জরী রতন আনল চন্দন
লেপল দোঁহার গায়।
সুচিত্রা যুবতী করিয়া আকৃতি
নানা চিত্র করে তায়॥
যূথি মোতিহারে গাঁথিয়া দোহাঁরে
পরাইল তিলোত্তমা।
বিনোদ বন্ধানে সাজাঞা দুজনে
হরিষ সকল রামা॥
কদলী পনস অতি সে সুরস
আনল লবঙ্গলতা।
দোহাঁরে ভোজন করাএ তখন
সুন্দরী মদন মদা॥
বিলাস আলস ছুটল সকল
সুরস ভোজন করি।
আচমন করি নাগর নাগরী
তাম্বূলে বদন পূরি॥
সখিগণ সঙ্গে নানা রসরঙ্গে
নাগর নাগরী রহে।
দিন অবসান করি অনুমান
শেখর সভারে কহে॥ ১৬৮॥

বিচ্ছেদানুরাগ

ভাটিয়ারি

দিন অবসান জানিয়া পরাণ
কি জানি কেমন করে।
দোহাঁর বদন নিরখি দুজন
বচন নাহিক সরে॥
রসিক রসিলি বিচ্ছেদে বিকলি
ছুটল মুখের হাস।
লোর ঝরঝর বোল ঘরঘর
খসিয়া পড়য়ে বাস॥
হিয়ায় জ্বলিল বাড়ব অনল
দহই দোহাঁর দেহা।
করিতে মেলানি কি কহ না জানি
জাগল দারুণ লেহা॥
বিষাদে বিষণ্ণ হইয়া দুজন
মেদিনী ভেদয়ে পায়।
সখীগণ তথি করিয়া যুগতি
কহয়ে দোহাঁর ঠাঁয়॥
সুন্দরি সুন্দর বিলম্ব না কর
সত্বরে চলহ ঘর।
অবধি হইলে কি জানি কি বলে
সে আর হইল ডর॥
শুনিয়া বচন তরাসে তখন
মন্দির বাহিরে আসি।
দুঃখিত হিয়ায় হইল বিদায়
বাড়িল বেদনা রাশি॥
চতুর নাগর চলিলা সত্বর
মিলিলা সখার সঙ্গে।
লইয়া মণ্ডলী চলিলা দুলালী
শেখর চলিল রঙ্গে॥ ১৬৯॥

শ্রীরাধার গৃহাগমন

পূরবী

নিজালয়ে সখী লয়ে
চলে সুধামুখী।
প্রেমানলে হিয়া জ্বলে
ছলছল আঁখি॥
অঙ্গের বসন খসয়ে সঘন
বুকে দুঃখ ভরা।
মুখে কথা কহিতে বেথ
হইলা বাউলি পারা॥

ধনীর ধরম দেখিয়া মরম
কহিল সকল সখী।
গোপত কথা বেকত কর
হেন তোমায় দেখি॥
শীতল বুকে থাক সুখে
তাপ তুলিছ কেনে।
হিয়া ভরি খেলবি নারী
পিয়া লইয়া বনে॥
সখীর বাণী শুনিয়া ধনী
আশ বান্ধিল চিতে।
শেখর লইয়া ঘরে গিয়া
বসিলা বুড়ীর ভিতে॥ ১৬৯॥

ভাল বটে বেটি করিয়া আখটি
মানাইল নারায়ণ।
তোঁঞসে আমার রহিল সংসার
পুত্র পরিবার ধন॥
বধুর মরম জানিয়া ছরম
বুড়ী সে কাতরে বলে।
ও মোর দুলালি আঁখির পুতলি
সিনাহ শীতল জলে॥
এতেক বচন শুনিয়া তখন
মনেতে হইল রঙ্গ।
বালা করি ছলা বিরলে বসিলা
শেখর করিয়া সঙ্গ॥ ১৭০॥

গৃহপ্রবেশ, সন্ধ্যায় স্নান

তথারাগ

সতী কুলবতী সকল যুবতী
রাধারে আনিয়া ঘরে।
পরম আদরে মধুর বচনে
সোঁপিলা জটিলা করে॥
হরিষ বদনে জটিলা তখনে
সভার করিয়া মান।
আদর বাদরে বিনয় বেভারে
দেয়ল কর্পূর পান॥
দুবাহু তুলিয়া দেবতা ডাকিয়া
সঘনে আশিস করে।
প্রণমি জটিলা সভাই চলিলা
আপন আপন ঘরে॥
দেবরোষ হেরি ভয়ে ভীত বুড়ী
মনেতে বিচার করে।
দেব যার বশ মিছা অপযশ
না বুঝি দেয়লুঁ তারে॥
পরের বচনে হৈয়া অচেতনে
করিলুঁ দারুণ কাজ।
দেখিলুঁ নয়ানে শুনিলুঁ শ্রবণে
মাথায় পড়িত বাজ॥

অষ্টাবিংশ দণ্ডে পক্কান্ন রচনা —লাবণ্যামৃতস্নান।

তথারাগ

শাশুড়ী সরসে হরষ হইয়া
ভবনে বসিয়া বালা।
সুরস পক্কান্ন করল রচন
পূরল সোনার থালা॥
ঢাকিয়া বসনে রাখিয়া গোপনে
সিনান করিতে যায়।
দাসীগণ সঙ্গে নানা রসরঙ্গে
সিনান করল তায়॥
বেশের মন্দিরে পশিলা সত্বরে
করিলা মোহন বেশ।
উঠিয়া অট্টালী চৌদিকে নেহারি
দিবস হইল শেষ॥
তুলসী ডাকিয়া গোপন করিয়া
দেওল লাড়ুর থালা।
অগুরু চন্দন আর গুয়া পাণ
সুগন্ধি ফুলের মালা॥
শেখর সরসি শিখায় তুলসী
ধরিয়া তাহার হাত।
ধনিষ্ঠা মিলিয়া আসিহ চলিয়া
বুঝিয়া সংকেত বাত॥ ১৭১॥

উনত্রিংশ দণ্ডে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ার উৎকণ্ঠা

তথারাগ

হরিণ-নয়নি ধনি চকিতনেহারিণি
ছল ছল উনমত ভেলা।
স্বজন সোহাগন তনু মন জীবন
সতিনি করিয়া বিহি দেলা॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠত ক্ষণে ক্ষণে বৈঠত
উতপত তেজত শ্বাসা।
ক্ষণে ক্ষণে চমকই ক্ষণে ক্ষণে কম্পই
গদগদ বোলত ভাষা॥
কুলগুণ-গৌরব সতী যশ সৌরভ
বাম পাযে ঠেললুঁ তায়।
দারুণ প্রেম থেহ তিল নাহি মানত
পলকে পলকে তলপায়॥
অরুণিত আনন লোরে ভরু লোচন
পিয়াপথ হেরূত রাই।
শিশু পশু সংহত করি হরি আওত
গোখুর-ধূলি উছলাই॥
কহে কবিশেখর ধনি পুন হেরহ
আওত নাগররাজ।
তুয়া মনমানস এতখণে পূরব
মীলবি পন্থক মাঝ॥ ১৭২॥

সুহই

দূরত আওত নাগর রায়।
যুবতি উমতি উন্নত চায়॥
বিরস বদন সরস ভেল।
হিয়ার আগুনি তখনি গেল॥
হাসত বেকত বচন মীঠ।
সজল ছুটত তরল দীঠ॥
মুরলি খুরলি শুনিতে পাই।
অতুল আনন্দে আকুল রাই॥
দেখিবারে সব সখিনি যাই।
উঠলি অট্টালি মিললি রাই॥
রতন আসনে বসিলা সভে।
শেখর সভারে সেবয়ে তবে॥ ১৭৩॥

ত্রিংশ দণ্ডে উত্তরগোষ্ঠ

শ্রীরাগ

দেখি দিন অবসান চলিলা চতুর কান
প্রবেশিলা কদলীকাননে।
সুবল মঙ্গল সঙ্গে যায় নানা রসরঙ্গে
কদলী লইয়া জনে জনে॥

[১৭২] হরিণনয়না রাধা (শ্রীকৃষ্ণবিরহে) ছলছল চক্ষে চকিতে চাহিয়া উন্মত্তা হইয়া উঠিয়া গেল। স্বজনের সোহাগ এবং আপনার দেহমন বিধি যেন জীবনের সতিনী করিয়া দিয়াছে। (আপন জনেব স্নেহ এবং কৃষ্ণানুরক্ত দেহমন এই দুই-এর দ্বন্দ্ব জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে)। শ্রীরাধা ক্ষণে ক্ষণে উঠিতেছেন, ক্ষণে ক্ষণে বসিতেছেন. উত্তপ্ত শ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিতেছেন, ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিতেছেন। গদ্‌গদ ভাষায় কথা বলিতেছেন। বলিতেছেন, কুল গুণ গৌরব, সতীত্বের যশঃসৌরভ, সব বাম পায়ে ঠেলিলাম। দারুণ প্রেম তিলেকের জন্যও স্থির মানে না (স্থির হইতে দেয় না)। পলকে পলকে চঞ্চল করিয়া তোলে। আনন আরক্ত, নয়ন অশ্রুপূর্ণ! রাধা শ্রীকৃষ্ণের পথপানে চাহিতেছেন। সঙ্গে রাখাল বালক ও ধেনুবৎসগণকে একত্র করিয়া গো-ক্ষুরোত্থিত ধূলি উড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন। শেখর কবি কহিতেছেন—ধনি, এইবার নাগর-রাজকে দেখ। তোমার মনের অভিলাষ এতক্ষণে পূর্ণ হইবে। পথের মাঝেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন ঘটিবে।

[১৭৩] নাগর রায় দূরে আসিতেছেন। উন্মত্তা যুবতি (শ্রীরাধা) ঊর্দ্ধমুখে চাহিতেছেন। বিরস বদন সরস হইল। হৃদয়ের (বিরহ) আগুন তখনি নিভিল। হাস্য প্রকাশিত এবং বচন মিষ্ট হইল। শ্রীকৃষ্ণের পথপানে তরল সজল দৃষ্টি ছুটিল। পুনঃ পুনঃ মুরলীধ্বনি শুনিয়া অতুল আনন্দে রাধা আকুলা হইলেন সখীরাও দেখিবার জন্য আসিয়া অট্টালিকা উপরে উঠিলেন। শ্রীরাধাও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। সকলে রত্নাসনে বসিলেন। শেখর তখন সকলের সেবা করিতে লাগিলেন।

মিলিলা সভার সাথে কদলী দিলেন হাতে
খায় সভে হরিষ হৈয়া।
পরিয়া বনের ফুল গায়ে মাখে রাঙ্গাধূলে
দিল গাভী তুরিতে হাঁকাইয়া॥
ধেনু সব ঘর মুখে চলিলা আপন সুখে
উভকর্ণ উভপুচ্ছ করি।
নাচিয়া নাচিয়া যায় শিশুগণ পাছে ধায়
ধূলায় গগন গেল ভরি॥
শিঙ্গা দিয়া চাঁদমুখে বলাই ধবলী হাঁকে
মদভরে ডাকেন সঘন।
অথির চরণ গতি ঘূর্ণিত নয়ন ভাতি
গদগদ না ফুরে বচন॥
কমলী বাছুরী কন্ধে চলে মত্ত-গজ ছান্দে
ঘন ডাকে কানাই বলিয়া।
বেণু সানে ধেনু হাঁক সভাকার মাঝে থাক
বনে পাছে রহিবে ভুলিয়া॥
শিঙ্গাবেণু একতান করিয়া দেওল সান
শুনিল ব্রজের সব লোক।
মাতাপিতা হরষিত কুলবধূ পুলকিত
ঘুচিল সভার দুঃখ শোক॥
যাবট গ্রামের কাছে সভে নিজ ধেনু বাছে
বিদায় হইলা জনে জনে।
শেখর সত্বর করি কহে শুন সুন্দরি
মিলহ নাগরে এইক্ষণে॥১৭৪॥

সন্ধ্যায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমোন্মাদ

তথারাগ

রাধিকাচকোরী হাসি শ্যাম সনে মিলে আসি
পিয়ে সুধা হরষিত মনে।
দূরে দুহুঁ দোহাঁ দেখি পালটিতে নারে আঁখি
হানিল কুসুমশর বাণে॥
অবশ হইল গা চলিতে না চলে পা
পুলকে পুরল দুহুঁ তনু।
সুবল সময় জানি হাতসানি বোধি ধনী
লইয়া চলিলা তবে কানু॥
খিড়কে রাখিয়া গাই রাম কৃষ্ণ ঘরে যাই
প্রণমিলা জননী চরণে।
যশোদা চুম্বন করে দেখিতে না পায় লোরে
আশিস করয়ে দুইজনে॥
রাই যাই বসি ঘরে পাঠাইল তুলসীরে
মরম কহিয়া তার কাণে।
সখীগণ লৈয়া রাধা পুরয়ে মনের সাধা
সে সব লখিতে নারে আনে॥
তুলসী উলসী হৈয়া যায় উপহার লৈয়া
সত্বরে পশিল রাজঘরে।
গোপতে লইয়া থালা ধনিষ্ঠারে দিলা বালা
কহিলা রাইএর সমাচারে॥
জানিয়া রাধার মর্ম্ম শেখর করয়ে কর্ম্ম
বিছানা বিছায় কত ভাতি।
সখীগণ লৈয়া সাথে বসি রসবতী তাথে
তুলসী আসিবে কত রাতি॥ ১৭৫॥

রাত্রির প্রথম দণ্ডাবধি চতুর্দ্দশ দণ্ড পর্য্যন্ত আরাত্রিকাদি

তথারাগ

যশোমতী আরতি করত বিধানে।
গুরুকুল মঙ্গল করতহি গানে॥
সুখভরে দ্বিজগণে দেয়লি দানে।
দাসগণ তৈখনে চলু নিজ কামে॥
বেদিপর কেহ ধরে শীতল নীরে।
কেহ লই আওল পাতল চীরে॥
কেহ লেই দুই ভাই বেদিতে বসাই।
রতন ভূষণ পুন যতনে খসাই॥
রামকানু দোহে পুন পহিরল চীরে।
গোধূলি ধোয়ল শীতল নীরে॥
কোই দেই দুহুঁ অঙ্গে উবটন গন্ধে।
সুঘড় সেবক মর্দ্দয়ে কত বন্ধে॥
সুগন্ধি সলিলে পুন করলি সিনানে।
দুহুঁ অঙ্গ মোছয়ে সেবক সুজানে॥
নিল পিত বসন পরলি দুহুঁ রঙ্গে।
সুগন্ধি চন্দন কেহো লেপই অঙ্গে॥
কহ কবিশেখর করি অনুমানে।
বৈঠল দুহুঁ তব করিয়া সিনানে॥ ১৭৬॥

প্রদোষলীলা ও নক্তলীলা

ইমন

সময় জানিয়া তুরিত হইয়া
আসিয়া ধনিষ্ঠা নারী।
যশোদামন্দিরে পিঁড়ার উপরে
সুখদ আসন করি॥
সুগন্ধি সলিল করিয়া শীতল
পুরিয়া আনল ঝারি।
রাইয়ের পক্কান্ন আনিয়া তখন
রাখল পৃথক করি॥
এ সূপ মুদ্গ মরিচা সুখদ
যে কিছু আছিল ঘরে।
যশোদাবচনে আনিল তখনে
কানুর ভোজন তরে॥
সিনান করিয়া বলাই হাসিয়া
চলিলা আপন ঘরে।
কানুর বচন না মানে তখন
বারুণীপানের তরে॥
হাসিয়া তখনে সুখদ আসনে
বসিলা যাদব রায়।
মায়ের পিরীতে লাগিলা ভুঞ্জিতে
তুলসী করয়ে বায়॥
জননী বিনয়ে শুনায় তনয়ে
আর না বলিব কি।
তোমার কারণ এ সব পক্কান্ন
পাঠায় রাজার ঝি॥
অরুচি তেজিয়া ভোজন করিয়া
ঘুচাহ সভার দুখ।
তোমার ভোজন শুনিয়া তখন
রাধিকা পাওব সুখ॥
মায়ের বচনে নন্দের নন্দন
ভুঞ্জল পরম সুখে।
উঠি আচমন করল যতনে
তাম্বুল দেওল মুখে॥
কানুর বদন নেহারে সঘন
ধনিষ্ঠা চতুরী বালা।
ইঙ্গিত বুঝিয়া চতুর নাগর
দেওল চম্পকমালা॥
সংকেত জানিয়া ধনিষ্ঠা আনিয়া
দেওল তুলসী করে।
অবশেষ লইয়া থালিতে ভরিয়া
দেওল রাইএর তরে॥
সে সব লইয়া তুলসী চলিয়া
তুরিতে আওল ঘরে।
থালা মালা তথি তুলসী যুবতী
সোঁপল রাধার করে॥
সংকেত কাহিনী বুঝিলা তরুণী
চম্পকমালাটি দেখি।
তাম্বুল বীড়িকা দেয়লি রাধিকা
তুষিল সকল সখি॥
নানা রসগান করি সখীগণ
চলিলা আপন ঘরে।
সময় জানিয়া থালা-মালা লৈয়া
শেখর গোপন করে॥ ১৭৭॥

গো-দোহন

কামোদ

জলপান করি কান মুখে দিয়া গুয়াপান
খড়িকে চলিলা গো-দোহনে।
গাভীগণ স্তনভরে ঘন হাম্বারব করে
কানুপথ নিরখে সঘনে॥
আইলা গোকুল চাঁদ করে ধরি ডোরি ছাঁদ
আর গোপ আসি তার সঙ্গে।
ছাড়ি দিলা বৎস সব গোঠে উঠে হাম্বারব
শুনিতে বাড়িল বহু রঙ্গে॥
দেখিয়া কানুর মুখ ধেনুর হইল সুখ
বৎস পিয়ে হরষিত মনে।
পিশঙ্গী মাণিকস্তনী দোহে কানু গুণমণি
আর গাভী দোহে গোপগণে॥
দোহন করিয়া সারা সঙ্গে লৈয়া দুগ্ধভারা
রাখিলা মায়ের কাছে যাই।
অট্টালীতে হৈয়া খাড়া শেখর বুঝিলা সাড়া
দোহন হইল সব গাই॥ ১৭৮॥

শ্রীরামকৃষ্ণের রাজসভায় গমন

ধানশী

শিরপরি লাল জরি বান্ধে যুবরাজ।
শ্রুতিমূলে কুণ্ডল মনোহর সাজ॥
নাসা পাশে মোতি নোলকে ঝলকায়।
সূক্ষ্ম সুতলী পুন দেওল গায়॥
হাঁসলি দেয়লি কণ্ঠক মাঝ।
উরপর রতনক পদক বিরাজ॥
কটিহু কাটারি পটুকা করু বন্ধ।
ভালে ভাল শোভয়ে চন্দন চন্দ॥
হলধর ধরি কর চলু দরবার।
আগে পাছে যায় কাছে দাসপরিবার॥
দুহুঁ মেলি বৈঠলি ব্রজরাজ পাশে।
সভাজন রঞ্জয়ে সরস সম্ভাষে॥
করু কবিশেখর সময় বিচার।
সভা লই বৈঠল রাজকুমার॥ ১৭৯॥

গীত-বাদ্যাদি শ্রবণ

মঙ্গল

গুণিগণ করে গান লইয়া বিবিধ তান
বাদ্য পদ্য অতি মনোহর।
নাচয়ে নর্ত্তক তথি জিনিয়া খঞ্জন গতি
হস্তী আদি তাহার উপর॥
গান বাদ্য নৃত্য রসে সভাই আনন্দে ভাসে
পুন পুন করে আস্বাদনে।
দিয়া রাজা বহুধন তুষিলেন গুণিগণ
তার পাছে দিল কবিগণে॥
পেট মোটা ঠেঁটা ভাট গান বাদ্য রাখি নাট
রায়বার পড়ে তড়াবড়ি।
আসিয়া ভাঁড়ের ঠাট জুড়িলা বিনোদ নাট
দোহে মিলি করে হুড়াহুড়ি॥
হাসি হাসি রামকানু কৌতুক দেখিতে পুনু
তার মাঝে ফেলি দিলা ধন।
ভাঁড়ে ভাটে কাড়াকাড়ি মারামারি পাড়াপাড়ি
কৌতুক দেখয়ে সভাজন॥
তবেত দেখিয়া রাতি রক্তক আসিয়া তথি
কহিল রাজার কানে কানে।
মাতা পাঠাইল মোরে নিতে রাম দামোদরে
ত্বরিতে করহ সমাধানে॥
নন্দ সন্ধান শুনি ভাঁড়ে ভাটে ডাকি আনি
ধন দিয়া ঘুচাইল দুখ।
প্রজাগণে আশ্বাসিয়া রাম দামোদর লৈয়া
ঘরে গেল করি মহাসুখ॥
দেখি শুনি নৃত্যগীত আনন্দে মগন চীত
সভাজন নিজ ঘরে যায়।
আসি রাম দামোদর বসিলা আসন পর
সময়ে শেখর রস গায়॥ ১৮০॥

ভোজন

তথারাগ

সেবয়ে সেবকগণ আনন্দে আকুল মন
নেহসুখে পাসরে আপনা।
রাম দামোদর বিনে আর কিছু নাহি জানে
সেবাসুখে সতত মগনা॥
আস্তে ব্যস্তে অলঙ্কার ঘুচাইল দোহাঁকার
ভোজনের বসন পরাইয়া।
চরণ পাখালি নীরে মোছিল পাতল চীরে
ভোজন ভবনে যায় লইয়া॥
রক্তক পবিত্র করি পাতে পিঁড়া সারি সারি
পুরি ঝারি সুশীতল নীরে।
রাম দামোদর আসি পিঁড়ার উপরে বসি
বাপেরে বোলায় বারে বারে॥
নন্দ মহানন্দ পাইয়া ভোজনে বসিলা যাইয়া
রামকানু লৈয়া দুইপাশে।
দুধ ভাত পুরি বেলা যশোদা আনিয়া দিলা
আর কত সুমধুর রসে॥
ক্ষীরপুরি ভরি থালা সভারে আনিয়া দিলা
ভোজন করয়ে তিনে সুখে।
দোহাঁর ভোজন দেখি মাতার শীতল আঁখি
ঘুচিল মনের সব দুখে॥
মা বাপের প্রেমরসে ভুঞ্জিল সকল রসে
ঘন ঘন উঠিবারে চায়।
আলসে অবশ তনু হইলেন রামকানু
দেখিয়া দুখিত ভেল মায়॥

আসিয়া সেবকগণ করাইল আচমন
শয়ন ভবনে লৈয়া যায়।
হলধর নিন্দভরে চলিলা আপন ঘরে
কানাইরে শয়নে পাঠায়॥
নন্দের নন্দন কান মুখে দিয়া গুয়াপান
বসিলা সুখদ শেজপরি।
আলসে ঢালয়ে গা সেবক সেবয়ে পা
নিদ্রায় নয়ন গেল ভরি॥
নিন্দে ভেল অচেতন দেখিয়া সেবকগণ
আপন আপন ঘরে যায়।
শেখর সময় জানি কহে শুন বিনোদিনি
ভোজনের করহ উপায়॥ ১৮১॥

রাত্রি পঞ্চমদণ্ডে কৃষ্ণপ্রিয়াদিগের ভোজন

ধানশী

জটিলা কহয়ে বধূর ঠাঞি।
ত্বরিতে ভোজন করহ মাই॥
আয়ান ভোজন করিয়া গেল।
দুঃশীলা কুটিলা শয়ন কৈল॥
আকুল নয়নে না সুজে মোরে।
না পারি বসিতে নিন্দের ভরে॥
আপনি বাছনি করহ সাতি।
দেখিতে দেখিতে বাঢ়িল রাতি॥
তিলেক সোয়াথ নাহিক তোর।
নয়ন-পুতলি তুমি সে মোর॥
এঘর করণ তোহারি হাথ।
শপথি করিয়ে ঝিয়ের মাথ॥
দেবর দুর্ম্মেধ করিবে মো।
আমার আশিসে হইবে পো॥
কুটিলা পাপিনী কোন্দল করে।
কালি সে যাইবে পরের ঘরে॥
সে তাপে তাপিত নহিবে তোরে।
সকল কুবোল ক্ষমিবা মোরে॥
তোমার বাপের ভরসা করি।
এ তিন ভুবনে কারে না ডরি॥
তোমার মায়ের কি কব কথা।
আমারে জানয়ে আপন ধাতা॥
কুশলে থাকুক তাহার পুত।
দেবতা দানব না লাগু ভূত॥
জটিলা এতেক আদর করে।
কহয়ে শেখর দেবের ডরে॥ ১৮২॥

তথারাগ

হেদে আর কথা শুনহ ঝি।
কহিতে কহিতে ভুলিয়াছি॥
আগুন লাগুক আমার মনে।
রহিতে নারিয়ে কহিয়ে মেনে॥
তনয় আয়ান গেয়ানে দড়।
তোমার মায়েরে ডরায় বড়॥
দেবতা সমান মানয়ে তায়।
কহিতে সিওড়া পড়য়ে গায়॥
তপের ফলেতে দেবতা বশ।
তেঁঞি সে ভুবনে ঘোষয়ে যশ॥
জরতী কহিয়া পিরীতিবাত।
হাসিয়া ধরিলা বধূর হাত॥
উঠিলা রাধিকা চলিলা সঙ্গে।
রন্ধন ভবনে পশিলা রঙ্গে॥
জটিলা কহয়ে বৈসহ ঝি।
আমি তোরে সব আনিয়া দি॥
খীর পুরী ভাত দুধের বেলা।
যতনে জটিলা বধূরে দিলা॥
মিনতি করিয়া কহয়ে রাই।
আপনি শয়ন করহ মাই॥
আপনার ঘরে যাইয়ে লইয়া।
করিব ভোজন সোয়াথ পাইয়া॥
শুনিয়া জটিলা পাইল সুখ।
হাসিয়া চুম্বিল বধূর মুখ॥
ভালই কহিলা ও মোর মা।
আমার কেমন করিছে গা॥
জটিলা যাইয়া শয়ন করে।
রাধিকা আইলা আপন ঘরে॥
আনিয়া বাসন গোপন করি।
মন্দিরের কোণে রাখিলা ধরি॥
শেখর ধোয়ায় সখড়া হাত।
কহিতে অবশ আউলায় গাত ১৮৩॥

সুহই

রতনমঞ্জরী যতন করি।
রতন আসন পাতল সারি॥
সুগন্ধি সলিলে পুরিয়া ঝারি।
আসন নিকটে রাখল ধরি॥
লবঙ্গমঞ্জরী লাড়ুর থালা।
আনিয়া ধরিল দুধের বেলা॥
দধি কদলক আচার যত।
পৃথক করিয়া রাখল কত॥
আসিয়া আসনে বসিলা রাধা।
দেখিতে মনের পুরল সাধা॥
কানু অবশেষ পরশ পাই।
অমিয়া সাগরে সাঁতারে রাই॥
পুলকে পুরল রাইক তনু।
পিয়ারস-মধু পায়ল জনু॥
অধর অথির ভাবের ভরে।
ভরমে ভুলিল ভুঞ্জিতে নারে॥
তরুণ নয়নে ভরল লোর।
যুগল অঙ্গুলে ভুঞ্জয়ে থোর॥
না করে ভোজন না চলে কর।
মঞ্জরী মরমে উপজে ডর॥
মদনমঞ্জরী মদনে মতা।
মধুর মধুর কহয়ে কথা॥
এমনে কেমনে যাইবে দিন।
এতেক না দেখি ভালের চিন॥
সত্বরে সকল ভুঞ্জহ রাই।
সময়ে সঙ্কেতে যাইতে চাই॥
রঙ্গবতী গুণমঞ্জরী সাথে।
কহত ললিতা আসিছে পথে॥
বিশাখা বিষাদে আসিছে ধাঞা।
রসবতীগণের শবদ পাঞা॥
ইহাতে কেমনে করব কাজ।
রাধিকা রহলি ঘরের মাঝ॥
আমরা সভাই রভস সাথী।
ছুটল অবধি উঠল রাতি॥
শুনিয়া কামিনী কপট কলা।
তরাসে ভুঞ্জল সকল বালা॥
আঁচাইয়া আঁচলে মুছল মুখ।
তাম্বুল খাইয়া পাওল সুখ॥
সুখদ পালঙ্কে শুতল রাই।
শেখর শেষে ভুঞ্জল যাই॥ ১৮৪॥

কল্যাণী

যমুনা পুলিনে চম্পক কাননে
বিলাস মন্দির সাজে।
বৃন্দা বিধুমুখী বিনোদ বিছানা
করল তাহার মাঝে॥
প্রফুল্ল কমল দল সুকোমল
তুলীর তুলনা করি।
পালঙ্ক উপরি পাতল সুন্দরী
চৌদিগে ফুলের ঝুরি॥
বিচিত্র বসনে ঝাঁপলি তখনে
বান্ধলি পাটের জাদে।
পালঙ্ক দুপাশে ফুলের বালিশে
দেয়লি মনের সাধে॥
মন্দির ভিতরে সুগন্ধি ফুলের
চাঁদোয়া বান্ধিল তথি।
রচনা করিয়া হরিষ হইয়া
জ্বালিল কনক বাতি॥
কর্পূর তাম্বুল জল সুশীতল
রাখল ভাজন ভরি।
অগুরু চন্দন দোঁহার কারণ
পুরিয়া রাখল খুরি॥
কানন শোভন না যায় কহন
মদন কোটাল তায়।
ফুলশর করে ফিরয়ে সহরে
কোকিল পঞ্চম গায়॥
সুগন্ধি শীতল বহয়ে অনিল
পরাগে পুরল বাট।
করি মধুপান অলি করে গান
ময়ূরী করয়ে নাট॥
বৃন্দা বিছানা করিয়া রচনা
জাগিয়া রহল তায়।
শেখর তখন করিয়া ভোজন
রাইক নিকটে যায়॥ ১৮৫॥

ভূপালী

ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
ত্বরা করি কাজ সারি পরে আভরণ॥
সভে সুখী দেখি নিশি ঘন আন্ধিয়ার।
নেহরসে সভে ভাসে না করে বিচার॥
গুরুজন দুরজনে নিন্দে অচেতন।
পাড়ায় বুঝয়ে সাড়া নাহি কোনজন॥
চতুরা আভীরী নারী সভেই সেয়ান।
সময় বুঝিয়া তবে করল পয়ান॥
রাধার মন্দিরে আসি পশিলা সত্বরে।
শেখর আদর করি বসায় সভারে॥ ১৮৬॥

অষ্টমদণ্ডে বেশাভিসার

ধানশী

সখীগণ আগমন দেখিয়া হরিষ মন
উঠিয়া বসিলা শেজমাঝে।
নয়ন কচালি করে মুখানি পাখালে নীরে
রজনী সমান করে সাজে॥
গুণবতি জানতি সকল উদ্দেশ।
মদনমোহন মন মোহন কারণ
ধরতহি নিরুপম বেশ॥ ধ্রু॥
কুঞ্চিত কেশের বেণী কালজাদে সাজনি
মৃগমদ লেপলি অঙ্গে।
নীলরতনে ধনী মণ্ডিত ভেল তনি
নীলবসন পরু রঙ্গে॥
নীলকমল হাতে চড়লি মনোরথে
সারথি সাহস রাজে।
মনমথ বাজী সাজি তাহে জোড়ল
তোড়ল কুলভয় লাজে॥
যুবতিঘটা লই বৈঠল রসবতি
ক্ষণে ক্ষণে চীত উচাটে।
তব কবিশেখর হোয়ালহি বাহির
হেরইতে নাগর বাটে॥ ১৮৭॥

নবমদণ্ডে রজনী-সন্ধান

তিরোতা

সহচরি অনুচরি করি অনুমান।
দেহলি লাগি বুঝে রজনী সন্ধান॥
জাগল নাহি দেখল এক লোক।
সুখ সঞে শুতল নাহি দুখ শোক॥
বাটক কণ্টক সব ভেল দূর।
সবে এক জাগয়ে মনমথ শূর॥
নগর নীরব নিরজন বাট।
দুরজন নয়নহি লাগল কপাট॥
শেখর কহতহি পন্থ বিচার।
অভিসর সুন্দরি ভয় নাহি আর॥ ১৮৮॥

দশমদণ্ডে কৃষ্ণপ্রিয়াগণের অভিসার

ভূপালী

কাজর রুচিহর রয়নী বিশালা।
তছুপর অভিসার করু ব্রজবালা॥
ঘর সঞে নিকসয়ে যৈছন চোর।
নিশবদ পদগতি চলতহি থোর॥
উনমত চিত অতি আরতি বিথার।
গুরুয়া নিতম্ব নব যৌবনভার॥
কমলিনী মাঝা খিনি উচকুচজোড়।
ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোর॥
রঙ্গিণী সঙ্গিনী নব নব জোড়া।
নব অনুরাগিনি নব রসে ভোরা॥
অঙ্গক আভরণ বাসয়ে ভার।
নূপুর কিঙ্কিণি তেজলি হার॥
লীলাকমল উপেখলি রামা।
মন্থর গতি চলু ধরি সখি শ্যামা॥
যতনহি নিঃসরু নগর দুরন্তা।
শেখর আভরণ ভেল বহন্তা॥ ১৮৯॥

তুড়ী

চলিতে না পারে যৌবন ভারে।
ধাধসে ধরলি সখীর করে॥
নবীনা কামিনী কনকলতা।
এ তিন ভুবনে তুলনা কোথা॥
সত্বরে সরণি সাধলি রাই।
নিভৃত নিকুঞ্জে পশিলি যাই॥
কনকচাঁপার কুঞ্জের মাঝ।
বৃন্দা করল বিছানা সাজ॥

বিনোদ বিছানা বিনোদ বন।
দেখিতে শীতল হইল মন॥
রাধিকা রমণী ফুলের মূলে।
বিশাখা গাঁথিয়া দেওলি চুলে॥
খলিত বসন পরিলা বালা।
ললিতা দেয়লি গাঁথিয়া মালা॥
গাওত কোকিল মধুর গীত।
তরল করল ধনীর চিত॥
উন্মদ মদনে মাতল মন।
চৌদিগে বেড়ল সখীর গণ॥
পরাণ পিয়ারে না দেখি বনে।
আনল উঝলি উঠিছে মনে॥
কহয়ে শেখর শুনহ রাই।
নাগর বারতা বুঝিতে যাই॥ ১৯০॥

একাদশদণ্ডে কৃষ্ণাভিসার

শ্রীরাগ

জানল ঘরপর নিন্দে ভেল ভোর।
শেজ তেজি উঠল নন্দ কিশোর॥
সঘনে গগনে হেরি নখতর পাঁতি।
অবধি না জানল না উঠল রাতি॥
জলধররুচিহর শ্যামরকাঁতি।
যুবতি মোহন বেশ ধরু কত ভাতি॥
ধনি অনুরাগিনি জানি সুজান।
ঘোর আন্ধিয়ারে তব করল পয়ান॥
পরনারী পিরীতে ঐছন রীত।
চলল নিভৃত পথে না মানয়ে ভীত॥
কুসুমিত কানন কালিন্দি তীর।
তাঁহা চলি আওল গোকুলবীর॥
শেখর পন্থ পর মীলল যাই।
আনল নাগর ভেটলি রাই॥ ১৯১॥

দ্বাদশদণ্ডে মিলন

কেদার

অপরূপ রাধা মাধব মেলি।
দুহুঁ দোঁহা দরশনে আকুল অন্তর
অমিয়া সায়রে ডুবি গেলি॥ ধ্রু॥

দুহুঁদিঠি দুহুঁ মুখে অবধি নাহিক সুখে
পুলকে পূরল দুহুঁ তনু।
চৌদিগে সখীর ঠাট যৈছন চাঁদের হাট
তার মাঝে শোভে রাধা কানু॥
দোঁহার রূপের ফান্দে মদন পড়িয়া কান্দে
সুধাকর কিরণ লুকায়।
দোহাঁর মুখের বাণী অমিয়া অধিক শুনি
সখীগণ শ্রবণ জুড়ায়॥
দোহাঁর মাধুরী গুণে উলসিত সখিগণে
নানাফুলে দোহাঁরে সাজায়।
সুগন্ধি চন্দন দিয়া কর্পূর তাম্বুল লৈয়া
বিশাখিকা দোহাঁরে যোগায়॥
ললিতা ইঙ্গিত পাঞা মালিনী আইল ধাইয়া
বিনিসূতে গাঁথি ফুলহার।
দেয়ল দোহাঁর গলে হিয়ার উপরে দোলে
দেখি আঁখি শীতল সভার॥
শেখর মধুর করি কহে কথা ধীরি ধীরি
কানন শোভন দেখিবারে।
শুনিয়া চতুর কান মনে করি অনুমান
উঠিলা ধনীর ধরি করে॥ ১৯২॥

ত্রয়োদশদণ্ডে বনভ্রমণ

তথারাগ

বিনোদিনী বিনোদ নাগরবর কান।
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে করল পয়ান॥
দুহুঁ কান্ধে দুহুঁ ভুজ শোভিয়াছে ভালো।
দুহুঁ রূপে দশদিশ করিয়াছে আলো॥
নবীন যৌবনী সব চলে দুই পাশে।
বনের মাধুরী দেখি হাস পরিহাসে॥
জাতি যূথী মল্লিকা মালতী নাগেশ্বর।
কদম্ব বকুল দেখি চম্পক মনোহর॥
তমাল মাধবীবন অতি গাঢ়তর।
অশোক কিংশুক দোনা দেখিতে সুন্দর॥
বৃন্দাবন ফলফুলে আছয়ে ভরিয়া।
মাধব মাধবী ভ্রমে সগণ লইয়া॥
ফুলবনশোভা দোহে দেখি কতক্ষণ।
ফলবন দেখিবারে করিলা গমন॥

আম জাম বেল পীলু গুবাক নারিকল।
বাদাম ছোহারা লেবু কাঁপিথ সকল॥
কমলা পিয়ালা আর পনস খর্জুর।
দ্রাক্ষা দাড়িম্ব আম্রাতক সুমধুর॥
তাল কুল কলা আদি যতেক কানন।
দেখি প্রফুল্লিত দুহুঁ করয়ে ভ্রমণ॥
যন্ত্রশালাতে গেল নাগরী নাগর।
সে বেলি বিবিধ যন্ত্র আনল শেখর॥ ১৯৩॥

চতুর্দ্দশদণ্ডে সঙ্গীত-রাস

বিহাগড়া

নীরজ নয়নী লেয়ল বীণ
সকল গুণক অতি প্রবীণ
মধুর মধুর বাওত তাল
মদনমোহন মোহিনী।

ঝঙ্কৃত ঝন ঝনন ঝঙ্ক
চলত অঙ্গুলি লোল তরঙ্গ
কুটিল নয়নে করত চঙ্ক
অঙ্গভঙ্গি শোহিনী॥

ললিতা ললিত ধরত তাল
মোহিত মদনমোহন লাল
কহতহিঁ অতি ভালি ভাল
রাধিকা গুণ-শালিনী।

তরুণীগণ একহু ভেলি
সকল যন্ত্র করল মেলি
মুরলি খুরলি দেওত কান
গমকি রাগ মালিনী॥

মত্ত কোকিল পঞ্চম সুর
অলিকুল তহিঁ অতি মধুর
মুরলি-ধ্বনি ঘন গরজনি
নাচত মউর মাতিয়া।

বৃন্দাবন সুখদ ধাম
তহিঁ বিহরই রসিক শ্যাম
তরুণীগণ বিমল বদন
গাওত কত ভাতিয়া॥

ফুলি অনিল বহই ধীর
ফুলি চলই যমুনা তীর
ফুলি কানন ফুলি মদন
ফুলি রয়নি শোহিনী।

ললিতা কহত মধুর বাত
কানু নাচত রাই সাথ
অঙ্গ ভঙ্গ সরস রঙ্গ
কহত শেখর মোহিনী॥ ১৯৪॥

পঞ্চদশদণ্ডে নৃত্যরাস

বেলাবলী

নাচত নটবর কান।
রসবতী পুন পুন হেরই বয়ান॥
বাজত কত কত যন্ত্র রসাল।
গাওত সহচরি দেওত তাল॥
চৌদিগে বেঢ়ল নটিনী-সমাজ।
মাঝে শোভত তহিঁ নটবর রাজ॥
নটনটিনীগণ ভেল এক সঙ্গ।
চলত চিত্রগতি অঙ্গবিভঙ্গ॥
করে কর জোড়ি ভোরি নাচে বালা।
মদন গাঁথল জনু চাঁদকি মালা॥
পদতল তাল ধরণিপর ধারি।
নাচত রঙ্গিণী সঙ্গে মুরারি॥
হেরি ললিতা সখী লেয়লি ডম্ফ।
বিকট তাল তব করলি আরম্ভ॥
হাসি কমলমুখী কহে শুন কান।
ইহ পর পদগতি করহ সুঠান॥
মাতি মদনমদে মদনগোপাল।
বিকট তালপর নাচত রসাল॥
রীঝি দেয়লি ধনী মোতিম মাল।
সুখভরে শেখর কহে ভালি ভাল॥ ১৯৫॥

নৃত্যরাস

তথারাগ

তত্তা থৈ থৈ বাওয়ে মৃদঙ্গ।
নাচত বিধুমুখি অঙ্গবিভঙ্গ॥

সুবিষম তাল কানু যব দেল।
তব ললিতা সখি হরষিত ভেল॥
কানু কহে সুন্দরি কর অবধান।
ইহ পর পদগতি করহ সন্ধান॥
রঙ্গিণি সহচরি বাওত ভাল।
কানু দেওত করে সুবিষম তাল॥
নাচত সুবদনি কতহু সুছন্দ।
হেরি চমকিত সব সহচরিবৃন্দ॥
কোই কহ ধনি ধনি কোই জয়কার।
কানু দেওল তব নিজ গুঞ্জা-হার॥
কণ্ঠে দেয়ল ধনি উর পর লাগ।
কহ শেখর সোই নব অনুরাগ॥ ১৯৬॥

ষোড়শদণ্ডে রতি-বৈচিত্র্য

বড়ারী রাগ

মদনে বেদন পাঞা মদন গোপাল।
ধরল ধনীর করে নাহিক সাম্ভাল॥
উচ কুচ কলসে লালস ভই গেল।
সঘনে জঘন কাঁপে উনমত ভেল॥
সখীগণ তৈখন কৈল অনুমান।
চলল চম্পকবন লই রাই কান॥
প্রফুল্ল কানন তাহে মণিময় ঘর।
সুখদ শেজের মাঝে বসিলা নাগর॥
সখীপাশে বসি হাসে রাই সুধামুখী।
নাগরে কাতর দেখি হাসে সব সখী॥
স্বেদজলে ভরল সকল কলেবরে।
শেখর ঘুচায় শ্রম নানা উপচারে॥ ১৯৭॥

সপ্তদশদণ্ডে সখীশিক্ষা

ধানশী

এ ধনি পদুমিনী শুন মঝু বাত।
ঐছন মীলবি নায়র সাথ॥
যতনে বসন অঙ্গে রাখবি গোই।
রহবি লাজাই জনু বাত না হোই॥
অবনত বয়ানে রহবি ক্ষিতি হেরি।
খেনে আধ নয়নে চাহবি বেরিবেরি॥
খেনে কুচযুগ চীর করবি উদাস।
খেনে খেনে ছোড়বি দীঘ নিশ্বাস॥
খেনে খেনে নিবিবন্ধ বান্ধবি ঝাড়ি।
নিরখি লুবধ জনু হোয়ত মুরারি॥
যবহু যতন তোহে করবহু নাহ।
নিরব না বোলবি বচন নিরবাহ॥
সুরত পিয়াসে পিয়া ধরবহু হাথ।
অনুমতি না দেওবি ঢুলায়বি মাথ॥
কোরে করব যব রসিক সুজান।
পরিহার মাগবি পালটি বয়ান॥
যব তোহে অনুমতি চাহব কান।
লহু লহু বোলবি অমিঞা সমান॥
চুম্বন বেরি করবি মুখ বঙ্কা।
সুরতি সময় জনু পাওবি শঙ্কা॥
কহ কবিশেখর চলু সুকুমারী।
তুয়া লাগি আকুল ভেল মুরারি॥ ১৯৮॥

অষ্টাদশদণ্ডে আলীগণের চাতুরী

ধানশী রাগ

সখিগণ তখনি বোধি কুলকামিনী
লেয়ত পিয়াকর পাশ।
বিপিনে হরিণী জনু ব্যাধহি বান্ধল
ঐছন তেজত শ্বাস॥
করে ঠেলি ঠেলি বালি আলিকুল আনলি
ঠমকি ঠমকি রহি যায়।
পদনখে ধরণী বিদারই কামিনী
চমকি চমকি ঘন চায়॥
কটি কিঙ্কিণী ধনি দৃঢ় করি বান্ধই
পুন পুন নূপুর বাজায়।
তাহি ছলে ভুজমূলে বসন উদাসল
পিআ হিএ মদন জাগায়॥
আড় নয়ন করি হরি মুখ হেরই
বচন রচই অতি মীঠ।
নাহক বচন শ্রবণে নাহি শুনই
লাগি রহল আলি পীঠ॥
কানুমনোহারিণী সহ নব রঙ্গিণী
ভঙ্গিনী করু কত ছন্দ।
কহ কবিশেখর শুন বর নাগর
নব রস পান মকরন্দ॥ ১৯৯॥

ঊনবিংশ দণ্ডে নায়কশিক্ষা

যথারাগ

এ হরি! নায়রী নবীনা বালা।
কামিনী মানায়বি করিয়া ছলা॥
যখন যে মুখে দাঁড়ায়ে রাই।
করবি মিনতি সেখানে যাই॥
বিনয় বেভারে আনবি পাশ।
মধুর বচনে দেয়বি হাস॥
যে বেলে সরস দেখবি তায়।
সে বেলে পরশ করবি গায়॥
তাহাতে তাহার দেখবি সুখ।
তবে সে চুম্বন করবি মুখ॥
সে সব সকল সহিল যবে।
পীন পয়োধর ধরবি তবে॥
বয়ন চুম্বনে ঘুচাবি লাজ।
লইয়া বসাবি উরুর মাঝ॥
নীবি খসায়বি ভুজের বলে।
হাস পরিহাসে করবি কোলে॥
মদন আসন পরশ করি।
রহবি বালার বয়ান হেরি॥
যদিবা যুবতী মুরুছা যায়।
দেয়বি চন্দন করবি বায়॥
অলপে অলপে সাধবি সাধ।
নবীন আলাপে না কর বাদ॥
শেখর নাগরে শিখায় হিত।
রসিক জনার এই সে রীত॥ ২০০॥

বিংশ দণ্ডে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ

বিহগড়া

হরি কোরে হরিণী সোঁপি সব রঙ্গিণী
চললহি আনহু ঠামে।
অবসরে ধনিকর ধরল নব নাগর
মিনতি করয়ে অনুপামে॥
হরিণি নয়নি ধনি রামা।
কানুক পরশনে সরস সম্ভাষণে
মিটল লাজক ধামা॥
সুখদ শেজপর রাই লই নাগর
বৈঠল নব রতি সাধে।
প্রতিঅঙ্গ চুম্বনে রস অনুমোদনে
থরহরি কাঁপয়ে রাধে॥
মদন সিংহাসনে করল আরোহণ
মোহন রসিক সুজান।
ভয় গড় তোড়ল অলপে সমাধল
রাখল সকল সমান॥
কহ কবিশেখর গুরুয়া ভোখভর
করু জনু থোর আহারে।
ঐছন দুহুঁ মন তলপই পুন পুন
উপজল অধিক বিকারে॥ ২০১॥

একবিংশ দণ্ডে সংকীর্ণ সম্ভোগ

তথারাগ

পুন হরি নাগরী চুম্বই বেরি বেরি
অধরসুধা করু পান।
মদনমহোদধি উছলি উছলি পড়ু
ডুবল নাগর কান॥
উচ কুচ কলস পরশ করি নাগর
ভাসই যৌবন বানে।
নবরতি সুখে দুখ ধনী ভাবই
নাহ মিনতি নাহি মানে॥
কপট রোই ধনি পিয়া কর বারই
করে কুচ রহলি ঝাঁপাই।
বিথারল কেশ বেশ নীবি-বন্ধন
উর মুড়ি আসন ছাপাই॥
বিকট কপট দিব করি নব নাগর
নাগরি কোরে বসাই।
ঘন কুচ মর্দ্দনে দৃঢ় পরিরম্ভণে
কপটে মুরছে ধনি রাই॥
সুরতিসমর রসে কানু মন মাতল
কমলিনি কাতর বালা।
সব অঙ্গ শিথিল স্বেদ জলে তীতল
মরদিত চম্পক-মালা॥
ধনি হেরি নাগর পড়লহি ফাঁপর
ছোড়ল কেলি-বিলাস।
কহ কবিশেখর কানু ভেল কাতর
চীরহি করত বাতাস॥ ২০২॥

ধানশী

চীরপবনে ধনি শীতল ভেল।
ছরম ঘরম সব দূরহিঁ গেল॥
বৈঠল দুঁহু যব শেজক মাহ।
তব অনুমানল রসিক সুনাহ॥
রাইক ইহ সব কপট তরাস।
বুঝিয়া রসিকবর লহু লহু হাস॥
তহিঁ পুন চুম্বই রাই-বয়ান।
দুহুঁ জন মরমে হানল পাঁচ বাণ॥
পুন বিলসয়ে দুহুঁ হেরইতে ধন্দ।
কহ কবিশেখর ইহ পরবন্ধ॥ ২০৩॥

দ্বাবিংশ দণ্ডে সম্পন্ন সম্ভোগ

কেদার

সুখময় বৃন্দাবনে সুখময় শ্যাম।
সুখময়ী রাধিকা তহি অনুপাম॥
দুহুঁ মিলি রসকেলি করু আনন্দে।
দুহুঁ অধরামৃতে ভরু মুখ চন্দে॥
দুহুঁ তনু পুলকিত দুহুঁমন ভোর।
বিনোদিনী রাধা বিনোদিয়া কোর॥
দুহুঁ কেলিপণ্ডিত রূপে গুণে সম।
বিলাস বিভ্রম-রসে কেহো নহে কম॥
সুরতি মুরতি দোহেঁ করু পরকাশ।
রতিপতি অন্তরে লাগল তরাস॥
অদভুত রতিরণ দূরে রহু লাজ।
নূপুর রুনু রুনু কিঙ্কিণী বাজ॥
অখণ্ড বিলাস রস নাহি ভেল বাদ।
দুহুঁ মিলি পূরল জনমক সাধ॥
একতনু একমন একই পরাণ।
দুহুঁ অঙ্গ এক কৈল বিধি নিরমাণ॥
শ্রমজলে ভীগল দুহুঁজন গায়।
দুহুঁ রতিসায়রে ওর নাহি পায়॥
দুহুঁ দোহাঁ চুম্বই সমাধই কেলি।
দুহুঁজন সেবনে শেখর গেলি॥ ২০৪॥

ত্রয়োবিংশ দণ্ডে বিপরীত শৃঙ্গার

বিহগড়া

কামিনী বৈঠলি কানুক সঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে উপজয়ে নব নব রঙ্গ॥
নায়রি চুম্বই নাহ বয়ান।
সো সুখসায়রে ভাসল কান॥
ধনি মন মনমথে উনমত ভেলা।
নাগর উপর পয়োধর দেলা॥
কামিনি করতহি পুরুষ-আচারা।
জিউ লই ভাগই লাজ বেচারা॥
উলটল লোটন উরু পর চরণা।
নিকসল শ্রমজল অপরূপ করণা॥
নাসা খগপতি শ্বাস হিলোরি।
জলদ উপরে দোলে বিনোদ বিজোরি॥
রতি অতি বিপরীত বিলসই কামিনী।
মনসিধি সাধই জাগই যামিনি॥
দুহুঁমনমানস পূরণ ভেলি।
হরষি সরোজ মুখি সমাধল কেলি॥
বিলাসে অলস ভেল দুহুঁজন গায়।
শ্রমজল দূর করু শেখর রায়॥ ২০৫॥

চতুর্ব্বিংশ দণ্ডে রসোল্লাস

তথারাগ

কানু কহে শশিমুখি কর অবধান।
তুহুঁ রতিরণবীর অব হাম জান॥
তুয়া ঠাম ঠমকে চমক ভেল কাম।
ভাগি রহল দূরে গণি পরিণাম॥
তুহুঁ ধনি করলি যৈছন কেলি।
হাম নাহি জানিয়ে ঐছন মেলি॥
অব হাম গুরু করি মানলুঁ তোয়।
অদভুত রতিরীতি শিখায়লি মোয়॥
অধরে দশনচিহ্ন দেয়লি হঠিনী।
হৃদয় বিদারল তুয়া কুচ কঠিনী॥
নখরে বিদারল সব তনু মোর।
তিলেক করুণা ধনি না রহু তোর॥
কহ কবিশেখর শুন বর কান।
আজনম গুরুগুণ করবি ধেয়ান॥ ২০৬॥

সখীগণের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধার বেশ রচনা

তথারাগ

সখি গণ কহে শুন নাগর কান।
বিরচহ রাইক বেশ বনান॥
সীঁথি রচন করি দেহ সিন্দুর।
চিবুকহি মৃগমদ রচহ মধুর॥
নয়নহি অঞ্জন যাবক পায়।
পীন পয়োধর চিত্রহ তায়॥
ঐছে বচন তব শুনইতে পাই।
শেখর বেশসাজ লেই ধাই॥ ২০৭॥

পঞ্চবিংশ দণ্ডে স্বাধীনভর্তৃকা

মল্লার রাগ

অপরূপ রাধামাধব নেহা।
রসবতী বেশ বনাইতে রসময়
অবশ ভৈগল দেহা॥
পুনহুঁ সম্ভারি নাগরী সাজাইতে
ঘন ঘন কর করু কম্প।
কুচযুগ পরশে অবশল তনু মন
লোরে নয়ন রহু ঝম্প॥
কত অনুবন্ধ করত নব নাগব
নাগরী কোরে বসাই।
চরণ কমলপর নূপুর পরাইতে
গলে গজমোতি খসাই॥
ভরমে ভরল তনু চমকি রহল কানু
বিনোদিনী বদন নেহারি।
যুবতি যতন করি সাজায়ল সহচরী
শেখর কহে বলিহারি॥ ২০৮॥

ষড়্‌বিংশ দণ্ডে মদন মদালস

বেলাবলী

অলসে অবশ ভেল রসবতি রাই।
মদন মদালসে শুতলি যাই॥
কানু শয়ন করু কামিনিকোর।
চাঁদ আগুলি জনু রহল চকোর॥
দুহুঁ শিরে দুহুঁ ভুজ বয়ানে বয়ান।
উরু উরু লপটল নয়ানে নয়ান॥
ঘুমি রহল তহিঁ কিশোরি কিশোর।
কেশ প্রবেশ নাহি তনু তনু জোড়॥
সখিগণ নিজ নিজ কুঞ্জে পয়ান।
নিভৃত নিকেতনে কয়ল শয়ান॥
স্বেদবিন্দু চুয়ত দুহুঁজন গায়।
শেখর করু তহি চামর বায়॥ ২০৯॥

নিদ্রালস

রামকেলি

অলসহি নাগরী কুসুমশেজ পরি
শুতলি নাগর-কোর।
কিয়ে রতিপতি-তূণ ভেল বাণশূন
কিয়ে হেরি রহল বিভোর॥
দেখ দুহুঁ নিন্দক রঙ্গ।
কনক লতায়ে তমাল জনু বেঢ়ল
চাঁদ সুরজ এক সঙ্গ॥
বয়নহিঁ বয়ন ভুজহিঁ ভুজবন্ধন
চরণহি চরণ বেয়াপি।
তড়িতহিঁ জড়িত যৈছে নবজলধর
শশিকর তিমিরহিঁ ঝাঁপি॥
কনক মেরুযুগ নীল জলধিজলে
ডুবল হেন অনুমানি।
ঐছন অপরুব কো করু অনুভব
কহ কবিশেখর জানি॥ ২১০॥

সপ্তবিংশ দণ্ডে শুকোৎকণ্ঠা

তথারাগ

দশদিশ নিরমল ভেল পরকাশ।
সখীগণ মনে ঘন উঠল তরাস॥
আম্রে কোকিল ডাকে কদম্বে মউর।
দাড়িম্বে বসিয়া কীর বোলয়ে মধুর॥
দ্রাক্ষাডালে বসি ডাকে কপোত কপোতী।
তারাগণ সহিতে লুকায় তারাপতি॥
কুমুদিনী বদন তেজল মধুকর।
পদ্মিনী নিকটহু চলল সত্বর॥

শারী কহে রাই জাগ চল নিজ ঘর।
জাগল সকল লোক নাহি মান ডর॥
শেখর শেখরে কহে হাসিয়া হাসিয়া।
চোর হইয়া সাধুপারা রহিলে শুতিয়া
॥ ২১১॥

অষ্টাবিংশ দণ্ডে সখীজনোৎকণ্ঠা

ললিত

আলীকুল জাগল অলিকুল গানে।
চমকি চাহই দিগ চকিত নয়ানে॥
চঞ্চল চিত অতি চললি নিকুঞ্জে।
সুখদ শেজ তঁহি সুকুসুম পুঞ্জে॥
বিগলিত কুন্তল বিগলিত বাস।
হেরি হেরি সহচরি করু পরিহাস॥
জাগ জাগ সুন্দরি সুন্দর কান।
দশদিশ নিরমল ভেল বিহান॥
জাগল দুহুঁজন রহল বিভোর।
নয়ন না মেলই তনু তনু জোড়॥
সখিগণে তৈখনে করু অনুমান।
কপট কোটি কত করত ভিয়ান॥
দুহুঁ মেলি উঠলি অতি ভয় পাই।
হাসি হাসি শেখর দ্বার খসাই॥ ২১২॥

ঊনত্রিংশ দণ্ডে মদনশয্যোত্থান

তথারাগ

রজনিশেষ পর নাগরি নাগর
বৈঠল শেজক মাহি।
হেরি সখি সত্বর মন্দির ভীতর
হাসি হাসি পৈঠলি তাহি॥
সহচরি মেলি কেলি কলপতরু
করতহি রস পরকাশে।
রজনিক রঙ্গ কহিতে নব নাগরি
পিয়ামুখ ঝাঁপলি বাসে॥
দুহুঁ মুখ নিরখি হরখি সব সহচরি
পুলকিনি রহলি বিভোরি।
পীত বসন লেই নিজ তনু ঝাঁপই
লাজে লাজায়লি গোরি॥
তব হরি নাগরি কোরে আগোরলি
ডুবল সুখসিন্ধু মাঝ।
ললিতা ললিত কহি দুহুঁ বেশ খণ্ডিত
সাজাওত অনুপম সাজ॥
দুহুঁ রূপে মগন ভেল সব সখিগণ
দিন রজনী নাহি জান।
অরুণ উদয় ভেল জটিলা শবদ পাইল
কবিশেখর গুণ গান॥ ২১৩॥

ত্রিংশ দণ্ডে কক্কটি বিতর্ক

তথারাগ

নিশাচর[১] ঘরে গেল অরুণ উদয় ভেল
তারাপতি ক্রান্তি মলিন।
কুমুদ মুদিত ভেল পদুম প্রকাশল
পরবশ পড়ল কঠিন॥[২]
দেখিয়া দোহাঁর রীতে বৃন্দা বিকল চিতে
আদেশিলা কোকিল কোকিলি।
তারা সভে গান করে ভ্রমর ঝঙ্কার পূরে
কেকাকেকী করয়ে বিকুলি॥
কক্‌খটী[৩] উঠায় তান কি করহ রাধাকান
শেজ তেজি করহ পয়ান।
রাইরে না দেখি ঘরে জটিলা লগুড় করে
বনে আসি করয়ে সন্ধান॥
কক্‌খটী কপট কথা শুনি বৃষভানু সুতা
তরাসে তরল ভেল মন।
রাধা কানু সখী সাথে চলিলা গোপত পথে
ত্বরিতে তেজল সেই বন॥
খেদিল[৪] হরিণী যেন ঐছন রমণীগণ
চকিত নয়নে ঘন চায়।
নাগরী নাগর পাশে দাঁড়ায়ে শেখর হাসে
ভয় নাই সবারে বুঝায়॥ ২১৪॥

(১) রাত্রিচর প্রাণী
(২) যাহারা পরাধীন তাহারা বিপদে পড়িল
(৩) কক্‌খটী (বানর)
(৪) খেদিল হরিণী—ব্যাধতাড়িতা হরিণী

প্রভাতসময়ে গৃহাগমন

তথারাগ

দুহুঁ রূপ লাবণি মনমথ মোহিনী
নিরখি নয়ান ভুলি যায়।
রজনি জনিত রতি বিশেষ আলাপনে
অলস রহল দুহুঁ গায়॥
বিথারল কুন্তল তাহে কুসুমদল
লোলহি আনহি ভাতি।
দুহুঁ দোহাঁ হেরি মুখ হৃদয়ে বাঢ়ল সুখ
ভুলি রহল দোঁহে মাতি॥
নিজ নিজ মন্দির নাগরি নাগর
চলইতে সখী অনুবন্ধ।
বিরহ বিষানলে দুহুঁ তনু জারল
লোচনে লাগল ধন্ধ॥
ভীতক চীত পুতলি সম দুহুঁ জন
রহলি বিদায়ক বেলা।
প্রেম পয়োনিধি উছলি উছলি উঠি
চেতনে অচেতন ভেলা॥
দুহুঁজন চীত রীত হেরি সহচরি
ঘন ঘন গগনহি চায়।
রজনি পোহায়ল জন সব জাগল
সে ডরহি অধিক ডরায়॥
শেখর বুঝিয়া তব করি কত অনুভব
দুহুঁ সঙ্গ ভঙ্গ করায়।
নিজ নিজ মন্দিরে সভে যাই শুতলি
গুরুজন ভেদ না পায়॥ ২১৫॥
[১১৭৭]

জ্ঞানদাস

শ্রীগৌরচন্দ্র

বেলোয়ার

শচীগর্ভসিন্ধু মাঝে গৌরাঙ্গরতন রাজে
প্রকট হইলা অবনীতে।
হেরি সে রতন আভা জগত হইল লোভা
পাপ তম লুকাল তুরিতে॥
আয় দেখি গিয়া গোরাচাঁদে।
এ চাঁদবদনের আগে গগনের চাঁদ কি লাগে
চাঁদ হেরি চাঁদ লাজে কাঁদে॥ ধ্রু॥
পীয়িলে চাঁদের সুধা দূরে নাকি যায় ক্ষুধা
তাই তারে বলে সুধাকর।
এ চাঁদের নামে সুধা পানে যায় ভবক্ষুধা
হয় জীব অজর অমর॥
গোরামুখ সুধাকরে হরিনাম সুধা ঝরে
জ্ঞানদাস সে অমৃত চাখি।
এড়াবে সংসারশঙ্কা গোরানামে মারি ডঙ্কা
শমনকিঙ্করে দিবে ফাঁকি॥ ১॥

ধানশ্রী

হেমবরণ বর সুন্দর বিগ্রহ
সুরতরুবর পরকাশ।
পুলক পত্র নব প্রেম পক্ক ফল
কুসুম মন্দ মৃদু হাস॥ ধ্রু॥
নাচত গৌর মনোহর অদ্ভুত
রঞ্জিত সুরধুনীধার।
ত্রিজগত লোক ওক ভরি পাওল
ভকতি রতন মণিহার॥
ভাববিভবময় রসরূপ অনুভব
সুবলিত রসময় অঙ্গ।
দ্বিরদমত্ত গতি অতি মনোহর
মুরছিত লাখ অনঙ্গ॥

ধনি ক্ষিতিমণ্ডল ধনি নদীয়াপুর
ধনি ধনি ইহ কলিকাল।
ধনি অবতার ধনি রে ধনি কীর্ত্তন
জ্ঞানদাস নহ পার॥ ২॥

বেলোয়ার

সুবলন বলিত ললিত পুলকায়িত
যুবতী পিরীতিময় কাঞ্চনকাঁতি।
শারদচাঁদ ফাঁদ মুখমণ্ডল
লীলাগতি রতিপতিক ভাঁতি॥
গোর মোহনিয়া বনি নাচে।
অরুণ চরণে মনি- মঞ্জীর রঞ্জিত
অঙ্গে অঙ্গে কত কাচনি কাচে॥ ধ্রু॥
গদ গদ ভাষ হাস রসে রোয়ত
অরুণ নয়নে কত ঢরকত লোর।
নটন রঙ্গে কত অঙ্গ বিভঙ্গিম
আনন্দে মগন ঘন হরি বোল॥
বনি বনমাল লাল উর পর
কনয়াশিখরে কিরণাবলী ভাতি।
জ্ঞানদাস আশ রহই অহর্নিশ
গাওই গোরগুণ ইহ দিন রাতি॥ ৩॥

গৌরীরাগ

কাঞ্চন বরণ গোর তনু মোহন
প্রেমে আকুল দুই নয়ন ঝরে।
করিকর ললিত আজানুলম্বিত
ভুজযুগ শোভিত পুলকভরে॥
শ্রীশচীনন্দন চৈতন্য নাম।
জয় জগতারণ কারণধাম॥
নিজ গুণ কীর্ত্তন নটন অনুক্ষণ
নাহি পরাপর ভাব-ভরে।
শিব শুক নারদ ব্যাস বিশারদ
রঙ্গে সব খণ সঙ্গে ফিরে॥
চুয়া চন্দন অঙ্গে বিলেপন
রূপসুধাকর মোহ করে।
জ্ঞানদাস কহ গৌর কৃপাময়
হেরইতে কো জীব থেহ ধরে॥ ৪॥

ধানশী

হাটক হাট পড়ল নদীয়াপুর
গোরচন্দ্র অধিকারী।
তাহে কত রতন আছয়ে অমূল ধন
শ্রীবাস আদি পশারী॥
(দেখ) ধনি ধনি ধনি কলিকাল।
গাহক আদর বাদর সিরজল
অদ্বৈত চন্দ্র রসাল॥ ধ্রু॥
ভকতি রতনমণি কাঞ্চন আরতি
প্রেম পরশ রস হারে।
দীন অকিঞ্চন জনে জনে দেয়ল
নিত্যানন্দ করুণা বিথারে॥

[২] হেমবর্ণ শ্রেষ্ঠ সুন্দর বিগ্রহ। কল্পতরু প্রকাশিত হইয়াছে। (শ্রীগৌরাঙ্গের) পুলক সে তরুর নূতন পত্র। প্রেম পক্ক ফল; এবং মন্দ মৃদু হাস্য পুষ্প। সুরধুনীতীর রঞ্জিত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্ভুত মনোহর নৃত্য করিতেছেন। ত্রিজগতের লোক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া ভক্তির মণিরত্নহার প্রাপ্ত হইল। ভাবৈশ্বর্য্যময় রসস্বরূপ ও অনুভব সুবলিত রসময় অঙ্গ। মত্তহস্তীর মত অতি মনোহর গতিভঙ্গী। দেখিয়া লাখ অনঙ্গ মূর্চ্ছিত হয়। ক্ষিতিমণ্ডল ধন্য, নদীয়াপুর ধন্য। এই কলিকাল ধন্য ধন্য। ধন্য গোর অবতার। ধন্য ধন্য তাঁহার প্রচারিত হরিকীর্ত্তন। জ্ঞানদাস পার পাইলেন না।

[৩] (শ্রীগৌরাঙ্গের) সুবলন বলিত (সুগঠিত) ললিত (লাবণ্যপূর্ণ) পুলকাঞ্চিত যুবতিগণের পিরীতিময় কাঞ্চনকান্তি। শারদচন্দ্রের ফাঁদস্বরূপ মুখমণ্ডল; লীলায়িত গতি রতিপতির মত। মোহনীয়া গৌরাঙ্গ নাচিতেছেন। অরুণ চরণে রঞ্জিত মণিমঞ্জীর। অঙ্গে অঙ্গে কত সজ্জাই না প্রকাশ করিতেছেন। গদগদ ভাষা; (ক্ষণে) হাসিতেছেন, (ক্ষণে) রসভরে রোদন করিতেছেন। অরুণ আঁখি-যুগলে কত অশ্রু ঝরিতেছে। নৃত্যরঙ্গে কত নানা অঙ্গভঙ্গী করিয়া আনন্দে মগ্ন হইয়া ঘন ঘন হরিবোল বলিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আরক্ত বক্ষে বনমালার শোভা যেন কনকাচলে কিরণাবলীর প্রকাশ। জ্ঞানদাস অহর্নিশ আশা করিয়া রহিয়াছেন, যেন দিবারাত্রি গৌরগুণ গান করিতে পারেন।

শ্রীহরিদাস ভাব রস পাওল
উনমত বহু নিধি লাভে।
জ্ঞানদাস হাট শেষে আওল
পাওল আপন স্বভাবে॥ ৫ ॥

বেলোয়ার

কষিল কনকরুচির গোর
অখিল ভুবন মরম চোর
করভ শুণ্ড বাহুদণ্ড
কল্মষ তাপ ত্রাসনি।
প্রচুর পুলকশোভিত অঙ্গ
নটন লীলা অধিক রঙ্গ
বয়ান শরদ পুনিম ইন্দু
সরস হাস ভাষণি॥
আজু বনি গোর চান্দ
জগজনমন নয়ন ফান্দ
উরহি দোলত কুন্দমাল
ভালে তিলক লায়নি॥ ধ্রু॥
নয়নে বহত সলিল ধার
কমলে ঝরু কি মধু অপার
চৌদিকে বেঢ়ল ভকত ভৃঙ্গ
হরিষে হরি বোলনি।
মত গজেন্দ্র গমন মন্দ
নিরখি মদন হৃদয় ফন্দ
অসুর অমর কিয়ে নারীনর
ত্রিজগত চিত দোলনি॥
তরুণ বয়স গোরদেহ
অন্তরে উয়ল গোকুল মেহ
ভাবে ভরল মরম তরল
চৌদিকে করুণ চাহনি।
ধন্য ধরণি ধন্য কাল
ধন্য ধন্য প'হু দয়াল
কয়ল কীর্ত্তন জীবতারণ
জ্ঞানদাস গুণ গাহনি॥ ৬ ॥

সিন্ধুড়া পাহিড়া

কষিল কাঞ্চন মণি গোরকলেবর।
আজানুলম্বিত ভুজ পুলক উজর॥
বরণকিরণে দেশে গেল আঁধিয়ার।
ধন্য কলিযুগ লোক, ধন্য অবতার॥
গোর করুণার সীমা।
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত ভবভাবিত মহিমা॥ ধ্রু॥
তরুণী তরুণ বৃদ্ধ শিশু পশু পাখি।
যারে দেখে সভে সুখি চাহে অশ্রুমুখি॥
আনন্দে রসাল শৈলশিখর সমান।
জগভরি যারে তারে কৈল প্রেম দান॥

---

[৫] নদীয়াপুরে সোনার হাট পড়িল। অধিকারী শ্রীগৌরচন্দ্র। হাটে কত রত্ন, কত অমূল্যধন রহিয়াছে। শ্রীবাসাদি বিক্রেতা। ধন্য ধন্য ধন্য কলিকাল। সুরসিক অদ্বৈতচন্দ্র গ্রাহকগণকে আদরে বাদল সৃষ্টি করিয়াছেন। ভক্তি রত্নমণি, অনুরাগের কাঞ্চনসূত্র, প্রেম স্পর্শমণির রসের হার। শ্রীনিত্যানন্দ করুণা বিস্তার করিয়া দীন অকিঞ্চন প্রতিজনকে তাহা দান করিলেন। শ্রীহরিদাস ভাবরসরূপ বহু নিধি লাভে উন্মত্ত হইলেন। জ্ঞানদাস হাটশেষে আসিয়া আপন স্বভাবানুরূপ পাইলেন।

[৬] কষিত কাঞ্চনরুচি শ্রীগৌরাঙ্গ অখিল ভুবনের মর্ম্মচোর (হৃদয় হরণকারী)। তাঁহার হস্তিশাবকশুণ্ড-সদৃশ বাহুদণ্ড দেখিয়া পাপতাপ ভয়ে পালায়। তাঁহার প্রচুর পুলকশোভিত অঙ্গ নটনলীলায় অধিক রঙ্গ বিস্তার করে। তাঁহার বদন শরতের পূর্ণচন্দ্র। হাস্য এবং ভাষণ সরস। জগজনের মন নয়নের ফাঁদ শ্রীগৌরচন্দ্র আজ কি সুন্দর সাজিয়াছেন। বক্ষে কুন্দফুলের মালা দুলিতেছে। ললাটে তিলক পরিয়াছেন। নয়নে জলধারা বহিতেছে। কমলে কি অপার মধু ঝরিতেছে। তাই চতুর্দ্দিকে ভক্তভৃঙ্গগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছেন। হর্ষে হরি বলিতেছেন, মত্ত গজেন্দ্রের মত মন্দগমন। মদনের হৃদয়ের ফাঁদ সেই শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া অসুর অমর নরনারী ত্রিজগতের চিত্ত দুলিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গের তরুণ বয়স, অন্তরে গোকুলের মেঘ (ব্রজভাবপূর্ণবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ) উদিত হইয়াছে। ধরণী ধন্য! কলিকাল ধন্য! ধন্য ধন্য দয়াল প্রভু! জীবতারণ নামকীর্ত্তন প্রচার করিলেন। জ্ঞানদাস গুণগান করিতেছেন।

অখিলের সার প্রভু গৌর চিন্তামণি।
কেবল কৃপায় কৈল ধরণিরে ধনি॥
হেন প্রেম না পাইল পাপী হেন জনা।
জ্ঞানদাস বলে তারে নহিল করুণা॥ ৭॥

সিন্ধুড়া

কনয়া কিশোর- বয়স, রসময়
কি নব কুসুমধনু।
লাবণ্যসার কি সুধাএ নিরমিত
গৌর সুবলিত তনু॥
(পঁহুগুণ) সাধ করি হেন শুনি।
শ্রবণপরশে সরস সব তনু
অন্তরে জুড়ায়ে পরাণী॥ ধ্রু॥
কনক নীপ ফুল পুলক সমতুল
স্বেদ বিন্দু বিন্দু মুখে।
বিভোর প্রেম ভরে অন্তর গর গর
উজোর মরমের সুখে॥
অরুণ নয়নে করুণা নিরমিত
সঘনে হরি হরি বোল।
জ্ঞানদাস বলে পঁহুর পদভরে
আনন্দে অবনী হিলোল॥ ৮॥

ধানশ্রী

পূরবে আছিলা প্রিয়া রাধা গুণবতী।
এবে গদাধর সঙ্গে অধিক পিরীতি॥
অন্তরেতে শ্যাম হেম-বরণ উপরে।
অধিক উজর ভেল পুলক-নিকরে॥
বড় অপরূপ গোরাচান্দ অবতার।
জগতে উদিত কিয়ে করুণা আকার॥ ধ্রু॥
রায় রামানন্দ শ্রীনরহরি দাস।
গোপীর স্বভাব ভাব সবে পরকাশ॥
গৌর-প্রেমে ভাসল জগতের লোক।
আনন্দে মোদিত সব নাহি দুখ শোক॥
সংকীর্ত্তন-রসে সব গৌর-গুণ গাই।
পড়ল সুখের সিন্ধু অবধি না পাই॥
অকিঞ্চনে অধিক ভকতি-রতি দেল।
সবে জ্ঞানদাস ইথে বঞ্চিত ভেল॥ ৯॥

ভূপালী

সুরধুনীতীরে নব ভাণ্ডীরতলে।
বসিয়াছে গোরাচান্দ নিজগণ মেলে॥
রজনী কৌমুদী আর হিমঋতু তায়।
হিম সহ পবন বহয়ে মৃদু বায়॥
তাহি রচয়ে পহু ললিত শয়ান।
হেরয়ে ঘন ঘন চকিত নয়ান॥
আপন অঙ্গের ছায়া দেখিয়া উঠয়ে।
বাসকসজ্জার ভাব জ্ঞানদাস কহে॥ ১০॥

মঙ্গল

সহজে কাঞ্চন গোরাচাঁদ।
হেরইতে জগজন লোচন ফাঁদ॥
তাহে কত ভাব পরকাশ।
কে বুঝয়ে কি রস বিলাস॥
কি কহব পহুঁক চরিত।
রোদইতে উদয় পিরীত॥
পলকই প্রেম অঙ্কুর।
প্রতি অঙ্গে সুখ ভরপূর॥
মেঘ জিনি ঘন গরজন।
সঘনে প্রেম বরিষণ॥

[৮] কনককান্তি কিশোর বয়স, এ কি রসময় নূতন মদন? গৌরের সুবলিত দেহ কি লাবণ্যসার অথবা সুধায় নির্ম্মিত? এমন প্রভুর গুণ শুনিতে সাধ হয়। গুণ শ্রবণস্পর্শমাত্র সর্ব্বদেহ সরস করে অন্তরে প্রাণ জুড়ায়। গৌর দেহে সোনার কদম্ব পুষ্পের সমতুল্য পুলক, মুখে বিন্দু বিন্দু স্বেদ প্রেমভরে বিভোর গরগর অন্তর। (দেহকান্তি), মর্ম্মের সুখে উজ্জ্বল। করুণানির্ম্মিত অরুণ নয়ন সঘনে হরি হরি বলিতেছেন। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, প্রভুর পদভরে (পদস্পর্শে) আনন্দে অবনীতে হিল্লোল উঠিতেছে।

পুলকবলিত সব তনু।
কিশোর কুসুমধনু জনু॥
করুণায় কাঁদে সব দেশ।
জ্ঞানদাস না পায় উদ্দেশ॥ ১১॥

সুহই

সই আমার গোরাচাঁদ।
আমার মানস চকোর ধরিতে
পেতেছে পিরীতিফাঁদ॥ ধ্রু॥
সই আমার গৌরাঙ্গ সেহ।
চাতক হইয়া তার প্রেমবারি
পিয়া সে করিব লেহ॥
সই আমার গৌরাঙ্গ সোনা।
প্রেমে গলাইয়া বেশর বানাইয়া
নাকে করিব দোলনা॥
সই আমার গৌরাঙ্গ ফুল।
গোছাটী করিয়া খোপায় পরিব
শোভিবে মাথার চুল॥
সই আমার গৌরাঙ্গ ননী।
সোহাগে ছানিয়া অঙ্গেতে মাখিব
জ্ঞানদাস হবে ধনি॥ ১২॥

ধানশী

গৌরাঙ্গ আমার ধরম করম
গৌরাঙ্গ আমার জাতি।
গৌরাঙ্গ আমার কুল শীল মান
গৌরাঙ্গ আমার গতি॥
গৌরাঙ্গ আমার পরাণপুতলী
গৌরাঙ্গ আমার স্বামী।
গৌরাঙ্গ আমার সরবস ধন
তাহার দাসী যে আমি॥
হরিনাম রবে কুল মজাইল
পাগল করিল মোরে।
যখন সে রব করয়ে বন্ধুয়া
রহিতে না পারি ঘরে॥
গুরুজন বোল কানে না করিব
কুল শীল তেয়াগিব।
জ্ঞানদাস কহে বিনি মূলে সেই
গৌরপদে বিকাইব॥ ১৩॥

সুহই

(সই) দেখিয়া গৌরাঙ্গচাঁদে।
হইনু পাগলী আকুলি ব্যাকুলি
পড়িনু পিরীতি ফাঁদে॥
(সই) গৌর যদি হৈত পাখী।
করিয়া যতন করিতু পালন
হিয়া পিঞ্জিরায রাখি॥
(সই) গৌর যদি হৈত ফুল।
পরিতাম তবে খোঁপার উপরে
দুলিত কানেতে দুল॥
(সই) গৌর যদি হৈত মোতি।
হার যে করিতু গলায পরিতু
শোভা যে হইত অতি॥
(সই) গৌর হৈত কাজল কাল।
অঞ্জন করিয়া রঞ্জিতাম আঁখি
শোভা যে হইত ভাল॥
(সই) গৌরি যদি হৈত মধু।
জ্ঞানদাস কহে আস্বাদ করিয়া
মজিত কুলের বধূ॥ ১৪॥

---

[১১] শ্রীগৌরাঙ্গ সহজেই যেন সোণার চান্দ। হেরিতেই জগদ্বাসীর নয়ন ফাঁদে পড়ে। তাহাতে আবার কত ভাব প্রকাশিত হয়! সে রসবিলাস কে বুঝিবে? প্রভুর চরিত্র কি বলিব! কাঁদিতেই প্রীতির উদয় হয়। পলকে প্রেমের অঙ্কুর জন্মে। প্রতি অঙ্গ সুখে পরিপূর্ণ হয়। মেঘ জিনিয়া ঘন গর্জ্জন। সঘনে প্রেম-বৃষ্টি করিতেছেন। (প্রভুর) সর্ব্বদেহ পুলকে পূর্ণ। যেন কিশোর কন্দর্প! করুণায় সব দেশ কাঁদিতেছে, জ্ঞানদাস উদ্দেশ পাইলেন না।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ

ভাটিয়ারি

(তোটক ছন্দে)

কলধৌত কলেবর গৌর তনু।
তছু সঙ্গ ও রঙ্গ নিতাই জনু॥
কোটি কাম জিনে কিয়ে অঙ্গছটা।
অবধৌত বিরাজিত চন্দ্রঘটা॥
শচীনন্দন কণ্ঠে সুরঙ্গমালা।
তাহে রোহিণীনন্দন দীগ আলা॥
গজরাজ জিনি দোন ভাই চলে।
মকরাকৃতিকুণ্ডল কর্ণে দোলে॥
মুনি ধ্যান ভুলে সতীধর্ম্ম টলে।
জ্ঞানদাস আশ তছু পাদতলে॥ ১৫॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ

সুহই

যে জন গৌরাঙ্গ ভজিতে চায়।
সে শরণ লউক নিতাইচাঁদের
অরুণ দুখানি পায়॥
নিতাই চাঁদেরে যে জন ভজে।
সংসারতাপের শিরে পদ ধরি
অমিয়া সাগরে মজে॥
নিতাই যাহার হিয়ে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সুধানিধি
মানস ভরিয়া পিয়ে॥
যে নিতাই বলিয়া কাঁদে।
জ্ঞানদাস কহে গৌরপদ সেই
হিয়ার মাঝারে বাঁধে॥ ১৬॥

শ্রীরাগ

পুরুবে গোবর্দ্ধন ধরল অনুজ যার
জগজনে বলে বলরাম।
এবে সে চৈতন্য সঙ্গে আইলা কীর্ত্তন রঙ্গে
আনন্দে নিত্যানন্দ নাম॥
পরম উদার করুণাময় বিগ্রহ
ভুবনমঙ্গল গুণধাম।
গৌরীপরীতিরসে কটির বসন খসে
অবতার অতি অনুপাম॥
নাচত গাওত হরি হরি বোলত
অবিরত গৌরগোপাল।
হাস পরকাশ মিলিত মধুরাধরে
বোলত পরম রসাল॥
রামদাসের পহুঁ সুন্দর বিগ্রহ
গৌরীদাস আন নাহি জানে।
অখিল লোক যত ইহ রসে উনমত
জ্ঞানদাস নিতাই গুণগানে॥ ১৭॥

সুহই

দেখ রে ভাই প্রবল মল্লরূপধারী।
নাম নিতাই ভায়া বলি রোয়ত
লীলা বুঝই'না পারি॥ ধ্রু॥
ভাবে বিঘূর্ণিত লোচন ঢর ঢর
দিগবিদিগ নাহি জানে।
মত্ত সিংহ যেন গরজন ঘন ঘন
জগমাঝে কাহু না মানে॥
লীলা রসময় সুন্দর বিগ্রহ
আনন্দে নটন বিলাস।
কলিমলদলন গতি অতি মন্থর
কীর্ত্তন করল প্রকাশ॥
কটিতটে বিবিধ বরণ পট পাহিরণ
মলযজ লেপন অঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে বিধি আনি মিলায়ল
কলি মাঝে ঐছন রঙ্গ॥ ১৮॥

ভাটিয়ালি

চলিতে না চলে পা কিবা সে হিলন গা
রাজপথে নিতাইর নাট।
সঙ্গের যতেক সঙ্গী তা বড় তা বড় রঙ্গী
অতি অপরূপ রসের হাট॥
এ দেশে এমন কভু না ছিল এতেক দিন
নিতাইচান্দের হেন লীলা।

দীন হীন লোক প্রীত চিত আঁখি উলসিত
কিবা কলি রসে ভুলি গেলা॥
শুনিয়া ভাইএর কথা পুরয়ে বারুণী পীতা
সে সব আভাসে হাস মুখে।
না করে কাহারে ভিন এই সে প্রেমের চিন
দিগবিদিগ নাহি সুখে॥
রাত্রি দিন আন নাই কহিতে লোকের ঠাঁঞি
আবেশে অবশ হয়্যা পড়ে।
জ্ঞানদাসেতে কয় জগভরি জয় জয়
ভবভয় গেল সব দূরে॥ ১৯॥

ভাটিয়ালি

পট্টবাস পরিধান মুকুতা শ্রবণে।
ঝলমল করে অঙ্গ নানা আভরণে॥
পিঠে দোলে পাট থোপা তাহে হেম ঝাঁপা।
কলিকলুষরাশি নাশি করে কৃপা॥
আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
আপে নাচে আপে গায় গৌর বোলায়॥ ধ্রু॥
লাফে ঝাঁপে যায় পঁহু গৌরআবেশে।
পাপ পাষণ্ডিমতি না থুইল দেশে॥
দয়ার কারণে পঁহু ক্ষিতিতলে আসি।
অবিচারে দিল পহুঁ প্রেম রাশিরাশি॥
সঙ্গে প্রেমরসরঙ্গী রামাই সুন্দর।
গৌরীদাস আদি করি যত সহচর॥
চৌদিশে নিতাই মোর হরি বোল বোলায়।
জ্ঞানদাস নাথ মুখে পহুঁ গুণ গায়॥ ২০॥

শ্রীরাধার বাল্যলীলা, বয়ঃসন্ধি ও পূর্ব্বরাগ

শ্রীরাধার জননী কীর্ত্তিদার প্রতি প্রতিবেশিনীর উক্তি

শ্রীরাগ

এ তোর বালিকা চান্দের কলিকা
দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।
হেন মনে লয়ে সদাই হৃদয়ে
পসরা করিয়া রাখি॥
শুন বৃষভানুপ্রিয়ে।
কি হেন করিয়া কোলেতে রেখেছ
এ হেন সোনার ঝিয়ে॥
কমল জিনিয়া বদন সুন্দর
মুখে হাসি আছে আধা।
গণকে যে নাম সে নাম রাখুক
আমরা রাখিলাম রাধা॥
স্বরূপলক্ষণ অতি বিলক্ষণ
তুলনা দিব যে কিয়ে।
মহাপুরুষের প্রেয়সী হইবে
সোঙরিবে যদি জিয়ে॥
দুহিতা বলিয়া দুখ না ভাবিহ
এহো উদ্ধারিবে বংশ।
জ্ঞানদাস কহে শুনেছি কমলা
ইহার অংশের অংশ॥ ২১॥

শ্রীরাধার প্রতি কীর্ত্তিদার উক্তি

তুড়ী

প্রাণনন্দিনী রাধা বিনোদিনী
কোথা গিয়াছিলা তুমি।
এ গোপনগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিয়া ব্যাকুল আমি॥
বিহান হইতে কাহার বাটীতে
কোথা গিয়াছিলা বল।
এ খীর মোদক চিনি কদলক
কে তোর আঁচরে দিল॥
অগোর চন্দন কস্তুরী কুম্‌কুম্
কে রচিল তোর ভালে।
কে বাঁধিল হেন বিনোদ লোটন
নবমল্লিকার মালে॥
অলকা তিলকে ললাটফলকে
কে দিল চম্পকদাম।
জ্ঞানদাস কহে সব বিবরণ
কহ জননীর ঠাম॥ ২২॥

জননীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

ধানশী

মাগো গেনু খেলাবার তরে।
পথে লাগি পেয়ে এক গোয়ালিনী
লয়ে গেল মোরে ঘরে॥
গোপ রাজরাণী নন্দের গৃহিণী
যশোদা তাহার নাম।
তাহার বেটার রূপের ছটায়
জুড়াইল মোর প্রাণ॥
কি হেন আকুতে তার বাম ভিতে
লয়ে বসাইল মোরে।
এক দিঠে রহি তাহার আমার
রূপ নিরীক্ষণ করে॥
বিজুরি উজোর মোর অঙ্গখানি
সেহ নব জলধর।
সুমেল দেখিয়া দিবাকর ঠাঁই
কি হেতু মাগল বর॥
তবে মোর গোরা গাখানি মাজিয়া
লাস বেশ বনাইয়া।
হরষিত মোরে পাঠাইলা দেখ
এ সব আঁচরে দিয়া॥
ঝিয়ের কাহিনী শুনি গোয়ালিনী
মুচকি মুচকি হাসে।
কত সুধারস হিয়ায় বরিষে
কহে কবি জ্ঞানদাসে॥ ২৩॥

সখীর প্রতি সখীর উক্তি

শ্রীরাগ

উলসল উরথল অব ভেল রে
আয়ত হোয়ত নয়ান রে।
গতি অতি তুরিত সমাপল রে
শৈশব কয়ল পয়ান রে॥
তোরে নিবেদলোঁ শুন সখি অব রে
চির দিন হৃদয়ক দন্দা রে।
বালা বাঢ়ল দারিদ টুটব রে[১]
মিলাওব শ্যামরচন্দা রে॥
হাস অধরপাশ মিলিত রে
রতিপতি অনুবন্ধা রে।
উনমিত নিতম্ব সুললিত রে
ভাষা অতি ভেল মন্দা রে॥
কেশপাশদিগ কালিম রে
শ্রবণে লেল অবতংস রে।
জ্ঞানদাস কহ নব তনু-রুহ রে
মনমথ গাড়ল বংশ রে॥[২] ২৪॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ধানশী

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই।
হসত না হসত মুখ মুচুকাই॥
এ সখি এ সখি কি পেখলুঁ নারী।
হেরইতে হরখে হরল যুগ চারি॥
উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি।
কলসে কলসে জনু অমিয়া উঘারি॥
মনমথ মন্ত্র অগোরল বাট।
থকিতে চকিত পড়ু কত রস-হাট॥
কিয়ে ধনী ধাতা নিরমিল তাই।
জগমাহা উপমা করই না পাই॥
পরখি পুছলোঁ হাম তাকর নাম।
জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ রসিক সুজান॥ ২৫॥

দূতীর উক্তি

ধানশী

রসপরসঙ্গ শুনই সুখ পাব।
রসবতীসঙ্গ ছোড়ি নাহি যাব॥

---

২৪ ১। এদেশে একটা প্রবাদ আছে, "বালা বাড়ে দারিদ্র্য খণ্ডে।" "বালা বাঢ়ল দারিদ টুটব।" আমাদের রাধা বড় হইল। আমাদের দারিদ্র্য দূর হইল। আমরা শ্যামধনে ধনী হইব।

২। স্তনের অঙ্কুর উদ্‌গত হইল। যেন আপনার আধিপত্যের নিদর্শনস্বরূপ মদন 'বাঁশগাড়ি' করিল।

আধ আধ চাহি যাই পদ আধা।
রসপরসঙ্গ শুনই বহু সাধা॥
কি কহব মাধব বুঝই না পারি।
কিয়ে ধনী বালা কিয়ে বরনারী॥ ধ্রু॥
হামরা দুয়জনে পথে একু মেলি।
সো আন জন সঞে করু আন খেলি॥
যব কিছু পুছিয়ে উতর নাহি পাব।
অধরক পাশ হাস পশি যাব॥
ঐছন রমণী দৈব দিল সঙ্গ।
আনে উদ্‌গীম চাহি দিল ভঙ্গ॥[১]
বালা সে লাজবশ, হামারিয়ো লাজ।[২]
জ্ঞানদাস কহ দূরে রহু কাজ॥ ২৬॥

শ্রীরাগ

কহইতে সো ধনি বচন না শুনে।
পহিল সম্ভাষে পুছই নাহি পুনে॥
আন পরথাই যাই যব পাশে।
আন সম্ভাষি আন পরিহাসে॥
শুন শুন মাধব তুহুঁ সুচতুর।
কিয়ে বিধি পরসন্ন কিয়ে প্রতিকূল॥
লাজে লাজাই কহলুঁ এক বেরি।
যতনহি নয়নকোণে নাহি হেরি॥
মুকুলিত সহকার কুসুম না ভেল।
হেরি হেরি ভ্রমর নিরাশ ভৈ গেল॥
করকুবলয় চীর চিকুর ছোঁয়ায়ে।[১]
কিয়ে পরকিত কিয়ে ভাব বুঝায়ে॥[২]
অপসরে আন সঞে প্রিয় সখী সঙ্গ।[৩]
জ্ঞানদাস কহ বুঝল অনঙ্গ॥ ২৭॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

সখীর প্রতি সখীর উক্তি

শ্রীরাগ

নিতি নিতি যায় রাই যমুনা সিনানে।
না শুনি না দেখি তার পদ কোন দিনে॥
এবে দিন দুই তিন দেখি আন ছান্দে।
ডাকিলে সম্মতি না দেয় আঁখি মুদি কান্দে॥
সই বড়ি পরমাদ হইল।
না জানি কি দেবতা দানবে তারে পাইল॥ ধ্রু॥
খেনে ধনী চমকয়ে খেনে উঠে কাঁপ।
কর পরশিল নহে এত অঙ্গ তাপ॥
মনের যুগতি কেহো লখিতে না পাবে।
মৃগমদ লেপই কাঞ্চন কলেবরে॥
সবে এক দেখিয়া করিয়ে পরতীত।
কালা নাম শুনিয়া থকিত হয়ে চিত॥
কালা কালাবরণ দেখিয়া ভালবাসে।
কালা কানুর ভাবে আছে কহে জ্ঞানদাসে॥ ২৮॥

স্বপ্নে কৃষ্ণদর্শন

সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

তুড়ী

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে হেথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই॥
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীব অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥

২৬ ১। অন্যকে উদ্‌গ্রীব অর্থাৎ অপরে আমাদের দুইজনের দিকে লক্ষ্য করিতেছে দেখিয়া সে আমার সঙ্গ ত্যাগ করিল।
২। বালিকা লজ্জার বশীভূতা, আমারও কিছু বলিতে লজ্জা হইল।
২৭ ১। হস্তের লীলাকমল তাহার নীলবসনে এবং কেশপাশে ছোঁয়াইল।
২। প্রকৃত অভিপ্রায় কি, ইহাতে কি ভাব বুঝাইল? (কৃষ্ণবর্ণে অনুরাগ প্রকাশ করিল।)
৩। অন্যের সঙ্গ [illegible], প্রিয় সখীর সঙ্গে থাকে।

শিখরে শিখণ্ডরোল   মত্ত দাদুরীবোল
কোকিল কুহরে কুতুহলে।
ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে   ডাহুকী সে ঘন গাজে
স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে॥
নয়নে পৈঠল সেহ   মরমে লাগল লেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
হেরিয়া তাহার রীত   যে করে দারুণ চিত
ধিক্ রহু কুলের কামিনী॥
রূপে গুণে রসসিন্ধু   মুখছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে   পায়ে হাত দেই ছলে
আমা কিন বিকাইলুঁ বোলে॥
ভূষণের-ভূষণ অঙ্গ   কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ
কাম মোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয়   পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥
রসাবেশে দেই কোল   মুখে না নিঃসরে বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল   লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল॥ ২৯॥

সাক্ষাৎদর্শন

বরাড়ী

তরু অবলম্বন কে।
হৃদয় নিহিত মণি-   মাল বিরাজিত
শ্যামল সুন্দর দে॥
নব কুবলয়দল   কিয়ে অতসী ফুল
নীলমণি মুকুর আভা।
কিয়ে দলিতাঞ্জন   কিয়ে রূপ নবঘন
বরণি না পারই শোভা॥
কুসুমিত চিকুর   বলিত বর বরিহা
চাঁদ বিরাজিত ভালে।
আর এক অপরূপ   মলয়জ তিলক
চাঁদ উয়ল ঘনমালে॥
কোটি ইন্দু জিনি   বয়ান মনোহর
অধরে মুরলী রসাল।
জ্ঞানদাস চিত   ওরূপ অবিরত
ভাবিতে যাউ মোর কাল॥ ৩০॥

বরাড়ী

নিতি নিতি আসি যাই   এমন কভু দেখি নাই
কি খেনে বাড়াইলু পা জলে।
গুরুয়া গরব কুল   নাশইতে কুলবতী
কলঙ্ক আগে আগে চলে॥
বড়িমাই কি দেখিলুঁ যমুনার ধারে।
কালিয়া বরণ এক   মানুষ আকার গো
বিকাইলু তার আঁখিঠারে॥
শ্যাম চিকনিয়া দে   রসে নিরমিল কে
প্রতি অঙ্গে ঝলকে দাপনি।
ভুবনমোহন ঠাম   দেখিয়া কাঁপয়ে কাম
কান্দে কত কুলের রমণী॥
না জানি না শুনি তায়   সেবা কোন দেবতায়
তেঁই সে তাহার হেন রীত।
জ্ঞানদাসেতে কয়   না করিলে পরিচয়
কে জানিবে তাহার চরিত॥ ৩১॥

শ্রীরাগ

কি রূপ দেখিলাম কালিন্দী কূলে।
অপরূপ রূপ কদম্ব মূলে॥
অচলা চপলা মেঘেরি গায়।
মৃগাঙ্করহিত শশাঙ্ক ভায়॥
নাচিছে ময়ূরে জলদ'পরি।
অলিকুল আছে চাঁদেরে ঘেরি॥

---

৩০ তরু অবলম্বনে কে (দাঁড়াইয়া) হৃদয়ে বিরাজিত মণিমালা, শ্যামল সুন্দর দেহ। একি নূতন নীলপদ্মদাম, না নব অতসীপুষ্প। (লাবণ্য) প্রভা যেন নীলমণির দর্পণ। একি দলিতাঞ্জন, না নূতন মেঘ। রূপের শোভার বর্ণনা হয় না। কুসুমিত কেশপাশে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া। যেন চাঁদ বিরাজিত। আরো অপরূপ, ললাটে চন্দন তিলক যেন মেঘমালায় চাঁদ উদিত হইয়াছে। কোটি চাঁদ জিনিয়া মনোহর বদন, অধরে রসাল মুরলী। জ্ঞানদাসের মনের আশা ওরূপ ভাবিতে আমার কাল যাউক।

আর অপরূপ কহিল নহে।
যথা মেঘ তথা বারি না রহে॥
হৃদয় আকাশে উদয় করি।
নয়নযুগলে বহায় বারি॥
হেন মনে লয় বিজুরি হয়ে।
জড়াইয়ে থাকি মেঘের গায়ে॥
জ্ঞানদাস কহে না কহ আন।
যে কহিলা ধনি সেই প্রমাণ॥ ৩২॥

সুহই

কিশোর বয়েস মণি- কাঞ্চন আভরণ
ভালে চূড়া চিকণ বণান।
হেরইতে রূপ- সায়রে মন ডুবল
বহুভাগ্যে রহল পরাণ॥
সখি হে পেখলুঁ পন্থক মাঝ।
হাম নারি অবলা একলা যাইতে পথে
বিছুরল সব নিজ কাজ॥
নয়ানসন্ধান- বাণে তনু জর জর
কাতর বিনি অবলম্বে।
বসন খসয়ে ঘন পুলকে পূরল তনু
পানি না পূরলুঁ কুম্ভে॥
ঘর নহে ঘোর যেন জাগিতে স্বপন হেন
আরতি কহনে না যায়।
জ্ঞানদাস কহে মনে অনুমানিয়ে
বাস করব নীপছায়॥ ৩৩॥

তুড়ী

কেনে গেলাম জল ভরিবারে।
যাইতে যমুনার ঘাটে সেখানে ভুলিলুঁ বাটে
তিমিরে গরাসিল মোরে॥ ধ্রু॥
রসে তনু ঢর ঢর তাহে নব কৈশোর
আর তাহে নটবর বেশ।
চূড়ার টালনি বামে মউর চন্দ্রিকা ঠামে
ললিত লাবণ্য রূপশেষ॥
ললাটে চন্দনপাঁতি নবগোরোচনা কাঁতি
তার মাঝে পূর্ণিমক চাঁদ।
অলকাবলিত মুখ ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা রূপ
কামিনী জনের মনফান্দ॥
লোকে তারে কাল কয় সুহজে সে কাল নয়
নিন্দে ইন্দ্রনীলমণি কাঁতি।
চাহনি চঞ্চল বাঁকা কদম্ব গাছেতে ঠেকা
ভুবনমোহন রূপভাতি॥
সঙ্গে ননদিনী ছিল সে সকল দেখি গেল
অঙ্গ কাঁপে থরহরি ডরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় তারে তোমার কিবা ভয়
সে কি সতী বোলাইতে পারে॥ ৩৪॥

সোহিনী

চিকণ কালিয়া রূপ মরমে লাগিয়াছে
ধরনে না যায় মোর হিয়া।
কত চান্দ নিঙাড়িয়া মুখানি মাজিয়াছে
না জানি তায কত সুধা দিয়া॥

---

৩২ কালিন্দীকূলে কদম্বমূলে কি রূপ দেখিলাম! সে রূপ অপরূপ! (দেখিলাম) মেঘের গায়ে (কৃষ্ণের অঙ্গে) অচপল বিদ্যুৎ (পীত বসন) যেন অঙ্কে মৃগশূন্য শশাঙ্ক (নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র), মেঘের উপর ময়ূর (চূড়ায় ময়ূরপাখা) নাচিতেছে। চাঁদকে ঘেরিয়া (মুখচন্দ্রকে বেষ্টন করিযা) অলিকুল (অলকপাঁতি) রহিয়াছে। আর এক অপরূপ কথা কহিবার নয়। যেখানে মেঘ সেখানে জল নাই। (ঐ মেঘ দর্শকের) হৃদয়-আকাশে উদিত হইয়া নয়নযুগলে বারি প্রবাহিত করে। এমনই মনে হয় বিজুরী হইয়া ঐ মেঘের গায়ে গিয়া জড়াইয়া থাকি। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, আন কথা কহ নাই। যাহা বলিতেছ তাহাই প্রমাণ্য কথা।

৩৩ কিশোর বয়স, অঙ্গে মণি-কাঞ্চনের অলঙ্কার, শিরে কি মনোহর চিকণ চূড়া! দেখিয়াই তাহার রূপের সায়রে মন ডুবিল। বহু ভাগ্যে প্রাণ রক্ষা পাইল। সখি, পথের মাঝে দেখিলাম। আমি তো অবলা নারী, পথে একাকিনী। চলিতে গিয়া সব কাজ ভুলিলাম। তাঁহার নয়নবাণের সন্ধানে দেহ জর্জরিত হইল। আশ্রয় না পাইয়া কাতর হইলাম। বসন শিথিল হইল, দেহ পুলকে ভরিয়া গেল। কলসীতে জল ভরিলাম না, আমার ঘর তো নয় যেন অরণ্য। জাগিয়া আছি, অথচ স্বপ্ন মনে হইতেছে। [illegible] কহা যায় না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন মনে অনুমান করিতেছি, কদম্বতলায় গিয়া বাস করিব॥

অধরের দুটি কূল জিনিয়া বান্ধুলী ফুল
হাসিখানি মুখেতে মিশায়।
নবীন মেঘের কোরে বিজুরি প্রকাশ করে
জাতিকুল মজাইল তায়॥
ভুরুযুগ সন্ধান কামের কামান বাণ
হিঙ্গুলে মণ্ডিত দুটি আঁখি।
অরুণ নয়ান কোণে চায়্যাছিল আমা পানে
সেই হৈতে শ্যামরূপ দেখি॥
যমুনার ঘাটে হৈতে উঠিতে আসিতে পথে
সখি কিবা অপরূপ তনু।
জ্ঞানদাসেতে কয় শুধুই যে সুধাময়
গোকুলে নন্দের বালা কানু॥ ৩৫॥

সুহই

তরু মূলে কি রূপ দেখিনু কালা কানু।
যেরূপ দেখিনু সই স্বরূপে তোমারে কই
জল ভরিতে বিসরিনু॥
একে সে কালিন্দীকূল ত্রিভঙ্গিম তরুমূল
সজল জলদ শ্যাম তনু।
জল ভরিয়া যাই ফিরিয়া ফিরিয়া চাই
হাসি হাসি পূরে মন্দ বেণু॥
জল ফেলিয়া যাই কুল লাজ ভয় পাই
আপনা খাইয়া সই মনু।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
ভজি গিয়া ও চরণরেণু॥ ৩৬॥

করুণা রাগ

আলো মুঞি কেন গেলুঁ যমুনার জলে।
ছলিয়া নাগর চিত হরি নিল ছলে॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কিবা করে প্রাণ॥
চন্দনচান্দের মাঝে মৃগমদ ধান্ধা।
তার মাঝে পরাণপুতলী রৈল বান্ধা॥
কটি পীতবসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুলকলঙ্কের কোঁড়া॥
জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥
কুলবতী হইয়া দুকুলে দিলুঁ দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক॥ ৩৭॥

শ্রীরাগ

চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চ কে দিলে ময়ূরপুচ্ছ
ভালে সে রমণীমনলোভা।
আকাশে চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুকখানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা॥

৩৬ তরুমূলে কালা কানুর কি রূপ দেখিলাম! সই সত্য কথা তোমাকে বলিতেছি, রূপ দেখিয়া জল ভরিতে ভুলিয়া গেলাম। একে তো যমুনার তীর, তাহাতে তরুমূলে সজল জলধরের মত ত্রিভঙ্গিম শ্যাম কলেবর। জল ভরিয়া ঘরে ফিরিতেছিলাম। ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিয়া হাসিয়া হাসিয়া মৃদুমন্দ বাঁশী বাজাইতেছিল। জল ফেলিয়া পুনরায় জল আনিতে গিয়া কুললাজের ভয় পাইলাম। সই আপনা খাইয়া মরিলাম। জ্ঞানদাস বলিতেছেন আমার এমনই মনে হইতেছে সেই শ্রীচরণধূলি ভজনা করি।

৩৭ ওলো, আমি যমুনার জলে কেন গেলাম। ছলিয়া নাগর ছলে চিত্ত চুরি করিয়া লইল। রূপের পাথারে আঁখি (সফরী) ডুবিয়া রহিল। (গণ্ডূষ জলে সফরীর নাচন, এ যে পাথার সখি, আঁখি ডুবিল, আর উঠিল না, অর্থাৎ আমার চক্ষে জগৎ শ্যামময় হইয়া গেল)। যৌবনের বনে মন (মৃগ) হারাইয়া গেল। (দেহ তো নয় যেন কুসুমিত তমাল তরু। "মৃগমদ সৌরভ রভস বশম্বদ নবদলমাল তমালে" নিজ নাভিগন্ধভ্রমে প্রমত্ত মনোমৃগ শ্রীকৃষ্ণের যৌবন-বনে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল।) ঘরে ফিরিতে গিয়া দেখি পথ হইয়াছে অফুরন্ত। (এই যমুনার ঘাট আর ঘর, আবাল্য পরিচিত পথ। কিন্তু ফিরিতে গিয়া দেখিলাম, যত চলি পথ আর ফুরায় না।) অন্তরে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, প্রাণ কেমন করিতেছে। ললাটে চন্দনের চাঁদ, তাহার মাঝখানে মৃগমদবিন্দু (সেই আশ্চর্য্য কীলকে) মুগ্ধ পরাণপুতলি বাঁধা পড়িল। কটিতে পীতবসন, তাহাতে জড়িত রসনাদাম। বিধাতা যেন কুলকলঙ্কের কোরক নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জাতিকুলশীল সবই বুঝি গেল। ভুবন ভরিয়া আমার ঘোষণা রহিল। কুলবতী হইয়া দুকুলে (পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলে) দুঃখ দিলাম। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, বুক দৃঢ় কর (সাহসে বুক বাঁধ)।

মল্লিকামালতীমালে গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে
কেবা দিল চূড়াটি বেড়িয়া।
মনে হেন অনুমানি বহিতেছে সুরধুনী
নীলগিরি-শিখর ঘেরিয়া॥
কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকিমিকি
কেবা দিল ফাগুয়া রঞ্জিয়া।
রজতের পত্রে কেবা কালিন্দী পূজিল গো
জবাকুসুম তাহে দিয়া॥
হিঙ্গুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়াছে গো
কালিন্দী পূজিল করবীরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
শ্যামরূপ দেখি ধীরে ধীরে॥ ৩৮॥

সিন্ধুড়া

শিরে শিখিপঙ্খ সঙ্গে নব মালতী
মধুকর তঁহি কত রঙ্গে।
মনমথ মাথ হাত দেই কাঁদত
হেরইতে ভাঙবিভঙ্গে॥
সজনি অপরূপ নিরমিল ধাতা।
বয়েস কিশোর ওর নাহি লাবণি
দরশে পরশসুখদাতা॥ ধ্রু॥
বেশবিলাস সরস মধুর ধ্বনি
কত আদর দিঠি বঙ্কে।
চন্দনচন্দ কলাকুলকৌশল
তে নহ শশি অকলঙ্কে॥
ও চরণপঙ্কজে শশি আসি লুঠই
ভ্রমর চকোর করু দ্বন্দ্ব।
জ্ঞানদাস কহ ঝরয়ে নিরন্তর
অদভুত সুধা মকরন্দ॥ ৩৯॥

সিন্ধুড়া

বেশ বনাওনি কেশের সাজনি
কেনা সে তিলক দিল।
নয়ান কোণের বাণ বরিখণে
অঙ্গ জর জর ভেল॥
সই বড় বিনোদিয়া সে।
অধরমিলনি মন্দ হাসিখানি
মরমে লাগিয়াছে॥
রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
চলিতে না চলে পা।
শিরিষ কুসুম অধিক কোমল
কানড় কুসুম গা॥
ও রূপ লাবণ্যে কে ধরু পরাণ
ও না মনোহর ছান্দে।
জ্ঞানদাস কহে বিনি পরিচয়ে
দেখিয়া কে না বা কান্দে॥ ৪০॥

তথারাগ

একে কালা বরণ চিকণ তাহে লেপিয়া
মলয়জ কস্তুরী কুঙ্কুমে।

---

৩৮ শ্রীকৃষ্ণের মাথায় উচ্চ করিয়া চূড়া বাঁধিয়া কে তাহাতে ময়ূরপুচ্ছ দিল? শোভা যে রমণীর মন লুব্ধ করে। আকাশের দিকে চাহিতে যেন দেখিলাম নূতন মেঘে ইন্দ্রধনু শোভা করিতেছে। সুন্দর করিয়া মল্লিকা-মালতীর মালা গাঁথিয়া চূড়া বেড়িয়া কে দিল? মনে এমনই অনুমান হয় যেন নীলগিরি-শিখর ঘেরিয়া সুরধুনী বহিতেছে। কালার কপালের চন্দনের ঝিকিমিকি যেন চাঁদ শোভিতেছে। তাহাতে ফাগুবিন্দু কে দিয়াছে? রজতের পত্র আর জবাকুসুম দিয়া কে কালিন্দীর পূজা করিল? হিঙ্গুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিল? কে করবী পুষ্পে যমুনার পূজা করিল? জ্ঞানদাস বলিতেছেন, আমার এমনই মনে হয়, ধীরে ধীরে শ্যামরূপ দর্শন করি।

৩৯ শ্রীকৃষ্ণের শিরে শিখিপাখা, সঙ্গে নবমালতী। তাহাতে কত রঙ্গে ভ্রমর উড়িতেছে। ভুরুর ভঙ্গিমা দেখিয়া মন্মথ মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে। সজনি, বিধাতা অপরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিশোর বয়স, লাবণ্যের সীমা নাই। দর্শনেই স্পর্শের সুখ দান করে। বেশের বিলাসই বা কত? কি মধুর সরস মুরলীধ্বনি। বাঁকা চাহনীতে কতই না আদর ছড়ায়। ললাটে চন্দনের চাঁদে কত কলা কৌশল। তাইতো গগনের চাঁদে এত কলঙ্ক। ঐ শ্রীচরণপদ্মে চন্দ্র আসিয়া নখরছলে লুণ্ঠিত হইতেছে। এই জন্যই ভ্রমর চকোরে কলহ চলিতেছে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, পাদপদ্ম হইতে অদ্ভুত অমৃত ও মধু নিরন্তর ঝরিয়া পড়িতেছে।

অঙ্গের সৌরভে মধুকর উড়ে তায়
সাজিয়াছে কাঞ্চন বিদ্রুমে॥
দেখিনু দেখিনু সই যত মনে অনুভই
কহিতে কহিল নয় বোলে।
প্রতি অঙ্গে রসময় পিরীতির আলয়
ভালে তাহে জনমন ভোলে॥
একে সে রসিকরাজ আরে আভরণ সাজ
কুন্তলে কুসুম কত পাঁতিয়া।
আবেশে অবশ গায় চলি আধ আধ পায়
খেনে রহে অতি রসে মাতিয়া॥
পিয়ার আরতি যত অপাঙ্গে ইঙ্গিত কত
কেমন কেমন উঠে চিতে।
জ্ঞানদাসেতে কয় যদি হয় পরিচয়
কিবা হয় তাহার পিরীতে॥ ৪১॥

শ্রীরাগ

একে সে মুরতি তার পিরীতি রসের সার
আঁখি আড়ে চায় বা না চায়।
মধুর মুরলীস্বরে তরুণীপরাণ হরে
না চাহিতে যৌবন যাচায়॥
কালিন্দীকূলে তরুমূলে উরে পীতবাস।
কালাপারা তারে বলি গোয়াল কুলের কালি
আজু দেখি লাগিল তরাস॥ ধ্রু॥
ভালে সে কুটিল কেশ মল্লিকা মালতী বেশ
মধুকরী সঙ্গে মধুকর।
চন্দনের বিন্দু তাতে উপমা করিতে চিতে
হারাইল যত বুদ্ধিবল॥
হিয়ায় হিলোলে কত নবীন চম্পক মাল
আরে কহিতে নাহি জানি।
হেরি জ্ঞানদাস কহে যেহ বোল সেহ হয়ে
ভালে ঝুরে রাধা ঠাকুরাণী॥ ৪২॥

ধানশী

একে সে মুরতি তার রসে নিরমিল গো
তার তাহে বয়স বিশেষ।
ওরূপ লাবণ্য লীলা হিল্লোলে পড়িয়া গো
পুন কে আসিব নিজ দেশ॥
সজনি কি খেনে গেলু কালিন্দী কিনারে।
কতেক যতন করি চিত নিবারিতে নারি
নারী কুলে রহিল খাঁখারে॥ ধ্রু॥
ও মুখমাধুরী কিবা ও রূপচাতুরী গো
ভালে চান্দ তিলক বনান।
ও গীমদোলনি হেরি ও সরস আলাপনে
পশু পাখী না ধরে পরাণ॥
যত গুরু গৌরব এবে ভেল রৌরব
ঘর ভেল তপত অঙ্গার।
শুনি জ্ঞানদাস কহ নিজ তনু সোঁপহ
ভালে বুঝি ঐছন বিচার॥ ৪৩॥

শ্রীরাগ

রূপ দেখি লোচন নাহি নেউটায় ক্ষণ
মন অনুগত নিজ লাভে।
অপরশে দেই পরশরসসম্পদ
শ্যামর সহজ স্বভাবে॥
সখি হে মুরতি পিরীতিসুখদাতা।
প্রতি অঙ্গ অখিল- অনঙ্গরসসায়র
নায়র নিরমিল ধাতা॥
লীলা লাবণি অবনী অলঙ্করু
কি মধুর মন্থর গমনে।
লহু অবলোকনে কত কুলকামিনী
শুতল মনসিজ-শয়নে॥

[৪১] শ্রীকৃষ্ণের একে কালোবরণ, তাহাতে অতি চিকণ চন্দন কস্তুরী এবং কুঙ্কুমের অনুলেপন। অঙ্গের সৌরভ কত মধুকর উড়িতেছে। কেমন কাঞ্চনে প্রবালে সাজিয়াছে। সই, দেখিলাম দেখিলাম। মনের সব অনুভব বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। প্রতি অঙ্গই রসময়, পিরীতির আলয়। তাইতো তাহাতে জগজনের মন ভোলে। একে তো নাগর রসিকরাজ, তাহাতে আবার অলঙ্কারের পারিপাট্য। কেশে কত পুষ্পদাম, আবেশে অবশ দেহ, আধ আধ পদে চলে। আবার ক্ষণেকে অতি রসে মত্ত হইয়া রহে। পিয়ার যত অনুরাগ, অপাঙ্গে তাহার কত ইঙ্গিত। মন কেমন কেমন করিয়া উঠে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, যদি পরিচয় হয়, দেখিবে তাহার পিরীতে কি না ঘটিবে।

অলখিতে আকুল অন্তর অপহর
বিছুরণ না হয় স্বপনে।
জ্ঞানদাস কহে তবহুঁ কৈছন হয়ে
যব হব তনু তনু মিলনে॥ ৪৪॥

সুহই

সহজই রূপ কলাগুণ আগর
নাগর বিদগধরাজ।
হেরইতে কিশোর কুসুমধনু অলখিতে
পৈঠল অন্তর মাঝ॥
সজনি পড়ল অকাজ।
হেরি হারাইলুঁ নারী ধরম ধন
ধৈরজকুলশীললাজ॥
কিয়ে মুখচন্দ্রক শিরে শিখিচন্দ্রিকা
মেঘে বাসবধনু চন্দ।
অতি অপরূপ উদিত অবনী-তলে
মিলিত শরদরবিন্দ॥
তা সঞে বিজুরি খেলি উজোর নখতপাঁতি
লাবণি কো করু ওর।
লীলাজলনিধি মাঝে হাম ডুবলুঁ
জ্ঞানদাস মন ভোর॥ ৪৫॥

শ্রীরাগ

দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে॥
বেন্ধেছে বিনোদ চূড়া নব গুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া॥
কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হইতে জাতি-কুল নাহি গেল রাখা॥
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব হেলন।
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন॥
গৃহ কর্ম্ম করিতে এলায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামেব নেহ॥ ৪৬॥

সিন্ধুড়া

শারদ পূর্ণিমা ইন্দু মুখমণ্ডল
তনু ঘনশ্যামরকাঁতি।
নযন কমল অলি ভুরুযুগ ভঙ্গিম
লাগি রহল মধু মাতি॥
সজনি হেরলুঁ নাগর নন্দকিশোর।
ভঙ্গিম আলসে অলপ অবলোকন
তরলিত চিত ভেল মোর॥ ধ্রু॥
চন্দ্রক চারু চূড়ে বনি বনমাল
মণ্ডিত মধুকরপাঁতি।
চন্দন তিলক অলকা আধ ঝাঁপল
হেরি নব ইন্দুক ভাঁতি॥
হিয়ে মণিহার শ্রবণে মণিকুণ্ডল
সহজই সুমুরতি সেহ।
জ্ঞানদাস কহ ও রূপ হেরইতে
কো ধনী ধরু নিজ দেহ॥ ৪৭॥

[৪৪] শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া নয়ন ক্ষণেকের জন্যও ফিরিতে চাহে না, মন নিজলাভে তাহার অনুগত হয়। শ্যাম সহজ স্বভাবে (চোখের দেখাতেই) অপরূপে স্পর্শরসসম্পদ দান করে। সখি, শ্যামের মূর্ত্তি পিরীতি-সুখদাতা। প্রতি অঙ্গ অনঙ্গরসের সায়র করিয়া বিধাতা এই নাগরকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার মধুর মন্থর গমনের লাবণ্যলীলা অবনীকে অলংকৃত করিয়াছে। শ্যামের ঈষৎ অবলোকনেই কত কুলকামিনী মনসিজ শয্যায় শয়ন করিল। অলক্ষ্যেই আকুল অন্তরকে অপহরণ করে। স্বপ্নেও বিস্মরণ হয় না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, যখন দেহে দেহে মিলন ঘটিবে, তখন কি হইবে?

[৪৫] বিদগ্ধরাজ নাগর সহজেই রূপকলাগুণে অগ্রগণ্য। দেখিবামাত্র অলক্ষ্যে মদন অন্তর মধ্যে প্রবেশ করিল। সজনি, অকাজ পড়িল (মন্দ কাজ করিলাম)। দেখিতে গিয়া নারীর ধর্ম্মধন, ধৈর্য্য, কুল, শীল, লজ্জা সমস্তই হারাইলাম। মুখ কি চন্দ্র সদৃশ, শিরে শিখিচন্দ্রিকা কি মেঘে ইন্দ্রধনু! অবনীতলে অতি অপরূপ শারদপদ্মের সঙ্গে মিলিত হইয়া উদিত হইয়াছে? (কেশপাশ নিবিড় জলদজাল চূড়ায় শিখিপুচ্ছ, ইন্দ্রধনু এবং বদন শরতের শতদল)। তাহার সঙ্গে বিজলী (পীতবসন) খেলা করিতেছে। লাবণ্যের কে সীমা করিবে? তাহার লীলাজলনিধিমধ্যে আমি ডুবিলাম। জ্ঞানদাসের মন মুগ্ধ হইল।

[৪৭] শরতের পূর্ণচন্দ্রের মত মুখমণ্ডল। তনুকান্তি ঘনশ্যাম। নয়ন শতদল, ভুরুযুগলের ভঙ্গিমা যেন ভ্রমরপংক্তি মধুমত্ত হইয়া লাগিয়া রহিয়াছে। সজনি, নাগর নন্দকিশোরকে দেখিলাম। অলস

তথারাগ

শ্যামরূপ হিয়ার মাঝে জাগে।
কত অনুরাগিণি ঝুরে অনুরাগে॥
কিয়ে রূপ মনোহর রায়।
যাচিয়া যৌবন দিতে কুলবতী ধায়॥
ওই রূপে আছে কি মাধুরী।
মদনমুগধি কত মরে ঝুরি ঝুরি॥
তাহে আর ধরে নানা বেশ।
কি করিবে যুবতি মজিল সব দেশ॥
রূপে আছে ঔষধ মোহিনি।
পরাণে পরাণ সহ করে উমতিনি॥
তাহে হাসি কয় কথাখানি।
অমিয়া বমিয়া থিধু পড়ল অবনি॥
জ্ঞানদাস কহে শুন ধনি।
কুলের ঘুচাইল মুল ভজ রসিকমণি॥ ৪৮॥

শ্রীললিত

নামে মুরলীরবে গুণিগানে স্বপনেহু
চিত্রে দরশে প্রতিআশ।
কাতর অন্তরে সখীমুখ চাহি ধনী
কহতহি গদগদ ভাষ॥
সখি কি কহব কহন না যায়।
অপরূপ শ্যাম নাম দুই আঁখর
তিলে তিলে আরতি বাঢ়ায়॥
মুনিমনোমোহন মুরলীখুরলি শুনি
ধৈরজ ধরণ না যাতি।
মনোরম গুণগণ গুণিজনগানে শুনি
চীত রহল তঁহি মাতি॥
বিদগধ সুন্দর কহত দুতী মোহে
ভট্ট কীরিতি যশ গায়।
শুনি শুনি উনমত চিতে ভেল মনমথ
এ চপল জীবন দোলায়॥
শিখণ্ডশেখর শ্যাম রূপে গুণে অনুপাম
স্বপনে দেখিলুঁ যুবরায়।
ফলকে তাহারি রূপ মদন-মোহন ভুপ
বলে উঠি ধরিবারে ধায়॥
ধেনুক বধের দিনে সকল সখার সনে
দিঠিতে পড়িলুঁ আমি তায়।
আপনা ভুলিয়া গেলুঁ লাজভয় হারাইলুঁ
জ্ঞানদাস কম্পে অনিবার॥ ৪৯॥

দ্বাদশ গোপালের রূপবর্ণনা

শ্রীদাম গোপাল

ধানশী

আরক্ত সুন্দর কান্তি শ্রীদাম গোপাল।
বনফুলমালেতে৩কুন্তল বাঁধে ভাল॥
অরুণবরণ ধটী কটির বাঁধনি।
যষ্টি বিশাল বেত্র মুরলী কাচনি॥
প্রবাল মুকুতা গুঞ্জা গলে ঝলমল।
হেলায় দুলিছে কানে মকর কুণ্ডল॥
সর্ব্ব অঙ্গ বিভূষিত গোখুরের ধূলা।
উরপরে দুলিতেছে বনফুল মালা॥
পাশ আভরণ অঙ্গে কটিতে কিঙ্কিণী।
চরণে মঞ্জীর বাজে রুনুঝুনু শুনি॥ ৫০॥

সুদাম গোপাল

ধানশী

আরক্ত গউর কান্তি গোপাল সুদাম।
পূর্ণিমার শশি জিনি মুখ অনপাম॥

ভঙ্গীর ঈষৎ চাহনিতেই আমার চিত্ত চঞ্চল হইল। চূড়ায় সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ। বক্ষে মধুকরমণ্ডলী মণ্ডিত বনমালা। চন্দন তিলক অলকায় অৰ্দ্ধ আবৃত। নূতন চাঁদের মত দেখিলাম। বক্ষে মণিহার, শ্রবণে মণিকুণ্ডল, তাহার উপর সহজ সুন্দর মূর্ত্তি। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, ওরূপ দেখিয়া কোন্ ধনী নিজদেহ (না সঁপিয়া) ধরিতে পারে?

৪৯ শ্যামের নাম শুনিয়া, তাহার মুরলী শুনিয়া, গুণিজনের মুখে তাহার গুণগান শুনিয়া, স্বপ্নে দেখিয়া, চিত্রপটে দেখিয়া, সাক্ষাতে দেখিয়া, কি দশা হইয়াছে, শ্রীরাধা তাহাই বলিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ধেনুকবধের দিনে শ্রীরাধার এবং কালীয় দমনের দিনে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের ইঙ্গিত আছে।

বিলোল নয়ন যেন পঙ্কজের পত্র।
সুবলিত ললিত সুন্দর সর্ব গাত্র॥
কৃষ্ণক্রীড়া কৌতুক রসে মাতোয়ার।
দিক্‌বিদিক নাহি আনন্দ অপার॥
কুন্তলে গুঞ্জার শোভা বকুলের দাম।
গোরোচনা চন্দন তিলক অনুপাম॥
রাঙ্গাধটী পরিধান কটিতে কিঙ্কিণী।
নানা আভরণ অঙ্গে হীরা হেম মণি॥
শ্রবণে সোনার কুঁড়ি ফুলের মঞ্জরী।
গলে বনমালে অলি ভ্রমিছে গুঞ্জরি॥
বাম করে মুরলী নূপুর বাজে পায়।
অগুরু চন্দন ফুল শোভে তার গায়॥ ৫১॥

স্তোককৃষ্ণ গোপাল

ধানশী

স্তোককৃষ্ণ গোপালজীউ শ্যামলবরণ।
হরিত বরণ তার পিন্ধন বসন॥
দ্বিরদশাবক গতি বিক্রমে বিশাল।
গ্রীমদোলনে দোলে গলে বনমাল॥
কৃষ্ণক্রীড়া আমোদেতে তনু উল্লসিত।
অবিরত মুরলী মধুর গায় গীত॥
নানা আভরণ অঙ্গে করে ঝলমল।
অঙ্গে দোলে বনফুল শ্রবণে কুণ্ডল॥ ৫২॥

সুবল গোপাল

ধানশী

কলধৌতবরণ যে সুবল গোপাল।
কমল জিনিয়া অতি নয়ন বিশাল॥
কনকবরণ ধটী কটির শোভন।
ক্ষুদ্রঘণ্টিসারি তাহে বাজে রনঝন॥
চাঁচর চিকুর চূড়া টালনি কপালে।
বেড়িয়া ঝাপনি তাহে নব গুঞ্জামালে॥
সর্বাঙ্গ ভূষিয়া শোভে নানা অলঙ্কার।
মত্ত করিবর জিনি গমন সঞ্চার॥
উরপর দোলে লোল তুলসীর দাম।
ভুবনমোহন রূপ অতি অনুপাম॥
করেতে মুরলী ধরে কনকরচিত।
দেখিতে দেখিতে আঁখি আনন্দে পূর্ণিত॥ ৫৩॥

অংশুমান গোপাল

ধানশী

অতি অপরূপ শ্যামকান্তি চিকনিয়া।
অসিত অম্বুজ কিয়ে নীলমণি জিনিয়া॥
বরণ কজ্জলকান্তি গোপাল অংশুমান।
অরুণবরণ তার বস্ত্র পরিধান॥
সুনীল জলদ তার দীঘল নয়ন।
নাটুয়ার ঝোলা অঙ্গে নানা আভরণ॥
উভ করি বাঁধে কেশ চম্পকের দাম।
যার রূপ দেখিয়া মুরছে যেন কাম॥
মৃগমদ তিলক কপালে মনোহর।
কুঙ্কুমভূষিত তার কপোল সুন্দর॥
বাম করে মুরলী সে ডাহিনে পাঁচনি।
বিনোদ চলনে যায় বিনোদ চাহনি॥
উরপরে দোলে কিবা নব গুঞ্জামাল।
কণ্ঠতটে হার চারু মুকুতা প্রবাল॥
হাসি হাসি কথা কহে বড়ই মধুর।
রুনুঝুনু বাজে পায় সোনার নূপুর॥ ৫৪॥

বসুদাম গোপাল

ধানশী

তপত কাঞ্চন জিনি গোপ বসুদাম।
অরুণ বসন পরে গলে ফুলদাম॥
ডাহিনে টালনী বাঁধে লটপট পাগ।
চম্পকের মালা তাহে নানা ফুলরাগ॥
উপরে দুলিছে ফুল অঙ্গে ফুলডাল।
মৃগমদ চন্দনেতে রঞ্জিত কপাল॥
নানা আভরণ অঙ্গে মাণিক্য রতন।
সর্বাঙ্গ ভূষিয়া শোভে অগুরু চন্দন॥
সুধাময় তনুখানি নাটুয়ার ছান্দ।
অঙ্গ নিরখিয়ে মুগ্ধ পূর্ণিমার চান্দ॥
ঘন ঘন মুরলী বাজায় মনোহর।
হাসির হিলোলে তায় দোলে কলেবর॥ ৫৫॥

কিঙ্কিণী গোপাল

ধানশী

নীলপদ্মকান্তি জিনি কিঙ্কিণী গোপাল।
পরিধান পিঙ্গল বসন দেখি ভাল॥

ডাহিনে টালনী ভালে কুটিল কুন্তল।
বেড়িয়া মালতি যূথি জাতী থরে থর॥
গোরোচনা তিলক অলকাপাঁতি-কোলে।
রতন কুণ্ডল ছবি ঝলকে কপোলে॥
সপত্র কদম্ব ফুল দোলে বাম অংসে।
পক্ক বিম্ব অধরে গাহিছে মৃদু বংশে॥
নানা আভরণ অঙ্গে করে ঝলমল।
উবপরে দোলে মালা নব গুঞ্জা ফল॥ ৫৬॥

অর্জুন গোপাল

ধানশী

অতসী কুসুম আভা অর্জুন গোপাল।
পংকজ পলাশ জিনি নয়ন বিশাল॥
ধূসর বরণ বস্ত্র কবে পরিধান।
কটিতে কিংকিণী বাজে রুনুঝুনু গান॥
বীণা বেণু আর হাতে কাচনি পাঁচনি।
নানা আভরণ অঙ্গে বিনোদ সাজনি॥
অনুক্ষণ করিতেছে নটন বিহার।
নবনীতে সমধিক প্রীতি যে তাঁহার॥ ৫৭॥

দেবদত্ত গোপাল

ধানশী

দেবদত্ত গোপাল যে দূর্বাদলশ্যাম।
অরুণ বসন পরে অতি অনুপাম॥
রঙীন পাগড়ি প্যাঁচ উড়িছে পবনে।
নব কিশলয় তার দুলিছে শ্রবণে॥
গলায় দুলিছে হার মুকুতা প্রবাল।
মৃগমদ চন্দন তিলক শোভে ভাল॥
কেয়ুর শোভিত ভুজ সঘনে দোলায়।
রুনুরুনু সঘনে নূপুর বাজে পায়॥
ধড়ায় মুরলী করে কনক পাঁচনি।
বনফুল-মালায় ধূসর তনুখানি॥ ৫৮॥

সুনন্দ গোপাল

ধানশী

সুন্দর বরণ দেখি সুনন্দ গোপাল।
সুন্দর আকৃতি তাঁর গলে বনমাল॥
কনকবরণ ধটী কটির আঁটনি।
দোলয়ে সুন্দর তাহে পাটের থুপনি॥
বিনোদ পাগড়ী মাথে তাহে ফুল আভা।
উড়িছে ভ্রমর তাহে মকরন্দলোভা॥
সুগন্ধি ফোঁটার ছটা কপালে উজ্জ্বল।
রতন কুণ্ডল দুটি কানে ঝলমল॥
শুদ্ধ সুবর্ণের সুবিচিত্র অলংকার।
গলায় দুলিছে গজমুকুতার হার॥
অনুখণ গাইছেন মনোহর গীত।
পরম পবিত্র সেই শ্রীকৃষ্ণ চরিত॥
বিনোদ বাঁকুয়া হাতে ধড়ায় মুরলি।
সর্ব অঙ্গে বিভূষিত গোক্ষুরের ধূলি॥ ৫৯॥

বরূথপ গোপাল

ধানশী

বরূথপ গোপাল যে অতি মনোহর।
সিন্দূরবরণ অতি স্নিগ্ধ কলেবর॥
ধবল বসন পরে গলে বনমাল।
অরুণবরণ দুটি নয়ন বিশাল॥
ভুবনমোহন রূপ অপরূপ ছান্দ।
হেরিতে মলিন কত পূর্ণিমার চান্দ॥
বিনোদ পাগড়ি প্যাঁচ পিঠে ঝলমল।
ঝিকিমিকি করে দুটি শ্রবণে কুণ্ডল॥
হাত দোলাইয়া যায় বাম করে বাঁশী।
আধ আধ বচন কহিছে মৃদু হাসি॥ ৬০॥

নন্দক গোপাল

ধানশী

নন্দক গোপাল যেন দূর্বাদলশ্যাম।
রাতুল বসন পরে অতি অনুপাম॥
মেদুর মধুর হাসি কমল বিকাশে।
সদায় আনন্দলীলা কৌতুক প্রকাশে॥
বিনোদ চূড়াটি তাহে নাগেশ্বর গাঁথা।
চন্দন তিলক তাহে মৃগমদলতা॥
নানা আভরণ অঙ্গে ফুলে করে আলা।
উরপরে দুলিছে বনজ ফুলমালা॥
কাচনি মুরলী করে কনক পাঁচনি।
চলিতে নূপুর বাজে রুনুঝুনু ধ্বনি॥ ৬১॥

বলদেবের রূপ

সুহই

দিনমণিবল্লভ দুহু করপল্লব
সুবলিত অঙ্গুলি সুছান্দ।
উজ্জ্বল অঙ্গুলি মাঝে রতন অঙ্গুরি সাজে
মুখের লাবণি সদ্য চান্দ॥
সবুয়া সুন্দর কটি মেঘবরণ ধটী
অঞ্চল চঞ্চল পদ আগে।
কনয়া কিঙ্কিণীজাল রুনুঝুনু বাজে ভাল
অঙ্গদ ভূষিত ধৌত রাগে॥
রাতা উতপল জিনি রাঙ্গা শ্রীচরণ খানি
রতন মঞ্জীর বাম পায়।
বলরাম বড় রঙ্গে বাম করে ধবি শিঙ্গে
রহি রহি গভীর বাজায॥
যাব গুণ শ্রুতি মাত্র পুলকে পুরয়ে গাত্র
তার রূপ কে কহিতে পারে।
জ্ঞানদাসেতে ভণে এতেক রাখাল সনে
বিহরই যমুনার তীরে॥ ৬২॥

সুহই

পহিরণ নীলাম্বর ধবল বরণ।
করে ধরে শিঙ্গা মত্তগজেন্দ্রগমন॥
পদদুই চলে পুন চলিতে না পারে।
সুস্থির হইতে নারে ঢলি ঢলি পড়ে॥
পড়িয়া আপনি উঠে আপনি অস্থির।
বারুণী বলিয়ে পিয়ে যমুনার নীর॥
বারুণী বারুণী বলি সখাগণে চায়।
ক্ষণে ক্ষণে ধরণী পড়িয়া গড়ি যায॥
অরুণ নয়ন করি অধর কাঁপায়।
ভয় মানি কেহ তার নিকটে না যায়॥
আপনার ছায়া দেখি তারে কহে কথা।
আপনি কহিয়া কথা নিজে নাড়ে মাথা॥
খেনে হাসে খেনে কান্দে বিবিধ বিকার।
বালকের সঙ্গে খেলে করয়ে বিহার॥
কেহ গায় কেহ বায় কেহ তাল ধরে।
আনন্দে নাচয়ে ব্রজবালক ভিতরে॥
একুই কুণ্ডল মাত্র বাম কানে দোলে।
একুই নূপুর বাম চরণ কমলে॥
ধরণী লোটায় নীল ধড়ার অঞ্চল।
বিগলিত হইয়াছে বেণীর কুন্তল॥
খনে তরুতলে বসি দোলায় শরীর।
টলমল করে ক্ষিতি ভরে নহে স্থির॥
দেখিয়া বালকগণ খনে খনে হাসে।
খনে খনে ভজে খনে পিরীতি সম্ভাষে॥
নির্ম্মল ধরণীতলে দেখিতে সুছান্দ।
দিবসে উদয যেন পূর্ণিমার চান্দ॥
কৃষ্ণক্রীড়ারসে দিকবিদিক্ না মানে।
আনন্দে বলাইএব গুণ জ্ঞানদাস ভণে॥ ৬৩॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

ধানশী

সরস সিনান সমাপই সুন্দরী
মন্দিরে চলু সখি সাথ।
নিরজন জানি কানু তঁহি উপনীত
সহচর সুবল সাঙ্গাত॥
দেখরি মোহন গোকুলচন্দ।
রাধা রসবতি রসিক শিরোমণি
নব পরিচয অনুবন্ধ॥ ধ্রু॥
সহচরী পাশে হাসি হবি পুছযে
স্বরূপে কহবি বররামা।
রমণিসমাজে গজবরগামিনী
এ ধনি কে অনুপামা॥
সরস সম্বাদ সম্বাদই সহচরি
কনয় দামরুচি গোরি।
মাঝহি মাঝ বিরাজই এ ধনি
বৃষভানুরাজকিশোরি॥
শুনইতে নাম প্রেমে পরিপুবল
মাধব অমিয়া সিনান।
জ্ঞানদাস কহ আর কিয়ে বিছুরয়ে
নিশি দিশি ধরল ধেয়ান॥ ৬৪॥

ধানশী

হাসি বদনে আধ অঞ্চল দেল।
অঙ্গ মোড়ি পদ দুই তিন গেল॥
পাশ উদাসল পালটি নেহারি।
তহিঁ চলল মন বাহু পসারি॥
আজু পেখলুঁ মুঞি বিদগধ নারী।
মদন বাণ কত গেল উঘারি॥ ধ্রু॥
কেশ বিথারল পীঠ হিলোল।
মাথ আধ পর রহল নিচোল॥
পহিরণ ঝারি বান্ধল নীবিবন্ধ।
তবধরি নয়নে রহল কিয়ে ধন্দ॥
চাতুরি কতয়ে কয়ল মঝু আগে।
জীউ রহ আজি বড় পুণ ভাগে॥
কহইতে কি কহব কহই না পারি।
জ্ঞানদাস কহ বড় বিদগধ নারী॥ ৬৫॥

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী শ্রীরাধার প্রতি

ধানশী

হসইতে আয়লুঁ তুহুঁ ভেলি রোই।
বড় মুঞি বেদনী হেরইতে তোই॥
রূপকলারসে তুহুঁ ভেলি ভোরি।
পিয়া অনুরূপ বিহি না দিল তোরি॥
তুহুঁ যে সুচেতনি বুঝ সব কাজ।
মধুকর বিনু নহি মালতী সাজ॥
কহইতে চাহি বচন নাহি স্মার।
মৌনকে যাই সো অনুতাপ সার॥
ভাল মন্দ বুঝিতে না বুঝি তোর রীত।
সো পুন পাছে মিঠ আগে পুন তীত॥
অতএ যো মনোরথ কহবি নিচয়।
জ্ঞানদাস কহ সমুচিত হয়॥ ৬৬॥

তথারাগ

শুন শুন গুণবতি রাই।
তো বিনু আকুল কানাই॥ ধ্রু॥
সো তুয়া পরশক লাগি।
ছটফটি যামিনি জাগি॥
খিনতনু মদন-হুতাশে।
তেজই উতপত শ্বাসে॥
চীত-পুতলী সম দেহ।
মরম না বুঝয়ে কেহ॥
পুছিতে কহয়ে আধ ভাখি।
নিঝরে ঝরয়ে দুটি আঁখি॥
জ্ঞান কহয়ে তোহে সার।
করহ গমন-উপাচার॥ ৬৭॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি

ধানশী

হাম যাইতে পথে ভেটলুঁ গোরি।
তুয়া পরথাব কয়ল কছু থোরি॥

৬৬ আমাকে দেখিয়া আধবদনে অঞ্চল দিল। অঙ্গ মোড়া দিয়া দুই তিন পদ চলিয়া গেল। পালটি চাহিয়া পার্শ্বদেশ অনাবৃত করিল। তখনি আমার মন বাহু প্রসারিয়া (তাহার প্রতি) ধাবিত হইল। (এত দিন পর) আজ সুরসিকা রমণী দেখিলাম। কত মদনবাণ বর্ষণ করিয়া গেল। হিল্লোলিত কেশ পিঠের উপর ছড়াইয়া দিল। শাড়ীর আঁচল মাথার উপর অর্দ্ধেক রহিল। (অবগুণ্ঠন অর্দ্ধ উন্মোচিত করায় তাহার মুখকমল দর্শনের সুযোগ পাইলাম)। পরিধেয় বসন খুলিয়া পুনরায় নীবিবন্ধ (বস্ত্র বাঁধিবার কটিবন্ধ) বাঁধিল। সেই অবধি নয়নে কি এক ধাঁধা লাগিয়া রহিল। আমার আগে কত যে চাতুর্য্য বিস্তার করিল। আজ বহু পুণ্যফলে প্রাণ রহিল। কি বলিব, কিছুই বলিতে পারিতেছি না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, রমণী অত্যন্ত সুরসিকা।

৬৭ হাসিতে আসিলাম। তুমি কাঁদিতে লাগিলে। তোমাকে দেখিয়া মনে বড় বেদনা পাই। তুমি রূপে কলারসে সুসম্পূর্ণা। বিধাতা তোমাকে মনের মত প্রিয়তম দেয় নাই। তুমি তো সুচতুরা, সবই বুঝিতে পার। ভ্রমর ভিন্ন মালতী সাজে না। বলিতে চাই, মুখে বাক্য সরে না। চুপ করিয়া থাকি, অনুতাপ সার হয়। ভালমন্দ বিচার করিয়া তোমার রীতি বুঝিতে পারি না। আগে তিতা পিছে মিঠা, সেই ভাল। অতএব তোমার মনের কথা নিশ্চয় করিয়া বল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, তাহাই তো সমুচিত।

সজল নয়নে ধনী মঝু মুখ হেরি।
আরতি রহল কহব পুন বেরি॥
শুন শুন মাধব নিজ পুণভাগ।
রাই কমলিনী তোহে এত অনুরাগ॥
পুলকি রহল তনু পুন পরসঙ্গ।
নীপ নিকরে কিয়ে পুজল অনঙ্গ॥
অধর শুখায়ল দীঘ নিশাস।
জনু অনুরোধে ঝাঁপল নিজ বাস॥
কত কত ভাব পেখলুঁ হাম তাই।
ধনি ধনি তুহুঁ ধনি রসবতী রাই॥
ধাতা বিদগধ ঐছন সাজ।
জ্ঞানদাস কহ সমুচিত কাজ॥ ৬৮॥

ধানশী

হাসি রহল করে বয়ান ঝাঁপাই।
মধুর সম্ভাষই মধুরিম চাই॥
আন দিন শ্রবণে না দেই পরথাব।
আজি আপনে ধনী কাহিনী সুধাব॥
শুন শুন মাধব উলসিত অঙ্গ।
কমলিনী কয়ল তুয়া পরসঙ্গ॥ ধ্রু॥
শুনইতে তৈখনে যো করু চিত।
কাহে কহব কেবা যায়ে পরতীত॥
এত দিনে জানল সিধি ভেল কাজ।
দূরে গেল দুসহ দুগুণ মঝু লাজ॥
লোচন লোর লুকায়ল গোরি।
পুলক প্রচুর কয়লি ধনী চোরি॥
শুভ ভেল অশুভ গেল সব দূরে।
জ্ঞানদাস কহ মনোরথ পূরে॥ ৬৯॥

গান্ধার

মন্দির মাঝে বৈঠল বরসুন্দরী
দিনকর দুপর ঠানে।
যব হাম পুছলুঁ পিরীতিসম্ভাষণ
প্রেমজলে ভরল নয়ানে॥
মাধব তুয়া অনুরাগিনী রাধা।
তুয়া পরসঙ্গে অঙ্গ সব পুলকিত
না মানয়ে গুরুজনবাধা॥ ধ্রু॥
ভাবে ভরল তনু পুন পুন কম্পিত
পুন পুন শ্যামরি গোরী।
পুন পুছত পুন দীগ নেহারত
ভূমে শুতয়ে পুন বেরি॥
ফুয়েল কবরী উরহি লোটায়ত
কোরে করত তুয়া ভানে।
জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ ভালে সমুঝহ
কোন করব রীতে আনে॥ ৭০॥

শ্রীরাধার আপ্তদূতী

গান্ধার

সহজে নূনিক পুতলি গোরি।
জারল বিরহআনলে তোরি॥

---

৬৮ আমি পথে যাইতে গৌরীর (রাধার) সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। অতি অল্পই তোমার সম্বন্ধে কিছু বলিলাম। ধনি, আবার কি বলিব সেই আকাঙ্ক্ষায় আমার মুখপানে সজল চক্ষে চাহিয়া রহিল! মাধব শোন, তোমার পুণ্যভাগ্যের কথা শোন। রাই কমলিনীর তোমার প্রতি এতই অনুরাগ। পুনরায় তোমার প্রসঙ্গ করিতেই তাহার দেহ পুলকিত হইল, যেন কদম্ব ফুলদামে মদনের পূজা করিল। তাহার অধর শুষ্ক হইল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। যেন (লজ্জার) অনুরোধেই নিজ বসন সম্বরণ করিল। আমি তাহার কত ভাব যে দেখিলাম। ধন্য ধন্য তুমি। ধন্যা রসবতী রাই। বিদগ্ধ বিধাতা এই সাজ করিয়াছেন। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, বিধির যোগ্য কাজ!

৬৯ হাসিয়া হাতে মুখ ঢাকিয়া রহিল। মধুরভাবে চাহিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিল। অন্যদিন তোমার প্রসঙ্গ কানে তোলে না। আজ ধনী নিজ হইতেই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিল। শোন মাধব শোন; উল্লাসিতা কমলিনী আজ তোমার প্রসঙ্গ তুলিল। শুনিয়া তখনই আমার মন কেমন করিতে লাগিল, কাহাকে বলিব, কে প্রত্যয় করিবে? এতদিনে জানিলাম, কাজ সিদ্ধ হইল। দুঃসহ দ্বিগুণ লজ্জা দূরে গেল। গৌরী (রাধা) নয়নের জল লুকাইল। ধনী অঙ্গের প্রচুর পুলক গোপন করিল। মঙ্গল হইল। অমঙ্গল সব দূরে গেল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, মনোরথ পূর্ণ হইল।

বরণ কাঞ্চন এ দশবাণ।
শ্যামরি সোঙরি তোহারি নাম॥
শুনহ মাধব কহলুঁ তোয়।
সমতি না দেই সতত রোয়॥ ধ্রু॥
অরুণ অধর বান্ধুলি ফুল।
পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুর তুল॥
ফুয়ল কবরী উরহি লোল।
সুমেরু উপরে চামর ডোল॥
গলায় এ গজমোতিম হার।
বসন বহিতে গুরুয়া ভার॥
অঙ্গুলঅঙ্গুরি বলয়া ভেল।
জ্ঞান কহে দুখ মদন দেল॥ ৭১॥

সুহই

অপরূপ তুয়া মুরলি ধ্বনি।
লালসা বাড়ল শবদ শুনি॥
কিরূপে এরূপ দেখিয়া সেহ।
উদবেগে ধনি না ধরে দেহ॥
জাগিয়া জাগিয়া হইল খীন।
অসিত চান্দের উদয় দিন॥
জড়িত হৃদয় ঝরয়ে স্বেদ।
অতি বেয়াকুল করয়ে খেদ॥
পাণ্ডুর বরণ বিয়াধি-বাধা।
মুরছি নিশ্বাস হরল রাধা॥
অব যদি তুহুঁ মিলহ তায়।
গোকুল-মঙ্গল সভাই গায়॥
জ্ঞানদাস কহে শুনহে শ্যাম।
জীবন-ঔখদ তোহারি নাম॥ ৭২॥

নবোঢ়া মিলন

সখীশিক্ষা

শ্রীরাধার প্রতি

সুহই

পহিলহি দরশনে সোঁপবি সেবা।
পুছইতে কুশল উতর নাহি দেবা॥
শুন শুন সজনী তু বরি সিয়ানি।
কহবি ন কহবি রাখব নিজ মানি॥
সহজই সুচতুর গোপ কানাই।
অবসর বুঝই করবি চতুরাই॥
যব চিতে বুঝবি বড় অনুরাগ।
তৈখনে কহবি হৃদয়ে জনু লাগ॥
জানিয়ে তুহু বড় বিদগধ নারি।
সংকেতে জানায়বি আখর চারি॥[১]
সো দিন অবধি রহব পতিআশে।
জ্ঞানদাস কহ গুরুয় পিয়াসে॥ ৭৩॥

সখীর প্রতি সখীর উক্তি

ধানশী

যব কানু নিকটে যাই কিছু বোলি।
লাজে কমলমুখি রহু মুখ মোড়ি॥
আরতিল নাহ খিনয় বেরি বেরি।
ধনি মুখচাঁদে আধ আঁচল দেলি॥
রাধা কানুক পহিল আলাপ।
মনমথ মাঝে মন্ত্র করু জাপ॥ ধ্রু॥
বাহু পশারল গোকুলনাহ।
আছইতে আশ না করে নিরবাহ॥
ভূখিল মনোরথ না পুরয়ে আশ।
চান্দকলা নহে তিমির বিনাশ॥
ভাবে বিভোর পহুঁ লহু লহু হাস।
রাই শিথিল মুখ বহ নিশোয়াস॥
পরশিতে চিবুক নয়নে ভেল রঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহ উলসিত অঙ্গ॥ ৭৪॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি

তিরোতিয়া

উরজ উঠল জনু বদরি।
করে জনি ঝাঁপহ সগরি॥
পরবোধি পরশিহ থোরে।
কমলিনী করিবরকোরে॥

৭৩ ১। চারি আখর অর্থাৎ অনুরাগ, সংকেতে অনুরাগ জানাইবে।

মাধব তুয়া পায়ে সোঁপলুঁ গোরি।
তুহুঁ বিদগধবর এহ রস থোরি॥
সাচল নবনীক পুতলি।
অরুণকিরণে জনু সুতলি॥
সরস না হয় ভরমে।
চান্দ আরোপল জলধর ঠামে॥
সহজী সহজে কর করমে।
ধরম রাখি যদি রাখয়ে ধরমে॥
বৈদগধি দূতী বিচারে।
জ্ঞানদাস কহ এহ রসসারে॥ ৭৫॥

ধানশী

দুতিয়ক চান্দ সবহুঁ নাহি হেরিয়ে
পুণিম সময়ে পরভাব।
ঐছন শ্রম রস- পরশন ঐছন
না জানিয়ে কিয়ে সুখ পাব॥
এ হরি এ হরি কি বলিয়ে পারি।
তুহুঁ মত কুঞ্জর কমলিনী নারী॥ ধ্রু॥
নিতি নিতি রাতি শীতে দেখ অতিশয়
বরিখয়ে লাখ তুষার।
তাপে উতাপিত তিরপিত নহে ক্ষিতি
যব নহে জলধর-ধার॥
কনকশিল্পী জনু শারি সরণ রেণু
ঐছন রসবতী নেহ।
জ্ঞানদাস কহ বুঝিয়া না বুঝহ
এ মোহে বড়ই সন্দেহ॥ ৭৬॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

শ্রীরাগ

তুহুঁ বিদগধবর তরুণীপরাণ।
আজু শুনলোঁ মুঞি মনমথ নাম॥
অঞ্চল পরশিতে অন্তর কাঁপ।
রমণী সহয়ে কিয়ে এতএ আলাপ॥
এ হরি পরিহার অতয়ে আমার।
হাম কিছু না বুঝি ও রসবিচার॥
আরতি অধিক নাহি কিছু লাভ।
দারিদ ঘর যাচক নাহি যাব॥
জল বিনু জলচর না করয়ে কেলি।
কলিকা কমলে ভ্রমর নহ মেলি॥
দেখইতে শুনইতে লাগু তরাস।
আজু পুছব মুঞি প্রিয়সখীপাশ॥
সো যব জানয়ে এ সব সুধি।
জ্ঞানদাস কহ ভাল কহ বুধি॥ ৭৭॥

শ্রীরাগ

অলপ বয়সে মোব রস পরকাশ।
না পুরে অলপ ধনে দারিদ আশ॥
হামারি পরশরস কৃপণক দান।
অমিয়া ভরমে কেহ করু বিষ পান॥
এ হরি এ হরি না ধরহ চীর।
হাম অবলা তুহুঁ রতিরণধীর॥ ধ্রু॥
তরল নয়ানশর অথির সন্ধান।
শিখাওল নবীন গুরু পাঁচবাণ॥
লহু লহু হাস বচন আধ মীঠ।
অবেকত মুকুরে বেকত নহ দীঠ॥
শিশির সময় নহ পিককুল গাব।
কলিকা কমলে ভ্রমরা নাহি যাব॥
অতয়ে জানি অব কর অবধান।
জ্ঞানদাস কহ নাহি মন মান॥ ৭৮॥

৭৬ দ্বিতীয়ার চাঁদ সকলে দেখে না। পূর্ণিমার সময়েই তাহাব প্রভাব। (বালা নায়িকার সঙ্গে মিলনের জন্য) এত পরিশ্রম, এই স্পর্শে না জানি কি সুখ পাইবে। ওহে মত্ত কুঞ্জর, নারী কমলিনী! দেখ, শীতের সময় রাত্রে নিত্য নিত্য লক্ষ তুষারকণা অতিশয় বর্ষিত হয়। কিন্তু যতক্ষণ জলধর বারি-বর্ষণ না করে, ততক্ষণ তাপে উত্তাপিত ক্ষিতি তৃপ্ত হয় না (তেমনই তোমাকে শ্রীরাধার স্বেচ্ছাদত্ত দানের প্রতীক্ষায় থাকিতে হইবে)। স্বর্ণকার যেমন রেণু রেণু স্বর্ণ সংগ্রহ করে, অমনি রসবতীর প্রেম (তোমাকে তিলে তিলে বাড়াইতে হইবে)। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, বুঝিয়াও যেন বুঝিতেছ না। ইহাতে আমার বড়ই সন্দেহ হইতেছে।

দূতীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

ধানশী

পহিলহি ইথে কঠিনী যব লায়লি
শুভ দিন শুভ খণ চাই।
ততে জনমে যত বুধি শুধি সব গেল
লাভকে মূল হারাই॥
জানলুঁ পিরীতিক আঁখর তিন।
পঠইতে শুনইতে জনম অবধি যায়ে
না বুঝিএ রাতি কি দিন॥
ধরম করম সব দূরে তেয়াগলুঁ
উপজল পাপ বেয়াধি।
করত যে মরম অকরম দেই ফল
অবিরত রহত সমাধি॥
প্রেম হেম সম কহই কোই জন
সো বুঝি ঠাম অঠামে।
জ্ঞানদাস কহ তবহুঁ সফল নহ
অলি অম্বুজমধুপানে॥ ৭৯॥

শ্রীরাগ

প্রেম পরাণ একু ঠামে।
কেহো না করে বোল কানুক বামে॥
নাহক অন্তর জানি।
অতএ করল অনুমানি॥
সজনি কে জানে উপায়ে।
পরশিলে পালটি না যায়ে॥ ধ্রু॥
ঐছন কানুক সুসঙ্গ।
জনু চাঁদ কয়ল মৃগ অঙ্ক॥
অন্তরে জানিয়ে তিলেক।
ছায়া তনু জনু এক॥
পিরীতিক জীউ অধীন।
যৈছে জলে রহ মীন॥
জ্ঞানদাস সরস আভোগ।
মিলহি যোগহি যোগ॥ ৮০॥

অভিসার

ধানশী

কানু অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর
রহই না পারই গেহে।
গুরুদুরুজনভয় কছু নাহি মানয়ে
চীর নাহি সম্বরু দেহে॥
দেখ দেখ নব অনুরাগক রীত।
ঘন আন্ধিয়ার ভুজগভয় কত শত
তৃণহু না মানয়ে ভীত॥ ধ্রু॥
সখিগণ সঙ্গ তেজি চলু একসরি
হেরি সহচরীগণ ধায়।
অদভুত প্রেম- তরঙ্গে তরঙ্গিত
তবহুঁ সঙ্গ নাহি পায়॥।
চললি কলাবতি অতিশয় রসভরে
পন্থ বিপথ নাহি মান।
জ্ঞানদাস কহ এহ অপরূপ নহ
মনহি উজোরল কান॥ ৮১॥

---

৭৯ ওলো নিষ্ঠুরা, শুভদিন শুভক্ষণ চাহিয়া প্রথম যেদিন আমাকে এখানে আনিলে, সেদিনই জন্মের মত বুদ্ধিশুদ্ধি সব গেল; মূল হারাইলাম। জানিলাম, পিরীতি এই তিন আখর পড়িতে শুনিতেই জন্ম যায়। রাত্রি দিন বুঝা যায় না। ধর্ম্মকর্ম্ম সব দূরে ত্যাগ করিলাম। পাপব্যাধি জন্মিল। অন্তর যেরূপ করিতেছে, অকর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছি। অবিরত তাহাতেই মগ্ন হইয়া আছি। কেহ কেহ বলে প্রেম হেম দুইই সমান। সে বোধ হয় স্থান অস্থান ভেদে। (কোথাও প্রেম হেম সমতুল, কোথাও যাতনা দায়ক)। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, তবু তো এখনও ভ্রমর কমলের মধুপানে সফল হয় নাই।

৮০ প্রেম প্রাণ একঠাঁই। কেহ কানুর কথায় অন্যমত করে না। নাথের অন্তর জানি। অতএব অনুমান করিতেছি। সজনি, কে উপায় জানে? স্পর্শ করিলে আর ফিরিয়া আসা যায় না। এমনই কানুর স্পর্শসুখ। চাঁদ যেন মৃগকে কোল দিল। (কানুর স্পর্শ কলঙ্কিত করিল)। অন্তরে তিলেকেই জানিলাম, ছায়া এবং দেহ যেন এক। (সে দেহ আমি ছায়া, সেই ক্ষণেই জানিয়াছি) জীবন পিরীতির অধীন। জলে যেমন মীন থাকে। জ্ঞানদাস সরস কথা বলিতেছেন। যোগ্যে যোগ্যে মিলন ঘটিতেছে। অথবা যুগলে যুক্ত থাকুক।

দিনান্তরে

ভূপালী

সখিগণ বচনে বনায়ল বেশ।
বিরচিল কবরি আঁচড়ি নিজ কেশ॥
ভালহি দেয়ল সিন্দুর বিন্দু।
চন্দন রেখ শোভয়ে আধ ইন্দু॥
কত কত আভরণ সজায়ল অঙ্গে।
হেরইতে মুরছয়ে কতহুঁ অনঙ্গে॥
নীলবসনে তনু ঝাঁপলি গোরি।
চললি নিকুঞ্জে শ্যামরসে ভোরি॥
মদনমোহন মনমোহিনি নারি।
জ্ঞানদাস কহে যাঙ বলিহারি॥ ৮২॥

মল্লার

কমলবয়নি কনককাঁতি।
মুকুতানিকর দশনপাঁতি॥
নাসা তিল মৃদু কুসুম তুল।
কাজরে মাজল দিঠি দুকুল॥
চললি হরিণনয়নি রাই।
ত্রিভুবন জিনি উপমা নাই॥
অরুণ অধরে হসন ইন্দু।
চিবুকে মধুর শ্যামল বিন্দু॥
উচ কুচযুগ কনক গিরি।
হিয়ার মাঝারে মাণিকছিরি॥
পবন তরল বসন মেলি।
দামিনি বেঢ়লি চাঁদনি বেলি॥
বিদ্রুমসারি রসের সাজ।
রবিশিলা যত তটিনি মাঝ॥
রোমলতাবলি ভুজগি ভান।
নাভিসরোবরে করু পয়ান॥
কেশরি সোসরি মাঝরি অঙ্গ।
ত্রিবলি যৌবন জলতরঙ্গ॥
মদনবিমান চারু নিতম্ব।
উলট কদলি উরু আরম্ভ॥
বেনিয়ে বান্ধল বেনন জাদ।
উলট কমল ফুটল আধ॥
কটির উপর কিঙ্কিণি নাদ।
রতন মঞ্জির করু বিবাদ॥
চরণকমল শীতল ছায়।
জ্ঞানদাস মন জুড়ায় তায়॥ ৮৩॥

কেদার

শ্যামঅভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা।
নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা॥
সুকুঞ্চিত কেশে রাই বাঁধিয়া কবরি।
কুন্তলে বকুলমালা গুঞ্জরে ভ্রমরি॥
নাসায় বেশর দোলে মারুত হিলোলে।
নবীন কোকিলা জিনি আধ আধ বোলে॥
কত কোটি চাঁদ জিনি বদনের শোভা।
প্রেমবিলাসিনী রাই কানুমনোলোভা॥
ভালে সে সিন্দুরবিন্দু চন্দনের রেখা।
জলদে ঝাঁপল চাঁদ আধ দিছে দেখা॥
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ আধ চলে আর পড়ে মুরছিয়া॥
ববাব খমক বীণা সুমেল করিয়া।
বৃন্দাবনে প্রবেশিলা জয় জয় দিয়া॥
নূপুরের রুণুঝুণু পড়ে গেল সাড়া।
নাগর উঠিয়া বলে রাই আইল পারা॥
বৃন্দাবনে গিয়া রাই চারিদিকে চায়।
মাধবীলতার তলে দেখে শ্যামরায়॥
শ্যামকোরে মিলল রসের মঞ্জরি।
জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গাচরণমাধুরী॥ ৮৪॥

বসন্তাভিসার

ভূপালী

নব মধুমাস কুসুমময় গন্ধ।
রজনি উজোরল গগনহি চন্দ॥
মলয়পবন বহে সৌরভ মেলি।
কোকিল রাব ভ্রমর করু কেলি॥
ঐছে রজনি হেরি রসবতি রাই।
সহচরি সহ নিজ বেশ বনাই॥

অবহিঁ চললি ধনি কালিন্দিতীর।
অপরূপ শোভন ধীর সমীর॥
সখিগণ সহ তহিঁ মীলল কান।
দুহুঁ জন হেরই দুহার বয়ান॥
দুহুঁ মুখ হেরইতে মৃদু মৃদু হাস।
জ্ঞানদাস কহ দুহুঁক বিলাস॥ ৮৫॥

শ্রীকৃষ্ণের অভিসার

ধানশী

দূতিক বচন শুনি নাগররাজ।
অন্তরে পায়ল বহুতর লাজ॥
ইঙ্গিতে বুঝল সো আশোয়াস।
মন মাহা হোয়ল বহুত উলাস॥
তবহি সফল করি জীবন মান।
তাকর সঞে হরি করল পয়ান॥
পন্থহি কত কত ভাবে বিভোর।
ঐছনে পাওল কুঞ্জক ওর॥
জ্ঞানদাস কহ অপরূপ রূপ।
যুগল মিলল দুহুঁ রসকূপ॥ ৮৬॥

রসালস

ললিত

রাধামাধব দোঁহে অতি মনোহর।
উঠিয়া বসিলা পুষ্পশয্যার উপর॥
রতির আলসে আঁখি মেলিতে না পারে।
দুহুঁ ঢুলি ঢুলি পড়ে দোঁহার উপরে॥
কর্পূর তাম্বূল চুয়া সুগন্ধি চন্দন।
মঙ্গল আরতি সখী করয়ে সেবন॥
শুনি চমকিত মন কোকিলের রায়।
জ্ঞানদাস দুহুঁ রসালস গায়॥ ৮৭॥

বিভাস

উঠল নাগর বর নিদের আলিসে।
দুটি আঁখি ঢুলু ঢুলু হিলন বালিশে॥
বাহু পসারিয়া ধনী বঁধু নিল কোরে।
অনিমিখ লোচনেতে বদন নেহারে॥
সুবাসিত জল আনি বদন পাখালে।
বদন মোছায় ধনী নেতের আঁচলে॥
যেখানে যা বিগলিত হৈয়াছিল বেশে।
সাজাইল প্রাণনাথে মনের আবেশে॥
হাসি হাসি এক সখী বাঁশী করে দিল।
বাঁশী বেশ পাইয়া নাগর হরষিত ভেল॥
জ্ঞানদাসেতে বলে বলিহারি যাই।
এমন দোঁহার প্রেম কভু দেখি নাই॥ ৮৮॥

কুঞ্জভঙ্গ

বিভাস

প্রাণনাথ কি বলিব তোরে।
জাগিল গোকুলের লোক কেমনে যাব ঘরে॥
তোমার পীতধটি আমারে দেহ পরি।
উভ করি বাঁধ চূড়া আউলাইয়া কবরি॥
কানের কুণ্ডল দেহ হাতের মুরলী।
কোলেতে আনিয়া দেহ নবীন বাছুরি॥
জ্ঞানদাস কহ কানাই পাসলি কর দূর।
চরণে পরাও তুমি কনক নূপুর॥ ৮৯॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীরাধার বেশবিন্যাস

ধানশী

অঞ্জনে রঞ্জল দিঠি অরবিন্দে।
ভূলল মধুকর অতি মকরন্দে॥
হেমমুকুরশোভা করয়ে ললাট।
সিন্দূরে সুন্দর মনমথপাট॥
সহজই সুন্দরী অতি রসভার।
বিদগধ নায়র করয়ে শিঙ্গার॥ ধ্রু॥
ইন্দু কোটি জিনি চন্দনবিন্দু।
রচইতে নায়র পড়ু রসসিন্ধু॥
চিকুর বনায়ল কাল ভুজঙ্গ।
হেরইতে পুলকে হরখে পহুঁঅঙ্গ॥

চন্দনে পাণ্ডুর করু কুচকুম্ভ।
দুধে সিনায়ল কাঞ্চন শম্ভু॥
বেশ বনাইতে না পায় ওর।
জ্ঞানদাস কহ নায়র ভোর॥ ৯০॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পরের বেশবিন্যাস

ধানশী

পহিলহি নায়র করল আরম্ভ।
সিন্দুরে সুন্দর করিবরকুম্ভ॥
বিদগধ নায়রি অধিক সুজান।
চন্দন-চান্দ কয়ল নিরমাণ॥
কি কহব রে সখি রস অবশেষ।
দুহুঁ বনাওল দুহুঁ জন বেশ॥ ধ্রু॥
অঞ্জনে রঞ্জল খঞ্জনজোড়।
কাজর চঞ্চরি কঞ্জহি কোব॥
বিবিধ কুসুমে করু কুন্তল সাজ।
কবরী বনাওল বিদগধরাজ॥
বতনজড়িত মণিকাঞ্চনদাম।
চূড়া চিকণ কয়ল অনুপাম॥
দুহুঁজন বেশে ভেল দুহুঁজন ভোর।
জ্ঞানদাস কহ বৈদগধি ওব॥ ৯১॥

যুগল-মিলন

কেদার

দুহুঁ দোহাঁ দরশনে উলসিত ভেল।
আকুল অমিয়াসাগরে ডুবি গেল॥ ধ্রু॥
দুহুঁ দিঠি দুহুঁ মুখে অবধি নাহিক সুখে
পুলকে পুরল দুহুঁ তনু।
বেঢ়ল সখীর ঠাট যৈছন চান্দের হাট
তার মাঝে সাজে রাধা কানু॥
দোহাঁর রূপের ছান্দে মদন পড়িয়া কান্দে
সুধাকর কিরণ লুকায়।
দোহাঁর মুখের বাণী অমিয়া অধিক শুনি
[illegible] শ্রবণ জুড়ায়॥
দোহাঁর মাধুরীগুণে উলসিত সখীগণে
নানা ফুলে দোঁহারে সাজায়।
সুগন্ধি চন্দন দিয়া কর্পূর তাম্বূল লৈয়া
বিশাখিকা দোঁহারে যোগায়॥
ললিতা ইঙ্গিত পাঞা মালিনী আইল ধাঞা
বিনি সুতে গাঁথি ফুলহার।
দেওল দোঁহার গলে হিয়ার উপরে দোলে
জ্ঞান হেরে যুগল বিহার॥ ৯২॥

নিকুঞ্জবিহার

কেদাব

ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল নিভৃত নিকুঞ্জহি
দুহুঁ মুখ হেবি দুহুঁ ভোর।
নযন নযনবাণে আকুল দুহুঁ তনু
ধনি লেই কোবে অগোর॥
দেখ সখি বাধামাধবপ্রেম।
অধবে অধব মেলি ঘন ঘন চুম্বই
যৈছন দাবিদ হেম॥ ধ্রু॥
কুচে কর পরশনে আকুল মাধব
ভুজে ভুজে বন্ধন কেল।
থির বিজুরি জনু জলদে ঝাঁপি বহু
ঐছন অপরূপ ভেল॥
নাবি পুরুখ দুহুঁ লখই না পাবই
হেরইতে লোচন ভুল।
জ্ঞানদাস কহ অপরূপ দুহুঁ জন
দুহুঁক প্রেম নাহি তুল॥ ৯৩॥

মানান্তে মিলন

তথারাগ

গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক।
বয়ানে বয়ান রহু আরতি অনেক॥
মনে রহু মনসিজ শুতল শেজে।
নাহি পরকাশল থোরিহুঁ লাজে॥
মণিময় দীপ উজোরল গেহ।
সুকুসুম শেজহি ঝলমল দেহ॥

কোকিল কুহরত ভ্রমর ঝঙ্কার।
শারি শুক কত কপোত ফুকার॥
মলয়পবন বহ মন্দ সুগন্ধ।
দ্বিজকুলশবদ গীতঅনুবন্ধ॥
সুখময় মন্দির কালিন্দিতীর।
শুতল দুহুঁ জন কুঞ্জকুটীর॥
সখিগণ হেরই ঝরখাহিঁ ঝাঁকি।
আরতি অধিক তৃপত নহ আঁখি॥
কোই কোই সেবই শেজক পাশ।
জ্ঞানদাস কহ পূরল আশ॥ ৯৪॥

ভৈরবী

কুসুমশেজ প্বর কিশোরি কিশোর।
ঘুমল দুহুঁজন হিয়ে হিয়ে জোড়॥
অধরে অধর ধরি ভুজে ভুজে বন্ধ।
উরু উরু চরণ চরণ এক ছন্দ॥
কুন্দন কনক জড়িত নিলমণি।
নব মেঘে জড়ায়ল যেন সৌদামিনি॥
চাঁদে চাঁদে কমলে কমলে একমেলি।
চকোরে ভ্রমরে এক ঠাঁঞি করে কেলি॥
শিখিকোরে ভুজঙ্গিনি নাহি দুখ শোক।
যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক॥
অরুণে তিমিরে এক কোই না ভাগ।
কাম কামিনি এক কাম নাহি জাগ॥
কলহ কয়ল বহু রসনা রসনা।
বিহি মিলায়ল দুহুঁ হইল মগনা॥
সুর হেরি কুমুদ মুদিত নাহি ভেল।
জ্ঞানদাস কহে অদভুত কেল॥ ৯৫॥

রসোদ্গার

সখীর উক্তি

পঠমঞ্জরী

আজি কেনে তোমা এমন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে কি ভেল বেথা॥
কিবা বা মনেতে লাগিয়াছে।
দিঠি দিয়া কেবা দেখিয়াছে॥
বসন ভূষণ না রহে গায়।
রসের অংকুর উপজে তায়॥
যদি বা না কহ লোকের লাজে।
মরমী জনার মরমে বাজে॥
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিতেছে সাখী॥
তার ভাবে যদি এমন জান।
জ্ঞান কহে তবে কেন না মান॥ ৯৬॥

বরাড়ী

চলিতে না পার রসের ভরে।
আলস নয়ান আপনি ঝরে॥
ঘন ঘন তুমি বাহিরে যাও।
আন ছলে কত কথা বুঝাও॥
না জানিয়ে কিবা অন্তরে সুখে।
আঁচরে কাঞ্চন ঝলক মুখে॥
মরমে পিরীতি বেকত অঙ্গে।
তিলেক সোয়াথ না দেয় অনঙ্গে॥
কালা বরণ দেখি চমকি চাও।
ভাবে বেয়াকুল ওর না পাও॥
কপোলে পুলক বেকত দেখি।
প্রেমকলেবর ততহিঁ সাখী॥
জ্ঞানদাস রস ভাবিয়া গায়।
রসের বেভার লুকা না যায়॥ ৯৭॥

বরাড়ী

হাসি হাসি বয়ন লুকায়সি রাই।
শ্যাম সুনাগর রস অবগাই॥
অন্তরে অন্তরে পিরীতিনিবন্ধ।
লাজকপাট কয়ল মুখ বন্ধ॥
তিলে তিলে অঙ্গে পরতেখ হোই।
দুখ বিনু দুহুঁ দিঠি লহু রোই॥
নিতি নিতি সমুচিত সমুঝি অঙ্গ।
আজু আন রীত দেখি আন রঙ্গ॥

কহইতে না কহসি মোড়সি অঙ্গ।
বহু পরসাদ তোহে কয়ল অনঙ্গ॥
মন পরিতোষ দোষ নাহি দেহ।
জ্ঞানদাস কহ নব নব লেহ॥ ৯৮॥

গান্ধার

কাহে কানু ঘন ঘন আয়ত যায়ত
ফিরি ফিরি বয়ান নেহারি।
হাসি হাসি মুখশশী উগারে অমিয়রাশি
তোহে কিয়ে কয়ল পুছারি॥
সখি হে—কহ কিছু বচন বিশেষ।
হেন অনুমানি চিতে না জানি কাহার ভিতে
আছয়ে পিরীতি লব লেশ॥ ধ্রু॥
সহজে রসিকরাজ অলখিত সব কাজ
অনুভাবি ওর না পাই।
যাহার নয়নশরে জাতি কুল শীল হরে
ভাগ্যে ভাগ্যে আমরা এড়াই॥
একই নগরে বৈসে কখন এ দিগে আইসে
দেখি শুনি কাঁপয়ে পরাণ।
জ্ঞানদাস শুনি বলে তুমি কহ কোন ছলে
করিতে না পারি অনুমান॥ ৯৯॥

সুহই

চলইতে থকিত চকিত রহু কান।
হাসি নেহারল তোঁহারি বয়ান॥
চৌদিকে চাহি কহল কিছু থোর।
ধরণী না সম্বরে ও রস ওর॥
এ সখি এ সখি নিবেদলোঁ তোয়।
অকপটে কহবি না বঞ্চবি মোয়॥
তুহুঁ বরনারী চতুর বরনাহ।
অনুভবে জানি আছয়ে নিরবাহ॥
তুয়া সঞে পিরীতি কি রস আনঠাম।
কো ধনি গুপতে পুজয়ে নিতি কাম॥
শ্রবণ নয়নে ধনি রহল সমাধি।
ধক ধক অন্তরে উপজে বেয়াধি॥
এত জানি যব হয়ে পরসাদ।
জ্ঞানদাস কহ নহ পরমাদ॥ ১০০॥

কামোদ

রূপ কলা গুণ সব সম্পূরণ
ঐছন কানু বর নাহ।
আছিল আমার চিতে তুয়া সঞে মিলাইতে
ভালে ভেল বিহি নিরবাহ॥
সখি হে কাহে তুহুঁ মানসি লাজে।
বিহিপরসাদে সাধ সব পূরল
বুঝল মো অপরূপ কাজে॥
যাকর কাহিনি ছাড়ি তুহুঁ আন দিন
আন না শুনসি কানে।
বচন রচন করি সব উলটায়সি
আজু দেখি আন সন্ধানে॥
সব আন চীত রীত তুয়া অন্তর
বয়ন ঝাঁপসি এক হাতে।
জ্ঞানদাস কহ বচন আন নহ
কো পাতিয়ায়ব ইথে॥ ১০১॥

সিন্ধুড়া

অবহুঁ রভসরস কয়লহি ধাধস
ঝামর দুপর বেলি।
উলটল কবরি অম্বর নাহি সম্বরি
কহ কেবা গারি বা দেলি॥
সখি হে কোন এতহুঁ দুখ দেল।
বিকচ কমলফুল লোচন দুহুঁ তুল
অব কাহে মুদিত ভেল॥ ধ্রু॥
তাম্বুল অধরহি মধুর বিম্বফল
কীর কিবা দংশিল তাহে।
কুচশ্রীফল পর বিহগ কি বৈঠল
অরুণ রেখ ভেল কাহে॥
কাজর কপোল লোল অমিয়া ফল
সিন্দুর সুন্দর বয়ানে।
জ্ঞানদাস কহ চলহ চলহ সখি
রাইক মিলাহ সিনানে॥ ১০২॥

ভূপালী

একসরি যাইতে যামুন তীর।
অলখিতে আয়ল শ্যামশরীর॥

অসম্বরে ছিল মোর অঙ্গ উদাস।
কত বেরি বেরি হেরি হেরি মৃদুহাস॥
এ সখি এ সখি অপরূপ কাজে।
দীঠহি দীঠ পড়ল রহি লাজে॥
আগে আগে অনুসরি ফিরি ফিরি চায়।
বিহসি বয়নে ক্ষণে বয়ন লাগায়॥
আন ছলে কত যে করয়ে পরিহাস।
যে বুঝিয়ে ভালে সে কুলজা কুলনাশ॥
শুনইতে মধুর মুরলিরব থোর।
খসয়ে কাঁখের কুম্ভ নীবি নিচোর॥
কি দেখিলুঁ কি শুনিলুঁ কহনে না যায়।
জ্ঞানদাস কহে পিরীতি জুয়ায়॥১০৩॥

পরস্পর সংকেত

ধানশী

দুহুঁ দিঠিঅঞ্চল বচন সমাপল
চৌদিশে কত আছে আনে।
দুহুঁ জন বুঝল কেহো নাহি সমুঝল
ঐছন দুহুঁ যে সিয়ানে॥
সখি রাই কলাবতি কানে।
কি দুহুঁ মনোভব মনহি বুঝাওল
কিয়ে দুহুঁ আপন সুজানে॥
ভুজে ভুজে বান্ধি উরহি দরশায়ল
রমণী সমুঝল কাজে।
আপন শিরোরুহ করে পরশায়ল
সময় বুঝায়ল সাজে॥
করকমলে মুখ- কমল লুকায়ল
আন সমুঝায়ল নাহ।
জ্ঞানদাস কহ তরুণি উন নহ
তৈছে কয়ল নিরবাহ॥ ১০৪॥

শ্রীকৃষ্ণের রসোদ্‌গার

বরাড়ী

ছলে দরশায়ল উরজক ওর।
আপনি নেহারি হেরল মোহে থোর॥
বিহসি দশন আধ দরশন দেল।
ভুজে ভুজ বান্ধি অলপ চলি গেল॥
কি কহব রে সখি নারি সুজান।
হরখে বরখে কত মনমথবাণ॥
দুরহি মোহে পুন পালটি নেহারি।
তোড়ল কানড় কুসুম উঘারি॥
বসনক ওর ঝাঁপল তব গোরি।
লীলাকমলে মুখ রোপলি থোরি॥
বৈদগধি বিবিধ পসারল যেহ।
কোন মুগধ তাহে ধরু নিজ দেহ॥
ধনি ধনি তাক যাক ইহ নারি।
জ্ঞানদাস কহ ধনি জনা চারি॥ ১০৫॥

শ্রীরাধার রসোদ্‌গার

পঠমঞ্জরী

শুন শুন আরে সখি আজুক রঙ্গ।
রজনি গোঙায়লু সুপুরুখ সঙ্গ॥

---

১০৪ দুই জনেই নয়নভঙ্গীতে কথা শেষ করিল। চতুর্দ্দিকে কতনা অন্য লোক রহিয়াছে। দুই জনের কথা উহারা দুই জনেই বুঝিল। এমনই তাহারা চতুর যে (সে কথা) অন্য কেহ বুঝিতে পারিল না। সখি কলাবতী রাই আর (কলাবিদ্‌) কানু পরস্পরের কি মনোরথ (তাহা পরস্পরের) মনকে বুঝাইল। দুজনের আপন আপন কি সুজনতা (রসজ্ঞতা)। কানু আপনার বক্ষের উপর বাহুতে বাহুতে বাঁধিয়া (আলিঙ্গনের ইঙ্গিত) দেখাইল। রমণী (রাধা) কাজ বুঝিল। এবং কর দিয়া আপনার কেশ স্পর্শ করিয়া কেশসজ্জার ছলে সময় বুঝাইল (অর্থাৎ রজনীতে মিলনের কথা বলিল)। কিন্তু রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষায় অসামর্থ জানাইয়া করকমলে মুখ লুকাইয়া (কমল মুদিত হইলে সন্ধ্যায় অভিসারের অনুরোধ করিয়া) নাথ শ্রীকৃষ্ণ অন্যরূপ বুঝাইল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, তরুণী রাধাও কম যান না। সেইরূপ নির্ব্বাহ করিল (অর্থাৎ (সন্ধ্যায় অভিসারে সম্মতি জানাইল)।

মদনমনোহর সুন্দর বেশ।
মন্দিরে মোর কয়ল পরবেশ॥
পাণি পাণি গহি বসাওল পাশ।
শশি কুমুদিনি জনু উপজল হাস॥
কাঁচুলি ফাড়ি কুচকুম্ভ বিদার।
নিবিবন্ধ ফুগইতে টুটল হার॥
করে কর জোড়ি আলিঙ্গন দেল।
জ্ঞান কহে দারিদদুখ দূরে গেল॥ ১০৬॥

তথারাগ

যব কানু আওল মন্দিরমাঝে।
আঁচরে বদন ঝাঁপায়লু লাজে॥
করে কর বারি ফুয়ল চীর মোর।
পিয়া বড় ঢিঠ কর রাখল আগোর॥
কি কহব রে সখি কানুক নেহা।
ও সুখে মুগধী মুগধ মঝু দেহা॥ ধ্রু॥
প্রেমপরশরস কয়ল অপার।
কত পরথাপল পিরীতিপসার॥
চুম্বনে চুয়ল অধরক রাগ।
কি কহব সে সব সময় সোহাগ॥
নিবিড়আলিঙ্গনে বিগলিত স্বেদ।
লুবধ মনোভব নহ পরিছেদ॥
উপজল আরতি কহন না যায়।
জ্ঞানদাস কহ সীম কে পায়॥ ১০৭॥

ধানশী

এ সখি এ সখি কিয়ে করু দেহা।
জীবনক জীবন শ্যামর লেহা॥
উলশি না পাও জাও কোন ঠামে।
বান্ধি ফেলল বিহি জনু বিনু দামে॥
চাটু কয়ল যেন চিরদিন দাস।
জনু মনে মানিয়ে স্বপন-সম্ভাষ॥
যতয়ে আরতি করু তত উঠে খেদ।
তপত তেল জনু না হয়ে সম্ভেদ॥
অন্তরে কোপ অধিক হিয়া ডোল।
জ্ঞানদাস কহে সমুচিত বোল॥ ১০৮॥

শ্রীরাগ

রূপ হেরি লোচন তিরপিত ভেল।
গুণ শুনি শ্রবণ সফল ভৈ গেল॥
মনক মনোরথ মনমথ দেল।
চন্দনচাঁদে চিত হরি নেল॥
এ সখি এ সখি আজুক রঙ্গ।
শুধই সুধায় সিঁচিত ভেল অঙ্গ॥
আরতি গুরুয়া পিরীতি নহ থোর।
লাখ মুখে কহিতে না পাইয়ে ওর॥
পরশে অবশ তনু বেশ নিরঝম্প।
ঘামল সব তনু উপজল কম্প॥
সরস সম্ভাষণ হাস পরিপাটী।
তাম্বুল অধরে অধরে নেই বাঁটি॥
করি কত ভাতি কয়ল কত রঙ্গ।
জ্ঞান কহে দুহুঁ তনু আধ আধ অঙ্গ॥ ১০৯॥

ধানশী

এ কথা কহিবে সই এ কথা কহিবে।
অবলা এতেক তপ করিয়াছে কবে॥
পুরুষ পরশ হৈয়া নন্দের কুমার।
কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার॥
কাহারে কহিব সখি মরমের কথা।
নাগর পরায়ে মোর চরণে আলতা॥

১০৮ ওগো সখি, সখি, দেহ আমার কি করিতেছে। শ্যামের প্রেম আমার জীবনের জীবন। খুঁজিয়া পাই না কোথায় যাইব। বিধি যেন বিনা দামে (বিনা রজ্জুতেই) বাঁধিয়া ফেলিল। এমনভাবে চাটুবাক্য বলিল যেন আমার চিরদিনের দাস। আমি তো স্বপ্ন সম্ভাষণ বলিয়াই মনে করিলাম। বন্ধু যত অনুরাগ দেখায় (নিজের অযোগ্যতা, পরাধীনতার কথা ভাবিয়া) আমার মনে তত খেদ উঠে। তপ্ত তৈল, যেন স্পর্শ করা যায় না! (নিজের উপর ক্রোধ জন্মে, কেন বঁধুর যোগ্য হইলাম না। প্রিয়তমের উপরও ক্রোধ হয়, এ অযোগ্যাকে কেন এত ভালবাসে)। অন্তরে যত কোপ জন্মে, হৃদয় তত দোলে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, সমুচিত কথা।

আপন চূড়ার বেশ বনায় আমারে।
রমণী হইয়া যেন রহে মোর কোরে॥
কহিতে সরম সই কহিতে সরম।
আমারে আচরে সই পুরুষ ধরম॥
জ্ঞানদাস কহে শুন শুন বিনোদিনি।
জিতে কি পাসরা যায় কানু গুণমণি॥১১০॥

তথারাগ

বন্ধুর রসের কথা কি কহব তোয়।
মনের উল্লাস যত কহিল না হোয়॥
এক দুই গণনাতে অন্ত নাহি পাই।
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাড়াই॥
দণ্ডে প্রহরে দিনে মাসেকে বরিখে।
যুগ মন্বন্তরে কত কলপে না দেখে॥
দেখিলে মানয়ে যেন কভু দেখে নাই।
পদ্ম শঙ্খ আদি কত মহানিধি পাই॥
জ্ঞানদাস বলে ভাল মনে মনে থাক।
এড়াইতে নারিলা ঠেকিলা বিষম পাক॥ ১১১॥

শ্রীরাগ

সই কি না সে বন্ধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নহে পরতীত
যেন দরিদ্রের হেম॥
হিয়ায় হিয়ায় লাগিব লাগিয়া
চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া বায়ের দোসর
সদাই ফিরয়ে সঙ্গে॥
তিলে কত বেরি মুখানি হেরয়ে
আঁচরে মোছায়ে ঘাম।
কোরে রাখি কত দূর হেন মানে
তেঁঞি সদা লয়ে নাম॥
জাগিতে ঘুমাতে আন নাহি চিতে
রসের পসার কাচে।
জ্ঞানদাস কহে এমন পিরিতি
আর কি জগতে আছে॥ ১১২॥

সিন্ধুড়া

আন পরসঙ্গ স্বপনে না করে
আনে না পাতয়ে কান।
দিঠে দিঠে রহে নিমিখ না সহে
নিরখে মধু বয়ান॥
কি না সে বন্ধুর পিরীতি কিরিতি
কহিতে কহিব কী।
সে সব চরিতে কত উঠে চিতে
পরাণ নিছনি দী॥
খেনে খেনে তনু পুলকে আকুল
তিলেক না ছাড়ে সঙ্গ।
হাসির মিশালে রসের আলাপ
অমিয়া সিনায় অঙ্গ॥
এক করে মোরে কোরে আগোরয়ে
আন করে রচে বেশ।
জ্ঞানদাস কহে ধনি ধনি সেহ
যাহে এ পিরীতি লেশ॥ ১১৩॥

তথারাগ

যবে দেখাদেখি হয় হেন তার মনে লয়
নয়ানে নয়ানে মোরে পীয়ে।
পিরীতি আরতি দেখি হেন মনে লয় সখি
আমি তারে চাহিলে সে জীয়ে॥
আহা মরি মরি মুঞি কি কব আরতি।
কি দিয়া শোধিব শ্যাম বঁধুর পিরীতি॥ ধ্রু॥
রসিয়া নাগর যে নিতুই দুয়ারে সে
বিনা কাজে কত আইসে যায়।
জ্ঞানদাস তবে কয় তোমার চিতে যেবা লয়
তাহা বা কহিবা তুমি কায়॥ ১১৪॥

[১১১] বন্ধুর রসের কথা তোমাকে কি বলিব। মনের উল্লাস তোমাকে কহিতে পারি না। এক দুই গণনাতে অন্ত পাই না। রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতির শেষ নাই। দণ্ডে প্রহরে দিনে মাসে বৎসরে যুগ মন্বন্তর কত কল্প ধরিয়াই দেখুক না কেন, দেখিলেই মনে করে যেন কখনও দেখে নাই। মনে করি পদ্ম শঙ্খ আদি মহানিধি পাইয়াছি। জ্ঞানদাস বলিতেছেন ভাল, মনের কথা মনেই থাকুক, এড়াইতে পারিবে না, বিষম পাকে ঠেকিয়াছ।

মল্লার রাগ

নয়ানকোণের অলখ বাণে
হিয়ার মাঝে কাঁপ।
মুখের ছান্দে মরম কান্দে
অইসে মনে জাপ॥
ভালের তিলক আলোক ভুবন
মদন পালায় লাজে।
ঘরের নিয়ড়ে রহিতে নারি
আগুন লাগিল কাজে॥
কি আর লোকের লাজে, আকুল পরাণি।
কি করিতে কিবা করি কিছুই না জানি॥ ধ্রু॥
হাসির মিশালে বাঁশীর নিশাসে
রসের ছান্দে কয়।
রসের ইঙ্গিতে অশেষ ভঙ্গিতে
কতেক প্রাণে সয়॥
অঙ্গের পরশে যৌবন জীবন
সফল করিয়া মানে।
রমণী হইয়া তারে না ছুঁইলে
কি তার ছার জীবনে॥
সঘনে শিহরে গা ঘন উঠে হাই।
পাই বা না পাই চিতে পরতীত নাই॥
জ্ঞানদাস কহে মো পুনি কহিল
আপন মনের বোলে।
সাধের শেজে শুতিয়া রহিলে
পাইয়া আপন কোলে॥ ১১৫॥

ধানশী

শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে নেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি দেহা॥
সই কিবা সে পিরীতি তার।
জাগিতে ঘুমাতে নারি পাসরিতে
কি দিয়া শোধিব ধার॥ ধ্রু॥
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীত বাস পঁরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া
তখন সে দিগে ধায়॥
লাখ কামিনী ভাবে রাতিদিনি
যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে আহীর নাগরী
পিরীতে বান্ধিলা তায়॥ ১১৬॥

ধানশী

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সই কি আব বলিব।
যে পণ কর্যাছি মনে সেই সে করিব॥ ধ্রু॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিযা পড়ে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে বন্ধু পিরীতির সার॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নযনের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সভে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজঘরে ভেজাইলাম আগুনি॥
॥ ১১৭॥

ধানশী

একলি মন্দিরে শুতলি সুন্দরি
কোরহি শ্যামরচন্দ।
তবহুঁ তাকর পরশ না ভেল
এ বড়ি মরমে ধন্দ॥
সজনি পাওলুঁ পিরীতিক ওর।
শ্যাম সুনাগর রসের সাগর
কঠিন হৃদয় তোর॥ ধ্রু॥

কস্তুরী চন্দন অঙ্গে বিলেপন
দেখিয়ে অধিক জোর।
বিবিধ কুসুমে বান্ধল কবরী
শিথিল না ভেল তোর॥
অমল কমল- বদনমাধুরী
না ভেল মধুপ সাথ।
পুছইতে ধনি ধরণী হেরসি
হাসি না কহসি বাত॥
কিবা রতিপতি- বসতি বিষয়ে
দেখিয়া দেয়লি ভঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে এ দোষ কাহার
দৈবে সে না ভেল সঙ্গ॥ ১১৮॥

সুহই

সজনি ও কথা কহিল নয়।
শ্যাম সুনাগর গুণের সাগব
পড়িলু কোরে ঘুমায়॥ ধ্রু॥
কত পরকারে চেতন করায়
চেতন না ভেল মোর।
অভিমান করি পাশ মোড়ি ফেরি
দুখেতে চলল ভোর॥
উঠিলু জাগিয়া দেখি নাহি পিযা
হৃদয়ে বাজিল শেল।
আহা মরি মরি মদনবাণেতে
জর জর ভৈ গেল॥
সে সব সোঙরি চিত বেয়াকুল
কেমনে আছয়ে পিয়া।
জ্ঞানদাস কহে এ কথা শুনিতে
বিদরয়ে মোর হিয়া॥ ১১৯॥

স্বপ্নরসোদ্গার

তথারাগ

পরাণবন্ধুকে স্বপনে দেখিলু
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর পরশ করিয়া
ঈষত মধুর হাসে॥

পিয়ল বরণ বসন খানিতে
মুখানি আমার মোছে।
শিথান হইতে মাথাটি বাহুতে
রাখিয়া শুতল কাছে॥
মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া
বন্ধুয়া করল কোরে।
চরণ উপরে চরণ পসারি
পরাণ পাইলু বোলে॥
অঙ্গপরিমল সুগন্ধি চন্দন
কুঙ্কুমকস্তুরী পারা।
পরশ করিতে রস উপজিল
জাগিয়া হইলু হারা॥
কপোত পাখীরে চকিতে বাটুল
বাজিলে যেমন হয়।
জ্ঞানদাস কহে এমতি হইলে
আর কি পরাণ রয়॥ ১২০॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

তিরোথা ধানশী

সুন্দরি আমারে কহিছ কি।
তোমার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
বিভোর হইয়াছি॥
থির নহে মন সদা উচাটন
সোয়াথ নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে দশ দিগগণে
তোমারে দেখিতে পাই॥
তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া
গিরি নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
সদাই জাগয়ে মনে॥
শুন বিনোদিনি প্রেমের কাহিনী
পরাণ রৈয়াছে বান্ধা।
একই পরাণ দেহ ভিন ভিন
জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা॥ ১২১॥

গোষ্ঠলীলা

তুড়ী

গোপাল যাবে কিনা যাবে আজি গোঠে।
এক বোল বলিলে আমরা চলিয়া যাই
গোধন চলিয়া গেল মাঠে॥
উছড় দেখিয়া বেলা ডাকিতে আইনু মোরা
যতেক গোকুলের রাখয়াল।
একেলা মন্দির মাঝে আছ তুমি কোন কাজে
এ তোমার কোন্ ঠাকুরাল॥
যদিবা এড়িয়া যাই মনে বড় বেথা পাই
যাইব কেমতে প্রাণ ধরি।
না জানি কি গুণ জান সদাই অন্তরে টান
তিল আধ না দেখিলে মরি॥
মাথেতে ছান্দন দড়ি হাতেতে কনক লড়ি
বাহির হইলা বিহারের বেশে।
সকল বালক লইয়া যমুনার তীরে যাইয়া
জ্ঞানদাস ছিল সবার শেষে॥ ১২২॥

মঙ্গল

বাঁকুয়া পাঁচনী হাতে রঙ্গিয়া রাখাল সাথে
বাহির হৈলা রোহিণীনন্দন।
শিঙ্গা দিয়া চাঁদমুখে উভ করি দিলা ফুকে
শিঙ্গারবে ভেদিল গগন॥
পরিধান নীল ধটী গলে শোভে হেম কাঁঠি
কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন।
আকর্ণ শোভিত ঠান আঁখিযুগ ঘূর্ণমান
শোভে কত রতন-ভূষণ॥
এক কানে কোকনদ দেখিতে লাগয়ে সাধ
আর কানে মকরকুণ্ডল।
জিনি ময়মত্ত হাতী গমন মন্থরগতি
ধরণী করয়ে টলমল॥
বাহির হৈলা বলরাম না দেখিয়া ঘনশ্যাম
প্রেমে ছলছল দুনয়ন।
জ্ঞানদাসেতে কয় মিলিলা রাখালচয়
মাঝে বীর নন্দের নন্দন॥ ১২৩॥

ভাটিয়ারি

সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বলরামের শিঙ্গাতে সাজিল গোয়ালপাড়া॥
হাবা হাম্বা রব যে উঠিল ঘরে ঘরে।
সাজিয়া কাচিয়া সভে হইলা বাহিরে॥
আজি বড় গোকুলের রঙ্গ রাজপথে।
গোধন চালাঞা সভে চলিল এক সাথে॥ ধ্রু॥
চারি দিকে সব শিশু মধ্যে রাম কানু।
কাঁচনী পাঁচনী কারু হাতে শিঙ্গা বেণু॥
সভার সমান বেশ বয়স এক ছান্দ।
তারাগণ বেঢ়িয়া চলিলা শ্যামচান্দ॥
ধাইয়া যাইয়া কেহ ধেনু ব্যহুড়ায়।
জ্ঞানদাস এক ভিতে দাঁড়াইয়া চায়॥ ১২৪॥

মঙ্গল

নবীন মেঘের ছটা জিনিয়া বিজুরিঘটা
ভালে কোটি চন্দনের চান্দ।
শিরে শিখি শ্রীখণ্ড ঝলমল করে গণ্ড
মুখমণ্ডল মোহন ফান্দ॥
রাম কানাই দোঁহে ভুবনমোহন বেশে
বনে যায় গোধন লইয়া।
শিঙ্গা বেণু লাখে লাখে বাজায় ব্রজবালকে
ডাকে সভে শ্যামলী বলিয়া॥
সোনার নূপুর তাড়বালা আপাদলম্বিত মালা
রঙ্গে সব সঙ্গে শিশু ধায়।
কটিতে কিঙ্কিণী রোল আবা আবা আবা বোল
ভাবভরে কেহ নাচে গায়॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন রহি যায় ভিন্ন ভিন্ন
তাহে অলি বসি করে গান।
জ্ঞানদাসেতে বলে আনন্দে যমুনাকূলে
হেরি দুই ভাইয়ের বয়ান॥ ১২৫॥

ব্রজরাখালের উক্তি

তুড়ী

হিয়ায় কণ্টক দাগ বয়নে বন্দন রাগ
মলিন হইয়াছে মুখ শশী।

আমা সভা তেয়াগিয়া   কোন বনে ছিলে গিয়া
তোমা ভিন্ন সব শূন্য বাসি॥
নবঘন শ্যাম তনু   ঝামর হইয়াছে জনু
পাষাণ বেজেছে রাঙ্গা পায়।
বনে আসিবার কালে   হাতে হাতে সঁপি দিলে
ঘরে গেলে কি বলিবে মায়॥
খেলাব বলিয়া বনে   আইলাম তোমা সনে
সবে মিলি বসি তরুছায়।
বনে বনে উখটিয়া   তোর লাগি না পাইয়া
আমাসভা প্রাণ ফাটি যায়॥
জ্ঞানদাস কহে বাণী   শুন ভাই নীলমণি
এ কোন চরিত তোর বল।
আমাদের ফেলে বনে   যাও তুমি অন্য স্থানে
তুমি মোদের এক যে সম্বল॥ ১২৬॥

দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড

দানলীলা

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

সিন্ধুড়া

আইস বৈস তরুমূলে শশিমুখি রাই।
তোমার বদনশোভার বলিহারি যাই॥
ঢর ঢর কষিল কাঞ্চনতনু গোরি।
ধরণী পড়িছে নবযৌবন হিলোরি॥
বদন শরদ সুধানিধি অকলঙ্ক।
মনমথ মথন অলপ দিঠি বঙ্ক॥
আলো রাই কি বলিব আর।
ভুবনে দিবার নাহি তুলনা তোমার॥ ধ্রু॥
কুটিল কুন্তল বেঢ়ি কুসুমের জাদ।
সুরঙ্গ সিন্দুর সিঁথে বড় পরমাদ॥
উন্নত উরোজ কিবা কনকমহেশ।
মুঠিতে ধরিয়ে তব খিণ মাঝদেশ॥
উলটকদলী উরু গুরুয়া নিতম্ব।
জ্ঞানদাসের পহু জীয়ে ওই অবলম্ব॥ ১২৭॥

ধানশী

কি লাগিয়া আইলা দূর দেশে।
তোমার সহজ রূপ   কাম হেরি কান্দে হে
ভুবন ভুলল ও না বেশে॥ ধ্রু॥
আইস বৈস মোর কাছে   রৌদ্রে মিলাও পাছে
বসনে করিয়ে মন্দ বায়।
এ দুখানি রাঙ্গা পায়   কেমনে হাঁটিছ তায়
দেখিয়া হালিছে মোর গায়॥
কেমন তোমার গুরুজন   কি সাধে সাধিল ধন
কেনে বিকে পাঠাইল তোমা।
তোর নিজ পতি যে   কেমনে বাঁচিবে সে
পাঠাইয়া চিতে দিয়া খেমা॥
হাসি হাসি মোড় মুখ   বসনে ঝাঁপিছ বুক
দেখিয়া হইলুঁ বড় দুখী।
জ্ঞানদাসেতে কয়   পসারী যে জন হয়
রসাল বচনে করে বিকি॥ ১২৮॥

ধানশী

চলইতে গজগতি বেচনে যাহ।
কনক মুকুর কিয়ে মুখনিরবাহ॥
সিন্দুরের বিন্দু ভালে কিবা ভাতি।
দশনে চোরায়সি মোতিমপাঁতি॥
অধর অরুণ কিয়ে মাণিক শোভ।
দানী নাহি ছোড়য়ে বিদ্রুমলোভ॥
চামর ধাম সুবাসিত কেশ।
উরপর বিরাজিত কনকমহেশ॥
নয়নক অঞ্জন কঞ্চুক হার।
ইথে জানি আছয়ে কতয়ে বেভার॥
এ ধনি কমলিনি কি বলিব আন।
সব তোহে ছোড়ব গোরস দান॥
সখি সঞে যুকতি করহ আন ঠামে।
জ্ঞানদাস কহয়ে কুহব পরিণামে॥ ১২৯॥

সৌরাষ্ট্রী

কহ লহু লহু   জটিলার বহু
তোমারে সভাই জানে।
কহিতে কহিতে   অনেক কহিছ
এত না গরব কেনে॥

পসরা লইয়া যাইছ চলিয়া
দানীরে না কর ভয়।
রাজকাজ করি দান সাধি ফিরি
এথা কিবা পরিচয়॥
এ রূপ যৌবনে নানা আভরণে
যাইছ মথুরার বিকে।
বুঝি দান নিব তবে যাইতে দিব
আমি ডরাইব কিকে॥
অমূল্য রতন করিয়া গোপন
রাখ্যাছ হিয়ার মাঝে।
নিজ ভাল চাহ খসাই দেখাহ
ইথে কি আমার লাজে॥
এত কহি হরি দু বাহু পসারি
রহে পথ আগুলিয়া।
জ্ঞানদাসে কয় কিবা কর ভয়
যাহ হাত ঠেলা দিয়া॥ ১৩০॥

পঠমঞ্জরী

নিতি নিতি যাও রাই মথুরা নগরে।
ঘৃত দধি দুধ ঘোলে সাজাঞা পসারে॥
আমি পথে মহাদানী বিদিত সংসারে।
কার বোলে কোন ছলে যাও অবিচারে॥
দেহ মহাদান রাই বসিয়া নিকটে।
এক পণ অধিক কাহন প্রতি বটে॥
চিরদিন আছে দান সমুখে আমারি।
অঙ্গে বহুমূল ধন আর নীল শাড়ী॥
সিঁথার সিন্দুর দান কহনে না যায়।
নয়ানে কাজলরেখে ধরণী বিকায়॥
কি বলিবে বল রাই না সহে বেয়াজ।
তুমি ধনী আমি দানী ইথে কিবা লাজ॥
ঈষত চাহনি হাসি আধ আধ কথা।
জ্ঞানদাস কহে ধনি বাঁধ প্রেমলতা॥ ১৩১॥

ধানশী

এ ধন যৌবন লঞা গোরস পসার বঞা
যাহ নানা আভরণ গায়।
আভরণ দিব তল উচিত করিব ফল
কেবা রাখে রাখুক তোমায়॥
দশন মুকুতাপাঁতি কিনা সে কেশের ভাতি
টানিয়া কানড়া বান্ধ খোঁপা।
নাসিকা জিনিয়া বাঁশী মুখানি পূর্ণিমা শশি
সৌরভ সে নাগেশ্বর চাঁপা॥
সিন্দুর সে মনোহর নয়ানে শোভে কাজর
অবতংসে বিরাজিত সোনা।
মন্দ গমনে চল তোমারে সে সাজে ভাল
নাসিকার আগে নাকছেনা॥
শ্রবণেতে বৌলি সাজ গলে ফণিমণিরাজ
লক্ষের কাঁচলি তোমার গায়।
তাড় তোড়ল পর জ্ঞানদাস কহে হের
পাশলি নূপুর শোভে পায়॥ ১৩২॥

ধানশী

সুন্দরি শুনিয়া না শুন মোর বাণী।
জান না যে আমি এ পথের মহাদানী॥
সিঁথায় সিন্দুর তোমার নয়ানে কাজর।
দুই লক্ষ দান তার মাগে গিরিধর॥
হৃদয়ে কাঁচুলি গলে গজমোতি হার।
চারি লক্ষ দান মাগে করিয়া বিচার॥
করের কঙ্কণ আর কটিতে কিঙ্কিণী।
ছয় লক্ষ দান তার মাগে মহাদানী॥
রঙ্গন আলতা পায়ে রতন নূপুর।
আট লক্ষ দান মাগে দানীর ঠাকুর॥
এই সব দান বুঝি দেহ দানীরাজে।
আমি নিব দান তোমার সঙ্গিনী-সমাজে॥
জ্ঞানদাস কহে তুমি ছাড় ঢীঠপনা।
তুমি মহাদানী তোমার ঠাকুর কোন জনা॥
॥ ১৩৩॥

সিন্ধুড়া

শুন শুন শুন সুজন কানাই
তুমি সে নূতন দানী।
বিকি কিনির দান গোরস মানিয়ে
বেশের দান নাহি শুনি॥
সিঁথায় সিন্দুর নয়ানে কাজর
রঙ্গন আলতা পায়।
(ই কি) বিকিকিনির ধন নারীর যৌবন
ইথে কার কিবা দায়॥

মণিআভরণ সুরঙ্গ শাড়ী
জাদ কেবা নাহি পরে।
যদি দানের এ গতি তুমি গোকুলপতি
দান সাধ ঘরে ঘরে॥
চলিতে না জানি, কহিতে না জানি
তোমার কেনে বা বাজে।
জ্ঞানদাস কহে কেমনে জানিব-
পরের মনের কাজে॥ ১৩৪॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি

বরাড়ী

এই মনে বুন • দানী হইয়াছ
ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া রাজবালা সনে
না জানি কিসের রঙ্গ॥
গিরি গিয়া যদি আরাধনা কর
সেবহ শঙ্করদেবে।
সতত অরণ্যে শরণ শৈলজা
পূজা কর এক ভাবে॥
জলধিজাহ্নবী- সঙ্গম নিকটে
সঙ্কটে কামনা কর।
তবু বৃকভানু- নন্দিনীনিচোল-
অঞ্চল ছুঁইতে নার॥
অলপে অলপে সঘনে সঘনে
বচন রচহ মিঠ।
সব আভরণ থাকিতে হিয়ার
হারে বাড়াইছ দিঠ॥
মদনে আকুল আপন দুকুল
কি লাগি কলঙ্ক কর।
জ্ঞানদাস কহে ইঙ্গিত নহিলে
কি লাগি বাহু পসার॥ ১৩৫॥

পঠমঞ্জরী

আজি কেনে নাহি বাজাও বাঁশী।
অপাঙ্গ ইঙ্গিত ঈষত হাসি॥
কিবা ভরসায় আইস কাছে।
না জানি মরমে কি ভাব আছে॥
পসরা ছুঁইতে করহ সাধ।
বরাকের দানী সোনায় সাধ॥
মুখের সুখেতে কহিতে চাও।
বিপরীত ইথে করিলে পাও॥
কালা হৈয়া এত রসের ভোরা।
খঞ্জন কমলে দেখিলা পারা॥
কি গুণ দেখাঞা সঘনে চাও।
হাতে কি চান্দের পরশ পাও॥
জ্ঞানদাস কহে গোপঝিয়ারি।
বলিতে পারিলে এত কি বলি॥ ১৩৬॥

শ্রীরাগ

সহজই তনু তিরিভঙ্গ।
এমন হইয়া এত রঙ্গ॥
যবে তুমি সুন্দর হইতা।
তবে নাকি কাহারে থুইতা॥
আপনা চতুরঙ্গহেন বাস।
কি দেখিয়া কি বুঝিয়া হাস॥
চাহিতে সঘনে আঁখি চাপ।
পরনারী দেখিয়া না কাঁপ॥
না জানি মরমে কিবা ভাবো।
তেঁঞি সে বাতাসে রসে ডুবো॥
জ্ঞানদাস কহে শুন শ্যাম।
আপনা না ভাব অনুপাম॥ ১৩৭॥

বরাড়ী

হেদে হে নন্দের সুত কে তোমায়
করিলে মহাদানী।
দণ্ডে কাচ নানা কাচ না ছাড় রমণীপাছ
বুঝালে না বুঝ হিতবাণী॥ ধ্রু॥
শুনিয়াছি শিশুকালে পুতনা বধেছ হেলে
তৃণাবর্তের লয়েছ পরাণ।
এখনি নন্দের বাড়ি দেখিয়াছি গড়াগড়ি
এখনি সাধিতে আইলা দান॥
কাড়ি নিব পীতধড়া আউলাইয়া ফেলিব চূড়া
বাঁশীটি ভাসাইয়া দিব জলে।
কুবোল বলিবা যদি মাথায় ঢালিব দধি
বসিতে না দিব তরুতলে॥

মোহন চাতুরী করি বাঁশীতে সন্ধান পূরি
বুকে হান মনমথবাণ।
রমণীমণ্ডলী করি আভরণ নিব কাড়ি
ভালমতে সাধাইব দান॥
রাখাল বর্বর জাতি গোঠে ফির দিবারাতি
মহিষ গোধন বৎস লইয়া।
কুলবধূ সনে হাস ইথে নাহি লাজ বাস
জ্ঞানদাস কংসে দিবে কইয়া॥ ১৩৮॥

বরাড়ী

বান্ধিয়া চিকণ চূড়া বনফুল তাহে বেড়া
গুঞ্জামালা তাহে বল সোনা।
গোঠে থাক ধেনু রাখ আপনা নাহিক দেখ
বড় হেন বাসহ আপনা॥
অহে কানাই বিষয় পাইয়া হৈলা ভোরা।
আঁখি মটকিয়া হাস আপনা কেমন বাস
আন হেন নহিয়ে আমরা॥ ধ্রু॥
গায়ের গরবে তুমি চলিতে না পার জানি
রাজপথে কর পরিহাস।
রাজভয় নাহি মান কংস দরবার জান
দেখি কেনে নহ এক পাশ॥
চতুর চাতুরী কত আর কহ অবিরত
কাচে কর কাঞ্চন সমান।
শুনি জ্ঞানদাস কহ হিয়ায় কষিয়া লহ
কাচ নহে কষটি পাষাণ॥ ১৩৯॥

ভাটিয়ারি

মাধব দূরে কর উলট নয়ান।
সোই চাতুরিপনা জগ মাহা জানিয়ে
যোই রাখয়ে নিজ মান॥ ধ্রু॥
হাসি হাসি নিয়ড়ে আসিছ অবলা হেরি
ভাল নহে তোহারি বেভার।
লোকলাজ ভয় এক না মানসি
ও কূলে কংস দূরবার॥
নহোঁ কুলটা হাম বরকুলকামিনি
নিকটে তাত ঘর মোর।
তুহুঁ বনচারি চোর মতি চঞ্চল
অহে সাহস এত তোর॥
শ্রুতিসম্ভব নহ ইহ সব কুবচন
যে সব কহসি মঝু আগে।
শুনি জ্ঞানদাস কহ এতয়ে না বোলহ
ধনি কানু ধনি অনুরাগে॥ ১৪০॥

শ্রীরাধার উক্তি

ভাটিয়ারি

দানী দেখি কাঁপিছে শরীর।
মো যদি জানিতাম পাছে এ পথে সংকট আছে
তবে ঘরের না হইতাম বাহির॥
ঘরে হৈতে বারাইতে ও চাল ঠেকিল মাথে
হাঁচি জিঠী পড়ি গেল বাধা।
হরিণী পালাঞা যাইতে ঠেকিল ব্যাধের হাতে
এমতি ঠেকিয়া গেল রাধা॥
বিষম দানীর দায় এক দিলে আর চায়
না পাইলে করয়ে বিবাদ।
দান নিবার বেলে নেয় বাদ দিবার বেলে দেয়
একেক লক্ষের পরিবাদ॥
মণি আভরণ ছিল ডরে ডরে সব দিল
তমু দানী না দেয ছাড়িয়া।
মো হইলাম সোনার গাছ দানী ত না ছাড়ে পাছ
ডালে মূলে নিবে উপাড়িয়া॥
ঘরে বৈরী ননদিনী পথে বৈরী মহাদানী
দেহের বৈরী হইল যৌবন।
হেন মনে উঠে তাপ যমুনায় দিয়ে ঝাঁপ
না রাখিব এ ছার জীবন॥
অবলা বলিয়া গায় বলে হাত দিতে চায়
পসারিয়া আইসে দুটী বাহু।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
চান্দে যেন গরাসয়ে রাহু॥১৪১॥

সখীগণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

ধানশী

গুরু গরবিত ঘরে যে কহু সে কহু মোরে
ছাড়ে বা ছাড়ুক গৃহপতি।
সকল ছাড়িয়া মুঞি শরণ লইলুঁ গো
কি করিব ঘরের বসতি॥

কানু সে জীবন ধন মোর।
তোমরা যতেক সখী ঘরে যাও কুল রাখি
শ্যামরসে হয়্যাছি বিভোর॥
যত ছিল অভিমান সতী কুলবতী নাম
সব হরি নিল শ্যামরায়।
কহত পরাণ সখি আঁখিতে অঞ্জন মাখি
অঙ্গেতে কস্তুরী করি তায়॥
কুল, শীল, যৌবন এ তিন অমূল্য ধন
কানু পায় সঁপিলুঁ পসার।
শুনি জ্ঞানদাস কহে যে ধনী এমন হয়ে
ধনি ধনি সোহাগ তাহার॥ ১৪২॥

মঙ্গল

রাধামাধব নীপমূলে।
কেলিকলারসদান ছলে॥
দুহুঁ দোহাঁ দরশই নয়নবিভঙ্গ।
পুলকে পূরল তনু, জরজর অঙ্গ॥
দূরে গেল সখিগণ সহিতে বড়াই।
নিভৃত নীপমূলে লুঠই রাই॥
দোহেঁ দোহাঁ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর।
চান্দ মিলল জনু লুবধ চকোর॥
দুহুঁ জন হৃদয়ে মদন পরকাশ।
জ্ঞানদাস দূরে হেরি বাঢ়ল উল্লাস॥ ১৪৩॥

শ্রীরাধার উক্তি

ধানশী

এনা ছান্দে কে না বান্ধে চুল।
চূড়ায় মজাল্যে জাতি কুল॥
কেবা নাহি পরে বনমালা।
মালার এতেক কেনে জ্বালা॥
কে না থাকে ত্রিভঙ্গ হইয়া।
প্রাণ কান্দে এ রূপ দেখিয়া॥
কেবা না এতেক জানে কলা।
যাহা দেখি ভুলল অবলা॥
কেবা নাহি কহেঁ কথাখানি।
চাঁদমুখে সুধা খসে জানি॥
কেবা নাহি ধরে রূপ কালা।
তোমার রূপে ত্রিভুবন আলা॥
তোমা বিনে মনে নাহি লয়।
জ্ঞানদাস কহে ভাল হয়॥ ১৪৪॥

নৌকালীলা

মানস গঙ্গায় নৌকাবিহার

মল্লার

রঙ্গিণীগণে কহে রসবতি রাই।
সকল সখিগণ চলু ঘর যাই॥
মানস সুরধুনী দুকুল পাথার।
কৈছনে সহচরি হোয়ব পার॥
প্রাবৃট্ সময়ে গরজে ঘন ঘোর।
খরতর পবন বহই তঁহি জোর॥
দূরহি নেহারত নাগর শ্যাম।
তরণী লেই মিলল সোই ঠাম॥
হাসি হাসি কহয়ে নাবিকবরকান।
চল সবে পারে উতারব হাম॥
শুনি সুবদনী ধনী হরষিত ভেল।
চঢ়ল তরণীপর সহচরী মেল॥
নৌতুন নাবিক কছু নাহি জান।
বেগে তরণী লই কয়ল পয়ান॥
টুটল তরণী হেরি ভেল তরাস।
সিঞ্চহ পানী কহ জ্ঞানদাস॥ ১৪৫॥

ভাটিয়ারি

মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল
দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
তরণী রাখিতে নারে কেউ॥
দেখ সখি নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়।
কখন না জানে কান বাহিবার সন্ধান
জানিয়া চঢ়িনু কেন নায়॥ ধ্রু॥
ন্যায়ার নাহিক ভয় হাসিয়া কথাটি কয়
কুটিল নয়নে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে এ জ্বালা সহিবে কে
কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে॥

অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হৈল
পরাণ হৈল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখি স্থির হৈয়া থাক দেখি
এখনি না ভাবহ বিষাদ॥ ১৪৬॥

মল্লার

কহ সখি কি করি উপায়।
নায়ের নাবিক হৈয়া এ যৌবন চায়॥
পরমাদ হৈল সই পরমাদ হৈল।
নায়্যার গলার মালা মোর গলে দিল॥
যে ছিল কপালে সই যে ছিল কপালে।
নাবিক হইয়া মোরে পরশিল বলে॥
কলঙ্ক হইল সই কলঙ্ক হইল।
বলে ছলে নায়্যা মোরে কোলে করি নিল॥
জ্ঞানদাস বলে ধনি না ভাব বিষাদ।
নন্দের নন্দন নায়্যা কিসের পরমাদ॥১৪৭॥

জয়জয়ন্তী

নায়্যা হে এখন লইয়া চল পার।
পূরিল তোমার আশা কি আর বিচার॥
অকলঙ্ক কুলে মোর কলঙ্ক রাখিলে।
এখন কিবা মনে আছে না বোলহ ছলে॥
নায়্যা হৈয়া চূড়া বান্ধ ময়ূরের পাখে।
ইথে কি গরব কর কুলবধূ সাথে॥
পারে নাও নূতন নায়্যা না কর বেয়াজ।
জ্ঞানদাস কহে নায়্যা বড় রসরাজ॥ ১৪৮॥

যমুনায় নৌবিহার

কামোদ

দধি ঘৃত পসরা লেই সব রঙ্গিণী
আওল কালিন্দিতীরে।
যমুনাতরঙ্গ- রঙ্গ হেরি আকুল
পরশ না পারই নীরে॥
প্রাবৃট সময়ে উঠয়ে ঘন ঘূর্ণন
গরজন দুকূল পাথার।
ঐছন হেরি কহই সব কামিনী
কৈছনে হোয়ব পার॥
মুখরা সঞে ধনি রমণি শিরোমণি
বদন পাণিতলে লাই।
হেরি নাগরবর হরষিত অন্তর
তরণি লেই চলু ধাই॥
কর্ণধারবর চড়িয়া তরণি পর
আওল রাইক পাশে।
চড় সভে পারে উতারব এ ধনি
কিছু নাহি ভাব তরাসে॥
এত কহি সবহুঁ পাণি ধরি নাবিক
তরণি উপর সভে লেল।
জ্ঞানদাস ভণ লেই রমণিগণ
গহন পানি মাহা গেল॥ ১৪৯॥

বরাড়ী

করে তুলি ফেলি বারি ডুবিল ডুবিল তরী
কেরোয়াল খসি পৈল জলে।
পবনে পাতিল ঝড় তরঙ্গ হইল বড়
বুঝি আজ কি আছে কপালে॥
এ কূল ও কূল ভুল দুই কূল নিরাকুল
তরঙ্গে তরণী স্থির নয়।
কি আর করিব বল উথলে যমুনা জল
কাণ্ডার করেতে নাহি রয়॥
এতদিন নাহি জানি লোকমুখে নাহি শুনি
যুবতিযৌবন এত ভারি।
নিজ অঙ্গবাস ছাড় যৌবন পাতল কর
তবেত বাহিয়া যাইতে পারি॥
খাওয়াইয়া খীর সরে কি গুণ করিলা মোরে
আঁখি আর পালটিতে নারি।
আঁখি রৈল মুখ চাই জল না দেখিতে পাই
তোমরা হইলে প্রাণের অরি॥
কেমনে বাহিয়া যাব কিনারা কেমনে পাব
ভাবিয়া গণিয়া পাছে মরি।
জ্ঞানদাসেতে কয় হইল বিষম ভয়
মধ্য তরঙ্গে ডুবে তরী॥ ১৫০॥

বরাড়ী

জলের ঘুরণী বড় তরণী আমার দড়
অশ্ব গজ কত নরনারী।

দেবতা গন্ধর্ব্ব যত পার করি শত শত
যুবতীযৌবন এত ভারি॥
ভুবনমোহন শ্যামচন্দ।
ভানুসুতা পানে চেয়ে হাসি হাসি কথা কহে
শুন শুন যুবতীর ছন্দ॥
উমড়িয়া শ্যাম মেঘে ঘিরি নিল চারিদিকে
পবনে কাঁপায় সব তনু।
ঘন উছলিছে জল নৌকা করে টলমল
তরুণী তরণী ভার দুনু॥
আমার বচন ধর হাতে কেরোয়াল কর
ছাড় সবে বসন ভূষণ।
নেয়ের বেতন দাও সঘনে তরণী বাও
নহে স্মর শ্রীমধুসূদন॥
শুনি সুবদনী কয় আগে পার করি দাও
পাছে দিব যে হয় বিহিত।
জ্ঞানদাস কহে বাণী আগে দিলে ভালে জানি
পাছে হিতে হয বিপরীত॥১৫১॥

মল্লার

চাপিয়া এ নায় হৈল কি দায়
দেখ দেখ বড়ি মা।.
জীর্ণ শীর্ণ আয়স ভিন্ন
অতি পুরাতন না॥
গভীর তীর অথির নীর
অগাধ নাহিক থা।
বিধির ঘটনা আসিয়া পবনা
উপজিল বহু বা॥
পায়্যা আশ্রয় দিয়া জয় জয়
যমুনা কাড়িছে রা।
কল কল কল হিল্লোল কল্লোল
দেখিয়া হালিছে গা॥
হেলিছে দুলিছে তুলিয়া ফেলিছে
টলমল স্রোতে না।
জ্ঞানদাস আশা কেবল ভরসা
ও রাঙ্গা দুখানি পা॥ ১৫২॥

সিন্ধুড়া

বড়িমাই ভাল বিকিকিনি শিখাইলি।
ভুলায়ে আনিলি মোরে রঙ্গ দেখিবার তরে
আনিয়া নেয়ারে দিলি ডালি॥
মুঞি কুলবতী মেয়ে যদি কিছু বলে নেয়ে
ঝাঁপ দিব যমুনার জলে।
যমুনাতে দিয়ে ঝাঁপ ঘুচাব মনের তাপ
এড়াইব সকল জঞ্জালে॥
আমি রাজনন্দিনী ভালমন্দ নাহি জানি
নেয়ে কেনে মোরে পরশিল।
মনে ছিল অনুবাদ পুরাল মনের সাধ
অকলঙ্ক কুলে কালি দিল॥
আপনাব মাথা খেয়ে ঘরের বাহির হয়ে
আইলাম বড়াইয়ের সাথে।
জ্ঞানদাসেতে বলে তাহার পাইলে ফলে
নাবিকে দেহ না কিছু খেতে॥১৫৩॥

বংশী-শিক্ষা

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধা

শঙ্করাভরণ

যবে হইতে শুনিয়াছি মুরলীর গান।
আহীর রমণীকুলে দিলুঁ সমাধান॥
হরিল সবার মন মুরলীর তানে।
সতী কুলবতী হেন বধিলে পরাণে॥
তোমার মুরলীরব শুনিয়া শ্রবণে।
যুবতি তেজিযা পতি প্রবেশে কাননে॥
অপরূপ শুনিয়াছি মুরলীর নাদ।
শিখিব বিনোদ বাঁশী করিয়াছি সাধ॥
শিখাও পরাণ বন্ধু যতনে শিখিব।
জানাইয়া দেহ ফুক্ মুরলীতে দিব॥
অঙ্গুলি লোলায়ে বন্ধু দেহ হাতে হাত।
বাজাইতে শিখাইয়া দেহ প্রাণনাথ॥
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে নিশ্চয় করিয়া।
জ্ঞানদাস কহে বাঁশী দেহ শিখাইয়া॥ ১৫৪॥

ধানশী

ঘরে হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবারে।
নিজ দাসী বলি বাঁশী শিখাহ আমারে॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ তান।
কোন্ রন্ধ্রের গানে বহে যমুনা উজান॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ গীত।
কোন্ রন্ধ্রের গানে রাধার হরিলে হে চিত॥
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে কদম্ব ফুল ফুটে।
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে রাধার নাম উঠে॥
ভাল হইল আইলে রাই মুরলী শিখাব।
জ্ঞানদাসের মনে বড় আনন্দ হইব॥ ১৫৫॥

কানাড়া

মুরলী করাহ উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানাহ বিশেষ॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা-রবে নাচে ময়ূরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড় ঋতু হয় এককালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন শোভে ফুল ফলে॥
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চমস্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়॥
জ্ঞানদাস শুনিয়া কহয়ে হাসি হাসি।
রাধা রাধা বলি মোর বাজিবেক বাঁশী॥ ১৫৬॥

ধানশী

মুরলী শিখিবে রাধে শিখাব মনের সাধ
যে বোল বলিয়ে শুন ধনি।
ছাড়হ নারীর বেশ উভ করি বাঁধ কেশ
বামে চূড়া করহ টালনি॥
ঘুচাহ সিন্দুরঘটা পরহ বিনোদ ফোঁটা
নাসার বেশর রাখ দূরে।
কাঁচলি ঘুচায়া ফেল মৃগমদে হও কাল
তবে বাঁশী বাজিবে অধরে॥
রাই কহে বনমালি বান্ধ চূড়া উভ করি
আপনার বন্ধন সমান।
বাঁশী দেহ মোর হাত জানাইয়া দেহ নাথ
যে রন্ধ্রে আপনি কর গান॥
এলায়ে কবরী ছান্দ চূড়া বান্ধে শ্যামচান্দ
রাই অঙ্গ করে ঝলমল।
জ্ঞানদাস কহে বাণী বাঁশী শিখ কমলিনি
মুরলী করিয়ে করতল॥ ১৫৭॥

ধানশী

মুরলী শিখিবে যদি বিনোদিনী রাই।
সোনার বরণে বাঁশী কভু বাজে নাই॥
সোনার বরণ রাই হও দেখি কাল।
পীত ধটি পরিয়া কাঁচলী টেনে ফেল॥
সোনার বরণ বন্ধু কালী হতে পারি।
তোমা হেন নিলাজী হইতে নাহি পারি॥
তুমি যেমন চূড়া তেমন বাঁশী তেমন কয়।
অবিরত রমণীমণ্ডলে লাজ হয়॥
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে নিশ্চয় করিয়া।
জ্ঞানদাসের মনে রহিল জাগিয়া॥ ১৫৮॥

ধানশী

ধববা ধববা ধর মোর পীত বাস পর
গৌর অঙ্গে মাখহ কস্তুরী।
শ্রবণে কুণ্ডল দিব বনমালা পরাইব
চূড়া বান্ধি আউলাইয়া কবরি॥
গৌর অঙ্গুলি তোর সোনা বান্ধা বাঁশী মোর
ধর দেখি রন্ধ্র মাঝে মাঝে।
তিন ঠাঁই হও বাঁকা কদম্বেতে দেহ ঠেকা
তবে সে বিনোদ বাঁশী বাজে॥
মুরলী অধরে নেহ এই রন্ধ্রে ফুক দেহ
অঙ্গুলি লোলায়ে দিব আমি।
জ্ঞানদাস এই রটে যা বলিলা তাই বটে
ত্রিভঙ্গ হইতে পার তুমি॥ ১৫৯॥

বিহাগড়া

মুরলী শিখিবে রাধে গাও দেখি শুনি।
নানা রাগ আলাপনে মিশায়ে রাগিণী॥

হাসি হাসি বিনোদিনী বাঁশী নিলা করে।
প্রণাম করিয়া শ্যামে বাজায় অধরে॥
শ্যাম নটবর তাহে নাগরী মিশালে।
সুখময় শ্যামরায় বলে ভালে ভালে॥
মায়ূর মঙ্গল আর গায়ত পাহিড়া।
সুহই ধানশী আর দীপক সিন্ধুড়া॥
রাগরাগিণী শুনি মোহিত নাগর।
শুনিয়া দিলেন তারে হার মনোহর॥
জ্ঞানদাসে কহে রাই এখনি শিখিলা।
ভুবনমোহিনী রাধে বাঁশী বাজাইলা॥ ১৬০॥

ধানশী

নিকুঞ্জ মন্দিরে দেখ অদভূত রঙ্গ।
দুহুঁ শিরে শোভে চূড়া দোঁহেই ত্রিভঙ্গ॥
রাই শিখয়ে বাঁশী নাগর শিখায়।
এক বাঁশী আধ আধ ধরিল দোঁহায়॥
রাই ভেল বিনোদ মুরলী শ্রুতিধর।
অঙ্গুলি লোলায়ে ভেদ জানায় নাগর॥
শ্যাম কহে বাজাও দেখি বিনোদিনী রাই।
যেই নামে উপাসনা সদাই ধেয়াই॥
নিজ নাম রাই বাঁশী পূরিল অধরে।
শ্যাম নাম ডাকিছে আপন বামাস্বরে॥
রাই কহে নিজ নাম বাজাও দেখি শ্যাম।
তোমার মুখে তোমাব বাঁশী শুনি অনুপাম॥
নিজ নামে শ্যাম তবে বাঁশী পূরে আধা।
জ্ঞানদাস কহে বাঁশী বাজে রাধা রাধা॥ ১৬১॥

ধানশী

রাই কহে এক রন্ধ্রে দোঁহে দিব ফুঁক।
না জানি কেমন বাজে দেখিব কৌতুক॥
এক রন্ধ্রে ফুঁক তবে দেয় রাধা কানু।
রাধাশ্যাম দুটি নাম বাজে ভিনু ভিনু॥
রসের হিলোল উঠে দোঁহাকার গানে।
মোহিল সভার মন মুরলীর তানে॥
গান শুনি সারি শুক কোকিল আনন্দ।
তরুলতা কুসুমে ঝরয়ে মকরন্দ॥
জ্ঞানদাস কহয়ে বিরিঞ্চি অগোচরী।
লীলায় বিহরে দোঁহে কিশোরা কিশোরী॥
॥ ১৬২॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

সখীর প্রতি সখীর উক্তি

আশাববী

বরিহা গুঞ্জা- মাল তহিঁ রঞ্জিত
কুন্তল বন্ধ সুভাতি।
মৃগমদ বিরচিত তিলক বিরাজিত
কাজর উজরণ কাঁতি॥
দেখ সখি সুন্দর শ্যাম ত্রিভঙ্গী।
মধুব অধর পর মুরলী বরধর
রাধা রতিরস রঙ্গী॥ ধ্রু॥
মলয়জ কুঙ্কুম অঙ্গহি লেপন
মণিময় হার সুকণ্ঠ।
রসভবে অরুণ দৃগঞ্চল মন্থর
কুণ্ডলে মণ্ডিত গণ্ড॥
পীতাম্বব বর- কটিপর কিঙ্কিণী
উরে লম্বিত বনমাল।
রহই সুধীর নীপ অবলম্বন
জ্ঞানদাস মন চিরকাল॥ ১৬৩॥

১৬৩ গুঞ্জামালা রঞ্জিত ময়ূরপুচ্ছ দিয়া সুন্দর ছান্দে বাঁধা কুন্তলরাশি। ললাটে মৃগমদ বিরচিত তিলক। কাজল জিনিয়া উজ্জ্বল কান্তি। সখি, সুন্দর শ্যাম ত্রিভঙ্গকে দেখ। রাধা-রতিরসরঙ্গী মধুর অধরে মুরলী ধরিয়া বাজাইতেছেন, মলয়জ কুঙ্কুমলিপ্ত অঙ্গ। সুন্দর কণ্ঠে মণিময় হার। রসভরে মন্থর অরুণ অপাঙ্গ। কুণ্ডলে মণ্ডিত গণ্ড। পরিধানে শ্রেষ্ঠ পীতাম্বর। কটিতে কিঙ্কিণী। বক্ষে বিলম্বিত বনমালা। ঐ নীপ-অবলম্বনকারী (শ্যামের পদপ্রান্তে) জ্ঞানদাসের মন চির সুস্থির থাকুক।

রূপানুরাগ

শ্রীরাধার উক্তি

ধানশী

সজনি কি পেখলুঁ নীপমূলে ধন্দ।
এক বরণে কালা বিবিধ বিনোদ লীলা
লাবণ্য ঝরয়ে মকরন্দ॥ ধ্রু॥
ভবজঅনুজ রথ তা তলে বিনতাসুত
কোরে কুমুদবন্ধু সাজে।
হরিঅরি সন্নিধান অলি বসি পূরে বাণ
রমণীমণির মনে বাজে॥
খগেন্দ্র নিকটে বসি রসেন্দ্র বাজায় বাঁশি
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মুরছায়।
কুন্তীর নন্দন মূলে কশ্যপনন্দন দোলে
মনমথের মন মথে তায়॥
জলধিসুতাপতি তার উরে যার স্থিতি
সে কেনে যমুনাজলে ভাসে।
শচীপতিরিপুসুতা- বাহন বিজুরি লতা
নিরীক্ষণ করে জ্ঞানদাসে॥ ১৬৪॥

সিন্ধুড়া

বরিহা চন্দ্র চিকুরে নব মালতি
মল্লিকা মধুকরবৃন্দে।
কত কত বিবিধ কুসুম পরিপাটিত
রাজিত কলিকা কুন্দে॥
সজনি সুন্দর শ্যাম কিশোর।
অরুণায়ত আঁখি লহু অবলোকনে
হিয়া জুড়ায়ল মোর॥ ধ্রু॥
চন্দন চন্দ ভালে ভালি রঞ্জিত
তরুণীনয়ানপরাণ।
কুঞ্চিত অধরে মন্দ মৃদু বাজত
মুরলী মধুরিম তান॥
শ্রুতি মণিকুণ্ডল- কিরণ মনোহর
মণিভূখন প্রতি অঙ্গে।
জ্ঞানদাস কহ চিত থির না রহ
হেরইতে তনু ত্রিভঙ্গে॥ ১৬৫॥

তথারাগ

কি মোহন নন্দকিশোর।
হেরইতে রূপ মদনমন ভোর॥
অঙ্গহি অঙ্গ তরঙ্গ বিথার।
জলদপটল বরিখত রসধার॥
মুখে হাসি মিশা বাঁশি বায়।
অমিয়া বমিয়া বিধু জগত মাতায়॥
গলে গজমোতিমমাল।
করিবরকর কি'য়ে বাহু বিশাল॥

[১৬৪] সজনি, কদম্বমূলে কি আশ্চর্য্য দেখিলাম! এক কালিয়াবরণ বিবিধ বিনোদলীলা করিতেছেন। লাবণ্যে যেন মকরন্দ ঝরিতেছে। ভবজ (শিবতনয় গণেশ), তাঁহার অনুজ কার্ত্তিক, কার্ত্তিকের রথ ময়ূর (শ্রীকৃষ্ণের মাথায় ময়ূরপুচ্ছ) তাহার তলে বিনতানন্দন গরুড় (নাসিকা) কোলে কুমুদবন্ধু চাঁদ (ললাটে), হরি (ভেক) তাহার শত্রু সর্প (ভুরু) তাহার নিকটে অলি (আঁখি) বাণ পূরিতেছে (কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে)। রমণী শিরোমণির মনে সে বাণ বাজিতেছে। খগেন্দ্র (নাসিকার) নিকটে রসেন্দ্র (অধর) বাঁশী বাজাইতেছে। সে ধ্বনি শুনিয়া যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মূর্চ্ছা যায়। কুন্তীর নন্দন (কর্ণ) মূলে কশ্যপনন্দন (সূর্য্যসদৃশ কুণ্ডল) দোলে। তাহাতে মদনের মনও মোহিত হয়। জলধিসুতার (লক্ষ্মী) পতি (নারায়ণ) তাঁহার বক্ষে যাহার স্থিতি (কৌস্তুভ) সে কেন যমুনাজলে (কৃষ্ণের উজ্জ্বল বক্ষে) ভাসিতেছে। শচিপতি (ইন্দ্র) তাহার শত্রু (পর্ব্বত) পর্ব্বতকন্যা (পার্ব্বতী) তাহার বাহন সিংহ (সিংহ সদৃশ কটি) তাহাতে বিজলীলতা (পীতবসন)। জ্ঞানদাস এই রূপ নিরীক্ষণ করিতছে।

[১৬৫] শ্রীকৃষ্ণের ময়ূরপুচ্ছশোভিত কেশদামে নূতন মল্লিকা ও মালতীর মালা, তাহাতে ভ্রমর পংক্তি। কত মত বিবিধ পরিপাটী। তাহাতে কুন্দ-কলিকা বিরাজিত। সজনি, কিশোর শ্যামসুন্দর অরুণায়ত আঁখির অপাঙ্গভঙ্গীতেই আমার হৃদয় শীতল করিল। সুন্দর চন্দনতিলকশোভিত ললাট তরুণী-গণের নয়নপ্রাণ রঞ্জিত করে। কুঞ্চিত অধরে মুরলী মধুর তানে মৃদুমন্দ বাজিতেছে। শ্রুতিতে মণিকুণ্ডলের মনোহর ছটা। প্রতি অঙ্গে মণিভূষণ। জ্ঞানদাস কহিতেছেন, ত্রিভঙ্গ তনু শ্যামকে দেখিয়া চিত্ত স্থির থাকে না।

কুলবতিপরশ না পাই।
অনুখন চঞ্চল থির নহ তাই॥
শুনিতে বচন সুধাখানি।
জ্ঞানদাস আশ করত সেই বাণী॥ ১৬৬॥

সিন্ধুড়া

রাজিত চিকুর উপরে নবমালতি
অলিকুল অলকার পাশে।
মলয়জ মাঝে সাজে মৃদু মৃগমদ
তরুণীনয়নবিলাসে॥
সজনি কি পেখলুঁ শ্যামর চান্দে।
তরণীতনয়া তীরে তরু অবলম্বন
তরুণ ত্রিভঙ্গিম ছান্দে॥ ধ্রু॥
ও মুখমণ্ডলে ও মণিকুণ্ডল
গণ্ড উজোর ভেল কিরণে।
ইন্দ্রনীলমণি- মুকুর উপরে জনু
করু অবলম্বন অরুণে॥
তরুণ তারাবলি অনিবার ঝলমলি
উরে গজমোতিম হারে।
জ্ঞানদাস কহ পীতধটি অঞ্চল
বিজুরি ঘন আন্ধিয়ারে॥ ১৬৭॥

সিন্ধুড়া

কুন্দে কুন্দিল দেহা বিদগধ বিধি।
বাছিয়া থুইল নাম শ্যাম গুণনিধি॥
চূড়াএ চন্দ্রক দিয়া কুন্দ মল্লিকা।
চান্দের অধিক মুখচান্দের চন্দ্রিকা॥
সখি কি আর কি আর অনুবাদে।
মো পুনি পড়িয়া গেনু ও নয়ান-ফান্দে॥
আবেশে অবশ গা চলে বা না চলে।
পাষাণ মিলায়া যায় ও মধুর বোলে॥
নীলমণি-হেন গা মুকুতা-খিচনি।
আই আই মরি যাঙ রূপের নিছনি॥
কালা পাটে গলে দোলে কাঁঠিতে প্রবাল।
শ্যামল তমালে শোভে নবগুঞ্জামাল॥
নাসা-হুলে লোলে কত মূলের মুকুতা।
জ্ঞান কহে ভালে ঝুরে বৃষভানু সুতা॥ ১৬৮॥

[১৬৬] কি মনোমুগ্ধকারী নন্দকিশোর। রূপ দেখিয়া মদনেরও মন মোহিত হয়। অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের তরঙ্গ বিস্তার। যেন মেঘমালা রসধারা বর্ষণ করিতেছে। হাসি মিশানো মধুর বাঁশী বাজাইতেছে। চাঁদ অমৃত বমন করিয়া জগৎ মাতাইতেছে। গলে গজমোতির মালা। হস্তীর শুণ্ড সদৃশ কি বিশাল বাহু। কুলবতীগণের স্পর্শ না পাইয়া স্থির হয় না। তাই অনুক্ষণ চঞ্চল। বচন শুনিতে যেন সুধাখণ্ড। জ্ঞানদাস সেই বাণী শুনিবার আশা করেন।

[১৬৭] সজ্জিত কেশপাশে নব মালতী। অলকার পাশে অলি উড়িতেছে। ললাটে শ্বেতচন্দনের মাঝে মৃগমদবিন্দু, তরুণীনয়নের বিলাসক্ষেত্র। সজনি, তরুণ শ্যামচাঁদকে কি দেখিলাম! কালিন্দীর তীরে তরু অবলম্বনে ত্রিভঙ্গিম ছান্দে দাঁড়াইয়া আছেন। ওই মুখমণ্ডল, ওই মণিকুণ্ডল, কিরণে গণ্ড উজ্জ্বল হইল। ইন্দ্রনীলমণির দর্পণের উপরে যেন অরুণ আশ্রয় লইয়াছে। তরুণ তারার মালা অনিবার ঝলমল করিতেছে। বক্ষে গজমোতিহার। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, পীতধড়ার অঞ্চল যেন ঘন অন্ধকারে বিজুলি চমক।

[১৬৮] সুরসিক বিধাতা নাগরের দেহ কুন্দ যন্ত্রে কুন্দিয়া গড়িয়াছেন (যে অঙ্গ যেমন হওয়া উচিত, সেই অঙ্গ তেমনই করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন), এবং বাছিয়া শ্যাম গুণনিধি নাম রাখিয়াছেন। চূড়ায় ময়ূর পুচ্ছ, তাহাতে কুন্দ মল্লিকার মালা। মুখচন্দ্রের ছটা চাঁদের অপেক্ষাও অধিক। সখি, অনুবাদে (কলঙ্কে) আমার আর কি হইবে? আমি নাগরের নয়নের ফাঁদে পড়িয়া গেলাম। (বন্ধুকে দেখিয়া অবধি) দেহ আবেশে অবশ হইয়াছে। (ফাঁদ এড়াইয়া) চলিতে গেলেও পা যেন চলে না। তাহার মধুর কথায় পাষাণ গলিয়া যায়। দেহ তো নয়, যেন নীলমণি, তাহাতে মুক্তার অলঙ্কার। মাগো, মাগো, রূপের নিছনি লইয়া মরিয়া যাই! কাল পাটে গাঁথা প্রবালের কাঁঠি গলায় দুলিতেছে। শ্যামল তমালে যেন নব গুঞ্জামালার শোভা। নাসার নোলকে বহুমূল্যের মুকুতা হিল্লোল তুলিয়াছে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, তাইতো বৃষভানুসুতা ঝুরিতেছেন।

সারঙ্গ

শ্যামধাম কুন্দদাম
চারু চিকুর মোহনি।
বরিহাপংখ ভ্রমরীসঙ্গ
মধুর মধুর শোহনি॥
দেখত লাল উরহি মাল
মন্দ মন্দ আয়নি।
মোহন বংশ নিহিত অংস
মধুর মধুর গায়নি॥ ধ্রু॥
মকর গণ্ড তিমিরখণ্ড
ভালে তিলক লায়নি।
রমণীকুল আধ-দুকূল
আধমুদিত চাহনি॥
বদন চান্দ কামের ফান্দ
নয়নকি শর ধাওনি।
জ্ঞানদাস পিরীতিআশ
ওরূপ চিতে ভাওনি॥ ১৬৯॥

কল্যাণ

সহজই শ্যাম রূপ অতি মোহন
মনোহর ভঙ্গিম অঙ্গ।
ব্রজবনিতারসে অবশ নিরন্তর
লহু লহু চলই রহই তিরিভঙ্গ॥
আজু কি বনাওল মোহন ভাঁতি।
শিরে বরিহাবলি বলিত বকুল ফুল
মালতি মধুপীমধুপকুল মাতি॥ ধ্রু॥
লীলারভস হাস সরসামৃত
রতিপতিমতি কো ফান্দ।
জগবৈচিত্র্য- কলা তঁহি নিরমিত
অপরূপ শ্যামরু চান্দ॥
মণি ভূখণ- কিরণ শশি-ঝলমলি
নবজলধর তনুআভা।
জ্ঞানদাস কহ নবীন কিশোর দেহু
কাহে না লাগয়ে লোভা॥ ১৭০॥

গৌরী

অতি সুমধুর মুরতি শ্যাম
কুটিল কেশ কুন্দদাম
মোরপংখ শোহনি।
ভাল উপরে চন্দনবিন্দু
অমল শরদ পূর্ণিম ইন্দু
ভুবনমরমমোহনি॥
আজু পেখলুঁ তটিনী তীর
মদনমোহন গতি সুধীর।
মুরলীগীত কে ধরু চিত
আনন্দে উলটি বহত নীর॥ ধ্রু॥
কম্বুকণ্ঠে কনকমাল
এ গজমোতিম গাঁথি প্রবাল
বিবিধ রতন সাজনি।
প্রাতকমল নয়নজোড়
মাঝে মধুপ রহ আগোর
রমণীর মন ভাজনি॥

---

[১৬৯] শ্যামের দেহ শ্যামলিমার আলয়। মোহন চারু চিকুরে কুন্দফুলের মালা। তাহার উপর (কুন্দ পুষ্পাসক্ত) ভ্রমরী বেষ্টিত ময়ূরপুচ্ছ মধুর মধুর শোভা পাইতেছে। দেখ, বক্ষে বনমালাধারী নন্দলাল মন্দ মন্দ (চলিয়া) আসিতেছেন। স্কন্ধনিহিত মোহন বংশীতে মধুর মধুর গান করিতেছেন। গণ্ডে মকর কুণ্ডল তিমির নাশ করিতেছে। ললাটে তিলক লইয়াছেন। দেখিয়া রমণীকুলের কটির বসন খসিয়া পড়িতেছে। আবেশে তাহাদের আঁখি আধ মুদিত হইয়া আসিতেছে। বদনচাঁদ কামেরও ফাঁদস্বরূপ, কটাক্ষবাণ ধাইয়া আসে। জ্ঞানদাস পিরীতির আশে ঐরূপ চিত্তে ভাবনা করিতেছেন।

[১৭০] সহজেই শ্যামের রূপ অতি মুগ্ধকারী। তাহার উপর মনোহর ভঙ্গীযুক্ত অঙ্গ। ব্রজবনিতার রসে নিরন্তর অবশ। মন্দ মন্দ চলেন, ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। আজ কি মোহন সাজেই তাঁহাকে সাজাইয়াছে। শিরে ময়ূরপুচ্ছ, তাহাতে বকুল ও মালতীর মালা বেড়া। ভ্রমরকুল মধুপান করিয়া মাতিয়াছে। লীলারহস্যে অমৃত সরস হাসি, রতিপতির মনভুলান ফাঁদ! অপরূপ শ্যামচন্দ্র জগতের কলাবৈচিত্র্যেই নির্ম্মিত। মণিভূষণের কিরণে যেন চাঁদ ঝলমল করিতেছে। নব জলধরপ্রভ দেহবর্ণ। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, ঐ দেহে কাহার না লোভ লাগে।

উচ উরপর কুসুমদাম
রূপ নিরূপম পুজল কাম
কটি পীতপট কাছনি।
ভুবন বিচিত্র এ অঙ্গঠাম
বিধিক অবধি ও নিরমাণ
জ্ঞানদাস যাউ নিছনি॥ ১৭১॥

পীত পতনি মণি- ভূষণ ঝলমলি
উরে দোলত বনমাল।
জ্ঞানদাস কহ অপরূপ দেখহ
বিজুরী তরুণ তমাল॥ ১৭২॥

সিন্ধুড়া

কুঞ্চিত অলকা উপরে অলিমণ্ডলী
মল্লিকা মালতী মালে।
চূড়া চিকণ চারু শিখি-চন্দ্রক
টালনি আধ কপালে॥
সজনি বড়ই বিনোদিয়া কান।
কুটিল কটাখে লাখ লাখ কুলবতি
ছাড়ল কুল-অভিমান॥ ধ্রু॥
মরকত মঞ্জু মুকুর মুখ-মণ্ডল
কামকামান ভুরুভঙ্গী।
মলয়জ তিলক ভাল পর বিলিখন
যাহা দেখি চাঁদ কলঙ্কী॥

ধানশী

নীলমণিঅংকুর মুকুর নব আভা।
তাহে কি কহব শ্যাম শশিমুখশোভা॥
চান্দ হেন বলি যদি বলিতে লাজাই।
উহ কলংকত ইথে কলংক না পাই॥
অতি অপরূপ কালিন্দী নীপতলে।
নব রঙ্গ ফুলমাল হিয়ায় হিলোলে॥ ধ্রু॥
চূড়ায় বরিহা নব মল্লিকা বকুল।
গাঁথিয়া ভাতিয়া তথি মুকুতা অমূল॥
অলি মধু পিয়ে তায় বসি থরে থরে।
আজু পুণ্যে পরাণ লইয়া আইলুঁ ঘরে॥
অঙ্গের তরঙ্গে রঙ্গে কত কত কাম।
আঁখির পলকে তাকি অনেক সন্ধান॥
রূপের অবধি বৈদগধি অপরূপ।
জ্ঞানদাস কহে যত কহিলা স্বরূপ॥ ১৭৩॥

১৭১ শ্যামের অতি সুমধুর মূর্ত্তি। তাহার কুটিল কেশে কুন্দদাম এবং ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাইতেছে। ললাটে চন্দনবিন্দু, যেন শরৎকালের নির্ম্মল পূর্ণিমার চান্দ। ত্রিভুবনের মর্ম্ম মোহিত করে। কালিন্দী-তীরে অতি সুধীর গতি মদনমোহনকে দেখিলাম। তাহার মুরলী গান শুনিয়া কে চিত্তে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারে? যমুনার জল আনন্দে উজান বয়। তাহার কম্বুকণ্ঠে কনকমাল্য ও গজমোতি ও প্রবাল গাঁথা রহিয়াছে। তাহাতে বিবিধ রত্ন সজ্জিত। প্রভাতের পদ্মের মত আয়ত দুটি নয়ন, মাঝে (অক্ষি তারকা) যেন ভ্রমরকে আগুলিয়া রহিয়াছে। রমণীর মন ভুলায়। উচ্চ বক্ষে কুসুমের মালা। কাম যেন নিরূপম রূপের পূজা করিতেছে। কটিতে পীতবসন কষিয়া বাঁধা। এই অঙ্গঠাম ভুবনে বিচিত্র। বিধাতার নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যের শেষ সীমা। জ্ঞানদাস নিছনি যাইতেছেন।

১৭২ কুঞ্চিত অলকে মল্লিকা মালতীর মালা। তাহার উপরে ভ্রমর পংক্তি। চিকণ চূড়ায় সুন্দর শিখিচন্দ্রিকা, বামে হেলিয়া আছে। সজনি, কানু বড় বিনোদিয়া। তাহার কুটিল কটাক্ষে লাখ লাখ কুলবতী কুল অভিমান ত্যাগ করিল। মনোহর মরকত দর্পণের মত শ্যামের মুখমণ্ডল। ভুরুভঙ্গী যেন মদনের কামান। ললাটে অগুরু চন্দনের তিলক আঁকা। তাহা দেখিয়াই তো লজ্জায় চাঁদ কলঙ্কী হইয়াছে। পীত বসন পরিধান, অঙ্গে মণিময় অলংকারের ছটা, বক্ষে বিলম্বিত বনমালা। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, তরুণ তমালে বিদ্যুল্লতা, অপরূপ দেখ।

১৭৩ নীলমণির অঙ্কুর অথবা নীলমণির দর্পণের নূতন সৌন্দর্য্যের সঙ্গেও কি শ্যামের চাঁদ মুখের শোভার তুলনা হয়? মুখকে চান্দের মত বলিতেও তো লজ্জা পাই। চান্দ কলঙ্কিত, আর শ্যামের মুখচান্দে মালিন্য নাই। কালিন্দীর তীরে কদম্বমূলে অতি অপরূপ দেখিলাম। ফুলের মালা নূতন রঙ্গে (ছান্দে অথবা কৌতুকে) তাহার হিয়ায় হিল্লোলিত হইতেছে। চূড়ায় ময়ূরপাখা। তাহাতে নূতন মল্লিকা বকুল জড়ানো। সেই সঙ্গে অমূল্য মুকুতার অপূর্ব ছান্দের গাঁথনি। অলিকুল চূড়ার ফুলের মালায় থরে থরে বসিয়া মধুপান করিতেছে। বহু পুণ্যফলে আজ প্রাণ লইয়া ঘরে ফিরিয়াছি।

সিন্ধুড়া

লোচন অঞ্চলে চিত চোরায়লি
রূপে চোরায়ল আঁখি।
যৌবন তরঙ্গে সঙ্গে মন গেল
পরশ রহিল সাখী॥
সই কিনা সে নাগর কালা।
মরম জানিল ধরম কহিল
জাতি কুল শীল গেলা॥ ধ্রু॥
চকিত চাহনি গীম দোলায়নি
হাসনি ভাষনি লীলা।
ও অঙ্গ পরশে পবন হরষে
বরষে পরশ-শিলা॥
একে সে আকার রসের বিহার
আরে আভরণ সাজে।
জ্ঞানদাস কহে ওরূপ দেখিলে
কে করে কাল বিয়াজে॥ ১৭৪॥

আক্ষেপানুরাগ

কৌ রাগিণী

অরুণ উদয় কালে ব্রজশিশু আসি মিলে
বিপিনে পয়ান প্রাণনাথ।
এক দিঠি গুরুজনে আর দিঠি পথ পানে
চাহিয়ে পরাণ করি হাত॥
সজনি না জানি কি হয়ে প্রেম লাগি।
দারুণ পিরীতি মোর পরবোধ নাহি মানে
কত চিতে নিবারিব আগি॥ ধ্রু॥
একে কুলকামিনি তাহে নবযৌবনি
আর তাহে পরের অধীন।
বিষম পিরীতিশরে রহিতে না পারি ঘরে
ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ॥
নিশি দিশি অবিরত জাগিতে ঘুমাতে কত
প্রাণনাথ সোঙরি সদাই।
শুনি জ্ঞানদাস বলে আকুল নয়ান-জলে
তিল আধ থির নাহি পাই॥ ১৭৫॥

তুড়ী

রূপ দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে।
এত কি সহিতে পারে অবলা পরাণে॥
দ্বিগুণ দহয়ে তনু মুরলীর স্বরে।
কুলিন[১] সাপিনী যেন গরল উগরে॥
আর তাহে তাপ দিল পাপ ননদিনী।
ব্যাধের মন্দিরে যেন কম্পিত হরিণী॥
নিরবধি প্রাণ মোর শ্যামঅনুরাগী।
যে মোরে ছাড়িতে বলে হবে বধের ভাগী॥[২]
জ্ঞান কহে যেই কহ সেই সে করিব।
শ্যামবন্ধুর লাগি পরাণ হারাইব॥ ১৭৬॥

সুহই

পহিল বয়েস একে আরে নব আরতি
আর তাহে কানুর সোহাগ।
এত রস আদর বাদ করিল বিহি
কুলবতী কেমন অভাগ॥

কত কত কাম রঙ্গভরে তাহার প্রতি তরঙ্গ তুলিতেছে। আবার আঁখির পলকে তাক্ করিয়া অনেক বাণ সন্ধান করিতেছে। রূপের সীমা, বিদগ্ধতা অপরূপ! জ্ঞানদাস বলিতেছেন যত বলিতেছ, সমস্তই সত্য।

১৭৪ কটাক্ষে মন চুরি করিল। রূপে নয়নকে ভুলাইল। তাহার যৌবন-তরঙ্গে ভাসিয়া মন সঙ্গেই গেল। প্রাণ সাক্ষী রহিল। সই, সেই নাগর কালা (অন্য কেহ নয, তাহাকে দেখিয়া) ধর্ম্মকথা কহিতেছি, মর্ম্মে মর্ম্মে জানিলাম জাতিকুলশীল সব গিয়াছে। তাহার চকিত চাহনি, গ্রীবাভঙ্গী, হাসি, কথা বলিবার চাতুরী অপূর্ব্ব। তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া পবন আনন্দে পরশ মাণিক বৃষ্টি করে। (পরশমণি স্পর্শ করিলে লোহা সোনা হয়। কিন্তু নাগরকে স্পর্শ করিতে হয় না, তাহার গায়ের বাতাসই স্পর্শমণি সৃষ্টি করে।) একে সে আকারে রসের বিগ্রহ, তাহাতে আবার অলঙ্কারের সজ্জা। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, ঐরূপ দেখিয়া সর্ব্বস্ব দিতে কে আর কালবিলম্ব করে?

১৭৬ ১। বিষধর সর্প।

২। যে আমাকে কানুকে ত্যাগ করিতে বলিবে, সে আমার বধের ভাগী হইবে।

সজনি না জানিয়ে এত পরমাদ।
একে মোর অন্তর পোড়য়ে নিরন্তর
তিল এক নাহি অবসাদ॥
গৃহে গুরু দুরুজন ভয়ে সভয় মন
তাহাতে অধিক শ্যাম-নেহা।
নহিয়ে স্বতন্তর কানুর বিচ্ছেদ-ডর
সে তাপে তাপিত দুন দেহা॥
কিবা করি কিবা হয় আপনা বুঝিল নয়
নিরবধি উড়ু উড়ু চীত।
জ্ঞানদাস কহে মনে অনুমানিয়ে
বিষাধিক বিষম পিরীত॥ ১৭৭॥

শ্রীরাগ

লোক অনুরাগ ঘরের সোহাগ
পতির আরতি নাশি।
সজনি লো শ্যাম কি জানি করিলে
এ সব ঝগড়া বাসি॥
প্রাণ সই না জানি কি জানি হইল।
রাতি দিন নাই সদাই ধেয়াই
মরমে সমাধি রইল॥
দেখিতে শুনিতে নয়নে শ্রবণে
আন না দেখি না শুনি।
এত পরমাদ নাহি অবসাদ
আন না জানে পরাণি॥

সে রূপ সে গুণ সে মৃদু বচন
অমিয়া-নিঝর ঝরে।
জ্ঞানদাস বোলে মরমে লাগিলে
কে জানি রহিব ঘরে॥ ১৭৮॥

সুহই

সই বল মোরে করিব কি।
পরাণ পিরীতির নিছনি দি॥
গুরু গরবিত যতেক গঞ্জে।
মণি জ্বলে যেন তিমিরপুঞ্জে॥
কালার পিরীতে এ তনু বান্ধা।
টুটিলে না টুটে বিষম ধান্দা॥
যে কথা কহিলুঁ রাখিহ মনে।
যে জানে সে জানে না জানে আনে॥
আরো যত আছে মনের কথা।
না কৈলে না ঘুচে চিতের বেথা॥
জ্ঞানদাস কহে কি ভেল আন।
এ কালা শ্যাম ত্রিজগত-প্রাণ॥ ১৭৯॥

তথারাগ

তুমি কি না জান সই যত পরমাদ।
কি ঘরে বাহিরে লোকে বলে পরিবাদ॥
তভু যে বন্ধুরে আমি পাসরিতে নারি।
কি বিধি বেয়াধি দিল কি বুদ্ধি বা করি॥
কি খেনে দেখিলুঁ সই বিদগধ রায়।
পাষাণের রেখা যেন মিটিলে না যায়॥

[১৭৭] একে প্রথম বয়স, তাহাতে নূতন অনুরাগ, তাহার উপর কানুর সোহাগ। এত রসের আদর, বিধাতা বাদ সাধিল। কুলবতীর কেমন অভাগ্য দেখ। সখি, এত প্রমাদ হইবে জানি না। একে আমার অন্তর নিরন্তর পুড়িতেছে, এক তিলের জন্যও বিরাম নাই। তাহার উপর গৃহের গুরুজনের ভয়ে সর্ব্বদা সভয় মন। সবার অধিক শ্যামের প্রেমের জ্বালা। স্বতন্ত্র নই, কানুর বিচ্ছেদ ভয়ে দেহ দ্বিগুণ তাপিত হয়। কি করি, কি করিতে কি হয়, আপনাকেও বুঝিতে পারি না। নিরবধি চিত্ত উড়ু উড়ু করে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, মনে অনুমান করিতেছি, পিরীতি বিষাধিক বিষম।

[১৭৯] সই কি করিব, আমাকে বল। প্রাণপ্রীতির বালাই লইয়া মরি (পিরীতির জন্য প্রাণ নিছনি দিলাম)। গর্বিত গুরুজনে যত গঞ্জনা দেয় (কলঙ্কের), আঁধারে যেন মণি জ্বলে। (সে গঞ্জনা আমার অন্তরকে আনন্দে উজ্জ্বল করে)। কালার পিরীতে এ তনু বান্ধা পড়িয়াছে, এ বড় আশ্চর্য্য। ছাড়াইতে চাহিলেও ছাড়ে না। যে কথা বলিতেছি মনে রাখিও। এ প্রেমের মর্ম যে জানে—সেই জানে, অন্যে জানে না। আরো যত মনের কথা আছে, না বলিলে মনের ব্যথা আছে, না বলিলে মনের ব্যথা ঘুচিবে না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, তোমার এমন আর কি হইল, সে কালা যে জগতের প্রাণ।

গুরুজন যত বলে শ্রবণে না শুনি।
কি করিতে কি না করি একুই না জানি॥
দেখিয়া যতেক লোক করে উপহাস।
চাঁদের উদয়ে যেন তিমির বিনাশ॥
পতির আরতি যেন জ্বলন্ত আগুনি।
বন্ধুর পিরীতি বুকে দহিছে তেমনি॥
সোঙরিতে সব গুণ পরাণ জুড়ায়।
ভালে জ্ঞানদাস চিতে সোয়াথ না পায়॥১৮০॥

সুহই

ঘর নহে ঘোর হেন ঘরের বসতি।
বিষ হেন লাগে মোরে পতির পিরীতি॥
বিরলে ননদী মোরে যতেক বুঝায়।
কানুর পিরীতি বিনে আন নাহি ভায়॥
সখি মোর নব অনুরাগে।
পরবশ জীউ না উবরে পুণভাগে॥
আঁখে রৈয়া আঁখে নহে সদা রহে চিতে।
সে রস বিরস নহে জাগিতে ঘুমিতে॥
এক কথা লাখ হেন মনে বাসি ধান্দি।
তিলে কতবার দেখোঁ স্বপনসমাধি॥
জ্ঞানদাস কহে ভাল ভাবে পড়িয়াছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥১৮১॥

তুড়ী

একে কুলবতী চিতের আরতি
বিধিবিড়ম্বিত কাজে।
শ্যাম সুনাগর- পিরীতিকণ্টক
ফুটিল হিয়ার মাঝে॥
শুন শুন সই মর্ম তোরে কই
পড়িলুঁ বিষম ফাঁদে।
অমূল্য রতন বেড়ি ফণিগণ
দেখিয়া পরাণ কান্দে॥ ধ্রু॥
গুরু গরবিত বোলে অবিরত
এ বড়ি বিষম বাধা।
এ কুল ও কুল দু কুল চাহিতে
সংশয় পড়ল রাধা॥
ছাড়িলে ছাড়ান না যায় সে লোক
পরাণ অধিক বড়।
জ্ঞানদাস কহে এমন সম্পদ
কাহার ডরে বা এড়॥ ১৮২॥

১৮০ আমার যত প্রমাদ, সই তুমি কি না জান। ঘরেই কি আর বাহিরেই কি, সকলেই আমার কলঙ্কের কথা বলে। তবু আমি বন্ধুকে ভুলিতে পারিতেছি না। বিধাতা কি ব্যাধিই যে দিল, কি বুদ্ধিই বা করিব। সেই রসিকরাজকে কি ক্ষণেই যে দেখিলাম! (প্রথম দর্শনেই বন্ধুর প্রতি আমার প্রীতি অন্তরে দাগ কাটিয়াছে) যেন পাষাণের রেখা, কিছুতেই মিলাইতেছে না। (মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছি না)। গুরুজন যত বলে কানে শুনি না। কি করিতে কি করি, কিছুই জানি না। আমাকে দেখিয়া যত লোকে উপহাস করে। চাঁদের উদয়ে যেন অন্ধকার নাশ হইয়াছে। (আমার লুকাইবার স্থান নাই। কানুর কলঙ্ক সকল অন্তরাল যেন অন্তর্হিত করিয়াছে)। পতির আরতি (আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি) জ্বলন্ত আগুনের মত মনে হয়। বন্ধুর পিরীতিও বুকের মধ্যে তেমনই আগুন জ্বালাইয়াছে। কিন্তু এমন সব গুণ যে স্মরণেই প্রাণ জুড়াইয়া যায়। তাইতো জ্ঞানদাসের চিত্তে সোয়াস্তি নাই।

১৮১ আমার ঘর তো নয়, ঘরে বাস যেন বনবাস। পতির আরতি (আনুরক্তি) বিষের মত মনে হয়। নির্জ্জনে ননদিনী আমাকে যত বুঝায়, কানুর পিরীতি ভিন্ন অন্য কিছু মনে লাগে না। সখি, আমার নব অনুরাগে পরবশ জীবন পুণ্যভাগ্যেই নির্গত হয় না। (বন্ধু আমার) আঁখিতে থাকিয়াও মাত্র আঁখিতে থাকে না। চিত্তের মধ্যেও সর্ব্বদা থাকে। জাগিতে ঘুমাইতে সে রস বিরস হয় না। (সে রস নিত্য নূতন)। তাহার একটি কথা আমার মনে লক্ষবার তোলপাড় করি। তিলে কত বার তাহাকে স্বপ্নসমাধিতে দেখি। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, বেশ ভালভাবের ফাঁদে পড়িয়াছ। মনের মরম কথা আর কাহাকে শুধাইবে।

১৮২ একে আমি কুলবতী, তাহার উপর মনের এই সাধ! এ যে বিধি বিড়ম্বিত কাজ। শ্যাম সুনাগরের পিরীতি কণ্টক হৃদয়ের মাঝে বিঁধিল। শোন সই শোন, তোমাকে মর্ম্মকথা বলি, বিষম ফাঁদেই পড়িয়াছি। অমূল্যরত্ন, বিষধরে বেড়িয়া আছে, (লইতে প্রবল লোভ হইতেছে। কিন্তু হাত বাড়াইলেই সর্পদংশনে প্রাণ সংশয়) দেখিয়া প্রাণ কাঁদিতেছে। গর্বিত গুরুজন অবিরত গঞ্জনা দিতেছে, এ বড় বিষম বাধা। তাহাকে তো ছাড়িলেই ছাড়ানো যায় না। সে যে প্রাণের অপেক্ষাও বড়। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, এমন সম্পদ কাহার ভয়ে ত্যাগ করিবে?

শ্রীরাগ

কিবা রূপে কিবা গুণে মন মোর বান্ধে।
মুখে না নিঃসরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে॥
মনের মরম কথা শুনলো সজনি।
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥ ধ্রু॥
চিতের আগুন কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
কোন্ বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা॥
জ্ঞানদাস বলে মুঞি কারে কি বলিব।
কানুর পিরীতি লাগি যমুনা পশিব॥ ১৮৩॥

সুহই

দুহু কুলগরিম অসীম দুখ অন্তরে
বাহিরে পরিজন গঞ্জে।
ও নব নেহ দেহ-অবলম্বন
সোঙরি সঘন মন রঞ্জে॥
সজনি বুঝয়ে না পারয়ে চীত।
অবিরত অভিমত আদর যত যত
ডগমগ বঁধুর পিরীত॥
সবগুণসীম অসীম রূপলাবণি
ও নবকৈশোর দেহা।
গুরুজন বচন— সন্তাপনিবারণ
শীতল সুখময় গেহা॥
পরবশ প্রেম পূরয়ে নাহি আরতি
অনুখণ অন্তরদাহ।
জ্ঞানদাস কহে তিলে কত সুখ হয়ে
হেরইতে শ্যামর নাহ॥ ১৮৪॥

তুড়ী

কালার পিরিতি সই তোমারে যে বলি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ পুতলি॥
কাহারে কহিব সই মরমের কথা।
কানু বিনু কে জানিবে মরমের বেথা॥
যত যত পিরীতি করয়ে পিয়া মোরে।
আখরেতে লেখা আছে হিয়ার মাঝারে॥
নিরবধি বুকে থুইয়া চাহে মুখে মুখে।
এ বড় বিষম শেল ফুটিয়াছে বুকে॥
মনের যে দুখ মোর মনেতে রহিল।
ফুটিল শ্যামের শেল বাহির নহিল॥
নিশ্চয় মরিব সখি তারে না দেখিয়া।
জ্ঞানদাস কহে শ্যাম মিলাব আনিয়া॥ ১৮৫॥

সুহই

তুমি সব জান কানুর পিরীতি
তোমারে বলিব কি।
সব পরিহরি এ জাতি জীবন
তাহারে সোঁপিয়াছি॥
সই কি আর কুল বিচারে।
প্রাণবন্ধু বিনে তিলেক না জীব
কি মোর সোদর পরে॥

---

[১৮৩] যেমন রূপ, তেমনই গুণ! রূপে গুণেই তো আমার মনকে বাঁধিয়াছে। মুখে কথা সরিতেছে না। দুটি আঁখি কাঁদিতেছে। সজনি, মনের মরম কথা শোন, দিবারাত্রি শ্যামবন্ধুকে মনে পড়িতেছে। চিত্তের আগুন কত চিত্তে নিবারণ করিব? কঠিন প্রাণ যে যায় না। কাহাকে কি বলিব। কোন্ বিধাতা কুলবতী রমণী সৃষ্টি করিয়াছেন? কে প্রেম করে না? কাহার এত জ্বালা। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, আমি কাহাকে কি বলিব? কানুর পিরীতি লাগিয়া যমুনায় গিয়া প্রবেশ করিব।

[১৮৪] দুই কুলই (পিতৃকুল ও শ্বশুর কুল) গরিমাময়। (আমার কলঙ্কে সে গৌরব নষ্ট হইয়াছে) অন্তরে অসীম দুঃখ পাইতেছি। বাহিরে পরিজনেরা গঞ্জনা দেয়। ঐ নূতন প্রেম দেহের একমাত্র অবলম্বন। স্মরণ করিয়া সঘনে মন রঞ্জিত হয়। সব দুঃখ বিস্মৃত হই। সজনি, মন বুঝে না। আমার বন্ধুর মনোমত অবিরত যত যত আদর, পিরীত (সদাই মনে পড়ে)। সকল গুণের সীমা, অসীম রূপ-লাবণ্য (যুক্ত) ঐ নবকিশোর দেহ গুরুজনের বচনসন্তাপ নিবারণের শীতল সুখময় আশ্রয়। পরবশ প্রেমে আরতি পূর্ণ হয় না, অনুক্ষণ অন্তর জ্বলিয়া যায়। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, শ্যামল নাথকে দেখিয়া তিলেকেও কত সুখ হয়।

সে রূপসায়রে নয়ন ডুবিল
সে গুণে বান্ধিলুঁ হিয়া।
সে সব চরিতে ডুবিল যে মন
তুলিব কি আর দিয়া॥
খাইতে খাইয়ে শুইতে শুইয়ে
আছিতে আছিএ পুরে।
জ্ঞানদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে
আনল ভেজাই ঘরে॥ ১৮৬॥

সুহই

দুহুঁক পিরীতি দুহুঁ অন্তরে জাগয়ে
বাস করিয়ে এক পুরে।
দারুণ গুরুভয়ে এতয়ে করাওল
জনু ভেল জলনিধি-দূরে॥
সজনি কহ কৈছে সহয়ে পরাণে। ধ্রু।
যাকর পিরীতি জীউ সঞে বাটল
তা সঞে কিয়ে আন ভানে॥
যব দিন দখিন অখিল সুখসম্পদ
চিরদিনে প্রেমবাউল।
অবশেষ নাম কাম দুখদায়ক
এবে সখি শেলসমতুল॥
পন্থ গতাগত হেরি চিত উনমত
কহিয়ে না পারিয়ে কাহিনী।
জ্ঞানদাস কহ জীউ কি এত সহ
খরতর এ দিঠি-আগিনী॥ ১৮৭॥

ধানশী

পাসরিতে নারি কালা কানুর পিরীতি।
সোঙরিতে প্রাণ কান্দে করিব কি রীতি॥
হিয়ার হইতে প্রিয়া শেজে না ছোঁয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনি গোঙায়॥
তনু তনু পরশ লাগি আভরণ তেজে।
চরণে যাবক রচে দেখি পাই লাজে॥
নিশি অবসান জানি কাতর হইয়া।
দঢ় করি বান্ধে মোরে ভুজ-লতা দিয়া॥
অরুণ উদয় দেখি পড়ি প্রেমফান্দে।
মুখে মুখ দিয়া পিয়া কত জানি কান্দে॥
ঘরে আসিবার কালে দেয় প্রেমফাঁস।
তেঁঞি সে এমন দেখি কান্দে জ্ঞানদাস॥ ১৮৮॥

ভাটিয়ারি

শুন শুন পরাণের সই।
তুমি সে দুখের দুখি তেঁঞি তোরে কই॥
সদা চিত উচাটন বন্ধুর লাগিয়া।
সদাই সোঙরে প্রাণ গর গর হিয়া॥
সদাই পুলক গায়ে আঁখে ঝরে জল।
আধ তিল না দেখিলে পরাণ বিকল॥
কি করিব কোথা যাব থির নহে মন।
তাহে আর ননদী বলয়ে কুবচন॥
তাহে ধিক দুখ দেয় এ পাড়াপড়সী।
বন্ধুর লাগিয়া মুঞি হব বনবাসী॥
হিয়ার মাঝারে প্রেমঅংকুর পশিল।
দিনে দিনে বাড়ি সেই বিরিখি হইল॥
ফলফুলকালে এবে পড়িল বিপতি।
জ্ঞানদাস কহে ধনি সামালিবা কতি॥ ১৮৯॥

তুড়ী

আর কত বোল সই আর কত বোল।
নিভান অনল আর পুন কেন জ্বাল॥
যে অনলে পোড়ে হিয়া সে অনলে সেঁকি।
কস্তুরী লেপিয়া অঙ্গে শ্যামনাম লেখি॥

---

১৮৭ দুইজনের পিরীতি দুইজনের অন্তরে জাগিতেছে। একই নগরে বাস করিতেছি। (কিন্তু) দারুণ গুরুজনের ভয়ে এমন করিল (যেন উভয়ের মধ্যে) সাগরের ব্যবধান। সজনি, কেমন করিয়া প্রাণে সহ্য হইবে? যাহার পিরীতি প্রাণের সঙ্গে বাঁটিয়া লইয়াছি, তাহার সঙ্গে কি অন্য ব্যবহার করা যায়? যখন দিন অনুকূল ছিল, অখিল সুখসম্পদ (করতলগত) ছিল। চিরদিনের জন্য প্রেমে পাগলিনী হইয়াছি। এখন নামমাত্র অবশেষ (আছে)। দুঃখদায়ক কাম শেল সমতুল হইয়াছে। যাতায়াতের পথে দেখিয়া চিত্ত উন্মত্ত হয়। কথা কহিতে পাই না। জ্ঞানদাস কহিতেছেন খরতর এই দৃষ্টির আগুন প্রাণে কি এত সহ্য হয়?

শ্যামপরসঙ্গ বিনে যদি প্রাণ রয়।
তব্ ত দার্ণ লোকে এত কথা কয়॥
জ্ঞান কহে বিনোদিনি নিবারহ চিতে।
কালায় মাতল মন কি করে কথাতে॥ ১৯০॥

তুড়ী

কি ঘর বাহির লোকে বলে একি রীতি।
জীতে পাসরিল নহে বন্ধ্র পিরীতি॥
দেখিতে না দেখে আঁখি শ্যাম বিনে আন।
ভরমে আনের কথা না কহে বয়ান॥
শ্নিতে শ্নিয়ে সই শ্যাম পরসঙ্গ।
সোঙরি সঘনে মোর প্লকিত অঙ্গ॥
হিয়ার আরতি গো কহিতে নাহি দেশ।
মরমে ধরম কথা না করে প্রবেশ॥
গৃহকাজ করিতে অবশ সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বড় বিষম শ্যামনেহ॥ ১৯১॥

স্বগত কথনে

শ্রীরাগ

সহজই কুলবতী বালা।
সো কি সহই প্রেমজালা॥
তাহে গ্র্গঞ্জন বোল।
অহনিশি অন্তর ডোল॥
তাহে নিতি প্রেমতরঙ্গ।
জোরি কবহ্ঁ নহ ভঙ্গ॥
দ্রজন সঙ্গ সঞ্চারি।
ব্যাধমন্দিরে জন্ শারী॥
সকল কহব কান্ঠাম।
ইথে কি কহয়ে পরিণাম॥
জ্ঞানদাস কহ তায়।
পরিণামে বড়ই সে দায়॥ ১৯২॥

কান্ সম্বোধনে

ধানশী

কুঞ্জহি ভেটল নাগর শ্যাম।
ধনি অন্রাগিণি সহজই বাম॥
গদগদ কহে কথা নাগর পাশ।
তুহ্ঁ কাহে মাধব ভেলি উদাস॥
পহিলহি যত তুহ্ঁ আরতি কেল।
সো অব দ্রহি দ্রে রহি গেল॥
হাম তুয়া দরশন লাগি বিভোর।
তুহ্ঁ কাহে বচন না শ্নসি মোর॥
তুয়া লাগি কুলশীল তেজল্ঁ হাম।
না জানি কি অবহ্ঁ আছয়ে পরিণাম॥
জ্ঞানদাস কহ নহে চতুরাই।
ধনি অতি সরল কহয়ে প্ন তাই॥ ১৯৩॥

১৯০ আর কত বলিবে সই, আর কি বলিবে? যে আগ্ন নিভাইয়াছি তাহাকে কেন আবার জ্বালাইতেছ? যে আগ্নে হৃদয় প্ড়িয়াছে, সেই আগ্নেই হৃদয়ে সেক দিতেছি (কাল) মৃগমদ অঙ্গে লেপিয়া তাহাতেই শ্যামনাম লিখি। শ্যাম প্রসঙ্গ বিনাও তো প্রাণে বাঁচিয়া আছি। তব্ কেন দার্ণ লোকে এত কথা কয়। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, বিনোদিনি, চিত্তে ধৈর্য্য ধর। কালা অন্রাগে মন মাতিয়াছে, লোকের কথায় কি হইবে?

১৯১ ঘরে বাহিরে লোকের একি ব্যবহার বল দেখি। আমি বাঁচিয়া থাকিতে বন্ধ্র পিরীতি ভুলিতে পারিতেছি না। চক্ষ্ শ্যাম ভিন্ন অন্য কিছ্ দেখে না। বদন ভ্রমেও শ্যাম কথা ভিন্ন অন্য কথা বলে না। যে কথাই শ্নি, সমস্তই শ্যাম প্রসঙ্গ বলিয়া মনে হয়। তাহাকে স্মরণ করিতে অঙ্গে প্লক জাগে। হিয়ার আরতি কহিবার স্থান নাই। মর্ম্মে ধর্ম্মকথা প্রবেশ করে না। গৃহকাজ করিতে দেহ অবশ হয়। জ্ঞানদাস বলিতেছে, শ্যামের পিরীতি বড় বিষম।

১৯২ সহজেই কুলবতী রমণী, এত প্রেমজ্বালা কি তার সহ্য হয়? তাহার উপর গ্র্জনের গঞ্জনা, দিনরাত্রি অন্তর কাঁপে। তাহাতে আবার নিত্য প্রবল প্রেম তরঙ্গ। কখনো বিরতি নাই। ইহার উপর দ্র্জ্জনের সঙ্গ। ব্যাধের মন্দিরে যেন শারিকা। কান্র নিকট সমস্তই বলিব। জানিব পরিণামের কথা (ভবিষ্যৎ উপায়) কি বলে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, পরিণামের সে দায় খ্বই গ্র্ত্বপ্র্ণ (অপরিশোধ্য ঋণ)।

ধানশী

সহজে বরণ কাল তিমিরকাজর ভেল
অন্তরবাহিরে সমতুল।
মরুক তোমার বোলে কলসী বান্ধিয়া গলে
সে ধনি মজাকু জাতি কুল॥
বন্ধু কানাই কহিলে বাসিবা মনে দুখ।
আর যেবা কুলবতী কুলের ধরমে মতি
সে জনি হেরয়ে তুয়া মুখ॥ ধ্রু॥
যখন তোমার স'য়ে নাহি ছিল পরিচয়ে
আন ছলে দেখিয়া বেড়াও।
বারে বারে ডাকি আমি শুনিয়া না শুন তুমি
আঁখি তুলি সরসে না চাও॥
যখন পিরীতি কৈলা আনি চাঁদ হাতে দিলা
আপনে বনাইতা মোর বেশ।
আঁখিআড় নাহি কর হৃদয় উপরে ধর
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥
একে হাম পরাধিনী তাহে কুলকামিনী
ঘরে হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
যথা তথা থাকি আমি তোমা বই নাহি জানি
সকলি কহিলুঁ সবিশেষ॥
বড় বৃক্ষ-ছায়া হেরি আইনু ভরসা করি
ফুল ফল একই না গন্ধ।
সাধিলা আপন কাজ আমারে সে দিলা লাজ
জ্ঞানদাস পড়ি রহু ধন্দ॥ ১৯৪॥

শ্রীরাগ

ভাল হৈল বন্ধু আপনা রাখিলে
কি আর ওসব কথা।
তোমার পিরীতি বুঝিতে না পারি
ভাবিতে অন্তর বেথা॥
সহজে অবলা অথলা হৃদয়
ভুলয়ে পরের বোলে।
অনেক পিরীতির অনেক দোষ
দুপুরে আন্ধার বেলে॥[১]
বাদিয়ার বাজী তোমার পিরীতি
না জানি একুই রীতি।
সমুখে সরস অন্তরে নীরস
বুঝিনু কাজের গতি॥
সকল ফুলে ভ্রমরা বুলে
কি তার আপন পর।
জ্ঞানদাস কহে পিরীতি করিলে
কেবল দুখের ঘর॥ ১৯৫॥

সুহই

পরাণ কান্দে বন্ধু তোমা না দেখিয়া।
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া॥
বারেক দেখিতে নাহি পাই সব দিনে।
কেমনে বা রবে প্রাণ দরশন বিনে॥
এ দুখ কাহারে কব কে আছে এমন।
তুমি সে পরাণবন্ধু জান মোর মন॥
ছটফট করে প্রাণ রহিতে না পারি।
খেণে খেণে জীয়ে প্রাণ খেণে খেণে মরি॥
কুল গেল শীল গেল না রহিল জাতি।
জ্ঞানদাস কহে এই বিষম পিরীতি॥ ১৯৬॥

তুড়ী

কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে না পাই।
নিচয়ে মরিব তোমার চাঁদমুখ চাই॥
শাশুড়ী ননদীর কথা সহিতেও পারি।
তোমার নিঠুরপনা সোঙরিয়া মরি॥
চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে।
এমতি রহিয়ে পাড়াপড়সীর ডরে॥
তাহে আর তুমি সে হইলা নিদারুণ।
জ্ঞানদাস কহে তবে না রহে জীবন॥ ১৯৭॥

ধানশী

ওহে বন্ধু আর কি বলিব তোরে।
আপনা খাইয়া পিরীতি করিলুঁ
রহিতে নারিলুঁ ঘরে॥

১৯৫ ১। অনেক পিরীতির অনেক দোষ। সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ভালবাসিয়াছিলাম, তাহাই দোষের আকর হইল। দিন দুপুরেই অন্ধকার হইল। মধ্য যৌবনেই আমার প্রগাঢ় ভালবাসার তুমি অবমাননা করিলে।

কাম-সাগরে কামনা করিয়া
সাধিব মনের সাধা।
আপনি হইব নন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা॥
পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী পুরিব
যখন যাইবা জলে॥
মুরছা হইয়া পড়িয়া রহিবা
সহজে কুলের বালা।
জ্ঞানদাস বলে বুঝিবে তখন
পিরীতি বিষম জ্বালা॥ ১৯৮॥

বংশী সম্বোধনে

সুহই

গুরুজনার জ্বালায় প্রাণ করয়ে বিকলি।
দ্বিগুণ আগুন দেয় শ্যামের মুরলী॥
উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি।
মোর নাম লৈয়া আর না বাজিহ তুমি॥
তোর স্বরে গেল মোর জাতিকুলধন।
কত না সহিব পাপ লোকের গঞ্জন॥
তোরে কহি বাঁশিয়া নাশিয়া সতীকুল।
তোর স্বরে মুঞি অতি হৈয়াছি আকুল॥
আমার মিনতি শত না বাজিহ আর।
জ্ঞানদাস কহে উহার ওই সে বেভার॥ ১৯৯॥

স্বগত কথনে

রাগ

ইহ গুরুগঞ্জন বোল।
শুনইতে জিউ উতরোল॥
কত সহ এ পাপ পরাণ।
বুঝি কিয়ে হয় সমাধান॥
মিছা ছলে তোলে পরিবাদ।
কি কার করিলুঁ অপরাধ॥
ননদী নয়নজালে বসি।
তাহে কাল এ পাড়াপড়সী॥
জ্ঞানদাস কহে ধনি রাই।
পরিবাদে আর ভয় নাই॥ ২০০॥

সিন্ধুড়া

যবহুঁ আছল নব নেহা।
অভিনে আছলু দুহুঁ দেহা॥
অব ভেল প্রেম পুরাণে।
তিলে তুল না করে গেয়ানে॥
অব কি কহব দুরদিনে।
অভিমানে না রহে পরাণে॥ ধ্রু॥
দুহুঁ কুল দুহুঁ বেলে বারি।
না বুঝিলুঁ পাছু বিচারি॥
মনোরথ আছিল অশেষ।
দরশন অবহুঁ সন্দেশ॥
সুরতরু-ফল ভেল আন।
হেমমণি ধরু আন বাণ॥
জ্ঞানদাস না বুঝল রীতি।
ভাল জন ঐছন পিরীতি॥ ২০১॥

---

১৯৮ ওহে বন্ধু, তোমাকে আর কি বলিব। আপনা খাইয়া প্রেম করিয়া ঘর ছাড়িতে হইল। কাম-সাগরে কামনা করিয়া মনের সাধ সিদ্ধ করিব। আমি নন্দনন্দন (তুমি) হইয়া তোমাকে রাধা করিব। প্রেম করিয়া এমনই তোমারই মত তোমাকে ছাড়িয়া যাইব (মাঝে মাঝে দেখা দিব না)। কিন্তু যখন যমুনায় জল আনিতে যাইবে (হঠাৎ দেখা দিয়া) কদম্বতলে দাঁড়াইয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া বাঁশী বাজাইব। সহজ কুলবালা বাঁশী শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিবে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, পিরীতির বিষমজ্বালা তখন বুঝিতে পারিবে।

২০১ যখন নূতন পিরীতি, তখন দুই দেহ অভিন্ন ছিল। এইবার প্রেম পুরাতন হইল, মনে তিলেকের জন্যও তুলনা বিচার করে না। এখন দুর্দ্দিনে আর কি বলিব? অভিমানে প্রাণ থাকিতে চাহে না। (আর বাঁচিবার বাসনা নাই)। দুই কুল দুই বেলায় ত্যাগ করিলাম। পরিণাম বিচার করিলাম না।

ধানশী

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিলুঁ
রবির কিরণ দেখি॥ ধ্রু॥
নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে
পড়িলুঁ অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল
মাণিক হারালুঁ হেলে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিলুঁ
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণঅধিক শেল॥ ২০২॥

সখী সম্বোধনে

শ্রীরাগ

বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিলুঁ
লোকে অপযশ কয়।
এ ধন আমার লয় অন্য জন
ইহা কি পরাণে সয়॥
সই কত না রাখিব হিয়া।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমারি আঙ্গিনা দিয়া॥
যে দিন দেখিব আপন নয়ানে
আন জন সঞে কথা।
কেশ ছিঁড়ি পেলি বেশ দূর করি
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
বন্ধুর হিয়া এমন করিলে
না জানি সে জন কে।
আমার পরাণ করিছে যেমন
এমনি হউক সে॥
জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি
মনে না ভাবিহ আন।
তুহুঁ সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোহারি প্রাণ॥ ২০৩॥

ধানশী

এ সখি হাম সে কুলবতি রামা।
অনেক যতন করি প্রেম ছাপায়লুঁ
বেকত কয়ল ওই শ্যামা॥ ধ্রু॥
আছিলুঁ মালতি বিহি কৈল কিবা রিতি
ভৈ গেলুঁ কেতকি ফুলে।
কণ্টক লাগি ভ্রমর নাহি আওত
দূরে রহি দুহুঁ মন ঝুরে॥

সীমাহীন মনোরথ ছিল। এখন দর্শনই দুর্লভ। কল্পতরুতে অন্য ফল ফলিল। হেমমণি অন্য রূপ ধারণ করিল। জ্ঞানদাস রীতি বুঝিতে পারিলেন না। উত্তম জনের প্রেমের কি এই ধারা!

২০২ সুখে থাকিব বলিয়া এই ঘর বাঁধিয়াছিলাম, আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গেল। অমৃত-সরোবরে স্নান করিতে গেলাম, সব বিষময় হইল। আমার কর্ম্মে কি এই লেখা ছিল? শীতল বলিয়া শশধরের আরাধনা করিলাম, (দেখিলাম জ্যোৎস্না নয়) সূর্য্যকিরণ। নীচে হইতে (সমতল ছাড়িয়া) উর্দ্ধে উঠিতে গেলাম, অগাধ জলে পড়িলাম। লক্ষ্মী লাভের কামনা করিলাম, দারিদ্র্য বাড়িল। (তার উপর) অবহেলায় (হাতের) মাণিক (স্থাপ্যধনও) হারাইলাম। পিপাসায় আকুল হইয়া জলধরের সেবা করিলাম, বাজ পড়িল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, কানুর পিরীতি মরণাধিক শেল সমান।

২০৩ বন্ধুর জন্য সব ত্যাগ করিলাম। লোকে নিন্দা করে। আমার ধন অন্য লোকে লইবে, ইহা কি প্রাণে সহ্য হয়? সই কত আর হৃদয়কে বুঝাইব। আমার বন্ধু আমারই আঙ্গিনা দিয়া অন্য বাড়ী যাইতেছে। যেদিন নিজের চক্ষে দেখিব, বন্ধু অন্য রমণীর সঙ্গে কথা কহিতেছে, সেদিন নিজের কেশ ছিঁড়িয়া ফেলিব, বেশ দূরে করিয়া আপনারই মাথা ভাঙ্গিব। বন্ধুর হৃদয় এমন করিয়াছে, না জানি সে জন কে? আমার প্রাণ যেমন করিতেছে, সে যেন এমনই হয়, (আমার মত সে-ও যেন কৃষ্ণ অনুরাগের জ্বালায় মরে। তাহার প্রাণও যেন এমনই করে)। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, সুন্দরি, শোন, মনে অন্য ভাবিও না। তুমিই শ্যামের সর্ব্বস্ব ধন; শ্যামও তোমার প্রাণস্বরূপ।

যব দুহুঁ দরশন দৈবে মিলায়ল
কোন না কহে কত বোল।
অন্তরে বৈদগধি- মাণিক ছাপায়ল
দুহুঁ ভেল পন্থক চোর॥
দখিণ নয়ন করি রঞ্জব কিয়ে হরি
বাম নয়ন করি আধা।
গোপত পিরীতি খানি কোন টুটায়ল
মঝু মনে লাগল ধাঁধা॥
কান্দিব রে কত কাঁদি গোঙায়ব
কাহারে করিব বিশোয়াস।
জ্ঞানদাস কহ ধিক রহু জীবনে
যো করে পর-প্রতিআশ॥ ২০৪॥

সুহই

পহিলহি প্রেমক সায়রে ডুবলুঁ
অব বুঝলুঁ পরিণামে।
মাণিক জানি পরশে চিত পরশল
অব বিঘটন কোন ঠামে॥
সজনি তুহুঁ জনি বিছুরসি মোয়।
নাহ সোহাগে আছলুঁ জগবল্লভা
অব হেরি পুছয়ি না কোই॥ ধ্রু॥
নিতি নিতি অনুসর মালতী মধুকর
পুণ্যে পরশ কেহো পায়।
আহা নিরগুণি ধনী কুসুম নাম ধরু
শিমরি চরণে লুটায়॥
সময় বসন্ত বদরী তরু জীবই
ঐছন গতি মতি ভেল।
জ্ঞানদাস কহ কহইতে হিয়া দহ
কোনে এতয়ে দুখ দেল॥ ২০৫॥

ধানশী

হাম কুলবতী কুল কণ্টক ভেল।
কাতিয় রাতি দীপ জনু দেল॥
গুরুগঞ্জন আঁখিঅঞ্জন শোভা।
এত যে কয়ল কিছু নাহিক লোভা॥
সজনি ঐছন হয়ে জনি কাহে।
সোই পুরুখমণি সব মুখে কাহিনী
অতয়ে সোপলুঁ তনু তাহে॥ ধ্রু॥
মনহিক সাধ আধ নাহি পূরল
ভুললহি পুরঅনুরোধে।
পূণমিক চাঁদ আধ জনু উগয়ে
রাহু কয়ল উনমাদে॥
রূপ দেখি গুণ শুনি অতয়ে সে জানিয়ে
কানু সঞে প্রেম বাঢ়ায়ি।
জ্ঞানদাস কহ মরম না জানহ
কৈছনে প্রেম ভালাই॥ ২০৬॥

[২০৪] সখি, আমি কুলবতী রমণী অনেক করিয়া প্রেম গোপন করিয়াছিলাম, শ্যামই ব্যক্ত করিল। মালতী ছিলাম, কেতকীতে রূপান্তরিত হইলাম। কণ্টকের জন্য ভ্রমর আসে না। দূরে থাকিয়া দুই জনারই মন কান্দে। যেদিন দৈবে দুজনের দর্শন মিলিল, কে না কত বলিল। অন্তরে বৈদগ্ধি (প্রেমরত্ন) লুকাইয়া দুজনেই পথের চোর সাজিলাম। দক্ষিণ চক্ষুতে (অনুরাগের দৃষ্টিতে) হরিকে রঞ্জিত করিব কি, বাম আঁখির অর্দ্ধেক দিয়াও দেখিতে পাই না। (লোকের ভয়ে বামতা প্রকাশ করি) গোপন পিরীতিখানি কে ভাঙ্গিয়া দিল। আমার মনে আশ্চর্য্য লাগিতেছে। কত কান্দিব, কান্দিয়া কত কাল কাটাইব? কাহাকে বিশ্বাস করিব? জ্ঞানদাস বলিতেছেন, যে পরপ্রত্যাশা করে, তাহার জীবনে ধিক!

[২০৫] প্রথমে প্রেমের সায়রে ডুবিয়াছিলাম। এখন পরিণাম বুঝিলাম। মাণিক জানিয়া মন স্পর্শ-মণিকে স্পর্শ করিল। এখন কোথায় বিঘটন ঘটিল? সজনি, তুমি যেন আমাকে ত্যাগ করিও না। নাথের সোহাগে জগতের অধীশ্বরী ছিলাম। এখন দেখিয়া কেহ জিজ্ঞাসাও করে না। মধুকর নিত্য নিত্য মালতীর অনুসরণ করে। পুণ্যে কেহ স্পর্শও পায়। আহা নির্গুণ শিমুল, ফুল নামেই পরিচিত (ভ্রমরেরই) পায়ে লুটায়। বসন্ত সময়ে কুলগাছ যেমন বাঁচিয়া থাকে (কণ্টকিত দেহে ফুলও হয়, ফলও হয়, কিন্তু কি কাজে লাগে)। আমার গতিমতি তেমনই হইল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, কহিতে হৃদয় জ্বলিয়া যায়, কে এত দুঃখ দিল।

[২০৬] কুলবতী হইয়াও আমি কুলের কণ্টক হইলাম। কার্ত্তিকের রাত্রে যেন প্রদীপ দিলাম। (আমার কলঙ্ক আকাশপ্রদীপের মত লোকের চক্ষে তুলিয়া ধরিলাম)। গুরু গঞ্জনাকে আঁখির শোভা অঞ্জন করিলাম। এত যে করিলাম কিছু লাভ হইল না। সজনি, এমন যেন কাহারো না হয়। সকলের মুখেই

সিন্ধুড়া

যতেক আছিলা মোর মনের বাসনা।
ভুবনে রহিল সবে অযশ ঘোষণা॥
বড় বলি কানুরে করিলুঁ বড় নেহ।
আছুক আনের কাজ জীবন সন্দেহ॥
সই কহিলুঁ নিদান।
প্রেমের পরাণে সহে এত কিয়ে জান॥ ধ্রু॥
যারে দিলুঁ তনুমন কুলশীলজাতি।
অঙ্গের ভূষণ কৈলুঁ বড় অখেয়াতি॥
সেজনা কি লাগি এবে করে ভিন্ন পর।
ঝাঁপল কূপে পড়ি গেল বনচর॥
গুরুয়া পিয়াসে ঝাঁপ দিলুঁ সিন্ধুজলে।
অধিক পুড়িল অঙ্গ বাড়বঅনলে॥
না জানি পিরীতি কিয়ে হেন বিষফল।
জ্ঞানদাস শুনি হারাইল বুধিবল॥ ২০৭॥

শ্রীরাগ

এক পরে আছইতে আন ভেল রীত।
তনু মন জীবন এক পিরীতি॥
কষিল কনক ভেল আন স্বভাব।
আছএ আলাপ দেখই নাহি পাব॥
এ সখি এ সখি কি বলিব আন।
ধিক্ ধিক্ কহইতে আছএ পরাণ॥ ধ্রু॥
অনিমিখ নয়নে রহত মঝু আগে।
অব দূর দরশনে বহু পুণভাগে॥
সেবলুঁ সুরতরু ফল দূরে গেল।
হাতক রতন কোন্ হরি নেল॥
সায়র নিকট কয়ল যব বাস।
তবহুঁ না টুটল গুরুয়া পিয়াস॥
চূত না মঞ্জরু সময় বসন্ত।
জ্ঞানদাস কহ কিযে পরিবন্ত॥ ২০৮॥

শ্রীরাগ

যাহার লাগিযা কৈলুঁ কুলের লাঞ্ছনা।
কত না সহিব দেহে গুরুর গঞ্জনা॥
যার লাগি ছাড়িলুঁ গৃহের যত সুখ।
না জানি কি লাগি এবে সে জনা বিমুখ॥
সজনি নিবেদলুঁ তোরে।
কলঙ্ক রহল সব গোকুল নগরে॥

সেই পুরুষমণির প্রশংসার কাহিনী শুনিলাম। অতএব তাহাকেই দেহ সমর্পণ করিলাম। মনের সাধ অর্দ্ধেকও পূর্ণ হইল না। পর অনুরোধে ভুলিলাম। পূর্ণিমার চাঁদ অর্দ্ধ উদযেই রাহুকে উন্মাদ করিল। রূপ দেখিয়া গুণ শুনিয়া কানুর সঙ্গে প্রেম বাড়াইয়াছিলাম। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, প্রেমের যে কিসে ভাল হয়, সে মর্ম্ম জান না।

২০৭ যত মনের সাধ ছিল, কিছুই পূর্ণ হইল না। মাত্র ভুবন ভরিয়া অযশ ঘোষণা রহিল। বড় বলিয়াই কানুকে বড় ভালবাসিয়াছিলাম, এখন অন্য কাজ দূরে থাকুক, আমার জীবনেই সন্দেহ জাগিয়াছে। সই, নিদান কহিলাম। প্রেমের প্রাণে কি এত সহ্য হয়? যাহাকে দেহমন কুলশীল জাতি সব দিলাম, নারীর সব চেয়ে বড় যে কলঙ্ক, সেই কলঙ্ক অঙ্গের ভূষণ করিলাম, সেজন এখন কি জন্য ভিন্ন দেখিতেছে? পর ভাবিতেছে? বনচর পথিক তৃণাচ্ছন্ন কূপে গিয়া পড়িল। প্রবল পিপাসায় সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলাম। (পিপাসা তো গেলই না)। বেশীর ভাগ এই ফল হইল যে বাড়বানলে অঙ্গ পুড়িয়া গেল। কে জানে পিরীতি এমন বিষফল। শুনিয়া জ্ঞানদাস বুদ্ধিবল হারাইলেন।

২০৮ এক রকম থাকিতে অন্যরকম হইয়া গেল। দেহমন জীবন এবং পিরীতি একই ছিল। কষ্টি পাথরে পরীক্ষা করা সোনা অন্য স্বভাবের হইল। (না জানি কেমন করিয়া তাহাতে খাদ মিশিয়া গেল), আলাপ আছে, অথচ দেখা পাইব না (কেমন দুর্ভাগ্য) ওলো সখি, অন্য কি বলিব, লোকের ধিক্কার শুনিতেই প্রাণটা আছে। (আমাকে ধিক—এই কথা বলিবার জন্যই প্রাণে বাঁচিয়া আছি)। অনিমেষ নয়নে যে (আমাকে দেখিবার জন্য) আমার আগে দাঁড়াইয়া থাকিত, এখন বহু পুণ্যভাগ্যে কখনো তাহার দর্শন মিলে। কল্পতরুর আরাধনা করিলাম, ফল পাইলাম না। হাতের রতন কে চুরি করিয়া লইল। সরোবরের নিকট থাকিয়া প্রবল পিপাসা দূর হইল না। বসন্ত সময়ে আম্রতরু মঞ্জরিত হইল না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, কোথায় ইহার শেষ।

তিলেকে সে তেয়াগিলুঁ পতি খুর-ধার।
শ্রবণে না শুনলুঁ ধরমবিচার॥
অবলা অখলজাতি ভুলে পরবোলে।
সাধের প্রদীপ নিভাইল সাঁঝবেলে॥
দুখের উপরে দুখ পরিজনবোল।
সতীর সমাজে দাঁড়াইতে হৈলুঁ চোর॥
জ্ঞানদাস কহে ইথে কেমন উপায়।
প্রেম পরাভব দুখ সহনে না যায়॥ ২০৯॥

সুহই

কৌতুকে দুহুঁ কুল- কমল তেয়াগলুঁ
যো পদপঙ্কজআশ।
পাউখ মীন দিন জনু লাগল
না গুণল মরণ-তরাস॥
সজনি নিকরুণহৃদয় মুরারি।
অব ঘর যাইতে ঠাম নাহি পাইয়ে
পরিজন দেওই গারি॥
গগনক চান্দ পাণিতলে বারলুঁ
সাগরে নগর-বেভার।
অমিয়াঘট বলি দুহাথ পসারলুঁ
পায়লুঁ গরলক ধার॥
সুরতরুতলে হম জনম গোঙায়ব
ঐছন চিতে ছিল ভান।
জ্ঞানদাস কহ সো দিন দূর গেয়ো
কঠিন ভেল অব কান॥ ২১০॥

সিন্ধুড়া

হাম ধনী কুলবতী নারী।
জগভরি রহি গেল গারি॥
দুহুঁ কুলে কণ্টক দেল।
মনোরথ উগি আধ গেল॥
সই কত অনুরোধব কানে।
অব কৈছে ধরব পরাণে॥ ধ্রু॥
হিয় মাহা ছিল বহু সাধে।
সবে সিদ্ধি ভেল পরিবাদে॥
অনুখণ লখএ না যায়।
দুরগহ কিয়ে না করায়॥
কুসুম ঝলমল মকরন্দে।
কি করব অলিপরবন্ধে॥
নব যৌবন যব যাব।
জ্ঞানদাস পুন কিয়ে পাব॥ ২১১॥

সিন্ধুড়া

বিবিধ বৈদগধি ভাবিয়ে নিরবধি
কি লাগি সোঁপি দিলুঁ কুলে।
জানিয়ে যদি হেন মরিয়া হয়ে পুন
মো পুনি করিত সে বেলে॥
সই এ বড়ি মরমের বেথা।
চান্দ মুখ হেরি এ মঝু বুক ভরি
রহিয়া না কহিল কথা॥ ধ্রু॥

২০৯ যাহার পদকমলের আশায় (আমার জনককুল ও শ্বশুর কুলের যশঃসৌরভপূর্ণ) দুইটি কুলকমল কৌতুকে ত্যাগ করিলাম। বর্ষার মীন যেন দিন পাইল। (জলাশয়ে প্রথমবর্ষার ঢল নামিল। মৎস্যকুল) মরণের ভয় গণনা করিল না। সজনি, মুরারি নিষ্ঠুর হৃদয়। এখন আমার ঘরে ফিরিবার পথ নাই. পরিজনে গালি দিতেছে। আকাশের চাঁদ হাতের আড়াল করিবার প্রয়াস পাইলাম। (অতলস্পর্শী) সাগরকে নগর ভাবিলাম। অমিয় ঘট বলিয়া দুহাত বাড়াইলাম, বিষের রাশি পাইলাম। কল্পতরুতলে জন্ম কাটাইব, এই আশাই মনে ছিল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, সে দিন দূরে গেল। কানু এখন কঠিন হইল।

২১১ আমি কুলকামিনী। (কিন্তু) জগৎ জুড়িয়া (কলঙ্কিনী বলিয়া) গালি রহিয়া গেল। দুই কুলেই কাঁটা দিলাম। মনের বাসনা (মনে) উদিত হইয়াই (মনোমধ্যেই) অন্তর্হিত হইল। সই কানুকে কত অনুরোধ করিব? এখন কেমন করিয়া বাঁচিব? হৃদয়ের মধ্যে বহু সাধ ছিল। কলঙ্কেই তাহা শেষ হইল। অনুক্ষণ দেখিতে পাই না। দুর্গ্রহে কি না করায়। কুসুম মধুতে ঝলমল করিতেছে; কিন্তু ভ্রমরের সম্বন্ধে কি করিব? (কোন্ প্রবন্ধে ভ্রমর সে মধু পান করিবে?) নব যৌবন গেলে জ্ঞানদাস কি পুনরায় পাইবেন?

সে সব পিরীতি- কিরিতি কহিতে
নহিল এ দেহ মোর।
অন্তরে অন্তক সে সব দুখ উঠে
পতির আরতি ঘোর॥
যে দুখ পাই চিতে ঘরের চরিতে
বন্ধুগুণে প্রাণ রয়।
জ্ঞানদাস কহে এ রস যব নহে
তমু সে এই চিতে লয়॥ ২১২॥

ধানশী

কেমন এক রীত এক পরাণ চিত
তনু তিলেক না ভিন।
দোঁহে দুতী বিনু পিরীতি বাঢ়ায়লুঁ
পর কৈছে পাওল চিন॥
সজনি এ মোহে লাগল ধন্দ।
বিহিক চরিত চিতে অনুমানিয়ে
কাহে কলঙ্কিত চন্দ॥ ধ্রু॥
যতয়ে পিরীতি গোপত করি মানিয়ে
ততয়ে হোয়ে পরচার।
ঝাঁপল আগি ধুম জনু নিকসই
অইছন প্রেম বিচার॥
দরশনে যো জন কতয়ে আদর করু
সো অব কহ কত মন্দ।
জ্ঞানদাস কহ জানহুঁ ঐছন
হোয়ে পিরীতিঅনুবন্ধ॥ ২১৩॥

সুহই

একে নব পিরীতি আরতি অতি দুরগম
সোঙরি সোঙরি খিণ দেহা।
তাহে গুরু-গঞ্জন হৃদয়-বিদারণ
জীবইতে ভেল সন্দেহা॥
সজনি দূরে কর ও পরথাব।
প্রেম-নাম যাহাঁ শুনই না পায়ব
সোই নগরে হাম যাব॥ ধ্রু॥
যাহে বিনু সপনে আন নাহি হেরিয়ে
অব মোহে বিছুরল সোই।
হাম অতি দুখিনি সহজে একাকিনি
আপন বলিতে নাহি কোই॥
দুহুঁ কুল চাহিতে আকুল অতি অন্তর
পাঁতরে পড়ি রহুঁ হেম।
জ্ঞানদাস কহে ধিক ধিক জীবনে
যাকর পরবশ প্রেম॥ ২১৪॥

---

২১২ নিরবধি (তাহার) বিবিধ রসজ্ঞতার কথা ভাবিতেছি। কি জন্য কুল সমর্পণ করিলাম। যদি এমন জানিতাম, মরিয়া আবার জন্মাইতে পারিব, সেই সময় পুনরায় আমি তাহাই করিতাম। (প্রেমের অঙ্কুর হইবামাত্র মরিয়া অন্য দেহে জন্মগ্রহণ করিতাম)। সই, মর্ম্মে এ বড় যাতনা। (তাহার) চান্দমুখ দেখিতে পাইলাম না। (সে) আমার বুক জুড়িয়া থাকিয়া কথা কহিল না। আমার এই দেহ সেই প্রেমের কীর্ত্তি কহিবার (যোগ্য) হইল না। (আমার এই দেহ ভরিয়া সেই প্রেমের কীর্ত্তি ঘোষিত হইল না)। পতির ঘোরতর আসক্তিতে অন্তরে যমযাতনার তুল্য দুঃখ উঠে। ঘরের (আপনার লোকের) চরিত্রে যে দুঃখ পাই (সে দুঃখে প্রাণ থাকিবার কথা নয়, তবে) বন্ধুর গুণ স্মরিয়া প্রাণ বাঁচে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, এই রসই যখন রহিল না, তবু সেই (রসের কথাই) মনে জাগিতেছে।

২১৩ কেমন আমাদের একই রীতি ছিল। এক প্রাণ এক মন, তিলেকের জন্য দেহেও ভিন্ন ছিলাম না। দুতীর সাহায্য না লইয়াই দুইজনে যে পিরীতি বাড়াইলাম। অপরে কি করিয়া চিনিতে পারিল? সজনি, আমার মনে বড় আশ্চর্য্য লাগে। বিধাতার চরিত্র চিত্তে অনুমান করিতেছি। সে চাঁদকে কেন কলঙ্কিত করিয়াছে? প্রেমকে যত গোপন বলিয়া মনে করিতেছি, ততই বাহিরে প্রচারিত হইতেছে। আগুন বাঁধিয়া রাখিলেও যেমন ধোঁয়া বাহির হয় (লুকানো যায় না), প্রেমের বিচারও তেমনি। দর্শনে যেজন কত না আদর করিত, এখন সে কতই মন্দ বলে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, পিরীতির অনুবন্ধ এমনই হয়।

২১৪ একে নূতন পিরীতি, তাহাতে আবার আরতি (আকাঙ্ক্ষা) অতি দুর্গম। স্মরিয়া স্মরিয়া দেহ ক্ষীণ হইল। তাহার উপর আবার হৃদয় বিদারক গুরু গঞ্জনা। বাঁচিব কি না সন্দেহ। সজনি, ও প্রসঙ্গই দূরে কর। প্রেমের নাম পর্য্যন্ত যেখানে শুনিতে পাইব না, সেই নগরেই গিয়া আমি বাস করিব। যাহাকে ছাড়া স্বপ্নেও অন্যকে দেখি না, সে-ই আমাকে বিস্মৃত হইল! আমি অতি দুঃখিনী, সহজেই একাকিনী,

ধানশী

শুনিয়া দেখিলুঁ দেখিয়া ভুলিলুঁ
ভুলিয়া পিরীতি কৈলুঁ।
পিরীতি বিচ্ছেদে না রহে পরাণ
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈলুঁ॥
সই পিরীতি দোসর ধাতা।
বিধির বিধান সব করে আন
না শুনে ধরমকথা॥ ধ্রু॥
পিরীতি মিরিতি তুলে তৌলাইলুঁ
পিরীতি গুরুয়া ভার।
পিরীতি বেয়াধি যার উপজয়ে
সে বুঝে না বুঝে আর॥
সভাই কহয়ে পিরীতি কাহিনী
কে বলে পিরীতি ভাল।
কানুর পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর ধসিয়া গেল॥
জীবনে মরণে পিরীতি বেয়াধি
হইল যাহার সঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
নিতি নৌতুন রঙ্গ॥ ২১৫॥

বাসকসজ্জা

ধানশী

অপরূপ রাইক চরীত।
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে ধনি সাজযে
পুন পুন উঠয়ে চকীত॥ ধ্রু॥
কিশলয়শেজ বিছায়ই পুন পুন
জারত রতনপ্রদীপ।
তাম্বুল কপুর খপুর পুন রাখয়ে
বাসিত বারি সমীপ॥
মলয়জ চন্দন মৃগমদ কুঙ্কুম
পুন তেজত পুন লাই।
সচকিত নয়নে নেহারই দশদিশ
কাতরে সখিমুখ চাই॥
কিঙ্কিণি কঙ্কণ মণিময় আভরণ
পহিরত তেজত তাই।
সখিগণ হেরি কতহুঁ পরবোধয়ে
জ্ঞানদাস কহ ধাই॥ ২১৬॥

ধানশী

এ ঘোর রজনী মেঘগরজনি
কেমনে আওব পিয়া।
শেজ বিছাইয়া রহিলুঁ বসিয়া
পথ পানে নিরখিয়া॥
সই কি করব কহ মোরে।
এতহুঁ বিপদ তরিয়া আইলুঁ
নব অনুরাগভরে॥
এ হেন রজনী কেমনে গোঙাব
বন্ধুর দরশ বিনে।
বিফল হইল সব মনোরথ
প্রাণ করে উচাটনে॥
দহয়ে দামিনী ঘন ঝন ঝনি
পরাণ মাঝারে হানে।
জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি
মিলবি বন্ধুর সনে॥ ২১৭॥

আপনার বলিবার কেহ নাই। দুইকুলের দিকে চাহিয়া অন্তর আকুল হইতেছে। সুবর্ণ প্রান্তরে পড়িয়া রহিল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, জীবনে ধিক তাহার, পরবশ যাহার প্রেম।

২১৫ শ্যামের কথা শুনিয়া তাহাকে দেখিলাম, দেখিয়া ভুলিলাম। ভুলিয়া পিরীতি করিলাম। এখন পিরীতি বিচ্ছেদে প্রাণ থাকে না। ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরিতেছি। সই পিরীতি দ্বিতীয় বিধাতা। বিধির বিধান সব উলটাইয়া দেয়। ধর্ম্মকথা শোনে না। পিরীতি এবং মৃত্যু তুলাদণ্ডে ওজন করিলাম, পিরীতিই গুরুভার হইল। পিরীতি ব্যাধি যাহার হয়, সেই জনই বোঝে, অন্যজনে বোঝে না। পিরীতির কাহিনী সবাই কয়। পিরীতিকে ভাল কে না বলে? কানুর পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে আমার পাঁজর ধসিয়া গেল। জীবনে মরণে পিরীতি ব্যাধি যাহার সঙ্গী হইল, জ্ঞানদাস কহিতেছেন, কানুর পিরীতির নিত্য নূতন রঙ্গ (সেই জানে, সেই বোঝে)।

বিপ্রলব্ধা

সুহই

বিফলে সাজায়লুঁ কুঞ্জ।
কী ফল উপচারপুঞ্জ॥
কী ফল অন্ধ সমীপ।
উজোরলুঁ রতন-প্রদীপ॥
গাঁথলুঁ মালতীমাল।
মরমে রহি গেল শাল॥
কি ফল চতুঃসম গন্ধে।
ভূষণ বেশ সুছন্দে॥
কাহে আনলুঁ সর খীর।
তাম্বুল সুবাসিত নীর॥
কাহে উজাগরি রাতি।
জ্ঞানদাস লেউ শাতি॥ ২১৮॥

খণ্ডিতা

ললিত

ভাল ভেল মাধব সিদ্ধি ভেল কাজ।
অব হাম বুঝলুঁ বিদগধরাজ॥
নয়নক কাজর অধরক শোভা।
বান্ধি রাখল অলি অতি মধুলোভা॥
আজু বামর অতি শ্যামর অঙ্গ।
যতনে গুপত রহু যামিনি-রঙ্গ॥
খেণে খেণে নয়ন মুদসি আধ তারা।
কহইতে বচন রচন আধহারা॥
যাবক আধক উরপর লাগ।
অনুখণ সো ধনি ধরু অনুরাগ॥
সুরঙ্গ সিন্দুরবিন্দু ললিত কপালে।
ধরল প্রবাল জনু তরুণ তমালে॥
ভাবে পুলকিত তনু রহল সমাধি।
জ্ঞানদাস কহে উপজল আধি॥ ২১৯॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ধানশী

তুয়া আলোয়াসে জাগি নিশি বঞ্চলুঁ
তাহে ভেল অরুণ নয়ান।
মৃগমদ-বিন্দু অধরে কৈছে লাগল
তাহে ভেল মলিন বয়ান॥
সুন্দরি কাহে কহসি কটুবাণী।
তোহারি চরণ ধরি শপতি করিয়ে কহি
তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি॥ ধ্রু॥
তোহে বিমুখ দেখি ঝুরয়ে যুগল আঁখি
বিদরয়ে পরাণ হামার।
তুহুঁ যদি অভিমানে মোহে উপেখবি
হাম কাহাঁ যায়ব আর॥
হামারি মরম তুহুঁ ভাল রিতে জানসি
তব কাহে কহ বিপরীত।
ঐছন বচনে দ্বিগুণ ধনি রোখয়ে
জ্ঞানদাস চিতে ভীত॥ ২২০॥

কলহান্তরিতা

ধানশী

সখী প্রতি কমলিনী বোলয়ে মধুর বাণী
মোরে মিলাইয়া দেহ শ্যাম।
তুমি মোর প্রিয় সখী দেখাও সে নীরজ আঁখি
শূন্যময় হেরি ব্রজধাম॥
শুন শুন প্রাণসখি মন্ত্রণা বলহ দেখি
কিসে পাই শ্রীনন্দকুমার।
সখী কহে শুন ধনি মোর নিবেদনবাণী
পুন দেখা না পাইবা তার॥
শ্যাম নাগর ইহা বলি কুঞ্জ ত্যজি গেল চলি
প্রাণ দিব রাধাকুণ্ডজলে।
তাহা শুনি রাই ধনী কান্দি কান্দি বলে বাণী
শ্যাম যদি আমারে ত্যজিলে॥
আমি শ্যামকুণ্ড-নীরে শ্যাম নাম হৃদে ধরে
বন্ধু লাগি এ প্রাণ তেজিব।
জ্ঞানদাস বলে শুন হেন কহ কি কারণ
শ্যামঅন্বেষণে চল যাব॥ ২২১॥

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি

বরাড়ি

আঁচরে মুখশশি গোই ঘন রোয়সি
কহইতে কহন না স্ফুর।

সো গিরিবরধর অনত চলল যব
তছু মিলন বহু দূরে॥
সখি হে কো ঐছন মতি দেল।
সো কাতর অতি তাহে তুহুঁ বিরকতি
অতয়ে বিমুখ ভৈ গেল॥
নিজগণ-বচন শ্রবণে নহি শুনলি
না বুঝি কয়লি তুহুঁ রোখে।
সো পরতেখ সাখি মোহে মিলল
অতয়ে পাওসি এত দুখে॥
সো বহু-বল্লভ জগজন-দুর্লভ
তেজলি নিজ মন-সাধে।
জ্ঞানদাস কহ সখি তুহুঁ বিরমহ
কাহে বাঢ়ায়সি খেদে॥ ২২২॥

গাঢ় মান

সখীর উক্তি

তথারাগ

শুন শুন সুন্দরি রাধে।
কানু সঙে প্রেম করসি কাহে বাদে॥
অনুখন যো জন তুয়া গুণে ভোর।
তুহুঁ কৈছে তেজলি তাকর কোর॥
নিশি দিশি বয়নে না বোলই আন।
আনজনবচনে না পাতয়ে কান॥
যছু লাগি তেজলি গুরুজনআশ।
কাহে লাগি তুহুঁ তাহে ভেলি উদাস॥
ঐছন সুপুরুখ কথিহুঁ না দেখি।
আপন দিব তোহে হরি না উপেখি॥
এ সব বচনে যদি রাখহ মান।
না জানিয়ে কৈছে কঠিন তুয়া প্রাণ॥
জ্ঞানদাস কহ হিত উপদেশ।
ঐছন নায়ক না কর আবেশ॥ ২২৩॥

শ্রীরাগ

সো হেন গোকুলপতি কয়লি ঐছন গতি
লাজে না তোলয়ে বয়ানে।
তুহুঁ ধনী কুবুধিনী কোপে অচেতনি
নাহ না হেরসি নয়ানে॥
সখি হে হিয়া তোর কুলিশক সারে।
তোহারি ঐছন মতি জনু ভুজগীগতি
বিষ দেই দুধ আহারে॥ ধ্রু॥
ভাল মন্দ দুই একুই না বুঝসি
না শুনসি আন হিত-বোল।
মাণিক জানি পাণি উলটায়সি
শুন করসি নিজ কোর॥
মনহুক বেদন মনহি সমাপহ
হাসি করহ শুভ দীঠে।
জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ কি না জানসি
জগমাহা আন নহ মীঠে॥ ২২৪॥

শ্রীরাগ

চির দিন না রহে কুসুমে মকরন্দ।
পহরে না পাইয়ে দুতিয়াক চন্দ॥
অহনিশি না রহে চন্দনরেহ।
ঐছন জানিয়ে যৌবন এহ॥
শুন শুন সুন্দরি কি বলিব আন।
গত ধন লাগি না বঞ্চহ কান॥ ধ্রু॥
জগমাহা জানয়ে অছু ভাল মন্দ।
হিংসক জন সঞে কভু নহে দন্দ॥
যাচক বুঝি যো না করয়ে দান।
ইথে বড় আছে কি ধনীন্ অবজ্ঞান॥
নিজ মনমন্দিরে করহ বিচার।
জীবন নহ বিনু পর উপকার॥
অতএ জানি যদি হয়ে অবধান।
জ্ঞানদাস কহ জগতে বাখান॥ ২২৫॥

তিরোখা ধানশী

কতয়ে কলাবতী পশুপতি-পদযুগ
সেবই যাকর আশে।
সো বহুবল্লভ তোহারি পরশ বিনু
দগধল মদনহুতাশে॥
সখি হে উলটি নেহারহ নাহ।
চান্দঅমিয়া বিনু চকোর না জীবয়ে
জানি করহ নিরবাহ॥ ধ্রু॥

শ্যামসুধাকর নিকটহি রোয়ত
কুরু চিতকুমুদ বিকাশ।
অঞ্চল অন্তর মানতিমির রহু
লোচন পড়ল উপাস॥
সো সুখসম্পদ তুহুঁ বিনু সুন্দরি
হাসি কেবা আপন বোলাই।
জ্ঞানদাস কহ অলপ ভাগি নহ
দূতিক দরশন পাই॥ ২২৬॥

গান্ধার

গোবর্দ্ধন গিরি বাম করে ধরি
যে কৈল গোকুল পার।
বিরহে সে ক্ষীণ করের কঙ্কণ
মানয়ে গুরুয়া ভার॥
রামা হে কি আর বোলসি আন।
তোহারি চরণ- শরণ সো হরি
তবহুঁ না মিটে মান॥ ধ্রু॥
কালিয় দমন করল যে জন
পরষুগ পরহারে।
এবে সে ভুজঙ্গ- ভরমে ভুলল
হৃদয়ে না ধরে হারে॥
সহজে চাতক না ছাড়য়ে ব্রত
না বৈসে নদীর তীরে।
নব জলধর বরিখন বিনু
না পিয়ে তাহার নীরে॥
যদি দৈবদোষে অধিক পিয়াসে
পিয়য়ে হেরিয়া থোর।
জ্ঞানদাস কহ নাম সোঙরিয়া
গলে শতগুণ লোর॥ ২২৭॥

কামোদ

কত কত ভুবনে আছয়ে বর নাগরি
কে না করয়ে অভিলাষে।
যো পুরুখরতন যতনে নাহি পাইয়ে
সো তুয়া দাসক দাসে॥
সখি হে কহ কৈছে সাধবি মান।
রসময় রসিক মুকুটবর নাগর
চরণহি সাধয়ে কান॥ ধ্রু॥
কি তোর কঠিন মন বুঝিয়ে না পারিয়ে
কিয়ে হেন দুরবুধি ঘোর।
লাখ লছিমি যছু চরণে লোটায়ই
তাহে এত বিরকতি তোর॥
জীবন যৌবন সফল না মানসি
কানু হেন বিদগধ নাহ।
জ্ঞানদাস কহ কথিহুঁ না শুনিয়ে
পিরীতিক ইহ নিরবাহ॥ ২২৮॥

শ্রীরাগ

সহজই শ্যাম সুকোমল সুশীতল
দিনকর কিরণে মিলায়।
সো তনু পরশে পবন লব পরশিতে
মলয়জপঙ্ক শুকায়॥
সখি হে কতএ বুঝাওব নীত।
কানু কঠিন পথ করল আরোহণ
গুণি গুণি তোহারি পিরীত॥ ধ্রু॥
অনুখণ দুয নয়নে নীর তেজই
বিরহঅনলে হিয়া জারি।
পাবকপরশনে সরস দারু জনু
এক দিশে নিকসয়ে বারি॥
সজল কমলদলে শেজ বিছাওই
শুতই অতি অবসাদে।
জ্ঞানদাস কহ চামর ঢরইতে
অধিক উপজে পরমাদে॥ ২২৯॥

সুহই

তুয়া নাম জপইতে কনক মাল কর
পীতাঞ্চল উরে লাই।
পুলকবিভোর কোরে ধরি হেরইতে
পরবোধ তাহে না পাই॥
সখি হে ভালে তুহুঁ রসবতী রাই।
তুয়া অনুরাগে পরাগে পূরিত তনু
রহত তোহারি পথ চাই॥ ধ্রু॥
গোরোচনা আনি পাণি তলে মেটল
তোহারি মূরতি বিরচই।
সমতি না পাই রাই বলি রোয়ত
নয়ান লোরে ঘন সেচই॥

উঠত বৈঠত খেণে কহই আপন মনে
কো কহ সো সব রীত।
জ্ঞানদাস কহ বুঝই না পারিয়ে
কৈছন তোহারি পিরীত॥ ২৩০॥

সিন্ধুড়া

বিরহে ব্যাকুল গোকুলপতি অতি
রতিপতি বিপরীত রীতে।
তুয়া যশ বিলপই ধরণী আলিঙ্গই
রৌদ্রে বিকম্পিত শীতে॥
সখি হে ধনি তুয়া রসবতী নাম।
আপন সোহাগ ভাগ করি মানসি
কানুক এহো পরিণাম॥ ধ্রু॥
দিবসে অশেষ গতি বুঝই না পারিয়ে
রজনী গোঙায়ই জাগি।
জীউ অধিক যোই পীত পটাম্বর
অব মনে মানয়ে আগি॥
তরুতলে তরুতলে ভ্রময়ে নিরন্তর
তুয়া পথ বিপথ নেহারি।
জ্ঞানদাস কহ অতএ নিবেদন
এ দুখ সহই না পারি॥ ২৩১॥

বরাড়ী

চলইতে চাহি চরণ নাহি ধাবয়ে
রহিতে নাহিক প্রতিআশ।
আশ নৈরাশ কছুহ নাহি সমুঝিয়ে
অন্তরে উপজে তরাস॥
সজনি বচন না বোলসি আধা।
তুহুঁ রসবতি উহ রসিকশিরোমণি
হঠে রস না করহ বাধা॥ ধ্রু॥
প্রেমরতন জনু কনয়া কলস পুন
ভাঙ্গিলে হয়ে নিরমাণ।
মোতিম হার বার শত টুটয়ে
গাঁথিয়ে পুন অনুপাম॥
হরকোপানলে মদন দহন ভেল
তুয়া উরে যুগল মহেশ।
পরিহর মান কানু-মুখ হেরহ
জ্ঞান কহয়ে সবিশেষ॥ ২৩২॥

শ্রীরাধার উক্তি

তিরোথা ধানশী

সজনি না কর কানুপরসঙ্গ।
পানি না সেঁচহ দগধল অঙ্গ॥ ধ্রু॥
ভালে হাম কলাবতি ভালে তুহুঁ দূতি।
ভালে মনমথ ভালে কানুক পিরীতি॥
ভাল জন বচন কয়লুঁ যত বাম।
সো ফল ভুঞ্জইতে ইহ পরিণাম॥
পহিলহি কি কহব আরতিরাশি।
সুকপট প্রেমে সব পরিজনে হাসি॥
ভাল ভেল অলপে কয়ল সমাধান।
পুরুবক পুণফলে রহল পরাণ॥
চন্দনতরু অব বিখতরু ভেল।
যতয়ে মনোরথ সব দূরে গেল॥
মরম না জানি কয়লুঁ অনুরাগ।
জ্ঞানদাস কহ গরুয়া অভাগ॥ ২৩৩॥

কেদার

সজনি তুহুঁ সে কহসি মঝু হীত।
হীত অহীত সবহুঁ হাম বুঝিয়ে
আনে হোয়ত বিপরীত॥ ধ্রু॥
লঘু উপকার করয়ে যব সুজনক
মানয়ে শৈলসমান।
অচল হীত করয়ে মূরুখ জনে
মানয়ে সরিষপ্রমাণ॥
কানুক রীত ভীত মঝু চীতহিঁ
না জানি কি হয়ে পরিণাম।
ঐছন পিরীতিক বশ নাহি হোয়ত
যৈছন কীর সমান॥
কি কহব রে সখি কহি কহি দেখলুঁ
অতয়ে চাহি সমাধান।
যাকর যো গুণ কবহুঁ না যাওত
জ্ঞানদাস পরমাণ॥ ২৩৪॥

বরাড়ী

পহিলহি চাঁদ করে দিল আনি।
ঝাঁপল শৈলশিখরে এক পাণি॥

অব বিপরিত ভেল সে সব কাল।
বাসি কুসুমে কিয়ে গাঁথই মাল॥
না বোলহ সজনি না বোলহ আন।
কী ফল আছয়ে ভেটব কান॥
অন্তর বাহির সম নহ রীত।
পানি তৈল নহ গাঢ় পিরীত॥
হিয়া সম কুলিশ বচন মধুধার।
বিষঘট উপরে দুধ উপহার॥
চাতুরি বেচহ গাহক-ঠাম।
গোপত প্রেমসুখ ইহ পরিণাম॥
তুহুঁ কিয়ে শঠিনি কপটে কহ মোয়:
জ্ঞানদাস কহ সমুচিত হোয়॥ ২৩৫॥

তিরোথা

দোতিক বচন না শুনল রাই।
আপন মনহি বিচারল তাই॥
কানুক কেশ তৃণ ধরু তছু আগে।
তবহুঁ সুধামুখি নহ অনুরাগে॥
কত কত বিনতি করিয়া কহ বাণী।
মানিনি চরণে পসারল পাণি॥
সুন্দরি দূর কর অসময় মান।
ইহ সুখসময়ে মিলহ বরকান॥
তেজিয়া নাগর ও সুখপুঞ্জে।
তুয়া লাগি লুঠই কেলিনিকুঞ্জে॥
ক্ষেম অপরাধ চলহ সোই ঠাম।
জ্ঞানদাস কহয়ে সময় অনুপাম॥ ২৩৬॥

ধানশী

ঐছন মানে বিমুখ ভৈ রাই।
করে ধরি দোতি মানায়ই তাই॥
রোখে চলই যব করে কর বারি।
চরণে পড়ল তব বাহু পসারি॥
তবহুঁ মলিনমুখি সুমুখি না ভেল।
হোই নৈরাশ তব সখি চলি গেল॥
একলি বনমাহা যাঁহা বর কান।
আওল সখি তাঁহা বিরস-বয়ান॥
কি কহব মাধব মানিনি-মান।
জ্ঞানদাস তাঁহা কি কহিতে জান॥ ২৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি

কামোদ করুণা

গগনক চাঁদ হাথ ধরি দেয়লুঁ
কত সমুঝায়লুঁ নীত।
যত কিছু কহল সবহুঁ ঐছন ভেল
চীতপুতলিসম রীত॥
মাধব বোধ না মানই রাই।
বুঝইতে বুঝ অবুঝ করি মানই
কতয়ে বুঝায়ব তাই॥ ধ্রু॥
তোহারি মধুর গুণ কত পরথাপলুঁ
সবহুঁ আন করি মানে।
যৈছন তুহিন বরিখে রজনীকর
কমলিনি না সহে পরাণে॥
যতনহিঁ বাহু চরণ ধরি সাধলুঁ
রোখে চলল সখিপাশ।
সরস বিরস কিয়ে তাকর সহচরি
সো না বুঝল জ্ঞানদাস॥ ২৩৮॥

সুহই

না বুঝিএ অন্তর কোপে নিরন্তর
বচন না সঞ্চরু বয়ানে।
সহজই কোঙলি মলিনি ভেল অতিশয়
ধারা শত ঝরু নয়ানে॥
মাধব রাধা পরবোধ না ভেল।
কতএ বিচারি চরণ ধরি বোললুঁ
তবহুঁ উতর নাহি দেল॥ ধ্রু॥
সঘন নিশাস উদাসল কুন্তল
আকুল পুন পুন গোরি।
কনক মুকুর নিয়ড়ে জনু মরকত
ঐছন ভেলি কত বেরি॥

এক কর মুঠি বান্ধি মুখ মুদল
মোহে কয়ল পরণামে।[১]
জ্ঞানদাস কহ মনহি বিচারহ
নিরস না ভেল পরিণামে॥ ২৩৯॥

তিরোথা ধানশী

তুহারি রসিকপণ বৈদগধি ভাষ।
যুবতিনিকর মাহ ভেল পরকাশ॥
মানদহনে ধনি দহে অবিরাম।
তাহে তেজি কৈছে আয়লি তুহুঁ শ্যাম॥
বিরহদহন যদি সহই না পারি।
অভিমানে প্রাণ তেজই বরনারী॥
ধিক ধিক মাধব তোহারি পিরীত।
তিরিবধপাতকে নাহি তুয়া ভীত॥
জ্ঞানদাস কহে চল অবিলম্বে।
ধনি দেখিব যব না কর বিলম্বে॥ ২৪০॥

দূতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ

তথারাগ

দোতিক কর ধরি করু পরিহার।
কহইতে নয়নে গলয়ে জলধার॥
বাউর সম কত করু পরলাপ।
শতগুণাধিক মনে মনসিজতাপ॥
রা রা ধা ধরি আখর এক।
গদগদ কণ্ঠ না হয়ে পরতেক॥
মানিনি মান মানায়ব হাম।
কাঁহি এত ধাবয়ে মানিনি ঠাম॥
পুন ফেরি আওত সহচরি সাথ।
ঐছে গতাগতি নাহিক সোয়াথ॥
কত পরবোধি কয়ল সখি থীর।
জ্ঞানদাস হেরি ভেল অধীর॥ ২৪১॥

ভাটিয়ারি

সহচরিবচনহি বিদগধ নাগর
আকুল অথিরপরাণ।
তুরিতহি গমন করল যাহাঁ মানিনী
ঢল ঢল সজলনয়ান॥
কহ সখি কৈছে মিটায়ব মান।
মোহে পরিবাদ করয়ে যত রঙ্গিণি
হাম যৈছে তুহুঁ পরমাণ॥ ধ্রু॥
তাহে বিনু নিশি দিশি আন নাহি হেরিয়ে
ও মুখ সতত ধেয়ান।
ও মধু বোল শ্রবণে মঝু লাগি রহুঁ
সো গুণ অহনিশি গান॥
এত কহি মাধব মিলল রাই পাশে
ঠাড়ি রহল তহিঁ যাই।
অবনত বয়নে রহল যব মানিনী
জ্ঞানদাস মুখ চাই॥ ২৪২॥

ভাটিয়ারি

ও চাঁদমুখের মধুর হাসনি
সদাই মরমে জাগে।
মুখ তুলি যদি ফিরিয়া না চাহ
আমার শপথি লাগে॥
রামা হে ক্ষম অপরাধ মোর।
মদনবেদন না যায় সহন
শরণ লইলুঁ তোর॥ ধ্রু॥
তোমার অঙ্গের পরশে আমার
চিরজীবী হউ তনু।
জপতপ তুহুঁ সকলি আমার
করের মোহন বেণু॥
দেহ গেহ সার সকলি আমার
তুমি সে নয়ানতারা।
তিল আধ আমি তোমা না দেখিলে
সব বাসি আন্ধিয়ারা॥

২৩৯ ১। একহাতে মুঠি বান্ধিয়া মুখ ঢাকিল। অর্থাৎ মুদিত পদ্ম সূর্য্যকিরণ ভিন্ন বিকশিত হয় না। (দূতীকে বুঝাইল, তোমার কথায় কিছু হইবে না। কানুকে পাঠাইয়া দাও) এই সংকেত জানাইয়া আমাকে (দূতীকে) প্রণাম করিল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, মনে বিচার কর, পরিণাম নীরস নয়।

এত পরিহার করিয়ে তোমারে
মনে না ভাবিহ আন।
কবজ লিখিয়া লেহ যে আমার
দাস করি অভিমান॥
জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি
এ কোন ভাব-যুগতি।
কানু সে কাতর সদয় হইয়া
কেন না কর প্রতীতি॥ ২৪৩॥

তথারাগ

হাসিয়া নেহার রাই হাসিয়া নেহার।
অনুগত জনারে পরাণে কেনে মার॥
যে চান্দের সুধাদানে জগত জুড়াও।
সে চান্দবদনে কেনে আমারে পোড়াও॥
অবনীর ধূলি তুয়া চরণ-পরশে।
সোনা শতবাণ হৈয়া কাহাকে না তোষে॥
সে চরণধূলি পরশিতে করি সাধ।
জ্ঞানদাস কহে যদি করে পরসাদ॥ ২৪৪॥

শ্রীরাগ

ভুবনে আছয়ে যত বৈদগধিসারে।
উপরে কনয়া কাঁতি অমিয়া অন্তরে॥
রাই হাসিয়া বোলাও।
পাঁচ শরে জর জর জনেরে বাঁচাও॥
প্রতি অঙ্গে পড়ে কত রসের হিলোলি।
পরশিতে চিতে করোঁ পায়ের অঙ্গুলি॥
অধর অরুণছবি বান্ধুলি-সোহাগে।
মন মধুকর সদা উড়ে অনুরাগে॥
নয়নঅঞ্চলে দোলে হিয়ার পুতলি।
মুখছান্দে চান্দ কান্দে পাতএ অঞ্জলি॥
সিঁথের সিন্দুর হেরি দিনমণি ঝুরে।
এত রূপ গুণ যার সে কেনে নিঠুরে॥
জ্ঞানদাস কহে ইথে করিএ বিনতি।
কানু কাতর রাই বান্ধহ পিরীতি॥ ২৪৫॥

সুহই

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
পরশিতে চাহি তুয়া চরণের ধূলি॥
অভিমান দূরে করি চাহ একবার।
দূরে যাউ সব মোর হিয়ার আন্ধার॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলি।
নয়াননাচনে নাচে হিয়ার পুতলি॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন অঞ্চল তুয়া পরচিতচোর॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগলি।
বিহি নিরমিল তোহে পিরীতি পুতলি॥
এত ধনে ধনী যেহ সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম॥ ২৪৬॥

কেদার

তুয়া রূপ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়নঅঞ্জন তুয়া পরচিত-চোর॥
প্রতি অঙ্গ অখিল অনঙ্গ সুখনিধি।
না জানি কি লাগি পরশন না দেয় বিধি॥
রাই নহিয় বিমুখ।
অনুগত জনেরে না দিএ এত দুখ॥ ধ্রু॥
অলপ অধিক সঙ্গে হয় বহুমূল।
কাঞ্চনের সনে কাচ মরকততুল॥
এত অনুনয় করি আমি নিজ জনা।
দুরদিন হয় যদি চাঁদে হরে জ্যোনা॥
এত ধনে ধনি যেহ সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস বলে কেবা জানে কার মন॥ ২৪৭॥

ধানশী

এ ধনি মানিনি কি বোলব তোয়।
তুয়ার পিরীতি মোর জীবন হোয়॥
বিবিধ কেলি তুয়া তনু পরকাশ।
তথি লাগি কেলিকদম্ব করি বাস॥
রজনিদিবস করি তুয়া গুণ গান।
তুয়া বিনে মনে মোর নাহি লয়ে আন॥
শয়ন করিয়ে যদি তোমা না পাইয়া।
স্বপনে থাকিয়ে তোমা তনু আলিঙ্গিয়া॥
তোমার অধররস পানে মোর আশ।
কবজ লিখিয়া লেহ মুঞি তুয়া দাস॥

মনমথ কোটি মথন তুয়া মুখ।
তোমার বচন শুনি উঠে কত সুখ॥
জ্ঞানদাস কহ ধনি মোর মুখ চাও।
সরস পরশ দেই কানুরে জীয়াও॥ ২৪৮॥

সুহই

জনমে জনমে হাম তুয়া আরাধন বিনু
আর নাহিক অভিলাষে।
তুহুঁ মনে জানহ হাম তুয়া কিংকর
তবহুঁ না মুণ্ডহে রোষে॥
মানিনি যামিনী ভেল অবসাদে।
তুয়া পদকমল বিমল বরদাতা
কি দেখি না হয়ে পরসাদে॥
রূপগুণ তুয়া বিহি নিরমাওল
আন কি কহব তুয়া আগে।
নয়নক লোর থোর না হেরসি
এ মোহে কমন অভাগে॥
অনুনয় করইতে শ্রবণে না শুনসি
লগইতে লাগু তরাস।
জ্ঞানদাস কহ কৈছে বিছুরহ
পূরব পিরীতি রস আশ॥ ২৪৯॥

সুহই

অনুনয় করইতে অবগতি না কর
না বুঝিয়ে অন্তর তোর।
কুটিল নেহারি গারি যব দেয়বি
তবহি ইন্দ্রপদ মোর॥
মানিনি অব কি করব দুরদিনে।
মনমথগরল গুরুয়া হিয়ে বাঢ়ল
তোহারি পরশরস বিনে॥ ধ্রু॥
অনুগত জানি পাণি পসারিয়ে
বিপদে বুঝিয়ে উপকার।
তব হাম জনম সফল করি মানিয়ে
জগতে রহয়ে যশভার॥
সময় জানি অব কোপ নিবারহ
বেরি এক কর অবধানে।
জ্ঞানদাস কহ নিজজন জানিয়া
অতয়ে করবি সমাধানে॥ ২৫০॥

বিভাস

রতনমঞ্জরী কিবা কনক পুতলি।
সাধে সুধার সাঁচে বিহি নিরমলি॥
তাহে ভূষণ কত রসপরসঙ্গ।
মানে মলিন দেখি মনমথ ভঙ্গ॥
গোরী নায়রি না পরিখসি আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার॥
যজ্ঞ দান জপ তপ সব তুমি মোর।
মোহন মুরলী আর বয়ানের বোল॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥
তোমার পরশে মোর চিরজীবি তনু।
অতি অন্ধকারে যেন প্রকাশিত ভানু॥
তুমি দুখ তুমি সুখ তুমি গুণরূপ।
জ্ঞানদাস কহে যত কহিলে স্বরূপ॥ ২৫১॥

বিভাস

কত না লাবণ্যে সাজায়া অঙ্গ।
বিধি নিরমিল রসতরঙ্গ॥
একটি বচন অমিয় কিয়ে।
শুনি উলসিত আকুল হিয়ে॥
রাধে লো নিজ মরম কই।
তোমা বিনু আর কাহারো নই॥ ধ্রু॥
পরাণ পুতলি রসের ওর।
ঘর সরবস সম্পদ মোর॥
কনক কুসুম গঠিত দেহ।
জীবনে জড়িত তোমার লেহ॥
নিন্দে চিয়াইয়া চৌদিকে চাই।
ছায়া নিরখিয়ে পরাণ পাই॥
জ্ঞানদাসচিতে এ অনুমান।
রাধা কানু দুহুঁ এক পরাণ॥ ২৫২॥

কামোদ

হেদে হে কিশোরি গোরি তোহে পরিহার করি
শুনি কিছু কর অবধান।
ও চান্দমুখের হাসি হৃদয়ে রহল পশি
বৈদগধি দগধে পরাণ॥

রাই তোমার বিদগ্ধতা কি কহিব তার কথা
কহিতে উথলে হিয়া মোর।
না দেখিয়া তোমারে পরাণ কেমন করে
তোমার গুণের নাহি ওর॥
যে জন প্রণত হয় তাহারে তেজিতে নয়
মনে বিচারহ এই কথা।
তুমি যে কহাও বাণী তাহাই কহিয়ে আমি
নিশ্চয় জানিহ সর্বথা॥
যে পণ কর‍্যাছ তুমি সেই পণ দিব আমি
তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ।
জ্ঞানদাসেতে কয় দুহুঁ তনু একই হয়
পরাণে পরাণে বান্ধা থুইহ॥ ২৫৩॥

শ্রীরাধার উক্তি

বরাড়ী

শুন শুন মাধব না বোলহ আর।
কী ফল আছয়ে এত পরিহার॥ ধ্রু॥
পাওলুঁ তুয়া সঞে প্রেমক মূল।
খোয়লুঁ সরবস নিরমল কুল॥
পুন কিয়ে আছয়ে তুয়া অভিলাষ।
দূরে কর কৈতব ভ্রমর তিয়াস॥
অলপে বুঝলুঁ হাম তুয়াক পিরীত।
নামহি যৈছে অন্তরে সোই রীত॥
কাহে দেয়সি তুহুঁ আপন দীব।
আছয়ে জীবন সেহ কিয়ে নীব॥
জ্ঞানদাস কহ কর অবধান।
তুয়া নিজ জনে কাহে এত অপমান॥ ২৫৪॥

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি

সুহই

মানিনি হাম কহিয়ে তুয়া লাগি।
নাহ নিকটে পাই যো জন বঞ্চয়ে
তাকর বড়ই অভাগি॥
দিনকরবন্ধু কমল সবে জানয়ে
জল তঁহি জীবন হোয়।
পঙ্কবিহীন তনু ভানু শুখায়ত
জলহি পচায়ত সোয়॥
নাহ সমীপে সুখদ যত বৈভব
অনুকূল হোয়ত যোই।
তাকর বিরহে সকল সুখ-সম্পদ
খেনে খেনে দগধয়ে সোই॥
তুহুঁ ধনী গুণবতী বুঝি করহ রীতি
পরিজন ঐছন ভাষ।
শুনইতে রাই হৃদয়ে ভেল গদগদ
অনুমতি করল প্রকাশ॥
জ্ঞানদাস কহ সুন্দরী সুন্দর
মীলল কুঞ্জক মাঝ।
হেরি নয়ন মন সফল করহ সখি
যুগল পরমহি সাজ॥ ২৫৫॥

লঘু মানান্তে মিলন

কেদার

কতহুঁ মিনতি করু কান।
মানিনী তেজল মান॥
ছল ছল লোচনলোর।
কানু কয়ল ধনি কোর॥
বুঝল হিয়অভিলাষ।
নিধুবন রচই বিলাস॥
চুম্বন করইতে কান।
বঙ্কিম ঈষত বয়ান॥
কঞ্চুকে যব কর দেল।
মুকুল হৃদয় জনু ভেল॥
নীবি পরশিতে কর কাঁপ।
নিরস কমলে অলি ঝাঁপ॥
ঐছে না পূরয়ে আশ।
নাগর গদগদ ভাষ॥
ধনিক কষায়িত চীত।
সরস করয়ে প্রকটীত॥
পেশল মনহি অনঙ্গ।
জ্ঞান কহই ইহ রঙ্গ॥ ২৫৬॥

নাগরী বেশে শ্রীকৃষ্ণ

বালা ধানশী

শুনি সখি বচন মনহি অনুমান।
নাগরিবেশ বনাওল কান॥
আগু পদ বাম বামগতি চাহনি
বামাকুণ্ডল অনুপামা।
বাম ভুজে বসন ঢুলায়ত ঘন ঘন
যৈছন পেখলুঁ শ্যামা॥
পটঅম্বর পরি অভিনব নাগরি
ঐছনে কয়ল পয়ান।
চারু সিঁথা পরি কামসিন্দুর পরি
লখই না পারই আন॥
এমন চতুরবর কবহুঁ না পেখলুঁ
এ মহিমণ্ডল মাঝে।
মণিময় কঙ্কণ দুহু ভুজে সাজন
শঙ্খ শোভয়ে তছু মাঝে॥
পদতল অরুণ- কিরণ মণি পেখলুঁ
তোঞি হোয়ত অনুমান।
জ্ঞানদাস কহে রাইক মন্দিরে
নাগর কয়ল পয়ান॥ ২৫৭॥

ধানশী

রস পরথাইতে আন আতঙ্কয়ে
অতিশয় আরত নাহা।
আপন মান ধনি মনহি মেটাওল
না করল কছু নিরবাহা॥
শ্যাম সুনায়র নায়রী চতুরা
দৈবে করাওল সঙ্গ।
গাহক আদরে কৃপণ দান পড়ু
না পূরয়ে মনোভব রঙ্গ॥ ধ্রু॥
পহিরণ বাস যব উদঘাটয়ে
ঝাঁপয়ে দিঠি-সন্ধানে।
মন্দ হাস মধুরাধর হেরইতে
হানএ মনমথ বাণে॥
সরস নিবেদন পান্থজন জনু
বোলইতে বাসক আশে।
কানু সকাতর রাই অনাদর
জ্ঞানদাস রস ভাষে॥ ২৫৮॥

মানভঞ্জন

ধানশী

অনতয়ে মাধব অনতয়ে রাই।
ধনী মুখবঙ্কিম তবহুঁ না যাই॥
ঐছন সময়ে হাম মন্দিরে গেল।
হেরি যেন বাজল নিরদয় শেল॥
শুন শুনরে সখি কানুক রীত।
শুনি অবহেলব ঐছে পিরীত॥ ধ্রু॥
পিয়া অনুযোগল যৈছন আছ।
রাই পরবোধল উনহিক পাছ॥
দুয় মন জানি সোঁপলুঁ দুয় হাথে।
দূর দুরদিন কিয়ে ভেল পরভাতে॥
করজোড়ে হাসি বিনয় যব কান।
রাই নিশসি উঠে সজলনয়ান॥
রোখল মনমথ তব দিন জানি।
জ্ঞানদাস কহ শুনহ সজনি॥ ২৫৯॥

শারদ রাস

ধানশী

যত নারীকুল বিরহে আকুল
ধৈরজ ধরিতে নারে।
রসিক নাগর বুঝিয়া অন্তর
দাঁড়াল যমুনা-ধারে॥
কদম্বের তলে বসি কোন্ ছলে
মৃদু মৃদু বায়ে বাঁশী।
শুনিতে শ্রবণে ব্রজবধূগণে
তাঁহাই মিলল আসি॥
মরণ শরীরে পরাণ পাইল
ঐছন সবহুঁ ভেলি।
বন দাবানলে পুড়িয়া যৈমন
অমিয়াসায়রে মেলি॥

চাতকিনীগণ হেরি নবঘন
মনের আনন্দে ভাসে।
জিনি শশধর বদন সুন্দর
চকোরিণী চারি পাশে॥
বিরহে তাপিত ভেল তিরপিত
বরিখে অমিয়ারাশি।
জ্ঞানদাস কহে শ্যামের বদনে
আধ ঈষত হাসি॥ ২৬০॥

মঙ্গল

সহজই শ্যাম মনোহর ছান্দ।
লীলারভস মনোহর ফান্দ॥
তাহে কত বেশবিশেষ পরিপাটি।
হেমমণি রমণিক হৃদয়ক শাটি॥
ধনি বনি আওল মোহন বায়।
ব্রজবনিতাগণ সঙ্গীত গায়॥
ভালে বিলম্বিত চন্দ্রকচূড়।
কত কত মধুকর উনমত উড়॥
হিয়ে হিরহারক চন্দ্রক-জ্যোতি।
জনু আদ্ধিয়ার তলে গজমোতি॥
কটিকিঙ্কিণি ধটি উপরে কাচ।
জনু ঘন সৌদামিনি থির আছ॥
চরণকমল মণিমঞ্জির বোল।
শুনি জ্ঞানদাস আনন্দ উতরোল॥ ২৬১॥

কামোদ

চন্দন চান্দ কুসুম নব কিশলয়
মন্দ পবন পিকুরাব।
বরিহা কপোত জোড়ে জোড়ে নাচত
চীতক নিজ পরথাব॥
ভালি রে ভালি অভিনব মদনসমাজে।
রাধা রসবতি অতি রসে আরতি
কানু রসিকবর রাজে॥ ধ্রু॥
কুসুমিত কুঞ্জহি রঞ্জন মনসিজ
নব নব রঙ্গিণি মেলি।
রসময় ভৃঙ্গ কতহুঁ রসমধুকরি
ভ্রমি ভ্রমি করু রসকেলি॥

ধনি রে ধনি রে ধনি দুহুঁ রূপলাবণি
ধনি বৈদগধি কত ভাতি।
আর কে কহু কত দুহুঁ রসে উনমত
জ্ঞান কহে নাহি দিনরাতি॥ ২৬২॥

কামোদ

মনমথযন্ত্র সুধীর সুনায়র
শ্যামসুন্দর রসসীম।
সব বৈচিত্র কলাবস চাতুরি
নাগরি গুণগরীম॥
বিলসই রাসে রসিকবর কান।
রাই বিনোদিনী শোভই বাম॥
নয়নক অঞ্জন কানুকৃত রেখহি
রাই তাহি ভেল ভোর।
প্রেমপরশরস- লীলারস লহরি
দুহুঁ তনু ভাবে উজোর॥
চঞ্চল চারু চিকুরে শিখিচন্দ্রক
সুন্দব সিন্দুররাগ।
দুহুঁক হৃদয়ে উদয় সুখ-সম্পদ
জ্ঞান কহে ধনি অনুরাগ॥ ২৬৩॥

সুহই

নাগরি নাগর রাই রসরাজে।
রঙ্গে মিলল দুহুঁ মণ্ডলিমাঝে॥
অতি রসে পুলকিত অঙ্গ।
উপজত কত কত মদনতরঙ্গ॥
বিগলিত কেশ বেশ ভেল ভঙ্গ।
রতিরস আবেশে বাঢ়ল দুহুঁ রঙ্গ॥
রাসে রসিকবর বিলসই রাধা।
গৌর আধ তনু শ্যামর আধা॥
দুহুঁ সুখে আপনে নাহি রস ওর।
হেম মরকত জনু লাগল জোড়॥
ভুজে ভুজে বেঢ়ি অধররস নেল।
দুহু মুখচান্দে দুহু চুম্বন কেল॥
দুহুঁক মরম দুহুঁ জানল ভাল।
জ্ঞানদাস কহে মদন দালাল॥ ২৬৪॥

বেলোয়ার

একে নব কুঞ্জ কুসুম অতি মনোহর
ভ্রমরাভ্রমরিগণ গাওয়ে রসাল।
রতনক দীপ নীপপর হিমকর
মদনদোবি মোহন ব্রজলাল॥
বিনোদিনি রাধা নব নাগর কান।
নটনবিলাস উলাস পুলকতনু
এক শকতি দুই একই পরাণ॥ ধ্রু॥
বাজত বলয় নুপুর মণিকিঙ্কিণি
শ্যামবামে রহু গোরি কিশোরি।
দুহুঁ ভুজ দুহুঁক কান্ধ পর শোভই
নব বারিদে জনু বিনোদ বিজুরি॥
মৃদু মধুরস্মিত মিলিত দৃগঞ্চল
আনন্দে হেরি দুহুঁ দুহুঁক বয়ান।
অখিল ভুবন সুখসাগরে শুতল
জ্ঞানদাস চিতে ঐছন ভান॥ ২৬৫॥

কানাড়া

খেনে তিরিভঙ্গ অঙ্গ নিজ হেরত
খেনে রমণীগণ অঙ্গ হি অঙ্গ।
খেনে চুম্বত খেনে চলত মনোহর
উপজায়ত কত মদনতরঙ্গ॥
নিকুঞ্জে নয়ল কিশোর।
রাধাবদন সুধাকর সুন্দর
চন্দ্রাবলী মুখচন্দ্রচকোর॥ ধ্রু॥
শ্যাম নটেন্দ্রকোটি ইন্দু সুশীতল
ব্রজরমণী সনে সঙ্গীত গায়।
ঈষৎ হাস সম্ভাষই ঘন ঘন
লীলা লহু লহু গীম দোলায়॥
উহ রসময়ী ইহ রসিক শিরোমণি
নয়নে নয়নে কত করত আনন্দ।
জ্ঞানদাস কহে দুহুঁ তনু ভিন নহে
অপরূপ ঐছন পিরীতি নিবন্ধ॥ ২৬৬॥

বেলোয়ার

রাসবিলাসে রসিকবর নাগর
বিলসই রসবতীমাঝে।
মনোহর বেশ বয়স বৈদগধি
অবধি করিয়া ধনি সাজে॥
এক অপরূপ রস এহু ক্ষিতিমণ্ডলে
মধুময় কুসুমিত কুঞ্জে।
রাধা রাতি- দিবস রসআরতি
শ্যামর ঘন রসপুঞ্জে॥
গুঞ্জরে অলিকুল কীর মধুর ধ্বনি
কোকিল পঞ্চম গানে।
ফিরত মনোহর ময়ুর ময়ূরী কত
মদনহাট রাতিদিনে॥
বাজত বহুবিধ যন্ত্র একতান
সঙ্গে রঙ্গে রসগীতে।
নারী পুরুষ দোঁহে ভাবে বিভোর তনু
জ্ঞান নেহারয়ে নিতে॥ ২৬৭॥

মঙ্গল

ব্রজনাগরিগণ হেরি হরষিত মন
নাগর নটবররাজ।
নটনবিলাস- উলাসহি নিমগন
চৌদিশে রমণি সমাজ॥
যূথে যূথে মেলি করে কর ধরাধরি
মণ্ডলি রচিয়া সুঠান।
বাজত বীণ উপাঙ্গ পাখোয়াজ
মাঝহি মাঝ রাধাকান॥
শরদসুধাকর গগনহি' নিরমল
কাননে কুসুম বিকাশ।
কোকিল ভ্রমর গাওয়ে অতি সুস্বর
অমল কমল পরকাশ॥
হেরি হেরি ফেরি ফেরি বাহু ধরাধরি
নাচত রঙ্গিণি মেলি।
জ্ঞানদাস কহ নাগর রসময়
করু কত কৌতুককেলি॥ ২৬৮॥

কেদার

শ্যামর সকল কলারসসীম।
গোরি নাগরি কত গুণহি' গরীম॥
দুহুঁ বনি বেশ বয়স একছান্দ।
রাজিত কণ্ঠ মঞ্জু মুখচাঁদ॥
বিলসই রাসে রসিকবর নাহ।
নয়নে নয়নে কত রসনিরবাহ॥

দুহুঁ বৈদগধি দুহুঁ হিয়ে হিয়ে লাগ।
দুহুঁক মরমে পৈঠে দুহুঁক সোহাগ॥
দুহুঁক পরশরসে দুহুঁ ভেল ভোর।
বোলইতে বয়নে উগয়ে নাহি বোল॥
পূরল দুহুঁক মনোরথসিন্ধু।
উছলিত ভেল তহি স্বেদ উদবিন্দু॥
দুহুঁক পরশরসে দুহুঁ উমতায়।
জ্ঞানদাস কহ মদন সহায়॥ ২৬৯॥

শঙ্করাভরণ

কুসুমিত মধুবন মধুকর মেলি।
পিককুল গাওত মনমথকেলি॥
নিধুবনে মুগধল নাগরিকান।
এককলেবর দুহুঁ একই পরাণ॥ ধ্রু॥
চান্দ চন্দন মন্দ মলয়জ বাতে।
অতিরসে বাদর নহে পরভাতে॥
রাধামাধব মধুর বিলাস।
লহু অবলোকনে মৃদু মৃদু হাস॥
রূপ কলাগুণ দুহুঁ সমতুল।
প্রেম পরশরস আরতি অমূল॥
নিবিড় আলিঙ্গন কয়ল অপার।
চুম্বনে বদনে রচয়ে সিতকার॥
পূরল মনোরথ বিগলিত স্বেদ।
দুহুঁ তনু একই নহত লব ভেদ॥
বিগলিত কেশ বসন ভেল আন।
জ্ঞানদাস কহ একই পরাণ॥ ২৭০॥

নর্ত্তন রাস

বিহাগড়া

দেখ রি সখি শ্যামচন্দ
ইন্দুবদনি রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র যুবতিবৃন্দ
গাওয়ে রাগমালিকা॥
মন্দ পবন কুঞ্জভবন
কুসুমগন্ধমাধুরী।
মদনরাজ নবসমাজ
ভ্রমত ভ্রমরচাতুরী॥

তরল তাল গতি দুলাল
নাচে নটিনি নটনসুর।
প্রাণনাথ ধরত হাত
রাই তাহে অধিক পুর॥
অঙ্গে অঙ্গে পরশে ভোর
কেহ রহত কাহুক কোর।
জ্ঞানদাস কহত রাস
যৈছে জলদে বিজুরি জোড়॥ ২৭১॥

ধানশী

পহিলে প্যারী পদ্মিনী ধরু
কঙ্কণে তালমান।
কৈছে নাচলি নাচহ এ ত
মুরলীতে নহে গান॥
বিনোদ ময়ুর পাখাটি লইয়া
শিরপরে নহে বাঁধা।
কদম্বতলায ত্রিভঙ্গ হইয়া
পায়ে পায়ে নহে ছান্দা॥
পরের রমণী ঘাটে মাঠে পায়্যা
দান সাধা এত নহে।
কঙ্কণতালে তাল মিলাইয়ে
নাচিতে পারিলে হয়ে॥
বয়ানে হাস মধুর ভাষ
বোলত সব সখি।
জ্ঞানদাস বলে কঙ্কণতালে
একবার নাচ দেখি॥ ২৭২॥

রসালস

কেদার

রাসজাগরণে নিকুঞ্জভবনে
আলুয়্যা আলসভরে।
শুতলি কিশোরী আপনা পাসরি
পরাণনাথের কোরে॥
সখি হের দেখসিয়া বা।
নিন্দ যায় ধনী চাঁদবদনী
শ্যামঅঙ্গে দিয়া পা॥ ধ্রু॥

নাগরের বাহু শিথান করিয়া
বিথান বসনভূষা।
নিশাসে দুলিছে রতনবেশর
হাসিখানি তাহে মিশা॥
পরিহাস করি নিতে চাহে হরি
সাহস না হয় মনে।
ধীরি করি বোল না করিহ রোল
জ্ঞানদাস রস ভণে॥ ২৭৩॥

বসন্তলীলা

বসন্তবিহার

আওত রে ঋতুরাজ বসন্ত।
খেলত রাই কানু গুণবন্ত॥
তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব।
মদনমহোৎসব পিককুল রাব॥
দিনে দিনে দিনকর ভেল কিশোর।
শীত ভীত রহুঁ শীখর কোরথ॥
মলয়জ পবন সহিতে ভেল মীত।
নিরখি নিশাকর যুবজনহীত॥
সরোবর সরসিজ শ্যামর নেহা।
জ্ঞানদাস কহ রস নিরবাহা॥ ২৭৪॥

হোরিলীলা

বসন্ত

বিহরই নিধুবনে যুগল কিশোর।
ফাগুরঙ্গে সব হৈয়াছে বিভোর॥
চুয়া চন্দন ভরি পিচকারি।
শ্যামনাগর অঙ্গে দেওত ডারি॥
ললিতা বিশাখা আদি সখীগণ মেলি।
রাইক নিয়ড়ে কানু লেই গেলি॥
নাগর খেলই রাইক সঙ্গে।
সব সখী ডারত নাগরঅঙ্গে॥
বীণ রবাব মুরজ কপিনাস।
বিবিধ যন্ত্র লেই করয়ে বিলাস॥
কোই কোই গাওত নব নব তান।
জ্ঞানদাস হেরি জুড়ায় নয়ান॥ ২৭৫॥

তথারাগ

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে।
ব্রজবনিতা ফাগু দেই শ্যামঅঙ্গে॥
কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরি-অঙ্গে।
মুখ মোড়ল ধনি করি কত ভঙ্গে॥
ফাগুরঙ্গে গোপী সব চৌদিকে বেড়িয়া।
শ্যামঅঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জলি ভরিয়া॥
ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে।
বৃন্দাবন তরুলতা রাতুল বরণে॥
রাঙ্গা ময়ূর নাচে কাছে রাঙ্গা কোকিল গায়।
রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়॥
রাঙ্গা বায়ে রাঙ্গা হৈল কালিন্দীর পানি।
গগন ভুবন দিগ্‌বিদিগ না জানি॥
রতি জয় রতি জয় দ্বিজকুলে গায়।
জ্ঞানদাস চিত নয়ন জুড়ায়॥ ২৭৬॥

রাগ

দোলত রাধা মাধব সঙ্গে।
দোলায়ত সব সখিগণ বহু রঙ্গে॥
ডারত ফাগু দুহুঁজন অঙ্গে।
হেরইতে দুহুঁরূপ মুরুছে অনঙ্গে॥
বাওত কত কত যন্ত্র সুতান।
কত কত রাগমাল করু গান॥
চন্দন কুংকুম ভরি পিচকারি।
দুহুঁ অঙ্গে কোই কোই দেওত ডারি॥
বিগলিত অরুণ বসন দুহুঁগায়।
শ্রমজলে বিন্দু বিন্দু শোভে তায়॥
হেমমরকতে জনু জড়িত পঙার।
তাহে বেড়ল গজমোতিম হার॥
দোলাপরি দুহুঁ নিবিড় বিলাস।
জ্ঞানদাস হেরি পুরয়ে আশ॥ ২৭৭॥

বসন্ত

চপল চপল দিঠে সুধামুখী চায়।
চুয়া চন্দন গোরী দেয় শ্যামগায়॥
হেদে হে শ্যাম নাগর হারিলে হে।
আহিরী রমণী সনে নারিলে হে॥ ধ্রু॥

ললিতা ললিত হাসি প্রহেলিকা গায়।
আনন্দে বিশাখা সঙ্গে মৃদঙ্গ বাজায়॥
রঙ্গভরে রঙ্গদেবী শ্যামেরে শুধায়।
আবার খেলিবা হোরি গোপিকাসভায়॥
সুদেবী সরস আঁখি নাগরে বুঝায়।
জ্ঞানদাস গোবিন্দের চরণে লুটায়॥ ২৭৮॥

কামোদ

সাজল শ্যাম সুরত রণপণ্ডিত
করে করি কুসুমকামান।
সৌরভে ভ্রময়ে কতহুঁ কত মধুকর
জীতল মনমথ বাণ॥
ধনি ধনি অপরূপ ছান্দে।
বেশবিলাস সরসময় মাধুরী
কামিনী লোচন ফান্দে॥
চুয়া চন্দন অগোর বিলেপন
সংযোগ বিবিধ বিচিত্রে।
সমরশমিত কেশ বেশ করু বন্ধন
বরিহা চারুচরিত্রে॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণী ঘন ঘন রনরনি
রতিরণ বাজন বাজে।
জ্ঞানদাস কহ রসিকশিরোমণি
সাজল রমণি সমাজে॥ ২৭৯॥

বাসন্ত রাস

বসন্ত

মলয়জ পবন পরশে পিক কুহরই
শুনি উলসিত ব্রজনারী।
উলসিত পুলকিত সবহুঁ লতা তরু
মদন ভেল অধিকারী॥[১]
মুকুলিত চূত দূত ভেল ষটপদ
শবদহি দেল বাধাই।[২]
সন্ত বসন্ত পুজায়ল ঘরে ঘরে
জগজনে আনন্দ বাঢ়াই॥[৩]
চাতক পাত্র কপোত শিখণ্ডক
দুহুঁজন লিখন বুঝাই।
দ্বিজবর সন্ত বিহঙ্গ শুকমুখে
পঞ্চম বেদ পঢ়াই॥[৪]
কুঞ্জলতাপর সাজল ঋতুপতি
বহুবিধ চিত্রবিধানে।
কুসুম বিকাশল রাসস্থল ঝলমল
কানু শুনল নিজ কানে॥
মাধবী মধুমতি বিমল চন্দ্রমুখি
সভাকারে কহবি বুঝাই।
রস-পরধান নারি যাঁহা বৈঠয়ে
সুন্দরি রসবতি রাই॥
ইহ মৃদু বচন শুনিয়া রসদায়িনি
দূতী চললি উলাসে।
গুরুয়া গমনেতে চলিতে না দেখে পথ
সবহুঁ কহল ধনি পাশে॥
শুনহ বচন মোর কানু পাঠাওল
মোহে কহলি নিজ কাজে।
শ্যাম সুঘড় নাগর রসশেখর
রাস করব বনমাঝে॥
দূতিক বোলে দোলে ঘন অন্তর
আনন্দে ঝরে দুই আঁখি।
রাধা সুমুখি সফল তনু মানই
পুন পুন কহ চল দেখি॥
যতনহুঁ আননে আন না বোলয়ে
স্বপনে নাহি আন ভান।
রাতি-দিবস ধনি আন না ভাবই
নয়নে না হেরই আন॥
কুঙ্কুম কস্তুরি চন্দন কেশর ভরি
কুচযুগ শোভিত হারে।
বেশ বনাওল যো যাঁহা সাজল
ঐছন চলল বিহারে॥

---

২৮০ ১। মদন অধিকারী হইল। ২। ভ্রমর দূত নিজগুঞ্জনে জয়ধ্বনি দিল। ৩। সজ্জন বসন্ত ঘরে ঘরে পূজা করাইল। ৪। চাতক মন্ত্রী। কপোত আর ময়ূরকে লিখন বুঝাইয়া দিল। দ্বিজশ্রেষ্ঠ সাধু শুক বেদ পড়াইতে লাগিলেন।

রঙ্গিণি সঙ্গে চললি ধনি সুন্দরি
সঙ্গীত সঞ্চরু লাই।
নব অনুরাগে জাগে রূপ অন্তরে
সভে মেলি শ্যামর গাই॥ ২৮০॥

তথারাগ

সব নব নাগরি বররসে আগরি
রসভরে চলই না পারি।
গুরুয়া নিতম্বভরে অঙ্গ টলমল করে
হেরইতে কত মনোহারী॥
দুহুঁক দুলহ দুহুঁ দরশনে পহিলহি
আধ নয়ন অরবিন্দ।
দুহুঁ তনু পুলকিত ঈষদবলোকিত
বাড়ল কতই আনন্দ॥
পহিলহি হাস সম্ভাষ মধুর দিঠে
পরশিতে প্রেমতরঙ্গ।
কেলিকলা কত দুহুঁ রসে উনমত
ভাবে ভরল দুহুঁ অঙ্গ॥
নয়নে নয়ান ঢুলাঢুলি উরে উরে
অধরে অমিয়ারস নেল।
রাসবিলাস শ্বাস বহ ঘন ঘন
ঘামে তিলক বহি গেল॥
বিগলিত কেশ- কুসুমশিখিচন্দ্রক
বেশভূষণ ভেল আন।
দুহুঁক মনোরথ পরিপূরিত ভেল
দুহুঁ ভেল অভেদপরাণ॥
ধনি বৃন্দাবন ধনি রঙ্গিণিগণ
ধনি রাসরসময় কান।
ধনি ধনি সরস- কলারস ঋতুপতি
জ্ঞানদাস গুণ গান॥ ২৮১॥

বসন্তবিহার

কেদার

ফুটল কুসুম অলিক মেলি।
কুহরে কোকিল বরিহা কেলি॥
কপোত নাচত আপন রঙ্গে।
রাই নাচত শ্যাম সঙ্গে॥
দেখরি সখি কুঞ্জমাঝ।
শ্যাম নায়র নায়রি সাজ॥
বিবিধ যন্ত্র একই তান।
গাওত বাওত অখণ্ড মান॥
তাতা দ্রিমিকি দ্রিমি মৃদঙ্গ।
সরখ পরশ অঙ্গ অঙ্গ॥
সহজে শ্যাম ললিতঅঙ্গ।
তাহে কতহুঁ নটনভঙ্গ॥
নয়নে নয়নে মধুর দীঠ।
অময়া অধিক বোলয়ে মীঠ॥
হিয়ে হিরহার আলস লোল।
চরণে মঞ্জির ঘুঙ্গর বোল॥
অধরে মধুর মৃদুল হাস।
জ্ঞানদাসচিতবিলাস॥ ২৮২॥

ধানশী

মধুর যামিনি কাম কামিনি
বিহরে কালিন্দিতীর।
কোকিল কুহরত ভ্রমর ঝঙ্কৃত
বদত কীর সুধীর॥
রাধা মাধবসঙ্গ।
সঙ্গে সহচরি নাচয়ে ফিরি ফিরি
গাওয়ে রসপরসঙ্গ॥ ধ্রু॥
করহি বন্ধন ঝমকে কঙ্কণ
চরণে মঞ্জির রোল।
কটিতে কিঙ্কিণি বাজয়ে কিনি কিনি
গণ্ডে কুণ্ডল দোল॥
রাই নাচত কতহুঁ রসভৃত
কানু কত কত গাওই।
সবহুঁ সখি মেলি রচয়ে মণ্ডলি
জ্ঞানদাসমতি ভাওই॥ ২৮৩॥

বলরামের রাসযাত্রা

ভূপালী

বিহরতি রাসে রসিক বলরাম।
রূপ হেরি মুরছিত কত শত কাম॥

কত শত নব নাগরি অনুপাম।
অবিরত সেবই পুরু মনকাম॥
সিত কলেবর মনোহর ধাম।
জগজন রমইতে যাকর নাম॥
তঁহি রস আবেশ ভঙ্গি সুঠাম।
কি কহব জ্ঞান পঁহুক গুণগাম॥ ২৮৪॥

মাথুর

ভাবী বিরহ

সুহই

আজু পরভাতে দেখিলুঁ কার মুখ।
কোন্ নিদারুণ বিধি দিলে এত দুখ॥
কোন দুরাচার হেন ঘোষণা ঘুষিল।
কেমন বজরহিয়া পিয়া লইতে আইল॥
কার পূর্ণ ঘট মুঞি ভাঙ্গিলুঁ বাম পায়।
পদাঘাত কৈলুঁ কোন্ ভুজঙ্গমাথায়॥
না জানিয়া মুঞি কোন্ দেবেরে নিন্দিল।
কে মোর হিয়ার ধন লইতে আইল॥
এত কহি সুবদনী ভেল মুরছিত।
জ্ঞানদাস কহে সখী করায় সম্বিত॥ ২৮৫॥

ধানশী

পিয়া পরদেশ বেশ গেল দূর।
হাস রভস সবহুঁ ভেল চূর॥
মৃগমদ চন্দন লেপন বীখ।
মন্দ পবন জনু আনলশীখ॥
এ সখি এ সখি দুরদিন লাগি।
হাত রতন খসে কোন অভাগি॥ ধ্রু॥
হিমকর উগইতে দিনকরতেজ।
নলিনি বিছায়ত কণ্টকশেজ॥
সব বিপরীত এহ সময় বসন্ত।
মনমথ পিশুন কয়ল জিউ অন্ত॥
রতনহার ভেল গুরুতর ভার।
দিনে দিনে দেহ নেহ অনুসার॥
বিহি সে কয়ল মোহে হা হা সার।
জ্ঞানদাস কহ অতি অবিচার॥ ২৮৬॥

তিরোথা

শৈশবসময় পহুঁ গেলা।
যৌবনসময় অব ভেলা॥
আর নাহি কয়ল উদেশ।
কি কহব কাহিনি বিশেষ॥
সজনী দুরগহ করু অবগাহ।
বিছুরল গোকুলনাহ॥
বাঢ়ল বিরহবেয়াধি।
মনমথ পরম বিবাদী॥
মনমথ একলী পরাণে।
কত চিতে করি অনুমানে॥
দিনে দিনে তনু অবরোধে।
কা দেই করব সম্বাদে॥
জ্ঞানদাস অনুমান।
তনু অব করব পয়ান॥ ২৮৭॥

তথারাগ

পুন নাহি হেরব সো চান্দবয়ান।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু না রহে পরাণ॥
আর কত পিয়াগুণ কহিব কান্দিয়া।
জীবন সংশয় হৈল পিয়া না দেখিয়া॥
উঠিতে বসিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥
সো সুখসম্পদ মোর কোথাকারে গেল।
পরাণ পুতলী মোর কে হরিয়া নিল॥

---

২৮৬ প্রিয়তম পরদেশে। আমার বেশবিন্যাস দূরে গিয়াছে। হাস্য-রহস্য সব চূর্ণ হইয়াছে। মৃগমদ চন্দন বিষতুল্য, এবং মন্দপবন অনল সদৃশ মনে হইতেছে। ওরে সখি, ওরে সখি, দুর্দিন লাগিয়াছে। কোন অভাগ্যে হাতের রত্ন খসিয়া পড়িল। হিমকর দিনকরের তেজ লইয়া উদিত হইতেছে। শতদলশয্যা কণ্টকবিছানো বোধ হইতেছে। বসন্ত সময়, কিন্তু সব বিপরীত দেখিতেছি। চণ্ডাল মন্মথ প্রাণান্ত করিল। রত্নহার গুরুভার হইল। দেহ দিনে দিনে প্রেমের অনুসরণ করিতেছে। বিধাতা আমার হাহাকার সার করিল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, অত্যন্ত অবিচার।

আর না যাইব সোই যমুনার জলে।
আর না হেরব শ্যাম কদম্বের তলে॥
নিলজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া।
জ্ঞানদাস কহে মোর ফাটি যায় হিয়া॥ ২৮৮॥

মাথুর

শ্রীরাগ

কনকাচল যব ছায়া ছোড়ল
হিমকর বরিখয়ে আগি।
দিনফলে দিনকর শীত না নিবারল
হাম জীয়ব কথি লাগি॥
সজনি এহো না বুঝিয়ে বিচারে।
ধনকা আরতি নাহি ধনপতি পুরল
জনম ভরল দুখভারে॥ ধ্রু॥
জনমে জনমে হরগৌরী আরাধলুঁ
শিব ভেল শকতিবিভোর।
কামধেনু কত কৌতুকে পূজলুঁ
না পূরল মনোরথ মোর॥
অমিয়াসরোবরে সাধে সিনাওলুঁ
সংকট পড়ল পরাণে।
বিহি বিপরীত ভেল ঐছন হোয়ল
জ্ঞানদাস চিতে অনুমানে॥ ২৮৯॥

গান্ধার

কানু কুশলে পরদেশ সিধারল
লাগল মনমথ বাদে।
নয়নক লোরে লহরি দিঠি বাদর
কি কহব হৃদয় বিষাদে॥
সখি হে পরাণ ভেল উপহাস।
আশাপাশ পাপ মন বান্ধল
জীবন মরণক দাস॥
এতদিন অমিয়া- সরোবরে আছিলুঁ
চিন্তামণি ছিল অঙ্কে।
চন্দনপবন হুতাশন হিমকর
বিষধর বিলসে কলঙ্কে॥
কেশ কুসুম ধরি সমরি না বান্ধব
না করব সুন্দর শিঙ্গার।
নাহবিহিন সব দাহন মানিয়ে
জ্ঞানদাস উপচার॥ ২৯০॥

শ্রীরাগ

কানু রহল পরদেশ।
জলদ সময় পরবেশ॥
দামিনী দশ দিশ ধাব।
নিকরুণ কান্ত না আব॥
সজনি কাহে করব দিন বণ্ড।
জীবইতে ভেল অশণ্ড ॥ ধ্রু॥

---

২৮৯ কনকাচল যখন ছায়া দিল না, হিমকর অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল, দুর্দিনবশতঃ দিনকর শীত নিবারণ করিলেন না, এমন দুর্দৈবে আমি আর কি জন্য বাঁচিব? সজনি, এ বিচার বুঝি না। ধনপতি ধনের আকাঙ্খা পূরণ করিলেন না। জনম দুঃখভারে ভরিয়া উঠিল; জন্ম জন্ম কত হরগৌরী আরাধনা করিলাম। শিব শক্তি-বিভোর হইয়া রহিলেন। কৌতুকে কত কামধেনু পূজা করিলাম; আমার আরাধনা পূর্ণ হইল না। সাধ করিয়া অমিয়া সরোবরে স্নান করিতে গেলাম, জীবন সংকটাপন্ন হইল। জ্ঞানদাসের মনের অনুমান—বিধাতা বিরূপ বলিয়াই এমন হইল।

২৯০ কানু কুশলে পরদেশ প্রবেশ করিলেন, অমনি মন্মথ বিবাদ বাধাইল। নয়নের জলে বাদলের লহরী বহিয়া গেল। হৃদয়ের বিষাদের কথা আর কি বলিব? সখি, প্রাণ এখন উপহাসের বস্তু হইল। আশাপাশ (আশার কঠিন বন্ধন) পাপ মনকে বাঁধিয়াছে। জীবন কিন্তু মৃত্যুর দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে। এতদিন অমৃত সরোবরে (কমলিনী) ছিলাম। চিন্তামণি অঙ্কে ছিল। এখন চন্দন-পবন (দক্ষিণ বায়ু) হুতাশনসদৃশ। কলঙ্কী হিমকর বিষধরের মত বিলাসে মাতিয়াছে। কুসুম দিয়া কেশ সম্বরণপূর্ব্বক বাঁধিব না। সুন্দর বেশে সাজিব না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, নাথ না থাকায় সব উপচার দাহন বলিয়া মানিতেছি।

গগনে গরজে ঘন ঘোর।
শুনি উনমত চিত মোর॥
যব নিশি বাহিরে পয়ান।
শীকরে নিকলে পরাণ॥
দিনকর দিবস উপেখি।
অলিকুল কমলে না পেখি॥
চাতক পিউ পিউ নাদ।
জ্ঞানদাস কহ পরমাদ॥ ২৯১॥

সিন্ধুড়া

জলধর অম্বর ছায়ল রে
পাউষ ঋতু পরবেশ।
হেরি হেরি হিয়া ডাডরায়ল রে
নাহ নাহিক নিজ দেশ॥
কি মোহে ধরল দুরভানে।
জানলো বিহি ভৈল বামে॥
হাম সে কুমুদিনী পিয়া সে শশধর
এ মোহে আছল অভিলাষে।
এতএ বিচারি হাম জীউ রাখব
কবহুঁ করব পরকাশে॥
জীউক পিরীতি নিরাশ।
জীবইতে না তেজব আশ॥
জগমাহা জলে জনু এক।
জ্ঞানদাস কহ পরতেখ॥ ২৯২॥

শ্রীগান্ধার

গগনে ভরল নব বারিদ হে
বরখা নব নব ভেল।
ঝর ঝর বাদর ডাকে ডাহুকী সব
শবদে পরাণ হরি নেল॥
চাতক চকিত নিকট ঘন ডাকই
মদনবিজয়ী পিকরাব।
মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহ বড়
বরখা কেমনে গোঁয়াব॥
সরসিজ বিনু সর শোভা না পাবই
কমল না শোভে অলিহীনা।
হাম কমলিনী কান্ত দেশান্তর
কত না সহব দুখ'দীনা॥
সঞ্চরু সঘন সৌদামিনী জনু
বিন্ধয়ে শর খরধার।
মাস শাঙনে আশ নাহি জীবনে
বরিখয়ে জল অনিবার॥
নিশি আন্ধিয়ার অপার ঘোরতর
ডাহুকি ডহ ডহ ভাখ।
বিরহিণীহৃদয়- বিদারণ ঘন ঘন
শিখরে শিখণ্ডিনী ডাক॥
উনমতি শকতি আরোপয়ে কাম নিতি
জনু শব-সাধন লাগি।[১]
ভাদর দর দর অন্তর দোলন
মন্দিরে একলি অভাগী॥

---

২৯১ কানু প্রবাসে রহিল, বর্ষা আসিয়া প্রবেশ করিল। দামিনী দশদিকে ছুটিতেছে। নির্দ্দয় কান্ত আসিল না। সজনি, কি উপায়ে দিন বঞ্চিব (কাটাইব), বাঁচিবার আশা নাই। গগনে মেঘের ঘোর গর্জ্জন শুনিয়া আমার চিত্ত উন্মত্ত হইতেছে। রাত্রিতে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলে বৃষ্টিধারায় প্রাণ বাহির হইয়ার উপক্রম হয়। দিবসে দিনকরকে দেখা যায় না। কমলে অলিকুলকে দেখিতে পাই না। চাতক পিউ পিউ ডাকিতেছে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, প্রমাদ পড়িল।

২৯২ মেঘে আকাশ ছাইল। বর্ষা ঋতু আসিল। দেখিয়া দেখিয়া অন্তর দরদর করিতেছে। নাথ নিজদেশে নাই। আমাকে কি দুর্ভানে (দুর্গ্রহে) ধরিল। জানিলাম, বিধাতা বিরূপ হইল। আমি কুমুদিনী, প্রিয়তম শশধর, আমি ইহাই জানিতাম। এই বিচার করিয়াই আমি জীবন রাখিব। (আজ অন্তরালে) কখনো তো চাঁদ প্রকাশিত হইবে। আশাহীন পিরীতি বাঁচিয়া থাকুক। যতদিন বাঁচিব, আশা ত্যাগ করিব না। সারা জগৎ যেন জলে এক হইয়া গেল। (কিন্তু আমার সঙ্গে কান্তের ব্যবধান ঘুচিল না)। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।

২৯৩ ১। উন্মত্ত কাম (আমাকে বধ করিয়া আমার মৃতদেহ লইয়া) যেন শব-সাধনের জন্য নিত্যই শক্তি আরোপ করিতেছে।

উলসিত কুন্দ কুমুদ পরকাশিত
নিরমল শশধর কাঁতি।
ঘরে ঘরে নগরে নগরে সব রঙ্গিণী
নাহি জানে ইহ দিনরাতি॥
চির-পরবাসি যতহঁু পরদেশী
সব পুন নিজ ঘরে গেল।
মাস আশিন খীণ ভেল কলেবর
জ্ঞান কহে দুখ কোন দেল॥ ২৯৩॥

ভ্রমরদূত

গান্ধার

যোই নিকুঞ্জে রাই পরলাপয়ে
সোই নিকুঞ্জসমাজ।
সুমধুর গুঞ্জনে সব মনরঞ্জনে
মীলল মধুকররাজ॥
রাইক চরণ নিয়ড়ে উঁড়ি যাওত
হেরইতে বিরহিণি রাই।
সখি অবলম্বনে সচকিত লোচনে
বৈঠল চেতন পাই॥
অলি হে না পরশ চরণ হামারি।
কানু অনুরূপ বরণ গুণ যৈছন
ঐছন সবহুঁ তোহারি॥ ধ্রু॥
পুররঙ্গিণিকুচ- কুঙ্কুমরঞ্জিত
কানুকণ্ঠে বনমাল।
তাকর শেষ বদনে তুয়া লাগল
জ্ঞানদাস হিয়ে শাল॥ ২৯৪॥

সুহই

ওরে কালা ভ্রমরা তোমার মুখেতে নাহি লাজ।
যাও তুমি মধুপুরী যথা নিদারুণ হরি
আমার মন্দিরে কিবা কাজ॥ ধ্রু॥
ব্রজবাসিগণ দেখি নিবারিতে নারি আঁখি
তাহে তুমি দেখা দিলে অলি।
বিরহঅনল একে তনু খীণ শ্যামশোকে
নিভান আনল দিলা জ্বালি॥

মথুরায় কর বাস থাকহ শ্যামের পাশ
চূড়ার ফুলের মধু খাও।
সেথা ছাড়ি এথা কেনে দুখ দিতে মোর প্রাণে
মন্দির ছাড়িয়া ঝাট যাও॥
সে সুখসম্পদ মোর তুমি জান মধুকর
এবে সে আমার দুখ দেখ।
কহিয় কানুর ঠাম ইহ বিরহিণী নাম
জ্ঞানদাস কহে না উপেখ॥ ২৯৫॥

মথুরায় দূতী প্রেরণ

তথারাগ

বন্ধুরে কহিয় মোর কথা।
আনলে পশিব যদি না আইসে এথা॥
মরণঅধিক ভেল এ ছার জীবন।
তোমা বিনু দগধ যেন দাবানলে বন॥
নহেত কহয়ে যদি এ দুখ এড়াই।
সোঙরিয়া চাঁদমুখ তবে মরি যাই॥
জ্ঞানদাস কহে দুখ না কর ভাবন।
নিচয়ে মিলব জান তোমার প্রাণধন॥ ২৯৬॥

বরাড়ী

আজি কালি করি কত গোঙাইব কাল।
কহিয় বন্ধুরে মোর এত পরিহার॥
এক তিল যাহা বিনু যুগশত মানি।
তাহে কি এতহুঁ দিন সহয়ে পরাণি॥
যদি না আইসে বন্ধু নিচয় জানিয়।
মরিব আনলে পুড়ি তাহারে কহিয়॥
দিবস গণিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥
এ ছার জীবন আর ধরিতে নারিব।
এবার না আইলে পিয়া নিচয়ে মরিব॥
শুনিয়া রাধার এত বিরহ-হুতাশ।
চলিলা ধাইয়া মধুপুরে জ্ঞানদাস॥ ২৯৭॥

দূতী-সংবাদ

তথারাগ

পন্থ নেহারিতে নয়ন অন্ধায়ল
দিবস লিখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেও
বরিখে বরিখ কত ভেল॥
মাধব কৈছন বচন তোহার।
আজি কালি করি দিবস গোঙাইতে
জীবন ভেল অতি ভার॥
আওব করি করি কত পরবোধব
অব জিউ ধরই না পার।
জীবন মরণ অচেতন চেতন
নিতি নিতি ভেল তনু ভার॥
চপল চরিত তুয়া চপল বচনে আর
কোই করব বিশোয়াস।
ঐছে বিরহে যব জনম গোঙায়ব
তব কি করব জ্ঞানদাস॥ ২৯৮॥

তথারাগ

শুন শুন নিরদয় কান।
তুহুঁ অতি হৃদয় পাষাণ॥
খোয়ল কুলমরিযাদে।
সো ধনি বিরহবিষাদে॥
জীবন তনু ছিল শেষ।
সোই রহত অব লেশ॥
তাকর নাহিক আশ।
অতয়ে আয়লুঁ তুয়া পাশ॥
খেনে মুরছিত খেনে হাস।
খেনে তহি গদগদ ভাষ॥
উঠিতে শকতি নাহি তার।
জীবন মানয়ে ভার॥
চৌদশি-চাঁদ সমান।
মলিনতা ধরল বয়ান॥
ভূতলে শুতলি তায়।
সহচরি করু কি উপায়॥
জ্ঞানদাস কহ রোয়।
তিরি-বধ লাগব তোয়॥ ২৯৯॥

বরাড়ী

রূপে গুণে যৌবনে গুণবতী নারি।
কাঞ্চনকাঁতি বরণ ভেল কারি॥
বুঝয়ি না পারিয়ে বয়নক বোল।
কণ্ঠগতাগতি জীবনহিলোল॥
এ হরি এ হরি জগ ভরি লাজ।
তোহে না সমুঝিয়ে ঐছন কাজ॥ ধ্রু॥
কেহু কেহু রাইক কোরে অগোর।
কেহু জল দেই কেহু চামর ডোর॥

---

২৯৮ শ্যাম, তোমার পথ চাহিয়া নয়ন অন্ধ হইল। দিবসের অঙ্ক লিখিতে (কতদিন গেল তাহার হিসাব করিতে) নখ গেল। দিন গণিতে গণিতে মাস গত হইল। মাস গণিতে গণিতে বৎসর—এমন বৎসরের পর কত বৎসরই তো গেল। মাধব কেমন তোমার কথা! আজি কালি করিয়া দিন কাটাইতে রাধার জীবন অতি ভার হইয়াছে। আসিবে আসিবে করিয়া কত প্রবোধ দিব। আর জীবন ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। জীবন মরণ চেতন অচেতনের সীমারেখা মুছিয়া গিয়াছে। দিনের পর দিন দেহ রাখা ভার হইয়া উঠিয়াছে। চপল তোমার চরিত্র। তোমার অসার কথায় কে আর বিশ্বাস করিবে? এমন বিরহেই যদি জন্ম অতিবাহিত হয়, তবে জ্ঞানদাস আর কি করিবে?

২৯৯ নির্দয় কানাই শোন, শোন, তুমি অতি পাষাণহৃদয়। (ধনী তোমারই জন্য) কুলমর্য্যাদা হারাইল। আজ সে-ই কিনা বিরহ-বিষাদে (দিন কাটাইতেছে)। শেষ পর্য্যন্ত দেহে জীবন ছিল, সে-ও এখন লেশমাত্র আছে। তাহার আর আশা নাই। এই জন্যই তোমার নিকট আসিয়াছি। ক্ষণে মূর্চ্ছিতা হইতেছে, ক্ষণে হাসিতেছে; পরক্ষণেই আবার গদ্‌গদ ভাষায় কি বলিতেছে। তাহার উঠিবারও শক্তি নাই। জীবন ভার মনে করিতেছে। তাহার মুখ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর চাঁদের মত মলিন হইয়াছে। ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছে। তাহাতে সহচরীগণ কি উপায় করিবে? জ্ঞানদাস কাঁদিয়া বলিতেছেন, তোমাকে নারীবধের পাপভাগী হইতে হইবে।

কত পরবোধব মরম না জানি।
লিখন লিখয়ে যৈছে পানিক পাণি॥
আর কত কত ধনি অবিরত রোই।
অনুগত বিরত ধরম নাহি হোই॥
যব তনু তেজব তুয়া গুণ লাগি।
জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ বধভাগি॥ ৩০০॥

সুহই

শুনহ নিকরুণ কান।
তুয়া রাই ভেল নিদান॥
যব পরশে সরসিজশেজ।
তব চমকে জনু জিউ তেজ॥
তাহে শরদযামিনিকান্ত।
হেরি জীবন তেজব নিতান্ত॥
যব রোয়ত সহচরি মেলি।
তব রচিয়ে পুরুবক কেলি॥
যব হেঁট করি রহু শির।
তব সবহুঁ স্তবধ শরীর॥
যব তাপ উপজয়ে অঙ্গ।
তব যৈছে দহনতরঙ্গ॥
যব সঘনে কাঁপয়ে দেহ।
তব ধরিতে নারয়ে কেহ॥
যব তেজই দীঘ নিশাস।
তব দূরে রহু জ্ঞানদাস॥ ৩০১॥

তথারাগ

হিম শিশিরে রিপু মদন দুরন্ত।
দ্বিগুণ তাপায়ল রীতু বসন্ত॥
গিরিষ দিবসপতিকিরণ-বিথার।
ঝামর ভেল তনু গল অনিবার॥
শতগুণ ভেল ইথে কেবল নিদান।
কৈছনে বরিষায় রহল পরাণ॥
হেরি সহচরি কছু ভেল আশোয়াস।
শরদ-চাঁদ হেরি ভেল নৈরাশ॥
রোয়ত সখিগণ কিয়ে দিন রাতি।
জ্ঞানদাস হেরি বিদরয়ে ছাতি॥ ৩০২॥

শ্রীরাধার প্রতি দূতী

শ্রীরাগ

যব মোহে পেখল শ্যামর নাহা।
অমিয়াসরোবরে করু অবগাহা॥
অনিমিখ নয়নে হামারি মুখ হেরি।
তুয়া পরথাব কয়ল কত বেরি॥
এ সখি এ সখি কি বলিব আন।
জানলুঁ লো তুহুঁ জীবন কান॥ ধ্রু॥
হরখে পূরল তনু রস পরিপূর।
লোরে ভরল দুহুঁ নয়ন দুকূল॥
এত দিন হামারি আছিল চিতে আন।
কত কত শুনলুঁ তুয়া গুণগান॥

৩০০ রূপে গুণে যৌবনে গুণবতী নারী রাধার কাঞ্চনকান্তি তোমার বিরহে কালিবর্ণ হইল। তাহার মুখের কথা বুঝিতে পারি না। প্রাণস্পন্দন কণ্ঠগত হইয়াছে। ওহে হরি, ওহে হরি, জগৎ জুড়িয়া যাহাতে লজ্জা পাইতে হয়, এমন কাজ করা কি তোমার কর্ত্তব্য? কেহ কেহ রাইকে কোলে তুলিয়া লইয়াছে। কেহ কেহ তাহার মুখে মাথায় জল দিতেছে। কেহ চামরের বাতাস করিতেছে। মর্ম্ম না জানিয়া কত প্রবোধ দিব? হাত দিয়া জলের উপর লেখা যেমন (সঙ্গে সঙ্গেই মুছিয়া যায়) প্রবোধেও তেমনি কোন ফল হয় না। কোন কোন সখী রাধার দশা দেখিয়া অবিরত কাঁদিতেছে। অনুগত যে তাহার প্রতি নিষ্ঠুরতা ধর্ম্ম নয়। তোমার গুণের জন্য যখন দেহ ত্যাগ করিবে, জ্ঞানদাস বলিতেছেন, তখন তুমিই বধভাগী হইবে।

৩০২ হেমন্তে শিশিরে শত্রু মদন দুরন্ত হইয়া উঠিল। বসন্ত ঋতু দ্বিগুণ তাপ দিল। গ্রীষ্মে প্রখর সূর্য্যকিরণ, দেহ মলিন হইল, অনিবার ঘর্ম্মধারা ঝরিতে লাগিল। জ্বালা শতগুণ বাড়িল। অন্তিম সময় উপস্থিত হইল। কে জানে বর্ষায় কেমন করিয়া জীবন রহিল। দেখিয়া সহচরীগণ কিছু আশ্বস্তা হইয়াছিল। কিন্তু শরতের চন্দ্র দেখিয়া (শ্রীরাধার হৃদয়ে রাস-বিলাসের স্মৃতি জাগরিত হওয়ায় প্রাণ সংশয় অনুমানে) এখন সকলেই তাহার জীবনের আশায় নিরাশ হইয়াছে। কিবা দিন কিবা রাত্রি সখীগণ কাঁদিতেছে। দেখিয়া জ্ঞানদাসের হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে।

কি কহিব সুন্দরি তোহারি সোহাগ।
ধনি তুয়া ধনি পিয়া ধনি অনুরাগ॥
আজু কালি কিয়ে আওব নাহা।
জ্ঞানদাস কহ তব নিরবাহা॥ ৩০৩॥

বালা ধানশী

কানুক ঐছে দশা শুনি বিরহিণি
বাঢ়ল অতি উনমাদ।
কানু কানু করি খিতি-তলে মুরছলি
সখিগণ দ্বিগুণ বিষাদ॥
এক সখি তুরিতহি কোরে অগোরল
কহতহি' আওত কান।
শুনইতে ঐছন বচন রসায়ন
পাওল জীবনদান॥
চেতন পাই হেরই পুন দশ দিশ
অতি উতকণ্ঠিত হোই।
কাহাঁ মঝু প্রাণনাথ কহি ফুকরয়ে
অবহুঁ না আওল সোই॥
রোয়ত হসত খসত মহি জোয়ত
পন্থহি নয়ন পসারি।
সহই না পারি জ্ঞান পুন তৈখনে
মথুরানগর সিধারি॥ ৩০৪॥

স্বপ্ন সম্মেলন

তথারাগ

স্বপনে দেখিলুঁ সোই মোর প্রাণনাথ।
সমুখে দাড়াঞা আছে যোড় করি হাথ॥
পুন না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে না পারি।
কি করিব কোথা যাব কি উপায় করি॥
পাইয়া পরাণ নাথ পুন হারাইলুঁ।
আপন করমদোষে আপনি মরিলুঁ॥

যে দেশে পরাণবন্ধু সেই দেশে যাব।
পরিয়া অরুণ বাস যোগিনী হইব॥
জ্ঞানদাস কহে রাই থির কর হিয়া।
আসিবে তোমার বন্ধু সময় বুঝিয়া॥ ৩০৫॥

ভাবোল্লাস

সুহই

আজু পরভাতে কাক কলকলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
বন্ধু আসিবার নাম সোধাইতে
উড়িয়া বৈঠল ঠায়॥
সখি হে কুদিন সুদিন ভেল।
তুরিতে মাধব মন্দির আওব
কপালি কহিয়া গেল॥
সুচারু সদন দেখিলুঁ স্বপন
গিরির উপরে শশী।
মালতীর মালা দধির ডালা
নিকটে মিলল আসি॥
গণক আনিয়া পুন গণাইলুঁ
সুদশা কহিল মোরে।
অন্তরে বাহিরে যতেক গণিল
সুখের নাহিক ওরে॥
মোর একাদশ গৃহে বৈসে পাঁচ
সপ্তমে বৈসয়ে গুরু।
ভৃগু ভানুসুত শিখি সে দ্বিতীয়ে
বৈসয়ে দেখি বিচারু॥
দেয়াসিনী আনি দেব আরাধিলুঁ
পড়িল মাথায় ফুল।
বন্ধুর নামে আগ তোলাইলুঁ
কোলে মিলাওল কুল॥

৩০৩ তোমার প্রাণনাথ শ্যাম যখন আমাকে দেখিলেন, তখন যেন অমিয় সাগরে স্নান করিলেন। অনিমিখ নয়নে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া কতবার তোমার (প্রস্তাব) কথা বলিলেন। ওগো সখি, ওগো সখি, আর কি বলিব। জানিলাম তুমিই কানুর জীবন। (তোমার কথা বলিতে বলিতে) শ্যামের দেহ হর্ষে পূর্ণ হইল; রসে পরিপূর্ণ হইল, দুনয়ন অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল।

কুল পুরোহিত আশিস্ করিল
সুপতি মিলিবে পাশে।
তোর দুরদিন সব দূর গেল
কহই সে জ্ঞানদাসে॥ ৩০৬॥

ধানশী

আজু অবধি দিন ভেলা।
কাক নিয়ড়ে কহি গেলা॥
আজুক প্রাতর সময়ে।
বাম বাহু সঘনে কাঁপয়ে॥
খঞ্জন কমলিনি সঙ্গ।
পুলকে পুরয়ে সব অঙ্গ॥
বাম নয়ন করু পন্দ।
সঘনে খসয়ে নিবিবন্ধ॥
এ লখণ বিফল না যাব।
মাধব নিজ গৃহে আব॥
মনরথ কহে শুকসারি।
জ্ঞানদাস সুবিচারি॥ ৩০৭॥

সুহই

অচিরে পূরব আশ।
বন্ধুয়া মীলিব পাশ॥
হিয়া জুড়াইবে মোর।
করিবে আপন কোর॥
অধর-অমৃত দিয়া।
প্রাণদান দিবে পিয়া॥
পুলকে পূরব অঙ্গ।
পাইয়া তাহার সঙ্গ॥
ছলছল দু নয়ানে।
চাহিব বদন পানে॥
কিছু গদগদ স্বরে।
এ দুখ কহিব তারে॥
শুনিয়া দুখের কথা।
মরমে পাইবে বেথা॥
করিবে পিরীতি যত।
জ্ঞান তা কহিবে কত॥ ৩০৮॥

আত্ম-নিবেদন

শ্রীরাগ

শুন শুন হে পরাণপিয়া।
চির দিন পরে পাইয়াছি লাগি
আর না দিব ছাড়িয়া॥ ধ্রু॥
তোমায় আমায় একই পরাণ
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া
কি রূপে আছিলা তুমি॥
যে ছিল আমার করমের দুখ
সকল করিলুঁ ভোগ।
আর না করিব আঁখির আড়
রহিব একই যোগ॥
খাইতে শুইতে তিলেক পলকে
আর না যাইবু ঘর।
কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হৈয়াছে
আর কি কাহাকে ডর॥
এতহুঁ কহিতে বিভোর হইয়া
পড়িল শ্যামের কোরে।
জ্ঞানদাস কহে রসিক নাগর
ভাসিল নয়ানলোরে॥ ৩০৯॥

শ্রীরাগ

তোমার গরবে গরবিনি হাম
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ
সদা লয়্যা রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে অনেক জন
আমার কেবলি তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি॥
শিশুকাল হৈতে মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি।
সখীগণ গণে জীবন অধিক
পরাণ বঁধুয়া তুমি॥

নয়ন-অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাস কহে কালার পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বান্ধা॥ ৩১০॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর উক্তি

কেদার

তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম।
তুয়া অনুরাগে হাম গোলোক ছাড়িলাম॥
তুয়া অনুরাগে হাম কাননে ধাই।
তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই॥
তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীল শাড়ী।
তুয়া অনুরাগে হাম পীতাম্বর-ধারী॥
তুয়া অনুরাগে হাম হইনু কলঙ্কিনী।
তুয়া অনুরাগে নন্দের বাধা বইনু আমি॥
তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।
তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হইল আঁখি॥
তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান।
চন্দ্রাবলী ভজ জ্ঞানদাসের গান॥ ৩১১॥
[১৪৮৮]

কানুরামদাস

শ্রীগৌরচন্দ্র

বিভাস

নিজ নামামৃতে হয়ে মত্ত অনুক্ষণ।
পিয়ায় সভারে নাম বিশেষে হীন জন॥
অতি অরুণিত আঁখি আধ আধ বোলে।
কান্দে উচ্চনাদে যারে তারে করে কোলে॥
অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস।
খেণে বলে মুঞি পহুঁ খেণে বলে দাস॥ ধ্রু॥
খেণে মত্ত সিংহগতি খেণে ভাব স্তম্ভ।
খেণে ধরু ধরণী পাইয়া অঙ্গসঙ্গ॥
খেণে মালশাট মারে অট্ট অট্ট হাসে।
খেণেকে রোদন খেণে গদগদ ভাষে॥
খেণে দেখে শ্যাম সুন্দর তিরিভঙ্গ।
কানুদাস কহে কেবা বুঝে ও না রঙ্গ॥ ১॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস

বরাড়ী

জীবে এমন দয়া কোথাও না দেখি
নায়র চৈতন্য প্রভু।
দীন হীন জনে এমন করুণা
আর নাহি দেখি কভু॥
যুগধর্ম্ম লাগি বৈরাগী হইয়া
ভ্রমি ফিরে দেশ দেশ।
পাইয়া অকিঞ্চন যাচে প্রেমধন
বিলায় করুণাশেষ॥
নাম সংকীর্ত্তন পরম নিগূঢ়
প্রচারে হৈয়া অমায়া।
ধীরাধীর জড় অন্ধ আতুর
সভারে সমান দয়া॥
ত্রিতাপে তাপিত দেখিয়া জগত
আঁখি ভরে প্রেমজলে।
শীতল করিতে হেরি কৃপাদিঠে
বরিখয়ে কানু বোলে॥ ২॥

সুহই

নদীয়া নগরে গেলা নিত্যানন্দ রায়।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে শচী মাতার পায়॥
তারে কোলে করি শচী কান্দয়ে করুণে।
নয়ানের জলে ভিজে অঙ্গের বসনে॥

ফুকরি ফুকরি কান্দে কাতর হিয়ায়।
গৌরাঙ্গের কথা কহি প্রবোধয়ে তায়॥
নিত্যানন্দ বলে মাতা থির কর মন।
কুশলে আছয়ে সুখে তোমার নন্দন॥
তোমারে দেখিতে মোরে পাঠাইয়া দিল।
তোর পদযুগে কত প্রণতি করিল॥
কানুদাস কহে মাতা কহি তোর ঠাঁঞি।
তোমার প্রেমে বান্ধা আছে গৌরাঙ্গ গোসাঞি॥
॥ ৩॥

শ্রীনিত্যানন্দের গুণবর্ণন

তথারাগ

আরে মোর পহু নিতাই চাঁদ।
ঘরে ঘরে দিল প্রেমের ফাঁদ॥
তাপিত অখিল সকল জনে।
সিঞ্চিত করল নয়নকোণে॥
অপার করুণা গৌড়দেশে।
নাচিয়া বুলয়ে ভাবআবেশে॥
গদগদ কহে ভাইযার কথা।
প্রেমজলে ডুবে নয়ন রাতা॥
আরকত গোরা সুন্দরতনু।
পুলক কদম্বকেশর জনু॥
বিবিধ ভূষণে ভূষিত অঙ্গ।
ভকত মিলিয়া গায়ত রঙ্গ॥
ঢুলিতে ঢুলিতে কত না ভাতি।
কমলচরণে খঞ্জনগতি॥
করুণা শুনিযা বাঢ়ল আশ।
প্রেম মাগে পদে এ কানুদাস॥ ৪॥

তথারাগ

দয়া কর মোরে নিতাই দয়া কর মোরে।
অগতির গতি নিতাই সাধু লোকে বোলে॥
জয় প্রেমভক্তিদাতা পতাকা তোমার।
উত্তম অধম কিছু না কৈল বিচার॥
প্রেমদানে জগজীবের মন কৈলা সুখী।
তুমি যদি দয়ার ঠাকুর আমি কেনে দুখী॥
কানুরাম দাসে বোলে কি বলিব আমি।
এ বড় ভরসা মোর কুলের ঠাকুর তুমি॥৫॥

সূর্য্যপূজাচ্ছলে শ্রীরাধার অভিসার

কামোদ

সব সখিগণ মেলে দেব আরাধন ছলে
কাননে চলিলা ধনী রাই।
সহচরীগণ সনে কুসুম তোড়ই বনে
যতনে হার নিরমাই॥
বসিয়া মাধবীকুঞ্জ মাঝে।
অন্তরে মিলিব আশে বাহিরে না পরকাশে
অভিমান গরব বেয়াজে॥ ধ্রু॥
বুঝিয়া মরম আশ চলিলা নাগর পাশ
পরম চতুরী প্রিয়সখী।
যেখানে রসিকরাজ বসিয়া কুঞ্জের মাঝ
বিরহে ঝরয়ে দুটি আঁখি॥
তাহারে দেখিয়া কান পাইল পরাণ দান
করযোড়ে কহে সখী পাশ।
পরদুখে দুখী হৈয়া দেহ রাই মিলাইয়া
তোমার নিছনি কানুদাস॥ ৬॥

বাসকসজ্জা

ধানশী

পবনক পরশহি বিচলিত পল্লব
শবদহি' সজল নয়ান।
সচকিতে সঘনে নয়ন ধনি নিরখয়ে
জানল আয়ল কান॥
মাধব সমুঝল তুয়া চতুরাই।
তমালক কোরে আপন তনু ছাপসি
আর কৈছে বহবি ছাপাই॥ ধ্রু॥
পুনহি বিলম্বে ফিরয়ে সব কাননে
পুন অনুমানয়ে চীতে।
ভূলল পন্থ অন্ত নাহি পায়ল
না বুঝিয়ে নাগররীতে॥

নূপুর রণিত কলিত নব মাধুরি
শুনইতে শ্রবণ উল্লাস।
আগুসরি রাই কাননে অবলোকই
কহতহি কানুরাম দাস॥ ৭॥

উৎকণ্ঠিতা

তথারাগ

মন্দির তেজি কানন মাহা পৈঠলুঁ
কানু মিলন প্রতিআশে।
আভরণ বসনে অঙ্গে সব সাজলুঁ
তাম্বুল কর্পূর বাসে॥
সজনী সো মুঝে বিপরীত ভেল।
কানু রহল দূরে মনমথ আসি ফুরে
সো নাহি দরশন দেল॥ ধ্রু॥
ফুলশরে জরজর সকল কলেবর
কাতরে মহি গড়ি যাই।
কোকিল বোলে ডোলে ঘন জীবন
উঠি বসি রজনি গোঙাই॥
শীতল ভবন গরল সমান ভেল
হিমাচলবায়ু হুতাশ।
লোচনে নীর থীর নাহি বান্ধয়ে
কান্দয়ে কানুরাম দাস॥ ৮॥

হিমকালোচিত উৎকণ্ঠিতা

ধানশী

রসের হাটেতে আইলাম সাজায়্যা পসার।
গাহক না আয়ল যৌবন ভেল ভার॥
বড় দুখ পাই সখি বড় দুখ পাই।
শ্যাম অনুরাগে নিশি জাগিয়া পোহাই॥
বিষ লাগে হিমকর কিরণে পোড়ায়।
হিমঋতু পবনে মোর হিয়া চমকায়॥
দারুণ কোকিল মোর প্রাণ নিতে চায়।
কুহু কুহু করিয়া মধুর গীত গায়॥
ফুলশরে জরজর হিয়া চমকায়।
কানুরাম দাসের তনু ধূলায় লোটায়॥ ৯॥

বসন্তকালোচিত উৎকণ্ঠিতা

বিহাগড়া

ধনি সহজে রাজার ঝি।
ঘরের বাহির কখন না হয়
আমরা দেখিয়াছি॥ ধ্রু॥
তাহাতে রজনি কানন মাঝারে
করয়ে কমলশেজ।
মিনতি করিয়া প্রিয় সখিগণে
কানুক উদ্দেশে ভেজ॥
সবহুঁ রজনি নিন্দ নাই ধনি
রতন পালঙ্ক পরে।
সে যে কমলিনী জাগয়ে যামিনী
নিমিখ না দেই ডরে॥
কর পদতল ও থল-কমল
ননির পুতলি দেহ।
সে যে সুকুমারী কান্দয়ে গুমরি
এত না সহিবে কেহ॥
এ ঘর বাহির করে কত বার
কপট শঠের আশ।
এতহুঁ বিপদ সহিতে না পারি
ধায় কানুরাম দাস॥ ১০॥

বিপ্রলব্ধা

তথারাগ

বিরহ অনলে জ্বলয়ে ধনি।
সখিমুখে শুনি এতহুঁ বাণি॥
কানু রহে আন রমণি সঙ্গ।
শুনি জরজর সকল অঙ্গ॥
কোকিলে ভ্রমরে দগধে গাত।
তাহে শতগুণ এতহুঁ বাত॥

কি করব অব নিকুঞ্জ মাঝ।
আপন ললাটে যে ছিল কাজ॥
ঐছন বিষাদ ভাবই যবে।
এক সখি আসি কহল তবে॥
কানু আওত তোহারি পাশ।
শুনি কানুরাম ভেল উলাস॥ ১১॥

মান

সুহই—ছুটা দশকোশী

না কহ না কহ সখি না কহিও আর।
সকল ছাড়িয়া যারে সার করিয়াছি গো
সে ত না হইল আপনার॥ ধ্রু॥
কুল শীল তেয়াগিয়া যার নাম ধেয়াইয়া
জাগি নিশি বসিয়া কাননে।
সে জন আমারে ছাড়ি আনে বিলসয়ে গো
এত কিয়ে সহয়ে পরাণে॥
আমি ত অবলা জাতি আর তাহে কুলবতী
আমরা কি প্রেম অনুরাগী।
কত প্রেমবতী সনে তাহারি বিলাস গো
সে কেনে মরিবে মোর লাগি॥
শুনিয়া কহয়ে দূতী করযোড়ে করে নতি
ক্ষেম ধনি সব অপরাধ।
কানুরাম দাসে কয় মিলন উচিত হয়
প্রেমে পড়িবে পাছে বাদ॥ ১২॥

মিলন

শ্রীরাগ

ধনী নাগরকোর ধনী নাগরকোর।
বিলসই রাই সুখের নাহি ওর॥
ধনী রঙ্গিণী রাই ধনী রঙ্গিণী রাই।
হরি বিলসই কত রস অবগাই॥
হরিমানস সাধা হরিমানস সাধা।
বিলসই শ্যাম পরাজিত রাধা॥
হরি সুন্দরী মুখে হরি সুন্দরী মুখে।
তাম্বুল দেই চুম্বই নিজ সুখে॥
ধনি রঙ্গিণী ভোর ধনী রঙ্গিণী ভোর।
ভুলল গরবে কানু কানু করি কোর॥ ১৩॥

রসালস

ধানশী

(নিজ) মন্দিরে ধনি বৈঠলি সখি মেলি।
কহতহি পিয়াগুণে রজনিক কেলি॥
ভাবে অবশ ধনি পুলকিত অঙ্গ।
গদগদ কহে কত বচন বিভঙ্গ॥
নয়নে বহয়ে জল কাঁপয়ে শরীর।
ঘামে ভিগল সব অরুণিম চীর॥
কত কত ভাব বিথারল রাই।
কহিতে না পারে ধনি প্রেম অবগাই॥
ধৈরজ ধরি ধনি কহয়ে বিলাস।
প্রেম অনুরূপ কহই কানু দাস॥ ১৪॥

[১৫০২]

লোচন দাস

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মলীলা

বিভাস বা তুড়ী

হের দেখসিয়া নয়ান ভরিয়া
কি আর পুছসি আনে।
নদিয়া নগরে শচীর মন্দিরে
চান্দের উদয় দিনে॥
কিয়ে লাখবাণ কষিল কাঞ্চন
রূপের নিছনি গোরা।
শচীর উদর জলদে নিকসিল
থীর বিজুরি পারা॥
কত বিধুবর বদন উজোর
নিশিদিশি সম শোভে।
নয়ানভ্রমর শ্রুতিসরোরুহে
ধায় মকরন্দলোভে॥
আজানুলম্বিত ভুজ সুবলিত
নাভি হেমসরোবর।
কটি করিঅরি উরু হেমগিরি
এ লোচন মনোহর॥ ১॥

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ

রামকেলি

ধবল পাটের জোড় পর্যাছে
রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়াছে
চরণ উপর দুল্যা যাইছে কোঁচা।
বাঁকমল সোণার নূপুর
বাজ্যা যাইছে মধুর মধুর
রূপ দেখিয়া ভুবন মুরছা॥
দীঘল দীঘল চাঁচর চুল
তায় দিয়াছে চাঁপার ফুল
কুন্দ মালতীর মালা বেড়া ঝুঁটা।
চন্দন মাখা গোরা গায়
বাহু দোলাইয়া চল্যা যায়
ললাট উপর ভুবনমোহন ফোঁটা॥
মধুর মধুর কয় কথা
শ্রবণ মনের ঘুচায় বেথা
চাঁদে যেন উগারয়ে সুধা।
বাহুর হিলন দোলন দেখি
করীর শুণ্ড কিসে লেখি
নয়ান বয়ান যেন কুন্দে কুন্দা॥
এমন কেউ বেথিত থাকে
কথার ছলে খানিক রাখে
নয়ান ভর্যা দেখি রূপখানি।
লোচন দাসে বলে কেনে
নয়ান দিলি উহার পানে
কুল মজালি আপনা আপনি॥ ২॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্যাদি লীলা

কল্যাণী

অরুণ কমল আঁখি তারক ভ্রমরা পাখী
ডুবুডুবু করুণা মকরন্দে।
বদন পূর্ণিমা চান্দে ছটায় পরাণ কান্দে
তাহে নব প্রেমার আরম্ভে॥
আনন্দ নদীয়াপুরে টলমল প্রেমার ভরে
শচীর দুলাল গোরা নাচে।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে শুনিয়া চমক লাগে
মদনমোহন নটরাজে॥
পুলকে পূরল গায় ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু তায়
রোমচক্রে সোণার কদম্বে।
প্রেমার আরম্ভে তনু যেন প্রভাতের ভানু
আধ বাণী কহে কম্বুকণ্ঠে॥

শ্রীপাদপদ্মগন্ধে বেড়ি দশ নখচান্দে
উপরে কনক বঙ্করাজ।
যখন ভাতিয়া চলে বিজুরী ঝলমল করে
চমকয়ে অমর সমাজ॥
সপ্তদ্বীপ মহী মাঝে তাহে নবদ্বীপ সাজে
তাহে নব প্রেমার প্রকাশ।
তাহে নব গোরহরি গুণ সংকীর্ত্তন করি
আনন্দিত এ ভূমি আকাশ॥
সিংহের শাবক যেন গভীর গর্জ্জন হেন
হুঙ্কার হিল্লোল প্রেমসিন্ধু।
হরিবোল হরিবোল বলে জগত পড়িল ভোলে
দুকুল খাইল কুলবধু॥
অঙ্গের ছটায় যেন দিনকর প্রদীপ হেন
তাহে লীলা বিনোদ বিলাস।
কোটি কোটি কুসুমধনু জিনিয়া বিনোদতনু
তাহে করে প্রেমের প্রকাশ॥
লাখ লাখ পূর্ণিমা চান্দে জিনিয়া বদনছান্দে
তাহে চারু চন্দন চন্দ্রিমা।
নয়ন অঞ্চল ছলে ঝর ঝর অমিয়া ঝরে
জনম মুগধ পাইল প্রেমা॥
কি দিব উপমা তার করুণা বিগ্রহ সার
হেন রূপ মোর গোরা রায়।
প্রেমায় নদীয়ার লোকে নাহি দিবানিশি থাকে
আনন্দে লোচন দাস গায়॥ ৩॥

তুড়ী

গোরা নাচে নব রঙ্গিয়া।
হেম কিরণিয়া বরণ খানি গো
প্রেম পড়িছে চুয়াইয়া॥
গুণ শুনিয়া মন মানিয়া
দেখিয়া নাটের ছটা।
রূপ দেখিবারে হুড় পড়িয়াছে
নদীয়া-নাগরীর ঘটা॥
গোর বরণ সরুয়া বসন
সরুয়া কাঁকালি বেড়া।
গৌরাঙ্গ নাচিছে দুই দিগে দুলিছে
রঙ্গিয়া পাটের ডোরা॥ ৪॥

তুড়ী

কি ভাব উঠিল মনে কান্দিয়া আকুল কেনে
সোণার অঙ্গ ধূলায় লোটায়।
ক্ষণে ক্ষণে বৃন্দাবন করে গোরা সোঙরণ
ললিতা বিশাখা বলি ধায়॥
রাধা-ভাব অঙ্গীকরি রাধার বরণ ধরি
রাধা বিনে আন নাহি ভায়।
সুরধুনীতীর বন দেখি মনে বৃন্দাবন
যমুনাপুলিন বলি ধায়॥
রাধিকা রাধিকা বলি ভূমে যায় গড়াগড়ি
রাধা নাম জপয়ে সদায়।
প্রেমরসে হইয়া ভোরা সংকীর্ত্তন মাঝে গোরা
রাধা নাম জীবেরে বুঝায়॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া গোরা দু নয়নে প্রেমধারা
পীত বসন বংশী চায়।
প্রেমধন অনুক্ষণ দান করে জনে জন
এ লোচন দাস গুণ গায়॥ ৫॥

তথারাগ

নাচে শচীনন্দন ভকতজীবন ধন
সঙ্গে নাচে প্রিয় নিত্যানন্দ।
অদ্বৈত শ্রীনিবাস আর নাচে হরিদাস
বাসুঘোষ রায় রামানন্দ॥
নিত্যানন্দ মুখ হেরি বোলে পহুঁ হরি হরি
প্রেমায় ধরণী গড়ি যায়।
প্রিয় গদাধর আসি প্রভুর বাম পাশে বসি
ঘন নরহরিমুখ চায়॥
পহুঁ নাহি মেলে আঁখি কহে মোর কাহাঁ সখী
কাহাঁ পাব রাই দরশন।
কহ কহ নরহরি আর সম্বরিতে নারি
ইহা বলি ভেল অচেতন॥
এখনি আছিলুঁ তথা কে মোরে আনিল এথা
রাস-রসে নিকুঞ্জ-ভবন।
গেল সুখসম্পদ এবে ভেল বিপদ
বিষাদয়ে এ দাস লোচন॥ ৬॥

শ্রীগৌরচন্দ্র

গান্ধার

ঢর ঢর কাঁচা সোণার বরণ
আউলাই পড়িছে গায়।
হেরি কুলবতী রসের পাথারে
সাঁতারে থেয না পায়॥
সখি গৌরাঙ্গ নাগর দেখ।
সুঘর বিধাতা রসের মুরতি
নিরমিল পরতেখ॥
বুক পরিসর চন্দনেতে মাখা
ভাঙ্গিল মানিনী মান।
আলিঙ্গন আশে চিত বেযাকুল
সদাই ঝুরিছে প্রাণ॥
জিনি পাঁচবাণ নয়ন সন্ধান
চাহনি পরাণ-কাড়া।
ভাঙুর ভঙ্গিম কুলবতী কুল
করত ধরম ছাড়া॥
চাঁচর কেশের বেশ কি বর্ণিব
গ্রীবার ভঙ্গিমা কত।
লোচন দাসের হিযা বেযাকুল
আকুল যুবতীশত॥ ৭॥

মাধবী বিলাস

তুড়ী

বিনোদ ফুলের বিনোদ মালা
বিনোদগলে দোলে।
কোন বিনোদিনী গাঁথিলে মালা
বিনোদ বিনোদ ফুলে॥ ধ্রু॥
বিনোদ কেশ বিনোদ বেশ
বিনোদ বরণখানি।
বিনোদ মালা গলায় আলা
বিনোদ সে দোলানি॥
বিনোদ বন্ধন বিনোদ চিকুর
বিনোদ মালা বেড়া।
বিনোদ নয়ানে বিনোদ চাহনি
বিনোদ আঁখির তারা॥
বিনোদ বুক বিনোদ মুখ
বিনোদ শোভা করে।
বিনোদ নগরে বিনোদ নাগর
বিনোদ বিনোদ বিহরে॥
বিনোদ বলন বিনোদ চলন
বিনোদ সঙ্গিযা সঙ্গে।
লোচন বোলে বিনোদিনীর
বিনোদ গোরাঙ্গে॥ ৮॥

শ্রীরাগ

আর শুন্যাছ আলো সই৷
গোরা ভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুলবধূ
কান্দ্যা আকুল তথা॥
হলদি বাঁটিতে গোরী
বসিল যতনে।
হলুদ বরণ গোরাচাঁদ
পড়্যা গেল মনে॥
কিসের রান্ধন কিসের বাড়ন
কিসের হলদি বাঁটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল
ভাস্যা গেল পাটা॥
উঠিল গৌরাঙ্গ ভাব
সম্বরিতে নারে।
লোহেতে ভিজিল বাঁটন
গেল ছারে খারে॥
লোচন বোলে আলো সই
কি বলিব আর।
হয় নাই হবার নয়
গোরা অবতার॥ ৯॥

নাটিকা

নদীয়া নাগরী সারি সারি সারি
চলিলা গঙ্গার ঘাটে।
হেন রূপছটা যেন বিধুঘটা
গগন ছাড়িয়া বাটে॥

শচীর নন্দন করয়ে নর্ত্তন
সঙ্গে পারিষদ লৈয়া।
দেখিবার তরে সুরধুনীতীরে
আইলা আকুল হৈয়া॥
গলিত অম্বর তাহা না সম্বর
কাহারু গলিত বেণী।
যেন—চিত্রের পুতলী রহে সভে মেলি
দেখে গৌর গুণমণি॥
ও রূপ মাধুরী দেখিয়া নাগরী
সভাই বিভোর হৈয়া।
অঙ্গ পরিমলে হইয়া চঞ্চলে
পড়িতে চাহে উড়িয়া॥ ১০॥

শ্রীগৌরচন্দ্র

শ্রীরাগ

কে যাবে কে যাবে ভাই ভবসিন্ধুপার।
ধন্য কলিযুগের চৈতন্য অবতার॥
আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান খেয়া বয়।
জড় অন্ধ আতুর অবধি পার হয়॥
হরিনামের নৌকাখানি শ্রীগুরু কান্ডারী।
সংকীর্ত্তন কোরোয়াল দুই বাহু পসারি॥
সব জীব হৈল পার প্রেমের বাতাসে।
পড়িয়া রহিল লোচন আপনার দোষে॥ ১১॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস

বিভাস

শয়ন মন্দিরে গৌরাঙ্গ সুন্দর
উঠিলা রজনীশেষে।
মনে দৃঢ় আশ করিব সন্ন্যাস
ঘুচাব এ সব বেশে॥
ঐছন ভাবিয়া মন্দির তেজিয়া
আইলা সুরধুনীতীরে।
দুই কর যুড়ি নমস্কার করি
পরশ করিলা নীরে॥

গঙ্গা পরিহরি নবদ্বীপ ছাড়ি
কাঞ্চননগরপথে।
করিলা গমন শুনি সব জন
বজর পড়িল মাথে॥
পাষাণ সমান হৃদয় কঠিন
সেহো শুনি গলি যায়।
পশু পাখী ঝুরে গলয়ে পাথরে
এ দাস লোচন গায়॥ ১২॥

দ্বাদশ মাসিক বিরহ

এক

বৈশাখে চম্পকলতা নৌতুন গামছা।
দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলি বসনের কোঁচা॥
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কান্ধে।
সে রূপ না দেখি মুঞি জীব কোন ছান্দে॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে বিষম বৈশাখের রৌদ্র।
তোমা না দেখিয়া মোর বিরহ সমুদ্র॥ ১৩॥

দুই

জ্যৈষ্ঠে প্রচণ্ড তাপ তপত সিকতা।
কেমনে বঞ্চিবে প্রভু পদাম্বুজ রাতা॥
সোঙরি সোঙরি প্রাণ কান্দে নিশি দিন।
ছটফট করে যেন জল বিনে মীন॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তোমার নিদারুণ হিয়া।
অনলে প্রবেশ করি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া॥ ১৪॥

তিন

আষাঢ়ে নৌতুন মেঘ দাদুরীর নাদে।
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিলেক বাদে॥
শুনিয়া মেঘের নাদ ময়ূরের নাট।
কেমনে যাইব আমি নদীয়ার বাট॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে মোরে সঙ্গে লৈয়া যাও।
যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্তি চাও॥ ১৫॥

চার

শ্রাবণে গলিত ধারা ঘন বিদ্যুল্লতা।
কেমনি বঞ্চিব প্রভু কারে কব কথা॥
লক্ষ্মীর বিলাসঘরে পালঙ্কে শয়ন।
সে সব চিন্তিয়া মোর না রহে জীবন॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তুমি বড় দয়াবান।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি কিছু কর অবধান॥ ১৬॥

পাঁচ

ভাদ্রে ভাস্করতাপ সহনে না যায়।
কাদম্বিনীনাদে নিদ্রা দূরেতে পলায়॥
যার প্রাণনাথ প্রভু না থাকে মন্দিরে।
হৃদয়ে দারুন শেল বজ্রাঘাত শিরে॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে বিষম ভাদ্রের খরা।
জীয়ন্তে মরিল প্রাণনাথ নাহি যারা॥ ১৭॥

ছয়

আশ্বিনে অম্বিকাপূজা দুর্গা মহোৎসবে।
কান্ত বিনে যে দুখ তা কার প্রাণে সবে॥
শরত-সময়ে নাথ যার নাহি ঘরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তর বিদরে॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে মোরে কর উপদেশ
জীবনে মরণে মোর করিহ উদ্দেশ॥ ১৮॥

সাত

কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা।
কেমনে কৌপীন বস্ত্রে আচ্ছাদিবে গা॥
কত ভাগ্য করি তোমার হৈয়াছিলাম দাসী।
এবে অভাগিনী মুঞি হেন পাপরাশি॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তুমি অন্তরযামিনী।
তোমার চরণে মুঞি কি বলিতে জানি॥ ১৯॥

আট

অঘ্রাণে নৌতুন ধান্য জগতে বিলাসে।
সর্ব্ব সুখ ঘরে প্রভু কি কাজ সন্ন্যাসে॥
পাট নেত ভোটে প্রভু শয়ন কম্বলে।
সুখে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদতলে॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তোমার সর্ব্বজীবে দয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া মাগে রাঙ্গা চরণের ছায়া॥ ২০॥

নয়

পৌষে প্রবল শীত জ্বলন্ত পাবকে।
কান্ত আলিঙ্গনে দুখ তিলেক না থাকে॥
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূর দেশে।
বিরহআনলে বিষ্ণুপ্রিয়া পরবেশে॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে পরবাস নাহি সহে।
সংকীর্ত্তন অধিক সন্ন্যাসধর্ম্ম নহে॥ ২১॥

দশ

মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব।
তোমা না দেখিযা প্রাণ ধরিতে নারিব॥
এই তো দারুণ শেল রহল সম্প্রতি।
পৃথিবীতে না রহল তোমার সন্ততি॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে আমি কি বলিতে জানি
বিষাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী॥ ২২॥

এগার

ফাল্গুনে গৌরাঙ্গ চাঁদ পূর্ণিমা দিবসে।
উদ্বর্ত্তন তৈলে স্নান করাব হরিষে॥
পিষ্টক পায়স আর ধূপ দীপ গন্ধে।
সংকীর্ত্তন করাইব পরম আনন্দে॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তোমার জন্মতিথি পূজা
আনন্দিত নবদ্বীপে বাল বৃদ্ধ যুবা॥ ২৩॥

বার

চৈত্রে চাতকপক্ষ পিউ পিউ ডাকে।
তাহা শুনি প্রাণ কান্দে কি কহিব কাকে॥
বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহু কুহু।
তাহা শুনি আমি মূর্চ্ছা পাই মুহুর্মুহু॥
পুষ্পমধু খাই মত্ত ভ্রমরীর বোলে।
তুমি দূর দেশে আমি গোঙাইব কার কোলে।
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে মোরে লেহ নিজ পাশ।
বিরহসাগরে ডুবে এ লোচন দাস॥ ২৪॥

নিত্যানন্দের গুণবর্ণন

এক

শ্রীরাগ

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল অবনী॥
প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকতগণ দীন হীন ভাসে॥
দীন হীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সভাকারে যাচে॥
আবদ্ধ করুণাসিন্ধু কাটিয়া মুহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেমঅমিয়ার বান॥
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা নাহি মানে।
আনল জ্বালি দিয়ে তার মাঝ মুখ থানে॥ ২৫॥

দুই

পঠমঞ্জরী

নিতাই মোর জীবনধন নিতাই মোর জাতি।
নিতাই বিহনে মোর আন নাহি গতি॥
সংসার-সুখের মুখে তুল্যা দিয়া ছাই।
নগরে মাগিয়া খাব গাহিয়া নিতাই॥
যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব।
নিতাইবিমুখ জনার মুখ না দেখিব॥
গঙ্গা যার পদজল হর শিরে ধরে।
হেন নিতাই না ভজিয়া দুঃখ পাই মরে॥
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা নাহি মানে।
আনল ভেজাই তার মাঝ মুখ খানে॥ ২৬॥

তিন

সিন্ধুড়া

দেখ নিতাই চাঁদের মাধুরী।
পুলকে পুরিত তনু 	কদম্ব কেশর জনু
বাহু তুলি বলে হরি হরি॥
শ্রীমুখমণ্ডল ধাম 	জিনি কত কোটি কাম
সে না বিহি কিসে নিরমিল।
মথিয়া লাবণ্যসিন্ধু 	তাহে নিঙাড়িয়া ইন্দু
সুধাসাচে মুখানি গঢ়িল॥
নবকঞ্জদল আঁখি 	তারক ভ্রমরাপাখী
ডুবি রহু প্রেমমকরন্দে।
সে রূপ দেখিল যেহ 	সে জানিল রসমেহ
অবনী ভাসল সে আনন্দে॥
পুরবে যে ব্রজপুরে 	বিহরে নন্দের ঘরে
রোহিণীনন্দন বলরাম।
এবে পদ্মাবতীসুত 	নিত্যানন্দ অবধূত
ভুবনপাবন হৈল নাম॥
সে পহু পতিত হেরি 	করুণায় অবতরি
জীবেরে বলায় গৌরহরি।
পাড়িয়া সে ভববন্ধে 	কান্দয়ে লোচন অন্ধে
না দেখিয়া সে রূপমাধুরী॥ ২৭॥

চার

ধানশী

জীবের ভাগ্যে অবনী বিহরে দুইভাই।
ভুবন মোহন গোরাচাঁদ নিতাই॥
কলিযুগে জীব যত ছিল অচেতন।
হরিনামামৃত দিয়া করিল চেতন॥
হেন অবতার ভাই কভু শুনি নাই।
পাতকী উদ্ধার কৈলা ঘরে ঘরে যাই॥
হেন অবতার ভাই নাহি কোন যুগে।
কোন্ অবতারে হেন পাপীর পাপ মাগে॥
রুধির পাড়িল অঙ্গে করিয়া প্রহার।
যাচি প্রেম দিয়া তার করিলা উদ্ধার॥
নামপ্রেমসুধাতে ভরিল ত্রিভুবন।
একলা বঞ্চিত ভেল এ দাস লোচন॥ ২৮॥

শ্রীঅদ্বৈত-বন্দনা

তুড়ী

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়।
যার হুহুঙ্কারে গৌর অবতার হয়॥
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণাসাগর।
যার প্রেমরসে আইলা গৌরাঙ্গ নাগর॥
যাহারে করুণা করি কৃপাদিঠে চায়।
প্রেমাবেশে সে জন চৈতন্যগুণ গায়॥

তাহার চরণে যেবা লইল শরণ।
সে জন পাইলা গৌরপ্রেম মহাধন॥
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিল্ু।
লোচন বলে নিজ মাথে বজর পাড়িল্ু॥ ২৯॥

প্রার্থনা

এক

তুড়ী

এই বার করুণা কর চৈতন্য নিতাই।
মো সম পাতকী আর ত্রিভুবনে নাই॥
মুঞি অতি মূঢ়মতি মায়ার নফর।
এই সব পাপে মোর তনু জরজর॥
ম্লেচ্ছ অধম যত ছিল অনাচারী।
তা সভা হইবে বুঝি মোর পাপ ভারী॥
অশেষ পাপের পাপী জগাই মাধাই।
অনায়াসে উদ্ধারিলা তোমরা দুভাই॥
লোচন বোলে মো অধমে দয়া নৈল কেনে।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আনে॥ ৩০॥

দুই

তুড়ী

বদ বদ হরি ছন্ম না করিহ
বিপদে বেঢ়ল দেশ।
এ তত্ত্ব জানিয়া আগে পলাওল
শ্রবণ দশন কেশ॥
তার পাছে পাছে লোচন বচন
তারা দোঁহে দিল ভঙ্গ।
মোর মোর করি রাত্রি দিনে মরি
যমদূতে দেখে রঙ্গ॥
সুন্দর নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
বিষম যমের থানা।
দণ্ড যে দিবস বৎসর গণিছে
কোন দিনে দিবে হানা॥
দারা পুত্র বধূ যতন করিছে
সকাল নিমের তিতা।
মরণ সময়ে হাতে গলে বান্ধি
মুখে জ্বালি দিবে চিতা॥
বদন ভরিয়া হরি না বলিয়া
শমন তরিবে কিসে।
দাস লোচন কহিয়া ফারক
মরিছ আপন দোষে॥ ৩১॥

তিন

ভাটিয়ারি

ভজ ভজ হরি মন দৃঢ় করি
মুখে বোল তার নাম।
ব্রজেন্দ্রনন্দন গোপীপ্রাণধন
ভুবনমোহন শ্যাম॥
কখন মরিবে কেমনে তরিবে
বিষম শমন ডাকে।
যাহার প্রতাপে ভুবন কাঁপয়ে
না জানি মর বিপাকে॥
কুলধন পাইয়া উনমত হৈয়া
আপনাকে জান বড়।
শমনের দূতে ধরি পায়ে হাতে
বান্ধিয়া করিবে জড়॥
কিবা যতি সতী কিবা নীচ জাতি
যেই হরি নাহি ভজে।
ভবে জনমিয়া ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
রৌরব নরকে মজে॥
দাস লোচন ভাবে অনুক্ষণ
মিছাই জনম গেল।
হরি না ভজিল্ু বিষয়ে মজিল্ু
হৃদয়ে রহল শেল॥ ৩২॥

চার

তথারাগ

ব্রজেন্দ্র নন্দন ভজে যেই জন
সফল জীবন তার।
তাহার উপমা বেদে নাহি সীমা
ত্রিভুবনে নাহি আর॥

এমন মাধব না ভজে মানব
কখন মরিয়া যাবে।
সেই সে অধমে প্রহারিবে যমে
রৌরবে ক্রিমিতে খাবে॥
তারপর আর পাপী নাহি ছার
সংসার জগত মাঝে।
কোন কালে তার গতি নাহি আর
মিছাই ভ্রমিছে কাজে॥
লোচন দাস ভকতি আশ
হরিগুণ কহি লেখি।
হেন রসসার মতি নাহি যার
তার মুখ নাহি দেখি॥ ৩৩॥

পাঁচ

তথারাগ

পরম করুণ পহুঁ দুইজন
নিতাই গৌরচন্দ্র।
সব অবতার সার শিরোমণি
কেবল আনন্দকন্দ॥
ভজ ভজ ভাই চৈতন্য নিতাই
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি।
বিষয় ছাড়িয়া সে রসে মজিয়া
মুখে বোল হরি হরি॥
দেখ আরে ভাই ত্রিভুবনে নাই
এমন দয়ালু দাতা।
পশু পাখী ঝুরে পাষাণ মুঞ্জরে
শুনি যার গুণগাথা॥
সংসারে মজিয়া রহিলা পড়িয়া
সে পদে নহিল আশ।
আপন করম ভুঞ্জায়ে শমন
কহয়ে লোচন দাস॥ ৩৪॥

ছয়

শ্রীরাগ

শ্রীকৃষ্ণভজন লাগি সংসারে আইলুঁ।
মায়াজালে বন্দী হৈয়া বৃক্ষসম হৈলুঁ॥
স্নেহলতা বেড়ি বেড়ি তনু কৈল শেষ।
কিড়ারূপে নারী তাহে হৃদয়ে প্রবেশ॥
ফলরূপী পুত্র কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে।
মাতাপিতাবিহঙ্গ উপরে বাসা করে॥
বাড়িতে না পাইল গাছ শুকাইয়া গেল।
সংসার দাবানল তাহাতে লাগিল॥
এগুয়াও এগুয়াও মোর বৈষ্ণব গোসাঞি।
করুণার জলে সিঞ্চ তবে রক্ষা পাই॥
দুরাশা দুর্ব্বাসনা দুই উঠে ধুঙাইয়া।
ফুকার করয়ে লোচন মরিলাম পুড়িয়া॥
॥ ৩৫॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

শ্রীরাগ

জলদ বরণ এক যুবা।
যুবতীর জাতি কুল ডুবা॥
দেখ্যা আইলাম যমুনার ঘাটে।
রূপে কোটি মদন না আঁটে॥
হিয়া জরজর অনুরাগে।
তা বিনু ঝগড় সব লাগে॥
দিয়া জাতি কুলের বিদায়।
শরণ লইনু রাঙা পায়॥
জলধর কুসুম অতসী।
লোচন বলে দেখতে ভালবাসি॥ ৩৬॥

বরাড়ী

রূপে রহল আঁখি লাগি।
হিয়ায় ভরল প্রেমআগি॥
শ্রবণ হরিয়া নিল বংশী।
মন মনমথঅহি দংশী॥
শ্যাম দুআঁখর মন্তর।
জপে কাঁপে বহু অন্তর॥
তোহে নিবেদও শুন সজনি।
রাই জারল শ্যাম আগুনি॥
না কহিতে কহে বদন।
ধনি সুবদনী কহে লোচন॥ ৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

তথারাগ

সখাহে সে ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা গোরী নবীনা কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
কিবা সে দুগুলি শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশিকলা।
মাজিতে উদয় সুধু সুধাময়
দেখিয়া হইনু ভোলা॥
নাহিয়া উঠিতে নিতম্ব তটীতে
পড়েছে চিকুররাশি।
কালিয়া আঁধার কনক চাঁদার
শরণ লইল আসি॥
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিতে মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে স্থির
মনমথজ্বরে ভোর॥
এ দাস লোচন কহিছে বচন
শুনহ নাগর চান্দা।
সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা॥ ৩৮॥

শ্রীকৃষ্ণের আত্মদূতী

ধানশী

হেমবরণি কনকচাঁপা।
বিধি দিছে রূপ আঁজল মাপা॥
তুঁহু গোরি ধনি সে কাল অঙ্গ।
তুঁহু তাহে ভালে মিলব সঙ্গ॥
এ নব যৌবন না করি নটো।
অবিলম্বে শ্যামনাগরে ভেটো॥
মিনতি করিয়া লোচন কয়।
তুমি গেলে শ্যামের পরাণ রয়॥ ৩৯॥

শ্রীরাধার অভিসার

তথারাগ

মৃগনয়নী কি আরে ধনী চাঁদবদনী।
রাজহংসী জিনি চলে সখী আশে পাশে।
কনকের লতা যেন দুলিছে বাতাসে॥
চলিতে চরণে কত পদ্ম পড়ি যায়।
লাখে লাখে অলিরাজ চুম্বয়ে তায়॥
হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম পদ্মগন্ধ গায়।
পাদপদ্মে চাঁদের উদয় চকোর ভ্রমর ধায়॥
চকোর ভ্রমর এক ঠাঁই দুঁহে লাগল দ্বন্দ্ব।
ভ্রমর কহে কমল ফুটেছে চকোর কহে চন্দ॥
তড়িৎবরণী খঞ্জননয়নী সুচামর কেশী।
পদ্মমুখী কনকপুতলী কোটি শরতের শশী॥
ললিতা বিশাখা সখী ফুলসাজি হাতে।
অঞ্জলি অঞ্জলি ফুল ফেলাইছে রাজপথে॥
চিত্রা চম্পকলতা করেতে চন্দন।
শ্রম জানি রাই অঙ্গে করিছে লেপন॥
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা হাতে ফুলধনু।
অই কুঞ্জে বাজে বাঁশী ঘের ঘের কানু॥
মধুর মধুর নূপুর বাজে শুনি লাজ যায় দূর।
লোচন বলে মিলবে শ্যাম হিয়া কর পুর॥ ৪০॥

শরৎকালীয় মহারাস

শ্রীরাগ

(আরে) নিকুঞ্জবনে শ্যামের সনে
কিরূপ দেখিলু রাই।
কেমন বিধাতা গড়ল মুরতি
লখই নাহিক যাই॥
সজল জলদ কানুর বরণ
চম্পকবরনী রাই।
মণি মরকত কাঞ্চনে জড়িত
ঐছন রহল ঠাই॥
কিয়ে অপরূপ রাস-মণ্ডল
রমণীমণ্ডলঘটা।
মনমথ মন পাইল অচেতন
দেখিয়া অঙ্গছটা॥

বদন মধুরে হাস অধরে
হৃদয়ে হৃদয় সঙ্গ।
কোন রসবতী রসের আবেশে
কুসুমশয়নে অঙ্গ॥
নবীন মেঘের নিবিড় আভা
তাহা বিজুরি উজোই।
দাস লোচনের রাই সরবস
ও রস আবেশ মোই॥ ৪১॥

আক্ষেপানুরাগ

তথারাগ

জীব না জীব না সোই জীবার নহো মুঞি
এ ছার পরাণ কার তরে।
এত পরমাদে সই রাধার মনে আন নাই
প্রাণ কাঁদে বিচ্ছেদের ডরে॥
বিরহে বিদরে হিয়া একা নিশবদ হইয়া
শুতিয়া রহিলুঁ মুঞি দিনে।
স্বপনে বন্ধুর সনে মনের কথাটি কই
ননদী দাঁড়াঞা তাহা শুনে॥
ঘুমের আলিসে দুটি আঁখি মেলিতে নারি
কালারূপ যাহাঁ তাহাঁ দেখি।
আন বোল বলিতে কালা বন্ধুয়া বলিয়া ডাকি
প্রতি বোলে তারা করে সাখী॥
কালা বিলাসের হার কালা গলার কাঁঠি
কালা সুতায় নিতি নিতি গাঁথি।
লোচন বলয়ে অনু- রাগের বালাই যাই
বন্ধুর গুণের লাগি বেথি॥ ৪২॥

খণ্ডিতা

বিভাস

কি লাগি দাঁড়ায়্যা আছ হে নাগর
না বুঝি তোহার কাজ।
না জানি সে ধনী কত বা খুঁজিছে
সকল নগর মাঝ॥
কাহার সহিতে পরম পিরীতে
রজনী বঞ্চিয়াছিলা।
না বুঝি চরিত উঠিয়া প্রভাতে
এখানে কি কাজে আইলা॥
তুরিতে চলহ বিলম্ব না কর
না রহ আমার কাছে।
আমার আঙ্গনে দেখিলে সে জনে
তোমারে হইবে লাজে॥
এতেক বচন শুনিয়া লোচন
কহয়ে নাগরবরে।
কি লাগি দাঁড়ায়্যা নাগর আছ হে
চল না আপন ঘরে॥ ৪৩॥

ধামালী

(রসোদ্গার)

তথারাগ

বন্ধু সে রসিক বটে নহে তো চতুর।
মুরলীতে করি গান জানাইল গোকুল॥
একই নগরে বসি আমি রাজার ঝি।
কেবা কি বলিতে পারে যোগ্যতা বা কী॥
আশে পাশে পাড়ার লোকে বোলে মুখে মুখে।
কাহারে কহিব সখি মৈলাম মনদুখে॥
তোমরাও তো জান হেইগো বিষম আমার ঘর।
পরের রমণী বল্যা নাহি তার ডর॥
ঘাটে মাঠে লৈয়া নাম বাড়াইল জ্বালা।
লোচন বলে বোধ কি তার রাখাল গোয়ালা॥৪৪॥

তথারাগ

শুন গো তাহার কাজ কহিতে বাসিয়ে লাজ
দেখা হৈল কদম্বের তলে।
বিবিধ ফুলের মালা যতনে গাঁথিয়া কালা
পরাইতে চায় মোর গলে॥
আমি মরি ঐ দুখে ভয় নাহি তার বুকে
সাত পাঁচ সখী ছিল সাথে।
চাতুরী করিয়া সার বসনে করিলাম আড়
ডর হৈল পাছে কেহ দেখে॥
না জানে আপন পর সকল বাসয়ে ঘর
কারো পানে ফিরিয়া না চায়।

আমাকে দেখিয়া হাস্যা বাহু পসারিয়া আস্যা
মুখে মুখ দিয়া চুমা খায়॥
গলাতে বসন ধরে কত না মিনতি করে
কথা না কহিলাম আমি লাজে।
লোচন বলে গেল কুল গোকুল হৈল উলথুল
আর কি চাতুরী ধনি সাজে॥ ৪৫॥

আক্ষেপানুরাগ

তথারাগ

জ্বালার উপর জ্বালা সই
জ্বালার উপর জ্বালা।
জলকে যাই পথ না পাই
বসন টানে কালা॥
সরম কর্যা ভরম কর্যা
বসন দিলাম মাথে।
সকল সখীর মাঝে কালা
ধরে আমার হাতে॥
রস করিতে জানে যদি
তবে সে মনের সুখ।
গোপত কথা বেকত করে
এই সে বড় দুখ॥
চলমল্যাকে চতুর বলি
হেটমুড্যাকে জপু।
রস জানিলে রসিক বলি
নৈলে বলি ভেপু॥
লোচন বলে আলো দিদি
ইহা বল্‌লি কেনে।
কালার সমান রসিক নাই
এ তিন ভুবনে॥ ৪৬॥

তথারাগ

যে ক্লেশ পথে কেউ নাই সাথে
গিয়াছিলাম জলে।
হেন বেলাতে বিনোদ কালা
কদম্বের তলে॥
আঁখি ঠার্যা ডাকে যদি
গেলাম তার কাছে।
কত কথা কৈল বন্ধু
কৈতে নারি লাজে॥
বন্ধুর সনে কথা আমি
কৈছি হাস্যা হাস্যা।
হেন বেলাতে ননদমাগী
দেখিলেক আস্যা॥
কেমন কর্যা ঘরকে যাব
ডর লাগ্যাছে বড়।
লোচন বলে আগো দিদি
বুক করো গা দড়॥ ৪৭॥

তথারাগ

আগো আজি বড় শুভদিন
সতন্তর ঘর।
নিজ পতি গেছে গোঠে
নাহি কোন ডর॥
একা আমি শুয়্যা আছি
দুঃখ করি চিতে।
নূপুরের শব্দ কানে
বাজ্‌লো আচম্বিতে॥
শব্দ শুন্যা বের্যাইলাম
ধায়্যা দাঁড়ালাম নাছে।
হাতে ধরি সোধাইল বঁধু
ঘরে কেহ আছে॥
লোচন বলে কেউ নাই ঘরে
ডর করো না তুমি।
যদি কেহ আইসে যায়
সাড়া দিব আমি॥ ৪৮॥

তথারাগ

হাসি হাসি বোলে রাই
শুন ওগো সই।
আজুকার রসের কথা
তোমারে তো কই॥
কত দিনের পরে যদি
বন্ধু আইল ঘরে।
থর্‌থরাইতে কাঁপে নাগর
ননদিনীর ডরে॥

হাসি আইসে দুঃখ লাগে
কি কহিব আর।
কোলে থাক্যা চমকিয়া
উঠে কত বার॥
ঘরের ভিতরে যদি
লড়িল মুষাই।
ধড়্ফড়িয়া উঠি বোলে
পালাইয়া যাই॥
হাতে ধরিয়া যদি
বসাও' করি স্থাই।
আন্ধার ঘর উকটিয়া
বেণু নাহি পাই॥
ননদমাগী দুষ্ট খড়
চাতুরী করিয়া।
ডোলের ভিতরে বেণু
রাখ্ছিল ফেলিয়া॥
উকটিয়া বেণু লৈয়া
দিলাম তাহার হাতে।
যে ছিল মনের দুখ
কহিলাম সাক্ষাতে॥
কত দিনের পরে সই
গেল মনের দুখ।
লোচন বোলে ওগো দিদি
শুন্যা পাইলাম সুখ॥ ৪৯॥

রসোদ্গার

শ্রীরাগ

ঠারে ঠোরে তারে তোরে
দেখিলাম নয়ানে।
কিসের কথা কৈতেছিলি
নন্দের পোয়ের সনে॥
যুবা মায়্যা পথে পায়্যা
মধ্যে কিসের কথা।
হেন বুঝি দাদার আমার
হেঁট করিবি মাথা॥
কিসের তর্জ্জন কিসের গর্জ্জন
কিসের হেঁট মাথা।
কখন কৈতেছিলাম নন্দের
পোয়ের সনে কথা॥
নন্দের পোয়ের সনে কথা
কৈতেছিলাম যদি।
তখন কেনে ধরিস নাই লো
থুবরা গরবাথাগী॥
আপ্নি যেমন পরকে তেমন
শতেকভাতারী।
হাতে নোথে ধরি আর
সিন্ধ মুখে চুরি॥
লোচন দাসের মনের আশ
পুর্ল এত দিনে।
মরে না কেন ছারকপালী
দেখ্যা শ্যামের সনে॥ ৫০॥

তথারাগ

আই আই লাজের কথা
জাতিকুলনাশা বাণী।
সব বিড়াল্নী বোলে রাধা
শ্যামসোহাগিনী॥
ঝাড়া কাপড় পরি যদি
বোলে দোচারিণী।
সব বিড়াল্নী সতা সতী
আমি ভালো জানি॥
একই নগরে ঘর
কৃষ্ণ খেলার সাথী।
সেই পিরীতে নাগর কানাই
আইসে নিতি নিতি॥
লোচন বলে আগো দিদি
ভয় করিছ কারে।
ভুবন যাহার বশ
বশ কর্যাছ তারে॥ ৫১॥

তথারাগ

শিশুকালের ভালবাসা
তোমরা বল কি।
কিসের লাগ্যা ডর করিব
বাপের ঘরের ঝি॥

তোমরাও তো কও কথা
হৈয়া কুলনারী।
আমার সাথে দেখি লোকে
করে ঠারাঠারি॥
চাউটা-নাউটা কত কথা
কয় কত ঠাঞি।
এমন কভু দেখি নাই
শুন আগো মাই॥
সব যুবতী মেলি মোরা
গিয়াছিলাম জলে।
চৌখের মাথা খায়্যা কেবা
বৈলা দিল ঘরে॥
লোচন বলে ডর কি হেইলো
নোত রাখ্যাছে কেটা।
কাকে সতী রাখ্যাছে সে
নন্দ ঘোষের বেটা॥ ৫২॥

তথারাগ

বিষম হইল বড় শ্যামবন্ধুর লেঠা।
লোড় করিতে ননদমাগী
দেয় সেই খোঁটা॥
কালি বিকাল- বেলায় আমরা
যাইতেছিলাম জলে।
ঠেকরা মার‍্যা কলসী কাড়্যা
রাখ্‌ল লৈয়া ঘরে॥
বড় ভয় কর‍্যা আর
না বার‍্যালাম নাছে।
মন মুরছি বসিয়া যে
রহিলাম এক-পাশে॥
দন্ড চারি বেলা থাকতে
আইল তার ভাই।
কত কথা কৈলে তার
লেখাজোখা নাই॥
কি কৈলাম কোথা দেখলে
কেবা দিলে বল্যা।
লোচন বলে আগো দিদি
সে চৌখ ছয়রথ খাল্যা॥ ৫৩॥

তথারাগ

গোধূলি সময় আছে
ঝিকিমিকি বেলা।
হাস্যা হাস্যা ঘর সন্ধাইল
বিনোদ নাগর কালা॥
একলা আমি বস্যা আছি
কেহ নাহি ঘরে।
গা দুরুদুরু করে মোর
ননদিনীর ডরে॥
হেন সময় অকস্মাত
আইল মোর পতি।
অঙ্গ ছটায় ঘর ঝলমল
লুকাইব কতি॥
কে ও কে ও হেইগো হেইগো
কৈল দারুণ শোর।
সাঁজের বেলা কোথা হৈতে
আইল দারুণ চোর॥
লোচন বলে আগো দিদি
তুমি যেমন ঠেটা।
তেমতি ডিঙ্গর বটে
নন্দ ঘোষের বেটা॥ ৫৪॥

তথারাগ

ছি ছি আগো মৈলাম লাজে
তুই কর্‌লি কি।
কলঙ্ক রাখিলি কুলে
হৈয়া রাজার ঝি॥
কুলবতী হৈয়া তোর
ভয় নাহি মনে।
নন্দের বেটা ডিঙ্গর বটে
তা তো সবাই জানে॥
পুরুষ পরশ—তারে
কেবা দিবে দোষ।
তোর তো গোকুলের মাঝে
হৈল অপযশ॥
পরপুরুষ বল্যা তোর
মনে নাহিক ডর।
সাঁজ রাতে কেমন কর‍্যা
ঢুকায়্যাছিলি ঘর॥

এত করি শিখাইলাম তোর
ননদ আছে পিছা।
লোচন বলে কি করিবে
সব কথাই মিছা॥ ৫৫॥

কুটিলার উক্তি

তথারাগ

শুন শুন ওগো সই
দণ্ড দুইচাইর রাইতে।
দাদা ঘর নাই—গেলাম
বউয়ের কাছে শুইতে॥
প্রদীপ লৈয়া ঘর ঢুকিলাম
(সুধাইলাম) তোর কোলে কে।
ঢাক করিয়া বোলে তোমার
দাদা আস্যাছে॥
দাদা আমার শুইয়া আছে
আমি মরি ডাক্যা।
বুকের ভিতর কর্য়া রাখ্ছে
বসন দিয়া ঢাক্যা॥
বসন খুল্যা দেখ্‌লাম যদি
নন্দের ঘরের কানু।
ধরব বল্‌তে দৌড়া পলায়
কাড়্যা রাখ্যাছি বেণু॥
লোচন দাসের মনের আশা
পুরল এত দিনে।
রাধার প্রেম বেক্ত হৈল
নন্দের পোয়ের সনে॥ ৫৬॥

শ্রীরাধার উক্তি

তথারাগ

শুন গো মরম সই
মোর মনের দুখ।
শ্যামবন্ধু না দেখিয়া
বিদরিছে বুক॥
হাস্যা হাস্যা আস্যা কভু
দাঁড়াইত নাছে।
সেই অভি- লাষে ওগো
থাক্‌তাম গৃহ মাঝে॥
যে দিন হৈতে বেণু নিলে
ননদ বিড়ালী।
সেই দিন হৈতে নন্দের পোয়ে
আইসে নাকো বাড়ী॥
পাশ পড়শীর বাড়ী আইসে
অম্‌নি অম্‌নি যায়।
পথে ঘাটে দেখা হৈলে
ফিরিয়া না চায়॥
লোচন বোলে ওগো দিদি
গেল মেনে জানা।
বুঝিলাম যে নন্দরাণী
কর্য়া থাক্‌বে মানা॥ ৫৭॥

সুবল ও শ্রীকৃষ্ণের কথা

তথারাগ

সুবল বোলে গোঠে আল্যা
হাতের বেণু কোথা।
হেঁট মাথে রৈছ কেন
কও না মনের কথা॥
তোমাকে কহিতে ভাই
নাই কোন ডর।
সেই দিন গেছিলাম আমি
আয়ানের ঘর॥
আয়ানেরে না দেখি ঘরে
নির্ভর হইয়া।
রাই কোলে শুয়্যাছিলাম
কাপড় মুড়ি দিয়া॥
নিদ্রায় বিভোল আমি
আনন্দিত মনে।
কি জানি পাপিষ্ঠ মাগী
ছিল কোনখানে॥
আচম্বিতে আসি মাগী
ঘুচালো কাপড়।
বেণু ফেল্যা পালাইলাম
হইয়া ফাঁফর॥
লোচন বোলে এই মর্দ
এত তোমার ভয়।
কি করিত ঠেটা বুড়ী
মায়্যা বই তো নয়॥ ৫৮॥

বৃন্দাবন দাস (১)

শ্রীগৌরচন্দ্র

বিভাস

ক্ষীরনিধি জলমাঝে আছিলা শয়ন শেজে
অনন্ত শ্রীনিত্যানন্দ অঙ্গে।
অদ্বৈত পিরীতি বশে আইলা কীর্ত্তন রসে
হরিভক্তি বিলাইতে রঙ্গে॥
অবতরি রঘুকুলে সিন্ধু বাঁধি গিরিমূলে
দশকন্ধ করিলা সংহার।
বধিলা রাক্ষসকুলে আপনার বাহুবলে
শ্রীরাম লক্ষ্মণ অবতার॥
যদুসিংহ অবতারে গোকুল মথুরাপুরে
কত কত করিল বিহার।
মোহিয়া সবার মন বিলাইলা প্রেমধন
কানাই বলাই অবতার॥
সব যুগ অবশেষে কলিযুগ পরবেশে
ধন্য ধন্য নবদ্বীপ স্থান।
জয় জয় মঙ্গলধ্বনি ত্রিভুবন ভরি শুনি
করিবারে পতিতেরে ত্রাণ॥
যুগে যুগে অবতার হরিতে ক্ষিতির ভার
পাপী পাষণ্ডী নাহি মানে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ
বৃন্দাবন দাস গুণগানে॥ ১॥

শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব

রাঢ় মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
তাঁহি অবতীর্ণ নিত্যানন্দ বলরাম॥
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্ব পিতা তানে কৈল পিতা-ব্যাজ॥
মহা জয়জয়ধ্বনি পুষ্পবরিষণ।
সঙ্গোপে দেবতাগণ করিলা তখন॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণবধাম।
অবতীর্ণ হৈলা রাঢ়ে নিত্যানন্দ রাম॥
সেই দিন হইতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
পুন পুন বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল॥ ২॥

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব

ধানশী

জয় জয় রব ভেল নদীয়া নগরে।
জন্মিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ জগন্নাথ ঘরে॥
জগন্মাতা শচীদেবী মিশ্র জগন্নাথ।
মহানন্দে গগন পাওল জনু হাত॥
গ্রহণ সময়ে পহুঁ আইলা অবনী।
শঙ্খনাদ হরিধ্বনি চারি ভিতে শুনি॥
নদীয়া নাগরীগণ দেয় জয়কার।
হুলুধ্বনি হরিধ্বনি আনন্দ অপার॥
পাপ রাহু অবনী করিয়াছিল গ্রাস।
পূর্ণশশী গৌরপহুঁ তে ভেল প্রকাশ॥
গৌরচন্দ্রচন্দ্র প্রেমঅমৃত সিঞ্চিবে।
বৃন্দাবনদাস কহে পাপতম যাবে॥ ৩॥

জন্মলীলা

সুহিনী বা পঠমঞ্জরী

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
দশদিকে বাড়িল আনন্দ॥
রূপ কোটি মদন জিনিয়া।
হাসে নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া॥
অতি সুমধুর মুখ আঁখি।
মহারাজচিহ্ন সব দেখি॥
শ্রীচরণে ধ্বজবজ্র শোহে।
সব অঙ্গে জগমন মোহে॥
দূর গেল সকল আপদ।
ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ॥
শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবন তছু পদে গান॥ ৪॥

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ

এক

সুহই

মদনমোহন তনু গৌরাঙ্গসুন্দর।
ললাটে তিলকশোভা ঊর্দ্ধে মনোহর॥
ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল।
আয়ত নয়ন দুই পরম চঞ্চল॥
শুক্লযজ্ঞসূত শোভে বেড়িয়া শরীরে।
সূক্ষ্মরূপে অনন্ত যে হেন কলেবরে॥
অধরে তাম্বুল হাসে অধর চাপিয়া।
যাঙ বৃন্দাবনদাস সে রূপ নিছিয়া॥ ৫॥

দুই

কেদার

বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি যেন মদন সমান।
দিব্য গন্ধ মাল্য দিব্য বাস পরিধান॥
কি ছার কনকজ্যোতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চাঁদের সাধ লাগে॥
সে দন্তের কাছে কোথা মুকুতার দাম।
সে কেশ দেখিয়া মেঘ ভৈগেল মৈলান॥
দেখিয়া আয়ত দুই কমলনয়ান।
আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান॥
সে আজানু ভুজ দুই অতিহু: সুন্দর।
সে ভুজ দেখিয়া লাজ পায় করিকর॥
প্রশস্ত গগন মত হৃদয় সুপীন।
ছায়াপথ যজ্ঞসূত্র তাহে অতি ক্ষীণ॥
ললাটে বিচিত্র ঊর্দ্ধতিলক সুন্দর।
আভরণ বিনা সর্ব্ব অঙ্গ মনোহর॥
কিবা হয় কোটি মণি সে নখ চাহিতে।
সে হাস দেখিতে কিবা করিয়ে অমৃতে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ ৬॥

তিন

ধানশী

বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে
তাহে শোভে নানা ফুল দাম।
কদম্ব কেশর জিনি একটি পুলক রে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম॥
চলিতে না পারে গোরা- চান্দ গোসাঞি রে
বলিতে না পারে আধ বোল।
ভাবে অবশ হইয়া হরি হরি বোলাইয়া
আচণ্ডালে ধরি দেই কোল॥
গমন মন্থরগতি জিনিময়মত্ত হাতী
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়।
অরুণ বসনছবি জিনি প্রভাতের রবি
গোরা তঙ্গে লহরী খেলায়॥
এ হেন সম্পদ কালে গোরা না ভজিলুঁ হেলে
তুয়া পদে না করিলুঁ আশ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস॥ ৭॥

চার

তুড়ী

জানুলম্বিত বাহু যুগল
কনকপুতলী দেহা।
অরুণ অম্বর শোভিত কলেবর
উপমা দেয়ব কাহাঁ॥
হাসবিমল বয়ান কমল
পীন হৃদয় সাজে।
উন্নত গীম সিংহ জিনিয়া
উদার বিগ্রহ রাজে॥
চরণ নখর উজোর শশধর
কনয়া মঞ্জরী শোহে।
হেরি দিনমণি আপনা নিছয়ে
রূপে জগমন মোহে॥
কলিযুগের অবতার চৈতন্য নিতাই
পাপ পাষণ্ড নাহি মানে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ
বৃন্দাবন দাস গুণ গানে॥ ৮॥

শ্রীনিত্যানন্দের গুণবর্ণন

এক

শ্রীরাগ

চলে নিতাই প্রেমভরে দিগ টলমল করে
পদভরে অবনী দোলায়।
আধ আধ কথা কয় মুখের বাহির নয়
নিজ পারিষদে গুণ গায়॥
দেখ ভাই অবনীমণ্ডলে নিত্যানন্দ।
ভাইয়ার মুখ হেরি বাড়য়ে আনন্দ॥
পরিধান নীল ধটী শোভা করে ক্ষীণ কটি
কনককুণ্ডল এক কাণে।
অঙ্গ হেলি দুলি চলে গৌর গৌর সদা বলে
দিবানিশি আন নাহি জানে॥
জিনি করিবরশুণ্ড শ্রীভুজে কনকদণ্ড
পাষণ্ড করিতে বিনাশ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ প্রভু মোর নিত্যানন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস॥ ৯॥

দুই

ধানশী

বন্দো প্রভু নিত্যানন্দ কেবল আনন্দকন্দ
ঝলমল আভরণ সাজে।
দুই দিগে শ্রুতিমূলে মকরকুণ্ডল দোলে
গলে এক কৌস্তুভ বিরাজে॥
সুবলিত ভুজদণ্ড জিনি করিবরশুণ্ড
তাহাতে শোভয়ে হেমদণ্ড।
অরুণ অম্বর গায় সিংহের গমনে ধায়
দেখি কাঁপে অসুর পাষণ্ড॥
অঙ্গ দেখি শুদ্ধ স্বর্ণ দুটি আঁখি রক্তবর্ণ
তাহাতে ঝরয়ে মকরন্দ।
সুমেরু বাহিয়া যেন গঙ্গা ধারা বহে হেন
দেখি সুরলোকের আনন্দ॥
সর্ব্বাঙ্গে পুলক ছটা যেন কদম্বের ঘটা
লম্ফে কম্প হয় বসুমতী।
বীরদাপ মালশাটে শবদে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে
দেখি ব্রহ্মলোক করে স্তুতি॥
চৈতন্যের প্রেমরত্ন জীবেরে করিয়া যত্ন
দিল পহু পরম আনন্দে।
কহে বৃন্দাবন দাসে আপনার কর্ম্মদোষে
না ভজিনু নিতাই পদদ্বন্দ্বে॥ ১০॥

তিন

সিন্ধুড়া

জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণীকুমার।
পতিত উদ্ধার লাগি দুবাহু পসার॥
গদগদ মধুর মধুর আধ বোল।
যারে দেখে তারে প্রেমে ধরি দেই কোল॥
ডগমগ লোচন ঘুরয়ে নিরন্তর।
সোনার কমলে যেন ফিরয়ে ভ্রমর॥
দয়ার ঠাকুর নিতাই পর দুখ জানে।
হরিনামের মালা গাঁথি দিল জগজনে॥
পাপ পাষণ্ডী যত করিল দলন।
দীন হীন জনে কৈলা প্রেম বিতরণ॥
হাহা গৌরাঙ্গ বলি পড়ে ভূমিতলে।
শরীর ভিজিল নিতাইর নয়নের জলে॥
বৃন্দাবন দাস মনে এই বিচারিল।
ধরণী উপরে কিবা সুমেরু পড়িল॥ ১১॥

চার

শ্রীগান্ধার

ওরে ভাই নিতাই আমার দয়ার অবধি।
জীবের করুণা করি দেশে দেশে ফিরি ফিরি
প্রেমধন যাচে নিরবধি॥
অদ্বৈতের সঙ্গে রঙ্গ ধরণে না যায় অঙ্গ
গোরাপ্রেমে গড়া তনুখানি।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলে বাহু তুলি হরি বলে
দু নয়নে বহে কত পানি॥
কপালে তিলক শোভে কুটিল কুন্তল লোভে
গুঞ্জার আটনি চূড়া তায়।
কেশরী জিনিয়া কটি তাহে শোভে নীল ধটী
বাজননূপুর শোভে পায়॥
কো কহু নিতাইর গুণ জীবে দেখি সকরুণ
হরিনামে জগত তারিল।

মদন-মদেতে অন্ধ বিষয়ে রহল্‌ ধন্দ
হেন নিতাই ভজিতে না পাইল॥
ভুবন মোহন বেশ মাতাইল সকল দেশ
রসাবেশে অট্ট অট্ট হাস।
পহু মোর নিত্যানন্দ কেবল আনন্দকন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস॥ ১২॥

পাঁচ

দেশাগ

সহজে নিতাইচাঁদের রীত।
দেখি উনমত জগতচীত॥
অবনি কম্পিত নিতাইভরে।
ভাইয়া ভাইয়া বলে গভীর স্বরে॥
গৌর বলিতে সৌরহীন।
ভাইর ভাবে কান্দে রজনী দিন॥
শ্রীমুখকমলে সে গুণগাথা।
ঢর ঢর দুই নয়ন রাতা॥
নিতাই চরণে যে করে আশ।
বৃন্দাবন তার দাসের দাস॥ ১৩॥

ছয়

ভাটিয়ারি

অবনিক মাঝে দেখ দোন ভাই।
অপরূপ রূপ গোরাচাঁদ নিতাই॥
হেমপদ্ম জিনি দুহুঁ মুখছটা।
তাহে পরকাশল প্রেম-ঘটা॥
ঘন চন্দন দুহুঁ অঙ্গ ভরি।
ভুজযুগ তুলি দুহুঁ বোলে হরি হরি॥
নাম-সংকীর্ত্তন করিলা প্রকাশ।
গুণ গাওয়ে বৃন্দাবন দাস॥ ১৪॥

প্রার্থনা

সুহই

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ দুইপ্রভু।
এই কৃপা কর যেন না পাসরি কভু॥
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখনে।
বঞ্চিত হইলুঁ সেই মুখ-দরশনে॥
তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয়।
এ সব বিহার মোর রহুক হৃদয়॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ রায়।
তোমার চরণধন রহুক হিয়ায়॥
সর্পাষদে তুমি নিত্যানন্দ যথা যথা।
কৃপা কর মুঞি যেন ভৃত্য হঙ তথা॥
সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥
হেন দিন হইবে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত কি সকল ভক্তবৃন্দ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ পহুঁ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ১৫॥

শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহ

তুথারাগ

নৃত্যগীত বাদ্য পুষ্প বর্ষিতে বর্ষিতে।
পরম আনন্দে পহুঁ আইলা সর্ব্ব পথে॥
তবে শুভক্ষণে পহুঁ সকল মঙ্গলে।
আইলেন গৃহে লক্ষ্মী কৃষ্ণ কুতূহলে॥
তবে আই পতিব্রতাগণে সঙ্গে লৈঞা।
পুত্রবধূ গৃহে আনিলেন হৃষ্ট হৈঞা॥
গৃহে আসি বসিলেন লক্ষ্মী নারায়ণ।
জয়ধ্বনিময় হৈল সকল ভবন॥
কি আনন্দ হৈল সেই অকথ্য কথন।
সে মহিমা কোন জনে করিবে বর্ণন॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ পহুঁ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥ ১৬॥

রূপানুরাগ

মঙ্গল

শ্রীবাসঅঙ্গনে বিনোদ বন্ধনে
নাচত গৌরাঙ্গ রায়।
মনুজ দৈবত পুরুষ যোষিত
সবাই দেখিবার ধায়॥ ধ্রু॥

ভকতমণ্ডল গায়ত মঙ্গল
বাজত খোল করতাল।
মাঝে উনমত নিতাই নাচত
ভাইয়ার ভাবে মাতোয়াল॥
গরজে পুন পুন লম্ফ ঘন ঘন
মল্লবেশ ধরি নাচই।
অরুণলোচনে প্রেম বরিখয়ে
অবনীমণ্ডল সিঞ্চই॥
ধরণীমণ্ডল প্রেমে বাদল
করল অবধূত চাঁদ।
না জানে দিশ চারি সবাই নর নারী
ভুবন রূপ হেরি কাঁদ॥
শান্তিপুরনাথ গরজে অবিরত
দেখিয়া প্রেমের বিকার।
ধরিয়া শ্রীচরণ করয়ে রোদন
পণ্ডিত শ্রীবাস উদার॥
মুকুন্দ কুতূহলী কাঁদয়ে ফুলি ফুলি
ধরিয়া গদাধর কোর।
নয়নে বহে প্রেম ঠাকুর অভিরাম
সঘনে ভাইয়া ভাইয়া বোল॥
না জানে দিবানিশি প্রেমরসে ভাসি
সকল সহচরবৃন্দ।
বৃন্দাবন দাস প্রেম পরকাশ
নিতাই চরণারবিন্দ॥ ১৭॥

জগাই মাধাই উদ্ধার

কেহ কাঁদে কেহ হাসে দেখি মহা পরকাশে
কেহ মূর্চ্ছা পায় সেই ঠাঞি রে।
কেহ কহে ভাল ভাল গৌরচন্দ্র ঠাকুরাল
ধন্য পাপী জগাই মাধাই রে॥
নৃত্যগীত কোলাহলে কৃষ্ণযশ সুমঙ্গলে
পূর্ণ হৈল সকল আকাশ রে।
মহা জয় জয় ধ্বনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শুনি
অমঙ্গল সব হৈল নাশ রে॥
সত্যলোক আদি জিনি উঠিল মঙ্গলধ্বনি
স্বর্গ মর্ত্ত পূরিয়া পাতাল রে।
ব্রহ্মদৈত্য উদ্ধার বই নাহি শুনি আর
প্রকট গৌরাঙ্গ ঠাকুরাল রে॥
কৃষ্ণরসে হেন মতে - যত মহাভাগবতে
কৃষ্ণাবেশে চলিলেন পুরে রে।
গৌরাঙ্গচন্দ্রের যশ বিনা আর কোন রস
কাহার বদনে নাহি স্ফুরে রে॥
জয় জয় জগদিন্দ্র প্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র
জয় সর্ব্ব-জীব-লোকনাথ রে।
করুণা যে প্রকাশিলা ব্রহ্মদৈত্য উদ্ধারিলা
সবা প্রতি কর দৃষ্টিপাত রে॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য সংসার করিলা ধন্য
পতিতপাবন ধন্য বানা রে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র জান নিত্যানন্দচন্দ্র
বৃন্দাবনদাস রস গানা রে॥ ১৮॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস

শ্রীরাগ

শুষ্ক হিয়া জীবের দেখিয়া গৌরহরি।
আচণ্ডালে দিলা নাম বিতরি বিতরি॥
অফুরন্ত নাম প্রেম ক্রমে বাড়ি যায়।
কলসে কলসে সেঁচে তবু না ফুরায়॥
নামে প্রেমে তরি গেল যত জীব ছিল।
পড়ুয়া নাস্তিক আদি পড়িয়া রহিল॥
শাস্ত্রমদে মত্ত হৈয়া নাম না লইল।
অবতারসার তারা স্বীকার না কৈল॥
দেখিয়া দয়াল প্রভু করেন ক্রন্দন।
তাদেরে তরাইতে তার হইল মনন॥
সেই হেতু গোরাচাঁদ লইলা সন্ন্যাস।
মরমে মরিয়া রোয় বৃন্দাবন দাস॥ ১৯॥

শ্রীরাগ

নিন্দুক পাষণ্ডিগণ প্রেমে না মজিল।
অযাচিত হরিনাম গ্রহণ না কৈল॥
না ডুবিল শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমের বাদলে।
তাদের জীবন যায় দেখিয়া বিফলে॥
তাদের উদ্ধার হেতু প্রভুর সন্ন্যাস।
ছাড়িলা যুবতী ভার্য্যা সুখের গৃহবাস॥

বৃদ্ধা জননীর বুকে শোকশেল দিয়া।
পরিলা কৌপীন ডোর শিখা মুড়াইয়া॥
সর্ব্বজীবে সম দয়া দয়ার ঠাকুর।
বঞ্চিত এ বৃন্দাবন বৈষ্ণবের কুকুর॥ ২০॥

ভাটিয়ারি রাগ

না যাইহ ওরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপিনী আছে যে সবে তোর মুখ চাইয়া॥
কমলনয়ন তোমার শ্রীচন্দ্রবদন।
অধর সুন্দর কুন্দ মুকুতা দশন॥
অমিয়া বরিখে যেন সুন্দর বচন।
না দেখি বাঁচিব কিসে গজেন্দ্রগমন॥
অদ্বৈত শ্রীবাসাদি যত অনুচর।
নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের সোসর॥
পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে।
গৃহে থাকি সংকীর্ত্তন কর তুমি রঙ্গে॥
ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ তব অবতার।
জননী ছাড়িবা কোন্ ধর্ম্মের বিচার॥
তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা।
কেমনে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা॥
তোমার অগ্রজ আমা ছাড়িয়া চলিলা।
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা॥
তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিনু।
তুমি গেলে জীবন ত্যজিব তোমা বিনু॥
প্রেমশোকে কহে শচী বিশ্বম্ভর পাশ।
প্রেমেতে রোধিতকণ্ঠ বৃন্দাবন দাস॥ ২১॥

ভাটিয়ারি রাগ

প্রাণের গৌরাঙ্গ হের বাপ
অনাথিনী মায়েরে ছাড়িতে না জুয়ায়।
সব লৈয়া কর তুমি অঙ্গনে কীর্ত্তন
তোমার নিত্যানন্দ আছয়ে সহায়॥ ধ্রু॥
তোমার প্রেমময় দুই আঁখি দীর্ঘভুজ দুই দেখি
বচনেতে অমিয়া বরিষে।
বিনা দীপে ঘর মোর তোর অঙ্গে উজোর
রাঙ্গা পায় কত মধু বরিষে॥
প্রেমশোকে কহে শচী বিশ্বম্ভর শুনে বসি
যেন রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
বৃন্দাবন দাস রস গায়॥ ২২॥

রামকিরি

করিলেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন।
শিখা সোঙরিয়া কাঁদে ভাগবতগণ॥
কেহ বলে সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
আর মালা গাঁথিয়া কি না দিব উপরে॥
কেহ বলে না দেখিয়া সে কেশ বন্ধন।
কি মতে রহিবে এই পাপিষ্ঠ জীবন॥
সে কেশের দিব্য গন্ধ না লইব আর।
এত বলি শিরে কর হানয়ে অপার॥
কেহ বলে সে সুন্দর কেশে আরবার।
আমলকী দিয়া কি করিব সংস্কার॥
হরি হরি বলি কেহ কাঁদে উচ্চস্বরে।
ডুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ পহুঁ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগ গান॥ ২৩॥

ভাটিয়ারি

কাঁদে সব ভক্তগণ হইয়া অচেতন
হরি হরি বলি উচ্চৈঃস্বরে।
কিবা মোর ধন জন কিবা মোর জীবন
প্রভু ছাড়ি গেলা সবাকারে॥
মাথায় দিয়া হাত বুকে মারে নির্ঘাত
হরি হরি প্রভু বিশ্বম্ভর।
সন্ন্যাস করিতে গেলা আমা সবে না বলিলা
কাঁদে ভক্ত ধূলায় ধূসর॥
প্রভুর অঙ্গনে পড়ি কাঁদে মুকুন্দ মুরারি
শ্রীধর গদাধর গঙ্গাদাস।
শ্রীবাসের গণ যত তারা কাঁদে অবিরত
শ্রীআচার্য্য কাঁদে হরিদাস॥
শুনিয়া ক্রন্দন রব নদীয়ার লোক সব
দেখিতে আইসে সবে ধাঞা।
না দেখি প্রভুর মুখ সবে পায় মহাশোক
কাঁদে সবে মাথে হাত দিয়া॥

নগরিয়া ভক্ত যত সব শোকে বিগলিত
বালবৃদ্ধ নাহিক বিচার।
কাঁদে সব স্ত্রীপুরুষে পাষণ্ডিগণ হাসে
বৃন্দাবন করে হাহাকার॥ ২৪॥

শ্রীরাগ

নিন্দুক পাষণ্ডী আর নাস্তিক দুর্জ্জন।
মদে মত্ত অধ্যাপক পড়ুয়ার গণ॥
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি কাঁদিয়া বিকলে।
হায় হায় কি করিনু আমরা সকলে॥
লইল হরির নাম জীব শত শত।
কেবল মোদের হিয়া পাষাণের মত॥
যদি মোরা নাম প্রেম করিতাম গ্রহণ।
না করিত গৌরহরি শিখার মুণ্ডন॥
হায় কেন হেন বুদ্ধি হৈল মো সবার।
পতিতপাবনে কেন কৈনু অস্বীকার॥
এইবার যদি গোরা নবদ্বীপে আসে।
চরণে ধরিব কহে বৃন্দাবন দাসে॥ ২৫॥

শ্রীরাগ

কাঁদয়ে নিন্দুক সব করি হায় হায়।
একবার নদীয়া এলে ধরিব তার পায়॥
না জানি মহিমা গুণ কহিয়াছি কত।
এইবার লাগাইল পাইলে হব অনুগত॥
দেশে দেশে কত জীব তরাইল শুনি।
চরণে ধরিলে দয়া করিবে আপনি॥
না বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন।
এইবার পাইলে তার লইব শরণ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গে যত পারিষদগণ।
তারা সব শুনিয়াছি পতিতপাবন॥
নিন্দুক পাষণ্ড যত পাইল প্রকাশ।
কাঁদিয়া আকুল ভেল বৃন্দাবন দাস॥ ২৬॥

শ্রীনিত্যানন্দের অভিষেক

তথারাগ

জয় রে জয় রে জয় নিত্যানন্দ রায়।
পণ্ডিত রাঘবঘরে বিহরে সদায়॥
পারিষদ সকল দেখয়ে পরতেক।
ঠাকুর পণ্ডিত সে করেন অভিষেক॥
নিত্যানন্দরূপ যেন মদন সমান।
দীঘল নয়ান ভাঙ প্রসন্ন বয়ান॥
নানা আভরণ অঙ্গে ঝলমল করে।
আজানুলম্বিত মালা অতি শোভা ধরে॥
অরুণ কিরণ জিনি দুখানি চরণ।
হৃদয়ে ধরিয়া কহে দাস বৃন্দাবন॥ ২৭॥

মঙ্গল

অপরূপ নিতাইচাঁদের অভিষেকে।
বামে গদাধর দাস মনে বড় সুখোল্লাস
প্রিয় পারিষদগণ দেখে॥
শত ঘট জল ভরি পঞ্চগব্য আদি করি
নিতাইচাঁদের শিরে ঢালে।
চৌদিগে রমণীগণ জজকার ঘন ঘন
আর সভে হরি হরি বোলে॥
বামপাশে গৌরীদাস হেরই দক্ষিণ পাশ
আবেশে নাচয়ে উদ্ধারণ।
বাসু আদি তিন ভাই আনন্দ মঙ্গল গাই
ধনঞ্জয় মৃদঙ্গ বায়ন॥
ঘন হরি হরি বোল গগনে উঠিছে রোল
প্রেমায় সকল লোক ভাসে।
সঙরি পরমানন্দ ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাসে॥ ২৮॥

নামসংকীর্ত্তনের অধিবাস

মঙ্গল

নানাদ্রব্য আয়োজন করি করে নিমন্ত্রণ
কৃপা করি কর আগমন।
তোমরা বৈষ্ণবগণ মোর এই নিবেদন
দৃষ্টি করি কর সমাপন॥
করি এত নিবেদন আনিল মোহান্তগণ
কীর্ত্তনের করে অধিবাস।
অনেক ভাগ্যের ফলে বৈষ্ণব আসিয়া মিলে
কালি হবে মহোৎসববিলাস॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলাগান করিবেন আস্বাদন
পূরিবে সভার অভিলাষ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র সকল ভকতবৃন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবনদাস॥ ২৯॥

বরাড়ী

আগে রম্ভা আরোপণ পূর্ণঘট স্থাপন
আম্রপল্লব সারি সারি।
দ্বিজ বেদধ্বনি পড়ে নারীগণ জয়কারে
আর সবে বলে হরি হরি॥
দধি ঘৃত মঙ্গল করি সবে উতরোল
করিয়া আনন্দ পরকাশ।
আনিয়া বৈষ্ণবগণ দিয়া মালাচন্দন
কীর্ত্তন মঙ্গল অধিবাস॥
সবার আনন্দমন বৈষ্ণবের আগমন
কালি হবে চৈতন্যকীর্ত্তন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম শ্রীনিত্যানন্দ ধাম
গুণ গায় দাস বৃন্দাবন॥ ৩০॥
[১৫৯০]

বৃন্দাবন দাস (২)

শ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাব

ধানশী

ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফল্গুনী।
প্রতিপদ সন্ধি পাঞা রাহু আইলেক ধাঞা
গ্রাসিলা উজ্জ্বল নিশামণি॥ ধ্রু॥
সে চন্দ্রগ্রহণ হেরি নদীয়ার নরনারী
হুলুধ্বনি হরিধ্বনি করে।
হেন কালে শচীগৃহে জনমিলা গৌরচন্দ্র
জয় জয় জগন্নাথ ঘরে॥
চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর হইলা হরিষান্তর
শুভ ক্ষণ শুভ লগ্ন দেখি।
বৃন্দাবনদাসে কয় হেরিয়া জনমলীলা
সুর নর হইলেক সুখী॥ ২॥

অদ্বৈত বন্দনা

ধানশী

জয় জয় অদভুত সো পহুঁ অদ্বৈত
সুরধুনী সন্নিধানে।
আঁখি মুদি রহে প্রেমে নদী বহে
বসন তিতিল ঘামে॥
নিজ পহুঁ মনে ঘন গরজনে
উঠে জোরে জোরে লম্ফ।
ডাকে বাহু তুলি কাঁদে ফুলি ফুলি
দেহে বিপরীত কম্প॥
অদ্বৈত হুঙ্কারে সুরধুনীতীরে
আইলা নাগররাজ।
তাহার পিরীতে আইলা তুরিতে
উদয় নদীয়া মাঝ॥
জয় সীতানাথ করল বেকত
নন্দের নন্দন হরি।
কহে বৃন্দাবন অদ্বৈতচরণ
হিয়ার মাঝারে ধরি॥ ১॥

শ্রীগৌরাঙ্গের ঐশ্বর্য্যবর্ণন

ধানশী

গৌর গোবিন্দগুণ শুন হে রসিক জন
বিষ্ণুমহাবিষ্ণুপর পহুঁ।

যাঁর পদনখদ্যুতি পরম ব্রহ্মের স্থিতি
সুরমুনি গণের প্রাণ তহুঁ॥
অন্তরে বরণ ভিন্ন বাহিরে গৌরাঙ্গ চিহ্ন
শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি রাজে।
শতদল কমল হেমকর্ণিকার মাঝে
বিহরই চারি দ্বারী সাজে॥
গোলোক বৈকুণ্ঠ আর শ্বেতদ্বীপ নামে সার
আনন্দ অপার এক নাম।
বাসুদেব সঙ্কর্ষণে প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ সনে
চারি দিকে সাজে চারি ধাম॥
ক্ষীরোদসাগরজলে ভুজঙ্গরাজের কোলে
যোগনিদ্রা অবলম্বি লীলা।
তাহে সব অবতরি শ্বেতদ্বীপ অধিকারী
অনন্ত নিত্যানন্দ খেলা॥
সহস্র মুকুট সনে সহস্র সহস্র ফণা
লুলিয়া লুলিয়া পড়ে সুখে।
প্রতিফণে দ্বিজিহ্বায় গৌরচন্দ্র গুণ গায়
পাদপদ্ম মহালক্ষ্মী বুকে॥ ধ্রু॥
দশশত ফণিমণি মুকুটের সাজনি
শ্বেত অঙ্গে ধরে নানা জ্যোতি।
কত কত পারিষদে সনক সনাতনানন্দে
দেব ঋষিগণে করে স্তুতি॥
যাঁর এক লোমকূপে কতেক ব্রহ্মস্বরূপে
নামেতে সৃজে সব প্রজা।
রাম আদি অবতার অংশে পরকাশ যাঁর
সে সব ব্রহ্মাণ্ডের যেঁহো রাজা॥
এ হেন অনন্তলীলা মায়ায় কত সৃজিলা
শ্রীরাধার কটাক্ষবাণ তৃণে।
ব্রহ্মাণ্ড উপরি ধাম শ্রীবৃন্দাবন নাম
গুণগান করে বৃন্দাবনে॥ ৩॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের নৃত্য

কানাড়া

অকলঙ্ক পূর্ণচাঁদে কামিনী মোহন ফাঁদে
বদনে মদনগর্ব্বচূর্ণ।
মৃদু মৃদু আধ ভাষা ঈষত উন্নত নাসা
দাড়িম্ব কুসুম জিনি বর্ণ॥
ঝরে নয়নারবিন্দে বাষ্পকণা মকরন্দে
তারক ভ্রমর হরষিত।
গভীর গর্জ্জন কভু কভু বলে হাহা প্রভু
আপাদমস্তক পুলকিত॥
প্রেমে না দেখয়ে বাট ক্ষণে মারে মালসাট
ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণে বোলে রাধা।
নাচয়ে গৌরাঙ্গরায় সবে দেখিবার ধায়
কর্ম্মবন্ধে পড়ি গেলু বাধা॥
পাই হেন প্রেমধন নাচয়ে বৈষ্ণবগণ
আনন্দসায়রে নাহি ওর।
দেখিয়া মেঘের মেলি চাতক করিছে কেলি
চাঁদ দেখি যৈছন চকোর॥
প্রেমে মাতোয়াল গোরা জগত করিলা ভোরা
পাইল সকল জীব আশ।
জড় অন্ধ মূকমাত্র সবে ভেল প্রেমপাত্র
বঞ্চিত সে বৃন্দাবনদাস॥ ৪॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের গুণবর্ণন

শ্রীরাগ

শিব বিরিঞ্চি যারে ধ্যানে নাহি পায়।
সহস্র আননে শেষ যার গুণ গায়॥
যার পাদপদ্ম লক্ষ্মী করয়ে সেবন।
দেবেন্দ্র মুনীন্দ্র যারে করয়ে চিন্তন॥
ত্রেতায় জনম যার দশরথ ঘরে।
যাহার বিলাস সদা গোকুল নগরে॥
গোপীগণ ঠেকিল যাহার প্রেম ফাঁদে।
পতিতের গলা ধরি সে বা কেন কাঁদে॥
অপরূপ এবে নবদ্বীপের বিলাস।
হেরিয়া মুগধ ভেল বৃন্দাবন দাস॥ ৫॥

বাসন্তী রাসলীলা

তুড়ী

নাচে নাচে নিতাই গৌর দ্বিজমনিয়া।
বামে প্রিয় গদাধর শ্রীবাস অদ্বৈতবর
পারিষদ তারাগণ জিনিয়া॥ ধ্রু॥

বাজে খোল করতাল মধুর সঙ্গীত ভাল
গগন ভরিল হরিধ্বনিয়া।
চন্দন চর্চ্চিত গায় ফাগু বিন্দু বিন্দু তায়
বনমালা দোলে ভাল বনিয়া॥
গলে শুভ্র উপবীত রূপ কোটি কামজিত
চরণে নূপুর রনরনিয়া।
দুই ভাই নাচি যায় সহচরগণ গায়
গদাধর অঙ্গে পড়ে ঢুলিয়া॥
পূরুব রভসলীলা এবে পহুঁ প্রকাশিলা
সেই বৃন্দাবন এই নদীয়া।
বিহরে গঙ্গার তীরে সেই ধীর সমীরে
বৃন্দাবন দাস কহে জানিয়া॥ ৬॥

কল্যাণী

গৌরাঙ্গসুন্দর নাচে।
শিব বিরিঞ্চির অগোচর প্রেমধন
ভাবে বিভোর হৈয়া যাচে॥ ধ্রু॥
রসের আবেশে অঙ্গ ঢর ঢর
চলিতে আলাঞা পড়ে।
সোনার বরণ ননীর পুতলী
ভূমে গড়াগড়ি বুলে॥
শুনিয়া পূরব নিজ বৈভব
বৃন্দাবন-রসলীলা।
কীর্ত্তন-আবেশে প্রেমসিন্ধু মাঝে
ডুবিলা শচীর বালা॥
হেন অবতারে যে জন বঞ্চিত
তারে করু কৃপালেশে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাসে॥ ৭॥

খণ্ডিতার গৌরচন্দ্র

বিভাস-দশকুশি

আলসে অরুণ আঁখি কহ গৌরাঙ্গ এ কি দেখি
রজনী বঞ্চিলে কোন্ স্থানে।
বদনসরসীরুহ মলিন যে হইয়াছে
সারা নিশি করি জাগরণে॥
তুয়া সনে কিসের পিরীতি।
এমন সোনার দেহ পরশ করিল কেহ
না জানি সে কেমন রসবতী॥ ধ্রু॥
নদীয়া নাগরী সনে রসিক হৈয়াছে ওহে
অবহি কি পার ছাড়িবারে।
সুরধুনীতীরে গিয়া মার্জ্জন করহ হিয়া
তবে সে আসিতে দিব ঘরে॥
গৌরাঙ্গ করুণভাষী কহে মৃদু মৃদু হাসি
কাহে প্রিয়ে কহ কটুভাষ।
হরিনামে জাগি নিশি অমিঞা সাগরে ভাসি
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস॥ ৮॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস

কানাড়া

নবীন সন্ন্যাসিবেশে বিশ্বম্ভর ঊর্দ্ধশ্বাসে
বৃন্দাবন পানেতে ছুটিল।
কটিতে করঙ্গ বাঁধা মুখে রব রাধা রাধা
উধাউ হইয়া পহুঁ ধাইল॥
দুনয়নে প্রেমধারা বহে।
বলে কাঁহা মঝু রাই কাঁহা যশোমতি মাই
ললিতা বিশাখা মঝু কাঁহে॥ ধ্রু॥
কাঁহা গিরি গোবর্দ্ধন কাঁহা সে দ্বাদশবন
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড কই।
ছিদাম সুবল সখা কাঁহা মুঝে দেও দেখা
কই মোর নীপতরু কই॥
কাঁহা নব লক্ষ ধেনু কাঁহা মোরি শিঙ্গা বেণু
কাঁহা মোর যমুনাপুলিন।
বৃন্দাবন কাঁদি কয় আমার গৌরাঙ্গ রায়
কেন হেন হইল মলিন॥ ৯॥

সুহই

করি বৃন্দাবন ভান নিত্যানন্দ রায়।
পহুঁকে লইয়া আচার্য্যের গৃহে যায়॥
অদ্বৈত অচৈতন্য ছিল প্রভুর বিরহে।
চাঁদমুখ হেরি প্রাণ পাইল মৃতদেহে॥

কাঁদিয়া কাঁদিয়া পহুঁ কহে সীতাপতি।
কি জানি নিদয় হৈলা মোসবার প্রতি॥
কহ প্রভু কি দোষে ছাড়িয়া সবে গেলে।
তোমার সুখের হাট কেন বা ভাঙ্গিলে॥
প্রভু কহে মোরে নাড়া অনুযোগ দেহ।
তুমি ত নাটের গুরু নহে আর কেহ॥
হাতে তুড়ি দিয়া যেন পায়রা নাচায়।
তুই কিনা সেইরূপ নাচাস্ আমায়॥
সুখেতে গোলোকে ছিনু তুই ত আনিলি।
সব ছাড়াইয়া মোরে কাঙ্গাল করিলি॥
বৃন্দাবন দাস কহে কি দোষ নাড়ার।
নতু কৈছে হবে সব জীবের উদ্ধার॥ ১০॥

শ্রীরাগ

পুলকে পূরিত গায় সুখে গড়াগড়ি যায়
দেখ রে চৈতন্য অবতার।
গোলোক-নায়ক হরি দ্বিজরূপে অবতরি
সংকীর্ত্তনে করেন বিহার॥
কনক জিনিয়া কান্তি শ্রীবিগ্রহ শোভা ভান্তি
আজানুলম্বিত ভুজ সাজে।
সন্ন্যাসীর রূপ ধরি রাধারসে বিহ্বল
না জানি কেমন সুখে নাচে॥
জয় গৌরসুন্দর করুণার সিন্ধু বর
জয় বৃন্দাবনরায় রে।
নবদ্বীপ পুরন্দর বৃন্দাবন পামরে
চরণকমলে দেহ ছায় রে॥ ১১॥

শ্রীনিত্যানন্দ-গুণবর্ণন

তথারাগ

গূঢ়রূপে রাম পূরে নিজ কাম
অনঙ্গমঞ্জরী হৈয়া।
রাসরস কাজে বৈসে ব্রজ মাঝে
আনন্দে গোবিন্দ লৈয়া॥
হরি হরি কে বুঝে রামের রীত।
পুরুষ প্রকৃতি অনন্ত মূরতি
ধরি পহুঁ করে প্রীত॥ ধ্রু॥

রাইয়ের ভগিনী অনুজা আপনি
পিন্ধন নীলিম বাস।
বসন্ত কেতকী জাতী যূথী জিতি
মৃদুল মৃদুল ভাষ॥
সখ্য দেহে সখা দাস্যে দাস লেখা
বাৎসল্যে বালকপ্রায়।
দাস বৃন্দাবন মানসরতন
বুঝিয়া সোঁপল তায়॥ ১২॥

খণ্ডিতা

তথারাগ

নাগর পীতবাস দিয়ে গলে।
চরণে ধরিয়া মিনতি করিয়া
কান্দিতে কান্দিতে বলে॥
শুনহ সুন্দরী না কর চাতুরী
এ দুঃখ কহিয়ে তোরে।
ক্ষম অপরাধ না করহ বাদ
দাসখত দেহ মোরে॥
তুয়া অনুগত তোমারি আশ্রিত
সখীগণ তার সাখী।
ধরম করম ভরম সরম
তোমারি চরণে লিখি॥
কিঞ্চিত লোচনে চাহ আমাপানে
পূরাও মনের আশ।
শুনহে কিশোরী চরণে তুহারি
আমি ত অধম দাস॥
শুনি কহে ধনী সে চাঁদবদনী
তুমিত লম্পটরাজ।
বৃন্দাবন কহে যাও নিজ গৃহে
হেথা তোমার কিবা কাজ॥ ১৩॥

তথারাগ

তুমি ত নাগর রসের সাগর
কথায় নাহিক পারি।
চরণে ধরিয়ে মিনতি করিয়ে
কুঞ্জ হতে যাও হরি॥

ক্রোধে কহে বিনোদিনী।
আমি ত অবলা হৃদয় সরলা
ভালমন্দ নাহি জানি॥
এতেক চাতুরী কেনে কর হরি
ধূর্ত্তপনা গেল জানা।
তোমার পিরীত হইল বেকত
না করহ ঢিটপনা॥
নবীন রসের রসিক হয়েছ
চন্দ্রাবলী যার নাম।
তাহার নিকট করহ চাতুরী
মোর কাছে কিবা কাম॥
শুন সখীগণ আমার বচন
ধরিয়া শ্যামের করে।
কুঞ্জ হতে মোর বাহির করহ
বৃন্দাবন কহে ধীরে॥ ১৪॥

শ্রীকৃষ্ণের গ্রহাচার্য্যবেশে মিলন

গান্ধার

প্রাত সহচরি সঙ্গিহি বৈঠল
মানিনি মন মাহা ভাবই।
শ্যাম মুখ যহি' পেখি পুন নাহি
সোই দেশ হাম যাবই॥
রভস পুন শুনি শ্যাম গুণমণি
মনহি' মনহি' বিচারই।
পাঁজি করে লই একলি নাগর
গণকরূপ ধরি যাবই॥
রাই তহি' হেরি পুছই বেরি বেরি
দেশ ইহ কোন সো হই।
সোই কহে পুন কানু বিহরন
ভুবনে হেন নাহি হোয়ই॥
বাণি ইহ শুনি রোখে পুন ধনি
পাঁজি তছু লেই ডারই।
শ্যাম নিরখই রোখ প্রকটই
অঙ্গবসন উঘাড়ই॥
রাই চমকিনি হাসি মুচকিনি
দেই রোখ বিনাশই।
রায় রঘুপতি বল্লভ সঙ্গতি
বৃন্দাবন দাস ভাষই॥ ১৫॥

বলরামবেশে মিলন

বাসকসজ্জা—দূতী প্রেরণ

তথারাগ

একদিন ধনী নিকুঞ্জে বসিয়া
গাঁথয়ে ফুলের হার।
মল্লিকা মালতী পুষ্প নানা জাতি
নাম লব কত তার॥
শ্যামে না দেখিয়া মনেতে ভাবিয়া
দূতীরে কহিছে বাণী।
শ্যামচান্দ বিনে মিছাই সকল
বন্ধুরে আন গা তুমি॥
মদনে পীড়িত তনু জর জর
সে শ্যাম নাগর বিনে।
মাথে হাত দিয়ে দূতীরে কহয়ে
মিলাও শ্যামের সনে॥
মধুর বচনে রাইকে তুষিয়ে
গমন করিলা দূতী।
কহে বৃন্দাবন আনন্দে মগন
চলিলা ত্বরিত গতি॥ ১৬॥

শ্রীরাধার প্রতি দূতী

তথারাগ

পথেতে যাইতে চন্দ্রাবলী সাথে
দেখিনু নাগর কানু।
মদনে বিভোর সে শ্যাম নাগর
তা দেখি আকুল তনু॥
ভাল দেখিলাম আপন নয়নে
কি আর বলিব মুখে।
শঠ জন সনে পিরীতি করিয়া
সদাই থাকয়ে দুখে॥

চন্দ্রাবলী সনে যত সখিগণে
আনন্দে মগন তায়।
কেহ সে তাম্বুল সুগন্ধি চন্দন
দিছেন শ্যামের গায়॥
এসব দেখিয়া মনেতে ভাবিয়া
ফিরিয়া আইল দূতী।
কহে বৃন্দাবন বড়ই কঠিন
কেমনে পোহাবে রাতি॥ ১৭॥

শ্রীরাধার প্রতি দূতী

তথারাগ

ভাল যে কহিলে দূতী।
পাঁজর ঝাঁজর হইল আমার
শুনিয়া শ্যামের রীতি॥
আজু হাম তথি দেখিব যুবতী
কেমন তাহার জোর।
যাব তার ঘরে আনব করে ধরে
শ্যাম নাগর মোর॥
কোপে কাঁপে ধনী ঝলকে মুখানি
উদয় পূর্ণিমার শশী।
বেণীর দোলনি জিনিয়া সাপিনী
মুখে মৃদু মৃদু হাসি॥
কনয়া সুন্দর মাণিক বেশর
নাসার আগেতে দোলে।
সিন্দুরের বিন্দু ভানু কোলে ইন্দু
শোভিয়াছে তাহে ভালে॥
মদন মোহিনী সাজিল অমনি
গমন কুঞ্জরগতি।
বৃন্দাবন বলে যাবে কোন্ ছলে
নাগর আছয়ে মাতি॥ ১৮॥

শ্রীরাধার বলরামের বেশধারণ

তথারাগ

শুনিয়া কহয়ে গোরী বলরামের বেশ ধরি
যাই তবে তা সবার মাঝে।
ধরিয়া শ্যামের হাতে লইয়া আসিব সাথে
সাধব নিজের মন কাজে॥
এতেক ভাবিয়া মনে আজ্ঞা দিল সখীগণে
বলরামবেশ হব আমি।
চন্দন মাখাও অঙ্গে চূড়া বান্ধ নানারঙ্গে
শিঙ্গা বেণু আনি দেহ তুমি॥
রাধিকার কথা শুনে সখিগণ ভাবে মনে
এ সময় শিঙ্গা কোথা পাব।
মনে জানি পৌর্ণমাসী তথা মিলিলেন আসি
বলিলেন শিঙ্গা আমি দিব॥
এত বলি পৌর্ণমাসী শীঘ্র নিজালয়ে আসি
শিঙ্গা লয়ে আনন্দিত মনে।
হাসিতে হাসিতে গিয়ে সখীগণে শিঙ্গা দিয়ে
বলিলেন রাখিও যতনে॥
শিঙ্গা পেয়ে সখিগণ (রাই) অঙ্গে মাখায় চন্দন
সাজাইল নানাবিধ বেশে।
চূড়াটি বান্ধিল মাথে শিঙ্গা লয়ে দিল হাতে
আপনাকে দেখি রাই হাসে॥
বলরামের বেশ ধরি আনন্দে চলিল গোরী
দক্ষিণ পদ আগে বাড়াইল।
দাস বৃন্দাবন কয় হইল আনন্দময়
ধীরে ধীরে গমন করিল॥ ১৯॥

বলরামের বেশে মিলন

তথারাগ

বলরামের বেশে রাই ক্রোধাবেশে চলে।
চন্দ্রাবলী কুঞ্জে গিয়া দেখিল সকলে॥
হেদেরে কানাই দেখি একি ব্যবহার।
ডাকিয়া উত্তর আমি না পাই তোমার॥
এখানে কি কাজে আছ বলনা আমারে।
নতুবা শিঙ্গার বাড়ি মারিব তোমারে॥
বলরামে দেখি চন্দ্রাবলী লুকাইল।
শ্যামের হাত ধরি রাধা বাহির হইল॥
মনে মনে ভাবে কৃষ্ণ পরশ পাইয়া।
চিনিলেন শ্রীরাধার চরণে চাহিয়া॥

হরষিত হৈল শ্যাম চিন্তা গেল দূরে।
কর ধরাধরি করি চলে ধীরে ধীরে॥
শ্যামকে লইয়া রাধা কুঞ্জেতে প্রবেশে।
বদনে বসন দিয়া সখিগণ হাসে॥
ধিক্ ধিক্ শ্যাম তোমার এই ব্যবহার।
এখন কোথা চন্দ্রাবলী প্রেয়সী তোমার॥
ফাঁপরে পড়িল শ্যাম উত্তর না সরে।
বৃন্দাবন দাস বলে বান্ধ প্রেমডোরে॥ ২০॥

দান—মিলন

শ্রীরাধার উক্তি

তথারাগ

ঘামিয়াছে চান্দ মুখখানি।
দে দে পশরা আনি
যার লাগি বিকিকিনি
সেই খাউক ক্ষীর সর নবনী॥
এত কহি কৃষ্ণমুখে
ননী দিল মহাসুখে
সখী দিলা রাধার বদনে।
ভোজন হইল সায়
আচমন কৈল তায়
প্রসাদ লইল জনে জনে॥
আর আমি ফিরিয়া ঘরে
যাব না গো একেবারে
(যাদের) কুলের ভয় তারা যাউক ঘরে।
প্রাণ যদি ছাড়ি যাবে
ঘর লয়ে কিবা হবে
ঘরে যেতে বোলো না গো মোরে॥
তোদের যদি আজ্ঞা পাই
শ্যামচান্দের বামেতে যাই
অঙ্গের আভরণ নে গো খুলে।
আমায় সাজায়ে দে শ্যামদাসী
যে বেশ বড় ভালবাসি
রহি গেলাম এই তরুমূলে॥
ঘরে গিয়া ইহাই বোলো
দানঘাটে রাই বিকাইল
যার রাধা হইল তাহার।
রাধা নাম ধরি যেন
তিলাঞ্জলি দেয় মেন*
সুশীতল জলে যমুনার॥
এত বলি মহাসুখে
দুঁহু হেরে দুঁহু মুখে
সুখের সায়র মাঝে ভাসে।
দুঁহু রূপ সুমাধুরী
হেরিয়া নয়ন ভরি
গুণ গায় বৃন্দাবন দাসে॥ ২১॥
[১৬১১]

নয়নানন্দ (ভরতপুর)

মঙ্গলাচরণ

কামোদ

জয় রে জয় রে গোরা শ্রীশচীনন্দন
মঙ্গল নটন সুঠান রে।
কীর্ত্তন আনন্দে শ্রীবাস রামানন্দে
মুকুন্দ বাসু গুণ-গান রে॥
দাং দ্রিমিকি দ্রিমি মাদল বাজত
মধুর মঞ্জীর রসাল রে।
শঙ্খ করতাল ঘণ্টারব ভেল
মিলন পদতলে তাল রে॥
কো দেই গোরা অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন
কো দেই মালতী মাল রে।
পিরীতি ফুল শরে মরম ভেদল
ভাবে সহচর ভোর রে॥
কোই বলে গোরা জানকী বল্লভ
রাধার প্রিয় পাঁচবাণ রে।
নয়নানন্দ মনে আন নাহি জানে
আমারি গদাধরের প্রাণ রে॥ ১॥

রসোদ্গার

বিভাস

করিব কি মুঞি করিব কি।
গোপত গৌরাঙ্গের প্রেমে ঠেকিয়াছি॥ ধ্রু॥
দীঘল দীঘল চাঁচর কেশ রসাল দুটি আঁখি।
রূপে গুণে প্রেমে তনু মাখা যেন দেখি॥
আচম্বিতে আসিয়া ধরল মোর বুক।
স্বপনে দেখিলু হাম গোরাচাঁদের মুখ॥
বাপের কুলের মুই কুলের ঝিয়ারী।
শ্বশুর কুলের মুঞি কুলের বৌহারী॥
পতিব্রতা মুঞি সে আছিলু পতির কোলে।
সকল ভাসিয়া গেল গোরা প্রেম জলে॥
কহয়ে নয়নানন্দ বুঝিলাম ইহা।
কোন পরকারে এখন নিবারিবা হিয়া॥ ২॥

রূপানুরাগ

ধানশী

গৌরাঙ্গ লাবণ্য রূপে কি কহিব এক মুখে
আর তাহে ফুলের কাঁচনি।
চাঁদ মুখের হাসি জীব না গো হেন বাসি
আর তাহে ভাতিয়া চাহনি॥
বিহি সে গঢ়ল রূপ ছান্দে।
কেমন কেমন করে মন সব লাগে উচাটন
পরাণ পুতলি মোর কান্দে॥ ধ্রু॥
বিধিরে বলিব কি করিলে কুলের ঝি
আর তাহে নহি স্বতন্তরী।
গেল কুল লাজ ভয় পরাণ রহিবার নয়
মনের অনলে পুড়ে মরি॥
কহিব কাহার আগে কহিলে পিরীতি ভাঙ্গে
চিত মোর ধৈরজ না বান্ধে।
নয়নানন্দের বাণী শুন শুন বিনোদিনি
ঠেকিলা গৌরাঙ্গ প্রেম ফান্দে॥ ৩॥

হোরিলীলা

বসন্ত

কো কহু আজুক আনন্দ ওর।
ফুলবনে দোলত গৌর কিশোর॥
নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে।
শান্তিপুর-নাথ গাওই রঙ্গে॥
সহচর ফাগু ফেলই গোরা গায়।
ধায়ই শুনি সব লোক নদীয়ায়॥
খোল করতাল ধ্বনি হরি হরি বোল।
নয়নানন্দে আনন্দে বিভোর॥ ৪॥

বাসন্তী রাসলীলা

সুহই

মধুঋতু যামিনি সুরধুনিতীর।
উজোর সুধাকর মলয়সমীর॥
সহচর সঙ্গে গোর নটরাজ।
বিহরয়ে নিরুপম কীর্ত্তন মাঝ॥
খোলকরতালধ্বনি নটন হিলোল।
ভুজ তুলি ঘন ঘন হরি হরি বোল॥
নরহরি গদাধর বিহরই সঙ্গ।
নাচত গাওত কতহুঁ বিভঙ্গ॥
কোকিল মধুকর পঞ্চম ভাষ।
নয়নানন্দ-পহুঁ করয়ে বিলাস॥ ৫॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্যাদি লীলা

এক

কেদার

মণ্ডলী রচিয়া সহচরে।
তার মাঝে গোরা নটবরে॥ ধ্রু॥
নাচে বিশ্বম্ভর সঙ্গে গদাধর
নাচে নিত্যানন্দ রায়।
পুরব কৌতুক ভুঞ্জে প্রেম-সুখ
স্বভাবে বুঝিয়া পায়॥
ঘরে ঘরে শ্যাম- সুন্দর মুরতি
পিরীতি ভকতি দিয়া।
করে সংকীর্ত্তন যাচে প্রেমধন
সব সহচর লৈয়া॥
পুরুষ নাচে প্রকৃতিভাবে
পুরুষভাবে যুবতী।
যার যেই ভাব পাইয়া স্বভাব
নাচে কত শত জাতি॥
কহে নয়নানন্দ নদীয়া আনন্দ
আনন্দে ভুবন ভোরা।
দুখিত-জীবন মাধবনন্দন
চরণে শরণ মোরা॥ ৬॥

দুই

পঠমঞ্জরী

দুহুঁ দুহুঁ পিরীতি আরতি নাহি টুটে।
পরশে পরম কত কত সুখ উঠে॥
নাচয়ে গৌরাঙ্গ মোর গদাধররসে।
গদাধর নাচে পুন গৌরাঙ্গবিলাসে॥
প্রকৃতি পুরুষ কিবা জানকী শ্রীরাম।
রাধাকানু এই কিবা রতি দেব কাম॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি অঙ্গের বলনি।
উপমা মহিমাসীমা কি বলিতে জানি॥
মুখে চাঁদ কি বর্ণিব নিতি জীয়ে মরে।
কর-পদে পদ্ম কিবা হিমভরে ঝরে॥
প্রেমকীর্ত্তন সুখ নদীয়া নগরে।
প্রেমের গৃহিণী সে পণ্ডিত গদাধরে॥
প্রেমপরশমণি শচীর নন্দন।
উদ্ধারিল জগজন দিয়া প্রেমধন॥
কহে নয়নানন্দ দোঁহার বিহার।
শুনিতে হরয়ে মন ইথে কি বিচার॥ ৭॥

তিন

ভাটিয়ারি

কীর্ত্তন মাঝে কীর্ত্তন নটরাজ।
কীর্ত্তন কৌতুক সব নাগরালি সাজ॥
গলায় দোলয়ে মালা মধুকর গান।
কপালে চন্দনচাঁদ ভুরু ফুলবাণ॥
দেখ ভাই অতি অপরূপ।
এই বিশ্বম্ভর নাচে কৃষ্ণের স্বরূপ॥ ধ্রু॥
অন্তরে পরম রস কৃষ্ণ সে আপনা।
বাহিরে রাধার রূপ নিরুপম সোনা॥
প্রকৃতি পুরুষ সুখ রসে রসে এক।
প্রেমঅবতার এই দেখ পরতেক॥
প্রেম লখিমিনী কোলে কৈল গদাধর।
প্রেমানন্দে নিত্যানন্দ প্রাণ সহোদর॥
নয়নানন্দে কহে প্রেম নিগূঢ় বিচার।
অমিয়া পুতলী যেন অমিয়া আকার॥ ৮॥

চার

ধানশী

সজনি অপরূপ রূপ দেখ সিয়া।
নাচয়ে গৌরাঙ্গচাঁদ হরিবোল বলিয়া॥
সুগন্ধি চন্দনসার গন্ধ করবীর মাল
গোরাঅঙ্গে দোলে হিলোলিয়া।
পুরব পরোক্ষভাব পরতেক দেখ লাভ
সেই এই গোরা বিনোদিয়া॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া রহে মধুর মুরলী চাহে
বান্ধে চূড়া চাঁচর চিকুরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে মালসাট মারে বুকে
ক্ষণে বোলে মুঞি সে ঠাকুরে॥
জাহ্নবী যমুনাভ্রম তীরতরু বৃন্দাবন
নবদ্বীপ গোকুল মথুরা।
কহয়ে নয়নানন্দ সেই সখা সখীবৃন্দ
কালা তনু এবে হৈল গোরা॥ ৯॥

পাঁচ

ভাটিয়ারি

নাচে শচীর নন্দন দুলালিয়া।
সকল রসের সিন্ধু গদাধর প্রাণবন্ধু
নিরবধি বিনোদ রঙ্গিয়া॥ ধ্রু॥
কস্তুরী তিলক মাঝে মোহন চূড়াটী সাজে
অলকাবলিত বর শোভা।
কনক বদনশশী অমিয়া মধুর হাসি
নবীন নাগরী মনোলোভা॥
গোরা গলে বনমালা অতি অপরূপ লীলা
কনক অঙ্গুরী অঙ্গভুজে।
পিয়ল বসন জোড়া অখিলমরমচোরা
নয়নানন্দ পদাম্বুজে॥ ১০॥

ছয়

ধানশী

মুখখানি পূর্ণিমার শশী কিবা মন্ত্র জপে।
বিম্ববিড়ম্বিতাধর সদাই কেনে কাঁপে॥
গোরা নাচে নটন রঙ্গিয়া।
অখিল জীবের মন বান্ধে প্রেম দিয়া॥ ধ্রু॥
চান্দ কান্দয়ে মুখছান্দ দেখিয়া।
তপন কান্দয়ে আঁখি-জলদ হেরিয়া॥
কাঁচা কাঞ্চন জিনি কিবা রূপ গোরা।
বুক বাহি পড়ে প্রেমরসের যে ধারা॥
কহয়ে নয়নানন্দ মনের উল্লাসে।
পুন কি দেখিব গোরা গদাধর পাশে॥ ১১॥

সাত

তথারাগ

কিনা সে সুখের সরোবরে।
প্রেমের তরঙ্গ উথলিয়া পড়ে ধারে॥
নাচত পহু বিশ্বম্ভরে।
প্রেমভরে পদ ধরে ধরণী না ধরে॥
বয়ান কনয়াচান্দ ছান্দে।
কত সুধা বরিখয়ে থির নাহি বান্ধে॥
রাজহংস প্রিয় সহচরে।
কেহ ভেল মধুকর কেহ বা চকোরে॥
নব নব নটন লহরী।
প্রেম লছমি নাচে নদিয়ানগরী॥
নব নব ভকতিরতনে।
অযতনে পাইল সব দীন হীন জনে॥
নয়নানন্দ কহে সুখসারে।
সেই বৃন্দাবন ভেল নদীয়া নগরে॥ ১২॥

আট

মঙ্গল

দেখ দেখ গোরানট রঙ্গ।
কীর্ত্তন মঙ্গল মহারাস মণ্ডল
উপজিল পুরবপ্রসঙ্গ॥ধ্রু॥
নাচে পহু নিত্যানন্দ ঠাকুর অদ্বৈতচন্দ্র
শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি।
রামানন্দ বক্রেশ্বর আর যত সহচর
প্রেমসিন্ধু আনন্দলহরী॥
ঠাকুর পণ্ডিত গায় গোবিন্দ আনন্দে বায়
নাচে গোরা গদাধর সঙ্গে।
দ্রিমিকি দ্রিমিকি থৈয়া তা থৈয়া তা থৈয়া থৈয়া
বাজত মোহন মৃদঙ্গে॥

যত যত অবতারে   সুখময় সুখ-সারে
এই মোর নবদ্বীপনাথে।
যার যেই নিজ ভাব   পরতেকে দেখে সব
নয়নানন্দের রহু চিতে॥ ১৩॥

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ প্রভৃতি

পঠমঞ্জরী

গদাধরমুখ হেরি কিবা উঠে মনে।
সোঙরি সে সব সুখ কুঞ্জে বৃন্দাবনে॥
ঝুরয়ে সদাই মন সে গুণ শুনিয়া।
হারাইল দুখী যেন পরশমণিয়া॥
হরি হরি বলে পহু কান্দিতে কান্দিতে।
না জানি কাহার ভাব উপজিত চিতে॥
টলমল করয়ে সোনার বরণখানি।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে লোটায় ধরণী॥
কহয়ে নয়নানন্দ গদাধর আগে।
এত পরমাদ হৈল কার অনুরাগে॥ ১৪॥

সুহই

ও রূপ সুন্দর গৌর কিশোর।
হেরইতে নয়নে আরতি নাহি ওর॥
কর পদ সুন্দর অধর সুরাগ।
নব অনুরাগিণি নব অনুরাগ॥
লোল বিলোচনে লোলত লোর।
রসবতিহৃদয়ে বান্ধল প্রেমডোর॥
পরতেক প্রেম কিয়ে মনমথ-রাজ।
কাঞ্চনগিরি কিয়ে কুসুমসমাজ॥
তছু প্রেমলম্পট শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
শিব শুক অনন্ত ধেয়ানে নাহি পায়॥
পুলকপটলবলয়িত সব অঙ্গ।
প্রেমবতি আলিঙ্গনে লহরি তরঙ্গ॥
তছু পদপঙ্কজ অলি সহকার।
কহ নয়নানন্দ চীত বিহার॥ ১৫॥

বালা ধানশী

আওত পিরীতি   মুরতিময় সাগর
অপরূপ পহু দ্বিজরাজ।
নব নব ভকত   ভকতি নব রতন
সুযাচত নটনসমাজ॥
ভালি ভালি নদীয়া বিহার।
সকল বৈকুণ্ঠ   বৃন্দাবনসম্পদ
সকল সুখের সুখসার॥ ধ্রু॥
ধনি ধনি অতি ধনি   অব ভেল সুরধুনি
আনন্দে বহে রসধার।
স্নান পান অব-   গাহ আলিঙ্গন
সঙ্গম কত কত বার॥
প্রতি পুর মন্দির   প্রতি তরুকুলতল
প্রতি ফুলবিপিন বিলাস।
কহে নয়নানন্দ   প্রেমে বিশ্বম্ভর
সভাকার পূরল আশ॥ ১৬॥

ভাটিয়ারি

প্রেমের সাগর •   নয়নকমল
নাচন খঞ্জন তারা।
কিয়ে শুভক্ষণ   সর্ব্ব সুলক্ষণ
ভেটলুঁ প্রাণপিয়ারা॥
গোরারূপ দেখিলুঁ মোহন বেশে।
যার অনুভব   সেই সে জানয়ে
না পায় আনে উদ্দেশে॥ ধ্রু॥
রূপের সদন   ও চাঁদবদন
সরুয়া বসন রাঙ্গা।
রাঙ্গা করপদ   জিনি কোকনদ
রহে অঙ্গ তিরিভাঙ্গা॥
ভাবের আবেশে   ভাবিনী লালসে
অন্তরে বাহিরে গোরা।
এ নয়নানন্দ   ভাবে অনুবন্ধ
সদত ভাবে বিভোরা॥ ১৭॥

তথারাগ

সই চল দেখি গিয়া।
কেমন বন্ধানে নাচে গোরা বিনোদিয়া॥ ধ্রু॥
পীত পিরীতিময় রূপের সাজনি।
পীত বসন রাঙ্গা ডোরের দোলনি॥

সর্ব্বাঙ্গে চন্দন গলে নব বনমালে।
কত ফুলশর ধায় অলিকুলজালে॥
ভাবের আবেশে পুলকের নাহি ওর।
অনুরাগে অরুণ নয়ানে বহে লোর॥
সাত পাঁচ করে প্রাণ ধরিতে নারি হিয়া।
হেন মনে করে সাধ পরশি ধাইয়া॥
নদীয়ার কুলবধূর গেল কুললাজে।
নিশ্বাস ছাড়িতে নাহি সভার সমাজে॥
কহয়ে নয়নানন্দ আছয়ে উপায়।
সুরধুনীতীরে যাই দেখিব গোরারায়॥ ১৮॥

শ্রীগৌরচন্দ্র—প্রকারান্তর

বরাড়ী

নাচয়ে গৌরাঙ্গ গদাধরমুখ চাঞা।
অন্তরে পরশরস উথলিল হিয়া॥
দুহুঁ মুখ নিরখিতে দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁ ভেল রসনিধি অমিয়া চকোর॥
বুকে বুকে মিলি দুহেঁ কয়লহি কোর।
কাঁপি পুলক দুহুঁ ঝাঁপই লোর॥
তনু মন বাণী দুহুঁ একই পরাণ।
প্রতি অঙ্গে পিরীতি অমিয়া নিরমাণ॥
পণ্ডিতে মণ্ডিত ভেল গোরা নটরাজ।
দূরে সঞে দেখে সব নাগরীসমাজ॥
নদীয়া নাগরীগণ বুঝিল মরমে।
যার পরসাদে পাই প্রেমরতনে॥
গদাধর প্রেমবশ গৌর রসিয়া।
কহয়ে নয়নানন্দ এ রসে ভাসিয়া॥ ১৯॥

তথারাগ

কান্দয়ে মহাপ্রভু গদাধর সঙ্গে।
পহিলহি পূরব পিরীতি-পরসঙ্গে॥
সোঙরি সে সব সুখ নিকুঞ্জকাননে।
উপজল দুহুঁ প্রেমভাব মনে মনে॥
সুগন্ধি চন্দন মালা তুলসী দূর্ব্বা লৈয়া।
দুহুঁ দোহাঁ সম্ভাষণে মিলিল আসিয়া॥
হাসি হাসি পরশি পরশি করু কোর।
দুহুঁ রসে ভাসল না বুঝল ওর॥
না জানি পুরুষ নারী না জানি ভকত।
দোহাঁর আবেশে তিন লোক উনমত॥
কহয়ে নয়নানন্দে নিগূঢ় বিহার।
অমিয়া পুতলী যেন অমিয়া আকার॥ ২০॥

তথারাগ

কলি ঘোর তিমিরে গরাসল জগজন
ধরম করম রহু দূরে।
অসাধনে চিন্তামণি বিহি মিলাওল আনি
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর॥
ভাই রে গোরাগুণ কহনে না যায়।
কত শত আনন কত চতুরানন
বরণিয়া ওর না পায়॥ ধ্রু॥
চারি বেদ ষড়্- দরশন পড়িয়াছে
সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
কিবা তার অধ্যয়ন লোচনবিহীন যেন
দরপণে কিবা তার কাজে॥
বেদ বিদ্যা দুই কিছুই না জানত
সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।
নয়নানন্দ ভণে সেই সকল জানে
সর্ব্ব সিদ্ধি করতলে তার॥ ২১॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস ইত্যাদি

সুহই

আচার্য্য মন্দিরে ভিক্ষা করিয়া চৈতন্য।
পতিত পাতকী দুখী করিলেন ধন্য॥
চন্দনে শোভিত অঙ্গ অরুণ বসন।
সংকীর্ত্তন মাঝে নাচে অদ্বৈতজীবন॥
মুকুন্দ মাধবানন্দ গায় উচ্চস্বরে।
নিতাই চৈতন্য নাচে অদ্বৈত মন্দিরে॥
আচার্য্য গোসাঞি নাচে দিয়া করতালি।
চির দিনে মোর ঘরে গোরা বনমালী॥

কহয়ে নয়নানন্দ গদাধরের পাছে।
কিবা ছিল কিবা হৈল আর কিবা আছে॥২২॥

সুহই

সকল ভকত ঠাঁঞি হইয়া বিদায়।
নীলাচল দেখিতে চলিল গৌর রায়॥
মায়ের চরণ বন্দি অনুমতি লৈয়া।
অদ্বৈত আচার্য্য ঠাঁঞি বিদায় হইয়া॥
চলিলা গৌরাঙ্গ পহুঁ বলি হরিবোল।
আচার্য্য মন্দিরে উঠে ক্রন্দনের রোল॥
গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলি কান্দয়ে সভায়।
কান্দয়ে নয়নানন্দে ধূলায় লোটায়॥ ২৩॥
[১৬৩৪]

নয়নানন্দ (মঙ্গলডিহি)

গোপালের নিদ্রাভঙ্গ

তথারাগ

উঠ গোপাল প্রাতঃকাল
মুখ নেহারি তের।
রজনী অব- সান ভই
কাম ভই মের॥
উঠত ভানু দেখত কানু
রজনী গেই দূর।
বালক সঙ্গে খেলত রঙ্গে
রোহিণেয় বলবীর॥
এই শ্রীদাম দাম সুদাম
সঙ্গীগণ তের।
পূরতো বেণু ধাওত ধেনু
আঙ্গিনা ভরল মের॥
নন্দরাণী পসারি পাণি
বালক লেই কোর।
মুখ নেহারি দুখ বিসরি
কিয়ে জানি সুখ ওর॥
শ্যামচন্দ্র চন্দ্র উদিত
নাশল হৃদি ঘোর।
হেরিয়া বয়ান কহিছে নয়ান
উঠ কানাই মোর॥ ১॥

হলধরের নৃত্য

তথারাগ

নাচে হলধর সঙ্গে সহচর
আনন্দে বালক মেলিয়া।
যেন ঘনাগমে নাচে শিখিগণে
কামে উনমত হইয়া॥
বলয়া কঙ্কণে নূপুর চরণে
রনঝনঝন বাজই।
করে কর ধরি করিঞা কুণ্ডলী
হলধর হের নাচই॥
শ্রীদাম সুদাম সুভদ্র অর্জ্জুন
করে ধরে বনি তাল।
বিশাল বৃষভ ভদ্র মহাবল
কহে নাচে ভায়্যা ভাল॥
তা দেখি বিপিনে মৃগপক্ষিগণে
আনন্দে অবশ হৈঞা।
গায়ত কোকিল শিখিকুল নাচে
হলধর মুখ চাঞা॥
ভ্রমরা ভ্রমরী উড়ত পরিকর
পিক রব বেড়িঞা।
এ দাস নয়ন আনন্দে মগন
বিপিনবিহার দেখিঞা॥ ২॥

খণ্ডিতা

ঐছন সময়ে মদন মনমোহন
আয়ল গোকুলচন্দ।
রতিরসচতুর চাতুরি করি ভাষা
কহত বিবিধ করি ছন্দ॥
রমণী শিরোমণি রাধে কহে জানি
ঐছন বেশবনান।
তুয়ামুখ নিরখি বিবশ মোর লোচন
ব্যাকুল হৈল পরাণ॥
শুন অহে মাধব চঞ্চলবর কান
এমতি কহো কোন লাজে।
যাঁহা নিশি বঞ্চলে কিশলয় শেজ মাঝ
তার কাছে হেন কথা সাজে॥
পুন পুন শপথি করসি কাহে মাধব
বেকত সব তুয়া অঙ্গে।
করনখ চিহ্ন খিন্ন ভেল চন্দন
গণ্ডে সীমন্তিনীরঙ্গে॥
ঘূর্ণিত নয়ন বদন রস শোষত
জৃম্ভা উঠত শতবার।
হে খলচরিত ত্বরিত জানি শয়ন
যাহি বিলম্ব কাহে আর॥
আজু সে সমুঝল তুহুঁকি পিরীতি রীতি
কহত নয়নানন্দ দাস।
ঐছন বচনে রসিক নারী নাগরে
বলু বহুত উপহাস॥ ৩॥

কলহান্তরিতা

এ সখি কি মোরে হইল বিধি বাম।
মানে মানিনী হৈঞা হারাইনু শ্যাম॥
কত জানি মিনতি করিল পিয়া মোর।
সজল নয়ন হৈঞে ব্যাকুল ভোর॥
না শুনিল বিনয় বচন অভিমানে।
কান্দি কান্দি পিয়া গেল সজল নয়নে॥
না কহিলু প্রিয় কথা না পেখিলু হেরি।
নিরাশ হইঞা গেলা রসের মুরারি॥
সখী কহে শুন ধনি বিনোদিনী রাই।
সহজেই খলচিত কঠিন মাধাই॥
কাহে করলি ধনি বচন নিরাস।
সো এবে সোঙরত এ নয়ন দাস॥ ৪॥

শ্রীকৃষ্ণের আত্মনিবেদন

তুয়া বিনি এক ত্রুটি মানি কত যুগ কোটি
না জানি কি জান মণিমন্ত্র।
তুমি বীণাবাদিনী মম হৃদি বীণাখানি
তোমার হাতেতে সখী যন্ত্র॥
এত কহি নাগর ধরি প্রিয়া আঁচর
বৈঠল নাগরী পাশ।
কত রতিরভস পরম প্রেম সরস
জগমনোমোহন হাস॥
নিজ পীতবসনে রাই মুখ মাজই
হেরই পুন পুন অঙ্গ।
অলক তিলক ভালে নিজ মালা দেই গলে
নব মদ মদন তরঙ্গ॥
কুচযুগে চিত্র তিলক হরি রচই
কবরী বান্ধই নানা ফুলে।
বেণী বনায়ত রচয়তি মালা
স্তবক পরায়ে শ্রুতিমূলে॥
কহ ধনী বিনোদিনী শুন বর কান
চূড়া বান্ধিঞা দেহ মোর।
এ দাস নয়ন করে পুন পুন নিবেদন
অধীন নাগর ভেল ভোর॥ ৫॥

ভবনবিরহ

একি শুনি আচম্বিতে অক্রুর আস্যাছে নিতে
হরি নাকি যাবে মধুপুরে।
এইত দারুণ কথা শুনিতে অন্তরে ব্যথা
গোপীগণ প্রতি ঘরে ঘরে॥
নন্দঘোষ যশোমতী তারা দিল অনুমতি
প্রাণনাথ যাইবে মথুরা।
প্রাণনাথ পরিহরি কেমনে পরাণ ধরি
নিশ্চয়ে সে মরিব আমরা॥

হরি বিনা জীবন কি ছার ধন জন
যৌবন সম্পদ আমার।
যাহা বিনে এক ত্রুটি মানি কত যুগ কোটি
কেমনে বিচ্ছেদ সৈব আর॥
করহ উপায় তায় অক্রুর ফিরিঞা যায়
প্রাণনাথ রাখি লুকাইঞা।
কিবা আর লাজ ভয় প্রাণ যদি নাহি রয়
হরি লৈয়া যায় পলাইঞা॥
কেহো বলে নিশা তুমি প্রভাত না হইয় জানি
প্রভাতে হইবে পরমাদ॥
কহয়ে নয়নানন্দ কিবা জানি কর্ম্ম মন্দ
কে আনিল বিষম সম্বাদ॥ ৬॥

প্রার্থনা

কবে দশা হবে এই পাব বৃন্দাবন সেই
বসতি করিব কুঞ্জবনে।
তাহাতে দ্বাদশ বন করিব সে ভ্রমণ
বিলসিব যমুনা পুলিনে॥
হেন দশা হবে জানি নয়ন গোচর পুনি
মদনগোপাল গোপীনাথ।
গোবিন্দদর্শন মোর নয়নের গোচর
কবে হবে ভক্তগণ সাথ॥
ব্রজেতে বসতি করি অঞ্জলি অঞ্জলি পুরি
পিব কবে যমুনার নীর।
হেন দশা মোর হবে মাধুকরী মাগি কবে
খাইয়া পালিব এ শরীর॥
বনে বনে ভ্রমিয়া আনন্দিত মন হৈঞা
বিহার দেখিব স্থানে স্থানে।
ব্রজধূলি লৈয়া গায় আনন্দিত হৈঞা তায়
কক্ষবাদ্য করি ক্ষণে ক্ষণে॥
সাধুজন সমাগমে যমুনাপুলিন বনে
উচ্চ গান তাণ্ডব পূরিব।
নন্দীশ্বর গোকুল পুরী তথা গোবর্দ্ধন গিরি
বসতি করিঞা ভরমিব॥
বংশীবট-তলে বাস সদা যার অভিলাষ
ইহা বহি নাহি ভায় আন।
ভাবাঙ্কুর চিহ্ন তাহে এরূপ দেখিতে যাহে
এ নয়নানন্দ দাস গান॥ ৭॥

[১৬৪১]

নয়নানন্দ (শ্রীখণ্ড)

সুহই

বিমল সুরধুনী তীর।
কালিন্দী ভরমে অধীর॥
বিহরই গৌরকিশোর।
পুরব পিরীতিরসে ভোর॥
রাজপথে নরহরি সঙ্গে।
ক্ষণে হেরি গঙ্গ তরঙ্গে॥
গদাধর লাজে ত্যজে পাশ।
মুরারিরে করু পরিহাস॥
কৈশোরে যৌবনে সন্ধি।
নয়নানন্দ চিরবন্দী॥ ১॥

ধানশী

মাধব পেখলুঁ সো নববালা।
বরজ রাজপথে চাঁদ উজালা॥
অধরক হাস নয়নযুগে মেলি।
হেম কমল পর চঞ্চরী খেলি॥
হেরি তরুণী কোই করু পরিহাস।
অন্তরে সমুঝয়ে বাহিরে উদাস॥
শুনিয়া না শুনে রস পরসঙ্গ।
চরণ চলন গতি মরাল সুরঙ্গ॥
বক্ষ জঘন গুরু কটি ভেল ক্ষীণ।
নয়নানন্দ দরশ শুভ দিন॥ ২॥

[১৬৪৩]

গোকুলানন্দ

চূড়া-নূপুরের দ্বন্দ্ব

তথারাগ

শুন রাধার নিলাজ নূপুর।
নারীর চরণে থাক এত কি গরব রাখ
মনে কর আপনি ঠাকুর॥
একে সে রমণী সঙ্গে দিবানিশি থাক রঙ্গে
মনে হেন লাজ নাহি বাস।
অগুরু চন্দন হৈতে না জানি বা কি করিতে
কোন লাজে মন্দ মন্দ হাস॥
গুণময় নাম যার এত কি গরব তার
ভ্রুকুটি করহ যথা তথা।
রসের পসার হৈতে নাহি জানি কোথা রৈতে
তোরে আর কি বলিব কথা॥
চূড়ার বচন শুনি হাসিয়া নূপুর অমনি
কহতাহি মৃদু মৃদু ভাষ।
কহিবার কথা নয় কহিলে কি জানি হয়
গোকুলের মনেতে উল্লাস॥ ১॥

তথারাগ

তুমি কহ খেনে নারীর চরণে
সদাই আমারে দেখ।
তুমি বড় জনা বড়াই কোরো না
আপন ভরম রাখ॥
শুনহে ময়ূর চান্দা।
জনমে জনমে তপস্যা করিয়ে
পেয়েছি সুন্দরী রাধা॥
রাধার নখচান্দে ময়ূরের চান্দে
সুমেল করিয়া দেখি।
দেখি নখ চান্দ গগনের চান্দ
হইয়াছে বড় দুখী॥
রাধার চরণে লয়েছি শরণ
পরম সুখেতে থাকি।
রাধা চরণের মহিমা জানিতে
তোমার অনেক বাকি॥
আমার রাধিকা মানিনী হয়েছে
তোমার রসিক রায়।
কাকুতি মিনতি করিয়া যতনে
ধরেছে রাধার পায়॥
জনমে জনমে করিয়াছি সদা
রাধা চরণের আশ।
চরণ কমলে শরণ লইল
গোকুলানন্দ দাস॥ ২॥

খণ্ডিতা

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান।
আমি রাধা রাধা জপি তুমি কর আন॥
পূর্ব্বের নিয়ম মোদের আছে গোপ কুলে।
ভগবতী পূজি মোরা দিয়া নানা ফুলে॥
সিন্দুর কাজল আর চন্দনে শোভিত।
সে সব লয়েছি আমি বল আন রীত॥
নমস্কারি মল্লযুদ্ধে করি সখা সঙ্গে।
তুমি বল নখদশনচিহ্ন তোমার অঙ্গে॥
পরে পরীবাদ দিয়া কত সুখ পাও।
নিজকুচে হাত দিয়া শপতি করাও॥
শম্ভুর সমান তোমার দেখি কুচগিরি।
গোকুল বলে ভাল কিরা কর গিরিধারী॥ ৩॥

(গোকুলানন্দ মঙ্গলডিহি)

শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ

উঠ উঠ মোর নন্দের নন্দন
প্রভাত হইল রাতি।
অঙ্গনে দাঁড়াঞা রয়েছে সকল
বালক তোমার সাথী॥
মুখের উপরি মুখানি দিয়া
ডাকয়ে যশোদা রাণী।
কত সুখ পাঞা ঘুমাইছ শুঞা
আমি কিছু নাহি জানি॥

নয়ন মেলিয়া দেখহ চাহিয়া
উদয় হইল ভান্।
শ্রীদাম সুদাম ডাকয়ে সঘন
উঠ ভায়্যা ওহে কানু॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া উঠিল সত্বরে
সুন্দর যাদব রায়।
মুখ প্রক্ষালিতে গোকুলচন্দ্রাহি
জলঝারি লঞা ধায়॥ ৪॥

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

যথারাগ

ধরিয়া মায়ের কর নাচে ভাল নটবর
দধিদুগ্ধ সর ননী লোভে।
শ্যামসুন্দর তনু লাগিয়াছে তাহে রেণু
জলবিন্দু মেঘে যেন শোভে॥
হরি-মুখ চাহি রাণী আনন্দে কহয়ে বাণী
নাচে ভাল মোর যাদুমণি।
হের আইস নন্দরায় আনন্দ বহিয়া যায়
দেখ নিজ সুতের নাচনি॥
শশী জিতি ওই মুখ দেখিঞা সভার সুখ
আর নাচ বলে বারবার।
হেন কালে নন্দ আসি চুম্ব খায় রাশি রাশি
সুখ পাইয়া পরম অপার॥
গোপ গোপী চারিভিতে আনন্দ পাইয়া চিতে
দেখে নৃত্য সভে যাদুয়ার।
গোকুলচন্দ্রের বাণী শুনো ওগো নন্দরাণি
নাচে কানু প্রাণ সভাকার॥ ৫॥

গোষ্ঠলীলা

ভাইরে নিঠুর বড় কান।
ছোড়ি সখাগণ যমুনা পুলিন বন
কাঁহা ওই করল পয়ান॥
ঢোঁড়ি ঢোঁড়ি বন সবাই নিরজন
নাহি ভেল তাক সঙ্গ।
তব হি বিরহজ্বর তাপিত অন্তর
অবশ ভৈ গেয় অঙ্গ॥
নাহি দেখি তোকর নয়ন সুধাকর
চৌদিশ দেখি আন্ধিআরা।
তো পিয়া জীবন মরমি জন ভূখ
তোহাসি নয়নকি তারা॥
তিল আধ তুয়া বিনু শূন্য হি জীবন
ত্রিভুবন যৈছন আগি।
কাঁহা সে বাছুরি ধেনু শৃঙ্গ মুরলী বেণু
ভুলহি সো পিয়া লাগি॥
বহুতহি ভাগিম গোপিয়া সঙ্গম
কভু জানি হোয়ে তোহারি।
গোকুলচন্দ্র দাস বোলহি তোহারি পাশ
অবসো মিলব মুরারি॥ ৬॥

স্বপ্নগোষ্ঠ

শুতিয়া ছিলেন বলবীর।
বিভোল বারুণী পিয়া স্বপনে উতলা হইয়া
নীলবাস জাগিয়া অধীর॥
স্বপনে শুনিলা যেন কানু বেণু পূরে হেন
গোঠে যেতে দাদা বলি ডাকে।
উছর হইল বেলা অঙ্গনে রাখাল মেলা
বড় লাজ দিলেক আমাকে॥
উঠিয়া সে বলরাম শিঙ্গায় দিলেক সান
শুনি সে গভীর গরজনে।
ধেণু ডাকে হাম্বারবে জাগিল রাখাল সবে
এ দাস গোকুলানন্দ ভণে॥ ৭॥

[১৬৫০]

উদ্ধবদাস (১)

শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্যাদি লীলা

তথারাগ

চৈতন্য কলপতরু   অদ্বৈত যে শাখা গুরু
কীর্ত্তন কুসুম পরকাশ।
ভকত ভ্রমরগণ   মধুলোভে অনুক্ষণ
হরি বলি ফিরে চারি পাশ॥
গদাধর মহাপাত্র   শীতল অভয়-ছত্র
গোলোক অধিক সুখ তায়।
তিন-যুগে জীব যত   প্রেম বিনু তাপিত
তার তলে বসিয়া জুড়ায়॥
নিত্যানন্দনাম ফল   প্রেমরস ঢল ঢল
খাইতে অধিক লাগে মীঠ।
শ্রীশুকদেবের মনে   মহিমা ফলের জানে
এ উদ্ধব দাস তার কীট॥১॥

শ্রীগৌরাঙ্গের ঝুলনলীলা

কামোদ

দেখ দেখ ঝুলত গৌর কিশোর
সুরধুনীতীর   গদাধর সঙ্গহি
চাঁদনী রজনি উজোর॥
শাঙন মাস   গগনে ঘন গরজন
ললপিত দামিনি মাল।
বরিখত বারি   পবন মৃদু মন্দহি
গঙ্গাতরঙ্গ বিশাল॥
বিবিধ সুরঙ্গ   রচিত তহিঁ দোলন
খচিত বিবিধ ফুলদাম।
বটতরুডালে   ডোর করি বন্ধন
মালতিগুচ্ছ সুঠাম॥
বৈঠল গৌর   বামে প্রিয় গদাধর
ঝুলন রঙ্গরসে ভাস।
সহচর মেলি   ঝুলায়ত মৃদু মৃদু
দোলা ধরি দোপাশ॥

বাজত মৃদঙ্গ   পুরবরস গায়ত
সংকীর্ত্তনসুখরঙ্গ।
নিত্যানন্দ   শান্তিপুরনায়ক
হরিদাস শ্রীবাসাদি সঙ্গ॥
পুরুষোত্তম   সঞ্জয় আদি বরিখত
কুঙ্কুম চন্দন ফুল।
উদ্ধব দাস   নয়নে কব হেরব
গৌর হোয়ব অনুকূল॥ ২॥

শ্রীগৌরাঙ্গের বসন্তবিহার

বসন্ত

মধু ঋতু বিহরই গৌর কিশোর।
গদাধরমুখ হেরি   আনন্দে নরহরি
পুরব প্রেমে ভেল ভোর॥
নবিন লতা নব   পল্লব তরুকুল
নওল নবদ্বীপ ধাম।
ফুল্ল কুসুমচয়   ঝংকৃত মধুকর
সুখদ এ ঋতুপতি নাম॥
মুকুলিত চূত   গান অতি সুললিত
কোকিল কাকলি রাব।
সুরধুনিতীর   সমীর সুগন্ধিত
ঘরে ঘরে মঙ্গল গাব॥
মনমথ রাজ   সাজ লেই ফীরয়ে
বনফুল ফল অতি শোভা।
সময় বসন্ত   নদীয়াপুর সুন্দর
উদ্ধব দাস মনলোভা॥ ৩॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নিদ্রাভঙ্গ

ভৈরবী

নিশি অবসান শয়ন পর আলসে
বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।

নিরুপম হেম জিনিয়া তনু মুখশশী
মুদিত কমল দিঠি সাজ॥
জয় জয় নদিয়া নগর আনন্দ।
সহজই বিম্বাধর তাহে শোভিত
তাম্বুলরাগ সুছন্দ॥
বালিশ পর শির আলিসে নাসায়ে
বহতহি মন্দ নিশ্বাস।
বিগলিত চাঁচর বেশ শেজ পর
বদনে মিশা মৃদু হাস॥
কোকিল কপোত আদি ধ্বনি শুনইতে
জাগি বৈঠল অলসাই।
উদ্ধবদাস করে বারিঝারি লই
সমুখহি দেওব যোগাই॥ ৪॥

উদ্ধবদাস (২)

শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের চরিত্র বর্ণন

তথারাগ

গৌড় দেশে রাঢ় ভোমে শ্রীখণ্ড নামে গ্রামে
মধুমতী প্রকাশ যাহায়।
শ্রীমুকুন্দ দাস সঙ্গে শ্রীরঘুনন্দন রঙ্গে
ভক্তিতত্ত্ব জগতে লওয়ায়॥
শুনি মধুমতী নাম নিত্যানন্দ বলরাম
সপার্ষদে দিল দরশন।
দেখি অবধৌত চন্দ্র হইয়া পরমানন্দ
নতি করি বন্দিলা চরণ॥
কহে নিত্যানন্দ রাম শুনি মধুমতী নাম
আসিয়াছি তৃষিত হইয়া।
এত শুনি নরহরি নিকটেতে জল হরি
সেই জল ভাজনে ভরিয়া॥
আনিয়া ধরিল আগে মধুস্নিগ্ধ মিষ্ট লাগে
গণ সহ খায় নিত্যানন্দ।
যত জল ভরি আনে মধু হয় ততক্ষণে
পুন পুন খাইতে আনন্দ॥
মধুমতী মধু দান সপার্ষদে করি পান
উনমত্ত অবধৌত রায়।
হাসে কান্দে নাচে গায় ভূমে গড়াগড়ি যায়
উদ্ধবদাস রস গায়॥ ৫॥

তথারাগ

প্রকট শ্রীখণ্ডবাস, নাম শ্রীমুকুন্দ দাস
ঘরে সেবা গোপীনাথ জানি।
গেলা কোন কার্য্যান্তরে সেবা করিবার তরে
শ্রীরঘুনন্দনে ডাকি আনি॥
ঘরে আছে কৃষ্ণসেবা যত্ন করি খাওয়াইবা
এত বলি মুকুন্দ চলিলা।
পিতার আদেশ পাঞা সেবার সামগ্রী লৈয়া
গোপীনাথের সমুখে আইলা॥
শ্রীরঘুনন্দন অতি বয়ঃক্রম শিশুমতি
খাও বলে কান্দিতে কান্দিতে।
কৃষ্ণ সে প্রেমের বশে না রাখিয়া অবশেষে
সকল খাইলা অলক্ষিতে॥
আসিয়া মুকুন্দ দাস কহে বালকের পাশ
প্রসাদ নৈবেদ্য আন দেখি।
শিশু কহে বাপ শুন সকলি খাইলা পুন
অবশেষ কিছুই না রাখি॥
শুনি অপরূপ হেন বিস্মিত হৃদয়ে পুন
আর দিন বালকে কহিয়া।
সেবা অনুমতি দিয়া বাড়ীর বাহির হৈয়া
পুন আসি রহে লুকাইয়া॥
শ্রীরঘুনন্দন অতি হইয়া হরিষ-মতি
গোপীনাথে লাড়ু দিয়া করে।

খাও খাও বলে ঘন অৰ্দ্ধেক খাইতে হেন
সময়ে মুকুন্দ দেখি দ্বারে॥
যে খাইল রহে তেন আর না খাইলা পুন
দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে ভোর।
নন্দন করিয়া কোলে গদগদ স্বরে বলে
নয়ানে বরিখে ঘন লোর॥
অদ্যাপি শ্রীখণ্ডপুরে অর্দ্ধলাড়ু আছে করে
দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে।
অভিন্ন মদন যেই শ্রীরঘুনন্দন সেই
এ উদ্ধব দাস রস ভণে॥ ৬॥

তথারাগ

পূরবে শ্রীদাম এবে অভিরাম
মহাতেজপুঞ্জরাশি।
বাঁশী বাজাইতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
শ্রীখণ্ড গ্রামেতে আসি॥
দেখিয়া মুকুন্দে কহয়ে সানন্দে
কোথায় রঘুনন্দন।
তাহারে দেখিতে আইলাম এথাতে
আনি করাও দরশন॥
শুনি ভয় পাঞা রাখে লুকাইয়া
গৃহেতে দুয়ার দিয়া।
তেহোঁ নাহি ঘরে বলি স্তুতি করে
অভিরাম গেলা না দেখিয়া॥
বড়ডাঙ্গি নামে স্থান নিরজনে
নৈরাশ হইয়া বসি।
বুঝি তার মন শ্রীরঘুনন্দন
অলখিতে মিলে আসি॥
দেখিয়া তাহারে দণ্ডবৎ করে
দুই চারি পাঁচ সাতে।
শ্রীরঘুনন্দন করি আলিঙ্গন
আনন্দ আবেশে মাতে॥
তবে দুহুঁ মেলি নাচে কুতূহলী
নিজপহুগুণ গাইয়া।
চরণ ঝাড়িতে নূপুর পড়িল
আকাইহাটেতে যাইয়া॥
অভিরাম সনে শ্রীরঘুনন্দনে
মিলন হইল শুনি।
সঘনে মুকুন্দ হই নিরানন্দ
কান্দে শিরে কর হানি॥
পত্নীর সহিতে বিষাদিত-চিতে
আইল দোঁহার পাশ।
দুহুঁ নৃত্য গীত দেখি হরষিত
ভণয়ে উদ্ধবদাস॥ ৭॥

প্রার্থনা

তথারাগ

জয় রে জয়রে শ্রী নিবাস নরোত্তম
রামচন্দ্র শ্রীগোবিন্দদাস।
জয় শ্রীগোবিন্দ গতি অগতি জনার গতি
প্রেমমূরতি পরকাশ॥
শ্রীদাস গোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী শ্রীগোবিন্দ
শ্রীরামচরণ শ্রীল ব্যাস।
শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী কবিরাজ নৃসিংহ খ্যাতি
কর্ণপুর শ্রীবল্লবীদাস॥
শ্রীগোপীরমণ নাম ভগবান গোকুলাখ্যান
ভক্তি-গ্রন্থ কৈলা পরকাশ।
প্রভুর প্রেয়সী রামা শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া নামা
জাজীগ্রামে সতত বিলাস॥
শ্রীমতী দ্রৌপদী আর শ্রীঈশ্বরী খ্যাতি যাঁর
গৌরপ্রেম ভক্তিরসে ভাসে।
প্রভুর কন্যা হেমলতা সর্ব্বলোকে যশখ্যাতা
স্মরণ মনন রসোল্লাসে॥
রামকৃষ্ণ মুকুন্দাখ্যা চট্টরাজ যাঁর ব্যাখ্যা
শুদ্ধ ভক্তিমতবিনির্যাস।
রাঢ়দেশে সুধানিধি মণ্ডল ঠাকুর খ্যাতি
প্রভুপদে সদৃঢ় বিশ্বাস॥
ঘটক শ্রীরূপ নাম রসবতী রাই শ্যাম-
লীলার ঘটনারসে ভাস।
শ্রীবীর হাম্বির নাম বিষ্ণুপুর রাজধাম
যেঁহো আদি শাখা প্রভু পাশ॥
চট্টরাজ কুলোদ্ভব গোপীজন বল্লভ
সদা প্রেমসেবা অভিলাষ।
শ্রীঠাকুর মহাশয় তাঁর যত শাখা হয়
মুখ্য কিছু করিয়ে প্রকাশ॥

রামকৃষ্ণ আচার্য্য খ্যাতি   গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী
ভক্তিমূর্ত্তি গামিলা নিবাস।
রূপ রাধুরায় নাম   গোকুল শ্রীভগবান
ভক্তিমান শ্রীউদ্ধব দাস॥
শ্রীল রাধাবল্লভ   চাঁদ রায় প্রেমার্ণব
চৌধুরী শ্রীখেতরি নিবাস।
শ্রীরাধামোহনপদ   যাঁর ধনসম্পদ
নাম গায় এ উদ্ধব দাস॥ ৮॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা

আশোয়ারী

জয় ব্রজরাজ কোঙর।
গোকুল উদয়গিরি চাঁদ উজোর॥ধ্রু॥
কোটি ইন্দু জিনি মুখ তনু জলধর।
একত্রে উদয়ে আলো করিয়াছে ঘর॥
মুখ নীল সরোরুহ বিম্বু অধর।
অরুণকমল শ্রুতি নয়ান ভ্রমর॥
করভ জিনিয়া কর রক্ত পদ্মবর।
নীল ধরাধর উর নাভি সরোবর॥
সিংহের শাবক কটি অতি মনোহর।
উলটি কদলী উরু দেখিতে সুন্দর॥
ও থল-কমল জিনি চরণ রাতুল।
হেরিয়া উদ্ধব পহুঁ চিত মন ভুল॥ ৯॥

শ্রীরাধার জন্মলীলা

আশোয়ারী

জয় জয় শ্রীবৃষভানুতনি।
অবনী উয়ল থির বিজুরী জিনি॥
অরুণ অধর মুখ চন্দ্র হেন ভাস।
উগারে অমিয়া তাহে মৃদুমন্দ হাস॥
নয়নযুগল শ্রুতি অতি মনলোভা।
করপদতল এই অষ্ট পদ্মশোভা॥
মুখইন্দু গণ্ডযুগ ভালে অর্দ্ধ চান্দে।
করপদনখে কত বিধু পাড়ি কান্দে॥
কনকমৃণাল ভুজ নাভি সরোবর।
এ দাস উদ্ধব হেরি চিত মনোহর॥ ১০॥

ঝুমর

বৃষভানুপুরে আজু আনন্দ বাধাই।
রত্নভানু সুভানু নাচয়ে তিন ভাই॥
দধি ঘৃত নবনীত গোরস হলদি।
আনন্দে অঙ্গনে ঢালে নাহিক অবধি॥
গোপ গোপী নাচে গায় যায় গড়াগড়ি।
মুখরা নাচয়ে বুড়ী হাতে লৈয়া নাড়ি॥
বৃষভানু রাজা নাচে অন্তর-উল্লাসে।
আনন্দ বাধাই গীত গায় চারি পাশে॥
লক্ষ লক্ষ গাবী বৎস অলংকৃত করি।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান আপনা পাসরি॥
গায়ক নর্ত্তক ভাট করে উতরোল।
দেহ দেহ লেহ লেহ শুনি এহি বোল॥
কন্যার বদন দেখি কীর্ত্তিদা জননী।
আনন্দে অবশ দেহ আপনা না জানি॥
কত কত পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া উদয়।
এ দাস উদ্ধব হেরি আনন্দ হৃদয়॥ ১১॥

বিশ্বরূপদর্শন

বিভাস

বাল গোপাল রঙ্গে   সমবয় সখা সঙ্গে
হামাগুড়ি আঙ্গিনায় খেলায়।
তেজিয়া মাখন সরে   তুলিয়া কমলকরে
মৃত্তিকা মনের সুখে খায়॥
বলরাম তা দেখিয়া   যশোদা নিকটে যায়্যা
কহিলা ভাইয়ের এই কথা।
শুনি তবে যশোমতী   আইলা তুরিত গতি
গোপাল খাইছে মাটি যথা॥
মায় দেখি মাটি ফেলে   না খাই না খাই বোলে
আধ আধ বদন ঢুলায়।
মুখ নিরখয়ে রাণী   ধরিয়া যুগল পাণি
মন-দুখে করে হায় হায়॥
এ খির নবনী সর   কিবা নাহি মোর ঘর
মৃত্তিকা খাইছ কিবা সুখে।
পিতা যার ব্রজরাজ   তার কি এমন কাজ
শুনিলে হইবে মনে দুখে॥

এতেক বলিয়া রাণী কোলে করি নীলমণি
ছলছল ভেল দু নয়ান।
এ উদ্ধব দাস গীতে যশোমতী হরষিতে
অনিমিখে নেহারে বয়ান॥ ১২॥

তথারাগ

বদন মেলিয়া গোপাল রাণী পানে চায়।
মুখ মাঝে অপরূপ দেখিবারে পায়॥
এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দ ভুবন।
সুরলোক নাগলোক নরলোকগণ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গোলোক আদি যত ধাম।
মুখের ভিতর সব দেখে নিরমাণ॥
শেষ মহেশ ব্রহ্মা আদি স্তুতি করে।
নন্দ যশোমতী আর মুখের ভিতরে॥
দেখি নন্দ ব্রজেশ্বরী বচন না স্ফুরে।
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিলুঁ হেন মনে করে॥
নিজ প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই না মানে।
আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাণ মাত্র জানে॥
ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আশ্চর্য্য বিধান।
পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে কর দান॥
এ দাস উদ্ধবে কহে ব্রজেশ্বরীর প্রেম।
কিছু না মিলায় যেন জাম্বুনদ হেম॥ ১৩॥

ফলক্রয়লীলা

ভাটিয়ারি

এক দিন মথুরা হৈতে ফল লৈয়া আচম্বিতে
আইলা সে ফল বেচিবারে।
ফল লেহ ফল লেহ ডাকে পুন পুন সেহ
নামাইলা নন্দের দুয়ারে॥
ব্রজশিশু শুনি তায় ফল কিনিবারে ধায়
বেতন লইয়া পরতেকে।
কিনি কিনি ফল খায় আনন্দিত হিয়ায়
পসারী বেড়িয়া একে একে॥
শুনি কৃষ্ণ কুতুহলী ধান্য লইয়া একাঞ্জলি
কর হৈতে পড়িতে পড়িতে।
পসারী নিকটে আসি ফল দেও বলে হাসি
ধান্য দিল ফলাহারী হাতে॥
ধান্য লইয়া ফলাহারী পুন পুন মুখ হেরি
নিমিষ তেজিল পসারিণী।
এ দাস উদ্ধব কয় কহিলে কহিল নয়
ভুবনমোহন রূপখানি॥ ১৪॥

যাজ্ঞিকপত্নীর অন্নভোজন

এক

ভাটিয়ারি

শ্রীনন্দনন্দন করি গোচারণ
মলিন ও মুখ-শশী।
সঙ্গে হলধর সব সহচর
বংশীবটতলে বসি॥
সকল রাখাল ক্ষুধায় আকুল
কহয়ে তেজিয়া লাজ।
হৃদয় বুঝিয়া কি খাবে বলিয়া
পুছয়ে রাখালরাজ॥
বটু কহে ভাই অন্ন খাইতে চাই
যদি খাওয়াইতে পার।
তবে সুখ পাই গোধন চরাই
কিছু না চাহিয়ে আর॥
বটুর বচন শুনিয়া তখন
হাসি নবঘন শ্যাম।
এ উদ্ধবদাস চির দিন আশ
পুরাহ মনের কাম॥ ১৫॥

দুই

শ্রীরাগ—একতালী

শ্রীদাম সুদামে ডাকি কহয়ে কানাই।
যাজ্ঞিক নিকটে চাহি অন্ন আন যাই॥
কহ গিয়া যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ আগে।
রামকৃষ্ণ ক্ষুধায় তোমারে অন্ন মাগে॥
শুনিয়া শ্রীদাম গিয়া মুনি বরাবর।
রামকৃষ্ণ অন্ন চাহে কি কহ উত্তর॥
মুনি কহে কোন রামকৃষ্ণ কহ শুনি।
বলে ব্রজরাজসুত পরিচয় জানি॥
অরুণনয়নে মুনি সক্রোধ বচন।
যজ্ঞভাগ চাহে গোপের নন্দন॥

দেবতারে অন্ন নাহি করি সমর্পণে।
গোপ জাতি আগে মাগে ভয় নাহি মনে॥
নিন্দা শুনি শ্রীদামাদি ফিরিয়া আইলা।
মুনির ভৎর্সনা রামকৃষ্ণেরে কহিলা॥
অন্ন নাহি দেয় আর কহে কটুবাণী।
শুনিয়া উদ্ধবদাসের কাতর পরাণি॥ ১৬॥

তিন

তথারাগ

শুনিয়া শ্রীদামের কথা অন্তরে পাইয়া বেথা
কহে তুমি যাহ পুনর্ব্বার।
যাঁহা যজ্ঞপত্নী রহে কহ কৃষ্ণ অন্ন চাহে
শুনিলে নৈরাশ নহে আর॥
শুনি আর বার ধাই যজ্ঞপত্নী স্থানে যাই
কৃষ্ণআজ্ঞা কহিলা সত্বর।
কহি তোমাদের আগে রামকৃষ্ণ অন্ন মাগে
ইথে মোরে কি কহ উত্তর॥
শুনি কৃষ্ণপরসঙ্গ প্রেমে পরিপূর্ণ অঙ্গ
থরে থরে থালী সাজাইয়া।
দিব্য অন্ন ভরি ভরি চলিলা যে সারি সারি
কুলভয় লজ্জা তেয়াগিয়া॥
আর এক মুনির নারী তার পতি করে ধরি
রাখিলা নির্জ্জন গৃহে তারে।
যাইবারে না পাইয়া নিজ তনু তেয়াগিয়া
শ্রীকৃষ্ণ ভেটিল দেহান্তরে॥
নানা অন্ন ব্যঞ্জন লৈয়া মুনিপত্নীগণ
যেখানে বসিয়া রামকানু।
নবঘন শ্যাম দেখি প্রেমে ছলছল আঁখি
সমর্পিল অন্ন সহ তনু॥
নিরখিয়া শ্যামরূপ কি কোটি কন্দর্পভূপ
পদতলে করয়ে নিছনি।
এ উদ্ধবদাস কয় লখিলে লখিল নয়
অখিল অমিয়ারসখনি॥ ১৭॥

চার

মঙ্গল

নবঘন জিনি তনু দখিণ করেতে বেণু
সুবলের কান্ধে বামভুজ।
চূড়া বান্ধা শিখিপুচ্ছ বরিহা মালতীগুচ্ছ
ভাঙ ভৃঙ্গ নয়ান অম্বুজ॥
অলকা তিলক ভালে কাণে মকরকুণ্ডলে
পাকা বিম্ব জিনিয়া অধর।
দশন মুকুতা পাঁতি কম্বুকণ্ঠ শোভে অতি
মণিরাজ হিয়া পরিসর॥
বনমালা তঁহি লম্বে সারি সারি অলি চুম্বে
ক্ষীণ কটি সুপীত বসন।
নাভি সরোবর পাশে ত্রিবলীলতিকা ভাসে
মগন রমণী মীন মন॥
রামরম্ভা উরুছান্দে কত বিধু নখচান্দে
অরুণকমল পদতলে।
দাড়াঞা কদম্ব তলে বঙ্কিম লগুড় হেলে
রঙ্গভঙ্গী নয়ানঅঞ্চলে॥
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম রঙ্গে বেশ নটবরভঙ্গে
হাসিয়া মধুর মৃদু বোলে।
এ দাস উদ্ধব ভণে ভুলিল রমণীগণে
রূপ দেখি নিমিখ না চলে॥ ১৮॥

পাঁচ

রামকেলি

যজ্ঞপত্নী অন্ন দিয়া নয়ানইঙ্গিত পায়্যা
নিজ গৃহে করিলা গমনে।
অন্ন পাই বন মাঝে আনন্দে রাখালরাজে
সখা সহ বসিলা ভোজনে॥
অগ্রজ শ্রীবলরাম কৃষ্ণ করি নিজ বাম
চৌদিগে বেঢ়িয়া সব সখা।
আনিয়া পলাশ পাত বাঢ়িলা ব্যঞ্জন ভাত
কি আনন্দ নাহি তার লেখা॥
খাইতে খাইতে সুখে কেহ দেই কারু মুখে
বন্য ভোজন রসকেলি।
খাইতে খাইতে আগে ব্যঞ্জন যে ভাল লাগে
প্রশংসি প্রশংসি ভাল বলি॥
কক্ষতালি দিয়া দিয়া ভুঞ্জয়ে আনন্দ হিয়া
সুখের সাগর মাঝে ভাসে।
ভোজন হইল সায় আচমন কৈলা তায়
গুণ গায় এ উদ্ধবদাসে॥১৯॥

রাখালরাজা

তুড়ী

রাখালে রাখালে মেলা খেলিতে বিনোদ খেলা
অতিশয় শ্রম সভাকার।
ননীর পুতলী শ্যাম রবির কিরণে ঘাম
স্রবে যেন মুকুতার হার॥
শ্রীদাম আসিয়া বোলে বৈসহ তরুর তলে
কানাই হইবে মাঠে রাজা।
যমুনাপুলিনে ভাই কংসের দোহাই নাই
কেহু পাত্র মিত্র কেহু প্রজা॥
বনফুল আন যত সপত্র কদম্ব শত
অশোক পল্লব আম্র-শাখা।
শুনি শ্রীদামের কথা সকল আনিল তথা
নবগুঞ্জাগুচ্ছ শিখীপাখা॥
গাঁথিয়া ফুলের মালে কদম্ব তরুর তলে
রাজপাট করি নিরমাণ।
এ উদ্ধব দাসে ভণে কক্ষতালি ঘনে ঘনে
আবা আবা বাজায় বয়ান॥ ২০॥

ধানশী

বিবিধ কুসুম দিয়া
সিংহাসন নিরমিয়া
কানাই বসিলা রাজাসনে।
রচিয়া ফুলের দাম
ছত্র ধরে বলরাম
গদগদ নেহারে বদনে॥
অশোক পল্লব ধরে
সুবল চামর করে
সুদামের করে শিখিপুচ্ছ।
ভদ্রসেন গাঁথি মালে
পরায় কানাইর গলে
শিরে দেয় গুঞ্জাফলগুচ্ছ॥
স্তোককৃষ্ণ পুতি বানা
ঠাঁঞি ঠাঁঞি বসাইলা থানা
আজ্ঞা বিনে আসিতে না পায়।
শ্রীদামাদি দূত হৈয়া
কানাইর দোহাই দিয়া
চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়॥
করযুগ যুড়ি তথি
অংশুমান করে স্তুতি
রাজ-আজ্ঞা বচন চালায়।
বটু করে বেদধ্বনি
পড়ে আশীর্ব্বাদ-বাণী
দাম বসুদাম নাচে গায়॥
অতি মনোহর ঠাট
নিরমিয়া রাজপাট
কতেক হইল রসকেলি।
এ উদ্ধবদাস কয়
সখ্যদাস্যরসময়
সেবয়ে সকল সখা মেলি॥ ২১॥

বনভোজন

শঙ্করাভরণ—সম তাল

তোর এ'ঠো বড় মিঠ লাগে কানাই রে।
খাইতে বড় সুখ পাই তেঞি তোর এ'ঠো খাই
খেত্যে খেত্যে বেতে (মুখ) হৈতে
দিতে হৈল ভাই রে॥ ধ্রু॥
ও রাঙ্গা অধর মাঝে না জানি কি মধু আছে
আমরা তোর চান্দমুখের বালাই যাই রে।
এই উপহার নেও খাইয়া আমাদিগে দেও
এ দাস উদ্ধবে মোরা কিছু দিতে চাই রে॥
॥ ২২॥

শ্রীরাধার রূপ

মায়ূর

নবগোরোচন জিনিয়া বরণ
তপত কাঞ্চনগোরি।
ইন্দীবরবর প্রবরঅম্বর
শোভিত নবকিশোরি॥

সীঁথে রচিত মণি।
বেণি ব্যালাঙ্গনাফণা জিনি।
উপমার ঘটা প্রহারিয়া ছটা
ও চাঁদবদনখানি॥
নবেন্দুনিন্দিত ভাল সুদীপত
কস্তুরিতিলক শোভা।
ভুরু সুবলনি কামধনু জিনি
অলকা চঞ্চলপ্রভা॥
আঁখি চারু চকোরি।
ঘন কাজর তহিঁ উজোরি।
তিলফুলজিত নাসাগ্র শোভিত
মুকুতা উজোর-কারি॥
অধর বান্ধুলি জিনি কুন্দ-কলি
মুকুতা দশনপাঁতি।
রতনে জড়িম কর্ণিকার হেম
শোভিত যুগল শ্রুতি॥
কিবা চিবুক পরি।
তহিঁ শোভয়ে বিন্দু কস্তুরি।
সোণার কমল চুম্বয়ে চঞ্চল
যৈছন শ্যাম ভ্রমরি॥
গ্রীবায় উজোর রত্নমণিহার
কম্বুকণ্ঠমনোহরা।
ভুজযুগশোভা চিতমনলোভা
কনকমৃণাল পারা॥
কঙ্কণ বলয়া বনি।
নিল চুড়িতে খচিত মণি।
যুগ করতল অরুণ কমল
দশনখ চাঁদ জিনি॥
বরাঙ্গুলি পরি রতনঅঙ্গুরি
উরে হার মনোরমা।
কুচযুগ কলি বিচিত্র কাঁচলি
সুবলিত অনুপামা॥
তহিঁ মুকুতা হারা।
হৃদি মাঝে অতি উজিয়ারা।
কিয়ে মনোহর সুমেরুশিখর
বেঢ়ি সুরধুনি ধারা॥
নাভির উপর রোমাবলি বর
চঞ্চল ভুজগি হেন।
খিণমধ্যভঙ্গ ভয়েতে বান্ধল
ত্রিবলি লতায় যেন॥
মণিরসনা রটে।
অতি সুন্দর নিতম্বতটে।
রামরম্ভা জিতি উরু স্তম্ভাকৃতি
শোভয়ে তার নিকটে॥
জানু সুগঠন বিচিত্র বসন
সুরঙ্গ ঘাগরি সাজে।
শরদকমল দল পদতল
রতনমঞ্জির বাজে॥
পদাঙ্গুলি নখরে।
কোটি পূর্ণিমা ইন্দু উজোরে।
রাজহংসবর গমন মন্থর
জিনি মত্ত করিবরে॥
শ্রীঅঙ্গসৌরভে অলি মধু লোভে
উনমত কত ধায়।
চরণ নিয়ড়ে উড়ি উড়ি পড়ে
গুনগুন স্বরে গায়॥
অরুণকমলভ্রমে।
মধু পিয়ে মনোরমে।
এ উদ্ধবদাস করতহি আশ
সেবা অনুগতক্রমে॥ ২৩॥

তথারাগ

রাধামুখ কণ্ডল বিমল
নিরখি চিত রিঝাওয়ে।
কোটি চন্দ্র কোটি ভানু
মদন ছবি নিছাওয়ে॥
ভাল সুন্দর অতি মনোহর
কুবলয় দলনয়নী।
অধর অরুণ মুকুতা দশন
হাস অমিয়া বয়নী॥
শ্রবণভূষণ জিনি রবিছবি
বেশরযুত নাসা।
ঘন মৃগমদতিলক অলক
খলিত চাঁচর কেশা॥

জিনি নবঘন নীল বসন
গলে গজমোতি হার।
ত্রিভুবন মন মোহিনি রূপ
উদ্ধব বলি হার॥ ২৪॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

সিন্ধুড়া

কদম্বের বনে থাকে কোন জনে
কেমন শবদ আসি।
এ কি আচম্বিতে শ্রবণের পথে
মরমে রহিল পশি॥
সান্ধাঞা মরমে ঘুচাঞা ধরমে
করিল পাগলী পারা।
চিত থির নহে সোয়াস্থ্য না রহে
নয়নে বহয়ে ধারা॥
কি জানি কেমন সেই কোন জন
এমন শবদ করে।
না দেখি তাহারে হৃদয় বিদরে
রহিতে না পারি ঘরে॥
পরাণ না ধরে ধকধক করে
রহে দরশন আশে।
যবহুঁ দেখিবে পরাণ পাইবে
কহয়ে উদ্ধব দাসে॥ ২৫॥

ধানশী

পহিলে শুনিলুঁ অপরূপ ধ্বনি
কদম্বকানন হৈতে।
তার পর দিনে ভাটের বর্ণনে
শুনি চমকিত চিতে॥
আর এক দিন মোর প্রাণসখি
কহিলে যাহার নাম।
গুণিগণগানে শুনিলুঁ শ্রবণে
তাহার এ গুণগাম॥
সহজে অবলা তাহে কুলবালা
গুরুজনজ্বালা ঘরে।
এ হেন নাগরে আরতি বাড়য়ে
[illegible] ধরে॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে দঢ়াইলুঁ
পরাণ রবার নয়।
করহ উপায় কৈছে মিলয়
এ দাস উদ্ধবে কয়॥ ২৬॥

কামোদ

কালিয়ার রূপ মরমে লাগিয়া
সোয়াস্থ্য না হয় মনে।
বিরলে বসিয়া সখীরে কহই
দেখাইলে রহে প্রাণে॥
এ বোল শুনিয়া বিশাখা ধাইয়া
শ্যাম কলেবর দেখি।
রাইয়ের গোচরে দেখাবার তরে
পটের উপরে লেখি॥
আনি চিত্রপট রাইয়ের নিকট
সমুখে রাখিলা সখী।
সে রূপ দেখিয়া মূরছিত হৈয়া
পড়িলা কমলমুখী॥
মন্দাকিনী পারা কত শত ধারা
ও দুটি নয়ানে বহে।
করহ চেতন পাবে দরশন
দাস উদ্ধবে কহে॥ ২৭॥

স্বয়ং দৌত্য

তথারাগ

রসিক নাগর সাজি বাজিকর
সঙ্গেত সুবল সখা।
ঢোলক বাজাইয়া দড়ি দড়া লৈঞা
ভানুপুরে দিলা দেখা॥
ধূলা মাখি গায় জুপুপ ঝুলায়
নটপটি পাগ শিরে।
সুবল সখার কান্ধে দিয়া ভার
নামাইলা ধীরে ধীরে॥
কুহক লাগাইয়া ঝুলি যে খুলিয়া
মুকুতা বাহির করে।
উগারে বদনে বহুমূল্য ধনে
রাখে সব থরে থরে॥

পেটে গুয়া দিয়া   বাঁশেতে চড়িয়া
ঘুরয়ে কতেক পাকে।
দড়া বান্ধি তায়   হাঁটি হাঁটি যায়
সুতা উগারয়ে নাকে॥
দেখিতে যতনে   সব গোপীগণে
সঙ্গে রসবতী রাই।
আমার মহলে   আইস আইস বলে
সভাই দেখিতে চাই॥
শুনি বাজিকর   চলে তার ঘর
লইয়া সকল সাজে।
শিরে পদ দিয়া   পড়ে উলটিয়া
রাইয়ের আঙ্গিনা মাঝে॥
কতেক কুহক   দেখায় কৌতুক
শিরে হাঁটি হাঁটি চলে।
ধনী হাসি মন   বিচিত্র বসন
বাজিকর শিরে ফেলে॥
বসন না লয়   আর ধন চায়
কহে সুবদনী পাশে।
হিয়ার মাঝে   হেমঘট আছে
দিয়া পুর অভিলাষে॥
শুনিয়া নাগরী   বুঝিলা চাতুরী
চমকিত হৈলা মনে।
হেন বাজিকর   না দেখিয়ে আর
কত চাটপনা জানে॥
যমুনার কূলে   সুরতরু মূলে
সকল সাধিবা তথা।
এ উদ্ধব সাথে   চলিলা তুরিতে
বুঝিয়া সংকেতকথা॥ ২৮॥

মান প্রকারান্তর

সুহই

প্রিয়সখি নিকটে   যাই কহে দ্রুতগতি
শুন ধনি চতুরিণি রাধে।
চন্দ্রাবলি সঞে   কানু রজনি আজু
কামে পুরায়ল সাধে॥
ঐছন শুনইতে বাত।
অরুণিত লোচন   গরগর অন্তর
রোখে পূরল সব গাত॥ ধ্রু॥
আপনক কামে   কামি যেই কামিনী
রসিক মরম নাহি জান।
সে মঝু বিদগধ   নাহক বলে ছলে
কতনা কয়ল অপমান॥
চঞ্চল মনহি   থীর নাহি হোয়ত
কামে লুবধচিত কান।
ঐছন নাহক   বদন না হেরব
উদ্ধব দাস পরমাণ॥ ২৯॥

তিরোথা ধানশী

কত রূপে মিনতি করল বর নাহ।
গলে পীতাম্বর   ঠাড়হি কর যোড়ি
তব ধনি পালটি না চাহ॥ ধ্রু॥
তবহুঁ রসিকরাজে   সিরজিয়া মন মাঝে
গদগদ কহে আধ বাত।
পাঁচবদন অহি   মঝু পদে দংশল
জরজর ভেল সব গাত॥
এত কহি নাগর   কাঁপই থর থর
মুরছি পড়ল সোই ঠাম।
কি ভেল কি ভেল   বলি রাই ধাই চলি
কোরে কয়ল ঘনশ্যাম॥
শিতল সলিল লেই   নয়নে বয়নে দেই
নীলবসনে করু বায়।
চেতন পাইয়া হরি   উঠল অঙ্গ মোড়ি
উদ্ধবদাস গুণ গায়॥ ৩০॥

তথারাগ

দূরে গেও মানিনি মান।
রাইক কোরে মগন ভেল কান॥
অরুণ উদয় ভেল দেখি অতি ভীত।
নাগর নাগরি চমকিত চীত॥
শ্যামকরে ধরি ধনি কহে মৃদু বোল।
নিজ গৃহে চল অব সহ উতরোল॥

দেবআরাধনে আয়ব হাম।
পুন দরশন হোয়ব সোই ঠাম॥
রসিকশেখর তুহুঁ বিদগধ কান।
হাম অবলা গুণহিন মতি বাম॥
কঠিন বচন হাম যে কহলুঁ তোয়।
ইথে কিছু অপরাধ না লহবি মোয়॥
এত কহি দুঁহু জন চলু নিজ গেহ।
মন্দিরে আয়ল লখই না কেহ॥
ঐছন রসময় দুহুঁক চরীত।
উদ্ধব দাস হেরি হরষিত চীত॥ ৩১॥

অকারণ মান

এক

ভাটিয়ারি

তরু পর বৈয়া শুক ফুকারিয়া
কহয়ে আপন স্বরে।
কানুরে লৈয়া চলিল ধাইয়া
পদ্মা সহচরী ঘরে॥
শুকের বচন শুনি বিনোদিনী
অরুণ যুগল আঁখি।
অবনত মুখে মন্দমৃদু স্বরে
কহে গদগদ ভাখি॥
পদ্মার সখীর সঙ্গীত সুন্দর
শ্যাম মধুকররাজ।
যৈছে রসবতী তৈছন রসিক
মোর সনে নাহি কাজ॥
কামকলারসে কয়ল সরসে
জানয়ে কামের রীত।
কামুকী বুঝিয়া কামুক নাগর
তা সঞে কয়ল প্রীত॥
তুহুঁ যাই সখি এ সব বচন
কহবি কানুক পাশ।
শুনিতে তুরিতু নাহ নিয়ড়ে
চলিল উদ্ধব দাস॥ ৩২॥

দুই

ধানশী

সহচর লৈয়া যেখানে বসিয়া
আছয়ে নাগররাজ।
দুতী দ্রুতগতি যাইয়া নয়ন-
ইঙ্গিতে কহল কাজ॥
চতুর নাগর ধরি তার কর
নিরজনে চলি যাই।
কি লাগি বিরস বদন তোহারি
বিবরি কহ বুঝাই॥
সখী কহে শুনি শুকের শবদ
আন সঞে তুয়া কাম।
সহজে মানিনী ভৈগেল দ্বিগুনি
না শুনে তোহারি নাম॥
এত শুনি হরি ব্যাজ পরিহরি
মিলল রাইক পাশ।
হেরি ভয়ে ভীত মানিনীচরিত
কহয়ে উদ্ধবদাস॥ ৩৩॥

তিন

সুহই

সুন্দরি দূরে কর বিপরিত রোষ।
বনচর পাখি- বচন শুনি মানিনি
না বিচারি গুণ কিয়ে দোষ॥
যো যৈছে পাখিক পাঠ পঢ়ায়ত
তৈছন কহতহি ভাখি।
কাহা সোই কাহা মুঞি কাহা বিলসন ভই
এ তুয়া সহচরি সাখী॥
তুহুঁ যব মোহে ছোড়ি সুখ পাওবি
হাম নাহি ছোড়ব তোয়।
তুয়া পদনখমণি- হার হৃদয়ে ধরি
দিশি দিশি ফীরব রোয়॥
এত শুনি মানিনি ঐছে কাতর বাণি
আকুল থেহ না পায়।
অভিমান পরিহরি বৈঠলি সুন্দরি
আধ নয়ানে মুখ চায়॥

নাহ রসিকবর কোরে আগোরল
দুহুঁক নয়নে ঝরু বারি।
দুহুঁ করে দুহুঁক নয়ন লোর মোছই
উদ্ধব দাস বলিহারি॥ ৩৪॥

চার

সিন্ধুড়া

যমুনা সমীপ নীপ তরু হেলন
শ্যামর মুরলিক রন্ধে।
রাধা চন্দ্রা- বলিত বিমলমুখি
গাওয়ে গীত পরবন্ধে॥
শুনি ধনি রাই রোখে ভেল গর গর
থর থর কম্পিত অঙ্গ।
চন্দ্রাবলি বলি বংশী বাজাওত
বিলসয়ে তাকর সঙ্গ॥
এত কহি মানে মলিন ভেল বিধুমুখ
ঢর ঢর অরুণ নয়ান।
কহতহি চপল- চরিত সঞে পিরীতি
আজু হোয়ল সমাধান॥
রাইক নিরস বচন শুনি এক সখি
মন মাহা দুখচয় পাই।
কানুক নিয়ড়ে কহিতে সব বিবরণ
উদ্ধব সঞে চলি যাই॥ ৩৫॥

পাঁচ

সুহিনী

শুন শুন নীলজ কান।
কৈছন মুরলিক গান॥
চন্দ্রাবলি বলি গীত।
এ কিয়ে চপল চরীত॥
শুনি ধনি কয়লহি মান।
কি করবি অব সমাধান॥
শুনি হরি সচকিত ভেল।
সো সখি সঞে চলি গেল॥
নাগর হেরইতে রাই।
অধিক রোখ নিরমাই॥
সমুখে যুড়িয়া দুই হাত।
নাগর কহে মৃদু বাত॥
হাম করু তুয়া গুণ গান।
না বুঝি করসি তুহুঁ মান॥
কাহে ভেলি অরুণনয়ান।
উদ্ধব দাস গুণ গান॥ ৩৬॥

ছয়

কেদার

কর যোড়ি কানু কয়ল কত কাকুতি
শ্রবণে সরল ভৈ রাধা।
বিমুখ বদন পুন ফেরি নেহারই
মুদিত উদিত দিঠি আধা॥
নাগর চতুর বুঝিয়া তছু অন্তর
ধাই কয়ল ধনি কোর।
হেরইতে দুহুঁক বদন দুহুঁ ঢর ঢর
দুহুঁক গলয়ে দিঠি লোর॥
ধৈরজ ধরি দুহুঁ দুহুঁ মুখ চুম্বই
গদগদ মধুরিম ভাষ।
চামরবীজন করত সখীগণ
হেরত উদ্ধব দাস॥ ৩৭॥

সাত

তিরোথা

দেখ রাই কানু সখি সনে
দুহুঁ বসিয়াছে নিরজনে।
রসপরসঙ্গ কহিতে কহিতে
খলিত ভেল বচনে॥
কহে তুয়া মুখ বলি যাই
কত চন্দ্রাবলি নিছাই।
শ্যামবদনে শুনিতে বচনে
কোপে ভরল রাই॥
কহে কি কহলি কহ ফেরি
উহ নাম শুনি পুন বেরি।
মো সঞে কপট পিরীতি তোহারি
মরম বুঝলুঁ তোরি॥

কহি রাই উঠয়ে রোখাই
ধনি মুখ ফেরি চলি যাই।
তব শ্যাম নাগর ক্ষেম ক্ষেম কহি
বাহু ধরল ধাই॥
কত সাধয়ে মধুর ভাখি
ভই সজল যুগল আঁখি।
কহ শুনিতে হামারি জুড়াক শ্রবণ
অমিয়া বচন মাখি॥
তুয়া চন্দ্রনিচয় মুখ
হেরি হোয়ত বহু সুখ।
তুহুঁ উলটি বুঝিয়া রোখে ভরলি
পাওলি বহুত দুখ॥
ধনি বুঝিয়া বচনছন্দ
তব লাজে ভৈ গেল ধন্দ।
পুন ধৈরজ ধরিয়া অবনত মুখে
কহয়ে মধুর মন্দ॥
তব সরমে ভরমে ভোর
শ্যাম রাই কয়ল কোর।
হেরি উদ্ধবদাস হৃদয় আনন্দ
যৈছন চাঁদ চকোর॥ ৩৮॥

কারণাভাস মান

ভূপালী

রসবতি যাই রসিকবর ঠাম।
শ্যামতনুমুকুরে হেরই অনুপাম॥
নিজ প্রতিবিম্ব শ্যাম অঙ্গে হেরি।
রোখি কহত ধনি আনন ফেরি॥
নাগর এত কিয়ে চঞ্চল ভেলি।
হামারি সমুখে কয়ু আন সঞে কেলি॥
এত কহি রাই করল তহি' মান।
আন ঠামে চললি উপেখিয়া কান॥
সহচরিগণ তব কতয়ে বুঝায়।
উদ্ধব দাস মিনতি করু পায়॥ ৩৯॥

ধানশী

যাঁহা সখিগণ সব রাই বুঝায়ত
তুরিতে আওল তাঁহা কান।
হেরইতে কমল- বয়নি ধনি মানিনি
অবনত করল বয়ান॥
হেরইতে নাগর গদগদ অন্তর
মন মাহা ভেল বহু ভীতে।
গলে পীতাম্বর চরণ-যুগল ধর
কহতহি গদগদ চীতে॥
সুন্দরি করহ মুঝে মান।
নিরহেতু হেতু জানি তুহুঁ রোখলি
প্রতিবিম্ব হেরি কহ আন॥ ধ্রু॥
তুয়া বিনে নয়নে আন'নাহি হেরিয়ে
না কহিয়ে আন সঞে বাত।
তোহারি সখিনি বিনে বাত না পুছিয়ে
না হাসিয়ে কাহুঁক সাথ॥
তব তুহুঁ কাহে মান মুঝে করতহি
না বুঝিয়ে তুয়া মন-কাজে।
উদ্ধব দাস মিনতি করি কহতহি
হেরহ নাগররাজে॥ ৪০॥

তথারাগ

নিজ প্রতিবিম্ব রাই যব শুনল
অবনত করু মুখ লাজে।
নিরহেতু হেতু জানি হাম রোখলুঁ
তেজলুঁ নাগররাজে॥
এত কহি রাই চীরে মুখ ঝাঁপল
বয়নে না নিকসয়ে বাণী।
রসিক শিরোমণি কোরে আগোরল
রাইক অন্তর জানি॥
অপরূপ প্রেমক রীত।
সবহুঁ সখীগণ চীত পুতলি যেন
হেরত দুহুঁক চরীত॥ ধ্রু॥
পুন সভে হাসি মন্দির সঞে নিকসল
দুহুঁ জন ভেল এক ঠাম।
মদনমহোদধি নিমগন দুহুঁ জন
উদ্ধব দাস গুণ গান॥ ৪১॥

আক্ষেপানুরাগ

তথারাগ

মুরলি রে মিনতি করিয়ে বারে বার।
শ্যামের অধরে রৈয়া রাধা রাধা নাম লৈয়া
তুমি মেনে না বাজিও আর॥
খলের বদনে থাক নাম ধরি সদা ডাক
গুরুজনা করে অপযশ।
খল হয় যেই জনা সে কি ছাড়ে খলপনা
তুমি কেনে হও তার বশ॥
তোমার মধুর স্বরে রহিতে নারিলাম ঘরে
নিঝরে ঝরয়ে দুনয়ান।
পহিলে বাজিলা যবে কুল শীল গিয়াছে তবে
অবশেষে আছে মোর প্রাণ॥
যে বাজিলা সেই ভাল ইথেই সকলি গেল
তোরে আমি কহিলুঁ নিশ্চয়।
এ দাস উদ্ধবে ভণে যে বংশীর গান শুনে
সে জন তেজই কুলভয়॥ ৪২॥

ধানশী

পঞ্চবাণধারী পরমন্দকারী
তোরে বা বলিব কি।
তোর আকর্ষণে পিরীতের ফাঁদে
আমি সে ঠেকিয়াছি॥
এত দিনে তোর মরম বুঝিলুঁ
অনঙ্গ তোহারি নাম।
অঙ্গ বা থাকিলে আর কি হইত
কি জানি কি গুণগাম॥
মনের মাঝারে পশিয়া নারীর
সরম করিলি দূর।
তার প্রতিফল হইবে তোমার
কহিলুঁ বচন গূঢ়॥
কালার পিরীতি লাগি তোর শরে
কাতর হৈয়াছি আমি।
কহয়ে উদ্ধব যে জন অন্তরে
তারে কি ছাড়িবে তুমি॥ ৪৩॥

ঝুলনলীলা

মল্লার

দেখ সখি ঝুলত রাধাশ্যাম।
বিবিধ যন্ত্র সু- মেলি সুস্বর
তান মান সুঠাম॥
আষাঢ় গত পুন মাহ শাঙন
সুখদ যমুনাতীর।
চান্দিনি রজনী সুখময় সুখোদয়
মন্দ মলয় সমীর॥
পরিপূর্ণ সরোবর প্রফুল্লিত তরুবর
গগনে গরজে গভীর।
ঘোর ঘটা ঘন দামিনি দমকত
বিন্দু বরিখত নীর॥
(তঁহি) কলপদ্রুমতল ছাহ শীতল
রচিত রতনহিণ্ডোর।
ঝুলয়ে তছুপর গোরি শ্যামর
ঝুলায়ে সখি দুই ওর॥
তড়িত ঘন জনু দোলয়ে দুহুঁ তনু
অধরে মৃদু মৃদু হাস।
বদন হেম নীল কমল বিকশিত
স্বেদবিন্দু পরকাশ॥
ছরম হেরি কোই বীজন বীজই
কপূর তাম্বুল যোগায়।
সুরট মেঘ মল্লার গাওত
মোহন মৃদঙ্গ বাজায়॥
কুসুমচয় বর হার লটকত
ভ্রমর গুণগুন রোল।
হংস সারস সুসর শবদিত
দাদুরি ঘন ঘন বোল॥
(দুহুঁ) ভালে চন্দন- চাঁদ চমকিত
তিলক রচিত কপোল।
চঞ্চল মুকুট সুচারু চন্দ্রিক
পীঠ পর বেণি দোল॥
(দুহুঁ) শ্রবণে কুণ্ডল চপল ঝলমল
হৃদয়ে শশিমণিহার।
ঝলকে আভরণ ঝঙ্কৃত ঝন ঝন
ঝঙ্কিত ঝুলনবিহার॥

(কোই) মসৃণ ঘসৃণ সুগন্ধি ছিরকত
শ্যামগোরিঅঙ্গ হেরি।
সখিভাব ইঙ্গিতহি দাস উদ্ধব
করত কুসুমক ঢেরি॥ ৪৪॥

ঝুলনলীলা

কল্যাণী

ঝুলত শ্যাম গোরি বাম
আনন্দরঙ্গে মাতিয়া।
ইষত হসিত রভসকেলি
ঝুলায়ত সব সখিনি মেলি
গায়ত কত ভাতিয়া॥ ধ্রু॥
হেম মণিযুত বর হিংডোর
রচিত কুসুম-গন্ধে ভোর
পড়ল ভ্রমরপাঁতিয়া।
নবিন লতায় জড়িত ডাল
বৃন্দাবিপিন শোভিত ভাল
চাঁদউজোর রাতিয়া॥
নবঘনতনু দোলয়ে শ্যাম
রাই সঙ্গে ঝুলত বাম
তড়িত জড়িত কাঁতিয়া।
তারামণি চন্দ্রহার
ঝুলিতে দোলিত গলে দোঁহার
হিলন দুহুঁক গাতিয়া॥
ধিধিকট ধিয়া তাথিয়া বোল
বাজে মৃদঙ্গ মোহন রোল
তিনিনা তিনিয়া তা তিয়া।
ভেদ পরশ গ্রামপুরে
ঘোর শবদ জীল সুরে
বরণ নাহিক যাতিয়া॥
মণিআভরণ কিংকিণি বঙ্ক
ঝুলনে বাজয়ে ঝুনুর ঝঙ্ক
ঝন ঝন ঝঞ্ঝাতিয়া।
রাধামোহন চরণে আশ
কেবল ভরসা উদ্ধবদাস
রীচত পুরিত ছাতিয়া॥ ৪৫॥

ঝুলনযাত্রা

মল্লার

কালিন্দীর কূল বিকশিত ফুল মত্ত অলিকুল
পড়লহি পাঁতিয়া।
নাচত মোর করতহিঁ শোর অনঙ্গ অগোর
ফিরতহিঁ মাতিয়া॥
কাননওর হেরইতে ভোর কিশোরি কিশোর
প্রেমরসে ভাসিয়া।
ঝুলন কেলি দুহুঁ জন মেলি অঙ্গে অঙ্গ হেলি
হৃদয় উল্লাসিয়া॥
কতয়ে সুতান করতহি গান রাখত মান
যন্ত্র সুরঙ্গিয়া।
দেই করতাল অতি সুরসাল কহে ভালি ভাল
বাওয়ে মৃদঙ্গিয়া॥
কত রসভাষ কমল বিকাশ মৃদু মৃদু হাস
দুহুঁচন্দ্রাননে।
উদ্ধবদাস চিতমনআশ দুহুঁক বিলাস
দরশন কাননে॥ ৪৬॥

গোষ্ঠে মিলন

সুহই

রাধার প্রেমের ভরে বিনোদ নাগর।
ধরি সুবলের করে কাতর অন্তর॥
দোঁহে চলি আয়ল নিকুঞ্জক মাঝ।
রাইকুণ্ডতীরে সে বসিলা রসরাজ॥
বৃন্দা দেখি তহিঁ মীলল যাই।
তাহে মিনতি বহু করল কানাই॥
শুনি আওল সোই রাইক পাশ।
উদ্ধব দাস কহ মধুরিম ভাষ॥ ৪৭॥

তথারাগ

কানুক গোঠ গমন হেরি রাই।
বিরহে বেয়াকুল নিরজনে যাই॥
তহিঁ মধুরা সখি সঞে উপনীত।
রাইক মুখ হেরি গদগদ চীত॥

সো কহে কাহে বিলপসি অনুরাগে।
হাম মিলায়ব তোহে কানুক আগে॥
ধনি কহে এক বার হেরব তাহে।
উদ্ধব কহয়ে গোঠে কানন মাহে॥ ৪৮॥

সুহই

কহিতে কহিতে এ সব কথা।
দ্বিগুণ ভৈগেল অন্তরে বেথা॥
রূপের লাবনি অসীম গুণে।
সোঙরি ধৈরজ না ধরে মনে॥
পুন পুন গোঠগমন লীলা।
কহিতে নয়ন নীরে ভরিলা॥
সখীগণ কহে প্রবোধবাণী।
হেরিয়া উদ্ধব আকুল প্রাণী॥ ৪৯॥

নৌকাবিলাস

মল্লার

মথুরার সঙ্গে রাই সখীগণ সনে।
যমুনা সাঁতার দেখি ভাবে মনে মনে॥
ডাক দিয়া বলে নায়্যা নৌকা আন ঘাটে।
আমরা হইব পার বেলা সব টুটে॥
দেখিয়া নাগররাজ জীর্ণ তরি লৈয়া।
হাসিয়া কহয়ে কথা কাণ্ডারী হইয়া॥
কি দিবে আমারে কহ কতেক বেতন।
একে একে পার করিব যত জন॥
রাই কহে যাহা চাও তাহা আমরা দিব।
কাণ্ডারী কহয়ে হিয়ার রতন লইব॥
সখী সঞে নৌকায় চড়িল বিনোদিনী।
তরঙ্গ বাড়িল তায় জীর্ণ তরিখানি॥
তরঙ্গের রঙ্গে নৌকা ডুবু ডুবু করে।
হেরি সব সহচরী কাঁপয়ে অন্তরে॥
তরঙ্গ দেখিয়া থরহরি কাঁপে রাই।
কোলে করি বায় নৌকা কাণ্ডারী কানাই॥
রাই কোলে করি নাগর হরষিত চিতে।
এ পার হইল নৌকা দেখিতে দেখিতে॥
দুহুঁ অঙ্গ পরশিতে দুহুঁ প্রেমে ভাসে।
নৌকাবিলাস কহে উদ্ধব দাসে॥ ৫০॥

বন ভ্রমণ

কেদার

কাননভ্রমণ নটন দুহুঁ মেলি।
অতিশয় শ্রমযুত দুহুঁ ভৈ গেলি॥
দুহুঁ জন বৈঠল মণিময় কুঞ্জে।
কুসুমশেজ পরে আনন্দপুঞ্জে॥
চামর বীজই কেহ দুহুঁ অঙ্গে।
কোই তাম্বুল দেই প্রেমতরঙ্গে॥
কত কত কৌতুক হাস পরিহাস।
নিরখই আনন্দে উদ্ধব দাস॥ ৫১॥

শরৎকালীয় মহারাস

এক

কেদার

রাসবিহারে মগন শ্যাম নটবর
রসবতি রাধা বামে।
মণ্ডলি ছোড়ি রাইকর ধরি হরি
চললি আন বন-ধামে॥
যব হরি অলখিত ভেল।
সবহুঁ কলাবতি আকুল ভেল অতি
হেরইতে বন মাহা গেল॥ধ্রু॥
সখিগণ মেলি সবহুঁ বন ঢুঁড়ই
পুছই তরুগণ পাশ।
কাঁহা মঝু প্রাণনাথ ভেল অলখিত
না দেখিয়া জিবন নিরাশ॥
কহ কহ কুসুমপুঞ্জ তুহুঁ ফুল্লিত
শ্যামভ্রমর কাহাঁ পাই।
কোন উপায়ে নাহ মঝু মীলব
উদ্ধবদাস তাহাঁ যাই॥ ৫২॥

দুই

তথারাগ

পনস পিয়াল চূতবর চম্পক
অশোক বকুল বক নীপ।
একে একে পুছিয়া উত্তর না পাইয়া
আওল তুলসি সমীপ॥
জাতি যূথি নবমল্লিক মালতি
পুছল সজল-নয়ানে।
উত্তর না পাই সতিনি সম মানই
দূরহি করল পয়ানে॥
পুন দেখে তরুকুল অতিশয় ফলফুল
ভরে পড়িয়াছে মহিমাঝ।
কানুক হেরি প্রণাম করল ইহ
এ পথে চলল ব্রজরাজ॥
এত কহি বিরহে বেয়াকুল অতিশয়
ব্রজরমণীগণ রোয়।
উদ্ধবদাস কহ শ্যাম ভেল অলখিত
কতি খণে মীলব মোয়॥ ৫৩॥

তিন

ধানশী

সকল রমণিগণ ছোড়ি বরনাগর
রাইক কর ধরি গেল।
বনে বনে ভ্রমই কুসুমকুল তোড়ই
কেশবেশ করি দেল॥
চলইতে রাই চরণে ভেল বেদন
কান্ধে চঢ়ব মন কেল।
বুঝইতে ঐছে বচন বহু-বল্লভ
নিজ তনু অলখিত ভেল॥
না দেখিয়া নাহ তাহি ধনি রোয়ত
হা প্রাণনাথ উতরোলে।
ব্রজ-রমণীগণ না দেখিয়া মন-দুখে
ভাসল বিরহহিল্লোলে॥
উদ্দেশে কোই কোই বনে পরবেশিয়া
হেরল রোদতি রাধা।
সখিগণ মেলি ধরণি পর লুঠই
[illegible] চিতে রাধা॥ ৫৪॥

চার

তথারাগ

রাধামাধব সখিগণ সঙ্গ।
নাহি উঠল তিরে মোছল অঙ্গ॥
সভে মেলি কয়ল বসন পরিধান।
করতহি বহুবিধ বেশ বনান॥
বৈঠল দুহু জন নিরজনকুঞ্জে।
রতনপীঠ পর আনন্দপুঞ্জে॥
বহু উপহার তাহি আনি দেল।
ভোজন করল সখীগণ মেল॥
ভোজন সারি শয়নপরিযঙ্কে।
নাগরি শুতল নাগরঅঙ্কে॥
ললিতা তাম্বুল বীড় বনাই।
উদ্ধবদাস কবে দেওব যোগাই॥ ৫৫॥

হোরিলীলা

এক

তেওট মায়ূর

বৃন্দাবন ধুম পড়ল রঙ্গ হোরি।
নওল কিশোর ফাগুরঙ্গে রঙ্গিম
রঙ্গিণি নওল কিশোরি॥ধ্রু॥
রাধা সঙ্গে সবহু সখিগণ মেলি
করে লেই ভরি পিচকারি।
সমুখহি শ্যাম- সুন্দরমুখ হেরি হেরি
পুন পুন দেওত ডারি॥
সুবল সখা সনে রোখি শ্যাম পুন
হেরি সুন্দর মুখ গোরি।
পিচকা রঙ্গ অঙ্গে ঘন বরিখত
মোহত আঁখি মুখ মোড়ি॥
সহচর সহচরি মঠুকি মঠুকি ভরি
বিবিধ গন্ধ রঙ্গ ঘোরি।
দেয়ত যোগাই রাই শ্যাম খেলত
উদ্ধবদাস মন ভোরি॥ ৫৬॥

দুই

তথারাগ

দেখ শ্যাম গোরি সখি মেলি।
আবিরে অরুণ পিচকারি ঘন
হোয়ল তুমুল খেলি॥ ধ্রু॥
সখা সুবল করিয়া সঙ্গ।
জয় জয় বলি দেই করতালি
হাসি হাসি রসরঙ্গ॥
সখী ললিতা বিশাখা সাথে।
হাসি খল খল জিতলুঁ জিতলুঁ
বলে পিচকারি হাতে॥
রসশেখর রসিকা নারি।
শ্রমজল দুহুঁ বয়ন ভরল
এ উদ্ধব বলিহারি॥ ৫৭॥

তিন

জয়জয়ন্তী

বৃষভানুকুমারি নন্দকুমার।
হোরিক রঙ্গে অঙ্গে অরুণাম্বর
মন আনন্দ অপার॥
নিরখত বয়ন নয়ন পিচকারিত
প্রেমগুলাব মনহি মন লাগ।
দুহুঁ অঙ্গপরিমল চুয়া চন্দন ফাগু-
রঙ্গ তহিঁ নব অনুরাগ॥
খেলত তনু মন জোরি ভোরি দুহুঁ
কতয়ে ভঙ্গি রস-ভাতি।
তনু তনু সরস পরশে মন মাতল
দুহুঁ পর দুহুঁ পড়ু মাতি॥
ব্রজবনিতা যত রীঝি রিঝায়ত
রসগারি মৃদু ভাব।
শ্রমজলকলেবর হেরিয়া চামর
ঢুলায়ত উদ্ধবদাস॥ ৫৮॥

চার

ইমন কল্যাণী

ঋতুরাজ ব্রজসমাজ হোরি রঙ্গে রঙ্গিয়া॥ ধ্রু॥
নাগরিবর হোরিরঙ্গ- উনমতচিত শ্যামসঙ্গ
নাচত কত ভঙ্গিয়া॥ ধ্রু॥
গাওত কত রসপ্রসঙ্গ বাওত কত বিণ মোচঙ্গ
থৈয়া থৈ মৃদঙ্গিয়া॥
চঞ্চল গতি অতি সুরঙ্গ নিরখি ভুলে কত অনঙ্গ
সঙ্গীত সব সুরঙ্গিয়া।
সরমণ্ডল স্বর অভঙ্গ বিবিধ যন্ত্র জলতরঙ্গ
মধুর সর উপাঙ্গিয়া॥
খেলি গুলাল অঙ্গ লাল সুন্দর বর দ্যুতি রসাল
রঙ্গিণিগণ সঙ্গিয়া।
ব্রজবধূগণ ধরত তাল গাওত পদ নন্দলাল
রাই অঙ্গে অঙ্গিয়া॥
হো হো করি করত ভাব করতালি ঘন মন উল্লাস
জয় জয় বর ঢঙ্গিয়া।
গোবিন্দগুণ করি প্রকাশ রচিত গীত উদ্ধব দাস
হোরি রসতরঙ্গিয়া॥ ৫৯॥

পাঁচ

ধানশী

খেলত রাধা শ্যাম রঙ্গ ভরি
বৃন্দাবিপিন সমাজ।
চুয়া চন্দন বন্দন কুঙ্কুম
রঙ্গ মটুকি ভরি সাজ॥
বৈঠল শ্যাম সঙ্গে মধুমঙ্গল,
সুবল সখাদিক সাথে।
রাধা ললিতা বিশাখা আদি সহচরি
পিচকারি করি নিজ হাতে॥
কানুক পিচকারি যবহি বরিখত
একহি শত শত ধারে।
সহচরি মেলি রাই যব ডারত
কত কত শত একবারে॥
বহুবিধ রঙ্গ অঙ্গ সব ভীগত
আঁচরে মোছত মুখ।

জিতলহুঁ জিতলহুঁ ভাষি হাসি দেই করতালি
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ত সুখ॥
গাওত বাওত আবির উড়ায়ত
কোই নাচয়ে মনরঙ্গে।
ডম্ফ রবাব সবহুঁ মেলি সুস্বর
উদ্ধব দাস তছু সঙ্গে॥ ৬০॥

ছয়

কামোদ

নাগরি নাগর অরুণ বসন ধর
শ্রমভরে ঝর ঝর ঘাম।
দুহু মুখইন্দু বিন্দু বিন্দু চুয়ত
অরুণিত মুকুতা-দাম॥
দুহুঁ মন আনন্দপুঞ্জে।
বহুবিধ খেলি হেলি দুহুঁ দুহুঁ তনু
বৈঠল নিরজন কুঞ্জে॥ ধ্রু॥
রতন সিংহাসন আসন মণিময়
ফুলচয় রচিত সুঠান।
সকল সখীগণ করতহিঁ সেবন
সময়োচিত যত জান॥
বারি ঝারি ভরি দেই গুণমঞ্জরি
কোই সখি চামর ঢুলায়।
সুরঙ্গ অধরে কোই তাম্বুলে যোগায়ই
উদ্ধব দাস বলি যায়॥ ৬১॥

পুনশ্চ হোরিলীলা

তত্র ধামালি—গুর্জ্জরী

রাধা প্যারি সহ খেলত নন্দদুলাল।
অরুণিত মরকত অরুণ হেমযুত
ঐছন মুরতি রসাল॥ ধ্রু॥
অরুণাম্বরধর শোহে কলেবর
অরুণ মোতি মণিমাল।
নটপটি পাগ উপরে শিখিচন্দ্রক
ওঢ়নি রঙ্গ গুলাল॥
দুহুঁ করে আবির দুহুঁ অঙ্গে ডারত
পিচকা রঙ্গে পাখাল।
অরুণিত যমুনা পুলিন কুঞ্জবন
অরুণিত যুবতীজাল॥
অরুণিত তরুকুল অরুণ লতা ফুল
অরুণ ভ্রমরগণ ভাল।
অরুণিত শারী শুক শিখি কোকিল
উদ্ধব ভণিত রসাল॥ ৬২॥

হোরি রসোদ্গার

শ্রীরাগ

শুন শুন সখি তোহারে কহিয়ে
আজুক রভস কেলি।
পিয়ার সহিতে খেলিতে খেলিতে
ভৈগেলহুঁ একই মেলি॥
আবির লইয়া নয়ানে দেওল
করে কচালিয়ে আঁখি।
হেনই সময়ে বয়ান চুম্বয়ে
তারে কেহুঁ নাহি দেখি॥
পিচকারি যেন বরখিয়ে ঘন
অরুণ বরণ নীর।
পুরুষ কি নারী চিনিতে না পারি
ঐছন ভেল গভীর॥
হেন বেলে পিয়া নিয়ড়ে আসিয়া
হাসিয়া কয়ল কোর।
এ উদ্ধবগীতি পিরীতি-আরতি
বন্ধুয়া জানয়ে তোর॥ ৬৩॥

সিন্ধুড়া

আবিরে অরুণ সব বৃন্দাবন
উড়িয়া গগন ছায়।
বন্ধুয়া আমার হিয়ার মাঝারে
কেহু না দেখিতে পায়॥
চপল নয়ন পিচকারি যেন
নিরখে নয়ন মোর।
নব অনুরাগ- ফাগু তরঙ্গ
তনু মন করি জোর॥

শুনই শ্যামল অঙ্গ-পরিমল
চন্দন চুয়াক ভাতি।
মোর নাসা জনু ভ্রমরী উমতি
ততহিঁ পড়ল মাতি॥
নয়নে নয়নে বয়নে বয়নে
হৃদয়ে হৃদয়ে মেলি।
দুই কলেবর অরুণ অম্বর
ঝাঁপিয়া কয়ল কেলি॥
রসিক নাগর রসের সাগর
কয়ল ঐছন কাজ।
এ উদ্ধব ভণ চতুর দু জন
রসবতী রসরাজ॥ ৬৪॥

বাসন্তী রাসলীলা

ভূপালী

রাসবিলাসে মুগধ নটরাজ।
যূথহি যূথ রমণিগণ মাঝ॥
চুম্বয়ে রময়ে সবহুঁ সমভাব।
হেরইতে সুবদনি ভেল বিভাব॥
কোপে কমলমুখি করল পয়ান।
বৈঠলি তিমিরকুঞ্জে করি মান॥
মণ্ডলি ছোড়ি রাই যব গেল।
হেরি নাগরবর চমকিত ভেল॥
আকুল গোকুলবল্লভ কান।
ছাড়ি সব রঙ্গিণি করল পয়ান॥
বিলপই মনমথবাণে ভই খীণ।
ঢুঁড়ই সবহুঁ কুঞ্জে মতিহীন॥
রাই না পাই যাই এক কুঞ্জ।
রোয়ত যৈছন মধুকর গুঞ্জ॥
পুন কিয়ে সো ধনি মীলব মোয়।
কাঁহা গেও বিধুমুখি কাহি পুন রোয়॥
বিলপই রোয়ই সো রস-রঙ্গিয়া।
আকুল উদ্ধব দাসক সঙ্গিয়া॥ ৬৫॥

রসালস

তথারাগ

রজনিক শেষে অলসযুত দুহুঁ তনু
বৈঠল কুসুমিত শেজে।
সকল সখীগণ বেঢ়ল চৌদিগে
অঙ্গ অলস নাহি তেজে॥
অপরূপ রাধামাধবরঙ্গ।
থীর বিজুরি সঞে জনু নব-জলধর
মোড়ই কতহুঁ বিভঙ্গ॥ ধ্রু॥
বদনহি আধ আধ বচনামৃত
শুনইতে শ্রবণ জুড়ায়।
রতনদীপ করে মঙ্গল আরতি
ললিতা করতহিঁ তায়॥
আর সখিগণ সময়োচিত রাগিণি
সুস্বরে করতহি গান।
উদ্ধবদাস পাশ রহি ইঙ্গিতে
বাসিত বারি যোগান॥ ৬৬॥

কুঞ্জভঙ্গ

বিভাস

নিশি অবসানে বৃন্দাবন জাগল
সকল সখীগণ মেল।
নিভৃত নিকুঞ্জদ্বার করি মোচন
মন্দির মাহা চলি গেল॥
রতন পালঙ্কে শুতি রহু দুহুঁ জন
অতিশয় আলসে ভোর।
ঘনদামিনি কিয়ে মরকত কাঞ্চন
ঐছন দুহুঁ দুহুঁ কোর॥
বিগলিত বেণি চারু শিখিচন্দ্রক
টুটল মণিময় হার।
পহিরণ বসন আধ ভেল বিচলিত
চন্দন আভরণভার॥
অতিসুখ ভঙ্গভয়ে সব সখিগণ
বিহিক দেই বহু গারি।
ইহ সুখরজনি তুরিতে ভেল অবসান
নিরদয় হৃদয় তোহারি॥

নিশি অবশেষ কমল আধ বিকসল
দশ দিক অরুণিত মন্দ।
কৈছনে দুহুঁক জাগাওব রচইতে
উদ্ধবদাস হিয়ে ধন্দ॥ ৬৭॥

তথারাগ

বানরি শবদ শারি শুক ফুকরত
মউর মউরি ঘন নাদ।
গুরুজন গমন সবহুঁ মেলি ভাখই
তবহি গণল পরমাদ॥
বিদগধ নাগরি নাগর কান।
জাগিয়া শয়নহি দুহুঁ উঠি বৈঠল
করযুগে মোছই নয়ান॥
রাইক বিচলিত বেশ বনায়ত
নিকটহি জানি বিহান।
নয়নক লোরহি শয়নু ভিগায়ই
সোঙরিতে গেহ পয়ান॥
রজনি প্রভাত জানি হিয় চঞ্চল
ভরমে বদল ভেল বাস।
দুহুঁ জন কুঞ্জকুটীরে নেহারত
সখি পাশে উদ্ধবদাস॥ ৬৮॥

তথারাগ

রাইক বেশ বনাইয়া কান।
হেরইতে ধনিমুখ সজলনয়ান॥
কক্খটি বানরি তরুপর থারি।
জটিলা গমন পুন কহয়ে ফুকারি॥
শুনইতে দুহুঁ জন চমকিত চীত।
বেশ বিভূষণ ভেল বিপরীত॥
ভরমহি পীতাম্বর লেই রাই।
তুরতহি কুঞ্জক বাহির যাই॥
নীল ওড়নি লেই চলু তব কান।
উদ্ধবদাস হেরি বিরস বয়ান॥ ৬৯॥

বিভাস

কক্খটি বানর বচন শুনি সচকিত
দুহুঁ চিতে ভৈ গেল তরাস।
নিরমিত বেশ পুনহি ভেল বিচলিত
খলিত কেশ পট-বাস॥
ভরমহি কানুক পীত বসন লেই
সুন্দরি ঝাঁপল অঙ্গ।
রাইক ওঢ়নি লেই সুনাগর
চলু সব সহচরি সঙ্গ॥
সহজই সঙ্গ-ভঙ্গে অতি আকুল
ঝাঁপল দুহুঁ দিঠি নীর।
তাহে গুরুজনভিতে শংকাকুলচিতে
না চিহ্নয়ে নিজ চীর॥
দুহুঁ জন অতিশয় বিরহে বেয়াকুল
সজল নয়নে তহিঁ চায়।
উদ্ধবদাস ভণ অরুণ কিরণ হেরি
সহচরি পালটি না চায়॥ ৭০॥

অষ্টকালীয় নিত্যলীলা

এক

ললিত

নিশি পরভাতে শেজ সঞে উঠল
নন্দালয়ে নন্দলাল।
মঙ্গল আরতি করত যশোমতি
দীপ উজারল কাঞ্চনথাল॥
পাখালিয়া বদন দশনগণ মাজল
জননিক যতনে নবনি খির খাই।
এক দণ্ড দিন ভৈ গেল তৈখনে
দ্বিতীয়ে গোদোহন গো-গৃহে যাই॥
তৃতীয়ে সখা সহ বৎসক লালন
বৃষে বৃষে যুদ্ধ কেলি কত ঠান।
চারি দণ্ড দিন গৃহে আওল পুন
সুগন্ধি তৈল নিয়ে করল সিনান॥
পঞ্চমে বহুবিধ বেশ যতন্ে করু
সখা সহ ভোজন পান।
আচমন সারি শয়ন করু পালঙ্কে
উদ্ধবদাস গুণ গান॥ ৭১॥

দুই

তথারাগ

গৃহে রাধা ঠাকুরাণী প্রভাত সময় জানি
জাগি কৈলা দন্তধাবন।
সঙ্গী সঙ্গে রসোল্গার স্নানবেশ মনোহর
তবে গেলা নন্দের ভবন॥
পথে গোদোহনে হরি কৌতুকে দর্শন করি
যশোমতীগৃহে আগমন।
করিয়া রন্ধনকার্য্য কৃষ্ণভুক্তশেষ ভোজ্য
ভুঞ্জি তবে কৈলা আচমন॥
ব্রজেশ্বরী বধূ প্রায় লালন করিলা তায়
দিলা বহু বাসবিভূষণ।
প্রাতঃকালের লীলাসূত্র সংক্ষেপে যে কিছুমাত্র
উদ্ধব করিল বিরচন॥ ৭২॥

তিন

তথারাগ

পূর্ব্বাহ্নে সখা মেলি গোষ্ঠে গমন কেলি
নানা বেশ করিয়া সাজনী।
ধেনুগণ লৈয়া সঙ্গে চলিলা বিপিন রঙ্গে
পাছে ধায় জনক জননী॥
আর যত ব্রজবাসী পথে আইসে অনুব্রজি
কৃষ্ণ সভায় করিলা বিদায়।
রাইমুখ নিরখিয়া ধেনু সখা সঙ্গে লৈয়া
যমুনাপুলিন বনে যায়॥
তাহাঁ গো বয়স্য থুইয়া সুবলেরে সঙ্গে লৈয়া
রাধাকুণ্ডতীরে উপনীত।
রাধিকা যশোদাপায় বিদায় হইয়া যায়
নিজগৃহে আসি উৎকণ্ঠিত॥
জটিলা আদেশ কাজে করি সূর্য্যপূজাসাজে
তুলসীরে বনে পাঠাইল।
তার মুখে শুনি বার্ত্তা আনন্দে করিলা যাত্রা
সূত্র মাত্র উদ্ধব পাইল॥৭৩॥

চার

তথারাগ

মধ্যাহ্ন সময়ে রাই সূর্য্যের মণ্ডপে যাই
পূজাসজ্জ তাহাই রাখিয়া।
সখীগণ করি সঙ্গে কৃষ্ণ দরশন রঙ্গে
কুণ্ডতীরে মিলিলা আসিয়া॥
দুহুঁ দুহাঁ-দরশনে নানা ভাববিভূষণে
ভূষিত হইয়া শ্যাম গোরি।
সকৌতুকে কুন্দলতা যজ্ঞ বিধানের কথা
পুষ্পদানে বাঁশী গেল চুরি॥
হিন্দোলা অরণ্যলীলা তবে মধুপান কৈলা
রতিযুদ্ধ করি জলখেলা।
ভোজন শয়ন করি পাশক্রীড়া শুকশারী-
পাঠ শুনি সূর্য্যালয়ে গেলা॥
কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী হৈয়া সূর্য্যের মণ্ডপে গিয়া
করাইল সূর্য্যের পূজনে।
বটুকে করিয়া সঙ্গে কতেক কৌতুক-রঙ্গে
এ দাস উদ্ধব রস ভণে॥ ৭৪॥

পাঁচ

তথারাগ

অপরাহ্নে দিবাশেষে কৃষ্ণ গোষ্ঠে পরবেশে
বটুস্থানে সূর্য্যের প্রসাদ।
সখাগণ কাড়ি খায় কত বা কৌতুক তায়
বলরামের আনন্দ উন্মাদ॥
এথা রাধা সখী সহে আইলা আপন গৃহে
উপহার করি কৈলা স্নান।
তবে নানা বেশ করি চড়ে অট্টালিকা পরি
কৃষ্ণপথে অর্পিয়া নয়ান॥
তবে কৃষ্ণ বেণু পূরি গোগণ একত্র করি
সখা সঙ্গে গৃহে আগমন।
পথে রাইসন্দর্শন করিয়া আনন্দমন
চলি গেলা আপন ভবন॥
যশোমতী কৃষ্ণ পাইয়া চান্দমুখ নিরখিয়া
নিছিয়া লইলা রাম কানু।
এ দাস উদ্ধব ভণে ঘরে গেল সখাগণে
গোষ্ঠে প্রবেশ কৈল ধেনু॥ ৭৫॥

ছয়

তথারাগ

সায়ংকালে সুবদনী নানা উপহার আনি
তুলসীর হস্তে সমর্পিলা।
কৃষ্ণ লাগি পাঠাইয়া অবশেষে আনাইয়া
সখী সহ ভোজন করিলা॥
কৃষ্ণ গৃহে স্নান করি বসন ভূষণ পরি
উপহার করিলা ভোজন।
তবে গো দোহন কাজে আইলা ধেনু-শালা মাঝে
গাবীগণ করিলা দোহন॥
পুন নিজগৃহে আইলা রাজসভা মাঝে গেলা
যেখানে বসিয়া নন্দরায়।
নানা বাদ্য গীত নাচ নানা ছন্দ পড়ে ভাট
শুনিলেন আনন্দ হিয়ায়॥
তাহা হৈতে যশোমতী নিজ-গৃহে আনি অতি
প্রীতে পুন করাইল ভোজন।
শয়ন করিয়া ক্ষণে চলিলা সংকেত-স্থানে
এ উদ্ধব দাস সুখি-মন॥ ৭৬॥

সাত

কামোদ

রাধাকুণ্ড সন্নিধানে হর্ষবর্ধ বনে
বকুল কদম্ব তরুশ্রেণী।
বান্ধিয়াছে দুই ডালে রক্তপট্টডোরি ভালে
মাঝে মাঝে মুকুতা খিচনি॥
পুষ্পদল চূর্ণ করি সূক্ষ্ম বস্ত্র মাঝে ভরি
সুকোমল তূলী নিরমিয়া।
পাটার উপরে মড়ি ডুরিবন্ধ কোণা চারি
কৃষ্ণ আগে উঠিলেন গিয়া॥
রাইকর আকর্ষণ করি অতি হর্ষমন
তুলিলেন হিন্দোলা উপরি।
করপুটে আঁটি ডোরি দোলাপাটে পদ ধরি
সমুখাসমুখি মুখ হেরি॥
হেন কালে সখীগণে করি নানা রাগ গানে
পুষ্পের আরতি দুহেঁ কৈল।
এ উদ্ধব দাস ভণে সবে কৈল নির্ম্মঞ্ছনে
অতিশয় আনন্দ বাড়িল॥ ৭৭॥

আট

তথারাগ

যত সেবাপরা সখী সুচতুরা
কি দিব উপমা তার।
অতি অনুরাগে মাথে বান্ধি পাগে
সাজয়ে বিবিধা কার॥
আনন্দে অতুল কর্পূর তাম্বূলে
দিয়া মুখপানে চায়।
হরষিতচিতে দোলা দোলাইতে
ললিতা বিশাখা যায়॥
শাটীর অঞ্চল কটিতে বান্ধল
সুছান্দে কিঙ্কিণী দিয়া।
বক্র হৈয়া কাছে রহে আগে পিছে
দুই পদ আরোপিয়া॥
আর দুই সখী সময় নিরখি
হিন্দোলা বিশ্রাম স্থানে।
তাম্বূলসম্পুটে লঞা কর-পুটে
এ দাস উদ্ধব ভণে॥ ৭৮॥

নয়

জয়জয়ন্তি

মনের আনন্দ সখী মন্দ মন্দ
ঝুলায়ত দুহুঁ সুখে।
আর সখীগণ সুগন্ধি চন্দন
তাম্বূল দেয়ই মুখে॥
বেগ অবশেষে পাঞা অবকাশে
পরাগাদি লৈয়া করে।
নাগর নাগরী অঙ্গের উপরি
বরিখে আনন্দভরে॥
কোন সখীগণ করয়ে নর্ত্তন
মোহন মৃদঙ্গ বায়।
বিবিধ যন্ত্রেতে রাগগণ তাতে
আলাপি সুস্বরে গায়॥
হেরিয়া বিহ্বল দেবনারীকুল
উর্দ্ধ পথে সভে রহে।
পুষ্প বরিষণ করে অনুক্ষণ
এ দাস উদ্ধবে কহে॥ ৭৯॥

দশ

সুরট

হোর দেখ না ঝুলন রঙ্গ।
মন্দ বেগেতে দোলিতে দোলিতে
অলস দুহুঁক অঙ্গ॥
ইষত মুদিত আধ উদিত
দুহুঁ ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আধ বিকসিত কমলে যৈছন
মিলল ভ্রমর পাখী॥
জৃম্ভা উদগতি সৌরভে উমতি
অলিকুল তহি আসি।
হেরি মুখ ভ্রম ভেল নীল হেম
কমল বিমল শশী॥
হিন্দোলা উপরি সুগীত-মাধুরী
ঊর্দ্ধপথ আচ্ছাদিয়া।
ঝুলনার ঝোঁকে অলি ঝাঁকে ঝাঁকে
সুস্বরে ফিরে ঘুরিয়া॥
রাইশ্যাম অঙ্গ পরিমল সঙ্গ
মত্ত ভৃঙ্গ ভুলি গেল।
এ উদ্ধব ভণে দেখি দুই জনে
আনন্দ অন্তরে ভেল॥ ৮০॥

এগার

মায়ুরে

রাধা রাণি শ্যাম রসরাজ।
বৃন্দাদেবি রচিত রাজআসন
রঙ্গ হিণ্ডোরক মাঝ॥ ধ্রু॥
বাজত কিঙ্কিণি নূপুর সুমধুর
নটত হার মণিমাল।
মধুকরনিকর রাগ জনু গায়ত
গুনগুন শবদ রসাল॥
সমুখা সমুখি হেরই পরস্পর।
দুহুঁজন হসিত বয়ান।
দোলালম্বিত কুসুমপত্রযুত
শাখা বীজনক ভান॥
দুহুমন রীঝে ভিজি রসবাদর
আদর কো করু ওর।
উদ্ধব দাস আশ করি হেরইতে
সখি সঞে যুগল কিশোর॥ ৮১॥

বার

সিন্ধুড়া

দোলা অতিশয় বেগ লাগি দুহুঁ
নিজ নিজ পদযুগে চাপি।
দুহুঁ কর ডোরহি ডোর ঝুলায়ত
গাওত মধুর আলাপি॥
এক বেরি উধ উঠতহি পুন অধ
খরতর চালয়ে দোল।
দুহুঁ রূপমাধুরি হেরইতে সহচরি
পরমানন্দে বিভোল॥
শ্যামর গোরি গোরি পুন শ্যামর
কবহুঁ উপর কভু হেঁট।
অনুপম কান্তি কৌতুক সুবিথারল
দুহুঁক হার দুহুঁ ভেট॥
রাইক মোতিমহার শ্যামউরে
নৃত্য কয়ল পরতেক।
কানু বনমাল রাইকুচকণ্ঠুকে
আলিঙ্গন অভিষেক॥
ঝুলইতে ঐছন শোভন সখিগণ
হেরইতে আনন্দ হোই।
উদ্ধব দাস ভণ কো করু বীজন
চামর ঢুলায়ত কোই॥ ৮২॥

তের

মল্লার

যব দুহুঁ নিজ পদে চালে হিঁডোর।
সখি না ঝুলায়ই তেজল ডোর॥
হেরত দোহেঁ দোহাঁ নয়নবিভঙ্গ।
দুহুঁ তনু মুকুরে হেরই দুহুঁ অঙ্গ॥
দুহুঁ রূপ হেরি দুহুঁ হেরই না পায়।
দরশনভঙ্গে খেদ জনমায়॥

তৈখনে ছোড়ল দীঘ নিশ্বাস।
দুহুঁ তনু মলিন রূপ পরকাশ॥
পুন ধনি হরিষে কানুমুখ হেরি।
উলসি হিন্দোলা চালায়ে পুন বেরি॥
তরল দোলে ধনি চমকয়ে জানি।
সখি নিষেধয়ে হরি নিষেধ না মানি॥
পুন কহে কি করহ চপল কানাই।
মন্দ ঝুলাও আকুল ভেল রাই॥
শুনিয়া না শুনে অতি বেগে ঝুলায়।
উদ্ধবদাস মিনতি করু পায়॥ ৮৩॥

চৌদ্দ

জয়জয়ন্তী

নাগর অতি বেগে দোলা ঝুলায়।
অথির রাই সখি নিষেধয়ে তায়॥
ধনি বিগলিতবেণী।
শিথিল রাই কুচকঞ্চুক উড়নী॥
মণিঅভরণ খসই।
উড়য়ে বসন হেরি নাগর হসই॥
শ্রমজলে তনু ভরই।
কনয়াকমল কিয়ে মকরন্দ ঝরই॥
এ অতি অপরূপ শোভা।
এ উদ্ধবদাস ভণ কানুমনলোভা॥ ৮৪॥

পনর

কড়খা ধানশী

বিচলিত বেশ কেশ কুচকাঁচুলি
উড়তহি পহিরণ বাস।
কবহি গোরিতনু ঝোঁখই ঝাঁপই
কবহুঁ হোত পরকাশ॥
অপরূপ ঝুলনরঙ্গ।
রাইক প্রতিতনু হেরইতে মোহন
মন মাহা মদনতরঙ্গ॥
অতিশয় বেগ বাড়াওল তৈখনে
অলখিত ভেল হিন্ডোর।
রাধা চপল ডোর কর তেজল
কত কত কাকুতি বোল॥

কর গহি কানুকণ্ঠ ধরি কমলিনি
ঝুলত জনু হিয়ে হার।
নব ঘন মাঝে বিজুরি জনু দোলত
রস বরিখত অনিবার॥
মনোভবমঙ্গল কানু কয়ল পুন
অলখিতে দোলা মাঝ।
উদ্ধব দাস ভণ চতুর শিরোমণি
পূরল নিজ মনকাজ॥ ৮৫॥

ষোল

তুড়ী

কিয়ে অপরূপ ঝুলনকেলি
শ্যামহৃদয়ে হৃদয় মেলি
রাধা রহু লাগি।
অপরূপ রূপ কি দিব তুল
ইন্দিবর মাঝে চম্পকফুল
নব নব অনুরাগি॥
দুহুঁ তনু তনু সঘনে লাগ
উঠয়ে দুহুঁক অঙ্গ পরাগ
সরস মদন জাগি।
অখিল রমণি উমতি গন্ধে
উঠল লছিমি নাসিকা রন্ধ্রে
ব্রতভয় দূরে ভাগি॥
রতিরসময় রসিক-রঙ্গ
রমণীমণি রময়ে সঙ্গ
কেলি রভস মাগি।
ঝুকিত ঝুলেন ধরত তাল
নাচে অভরণ কিঙ্কিণিজাল
কোকিল কলরাগি॥
খণহি চপল খণহি ধীর
পুলকিত অতিশয় শরীর
রাই শ্যামসোহাগি।
ললিতাবদনে ঈষত হাস
হেরত আনন্দে উদ্ধব দাস
সখিনি পাশ লাগি॥ ৮৬॥

সতের

সুহই

অতিশয় ছরম ঘরমযুত দুহুঁতনু
দোলা করল সুধীর।
শ্রীরতিমঞ্জরি চামর করে ধরি
মন্দ মন্দ করত সমীর॥
ললিতাদিক সখি হেরি সুধামুখি
কুসুমহি করল নিছাই।
দোলা সঞে তব রাই উতারল
কুসুমাসন পর লাই॥
রাই বামে করি বৈঠল নাগর
দাসীগণ করু সেবা।
বাসিত জল উপহার আদি যত
যাকর সেবন যেবা॥
কর্পূর তাম্বুল বদনহি দেওল
তৈখনে সময়ে যোগাই।
উদ্ধব দাস করত পদ সেবন
সখিগণ ইঙ্গিত পাই॥ ৮৭॥

আঠার

তথারাগ

অপরূপ রাধা মাধব সঙ্গে।
বৃন্দারচিত বিপিনে দুহুঁ বিলসয়ে
করে কর ধরি কত রঙ্গে॥
ললিতানন্দদা কুঞ্জে যাই দুহুঁ
বৈঠল সহচরি মেলি।
ক্ষণ এক রহি পুন মদন-সুখদা নামে
কুঞ্জহি সখি সহ মেলি॥
চিত্রাসুখদা কুঞ্জে পুন ভ্রমি ভ্রমি
চলু চম্পকলতাকুঞ্জে।
সুদেবি রঙ্গদেবিকুঞ্জে যাই দুহুঁ
করু কত আনন্দ পুঞ্জে॥
পূর্ণইন্দুসুখদা নামে কুঞ্জহি
তহি' কত কৌতুক কেল।
তুঙ্গবিদ্যা সখিকুঞ্জক হেরইতে
সহচরিগণ লই গেল॥
ভ্রমইতে সকল কুঞ্জ দুহুঁ হেরল
ষড়ঋতু শোভন রীতে।
ঐছন কুসুমসুষমা বর দ্বিজগণে
উদ্ধব দাস রসগীতে॥ ৮৮॥

উনিশ

তথারাগ

বৃন্দা দেবি নিজ পরিজন সঙ্গহি
গাগরি ভরি মধু লেই।
সখি সঞে রাই কানু যাহাঁ বৈঠই
তাহি' লাই সব দেই॥
ইহ অপরূপ মধুপানকি রীত।
রাধা শ্যাম সবহুঁ সখিগণ সঞে
পিবইতে মাতল চীত॥ ধ্রু॥
কাহুঁক গলিত চিকুর কোই চীরহি
কোই পড়ল মহি মাতি।
কানুক মোর মুকুট মুরলী খসি
মুখ সঞে খিতি গড়ি যাতি॥
রাইক বেণি গলিত কুচঅম্বর
শ্যাম উপরে পড়ু ঢোরি।
উদ্ধবদাস পাশ রহি হেরইতে
তনু মন ভৈ গেল ভোরি॥ ৮৯॥

কুড়ি

তথারাগ

রাইকুণ্ড তিরে শ্যামর গোরি।
কুঞ্জে পীঠ পর আনন্দে ভোরি॥
বহু উপহার ফলাদি রসাল।
সমুখহি ভরি ভরি কাঞ্চন থাল॥
বৃন্দা পুন পুন সব পরিবেশে।
ভোজন করিয়া স্বাদু পরশংসে॥
ভোজন সারি আচমন কেল।
রূপমঞ্জরি দোঁহে তাম্বুল দেল॥
ললিতা রতনদীপ করে লাই।
আরতি করি দুহুঁ বদন নিছাই॥

সখিগণ কুসুম বরিখে দুহুঁ অঙ্গে।
গাওত কোই বাজাওত রঙ্গে॥
চন্দ্রবদনে দুহুঁ লহু লহু হাস।
সখি পাশে হেরত উদ্ধবদাস॥ ৯০॥

নিকট প্রবাস

শ্রীগান্ধার

একাদশী করি নিশি অবশেষে
স্নানে গেলা ব্রজপতি।
জলের মাঝারে বরুণের চরে
নন্দেরে হরিল তথি॥
এ বোল শুনিয়া নন্দের নন্দন
পিতার উদ্দেশ লাগি।
জলে ঝাঁপ দিয়া বরুণ-নিয়ড়ে
গেলা মনে দুখ জাগি॥
তাহা শুনি ধনী রাই সুবদনী
মরমে পাইয়া দুখ।
হা নাথ বলিয়া কান্দে ফুকারিয়া
না দেখিয়া চাঁদ-মুখ॥
ব্রজবাসিগণ করয়ে রোদন
ক্ষিতিতলে লোটাইয়া।
বিষাদ হেরিয়া উদ্ধব দাসের
বিদরিয়া যায় হিয়া॥ ৯১॥

মাথুর

দূতী সংবাদ

বরাড়ী

তোহারি মথুরা গমন চিন্তিয়া
লিখই খিতির পরে।
জাগি দিবানিশি হৃদয় বিদরে
উদবেগে আঁখি ঝরে॥
অতি খিণ তনু মলিন হইল
প্রলাপে কারে কি কহে।
ব্যাধি বিরহে ধরণী লুঠয়ে
মরণের পথে রহে॥
উন্মাদ হইয়া উঠে বৈসে যেন
মৃগী বিষশরঘাতে।
মোহদশা ভেল দেহ দুরবল
শকতি না রহে তাথে॥
দশমী দশায় ঘড়ঘড় কণ্ঠ
শ্বাস বহে নাহি বহে।
শুন হে মাধব রাই দশ দশা
পামরী উদ্ধবে কহে॥ ৯২॥

ভূপালী

হিমঋতু হিমকর হিমময় বাত।
তাহে বিরহজরে থর থর গাত॥
এ হরি কত সহুঁ অবলা নারি।
বিরহক বেদন সহই না পারি॥
দীঘল রজনি তুরিতে না পোহায়।
ছট ফট করি নিশি জাগিয়া গোঙায়॥
পুরুবরভস মনে হয় উপনীত।
উচস্বরে তবহি রোয়ে বিপরীত॥
জীবন ধরয়ে তুয়া প্রতিআশে।
তোহারি চরণে কহ উদ্ধবদাসে॥ ৯৩॥

ষড় ঋতুর বিরহ

বরাড়ী সুহই

হিমঋতু সময়ে সঙ্কেতকুঞ্জে ধনি
তুয়া লাগি করত বিলাপ।
ঘোর বিরহজরে জরজর মানস
শিশিরহি থরথর কাঁপ॥
রীতু বসন্ত বিবিধ ফুল বিকসিত
ফাগুয়া খেলই রঙ্গে।
সো বরনারি তোহারি লাগি ঝুরত
রোয়ত সহচরি সঙ্গে॥
গিরিষ সময়ে তনু গলি গলি পড়ু মহি
ঘামই বিরহ-হুতাশে।
বর্ষা ঋতু ভেল ঝরয়ে নয়নে জল
দুখসায়রে ধনি ভাসে॥

নিরমল শরদচাঁদ হেরি সো ধনি
সোঙরিয়া রাসবিলাস।
রসসাতিহৃদয় ভেল উধ শ্বাসহি
কহতহি উদ্ধব দাস॥ ৯৪॥

স্বপ্নমিলন রসোদ্‌গার

শ্রীগান্ধার

শুন শুন কহি পরাণ সজনি
আজুক স্বপনরীত।
পিয়া আসি মোরে আলিঙ্গন করে
আনন্দে আকুল চীত॥
বদনে বদন করয়ে চুম্বন
অধরে অধর দিয়া।
ভুজে ভুজে বান্ধি উরে উরে ছান্দি
হিয়ার উপরে হিয়া॥
হেনই সময়ে চেতন হইল
বুঝিতে নারিলুঁ কাজ।
কিয়ে হয়ে নহে এমত করয়ে
নিচয়ে নাগররাজ॥
বিধির বিধান কি জানি কেমন
সেহ কি এমন হবে।
এ দাস উদ্ধবে কহে এহ বটে
রসিক নাগর তবে॥ ৯৫॥

মানান্তে মিলন

মঙ্গল

সংকেতকুঞ্জে রাই উতকণ্ঠিত
শুনইতে শ্যামরচন্দ।
সচকিত হৃদয়ে মনহি দুখ মানল
জানল হবে কিয়ে দ্বন্দ্ব॥
ঐছন ভাবি নিদান।
সো সুখবিলাস ছোড়ি বর নাগর
তুরিতহি কয়ল পয়াণ॥ ধ্রু॥
দ্রুত চলি যাই রাই নিয়ড়ে পুন
ঠাড়ই থরহরি কাঁপি।
হেরইতে নাহবদনি বররঙ্গিণি
মুখ ফেরি কছু না আলাপি॥
মানিনি হেরি ফেরি রসশেখর
করযোড়ে সমুখে দাঁড়াই।
অবনত বদন কয়ল তব মানিনি
উদ্ধবদাস রহুঁ চাই॥ ৯৬॥
[১৭৪৬]

চম্পতি

দুর্জ্জয় মান

এক

শ্রীরাগ

অখিল লোচন তম　　তাপ বিমোচন
উদয়তি আনন্দকন্দে।
এক নলিন মুখ　　মলিন করয়ে যদি
ইথে লাগি নিন্দহ চন্দে॥
সুন্দরি বুঝল তুয়া প্রতিভাতি।
গুণগণ তেজি　　দোষ এক ঘোষসি
অন্তর আহিরিণি জাতি॥ ধ্রু॥
সকল জীবজন　　জীব সমীরণ
মন্দ সুগন্ধ সুশীতে।
দীপক জোতি　　পরশে যদি নাশয়ে
ইথে লাগি নিন্দ মারুতে॥
থাবর জঙ্গম　　কীট পতঙ্গম
সুখদ যো সকল শরীরে।
কাগজ পত্র　　পরশে যব নাশয়ে
ইথে লাগি নিন্দহ নীরে॥
খেনে খেনে সকল　　কুসুম-মন তোষয়ে
নিশি রহু কমলিনি সঙ্গে।
চম্পক এক　　যদপি নাহি চুম্বই
ইথে লাগি নিন্দহ ভৃঙ্গে॥
পাঁচ পঞ্চগুণ　　দশগুণ চৌগুণ
আট দিগুণ সখি মাঝে।
চম্পতি পতি অতি　　আকুল তো বিনু
বিষাদ না পায়সি লাজে॥ ১॥

দুই

কামোদ

সখি হে কাহে কহসি কটুভাষা।
ঐছন বহুগুণ　　একদোষে নাশই
এক গুণ বহুদোষনাশা॥ ধ্রু॥
কি করব জপতপ　　দান ব্রত নৈষ্ঠিক
যদি করুণা নহি দীনে।
সুন্দর কুল শিল　　ধন জন যৌবন
কি করব লোচনহীনে॥
গরল সহোদর　　গুরুপত্নীহর
রাহুবমন তনু কারা।
বিরহ হুতাশন　　বারিজনাশন
একগুণ শশি উজিয়ারা॥
পরসুতহীত　　যতন নাহি নিজসুতে
কাকউচ্ছিষ্ট রসপানী।
সো সব অবগুণ　　সগুণ এক পিক
বোলত মধুরিম বাণী॥
কানুক পিরীতি　　কি কহব রে সখি
সব গুণ মুল অমূলে।
বংশী পরশি　　শপথি করে শত শত
তবহিঁ প্রতিত নাহি বোলে॥
বরপরিরম্ভণ　　চুম্বন আলিঙ্গন
সঙ্কেত করি বিশোয়াসে।
আন রমণি সঞে　　সো নিশি বঞ্চল
মোহে করল নৈরাশে॥
সুন্দর সিন্দুর　　নয়নক অঞ্জন
সঞ্চরু দশ নখরেখা।
কুঙ্কুম চন্দন　　অঙ্গে বিলেপন
প্রাত সময়ে দিল দেখা॥
দশগুণ অধিক　　অনলে তনু দাহিল
রতিচিহ্ন দেখি প্রতি অঙ্গে।
চম্পতি পৈড়　　কপুর যব না মিলব
তব মীলব হরি সঙ্গে॥ ২॥

তিন

কামোদ

রাইক নিঠুর　　বচন শুনি সহচরি
মীলল কানুক পাশ।

পন্থক শ্রম-ভরে বচন কহে গদ গদ
খরতর বহই নিশাস॥
মাধব দুর্জ্জয় মানিনি মানি।
বিপরিত চরিত হেরি ভেল চমকিত
না ফুরয়ে এহ আধ বাণী॥ধ্রু॥
কা বোল বোলইতে শুনই না পারই
শ্রবণ মুদয়ে দুই পাণি।
জৈমিনি জৈমিনি পুন পুন ফুকরই
বজরশবদ সম মানি॥
তুয়া গুণ নাম শ্রবণে নাহি শুনয়ে
তুয়া রূপ রিপু-সম জানি।
তুয়া নিজ জন সঞে সম্ভাষ না করয়ে
কৈছে মিলায়ব আনি॥
নীল বসন বর নীল চুড়ি কর
পৌতিক মাল উতারি।
করিরদ-চুড়ি কর মোতিমাল বর
পহিরণ অরুণিম শাড়ী॥
অসিত চিত্র কর উর পর আছিল
মিটায়ল চন্দন লাগাই।
মৃগমদতীলক ধোই দৃগঞ্চল
কুচমুখ চন্দনে ছাপাই॥
চারু চিবুক পর এক তিল আছিল
নিন্দি মধুপসুত শ্যামা।
তৃণ অগ্রে করি মলয়জে রঞ্জল
সবহুঁ ছাপায়লি রামা॥
জলধর হেরি চন্দ্রাতপে ঝাঁপল
শ্যামরি সখি নাহি পাশ।
তমাল তরুগণে চূণে লেপায়ল
শিখি পিক দূরে নিবাস॥
তুয়া গুণ বোলত এক শুক পণ্ডিত
শুনি তহিঁ উঠি রোষাই।
পঞ্জর ঝটকি ফটকি কর পটকিতে
ধাই ধরল হাম যাই॥
মধুকর ডরে ধনি চম্পক-তরুতলে
লোচনে জল ভরিপূর।
শ্যাম চিকুর হেরি মুকুর করে পটকল
টুটি ভৈগল শতচূর॥

মেরুসম মান কোপ সুমেরু-সম
দেখি ভেল রেণু সমান।
চম্পতি পতি অব যাই মানাইতে
আপ সিধারহ কান॥ ৩॥

মান প্রকারান্তর

কামোদ

সো বর শঠগুণ গুরু-বর গুরুতর
অছু গুণ জলনিধি-সার।
হাম অবলা অতি তাহে দুখিত-মতি
কৈছনে পাইয়ে পার॥
সজনী আর কত কর পরলাপ।
সো মুঝে যৈছন কয়লহিঁ অপমান
সো বড় হৃদয়ক তাপ॥ ধ্রু॥
যো বরনারি- সার করি লেওল
সো পদ সেবউ আনন্দে।
তাকর লাগি জাগি নিশি রোয়উ
পীবউ সো মকরন্দে॥
তাহে লাগি অন্ন পানি সব তেজউ
জপ করু তাকর নাম।
চম্পতিপতি কহ সোই যুবতি বর
গাওত পুন তছু গাম॥ ৪॥

রসোদ্গার

তথারাগ

পালঙ্কে শয়ন ঘুমে অচেতন
দীঘল বহয়ে শ্বাস।
দীপ করে লই লুবধ মাধব
আওল হামারি পাশ॥
সখি হে কানু সে ঐছন ঢীঠ।
হরষে পরশে অধিক লালসে
বিষম তাকর দীঠ॥ধ্রু॥
জাগাইবে ডরে লহু লহু করে
বসন কয়ল দূর।

কনক গাগরি বেকত নেহারি
নিজ মনোরথ পূর॥
দীপের ছটায় ঝটিতে জাগলু
ভরমে কহলুঁ চোর।
ডরে চোর পাশে আন্ধারে পশিলুঁ
সে মোরে করল কোর॥
হাসিয়া রভসে বান্ধি ভুজপাশে
বিলসে অধিক সুখ।
চম্পতিপতি বেকত কহয়ে
চোরের নিলজ মুখ॥ ৫॥

অর্দ্ধবাহ্য দশায় প্রলাপ

শ্রীগান্ধার

ভ্রমর দূত করি কি তোহে সম্বাদব
মধুরসে সো মাতোয়ারা।
মলয়পবন দেই কি তোহে সম্বাদব
সো অতি মন্দসঁচারা॥
মাধব কা দেই সম্বাদব তোয়।
যব তুহুঁ আওব সবহুঁ নিবেদব
মদন রাখয়ে যদি মোয়॥ ধ্রু॥
অছু না ঐছন চতুর সখীগণ
যা দেই সম্বাদ পাঠাই।
গুরুয়া লাজ বড় এ দূর দেশান্তর
তেঁ হাম একলি না যাই॥
তো বিনু দুখ যত তাহা না কহিব কত
দারুণ বিরহবিষাদ।
চম্পতিপতি প্রতি কহইতে ঐছন
বাঢ়ল প্রেমউনমাদ ॥৬॥

দিব্যোন্মাদ

পঠমঞ্জরী

ধায়ল বিরহিণি কালিন্দি-রোধ।
সহচরি বচনে না মানে পরবোধ॥
মাতল করিনি যৈছে গতি ধাব।
ঐছে চললি কোই লাগি না পাব॥
অতি দুরবল পুন পড়ি সোই ঠাম।
মুরছিত হই তহিঁ হরল গেয়ান॥
শ্রবণে বদন দেই কহে শ্যাম-নাম।
চেতন পাই কহে কাহাঁ ঘনশ্যাম॥
সখিগণ লেই করু কুঞ্জ পরবেশ।
চম্পতিপতি হেরি তনু ভেল শেষ॥ ৭॥

শরৎকালোচিত বিরহ

শ্রীগান্ধার

আওল শরদ নিশাকর নিরমল
পরিমল কমলবিকাশ।
হেরি হেরি বরজ রমণিগণ মুরছই
সোঙরিয়া রাসবিলাস॥
মাধব তুয়া অতি চপলচরিত।
কিয়ে অভিলাষে রহলি মথুরাপুরে
বিসরিয়া পূরুবপিরীতি॥ ধ্রু॥
এ সুখযামিনি বিরহিণি কামিনি
কৈছনে ধরব পরাণ।
রোই রোই ভরম সরম সব তেজল
জিবইতে নাহি নিদান॥
অমল কমলদল যো মুখমণ্ডল
অব ভেল ঝামর তুল।
চম্পতিপতি তোহে কিয়ে সমুঝায়ব
পেখহ বল্লবিকুল॥ ৮॥

[১৭৫৪]

চৈতন্যদাস

শ্রীচৈতন্যের নৃত্য

বিভাস

মহাভুজ নাচত চৈতন্য রায়।
কে জানে কত কত ভাব শতশত
সোনার বরণ গোরা গায়॥ ধ্রু॥
প্রেমে ঢর ঢর- অঙ্গ নিরমল
পুলকঅংকুরশোভা।
আর কি কহব অশেষ অনুভব
হেরইতে জগমনলোভা॥
শুনিয়া নিজগুণ নামকীর্ত্তন
বিভোর নটনবিভঙ্গ।
নদিয়াপুরলোক পাসরিল দুখ শোক
ভাসল প্রেমতরঙ্গ॥
রতন বিতরণ প্রেমরস বরিখণ
অখিলভুবন সিঞ্চিত।
চৈতন্যদাস গানে অতুল প্রেম-দানে
মুঞি সে হইলুঁ বঞ্চিত॥ ১॥

গৌরচন্দ্র (কলহান্তরিতা)

সুহই

মোহে বিহি বিপরীত ভেল।
অভিমানে মোহে উপেখি পহুঁ গেল॥
কি করিব কহ না উপায়।
কেমনে পাইব সেই মোর গোরা রায়॥
কি করিতে কি না জানি হৈল।
পরাণ-পুতলি গোরা মোরে ছাড়ি গেল॥
কে জানে যে এমন হইবে।
আঁচলে বান্ধিতে ধন সায়রে পড়িবে॥
চৈতন্যদাসের সেই হৈল।
পাইয়া গৌরাঙ্গচান্দ না ভজি তেজিল॥ ২॥

শ্রীগৌরচন্দ্র

ভূপালী

গৌরাঙ্গচান্দের মনে কি ভাব উঠিল।
পুরুবচরিত্র বুঝি মনেতে পড়িল॥
গৌরীদাসমুখ হেরি উলসিত হিয়া।
আনহ ছান্দন ডুরি বোলে ডাক দিয়া॥
আজি শুভ দিন চল গোঠেরে যাইব।
আজি হৈতে গো দোহন আরম্ভ করিব॥
ধবলী সাঙলী কোথা শ্রীদাম সুদাম।
দোহনের ভান্ড মোর হাতে দেহ রাম॥
ভাবাবেশে বেয়াকুল শচীর নন্দন।
নিত্যানন্দ আসি কোলে করে সেই ক্ষণ॥
চৈতন্যদাসেতে বলে ছান্দনের দড়ি।
হারাইল গৌরীদাস গোপী কৈল চুরি॥ ৩॥

গোবর্দ্ধনলীলা

শ্রীগান্ধার

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গবিলাস।
পুন গিরিধারণ পুরব লীলাক্রম
নবদ্বীপে করিলা প্রকাশ॥ ধ্রু॥
শুদ্ধ ভক্তি গোবর্দ্ধন পূজা কর জগ-জন
এই বিধি দিলা কলি মাঝে।
শ্রবণাদি নব অঙ্গ কল্পতরুময় শৃঙ্গ
পঞ্চরস ফল তাহে সাজে॥
পুলকঅঙ্কুর শোভা অশ্রুজল মনোলোভা
মন্দ বায়ু বেপথু সুন্দর।
নিজেন্দ্রিয় উপচারে সেব সেই গিরিবরে
প্রেমমণি পাবে ইষ্টবর॥
দেখিয়া লোকের গতি কলিযুগ সুরপতি
কোপে তনু কম্পিত হইল।
অধরম ঐরাবতে কুমতি ইন্দ্রাণী সাথে
সসৈন্যেতে সাজিয়া আইল॥

কালমেঘ বরিষণে ক্রোধবজ্র নিক্ষেপণে
লোকের হইল বড় ডর।
লোভ মোহ শিলাঘাতে মাৎসর্য্যাদি খরবাতে
ধৈর্য্যধর্ম্ম উড়ে নিরন্তর॥
জানিয়া জীবের ভয় শ্রীগৌরাঙ্গ দয়াময়
উপায় চিন্তিলা মনে মনে।
ভক্তভাব সারোদ্ধার নিজে করি অঙ্গীকার
ভক্তিগিরি করিলা ধারণে॥
তাহার আশ্রয়ে লোক পাসরিল দুঃখ শোক
কলিভয় খণ্ডিল সকলে।
তবে কলিদেবরাজ পাঞা পরাভবলাজ
স্তুতি করে চরণকমলে॥
অপরাধ ক্ষমাইয়া কহে কিছু দীন হৈয়া
যত জীব প্রভুর আশ্রয়।
যেবা তব গুণ গায় তাহে মোর নাহি দায়
এই সত্য করিল নিশ্চয়॥
প্রভু তারে দয়া কৈল ধন্য কলি নাম থুইল
অদ্যাপিহ ঘোষয়ে সংসার।
চৈতন্যদাসেতে বলে গোবর্দ্ধন লীলা ছলে
যুগে যুগে জীবের উদ্ধার॥ ৪॥

অথ দিব্যোন্মাদ

শ্রীগৌরাজচন্দ্র

সুহিনী

কি বলিব বিধাতারে এ দুখ সহায়।
গোরামুখ হেরি কেনে পরাণ না যায়॥
মলিন বদনে বসি আঁখি যুগ ঝরে।
আকাশগঙ্গার ধারা সুমেরুশিখরে॥
ক্ষণে মুখ শির ঘসে ক্ষণে উঠি ধায়।
অতি দূরবল ভূমে পড়ি মুরছায়॥
নাসায় নাহিক শ্বাস দেখি সভে কান্দে।
চৈতন্য দাসের হিয়া থির নাহি বান্ধে॥ ৫॥

সুহই

আলো মোর গৌর কিশোর।
পুরুষ প্রেমরসে ভোর॥
দুনয়নে আনন্দলোর।
কহে পহুঁ হইয়া বিভোর॥
পাওলুঁ বরজকিশোর।
সব দুখ দূরে গেও মোর॥
চির দিনে পায়লুঁ পরাণ।
বৈছন অমিয়াসিনান॥
হেরি সহচরগণ হাস।
গাওই চৈতন্যদাস॥ ৬॥

গোষ্ঠাষ্টমী যাত্রা

এক

ভাটিয়ারি

নন্দের মন্দিরে আজু বড়ই আনন্দ।
রামকৃষ্ণহাতে দিব গো দোহনভাণ্ড॥
প্রভাতে উঠিয়া নন্দ লৈয়া গোপগণ।
পাত্র মিত্র সহিতে বসিলা সভাজন॥
যত্ন করি যতেক ব্রাহ্মণ মুনিগণে।
আনাইলা নন্দঘোষ করি নিমন্ত্রণে॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া নন্দ পূজে মুনিগণে।
রাম কৃষ্ণ বন্দিলেন মুনির চরণে॥
মুনিগণে কহে শুন নন্দ মহামতি।
আজি শুভ দিন হয় শুক্লাষ্টমী তিথি॥
পুত্র-হস্তে দেহ গো দোহনভাণ্ড আজ।
গোষ্ঠপূজা মহোৎসব কর মহারাজ॥
পাইয়া মুনির আজ্ঞা নন্দ মহাশয়।
মহামহোৎসব করে আনন্দ হৃদয়॥
চৈতন্যদাসের মনে পরম উল্লাস।
দেখিল নয়নে গাবীদোহনবিলাস॥ ৭॥

দুই

জয়জয়ন্তী

ডাকিয়া তখন নিজ প্রজাগণ
আজ্ঞা দিল ব্রজরাজ।
বস্ত্র অলঙ্কার নানা উপহার
করহ গোষ্ঠের সাজ॥

শুনি গোপী যত আনন্দিত-চিত
যৌতুক থালীতে ভরি।
নন্দের ভবনে দিলা দরশনে
দিব্য বাস ভূষা পরি॥
নন্দের গৃহিণী যশোদা রোহিণী
অম্বা কিলিম্বাদি সঙ্গে।
হরিদ্রা কুংকুম গন্ধ উদ্বর্ত্তন
দিলা রামকৃষ্ণঅঙ্গে॥
সুবাসিত জলে ধান্য দূর্ব্বাদলে
স্নান সমাপন করি।
পরিয়া বসন মণি-আভরণ
গোষ্ঠেতে চলিলা হরি॥
নন্দ মহামতি মুনির সংহতি
সভাসদগণে লৈয়া।
নানা বাদ্য বাজে মঙ্গল সুসাজে
গোষ্ঠে প্রবেশিলা যাঞা॥
যশোদা রোহিণী গোপিনী সঙ্গিনী
মঙ্গলদ্রব্য সহিতে।
নানা উপহারে বস্ত্র অলংকারে
গোষ্ঠে হৈলা উপনীতে॥
দিব্য আলিপনে অগোর চন্দনে
স্থান কৈলা পরিষ্কার।
দিব্য চন্দ্রাতপ নিবারি আতপ
উপরে বান্ধিল তার॥
স্থাপিল কদলী জল ঘট ভরি
সহিতে আম্রের দল।
রত্ন পীঠোপরি বৈসে রাম হরি
হৈল মহাকোলাহল॥
স্বর্ণসূত্রে করি ছান্দনের ডুরি
রত্নের দোহনভাণ্ড।
মুনিআজ্ঞামতে রামকৃষ্ণহাতে
আনন্দে দিলেন নন্দ॥
বেদ পাঠ করি ব্রাহ্মণ সকলি
করে আশীর্ব্বাদ ধ্বনি।
নর্ত্তক গায়ক ভট্টাদি যাচক
শব্দ চতুর্দ্দিকে শুনি॥
স্বর্গে সুরগণ পুষ্প বরিষণ
করিয়া সুখেতে ভাসে।
ত্রিভুবন ভরি আনন্দ সঞ্চারি
কহয়ে চৈতন্যদাসে॥ ৮॥

তিন

তথারাগ

তবে নন্দ শীঘ্র আনাইলা দুই গাই।
ধবলী সাঙলী বৎস সহিত তথাই॥
সুরভিসন্ততি সেই মহাদুগ্ধবতী।
স্বর্ণযুক্ত শৃঙ্গ খুর নবীন যুবতী॥
দুই গাই দুই ভাই ছান্দনে ছান্দিয়া।
দোহন করিলা গাবী আনন্দিত হৈয়া॥
দোঁহাকার দুগ্ধ ভাণ্ড ক্ষণেকে পূরিল।
প্রথম দোহন দুগ্ধ ব্রাহ্মণেরে দিল॥
চৈতন্যদাসেতে কহে গাবীর দোহন।
দেখি ব্রজবাসিগণের জুড়াইল মন॥ ৯॥

চার

তথারাগ

আইলা সকলে নন্দের মহলে
নন্দ আনন্দিতমন।
প্রথমে পূজিল ব্রাহ্মণসকল
দিলেন অনেক ধন॥
সুবর্ণ রজত গাবী বৎস কত
লক্ষাধিক পরিমাণ।
অলংকার যত দক্ষিণা সহিত
ব্রাহ্মণে করয়ে দান॥
নর্ত্তক গায়ক ভট্টাদি বাদক
গোধনে তুষিল সভে।
নানা মিষ্টঅন্ন করাই ভোজন
বিদায় করিলা তবে॥
কৃষ্ণ বলরাম সখাগণ বাম
করিল ভোজনকেলি।
নন্দ যশোমতী করিল আরতি
গোপগোপীগণ মেলি॥

ধন্য ব্রজ জন ধন্য সে ব্রাহ্মণ
ধন্য সে গোকুলপুর।
ধন্য গাবীগণ যমুনা-পুলিন
এ দাস চৈতন্য ফুর॥ ১০॥

গোবর্দ্ধনলীলা

এক

তথারাগ

যত গোপগণ পুজে গোবর্দ্ধন
না কৈল ইন্দ্রের পুজা।
পাই অপমান কোপে কম্পমান
সাজিলা দেবের রাজা॥
মহা অহঙ্কারে কৃষ্ণনিন্দা করে
অজ্ঞানে মোহিত হৈয়া।
কহে গোপপুরী মহাবৃষ্টি করি
আজি ডুবাইব যাঞা॥
ডাকি মেঘগণে যতেক পবনে
আজ্ঞা দিলা সুরপতি।
শিলাবৃষ্টি করি ভাঙ্গ ব্রজপুরী
যাহ যাহ শীঘ্রগতি॥
আপনে তখনে চড়িয়া বারণে
বজ্র হস্তে দেবরাজ।
সঙ্গে সেনাগণ ছাইয়া গগন
আইল গোকুল মাঝ॥
চতুর্দ্দিগে মেঘে ধায় বায়ু-বেগে
দিনে হৈল অন্ধকার।
খর বরিষণে বজ্রের ক্ষেপণে
ভাঙ্গিল ঘর দুয়ার॥
প্রলয়ের হেন বৃষ্টিধারা ঘন
ঝঞ্ঝনা চিকুর পড়ে।
হাহাকার করি পথাপথ ছাড়ি
ব্রজবাসী সব নড়ে॥
পড়িয়া সঙ্কটে কৃষ্ণের নিকটে
আইল্য গোকুলবাসী।
ধেনুগণ যত যুথে যুথে কত
দাঁড়াইল নিকটে আসি॥

কৃষ্ণ মহামতি গোকুলের পতি
কর পরিত্রাণ বোলে।
চৈতন্যের দাস করি এই আশ
এবার রাখ গোকুলে॥ ১১॥

দুই

তথারাগ

নন্দ আদি গোপ গোপী হইলা বিকল।
দেখিয়া জানিলা কৃষ্ণ ইন্দ্র করে বল॥
এতেক ভাবিয়া কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
এক হস্তে তুলিয়া ধরিলা গোবর্দ্ধন॥
কন্দুকের প্রায় গিরি ধরিয়া কৌতুকে।
সভারে ডাকেন আর জননী জনকে॥
আইস আইস সভে শিশু বৎসগণ লৈয়া।
এই গর্ত্তে থাক আসি নির্ভয় হইয়া॥
গোপগণ বলে কৃষ্ণ শুন হে বচন।
হাত হৈতে তোমার যদি পড়ে গোবর্দ্ধন॥
সকল গোকুলপুরী যাবে রসাতলে।
কিসে হইতে রক্ষা তায় পাইব সকলে॥
কান্দিয়া যশোদা দেবী কহে গোপগণে।
একাকী পর্ব্বত কৃষ্ণ ধরিব কেমনে॥
কোথা রে কৃষ্ণের প্রিয় শ্রীদাম সুদাম।
সভে মেলি গোবর্দ্ধন ধর বলরাম॥
চৈতন্যদাসেতে কহে শুন যশোমতি।
গোকুল রাখিতে তুয়া সহায় শ্রীপতি॥ ১২॥

তিন

তথারাগ

হেন কালে সখী মেলে রাইকনকগিরি
আচম্বিতে দরশন দিলা।
দাড়াঞা রূপের ভরে ধরি সহচরী-করে
মুখ জিনি শশী ষোলকলা॥
রাই নব সুমেরু সুঠান।
স্মিত সুরধুনীধারে রসের ঝরণা ঝরে
হেরি হেরি তৃষিত নয়ান॥

নব অনুরাগ বাতে স্থির নাহি বান্ধে চিতে
পাসরিলা নিজ মরিষাদ।
কাঁপে তনু থরহরে পর্ব্বত ডোলয়ে করে
গোয়ালে গণিল পরমাদ॥
লগুড় লইয়া করে কেহো কেহো গিরি ধরে
উদার ব্রজের গোপগণ।
ললিতা দেবী যে হাসি দাণ্ডাইলা আগে আসি
রাইরে করিলা অদর্শন॥
ভাব সম্বরিয়া হরি রাখিল গোকুল-পুরী
ইন্দ্রেরে করিয়া পরাজয়।
চৈতন্যদাসের বাণী ত্রিভুবনে জয়-ধ্বনি
গোবর্দ্ধনলীলা রসময়॥ ১৩॥

চার

তথারাগ

জয় জয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
ব্রজের জীবন প্রাণধন॥ ধ্রু॥
পরিবার সহ ব্রজ-বাসী।
গর্ত্ত হৈতে উঠিলা হরষি॥
সেইখানে লীলায় শ্রীহরি।
স্থাপিলেন গোবর্দ্ধন গিরি॥
নন্দ আদি যত গোপগণে।
আশীর্ব্বাদ করে কায়মনে॥
কেহো কেহো করে আলিঙ্গন।
স্বর্গে স্তুতি করে দেবগণ॥
যশোদা রোহিণী হর্ষ পাঞা।
চাঁদ-মুখ চুম্বয়ে চাপিয়া॥
আনন্দেতে নাচে বিদ্যাধরী।
পুষ্প বর্ষে অপ্সরা কিন্নরী॥
দেবরাজ পাঞা পরাভব।
কর যুড়ি করে নানা স্তব॥
নিজ অপরাধ ক্ষেমাইয়া।
গেলা আপনার গণ লৈয়া॥
চৈতন্যদাসেতে ইহা গায়।
যুগে যুগে ভক্তের সহায়॥ ১৪॥

কারণাভাস মান

তথারাগ

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
মাধব মিলয়ে বহুত পুণ॥
এত পরিহার করয়ে যে।
তাহারে সুন্দরি বঞ্চয়ে কে॥
দোষ নাহি কছু নয়ানে চাহ।
আপন সরস পরশ দেহ॥
হাসিয়া সুন্দরী চাহল ফিরি।
ও কর কমল ধয়ল হরি॥
দুহুঁক পূরল মনের আশ।
বিজন বিজই চৈতন্যদাস॥ ১৫॥

অর্দ্ধ-বাহ্যদশায় প্রলাপ

সুহই

হে হরে মাধুর্য্যগুণে হরিলে যে নেত্র মনে
মোহন মুরতি দরশাই।
হে কৃষ্ণ আনন্দধাম মহাআকর্ষক ঠাম
তুয়া বিনে দেখিতে না পাই॥
হে হরে ধৈরজ হরি গুরুভয় আদি করি
কুলের ধরম কৈলা চুর।
হে কৃষ্ণ বংশীর স্বনে আকর্ষিয়া আনি বনে
দেহ গেহ স্মৃতি কৈলা দূর॥
হে কৃষ্ণ কর্ষিতা আমি কঞ্চুলি কর্ষহ তুমি
তা দেখি চমক মোহে লাগে।
হে কৃষ্ণ বিবিধ ছলে উরোজ কর্ষহ বলে
থির নহ অতি অনুরাগে॥
হে হরে আমারে হরি লৈয়া পুষ্প তল্পোপরি
বিলাসের লালসে কাকুতি।
হে হরে গুপতে বস্ত্র হরিয়া সে ক্ষণমাত্র
ব্যক্ত কর মনের আকুতি॥
হে হরে বসন হর তাহাতে যে হেন কর
অন্তরের হর যত বাধা।
হে রাম রমণঅঙ্গ নানা বৈদগধি-রঙ্গ
প্রকাশি পূরহ মনের সাধা॥

হে হরে হরিতে বলী নাহি হেন কুতূহলী
সভার সে বাম্য না রাখিলা।
হে রাম রমণরত তাহা প্রকটিয়া কত
কি না রসাবেশে ভাসাইলা॥
হে রাম রমণ শ্রেষ্ঠ- মন রমণীয় শ্রেষ্ঠ
তুয়া সুখে আপনা না জানি।
হে রাম রমণ ভাগে ভাবিতে মরমে জাগে
সে রসমূরতি তনুখানি॥
হে হরে হরণ তোর তাহার নাহিক ওর
চেতন হরিয়া কর ভোর।
হে হরে আমার লক্ষ হর সিংহ প্রায় দক্ষ
তোমা বিনে কেহ নাহি মোর॥
তুমি সে আমার প্রাণ তোমা বিনে নাহি জান
ক্ষণেকে কলপশত যায়।
সে তুমি অনত গিয়া রহ উদাসীন হৈয়া
কহ দেখি কি করি উপায়॥
ওহে নবঘনশ্যাম কেবল রসের ধাম
কৈছে রহ করি মন ঝুরে।
চৈতন্য বোলয়ে যায় হেন অনুরাগ পায়
তারে বন্ধু মিলয়ে অদূরে॥ ১৬॥

বাহ্যদশায় প্রলাপ

সুহিনী

পুন যব মুরছলি গোরি।
সখিগণ ভেল বিভোরি॥
ধনিমুখচান্দ নেহারি।
রোয়ত কুন্তল ফারি॥
হা বৃষভানুকুমারি।
হা হা কুসুম-সুকুমারি॥
চৌদিগে বেঢ়িয়া রাই।
রোয়ত ধরণি লোটাই॥
সখিগণ ভেল উনমাদ।
ছোড়ল কুলমরিযাদ॥
বাউরি সম কোই ধায়।
কোই ভূমে পড়ি মুরছায়॥
কো কহে প্রাণপিয়ারি।
নীছিয়ে জীবন হামারি॥
সহচরী বাউরি ভেল।
চৈতন্যবোধিতে গেল॥ ১৭॥

[১৭৭১]

তরণী-রমণ

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

গান্ধার

শুন হে সুবল সখা আর কি হইবে দেখা
পাসরিতে নারি সুধামুখী।
এ কথা কহিব কায় কেবা পরতীত যায়
মোর প্রাণ আমি তার সাথী॥
সখা ভাবিতে ভাবিতে তনু শেষ।
না জানি কি করে বিধি যদি কার্য্য নহে সিধি
আনলে করিব পরবেশ॥ ধ্রু॥
শুনিয়া সুবল কয় কিছু না করিহ ভয়
অবিলম্বে আনি দিব তারে।
পূরিবে তোমার আশ তবে সে জানিবে দাস
বিলাস করিবে রসভরে॥
কর-যোড় করি শ্যাম সখারে করে পরণাম
ইহলোকে তুমি মোর বন্ধু।
তরণীরমণে বলে রাখ রাঙ্গা পদতলে
এবার তরাও ভবসিন্ধু॥ ১॥

বরাড়ী

শুন ধনি রমণিশিরোমণি রাধে।
হেরইতে কানু করল বহু সাধে॥
যব যমুনা তুহুঁ নাহিতে গেল।
মাধব তব তহি তরুতলে খেল॥

যৈখনে হেরল তুয়া মুখচান্দ।
যামিনি দিনুয়া ঝুরি ঝুরি কান্দ॥
উচল কুচযুগ হার উজোর।
সোঙরিতে কম্পিত নন্দকিশোর॥
রামকদলি উরু পদনখ ইন্দু।
সঘনে ফুকারই ব্রজকুলবন্ধু॥
অভিসর সুন্দরি না করু বিলম্ব।
মাধব যদি জিয়ে তব অবলম্ব॥
তরণীরমণ ভণ বিহিক বিধান।
দারিদে যৈছে করল হেমদান॥ ২॥

সম্ভোগ

ধানশী

যতনে রাই লেই মন্দিরে গেল।
নিজ নিজ সেবন সখিগণ কেল॥
নিরজনে রহ ধনি হোই সুথির।
অন্তর গরগর কপট বাহির॥
কানুপরশরস যদি নাহি জান।
দরশে হরষমন সরস নয়ান॥
ভাবি ভবনে ধনি হৃদয় বিথার।
বিবশ লাজ ভয়ে আহে অনিবার॥
তরণীরমণে ভণ অপরূপ রস।
পহিলক মিলন যুবতি অপযশ॥ ৩॥

ধানশী

সখিগণে তোহে আপন হম জান।
অন্তর বাহির না করলুঁ আন॥
যো রসিক সহিত মিলনে ভয় হোয়।
তাকর আগে কাহে সোঁপলি মোয়॥ ধ্রু॥
পহিলহি আদর নয়ন বিভঙ্গ।
করইতে কোরে আন হোয়ে রঙ্গ॥
এহ সখি হামে সহা নাহি যায়।
পিরীতি মুরুখ সঞে কো করু চায়॥
তরণীরমণ ভণ আন নাহি জান।
সো সুপুরুখ লাগি তেজব পরাণ॥ ৪॥

তথারাগ

ঐছন সংকেত ভাবিয়া রাই।
সব সখীগণ বদন চাই॥
আবেশে কহত মনের কথা।
কবহুঁ হরষি বিষাদ ব্যথা॥
সংকেত করল নাগর রায়।
কি করব সখি কহ উপায়॥
গুরু দুরুজন বঞ্চনা করি।
কেমনে যাইব রহিতে নারি॥
এতই ভাবিয়া চলিলা ধনী।
যতই বিঘিনি কিছু না গণি॥
সখীগণ মেলি সংকেত গেহে।
আওল তরণীরমণ কহে॥ ৫॥

খণ্ডিতা

এ হরি মাধব কর অবধান।
নিদানে বেয়াধি ঔষধে কিবা কাম॥
আঁধিয়ারি রাতি উজোর করে যোই।
দিবসক চাঁদ পুছত নাহি কোই॥
দরপণ লেই কি করব আন্ধে।
শফরী পলায়ব কি করব বান্ধে॥
সায়র শুকায়ল কি করব নীরে।
হাম অধীরা তুয়া কি করব ধীরে॥
কা করব বন্ধুগণ বিধি ভেল বাম।
নিশি পরভাতে আওলি ঘনশ্যাম॥
তরণীরমণে ভণ ঐছন রঙ্গ।
রজনী গোঙায়লি কাকর সঙ্গ॥ ৬॥

ধানশী

শ্যামনাম যব যে মোরে শুনায়ব
না হেরব তাকর মুখ।
কালিয় বরণ কবহুঁ নহি পেখব
তবহুঁ মিটব মোর দুখ॥
সজনী ঐছন মরম-বিচার।
তাকর সরূপ বিরূপ করি রাখহ
যৈছে না হোয়ে বিকার॥ ধ্রু॥

কঞ্জ বিম্বফল নব কিসলয় দল
বান্ধুলি করু দূরদেশ।
কর পদ অধর যেসব সম তাকর
হেরইতে তছু করু শেষ॥
কোকিল ষট্পদ তুহুঁ দূরে ভেজহ
কালিয়বরণ সম তার।
মৃগমদ উতপল সুগন্ধি সুশীতল
পরশ করব নাহি আর॥
ঔর দীগগণ না চলু সমীরণ
আনব তছু তনুগন্ধ।
তেজহ শিখিগণ শির পর ভূষণ
তাহে অতি নাচন মন্দ॥
না করব চন্দন অঙ্গে বিলেপন
চারু তিলক তছু ভালে।
তেজব নীলাম্বর না হেরব অম্বর
দরশই এ মেঘমালে॥
সুখদ শ্রুতিপথ • না হব হৃদি-গত
সুমধুর মুরলি সমান।
তরণীরমণ ভণ ঐছে করব পুন
যাবত রহব পরাণ॥ ৭॥

মান

গান্ধার

ধনি ভেলি মানিনি শুনল কান।
সহচরি চরণে করয়ে পরণাম॥
এ দূতি সঙ্গিনি শুন মঝু বাত।
সহই না পারিয়ে মদন বিঘাত॥
ধর ইহ তাম্বুল লহ নিজ সঙ্গে।
সবিনয় কহবি সকল পরসঙ্গে॥
এ সব দুখ জানায়বি আগে।
মৃগধল মাধব তুহারি সোহাগে॥
তব যদি সুন্দরি না মিটব মান।
পাছে হি চরণে করবি পরণাম॥
তরণীরমণ ভণ কি কহব আর।
জাগি রহলুঁ হাম শরণ তুহার॥ ৮॥

মাথুর বিরহ

বরাড়ী

শুনিয়া সখীগণে ধাওয়াধাই যাই।
দেখয়ে অচেতনে আছয়ে রাই॥
ধনি ভেল মুরছিত হরল গেয়ান।
দশনে দশনে লাগি মুদল নয়ান॥
কেহু কেহু চন্দন লেপই অঙ্গে।
কেহু কেহু রোয়ত বিরহ-তরঙ্গে॥
কেহু কেহু তুলা ধরি পরখত শাস।
কেহু নলিনীদলে করত বাতাস॥
কেহু কেহু রাই লই বৈঠায়ত কোর।
এ পাপপিরীতি লাগি ঐছন তোর॥
ভালে.ভালে গেল সোই নিঠুর মাধাই।
জিবইতে সংশয় অব ভেল রাই॥
সো দিন বিছুরল পদ নাহি ছোড়ি।
দীনহীন সম রহু কর যোড়ি॥
তরণীরমণ ভণ না কর বিলম্ব।
নাগরক লাগি জীবন অবলম্ব॥ ৯॥

[১৭৮০]

দুঃখী দীন কৃষ্ণদাস

শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনা

ভৈরবী

সোঙরো নব গৌরচন্দ্র
নাগর বনয়ারি।
নদীয়া ইন্দু করুণাসিন্ধু
ভকতবৎসলকারী॥ ধ্রু॥

বদনচন্দ অধর রঙ্গ
নয়নে গলত প্রেম-তরঙ্গ
চন্দ্র কোটি ভানু কোটি
শোভা নিছয়ারি।

কুসুমশোভিত চিকুর চাঁচর
ললাটে তিলক নাসিকা উজোর
দশন মোতিম অমিয়া হাস
দামিনি ঘনয়ারি॥

মকরকুণ্ডল ঝলকে গণ্ড
মণিকৌস্তুভদীপ্ত কণ্ঠ
অরুণ বসন করুণ বচন
শোভা অতি ভারি।

মাল্যচন্দন চর্চ্চিত অঙ্গ
লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ
অঙ্গদ বলয়া রতন নূপুর
যজ্ঞসূত্রধারি॥

ছত্র ধরত ধরাধরেন্দ্র
গাওত যশ ভকতবৃন্দ
কমলা-সেবিত পাদদ্বন্দ্ব
বলিয়ে বলিহারি।

কহত দীন কৃষ্ণদাস
গৌরচরণে করত আশ
পতিত পাবন নিতাই চান্দ
প্রেম দানকারী॥ ১॥

শ্রীগৌরচন্দ্র

তুড়ি

নাচে গোরা প্রেমে ভোরা
ক্ষণে বলে হরি হরি।
ক্ষণে বৃন্দাবন করয়ে স্মরণ
ক্ষণে ক্ষণে প্রাণেশ্বরী॥

যাবকবরণ কটির বসন
শোভা করে গোরা গায়।
কখন কখন যমুনা বলিয়া
সুরধুনীতীরে ধায়॥

তাথই তাথই মৃদঙ্গ বাজই
ঝনঝন করতাল।
নয়নঅম্বুজে বহে সুরনদী
গলে দোলে বনমাল॥

আনন্দ-কন্দ গৌরচন্দ্র
অকিঞ্চনে বড় দয়া।
(দীন) কৃষ্ণদাস করত আশ
ও পদপঙ্কজছায়া॥ ২॥

বসন্ত

খেলত ফাগু গোরা দ্বিজরাজ।
গদাধর নরহরি দোঁহার সমাজ॥
নিতাই অদ্বৈত সহ খেলই রসাল।
খেনে গালি খেনে কেলি প্রেমে মাতোয়াল॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে খেলে রায় রামানন্দ।
শ্রীবাস স্বরূপ সহ মুরারি মুকুন্দ॥
দোঁহে দোঁহে খেলে ফাগু করি হরি-ধ্বনি।
গদাধর সহ খেলে গোরা দ্বিজমণি॥
কেহ নাচে কেহ গায় করতালি দিয়া।
দীন কৃষ্ণদাসে কহে আনন্দে ভাসিয়া॥ ৩॥

সিন্ধুড়া

শরতচান্দ জিনি গোরা-মুখ চান্দ।
শারদনিশাকর হেরি হেরি কান্দ॥
সময় শরদ সুখ সোঙরি সোঙরি।
কান্দয়ে গৌরাঙ্গ পহুঁ ফুকরি ফুকরি॥
বিদরিয়া যায় হিয়া সে মুখ দেখিতে।
মুঢ় যেহো নারে সেহো ধৈরজ ধরিতে॥
কান্দিয়া আকুল যত প্রিয় অনুচর।
কৃষ্ণদাস কহে মুঞি বড়ই পামর॥ ৪॥

তথারাগ

চিরদিনে গোরাচাঁদের আনন্দ অপার।
কহয়ে ভকতগণে পুরব বিহার॥
পুলকে পুরল তনু আপাদ মস্তক।
সোণার কেশর জনু কদম্বকোরক॥
ভাবে ভরল মন গদগদ ভাষ।
অনেক যতনে বিহি পুরায়ল আশ॥
শচীর নন্দন গোরা জাতি প্রাণ ধন।
শুনি চাঁদমুখের কথা জুড়াইল মন॥
গোরাচাঁদের লীলায় যার হইল বিশ্বাস।
দুখী কৃষ্ণদাস তার দাস অনুদাস॥ ৫॥

বন্দনা

কৌ

জয় জয় মহাপ্রভু জয় গৌরচন্দ্র।
জয় বিশ্বম্ভর জয় করুণার সিন্ধু॥
জয় শচীসুত জয় পণ্ডিত নিমাঞি।
জয় মিশ্র পুরন্দর জয় শচী আই॥
জয় জয় নবদ্বীপ জয় সুরধুনী।
জয় লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর গৃহিণী॥
জয় জয় নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈত-চরণ॥
নিত্যানন্দপদদ্বন্দ্ব সদা করি আশ।
নামসংকীর্ত্তন গাইল কৃষ্ণদাস॥ ৬॥

সংকীর্ত্তন

রামকেলি

নবদ্বীপে শুনি সিংহনাদ।
সাজল বৈষ্ণবগণ করি হরি সংকীর্ত্তন
মুঢ়মতি গণিল প্রমাদ॥ ধ্রু॥
গৌরচন্দ্র মহারথী নিত্যানন্দ সেনাপতি
অদ্বৈত যুদ্ধের আগুয়ান।
প্রেমডোর ফাঁস করি বান্ধিল অনেক ঐরি
নিরন্তর গর্জ্জে হরিনাম॥
শ্রীচৈতন্য করে রণ কলিগজে আরোহণ
পাষণ্ডদলন বীরবানা।
কলিজীব তরাইতে আইল প্রভু অবনীতে
চৌদিগে চাপিয়া দিল থানা॥
উত্তম অধম জন সভে পাইল প্রেম-ধন
নিতাই চৈতন্য কৃপা লেশে।
সমুখে শমন দেখি কৃষ্ণদাস বড় দুখী
না পাইয়া প্রেমের উদ্দেশে॥ ৭॥

শ্রীনিত্যানন্দের জন্মলীলা

শ্রীরাগ

রাঢ়দেশে নাম একচক্রা গ্রাম
হারাই পণ্ডিতঘর।
শুভ মাঘমাসি শুক্লা ত্রয়োদশী
জনমিলা হলধর॥
হাড়াই পণ্ডিত অতি হরষিত
পুত্রমহোৎসব করে।
ধরণীমণ্ডল করে টলমল
আনন্দ নাহিক ধরে॥
শান্তিপুরনাথ মনে হরষিত
করি কিছু অনুমান।
অন্তরে জানিলা বুঝি জনমিলা
কৃষ্ণের অগ্রজ রাম॥
বৈষ্ণবের মন হৈল পরসন্ন
আনন্দ-সাগরে ভাসে।
এ দীন পামর হইবে উদ্ধার
কহে দুখী কৃষ্ণদাসে॥ ৮॥

সুহই

ভুবন আনন্দকন্দ বলরাম নিত্যানন্দ
অবতীর্ণ হৈলা কলিকালে।
ঘুচিল সকল দুখ দেখিয়া ও চাঁদমুখ
ভাসে লোক আনন্দ হিলোলে॥
জয় জয় নিত্যানন্দ রাম।
কনক চম্পক কাঁতি আঙ্গুলে চান্দের পাঁতি
রূপে জিতল কোটি কাম॥ ধ্রু॥
ও মুখমণ্ডল দেখি পূর্ণচন্দ্র কিসে লেখি
দীঘল নয়ান ভাঙু ধনু।
অজানুলম্বিত ভুজ করতল থলপঙ্কজ
কটি ক্ষীণ করিঅরি জনু॥
চরণকমলতলে ভকতভ্রমর বুলে
আধ বাণী অমিয়া প্রকাশ।
ইহ কলিযুগ জীবে উদ্ধার হইবে এবে
কহে দীন দুখী কৃষ্ণদাস॥ ৯॥

শ্রীগৌরাঙ্গের অভিষেক

সুহই

আনন্দে ভকতগণ দেই জয়রব।
শ্রীবাস পণ্ডিতঘরে মহামহোৎসব॥
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত শত ঘট জলে।
গৌরাঙ্গের অভিষেক করে কুতুহলে॥
রতন বেদীর পর বসি গোরাচান্দ।
অপরূপ রূপ সে রমণীমনফান্দ॥
শান্তিপুরনাথ আর নিত্যানন্দ রায়।
হেরিয়া গৌরাঙ্গমুখ প্রেমে ভাসি যায়॥
মুকুন্দ মুরারি আদি সুমধুর গায়।
হরি বলি হরিদাস নাচিয়া বেড়ায়॥
কহে কৃষ্ণদাস গোরাচাঁদের অভিষেক।
নদীয়ার নরনারী দেখে পরতেক॥ ১০॥

বরাড়ী

দেখ দুই ভাই গৌর নিতাই
বসিলা বেদীর পরে।
গগন তেজিয়া আসিল নামিয়া
যেন শশিদিবাকরে॥
হেরি হরষিত ঠাকুর পণ্ডিত
নিজগণ লৈয়া সাথে।
জল সুবাসিত ঘট ভরি কত
ঢালয়ে দোঁহার মাথে॥
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসী বেণু বীণা বাঁশী
খোল করতাল বায়।
জয় জয় বোল হরি হরি রোল
চৌদিগে ভকত গায়॥
সিনান করায়্যা বসন পরায়্যা
বসাইল সিংহাসনে।
ধূপ দীপ জ্বালি লৈয়া অর্ঘ্য থালী
পূজা কৈলা দুই জনে॥
উপহারগণ করয়্যা ভোজন
তাম্বুল চন্দন শেষে।
ফুল-হার দিয়া আরাত্রি করিয়া
প্রণমিল কৃষ্ণদাসে॥ ১১॥

শ্রীগৌরাঙ্গগুণ বর্ণন

ধানশী

প্রেমসিন্ধু গোরা রায় নিতাইতরঙ্গ তায়
করুণাবাতাস চারি পাশে।
প্রেম উথলিয়া পড়ে জগত হাফান ছাড়ে
তাপ তৃষ্ণা সভাকার নাশে॥
দেখ দেখ নিতাই চৈতন্য দয়াময়।
ভক্তহংসচক্রবাকে পিব পিব বলি ডাকে
পাইয়া বঞ্চিত কেন হয়॥ ধ্রু॥
ডুবি রূপ সনাতন তোলে নানা রত্ন ধন
যতনে গাঁথিয়া তার মালা।
ভক্তিলতাসূত্র করি লেহ জীব কণ্ঠ ভরি
দূরে যাবে শমনের জ্বালা॥
লীলারসসংকীর্ত্তন বিকসিত পদ্মবন
জগত ভরিল যার বাসে।
ফুটিল কুসুম বন মাতিল ভ্রমরগণ
পাইয়া বঞ্চিত কৃষ্ণদাসে॥ ১২॥

প্রার্থনা

শ্রীরাগ

নিতাই চৈতন্য দোহে বড় অবতার।
এমন দয়াল দাতা না হইবে আর॥
ম্লেচ্ছ চণ্ডাল নিন্দুক পাষণ্ডাদি যত।
করুণায় উদ্ধার করিলা কত কত॥
হেন অবতারে মোর কিছুই না হৈল।
হায়রে দারুণ প্রাণ কি সুখে রহিল॥
যত যত অবতার হইল ভুবনে।
হেন অবতার ভাই না হয় কখনে॥
হেন প্রভুর পদদ্বন্দ্ব না করি ভজন।
হাতে তুলি মুখে বিষ করিলুঁ ভক্ষণ॥
গৌরকীর্ত্তনে প্রেমে জগত ডুবিল।
হায়রে দারুণ প্রাণ কি সুখে রহিল॥
কান্দে কৃষ্ণদাস কেশ ছিঁড়ি নিজকরে।
ধিক্ ধিক্ অভাগিয়া কেনে নাহি মরে॥
॥ ১৩॥

তথারাগ

অদোষ দরশী মোর প্রভু নিত্যানন্দ।
না ভজিলুঁ হেন প্রভুর চরণারবিন্দ॥
হায় রে না জানি মুঞি কেমন অসুর।
পাইয়া না ভজিলুঁ হেন দয়ার ঠাকুর॥
হায় রে অভাগার প্রাণ কি সুখে আছহ।
নিতাই বলিয়া কেনে মরিয়া না যাহ॥
নিতাইর করুণা শুনি পাষাণ মিলায়।
হায় রে দারুণ হিয়া না দরবে তায়॥
নিতাই চৈতন্য অপরাধ নাহি মানে।
যারে তারে নিজ প্রেমভক্তি করে দানে॥
তাঁর নাম লইতে না গলয়ে মোর হিয়া।
কৃষ্ণদাস কহে মুঞি বড় অভাগিয়া॥ ১৪॥

তথারাগ

জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।
অপরাধ পাপ মোর তাহার নাহিক ওর
উদ্ধারহ নিজ করুণায়॥ ধ্রু॥
আমার অসত মতি তোমার নামে নাহি রতি
কহিতে না বাসি মুখে লাজ।
জনমে জনমে কত করিয়াছি আত্ম-ঘাত
অতয়ে সে মোর এই কাজ॥
তুমি ত করুণাসিন্ধু পাতকী জনার বন্ধু
এবার করহ যদি ত্যাগ।
পতিত-পাবন নাম নিৰ্ম্মল সে অনুপাম
তাহাতে লাগয়ে বড় দাগ॥
পুরুবে যবন আদি কত কত অপরাধী
তরায়্যাছ শুনিয়াছি কানে।
কৃষ্ণদাস অনুমানি ঠেলিতে নারিবে তুমি
যদি ঘৃণা না করহ মনে॥ ১৫॥

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত

তথারাগ

শ্রীবৃন্দাবন নাম রত্নচিন্তামণি ধাম
তাহে কৃষ্ণ বলরাম পাশ।
সুবলচন্দ্র নাম ছিল এবে গৌরীদাস হৈল
অম্বিকা নগরে যার বাস॥
নিতাই চৈতন্য যার সেবা কৈল অঙ্গীকার
চারি মূর্ত্তি ভোজন করিল।
পুরুবে সুবল জনু বশ কৈল রাম কানু
পরতেক এখন রহিল॥
নিতাই চৈতন্য বিনে আর কিছু নাহি জানে
কে কহিবে প্রেমের বড়াই।
সাক্ষাতে রাখিল ঘরে হেন কে করিতে পারে
নিতাই চৈতন্য দুই ভাই॥
প্রেমে লম্ফ ঝম্প যার পুলকিত হুহুঙ্কার
খেণেকে রোদন খেণে হাস।
তাঁর পাদপদ্মরেণু ভূষণ করিয়া তনু
কহে দীনহীন কৃষ্ণদাস॥ ১৬॥

ভাটিয়ারি

ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী গোরা নাচে ফিরি ফিরি
নিত্যানন্দ বলে হরি হরি।
কান্দি গৌরীদাস বলে পড়ি প্রভুর পদ-তলে
কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী॥

আমার বচন রাখ অম্বিকা নগরে থাক
এই নিবেদন তুয়া পায়।
যদি ছাড়ি যাবে তুমি নিশ্চয় মরিব আমি
রহিব সে নিরখিয়া কায়॥
তোমরা যে দুটি ভাই থাক মোর এই ঠাঞি
তবে সভার হয় পরিত্রাণ।
পুন নিবেদন করি না ছাড়িহ গৌরহরি
তবে জানি পতিত-পাবন॥
প্রভু কহে গৌরীদাস ছাড়হ এমত আশ
প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ।
তাহাতে আছিয়ে আমি নিশ্চয় জানিহ তুমি
সত্য মোর এই বাক্য রাখ॥
এত শুনি গৌরীদাস ছাড়ি দীর্ঘ নিশ্বাস
ফুকরি ফুকরি পুন কান্দে।
পুন সেই দুই ভাই প্রবোধ করয়ে তায়
তমু হিয়া থির নাহি বান্ধে॥
কহে দীন কৃষ্ণদাস চৈতন্য-চরণে আশ
দুই ভাই রহিলা তথায়।
ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে বন্দী হৈলা দুই জনে
ভকতবৎসল তেঁঞি গায়॥ ১৭॥

তথারাগ

আকুল দেখিয়া তারে কহে গৌর ধীরে ধীরে
আমরা থাকিলাম তোর ঠাঞি।
নিশ্চয় জানিহ তুমি তোমার এ ঘরে আমি
রহিলাম এই দুই ভাই॥
এতেক প্রবোধ দিয়া দুই প্রতিমূর্ত্তি লৈয়া
আইল পণ্ডিত বিদ্যমান।
চারি জনে দাঁড়াইল পণ্ডিত বিস্ময় ভেল
ভাবে অশ্রু বহয়ে নয়ান॥
পুন প্রভু কহে তারে তোর ইচ্ছা হয় যারে
সেই দুই রাখ নিজ ঘরে।
তোমার প্রতীত লাগি তোর ঠাঞি খাব মাগি
সত্য সত্য জানিহ অন্তরে॥
শুনিয়া পণ্ডিতরাজ করিলা রন্ধনকাজ
চারি জনে ভোজন করিলা।
পুষ্পমাল্য বস্ত্র দিয়া তাম্বুলাদি সমর্পিয়া
সর্ব্ব অঙ্গে চন্দন লেপিলা॥

নানা মতে পরতীত করায়্যা ফিরায়্যা চিত
দোঁহারে রাখিল নিজ ঘরে।
পণ্ডিতের প্রেম লাগি দুই ভাই খায় মাগি
দোঁহে গেলা নীলাচলপুরে॥
পণ্ডিত করয়ে সেবা যখন যে ইচ্ছা যেবা
সেই মত করয়ে বিলাস।
হেন প্রভু গৌরীদাস তার পদ করি আশ
কহে দীন হীন কৃষ্ণদাস॥ ১৮॥

গোবর্দ্ধনলীলা

তথারাগ

গাও রে গাও রে সুখে কৃষ্ণের চরিত।
গিরি গোবর্দ্ধন- যাত্রা মনোরম
শ্রবণ মঙ্গল গীত॥ ধ্রু॥
এক দিন ব্রজে, ইন্দ্রপূজা কাজে
সাজে গোপ গোপী যত।
জানিয়া কারণ নন্দের নন্দন
কহেন আপন মত॥
শুন ব্রজরাজ গোপের সমাজ
না পুজ দেবের রাজা।
মোর লয় মনে গিরি গোবর্দ্ধনে
সাবধানে কর পূজা॥
এহি সে উচিত মোর অভিমত
পাইবে বাঞ্ছিত ফল।
নানা উপহারে বস্ত্র অলঙ্কারে
সত্বরে সাজিয়া চল॥
বিপ্রে দেহ দান হইবে কল্যাণ
না ভাবিহ আন চিতে।
কহে কৃষ্ণদাস সভার উল্লাস
শ্রীবাসবচন রীতে॥ ১৯॥

তথারাগ

কি আনন্দ আজু বৃন্দাবনে।
গিরি গোবর্দ্ধন পূজা না যায় কহনে॥ ধ্রু
নন্দ আদি গোপ গোপী একত্র হইয়া।
গিরি গোবর্দ্ধন পূজে নিকটে যাইয়া॥

মিষ্টান্ন পকান্ন আনি ধরিলা সকলে।
কৃষ্ণগুণ গায় নানা বাদ্য কোলাহলে॥
হেনই সময়ে কৃষ্ণ দেবমায়া মতে।
আরোহণ একরূপে করিলা পর্ব্বতে॥
দেখি গোপ গোপীগণে প্রণাম করিলা।
সভে কহে গোবর্দ্ধন মূর্ত্তিমন্ত হৈলা॥
প্রণাম করিয়া কহে নন্দের নন্দন।
দেখ দেখি কি ভাগ্য যতেক গোপগণ॥
যত ব্রজবাসী সভে পাইয়া আহ্লাদ।
পর্ব্বতের স্থানে মাগি নিল আশীর্ব্বাদ॥
নানা দ্রব্য অলঙ্কারে সাজায়্যা গোধনে।
বেদের বিহিত দান দিলেন ব্রাহ্মণে॥
কৃষ্ণের সহিত তবে গেলা গোবর্দ্ধনে।
ইন্দ্রমখভঙ্গ কথা কৃষ্ণদাস ভণে॥ ২০॥

যুগল বন্দনা

তুড়ী

জয় রাধে শ্রী- রাধে কৃষ্ণ
শ্রীরাধে জয় রাধে।
নন্দনন্দন বৃষ- ভানুদুলারি
সকল গুণ অগাধে॥ ধ্রু॥
নবঘনসুন্দর নয়ল কিশোরি
নিজগুণ হীতম সাধে।
চাঁচর কেশে মউর শিখণ্ডক
কুঞ্চিত কেশিনি জাদে॥
পীতাম্বরধর উড়ে নীল শাড়ি
ঘন সৌদামিনি রাজে।
কানু গলে বন- মালা বিরাজিত
রাই গলে মোতি সাজে॥
অরুণিত চরণে মঞ্জির রঞ্জিত
খঞ্জন গঞ্জন লাজে।
কৃষ্ণদাস ভণে শ্রীবৃন্দাবনে
যুগল কিশোর বিরাজে॥ ২১॥

সুরট

জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল।
গিরিবরধারী কুঞ্জবিহারী
ব্রজজীবন নন্দলাল॥ ধ্রু॥
সুরঙ্গ পাগ শিরে টেঁড়ি শোভে
বাঁকে নয়ন বিশাল।
তা পরে ময়ূর চন্দ্রিকা বিরাজে
রতনকি পেচ রসাল॥
ঘুঙ্গুর ওয়ালি অলকে ঝলকে
উরে মোতিয়নকি মাল।
মুরলি বাজাওযে রীঝ রিঝাওয়ে
শুনি ধনি রহত সাম্ভাল॥
নাসায় মুকুতা বেশর ঝলকে
মদগজমধুরিম চাল।
কৃষ্ণদাস প্রভু এই কৃপা কিজে
ভেট মোহে মদন গোপাল॥ ২২॥

তথারাগ

জয় রাধা গিরিবর ধারি।
নন্দনন্দন বৃষভানু দুলারি॥
মোরমুকুট মুখ মুবলী জোরি।
বেণি বিরাজে মুখে হাসি থোরি॥
উনকি শোহে গলে বনমালা।
ইনকি মোতিমমাল উজালা॥
পীতাম্বর জগজনমন মোহে।
নীল উঢ়নি বনি উনকি শোহে॥
অরুণ চরণে মণিমঞ্জির বাওয়ে।
শ্রীকৃষ্ণদাস তহি' মন ভাওয়ে॥ ২৩॥

ধানশী

কানায়েরে মাঝে করি চলে বলাই ধিরি ধিরি
উপনিত যমুনা পুলিনে।
সখা গণ ধেয়ে গিয়ে যমুনার পানি পিয়ে
নিজ নিজ মুখ নিরীক্ষণে॥
নির্ম্মল যমুনার জলে মুখ দেখে কুতূহলে
কার মা কেমন সাজায়েছে ভাই।
রাখাল সব এক সঙ্গে মুখ দেখে নানা রঙ্গে
কানায়ের মুখের বালাই যাই॥

আসিয়া তরুর তলে খেলে রাখাল নানাছলে
সুবল চতুর বলে ভাইরে।
আনন্দে চরুক ধেনু শুন ওরে প্রাণ কানু
লুকোলুকি খেল এই ঠাঁইরে॥
রাখাল সব যুথে যুথে আঁখি বান্ধ কানাই হাতে
লুকাইব বনের ভিতুরে।
কানাই মোদের ছোট ভাই বংশীবটের ছায়
বসি থাকি দাওরে বান্ধিয়ে॥
আগে যে ছুঁইবে কানাই তার হার কভু নাই
এ দুঃখী কৃষ্ণদাস কইয়ে॥ ২৪॥

টোড়ি

কানাই বংশীবটের তলে বসি।
কানাই বান্ধয়ে আঁখি বলাই মহাখুসি॥
রাখালগণ লুকাইল বনে।
আঁখি ছাড়ি দিল বলাই করে নিরীক্ষণে॥
একে মাতোয়ারা বলাই চান্দে।
জা-জারে ছুঁইব কা-কারে না ছাড়িব
তা-তাহার চড়িব কান্ধে॥
খুঁজিতে চলিল বলাই বনের ভিতরে।
আর একদিগে আসি সব শিশু
ধরিল কানায়ের করে॥
পুন পুন খেলই রাখাল সব।
বাঁশীবটের তলে আনন্দ উৎসব॥
পুনঃ আঁখি বান্ধে হলধর।
লুকাওত সব গাছের উপর॥
খুঁজিতে চলিল বলাই নিবিড় বনেতে।
দুখী কৃষ্ণদাস হাসে দাঁড়ায়ে এক ভিতে॥ ২৫॥

টোড়ি

গাছ হইতে নামিয়া সভে ছুঁইল কৃষ্ণেরে।
কুক দেয় রাখালগণে অতি উচ্চস্বরে॥
শুনিয়া রাখালের রব আইল হলধর।
কে কোথা ছিলে ভাই কহত সত্বর॥
পুনরায় আঁখি বান্ধি ধর ভাই কানাই।
লুকাগ কন্দরে রাখাল না দেখে বলাই॥
খুঁজিবারে যায় বলাই সমুখে ছিদাম।
ধরিয়া চড়িল কান্ধে শিঙ্গায় ধরে গান॥
কান্ধে চড়ি বলাই চাঁদ আইসে বংশীবটে।
ছিদাম বলায়ে লয়ে ধীরে ধীরে হাঁটে॥
দুখী কৃষ্ণদাস বলে কেমন রে ছিদাম।
ছিদামের অঙ্গে ঝরে ঘাম যেন মুকুতার দাম॥
॥ ২৬॥

সারঙ্গ

বলাই দাদা এই বার আমার
আঁখি বান্ধি ধররে।
লুকাগ রে রাখালগণে
করি আমি অন্বেষণে
ধরে এনে দিব তোমার করে রে॥
আমি একবার যারে ছোঁব
তার সঙ্গে পোস লিব
একে একে চড়িব সব কান্ধে রে।
শুনরে কানাই ভাই
রাখালে ধরতে পারিবে নাই
ভুলিয়া যাই বা কোন খানে রে॥
পথ ভুলিবরে যখন
বাঁশিতে গাইব তখন
এইবার দাদা লয়ে যাও মোরে রে।
বলাই কোলে বসিল কানাই
মরি শোভার বালাই যাই
চাঁদে মেঘে উদয় যেমন রে॥
আঁখি বান্ধে বলাই চান্দ
লুকায় রাখাল করি সুছান্দ
লুকায় সবে নিবিড় কাননে।
আঁখি ছাড়ি দিল বলাই
সব রাখালে ছোঁগা কানাই
দুঃখী কৃষ্ণদাস নিরক্ষণে॥ ২৭॥

নরোত্তম দাস

বিভাস

আরে ভাই বড়ই বিষম কলিকাল।
গরল কলস ভরি মুখে তার দুগ্ধ পুরি
তৈছে দেখ সকলি বিটাল॥ ধ্রু॥
ভকতের ভেক ধরে সাধুপথ নিন্দা করে
গুরুদ্রোহী সে বড় পাপিষ্ঠ।
গুরুপদে যার মতি ঝাট করায় তার রতি
অপরাধী নহে গুরুনিষ্ঠ॥
প্রাচীন প্রবীণ পথ তাহে দোষে অবিরত
করে দুষ্ট কথার সঞ্চার।
গঙ্গাজল যেন নিন্দে কূপজল যেন বন্দে
সেই পাপী অধম সভার॥
যার মন নির্ম্মল তারে করে টলমল
অবিশ্বাসী ভকত পাষন্ড।
হেতু সে খলের সঙ্গ মূঢ় মতি করে ভঙ্গ
তার মুণ্ডে পড়ে যমদণ্ড॥
কালক্রিয়া লেখা ছিল এবে পরতেক ভেল
অধমের শ্রদ্ধা বাড়ে তায়।
নরোত্তমদাস কহে সে জনার ভাল নহে
এরূপে বঞ্চিল বিহি যায়॥ ১॥

ধানশী

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞী।
পতিতে তারিতে তোমা বিনা কেহ নাহি॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়॥
গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাত পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥
হরিস্থানে অপরাধ তারে হরিনাম।
তোমা স্থানে অপরাধ নাহিক এড়ান॥
তোমা সবা হৃদয়তে গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ॥
প্রতিজন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি॥ ২॥

প্রার্থনা

তথারাগ

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করোঁ এই নিবেদন
মো বড় অধম দুরাচার।
এ সংসার জলনিধি তাহে ডুবাওল বিধি
চুলে ধরি মোরে কর পার॥
বিধি বড় বলবান না শুনে ধরমজ্ঞান
সদাই করমফাঁসে বান্ধে।
না দেখোঁ তারণলেশ যত দেখ সব ক্লেশ
অনাথ কাতরে তেঁঞি কান্দে॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান সহ
আপন আপন স্থানে টানে।
আমার ঐছন মন ফিরে যেন অন্ধজন
সুপথ বিপথ নাহি মানে॥
না লইলুঁ সতমত অসতে মজিল চিত
তুয়া পায়ে না করিলুঁ আশ।
নরোত্তম দাস কয় দেখ্যা শুন্যা লাগে ভয়
এইবার তরাইয়া লহ পাশ॥ ৩॥

সুহই

ঠাকুর বৈষ্ণবপদ অবনীর সম্পদ
শুন ভাই হৈয়া একমন।
আশ্রয় লইয়া সেবে সেই কৃষ্ণভক্তি লভে
আর ভবে মরে অকারণ॥
বৈষ্ণবচরণজল প্রেমভক্তি দিতে বল
আর কেহ নাই বলবন্ত।
বৈষ্ণবচরণরেণু মস্তকে ভূষণ বিনু
আর নাহি ভূষণের অন্ত॥
তীর্থজল পবিত্রগুণে লিখিয়াছে পুরাণে
সেই সব ভক্তি প্রপঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক সম নহে সেই সব
যাতে ভক্তবাঞ্ছিত পূরণ॥

নরোত্তমদাস ভণ শনেহ বৈষ্ণবগণ
দারণে সংসারে মোর বাস।
না দেখি তারণ পথ অসতে মজিল চিত
তরাইয়া লহ নজ পাশ॥ ৪॥

ধানশী

গৌরাঙ্গের দটৌ পদ যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতি-রস সার।
গৌরাঙ্গ মধরে লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তার মুঞি যাও বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গণেতে ঝরে নিত্যলীলা তারে স্ফরে
সে জন ভকতি অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্য সিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসত পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয়ে ব্রজভূমে বাস॥
গৌরপ্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥ ৫॥

ধানশী

নিতাই পদকমল কোটি চন্দ্র সশীতল
যার ছায়ায় জগত জড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথাই জনম তার
কি করিবে বিদ্যাকুলে তার।
মজিয়া সংসারসখে নিতাই না বলিল মখে
সেই পাপী অধম সভার॥
অহংকারে মত্ত হৈয়া নিতাই পদ পাসরিয়া
অসত্যকে সত্য করি মানে।
এ ভবসংসার মাঝে নিতাইচাঁদ যে না ভজে
তার জন্ম হৈল অকারণে॥
নিতাইর দয়া হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
কর রাঙ্গা চরণের আশ।
নরোত্তম বড় দখী নিতাই মোরে কর সখী
রাখি রাঙ্গাচরণের পাশ॥ ৬॥

বরাড়ী

ধন মোর নিত্যানন্দ পতি মোর গৌরচন্দ্র
প্রাণ মোর যগলকিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল গদাধর মোর কুল
নরহরি বিলাসই মোর॥
বৈষ্ণবের পদধলি তাহে মোর স্নানকেলি
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে ভক্তিরস-আস্বাদনে
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পরাণ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট তাহে মোর মন নিষ্ঠ
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চবতারা তাহে মোর মন ভোরা
কহে দীন নরোত্তমদাস॥ ৭॥

ধানশী

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে ঝরে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করণা করিবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ রঘনাথ বলি হইবে আকৃতি।
কবে হাম বঝব যগলপিরীতি॥
শ্রীরূপ রঘনাথ পদে রহ আশ।
নরোত্তমদাস মনে এই অভিলাষ॥ ৮॥

সূচক

তথারাগ

বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দর্লভ তন শ্রীগরে-সেবন বিন
জন্ম মোর বিফল হইল॥ ধ্রু॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি নবদ্বীপে অবতরি
জগত ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামর-মতি বিশেষে কঠিন অতি
তেঁঞি মোরে করুণা নহিল॥
শ্রীরূপ স্বরূপ সাথ সনাতন রঘুনাথ
তাহাতে নহিল মোর মতি।
বৃন্দাবন রসধাম চিন্তামণি যার নাম
সেহো ধামে না কৈলুঁ বসতি॥
বিশেষে বিষয়ে রতি নহিল বৈষ্ণবে মতি
নিরবধি ঢেউ উঠে মনে।
নরোত্তমদাস কয় জীবার উচিত নয়
শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবা বিনে॥ ৯॥

সুহই

গৌরাঙ্গের সহচর শ্রীবাসাদি গদাধর
নরহরি মুকুন্দ মুরারি।
সঙ্গে স্বরূপ রামানন্দ হরিদাস প্রেমকন্দ
দামোদর পরমানন্দ পুরী॥
যে সব করিল লীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহা মুঞি না পাইনু দেখিতে।
তখন নহিল জন্ম এবে ভেল ভববন্ধ
সে না শেল রহি গেল চিতে॥
প্রভু সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্টযুগ
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
এ সকল প্রভু মিলি যে সব করিলা কেলি
বৃন্দাবনে ভক্তগণ সাথ॥
সভে হৈল অদর্শন শূন্য ভেল ত্রিভুবন
অন্ধ হৈল সবাকার আঁখি।
কাহারে কহিব দুখ না দেখাব ছার মুখ
আছি যেন মরা পশু পাখী॥
শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস আছিনু তাঁহার পাশ
কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ।
তেঁহো মোরে ছাড়ি গেলা রামচন্দ্র না আইলা
দুখে জীউ করে আনচান॥
যে মোর মনের ব্যথা কাহারে কহিব কথা
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্নজল বিষ খাই মরিয়া নাহিক যাই
ধিক ধিক নরোত্তমদাস॥ ১০॥

পাহিড়া

বিধি মোরে কি করিল শ্রীনিবাস কোথা গেল
হৃদি মাঝে দিয়া দারুণ ব্যথা।
গুণের রামচন্দ্র ছিলা সেহ সঙ্গ ছাড়ি গেলা
শুনিতে না পাই মুখের কথা॥
পুনঃ কি এমন হব রামচন্দ্রসঙ্গ পাব
এ জনম মিছা বহি গেল।
যদি প্রাণ দেহে থাক রামচন্দ্র বলি ডাক
তবে যদি যাও সেই ভাল॥
স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথ সকরুণ
ভট্টযুগ দয়া কর মোরে।
আচার্য্য শ্রীনিবাস রামচন্দ্র তাঁর দাস
পুনঃ না কি মিলিবে আমারে॥
আঁচলে রতন ছিল কোন্ ছলে কে না নিল
জুড়াইতে নাহি মোর ঠাঁই।
নরোত্তম দাস বলে পড়িনু অসদ্ ভোলে
বুঝি মোর কিছু হৈল নাই॥ ১১॥

নাম সংকীর্ত্তন

গুর্জ্জরী

জয় জয় গুরু গোসাঞী শ্রীচরণ সার।
যাহা হইতে হব পার এ ভব সংসার॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পায় মজাইয়া মন॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞীর করু চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ॥
জয় রসনাগরী জয় নন্দলাল।
জয় জয় মদনমোহন শ্রীগোপাল॥
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোসাঞী।
যাহার করুণাবলে গোরাগুণ গাই॥
জয় জয় শ্রীবাস জয় গদাধর।
জয় স্বরূপ রামানন্দ প্রেমের সাগর॥

জয় জয় সনাতন জয় শ্রীরূপ।
জয় জয় রঘুনাথ প্রাণের স্বরূপ॥
জয় গৌরভক্তবৃন্দ দয়া কর মোরে।
সবার চরণধূলি ধরি নিজ শিরে॥
জয় জয় নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ।
মো পাপীয়ে দয়া করি কর আত্মসাৎ॥
জয় জয় গোপাল দেব ভকতবৎসল।
নবঘন জিনি তনু পরম উজ্জ্বল॥
জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর।
পুরী গোসাঞীর লাগি যার নাম ক্ষীরচোর॥
জয় জয় মদন গোপাল বংশীধারী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠাম চরণমাধুরী॥
জয় জয় শ্রীগোবিন্দমূর্ত্তি মনোহর।
কোটি চন্দ্র জিনি যার বরণ সুন্দর॥
জয় জয় গোপীনাথ মহিমা প্রবল।
তমাল শ্যামল অঙ্গ পীন বক্ষঃস্থল॥
জয় জয় মথুরামণ্ডল কৃষ্ণধাম।
জয় জয় গোকুল যার গোলোক আখ্যান॥
জয় জয় দ্বাদশ বন কৃষ্ণলীলাস্থান।
শ্রীবন লোহ ভদ্র ভাণ্ডীর বন নাম॥
মহাবনে মহানন্দ পায় ব্রজবাসী।
যাহাতে প্রকট কৃষ্ণ স্বরূপ প্রকাশি॥
জয় জয় তালবন খদির বহুলা।
জয় জয় কুমুদ কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা॥
জয় জয় মধুবন মধুপান স্থান।
যাঁহা মধুপানে মত্ত হৈলা বলরাম॥
জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন।
দেবের অগোচর স্থান কন্দর্পমোহন॥
জয় জয় ললিতাকুণ্ড জয় শ্যামকুণ্ড।
জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড॥
জয় জয় মানসগঙ্গা জয় গোবর্দ্ধন।
জয় জয় দানঘাট লীলা সর্ব্বোত্তম॥
জয় জয় নন্দঘাট জয় অক্রূরবট।
জয় জয় চীরঘাট যমুনা নিকট॥
জয় জয় কেশিঘাট পরম মোহন।
জয় বংশীবট [illegible]॥
জয় জয় রাসঘাট পরম নির্জ্জন।
যাঁহা রাসলীলা কৈলা রোহিণীনন্দন॥
জয় জয় বিমলাকুণ্ড জয় [illegible]।
জয় জয় কৃষ্ণকেলি [illegible]॥
জয় জয় যাবট গ্রাম [illegible]।
সখী সঙ্গে রাই যাঁহা সদা বিহরয়॥
জয় জয় বৃষভানুপুর নাম [illegible]।
জয় জয় সঙ্কেত রাধাকৃষ্ণ-লীলাস্থান॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে করি আশ।
নামসংকীর্ত্তন কহে নরোত্তমদাস॥ ১২॥

বিভাস

যজ্ঞদান তীর্থস্নান পুণ্যকর্ম্ম [illegible]
সব অকারণ ভেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন উপহাস হয় যেন
বসনহীন আভরণ দেহে॥
সাধুমুখে কথামৃত শুনিয়া বিমলচিত
নাহি ভেল অপরাধ কারণে।
সতত অসত সঙ্গ সকলি হইল ভঙ্গ
কি করিব আইলে শমনে॥
শ্রুতিস্মৃতি সদা রটে শুনিয়াছি এই বটে
হরিপদ অভয় শরণ।
জনম লইয়া সুখে কৃষ্ণ না বলিলাম মুখে
না করিলাম সে রূপ ভাবন॥
রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ পায় তনু মন রহু তায়
আর দূরে রহুক বাসনা।
নরোত্তমদাস কয় আর মোরে নাহি ভয়
তনু মন সঁপিনু আপনা॥ ১৩॥

প্রার্থনা

এক

পাহিড়া

শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজনপূজন।
সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আভরণ
সেই মোর জীবনের জীবন॥
সেই মোর রসনিধি সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি
সেই মোর বেদের ধরম।

সেই মোর ব্রত জপ সেই মোর যোগ তপ
সেই মোর ধরম করম॥
অনুকূল হবে বিধি সে পদে হইবে সিধি
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সেরূপ মাধুরী শশী পরাণ কুমুদে হাসি
প্রফুল্ল করিবে নিশিদিনে॥
তুয়া অদর্শন অহি গরলে জারল দেহী
চিরদিন তাপিত জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ॥ ১৪॥

দুই

ধানশী

শ্রীরূপ মঞ্জরী দয়া করহ আমারে।
মিছা মায়াজালে পড়ি গেনু ছারে খারে॥
কবে হেন দশা হবে সখী সঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনের ফুল গাঁথি দোঁহারে পরাব॥
সম্মুখে রহিয়া কবে চামর ঢুলাব।
অগুরু চন্দন গন্ধ দুহুঁ অঙ্গে দিব॥
সিন্দুর তিলক কবে দোঁহাকে পরাব।
সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বুল যোগাব॥
বিলাস কৌতুক কেলি দেখিব নয়নে।
চন্দ্রমুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে॥
সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে।
কত দিনে হবে দয়া নরোত্তমদাসে॥ ১৫॥

তিন

সুহিনী

আর কি এমন দশা হব।
সব ছাড়ি বৃন্দাবন যাব॥
রাধাকৃষ্ণপ্রেমরস লীলা।
যেখানে যেখানে যে করিলা॥
কবে আর গোবর্দ্ধন গিরি।
দেখিব নয়নযুগ ভরি॥
আর কবে নয়নে দেখিব।
বনে বনে ভ্রমণ করিব॥
আর কবে শ্রীরাসমণ্ডলে।
গড়াগড়ি দিব কুতূহলে॥
শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান।
করি কবে জুড়াব পরাণ॥
আর কবে যমুনার জলে।
মজ্জনে হইব নিরমলে॥
সাধুসঙ্গে বৃন্দাবনে বাস।
নরোত্তমদাস মনে আশ॥ ১৬॥

চার

তথারাগ

হরি হরি কবে হব বৃন্দাবনবাসী।
নিরখিব নয়ানে যুগলরূপরাশি॥ ধ্রু॥
তেজিয়া শয়নসুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ॥
ষড়-রস-ভোজন দূরে পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী॥
কনক ঝারির জল দূরে পরিহরি।
কবে যমুনার জল খাব কর পূরি॥
পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব যাই যমুনা-পুলিনে॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশী-বটে।
কবে ব্রজে বসিব গা বৈষ্ণব নিকটে॥
নরোত্তম দাসে কয় করি পরিহার।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার॥ ১৭॥

পাঁচ

পাহিড়া

হরি হরি আর কবে পালটিবে দশা।
এ সব করিয়া বামে যাব বৃন্দাবন-ধামে
এই মনে কর্যাছি ভরসা॥ ধ্রু॥
ধন জন পুত্র দারে এ সব করিয়া দূরে
একান্ত করিয়া কবে যাব।
সব দুখ পরিহরি বৃন্দাবনে বাস করি
মাধুকরী মাগিয়া খাইব॥
যমুনার জল যেন অমৃত সমান হেন
কবে খাব উদর পূরিয়া।
রাধাকুণ্ডজলে স্নান করি কুতূহলে নাম
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া॥

ভ্রমিব দ্বাদশ বনে রসকেলি যেই স্থানে
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
সুধাইব জনে জনে ব্রজবাসিগণ স্থানে
নিবেদিব চরণে ধরিয়া॥
ভোজনের স্থান কবে নয়নে দর্শন হবে
আর যত আছে উপবন।
তার মাঝে বৃন্দাবন নরোত্তম দাসের মন
আশা করে যুগল চরণ॥ ১৮॥

ছয়

গান্ধার

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
এভব সংসার তেজি' পরম আনন্দে মজি
আর কবে ব্রজভূমে যাব॥ ধ্রু॥
সুখময় বৃন্দাবন কবে পাব দরশন
সে ধূলি লাগিবে কবে গায়।
প্রেমে গদগদ হৈয়া রাধাকৃষ্ণ নাম লৈয়া
কান্দিয়া বেড়াব উচ্চরায়॥
নিভৃত নিকুঞ্জে যাঞা অষ্টাঙ্গ প্রণাম হৈয়া
ডাকিব হা প্রাণনাথ বলি।
কবে যমুনার তীরে পরশ করিব নীরে
কবে খাব করপুটে তুলি॥
আর কি এমন হব শ্রীরাসমণ্ডলে যাব
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবট ছায়া পাঞা পরম আনন্দ হৈয়া
পড়িয়া রহিব কবে তায়॥
কবে গোবর্দ্ধনগিরি দেখিব নয়ান ভরি
রাধাকুণ্ডে কবে হবে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে এ দেহ পতন হবে
আশা করে নরোত্তম দাস॥ ১৯॥

সাত

কেদার

কুসুমিত বৃন্দাবনে নাচত শিখিগণে
পিককুল ভ্রমর ঝঙ্কারে।
প্রিয়সহচরী সঙ্গে গাইয়া যাইব রঙ্গে
মনোহর নিকুঞ্জকুটীরে॥
হরি হরি মনোরথ ফলিব আমারে।
দুহুঁক মন্থর গতি কৌতুকে হেরব অতি
অঙ্গে ভরি পুলক অঙ্কুরে॥ ধ্রু॥
চৌদিগে সখীর মধ্যে রাধিকার ইঙ্গিতে
চিরণি লইয়া করে করি।
কুটিল কুন্তল সব বিথারিয়া আঁচড়িব
বনাইব বিচিত্র কবরী॥
মৃগমদ মলয়জ সব অঙ্গে লেপব
পরাইব মনোহর হার।
চন্দন কুংকুমে তিলক বনাইব
হেরব মুখ-সুধাকর॥
নীলপটাম্বর যতনে পরাইব
পায়ে দিব রতন মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা চরণ ধোয়ায়ব
মাজব আপন চিকুরে॥
কুসুমক নবদলে শেজ বিছায়ব
শয়ন করাব দোঁহাকারে।
ধবল চামর আনি মৃদু মৃদু বিজায়ব
ছরমিত দুহুঁক শরীরে॥
কনক-সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল ভরি
যোগাইব দোঁহার বদনে।
অধর সুধারসে তাম্বুল সুরসে
ভুঞ্জব অধিক যতনে॥
শ্রীগুরু করুণা সিন্ধু লোকনাথ দীনবন্ধু
মুঞি দীনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন প্রিয়-নর্ম্ম-সখীগণ
নরোত্তম মাগে এই দান॥ ২০॥

আট

বিহগড়া

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিনে।
গোবর্দ্ধন গিরিবর পরম নিভৃত ঘর
রাধা কানু করাব শয়নে॥ ধ্রু॥
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা চরণ ধোয়ায়ব
মোছায়ব আপন চিকুরে।
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল পূরি
যোগাইব দুহুঁক অধরে॥

প্রিয় নর্মসখীগণ সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
চরণ সেবিব নিজ করে।
দুহুঁক কমলদিঠি কৌতুকে হেরব
দুহুঁ অঙ্গ পুলকঅঙ্কুরে॥
মল্লিকা মালতী যুথী নানা ফুলে হার গাঁথি
কবে দিব দোঁহার গলায়।
সোনার কটোরি করি কর্পূর চন্দন ভরি
কবে দিব দোঁহাকার গায়॥
কবে বা এমন হব দুহুঁ মুখ নিরখিব
লীলারস নিকুঞ্জশয়নে।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে কেলি কৌতুক রঙ্গে
নরোত্তম শুনিবে শ্রবণে॥ ২১॥

নয়

কেদার

অরুণ কমলদলে শেজ বিছায়ব
বৈসাব কিশোর কিশোরী।
অলকাবৃত মুখ পঙ্কজ মনোহর
মরকতশ্যাম হেমগোরী॥
প্রাণেশ্বরি কবে মোরে হবে কৃপা দিঠি।
আজ্ঞায় আনিব কবে চম্পক-কুসুম বর
শুনব বচন আধ মিঠি॥ ধ্রু॥
মৃগমদ তিলক সুন্দর বনায়ব
লেপব চন্দন গন্ধে।
গাঁথিয়া মালতী ফুল হার পহিরায়ব
ধাওব মধুকরবৃন্দে॥
ললিতা কবে মোরে বীজন দেওব
বীজব মারুত মন্দে।
শ্রমজল সকল মিটব দুহুঁ কলেবর
হেরব পরম আনন্দে॥
নরোত্তম দাস আশ পদপঙ্কজ
সেবন মাধুরী পানে।
হেরব এমন দিন না দেখিয়ে কিছু চিন
দুহুঁ জন হেরব নয়ানে॥ ২২॥

দশ

তথারাগ

প্রাণেশ্বরি এইবার করুণা কর মোরে।
দশনেতে তৃণ ধরি অঞ্জলি মস্তকে করি
এইজন নিবেদন করে॥ ধ্রু॥
প্রিয় সহচরী সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
তুয়া প্রিয় ললিতা আদেশে।
তুয়া প্রিয় নিজসেবা দয়া করি মোরে দিবা
করি যেন মনের হরিষে॥
প্রিয় গিরিধর সঙ্গে অনঙ্গ খেলন রঙ্গে
ভঙ্গ বেশ করাইতে সাজে।
রাখ এই সেবা কাজে নিজ পদ-পঙ্কজে
প্রিয় সহচরীগণ মাঝে॥
সুগন্ধিত চন্দন মণিময় আভরণ
কৌষিক বসন নানা রঙ্গে।
এই সব সেবা যার দাসী যেন হও তার
অনুক্ষণ থাকি তার সঙ্গে॥
জল সুবাসিত করি রতন ভৃঙ্গারে ভরি
কর্পূর বাসিত গুয়া পান।
এই সব সাজাইয়া ডালা লবঙ্গ মালতী মালা
ভক্ষ্য দ্রব্য নানা অনুপাম॥
সখীর ইঙ্গিত হবে এই সব আনিয়ে কবে
যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তম দাসে কয় এই যেন মোর হয়
দাঁড়াইয়া রহোঁ সখীর পাছে॥ ২৩॥

এগার

ধানশী

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥
কালিন্দীর কূলে কেলি কদম্বের বন।
রতন বেদীর পর বৈসাব দুইজন॥
শ্যামগৌরীঅঙ্গে চুয়া চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব সে হেরব মুখচন্দ॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বূলে॥

ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দে।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দে॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাস অনুদাস।
নরোত্তম দাস করে সেবা অভিলাষ॥ ২৪॥

বার

কামোদ

হরি হেন দিন হইবে আমার।
দুহুঁ অঙ্গ পরশিব দুহুঁ অঙ্গ নিরখিব
সেবন করিব দোহাঁকার॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল পুরি
যোগাইব অধর যুগলে॥
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন সেই মোর প্রাণ-ধন
সেই মোর জীবন উপায়।
জয় পতিতপাবন দেহ মোর এই ধন
তোমা বিনা অন্য নাহি ভায়॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধম জনের বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদে ছায়া
নরোত্তম লইল শরণ॥ ২৫॥

তের

তথারাগ

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষদেহ প্রকৃতি হইব॥
টানিয়া বান্ধিব চূড়া নবগুঞ্জা তাহে বেড়া
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীতবসন অঙ্গে পরাইব সখী সঙ্গে
বদনে তাম্বুল দিব আর॥
দুহুঁ রূপ মনোহারী দেখিব নয়ান ভরি
নীলাম্বরে রাইকে সাজাইয়া।
[illegible] [illegible] আনি বান্ধিব বিচিত্র বেণী
তাহে [illegible] মালতী গাঁথিয়া॥
সে না রূপমাধুরী দেখিব নয়ান ভরি
এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ সনাতন দেহ মোরে এইধন
নিবেদয়ে নরোত্তম দাস॥ ২৬॥

চৌদ্দ

পাহিড়া

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষভানুপুরে আহীর গোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব॥ ধ্রু॥
জাবট নগরে কবে পাণি গ্রহণ হবে
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরমশ্রেষ্ঠ যে হয় তাহার শ্রেষ্ঠ
সেবন করিব তার পায়॥
তিঁহো কৃপাবান হৈয়া রাতুল চরণ লৈয়া
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা পূরিবে মনের আশা
সম্বাহিব যুগল চরণ॥
বৃন্দাবনে দুইজন চতুর্দ্দিকে সখীগণ
সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে নানা যন্ত্র লয়্যা হাতে
দেখিব মনের অভিলাষে॥
দুহুঁ চাঁদমুখ দেখি জুড়াবে তাপিত আঁখি
নয়নে বহিবে প্রেমধার।
বৃন্দার নিদেশ পাব দোহাঁর নিকটে যাব
হেন দিন হইবে আমার॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী সখী মোরে অনাথিনী দেখি
রাখিবে রাতুল দুটি পায়।
নরোত্তম দাসের মনে প্রিয়নর্ম্মসখীগণে
আমারে গণিয়া লবে তায়॥ ২৭॥

পনর

কামোদ

কবে কৃষ্ণধন পাব হিয়ার মাঝারে থোব
জুড়াইব এ পাপপরাণ।
সাজাইয়া দিব হিয়া বসাইয়া প্রাণপিয়া
নিরখিব [illegible]

হে সজনি কবে মোর হইবে সুদিন।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে কবে বা ফিরিব রঙ্গে
সুখময় যমুনাপুলিন॥ ধ্রু॥
ললিতা বিশাখা নিয়া তাঁহারে ভেটিব গিয়া
সাজাইয়া নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি মিলাইবে গুণনিধি
হেন ভাগ্য হইবে আমার॥
দারুণ বিধির নাট ভাঙ্গিল প্রেমের হাট
তিলমাত্র না রাখিল তার।
কহে নরোত্তমদাস কি মোর জীবনে আশ
ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্রকুমার॥ ২৮॥

ষোল

বিভাস

রাধাকৃষ্ণ নিবেদন এই জন করে।
দুহুঁ অতি রসময় সকরুণ হৃদয়
অবধান কর নাথ মোরে॥ ধ্রু॥
হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র গোপীজনবল্লভ
হে কৃষ্ণ প্রেয়সী শিরোমণি।
হেম গোরী শ্যাম গায়ে শ্রবণে পরশ পায়ে
গুণ শুনি জুড়ায় পরাণি॥
অধম দুর্গতজনে কেবল করুণমনে
ত্রিভুবনে এ যশ খেয়াতি।
শুনিয়া সাধুর মুখে শরণ লইনু সুখে
উপেখিলে নাহি মোর গতি॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় জয় রাধে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে।
অঞ্জলি মস্তকে ধরি নরোত্তম ভূমে পড়ি
দোঁহে পুরাও মোর মন সাধে॥ ২৯॥

সতের

বিভাস

প্রাণেশ্বর নিবেদন এই জন করে।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র পরমানন্দ কন্দ
গোপীকুলপ্রিয় দেহ মোরে॥ ধ্রু॥
তুয়া প্রিয়া পদসেবা এই ধন মোরে দিবা
তুমি প্রভু করুণার নিধি।
পরম মঙ্গল যশ শ্রবণ পরশ রস
কার কিবা কাজ নহে সিধি॥
দারুণ সংসারে গতি বিষম বিষয়ে মতি
তুয়া বিস্মরণ শেল বুকে।
জর জর তনু মন অচেতন অনুক্ষণ
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে॥
মো বড় অধম জনে কর কৃপা নিরীখণে
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম প্রভু মোর গৌরধাম
নরোত্তম লইল শরণে॥ ৩০॥

আঠার

বিভাস

মদনগোপাল প্রভু গোবিন্দ গোপীনাথ
দয়া কর মুঞি অধমেরে।
সংসারসাগর মাঝে পড়িয়া রৈয়াছি নাথ
কৃপাডোরে বান্ধি লেহ মোরে॥
অধম চণ্ডাল আমি দয়ার ঠাকুর তুমি
শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।
এই বড় ভরসা মনে ফেল লৈয়া বৃন্দাবনে
বংশীবট দেখি যেন সুখে॥
কৃপা কর মধুপুরী লেহ মোর চুলে ধরি
শ্রীযমুনা দেহ পদছায়া।
অনেক দিবসের আশ নহে যেন নৈরাশ
দয়া কর না করিহ মায়া॥
অনিত্য এ দেহ ধরি আপন আপন করি মরি
পাছে আছে শমনের ভয়।
নরোত্তম দাস মনে প্রাণ কান্দে রাত্রি দিনে
পাছে ব্রজ-প্রাপ্তি নাহি হয়॥ ৩১॥

উনিশ

তথারাগ

হে গোবিন্দ গোপীনাথ
কৃপা করি রাখ নিজ পথে।
কাম ক্রোধ ছয় গুণে লৈয়া ফিরে নানা স্থানে
বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে॥

হইয়া মায়ার দাস করি নানা অভিলাষ
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে কপট বৈষ্ণব-বেশে
ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে॥
অনেক দুঃখের পরে লৈয়াছিলে ব্রজপুরে
কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈবমায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে
ভবকূপে দিলে ফেলাইয়া॥
পুন যদি কৃপা করি এ জনার কেশে ধরি
টানিয়া তোলহ ব্রজ-ভূমে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল নহে বোল ফুরাইল
কহে দীন দাস নরোত্তমে॥ ৩২॥

কুড়ি

তথারাগ

প্রভুহে এইবার করহে করুণা।
যুগল চরণ দেখি সফল করিব আঁখি
এই বড় মনের বাসনা॥ ধ্রু॥
নিজ পদসেবা দিবা নাহি মোরে উপেখিবা
তুহুঁ পহু করুণা সাগর।
দুহুঁ বিনু নাহি জানো এই বড় ভাগ্য মানো
মুঞি বড় পতিত পামর॥
ললিতা আদেশ পাঞা চরণ সেবিব যাঞা
প্রিয় সখী সঙ্গে হর্ষ মনে।
দুহুঁ দাতা শিরোমণি অতি দীন মোরে জানি
নিকটে চরণ দিবে দানে॥
পাব রাধাকৃষ্ণ পা ঘুচিবে মনের ঘা
দূরে যাবে এ সব বিকল।
নরোত্তম দাসে কয় এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়
দেহ প্রাণ সকল সফল॥ ৩৩॥

সর্ব্বকালোচিত বিপ্রলব্ধা

পাহিড়া

বন্ধুরে লইয়া কোরে রজনী গোঙাব সই
সাধে নিরমিলুঁ আশাঘর।
কোন কুমতিনী মোর এ ঘর ভাঙ্গিয়া নিল
আমারে পেলিয়া দিগন্তর॥
বন্ধুর সঙ্কেতে আমি এ বেশ বনাইলুঁ গো-
সকল বিফল ভেল মোর।
না জানি বন্ধুরে মোর কেবা লইয়া গেল গো-
এ বাদ সাধিল জানি কোর॥
গগন উপরে চান্দ- কিরণ উজোর গো-
কোকিল কোকিলা ডাকে মাতি।
এমন রজনি আমি কেমনে পোহাব গো-
পরাণ না হয় তার সাথী॥
কর্পূর তাম্বুল গুয়া খপুর পুরিল সই
পিয়া বিনে কার মুখে দিব।
এ নব মালতী মালা বৃথাই গাঁথিলুঁ গো-
কেমনে রজনি গোঙাইব॥
এ পাপ পরাণ মোর বাহির না হয় গো
এখন আছয়ে কার আশে।
ধৈরজ ধরহ ধনি ধাইয়া চলিলুঁ গো
কহি ধায় নরোত্তম দাসে॥ ৩৪॥

বসন্তকালোচিত বিপ্রলব্ধা

ধানশী

শুন শুন মাধব বিদগধ রাজ।
ধনি যদি দেখবি না সহে বেয়াজ॥
নব কিশলয়দলে শুতলি নারি।
বিষম কুসুমশর সহই না পারি॥
হিমকর চন্দন পবন ভেল আগি।
জীবন ধরয়ে তুয়া দরশন লাগি॥
অনেক যতনে কহ আধর আধ।
না জানিয়ে অব কিয়ে ভেল পরমাদ॥
নরোত্তম দাস পহুঁ নাগর কান।
রসিক কলাগুরু তুহুঁ সব জান॥ ৩৫॥

মানভঞ্জন

তথারাগ

চলিলা নাগররাজ ধনি দেখিবারে।
অথির চরণযুগ আরতি বিথারে॥

[illegible] প্রেম অবশ ভেল অঙ্গ।
অন্তরে বাঢ়ল মদনতরঙ্গ॥
সুশীতল কুঞ্জবনে শুতিয়াছে রাধে।
ধনি মুখচান্দ হেরই পুন আবে॥
অধর কপোল আঁখি ভুরু যুগ মাঝ।
পুন পুন চুম্বই বিদগধরাজ॥
অচেতন ছিলা রাই সচেতন ভেল।
মদনজনিত দুখ সব দূরে গেল॥
নরোত্তমদাসপহুঁ আনন্দে বিভোর।
দুহুঁ রসে মাতল নাহি সুখ ওর॥ ৩৬॥

মিলন

ধানশী

রাই হেরল যব সো মুখ ইন্দু।
উছলল মন মাহা আনন্দ-সিন্ধু॥
ভাঙ্গল মান রোদনহিঁ ভোর।
কানু কমলকরে মোছই লোর॥
মানজনিত দুখ সব দূর গেল।
দুহুঁ মুখ দরশনে আনন্দ ভেল॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুইজন॥
নিকুঞ্জের মাঝে দোহাঁর কেলি-বিলাস।
দূরহিঁ দূরে রহু নরোত্তম দাস॥ ৩৭॥

ললিত

দুহুঁ দোহাঁ দরশনে পুলকিত অঙ্গ।
দূরে গেও রজনিক বিরহতরঙ্গ॥
যৈছে বিরহজরে লুঠল রাই।
তৈছন অমিয়া সাগরে অবগাই॥
দুহু মুখ চুম্বই দুহুঁ মুখ হেরি।
আনন্দে দুহুঁ জন করু নানা কেলি॥
সুখময় যামিনি চাঁদ উজোর।
কুহরত কোকিল আনন্দ বিভোর॥
বিকসিত সুকুসুম মলয় সমীর।
ঝলমল ঝলমল কুঞ্জ-কুটীর॥
বিহরই রাধামাধব রঙ্গে।
[illegible] পুলকিত অঙ্গে॥ ৩৮॥

ধানশী

দুহুঁ মুখ দরশনে দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ লোর॥
দুহুঁ তনু পুলকিত গদ গদ ভাষ।
ঈষদবলোকনে লহু লহু হাস॥
অপরূপ রাধামাধব রঙ্গ।
মান বিরামে ভেল এক সঙ্গ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুহুঁ জন॥
নিকুঞ্জের মাঝে দুহুঁ কেলিবিলাস।
দূরহি নেহারত নরোত্তম দাস॥ ৩৯॥

সুহই

মিললি নিকুঞ্জে রাই কমলিনী।
দোহে দোহাঁ পায়ল পরশমণি॥
দরশনে দুহুঁ মুখ দুহুঁ প্রেমে ভোর।
নয়নে ঝরয়ে দোহাঁর আনন্দ লোর॥
সরস সম্ভাষণে উপজল রঙ্গ।
উথলল দুহুঁ মনে মদনতরঙ্গ॥
সহচরিগণ সব আনন্দে ভাস।
দুহুঁ মুখ হেরই নরোত্তম দাস॥ ৪০॥

কেদার

রাধামাধব বিহরই বনে।
নিমগন দুহুঁ জন সুরত রণে॥
দুহুঁ উঠি বৈঠি কতযে করু কেলি।
বহুবিধ খেলন সহচরি মেলি॥
নিভৃত কুঞ্জগৃহে করত বিলাস।
হেরত দুহুঁ রূপ নরোত্তম দাস॥ ৪১॥

ললিত

কিশলয় শয়নে শুতলি ধনি গোরি।
নাগর শেখর শুতল ধনি কোরি॥
চন্দনচরচিত দুহুঁ জন অঙ্গ।
দুহুঁ গলে [illegible]

বদনে বদন দোহাঁর চরণে চরণ।
প্রিয়নর্ম্মসখীগণে করয়ে সেবন॥
পূরল দুহুঁ জন মনঅভিলাষ।
দুহুঁ গুণ গাওত নরোত্তম দাস॥ ৪২॥

রসালস

কেদার

আলসে শুতল দোঁহে মদন শয়ানে।
উরে উর দোঁহে দোঁহার বয়ানে বয়ানে॥
দুহুঁক উপরে দোঁহে দুহুঁ শির রাখি।
কনয়াজড়িত যেন মরকত কাঁতি॥
রতিরসে পণ্ডিত নাগর কান।
রতিরণে পরাভব ভেল পাঁচবাণ॥
স্বেদমকরন্দ বিন্দু বিন্দু গায়।
নরোত্তম দাস করু চামরের বায়॥ ৪৩॥

মিলন

বিহাগড়া

রাই কানু পিরীতির বালাই লৈয়া মরি।
ক্ষণে করে আলিঙ্গন ক্ষণে মুখচুম্বন
ক্ষণে রাখে হিয়ার উপরি॥
আউলায়্যা চাঁচর কেশ করে বহুবিধ বেশ
সিন্দূর চন্দন দেই ভালে।
মুখচাঁদে দেখি ঘাম আকুল হইয়া শ্যাম
মোছায়ই বসন অঞ্চলে॥
দাসীগণ করে হৈতে চামর লইয়া হাতে
আপনে করয়ে মৃদু বায়।
দেখি রাইমুখশশী সুধা ঝরে রাশি রাশি
হেরি নাগর অনিমিখে চায়॥
ঐছন আরতি দেখি রাইয়ের সজল আঁখি
বাহু পসারিয়া করে কোরে।
দুহুঁ হিয়ায় দুহুঁ রাখি দুহুঁ চুম্বে মুখশশী
দুহুঁ প্রেমে দুহুঁ ভেল ভোরে॥

নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে শুতল কুসুমশেজে
দোঁহে দোহাঁ থাকি ভুজপাশে।
আর যত সখীগণ সঙ্গে করে নিরীক্ষণ
দূরে রহুঁ নরোত্তম দাসে॥ ৪৪॥

যুগল রূপ

মঙ্গল

ও মুখ শরদ সুধাকর সুন্দর
ইহ নলিনীদল গঞ্জে।
ও তনু নবঘন সুন্দর রঞ্জিত
ইহ থির দামিনীপুঞ্জে॥
দেখ রাধা মাধব জোড়ি।
দুহুঁক পরশ রসে দুহুঁ পুলকাইত
দুহুঁ দোহাঁ রহল আগোরি॥
ও নব নাগর সব গুণ আগোর
ইহ সে কলাবতী সীম।
ও অতি চতুর শিরোমণি বিদগধ
এ সব গুণহি গরীম॥
মধুর বৃন্দাবনে শ্যাম গোরী তনু
দুহুঁ নব কিশোরী কিশোর।
নরোত্তম দাস আশ চরণে রহুঁ
শ্রীবল্লভ মন ভোর॥ ৪৫॥

যুগলমিলিত শ্রীগৌরাঙ্গ

তথারাগ—কন্দর্প তাল

রাইঅঙ্গ ছটায় উদিত ভেল দশ দিশ
শ্যাম ভেল গৌর-আকার।
গৌর ভেল সখীগণ গৌর নিকুঞ্জ বনে
রাই রূপে চৌদিগে পাথার॥
গৌর ভেল শুক সারী গৌর ভ্রমর ভ্রমরী
গৌর পাখী ডাকে ডালে ডালে।
গৌর কোকিলগণ গৌর ভেল বৃন্দাবন
গৌর তরু গৌর ফল-ফুলে॥

গৌর যমুনা-জল গৌর ভেল জলচর
গৌর সারস চক্রবাক।
গৌর আকাশ দেখি গৌর চান্দ তার সাখী
গৌর তারা বেড়ি লাখে লাখ॥
গৌর অবনী হৈল গৌরময় সব ভেল
রাই রূপে চৌদিগ ঝাঁপিত।
নরোত্তম দাস কয় অপরূপ রূপ নয়
দুহুঁ তনু একই মিলিত॥ ৪৬॥

অষ্টকালীয় নিত্যলীলা

যুগলের নিদ্রাভঙ্গ

কৌ-ললিত

বলি বলি যাত ললিতা আলি।
শ্যাম গোরি মুখ- মণ্ডল ঝলকই
ছবি উঠত অতি ভালি॥ ধ্রু॥
কুসুমিত কুঞ্জ কুটির মনমোহন
কুসুমশেজ পর নওল কিশোর।
কোকিল মধুকর পঞ্চম গায়ত
নব বৃন্দাবন আনন্দ হিলোর॥
রজনিকশেষে জাগি শ্যাম সুন্দরী
বৈঠলি সখিগণ সঙ্গ।
শ্যামবয়ান ধনি করহিঁ অগোরল
কহইতে রজনিক রঙ্গ॥
হেরি ললিতা তব মৃদু মৃদু হাসত
পুলকে রহল তনু ভোরি।
নীল বসনে তনু ঝাঁপলি সুন্দরি
লাজে রহলি মুখ মোরি॥
যব মুখ মোরি রহল তব নাগরি
কানু কয়ল পুন কোর।
আনন্দ হিলোলে দাস নরোত্তম
হেরত যুগল কিশোর॥ ৪৭॥

কুঞ্জ হইতে গৃহে গমন

বিভাস

নিজ নিজ মন্দিরে যাইতে পুনঃ পুনঃ
দুহুঁ মুখচন্দ নিহারি।
অন্তরে উথলল প্রেমপয়োনিধি
নয়নে পূরল ঘন বারি॥
রাই কণ্ঠ ধরি গদগদ বোলত
দুহুঁ তনু প্রেমে বিভোর।
দুহুঁক বিচ্ছেদ দুহুঁ সহই না পারই
দুহুঁ দুহুঁ করতহি কোর॥
বিগলিত কুন্তলে মুকুতাদাম দোলে
লোল অলকাবলি শোভা।
লহু লহু হাস বিলাস ললিত মুখ
দুহুঁ দুহুঁ মানস লোভা॥
গদগদ কণ্ঠ কহই না পারই
ধরই না পারই অঙ্গ।
নরোত্তম সহচরি সহই না পারই
দুহুঁক দুলহ রসরঙ্গ॥ ৪৮॥

রসোদ্গার

ধানশী

সজনি বড়ই বিদগধ কান।
কহিল নহে সে প্রেম আরতি
কষিল হেম দশবাণ॥ ধ্রু॥
সমুখে রাখি মুখ আঁচরে মোছই
অলকা তিলকা বনাই।
মদনরসভরে বদন হেরি হেরি
অধরে অধর লাগাই॥
কোরে আগোরি রাখই হিয়া পর
পালঙ্কে পাশ না পাই।
ও সুখসাগরে মদনরসভরে
জাগিয়া রজনি গোঙাই॥
কেবল রসময় মধুর মুরতি
পিরীতিময় প্রতি অঙ্গ।
নরোত্তম দাস কহ যাহার অনুভব
সে জানে ও রসরঙ্গ॥ ৪৯॥

আক্ষেপানুরাগ

নায়ক-সম্বোধনে

সুহই

কি ক্ষণে হইল দেখা নয়নে নয়নে।
তোমা বন্ধু পড়ে মনে শয়নে স্বপনে॥
নিরবধি থাকি আমি চাহি পথ পানে।
মনের যতেক দুখ পরাণে তা জানে॥
শাশুড়ী ক্ষুরের ধার ননদিনী আগি।
নয়ান মুদিলে বলে কান্দে শ্যাম লাগি॥
ছাড়ে ছাড়ুক নিজ জন তাহে না ডরাই।
কুলের ভরমে প্যাছে তোমারে হারাই॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে নরোত্তম দাসে।
অগাধ সলিলের মীন মরয়ে পিয়াসে॥ ৫০॥

কল্যাণী

ওহে নাগর বর শুনহে মুরলীধর
নিবেদন করি তুয়া পায়।
চরণ-নখর মণি জনু চান্দের গাঁথুনি
ভাল শোভে আমার গলায়॥
শ্রীদামের সঙ্গে সঙ্গে যখন তুমি যাওহে রঙ্গে
তখন আমি আঙ্গিনায় দাড়াঞা।
মনে করি সঙ্গে যাই গুরুজনার ভয় পাই
আঁখি রইল তুয়া পথ চাঞা॥
যখন তোমায় পড়ে মনে চাহি বৃন্দাবন-পানে
আল্যাইলে কেশ নাহি বান্ধি।
রন্ধনশালাতে যাই তুয়া বন্ধুর গুণ গাই
ধুমার ছলায় বসি কান্দি॥
মণি নও মাণিক্য নও হিয়ার মাঝারে ধরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশ॥
অগোর চন্দন হৈতাম শ্যামাঙ্গ লেপিয়া রৈতাম
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙ্গা পায়।
কি মোর মনের সাধ বামনের চান্দে হাত
বিহি কিয়ে পুরাবে আমায়॥
নরোত্তম দাসে কয় তোমার বিচিত্র নয়
তুমি মোরে না ছাড়িও দয়া।
যেদিন তোমার ভাবে আমার এ প্রাণ যাবে
সেই দিন দিহ পদ ছায়া॥ ৫১॥

করুণ

কিনা সে তোমার প্রেম
কতলক্ষ কোটি হেম
সদাই জাগিছে অন্তরে।
পুরুবে আছিল ভাগি
তেঁঞি সে পাইয়াছি লাগি
প্রাণ কান্দে বিচ্ছেদের ডরে॥
কালিয়া বরণখানি
আমার মাথার বেণী
আঁচরে ঢাকিয়া রাখি বুকে।
দিয়া চান্দ মুখে মুখ
পুরাব মনের সুখ
যে বলু সে বলু ছার লোকে॥
মণি নহ মুকুতা নহ
গলায় গাঁথিয়া লব
ফুল নহ কেশে করি বেশ।
নারি না করিত বিধি
তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতু' দেশে দেশ॥
নরোত্তম দাস কয়
তোমারে বিচিত্র নয়
তুমি মোরে না ছাড়িয় দয়া।
যেদিনে তোমার ভাবে
আমার পরাণ যাবে
সেইদিন দিও পদ ছায়া॥ ৫২॥

ধানশী

সখি হে অব কিয়ে করব উপায়।
সুখে থাকিতে বিহি না দিলে হামায়॥
হাম ভুলহুঁ সখি কানু আশোয়াশে।
ধিক ধিক অব ভেল জীবন শেষে॥
যো চঞ্চল হরি শঠ অধিরাজ।
পহিলহি না জানিয়া কৈনু হেন কাজ॥

কার দোষ দিব সখি আপন কুমতি।
আপনা খাইয়া মুঞি করিনু পিরীতি॥
পরিণামে হেন হবে ইহা নাহি জানি।
তবে কেন এ আগুনে জারিব পরাণী॥
পর পুরুষের সনে পিরীতের সাধ।
নরোত্তম দাস কহে বড় পরমাদ॥ ৫৩॥

শরৎকালীয় মহারাস

কামোদ

কুসুম আসন হেরি বামে কিশোরি গোরি
বৈঠল কুঞ্জকুটীরে।
চিবুকে দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর
মুখানি নিছিয়া লেই শিরে॥
দেখ সখি অপরূপ ছান্দে।
প্রেমজলধি মাঝে ডুবল দুহুঁ জন
মনমথ পড়ি গেল ফান্দে॥
রতন পালঙ্ক পর শেজ বিরাজিত
শুতল যুগল কিশোর।
স্মের মধুরে মুখ- পঙ্কজ মনোহর
মরকত কাঞ্চন জোড়॥
প্রিয় নর্ম্মসহচরি বীজন করে ধরি
বীজই মারুত মন্দ।
শ্রমজল সকল কলেবর শীতল
হেরই পরম আনন্দ॥
নরোত্তম দাস আশ পদ-পঙ্কজ
সেবন মধুরিমপানে।
নিজ নিজ কুঞ্জে নিন্দ গেও সখিগণ
প্রিয়জন সেবই বিধানে॥ ৫৪॥

সুহই

আজু রসে বাদর নিশি।
প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী॥
শ্যামঘন বরিখয়ে কত রস-ধার।
কোরে রঙ্গিণি রাধা বিজুরি সঞ্চার॥
তাহে শিখিল শাখ গমন সুকৃন্দ।
... পাঁক॥

দীগ বিদিগ নাহি প্রেমের পাথার।
ডুবল নরোত্তম না জানে সাঁতার॥ ৫৫॥

কেদার

কেলি সমাধি উঠল দুহুঁ তীরহি
বসন ভূষণ পরি অঙ্গ।
রতন-মন্দির মাহা বৈঠল নাগর
করু বনভোজনরঙ্গ॥
আনন্দে কো করু ওর।
বিবিধ মিঠাই খীর বহু বনফল
ভুঞ্জই নন্দকিশোর॥ ধ্রু॥
নাগরশেষ লেই সব রঙ্গিণি
ভোজন করু রসপুঞ্জে।
ভোজন সমাধি তাম্বুল সভে খাওল
শুতলি নিজ নিজ কুঞ্জে॥
ললিতানন্দ কুঞ্জ যমুনাতট
শুতল যুগল কিশোর।
দাস নরোত্তম করতহি সেবন
অলস নয়ন হেরি ভোর॥ ৫৬॥

সর্ব্বকালোচিত নিত্যরাস

কামোদ—একতাল ধরা

কদম্বতরুর ডাল ভূমে নামিয়াছে ভাল
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি।
পরিমলে ভরল সকল বৃন্দাবন
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী॥
রাই কানু বিলসই রঙ্গে।
কিয়ে দুহুঁ লাবণি বৈধগধি ধনি ধনি
মণিময় আভরণ অঙ্গে॥ ধ্রু॥
রাইর দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ
কোন সখী চামর ঢুলায়॥
পরাগে ধুসর স্থল চন্দ্র করে সুশীতল
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু কর ধরি নৃত্য করে ফিরি ফিরি
পরশে পুলক অঙ্গ ভরে॥

মৃগমদ চন্দন   করে করি সখীগণ
বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভে রাই মুখইন্দু
অধরে মুরলী নাহি বাজে॥
কুসুমিত বৃন্দাবন   কল্পতরুর গণ
পরাগে ভাসল অলিকুল।
রতনে খচিত হেম   মন্দির সুন্দর যেন
নরোত্তম মনোরথ পূরে॥ ৫৭॥

বাসন্ত-রাস—লীলা প্রকারান্তর

শ্রীরাগ

বৃন্দাবন রম্য স্থান   কোটি চিন্তামণি ধাম
রতনমন্দির মনোহর।
আনন্দে কালিন্দীজলে   রাজহংস কেলি করে
কনককমল উপতল॥
তার মধ্যে হেম পীঠ   অষ্টদলে বেষ্টিত
অষ্ট সখী প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসন   বসিলেন দুই জন
শ্যাম গোরী সুন্দরী রাধিকা॥
ও রূপ লাবণ্যরাশি   অমিয়া পড়িছে খসি
হাস পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তম দাস কয়   নিত্যানন্দ সুখময়
সদাই সোঙরুক মোর মনে॥ ৫৮॥

ভাবী বিরহ

পঠমঞ্জরী

মাধব তুমি আমার নিধনিয়ার ধন।
আমারে ছাড়িয়া তুমি   মধুপুর যাবে জানি
তবে আমি তেজিব জীবন॥
নহেত আনলে যাব   কিংবা বনে প্রবেশিব
এই আমি দঢ়ায়্যাছি চিতে।
লইয়া তোমার নাম   গলায় গাঁথিয়া শ্যাম
প্রবেশ করিব যমুনাতে॥

কুলবতী হৈয়া যেন   কেহ যেন না করে প্রেম
পিরীতি করহ এই রীতে।
যে জন চতুর হয়   প্রেম রস কভু নয়
রস হৈলে হয় বিপরীতে॥
বুঝিনু ঐছন কাজ   তুমি সে নাগর রাজ
যুবতী জনের প্রাণ লৈতে।
নরোত্তম দাস কয়   না জানি কি জানি হয়
নিশ্চয় কহিলাঙ প্রাণনাথে॥ ৫৯॥

অর্দ্ধ-বাহ্যদশায় প্রলাপ

পঠমঞ্জরী

নবঘনশ্যাম ওহে   পরাণ বন্ধুয়া তুমি
আমি তোমা পসরিতে নারি।
তোমার বদনশশী   অমিয়ামধুর হাসি
তিল আধ না দেখিলে মরি॥
তোমার নামের আকৃতি   হৃদয়ে লিখিতাম যদি
তবে তোমা দেখিতাম সদাই।
এমন গুণের নিধি   হরিয়া লইল বিধি
এবে তোমা দেখিতে না পাই॥
এমত বেথিত হয়   পিয়ারে আনিয়া দেয়
তবে মোর পরাণ জুড়ায়।
মরম কহিলুঁ তোরে   পরাণ কেমন করে
কি কহিব কহন না যায়॥
এবে সে বুঝিলুঁ সখি   পরাণ-সংশয় দেখি
মনে মোর কিছু নাহি ভায়।
যে কিছু মনের সাধ   বিধাতা পাড়িলে বাদ
নরোত্তম-জীবন অপায়॥ ৬০॥

ধানশী

এইবার পাইলে দেখা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণি॥
তোমা না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কিংবা জলে দিব ঝাঁপ॥
মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পাণ গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব এ চন্দন চুয়া॥

বৃন্দাবনের ফুলেতে গাঁথিয়া দিব হার।
বিনাইয়া বাঁধিব চূড়া কুন্তলের ভার॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
নরোত্তমদাস কহে পিরীতের ফাঁদ॥ ৬১॥

পঠমঞ্জরী

আরে কমলদল আঁখি।
বারেক বাহুড় তোমার চাঁদমুখ দেখি॥
যে সব করিলা কেলি গেল বা কোথায়।
সোঙরিতে প্রাণ কান্দে কি করি উপায়॥
আঁখির নিমিষে মোরে হারা হেন বাস।
এমন পিরীতি ছাড়ি গেলা দূর দেশ॥
প্রাণ ছটপট করে নাহিক সম্বিত।
নরোত্তম দাস কহে কঠিন চরিত॥ ৬২॥

দশ দশা

সুহই

শ্যাম বন্ধুর কত আছে আমা হেন নারী।
তার অকুশল কথা সহিতে না পারি॥
আমারে মরিতে সখি কেন কর মানা।
মোর দুখে দুখী নহ তাহা গেল জানা॥
দাবদগধ খিক ছটফটি এহ।
এ ছার নিলজ প্রাণ না ছাড়য়ে দেহ॥
কানু বিনু নাহি যায় দণ্ড ক্ষণ পল।
কেমনে গোঙাব আমি এদিন সকল॥
এই বড় শেল মোর হৃদয়ে রহিল।
মরণ সময়ে তারে দেখিতে না পাইল॥
বড় মনে সাধ লাগে সো মুখ সোঙরি।
পিয়ার নিছনি লৈয়া মুঞি যাঙ মরি॥
নরোত্তম যাই তথা জানুক তার মতি।
শ্যামসুধা না মিলিলে সভার সেই গতি॥৬৩॥

মথুরায় দূতীর উক্তি

তিরোথা—ধানশী

তুয়া নামে প্রাণ পাই সব দিশ চায়।
না দেখিয়া চাঁদমুখ কান্দে উভরায়॥
কাহাঁ দিব্যাঞ্জন মোর নয়নাভিরাম।
কোটীন্দুশীতল কাহাঁ নবঘন-শ্যাম॥
অমৃতের সার কাহাঁ সুগন্ধি চন্দন।
পঞ্চেন্দ্রিয়াকর্ষ কাহাঁ মুরলী-বাদন॥
দূরেতে তমাল তরু করি দরশন।
উনমতি হৈয়া ধায় চাহে আলিঙ্গন॥
কি কহব রাইক যো উনমাদ।
হেরইতে পশু পাখি কুরয়ে বিষাদ॥
পুন পুন চেতন পুন পুন ভোর।
নরোত্তম দাসক দুখ নাহি ওর॥ ৬৪॥

স্বাধীন ভর্ত্তৃকা

ধানশী

আনন্দে সুবদনী কছু নাহি জানু।
বেশ বনায়ত নাগর কান॥
সিন্দুর দেয়ল সীঁথি সঞারি।
ভালহি মৃগমদ-পত্রক সারি॥
চিকুরে বনাওল বেণি ললীত।
কুঙ্কুম কুচযুগে করল রচীত॥
যাবক লেখল রাতুল চরণে।
জীবন নিছাই লেওল তছু শরণে॥
তাম্বুলে সাজি বদন মাহা দেল।
পুন পুন হেরইতে আরতি না গেল॥
কোরে আগোরি রাখল হিয়া মাঝ।
কো কহ তাকর মরমক কাজ॥
চির পরিপূরিত দুহুঁ অভিলাষ।
হেরই নিয়ড়ে নরোত্তম দাস॥ ৬৫॥

জগন্নাথ দাস

জন্মলীলা

ভাটিয়ারি

ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি সুভগ সকলি।
জনম লভিবে গোরা পড়ে হুলাহুলি॥
অম্বরে অমর সভে ভেল উনমুখ।
লভিবে জনম গোরা যাবে সব দুখ॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে পরম হরিষে।
জয়-ধ্বনি সুরকুল কুসুম বরিষে॥
জগ ভরি হরিধ্বনি উঠে ঘন ঘন।
আবালবনিতা আদি নরনারীগণ॥
শুভক্ষণ জানি গোরা জনম লভিল।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় করিল॥
সেই কালে চন্দ্রে রাহু করিল গ্রহণ।
হরি হরি ধ্বনি উঠে ভরিয়া ভুবন॥
দীন হীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ।
দেখিয়া আনন্দে ভাসে জগন্নাথ দাস॥ ১॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নিদ্রাভঙ্গ

বিভাস

ও মোর জীবন- সরবস ধন
সোণার নিমাই-চান্দ।
আধ তিল খণ ও চান্দবদন
না দেখি পরাণ কান্দ॥
অরুণকিরণ হৈল পরসন্ন
উঠহিই শয়ন সনে।
বাহির হইয়া মুখ পাখালিয়া
মিলহ সঙ্গিয়াগণে॥
গদগদ কথা কহে শচী মাতা
হাত বুলাইয়া গায়।
শুনি গৌরহরি আলস সম্বরি
উঠিয়া দেখয়ে মায়॥
পাখালি বদন করিলা গমন
সব সহচর সঙ্গে।
জগন্নাথ দাস চিরদিন আশ
দেখিবে ও রসরঙ্গে॥ ২॥

শ্রীগৌরাঙ্গের গোষ্ঠলীলা

ভাটিয়ারি

গৌর কিশোর পুরুব রসে গরগর
মনে ভেল গোঠবিহার।
দাম শ্রীদাম সুবল বলি ডাকই
নয়নে গলয়ে জলধার॥
বেত্র বিষাণ বেণু লেই সাজহ
যায়ব ভাণ্ডি সমীপ।
গৌরীদাস সাজ করি তৈখনে
গৌর নিকট উপনীত॥
ভাইয়্যা অভিরাম বদন ঘন বাওই
নূপুর চরণহি দেল।
নিত্যানন্দ চন্দ্র পহুঁ আগুসরি
ধবলি ধবলি ধনি কেল॥
নদিয়ানগরলোক সব ধাওত
হেরইতে গৌরক রঙ্গ।
দাস জগন্নাথ ছান্দ দোহনি লেই
যাওত সব অনুসঙ্গ॥ ৩॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

তথারাগ

সখা হে কো ধনি মাজরে গা।
যমুনার নীরে বসি তার তীরে
পায়ের উপর পা॥

অঙ্গের বসন করেছে আসন
এলায়ে দিয়েছে বেণী।
উচ কুচমাঝে হেমহার সাজে
সুমেরু শিখর জিনি॥
আর অদভুত দেখিনু সাক্ষাত
তিমিরে রয়েছে বেড়ি।
অহার উপরে অতি শোভা করে
নবীন চাঁপার কুঁড়ি॥
সেরূপ দেখিয়া মন মুরছিযা
ধৈরয ধরিবে কে।
দাস জগন্নাথ চরণে ধরিয়া
আনিয়া মিলায়ে দে॥ ৪॥

অভিসারোত্তর

ধানশী

সুন্দরি কাহে কহসি হেন বাণি।
মোহে পরশবি অব নিজজন জানি॥
সব ছোড়ি আয়লু তোহারি লাগিয়া।
পুরহ আশ অধরসুধা দিয়া॥
এত কহি চুম্বয়ে চিবুক ধরিয়া।
ঠমকি ঝাঁপয়ে মুখ পটাঞ্চল দিয়া॥
করে ধরি গিরিধর আয়ল নিকুঞ্জে।
রচিত কুসুমশেজ মধুকর গুঞ্জে॥
বৈঠল দুহুঁ জন পুরল মন আশ।
নিরখয়ে দুহুঁ রূপ জগন্নাথ দাস॥ ৫॥

আক্ষেপানুরাগ

ধানশী

মৈলু মৈলু মরিয়া গেলু
ঠেকিয়া পিরীতি-রসে।
না জানি কি আর হয় পরিণামে
পিরীতির অবশেষে॥
এ ঘরকরণ ননদী দারুণ
বসতি পরের মাঝে।
এই জ্বালা কত মরণ সফল
জীয়ন্তে কি সুখ আছে॥
কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
জনমে কি সুখ পালু।
হিয়া দগদগি মনের আগুনি
দ্বিগুণ পুড়িয়া মৈলু॥
না ছিল পিরীতি এ সব জঞ্জাল
ছা জনম গোঙালু ভাল।
পিরীতি করিয়া এ সব জঞ্জাল
বিষাদে পরাণ গেল॥
গোকুল নগরে কেবা কি না করে
তাহে কি নিষেধ বাধা।
এ সব যুবতী সতী কুলবতী
কানুকলঙ্কিনী রাধা॥
গুরু গরবিত- ভয় নাহি সয়
কি বুদ্ধি করিব হায়।
জগন্নাথ বোলে সব দিয়া জলে
বিকাইব রাঙ্গাপায়॥ ৬॥

গোষ্ঠবিহার

তুড়ী

যমুনাক তীরে ধীরে চলু মাধব
মন্দ মধুর বেণু বাওই রে।
ইন্দিবরনয়নি বরজবধু কামিনি
সদন তেজিয়া বনে ধাওই রে॥
অসিত অম্বুধর অসিত সরসিরুহ
অতসিকুসুম অহিরুকরসুতানীর।
ইন্দ্রনীলমণি উদার মতকত
শ্রীনিন্দিত বপু আভা রে॥
শিরে শিখণ্ডদল নব গুঞ্জাফল
নিরমল মুকুতালম্বি নাসাতল।
নব কিশলয় অবতংস গোরোচন
অলক তিলক মুখ শোভা রে॥
শ্রোণি পীতাম্বর বেত্র বাম কর
কম্বুকণ্ঠে বনমালা মনোহর।
ধাতুরাগবৈচিত্র কলেবর
চরণে চারু পরি শোভা রে॥

গোধূলি ধূসর বিশাল বক্ষথল
রঙ্গভূমি জিনি বিলাস নটবর।
গোছান্দন ডোর বিনিহিত কন্ধর
রূপে ভুবন মনলোভা রে॥
ব্রহ্ম পুরন্দর দিনমণি শঙ্কর
যো চরণাম্বুজ সেবে নিরন্তর।
সো হরি কৌতুক ব্রজবালক সাথে
গোপ নাগরি অভিলাষ রে॥
সো পহুঁ পদতলে পরাগ ধূসর
মানস মন করু আশা নিরন্তর।
অভিনব সৎকবি দাস জগন্নাথ
জননী জঠর ভয় নাশা রে॥ ৭॥

ঝুলন লীলা

মল্লার

দেখ সখি ঝুলত যুগল কিশোর।
নীলমণি জড়ায়ল কাঞ্চন জোড়॥
ললিতা বিশাখা সখী ঝুলায়ত সুখে।
আনন্দে মগন হেরি দোহে' দোঁহা-মুখে॥
গরজত গগনে সঘনে ঘন ঘোর।
রঙ্গিণি সঙ্গিনি ঘুরত চৌ ওর॥
বিবিধ কুসুমে সভে রচিয়া হিন্দোলা।
দোলায় যুগল সখী আনন্দে বিভোলা॥
ঝুলাওত সখীগণ করতালি দিয়া।
সুবদনী কহে পাছে গিরয়ে বন্ধুয়া॥
বিগলিত দুকুল উদিত স্বেদবিন্দু।
অমিয়া ঝরয়ে যেন দুহুঁ মুখইন্দু॥
হেরি সব সখীগণ দোঁহাকার শ্রম।
চামর বীজন লেই করয়ে সেবন॥
ভ্রমর কোকিল সব বসি তরু-ডালে।
রতি জয় রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বোলে॥
কহে জগন্নাথ কবে হবে শুভ দিনে।
সখী সহ দোঁহাকারে হেরিব বিপিনে॥ ৮॥

নৌকাবিলাস

ভাটিয়ারী

বড়াই হের দেখ রঙ্গ চায়্যা।
কোথা হৈতে আসি দিল দরশন
এহেন সুন্দর ন্যায়্যা॥ধ্রু॥
না খানি সাজান রজত-কাঞ্চনে
বাজত কিঙ্কিণীজাল।
শোভিয়াছে তাথে রাঙ্গা দুটি হাথে
মণিবান্ধা কোরোয়াল॥
লাল নীল ফালি শিরে ঝলমলি
কদম্ব কলিকা কানে।
জঠরবসনে বাঁশীটি বান্ধ্যাছে
শোভে নানা আভরণে॥
হাসিতে হাসিতে গীত আলাপিছে
ফিরাইছে রাঙ্গা আঁখি।
চাপাইয়া নায় কি জানি কি চায়
চঞ্চল স্বভাব দেখি॥
আমরা কহিব কংসের যোগানী
বুকে না হেলিহ কেহু।
জগন্নাথ কহে শশী ষোলকলা
পাইলে ছাড়ে কি রাহু॥ ৯॥

ভাটিয়ারী

বরজ রমণী স্তুতি শুনিয়া সে যদুপতি
দেখাইলা সে তরণীখানি।
দেখিয়া পুরাণো তরি একে একে ব্রজনারী
বোলে বুঝি হারাব পরাণি॥
আমরা অবলা নারী তোমার পুরাণো তরি
তাহে অতি গভীর যমুনা।
তুমি তাহে কর্ণধার কেমনে হইব পার
বুঝি সব মরণ মন্ত্রণা॥
তরণী নূতন নয় দেখিয়া লাগয়ে ভয়
ভাঙ্গা নায়ে ভরা দিতে নারি।
এ কানে ও কানে বান দেখিয়া কাঁপয়ে প্রাণ
নন্দসুত নবীন কাণ্ডারী॥
হাঁসি কহে শ্যামরায় ভয় নাই চড় নায়
অশ্ব গজ কত করি পার।

দেবতা গন্ধর্ব্ব যত পার করি শত শত
যুবতী যৌবন কত ভার॥
জগন্নাথ দাসে কয় নায়ে চড় নাহি ভয়
অবধানে শুন ব্রজনারী।
যেই হরি দীনবন্ধু পার করে ভব-সিন্ধু
সেই হরি আপন কাণ্ডারী॥ ১০॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ধানশী

শুন বিনোদিনী ধনি
আমার কাণ্ডারী তুমি
তোমার কাণ্ডারী কহ কারে।
তুয়া অনুরাগে প্রেম-
সমুদ্রে ডুব্যাছি হাম
আমারে তুলিয়া কর পারে॥
যোগী ভোগী নাপিতানী
তোমার লাগিয়া দানী
ওঝা হইলাম তোমার কারণে।
তুয়া অনুরাগে মোরে
লৈয়া ফিরে ঘরে ঘরে
তুয়া লাগি করিলুঁ দোকানে॥
রাখাল হইয়া বনে
সদা ফিরি ধেনু সনে
তুয়া লাগি বনে বনচারী।
তোমার পিরীতি পাইয়া
এ ভাঙ্গা তরণী লৈয়া
তুয়া লাগি হইলুঁ কাণ্ডারী॥
না বোল কুবোল ধনি
রমণীর শিরোমণি
তুয়া প্রেমে কি না করি আমি।
দাস জগন্নাথে কয়
না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়
জাতি জীবন ধন তুমি॥ ১১॥

ভাটিয়ারী

নৌকা খানি মোর অতি জর জর
বুঝিয়া চাপিতে হয়।
শুন সভে কই দুই জন বই
তিন জন নাহি সয়॥
আগে কে চাপিবে চাপ আসি।
নিতম্বমণ্ডল পীন পয়োধর
দেখি বড় ভয় বাসি॥ ধ্রু॥
আমি জানি আগে তোমরা সকলে
কাতরা অতি কৃপণা।
দেহ আলিঙ্গন মুখমধুপান
নাহি চাহি রূপাসোণা॥
নন্দের কুমার কি নাহি আমার
মণিকে বাসিয়ে কড়া।
জগন্নাথ বোলে সব সখী মেলে
এই কথা কর গোড়া॥ ১২॥

জয়জয়ন্তী

চিতে উলসিত বড়ি লাজে কেহু নাহি চড়ি
কানাই নাখানি পাতি রহে।
উছর দেখিয়া বেলি বড়াই পাড়িছে গালি
রাধার সে গায়ে নাহি সহে॥
বিনোদিনী পহিলে আপনে চাপে নায়।
তলে তার বিছানা আনি কমলদলের শ্রেণী
গুড়া ধরি বৈসে গিয়ে তায়॥ ধ্রু॥
পসরা বামেতে আনি ডাহিনে ঘুমটা টানি
বসিল কানুরে করি পীঠ।
ঝলমল করে গায় সোণার নূপুর পায়
ঐছন শোভিছে অতি মীঠ॥
গুরুয়া নিতম্ব ভরে কটিতে কিঙ্কিণী পরে
তাহে শোভে বেণীর থোপনা।
ধৈরজ না মানে চিত দেখি তনু বিমোহিত
বিসরিল কিশোরী আপনা॥
ভেদল মদনকাঁড় হাত হৈতে খসে তাড়
কালিন্দী যে ফেনা-ছলে হাসে।
জগন্নাথ দাসে গায় কানাই একেলা নায়
সভাই মাতিল ও না রসে॥ ১৩॥

ভাটিয়ারী

আনন্দের ভরে চাপায়্যা রাধারে
পুলকে পূরিল গা।

মধ্য দরিয়ায় আনি শ্যামরায়
কাঁপাইতে লাগিলা না॥
করি দিব পার কৈলুঁ অঙ্গীকার
কে জানে এমন হবে।
তিল আধ আর নাহি সহে ভার
নিচয়ে জানিলুঁ ডুবে॥
তরাসে কিশোরী দু-বাহু পসারি
ধরিল কানুর গলে।
রাধা কোলে করি রসিক মুরারি
ঝাঁপ দিয়া পড়ে জলে॥
ভাসিয়া ভাসিয়া লাগিল আসিয়া
নিভৃতনিকুঞ্জবনে।
মনে যেবা ছিল • বিধি ঘটাইল
দাস জগন্নাথে ভণে॥ ১৪॥

সুবল মিলন

ধানশী

অনেক যতনে কৃষ্ণ না হয় চেতন।
কৃষ্ণ-মুখ পানে চায়্যা করয়ে রোদন॥
ভাবাবেশ দেখি সুবল ভাবে মনে মনে।
রাধা রাধা বলিয়া ডাকয়ে ঘনে ঘনে॥
রাধানাম শুনি কৃষ্ণ চেতন হইলা।
কান্দিতে কান্দিতে সুবল কহিতে লাগিলা॥
অতি যতনের নিজ হার দেহ মোরে।
তুরিতে গমন করি রাধার মন্দিরে॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ আনন্দ হইলা।
খসাইয়া নিজ হার সুবলেরে দিলা॥
কৃষ্ণহার লৈয়া সুবল করিলা গমন।
রাধার মন্দিরে আসি দিলা দরশন॥
কি বোল বলিব সুবল ভাবে মনে মনে।
দাঁড়ায়্যা রহিলা সুবল জগন্নাথ ভণে॥ ১৫॥

সারঙ্গ

রন্ধন করিতে বাহিরে চাহিতে
সুবলে দেখিল ধনি।
তাহারে দেখিয়া চমকিত হৈয়া
কহিছে মধুর বাণী॥
আমার সুবলে না দেখি কখন
কি লাগি আইলা তুমি।
পরাণনাথের বিতথা পড়েছে
কারণে বুঝিলুঁ আমি॥
এ কথা শুনিয়া আনন্দিত হৈয়া
সুবল কহিছে বাণী।
কহিবার নয় কৈলে কিবা হয়
শুন শুন বিনোদিনী॥
আপনার হার দিয়াছে তোমারে
শ্যামকে দেখিবে পরে।
জগন্নাথ বোলে হার দেহ গলে
চল রাধাকুণ্ডতীরে॥ ১৬॥

শ্রীরাগ

সুবলে পাইয়া হরষিত বিনোদিনি।
জিজ্ঞাসিলা যত কথা মধুরসবাণী॥
ধনী কহে ওরে সুবল মোর নিবেদন।
কি রূপে যাইব আমি কৈরাছি রন্ধন॥
সুবল বোলয়ে ধনি মোর নিবেদন।
মোর বেশ লৈয়া তুমি করহ গমন॥
আপনার চূড়া সুবল দিল খসাইয়া।
রাধার শিরেতে বান্ধে যতন করিয়া॥
আভরণ রাখে সুবল করিয়া যতনে।
গুঞ্জাহার মকরকুণ্ডল দিলা কানে॥
সুবলের ধড়া রাই কটিতে পরিলা।
অলকাআবৃত ভালে তিলক রচিলা॥
গলায় শ্যামের হার বিরাজিত তায়।
তাহাতে কতেক শোভা কহনে না যায়॥
রাঙ্গা লড়ি হাতে আর চরণে নূপুর।
রাখালের বেশ ধরি অতি সুমধুর॥
নব আভরণ সুবল পরিলা যতনে।
রাই বেশ ধরি সুবল রহিলা রন্ধনে॥
সুবলের বেশে রাই করিলা গমন।
জগন্নাথ দাস হেরি আনন্দিত মন॥ ১৭॥

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

শ্রীরাগ

শুন শুন সুন্দরি করি নিবেদন।
কৃপা করি এ অধীনে দেহ আলিঙ্গন॥

চরণেতে নিবেদন করি প্রেমময়ই।
জন্মে জন্মে আমি যেন তুয়া দাস হই॥
দোহে' দোহ'সম্ভাষণে হইলা বিভোর।
চান্দঅমিয়া যেন পিবয়ে চকোর॥
দরশনে পরশনে দোহার আনন্দ।
রাইচাঁদে বিলসয়ে চকোরগোবিন্দ॥
কমলে ভ্রমর যেন মাতিয়া রহিল।
জগন্নাথ বোলে ঐছে মিলন হইল॥ ১৮॥

রসালস

কেদার

রাসজাগরণে নিকুঞ্জভবনে
আলুয়্যা আলসভরে।
শুতলি কিশোরী আপনা পাসরি
পরাণনাথের কোরে॥
সখি হের দেখসিয়া বা।
নিন্দ যায় ধনী ও চাঁদ-বদনী
শ্যামঅঙ্গে দিয়া পা॥ ধ্রু॥
নাগরের বাহু করিয়া শিথান
বিথান বসন ভূষা।
নিশ্বাসে দুলিছে রতনবেশর
হাসিখানি তাহে মিশা॥
পরিহাস করি নিতে চাহে হরি
সাহস না হয় মনে।
ধরি করি বোল না করিহ রোল
দাস জগন্নাথ ভণে॥ ১৯॥
[১৮৯১]

শ্যামানন্দ

বাল্য-লীলা

রামকেলি

দেখ মাই নাচত নন্দদুলাল।
মণিময় নূপুর কটি পর ঘাঘর
মোহন উর বনমাল॥ ধ্রু॥
গোপিনি শত শত বালক যূথ যূথ
গাওত বোলত ভাল।
তিন্দ্র দ্রামক ধনি তথৈ তথৈ শুনি
নিগধী তৃগধী তাল॥
লহু লহু হাস ভাষ মৃদু বোলত
নিকসব দশন রসাল।
শ্যামানন্দ ভণ জগজন জীবন
গোপাল পরম দয়াল॥ ১॥

অভিসার

তথারাগ

বিনোদিনী কনকমুকুরকাঁতি।
শ্যামবিলাসে সুন্দর তনু
সাজাঞা কতেক ভাঁতি॥ ধ্রু॥
রসের আবেশে গমন মন্থর
ঢুলি ঢুলি চলি যায়।
আধ ওঢ়নি ইষত হাসনি
বঙ্কিম নয়নে চায়॥
সীঁথের সিন্দুর মদন মুগধ
তাহে চন্দনের রেখা।
নবজলধরে অরুণের কোরে
নবীন চাঁদের দেখা॥
নীল বসন রতনভূষণ
জলদে দামিনী সাজ।
চাঁচর কেশে বিচিত্র বেণী
দুলিছে পিঠের মাঝ॥
শ্যামানন্দ পহুঁ আনন্দমন্দিরে
কল্পতরুর মূলে।
রসে ঢলঢল বসিলা নাগরী
শ্যামনাগরের কোলে॥ ২॥
[১৮৯৩]

শ্যামদাস

তথারাগ

দরশনে উনমুখী দরশন সুখে সুখী
আঁখি মোর নাহি জানে আন।
যাঁহা যাঁহা পড়ে দিঠি তাঁহা অনিমিখে ছুটি
সে রূপমাধুরী করে পান॥
মধুর হইতে সুমধুর মধুর অমিয়াপুর
মধুর মধুর মৃদু হাস।
চঞ্চল কুণ্ডল আভা ঝলমল মুখশোভা
দেখিতে লোচন অভিলাষ॥
কহিতে রূপের কথা মরমে পরম ব্যথা
লাখে বিধি না দিলে বয়ান।
দেখে আঁখি কহে মুখ তাতে কি পূরয়ে সুখ
তাহে বড় রসের পরাণ॥
দেখে আন কহে আন অনুভবে অনুমান
তাহে কি পরাণ পরবোধ।
কহিতে না পারি দেখি অতয়েব ঝরে আঁখি
শ্যামদাসের মরম বিরোধ॥ ১॥

[১৮৯৪]

গোবিন্দদাস (১)

মঙ্গলাচরণ

ভূপালী

শ্রীপদকমল সুধারস পানে।
শ্রীবিগ্রহ গুণ গণ করি গানে॥
শ্রীমুখ বচন শ্রবণ অনুসঙ্গী।
অনুভব কত ভেল প্রেমতরঙ্গী॥
রে মন কাহে করসি অনুতাপে।
পহুঁক প্রতাপমন্ত্র করু জাপে॥ ধ্রু॥
যো কিছু বিচারি মনোরথে চঢ়বি।
পহুঁক চরণযুগ সারথি করবি॥
রথবাহন করু প্রাণতুরঙ্গ।
আশাপাশ জোরি নহ ভঙ্গ॥
লীলাজলধি তীরে চলু ধাই।
প্রেমতরঙ্গে অঙ্গ অবগাই॥
রঙ্গতরঙ্গী সঙ্গী হরিদাসে।
রতিমণি দেই পূরব অভিলাষে॥
সো রসজলধি মাঝে মণিগেহ।
তহিঁ রহু গোরি সুশ্যামর-দেহ॥
সারথি লেই মিলায়ব তায়।
গোবিন্দদাস গৌরগুণ গায়॥ ১॥

[১] শ্রীপদ কমলের সুধারস পান করিয়া শ্রীবিগ্রহের (শ্রীগৌরচন্দ্রের) গুণগান করিয়া; শ্রীমুখের বচন শ্রবণ করিয়া, শ্রীমুখের বচন শ্রবণকারিগণের সঙ্গলাভ করিয়া, প্রভুর করুণা অনুভব করিয়া কত কত জনে গৌর প্রেমে তরঙ্গায়িত হইলেন। ওরে মন কেন (কি জন্য) অনুতাপ করিতেছ? প্রভুর প্রতাপমন্ত্র (অহৈতুকী করুণার কথা, আচণ্ডালে প্রেমদানের কথা) জপ কর। যাহা কিছু বিচার্য্য বস্তু, বিচার করিয়া মনোরথে আরোহণ করিবে। প্রভুর শ্রীচরণযুগলকে সারথি করিবে। প্রাণতুরঙ্গকে সেই মনোরথের বাহন করিবে। লীলাজলধিতীরে ছুটিয়া গিয়া সেই জলধির প্রেমতরঙ্গে অবগাহন করিবে। সেখানে প্রেমরঙ্গে তরঙ্গী হরিদাসগণ (ভক্তগণ) রতিমণি দানপূর্ব্বক অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। সেই রসজলনিধির মাঝে মণিমন্দির আছে। সেই মন্দিরে শ্রীরাধা শ্যাম বিরাজ করিতেছেন। শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীচরণপ্রার্থী তোমাকে লইয়া তথায় মিলিত করিবেন। গোবিন্দ দাস গৌরগুণ গান করিতেছেন।

মালসী

ভজহু রে মন নন্দনন্দন
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ জনম সতসঙ্গে
তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥
শীত আতপ বাত বরিখণ
এ দিন যামিনি জাগি রে।
বিফলে সেবিলু কৃপণ দুরজন
চপল সুখ লব লাগি রে॥
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন
ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমলদলজল জীবন টলমল
ভজহু হরিপদ নীত রে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন
পাদ সেবন দাসি রে।
পুজন সখিজন আত্ম নিবেদন
গোবিন্দ দাস অভিলাষি রে॥ ২॥

শ্রীরাগ

ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-পঙ্কজ-কলিতম্।
ব্রজ-বনিতা-কুচ-কুঙ্কুম-ললিতম্॥
বন্দে গিরি-বর-ধর-পদ-কমলম্।
কমলা-কর-কমলাঞ্চিতমমলম্॥ ধ্রু॥
মঞ্জুল-মণি-নূপুর-রমণীয়ম্।
অচপল-কুল-রমণী-কমনীয়ম্॥
অতিলোহিতমতিরোহিত-ভাসম্।
মধু-মধুপীকৃত-গোবিন্দদাসম্॥ ৩॥

শ্রীরাগ

অভিনব নীল- জলদ তনু ঢলঢল
পিঞ্ছমুকুট শিরে সাজনি রে।
কাঞ্চনবসন রতনময় আভরণ
নূপুর রনরনি বাজনি রে॥
জয় জয় জগজন লোচন ফান্দ।
রাধারমণ বৃন্দাবনচান্দ॥ ধ্রু॥
ইন্দীবরযুগ- সুভগ বিলোচন
চঞ্চল অঞ্চল কুসুমশরে।
অবিচল কুল- রমণীগণ মানস
জরজর অন্তর মদনভরে॥
বনি বনমাল আজানুবিলম্বিত
পরিমলে অলিকুল মাতি রহু।

---

২ মন রে শ্রীনন্দনন্দনের অভয় চরণারবিন্দ ভজনা কর। মানবজন্ম দুর্লভ, সৎসঙ্গে এ ভবসাগর উত্তীর্ণ হও। শীত গ্রীষ্ম ঝড় বৃষ্টি সহিয়া দিন যামিনী জাগিয়া তুচ্ছ সুখ-কণা লাগিয়া বৃথাই কৃপণ দুর্জ্জনের সেবা করিলে। এই ধনযৌবন পুত্রপরিজন, ইহাতে কি প্রত্যয় আছে? জীবন তো পদ্মপত্রের জল, সর্ব্বদাই টলমল করিতেছে। নিত্যই হরি পদ ভজনা কর। শ্রীহরির রূপলীলাগুণের কথা শ্রবণ কর, কীর্ত্তন কর, তাঁহাকে স্মরণ কর, বন্দনা কর, তাঁহার পদসেবা কর, তাঁহার সেবিকা হও। তাঁহার পূজা কর, সখীজনের অনুগত হও; তাঁহাকে আত্ম নিবেদন কর, গোবিন্দ দাস এই অভিলাষ করিতেছেন।

৩ তোমার শ্রীচরণকমল ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ এবং পদ্মাদি চিহ্নিত এবং ব্রজবনিতার কুচকুঙ্কমে পরিশোভিত। গিরিধর, সেবানিরতা কমলার করকমলাঞ্চিত, তোমার অমল পদকমল বন্দনা করি। ঐ শ্রীচরণদ্বয় মঞ্জুল মণিমঞ্জীরে সুন্দর, এবং অচপল কুলরমণীগণের আকাঙ্ক্ষিত। গোবিন্দ দাসকে ঐ অবিলুপ্তকান্তি আরক্ত পদকমল মধুর মধুপ করিয়াছ। (শ্রীরাধামোহন ঠাকুর খণ্ডিতা নায়িকা পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন)।

গিরিধর, তুমি তো মানুষ নও, দেবতা। গর্গ মুনির বাক্যেই তাহা জানিয়াছি। গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া তুমিও তাহা প্রমাণিত করিয়াছ। এখন আবার বাঞ্ছিতা নায়িকার কুচগিরি ধরিয়া নূতন মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছ। তোমার মত দেবতার সঙ্গে আমাদের মত মানবীর সৌহার্দ্দ তো সম্ভব নয়। তাই দূর হইতেই বন্দনা করিতেছি। তোমার পদকমল পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠবাসিনী নায়িকাগণের কুচকুঙ্কুমে শোভা পাইত, এখন গোকুলবাসিনী তোমার যোগ্যা কোন নায়িকার কুচকুঙ্কমে শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বে তোমার সুবিমল চরণদ্বয় কমলা লক্ষ্মীর করকমলে অর্চ্চিত হইত। এখন ঐ মলপূর্ণ কমলানাম্নী যূথেশ্বরীর কমল অর্থাৎ জলে পূজিত হইতেছে। কমলা জলে ধুইয়াও তোমার চরণের মল দূর করিতে পারিতেছে না। তোমার প্রিয়তমার পদের মণিনূপুর তোমার পদের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। চপলা কুলাঙ্গনাগণ তাহাই কামনা করিয়া আপনাদের চাপল্যের পরিচয় দিতেছে। তাহার চরণের আলতা তোমার চরণের শোভা বাড়াইয়াছে। তুমিও মধুদানে তাহার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছ। তোমাদের বাধ্যবাধকতার বলিহারি!

বিম্বাধর পর মোহন মুরলী
গায়ত গোবিন্দদাস পহুঁ ॥ ৪ ॥

সুহই

জয় জয় যদুকুল জলনিধিচন্দ।
ব্রজকুল গোকুল আনন্দকন্দ ॥
জয় জয় জলধর শ্যামরঅঙ্গ।
হিলন কল্পতরু ললিতত্রিভঙ্গ ॥
মুরতি মদনধনু ভাঙুবিভঙ্গ।
বিষম কুসুমশর নয়নতরঙ্গ ॥
চূড়ায় উড়য়ে মত্ত মউর শিখণ্ড।
টলমল কুণ্ডল ঝলমল গণ্ড ॥
সুধই সুধাময় মুরলীবিলাস।
জগজনমোহন মধুরিম হাস ॥
অবনিবিলম্বিত বনি বনমাল।
মধুকর ঝংকরু ততহি রসাল ॥
তরুণ অরুণ রুচি পদঅরবিন্দ।
নখমণিনীছনি দাস গোবিন্দ ॥ ৫ ॥

তথারাগ

রাধারমণ রমণি-মনমোহন
বৃন্দাবন-বন-দেবা।
অভিনব-রাস-রসিক বর-নাগর
নাগরিগণ-কৃত-সেবা ॥
ব্রজপতি দম্পতি হৃদয়ানন্দন
নন্দন নব-ঘন-শ্যাম।
নন্দীশ্বর-পুর পুরট-পটাম্বর
রামানুজ গুণ-ধাম ॥
গোবর্দ্ধন-ধর ধরণি-সুধাকর
মুখরিত-মোহন-বংশ।
দাম-সুদাম-সুবল-সখ সুন্দর
চন্দ্রক-চারু-অবতংস ॥

কালিয়-দমন গমন-জিত-কুঞ্জর
কুঞ্জ-রচিত রতি-রঙ্গ।
গোবিন্দ দাস-হৃদয়-মণি-মন্দির
অবিচল-মুরতি ত্রিভঙ্গ ॥ ৬ ॥

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা*

আশাবরী

জয় জয় শ্রীল রাম রঘুনন্দন
জনকসুতারতিকান্ত।
সুর নর বানর খচর নিশাচর
যছু গুণ গায়ে অনন্ত ॥
দূর্ব্বাদলনব শ্যামল সুন্দর
কঞ্জনয়ন রণবীর।
বামে ধনুর্দ্ধর ডাহিনে নিশিতশর
জলধিকোটি গম্ভীর ॥
শ্রীপদপাদুক ধরু ভরতানুজ
চামর ছত্র নিছোরি।
শিব চতুরানন সনক সনাতন
শতমুখ রহু কর যোড়ি ॥
ভকতআনন্দন মারুতনন্দন
চরণকমল করু সেবা।
গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারল
হরি নারায়ণ দেবা ॥ ৭ ॥

(শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ)

তদুচিত

শ্রীগৌরচন্দ্র

শ্রীরাগ

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।

---

* শেখরভূমির রাজা হরিনারায়ণ শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট রামমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের প্রার্থনা জানাইলে তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে শ্রীল গোপালভট্টের বংশীয় একজন আচার্য্যকে আনাইয়া শেখরাধীশ্বরের দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। এই শেখরভূমিপতির অনুরোধে কবিরাজ গোবিন্দ দাস উদ্ধৃত শ্রীরামবন্দনার পদটী রচনা করিয়াছিলেন। মনে হয়, দীক্ষা গ্রহণের সময় আচার্য্য শ্রীনিবাসের সঙ্গে কবিরাজ গোবিন্দ দাস পঞ্চকোটে গমন করিয়াছিলেন।

স্বেদ মরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকসিত ভাবকদম্ব॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম- কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনিতীরে উজোর॥ ধ্রু॥
চঞ্চল চরণ- কমলতলে ঝঙ্করু
ভকতভ্রমরগণ ভোর।
পরিমল লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহর্নিশি রহত অগোর॥
অবিরত প্রেম- রতন ফল বিতরণে
অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর॥ ৮॥

কল্যাণী

শারদ কোটী চাঁদ সঞে সুন্দর
সুখময় গৌরু কিশোর বিরাজ।
হেরইতে যুবতি পিরীতি রসে মাতল
ভাগল গুরুজন গৌরব লাজ॥
সজনি কিয়ে আজু পেখলু গোরা।
মনমথ মথন অরুণ নয়নাঞ্চল
চাহনিযে ভৈগেল ভোরা॥
মৃদু মৃদু মধুর মধুর স্মিত শোভিত
লোহিত অধর বিনোদ।
কত কুলকামিনী বাসর যামিনি
ভেল অনুরাগিনি পরশ আমোদ॥
কেশরি শাবক জিনি ভঙ্গুর মাঝ খিনি
তাহে বিলসে মনমোহন বাস।
হেরি কুলবতিগণ নিধুবন গত মন
মুগধে মাতল কত করু অভিলাষ॥
কুটিল সুকেশ কুসুমময় লোটন
যোটন রসবতি রস পরিণাম।
গোবিন্দদাস কহে ঐছে রসিয়াবব
নাগর হেরি কহয়ে গুণ গাম॥ ৯॥

তথারাগ

তপত কাঞ্চন- কান্তি কলেবর
উন্নত ভাঙুর ভঙ্গী।

---

৮ শ্রীগৌরাঙ্গের নয়নমেঘের অবিরল বর্ষিত জল (অশ্রু) সেচনে পুলক মুকুল (রোমাঞ্চ) উদ্গত হইতেছে। সেই অঙ্কুর হইতে ঘর্ম্মরূপ মধু বিন্দু বিন্দু ঝরিয়া পড়েতেছে। ভাব কদম্ব (অঙ্গে প্রকাশিত বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবরূপ কদম্ব) কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছে। নটবর গৌরকিশোরকে কি দেখিলাম। দেখিলাম, সুরধুনী তীরে সঞ্চরণশীল উজ্জ্বল হেম কল্পতরু। (অভিনব কল্পতরু, কারণ কল্পতরুতে সঙ্গে সঙ্গেই মুকুল বিকশিত ও মধু ক্ষরিত হয় না। কল্পতরু স্থাবর, একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে না। কল্পতরুর দেহ স্বর্ণময় নহে। কল্পতরুর নিকট না চাহিলে কিছু দান করে না। কিন্তু আমার শ্রীগৌরাঙ্গ সোনার গৌরাঙ্গ। তিনি জঙ্গম হেমকল্পতরু। তিনি না চাহিতেই ধনরত্ন কোন্ তুচ্ছ, কাম্য ফলই বা কোন ছার, দেবদুর্লভ পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমরত্ন দান করেন; এই জন্যই অভিনব)। তাঁহার চঞ্চল চরণকমলতলে বিভোর ভক্তভ্রমরগণ ঝঙ্কার করিতেছেন, (অহৈতুকী করুণার গুণ গান করিতেছেন)। তাঁহার পদকমলের পরিমলে মাতোয়ারা হইয়া দেবতাগণের সঙ্গে অসুরগণও ছুটিয়া আসিয়া অহর্নিশি তাঁহাকে আগুলিয়া রহিয়াছেন। (কেহ না চাহিলেও) অবিরত প্রেমরত্ন ফল বিতরণপূর্ব্বক তিনি অখিল জীবের (আচণ্ডাল নরনারী ও সুরাসুর গণের) মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন। এমন করুণাময়ের চরণেও বঞ্চিত হইয়া দীনহীন গোবিন্দ দাস বহু দূরে পড়িয়া রহিলেন।

৯ শরতের কোটিচন্দ্রের মত সুন্দর সুখময় গৌরকিশোর বিরাজ করিতেছেন। দেখিতে গিয়া যুবতীগণ পিরীতি রসে মাতিল, তাহাদের গুরুগণের গৌরব এবং লজ্জা দূরে পলাইল। সজনি আজ শ্রীগৌরাঙ্গকে কি দেখিলাম! মদনের মন মথনকারী অরুণ নয়নের কটাক্ষে বিভোরা হইলাম। মৃদু মৃদু মধুর মধুর হাস্য-শোভিত মনমুগ্ধকর লোহিত অধর। স্পর্শ কৌতূহলে কত কুলকামিনী দিনযামিনী অনুরাগিনী হইল। সিংহ-শিশু জিনিয়া ভঙ্গুর (যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবে) ক্ষীণ কটিদেশ। তাহাতে মনোমোহন-বাস (মন মুগ্ধ করিবার আধার, আশ্রয় মদন) বিলাস করে। দেখিয়া লীলাবিলাস-মুগ্ধ-মানস কত কুলবতী আকাঙ্ক্ষায় মাতিল। সুন্দর কুঞ্চিত কেশে কুসুমময় লোটন, রসবতীগণের রস পরিণামের সংযোজক। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন—ঐ রসরাজ নাগরকে দেখিয়া (নদীয়া নাগরীগণ) গুণগ্রাম কহিতেছেন।

করিবরকর জিনি বাহুর সুবলনি
বিহি সে গঢ়ল বহুরঙ্গী॥
গোরা রূপ জগমনহারী।[১]
আপন বৈদগধি বিধাতা প্রকাশিত
বধিতে কুলবতি নারী॥ ধ্রু॥
আপদমস্তক পূর্ণ পুলকিত
প্রেমে ছল ছল আঁখি।
আপন গুণ শুনি আপহি' রোয়ত
হেরি কান্দয়ে পশু পাখী॥
চান্দচন্দ্রিকা কুমুদমল্লিকা
জিনিয়া মধুর মৃদুহাস।
মধুর বচনে অমিয়া সিঞ্চনে
নিছনি গোবিন্দদাস॥ ১০॥

তথারাগ

কুন্দন কনয় কলেবরকাঁতি।
প্রতি অঙ্গে অবিরল পুলক পাঁতি॥
প্রেমভরে ঝরঝর লোচনে চায়।
কতহুঁ মন্দাকিনি তঁহি' বহি যায়॥
দেখ দেখ গোরা গুণমণি।
করুণায় কো বিহি মিলায়ল আনি॥ ধ্রু॥
জপিয়া জপায়ে মধুর নিজনাম।
গাই গাওয়ায়ে আপন গুণগাম॥
নাচি নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ।
কাঁতিহুঁ না পেখলু ঐছন পরবন্ধ॥
আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর।
নিজ পর নাহি সভারে দেই কোর॥
ভাসল প্রেমে অখিল নর নারি।
গোবিন্দ দাস কহে যাঙ বলিহারি॥ ১১॥

গান্ধার

জাম্বুনদতনু বদনঅম্বুজ
সঘনে হরি হরি বোল।
নয়নঅম্বুজে বহই সুরধুনি
কম্বুকন্ধরে দোল॥
দেখ দেখ গৌর দ্বিজবররাজ।
সঙ্গে সহচর সুঘড়শেখর
উয়ল নবদ্বিপ মাঝ॥ ধ্রু॥
তরুণ প্রেমভরে নাচে দিন রাতি
অরুণচরণ অথীর।
করুণ দিঠিজলে এ মহি ভাসল
নিলয় বরুণ গভীর॥
কবহুঁ নাচত কবহুঁ গাওত
কবহুঁ গদগদ ভাষ।
অখিল জগজনে প্রেমে পুরল
বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥ ১২॥

তথারাগ

পতিত হেরি কান্দে থীর নাহি বান্ধে
করুণা নয়ানে চায়।

---

[১০] ১। জগজনের মনোহরণকারী গোরারূপ। কুলবতী নারীগণকে বধ করিতে বিধাতা ঐরূপে আপনাদের বিদগ্ধতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

[১১] কুন্দে উজ্জ্বল স্বর্ণের মত দেহকান্তি। প্রতি অঙ্গে নিবিড় পুলক পংক্তি। প্রেমভরে ঝরঝর নয়নে চাহে। তাহাতে কত মন্দাকিনীধারা বহিতেছে। দেখ গৌর গুণমণিকে দেখ। কৃপা করিয়া কোন্ বিধাতা আনিয়া মিলাইয়া দিল। নিজের মধুর নাম জপ করিয়া অন্যকে জপ করাইতেছেন। আপন গুণগ্রাম আপনি গান করিয়া অন্যকে গাওয়াইতেছেন। নিজে নাচিয়া বধির জড় অন্ধকে নাচাইতেছেন। এমন প্রবন্ধ (এমন ধারা) আর কোথাও দেখিলাম না। আপনি মাতিয়া জগৎকে মাতাইয়াছেন। আপন পর ভেদ নাই, সকলকেই আলিঙ্গন দান করিতেছেন। অখিল নরনারী প্রেমে ভাসিল। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন বলিহারি যাই।

[১২] দেহ যেন জাম্বুনদ স্বর্ণনির্ম্মিত, বদন পদ্মের মত। সঘনে হরি হরি বলিতেছেন। নয়নকমলে সুরধুনী বহিতেছে। কম্বু-কন্ধর দোলাইতেছেন। গৌর দ্বিজবর রাজকে দেখ দেখ। সহচরগণকে সঙ্গে লইয়া রসিক শেখর নবদ্বীপে উদিত হইলেন। নবীন প্রেমে আরক্ত অধীর চরণে দিবারাত্রি নাচিতেছেন। গভীর বরুণ নিলয় (অনন্ত জলাধার) করুণাপূর্ণ নয়নের জলে মহীমণ্ডল ভাসিয়া গেল। কখনো নাচিতেছেন, কখনো গাহিতেছেন, কখনো গদগদ ভাষায় কথা বলিতেছেন। অখিল জগতের লোকে প্রেমে পূর্ণ হইল। কেবল গোবিন্দ দাস বঞ্চিত রহিলেন।

নিরুপম হেম জিনি উজোর গোরাতনু
অবনী ঘন গড়ি যায়॥
গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি।
ও রূপমাধুরী পিরীতি চাতুরী
তিলআধ পাসরিতে নারি॥ ধ্রু॥
বরণআশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন
কার কোন দোষ নাহি মানে।
কমলা শিব বিধি দুর্লভ প্রেমনিধি
দান করয়ে জগজনে॥ [১]
ঐছন সদয়- হৃদয় রসময়
গৌর ভেল পরকাশ।
প্রেমধনের ধনী কয়ল অবনী
বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥ ১৩॥

সিন্ধুড়া

কলি তিমিরাকুল অখিল জীব হেরি
বদনচাঁদ পরকাশ।
লোচন প্রেমসুধারস বরিখণে
জগজনতাপ বিনাশ॥
গৌর করুণাসিন্ধু অবতার।
নিজ গুণে গাঁথিয়া নামচিন্তামণি
জগজনে পরায়ল হার॥ ধ্রু॥
ভকত কলপতরু অন্তরে অন্তরু
রোপলি ঠামহি ঠাম।
যছু পদতল অবলম্বই পন্থিক
পূরল নিজ নিজ কাম॥
ভাবগজেন্দ্রে চড়ায়ল অকিঞ্চনে
ঐছন পহুক বিলাস।
সংসার কালকূটবিষে তনু দগধল
একলি গোবিন্দদাস॥ ১৪॥

সুহই

অপরূপ হেমমণিভাস।
অখিল ভুবনে পরকাশ॥
চৌদিকে পারিষদতারা।
দূরে করু কলিআন্ধিয়ারা॥
অভিনব গোরা দ্বিজরাজ।
উয়ল নবদ্বিপ মাঝ॥
পুলকিত স্থির-চর-জাতি।
প্রেমঅমিয়ারসে মাতি॥
কেহো বিধুমণি সম কান্দে।
কেহো হাসে কুমুদিনিছান্দে॥
কেহো কেহো ভকত-চকোর।
নারি পুরুখ নাহি ওর॥
গোবিন্দদাস চকোর।
রুচি লব লাগি বিভোর॥ ১৫॥

---

১৩ ১। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চণ্ডালদের—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসাদির—ধনী নির্ধনের শ্রীগৌরাঙ্গ কাহারো কোন দোষ দেখিতেছেন না। তিনি লক্ষ্মী, শিব, বিধাতারও দুর্লভ প্রেমনিধি জগজ্জনকে দান করিতেছেন।

১৪ অখিল জীবগণকে কলিকালরূপ অন্ধকারে আকুল দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বদনচন্দ্র প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহার নয়নের (করুণা দৃষ্টিরূপ) প্রেমসুধাবৃষ্টিতে জগজ্জনের তাপ বিনষ্ট হইয়াছে। করুণাসিন্ধু অবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব আপনার গুণসূত্রে হরিনামচিন্তামণির মালা গাঁথিয়া জগতের লোককে হার পরাইয়াছেন। অন্তরে অন্তরে (অতি অল্প ব্যবধানেই) স্থানে স্থানে ভক্তরূপ কল্পবৃক্ষ রোপণ করিলেন। (ভক্তগণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন) সংসার সন্তাপিত পথিক তাঁহাদের পদতল অবলম্বনে আপন আপন কামনা পূর্ণ করিলেন। প্রভুর এমনই বিলাস—অতি দরিদ্রকেও ভাবরূপ গজেন্দ্রে আরোহণ করাইলেন। (পাপী তাপীও দেবদুর্লভ ভাবের অধিকারী হইলেন)। সংসার কালকূট বিষে কেবল একলা গোবিন্দ দাসেরই দেহ দগ্ধ হইল।

১৫ অপরূপ হেম-মণিসমপ্রভ শ্রীগৌরাঙ্গদেব অখিল ভুবনে প্রকাশিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে নক্ষত্ররূপ পার্ষদগণ কলির অন্ধকার দূর করিলেন। অভিনব শ্রীগৌরাঙ্গ দ্বিজরাজ (ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, অপর অর্থে পূর্ণ চন্দ্র) নবদ্বীপ মধ্যে উদিত হইলেন। প্রেম অমৃত রসে প্রমত্ত হইয়া স্থাবর জঙ্গম সকল জাতিই পুলকিত হইল। চন্দ্রকান্তমণি হইতে যেমন অবিরল ধারায় সুধাধারা ঝরে, কেহ তেমনই ধারায় কান্দিতেছেন

কামোদ

সবহুঁ গায়ত সবহুঁ নাচত
সবহুঁ আনন্দে মাতিয়া।
ভাবে কম্পিত লুঠত ভূতলে
বেকত গৌরাঙ্গকাঁতিয়া॥
মধুর মঙ্গল মৃদঙ্গ বাওত
চলত কত কত ভাতিয়া।
বদন গদ গদ মধুর হাসত
খসত মোতিম পাঁতিয়া॥
পতিত কোলে ধরি বোলত হরি হরি
দেওত পুন প্রেম যাচিয়া।
অরুণলোচনে বরুণ ঝরতহিঁ
এ তিন ভুবন ভাসিয়া॥
ও সুখসায়রে লুবধ জগ-জন
মুগধ দিন রাতি জাগিয়া।
দাস গোবিন্দ রোয়ত অনুখণ
বিন্দুকণআধ লাগিয়া॥ ১৬॥

কেদার

অপরূপ গোরা নটরাজ
প্রকট প্রেম বিনোদ নাগর
বিহরে নবদ্বিপ মাঝ॥ ধ্রু॥
কুটিল কুন্তল গন্ধ পরিমল
চন্দন তিলক ললাট।
হেরি কুলবতি লাজমন্দির-
দ্বারে দেওল কপাট॥
অধর বান্ধুলিবন্ধু বন্ধুর
মধুর বচন রসাল।
কুন্দহাস প্রকাশ সুন্দর
ইন্দুমুখ উজিয়ার॥
করিক কর জিনি বাহু সুবলনি
দোসরি গজমতি হার।
সুমেরু শীখর উপরে যৈছন
বহই সুরধুনিধার॥

রাতুল চরণযুগল পেখলুঁ
নখর বিধুমণি জোর।
সৌরভে আকুল মত্ত অলিকুল
গোবিন্দদাসমন ভোর॥ ১৭॥

সুহই

সহজেই কাঞ্চনগোরা।
মদন মনোহর বয়সে কিশোরা॥
তাহে ধরু নটবরবেশ।
প্রতি অঙ্গে তরঙ্গিত ভাবের আবেশ॥
নাচত নবদ্বিপচন্দ।
জগমন নিমগন প্রেমআনন্দ॥
বিপুল পুলক অবলম্বে।
বিকশিত ভেল তহিঁ ভাবকদম্বে॥
নয়নে গলয়ে ঘন লোর।
খেণে হাসে খেণে কান্দে ভকতহি কোর॥
রসভরে গদগদ বোল।
চরণপরশে মহি আনন্দ হিলোল॥
পুরল জগজনআশ।
বঞ্চিত ভেল তহিঁ গোবিন্দদাস॥ ১৮॥

বিভাস

পুলকবলিত অতি ললিত হেমতনু
অনুখন নটনবিভোর।
কত অনুভাব অবধি নাহি পাইয়ে
প্রেমসিন্ধু নয়নহি লোর॥
জয় জয় ভুবনমঙ্গল অবতার।
কলিযুগবারণ- মদবিনিবারণ
হরিধ্বনি জগতে বিথার॥ ধ্রু॥
নিজরসে ভাসি হাসি খেণে রোয়ই
আকুল গদগদ বোল।
প্রেম ভরে গরগর না চিনে আপন পর
পতিত জনেরে দেই কোল॥

(তাঁহার অশ্রুধারায় জগতের মালিন্য ধৌত হইতেছে)। কেহ কৌমুদীছান্দে হাসিতেছেন (তাঁহার হাস্য-জ্যোৎস্নায় জগতের অন্ধকার দূরীভূত হইতেছে)। কোন কোন ভক্ত চকোরস্বরূপ (শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের অমৃত-জ্যোৎস্না পান করিতেছেন)। নারীপুরুষ এমন ভক্ত অসংখ্য। গোবিন্দদাস চকোর, শ্রীগৌরাঙ্গের সেই করুণা-কণার জন্য বিহ্বল হইয়াছেন।

ইহ রস সায়রে মগন সুরাসুর
দিন রজনী নাহি জান।
গোবিন্দদাস বিন্দু লাগি রোয়ত
শ্রীবল্লভ পরমাণ॥ ১৯॥

তুড়ী

দেখত বেকত গোরচন্দ
বেঢ়ল ভকত নখতবৃন্দ
অখিলভুবন উজরকারি
কুন্দ কনক কাঁতিয়া।
অগতি পতিত কুমুদবন্ধু
হেরি উছল রসক সিন্ধু
হৃদয় কুহর তিমিরহারি
উদিত দিনহি রাতিয়া॥
সহজে সুন্দর মধুর দেহ
আনন্দে আনন্দে না বান্ধে থেহ
ঢুলি ঢুলি ঢুলি চলত খলত
মত্ত করিবর ভাতিয়া।
নটন ঘটন ভৈ গেল ভোর
মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল
রোয়ত হসত ধরণি খসত
শোহত পুলক পাঁতিয়া॥
অসিমমহিমা কো কহু ওর
নিজ পর ধরি করই কোর
প্রেমঅমিয়া হরখি বরখি
তরখিত মহি মাতিয়া॥
যো রসে উত্তম অধম ভাস
বঞ্চিত একলি গোবিন্দদাস
কো জানে কি খেনে কোন গঢ়ল
কাঠকঠিন ছাতিয়া॥ ২০॥

সুরট সারঙ্গ

সুরধুনী তীরে তীর মাহা বিলসই
সমবয় বালক সঙ্গ।
করতলতাল- বলিত হরি হরি ধনি
নাচত নটবরভঙ্গ॥
জয় শচিনন্দন ত্রিভুবন বন্দন
পূর্ণ পূর্ণ অবতার।
জগঅনুরঞ্জন ভবভয়ভঞ্জন
সংকীর্ত্তন পরচার॥
চম্পকগোর প্রেমভরে কম্পই
ঝম্পই সহচর কোর।
অঙ্গহি অঙ্গ পুলককুল আকুল
কঞ্জনয়নে ঝরু লোর॥
ধনি ধনি ভাণনি চতুর শিরোমণি
বিদগধ জীবন জীব।
গোবিন্দদাস এ হেন রসে বঞ্চিত
অবহু শ্রবণে নাহি পীব॥ ২১॥

বাসকসজ্জা

উৎকণ্ঠিতা

সিন্ধুড়া অথবা বসন্তরাগ

পদতলে ভকত- কলপতরু সঞ্চরু
সিঞ্চিত প্রেমমরন্দ।
যাকর ছায় সুরাসুর নারীনর
পরমানন্দ নিরদন্দ॥
পেখলু গোরচন্দ্র নটরাজ।
জঙ্গম হেম- ধরাধর উয়ল
কীয়ে নবদ্বিপ মাঝ॥ ধ্রু॥
নয়ন নিরদ জিনি কত মন্দাকিনি
ত্রিভুবন ভরল তরঙ্গে।
নিত্যানন্দ চন্দ্র অদ্বৈত দিনমণি
ভ্রমই প্রদক্ষিণ রঙ্গে॥
যাকর চরণ সমাধয়ে শঙ্কর
চতুরানন করু আশে।
সো পহু পতিত কোরে ধরি কান্দই
কি কহব গোবিন্দদাসে॥ ২২॥

---

[২২] শ্রীগৌরাঙ্গের পদতলে প্রেমমকরন্দ-সিঞ্চিত ভক্তরূপ কল্পতরুগণ ভ্রমণ করিতেছেন; যাঁহাদের ছায়ায় সুরাসুর এবং নরনারী সকলেই দ্বন্দ্বহীন হইয়া পরমানন্দে আছেন। গৌরচন্দ্র নটরাজকে দেখিলাম। নবদ্বীপে কি জঙ্গম (চলিষ্ণু) স্বর্ণপর্ব্বত উদিত হইয়াছে! মেঘ জিনিয়া চক্ষু, তাহাতে কত মন্দাকিনী

আদৌ চিন্তাদশা

পাহিড়া

কাহে পুন গৌর কিশোর।
অবনত মাথে লিখত মহিমণ্ডল
নয়নে গলয়ে ঘন লোর॥
কনক বরণ তনু ঝামর ভেল জনু
জাগরে নিন্দ নাহি ভায়।
মলিন বদনে কাহে পুন ইতি উতি
ছল ছল লোচনে চায়॥
খেণে খেণে বদন পাণি তলে ধারই
ছোড়ই দীঘ নিশাস।
ঐছন চরিতে তারল সব নর নারী
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস॥ ২৩॥

পাহিড়া

হরি হরি কি কহব গৌরচরীত।
অকুর অকুর বলি পুন পুন ধাবই
ভাবই পুরব পিরীত॥ ধ্রু॥
কাহাঁ মধু প্রাণনাথ লেই যাওই
ডারই শোকাকি কূপে।
কেহু পুন বচন বোলে নাহি ঐছন
সব জন রহল নিচুপে॥
রোই কত ক্ষণে বোলই পুন পুন
তুহুঁ সব না কহসি ভাষ।
ঐছন হেরি ভকতগণ রোয়ত
না বুঝল গোবিন্দদাস॥ ২৪॥

শ্রীনিত্যানন্দ বন্দনা

তথারাগ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম।
কলিমদমথন নিত্যানন্দ রাম॥
অপরূপ হেমকলপতরু জোড়।
প্রেমরতন ফল ধয়ল উজোর॥
অযাচিত বিতরই কাহে না উপেখি।
ঐছন সদয় হৃদয় নাহি দেখি॥
যে নাচিতে নাচয়ে বধির জড় অন্ধ।
কান্দিতে অখিল ভুবনজন কান্দ॥
তেঁঞি অনুমানিয়ে দুহুঁ পরমেশ।
প্রতি দরপণে জনু রবির আবেশ॥
তাহে যে না দেখি কোন জনেতে প্রকাশ।
মলিন মুকুরে নহে বিম্ব বিকাশ॥
গোবিন্দদাস কহে তাহে বিচার।
কোটি কলপে তার নাহিক নিস্তার॥ ২৫॥

বেলোয়ার

জয় জগতারণকারণ ধাম।
আনন্দকন্দ নিত্যানন্দ রাম॥ ধ্রু॥
ডগমগ লোচন- কমল ঢুলায়ত
সহজে অথিরগতি জিতি মাতোয়ার।
ভাইয়া অভিরাম বলি ঘন ঘন ডাকই
গৌর প্রেমভরে চলই না পার॥

বহিতেছে। তরঙ্গে ত্রিভুবন পূর্ণ হইল। শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র এবং শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যরূপ সূর্য্য যাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া রঙ্গে ভ্রমণ করিতেছেন, স্বয়ং শংকর যাঁহার চরণ আরাধনা করেন, ব্রহ্মা যাঁহার চরণের আশা করেন, সেই মহাপ্রভু পতিতগণকে কোলে করিয়া কান্দিতেছেন। গোবিন্দ দাস কি বলিবেন?

[২৫] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামের জয় হউক, জয় হউক। (অথবা যাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, তাঁহার জয় হউক, জয় হউক)। কলিমদ মথন শ্রীনিত্যানন্দ রামের জয় হউক। অপরূপ দুইটী স্বর্ণ কল্পতরু। তাহাতে উজ্জ্বল প্রেমরত্ন ফল ধরিয়াছে। কাহাকেও উপেক্ষা না করিয়া সেই রত্ন অযাচিত বিতরণ করিতেছেন। ঐরূপ সদয়হৃদয় আর দেখি নাই,—যে নাচিতে বধির জড় অন্ধ নাচে, যে কান্দিতে অখিল ভুবনের লোক কান্দে। এই জন্যই অনুমান করিতেছি, উভয়েই পরমেশ্বর,—প্রতি দর্পণে যেমন সূর্য্যকিরণ আবিষ্ট হয়। যদি কোন জনের মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম দেখি (এই নৃত্য ক্রন্দনাদি প্রেমবিকারের প্রকাশ দেখিতে না পাই), বুঝিতে হইবে মলিন দর্পণে প্রতিবিম্বের বিকাশ হয় না। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন, তাঁহার আর বিচার কি? কোনো কল্পেও তাঁহার নিস্তার নাই।

গদগদ আধ মধুর বচনামৃত
লহু লহু হাসবিকাশিত গণ্ড।
পাষণ্ডখণ্ডন শ্রীভুজমণ্ডন
কনয়খচিত অবলম্বনদণ্ড॥
কলিযুগকাল- ভুজঙ্গমসঙ্গম-
দগধল স্থাবর জঙ্গম দেখি।
প্রেমসুধারস জগ ভরি বরিখল
গোবিন্দদাসকে কাঁহে উপেখি॥ ২৬॥

হরগৌরী বন্দনা

তথারাগ

হেম হিমগিরি দুই তনু ছিরি
আধ নর আধ নারী।
আধ উজর আধ কাজর
তিনই লোচনধারী॥
দেখ দেখ দুহুঁ মিলিত এক গাত।
ভকত পূজিত ভুবনবন্দিত
ভুবন মাতরি তাত॥
আধ ফণিময় আধ মণিময়
হৃদয় উজর হার।
আধ বাঘাম্বর আধ পট্টাম্বর
পিন্ধন দুহু উজিয়ার॥
না দেবী কামিনী না দেব কামুক
কেবল প্রেম পরকাশ।
গৌরী শঙ্কর চরণে কিঙ্কর
ভনয়ে গোবিন্দদাস॥ ২৭॥

শ্রীনিবাস বন্দনা

ধানশী

জয় জয় শ্রীশ্রীনিবাস গুণধাম।
দীনহীন তারণ প্রেমরসায়ন
ঐছন মধুরিম নাম॥ ধ্রু॥
কাঞ্চনবরণ- হরণ তনু সুললিত
কৌষিক বসন বিরাজে।
প্রেমনাম কহি কহত ভাগবতে
ঐছ নবর তনু সাজে॥
নিজ নিজ ভকত পারিষদ সঙ্গহি
প্রকটহি চরণারবিন্দ।
নিরবধি বদনে নাম বিরাজিত
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ॥
যুগলভজনগুণ- লীলা আস্বাদন
গ্রন্থ কলপতরু হাতে।
তুয়া বিনে অধমে শরণ কো দেয়ব
গোবিন্দ দাস অনাথে॥ ২৮॥

শ্রীনরোত্তম বন্দনা

ভাটিয়ারি

জয় রে জয় রে জয় ঠাকুর নরোত্তম
প্রেমভকতিমহারাজ।
যাকো মন্ত্রী অভিন্ন কলেবর
রামচন্দ্র কবিরাজ॥ ধ্রু॥
প্রেমমুকুটমণি- ভূষণ ভাবাবলি
অঙ্গহি অঙ্গ বিরাজ।
নৃপ আসন খেতরি মাহা বৈঠত
সঙ্গহি ভকত সমাজ॥
সনাতন-রূপকৃত- গ্রন্থ ভাগবত
অনুদিন করত বিচার।
রাধামাধব যুগলউজ্জ্বলরস
পরমানন্দ সুখসার॥
শ্রীসংকীর্ত্তন- বিষয়-রসে উনমত
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মান।
যোগদানরত আদি ভয়ে ভাগত
রোয়ত করম গেয়ান॥
ভাগবত শাস্ত্রগণ যো দেই ভকতি-ধন
তাক গৌরব করু আপ।
সাংখ্য মীমাংসক তর্কাদিক যত
কম্পিত দেখি পরতাপ॥
অভকত-চৌর দুরহি ভাগি রহু
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।

দীন-হীন জনে দেয়ল ভকতি-ধনে
বঞ্চিত গোবিন্দদাস ॥ ২৯ ॥

শ্রীবিদ্যাপতি বন্দনা

মঙ্গল

বিদ্যাপতি পদ- যুগল সরোরুহ
নিস্যন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর
পিবইতে করু অনুবন্ধে ॥
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিকশিরোমণি- নাগরনাগরী
লীলা স্ফুরব কি মোয় ॥ ধ্রু ॥
জনু বামন করে ধরব সুধাকর
পঙ্গু চড়ব কিয়ে শিখরে।
অন্ধ ধাই কিয়ে দশ দিশ খোঁজব
মিলব কলপতরু-নিকরে ॥
সো নহ অন্ধ করত অনুবন্ধ হিঁ
ভকত নখর মণিইন্দু।
কিরণ ঘটায় উদিত ভেল দশ দিশ
হাম কি না পায়ব বিন্দু ॥
সোই বিন্দু হাম যৈখনে পায়ব
তৈখনে উদিত নয়ান।
গোবিন্দ দাস অতয়ে অবধারল
ভকতকৃপা বলবান ॥ ৩০ ॥

সারঙ্গ

কবিপতি বিদ্যাপতি মতি মানে।
লাখ গীতে জগ চীত চোরায়ল
গোবিন্দ গোরি সরস রস গানে ॥

ভুবনে আছয়ে যত ভারতি বাণি।
তাকর সার সার পদ সঞ্চয়ে
বান্ধল গীত কতহুঁ পরিমাণি ॥

যো সুখ সম্পদে শঙ্কর ধনিয়া।
সো সুখ সার সার সব রসিকক
কণ্ঠহিঁ কণ্ঠ পরায়ল বনিয়া ॥

আনন্দে নারদ না ধরয়ে থেহা।
সো আনন্দরস জগ ভরি বরিখল
সুখময় বিদ্যাপতি রসমেহা ॥

যত যত রসপদ করলহি বন্ধে।
কোটিহুঁ কোটি শ্রবণ যব পাইয়ে
শুনইতে আনন্দে লাগয়ে ধন্দে ॥

সো রস শুনি নাগর বরনারি।
কিয়ে কিয়ে করিয়া চীত চমকাওই
ঐছন রসময় চম্পু বিথারি ॥

গোবিন্দদাস মতিমন্দে।
এত সুখ সম্পদ রহইতে আন মন
যৈছন বামন ধরবহি চান্দে ॥ ৩১ ॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

বরাড়ি

নিশসি নিহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে বদন সঘন অবলম্ব ॥
খেনে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ।
অবিরল পুলক মুকুল ভরু অঙ্গ ॥
এ ধনি মোহে না করু আন ছন্দ।
জনলুঁ ভেটলি শ্যামর চন্দ ॥ ধ্রু ॥
ভাব কি গোপসি গুপত না রহই।
মরমক বেদন বদন সব কহই ॥
যতনে নিবারসি নয়নক লোর।
গদগদ শবদে কহসি আধ বোল ॥
আন ছলে অঙ্গন আন ছলে পন্থ।
সঘনে গতাগতি করসি একন্ত ॥
দূরে রহু গৌরব গুরুজন লাজ।
গোবিন্দদাস কহ পড়ল অকাজ ॥ ৩২ ॥

---

৩২ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বিকশিত কদম্ব পুষ্প দেখিতেছ। করতলে ঘন ঘন বদন ন্যস্ত করিতেছ। কত ভঙ্গী করিয়া ক্ষণে ক্ষণে দেহের আলস্য ভাঙ্গিতেছ। নিবিড় পুলকাঙ্কুরে অঙ্গ ভরিয়া গিয়াছে। ওগো ধনি, আমার নিকট অন্য ছলনা করিও না। জানিলাম, শ্যামচাঁদের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ

শ্রীরাধার উক্তি

ধানশী

সজনি মরণ মানিয়ে বহু ভাগি।
কুলবতী তিন পুরুখে ভেল আরতি
জীবন কিয়ে সুখ লাগি॥ ধ্রু॥
পহিলে শুনলুঁ হাম শ্যাম দুই আখর
তৈখনে মন চুরি কেল।
না জানিয়ে কো ঐছে মুরলি আলাপই
চমকই শ্রুতি হরি নেল॥
না জানিয়ে কো ঐছে পটে দরশায়লি
নবজলধর জিনি কাঁতি।
চকিত হইয়া হাম যাহাঁ যাহাঁ ধাইয়ে
তাহাঁ তাহাঁ রোধয়ে মাতি॥
গোবিন্দ দাস কহয়ে শুন সুন্দরি
অতয়ে করহ বিশোয়াস।
যাকর নাম মুরলিরব তাকর
পটে ভেল সো পরকাশ॥ ৩৩॥

শ্রীরাগ

মরকত দরপণ বরণ উজোর।
হেরইতে প্রতি অঙ্গ অনঙ্গ আগোর॥
না বুঝল কি কহল অরুণ নয়ানে।
হানত অতয়ে কুসুমশর বাণে॥
এ সখি কাহে ভেটলুঁ নন্দনন্দনা।
মন্দির গহন দহন ভেল চন্দনা॥ ধ্রু॥
তৈখনে দখিন পবন ভেল বাম।
সহই না পারিয়ে হিমকর নাম॥
সাজহ শেজ কমলদল পাতি।
কুলবতী যুবতি লেউ নিজ শাতি॥
তাহি রহল মন লোচন লাগি।
ধৈরজ লাজ গেল দুহুঁ ভাগি॥
কী ফল একল বিকল পরাণ।
গোবিন্দদাস কহ মীলব কান॥ ৩৪॥

হইয়াছে? ভাব কেন গোপন করিতেছ, ভাব কি গোপন থাকে? তোমার বদনই মর্ম্মবেদনা সব কহিতেছে (তোমার মুখের ভাবেই মর্ম্মবেদনা প্রকাশিত হইতেছে)। যত্নে নয়নজল নিবারণ করিতেছ। গদগদ ভাষায় অর্দ্ধকথা মাত্র বলিতেছ (সম্পূর্ণ কথা বলিতে পারিতেছ না)। অন্য ছল করিয়া এখনই আঙ্গিনায় নামিতেছ, আবার আর এক ছলে তখনই পথে বাহির হইতেছ। কেবল ঘরে বাহিরে যাতায়াত করিতেছ। গুরুজনের মর্য্যাদা লজ্জা দূরে গেল। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন, অকাজ পড়িল।

৩৩ পদটী শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধ-মাধব নাটকের নিম্নলিখিত শ্লোকের মর্ম্মানুবাদঃ—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ সকৃদ্বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিভূম্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী॥

সখি, মৃত্যু এখন বহু ভাগ্য বলিয়া মনে করিতেছি। কুলবতী আমি তিনজন পুরুষের প্রতি অনুরক্ত হইলাম, কোন্ সুখের জন্য জীবন ধারণ করিব? প্রথমে আমি শ্যাম দুই অক্ষর শুনিলাম, তখনই মন চুরি গেল। জানিনা, কে এমন মুরলী আলাপ করিতেছে, আচম্বিতে শ্রুতি চুরি করিয়া লইল (কানে বংশীধ্বনি ভিন্ন অন্য কিছু শুনিতে পাই না)। জানিনা নবজলধর নিন্দিত কান্তি কাহাকে পটে আঁকিয়া দেখাইল। চকিত হইয়া যেখানে যেখানে যাইতেছি, সেখানে সেখানেই প্রকট হইয়া আমার গতিরোধ করিতেছে। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন সুন্দরী শোন, অতএব বিশ্বাস কর, যাহার নাম, তাহারই মুরলী ধ্বনি, পটে প্রকাশিত তাহারই মূর্ত্তি।

৩৪ শ্যামের মরকত দর্পণের মত উজ্জ্বলবর্ণ। দেখিতেই অনঙ্গ (মদন) আমার প্রতি অঙ্গ আগুলিল (অধিকার করিয়া লইল)। অরুণ আঁখির কটাক্ষ ভঙ্গীতে কি বলিল, বুঝিতে পারিলাম না। অতএব মদন বাণে বিদ্ধ করিতেছে। ওগো সখি, কেন নন্দনন্দনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। গৃহ অরণ্য এবং চন্দন অগ্নিতুল্য মনে হইতেছে। তখন হইতেই দক্ষিণ (মলয়) পবন বামতা অবলম্বন করিয়াছে (সুখস্পর্শ মলয়ানিল বিষবৎ অসহ্য হইয়াছে। দক্ষিণের অপর অর্থ অনুকূল, যে অনুকূল ছিল, সে বিরুদ্ধতা অবলম্বন করিল)। চন্দ্রের কিরণ ত দূরের কথা, তাহার নাম পর্য্যন্ত সহিতে পারিতেছি না। কমলদল বিছাইয়া শয্যা রচনা কর। কুলবতী যুবতী আপন (কর্ম্মানুরূপ) শাস্তি গ্রহণ করুক। (প্রিয়স্পর্শহীন পদ্মদল

গান্ধার

ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন
মোহন আভরণ সাজ।
অরুণ নয়ন গতি বিজুরি চমক জিতি
দগধল কুলবতিলাজ॥
সজনি যাইতে পেখলুঁ কান।
তব ধরি জগ ভরি ভরল কুসুমশর
নয়নে না হেরিয়ে আন॥ ধ্রু॥
মঝু মুখ দরশি বিহসি তনু মোড়ই
বিগলিত মোহন বংশ।
না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল
কিশলয়দলে করু দংশ॥
অতয়ে সে মঝু মনু জ্বলতহি অনুখন
দোলত চপল পরাণ।
গোবিন্দ দাস মিছই আশোয়াসল
অবহুঁ না মীলল কান॥ ৩৫॥

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি

বরাড়ী

মধুর মধুর তুয়া রূপ।
জগজন লোচন অমিয়া স্বরূপ॥
রূপ চাহি গুণ নহে ঊন।
সো তনু তেজবি কাহে মহি করি শূন॥
সুন্দরি মোহে না কর আন ছন্দ।
হাম বলি জাও তুয়া মুখচন্দ॥ ধ্রু॥
তবহুঁ সফল দিন মোর।
যব তুহুঁ শুতবি কানুক কোর॥
(হাম) পৈঠব কালিন্দি বারি।
তবহি মনোরথ পূরব তোহারি॥
যতন করব হাম সোই।
কানু যৈছে তুয়া বশ হোই॥
গোবিন্দ দাস ভালে জান।
তুয়া বিনু কানুক জ্বলত পরাণ॥ ৩৬॥

শ্রীরাধার আপ্তদূতী

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উক্তি

নয়নক কোণে না হেরু নিজ নাহ।
জলধর হেরি সজল দিঠি চাহ॥
না উঠই স্বামি শয়ন পরিযঙ্ক।
বিলুঠই লোরে নয়ন মহি পঙ্ক॥
মাধব তুয়া প্রেম কহন না যায়।
অবিচল কুলবতি তুয়া গুণ গায়॥
গৃহপতি নাম শুনি চমকিত গাত।
তুয়া গুণ গান শুনি শ্রুতি অবগাত॥

শয়ন বৃশ্চিক দংশনের মত জ্বালা বিস্তার করিবে। সেই আমার উপযুক্ত শাস্তি) তাহাতেই (শ্যামসুন্দরেই) আমার নয়ন মন লাগিয়া রহিল। ধৈর্য্য, লজ্জা দূরে পলাইল। একাকিনী এই বিকল প্রাণ লইয়া কি ফল? গোবিন্দ দাস বলিতেছেন কানুর সঙ্গে মিলন ঘটিবে।

[৩৫] ঢলঢল সজল জলধরের মত শ্যামের শোভন দেহ, তাহাতে মনোহর অলঙ্কার সজ্জা। তাহার আরক্ত নয়নভঙ্গী বিজুরী চমককে পরাজিত করিয়াছে। (বিদ্যুত বাহিরের বস্তু দগ্ধ করে, কিন্তু কানুর কটাক্ষ) কুলবতীগণের লজ্জাকে দগ্ধ করিতেছে। সজনি, পথে যাইতে কানুকে দেখিলাম। সেই অবধি সারা জগৎ মদনের শরে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। নয়নে অন্য কিছু দেখি না। আমার মুখ দেখিয়া হাসিয়া অঙ্গ মোড়া দিল, মোহন বংশী হাত হইতে খসিয়া পড়িল। জানি না কোন্ মনোরথে (কামনায়) আকুল হইয়া কিশলয়দল দংশন করিল। (ইঙ্গিতে কি আমার অধর চুম্বনের সঙ্কেত জানাইল?) অতএব আমার মন অনুক্ষণ জ্বলিতেছে। চঞ্চল প্রাণ (নানাভাবের তরঙ্গে) দুলিতেছে। গোবিন্দ দাস মিথ্যাই আশ্বাস দিলেন। এখনো কানুর সঙ্গে মিলন হইল না।

[৩৬] মধুর হইতেও সুমধুর তোমার রূপ জগদ্বাসিগণের নয়নের অমৃত-স্বরূপ। রূপ অপেক্ষা গুণও কম নহে। পৃথিবী শূন্য করিয়া এমন রূপগুণময় তনু কি জন্য ত্যাগ করিবে? সুন্দরি, আমার সঙ্গে অন্য ছন্দ করিও না (আমাকে পর মনে করিয়া অন্যরূপ ব্যবহার করিও না। আমার সঙ্গে "মনে এক মুখে আর" ভাব ত্যাগ কর)। আমি তোমার চাঁদ মুখের বলিহারি যাই। তবেই আমার দিন সার্থক হইবে, যবে তুমি কানুর কোলে শয়ন করিবে। আমাকে যদি যমুনার জলে প্রবেশ করিতে হয়, তথাপি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব। কানু যাহাতে তোমার বশ হয়, আমি সেইরূপ যত্ন করিব। গোবিন্দদাস ভালই জানেন, তোমাকে না পাইয়া কানুর পরাণ জ্বলিতেছে।

গুরুজন বচন শ্রবণে নাহি শুনই।
বংশী নিসান অমিয় সম মানই॥
তুয়া ভানে শ্যামর সখী করু কোর।
নিশি দিশি না তেজই নীল নিচোল॥
কত কত ঐছন মন অভিলাষ।
কতএ নিবেদব গোবিন্দ দাস॥ ৩৭॥

বরাড়ী

শুনইতে চমকই গৃহপতি রাব।
তুয়া মঞ্জির রবে উনমতি ধাব॥
নাহ না চিহ্নই কাল কি গোর।
জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর॥
কাহাঁ তুহুঁ গোরি আরাধলি কান।
জানলুঁ রাই তোহে মন মান॥ ধ্রু॥
স্বামিক শয়নমন্দিরে নাহি উঠই।
একলি গহন কুঞ্জ মাহা লুঠই॥
পতিছায়া পরশ মানয়ে জঞ্জাল।
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল॥
মুরলি নিসান শ্রবণে করু পান।
গুরুজন বচন বৈরীসম জান॥
ঐছন যতহু মরম অভিলাষ।
কতহুঁ নিবেদব গোবিন্দ দাস॥ ৩৮॥

কড়খা

তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূর সঞে
লোচন মন দুহুঁ ধাব।
পরশক লাগি আগি জলু অন্তরে
জীবন রহ কিয়ে যাব॥
মাধব তোহে কি কহব করি ভঙ্গী।
প্রেমঅগেয়ান- দহনে ধনী পৈঠলি
জনু তনু দহত পতঙ্গী॥
কহত সম্বাদ কৃহই নাহি পারই
কাহে বিশোয়াসব বালা।
অনুখন ধরণী- শয়নে কত মেটব
সুতনু অতনু শর-জ্বালা॥
কালিন্দীকূল কদম্বক কানন
নামে নয়নে ঝরু বারি।
গোবিন্দদাস কহই অব মাধব
কৈছে জিয়বি বরনারী॥ ৩৯॥

---

৩৭ নিজ স্বামীকে নয়নের কোণেও দেখে না। কিন্তু (তোমার রূপের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলিয়া) জলভরা মেঘ দেখিয়া সজল দৃষ্টিতে চাহে। স্বামীর শয়ন পর্য্যঙ্কে উঠে না। নয়নজলে পঙ্কিল ধরণীতলে লুণ্ঠিত হয়। মাধব, তোমার প্রেমের কথা বলা যায় না। অবিচল (ধৈর্য্য সম্পন্না) কুলবতীগণ তোমার গুণ গান করে। গৃহপতির নাম শুনিয়া তাহার গাত্র চমকিত হয়, কিন্তু তোমার গুণাবলীতে তাহার শ্রবণ অবগাহন করে। গুরুজনের বচন কানে শোনে না, তোমার বংশীধ্বনি অমৃতসমান মনে করে। তোমার ভ্রমে শ্যামা সখীকে কোলে করে। (তোমার বর্ণের তুল্য) নীল নিচোল নিশি দিন (ক্ষণেকের জন্য) ত্যাগ করে না। কত কত এমনই তাহার মনের অভিলাষ গোবিন্দ দাস কত নিবেদন করিবে।

৩৮ গৃহপতির কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠে। কিন্তু তোমার চরণের মঞ্জীরধ্বনি শুনিয়া উন্মত্তা হইয়া ছুটিয়া আসে। স্বামী কাল কি গোর চিনে না, কিন্তু মেঘের পানে চাহিয়া চক্ষে জল ঝরে। কানু কোথায় তুমি গৌরী আরাধনা করিলে। জানিলাম, রাই তোমাকেই মনে মানিয়াছে (বরণ করিয়া লইয়াছে) স্বামীর শয়ন মন্দিরে উঠে না। একাকিনী গহনকুঞ্জে লুণ্ঠিতা হয়। পতির ছায়াস্পর্শও জঞ্জাল মনে করে। নির্জ্জনে তরুণ তমালকে আলিঙ্গন করে। মুরলীধ্বনি শ্রবণ ভরিয়া পান করে। গুরুজনের বাক্য শত্রুর বাক্য বলিয়া মানে। এমনই যত তাহার মর্ম্মের অভিলাষ, গোবিন্দ দাস কত নিবেদন করিবে।

৩৯ তোমার অপরূপ রূপ দূর হইতে দেখিয়া শ্রীরাধার নয়নমন দুই-ই (তোমার প্রতি) ধাবিত হইয়াছে। তোমার স্পর্শের জন্য তাহার অন্তরে আগুন জ্বলিতেছে। কে জানে তাহার জীবন থাকিবে কি যাইবে। মাধব, তোমাকে ইঙ্গিতে কি কহিব (কত প্রকারে বুঝাইব), অজ্ঞান (হিতাহিত বোধশূন্য) ধনী প্রেমাগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছে। পতঙ্গী যেন (অগ্নিকুণ্ডে) নিজ দেহ দগ্ধ করিতেছে। কথা বলিতে চাহে, বলিতে পারে না। বালা কাহাকে বিশ্বাস করিবে, সুন্দরী অনুক্ষণ ধূলি-শয়নে মদনশর-জ্বালা কত নিদারুণ সহিবে? কালিন্দীতীর কদম্বকাননের নামে তাহার নয়নে জল ঝরে। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন মাধব সেই রমণীরত্নকে কি উপায়ে বাঁচাইবে?

ধানশী

কাঞ্চনগোরী ভোরি বৃন্দাবনে
খেলই সহচরি মেলি।
তুয়া দিঠি মীঠি গরলে তনু জারল
তৈখনে শ্যামরি ভেলি॥
মাধব সো অবিচল কুলরামা।
মরমহি গোই রোই দিন যামিনি
গুণি গুণি তুয়া গুণগামা॥ ধ্রু॥
গুরুজন অবুধ মুগধমতি পরিজন
অলখিত বিষম বেয়াধি।
কি করব ধনি মণি মন্ত্রমহৌষধি
লোচনে লাগল সমাধি॥
খেনে খেনে অঙ্গ- ভঙ্গ তনু মোড়ই
কহত ভরমময় বাণী।
শ্যামর নামে চমকি তনু ঝাঁপই
গোবিন্দদাস কিয়ে জানি॥ ৪০॥

সুহই

আঁচরে মুখশশি গোয়।
ঝর ঝর লোচনে রোয়॥
কারণ বিনু খেনে হসই।
উতপত দীঘ নিশসই॥
শুন শুন সুন্দর শ্যাম।
প্রেমক ইহ পরিণাম॥
তাতল তনু নাহি ছুটই।
সতত মহীতলে লুঠই॥
কাহুক কছু নাহি কহই।
কো অছু বেদন সহই॥
জগ ভরি কুলবতি বাদ।
কা দেই কহই সম্বাদ॥
গোবিন্দদাস আশোয়াসে।
জীবই তুয়া অভিলাষে॥ ৪১॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

গান্ধার

কালি দমন দিন মাহ।
কালিন্দিকূল কদম্বক ছাহ॥
কত শত ব্রজ-নব-বালা।
পেখলুঁ জনু থির বিজুরিক মালা॥
তোহে কহো সুবল সাঙ্গাতি।
তব ধরি হাম না জানি দিন রাতি॥
তহি ধনি-মণি দুই চারি।
তহিঁ পুন মনমোহিনি এক নারী॥
সো রহু মঝু মনে পৈঠি।
মনসিজধূমে ঘুম নাহি দীঠি॥
অনুখন তাঁহুক সমাধি।
কো জানে কৈছন বিরহ বিয়াধি॥
দিনে দিনে খিন ভেল দেহা।
গোবিন্দ দাস কহ ঐছে নব লেহা॥ ৪২॥

---

৪০ মুগ্ধা কাঞ্চন গৌরী রাধা বৃন্দাবনে সহচরী সঙ্গে খেলিতেছিল, তোমার মিষ্ট দৃষ্টি বিষে তাহার দেহ জীর্ণ করিয়া দিল, (গৌরী) তখনই শ্যামলী (মলিনা) হইয়া গেল। মাধব, সেই অবিচলা কুলরমণী তোমার গুণগ্রাম গণিয়া গণিয়া গোপনে অন্তরে দিনযামিনী কাঁদিতেছে (অথবা অন্তরে ভাব গোপন করিয়া দিন রাত্রি কাঁদিতেছে)। গুরুজন অবোধ, স্বজনগণ মুগ্ধমতি; বিষম ব্যাধি অলক্ষ্য (দেখা যায় না), মণি মন্ত্র মহৌষধিতে ধনীর কি করিবে? লোচনে সমাধি লাগিল (নয়ন শ্যামরূপে সমাধিমগ্ন হইয়াছে) ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গভঙ্গী করিয়া দেহের আলস্য ভাঙ্গিতেছে। ভ্রমময় বাক্য বলিতেছে। শ্যামনাম শুনিয়াই চমকিত হইয়া দেহ ঝাঁপিতেছে। গোবিন্দ দাস কি জানে (কিছু জানিতে পারিতেছেন না)?

৪২ কালিয় (নাগ) দমন দিন মাঝ। কালিন্দী তীরে কদম্ব ছায়ায় কতশত ব্রজ নববালাকে দেখিলাম, যেন স্থির বিজলীর মালা। সুবল সাঙ্গাত তোমাকে বলিতেছি। সেই অবধি আমি দিন রাত্রি জানি না। তাহাতে (সেই বিদ্যুতের মালায়) দুই চারিটী মণি ছিল। (দুই চারি, চারি দ্বিগুণ আট, অষ্ট সখী) তাহার মধ্যে মনোমোহিনী এক নারী, সে আমার মনে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে। মদনের প্রতাপে চোখে ঘুম নাই। অনুক্ষণ তাহাতেই (তাহার ধ্যানেই) সমাধিমগ্ন হইয়াছি। কে জানে বিরহব্যাধি কেমন। দিনে দিনে দেহ ক্ষীণ হইল। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন, নূতন প্রেম এমনই (অথবা ইহা নূতন প্রেম)।

তথারাগ

আজু যো পেখলু হাম গোরী কিশোরী।
ত্রিভুবন থির বিজুরি কিয়ে জোরি॥ ধ্রু॥
ভোগী ভোগপর কনয়া সরোরহু
তথি পর খঞ্জনখেলা।
বিধুন্তুদ ভানুক কবলে মদনধনু
দরশনে মনমথ গেলা॥
নব বিম্ব হেরি শুক তঁহি ধাবত
মোতিম দেখি মনভঙ্গে।
শ্রবণে না শুনই দোই রজনীকর
তারক বেঢ়ল অঙ্গে॥
কনয় ধরাধর কুচযুগ মন্দর
গজ কেশরি-গতি থোর।
রণিত মনোহর পদযুগনূপুর
গোবিন্দদাস তহি ভোর॥ ৪৩॥

বালা ধানশী

হেরইতে হেরি না হেরি।
পুছইতে কহই না কহ পুন বেরি॥
চতুর সখী সঞে বসই।
রস পরিহাসে হসই না হসই॥
পেখলু ব্রজনবনারী।
তরুণিম শৈশব লখই না পারি॥ ধ্রু॥
হৃদয়নয়নগতিরীতে।
সো কিয়ে আন নহত পরতীতে॥
ঐছন হেরইতে গোরি।
হঠ সঞে পৈঠল মন মাহা মোরি॥
তবহিঁ কুসুমশর জোর।
ছুটল বাণ ফুটল হিয়ে মোর॥
গোবিন্দদাস চিতে জাগ।
চাঁদকি লাগি সুরজ উপরাগ॥ ৪৪॥

তথারাগ

যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনুজোতি।
তাহাঁ তাহাঁ বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাহাঁ যাহাঁ অরুণ চরণ চল চলই।
তাহাঁ তাহাঁ থলকমলদল খলই॥
দেখ সখি কো ধনি সহচরি মেলি।
হামারি জিবন সঞে করতহি খেলি॥ ধ্রু॥
যাহাঁ যাহাঁ ভঙ্গুর ভাঙু বিলোল।
তাহাঁ তাহাঁ উছলই কালিন্দি হিলোল॥

---

[৪৩] আজ আমি যে কিশোরী গৌরাঙ্গিণীকে দেখিলাম! ত্রিভুবন উজ্জ্বলকারী কি স্থির বিদ্যুৎ? লম্বিত বেণীরূপ সর্প-ফণার উপর বদনরূপ স্বর্ণকমল। তাহার উপর নয়নরূপ খঞ্জনের খেলা। অলকারূপ রাহু ললাটের সিন্দুরবিন্দুরূপ সূর্য্যকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। তাই সুন্দরীর ভুরূরূপ ধনুক ধরিয়া আত্মরক্ষায় উদ্যত হইয়াছে। নিজ ধনু রাহু ও সূর্য্যের কবলগ্রস্ত (পরহস্তগত) হওয়ার আশঙ্কায় মন্মথ তাহা দেখিতে গেল (আমার হৃদয়ে মদনের উদয় হইল)। নূতন বিম্ব (অধর) দেখিয়া শুক (শুক চঞ্চুরূপ নাসিকা) তথায় ছুটিল। কিন্তু (নাসার অগ্রে) কঠিন মোতি (মোতির নোলক) দেখিয়া তাহার মনভঙ্গ হইল (শুক নিরাশ হইল)। দুই চন্দ্রের কথা কানে শুনি নাই (কর্ণমূলে দুইটী মণিময় কুণ্ডল)। অঙ্গে তারকা বেড়িয়াছে (ললাট হইতে গণ্ড পর্য্যন্ত চন্দনবিন্দু, অথবা অঙ্গের মণিমাণিক্যের অলঙ্কার নক্ষত্রমালা)। কুচযুগল যেন স্বর্ণময় মন্দর পর্ব্বত। গজরাজের মত মন্দ গতি। পদযুগলের নূপুর মনোহর রবে ঝঙ্কৃত হইতেছে। গোবিন্দ দাস তাহাতে বিভোর হইলেন।

[৪৪] আমাকে দেখে, যেন দেখিয়াও দেখে নাই। কথা শুধাইতে কথা কহে না। চতুরা সখীদের সঙ্গে থাকে। রস পরিহাসে হাসিয়াও হাসে না (অথবা হাসে কি হাসে না বুঝিতে পারি না)। ব্রজ নবরমণীকে দেখিলাম। তাহার (বয়সে) তারুণ্য কি শৈশব লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। (তাহার) নয়নের রীতিতে (নয়ন ভঙ্গীতে, নয়নের ভাবে) হৃদয়ের গতি কিরূপ তাহা প্রতীত হইল না (বুঝিতে পারিলাম না)। ঐরূপ গৌরাঙ্গিণীকে দেখিতেই সে বল প্রকাশপূর্ব্বক আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখনই মদন প্রবল হইল। তাহার বাণ ছুটিল (অথবা তাহার নিক্ষিপ্ত বেগবান বাণ)আমার হৃদয় বিদ্ধ করিল। গোবিন্দদাসের চিত্তে জাগিতেছে, চাঁদের জন্যই সূর্য্যের গ্রহণ হয়। (অমাবস্যায় চন্দ্র সূর্য্য একরাশিতে অবস্থিত হইলেই সূর্য্যগ্রহণ হয়। এস্থলে রাধিকারূপ চন্দ্রের জন্য ব্রজকুলসূর্য্য শ্রীকৃষ্ণ বিরহ রাহুগ্রস্ত হইয়াছেন)।

যাহাঁ যাহাঁ তরল বিলোচন পড়ই।
তাহাঁ তাহাঁ নিলউতপল বন ভরই॥
যাহাঁ যাহাঁ হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাহাঁ তাহাঁ কুন্দ কুমুদ পরকাশ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
চিনলহুঁ রাই চিনই নাহি জান॥ ৪৫॥

যমুনা স্নানে

বরাড়ী

সহচরি মেলি চললি বররঙ্গিণি
কালিন্দি করই সিনান।
কাঞ্চন শিরিষ- কুসুম জনু তনুরুচি
দিনকর কিরণে মৈলান॥
সজনি সো ধনি চীতক চোর।
চোরিক পন্থ ভোরি দরশায়লি
চঞ্চল নয়নক ওর॥ ধ্রু॥
কোমল চরণ চলত অতি মন্থর
উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠিপঙ্কজ
দুহুঁ পাদুক করি নেল॥
চীত নয়ন মঝু দুহুঁ সে চোরায়লি
শূন হৃদয় অব মান।
মনমথ পাপ দহনে তনু জারত
গোবিন্দদাস ভালে জান॥ ৪৬॥

তথারাগ

নিরমল বদন কমল বর মাধুরী
হেরইতে ভৈগেলুঁ ভোর।
অলখিতে রঙ্গিনী ভাঙ ভুজঙ্গিনী
মরমহি দংশল মোর॥
সজনি যব ধরি পেখলুঁ রাই।
মদন মহোদধি নিমগণ মঝু মন
আকুল কুল নাহি পাই॥
বঙ্কিম হাস বিলোকন অঞ্চল
মুঝপর যো দিঠি দেল।
কিয়ে অনুরাগিণি কিয়ে বিরাগিণি
বুঝইতে সংশয় ভেল॥
মরমক বেদন মরমহি জানত
সদয় হৃদয় তহি চাই।
গোবিন্দদাস পহুঁ নিতি নব নৌতুন
লাগল রসবতি রাই॥ ৪৭॥

---

৪৫ সেই তন্বী শ্রীরাধার দেহজ্যোতি যেখানে যেখানেই প্রকাশিত হয়, সেই সেই স্থানেই বিদ্যুত চমকিত হইতে থাকে। সুন্দরী আরক্ত চরণে মন্থরগতিতে যে দিক্ দিয়া চলিয়া যায়, সেই সেই স্থানেই স্থল কমলের দল স্খলিত হইয়া পড়ে। সখি, দেখ কোন রঙ্গিণী সহচরীগণের সঙ্গে মিলিয়া আমার প্রাণ লইয়া খেলা করিতেছে। যেখানে যেখানে তাহার ভঙ্গুর বিলোল ভ্রূ (কটাক্ষ) নিক্ষিপ্ত হয় সেখানে সেখানেই কালিন্দী তরঙ্গ উছলিয়া উঠে। যেদিকে সে তরল নয়নে চাহিয়া দেখে, সেই সেই দিক্ অসংখ্য নীলপদ্মে পরিপূর্ণ হয়। তাহার মধুর হাস্য কুন্দকুমুদকে প্রকাশিত করে। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন, মুগ্ধ কানু চেনা (পূর্ব্বে দেখা, পরিচিতা) রাইকে চিনিতে পারিতেছেন না।

৪৬ সহচরীগণকে লইয়া সেই বররঙ্গিণী কালিন্দীতে স্নান করিতে গেল। স্বর্ণ শিরিষ পুষ্পসদৃশ দেহ-লাবণী দিনকর কিরণে মলিন হইল। সজনি, সেই চিত্তচোর ধনী চঞ্চল কটাক্ষে আমাকে মুগ্ধ করিয়া চুরির (কেমন কৌশলে চুরি করিতে হয় তাহার) পথ প্রদর্শন করিল। যমুনার উত্তপ্ত বালুবেলায় কোমল চরণে অতি মন্থর গতিতে চলিতেছিল। যেমন চাহিয়া দেখিলাম অমনি আমার সজল নয়ন পঙ্কজ দুটিকে (সে তাহার পদের) পাদুকা করিয়া লইল। (তপ্ত বালুকারাশির উপর তাহার কোমল চরণে চলিতে ক্লেশ হইতেছিল। দেখিয়া আমার সজল চক্ষু তাহার চরণকমলকে অনুসরণ করিল। আমার নয়ন তাহার পাদ-লগ্ন হইয়া রহিল)। রমণী আমার চিত্ত ও চক্ষু দুই-ই চুরি করিয়া লইল। হৃদয় শূন্য মনে হইতেছে। (অবসর বুঝিয়া শূন্য হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক) পাপ মন্মথ অগ্নিজ্বালায় আমার দেহ দগ্ধ করিতেছে। গোবিন্দ দাস একথা ভালই জানেন।

ধানশী

রতন মঞ্জরি ধনি লাবণি সায়র
অধরহি বান্ধুলি রঙ্গ।
দশন কাঁতি কত দামিনি ঝলকত
হসইতে অমিয়া তরঙ্গ॥
সজনি যাইতে পেখলু রাই।
মুঝে হেরি সুন্দরি ভরমহি চঞ্চল
চকিত চমকি চলি যাই॥ ধ্রু॥
পদ দুই চারি চলই বর নায়রি
রহলি নিমিখ শর জোরি।
বিষম বিশিখ শর অন্তর জর জর
সরবস লেয়লি মোরি॥
মঝু মন যশ গুণ সুধি মতি ধাধস
লেই চললি সব বালা।
গোবিন্দদাস কহই অব মাধব
জপতহি রাই গুণমালা॥ ৪৮॥

কামোদ

কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল
ঐছন বদন সঞ্চারি।
সরবস লেই পালটি পুন বিন্ধলি
রঙ্গিণি বঙ্ক নেহারি॥
সজনি কো দেই দারুণ বাধা।
নয়নক সাধ আধ নাহি পুরল
পালটি না হেরলু রাধা॥ ধ্রু॥
ঘন ঘন আঁচর কুচগিরি কাঁচর
হাসি হাসি তহি পুন হেরি।
জনু মঝু মন হরি কনয়া কুম্ভ ভরি
মুহরি রাখলি কত বেরি॥
যব মন বান্ধল ইন্দ্রিয় ফাঁফর
তহি মিলল আন আন।
কাঠক পুতলি ঐছে মুরুছায়ত
গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ৪৯॥

সুহই

বরজ পথ মাঝ চলতহি সুন্দরী
সখি সঞে রস পরথায়।
হসইতে খসয়ে কত যে মণি মোতিম
দশন কিরণ অব ছায়॥
শুন সজনি কহইতে না রহে লাজ।
সো বরনারি হামারি মন বারণ
বান্ধলি কুচগিরি মাঝ॥ ধ্রু॥
ঝু মুখ হেরি ভরমভরে সুন্দরি
ঝাঁপই ঝাঁপল দেহা।
কুটিল কটাখ- বিশিখে তনু জরজর
জীবনে না বাঁধই থেহা॥
করে কর জোরি মোড়ি তনুবল্লরি
মোহে হেরি সখি করু কোর।
গোবিন্দদাস ভণ তেঞি নন্দনন্দন
দোলত মদন হিলোর॥ ৫০॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি

ধানশী

শুন শুন সুন্দর নাগররাজ।
সো ধনি বৈঠয়ে গুরুজন মাঝ॥
মুগধি গোঙারি কবহু নাহি সঙ্গ।
শুনইতে রোখব ঐছন রঙ্গ॥
বিপরিত বাণি কহলি তুহু মোয়।
কৈছনে ঐছন সঙ্গতি হোয়॥
ইথে এক অনুভব আছয়ে তায়।
বিহি যদি তাহে কছু করয়ে সহায়॥
মাধবি কুঞ্জ কুসুম অনুপাম।
তাঁহা তুহু যাই অব করহ বিশ্রাম॥
হাম অব যাইয়ে রাইক ঠাম।
গোবিন্দ দাস কহত পরিণাম॥ ৫১॥

---

৪৯ সোনার কমল বায়ুভরে উলটিয়া পড়িয়াছে, এমনই তাহার বদনের শোভা। (সেই শোভায়) সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া রঙ্গিণী বঙ্কিম চাহনিতে পুনরায় পালটিয়া (ফিরিয়া চাহিয়া) আমাকে বিন্ধিল। সজনি, কে দারুণ বাধা দিল। নয়নের সাধ অর্দ্ধও পূর্ণ হইল না, ফিরিয়া রাধাকে দেখিলাম না। ঘন ঘন অঞ্চল লইয়া হাসিয়া হাসিয়া কুচগিরি কঞ্চুক দেখিয়া দেখিয়া যেন আমার মন হরণপূর্ব্বক স্বর্ণকুম্ভে ভরিয়া কতবার মুদ্রাঙ্কিত করিয়া রাখিল। যখন মনকে বাঁধিল, ফাঁফর (নিরুপায়) ইন্দ্রিয় সব একে একে সেখানে গিয়া মিলিল। কাঠের পুতলির মত মূর্চ্ছিত হইয়া রহিলাম। গোবিন্দ দাস তাহার প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী

শ্রীরাধার প্রতি উক্তি

আড়ানা

কাঞ্চনযূথি কুসুমময় গোরি।
নিরমই মুরতি যতন করি তোরি॥
তুয়া অনুভাবে আলিঙ্গই তায়।
সো তনুতাপে ভসম ভই যায়॥
শুন শুন বৃষভানু রাজকুমারি।
তুয়া বিরহানলে জ্বলত মুরারি॥
ঝামর নিল উপতল দল অঙ্গ।
লোরে না হেরয়ে নয়ন তরঙ্গ॥
বিগলিত মুরলি খুরলি রহু দূর।
অনুখন মদন দহন ভরিপূর॥
বিছুরল পিঞ্ছমুকুট পরিপাটি।
সহচর মেলি মরত জিউ ফাটি॥
জীউ রহত অব তুয়া রসআশে।
তোহারি চরণে কহে গোবিন্দদাসে॥ ৫২॥

সুহই

গহন বিরহগহ লাগি।
রজনি পোহায়ই জাগি॥
করতহি' তোহারি ধেয়ান।
নীঝরে ঝরই নয়ান॥
এ ধনি জনি কহ আন।
তো বিনে আকুল কান॥
শীতল পীত নিচোল।
তোহারি ভরমে করু কোর॥
সো রস পরশ না পাই।
মুরছিত ধরণি লোটাই॥
মন মাহা মদন তরঙ্গ।
ঘন ঘন মোড়ই অঙ্গ॥
কহত ভরম ময় ভাষ।
না বুঝল গোবিন্দদাস॥ ৫৩॥

আড়ানা

মুদিত নয়নে হিয়া ভুজযুগ চাপি।
শূতি রহল হরি কছু না আলাপি॥
পরসঙ্গে কহলহি নামহি তোরি।
তবহি মেলিয়া আঁখি চাহে মুখ মোড়ি॥
সুন্দরি ইথে নাহি কহ আন ছন্দ।
তোহে অনুরত ভেল শ্যামরচন্দ॥ ধ্রু॥
যোই নয়নভঙ্গি না সহে অনঙ্গ।
সোই নয়নে স্রবে লোর তরঙ্গ॥
যোই অধরে সদা মধুরিম হাস।
সোই নিরস ভেল দীঘ নিশ্বাস॥
বিদ্যাপতি কহে মিছ নহ ভাখি।
গোবিন্দদাস কহ তুহুঁ তাহে সাখি॥ ৫৪॥

শ্রীরাগ

চান্দ নেহারি চন্দনে তনু লেপই
তাপ সহই না পার।
ধবল নিচোল বহই নাহি পারই
কৈছে করব অভিসার॥
সুন্দরি তো বিনু আকুল কান।
বিরহে ক্ষীণ তনু অনুখন জর জর
জিবইতে বিহি ভেল বাম॥

---

[৫২] গৌরাঙ্গিণি, কানু যত্নপূর্ব্বক স্বর্ণযূথিকা দিয়া তোমার পুষ্পময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তোমার অনুভাবে সেই মূর্ত্তিকেই আলিঙ্গন করিতেছে। কিন্তু তাহার দেহের উত্তাপে সেই কুসুমপ্রতিমা ভস্ম হইয়া যাইতেছে। শোন বৃষভানুরাজকুমারী শোন, তোমার বিরহাগ্নির জ্বালায় মুরারি জ্বলিতেছে। তাহার নীলপদ্মদলসদৃশ দেহ মলিন হইয়াছে। নয়নের জলে কিছুই দেখিতে পায় না। হাতের মুরলী খসিয়া পড়ে, মুরলীবাদন অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছে। তাহার অন্তর অনুক্ষণ মদন দহনে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ময়ূর-মুকুটের পারিপাট্য বিস্মৃত হইয়াছে। সহচরগণের প্রাণ ফাটিতেছে, তাহারা মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কেবল তোমার রসের আশায় প্রাণ আছে। গোবিন্দ দাস তোমার চরণে কহিতেছেন।

যতনহি মেঘ- মল্লার আলাপই
তিমির পয়ান গতি আশে।[১]
আওত জলদ ততহি উড়ি যাওত
উতপত দীঘ নিশাসে॥[২]
তুয়া গুণ নাম গাম জপি জীবই
বহু পুলকায়িত দেহা।
গোবিন্দ দাস কহ ইহ অপরূপ নহ
যাঁহা ইহ নব নব লেহা॥ ৫৫॥

সুহই

কিয়ে হিমকরকর কিয়ে নিরঝরঝর
কিয়ে কুসুমিত পরিযঙ্ক।
কিয়ে কিশলয় কিয়ে মলয় সমীরণ
জ্বলতহি' চন্দনপঙ্ক॥
অব অবধারলুঁ রে কানু তুয়া পরশক রঙ্ক।
নায়রি কোরে সুঙরি তোহে মুরছই
অপরূপ মদন আতঙ্ক॥ ধ্রু॥
জনু নব জলধর ধরণি লোটায়ত
আকুল চিকুর বিথার।
জপে তুয়া নাম নয়ন ঘন বরিখয়ে
আরতি কহই না পার॥
ধনি ধনি তুহুঁ ধনি রমণিশিরোমণি
কানু সে তোহারি একন্ত।
তুয়া পদপঙ্কজ ভালে নাহি ছোড়ত
গোবিন্দ দাস মতিমন্ত॥ ৫৬॥

বরাড়ী

কত যে কলাবতি যুবতি সুমুরতি
নিবসতি গোকুল মাহ।
হরি অব রহসি রভসে পুন কাহুকে
কুটিল নয়নে নাহি চাহ॥
সুন্দরি অতয়ে করিয়ে অনুমান।
শুভখনে স্বামি- বরত তুহুঁ ছোড়লি
নারি বরত নিল কান॥ ধ্রু॥
তুয়া নিজ নাম গাম ঘন গাবই
সো এক আখর রঙ্ক।
শুনইতে রাতি রতন রতি রাতুল
চমকই তোহারি আতঙ্ক॥
তুয়া গুণগাম নামকত গাবই
অবেকত মুরলি নিসান।
সহচরি কোরে ভোরি তোহে ডাকই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ৫৭॥

---

৫৫ ১। অন্ধকারে অভিসার করিবার জন্য যত্নে মেঘমল্লার আলাপ করে (মেঘমল্লার রাগ আলাপনে মেঘের উদয় হয়)। ২। মেঘ আসে, কিন্তু শ্যামের উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসে মেঘ উড়িয়া যায়।

৫৬ কি চন্দ্র কিরণ, কি নির্ঝর শীকর, কিম্বা কুসুমিত শয্যা অথবা নবীন কিশলয়, কি মলয় পবন কিম্বা চন্দনপঙ্ক লেপন, কিছুতেই কানুর বিরহজ্বালা প্রশমিত হয় না (অথবা যেখানে চন্দন লেপনেই অঙ্গ জ্বলিতেছে, সেখানে চন্দ্র কিরণাদি কি করিবে)। এখন নিশ্চিত জানিলাম, কানু তোমার স্পর্শ ভিখারী। অপর নায়িকার (বিলাসিনী রমণীর) কোলে থাকিয়াও তোমাকে স্মরণ করিয়া অপরূপ মদন-আতঙ্কে মূর্চ্ছিত হইতেছে। আলুথালু কেশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, (ধূলি-লুণ্ঠিত কানুকে দেখিয়া মনে হইতেছে) যেন নবীন মেঘ মাটিতে লুটাইতেছে। তোমার নাম জপ করে, নয়নে ঘন জল ঝরে, আরতি (অনুরাগ) কহিতে পারিতেছি না। রমণীশিরোমণি ধনি, ধন্যা তুমি, কানু একান্ত তোমারই। এইজনাই মতিমান্ গোবিন্দ দাস তোমার পদপঙ্কজ পরিত্যাগ করে না।

৫৭ কত যে কলা-নিপুণা চারুদেহা যুবতি গোকুলে বাস করিতেছে, হরি নির্জ্জনেও কৌতুকে কাহারো প্রতি কুটিল নয়নে চাহে না। সুন্দরি, অতএব অনুমান করিতেছি শুভক্ষণে তুমি স্বামিব্রত (সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগের পথে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম) ত্যাগ করিলে, আর কানু নারীব্রত গ্রহণ করিল (তোমার একনিষ্ঠ অনুরক্ত হইল)। সে তোমার নাম ও গুণগ্রাম বংশীতে নিরন্তর গান করে। তোমার নামের এক অক্ষরের কাঙ্গাল কানাই—রাতি, রতন, রতি, রাতুল প্রভৃতি শব্দ শুনিয়া, তোমারই আতঙ্কে চমকিয়া উঠে। কানু তোমার গুণগ্রামসহ নাম মধুরাস্ফুট মুরলীধ্বনিতে কত যে গান করে। সহচরীর কোলে থাকিয়াও মুগ্ধ হইয়া তোমাকে ডাকে। গোবিন্দদাস তাহার প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী

দূতীর উক্তি

তথারাগ

পহিলে নয়নমন তুয়া পথে দুহুঁ গেও
দোসর কানু পরাণ।
তেসর তনু ক্ষীণ শমনে অনুসরু
দিশারু মনমথ বাণ॥

শ্রীরাধার উক্তি

শপতি শিরে দেও হাত।
অন্তর জর জর দিগুণ উতাপই
শুনইতে কানুক বাত॥
পিরীতি পরম দারুণ অব জানলু
পরশনে বিঘটিত অঙ্গ।
ও তিন আখর মনে জানি রাখসি
সপনে করসি জানি সঙ্গ॥

দূতীর উক্তি

বিরহ বিখানলে জ্বলত কলেবর
সঘনে লুঠত মহি পঙ্কা।
তুহুঁ রমণীমণি তোহে চড়য়ে ধনি
কানুবধ বিপুল কলঙ্কা॥

শ্রীরাধার উক্তি

সব সখী মেলি কতহুঁ আশোয়াসলি
বেদন কোই ন জান।
গোবিন্দ দাস কহ তুহারি পরশ পণ
নহে কৈছে রহত পরাণ॥ ৫৮॥

প্রথম মিলন

কেদার

অভিনব গোরি বসতি পতিগেহ।
ঘর সঞে করয়ে নয়ল সুলেহ॥
নিবসয়ে নরপতি পতিভয় লাজ।
দূতী ঘটাওয়ে এহেন অকাজ॥
কি কহব রে সখি কহই না জান।
পহিল সমাগম রাধা কান॥ ধ্রু॥
যব দুহুঁ নয়নে নয়নে ভেল ভেট।
সচকিত নয়নে বয়ন করু হেট॥
সোঁপলু যবহি করহি কর আপি।
সাধসে ধয়ল দুহুঁক তনু কাঁপি॥
যব দুহুঁ পায়ল মদন শয়ান।
না জানিয়ে কৈছে কয়ল পাঁচবাণ॥
গোবিন্দদাস কহ তুহুঁ সে সেয়ানী।
হরিকরে সোঁপলি হরিণিনয়ানী॥ ৫৯॥

কেদার

ধরি সখি আঁচরে ভই উপচঙ্ক।
বৈঠে না বৈঠয়ে হরি পরিষঙ্ক॥
চলইতে আলি চলই পুন চাহ।
রসঅভিলাষে আগোরল নাহ॥
লুবুধল মাধব মুগধিনি নারী।
ও অতি বিদগধ এ অতি গোঙারি॥ ধ্রু॥
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলই।
হেরইতে বয়ন নয়ন জল খলই॥
হঠ-পরিরম্ভণে থরহরি কাঁপ।
চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপ॥

---

৫৮ দূতী॥ প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের নয়ন ও মন দুই-ই তোমার পথে গেল। দ্বিতীয়বার তাহার প্রাণ এবং তৃতীয়বারে তাহার ক্ষীণ তনু শমনকে অনুসরণ করিতেছে। মদনের বাণ পথপ্রদর্শক হইয়াছে।

শ্রীরাধা॥ শিরে হাত দিয়া শপথ করিতেছি, অথবা তোমাকে দিব্য দিতেছি, কানুর কথা (প্রসঙ্গ) শুনিতে জরজর অন্তর দ্বিগুণ উত্তপ্ত হয়। এখন বুঝিলাম পিরীতি পরম দারুণ, স্পর্শে দেহ বিদলিত হয়। ঐ তিন অক্ষর কদাচ মনে রাখিও না, স্বপ্নেও ঐ তিনটি অক্ষরের সঙ্গ করিও না।

দূতী॥ তোমার বিরহ বিষানলে কানুর কলেবর জ্বলিতেছে। সে সঘনে ধূলায় লুটাইতেছে। তুমি তো রমণী শিরোমণি, ধনি কানুবধের বিপুল কলঙ্ক তোমাকেই লাগিবে।

শ্রীরাধা॥ সকল সখী মিলিয়া কতই না আশ্বাস দিলে, কিন্তু আমার বেদনা তো কেহ জানিলে না? গোবিন্দ দাস বলিতেছেন, কানু তোমার স্পর্শ পণ করিয়াছেন, নইলে কিরূপে প্রাণ থাকিবে?

শূতলি ভীত পূতলি সম গোরি।
চীত নলিনী অলি রহই আগোরি॥
গোবিন্দ দাস কহই পরিণাম।
রূপকি কূপে মগন ভেল কাম॥ ৬০॥

তথারাগ

পহিলহি রাধা মাধব মেলি।
পরিচয় দূলহ দূরে রহু কেলি॥
অনুনয় করইতে অবনত বয়নী।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান।
রাই করল পদ আধ পয়ান॥
বিদগধ নাগর অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥
করে কর বারিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম॥
হাসি দরশি মুখ আগোলি গোরি।
দেই রতন পুন লেয়লি চোরি॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস।
আনন্দে হেরত গোবিন্দ দাস॥ ৬১॥

ভূপালি

সুরত তিয়াসে ধয়ল পহুঁ পাণি।
করে কর বারই তরল নয়ানী॥
হঠপরিরম্ভণে পরশিতে গাত।
নহি নহি বোলি ঢুলায়ত মাথ॥
অভিনব মদন তরঙ্গিণী রাই।
শ্যাম মতঙ্গ রঙ্গ অবগাই॥ ধ্রু॥
চুম্বনে সঙ্কুচ লোচন তার।
পিবইতে অধর রচই সিতকার॥
নখর পরশে ধনি চমকই গোরি।
দশইতে চমকি উঠয়ে তনু মোড়ি॥
কহইতে কহ গদগদ পদ আধ।
অন অনো মনে মনসিজ উনমাদ॥[১]
তৈখনে রোখ তবহিঁ পরসাদ।[২]
গোবিন্দদাস কহ রস মরিযাদ॥ ৬২॥

পরস্পর সখীর উক্তি

কেদার

কানুবদন হেরি উছলিত অন্তর
লাজে বসন মুখ ঝাঁপ।
ঈষদবলোকনে ছল ছল লোচনে
কেলি সমাগমে কাঁপ॥
দেখ সখি রাইক ঢঙ্গ।
কানুক অদরশে ঐছে বেয়াকুল
দরশনে ইহ চিতরঙ্গ॥ ধ্রু॥
রাইবদন হেরি লুবধল মাধব
কোরে বৈঠায়ল গোরি।
কুচ কর পরশনে চমকি উঠয়ে ধনি
চুম্বনে রহু মুখ মোড়ি॥
ভুজে ভুজে বন্ধন দৃঢ় পরিরম্ভণ
অধরে অধরে রস নেল।
গোবিন্দদাস পহুঁ পূরল মনোরথ
নব নব সঙ্গম ভেল॥ ৬৩॥

---

৬০ রাই উচ্চকিতা হইয়া সখীর আঁচল ধরে। হরির শয্যায় বসিয়াও বসে না। সখীগণ চলিয়া যাইতে রাইও চলিয়া যাইতে চায়। রস অভিলাষে নাথ আগুলিলেন (শ্রীকৃষ্ণ পথরোধ করিলেন)। লুব্ধ মাধব, মুগ্ধা রমণী,—শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত সুরসিক, শ্রীরাধা অত্যন্ত গোঁয়ারী। শ্রীকৃষ্ণ স্পর্শ করিতে গেলে তরাসে হাত দিয়া তাহার হাত ঠেলিয়া দেয়। মুখ দেখিবার চেষ্টা করিলে কাঁদে। জোর করিয়া আলিঙ্গন দিতে গেলে থরহরি কাঁপে। চুম্বনের সময় উত্তরীয় অঞ্চলে বদন আবৃত করে। গৌরী গৃহভিত্তিতে রচিত পুত্তলিকার মত শয়ন করিল। ভ্রমর (কৃষ্ণ) যেন চিত্রের (পটে লিখিত) পদ্মিনীকে আগুলিয়া রহিল। গোবিন্দ দাস পরিণাম কহিতেছেন। শ্রীরাধার রূপের কূপে কাম ডুবিয়া গেল (শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মদন অন্তর্হিত হইল)।

৬২ ১। দুইজনের মনেই মদনের উন্মত্ততা রহিয়াছে।

২। তখনই রোষ, তখনই প্রসন্নতা।

তথারাগ

সৌরভে আগরি রাই সুনাগরি
কনকলতা সম সাজ।
হরিচন্দন বলি কোরে আগোরল
কুঞ্জে ভুজঙ্গমরাজ॥
অব কিয়ে করব উপায়।
কালভুজগকোরে ছোড়ি মুগধি সখি
গমন যুগতি না যুয়ায়॥
চন্দ্রক চারু ফণা গণ মণ্ডিত
বিষ বিষমারুণ দীঠ।
রাইক অধর লুবধ অনুমানিয়ে
দশনক দংশন মীঠ॥
একু সন্দেহ শীত কিয়ে ভীতহিঁ
পুলকিনি কাঁপই রাই।
গোবিন্দদাস কহ মেলি সবহুঁ সখি
বুঝহ পরশ অবগাই॥ ৬৪॥

সংক্ষিপ্ত রসোদ্গার

সখীর উক্তি

বিভাষ

চৌদিকে চকিত- নয়নে ঘন হেরসি
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
বচনক ভাঁতি বুঝই নাহি পারিয়ে
কাহাঁ শিখলি ইহ রঙ্গ॥
সুন্দরি কী ফল পরিজনে বাঁচি।
শ্যাম সুনাগর গুপত প্রেমধন
জানলুঁ হিয়া মাহা সাঁচি॥ধ্রু॥
এ তুয়া হাস মরম পরকাশই
প্রতি অঙ্গ ভঙ্গিম সাখী।
গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই
এত দিনে পেখলুঁ আঁখি॥
গহন মনোরথে পন্থ না হেরসি
জীতলি মনমথ রাজ।
গোবিন্দ দাস কহই ধনি বিরমহ
মৌনহিঁ সমুঝলুঁ কাজ॥ ৬৫॥

রসোদ্গার

শ্রীরাধার উক্তি

শ্রীগান্ধার

দরশনে লোর নয়নযুগ ঝাঁপি।
করইতে কোর দুহুঁ ভুজ কাঁপি॥
দূর কর এ সখি সো-পরসঙ্গ।
নামহি যাক অবশ করু অঙ্গ॥ ধ্রু॥

---

[৬৪] এক সখী অন্য সখীকে বলিতেছেন—সৌরভে অগ্রগণ্যা (পদ্মিনী) নায়িকাশিরোমণি রাই-এর সজ্জা যেন স্বর্ণলতার মত। রাই হরিচন্দন মনে করিয়া কুঞ্জে ভুজঙ্গম-রাজকে (নাগর শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে) কোলে আগুলিলেন (জড়াইযা ধরিলেন। চন্দনতরুতে সর্প বাস করে। কনকলতা হরিচন্দনকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া যেন সর্পকেই বাহুবন্ধনে বান্ধিলেন)। এখন কি উপায় করিব? কৃষ্ণ সর্পের ক্রোড়ে মুগ্ধা সখীকে রাখিয়া অন্যত্র গমন যুক্তিযুক্ত হয় না। (ময়ূরপুচ্ছরূপ) চন্দ্রকসুন্দর ফণাসমূহমণ্ডিত এই ভুজগরাজের (শ্রীকৃষ্ণের) বিষম বিষাক্ত আরক্ত আঁখি। অনুমান হয়, রাধার অধর ইহার সুমিষ্ট দশন দংশনে লুব্ধ হইয়াছে (বিষে বিষক্ষয় হয়, তাই শ্রীরাধা বোধহয় সর্পের বিষদৃষ্টির জ্বালা উপশমের জন্য কৃষ্ণের দশন দংশনের লোভ করিতেছে)। এক সন্দেহ, পুলকিতা রাই শীতে কি ভয়ে কাঁপিতেছে? গোবিন্দ দাস বলিতেছেন সব সখী মিলিয়া (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ) স্পর্শরসে অবগাহন করিয়া বুঝিয়া লও না!

[৬৫] চতুর্দ্দিকে চকিত নয়নে ঘন চাহিতেছিস। আবৃত অঙ্গ পুনরায় আবৃত করিতেছিস। তোর কথার ভাঁতি বুঝিতে পারিতেছি না। এই রঙ্গ কোথায় শিখিলি? সুন্দরি, আপনার জনকে বঞ্চনা করিয়া কি ফল? জানিলাম, শ্যাম সুনাগরের গুপ্ত প্রেমধন হৃদয় মধ্যে সঞ্চিত করিয়াছিস। তোর এই হাসি মর্ম্মের ভাব প্রকাশ করিতেছে। প্রতিটি অঙ্গের ভঙ্গী সাক্ষ্য দিতেছে। আঁচলের সোনা মুখে ঝলক দেয় এতদিনে স্বচক্ষে দেখিলাম (আঁচলে সোনা বাঁধা থাকিলে আনন্দে বদন প্রফুল্লিত থাকে)। দুর্গম (দুর্বোধ) তোর মনের অভিপ্রায়, পথ দেখিতে পাইতেছিস না (গোপন সুখে কি করিব, ঠিক করিতে পারিতেছিস না)। মদনরাজকে জয় করিয়াছিস। গোবিন্দ দাস কহিতেছেন, সখি থাম। রাধা মৌন থাকায় কাজ বুঝিতেছি।

চেতন না রহ চুম্বনবেরি।
কো জানে কৈছে রভস রসকেলি॥
সো ধনি মানি সুরত অধিদেবী।
তাকর চরণকমল পয়ে সেবি॥
কানুক পরশে যতহুঁ অনুভাব।
অনুভবি আপ পরহু সমুঝাব॥
তবহুঁ জগত ভরি অকিরিতি এহ।
রাধামাধব অবিচল লেহ॥
এ কিয়ে সুদঢ় কিয়ে পরিবাদ।
গোবিন্দদাস কহ না ভাঙ্গে বিবাদ॥ ৬৬॥

সখীর উক্তি

বরাড়ী

যাঁহা দরশনে তনু পুলকহি ভরই।
যাঁহা কর করষণে টুটত বলই॥
যাহাঁ পরিরম্ভণে অম্বর খলই।
যাহাঁ ঘন চুম্বনে বদন না টলই॥
এ সখি মানিয়ে হরি সঞে মেলি।
যব হোয়ে ঐছন মনোভব কেলি॥ ধ্রু॥
যাহাঁ কিঙ্কিণি মণি কঙ্কণ বোলই।
যাহাঁ নখবিলিখনে দুহুঁ তনু দলই॥
যাহাঁ মণিনূপুর তরলিত কলই।
যাহাঁ ঘন চন্দন শ্রমজলে গলই॥
যাহাঁ নাহি ঐছন রস নিরবহই।
তাহাঁ পরিবাদ গোবিন্দদাস কহই॥ ৬৭॥

ধানশী

যব হরিপাণি- পরশে ঘন কাঁপসি
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
তব কিয়ে ঘন ঘন মণিময় আভরণ
বেশ পসায়নি রঙ্গ॥
এ ধনি অবহুঁ না সমুঝসি কাজ।
যাহে বিনু জাগরে নিদহুঁ না জীবসি
তাহে কিয়ে এত ভয় লাজ॥
করইতে কোরে জোরি তনুবল্লরি
নহি নহি বোলসি থোর।
চুম্বন বেরি জনু মুখ মোড়সি
জানি বিধুলুবধ চকোর॥
যব হোয়ে নাহ- রতন রত আরত
বারত জনি অভিলাষ।
গোবিন্দদাস কহ নহ বহুবল্লভ
কৈছে রহত নিজ পাশ॥ ৬৮॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

সুহই

বেনন সঞে যব বসন উতারলুঁ
লাজে লাজায়লি গোরি।
করে কুচ ঝাঁপিতে বিহসি বয়ন ধনি
অঙ্গ কয়ল কত মোড়ি॥

---

৬৬ যাহাকে দেখিলেই নয়ন আনন্দাশ্রুতে দৃষ্টিশক্তি হারায়, আলিঙ্গনে ভুজযুগল কাঁপে, সখি যাহার নামেই অঙ্গ অবশ হয়, তাহার প্রসঙ্গ দূর কর। চুম্বনেই চেতন থাকে না, রভস রসকেলি কেমন কে জানে। সেই ধনীকে সুরত অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া মানি, তাহার চরণকমল সেবা করি, যে রমণী কানুর স্পর্শে যত অনুভাব, আপনি অনুভব করিয়া অপরকে বুঝাইতে পারে। তথাপি জগৎ ভরিয়া এই অকীর্ত্তি রহিয়া গেল যে রাধামাধবের প্রীতি অবিচল। ইহা কি সুনিশ্চিত, না এ কলঙ্ক। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন এ বিবাদ ভঙ্গ হয় না।

৬৮ হরির করস্পর্শে যখন নিবিড়ভাবে কাঁপিয়া উঠিস, আবৃত অঙ্গ পুনরায় ঢাকিয়া ফেলিস, তখন কি জন্য এই ঘনঘন মণিময় অলঙ্কার পরিধান আর কি জন্যই বা এই বেশ প্রসাধনের রঙ্গ করিস? ওগো ধনি, এখনো তোর কাজ বুঝিতে পারিলাম না। যাহাকে না পাইলে ঘুমে জাগরণে বাঁচিস না, তাহাকে আবার এত লজ্জাভয় কিসের? কোলে করিতে দেহলতা এলাইয়া মৃদু মৃদু না না বলিস। চুম্বনের বেলায় (কানুকে তোর মুখ) চন্দ্রের চকোর জানিয়া যেন মুখ ঘুরাইবার ছলনা করিস। (তা যাই করিস) তোর নাগররত্ন যখন সুরতাভিলাষী হইবেন, যেন বারণ করিস না। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন, এরূপ না করিলে যে বহুবল্লভ তাহাকে কিরূপে নিজের পাশে রাখিবে।

নিবিবন্ধ খসইতে করে কর ধরু ধনি
পুন বেকত কুচ জোরি।
দুয় সমাধানে বিকল ভেল শশিমুখি
তব হাম কোরে আগোরি॥
এত কহি বিষাদ ভাবি রহু মাধব
রাই প্রেমে ভেল ভোর।
ভণয়ে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস তথি
পূরল ইহরস ওর॥ ৬৯॥

শ্রীরাধার উক্তি

ধানশী

শ্যামরতনু কিয়ে তিমির বিরাজ।
সিন্দুরচিহ্ন কিয়ে আরকত সাজ॥
তরল তার কিয়ে টুটল হার।
নখপদ কিয়ে নব শশিক সঞ্চার॥
ঐছে দোষাকর হেরইতে কান।
প্রাতরে পহিলা রজনি ভেল ভান॥
পুন অনুমানি হাম ভেল ভোর।
ঢীট কানাঞি কয়ল মোহে কোর॥
তবহু যতন করি করইতে মান।
হাসকুমুদে তহি সব করু আন॥
মানিনি মান গরব ভেল চূর।
নাগর আপন মনোরথ পূর॥
তবহু না জানল দিন কিয়ে রাতি।
গোবিন্দ দাস কহ সমুচিত শাতি॥ ৭০॥

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উপদেশ

ধানশী

সুন্দরি ধরবি বচন হামার।
কানুক প্রেমরতন পুন গোপবি
বেকত করবি কুলাচার॥
ধৈরজ লাজ করণ তুয়া সমুচিত
শুনবি গুরুজনভাষ।
আপনক মান আপে পুন রাখবি
যৈছে নহত উপহাস॥
তুয়া সম কো পুন আছয়ে ত্রিভুবন
কুলশীলবতি গুণবন্ত।
ঐছন দুহু কুল হেরইতে উজোর
ধনজন গৌরবঅন্ত॥
ভাব অন্তরে যব হোয়ব অঙ্কুর
আনতহি দেয়বি চীত।
গোবিন্দদাস কহ ঐছে প্রেম নহ
অনুরাগগতি বিপরীত॥ ৭১॥

স্বয়ং দৌত্য

রসোদ্গার, প্রেমবৈচিত্ত্য

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি

শঙ্করাভরণ

এ ধনি পদুমিনি পড়ল অকাজ।
জনি ভেটহ হরি কুঞ্জকমাঝ॥ ধ্রু॥
তুহু গজগামিনি মতি অতি ভোর।
উচ কুচকুম্ভগরবে নাহি ওর॥

---

৭০ (কৃষ্ণের) এ কি শ্যামলতনু, না (প্রথম রজনীর) অন্ধকার, এ কি শ্যাম অঙ্গে অন্যা নায়িকার সিন্দুরে চিহ্ন, না সন্ধ্যার আরক্ত রাগ? এ কি কৃষ্ণবক্ষের ছিন্নহার, না তারাবলি? শ্যাম অঙ্গে এ কি অন্যা নায়িকার প্রদত্ত নখচিহ্ন, না নূতন চন্দ্রের উদয়? কানাইকে নিশাকর (এইরূপ দোষের আকর—অপরাধী জানিয়া প্রভাতে প্রথম রাত্রি বলিয়া ভ্রম হইল। (আমার সঙ্গে সঙ্গম সময়ে আমিই যে শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গ এইরূপে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছি, তাহা বিস্মৃত হইয়া চন্দ্র নয়, অন্যা নায়িকার ভোগচিহ্ন ধারণকারী সমাগত শ্রীকৃষ্ণ) পুনরায় এইরূপ অনুমান করিয়া বিভোর (বিভ্রান্ত) হইলাম। (অমনি রোষাবেশে বিবশা আমাকে) কানাই কোলে তুলিয়া লইল। তথাপি আমি মান করিতে চেষ্টা করিলাম। তাহার হাস্যকৌমুদী সব অন্যরূপ করিয়া দিল (তাহার হাসিতে আমার মানের চেষ্টা দূর হইল)। মানিনীর মানগর্ব্ব চূর্ণ হইল, নাগর আপনার মনোরথ পূর্ণ করিলেন। তখন আর দিন কি রাত্রি বোধ রহিল না। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন ইহাই তোমার সমুচিত শাস্তি।

যৌবন গরবে না হেরসি পন্থ।
পরিমলে বাসিত করসি দিগন্ত॥
যব তোহে করব অর্ণ দিঠিভঙ্গ।
নিয়ড়ে না হেরবি সহচরি সঙ্গ॥
সো খর নখর পরশ যব হোতি।
এ কুচকুম্ভে না রাখব মোতি॥
গণ্ডে করব যব দশনক ঘাত।
মূরছি পড়বি তহিঁ ধরণি নিপাত॥
গোবিন্দদাস যবহুঁ সোঙরাব।
অধর সুধা দেই তবহি জিয়াব॥ ৭২॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি

গান্ধার

কালিয় দমন জগতে তুয়া ঘোষই
সহচরি শুনইতে কানে।
তুয়া সঞে বাদ করই ধনি আওত
মনমথ চড়ই ঝাঁপানে॥
মাধব অতয়ে কহিয়ে তুয়া লাগি।
ত্রিবলিক মাঝে লোম ভুজঙ্গিনি
হেরইতে তুহুঁ জনি ভাগি॥
নয়ন কমলপর যুগল ভুজগবর
কাজল গরল উগারি।
মদন ধন্বন্তরি আপে যব আওব
সো বিখ তবহি না সারি॥
বেণি ভুজগবর পিঠ পর দোলত
চিরদিন ভুখিল পিয়াসে।
শুনইতে নাগদমন তনু কম্পিত
কহতহিঁ গোবিন্দ দাসে॥ ৭৩॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য

তথারাগ

সহজে অনঙ্গ ভুজঙ্গমে দংশল
মঝু মন মলয়সমীরে।
তুয়া শীতল দিঠি কমলে জুড়ায়ত
কাজর গরল অথীরে॥
হরি হরি তোহে কি দোখব রাধে।
যাঁহা যাঁহা জিবইতে ধায়ে তপতজন
তাঁহা তাঁহা বিধি করু বাদে॥
ভাগে পড়ল কুচ তুহিন ধরাধরে
মূরছত তেঁ পুন জীব।
তাঁহা পয়ে উজোর হার ভুজগবর
বেণি ভুজঙ্গিনী পীব॥
অধর সুধাকণ শ্বাস সমীরণ
দশন কিরণ মণিরাজ।
জীবন রাখইতে মণিমন্ত্র মহৌষধি
গোবিন্দ দাস কহে কাজ॥ ৭৪॥

---

৭২ ওগো ধনী পদ্মিনি, অকাজ পড়িল। কুঞ্জমধ্যে হরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। তুমি গজগামিনী অতি মন্থরগতি। উচ্চ কুচকুম্ভের গর্ব্বের শেষ নাই। যৌবনগর্ব্বে পথ দেখিতে পাও না। অঙ্গ গন্ধে দিগন্ত সুবাসিত করিতেছ। (যখন হরি তোমার প্রতি অনুরাগে) রক্ত আঁখির কটাক্ষভঙ্গী করিবেন নিকটে সহচরীদের কাহাকেও দেখিতে পাইবে না। যখন তিনি খর নখরে স্পর্শ করিবেন, তোমার কুচকুম্ভে মোতি (বক্ষোহার, অথবা স্তনপ্রসাধন) থাকিবে না। গণ্ডে দশন দংশনে ধরণীতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িবে। গোবিন্দ দাস যখন স্মরণ করাইবে, তখনই শ্যাম তোমাকে অধরসুধা দিয়া বাঁচাইবেন।

৭৩ কানাই, কালিয়নাগ দমনকারী বলিয়া জগতের লোক তোমার নাম ঘোষণা করে। আমাদের সহচরী শ্রীরাধা তাহা কানে শুনিয়া তোমার সঙ্গে বিবাদ করিবার জন্য আসিতেছে। সখী মদনের ঝাঁপানে চড়িয়াছে (সর্পবিদ্যাবিশারদ বেদিয়াগণ পরস্পরে সাপের খেলা দেখাইতে যে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম ঝাঁপান। দুইটি মাচার উপর দুই পক্ষ বসিয়া আপন আপন খেলা দেখায়)। মাধব, অতএব তোমার জন্যই বলিতেছি, সখীর ত্রিবলী মধ্যস্থিত রোম ভুজঙ্গিনী দেখিয়া তুমি যেন পলাইও না। নয়ন-কমলের উপর দুইটি ভুরুরূপ ভুজগ কাজলরূপ গরল উদ্গিরণ করিতেছে)। মদন ধন্বন্তরি আপনি আসিয়াও সে বিষ উপশমিত করিতে পারিবে না। বেণীরূপ সর্পশ্রেষ্ঠ সখীর পিঠের উপর দুলিতেছে। সে তো বহুদিন হইতেই ক্ষুধার আকুল আর পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া আছে। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন শুনিয়েই নাগদমন কৃষ্ণের দেহ কাঁপিতে লাগিল।

বরাড়ী

মনমথ মকর ডরহি' ডর কাতর
মঝু মানসঝষ কাঁপ।
তুয়া হিয়ে হারতটিনিতট কুচঘট
উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ॥
সুন্দরি সম্বরু কুটিল কটাখ।
কলসিক মীন বড়সি কিয়ে ডারসি
এ অতি কঠিন বিপাক॥ ধ্রু॥
পুন দেই ঝাঁপ পড়ল যব আকুল
নাভি সরোবর মাহ।
তহি' রোমাবলি ভুজগি সঙ্গ ভয়ে
ত্রিবলিবেণি অবগাহ॥
তাহি ফিরত কত কতহুঁ মনোরথ
দৈবকি গতি নাহি জান।
কিঙ্কিণিজালে পড়ত ভেল সংশয়
গোবিন্দ দাস রস গান॥ ৭৫॥

শ্রীরাগ

মদন কিরাত কুসুমশর দারুণ
বৃন্দাবনবন মাঝ।
তেঁঞি আকুল হরি তোহারি শরণ করি
পরিহরি পৌরুষ লাজ॥
সুন্দরি তুয়া দিঠি অথির সন্ধান।
মনমথ মারিতে জোড়ি নয়নশর
হানল হামারি পরাণ॥ ধ্রু॥
দুহুঁ শরে জর জর জীবন অন্তর
কীয়ে করব নাহি জান।
নিজ যশ চাই রাই অব দেয়বি
অধর সুধারস পান॥
মণিময়হার তরঙ্গিণি তীরহি
কুচ কনকাচলছায়।
ঐছে তপতজনে গোপতে রাখবি তব
গোবিন্দ দাস যশ গায়॥ ৭৬॥

তথারাগ

কনকলতা কিয়ে বিকশল পদুমিনি
কিয়ে মহি বিজুরি উজোর।
কুঞ্জকুটিরে কিয়ে উয়ল হিমকর
হেরইতে আয়লুঁ ভোর॥
সুন্দরি তোহারি চরিত বিপরীতে॥
কাজর গরলহি ভরল নয়নশর
হানলি অন্তর চীতে॥ ধ্রু॥
তব অগেয়ানে কয়লি তুহুঁ ঐছন
অব সুপুরুখ বধ জান।
উচ কুচ চুম্বক সরস পরশ দেই
উদঘাটহ দিঠিবাণ॥

---

[৭৫] মদন (মদনরূপ মকর অথবা মদনের বাহন) মকরের ভয়ে কাতর হইয়া আমার মনমীন তোমার হৃদয়ের মণিময় হার তটিনীর তীরে উছলিয়া ঝাঁপ দিয়া স্তনকুম্ভে পড়িল। সুন্দরি, কুটিল কটাক্ষ সম্বরণ কর। কলসীর মৎসকে বড়সি দিয়া বিঁধিতেছ, এ-তো অতি কঠিন বিপাক দেখিতেছি (মনমীণকে হাত দিয়া তুলিয়া লও না)। (তোমার কটাক্ষভয়ে আমার মনমীন) আকুল হইয়া তোমার নাভিসরোবরে যখন পুনরায় ঝাঁপাইয়া পড়িল, সেখানে আবার রোমাবলী ভুজঙ্গিনীকে দেখিয়া ত্রিবলী বেণীতে ডুব দিল। সেখানে কত কত মনোরথ ফিরিতেছিল। কিন্তু দৈবের গতি কে জানে? শেষে কিঙ্কিণী জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইতেছে। গোবিন্দ দাস রসগান করিতেছেন।

[৭৬] বৃন্দাবনের বনমধ্যে মদন কিরাতের পুষ্পবাণ অতি নিদারুণ। এই জন্যই পৌরুষ লজ্জা ত্যাগ করিয়া আকুল হরি তোমারই শরণ লইল। সুন্দরি, তোমার দৃষ্টির লক্ষ্য স্থির নাই। তাই মদনকে মারিতে যে নয়নবাণ জুড়িয়াছিলে, তাহা আমারই প্রাণকে আহত করিল। দুই বাণে আমার প্রাণ এবং মন জর্জরিত হইয়াছে, কি করিব ভাবিয়া পাইতেছি না। শরণাগতজনকে এইরূপ যাতনা দেওয়া উচিত নয় বলিয়া এখন যদি নিজের যশ চাও, তবে অধর-সুধারস পান করিতে দাও। আর তোমার মণিময় হার তরঙ্গিণীর তীরে কুচকনকপর্বতের ছায়ায় আমার মত তাপিতজনকে গোপনে রক্ষা কর। তাহা হইলেই গোবিন্দ দাস তোমার যশ গান করিবে।

আশাপাশ হাসি দরশায়সি
কতি খণে রাখবি পরাণ।
বিঘটল সময় পালটি নাহি আয়ত
গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ৭৭॥

ধানশী

কাননে কুসুম তোড়সি কাহে গোরি।
কুসুমহি' নিরমিত সব তনু তোরি॥ ধ্রু॥
আনন হেম সরোরহু ভাস।
সৌরভে শ্যাম ভ্রমর মিলু পাশ॥
নয়নযুগল নিল উতপল জোড়।
সহজে শোহায়ল শ্রবণক ওর॥
অপরূপ তিলফুল সুললিত নাস।
পরিমলে জিতল অমরতরুবাস॥
বান্ধুলি মিলিত অধর মাহা হাস।
মুকুলিত কুন্দকুমুদ পরকাশ॥
সব তনু ফুটল চম্পকগোর।
পাণিক তল থলকমল উজোর॥
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমান।
পূজহ পশুপতি নিজ তনু দান॥ ৭৮॥

শ্রীরাধার স্বয়ং দৌত্য

তথারাগ

কাঁহা কুমুদিনী কাঁহা উয়ল হিমকর
কাঁহা কমলিনী কাঁহা সুর।
বাটঘটিত কর পরশন দরশন
পরিবাদহি জগ পুর॥
মাধব দেখ তুহুঁ শ্যামর মেহ।
দূর সঞে গরজি গরজি দরশাওত
ঐছন মোর সিনেহ॥
জগমাহা ভ্রমর পিরীতি বহু মানিয়ে
যো পরিমল রসে ভোর।
ঘন কণ্টকময় কেতকি মধু পিবি
ফিরি ফিরি রহত অগোর॥
বিদগধ আগে মুগধ কুলকামিনী
বচন রচন নাহি জান।
গোবিন্দদাস কহ ধনী বিরমহ জানি
আন কহত হয়ে আন॥ ৭৯॥

---

৭৭ স্বর্ণলতায় কি পদ্মিনী বিকশিত হইল! কিম্বা স্থির বিদ্যুৎ পৃথিবীকে উজ্জ্বল করিল! অথবা কুঞ্জকুটীরে কি চন্দ্র উদিত হইয়াছে! মুগ্ধ হইয়া তাহাই দেখিতে আসিলাম। সুন্দরি, বিপরীত তোমার চরিত্র। কাজল গরলভরা নয়নবাণে আমার প্রাণ ও মন (অথবা অন্তর) বিদ্ধ করিলে (অর্থাৎ দূর হইতে আমার চিত্তে আঘাত হানিলে)! অবশ্য অজ্ঞানে (না জানিয়া) ঐরূপ করিয়াছ। এখন সুপুরুষ বধ হইতেছে জানিয়া উচ্চ কুচচুম্বকের সরস স্পর্শ দিয়া নয়নবাণ উদ্ঘাটন কর (তুলিয়া লও) । হাসিয়া আশাপাশ (ফান্দ) দেখাইতেছ। (কিন্তু আশায় তো প্রাণ বাঁচিবে না) কতক্ষণে (আলিঙ্গন দিয়া) প্রাণ রক্ষা করিবে। সময় (সুযোগ) চলিয়া গেলে ফিরিয়া আসে না। গোবিন্দ দাস তাহার প্রমাণ।

৭৮ গৌরাঙ্গিণি, বনে কি জন্য ফুল তুলিতেছ? তোমার সর্ব্বাঙ্গ ফুল দিয়াই নির্ম্মিত। বদনকান্তি যেন স্বর্ণপদ্ম, তাই তো সৌরভে শ্যাম ভ্রমর নিকটে আসিয়াছে। নয়নযুগল নীলপদ্ম, সহজেই কর্ণপ্রান্ত পর্য্যন্ত শোভিত করিয়াছে। সুললিত নাসিকা অপরূপ তিলফুল। তোমার অঙ্গগন্ধে পারিজাত সুবাস পরাজয় মানিয়াছে। বান্ধুলী মিলিত অধরের যে হাসি, তাহাতে কুন্দকোরক (দন্তরাজি) ও কুমুদ প্রকাশ পাইতেছে। তোমার সর্ব্বদেহই ফুটন্ত চাঁপার মত গৌর। করতল উজ্জ্বল স্থলকমল। অতএব গোবিন্দ দাস অনুমান করিতেছেন, নিজ দেহ দিয়া পশুপতির (এক অর্থে মহাদেব, অপর অর্থে শ্রীকৃষ্ণ) পূজা কর।

৭৯ কুমুদিনী কোথায়, আর কোথায় চন্দ্র। কোথায় পদ্মিনী, আর কোথায় সূর্য্য? পথ ঘটিত (পথের মাঝে) কর স্পর্শ (কিরণের স্পর্শ) আর চোখের দেখা, তাহাতেই কলঙ্কে জগৎ ভরিয়া গেল। দেখ মাধব, তুমি তো শ্যামল মেঘ, দূর হইতে গর্জ্জন করিয়া (বাঁশী বাজাইয়া অথবা সরস কথা কহিয়া) প্রেম জানাইতেছ। ঐ রকমই তো ময়ূরের প্রীতি। (মেঘ দেখিলেই ময়ূর নাচিয়া গাহিয়া মাতিয়া উঠে, কিন্তু আর কোন সম্বন্ধ নাই) জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভ্রমরের প্রীতিকেই বহুমান জানাই, যে মধুগন্ধে মাতিয়া ঘন কণ্টকে ঘেরা কেতকীকে ফিরিয়া ফিরিয়া আগুলিয়া রাখে। তুমি সুরসিক, তোমার আগে আমি মুগ্ধা কুলকামিনী বচন রচনার কি জানি। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন ধনি, ক্ষমা দাও। কি জানি এক বলিতে অন্য রকম হয়।

ধানশী

মুরলী মিলিত অধর নব পল্লব
গাওত কত কত রাগ।
কুলবতি হোই মন্দির ছোড়ি আয়লু
সহই না পারি বিরাগ॥
মাধব তোহি কি শিখায়ব গান।
গৌরি আলাপি শ্যাম নট সঞ্চরু
তব তুহে˚ বিদগধ মান॥ ধ্রু॥
মুরলি ছোড়ি অছু মধুর আলাপবি
তেসর জন জনি জান।
কণ্ঠহি কণ্ঠ মেলি অব সমুঝিয়ে
যতি খণে হোত সুঠান॥
নিরজন জানি হৃদয়ে অবধারবি
ঐছন গুণবতি ভাস।
গুণিজন লাজ যৈছে নাহি হোয়ত
কহতহি গোবিন্দ দাস॥ ৮০॥

ভুপালী

পতি অতি দুরমতি কুলবতি নারী।
স্বামি বরত পুন ছোড়ি না পারি॥
তে˚ রূপ যৌবন একু নহ ঊন।
বিদগধ নাহ না হোয়ে বিনি পুণ॥
এ হরি অতয়ে দেখায়বি পন্থ।
পুজব পশুপতি গোরি একন্ত॥ ধ্রু॥
সহজে বধুজন গতিমতি হীন।
ঘর সঞে বাহির পন্থ না চীন॥
না মিলল কোই বনহি˚ বন আন।
অনুসরি মুরলি আয়লু এহি ঠাম॥
আয়লু দূর পুরব নিজ সাধে।
একলি বোলি করহ জনি বাধে॥
তুহু যৈছে গোরি আরাধলি কান।
গোবিন্দ দাস তাহে পরমাণ॥ ৮১॥

---

৮০ মুরলী মিলিত নবপল্লবরূপ অধর ফুৎকারে কত কত (মালবাদি) রাগ (অনুরাগপূর্ণ গীত) গাহিতেছ। বিরাগ সহিতে না পারিয়া (বাহ্য অর্থে রাগরাগিণীর স্বরভঙ্গ অসহ্য হওয়ায়, প্রকৃত অর্থে মুরলীর গানে স্থির থাকিতে না পারিয়া) কুলবতী হইয়া ঘর ছাড়িয়া আসিলাম। মাধব তোমাকে আব কি গান শিখাইব! গৌরী (রাগিণী) আলাপপূর্ব্বক শ্যাম ও নট রাগের বিস্তার করিবে, তবেই তোমাকে কলানিপুণ বলিয়া মানিব (নটবর শ্যাম, গৌরাঙ্গিণী আমার সঙ্গে রসালাপ সঞ্চারেই তোমাকে সুরসিক বলিয়া মানিব)। মুরলী ত্যাগ করিয়া মধুর আলাপ (রাগালাপ, রসালাপ) করিবে, যেন তৃতীয় জন কেহ জানিতে না পারে। (তাহা হইলেই) তোমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া (তোমার গল-লগ্ন হইয়া) যতক্ষণ না সুঠাম হয় বুঝিয়া লইব। নিরঞ্জন জানিয়া (আমাদের মত) গুণবতীর ভাষা (কান্তি) হৃদয়ে অবধারণ (বক্ষে ধারণ) করিবে। যেন গুণিজনের নিকট (সখীগণ সমক্ষে) লজ্জা পাইতে না হয়—গোবিন্দ দাস বলিতেছেন।

৮১ পতি অতি দুর্ম্মতি, তাই বলিয়া স্বামিব্রত (পাতিব্রত্য) তো ছাড়িতে পারি না (অর্থাৎ আমার গৃহস্বামী মন্দবুদ্ধি। কিন্তু আমি কুলাঙ্গনা, তাই বাহিরে কুলধর্ম্ম পালনের ভান করিতে হয়)। তাহাতে আবার আমার রূপ গুণ কোনটাই কম নহে। বিনা পুণ্যে সুরসিক নাথ হয় না (রূপগুণবতীর যোগ্য নায়ক পাওয়া যায় না)। অতএব ওহে হরি, তুমি পথ দেখাও, আমি নির্জ্জনে হরপার্ব্বতীর আরাধনা করি (নির্জ্জনে আমি গৌরী, ব্রজের পশুপালক তুমি, তোমাকে ভজনা করি)। বধূজনেরা সহজেই গতিমতিহীন হয়, ঘর হইতে বাহিরের পথ চিনে না। বনে বনে ঘুরিয়া কাহারো দেখা পাইলাম না। তোমার মুরলীধ্বনির অনুসরণে এখানে আসিলাম (অর্থাৎ বনে জনমানব নাই। এখন মুরলী গান বন্ধ করিয়াছ, সুতরাং এ সময় আর কাহারো এখানে আসিবার আশঙ্কাও নাই। একাকিনী আমি তোমারই নিকটে আসিয়াছি)। সাধ মিটাইব বলিয়া বহু দূরে আসিয়াছি। একাকিনী বলিয়া যেন সে সাধে বাদ সাধিও না (আমাকে গ্রহণ কর, তোমার সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর)। কানাই, তুমি যেভাবে গৌরী আরাধনা করিয়াছ (এখন যেভাবে গৌরী রাধার মিলনাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবে) গোবিন্দ দাস তাহার প্রমাণ।

ইমন কল্যাণ

মঝু মুখ বিমল কমল বর পরিমলে
জানলু তুহু অতি ভোর।
স্বামিক নিয়ড়ে কতহু কর কলরব
না জানি কৈছে দিল তোর॥
দূরে রহু শ্যাম ভ্রমরবর রায়।
স্বামিক সেবন করইতে ঐছন
জানি করহ অন্তরায়॥ ধ্রু॥
এতহু তিয়াসে হোত যব আকুল
কী ফল মন্দিরে গুঞ্জ।
তাহি চলহ যাহাঁ কুসুম বিথারল
মঞ্জুল মাধবি কুঞ্জ॥
এতহু সঙ্কেত কয়ল যব কামিনি
কানু চলল সোই ঠাম।
গোপ-গোঙার ভ্রমর বলি খোজত।
গোবিন্দ দাস রস গান॥ ৮২॥

শ্রীরাধার প্রশ্ন

পাপ চকোর চান্দ বলি ধাবই
মধুকর কমলিনী ভানে।
আঁচরে ঝাঁপি বদন তেঁঞি পুছমো
তোহে পর পুরুষক ঠানে॥
মাধব মঝু মনে এ বড়ি সন্দেহ।
কি ফল জগমন মনমথ বিক্ষয়ে
কাঁহা পুন তাকর গেহ॥
বিক্ষয়ে বহু মন কি করয়ে সো পুন
কৈছে কুসুমশর জ্বালা।
কৈছে জুড়ায়ত একহি না জানিয়ে
জনি কহ মৃগাধিনী বালা॥
সহচরি মেলি হাসি মুখ মোড়ই
উতর না দেয়ই কোই।
গোবিন্দদাস মোহে উপদেশল
অতএ পুছত মো তোই॥ ৮৩॥

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর

তুয়া মুখ চন্দ কোটি জিনি শোভিত
লোভিত কানু চকোর।
ও মুখ কমলে চপল মন বুরল
তাহে ভ্রমত অলিজোড়॥
সুন্দরি উপেখবি দারুণ লাজ।
মনমথ মন্ত্র পঢ়ায়ব নিরজনে
ইথে বিধি মিলায়ল কাজ॥
গিরিবর তুঙ্গ রঙ্গে তুহু অভিসর
মদন গেহ দরশাব।
যাঁহা মনমথ বর রহত নিরন্তর
মলয়ানিলগণ ধাব॥
বদনক চীর থীর কর সুন্দরি
হৃদি উদ্ঘাটহ বাণ।
দুঁহুক হৃদয় অব এক করি জোড়ব
গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ৮৪॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য

বিপরীত সম্ভোগ

ধানশী

মঝু পদ দংশল মদনভুজঙ্গ।
গরলহি ভরল অবশ ভেল অঙ্গ॥
তুহু যদি সুন্দরি করসি উপায়।
মুধগল জন তব জীবন পায়॥ ধ্রু॥
পহিলহি ঝারবি দীঠি পসারি।
করে কর পঞ্জনে ভাব সম্ভারি॥
শ্রমজল অঙ্গহি করবি বিথার।
কুচযুগকলসে করবি পানিসার॥
খর নখরঞ্জনি তুয়া নখ মানি।
ঝারবি নিরবিষ উর পর হানি॥

---

৮২ জানিলাম, আমার বিমল মুখ-কমলের সুগন্ধে তুমি অতি মুগ্ধ হইয়াছ। কি তোমার ইচ্ছা, স্বামীর নিকটে কত কলরব করিতেছ। কৃষ্ণ ভ্রমর দূরে থাক। কি জানি এইরূপে স্বামি-সেবার বিঘ্ন ঘটাইবে। এত পিপাসাতেই যদি আকুল হইয়া থাক, মন্দিরে গুঞ্জন করিয়া কি ফল! যেখানে পুষ্পশোভিত মাধবী কুঞ্জ, সেখানে কেন যাও না? কামিনী (রাধা) যখন এইরূপে সঙ্কেত করিল, কানু সেখানেই চলিয়া গেল। গোপের গোঙার (অজ্ঞান) ভ্রমরকে খুঁজিতে লাগিল। গোবিন্দ দাস রস গাহিতেছেন।

যতনে অধর ধরি অধররস দেবি।
অধরক দংশে অধরবিষ নেবি॥
রজনি উজাগরি রহবি আগোরি।
গোবিন্দদাস গুণ গাওব তোরি॥ ৮৫॥

কুঞ্জমিলন

কামোদ

সুন্দরি তুরিতহিঁ করহ পয়ান।
সবহুঁ তিরিথফল স্বামি-সুমঙ্গল
ভানুক কুণ্ডে সিনান॥ ধ্রু॥
ঐছন বচন কহল যব সো সখি
গুরুজনে অনুমতি মাগি।
বহু উপহার সুকর্পূর চন্দন
লেওল ভানুক লাগি॥
সবহুঁ সখী মেলি দেই হুলাহুলি
চলতহিঁ পন্থক মাঝ।
সো বরসুন্দরি করি পথ চাতুরি
মিলায়ল নাগররাজ॥
রাইক বদনচান্দ হেরি মাধব
পূরল সব অভিলাষ।
দুহুঁ দরশনে দুহুঁ আরতি নব নব
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥ ৮৬॥

শ্রীরাধাকুণ্ডে জলক্রীড়া

ধানশী

নাহি উঠিল দোঁহে কুণ্ডক তীর।
তনু তনু লাগল পাতল চীর॥
অঙ্গে বনায়ল নব নব বেশ।
কুঞ্জক মাঝে করল পরবেশ॥
বিবিধ মিঠাই কতহুঁ উপহার।
ভোজন করু তহিঁ কত পরকার॥
রাইক যতনে সোই শ্যামরায়।
বহুবিধ ভুঞ্জল হরিষ-হিয়ায়॥
যো কছু শেষ রহল পুন থারি।
সখি সঞে ভোজন করল বরনারি॥
তাম্বূল খাই শয়ন দুহুঁ কেল।
আলসে আকুল দোঁহে নিন্দ গেল॥
সখিগণ তাহিঁ শয়ন করু কুঞ্জে।
কুসুমশেজ রচিত রসপুঞ্জে॥
নিতি নিতি ঐছন দুহুঁক বিলাস।
বীজন করতহিঁ গোবিন্দদাস॥ ৮৭॥

অনুরাগে কুণ্ডে মিলন

কামোদ

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ করকমলে চরণযুগ মোছই
হেরই চির থির আঁখি॥
পিরীতি মুরতি অধিদেবা।
যাকর দরশনে সব দুখ মীটল
সেই আপনে করু সেবা॥
হিমকর শীতল নীরহি তীতল
করতলে মাজই মুখ।
সজল নলিনিদলে মৃদু মৃদু বীজই
পুছই পন্থকি দুখ॥
আঙ্গুলে চিবুক ধরি বদনে তাম্বূল পূরি
মধুর সম্ভাষই কান।
গোবিন্দদাস ভণ নিতি নব নৌতুন
রাইক অমিয়া সিনান॥ ৮৮॥

---

৮৫ মদন ভুজঙ্গ আমার পদে দংশন করিয়াছে। বিষে পূর্ণ অঙ্গ অবশ হইয়া গেল। সুন্দরি, তুমি দি উপায় কর, তবে এই মৃতজন জীবন পায়। প্রথমে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ঝাড়িবে। পরে হাতে হাতে রিয়া ভাব সঞ্চারিত করিয়া দিবে। অঙ্গে শ্রমজল বিস্তার করিবে। স্তনকলস দুইটীতে পানিসার করিবে। তামার খর নখগুলি নরুণের মত। সেই নখ আমার বক্ষে হানিয়া নির্বিষ করিয়া তুলিবে। যত্নে অধর রিয়া অধররস দিবে। অধর দংশন করিয়া অধরের বিষ তুলিয়া লইবে। রাত্রি জাগিয়া (আমাকে জাগাইয়া) াগুলিয়া থাকিবে (সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে ঘুমাইতে দেওয়া হয় না)। গোবিন্দ দাস তোমার গুণগান করিবেন।

কেদার

পেখলুঁ রে সখি যুগল কিশোর।
কালিন্দিতীর নিকুঞ্জক ওর॥ ধ্রু॥
নব নব রূপ নিরুপম লাবণি
মরকত কাঞ্চন কাঁতি।
নারি পুরুখ দুহুঁ লখই না পারিয়ে
অছু পরিরম্ভণ ভাতি॥
ঘন ঘন চুম্বনে লুবধ বদন দুহুঁ
বিগলিত স্বেদ উদবিন্দু।
হেরি হেরি মরম ভরমে পরিপূরল
কো বিধুমণি কো ইন্দু॥
সিন্দুর অরুণ চন্দন বিধুমণ্ডল
সঘনে উদিত অব মেলি।
গোবিন্দদাস কহই ইহ অপরূপ
রাধামাধব কেলি॥ ৮৯॥

সম্ভোগ

তথারাগ

দেখ রাধামাধবমেলি।
মুরতি মদনরসকেলি॥
ও নব জলধরঅঙ্গ।
ইহ থিরবিজুরিতরঙ্গ॥
ও বর মরকত ঠান।
ইহ কাঞ্চন দশবাণ॥
ও মত্ত মধুকররাজ।
ইহ নব পদুমিনি সাজ॥
ও নব তরুণতমাল।
ইহ হেমযূথি রসাল॥
ও মুখ চান্দ উজোর।
ইহ দিঠি লুবধ চকোর॥
অরুণ নিয়ড়ে পূণ চন্দ।
গোবিন্দ দাস রহুঁ ধন্ধ॥ ৯০॥

ভূপালী

রাধাবদন হেরি কানু আনন্দ।
জলনিধি উছলই হেরইতে চন্দ॥
কতহুঁ মনোরথ কৌশল কতরি।
রাধা কানু কুসুমশর সমরি॥
পুলকে পুরল তনু হৃদয় উলাস।
নয়ন ঢুলাঢুলি আধ আধ হাস॥
দুহুঁ অতি বিগদধ অতুলন লেহা।
রস আবেশে বিছুরল নিজ দেহা॥
হার টুটল পরিরম্ভণ বেলি।
মৃগমদ চন্দন সব দূরে গেলি॥
খসল কুসুম কেশ দুহুঁ অতি ভোর।
নীলমণি কাঞ্চনজড়িত উজোর॥
গোবিন্দদাস কহয়ে রাধা কান।
শোভে দশবাণ জিনিয়া পাঁচবাণ॥ ৯১॥

যুগল মিলন

সিন্ধুড়া

জলদহি জলদ বিজুরি দিঠি তাপক
মরকত কনয় কঠোর।
এ দুহুঁ তনুমন নয়ন রসায়ন
নিরুপম নওল কিশোর॥
দেখ (সখি) রাধামাধবভাতি।
কো বিহি নিরমিল কোন ঘটাওল
শ্যামর গোরি সঙ্গাতি॥
যব দুহুঁ দুহুঁ ধরি নয়ন অঞ্জলি ভরি
আন আন পিবইতে চাহ।
তনু তনু পৈঠত সঘন আলিঙ্গনে
কৈছে হোয়ব নিরবাহ॥
আরতি অধর সুধারস পিবি পিবি
দুহুঁক পিরীতি উনমাদ।
গোবিন্দদাস কহ অধিক রসাবেশে
কিয়ে না করু পরমাদ॥ ৯২॥

৯২ জলদ তো জলদই (মাত্র জলই দান করে, তাহাও চাহিলেই পাওয়া যায় না)। বিজলী তো চক্ষে জ্বালা ধরায়। মরকত এবং সোনা নীরস কঠিন। যুগল কিশোর কিশোরী নবীন নিরুপম। এই দুই-

কেদার

রতিরস ছরমে শ্যাম হিয়ে শ্তলি
শরদ ইন্দ্মুখি বালা।
মরকত মদনে কোই জন্ পুজল
দেই নব চম্পকমালা॥
শ্যামবয়ন পর বয়ন বিরাজই
উর পর কুচযুগ সাজে।
কনককুম্ভ জন্ উলটি বৈসায়ল
মদনমহোদধি মাঝে॥
জোড়ল তন্মন ভুজে ভুজে বন্ধন
অধরহি' অধর মিশান।
বেঢ়ল মৃণালে হেম নিলমণি জন্
বান্ধুলি যুগ এক ভান॥
ঘন সঞে দামিনি দুকুলে দুকুল জন্
দুহুঁ জন এক পটবাস।
চরণ বেঢ়ি চারু অরুণ সরোরুহ
মধুকর গোবিন্দদাস॥ ৯৩॥

তথারাগ

চললহি মন্দিরে নওল কিশোরি।
হেরইতে হরিমুখ অলস বিলোচন
চেতন রতন চোরায়লি গোরি॥
ঝামর বদন শ্যামঘনচুম্বনে
প্রাতর ধূসর শশধর কাঁতি।
চম্পকমাল ললিতকরে বারই
পরিমলে লুবধল মধুকরপাঁতি॥
বিগলিত কেশ বেশ সব খণ্ডিত
নখপদমণ্ডিত হৃদয় নেহারি।
পীত বসনে চমকি তন্ ঝাঁপই
রসআবেশে চলু চলই না পারি॥
লহু লহু হাসি সম্ভাষই সহচরি
সচকিত লোচনে দশ দিশ চাই।
গোবিন্দদাস কহই জনি গুরুজন
জাগব চলহ তুরিতে ঘর যাই॥ ৯৪॥

রসোদ্গার

সখীর উক্তি

সুহই

সজনী কি কহিব রাইক সোহাগি।
যাকর দেহলি বদরি-কোরে হরি
রজনি পোহায়ল জাগি॥ ধ্রু॥
কোকিল সম হরি সঙ্কেত রবইতে
দ্বার খসাইতে রাধা।
কঙ্কণ ঝণকিতে গুরুজন জাগল
পড়ি গেও দারুণ বাধা॥
ননদিনি কহ ধনি কো বাহিরায়ত
ভীতপুতলি সম দেহা।
লোরে মিটায়ল পীন পয়োধর
মৃগমদ কুঙ্কুমরেহা॥

জনের দেহ মন এবং নয়নের রসায়ন। সখি রাধামাধবের শোভা দেখ। কোন্ বিধি ইহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছে, এই শ্যাম গৌরীর মিলন কে ঘটাইল? যখন দুইজনে দুইজনকে ধরিয়া নয়নাঞ্জলি ভরিয়া একে অন্যকে পান করিতে চাহে, তখন সঘন আলিঙ্গনে দুই দেহ একসঙ্গে মিশিয়া যায়, তাহা হইলে কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে (পরস্পরের আশা মিটিবে)। আসক্ত অধরে অমৃতরস পান করিয়া করিয়া দুই-জনেই প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন অধিক রসাবেশে কি প্রমাদই না ঘটায়!

[৯৩] রতিরস পরিশ্রমে শারদচন্দ্রমুখী বালা (রাধা) শ্যামচাঁদের বক্ষে শয়ন করিলেন। যেন কেহ মরকত নির্ম্মিত মদন প্রতিমাকে চম্পক মালা দিয়া পূজা করিল। শ্যামের বদনে রাধাবদন, শ্যামবক্ষে শ্রীরাধার স্তনযুগলের শোভা। যেন মদন মহাসমুদ্রে স্বর্ণকুম্ভ উলটিয়া বসাইয়াছে। তনু মন এক জোড়, ভুজে ভুজে বাঁধা। অধরে অধর মিশিয়াছে। যেন মৃণালে স্বর্ণ এবং নীলমণিকে বেড়িয়াছে। বান্ধুলী যুগলেরও একই অবস্থা। নীলাম্বর এবং পীতাম্বর মেঘের সঙ্গে বিদ্যুতের মত মিলিয়াছে। দুইজনের একই গাত্রাবরণ। (নীলকমলরূপ শ্যাম) চরণে (মিলিত শ্রীরাধার) সুন্দর রক্তপদ্ম পদযুগলের মধুকর গোবিন্দ দাস।

বিঘটি মনোরথ আন চলল হরি
তাঁহি দুহুঁ সঙ্কেত রাখি।
কুসুমহার অরু মুকুলিত সরসিজ
গোবিন্দদাস এক সাখী॥ ৯৫॥

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি

ধানশী

ঘনরসময় তনু অন্তর গহীন।
নিমগন কতহুঁ রমণিমনমীন॥
শ্রবণে মকর গিমে কম্বু বিরাজ।
হিয় মাহা লখিমি মিলিত মণিরাজ॥
এ সখি শ্যামসিন্ধু করি চোর।
কৈছে ধয়লি কুচকনয়কটোর॥ ধ্রু॥
যছু মুখ চাঁদ সুধাময় হাস।
গরলহি ভরল নয়নপরকাশ॥
অধর পঙার দশন মণিমোতি।
রোচন তিলক মৈনাকক জোতি॥
সুরতরু কুসুম সুগন্ধ নিবাস।
চূড়া জলদ পিঞ্জ ধনুভাস॥
গতি গজরাজ চরণ অরবিন্দ।
নখমণি নীছনি দাস গোবিন্দ॥ ৯৬॥

তথারাগ

কুটিল কটাখ বিশিখ ঘন বরিখনে
দূরে করি বিবিধ তরঙ্গ।
নিজ তনু ঔষধি সরস পরশ দধি-
লেপে থকিত করু অঙ্গ॥
সুন্দরি পীতাম্বরি তুহুঁ ভেলি।
একলি হিলোলি শ্যামরস সায়র
সবহুঁ সার হরি লেলি॥ ধ্রু॥
দুরঅবগাহ অন্তর মাহা মন্থর
মদনকমঠ অবগাহি।
উচকুচমন্দর হারভুজগবর
মেলি মথন নিরবাহি॥
অধর সুধা প্রিয় প্রেম লছমি হিয়
বাহিরে নখপদ চন্দ।
প্রতি তনু ভাব রতনে পরিপূরল
গোবিন্দদাস রহু ধন্দ॥ ৯৭॥

---

৯৫ পদটী উজ্জ্বল নীলমণির নিম্নোক্ত শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ—

সঙ্কেতীকৃত কোকিলাদি নিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো।
দ্বারোন্মোচনলোলশঙ্খবলয়ক্বাণং মুহুঃ শৃন্বতঃ।
কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্‌ভ জরতী বাক্যেন দূনাত্মনো
রাধাপ্রাঙ্গণ কোণকোলিবিটপিক্রোড়ে গতাশর্ব্বরী॥

শ্লোকে জরতী আছে, পদে ননদিনী রহিয়াছে।

শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের কোকিলরবে সঙ্কেত, শ্রীরাধার দ্বারোন্মোচন, উভয় কার্য্যেই উভয়ের উৎকণ্ঠা, রজনী জাগরণ, প্রচ্ছন্ন অভিসার, উভয়ের হর্ষোদয়, পরে জরতী বাক্যে হর্ষপ্রশমন ও শঙ্কা, মিলনের দুর্ঘটতা, বিঘ্ন, তজ্জন্য বিষাদ উৎকণ্ঠাদি প্রকাশ পাইতেছে। পদের বৈশিষ্ট্য—শ্রীরাধার নয়নজলে পীনপয়োধরের মৃগমদ কুমকুম রেখা বিলুপ্ত হইল। আর শ্রীকৃষ্ণ দুইটী সঙ্কেত রাখিয়া গেলেন। কণ্ঠের কুসুম মাল্য রাখিবার উদ্দেশ্য শ্রীরাধা মাল্যস্পর্শে সান্ত্বনা লাভ করিবেন। অথচ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়সন্তাপ এবং শ্রীরাধাকে বক্ষে ধারণের সঙ্কেতও বুঝিতে পারিবেন। আর মুকুলিত পদ্ম রাখিবার উদ্দেশ্য—(রাত্রেই পদ্ম মুদিত হয়) আগামী রাত্রে শ্রীরাধা অভিসার করিবেন। মাল্যগ্রথিত কুসুমে কুঞ্জের সঙ্কেত পাইবেন।

৯৬ তনু ঘন রসময়, অন্তর অগাধ। (সেই রসেভরা গহন অন্তরে) কত রমণীমনোমীন ডুবিয়াছে। (আর উঠিতে পারে নাই)। সেই রসসিন্ধুর শ্রবণে মকর (মকরাকৃতি কুণ্ডল) ও কণ্ঠে শঙ্খ (শঙ্খসদৃশ গ্রীবা) এবং হৃদয়ে কমলা ও রত্নশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভ বিরাজ করিতেছে। ওগো সখি, এ হেন শ্যাম সমুদ্রকে চুরি করিয়া নিজের উন্নত স্বর্ণ কটোরায় ধরিয়া রাখিলি! (সমুদ্রে চন্দ্র আদি আছে) শ্যাম সিন্ধুরও চাঁদমুখে সুধামর হাসি আছে, কটাক্ষে গরল আছে, অধরে প্রবাল, দশনে মণিমুক্তা, গোরোচনা-তিলকে মৈনাক-জ্যোতি, অঙ্গগন্ধে পারিজাতকুসুম, চূড়ায় কেশরূপ জলদের উপর ময়ূরপুচ্ছরূপ ইন্দ্রধনু, গমনে ঐরাবত, এবং চরণে পদ্ম রহিয়াছে। গোবিন্দ দাস ঐ চরণের নখমণির নিছনি যাইতেছেন।

৯৭ (শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিতে গিয়া ত্রিরাত্র উপবাসেও সমুদ্রের সাক্ষাৎ না পাইয়া বাণ নিক্ষেপে উদ্যত হইলে সমুদ্র শরণাগত হইয়াছিলেন) সুন্দরি, কুটিল কটাক্ষবাণের ঘন বর্ষণে বিবিধ তরঙ্গ

বিভাস

যো গিরি গোচর বিপিনহি সঞ্চরু
কৃশকটি কর অবগাহ।
চন্দ্রক চারু শটা পরিমণ্ডিত
অরুণ কুটিল দিঠি চাহ॥
সুন্দরি ভালে তুহুঁ হরিণি নয়ানি।
সো চঞ্চল হরি হিয়াপিঞ্জর ভরি
কৈছনে ধয়লি সেয়ানি॥ ধ্রু॥
কত বরদন্তি করহি কর বারত
দশনহি গণ্ড বিদারি।
বল কয়ে খরতর নখরশিখর সঞে
মোতিম বঁনহি বিথারি॥
অধরসুধা দেই পুনহি জিয়ায়ই
পুন নিরমদ করি তেজ।
গোবিন্দদাস ভণ তাক শয়ন পুন
অহর্নিশি কিশলয় শেজ॥ ৯৮॥

শ্রীরাধার উক্তি

বিভাস

নবঘন কিরণ বরণ নব নাগর
মন্দিরে আওল মোর।
লোল নয়নকোণে মদন জাগায়ল
মৃদু মৃদু হাসি বিভোর॥
সজনি কি কহব রজনি আনন্দ।
স্বপনবিলোকন কিয়ে ভেল দরশন
মঝু মনে লাগল ধন্দ॥ ধ্রু॥
উর পর কমলপাণি অবলম্বনে
দূরে করল আনোআন।
নিবিহক বন্ধ বিমোচন নাগর
কি করল কিছুই না জান॥
তৈখনে মদন কুসুমশর হানল
জরজর জীবন মোর।
গোবিন্দ দাস কহ গৌরি আরাধন
বিফল কি যাইবে তোর॥ ৯৯॥

দূর করিয়া, নিজ অঙ্গের সরস স্পর্শলেশরূপ মহৌষধি দধি-দানে (ঐ শ্যাম সমুদ্রকে) স্তব্ধ করিয়াছ। তুমি পীতাম্বরী (সমুদ্র মন্থনের সময় শ্রীকৃষ্ণ যে মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তুমি সেই মোহিনী হইয়াছ, অথবা সম্ভোগান্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তুমি কৃষ্ণের পীতাম্বর পরিধান করিয়া পীতাম্বরী হইয়াছ)। একলা শ্যাম রসসায়র হিল্লোলিত করিয়া তাহার সমস্ত সারবস্তু হরণ করিয়া লইয়াছ। দূরবগাহ (শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে, অপরের বুদ্ধির অগম্য, সমুদ্র পক্ষে দুর্গম, অতলস্পর্শ) অন্তরে (শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে, সমুদ্রের অভ্যন্তরে) চিরস্থির মদনরূপ কূর্ম্ম নিমজ্জিত হইয়াছে। তোমার উচ্চ কুচরূপ মন্দর পর্ব্বত এবং বক্ষোহাররূপ ভুজগশ্রেষ্ঠ এই উভয়ের সাহায্যে (ঐ মদন কূর্ম্মকে আশ্রয়পূর্ব্বক) সমুদ্রমন্থন সম্পাদন করিয়াছ। সমুদ্রমন্থনে তোমার অধরে সুধা, হৃদয়ে প্রেমরূপা কমলা, (স্তনে) নখাঘাতরূপ চন্দ্র এবং প্রতি অঙ্গে স্বেদ-কম্পপুলকাদি ভাবরত্নরাজি লাভ করিয়াছ। (তোমার এই অদ্ভুত লীলায়) গোবিন্দদাস ধান্ধায় পড়িয়াছেন।

৯৮ পর্ব্বতে, গোষ্ঠভূমিতে, বনে যে ক্ষীণকটি (প্রাণীটি—একপক্ষে সিংহ, অন্যপক্ষে কৃষ্ণ) শিকার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়, সুন্দর চন্দ্রকে (সিংহপক্ষে চন্দ্রাকৃতি চিহ্ন, কৃষ্ণপক্ষে ময়ূরপুচ্ছ) শোভিত শটা (সিংহপক্ষে কেশর, কৃষ্ণপক্ষে কুঞ্চিত কেশ) ধারী সে আরক্ত কুটিল কটাক্ষে চায়। সুন্দরি, ধন্যা তুমি, মৃগীলোচনা (এক পক্ষে হরিণী, অন্য পক্ষে মৃগনয়না), চতুরিণী কেমন করিয়া সেই চঞ্চল হরিকে (এক পক্ষে সিংহ, অন্য পক্ষে কৃষ্ণ) হৃদয়পিঞ্জরে আবদ্ধ করিলে? কত বরদন্তী (এক পক্ষে গজশ্রেষ্ঠ, অন্য পক্ষে মুক্তাদশনা নায়িকা) কর দ্বারা (এক পক্ষে শুণ্ড, অন্য পক্ষে হস্ত) যে হরির কর নিবারণ করিলেও (সেই প্রবল হরি) দন্তাঘাতে তাহাদের গণ্ড বিদীর্ণ করিয়া বলপূর্ব্বক খরতর নখর শিখরের আঘাত হানিয়া বনভূমিতে মুক্তাদাম (একপক্ষে গজকুম্ভ বিদারণপূর্ব্বক গজমুক্তা অন্যপক্ষে গণ্ডে দন্তাঘাত ও স্তনে নখাঘাতপূর্ব্বক ছিন্ন বক্ষোহারের মুক্তাসমূহ) ছড়াইয়া ফেলে। সেই হরিকে ক্লান্ত দেখিয়া) অধরসুধা দিয়া একবার সঞ্জীবিত করিতেছ, পুনরায় মদহীন করিয়া ত্যাগ করিতেছ। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন, তাই তো হরি অহর্নিশ কিশলয়শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। (সিংহপক্ষে বৃক্ষচ্ছায়ায় বৃক্ষচ্যুত পল্লব-শয়ন, আর কৃষ্ণপক্ষে তোমার সঙ্গলালসায় কিশলয়-রচিত বিলাসশয্যা)।

৯৯ নবজলধর কিরণবর্ণ নব নাগর আমার মন্দিরে আসিল। লোল কটাক্ষে মদনকে জাগাইল। মত্ত হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। সজনি, রজনীর আনন্দ কি বলিব। স্বপ্ন দেখিতেছি, না সাক্ষাতে

কো রাগিণী

বেণুক ফুকে বুকে মদনানল
কুলইন্ধন মাহা জারি।
দরশ পাণি দুহুঁ পরশে সোহাগল
শ্রমজল জোরণ বারি॥
সজনী কানু সে ছৈল সোণার।
মঝু মনকাঞ্চন আপন প্রেমমণি
জোরি পিন্ধায়ল হার॥ ধ্রু॥
নব অনুরাগ রঙ্গে পুন রঞ্জল
মূল না জানই কোই।
গুরুজননয়ন চৌর ভয়ে ছাপিয়ে
প্রাণ লাখ সম গোই॥
যো রসআগরি বিদগধ নাগরি
হেরতহুঁ তাকর সাধ।
গোবিন্দদাস কহই আনে হেরিলে
জানি হোয়ে পরমাদ॥ ১০০॥

শ্রীগান্ধার

কাজর ভমর তিমির জনু তনুরুচি
নিবসই কুঞ্জকুটীর।
বাঁশিনিশাসে মধুর বিষ উগরই
গতি অতি কুটিল অধীর॥
সজনী কানু সে বরজ ভুজঙ্গ।
সো মঝু হৃদয় চন্দন রুহে লাগল
ভাগল ধরম বিহঙ্গ॥ ধ্রু॥
লোচনকোণে পড়ত যব নাগরি
রহই না পারই থীর।
কুঞ্চিত অরুণ অধরে ধরি পীবই
কুলবতি বরত সমীর॥
এক অপরূপ নয়নবিষ তাকর
মেটয়ে দশনক দংশে।
ও বিষঔষধ বিষ অবধারল
গোবিন্দদাসু পরশংসে॥ ১০১॥

তথারাগ

বেণুক শবদ দূত মঝু অন্তর
পৈঠল শ্রবণক বাট।
হৃদিমাহা ধৈরয অর্গল তোড়ল
উঘারল কুল কবাট॥
সখি, কানু সে বরজ বাটোয়ার।
মঝু মন গৃহপতি নিজ জোরে বাঁধল
কছু নাহি কয়ল বিচার॥

দেখিতেছি আমার মনে ধাঁধা লাগিল। আমার বক্ষে করকমল অর্পণে নাগর সেই সন্দেহ (স্বপ্ন না সাক্ষাদ্দর্শন) ভঞ্জন করিয়া দিল। নাগর কটির বসন বিমোচনপূর্ব্বক কি করিলেন কিছুই জানিতে পারিলাম না। (রসাবেশে চেতনা হারাইলাম) সেই সময়েই মদন কুসুমবাণ নিক্ষেপ করিলেন। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন, তোর গৌরী আরাধনা কি বিফলে যাইবে? (তুমি যোগ্য নায়ক লাভের জন্য যে গৌরী আরাধনা করিয়াছিলে, তাহাতো নিরর্থক হইবার নহে)।

১০০ বেণুর ফুঁকে (শ্রীকৃষ্ণপক্ষে বংশীরবে, স্বর্ণকার পক্ষে বাঁশের চোঙ্গার ফুঁকে) কুলইন্ধন (কুলরূপ জ্বালানী কাঠের, কুল কাঠের অঙ্গারের) সংযোগে মদনানল জ্বালাইল। দৃষ্টি এবং হস্ত উভয়ের স্পর্শ সোহাগে (সোহাগে-ভরা সম্ভোগজনিত) শ্রমজল জোরণ (যুক্ত করিবার আসক্ত অনুরক্ত করিবার পাইন) বারি করিল। সজনি, কানু ধূর্ত্ত স্বর্ণকার। আমার মনরূপ কাঞ্চনে আপনার প্রেমমণি যুক্ত করিয়া আমাকে হার পরাইল। পুনরায় নব অনুরাগের রঙ্গে তাহা রঞ্জিত করিল, কেহ মূল্য জানে না। গুরু-গণের নয়নরূপ চোরের নিকট হইতে লক্ষ প্রাণের মত গোপনে রাখিয়াছি। রসে অগ্রগণ্যা রসিকা নাগরীই যেন (এই স্বর্ণকারকে) দেখিতে সাধ করে। গোবিন্দ দাস কহিতেছেন অন্যে দেখিলে কি জানি প্রমাদ হইবে।

১০১ যেন কাজল, ভ্রমর এবং অন্ধকারের মত দেহলাবণ্য। কুঞ্জকুটীরে বাস করে। বাঁশীর নিশ্বাসে মধুর গরল উগারে, গতি চঞ্চল এবং অতি কুটিল। সজনি, কানু ব্রজের ভুজঙ্গ (সর্প, অপর অর্থে নাগর)। সে আমার হৃদয়রূপ চন্দন বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরিল। ধর্ম্মরূপ পক্ষী পলাইয়া গেল। যখন কোন নাগরী তাহার নয়ন কোণে পড়ে, স্থির থাকিতে পারে না। (সেই ভুজঙ্গ) কুলবতীগণের কুলব্রতরূপ পবন কুঞ্চিত অরুণ অধরে ধরিয়া পান করে। একটা বড় আশ্চর্যজনক ব্যাপার, তাহার নয়নের বিষ দশন-দংশনে নিবারিত হয়। জানিলাম ঐ বিষের ঔষধ বিষ। গোবিন্দ দাস (ঐ বিষের) প্রশংসা করিতেছেন।

তৈখনে মদন সদন আসি ঘেরল
বাঁধল ধরম রাখোয়াল।
ধন মান যৌবন সব হরি লেয়ল
উজোরি প্রেম উজিয়াল॥
সরবস লেই পালটি যব যায়ব
গৃহ মাহা দেয়ল আগি।
গোবিন্দদাস দূরহি দূর কাঁপই
সরম ভরম ভয় ভাগি॥ ১০২॥

ধানশী

পহিলহি কূল তূল সম উয়ল
যাকর বেণুক ফুকে।
ধরম করম মতি ভরম সরিখ ভেল
নারি গারি সম দুখে॥
সজনি কিয়ে হাম করব উপায়।
হেরইতে সো কানু আপনি আপন তনু
কাহে করত অন্তরায়॥ ধ্রু॥
নয়নহি নিন্দউ নিন্দ নাহি হেরই
হানল ফুলশর বাণ।
যত পরমাদ কহই না পারিয়ে
গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ১০৩॥

সুহই

হৃদয়মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেমপ্রহরি রহু জাগি।
গুরুজনগৌরব চৌরসদৃশ ভেল
দূরহি দূরে রহু ভাগি॥
সজনি এত দিনে ভাঙ্গল ধন্দ।[১]
কানু অনুরাগ ভুজঙ্গে গরাসিল
কুল দাদুরি মতি মন্দ॥ ধ্রু॥
আপনক চরিত আপে নাহি সমুঝিয়ে
আন করত হোয় আন।
ভাবে ভরল মন পরিজন বাঁচিতে
গৃহপতি শপতিক ঠান॥
নয়নক নীর থীর নাহি বান্ধই
না জানিয়ে কিয়ে ভেল আঁখি।
যত পরমাদ কহই নাহি পারিয়ে
গোবিন্দদাস এক সাখী॥ ১০৪॥

---

[১০২] বেণুধ্বনিরূপ দূত আমার শ্রবণপথে অন্তরে প্রবেশ করিল। হৃদয় মধ্যে ধৈর্য্য খিল খুলিয়া কুলের কবাট অবারিত করিয়া দিল। সখি, কানাই ব্রজের বাটপার (পথিকের সর্ব্বস্বচোর) আমার মনরূপ গৃহপতিকে নিজ জোরে বাঁধিল, কিছু বিচার করিল না। তখনই মদন আসিয়া গৃহ ঘেরিয়া ফেলিল। ধরম রাখোয়ালকে (ধর্মরূপ গৃহরক্ষককে) বন্ধন করিল। প্রেম মশাল জ্বালিয়া (অন্ধকার গৃহ আলোকিত করিয়া) ধন মান যৌবন সব চুরি করিয়া লইল। সর্ব্বস্ব লইয়া যখন ফিরিয়া যাইবে, ঘরে আগুন লাগাইয়া দিল। (প্রেমই আমার গৃহ হইল।) গোবিন্দ দাস দূর হইতে দূরে থাকিয়া কাঁপিতেছেন, সরম ভরম ভয়ে পলাইয়া গেল।

[১০৩] যাহার বেণুর ফুৎকারে (বংশীধ্বনিতে) প্রথমেই কুল তূলার সমান উড়িয়া গেল, ধর্ম্ম কর্ম্ম মতিভ্রম সদৃশ হইল, নারী কথাটি গালির মতো দুঃখজনক হইয়াই রহিল, সজনি, আমি তাহার কি উপায় করিব? সেই কানুকে দেখিতে আমার আপন দেহই কেন অন্তরায় হয় (দেহে পুলক, নয়নে পলক আদি বাধা ঘটায়)। নয়নের নিন্দা করি (কেন কৃষ্ণকে দেখিল), নয়ন আর নিদ্রাকেও দেখে না (নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে); (মদনের নিন্দা করিয়াছিলাম) মদন বাণ হানিয়াছে। যত প্রমাদ, কহিতে পারি না, গোবিন্দ দাস প্রমাণ।

[১০৪] ১। সজনি এতদিনে ধান্দা গেল (সন্দেহ ঘুচিল)। কানু-অনুরাগরূপ সর্প মন্দমতি কুলরূপ-ভেককে গ্রাস করিল। আপনার চরিত্র আপনি বুঝিতে পারি না। এক করিতে অন্যরূপ হয়। মন ভাবে পূর্ণ হইল। পরিজনগণের নিকট পরিত্রাণ লাভের উপায় স্বরূপ গৃহপতি কেবল শপথের স্থান হইয়া রহিল (দিব্য গালিবার সময় তাহারই মাথা খাই)। নয়নের নীর স্থির মানে না। জানিনা চোখে আমার কি হইল। যত প্রমাদ, কহিতে পারি না, একমাত্র গোবিন্দ দাস সাক্ষী।

শ্রীরাধার প্রেমবৈচিত্ত্য

কেদার

শ্যামক কোরে যতনে ধনি শুতল
মদন আলসে দুহুঁ ভোর।
ভুজে ভুজে বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন
জনু কাঞ্চন মণি জোড়॥
কোরহি শ্যাম চমকি ধনি বোলত
কবে মোহে মীলব কান।
হৃদয়ক তাপ তবহি' মঝু মীটব
অমিয়া করব সিনান॥
সো মুখমাধুরি বঙ্ক নেহারই
সোঙরি সোঙরি মন ঝুরে।
সো তনু সরস পরশ যব পাওব
তবহি' মনোরথ পূরে॥
এত কহি সুন্দরি দীঘ নিশাসই
মুরছিত হরল গেয়ান।
আকুল রাই শ্যাম পরিবোধই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ১০৫॥

বিহাগড়া

রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাহাঁ গেও প্রাণনাথ মোর॥
জানলুঁ রে সখি প্রেম অগেয়ান।
নাগর কোরে নাগরি নাহি জান॥
মুরছলি নাগর মুরছলি রাই।
বিরহে বেয়াকুল কুল না পাই॥
দারুণ বিরহে না হেরই তায়।
সহচরি চিত্রপুতলি সম চায়॥
ঐছন হেরইতে রাইক রীত।
গোবিন্দদাস চিত সচকিত॥ ১০৬॥

তথারাগ

রসবতি বৈঠি রসিকবর পাশ।
রোই কহই ধনি বিরহ হুতাশ॥
আর কি মিলব মোহে রসময় শ্যাম।
বিরহজলধি কত প'ওরব হাম॥
নিকটহি নাহ না হেরই রাই।
সহচরি কত পরবোধই তাই॥
কানু চমকি তব রাই করু কোর।
গোবিন্দদাস হেরি ভেল ভোর॥ ১০৭॥

বিহাগড়া

নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
কুঞ্জে শুতলি ভুজপাশে।
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরি
দারুণ বিরহ হুতাশে॥
এ সখি আরতি কহনে না যাই।
আঁচলক হেম আঁচলে রহু যৈছন
খোঁজি ফিরত আন ঠাঁঞি॥ ধ্রু॥
কাহাঁ গেও সো মঝু রসিক সুনাগর
মোহে তেজল কঁথি লাগি।
কাতর হোই মহীতলে লুঠই
মদনদহনে রহু জাগি॥
রাইক বিরহে কানু ভেল সচকিত
বয়ানে বাণি নাহি ফুর।
প্রিয় সহচরি লেই করে কর বান্ধই
গোবিন্দদাস রহু দূর॥ ১০৮॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্ত্য

সুহই

আর কিয়ে কনক কষিল তনু সুন্দরি
দরশ পরশ মঝু হোয়।
উর পর পাণি হানি খিতি শুতল
আকুলকণ্ঠে ঘন রোয়॥
সজনি না বুঝিয়ে প্রেমতরঙ্গ।
রাইক কোরে চমকি হরি বোলত
কব হব তাকর সঙ্গ॥ ধ্রু॥
আর কিয়ে শ্রবণে শুনব হাম তাকর
সো প্রিয় মধুরিম ভাষ।
নয়নহি বয়নচান্দ কিয়ে হেরব
কৌমুদি হাসবিকাস॥
রাইক কোরে কানু ঐছে বিলপই
ব্রজবনিতাগণ হাস।
প্রেমক রীত বুঝই সংশয় ভেল
কহতহি গোবিন্দদাস॥ ১০৯॥

রূপানুরাগ

তুড়ী

হরি মুখচন্দ্র সুধারস লহরী
কিরণহি ভুবন উজোর।
তিরপিত চাহি চকোরিণি কামিনি
লোচন নিশি দিশি ভোর॥
সজনি অব হাম না বুঝি বিধান।
অতিশয় আনন্দে বিঘিন ঘটাওল
হেরইতে ঝরয়ে নয়ান॥ ধ্রু॥
দারুণ দৈব কয়ল দুহুঁ লোচন
তাহে পলক নিরমাই।
তাহে অতি হরিষে এ দুহুঁ দিঠি পূরল
কৈছে হেরব মুখ চাই॥
তাহে গুরু দুরুজন লোচন কণ্টক
সংকট কতহুঁ বিথার।
কুলবতিবাদ বিবাদ করত কত
ধৈরজ লাজ বিচার॥
সবহুঁ উপেখি যাই বন পৈঠব
কানু গীমে করি হার।
নিরজনে রাতি দিবস সুখে হেরব
এহি দঢ়ায়লুঁ সার॥
কি করব আন ধরমকরম যত
জীবনহীন জনু দেহ।
গোবিন্দদাস ভণ মনমথ মোহন
মিলনে কিয়ে করু কেহ॥ ১১০॥

ধানশী

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মধুর মুরলীরবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ॥
সজনি অব কি করবি উপদেশ।
কানুঅনুরাগে মোর তনু মন মাতল
না গুণে ধরম লবলেশ॥ ধ্রু॥
নাসিকা হো সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদন না লয়ে আন নাম।
নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম॥
গৃহপতি তরজনে গুরুজন গরজনে
অন্তরে উপজয়ে হাস।
তঁহি এক মনোরথ জনি হয়ে অনরথ
পুছত গোবিন্দদাস॥ ১১১॥

---

১১০ হরি মুখচন্দ্রের সুধারস হিল্লোলিত কিরণে ভুবন উজ্জ্বল হইয়াছে। (সেই মুখের পানে চাহিয়া) চকোরিণী কামিনীগণের পরিতৃপ্ত লোচন নিশিদিন বিভোর হইয়া আছে (অথবা দেখিয়া পরিতৃপ্তা চকোরিণী কামিনীগণের নয়ন নিশিদিন বিভোর হইয়া আছে)। সজনি, আমি এখনও বিধির বিধান বুঝিলাম না। অতিশয় আনন্দের সময় বিঘ্ন ঘটাইল, কানুকে দেখিয়া নয়নে আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। দারুণ দৈব মাত্র দুইটী নয়ন দিয়াছে, তাহাতে আবার পলক নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহার উপর অতি হর্ষের (অশ্রুধারায়) এই দুইটী চক্ষুই পূর্ণ হইল, কেমন করিয়া চাহিয়া সে মুখ দেখিব? এদিকে গুরুগণের নয়ন কণ্টক কত সংকটই না বিস্তার করিতেছে। আবার আমার কুলবতী বাদ ও ধৈর্য্য লজ্জাদির বিচার লইয়া কত না বিবাদ। এ সমস্তই উপেক্ষাপূর্ব্বক কানুকে গলার হার করিয়া বনে গিয়া প্রবেশ করিব। সেখানে গিয়া নির্জ্জনে রাত্রিদিন কানুকে দেখিব, এই শেষ সংকল্প দৃঢ় করিলাম। অন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম যত কি করিব। যেমন জীবনহীন দেহ অস্পৃশ্য। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন মদনমোহনের সঙ্গে মিলনে কে কি করিবে?

১১১ রূপে আঁখি পূর্ণ হইল (আমর দৃষ্টিতে জগৎ শ্যামময় হইয়াছে)। (সেই শ্যাম অঙ্গের) স্পর্শের মাধুর্য্য স্মরণ করিয়া পুলক আমার অঙ্গ ত্যাগ করে না। শ্যামের মধুর মুরলীরবে শ্রবণ পরিপূর্ণ হইল, শ্রবণ আর অন্য প্রসঙ্গ শোনে না (কানে অন্য শব্দ অন্য কথা প্রবেশ করে না)। সজনি, এখন আর কি উপদেশ দিবে, কানু অনুরাগে আমার দেহ মন মাতিয়াছে। ধর্ম্মের লবলেশও (অনুমাত্রও) গণনা করে না। নাসিকাও সে (শ্যাম) অঙ্গের সৌরভে উন্মত্ত। বদনও (শ্যামনাম ভিন্ন) অন্য নাম বলে না। (শ্যাম তাহার) নূতন নূতন গুণদামে আমার মন বাঁধিয়াছে, ধর্ম্ম আর থাকিবে কোথায়। গৃহপতির তর্জ্জনে গুরুজনের গর্জ্জনে আমার হাসি পায়। গোবিন্দ দাস জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহাতে একমাত্র মনোরথে (মিলন কামনায়) কি জানি অনর্থ ঘটে।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

শ্রীরাগ

সুরপতিধনু কি শিখণ্ডক চূড়ে।
মালতিঝুরি কি বলাকিনি উড়ে॥
ভাল কি ঝাঁপল বিধু আধখণ্ড।
করিবর কর কিয়ে ও ভুজদণ্ড॥
ও কি শ্যাম নটরাজ।
জলদ কলপতরু তরুণিসমাজ॥ ধ্রু॥
করকিসলয় কিয়ে অরুণবিকাশ।
মুরলিখুরলি কিয়ে চাতকভাষ॥
হাস কি ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ।
হার কি তারক দোতিক ছন্দ॥
পদতলে কি থলকমল ঘন রাগ।
তাহে কলহংস কি নূপুর জাগ॥
গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত।
ভুলল যাহে দ্বিজ রায় বসন্ত॥ ১১২॥

শ্রীরাগ

নীল রতন কিয়ে নব ঘন ঘটা।
লখিলে লখিল নহে সে না অঙ্গের ছটা॥
কদম্বের তলে সোই শ্যাম চিকণিয়া।
রূপ দেখি আইনু জাতি কুল মজাইয়া॥
চূড়ার উপরে মত্ত ময়ূরের পাখা।
মদন মহেন্দ্রধনু কিবা দিল দেখা॥
বদনকমল কিয়ে পূর্ণিমক চন্দ।
অধর বাঁধুলি কিয়ে কিশলয় ছন্দ॥
তাহে অতি সুমধুর মুরলীক গানে।
ভুলল আঁখির লাজ সান্ধাইল কানে॥
নয়ানযুগল কিয়ে মত্ত অলিরাজ।
অলখিতে দংশয়ে যুবতিহিয়ামাঝ॥
গোবিন্দদাস কহে সে না দিঠি বিষে।
না পীলে অধরসুধা কে বা জীয়ে আইসে॥
॥ ১১৩॥

সিন্ধুড়া

অঞ্জন গঞ্জন জগজন রঞ্জন
জলদ পুঞ্জ জিনি বরণা।
তরুণারুণ থল- কমলদলারুণ
মঞ্জির রঞ্জিত চরণা॥
দেখ সখি নাগররাজ বিরাজে।
শুধই সুধারস হাস বিকাসিত
চাঁদ মলিন ভেল লাজে॥
ইন্দীবর বর গরব বিমোচন
লোচন মনমথ ফান্দে।
ভাঙ ভুজগ পাশে বান্ধল কুলবতি
কুল দেবতি মন কান্দে॥
ভ্রমর করম্বিত জানু বিলম্বিত
কেলি কদম্বক মাল।
গোবিন্দদাস চিতে নিতি নিতি বিহরই
ঐছন মুরতি রসাল॥ ১১৪॥

সারঙ্গ

মরকত মঞ্জু মুকুর মুখমণ্ডল
মুখরিত মুরলিসুতা।

---

১১২ শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় কি ময়ূরপুচ্ছ না ইন্দ্রধনু, চূড়ায় মালতীমালা, না বলাকিনী উড়িতেছে। ললাটে চন্দন তিলক, না অষ্টমীর চাঁদ। ও কি ভুজদণ্ড, না করিশুণ্ড। ও কি শ্যাম নটরাজ, না জলধর, না তরুণী সমাজের কল্পতরু। করকিশলয়, না বিকশিত অরুণ। ও কি অবিরল মুরলীরব, না চাতকের কণ্ঠস্বর। ও কি হাসি, না অমিয় মধু ঝরিতেছে। বক্ষে হার, না উজ্জ্বল তারকাছন্দ। চরণতলে কি স্থলকমল (না আমাদের ঘন) অনুরাগের রক্তিমা। তাহাতে নূপুর শিঞ্জন না হংসের কলধ্বনি। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন, যাহাতে মতিমন্ত দ্বিজ বসন্তরায় ভুলিয়াছেন।

১১৩ ও কি নীলরত্ন না নূতন মেঘঘটা। সে অঙ্গের ছটা দেখিলেও দেখা যায় না (অঙ্গলাবণ্যে আঁখি পিছলিয়া পড়ে, নয়ন ধান্ধিয়া যায়)। কদম্বের তলে সেই শ্যাম চিকনিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার রূপ দেখিয়া জাতি কুল মজাইয়া আসিলাম। চূড়ার উপরে হিল্লোলিত ময়ূরপুচ্ছ; ও কি মদনের ধনু, না ইন্দ্রধনু? বদনকমল কি পূর্ণিমার চান্দ, অধর কি বান্ধুলী না কিশলয়? তাহাতে অতি সুমধুর মুরলীর গানে চক্ষুলজ্জাও ভুলিলাম, গান কানে প্রবেশ করিল। নয়ন দুটি কি মত্ত ভ্রমর, অলক্ষ্যে যুবতী হিয়ায় দংশন করে? গোবিন্দ দাস বলিতেছেন সেই শ্যামের কটাক্ষবিষে জর্জরিত হইলে অধরসুধা পান না করিলে কেহ জীয়ন্তে ফিরিয়া আসে না।

শুনি পশুপাখি শাখিকুল পুলকিত
কালিন্দি বহই উজান॥
কুঞ্জে সুন্দর শ্যামরচন্দ।
কামিনি মনহি মুরতিময় মনসিজ
জগজন নয়নআনন্দ॥ ধ্রু॥
তনু অনুলেপন ঘন সার চন্দন
মৃগমদ কুঙ্কুমপঙ্ক।
অলিকুলচুম্বিত অবনিবিলম্বিত
বনি বনমাল বিটঙ্ক॥
অতি সুকুমার চরণতলশীতল
জীতল শরদরবিন্দ।
রায় সন্তোষ মধুপ অনুসন্ধিত
নন্দিত দাস গোবিন্দ॥ ১১৫॥

নট নারায়ণ

নবনীরদতনু তড়িত লতা জনু
পীত পটনি বনি ভাল।
মালতি বকুল বলিত অতি আকুল
মৌলিমিলিত বনমাল॥
পেখলুঁ কালিন্দিকূলে নিবাসি।
হেলি কলপতরু তরুণীমোহন
বাওয়ে বিনোদিয়া বাঁশি॥ ধ্রু॥
মণিময় আভরণ নূপুরে রণঝন
মদনমন্থর গতিভাতি।
গীমবিভঙ্গিম নয়নতরঙ্গিম
কত কুলবতিমতি মাতি॥
কমলালালিত চরণকমলমধু
পাওয়ে সোই সুজান।
রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ
গোবিন্দদাস পরামাণ॥ ১১৬॥

কামোদ

নন্দনন্দন চন্দ চন্দন
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদসুন্দর কম্বু কন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥
প্রেমআকুল গোপগোকুল
কুলজ কামিনি কন্ত।
কুসুমরঞ্জন মঞ্জুবঞ্জুল-
কুঞ্জ মন্দির সন্ত॥
গণ্ডমণ্ডল বলিত কুণ্ডল
উড়ে চূড়ে শিখণ্ড।
কেলিতাণ্ডব তালপণ্ডিত
বাহুদণ্ডিত দণ্ড॥
কঞ্জলোচন কলুষমোচন
শ্রবণ রোচন ভাষ।
অমলকোমল চরণকিশলয়
নিলয় গোবিন্দদাস॥ ১১৭॥

শ্রীরাগ

তনু ঘনগঞ্জন জনু দলিতাঞ্জন।
কঞ্জ নয়নি নয়ন ললিতাঞ্জন॥

---

১১৫ সুন্দর মরকত দর্পণের মত মুখমণ্ডল। (আর সেই মুখমারুৎ ফুৎকারে) মুখরিত বাঁশীর তান শুনিয়া পশুপাখী এবং শাখীকুল পুলকিত হয়, কালিন্দী উজান বহে। সুন্দর শ্যামচান্দ কুঞ্জে বিরাজ করিতেছেন। কামিনী মনের মূর্ত্তিমন্ত মদন, জগদ্‌বাসিগণের নয়নের আনন্দদানকারী। তাঁহার দেহে কুঙ্কুম মৃগমদ কর্পূর মিশ্রিত ঘন চন্দনের অনুলেপন। গলদেশে অলিকুল চুম্বিত অবনী বিলম্বিত বিটঙ্কিত বনমালার বিন্যাস। তাহার অতি সুকোমল শীতল চরণ শরতের পদ্মকে পরাজিত করিয়াছে। রায় সন্তোষরূপ ভ্রমরের অনুসন্ধিত (বাঞ্ছিত) (সেই পদদ্বন্দ্বে) গোবিন্দ দাস অভিনন্দন জানাইতেছেন।

১১৭ নন্দনন্দনের কর্পূরচন্দনগন্ধনিন্দিত অঙ্গগন্ধ। তিনি জলধরের মত সুন্দর, গ্রীবা তাঁহার শঙ্খের মত, করিশাবকের মত গতিভঙ্গী। প্রেমে আকুল গোপগণের এবং গোকুলকুলজা কামিনীগণের কান্ত তিনি। সেই সুজন কুসুমরঞ্জিত মনোহর বেতসকুঞ্জ মন্দিরে সমাসীন। তাঁহার গণ্ডমণ্ডল কুণ্ডলবলিত, চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ উড়িতেছে। কেলিতাণ্ডব তালনিপুণ তাঁহার বাহু দণ্ডকে দণ্ডিত করে। তিনি পদ্মলোচন কলুষহারী, বচন শ্রবণরুচিকর। তাঁহার অমল কোমল চরণকিশলয় গোবিন্দদাসের নিলয় (আশ্রয়)।

নন্দসুনন্দন ভুবনআনন্দন।
নাগরি নারি হৃদয় ঘন চন্দন॥ ধ্রু॥
লোচন খঞ্জন জগ অনুরঞ্জন।
কুলবতি যুবতি বরত ভয় ভঞ্জন॥
গোবিন্দদাস ভণ রসিক রসায়ন।
রসয়তু ভূপতি রূপনারায়ণ॥ ১১৮॥

সারঙ্গ

কুসুমিত কুঞ্জ কলপতরু কানন
মণিময় মন্দির মাঝ।
রাস বিলাস কলা উতকণ্ঠিত
মদনমোহন নটরাজ॥
গিরিবর কন্দরে সুন্দর শ্যাম।
মোতিম হার বিরাজিত কন্ধর
কুঞ্জরগতি অনুপাম॥
বহুবিধ বৈদগধি বিনোদ বিশারদ
বেণু বোলায়ত মন্দ।
কুঞ্জর গমনি রমণিগণ ধাওত
বিগলিত নীবি নিবন্ধ॥
কামিনী কর কিশলয় বলয়াঙ্কিত
রাতুল পদ অরবিন্দ।
রায় বসন্ত মধুপ অনুসন্ধিত
নন্দিত দাস গোবিন্দ॥ ১১৯॥

বেলোয়ার

কুবলয় নীল রতন দলিতাঞ্জন
মেঘপুঞ্জ জিনি বরণ সুছান্দ।
কুঞ্চিত কেশ খচিত শিখিচন্দ্রক
অলকাবলিত ললিতানন চান্দ॥
আওত রে নব নাগর কান।
চারিনি ভাব বিভাবিত অন্তর
দিন রজনী নাহি জানত আন॥
মধুরাধরহি হাস অতি মনোহর
তঁহি অতি সুমধুর মুরলি বিরাজ।
ভাঙ বিভঙ্গিম কুটিল নেহারনি
কুলবতি উমতি দূরে রহু লাজ॥
গজপতি ভাতি গমন অতি মন্থর
মণিমঞ্জীর বাজত রুনুঝুনিয়া।
হেরইতে কত মনমথ মুরছায়ই
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনিয়া॥ ১২০॥

তথারাগ

অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জির
আধ আধ পদ চলনি রসাল।
কাঞ্চনবঞ্চন বসনমনোরম
অলিকুল মিলিত ললিত বনমাল॥
ভালে বনি আওত মদনমোহনিয়া।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম
রঙ্গিমভঙ্গিম নয়ন নাচনিয়া॥ ধ্রু॥
মাঝহি খীণ পীন উরঅম্বর
প্রাতর অরুণ কিরণ মণিরাজ।
কুঞ্জর করভ করহি করবন্ধন
মণিময় কঙ্কণ বলয় বিরাজ॥
অধরসুধাঝর মুরলি তরঙ্গিণি
বিগলিত রঙ্গিণি হৃদয় দুকূলে।
মাতল নয়ন ভ্রমর জনু ভ্রমি ভ্রমি
উড়ি পড়ত শ্রুতি উতপল-মূলে॥
রোচন তিলক চূড়ে বনি চন্দ্রক
বেঢ়ল রমণিমন মধুকরমাল।
গোবিন্দদাস চিতে নিতি নিতি বিহরই
ইহ নাগরবর তরুণ তমাল॥ ১২১॥

---

১১৮ শ্যামের দেহ জলদকে গঞ্জনা দেয়, যেন দলিতাঞ্জন। কমলনয়নাগণের নয়নেরও মনোহর অঞ্জন। ভুবনের আনন্দদায়ক নন্দের বংশবিভূষণ। নাগরী রমণীগণের হৃদয়ের ঘনচন্দন। তাঁহার খঞ্জনলোচন জগজ্জনের অনুরঞ্জনকারী। তিনি কুলবতী যুবতিগণের ব্রতভয় ভঞ্জন করেন। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, রসিকগণের সঞ্জীবনস্বরূপ তিনি ভূপতি রূপনারায়ণকে সরস করুন।

১২১ অরুণিত চরণে মণিমঞ্জীর বাজিতেছে। আধ আধ রসাল পদচালন (সরস মন্থর গতি)। স্বর্ণ-কান্তি বিনিন্দিত মনোরম পীতবসন। ভ্রমরাবলি মিলিত সুন্দর বনমালা। সুন্দর সাজে সজ্জিত মদনমোহন আসিতেছেন। প্রতি অঙ্গে তরঙ্গিত অনঙ্গরঙ্গ। রঙ্গভঙ্গযুক্ত নয়ন নাচনি। ক্ষীণ কটি, পীন বক্ষে

মায়ূর

মুখরিত মুরলি মিলিত মুখ মোদনে
মরকত মুকুর মৈলান।
মানিনি মান মথন মুচুকায়নি
মুনি মানস মুরছান॥
মাই মোহন মুরতি মুরারি।
মনইতে মরমে মনোরথ মাধুরি
মনমথ মন মথ মারি॥
মুকুলিত মল্লি মধুর মধু মাধুরি
মালতি মঞ্জুল মাল।
মন্দ মরন্দ মুদিত মত মধুকর
খণ্ডিত মৌলি মন্দার॥
মাথহি মোর মুকুট মদ মন্থর
মণিমণ্ডল মনমান।
মঞ্জু মঞ্জীর মহিম মহিমাময়
গোবিন্দদাস গুণগান॥ ১২২॥

সারঙ্গ

কুন্দন কনক কলিত করকংকণ
কালিন্দী কূলবিহারি।
কুঞ্চিতকচ কেশর কুসুমাকুল
কুলকামিনি করধারি॥
জয় জয় জগজীবন যদুবীর।
জলধর জিতিয়া জোতি যছু জোহিত
যুবতিক যূথ অথীর॥ ধ্রু॥

পদ্মিনি পাণি পরশে পুলকায়িত
পরিজনপ্রেম পসারি।
পহিরণ পীত পতান পতিতাঞ্চল
পদপংকজ পরচারি॥
রমণীরমণ রতন রুচিরানন
রঞ্জিত রতিরসবাস।
রসনারোচন রসিকরসায়ন
রচয়তি গোবিন্দদাস॥ ১২৩॥

তুড়ী

শ্যামসুধাকর ভুবন মনোহর॥
রঙ্গিনিশোহন ভঙ্গিনটবর॥
সজল জলদ তনু ঘন রসময় জনু।
রূপে জিতল কত কোটি কুসুমধনু॥
থলকমলদল অরুণ চরণতল।
নখমণিরঞ্জিত মঞ্জুমঞ্জিরকল॥
প্রেমভরে অন্তর গতি অতি মন্থর।
অধরে মুরলি ধ্বনি মনমথ মন্তর॥
অভিনব নাগর গুণমণি সাগর।
গোবিন্দদাস চিতে নিতি নিতি জাগর॥১২৪॥

বরাড়ী

কুটিল কুন্তল কুসুমকাচনি
কান্তি কুবলয়ভাস।
কুঞ্চিতাধর কুমুদকৌমুদি-
কুন্দকৈরবহাস॥

কৌস্তুভমণি যেন গগনে প্রভাত অরুণের কিরণ-(ছটা) হস্তিশাবকের শুণ্ডসদৃশ করযুগলে করবন্ধন মণিময় কংকণ ও বালা শোভা পাইতেছে। মুরলীর ধ্বনি তরঙ্গে অধরসুধা ঝরিতেছে। রঙ্গিণীর হৃদয় দুকূল (এক অর্থে বক্ষের আবরণ, দ্বিতীয় বসন, অন্য অর্থে হৃদয়নদীর দুইটী কূল,—হৃদয়স্থিত পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের অভিমান) খসিয়া পড়িতেছে। নয়ন যেন মত্তভ্রমর ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া কর্ণোৎপলমূলে উড়িয়া পড়িতেছে (নয়ন দুটী আকর্ণ-বিশ্রান্ত)। ললাটে গোরোচনা তিলক, চূড়ায় শিখিচন্দ্রক, রমণীগণের মনমধুকরের মালা তাহাকে বেড়িয়াছে। এই তরুণ তমাল সদৃশ বরনাগর গোবিন্দ দাসের চিত্তে নিতি নিতি বিহার করিতেছেন।

১২২ মুখ মিলানোর আমোদে মুরলী মুখরিত হইতেছে। অঙ্গকান্তি মরকত দর্পণকে মলিন করে। মানিনীগণের মানভঙ্গকারী মৃদু হাসিতে মুনির মন মূর্চ্ছিত হয়। মাগো, মুরারির কি মোহন মূর্ত্তি! মনে করিতেই মর্ম্মের মনোরথ মাধুর্য্য মদনেরও মন মথিয়া জর্জ্জরিত করে (কৃষ্ণস্মৃতি ভিন্ন মর্ম্মে আর কোন কামনাই থাকে না)। মুকুলিত মল্লিকা এবং মনোহর মালতীমালার মাধুরী মধুর হইতেও সুমধুর। মন্দ মকরন্দে আমোদিত মত্ত মধুকর মস্তকের মন্দার দামকে খণ্ডিত করিয়াছে। শিরে মদমন্থর ময়ূর মুকুট, মণিমণ্ডলে মন মুগ্ধ হয়। (শ্রীচরণে) শোভনমঞ্জীর মহা মহিমময়, গোবিন্দদাস গুণ গান করিতেছেন।

কান্, কালিন্দি কুলকাননে
কুঞ্জে কুঞ্জররাজ।
কামিনীকুচ- কুঙ্কুমাঙ্কিত
কামকোটি বিরাজ॥
কনককিঙ্কিণি কঙ্কণাঙ্গদ
কুণ্ডলাঙ্কিত অংস।
কোক কোকিল কণ্ঠকুণ্ঠক
কাকলীকৃতবংশ॥
কেশরীকটি কম্বুকণ্ঠক
কঞ্জকেশরদাম।
(কলি) কাল কালিয়- কবলকম্পিত
দাস গোবিন্দ নাম॥ ১২৫॥

মায়ূর

কুবলয় কন্দল কুসুম কলেবর
কালিম কান্তি কলোল।
কোমল কেলিকদম্ববরম্বিত
কুণ্ডল কান্ত কপোল॥
জয় জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ কমলেশ।
কালিয়কেশিকংসকরিকর্ষণ
কেশব কুঞ্চিত কেশ॥ ধ্রু॥
কুলবনিতা কুচকুঙ্কুমাঙ্কিত
কুসুমিত কুন্তলবন্ধ।
কালিন্দিকমলকলিতকরকিশলয়
কৌতুককন্দলকন্দ॥
কমলাকেলি কলপতরু কামদ
কামিনি কোটিকরীন্দ্র।
কৃপণকৃপাকর কলিকলুষংকষ
কহ কবি দাস গোবিন্দ॥ ১২৬॥

কামোদ

ও মুখমণ্ডল জীত শরদসুধাকর
তনুরুচি তরুণ তমাল।
চূড়া চারুশিখণ্ডকমণ্ডিত
মালতিমধুকরমাল॥
ধনি ধনি বনি নব নাগর কান।
রহই ত্রিভঙ্গ ভুবনমনমোহন
মধুর মুরলি করু গান॥
টলমল অলক তিলক ঝল ঝলকই
ভাঙুক ধনুয়া ধনুনান।
কুলবতি বরত বিমোচন লোচন
বিষম কুসুমশরবাণ॥
বান্ধুলিবন্ধু অধরে মধু মাখল
মধুর মধুর মৃদু হাস।
যছু আমোদে মদনমদমন্থর
ভণতহিঁ গোবিন্দদাস॥ ১২৭॥

অভিসার

সখীর প্রতি সখীর উক্তি

কেদার

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করু পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
হরি অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থগমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনি জাগি॥
করযুগে নয়ন মুন্দি চলু ভাবিনি
তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কণ পণ ফণি মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগগুরু পাশে॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ১২৮॥

১২৮ আঙ্গিনায় কাঁটা পুঁতিয়া, কাপড়ের টুকরা দিয়া নূপুরের মুখ বান্ধিয়া, কলসীর জল ঢালিয়া আঙ্গিনা পিছল করিয়া (তাহার উপর) কমল সমান পদতলে অঙ্গুলি চাপিয়া চলে। হরি অভিসারে যাইবার জন্য মন্দিরে যামিনী জাগিয়া ধনী রাধা দুরূতর পথ গমনাগমন সাধনা করে। অন্ধকারে পথ চলিবার আশায় ভাবিনী দুটী হাত দিয়া চোখ বন্ধ করিয়া আসে যায়। বেদিয়াগণের নিকট করের কাঁকণ

শ্রীরাধার রূপ

সখীর উক্তি

কামোদ কন্দর্প

ধনি ধনি কো বিহি বৈদগধি সাধে।
মদন সুধারসে যো নিরমাওল
তুয়া মুখমণ্ডল রাধে॥ ধ্রু॥
ভাল আধ ইন্দু অমিয়া আগোরল
ভাঙ তিমির ঘন ঘোর।
কিরণ বিকশিত শ্রুতি কুলবয় পরি
ধাবই নয়ন চকোর॥
নাসা শিখর সমুখে উদিত পুন
সিন্দুরভানু উজোর।
অহনিশি বদনকমল তহি বিকসিত
শ্যাম ভ্রমর নাহি ছোড়॥
অরুণ কিরণ পুন অধরে হেরি হেরি
হার তরঙ্গিণি তীরে।
কুচযুগ কোক শোক নাহি জানত
গোবিন্দদাস কহ ধীরে॥ ১২৯॥

শ্রীরাগ

এ ধনি না করু পসাহন আন।
এতহু নেহারি মুগধ মধুসূদন
দিন রজনী নাহি জান॥ ধ্রু॥
সিন্দুর তরুণ অরুণ রুচি রঞ্জিত
ভাল সুধাকর কাঁতি।
সো ঘন চিকুর তিমির ঘন চুম্বিত
ইহ অতি অপরূপ ভাতি॥
লোচন যুগল কমল কিয়ে কুবলয়
খঞ্জন চারু চকোর।
কাজর জালে পড়ত কিয়ে সংশয়
ততহি ভ্রমই অলিজোড়॥
তবহু যে হাসি অধর দরশায়সি
অরুণিম কৌমুদিকাঁতি।
মোহিত জনকে কি ফল পুন মোহন
গোবিন্দদাস নাহি ভাতি॥ ১৩০॥

অভিসার

বিহাগড়া

এ ধনি আঁচরে বদন ঝাঁপাউ।
লুবধল মধুপ চকোর বিধুন্তুদ
অনত অনত চলি যাউ॥
মুখমণ্ডল কিয়ে শরদ সরোরুহ
ভালহি অটমিক চন্দ।
মধুরিপু মরমে ভরম যাহা ঐছন
তাহে কি গণিয়ে মতিমন্দ॥

পণ দিয়া সর্পের মুখ বান্ধিবার ঔষধ ও মন্ত্র শিক্ষা করে। গুরুজনের বচনে বধির হইয়া থাকে। এক শুনিতে অন্য কথা বলে। পরিজনের বচনে মুগ্ধার মত হাসে। গোবিন্দ দাস তাহার প্রমাণ।

১২৯ ধনি গো ধন্য সে কোন্ বিধাতা, যে রসের সাধনায় (কিম্বা রসিকতায় সাধ করিয়া) মদনসুধারসে, রাধা, তোমার মুখমণ্ডল নির্ম্মাণ করিল। অষ্টমীর চান্দ তুল্য ললাট অমিয়া-জ্যোৎস্নায় ভরা, আবার ভুরু ঘনঘোর অন্ধকার। (মুখ) চান্দের কিরণে বিকশিত কর্ণোৎপলে নয়ন চকোর ধাইতেছে। (আঁখি আকর্ণ আয়ত) নাসা-শিখর-সম্মুখে (উপরে ভুরুর মাঝখানে) সিন্দুরবিন্দু যেন উজ্জ্বল সূর্য্য। তাই তো দিনরাত্রি তোমার বদনকমল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। শ্যাম ভ্রমরও ছাড়িতে চায় না। আবার বিম্বাধরেও অরুণ কিরণ, দেখিয়া দেখিয়া বক্ষের (মুক্তা) হাররূপ তটিনীর তীরে (প্রভাত ভ্রমে) স্তনচক্রবাকযুগল শোক জানে না। গোবিন্দ দাস ধীরে কহিতেছেন।

১৩০ ওগো ধনি অন্য প্রসাধন করিও না। এমনিতেই মুগ্ধ মধুসূদন তোমাকে দেখিয়া দিন রজনীর ভেদ জানিতে পারেন না। (ভুরুর উপরে মাঝখানে) সিন্দুরবিন্দু তরুণ অরুণের সৌন্দর্য্য মাখা, ললাটে সুধাকর কান্তি। (এই সূর্য্যচন্দ্রকে) ঘন কেশজালের অন্ধকার চুম্বন করিতেছে, ইহা অতি অপরূপ প্রকাশ। নয়নযুগল রক্তকমল, না নীলপদ্ম, না খঞ্জন, না সুন্দর চকোর, সন্দেহ হইতেছে ইহারা কি কাজলের জালে পড়িয়াছে। সেখানে জোড়া ভ্রমর ঘুরিতেছে। তবে যে আবার হাসিয়া (কানুকে) অধরের ঐ অরুণিম কৌমুদী কান্তি দেখাইতেছ। মোহিতজনকে পুনরায় মোহগ্রস্ত করিয়া কি ফল, গোবিন্দ দাস বুঝিতে পারিতেছেন না।

জনি কহ গরবে পাণিতলে বারব
ও থলকমল উজোর।
তঁহি নখচাঁদ ভরমভরে ঐছন
ততহি পড়ত জনি ভোর॥
ভাঙু ধনুয়া কিয়ে সুতনু ধনুয়াসি
যছু শরে গিরিধর কাঁপ।
সো কিয়ে অতনু পতগ শিরে ডারসি
গোবিন্দদাস হিয়ে তাপ॥ ১৩১॥

কন্দর্প তাল

কঞ্জচরণ যুগ যাবক রঞ্জন
খঞ্জন গঞ্জন মঞ্জির বাজে।
নীল বসন মণি কিঙ্কিণি রণরণি
কুঞ্জর গমন দমন খিন মাঝে॥
সাজলি শ্যাম বিনোদিনি রাধে।
সঙ্গহি রঙ্গ তরঙ্গিণি রঙ্গিণি
মদনমোহন মনোমোহন ছাঁদে॥ ধ্রু॥
কনক কটোর চোরি উচকুচ কোরক
জোরে উজোরল মোতিমদাম।
ভুজযুগ থির বিজুরি পরি মণিময়
কঙ্কণ ঝনকিতে চমকিত কাম॥
মধুরিম হাস সুধারস নিরসন
দশন জোতি জিতি মোতিম কাঁতি।
সুভগ কপোল লোল মণিকুণ্ডল
দশদিশ ভরল নয়ন শর পাঁতি॥
ঝাঁপল কবরি ভালে অলকাবলি
ভাঙু ধনুয়া জনু মনমথ সেবি।
গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারল
মুরতি শিঙ্গার দেব অধিদেবি॥ ১৩২॥

শ্রীরাগ

নিরুপম কাঞ্চনরুচির কলেবর
লাবণি বরণি না হোই।
নিরমল বদন হাসরসপরিমলে
মলিন সুধাকর অম্বরে রোই॥
আজু বনি নব রঙ্গিণি রাই।
সঙ্গিনি সকল শিঙ্গারিণি সাই॥
লোল অলক তিলকাবলি রঞ্জিত
সীঁথহি কাঞ্চন কমল উজোর।
লোচন মধুকরি চলত ফেরি ফেরি
শ্রুতি কুবলয় পরিমলে কিয়ে ভোর॥
শ্যামর চীতচোর কুচকোরক জোর
সুনীল নিচোলকোরে করু বাস।
যাবক রঞ্জিত অরুণ চরণতলে
জিউ নিরমঞ্ছব গোবিন্দদাস॥ ১৩৩॥

---

১০১ ওগো ধনি আঁচলে মুখ ঢাক। লুব্ধ মধুকর (কমল মনে করিয়াছে) চকোর ও রাহু (চাঁদ ভ্রমে আসিতেছে) অন্য অন্য স্থানে চলিয়া যাউক। তোমার মুখমণ্ডল কি শরৎকালের পদ্ম, ললাটে অষ্টমীর চন্দ্র (অর্দ্ধচন্দ্রে রাহু আকৃষ্ট হয় না। "ললাট অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দনবিন্দু সেহো এক পূর্ণচন্দ্র জানি") মধুরিপুর অন্তরেও যাহাতে ঐরূপ ভ্রম হয়, তাহাতে এই মন্দমতিগণের আর গণনা কি? গর্ব্বে যেন বলিও না হাত দিয়া মুখ ঢাকিব। (যদি বল করতলে অর্থাৎ হাত উলটাইয়া মুখ চাপা দিব) উহা তো উজ্জ্বল স্থলকমল (ভ্রমর লুব্ধ হইবে)। (আর যদি সোজা হাত মুখে চাপা দাও) দেখিও তাহাতে নখ চাঁদ ভ্রমে চকোর আর রাহু যেন মুগ্ধ হইয়া ঝাঁপাইয়া না পড়ে। সুন্দরি ভুরু ধনু কেন কাঁপাইতেছ। যে শরে স্বয়ং গিরিধারী কম্পিত হন, সেই শর কিনা রাহু, ভ্রমর ও চকোরের শিরে নিক্ষেপ করিতেছ? গোবিন্দ দাসের হিয়া তাপিত হইতেছে। (অতনু-রাহু) স্তবকবচমালা দ্রষ্টব্য—"অতনু শ্চোর্দ্ধকেশশ্চ ক্লেশং হরতু মে তমঃ।"

১০২ কমল চরণযুগল আলতায় রাঙা। নূপুরের রোল খঞ্জনকে গঞ্জনা দেয়। পরিধানে নীল বসন, মণি কিঙ্কিণীর রণরণি, ক্ষীণ মাঝা, গমন কুঞ্জরগতিদমন। শ্যামবিনোদিনী রাধা অভিসারে সাজিলেন। সঙ্গে রঙ্গতরঙ্গিণী রঙ্গিণীগণ, ভঙ্গী মদনমোহনের মনোমোহন। স্বর্ণ কৌটার শোভাহারি উচ্চ কুচকোরক যুগলে উজ্জ্বল মতির মালা। ভুজযুগল স্থির বিজুরীর মত, তাহাতে মণিময় কঙ্কণ, ঝঙ্কণে কাম চমকিত হয়। মধুর হাসি সুধারসকে নীরস করে। দশন জ্যোতি মুক্তা কান্তিকে জয় করিয়াছে। সুন্দর গণ্ডে হিল্লোলিত মণি কুণ্ডল। নয়নশরে দশদিক পূর্ণ হইল। নিবিড় খোঁপা, ললাটের দুই প্রান্তে অলক পংক্তি। ভুরু ধনু যেন মন্মথের সেবা করিতেছে। গোবিন্দ দাস হৃদয়ে নিশ্চয় করিলেন এই মূর্ত্তি সৌন্দর্য্য দেবতার অধিদেবী (অধিষ্ঠাত্রী দেবী)।

সিন্দূড়া

শরদ সুধাকর মণ্ডন শতদল
খণ্ডন বদন বিকাশ।
অধরে মিলায়ত শ্যাম মনোহর
চীত চোরায়নি হাস॥
আজু নব শ্যাম বিনোদিনী রাই।
তনু তনু অতনু যূথ শতসেবিত
লাবণি বরণি না যাই॥ ধ্রু॥
কবরি বকুল ফুলে আকুল অলিকুল
মধু পিবি পিবি উতরোল।
সকল অলঙ্কৃত কঙ্কণ ঝঙ্কৃতি
কিঙ্কিণি রনরন বোল॥
পদপঙ্কজ পরু মণিময় নূপুর
পূরিত খঞ্জন ভাষ।
মদনমুকুর জনু নখ মণি দরপণ
নীছনি গোবিন্দদাস॥ ১৩৪॥

শ্রীরাগ

মুরতি শিঙ্গারিণি রাস বিহারিণি
মণিময় ভূষণ ভূষিত অঙ্গী।
মধুরিম হাসিনি রসময় ভাষিণি
দশন কিরণ মণি মোতিম রঙ্গী॥
জয় জয় জয় বৃষভানু কিশোরী।
গোরোচন রুচি রোচন ধারী॥
চমকিত খঞ্জন গতি জিতি লোচন
মনমথ মনমথ মনমথ ভাতি।
নাচত ভঙ্গিনি ভাও ভুজঙ্গিনি
কালিয়দমন দমন মদে মাতি॥
শ্যাম মনোহর মন মদ কুঞ্জর
কুচ কনকাচল বিহরত দেখি।
নীল নিচোল ঝাঁপি তঁহি বান্ধল
গোবিন্দদাস যুগতি না উপেখি॥
॥ ১৩৫॥

শ্রীরাগ

কুঞ্চিতকেশিনি নিরুপমবেশিনি
রসআবেশিনি ভঙ্গিনি রে।
অধর সুরঙ্গিণি অঙ্গ তরঙ্গিণি
সঙ্গিনি নব নব রঙ্গিণি রে॥
সুন্দরী রাধে আওয়ে বনী।
ব্রজ রমণীগণ মুকুটমণি॥ ধ্রু॥
কুঞ্জরগামিনি মোতিম দামিনি
দামিনি চমক নেহারিনি রে।
আভরণ ধারিণি নব অভিসারিণি
শ্যামর হৃদয় বিহারিণি রে॥
নব অনুরাগিণি অখিল সোহাগিনি
পঞ্চম রাগিণি মোহিনি রে।
রাস বিলাসিনি হাস বিকাশিনি
গোবিন্দদাস চিত শোহিনি রে॥ ১৩৬॥

জ্যোৎস্নাভিসার

ধানশী

কুন্দকুসুমে ভরু কবরিক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার॥
চন্দন চরচিত রুচির কপূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর॥
চান্দনি রজনি উজোরলি গোরি।
হরিঅভিসার রভসরসে ভোরি॥ ধ্রু॥
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই।
ধবলিম কৌমুদি মিলি তনু চলই॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভূল।
রঙ্গপুতলি কিয়ে রস মাহা বুর॥
পূরতি মনোরথ গতি অনিবার।
গুরুকুল কণ্টক কি করয়ে পার॥
সুরত শিঙ্গার কিরিতি সম ভাস।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥ ১৩৭॥

---

১৩৭ কুন্দ কুসুমে কবরী ভার আবৃত। বক্ষে মুক্তাহার বিরাজিত। মনোহর কর্পূর মিশ্রিত চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গ। প্রতি অঙ্গ অনঙ্গ রঙ্গে পূর্ণ। হরি অভিসার রভসরসে গোরী রাধা চাঁদনী রাত্রিকেও উজ্জ্বল করিল। অঙ্গে ধবল বিভূষণ, ধবল বসন, ধবলিম কৌমুদীর সঙ্গে দেহকান্তি মিলিত, ধনী চলিল। হেরিতে পরিজনগণের নয়নও ভ্রমে পড়ে। রঙ্গের পুতলি কি পারদে ডুবিল? মনোরথ পূর্ত্তির জন্য অনিবার

তিমিরাভিসার

কামোদ

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়গণে ভুজযুগ মণ্ডিত
পহিরণ নীল নিচোল॥
সুন্দরি হরিঅভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে গোরি ভেল শ্যামরি
কুহু যামিনি ভয় ভাগি॥
নীল অলকাকুল অলিকে হিলোলত
নীল তিমিরে চলু গোই।
নীল নলিনি জনু শ্যামর সায়রে
লখই না পারই কোই॥
নীল ভ্রমরগণ পরিমলে ধাবই
চৌদিকে করত ঝঙ্কার।
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমানল
রাই চললি অভিসার॥ ১৩৮॥

সখীর উক্তি

মল্লার

কি করব মৃগমদ লেপনে তোর।
কি ফল পহিরণ নীল নিচোল॥
শারদ চাঁদনি তুয়া মুখ হাস।
বিঘটল তিমির হোয়ব পরকাশ॥
এ সখি ধরবি হামারি উপদেশ।
অব অভিসারহ হরিক উদেশ॥
আঁচরে ঝাঁপহ আনন চন্দ।
দূর কর মোতিম কিঙ্কিণী বন্ধ॥
নূপুরমুখ ভরি তুলক পুঞ্জ।
মন্থর গতি চলু কেলিনিকুঞ্জ॥
চলইতে চমকি নগর পুর মাঝ।
জনি মণিকঙ্কণ ঝঙ্কনে বাজ॥
তিমিরে পন্থ অব হোত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস অব সঙ্গে করি লেহ॥ ১৩৯॥

বর্ষাভিসার

শ্রীরাধার উক্তি

কামোদ—কানাড়া

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমিরে না হেরি নিজ দেহ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছলল মনহিঁ মনোভব সিন্ধু॥
অব জনি সজনী করহ বিচার।
শুভখন ভেল পহিল অভিসার॥
মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তহিঁ পহিরায়হ নীল নিচোল॥
কী ফল উচ কুচ কঞ্চুকভার।
দূর কর সৌতিনি মোতিম হার॥
তুহুঁ সখি দেখহ দেহলি লাগি।
গুরুজন অবহুঁ ঘুমল কিয়ে জাগি॥
চলইতে দীগ ভরম জনি হোয়।
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোয়॥ ১৪০॥

গতি। গুরুকুলকণ্টক কি করিতে পারিবে? সুরতশিঙ্গারের (মিলনোচিত বেশভূষার) কীর্ত্তিসম প্রকাশিতা শ্রীরাধা নিকুঞ্জে মিলিতা হইলেন। গোবিন্দ দাস কহিতেছেন।

১৩৯ (তিমিরাভিসারে তো চলিয়াছ, কিন্তু অন্ধকারে আত্মগোপনের জন্য) মৃগমদ লেপনে তোমার কি হইবে? নীল নিচোল পরিধান করিয়াই বা কি করিবে? শারদ জ্যোৎস্না তোমার মুখের হাসি। তাহাতেই অন্ধকার দূর হইবে, তুমি প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ওগো সখি, আমার উপদেশ ধর। এখন হরির উদ্দেশে অভিসার কর। আঁচলে চান্দ মুখ ঢাক। মুক্তার কিঙ্কিণীবন্ধ দূর কর (নইলে চলিবার সময় শব্দ হইবে)। তুলারাশি দিয়া নূপুরের মুখ পূর্ণ কর। ধীর গতিতে কেলিনিকুঞ্জে চল। চলিবার সময় চমকিত হইও না। যেন নগর পুর মধ্যে মণি কঙ্কণের ঝনঝনা বাজে না। অন্ধকারে হয়তো পথ চিনিতে পারিবে না। গোবিন্দ দাসকে সঙ্গে করিয়া লও।

১৪০ আকাশ নূতন মেঘাড়ম্বর পরিপূর্ণ। বাহিরে অন্ধকারে নিজের দেহই দেখা যায় না। অন্তরে শ্যামচন্দ্র উদিত হইল। মন মধ্যে মদন-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। সজনি, এখন কোন বিচার করিও না। প্রথম

সখীর উক্তি

কামোদ

মন্দির বাহির কঠিন কবাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তঁহি অতি বাদর দরদর রোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহু মানস সুরধুনী পার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত॥
দশদিশ দামিনি দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার॥
ইথে যব সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥ ১৪১॥

শ্রীরাধার উক্তি

ধানশী

কুলব্রত কঠিন[১] কবাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু যব পঙরলুঁ
তাহে কি তটিনি অগাধা॥
সহচরি মঝু পরিখণ কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥ ধ্রু॥
কোটি কুসুমশর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদ জল লাগি।
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরক আগি॥
যছু পদতলে নিজ জীবন সোঁপলুঁ
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর
সহচরি পাওল বোধ॥ ১৪২॥

অভিসারের শুভক্ষণ উপস্থিত হইল। (অন্ধকারে অভিসারের জন্য) মৃগমদে আমার দেহ অনুলিপ্ত কর। নীল নিচোল পরাইয়া দাও। উচ্চ কুচে কঞ্চুক ভার বহিয়া কি ফল? সতিনী (বিহার কালে বাধা স্বরূপ) মতিহার দূর কর। সখি, তুমি দেহলীর অন্তরাল হইতে দেখ, গুরুজন এখন ঘুমাইলেন, না জাগিয়া আছেন। চলিতে গিয়া যেন দিগ্‌ভ্রম না হয়। গোবিন্দ দাস গোপনে সঙ্গে চলিলেন।

১৪১ মন্দিরের বাহিরে কঠিন কবাট। চলিতে আশঙ্কা হয়, পথ পঙ্কিল। তাহাতে আবার দরদর বৃষ্টি পতনের শব্দ। নীল নিচোলে কি বৃষ্টি নিবারণ করিবি। সুন্দরি, কেমন করিয়া অভিসারে যাইবি। হরি মানসগঙ্গার পারে আছেন। ঘনঘন ঝনঝন শব্দে বাজ পড়িতেছে। শুনিতেই শ্রবণ এবং অন্তর জর্জরিত হইতেছে। দামিনী দশদিকে আগুন ছড়াইতেছে। দেখিয়াই চক্ষু তারকা উচ্চকিত হইতেছে। সুন্দরি, এ সময় যদি ঘরের বাহিরে যাস্, প্রেমের জন্য কি দেহত্যাগ করিবি? গোবিন্দ দাস বলিতেছেন, ইহাতে আর বিচার করিবার কি আছে? যে বাণ (ধনু মুক্ত হইয়া) ছুটিয়াছে, যত্ন করিয়াও কি তাহাকে ফিরাইয়া আনা যায়?

১৪২ কুলব্রত (কুলধর্ম্ম রক্ষারূপ) কঠিন কবাট খুলিয়া ফেলিলাম। তাহার কাছে কি কাঠের বাধা! নিজ মর্য্যাদার সাগরই উত্তীর্ণ হইলাম; তাহার তুলনায় নদী আর কত অগাধ! সহচরী আমাকে পরীক্ষা করিও না। কেমন (ব্যাকুল) অন্তরে হরি পথপানে চাহিয়া আছেন, স্মরিয়া স্মরিয়া মন ঝুরিতেছে। কোটি কুসুমশর যাহার উপর বর্ষিত হইতেছে, তাহাকে কি মেঘের জল লাগে? প্রেমাগ্নির জ্বালা যে হৃদয়ে সহ্য করিতেছে, বজ্রের আগুন তাহার নিকট তো অতি তুচ্ছ। যাঁহার পদতলে নিজের জীবন সঁপিয়াছি (তাঁহার কাছে যাইতে) দেহ রক্ষার অনুরোধ (করিতেছ) কেন (অথবা সেখানে আর দেহের প্রত্যাশা কি জন্য)? গোবিন্দদাস বলিতেছেন, ধনি, অভিসার কর। সহচরী বুঝিয়াছে (জ্ঞান পাইয়াছে)।

১৪২ ১। কোন পুঁথিতে পাঠ আছে—"কুলবতী কঠিন"। কোন পুঁথিতে পাঠ আছে "কুল মরিষাদ"। পরে "নিজ মরিযাদ" শব্দ রহিয়াছে। তাই "কুলব্রত কঠিন" পাঠ পাইয়া আমি এই পাঠই গ্রহণ করিয়াছি।

জয়জয়ন্তী

মেঘ যামিনি চললি কামিনি
পহিরি নীল নিচোল রে।
সঙ্গে নায়ক কুসুমশায়ক
ছোড়ি মঞ্জির লোল রে॥
গুরুয়া কুচভরে চল উলটপদ
পীন জঘনক ভার রে।
হেরি দামিনি ফটিকতরু জানি
চমকি ধরু নীরধার রে॥
দেখি ফণিমণি দীপ জবলু জানি
বাম কর দেই ঝাঁপি রে।
জানি যুবতী এহি ফণিপতি
সঘনে তনু উঠে কাঁপি রে॥
প্রাণবল্লভ ভেটল দুর্লভ
পুরল মনমথ আশ রে।
ঐছন পাই গেহ সফল করু দেহ
বদত গোবিন্দদাস রে॥ ১৪৩॥

কেদার

গুরুজন নয়ন বিধুন্তুদ মন্দ।
নীল নিচোলে ঝাঁপি মুখচন্দ॥
কুহুযামিনি ঘন তিমির দুরন্ত।
মদনদীপ দরশায়ল পন্থ॥
চললি নিতম্বিনি হরি অভিসার।
গতি অতি মন্থর আরতি বিথার॥ ধ্রু॥
রস ধাধসে চলু পদ দুই চারি।
লীলা কমল তেজল বরনারি॥
পরিহরি মৌক্তিক মালতি মাল।
তেজল মণিময় গীমক হার॥
নব অনুরাগ ভরম ভরে ভোরি।
নিন্দয়ে পীন পয়োধর জোড়ি॥
বেশ শেষ রহু নীলিম বাস॥
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥ ১৪৪॥

হিমাভিসার

ভূপালী

পৌখলি রজনি পবন বহ মন্দ।
চৌদিশে হিম হিমকর করু বন্ধ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নয়ন রহুঁ ঝাঁপ॥
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই ॥ ধ্রু॥
পরিহরি তৈছন সুখময় শেজ।
উচ কুচ কঞ্চুক ভরমহি তেজ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললহি কুঞ্জে লখই নাহি কোই॥
কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক বাটে কতিহুঁ নাহি টলই॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘিনি যাহা নূতন লেহ॥ ১৪৫॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি

কেদার

হিমঋতু যামিনি যামুন তীর।
তরল লতাকুল কুঞ্জকুটীর॥
তহিঁ তনু থির নহে তুহিনসমীর।
কৈছে বঞ্চব শুন শ্যামশরীর॥

---

১৪৪ মেঘে ঢাকা রাত্রি, কামিনী (রাধা) নীল নিচোল পরিধান করিয়া অভিসারে চলিল। সঙ্গী হইল নায়ক মদন। ধনী লোল (মুখর) মঞ্জীর ত্যাগ করিল। গুরু স্তনভরে এবং নিবিড় নিতম্বের ভারে পিছাইয়া পড়িতেছে। বিদ্যুৎ চমকিত হইলে স্ফটিকের বৃক্ষ মনে করিয়া চমকিয়া জলধারা ধরিতে যায়। ফণীর মাথায় মণি দেখিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে ভাবিয়া বাম করে ঝাঁপিয়া ফেলে। পরক্ষণেই যুবতী ইহা (দীপ নয়) ফণিপতি বলিয়া জানিতে পারে। তাহার দেহ সঘনে কাঁপিয়া উঠে। দুর্লভ প্রাণবল্লভের সাক্ষাৎ পাইল, মন্মথের আশা পূর্ণ হইল। এইরূপে কুঞ্জগৃহ পাইয়া দেহ সফল করিল, গোবিন্দ দাস বলিতেছেন।

ধনি তুহঁ মাধব ধনি তুয়া লেহ।
ধনি ধনি সো ধনি পরিহর গেহ॥
কুলবতি গৌরব কঠিন কপাট।
গুরুজননয়ন সকণ্টক বাট॥
কো জানে এতহুঁ বিঘিনি অবগাই।
ঐছন সময়ে মিলব তোহে রাই॥
ইথে যো পূরব তুহুঁ মনকাম।
তাকর চরণে হামারি পরণাম॥
গোবিন্দদাস তবহুঁ ধরি জাগ।
তুহুঁ জনি তেজহ নব অনুরাগ॥ ১৪৬॥

গ্রীষ্মকালোচিত দিবাভিসার

বরাড়ী

মাথহি তপন তপত পথ বালুক
আতপ দহন বিথার।
ননিক পুতলি তনু চরণ কমল জনু
দিনহি কয়ল অভিসার॥
হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার।
কানু পরশ রসে পরবশ রসবতি
বিছুরল সবহুঁ বিচার॥ ধ্রু॥
গুরুজন নয়ন পাশগণ বারণ
মারুত মণ্ডল ধূলি।
তা পয়ে মেলি চললি বর রঙ্গিণি
পন্থহি গেও সব ভুলি॥
যত যত বিঘিনি জিতলি অনুরাগিণি
সাধলি মনসিজ মন্ত্র।
গোবিন্দদাস কহই অব সমুঝউ
হরি সঞে রসময় তন্ত্র॥ ১৪৭॥

সিন্ধুড়া

গগনহি নিমগন দিনমণিকাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি॥
ঐছন জলদ কয়ল আন্ধিয়ার।
নিয়ড়হি কোই লখই নাহি পার॥
চলু গজগামিনি হরিঅভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥
চৌদিশে অথির পবন করু জোর।
জগ ভরি শীকর নিকর হিলোল॥
চলইতে গোরি নগর পুর বাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট॥
যব ধনি কুঞ্জে মিলল হরি পাশ।
দূরহি দূরে রহু গোবিন্দদাস॥ ১৪৮॥

দিবাভিসার

কামোদ

সবহুঁ বধূজন চলু বৃন্দাবন
গৌরি আরাধন লাগি।
ঐছন মুগধ বচন রচন করি
গুরুজন অনুমতি মাগি॥
হরি হরি কাহাঁ শিখলি পরকার।
গুরুজনে বাঁচি মিছই বচনামৃতে
দিনহি করলি অভিসার॥ ধ্রু॥
বেশ বনায়ত ননদিয়ে শুনায়ত
চতুর সখি সঞে বাত।
গৌরি আরাধি মনোরথ পূরব
পশুপতি নন্দন হাথ॥
বাসিত কুসুম কর্পূরিত তাম্বূল
ভরি লেই চন্দন কটোর।
গোবিন্দদাস পন্থ দরশায়ত
যাঁহা নাহি কণ্টক আচোর॥
॥ ১৪৯॥

ভূপালী

হরি রহু কাননে কামিনি লাগি।
জাগরে জরজর মনসিজআগি॥
দারুণ গুরুজন নয়ন নিপাত।
না মিলল সুন্দরি ভৈ গেল পরাত॥
আজি ভেল ভালে কুঝটি আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনি চলু অভিসার॥
বিঘটি মনোরথ আবইতে কান।
ধনি চলু আন ছলে যাকসিনান॥

যব দুহুঁ মীলল অনঅন পন্থ।
দরশনে মীটল বিরহ দুরন্ত॥
যব দুহুঁ হরখে তরখে করু কোর।
বিঘটি কি ঘটল চকোরক জোড়॥
গোবিন্দদাস দুলহ রস গাব।
ভাঙ্গল গঠই মদন পরতাব॥ ১৫০॥

রতিরণবীর ধীর সহচরি মেলি
বরিখয়ে নয়নে কুসুম শরজালা॥
নয়নে নয়নে বাণ ভুজে ভুজে সন্ধান
তনু তনু পরশে নাহি জয় ভঙ্গ।
গোবিন্দদাস চিতে অব নাহি সমুঝল
বাজত কিঙ্কিণি কোন তরঙ্গ॥ ১৫২॥

উন্মত্তাভিসার

শ্রীরাগ

মণিময় মঞ্জির যতনে আনি ধনি
সো পহিরল দুই হাত।
কিঙ্কিণি গীম হার বলি পহিরল
হার সাজাওল মাথ॥
সুন্দরি অপরূপ পেখলুঁ আজ।
হরিঅভিসার ভরম ভরে সুন্দরি
বিছুরল সাজ বিসাজ॥ ধ্রু॥
ঘন আন্ধিয়ার রজনি জনি কাজর
গরজত বরিখত মেহ।
বিষধর ভরল দুতর পথ পাঁতির
একলি চললি তেজি গেহ॥
চঢ়লি মনোরথে দোসর মনমথ
পন্থ বিপথ নাহি মান।
গোবিন্দদাস কহই ব্রজনাগরি
ঐছনে ভেটলি কান॥ ১৫১॥

মায়ূর

নবযৌবনি ধনি জগ জিনি লাবণি
মোহিনি বেশ বনায়লি অই।
মনমথ চীত ভীত নাহি মানত
কুঞ্জরাজ পর সাজলি রাই॥
চললি নিকুঞ্জে কুঞ্জরবরগমনী।
যুবীতবৃথ মেলি গাওত বাওত
চলত চিত্রপদ বিদগধ রমণী॥ ধ্রু॥
হেরই শ্যাম সুরত রণপণ্ডিত
হাসি মদনমদে মাতলি বালা।

অভিসারিকা

তথারাগ

কি কহব মাধব প্রেমক রীত।
তুয়া অনুরাগিণী ত্রিভুবনজিত॥
পতি ভুজ ভুজগ বন্ধন করে ফারি।
চরণক ঘাতে কুলাচল ডারি॥
তাহে কি করব লঘু মন্দির কবাট।
ভয় মরিযাদে সিন্ধু দেই বাট॥
যাঁহা রস ধাধস ভাঙ ধুনান।
ধাধসে ধাবই কতহুঁ পাঁচবাণ॥
সো তু‍ঁহে কুঞ্জে মিলল অবিরোধে।
গোবিন্দদাস কহে পূরল সাধে॥ ১৫৩॥

অভিসারোৎকণ্ঠা

তথারাগ

ভীতক চীত ভুজগ হেরি যো ধনি
চমকি চমকি ঘন কাঁপ।
অব আন্ধিয়ারে আপন তনু ছাপই
কর দেই ফণিমণি ঝাঁপ॥
মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ।
তুয়া অভিসারে অবশ নব নাগরি
জীবই বহু পুণভাগ॥ ধ্রু॥
যো পদতল থলকমলসুকোমল
ধরণি পরশে উপচঙ্ক।
অব কণ্টকময় সংকট বাটহি
আয়ত যায়ত নিঃশঙ্ক॥

মন্দির মাঝ সাজ নাহি তেজত
দেহলি মানয়ে দূর।
অব কুহূযামিনি চলয়ে একাকিনি
গোবিন্দদাস কহ ফুর॥ ১৫৪॥

মিলন

গান্ধার

যব ধনী ঘর সঞে ভেল বাহার।
বার বার বরিখে জলদ অনিবার॥
কর ঠেলন নহে ঘন আন্ধিয়ার।
দিশ দরশায়ল মদন দিশার॥
কি কহব মাধব পুণফল তোরি।
এতহু দূর তরি তোহে মিলু গোরি॥
ঝলকত বিজুরী নয়ন ভরু চঙ্ক।
চলইতে খলয়ে সঘনে মহী পঙ্ক॥
উঠইতে ফণীমণি উজোর হেরি।
কনকদণ্ড বলি ধরু কত বেরি॥
ঐছনে সোঁপল তোহে নিজ দেহ।
অপরূপ ঐছন তোহারি সুলেহ॥
এত দিনে প্রেমক পরিচয় ভেল।
গোবিন্দদাস ভরম দূরে গেল॥ ১৫৫॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের উক্তিপ্রত্যুক্তি

সুহই

আজু কৈছে তেজলি গেহ।
কে জানে কৈছন তোহারি সিনেহ॥
গুরুজন ভয়ে কি না কাঁপ।
ঘন আন্ধিয়ারে সবহুঁ দিঠি ঝাঁপ॥
কুহু কৈছে হেরলি রাতি।
মরমহি উয়ল মনমথবাতি॥
দূতর পন্থ সঞ্চার।
চঢ়ল মনোরথে ইথে কি বিচার॥
একলি আওলি এত দূর।
আগহি আগে কুসুমশর শূর॥
আপে করই দুহুঁ কোর।
মীলল দুহুঁ জন তনু তনু জোড়॥
রাধামাধব ভাষ।
না বুঝল মুগধল গোবিন্দদাস॥ ১৫৬॥

---

[১৫৪] ভিত্তিগাত্রে চিত্রিত সর্প দেখিয়া যে ধনী চমকি চমকি ঘন কম্পিতা হয়, সে এখন অন্ধকারে আপন দেহ লুকাইয়া হাত দিয়া ফণির মাথার মণি (পাছে পথ আলোকিত হয় বলিয়া) ঢাকিয়া ফেলে। মাধব, তোমার প্রতি রাধার অনুরাগের কথা কি বলিব। তোমার অভিসারে অবশ নূতন নাগরী বহু পুণ্যভাগ্যেই প্রাণে বাঁচে। যাহার স্থলকমলের মত সুকোমল পদতল মৃত্তিকা স্পর্শে ভীত হয়, সে এখন সঙ্কটময় কণ্টকাকীর্ণ পথে নিঃশঙ্কে যাতায়াত করে। গৃহের মাঝেও যে দেহসজ্জা ত্যাগ করে না, দেহলি দূর বলিয়া মনে করে, সে এখন অন্ধকার রাত্রে একাকিনী যায়, গোবিন্দ দাস উচ্চকণ্ঠে কহিতেছেন।

[১৫৬] শ্রীকৃষ্ণ—আজ (এই দুর্দ্দিনে) কেমন করিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলে?
শ্রীরাধা—কে জানে কেমন তোমার স্নেহ (তোমার প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণ)!
শ্রীকৃষ্ণ—গুরুজনের ভয়ে কম্পিতা হইলে না?
শ্রীরাধা—ঘন অন্ধকার যে সকলেরই দৃষ্টি আবৃত করিয়াছে।
শ্রীকৃষ্ণ—অন্ধকার রাত্রে কি করিয়া (পথ) দেখিতে পাইলে?
শ্রীরাধা—অন্তরে মনমথ প্রদীপ উদিত হইল।
শ্রীকৃষ্ণ—দুস্তর পথ (কিরূপে) অতিক্রম করিলে?
শ্রীরাধা—মনোরথে চড়িয়া আসিলাম, ইহার আর বিচার কি?
শ্রীকৃষ্ণ—একাকিনী এত দূর আসিলে?
শ্রীরাধা—আগে আগে বীর মদন (আসিয়াছে)।
আপনা আপনি দুজনে দুজনকে কোলে করিল, দুই জনে মিলিত হইল, দেহে দেহ যুক্ত হইল, রাধামাধবের বাক্য, গোবিন্দ দাস না বুঝিয়া মুগ্ধ হইল।

শ্রীকৃষ্ণের অভিসার

পঠমঞ্জরী

অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ।
কত শত কোটি শবদে জিউ কাঁপ॥
তঁহি দিঠি ভারত বিজুরিক জালা।
ইথে জনি মন্দির ছোড়ই বালা॥
ঐছন কুঞ্জে একলি বনমালি।
অন্তর জরজর পন্থ নেহারি॥
ভ্রমই ভুজঙ্গম নিশি আন্ধিয়ার।
তঁহি বরিখত অবিরত জলধার॥
পাঁতর মা ভেল আঁতর বারি।
কৈছে পঙারব সো সুকুমারি॥
গুণি গুণি আকুল চলল মুরারি।
মীলল আধ পন্থে বরনারি॥
গোবিন্দদাস কহই পুন ধন্দ।
প্রেম পরীখত মনমথ মন্দ॥ ১৫৭॥

তথারাগ

কাননে সবহুঁ কুসুম পরকাশ।
শারি শুক পিককুল মধুরিম ভাষ॥
ময়ূর ময়ূরীগণ ঘন দেই নাদ।
শুনইতে কাতর ভেল উনমাদ॥
দেখ দেখ নাগররাজ।
চললহি সঙ্কেত কুঞ্জক মাঝ॥
কিশলয় পুঞ্জহি শেজবর কেল।
তঁহি পর বৈঠি পুন তরখিত ভেল॥
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ।
অবহুঁ না সুন্দরি কয়ল পয়ান॥
অন্তরে মদন কয়ল পরকাশ।
চৌদিশে হেরই গোবিন্দদাস॥ ১৫৮॥

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি

ভূপালী

হিমঋতু নিশি দিশি দিশি বহু বাত।
হিমকর শীকর নিকর নিপাত॥
মদন জলধিজলে তঁহি দেই ঝাঁপ।
মিলল শ্যামতনু থরহরি কাঁপ॥
সুন্দরি দূরে কর কপট শয়ান।
নীল নিচোলে নিচল ভেল কান॥
ঝলমল মন্দির মণিময় বাতি।
সুখময় শেজ বিদীঘল রাতি॥
তুহুঁ হেন নাগরি হরি হেন নাহ।
ধনি ধনি মনসিজরস নিরবাহ॥
শুনইতে ঐছন সহচরি বোল।
মধুরিম হাসি গোরি তনু মোড়॥
হরি পরিপূরিত মানস-কাম।
গোবিন্দদাস গাওয়ে গুণগাম॥ ১৫৯॥

কেদার

দুহুজন আওল কুঞ্জক মাহ।
অপরূপ কো বিহি রস নিরবাহ॥
ঝরঝর বরিখে গগনে জলধার।
দামিনি দহই ঝলকে অনিবার॥
ঐছে সময়ে বর রাধা কান।
কুঞ্জক মাঝে বৈঠি একঠাম॥
দুহুঁ তনু মীলল মনমথে মাতি।
দুহুঁ পরিরম্ভণ সমরক ভাতি॥
অপরূপ দুহুঁ জন নিধুবন কেলি।
গোবিন্দদাস হেরই সখি মেলি॥ ১৬০॥

সম্ভোগ

কেদার

রতিরণরঙ্গ ভূমি বৃন্দাবন
রণবাজন পিকুরাব।
চঢ়ল মনোরথে দোসর মনমথ
পরিমলে অলিকুল ধাব॥
দেখ রাধামাধব মেলি।
দুহুঁকর চপল চরিত নাহি সমুঝিয়ে
কিয়ে কলহ কিয়ে কেলি॥ ধ্রু॥
জরজর চন্দন কবরি কুচকঞ্চুক
বিপুল পুলক ফুলবাণ।
দুহুঁ নূপুরধনি দুহুঁ মণিকিঙ্কিণি
কঙ্কণ বলয়া নিসান॥

দুহুঁ ভুজপাশ পরি দুহুঁ জন বন্ধন
অধরসুধা করু পান।
আকুল বসন চিকুর শিখিচন্দ্রক
গোবিন্দদাস রস গান॥ ১৬১॥

বাসকসজ্জা

ধানশী

বাসিত বারি কপূরিত তাম্বুল
কুসুমিত মদনশয়ান।
উজোর দীপ সমীপহি জারহ
বিরচহ চারু বিতান॥
সখি হে কহই না যায়ে আনন্দ।
ঋতুপতিরাতি অবহুঁ নব নাগর
মিলবহুঁ শ্যামর চন্দ॥ ধ্রু॥
কুসুমিত মৌলি রসালক পরিমলে
ভ্রমর ভ্রমরি রহু ভোর।
মদন মনোরথে সগরহি যামিনি
সুখে বঞ্চব হরি কোর॥
বিহি পায়ে লাগি মাগি নিব এক বর
চেতন রহু মঝু দেহ।
গোবিন্দদাস কহই হরি পরশহি
সো পুন হোত সন্দেহ॥ ১৬২॥

কামোদ

উজোর রাতি শেজ নব কিশলয়
বাসিত তাম্বুল বারি।
এহি উপচারে আজু হরি ভেটব
ঐছন মরম হামারি॥
সজনী কি ফল বেশ বনান।
কানু পরশমণি- পরশক বাধন
আভরণ সৌতিনি মান॥ ধ্রু॥
কী ফল কুণ্ডল কঙ্কণ কিঙ্কিণি
পদযুগে নূপুর রাখি।
মৃগমদ সিন্দুর লোচনে কাজর
পদ যাবক রতিসাখি॥
সো তনু পরশে পুলক জনু বাধত
ইথে লাগি চমকে পরাণ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনি ধনি
কানু মরম তুহুঁ জান॥ ১৬৩॥

ধানশী

সাজল কুসুম- শেজ পুন সাজই
জারই জারল বাতি।
বাসিত খপুরে কপুরে পুন বাসই
ভৈগেল মদন ভরাঁতি॥
আজু রাই সাজলি বাসকশেজ।
মনমথ লাখ মনোরথে ধাবই
অঙ্গে অনঙ্গ নাহি তেজ॥ ধ্রু॥
ঘন ঘন আভরণ অঙ্গে চঢ়ায়ই
খেনে খেনে তেজই তাই।
চকিত বিলোকনে চমকি উঠয়ে ঘন
হেরত নিজ তনু ছাই॥
কাতর বচনে সম্ভাষই সহচরি
কাহে বিলম্বায়ত কান।
গোবিন্দদাস কহই অব শুনিয়ে
সঙ্কেতমুরলি নিসান॥ ১৬৪॥

শ্রীরাধার উক্তি

তথারাগ

ভুজগে ভরল পথ কুলিশপাত শত
আর কত বিঘিনি বিথার।
কুলবতি গৌরব বাম চরণে ঠেলি
কুঞ্জে কয়লুঁ অভিসার॥
সজনি কী ফল পাপ পরাণ।
যামিনি আধ- অধিক বহি যাওত
অবহুঁ না মীলল কান॥ ধ্রু॥
যতয়ে মনোরথ সব ভেল অনরথ
কানু পিরীতি অভিলাষে।
না জানিয়ে কোন কলাবতি বান্ধল
ভাণ্ডু ভুজঙ্গিনি পাশে॥
দারুণ ফুলশর কুঞ্জে বিথারল
মন্দিরে গুরুজন গারি।
গোবিন্দদাস কহয়ে দুহুঁ সংশয়
মিলসব রসিক মুরারি॥ ১৬৫॥

কামোদ

কানুক সন্দেশে বেশ বনি আয়লু
সঙ্কেত কেলি নিকুঞ্জ।
মাধবি পরিমলে ভরি তনু জারই
ফুকরই মধুকর পুঞ্জ॥
সজনি না মিলল দারুণ কান।
নীলজ চীত পিরীতি অনুরোধই
তে নাহি যাত পরাণ॥
কানুক বচন অমিয়া রস সেচনে
বেচলুঁ তনু মন জাতি।
নিজ কুল দূষণ ভূষণ করি মানলুঁ
তেঁঞে ভেল ঐছন শাতি॥
হিমকর কিরণে গমন অবরোধল
কী ফল চলবহু গেহ।
গোবিন্দদাস কহ যাই সতি জানহ
কানুকি তেজল লেহ॥ ১৬৬॥

তথারাগ

কতহুঁ প্রেমধন হিয় মাহা সাঁচি।
দুরজন নয়ন পহরি কত বাঁচি॥
হাম রহু সঙ্কেতে অনত রহু কান।
একলি কুঞ্জে কুসুমশর হান॥
এ সখি হৃদয়ে জ্বলত মঝু আগি।
কঠিন পরাণ রহত কথি লাগি॥ ধ্রু॥
যাকর লাগি মনহি মন গোই।
গঢ়ল মনোরথ না চঢ়ল সোই॥
কুলবতি চরিত পিরীতি লাগি খোই।
হা হা হরি করি কাননে রোই॥
পন্থ নেহারি নয়ন লয় লাগি।
টুটত রজনি বাঢ়ত অনুরাগি॥
অবহুঁ না মীলল শ্যামর কাঁতি।
গোবিন্দদাস পহুঁ দীগ ভরাঁতি॥ ১৬৭॥

শ্রীগান্ধার

ঋতুপতি রাতি উজোরল চন্দ।
মলয় সমীরণ কুসুম সুগন্ধ॥
যামিনি আধ অধিক বহি গেল।
যতহুঁ মনোরথ অনরথ ভেল॥
ঐছন কানুক হেন রূপ গুণ।
চঞ্চল চরিত তা সনে দুন॥
এ সখি হরি সঞে কি করব দন্দ।
আপন মনহি মনোভব মন্দ॥
সো মুখ হেরইতে না রহে মান।
তাকর বশ ভেল কঠিন পরাণ॥
যাকর বচনে নাহিক বিশোয়াশ।
তাহে কি সম্বাদব গোবিন্দদাস॥ ১৬৮॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি

তথারাগ

মাধব কি কহব ধনিক সন্তাপ।
চীতহু তুয়া দরশন দূর আপ।
বিরহক বেদনে সো বরনারী।
নিরজনে বিরচই মুরতি তোহারি॥
দারুণ দৈব ততহি লাগ নেল।
লিখইতে আন আন ভৈ গেল॥
লিখইতে বদন বেকত ভেল চন্দ।
হেরি হেরি সুন্দরি পড়লহি ধন্দ॥
ভাঙু ধনুয়া ভেল লোচন বাণ।
অঙ্গে অনঙ্গ হেরি হরল গেয়ান॥
পুন কিয়ে লিখব যতন করি তোয়।
ভীতক চীতপুতলি ভেল সোয়॥
গোবিন্দদাস কহই করি সেবা।
শুনইতে সো ভেল মরকতদেবা॥ ১৬৯॥

১৬৯ মাধব ধনীর সন্তাপের কথা কি বলিব। তাহার মনের মধ্যে তুমি রহিয়াছ, কিন্তু সাক্ষাৎ দর্শন দুর্ঘট হইল। বিরহ বেদনায় সেই রমণীরত্ন নির্জ্জনে তোমার মূর্ত্তি রচনা করিতেছিল। দারুণ দৈব সেখানেও গিয়া লাগিল। এক লিখিতে অন্য হইয়া গেল। তোমার মুখ লিখিতে আকাশে চাঁদের উদয় হইল। তোমার মুখ দেখিয়া এবং আকাশের চান্দকে দেখিয়া ধনী ধান্দায় পড়িল। ভুরু ধনু হইল। নয়ন বাণ স্বরূপ, অঙ্গে তরঙ্গিত মদন (রঙ্গ) দেখিয়া জ্ঞান হরিল। পুনরায় তোমায় যত্ন করিয়া কি লিখিবে। সে যেন ভিত্তিগাত্রের পুত্তলীর মত হইয়া রহিল। গোবিন্দ দাস সেবা করিয়া কহিতেছেন, শুনিতে (কৃষ্ণ) মরকত বিগ্রহে পরিণত হইলেন (প্রস্তরবৎ হইয়া গেলেন)।

কেদার

মাধব মনমথ ফিরত অহেরা।
একলি নিকুঞ্জে ধনি ফুলশরে জর জর
পন্থ নেহারত তেরা॥ ধ্রু॥
উজোর শশধর দীপ পজারল
অলিকুল ঘাঘর রোল।
হনইতে হরিণি- নয়নি দরশায়ই
ওহি ওহি পিকু বোল॥
তুহুঁ অতি মন্থর গমন দুরন্তর
মধুযামিনি অতি ছোটি।
সো ঘর বাহির করত নিরন্তর
নিমিখ মানয়ে যুগ কোটি॥
আশা-পাশ লেই গলে বৈঠলি
প্রেমকলপতরু ছায়।
কিয়ে অমিয়া কিয়ে ধরব গরল ফল
গোবিন্দদাস রস গায়॥ ১৭০॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি

গুর্জ্জরী

ঋতুপতিরাতি বিরহজরে জাগরি
দোতি উপেখলি রামা।
প্রিয়সহচরি বলি মোহে পাঠায়লি
অতয়ে আয়লুঁ তুয়া ঠামা॥
শুন মাধব কর জোড়ি কহল মো তোয়।
মনমথ রঙ্গ- তরঙ্গিত লোচনে
নিমিখে না হেরবি মোয়॥ ধ্রু॥
দূর কর আলস আনহি লালস
চাতুরি বচন বিভঙ্গ।
বরু জীবন হাম তোহে নিরমঞ্ছব
তবহুঁ না সোঁপব অঙ্গ॥
যাহে শির সোঁপি কোর পর শুতিয়ে
সো যদি করু বিপরীতে।
পিরীতিক রীত ঐছে তব মীটব
গোবিন্দদাস চিতে ভীতে॥ ১৭১॥

ধানশী

পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে
অধর নিরস ঘন শ্বাস।
করতলে বদন সঘনে অবলম্বই
গুণি গুণি জিবন নৈরাশ॥
মাধব কাহে আশোয়াসলি রামা।
সগরিহুঁ যামিনি জাগি পোহায়ল
কামিনি সংকেত ঠামা॥ ধ্রু॥
হরি হরি বোলি ধরণি ধরি উঠই
বোলত গদ গদ ভাখ।
নীল গগন হেরি তোহারি ভরমভরে
বিহি সঞে মাগয়ে পাখ॥

---

[১৭০] মাধব, মন্মথ মৃগয়ায় বাহির হইয়াছে। ধনী (শ্রীরাধা) ফুলশরে জর্জ্জরিতা হইয়া একাকিনী কুঞ্জে তোমারই পথ চাহিয়া আছেন। উজ্জ্বল শশধর দীপ জ্বালাইল, ভ্রমরেরা ঘাঘর বাজাইতেছে। হরিণীকে হানিবার সংকেতে নয়নের ইঙ্গিত দেওয়ার মত (পথ দেখাইবার জন্য) কোকিল (কুহু কুহু বোল ছাড়িয়া) ওহি ওহি বলিতেছে (যেন রাধা-হরিণীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে)—তুমি অতি অলস, পথ অতি দূর, চৈত্ররজনী খুব ছোট। সে (শ্রীরাধা) নিরন্তর ঘর বাহির হইতেছে। নিমিখে কোটি যুগ মনে করিতেছে। আশার রজ্জু গলায় দিয়া প্রেমকল্পতরু ছায়ায় বসিয়াছে। অমৃত কিম্বা বিষ ফল ফলিবে, গোবিন্দ দাস রস গান করিতেছেন।

[১৭১] ঋতুপতি রাত্রি (চৈত্র পৌর্ণমাসী রজনী)। বিরহজ্বরে জাগিয়া রামা (রাধা) দূতীকে উপেক্ষা করিয়া প্রিয় সহচরী বলিয়া আমাকেই পাঠাইয়াছে। অতএব তোমার নিকট আসিলাম। মাধব, শোন জোড় করে তোমাকে বলিতেছি। মন্মথ-রঙ্গতরঙ্গিত চক্ষে তুমি আমার প্রতি নিমেষের জন্যও দৃষ্টিনিক্ষেপ করিও না। আলস্য দূর কর, অন্য লালসা পরিত্যাগ কর, চাতুর্য্যপূর্ণ বচনভঙ্গী ছাড়িয়া দাও। বরং আমি তোমাকে জীবনদান করিব, তথাপি দেহ সমর্পণ করিব না। যাহার কোলে মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাই, সে যদি বিপরীত আচরণ করে, পিরীতির রীতি ঐখানেই শেষ হইবে, (ভাবিয়া) গোবিন্দ দাস চিত্তে ভীত হইতেছেন।

কি করব চন্দ্র চন্দন ঘনলেপন
কিশলয় কুসুম শয়ান।
আন বেয়াধি আন পয়ে ঔখদ
গোবিন্দদাস নাহি মান॥ ১৭২॥

খণ্ডিতা

তথারাগ

উত্তর না পাই যাই সখি কুঞ্জহি
রাইনিয়ড়ে উপনীত।
কানুক সম্বাদ কহিতে ভেল গদ গদ
হেরি চমকি ভেল ভীত॥
সুন্দরি কানু মিলন ভেল ভঙ্গ।
নিশিপতি কাঁতি মলিন অব হেরিয়ে
টুটল সব পরবন্ধ॥ ধ্রু॥
এত শুনি রাই পাই মন দুখচয়
চললিহ অব নিজ গেহ।
রজনি উজাগর নাহ পন্থ পর
মীলল ঝামর দেহ॥
দূর সঞে নাগর রাই বদন হেরি
চমকিত হোই ভেল ভীত।
গোবিন্দদাস ভণ ও নন্দনন্দন
ইহ কিয়ে পিরীতিক রীত॥ ১৭৩॥

শ্রীরাধার উক্তি

গান্ধার

শুন মাধব কোন কলাবতি সোই।
প্রেমহেম গহি আপন রঙ্গ দেই
এহেন সাজায়লি তোই॥ ধ্রু॥
নয়নক অঞ্জন অধরে ভেল রঞ্জিত
নয়নহি' তাম্বুলদাগ।
সিন্দুরবিন্দু চন্দন ইন্দু ঝাঁপল
উর পর যাবক রাগ॥
মদন সোঙরি ভোরি রূপলালসে
তাহে দেয়ল নখরেহ।
কোন গোঙারি তোহে অব পরশব
হেরি তুয়া ঝামর দেহ॥
অব রস লালস কিয়ে দরশায়সি
নীলজ দেহ মৈলান।
গোবিন্দদাস কহ আপন পরশ দেহ
কানু করু মুকুত সিনান॥ ১৭৪॥

গান্ধার

আদরে বাদর করি কত বরিখসি
বচন অমিয়ারস ধারা।
ও রসসাগরে ডুবি মরত জনু
পুণফলে পায়লু পারা॥
মাধব বুঝলু তোহে অবগাহি।
নাগরি লাখ ভরল তুয়া অন্তর
কো পরবেশব তাহি॥ ধ্রু॥
কী ফল ইঙ্গিত- নয়ন তরঙ্গিত-
সঙ্গিত মনমথ ফান্দে।
তুহু নাগর গুরু মোহে জড়ায়লি
কপট প্রেমময় বান্ধে॥
দূর কর লালস রসিক শিরোমণি
ব্রজরমণীগণ দেবা।
গোবিন্দদাস কতহু গুণ গায়ত
তুয়া চরণে মধু সেবা॥ ১৭৫॥

বিভাস

ডগমগ অরুণ উজাগরে লোচন
উরে নখ পরতিত রেখা।
রতিরণে রমণি পরাভব মানাইয়ে
দেয়ল রতিজয় লেখা॥
মাধব অব কি কহব তুয়া আগে।
না জানিয়ে রতিরস ও সুখসম্পদ
কি ফল তুয়া অনুরাগে॥ ধ্রু॥
রতিরসে অলস অবশ দিঠি মন্থর
নিরবধি নিদক সেবা।
কোন কলাবতি করি কত আরতি
পূজল মনমথ দেবা॥
বচন রচন করি কিয়ে পরবোধসি
নিরবধি অন্তরে সোই।

গোবিন্দদাস কহ পরশ তুল নহ
পরশনে রস নাহি হোই॥[১] ১৭৬॥

বিভাস

আকুল চিকুর চুড়োপরি চন্দ্রক
ভালহি সিন্দুর দহনা।
চন্দন চান্দ মাহা মৃগমদ লাগল
তাহে বেকত তিন নয়না॥
মাধব অব তুহু শঙ্কর দেবা।
জাগর পুণফলে প্রাতরে ভেটলু
দূরহি দূরে রহু সেবা॥ ধ্রু॥
চন্দন রেণু- ধূসর ভেল সব তনু
সোই ভসম সম ভেল।
তোহারি বিলোকনে মঝু মনে মনসিজ
মনোরথ সঞে জরি গেল॥
তবহু বসন ধর কাঁহে দিগম্বর
শঙ্কর নিয়ম উপেখি।
গোবিন্দদাস কহই পর অম্বর
গণইতে লেখি না লেখি॥ ১৭৭॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

সুহই

সহজই গোরি রোখে তিন লোচন
কেশরি জিনি মাঝ খীণ।
হৃদয় পাষাণ বচনে অনুমানিয়ে
শৈলসুতা কর চীন॥
সুন্দরি অব তুহু চণ্ডিবিভঙ্গ।
যব হাম শঙ্কর তুয়া নিজ কিঙ্কর
মোহে দেয়বি আধ অঙ্গ॥ ধ্রু॥
কালিয় কুটিল ভাঙযুগভঙ্গিম
সম্বরু তাকর দম্ভ।
পশুপতি দোখে রোখ নহে সমুচিত
হাম নহ শুম্ভ নিশুম্ভ॥
দহন মনোভবে তোহি জিয়ায়বি
ঈষত হাস বর দানে।
তুয়া পরসাদে বাদ সব খণ্ডয়ে
গোবিন্দদাস পরমাণে॥ ১৭৮॥

---

১৭৬ ১। বচন রচনা করিয়া কত প্রবোধ দিতেছ (তোমার) অন্তরে সেই-ই তো নিরবধি রহিয়াছে। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন, তুমি স্পর্শ যোগ্য নও। এরূপ অস্পৃশ্য স্পর্শে রস হয় না।

১৭৭ আলুথালু কেশ, চূড়ার উপর চাঁদ (ময়ূরপুচ্ছ), ললাটে সিন্দুরের আগুন। ললাটে চন্দন চান্দের মাঝখানে মৃগমদ লাগিয়াছে, তাহাতেই ত্রিনয়ন প্রকাশিত হইয়াছে। মাধব এখন তো তুমি দেবাদিদেব শঙ্কর হইয়াছ। মাত্র সারারাত্রি জাগরণের পুণ্যেই প্রভাতে তোমার সাক্ষাৎ পাইলাম। সেবা তো দূরে হইতে বহু দূরে রহিল (তুমি আশুতোষ, মাত্র রাত্রি জাগিয়াই দর্শন লাভ করিলাম, তোমার সেবা করিলে না জানি আরো কত কি পাইতাম)। চন্দনরেণুতে সর্ব্বাঙ্গ ধূসর হইয়াছে, ও-ই তো ভস্মের কাজ করিয়াছে। তোমার দৃষ্টিতে আমার মনোরথ সহ মনসিজ মনেই (জীর্ণ হইয়া) পুড়িয়া গেল। দিগম্বর শঙ্করের নিয়ম উপেক্ষা করিয়া কেন তবে বস্ত্র পরিয়াছ? গোবিন্দ দাস বলিতেছেন ও তো পরের বসন (চন্দ্রাবলীর নীল সাড়ি পরিয়া আসিয়াছে, সে তাহা কাড়িয়া লইলেই দিগম্বর হইবে), গণনাতে লেখি কিম্বা লেখি না (গণনার মধ্যেই আনি না)।

১৭৮ সহজেই তুমি গৌরাঙ্গী, (তাহাতে আবার) ক্রোধে ত্রিনয়নী হইয়াছ (ক্রোধে যেন চক্ষু কপালে উঠিয়াছে)। কেশরী জিনিয়া তোমার মাঝাও ক্ষীণ। বচনে অনুমান করি, তুমি পাষাণহৃদয়। এটা গিরিসুতারই লক্ষণ। সুন্দরি, এখন তুমি চণ্ডী হইয়াছ। আমি যখন শঙ্কর, তোমার তো নিজেরই কিঙ্কর, অতএব আমাকে অর্দ্ধাঙ্গ দান করিবে। কালিয় কুটিল তোমার ভুরুযুগলের ভঙ্গিমা, তার দম্ভ সম্বরণ কর। পশুপতির (গো-পালক) দোষে রোষ সমুচিত নয়, আমি শুম্ভ নিশুম্ভ নহি। ঈষৎ হাসির বরদানে ভস্মীভূত মদনকে তো তুমিই সঞ্জীবিত করিবে। তোমার প্রসাদে সকল বিবাদ খণ্ডিত হয়ঃ গোবিন্দ দাস তাহার প্রমাণ।

তথারাগ

যামিনি জাগি অলস দিঠি পঙ্কজে
কামিনি অধরক রাগ।
বান্ধুলি অরুণ অধরে ভেল কাজর
ভাল পরি অলতক দাগ॥
মাধব দূর কর কপট সুলেহ।
হাতক কঙ্কণ কিয়ে দরপণে হেরি
চল তুহুঁ তাকর গেহ॥ ধ্রু॥
সো স্মরসমর সুধীর কলাবতি
রতিরণে বিমুখ না ভেল।
নখর কৃপাণে হানি উর অন্তর
প্রেমরতন হরি নেল॥
প্রেম ধনহীন পুরুষে অব কো ধনি
জানি করব বিশোয়াস।
গুণ বিনু হার সাখি এক তুয়া হিয়ে
দোসর গোবিন্দদাস॥ ১৭৯॥

বিভাস

নখপদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জলত হামারি॥
অধরহিঁ কাজর তোর।
বদন মলিন ভেল মোর॥
কাহে মিনতি করু কান।
তুহুঁ হাম একই পরাণ॥ ধ্রু॥
হাম উজাগরি রাতি।
তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি॥
হামারি রোদন অভিলাষ।
তুহুঁ কহ গদগদ ভাষ॥
সবে নহ তনু তনু সঙ্গ।
হাম গোরি তুহুঁ শ্যাম অঙ্গ॥
অতয়ে চলহ নিজ বাস।
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥ ১৮০॥

তথারাগ

কাহাঁ নখচিহ্ন- চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরি
এহ নব কুঙ্কুম রেহ।
কাজর ভরমে মরমে কিয়ে গঞ্জসি
ঘন মৃগমদ পদ এহ॥
ভামিনি মঝু মনে লাগল ধন্দ।
অপরূপ রোখে দোখ করি মানসি
দিনহিঁ তরুণি দিঠি মন্দ॥ ধ্রু॥
গৈরিক হেরি বৈরি সম মানসি
উর পর যাবক ভানে।
ফাগুক বিন্দু ইন্দুমুখি নিন্দসি
সিন্দূর করি অনুমানে॥
তোহারি সম্বাদে জাগি সব যামিনি
অরুণিম ভেল নয়ান।
তুহুঁ পুন পালটি মোহে পরিবাদসি
গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ১৮১॥

---

[১৭৯] রাত্রি জাগরণ-জনিত অলস আঁখি-কমলে কামিনীর অধরের রাগ লাগিয়া রহিয়াছে। তোমার বান্ধুলী রক্ত অধরে কাজল আর ললাটে আল্‌তার দাগ দেখিতেছি। মাধব, কপট সুলেহ দূর কর। হাতের কঙ্কণ কি দর্পণে দেখিতে হয়? তুমি তাহারই ঘরে ফিরিয়া যাও। সেই স্মর-যুদ্ধে সুধীরা কলাবতী রতিরণে বিমুখ হয় নাই। নখর কৃপাণে তোমার বক্ষ ভেদ পূর্ব্বক অন্তরের প্রেমরত্ন হরণ করিয়া লইয়াছে। প্রেম-ধনহীন পুরুষকে এখন কোন ধনী জানিয়া শুনিয়া বিশ্বাস করিবে? তোমার বক্ষে বিনি সুতার হার (তুমি নির্গুণ, তাই তোমার হৃদয়েও গুণহীন হার অর্থাৎ রক্তিম নখক্ষত সমূহ) এক সাক্ষী, আর দোসর (দ্বিতীয় সাক্ষী) গোবিন্দ দাস।

[১৮০] তোমার হৃদয়ে (অপরা নায়িকা কৃত) নখচিহ্ন (তোমার অন্তরে যন্ত্রণা হওয়া উচিত ছিল), কিন্তু আমার অন্তর জ্বলিতেছে। তোমার অধরে কাজলের কালি, (লজ্জায়) আমার মুখ মলিন হইয়াছে (এই তো দেখিতেছ তোমাতে কারণ, আমাতে কার্য্য)। কানু, কি জন্য মিনতি করিতেছ, তুমি আমি তো একই প্রাণ (এইবার প্রমাণ স্বরূপ আমাতে কারণ তোমাতে কার্য্য দেখ)। আমি রাত্রি জাগিয়াছি, তোমার আঁখি আরক্ত হইয়াছে। আমার কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে, তুমি গদগদ ভাষায় কথা কহিতেছ। সবেমাত্র পার্থক্য—আমাদের দেহে দেহে মিল নাই। আমি গৌরাঙ্গী, তুমি শ্যাম। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন, অতএব নিজের ঘরে যাও।

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি

তথারাগ

মুঞি জানহুঁ হরি রাইক পরিহরি
স্বপনহুঁ আন না জান।
বিদগধ বাদে কোই পরিবাদব
তেঁঞি কিয়ে তেজবি কান॥
সুন্দরি নাগর নাহ সুজান।
কুন্তলপিঞ্ছে চরণ নিরমঞ্ছল
অব কিয়ে সাধসি মান॥ ধ্রু॥
যাকর মুরলি আলাপনে কত কত
কুলরমণীগণ ভোর।
তোহারি প্রেমভরে বাত না নিকসই
অতয়ে কি মানসি থোর॥
প্রেমক দহন প্রেম পয়ে শীতল
আন হোত নাহি আন।
কিশলয় মলয়জ চন্দনে দগধই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ১৮২॥

কলহান্তরিতা

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি

শ্রীরাগ

শুনইতে কানু মুরলি রব মাধুরি
শ্রবণে নিবারলুঁ তোর।
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাঁপলুঁ
তব মোহে রোখলি ভোর॥
সুন্দরি তৈখনে কহলম তোয়।
ভরমহি তা সঞে লেহ বাঢ়ায়লি
জনম গোঙায়বি রোয়॥ ধ্রু॥
বিনি গুণ পরখি পরশ সুখ লালসে
কাঁহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোঁয়ায়লি ইহ রূপ লাবণি
জিবইতে ভেল সন্দেহা॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি
শ্যাম জলদরস আশে।
সো অব নয়ন নীর দেই সিঞ্চহ
কহতহিঁ গোবিন্দদাসে॥ ১৮৩॥

শ্রীরাধার উক্তি

সুহই

আন্ধল প্রেম পহিলে নাহি হেরলুঁ
সো বহুবল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সঞে
অহনিশি জলত পরাণ॥
সজনি তোহে কহি মরমক দাহ।
কানুক দোখে যো ধনি রোখই
সোই তাপিনি জগ মাহ॥ ধ্রু॥
যো হাম মান বহুত করি মানলুঁ
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ- শরে ভেল জরজর
তাকর দরশ না দেখি॥
ধৈরজ লাজ মান সঞে ভাগল
জীবন রহত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস কহই সতি ভামিনি
ঐছন কানুক লেহ॥ ১৮৪॥

---

১৮৩ কানুর মুরলী রব-মাধুরী শ্রবণ করিতে তোমাকে নিবারণ করিয়াছিলাম। রূপ দেখিবার কালে আঁখি দুইটী চাপিয়া ধরিয়াছিলাম। তখন আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলে। সুন্দরি তখনই তোমাকে বলিয়াছিলাম, ভ্রমে পড়িয়া তাহার সঙ্গে প্রেম বাড়াইলে, কাঁদিয়া জন্ম কাটাইতে হইবে। গুণের পরীক্ষা না করিয়া স্পর্শ সুখের লালসায় কাহাকে নিজ দেহ দান করিলে? দিনে দিনে তোমার রূপ লাবণ্য হারাইলে, এখন বাঁচিবে কিনা সন্দেহ হইতেছে। শ্যামজলদের রসের আশায় তুমি হৃদয়ে যে প্রেমতরু রোপণ করিলে, তাহাকে এখন চোখের জলে সেচন কর। গোবিন্দ দাস কহিতেছেন।

১৮৪ প্রেমে অন্ধ হইয়া কানু যে বহুবল্লভ প্রথমে তাহা দেখিতে পাই নাই (কামই অন্ধতম, আর প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর। তবে প্রেম কিরূপে অন্ধ করিল? সখি, আমি প্রেমের আলোকেই তাহাকে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিয়া এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, তাহার সম্বন্ধে আর কোন অনুসন্ধান করি নাই, সে শঠ না সুজন

তথারাগ

কুলবতি কোই নয়নে জনি হেরই
হেরত পুন জনি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়ায়ই
প্রেম করই জনি মান॥
সজনি অতয়ে মানিয়ে নিজ দোখ।
মান দগধ জিউ অব নাহি নিকসয়ে
কানু সঞে কি করব রোখ॥
যো মঝু চরণ- পরশ রস লালসে
লাখ মিনতি মুঝে কেল।
তাকর দরশন বিনে তনু জর জর
পরশ পরশ সম ভেল॥
সহচরি মোহে লাখ সমুঝায়ল
তাহে না রোপলু কান।
গোবিন্দদাস সরস বচনামৃতে
পুন বাহুড়ায়ব কান॥ ১৮৫॥

সুহই

চরণ লাগি হরি হার পিন্ধায়ল
যতনে গাঁথি নিজ হাথ।
সো নাহি পহিরলু দুরহি ডারলু
মানে অবনত মাথ॥
সজনি কাহে মোহে দুরমতি ভেল।
দগধ মান মঝু বিদগধ মাধব
রোখে বিমুখ ভৈ গেল॥ ধ্রু॥

গিরিধর নাহ বাহু ধরি সাধল
হাম নাহি পালটি নেহারি।
হাতক লছিমি চরণ পর ডারলু
অব কি করব পরকারি॥
সো বহুবল্লভ সহজই দুর্লভ
দরশন লাগি মন ঝুরে।
গোবিন্দদাস যব যতনে মিলায়ব
তবহি মনোরথ পুরে॥ ১৮৬॥

সুহই

যাকর চরণ- নখর রুচি হেরইতে
মুরছিত কত কোটি কাম।
সো মঝু পদতলে ধরণি লোটায়ল
পালটি না হেরলু হাম॥
সজনি কি পুছসি হামারি অভাগি।
ব্রজকুল নন্দন চান্দ উপেখলু
দারুণ মানকি লাগি॥ ধ্রু॥
কাতর দীঠে মীঠ বচনামৃতে
কত রূপে সাধল নাহ।
সো হাম শ্রবণ- সীম নাহি আনলু
অব হিয়ে তুষদহ দাহ॥
সো হেন রসিক পিয়া- কাঁহা রহু কাঁহা করু
সোঙরি সোঙরি মন ঝুরে।
গোবিন্দদাস কহ শুন বর নাগরি
সো পহু তোহারি অদুরে॥ ১৮৭॥

জানিবার ইচ্ছাও হয় নাই। প্রেম তাহার বিষয়েই আমাকে অন্ধ করিয়াছিল)। আদরের সাধ করিয়া তাহার সঙ্গে বিবাদ করিলাম; এখন অহর্নিশ প্রাণ জ্বলিতেছে। সজনি, তোমাকে মরমের জ্বালা বলিতেছি। কানুর দোষে যে ধনী রোষ করে, এ জগতের মাঝে সেই-ই তাপিনী (তাহাকেই অনুতাপ ভোগ করিতে হয়)। যে মানকে আমি বৃহত্তর কিছু বলিয়া মনে করিয়া (সার ভাবিয়া) কানুর মিনতি উপেক্ষা করিয়াছিলাম, সে এখন মদনের শরে জর্জরিত হইয়াছে, তাহাকে দেখিতেও পাইতেছি না। ধৈর্য্য লজ্জা সব মানের সঙ্গেই পলাইয়াছে। জীবনও থাকে কিনা সন্দেহ। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন সতী ভামিনী কানুর প্রেমেই অমনি।

১৮৫ কুলবতী কেহ যেন কাহাকেও চোখে দেখে না। যদিই বা দেখে, যেন কানুকে দেখে না। আর যদি দৈবাৎ কানুকে দেখে, যেন তাহার সঙ্গে প্রেম বাড়ায় না। নিতান্তই যদি প্রেম হয়, মান করে না। অতএব সজনি নিজের দোষ মানিয়া লইতেছি। মানদগ্ধ জীবন এখনও বাহির হইল না। কানুর উপর আর কি রাগ করিতে পারি। যে আমার পদস্পর্শ লালসায় লক্ষবার মিনতি করিল, তাহার অদর্শনে এখন দেহ জর্জরিত হইতেছে। তাহার স্পর্শ পরশমণির তুল্য দুর্লভ হইল। সহচরী আমাকে কত বুঝাইল, তাহাতে কান দিলাম না। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, সরস বচনামৃতে আমি আবার কানুকে ফিরাইয়া আনিব।

শ্রীগান্ধার

রোখে দোখলুঁ পিয়া বিনি অপরাধে।
না জানিয়ে এতকি পড়ব পরমাদে॥
রজনি প্রভাতে পুরব পরকাশ।
যামিনি জাগি আয়ল মঝু পাশ॥
শিতল দুলহ কর দেয়ল পায়।
মানে মুগধি হাম উপেখলুঁ তায়॥
কতরূপে বচন কহল সব মীঠ।
বদন ঝাঁপি হাম দেয়লুঁ পীঠ॥
পালটি হেরি হেরি পিয়া মোর গেল।
গোবিন্দদাস কহ মরমক শেল॥ ১৮৮॥

শ্রীরাগ

পরবশ দেহ থেহ নাহি বান্ধে।
নীলজ জীউ লেহ লাগি কান্দে॥
শঠ সঞে হঠ না করয়ে কেহ আন।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ॥
এ সখি ছিয়ে ছিয়ে কহইতে লাজ।
শুনি উপহাসব যুবতি সমাজ॥ধ্রু॥
পর জন কীয়ে পিরীতি অনুরোধ।
দুরুজন কীয়ে সুজন পরবোধ॥
কুলবতি বল্লভ নাগর কান।
গোবিন্দদাস ইহ রস পরমাণ॥ ১৮৯॥

সুহই

সো মুখচান্দ নয়নে নাহি হেরলুঁ
নয়ন দহন ভেল চন্দ।
সোই মধুর বোল শ্রবণে না শুনলুঁ
মধুকর ধনি ভেল দন্দ॥
সজনি কাহে বাঢ়ায়লুঁ মান।
প্রেমভঙ্গ ভয়ে অব জিউ কাতর
তুহুঁ পরবোধবি কান॥ ধ্রু॥
সো কর কিশলয়- পরশ উপেখলুঁ
অব কিশলয়ে তনু ফোর।
নব নব লেহ- সুধারস নিরসলুঁ
গরলে ভরল তনু মোর॥
সো কর বিরচিত হার উপেখলুঁ
হার ভুজঙ্গম ভেল।
গোবিন্দদাস কহ সো অতি দুরগহ
যো ঐছন মতি দেল॥ ১৯০॥

ধানশী

সো বহুবল্লভ সহজহি ভোর।
কৈছনে বেদন জানব মোর॥
চলইতে চাহি তাহাঁ আদর ভঙ্গ।
সহই না পারিয়ে বিরহ তরঙ্গ॥
সখি হে কাহে উপেখলুঁ কান।
না জানিয়ে দগধি ছোড়ব মোহে মান॥
সহজই সুচতুর গোপ কানাই।
অবসর বুঝি করবি চতুরাই॥
সখিগণ গণইতে তুহুঁ সে সেয়ানী।
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী॥
মঝু এত আরতি সো জনি জান।
ইথে লাগি তুয়া পায়ে সোঁপলু পরাণ॥

১৮৯ পরবশ দেহ স্থির মানে না। নির্লজ্জ প্রাণ প্রেমের লাগিয়া কান্দিতেছে। শঠের সঙ্গে অন্য কেহ যেন বিবাদ করে না। প্রাণ যাক, তথাপি মান থাকুক। ছি ছি সখি বলিতে লজ্জা হয়, শুনিয়া যুবতী সমাজ উপহাস করিবে। পরের সঙ্গে আর পিরীতির অনুরোধ (প্রত্যাশা) কি? দুর্জ্জন কি সুজনের মত প্রবোধ মানে (সুজনের মত বোঝে, সৎকথা শোনে)? নাগর কানু কুলবতীগণের বল্লভ। গোবিন্দ দাস এই রসের প্রমাণ।

১৯০ সেই চান্দ মুখ নয়নে দেখিলাম না। তাই চান্দ দেখিয়া এখন চোখ পুড়িতেছে। সেই মধুর কথা শ্রবণে শুনিলাম না, এখন ভ্রমর ঝঙ্কারও গণ্ডগোল মনে হইতেছে। সজনি, কি জন্যে মান বাড়াইলাম? প্রেমভঙ্গ ভয়ে জীবন এখন কাতর হইয়াছে, তুমি কানুকে বুঝাইবে। সেই করকিশলয়ের স্পর্শ উপেক্ষা করিয়াছি, এখন কিশলয়ে দেহ বিঁধিতেছে। নূতন নূতন প্রেম সুধারস ত্যাগ করিলাম, বিষে দেহ পূর্ণ হইল। তাহার স্বহস্ত রচিত হার ত্যাগ করিলাম, এখন বক্ষের হার আমার ভুজঙ্গ হইল। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন, যে ঐরূপ মতি দিল, সেই-ই তোমার অতি দুষ্টগ্রহ স্বরূপ।

অব বিরচহ তুহুঁ সো পরবন্ধ।
কানুক যৈছে হোয়ে নিরবন্ধ॥
ভিবইতে মোহে মিলব যব কান।
গোবিন্দদাস তব তুয়া গুণ গান॥ ১৯১॥

সখীর উক্তি

ধানশী

কহলম খলজন দোখল কান।
তুহুঁ অবিচারে বাঢ়ায়লি মান॥
রোখে বিমুখ যব চলু বরনাহ।
অব কাতর দিঠে মঝু মুখ চাহ॥
সুন্দরি তোহে সমুঝায়ব কোই।
অব রহ নিরজনে বন মাহা রোই॥ ধ্রু॥
সহচরি লাখ বচন করি ভঙ্গ।
হৃদয়ে ধরলি তুহুঁ মান ভুজঙ্গ॥
কোন কুমতি দরশায়লি এহ।
জানলু গরলে ভরল তুয়া দেহ॥
মদন কুমন্ত্রে অথির ভেল সোই।
চললহি দংশি লখই নাহি কোই॥
ইথে বিনু নাগদমন রস পান।
গোবিন্দদাস মণিমন্ত্র না জান॥ ১৯২॥

বালা ধানশী

একে তুহুঁ নাগরি সব গুণে আগরি
বৈঠসি চতুরি সমাজ।
আপনক বাত আপন নাহি সমুঝসি
হঠে নঠ কৈলি সব কাজ॥
মানিনি নাহক কি করসি রোখ।
নিকটে আনি বাত দুই পুছিয়ে
বুঝিয়ে গুণ কিয়ে দোখ॥ ধ্রু॥
অপরাধ জানি গারি দশ দেয়বি
পিরীতি ভাঙ্গবি কাহে লাগি।
পিরীতি ভাঙ্গিতে যো উপদেশল
তাকর মুখে দেই আগি॥
যো তুয়া চরণ পরশি মহি লুঠল
নিজ গৌরব করি দূর।
অব কাহে তাক চরিত কহি ঝুরসি
গোবিন্দদাস কহ ফুর॥ ১৯৩॥

বিহাগড়া

প্রেম আগুনি মনহি' গুণি গুণি
এ দিন যামিনি জাগি।
মদন পঞ্জর কুঞ্জে রোয়ই
তোহারি রসকণ লাগি॥
কি ফল মানিনি মান মানসি
কানু জানসি তোরি।
তুহুঁ সে জলধর- অঙ্গে শোভিত
যৈছন দামিনি গোরি॥
নওল কিশলয়- কোমল মলয়জ
পঙ্ক পংকজপাত।
শয়নে ছটফট লুঠই মহিতলে
তো বিনু দহ দহ গাত॥
জানহ পুন পুন মিলন প্রতি আশে
সোই পুজে পাঁচবাণ।
প্রাত আদিত ও রস গাহক
দাস গোবিন্দ ভাণ॥ ১৯৪॥

জয়জয়ন্তী

তু বিনু সুখময় শেজ তেজল
নিন্দ চন্দন চন্দ।
শুতল ভূতল ফুয়ল কুন্তল
কাম চামর বন্ধ॥
তেজ দারুণ মান মানিনি
নাহ গাহক তোরি।
তুহুঁ সে মরকত- মুরতি মানহ
কাঁচ কাঞ্চন গোরি॥
নীল উতপল- দাম শামর
ধাম ঝামর দেহ।
কুসুমশর যব বরিখে ঝর ঝর
নয়ন শাঙন মেহ॥
বিরহ মোচন এ তুয়া লোচন-
কোণে হেরবি কান।
রায় চম্পতি বচন মানহ
দাস গোবিন্দ ভাণ॥ ১৯৫॥

শ্রীরাগ

যে জন তুয়া সঞে অঙ্গ সঙ্গীহি
শয়নে সপনেহি ভোর।
চমকি উঠি ঘন কাঁপি মুরুছল
আধ নাম লেই তোর॥
মানিনি সো কি হিয়া নাহি জাগ।
কতহুঁ সকরুণে তোহে বোধলি
অবহু ঐছে বিরাগ॥
সে তনু সুন্দর ধূলি ধূসর
সে মুখ নীরস ভেল।
সো দুহু লোচনে নীর নিকসই
এ দুখ কোনহি দেল॥
হরিক রীতি নহি বিরহে জীবতি[১]
তেজি ওদন পান।
তুহুঁ সে সুন্দরী ভেলি দুবরি
এ বড়ি সংশয় মান॥
দেহ তেজবি তাহে উপেখবি
তেজবি ও নব লেহ।
মধত উনমত অতয়ে না মানত
দাস গোবিন্দ থেহ॥ ১৯৬॥

দিনান্তরে শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি

ভূপালী

তুহুঁ রহ গরবিনি বাসক গেহ।
সো ভিগি আওল শাঙন মেহ॥
তুহুঁ শুতলি সুখময় পরিযঙ্ক।
সো তরি আওল পাতির পঙ্ক॥
এ ধনি দূর কর অসময় মান।
পুণফলে মীলল রসময় কান॥
ঝলকত দামিনি যামিনি ঘোর।
কামিনি কি তেজই কান্তক কোর॥
ঘন ঘন গরজন অম্বর মাহ।
বরজত কোনে এ হেন বরনাহ॥
এতহুঁ কহত যব গতি মতি বাম।[১]
না জানিয়ে কোই আরাধলি কাম॥
গোবিন্দদাস দেখব তব সাঁচ।
কাকর অঙ্গনে কো পুন নাচ॥ ১৯৭॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতী

কামোদ

রাইক বিনয়- বচন শুনি সো সখি
চললিহ শ্যামক আগে।
দূরহি[১] তাক বদন হেরি মাধব
মানল আপন সোহাগে॥
অপরূপ প্রেমকি রীত।
আদর বিনহি[২] সোই বহুবল্লভ
দোতি নিয়ড়ে উপনীত॥ ধ্রু॥
দোতি কহত তুয়া কৈছন পিরীতি
রীত বুঝই নাহি পারি।
সো যদি মান- ভরমে তোহে রোখল
তুহুঁ কাহে আয়লি ছাড়ি॥
আপনক দোষ জানসি যদি মন মাহা
কাহে বাঢ়ায়লি বাত।
গোবিন্দদাস তোহারি লাগি সাধব
আপে চলহ মঝু সাথ॥ ১৯৮॥

---

১৯৬ ১। হরির সে রীতি দেখিলাম। বিরহে বাঁচিবে না। অন্নজল ত্যাগ করিয়াছে। সুন্দরি, তুমিও তো দুর্ব্বল হইয়াছ। (তোমাদের উভয়ের দশা দেখিয়া) বড় সংশয়ে পড়িলাম। তুই দেহ ত্যাগ করিবি, তাহাকে উপেক্ষা করিবি। এই নূতন প্রেম ত্যাগ করিবি, এদিকে মধ্যাহ্ন মদন উন্মত্ত (সে-যে কি অনর্থ ঘটাইবে ভাবিয়া) গোবিন্দ দাস ধৈর্য্য মানিতেছেন না।

১৯৭ ১। এত বলা সত্ত্বেও যখন তোমার গতিমতি এত বিরুদ্ধ, জানি না, এহেন কানু কাহার ভাগ্যে আছে কে কামকে আরাধনা করিয়াছে। (সেই পুণ্যে সেই নায়িকাই আজ তোমাকে বঞ্চনা করিয়া কৃষ্ণকে লাভ করিবে)। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন তখন সত্যই দেখিব, কাহার আঙ্গিনায় কে আবার নাচে (অর্থাৎ আজ শ্রীকৃষ্ণ তোমার মান ভাঙ্গাইবার জন্য তোমার আঙ্গিনায় আসিয়াছেন, আবার এখনই হয়তো দেখিব, শ্রীকৃষ্ণ বিরহে তোমার কাতরতা দেখিয়া তোমার সখীরা গিয়া শ্রীকৃষ্ণের আঙ্গিনায় গড়াগড়ি দিতেছে)।

শ্রীগান্ধার

শুন বহুবল্লভ কান।
ভালে তুহু রসিক সুজান॥
পামরী পিরীতি উপেখি।
আয়লু কুলবতি দেখি॥
তোহারি রসিকপন জানি।
কহইতে আওলু বাণী॥
দেখি তুয়া এ সব কাজ।
হাসব যুবতি সমাজ॥
যো পদ পরশক আশে।
করসি কতহু অভিলাষে॥
সো পদপঙ্কজ ছোড়ি।
কৈছে রহলি মুখ মোড়ি॥
কোন শিখায়লি নীতে।
ধিক ধিক তোহারি পিরীতে।
ছিয়ে ছিয়ে বিদগধি রাধে।
যাক হৃদয়ে এত সাধে॥
গোবিন্দদাস মতি মন্দ।
হেরইতে ভৈগেল ধন্দ॥ ১৯৯॥

ধানশী

দূতিক বচন শুনি নাগররাজ।
অন্তরে পাওল বহুতর লাজ॥
ইঙ্গিতে বুঝল সো আশোয়াস।
মন মাহা হোয়ল বহুত উল্লাস॥
তবহি সফল করি জীবন মান।
তাকর সঞে হরি করল পয়ান॥
পন্থহি কত কত ভাবে বিভোর।
ঐছনে পায়ল কুঞ্জক ওর॥
দূর সঞে নাগরি নাগর হেরি।
বৈঠলি তহি পুন আনন ফেরি॥
গদ গদ নাগর যুড়ি দুই পাণি।
কহইতে বদনে না নিকসয়ে বাণী॥
গোবিন্দদাস কহই পুন মান।
দেখি ভীত অতি নাগর কান॥ ২০০॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

তথারাগ

চান্দ বদনি তুহু রামা।
কাহে ভেলি অতি বামা॥
হাম চকোর তুয়া আশে।
পিবইতে করু অভিলাষে॥
তুহু ধনি ভেলি বিপরীতে।
দূরে গেল বিহি বরণীতে॥
অনুগত কিঙ্কর দোখে।
তুহু নাহি সমুঝসি রোখে॥
যবহু উপেখবি মোহে।
মঝু বধ লাগব তোহে॥
জগভরি অপযশ গাব।
গোবিন্দদাস মরি যাব॥ ২০১॥

শ্রীরাগ

দুরুজন বচন শ্রবণে তুহু ধারলি
কোপহি রোখলি মোয়।
তুয়া বিনে শয়নে- সপনে নাহি জানিয়ে
স্বরূপে কহল সব তোয়॥
মানিনী মোহে চাহি কর অবধান।
দারুণ শপথি করিয়ে তুয়া গোচরে
যাহে তুহু পরতিত মান॥ ধ্রু॥
কুচযুগ কনক মহেশ সম জানিয়ে
তা পর ধরি হাম পাণি।
নহে জানি ধরম- ঘটহি করি পরিখহ
উচিত কহিয়ে এই বাণী॥
মনমথ অনল অন্তর মাহা জ্বলতহি
তুহু জনু কাঞ্চনগোরি।
আনলে হেম সাহসে উঠায়ব
সাঁচি জানব তব মোরি॥
তোহারি লোমাবলি কাল ভুজঙ্গিনি
হার তরঙ্গিণি জানি।
গোবিন্দদাস ভণ পরশ করহ ফণি
নহে জানি ডুবহ পানি॥ ২০২॥

শ্রীরাগ

বদন না কর মলিন ছান্দ।
বাদে জিয়ায়সি পূণিম চান্দ॥
অধর বান্ধুলি মধুর হাস।
নিরস না কর দীঘ নিশাস॥
রাই হে অব তেজহ মান।
চরণে লাগিয়া সাধয়ে কান॥ ধ্রু॥
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর।
ভাঙু ভুজঙ্গম রহু আগোর॥
কী ফল মোহে এতহুঁ রোষ।
জগতে বিদিত দাসক দোষ॥
বচন অমিয়ে যে জন জিয়ে।
মান কুলিশ দেখাও কিয়ে॥
গোবিন্দদাস চিতে এই হাস।
এ জন করয়ে মান অভিলাষ॥ ২০৩॥

মিলন

তথারাগ

রাই কানু বিলসই নিকুঞ্জ ভবনে।
নয়ানে নয়ানে দোহাঁর বয়নে বয়নে॥
দুখ সঞে সুখ ভেল দুহুঁ অতি ভোর।
হোর দেখ এ সখি রাই শ্যামকোর॥
দোঁহে দোঁহু অধরে কয়ল মধুপান।
চান্দ চকোরে যেন মিলায়ল আন॥
ভুজে ভুজে মীলল পরাণে পরাণ।
গোবিন্দদাস নিগূঢ় রস পান॥ ২০৪॥

অহেতুক মান

শ্রীরাগ

সুন্দরি জানলু তুয়া দুরভান।
হরি উর মুকুরে · হেরি নিজ ছাহরি
তাহে সৌতিনি করি মান॥ ধ্রু॥
কানন কুঞ্জে কুসুমশরে জর জর
পন্থ নেহারই তোরি।
ভাগে মিলল পুন কাহে কমলমুখি
রোখে চললি মুখ মোড়ি॥
কত কত মুগধিনি ঐছে ভেল বঞ্চিত
হরি মন তাহে না লাগি।
তুহুঁ পুণবতি তোহে ওহি মানাওত
কি কহব তোহারি সোহাগি॥
তো বিনু শূতল শীতল ভূতলে
দুরতর বিরহ হুতাশে।
তুয়া কর সরস পরশে রিঝাওহ
তোহে কহ গোবিন্দদাসে॥ ২০৫॥

সুহই

শুনি ধনি কহি তুয়া কানে।
জনি করু অরুণ নয়ানে॥
শীত সুখময় হরি কোর।
হরি হিয়া মুকুর উজোর॥
কানু কোরে নহ আন নারী।
প্রতিবিম্ব ভেল তোহারি॥
ইথে যদি তুহুঁ করু আনে।
সবহুঁ হসব তুয়া মানে॥
ঐছন কতিহুঁ না দেখি।
অবিচারে নাহ উপেখি॥
দোষ দেখি দূষহ তাই।
গোবিন্দদাস বলি যাই॥ ২০৬॥

উভয়ের মান

ভূপালী

রসবতি রাধা রসময় কান।
কো জানে কাহে কয়ল দুহুঁ মান॥
দুহুঁ অতি রোখে বিমুখ ভই বৈঠ।
দুহুঁ চললী যমুনা জলে পৈঠ॥
কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
কিয়ে কিয়ে অদভুত দুহুঁক বিলাস॥ ধ্রু॥
লোচন লোরে ভোরি দুহুঁ পন্থ।
পাওল তিমির নিকুঞ্জক অন্ত॥
দুহুঁ দুহাঁ পুছইতে দুহু মতি বাম।
দুহুঁ সে কহল নিজ সহচরি নাম॥

ভরমে কহত দুহুঁ মরমক বোল।
সহচরি বলি দুহে দুহুঁ করু কোর॥
যব দুহুঁ মেলি আলিঙ্গন দেল।
গোবিন্দদাস কহ তব কিয়ে ভেল॥ ২০৭॥

কেদার

ইহ মধুযামিনি মাহ।
কাহে লাগি মান- দহনে তনু দহি দহি
দুহুঁ মুখ দুহুঁ নাহি চাহ॥ ধ্রু॥
উহ সুপুরুখ বর বিদগধ শেখর
এ অবিচল কুলবালা।
বিহি ও না জানল মদন ঘটায়ল
জনু জলধরে বিদুমালা॥
চাঁদ উদয়ে কিয়ে কুমুদিনি মুদিত
চাঁদনি বিমুখ চকোর।
ঐছন যামিনি কথিহুঁ না পেখিয়ে
কিয়ে বিহি মতি অতি ভোর॥
দুহুঁ তনুপরশে ক্ষণিক পরশরস
জনু জলধরে বিদুমালা।
ঐছন কামিনি ও সুপরুখ বর
দুহুঁক দুলহ নব বালা॥
সহচরি বচন শুনিয়া দুহুঁ হরষিত
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ হাস।
দুহুঁক অনুভব পুরল মনোরথ
গোবিন্দদাস পরকাশ॥ ২০৮॥

সুহই

কোরে রহিতে যো মানয়ে দূর।
সো অব কৈছন ভিন ভিন ঝুর॥
না বুঝিয়ে দারুণ প্রেমতরঙ্গ।
করইতে আন আন ভেল রঙ্গ॥
সুন্দরি ঐছন সো করু মান।
পরবেদন হিয়ে যো নাহি জান॥ ধ্রু॥
তুয়া লাগি যো হরি করত ধেয়ান।
সো দুখে তুহুঁ ধনি ভেলি অগেয়ান॥
ধরণি বিলম্বিত বিরস বয়ান।
কাহে বাঢ়ায়হ অকারণ মান॥
শ্যাম কলেবর ধূলিক সাত।
মলিন বদন ভেল দুবর গাত॥
কমল নয়ানে নীর ঘন গলই।
তোহার অরুণ দিঠি নিঝরহিঁ ঝরই॥
সো তনু ছটফট মদনকি বাণে।
তোহারি মরমদুখ মরমহি জানে॥
করুণ নয়নি বৈঠহ পিয়া পাশ।
চরণে লাগি কহ গোবিন্দদাস॥ ২০৯॥

আক্ষেপানুরাগ

শ্রীরাধার উক্তি

ধানশী

শুনইতে অনুখণ যছু নব গুণগণ
শ্রবণ নয়ন ভৈ গেলা।
দরশনে তাকর এ হেন লোর ঝর
নয়ন শ্রবণ সম ভেলা॥
হরি হরি কি ভেল দারুণ কাজ।
না জানিয়ে কো বিহি বিঘন বাঢ়াওল
কানু সমাগম মাঝ॥ ধ্রু॥
যা সঞে কেলি- কলারস লালসে
লাখ মনোরথ কেল।
তাকর পাণি- পরশে তনু পরবশ
তবহি অচেতন ভেল॥
হিয়া ঘনসার হার নাহি পহিরলুঁ
যাক পরশরস আশে।
তাক বিছেদে জীউ নাহি নিকসয়ে
কহতহিঁ গোবিন্দদাসে॥ ২১০॥

---

২১০ অনুক্ষণ যাহার নব নব গুণের কথা শুনিতে শ্রবণ নয়ন হইয়া গেল, অর্থাৎ যাহার গুণের কথা শুনিয়া দর্শনের অপেক্ষা রহিল না। গুণ শুনিয়াই তাহার অনুরক্ত হইলাম। আবার তাহাকে দেখিয়াই এমন ভাবে নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল যে, নয়নই শ্রবণে পরিণত হইল। অর্থাৎ তখন শ্রবণে কৃষ্ণগুণ শুনিয়া অন্তরেই কৃষ্ণ-দর্শন করিতে লাগিলাম। চক্ষুর কাজ শ্রবণই করিতে লাগিল। হরি হরি! কি দারুণ কাজই না হইল! জানি না, কোন্ বিধাতা কানুর মিলনের মাঝখানে বিঘ্ন বাড়াইল। যাহার সঙ্গে

কামোদ

নব নব গুণগণ শ্রবণ রসায়ন
নয়ন রসায়ন অঙ্গ।
রভস সম্ভাষণ হৃদয় রসায়ন
পরশ রসায়ন সঙ্গ॥
এ সখি রসময় অন্তর যার।
শ্যাম সুনাগর গুণগণ সাগর
কো ধনি বিছুরয়ে পার॥ ধ্রু॥
গুরুজন গঞ্জন গৃহপতি তরজন
কুলবতি কুবচন ভাষ।
যত পরমাদ সবহুঁ পুন মেটই
মধুর মুরলি আশোআস॥
কিয়ে করব কুল, দিবস-দীপ তুল
প্রেমপবনে ঘন ডোল।
গোবিন্দদাস যতন করি রাখত
লাজক জালে অগোর[১]॥ ২১১॥

সখীর উক্তি

সুহই

সো কুলবতি অতি দুলহ গতাগতি
পতি দুরমতি খুরধার।
পাপিয় পিরীতি এতহু নাহি সমুঝয়ে
দোসর মদন গোঙার॥
সজনী রাই সহজে পরতন্ত্র।
গহন বিরহ গহ কবহুঁ দূর নহ
ইথে কি আছয়ে মণিমন্ত্র॥ ধ্রু॥
দরশনে নহত নয়ন ভরি তিরপিত
পরশনে না রহে গেয়ান।
তাহে বিনু তনু মন জীবন জর জর
কহত কিয়ে সমাধান॥
বিছুরত মরমে মরম মাহা পৈঠত
সপনে না হেরয়ে আন।
অমিলন মিলন দুহুঁ ভেল সমতুল
গোবিন্দদাস ভালে জান॥ ২১২॥

শ্রীরাধার উক্তি

ধানশী

পিরীতিক রীত কোন অবগাহই
সহজই বঙ্কিম সোই।
যো রসধাধসে ধস ধস অন্তর
পাঁজর জর জর হোই॥
সজনি তোহে কহি কানুক লেহা।
যত যত নীত চীতে মঝু উঠয়ে
ভাবিতে আকুল দেহা॥ ধ্রু॥
পরবশ হোই যো ধনি জীবই
প্রেম বিলাসক আশে।
দরশন দুলহ দূরে রহু লালস
নিচয়ে মরণ অভিলাষে॥
মরমক বোল কহত হিয়া ডোলত
কো কহ জনি পরিবাদে।
গোবিন্দদাস বচনে হাম ভুললুঁ
তে ভেল এত পরমাদে॥ ২১৩॥

কলারস লালসায় লক্ষ মনোরথ করিলাম, তাহার করস্পর্শে দেহ পরবশ হইল। তখনই চেতনা হারাইলাম। যাহার স্পর্শরস আশায় হৃদয়ে চন্দন লেপন করি নাই, হার পরি নাই, তাহার বিচ্ছেদে প্রাণ বাহির হইতেছে না, গোবিন্দ দাস কহিতেছেন।

২১১ ১। কিয়ে করব......জালে আগোর।

কুল লইয়া কি করিব, দিনের প্রদীপের মত (তাহা জ্যোতিহীন, তাহার উপর সে দীপ) প্রেম-পবনে ঘন ঘন দুলিতেছে। গোবিন্দ দাস যত্ন করিয়া লজ্জা-জালে উহা আগুলাইয়া রাখিতেছেন।

২১২ সে কুলবতী, অতি দুর্লভ গমনাগমন, পতি দুর্মতি খুরধার। (তাহার সঙ্গে এক গৃহে বাস, যেন খুরের ধারে বাস করার মত)। পাপিষ্ঠ পিরীতি এসব বুঝে না, আবার মদন গোঙার তাহার দোসর। সজনি রাই তো সহজেই পরাধীনা। গাঢ় বিরহগ্রহ কখনো দূর হয় না, ইহাতে (প্রতীকার করিবার) কি মণিমন্ত্র আছে। দর্শনে নয়ন ভরিয়া তৃপ্তি পায় না, স্পর্শে জ্ঞান থাকে না। আবার তাহাকে না পাইলে তনু মন জীবন জর্জর, বল তো ইহার কি সমাধান? অন্তর হইতে দূর করিতে চায়, অন্তরে প্রবেশ করে, স্বপ্নেও অন্যকে দেখে না। অমিলন মিলন দুই-ই সমতুল্য। গোবিন্দ দাস ভালই জানেন।

সুহই

আধক আধ- আধ দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটি কুসুমশরে জর জর
রহত কি যাত পরাণ॥
সজনি জানলুঁ বিহি মোহে বাম।
দুই লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম॥ ধ্রু॥
সুনয়নি কহত কানু ঘন শ্যামর
মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতি তাক পরশ রসে ভাসত
হামারি হৃদয়ে জ্বলু আগি॥
প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত
চপল জিবনে মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে
রসবতি রস মরিযাদ॥ ২১৪॥

তথারাগ

মনমথ তোহে কি কহব অনেক।
দিঠি অপরাধে পরাণ পরিপীড়সি
এ তুয়া কোন বিবেক॥ ধ্রু॥
ডাহিন নয়ন পিশুনগণ বারণ
পরিজন বামহি আধ।
আধ কি আধ নয়নে হরি হেরলুঁ
তাহে ভেল এত পরমাদ॥
ঘর বাহির পথ করত গতাগত
কোন না হেরত কান।
তোহারি কুসুমশর কথিহু না সঞ্চরু
হামারি হৃদয়ে পাঁচবাণ॥
নারী করি কোন বিহি নিরমাওল
তাহে সতী কুলবতি নাম।
গোবিন্দদাস কহয়ে ধিক্ ধিক্ তোহে
বিধিক দোসর তুহুঁ কাম॥ ২১৫॥

গোষ্ঠ বিহার

তথারাগ—মণ্ডল তাল

আজু বিপিনে যাওত কান
মুরতি মুরত কুসুমবাণ
জনু জলধর রুচির অঙ্গ
ভঙ্গি নটবর শোহনি।

---

২১৪ অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক তাহারও অর্দ্ধেক দৃষ্টিকোণে যেদিন হইতে কানুকে দেখিয়াছি, সেই দিন হইতেই কত শত কোটি কুসুমশর জর্জ্জরিত করিতেছে। প্রাণ থাকিবে কি যাইবে জানি না। সজনি, জানিলাম বিধাতা আমার প্রতি নিতান্তই বিরূপ (নইলে আমার এমন দশা কেন, হরিকে তো সকলেই দেখে)। দুই চক্ষু ভরিয়া যে হরিকে দর্শন করে, তাহার পায়ে আমি প্রণাম করি। সুনয়নীরা (যাহাদের ভাল চোখ) বলে কানু ঘনশ্যাম, আমার মনে হয় বিদ্যুৎপুঞ্জ। রসবতী নায়িকা তাহার স্পর্শরসে উল্লসিত হয়, আমার হৃদয়ে আগুন জ্বলে (আমার মনে হয় কখন হারাইব, সত্যই কি পাইয়াছি। অভাগীর অদৃষ্টে এ সুখ সহিবে কি?)। শুনিয়াছি প্রেমবতী কেহ কেহ প্রেমের জন্য জীবন ত্যাগ করে, কিন্তু ক্ষণিকের জীবনের জন্য আমার সাধ হয় (কৃষ্ণসঙ্গহীন দীর্ঘ জীবনও ব্যর্থ। আর কৃষ্ণসঙ্গধন্য, ক্ষণিকের জীবনও সার্থক। আমি তাই চপল জীবনেরই কামনা করি)। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, রসবতীর রসমর্য্যাদা শ্রীবল্লভ জানেন (শ্রী এক অর্থে রাধার বল্লভ, অন্য অর্থে শ্রীবল্লভ নামক পদকর্ত্তা)।

২১৫ মন্মথ তোমাকে আর বেশী কি বলিব! নয়নের অপরাধে (নয়ন কানুকে দেখিয়াছিল) প্রাণকে পরিপীড়ন করিতেছ, এ তোমার কোন বিবেচনা! আমার ডাহিন নয়ন তো নিন্দুকগণকে নিরোধ করে। বাম আঁখির অর্দ্ধেক দৃষ্টিতে পরিজনগণের প্রতি লক্ষ্য রাখি। তাহার অর্দ্ধেকের অর্দ্ধ দৃষ্টিতে হরিকে দেখিয়াছি, তাহাতেই এত প্রমাদ ঘটিল। ঘরে বাহিরে পথে যাতায়াত করিতে কে না কানুকে দেখে। তোমার কুসুমশর কোথাও নিক্ষিপ্ত হইল না। পঞ্চবাণ আমারই হৃদয়ে (আঘাত করিল)। (আমাকে) নারী করিয়া কোন্ বিধি নির্ম্মাণ করিল, তাহাতে আবার সতী কুলবতী নাম! গোবিন্দ দাস বলিতেছেন, ধিক্ তোকে ধিক্, কাম তুই-ই বিধাতার দোসর (দ্বিতীয় বিধাতা, বিধির সহকারী)।

ঈষত হসিত বয়নচন্দ
তরুণি নয়ন ময়ন ফন্দ
বিম্বুঅধরে মুরলি খুরলি
ত্রিভুবন মনমোহনি॥
কুসুম মিলিত চিকুরপুঞ্জ
চৌদিগে ভ্রমর ভ্রমরি গুঞ্জ
পিঞ্ছ নিচয় রচিত মুকুট
মকরকুণ্ডল ডোলনি।
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোড়
সঘন ধাওত শ্রবণ ওর
গীম শোহত রতন রাজ
মোতিম হার লোলনি॥
কটি পীত পট কিঙ্কিনি বাজ
মদগতি অতি কুঞ্জর রাজ
জানু লম্বিত কদম্ব মাল
মত্ত মধুকর ভোরণি।
অরুণ বরণ চরণ কঞ্জ
তরুণ তরণি কিরণ গঞ্জ
গোবিন্দদাস হৃদয় রঞ্জ
মঞ্জুমঞ্জীর বোলনি॥ ২১৬॥

তথারাগ

গোঠে বিজই ব্রজরাজ কিশোর।
জননী বিরচিত বেশ উজোর॥ ধ্রু॥
সমবয় বেশ সবহুঁ করে ছান্দ।
রাম বামে চলু শ্যামরচান্দ॥
মউর শিখণ্ড চূড়ে ঝলমলিয়া।
মণিময় কুণ্ডল গণ্ডে টলমলিয়া॥
শির পর ছান্দ অধর পর মুরলি।
চলইতে পন্থে করয়ে কত খুরলি॥
কটিতটে পীত পটাম্বর বনিয়া।
মন্থর গতি চলু গজবর জিনিয়া॥
মণিমঞ্জির বাজত রুনিঝুনিয়া।
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনিয়া॥ ২১৭॥

উত্তরগোষ্ঠ

কানাড়া বা গৌরী

গোখুরধূলি উছলি ভরু অম্বর
ঘন হাম্বা ধ্বনি হৈ হৈ রাব।
বেণুবিষাণ- নিসান সমাকুল
সঙ্গে রঙ্গে সব সহচর ধাব॥
বন সঞে গিরিবরধর ঘর আওয়ে।
জলদ হেরি জনু হরষিতা চাতকি
ব্রজরমণিগণ মঙ্গল গাওয়ে॥ ধ্রু॥
কুটিল অলককুল গোরজ মণ্ডিত
বর্হমুকুট জগ মনোহর ছান্দ।
বিপিনবিহারি ছরম ঘরমাইত
ঝামর নিল উতপল মুখচান্দ॥
কিশলয় বলিত ললিত মণিকুণ্ডল
উজল গণ্ডমুকুরে উজিয়ার।
গোবিন্দদাস পহু নটবর শেখর
হেরইতে জগ ভরি মদন বিথার॥ ২১৮॥

তুড়ী

গোঠে প্রবেশ করায়ল গোগণ
সখাগণ নিজ নিজ মন্দিরে গেল।
বৎসক বান্ধি ছান্ধি ধেনুগণ
ঘন ঘন দোহন কেল॥
সুন্দর শ্যামরঅঙ্গ।
রঙ্গ পটাম্বর হার মনোহর
গোধূলি ধূসর অঙ্গ॥ ধ্রু॥
নব নব পল্লব- গুচ্ছ সুমণ্ডিত
চূড়ে শিখণ্ডক বেঢ়ল দাম।
মকরাকৃত মণি- কুণ্ডল দোলনি
হেরেই চমকি পড়য়ে কত কাম॥
বনফুলমাল বিরাজিত উর পর
কিঙ্কিণি রনরনি নূপুর পায়।
গোবিন্দদাস পহু জগমন মোহন
ব্রজরমণীগণ হরষিত তায়॥ ২১৯॥

দানলীলা

শ্রীরাধার উক্তি

বরাড়ী

এই ত বৃন্দাবন পথে।
নিতি নিতি করি গতায়াতে॥
যদি হাতে করি লইয়ে সোণা।
তুমি কে না কহে কোন জনা॥
তুমি দেখি পুছহ বড়াই।
কিসের দান মাগেন কানাই॥ ধ্রু॥
সঙ্গে সবে ঘৃতের পসার।
তাহে কেনে এতেক জঞ্জাল॥
তুমি ত বরজ যুবরাজ।
তুমি কেনে করিবে অকাজ॥
দূর কর হাস পরিহাস।
কহতহি গোবিন্দদাস॥ ২২০॥

ভাটিয়ারি

এই মনে বনে দানী হইয়াছ
ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া রাজবালা সনে
কিসের রভস রঙ্গ॥
এমন আচর নাহি কর ডর
ঘনাঞা আসিছ কাছে।
গুরুবর আগে করিব গোচর
তখন জানিবা পাছে॥
ছুঁইয় না ছুঁইয় না নিলজ কানাই
আমরা পরের নারী।
পর পুরুষের পবন পরশে
সচেলে সিনান করি॥
গিরি গিয়া যদি গৌরী আরাধহ
পান কর কনকধূমে।
কামসাগরে কামনা করহ
বেণী বদরিকাশ্রমে॥
সূর্য্য উপরাগে সহস্র সুন্দরী
ব্রাহ্মণে করাহ সাথ।
তভু হয়ে নহে তোমার শকতি
রাইঅঙ্গে দিতে হাত॥
গোবিন্দদাসের বচন মানহ
না কর এমন ঢঙ্গ।
যোই নাগরী ও রসে আগরি
করহ তাকর সঙ্গ॥ ২২১॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ধানশী

তোহারি হৃদয় বেণি বদরিকাশ্রম
উন্নত কুচগিরি কোর।
সুন্দর বদনছবি কনকধূমে পিবি
ততহি' তপত জিউ মোর॥
সুন্দরি তোহারি চরণযুগ ছোড়ি।
গৌরি আরাধনে কাহাঁ চলি যাওব
তুহুঁ সে তিরথময়ি গোরি॥ ধ্রু॥
সুন্দর সিন্দূরে মৃগমদ পরশল
এহি সুরজগ্রহ জানি।
তুয়া পদনখ দ্বিজ- রাজহি সোঁপলুঁ
সুন্দরি সহস্র পরাণি॥
কামসাগরে হাম সহজই নিমগন
কাম পূরবি তুহুঁ রাই।
শ্যামর বলি অব চরণে না ঠেলবি
গোবিন্দদাস মুখ চাই॥ ২২২॥

বরাড়ী

চিকুরে চোরায়সি চামরকাঁতি।
দশনে চোরায়সি মোতিমপাঁতি॥
এ গজগামিনি তো বড়ি সেয়ান।
বলে ছলে বাঁচসি গিরিধর দান॥
অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ পঙার।
বরণে চোরায়সি কুঙ্কুম ভার॥
কনয়া কলস দউ রস ভরি তাই।
হৃদয়ে চোরায়সি আঁচরে ঝাঁপাই॥
তেঁঞি অতি মন্থর গমন সঞ্চার।
কোন তেজব তোহে বিনহি বিচার॥
সুবল লেহ তুহুঁ গোরস দান।
রাই করহ অব কুঞ্জে পয়ান॥
যাহাঁ বৈঠত মনমথ মহারাজ।
গোবিন্দদাস কহে প্রড়ল অকাজ॥ ২২৩॥

সুহই

কি করব গোরস দান।
আপনে দিল সমাধান॥
অধরে অমিয়ারস তোর।
যৌবন যোধ আগোর॥
তোহে কহি সুন্দরি রাধে।
হরি সঞে না করু বিবাদে॥
কুচকনকাচল পারে।
শোভে তথি মোতিমহারে॥
কুণ্ডল চক্র বিকাশে।
বেণি ভুজঙ্গিনি পাশে॥
ভাও ধনুয়া জনু ভঙ্গ।
খর শর নয়ন তরঙ্গ॥
অতয়ে বুঝিয়ে রণ আশ।
কহতহি গোবিন্দদাস॥ ২২৪॥

ধানশী

এ নব নাবিক শ্যামরচন্দ।
কৈছন তোহারি হৃদয়অনুবন্ধ॥
তুয়া বোলে গোরস যমুনাহি ঢার।
ফারলুঁ কাঁচুলি ডারলুঁ হার॥
কর অবসর নাহি সিঁচইতে নীর।
অতিখণে অবহু না পাওল তীর॥
হাম নিরস তুহুঁ হাসি উতরোল।
কেহ জিউ তেজই কেহ হরি বোল॥
এত দিনে কুলবতি কুলে পড়ু বাজ।
চড়ি ইহ নায়ে দূরে গেও লাজ॥
উতরি পার যব যো তুহুঁ মাগ।
কাহু সঞে মাগি ধরব তুয়া আগ॥
গোবিন্দদাস কহ সময়ক কাজ।
নাবিক বেতন নাওক মাঝ॥ ২২৬॥

নৌকাবিলাস

শ্রীরাধার উক্তি

শ্রীরাগ

যব লহু লহু হাসি মরমে মরমে পশি
নায়ে চঢ়ায়ল ওই।
তৈখনে মঝু মন ভেলহি অনছন
বেকত ধয়ল ফল সোই॥
এ সখি হরি সঞে মানহ কুঞ্জ বিনোদ।
ইহ নাবিক অতি চঞ্চল চপলমতি
অব যেও তেও পরবোধ॥ ধ্রু॥
গগনহি সঘন বিজুরি ঘন ঝলকই
দিনহি ভেল আন্ধিয়ার।
খরতর পবনে তরণি ঘন ঘূরত
পৈঠত জল অনিবার॥
দূরজন জানি পড়ল জিউ সংকটে
ইথে জানি করহ বিচার।
তুয়া ইঙ্গিতে অব সব সখি জীবউ
গোবিন্দদাস কহ সার॥ ২২৫॥

শরৎকালীয় মহারাস

কানাড়া

শরদচন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যূথি
মত্ত মধুকর ভোরণি।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলিগান পঞ্চম তান
কুলবতি চিত চোরণি॥
শুনত গোপি প্রেম রোপি
মনহি মনহি আপন সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলিক কলরোলনি।
বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ
এক নয়নে কাজর রেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কন একু
একু কুণ্ডল ডোলনি॥

শিথিল ছন্দ নিবিক বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
বিগলিত বেণি লোলনি।
ততহি বেলি সখিনি মেলি
কেহু কাহুক পথে না গেলি
ঐছে মিলল গোকুল চন্দ
গোবিন্দদাস বোলনি॥ ২২৭॥

মল্লার

বিপিনে মিলল গোপনারি
হেরি হসত মুরলিধারি
নিরখি বয়ন পুছত বাত
প্রেমসিন্ধু গাহনি।
পুছত সবক গমন খেম
কহত কীয়ে করব প্রেম
ব্রজক সবহু চাহিয়ে কুশল
কাহে কুটিল চাহনি॥
হেরি ঐছন রজনি ঘোর
তেজি তরুণি পতিক কোর
কৈছে পাওলি কানন ওর
থোর নহত কাহিনি।
গলিত ললিত কবরি বন্ধ
কাহে ধাওত যুবতিবৃন্দ
মন্দিরে কিয়ে পড়ল দন্দ
বেড়ল বিপতিবাহিনি॥
কীয়ে শরদ চান্দনি রাতি
নিকুঞ্জে ভরল কুসুম পাঁতি
হেরত শ্যাম ভ্রমর ভাতি
বুঝি আওলি সাহনি।
এতহু কহত না কহ কোই
রাখত কাহে মনহি গোই
ইহহি আন কোহি না হোই
গোবিন্দদাস গাহনি॥ ২২৮॥

ধানশী

ঐছন বচন কহল যব কান।
ব্রজরমণীগণ সজল নয়ান॥
টুটল সবহু মনোরথ করণি।
অবনত আননে নখে লিখু ধরণি॥
আকুল অন্তর গদগদ কহই।
অকরুণ বচন বিশিখ নাহি সহই॥
শুন শুন সুকপট শ্যামরচন্দ।
কৈছে কহসি তুহু ইহ অনুবন্ধ॥
ভাঙ্গলি কুল শিল মুরলিক সানে।
কিঙ্করিগণে জনু কেশে ধরি আনে॥
অব কহ কপটে ধরমযুত বোল।
ধার্ম্মিক হরয়ে কুমারি নিচোল॥
তোহি সোঁপিত জীউ তুয়া রস পাব।
তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কাঁহা যাব॥
এতহু কহল ব্রজ যৌবত মেল।
শুনি নন্দনন্দন হরষিত ভেল॥
করি পরসাদ তঁহি করয়ে বিলাস।
আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দদাস॥ ২২৯॥

কামোদ

কাঞ্চন মণিগণে জনু নিরমাওল
রমণীমণ্ডল সাজ।
মাঝহি মাঝ মহামরকতমণি
শ্যামর নটবর রাজ॥
ধনি ধনি অপরূপ রাস বিহার।
থীর বিজুরি সঞে সঞ্চরু জলধর
রস বরিখয়ে অনিবার॥ ধ্রু॥
কত কত চান্দ তিমির পর বিলসই
তিমিরহু কত কত চান্দে।
কনক লতায়ে তমালহু কত কত
দুহু দুহু তনু তনু বান্ধে॥
কত কত পদুমিনি পঞ্চম গাওত
মধুকর ধরু শ্রুতিভাষ।
মধুকর মেলি কত পদুমিনি গাওত
মুগধল গোবিন্দদাস॥ ২৩০॥

বেলোয়ার

বাজত ডম্ফ রবাব পাখোয়াজ
করতল তাল তরল একু মেলি।

চলত চিত্রগতি সকল কলাবতি
করে করে নয়নে নয়নে করু খেলি॥
নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজনারি।
জলদপুঞ্জে জনু তড়িতলতাবলি
অঙ্গভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি॥ ধ্রু॥
নটন হিলোল লোল মণিকুণ্ডল
শ্রমজল ঢল ঢল বদনহুঁ চন্দ।
রস ভরে গলিত ললিত কুচকঞ্চুক
নীবি খসত অরু কবরিক বন্ধ॥
দুহুঁ দুহুঁ সরস পরশরস লালসে
আলিঙ্গই রহ তনু লাই।
গোবিন্দদাস পহু মুরতি মনোভব
কত যুবতী রঞ্জিত আরতি বাঢ়াই॥২৩১॥

কেদার

কালিন্দিতীর সুধীর সমীরণ
কুন্দ কুমুদ অরবিন্দ বিকাশ।
নাচত মোর ভোর মত্ত মধুকর
শুক সারিক পিকুপঞ্চম ভাষ॥
মধুবনে নিধুবন মুগধ মুরারি।
মুগধ গোপবধু অধিক লাখ সঞে
রঙ্গে বিহরে বৃখভানু কুমারি॥ ধ্রু॥
নাচত নটিনি গাওয়ে নটশেখর
গাওত নটিনি নাচে নটরাজ।
শ্যামর গোরি গোরি সঞে শ্যামর
নব জলধরে জনু বিজুরি বিরাজ॥
হেরি হেরি অপরূপ রাস কলারস
মনমথে লাগল মনমথ ধন্দ।
ভুলল গগনে সগণে রজনীকর
চৌদিশে ফিরত দীপধর ছন্দ॥
তারাগণ সঞে তারাপতি হেরি
লাজে লুকায়ল দিনমণি কাঁতি।
গোবিন্দদাস পহু জগমন মোহন
বিহরই ভেল কলপ সম রাতি॥২৩২॥

কেদার

ও নবজলধর অঙ্গ।
ইহ থির বিজুরি তরঙ্গ॥
ও বর মরকত ঠান।
ইহ কাঞ্চন দশবাণ॥
রাধামাধব মেলি।
মুরতি মদনরস কেলি॥
ও তনু তরুণ তমাল।
ইহ হেম যুথি রসাল॥
ও নব পদুমিনি সাজ।
ইহ মত্ত মধুকর রাজ॥
ও মুখ চান্দ উজোর।
ইহ দিঠি লুবধ চকোর॥
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ।
গোবিন্দদাস রহু ধন্দ॥ ২৩৩॥

বসন্তলীলা

বসন্ত

শিশিরক অন্তরে আওয়ে বসন্ত।
ফুয়ল কুসুম সব কানন-অন্ত॥
শ্রীবৃন্দাবন পুলিনক রঙ্গ।
ভোরল মধুকর কুসুমক সঙ্গ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
সারী শুক পিক গাওয়ে রসাল॥
তহিঁ সব রঙ্গিণি মেলি এক সঙ্গে।
ভেটল নাগরি নাগর রঙ্গে॥
বিহরই কাননে যুগল কিশোর।
নাচত গাওত রঙ্গিণি জোর॥
বাজত গাওত কত কত তান।
গোবিন্দদাস অবধি নাহি পান॥ ২৩৪॥

হোরিলীলা

তথারাগ

ঋতুপতি বিহরই নাগর শ্যাম।
রাধা রঙ্গিণি সঙ্গিনি বাম॥ ধ্রু॥
চুয়া চন্দন পরিমল কুঙ্কুম
ফাগুরঙ্গে সব অঙ্গ ভরি।

মদনমোহন হেরি মাতল মনসিজ
যুবতিযূথ শত গায়ত ঝুমরি॥
কেহু অম্বর ধর কেহু হার হর
কেহুঁ তনু পরশিয়া রহল বিভোরি।
কেহু লেই মুরলি কেহু লেই মুদরি
দূরহি দূরে রহি গাওত হোরি॥
ডম্ফ রবাব উপাঙ্গ পাখোয়াজ
করতলতাল সুমেলি করি।
গোবিন্দদাস পহু নটবর শেখর
নাচত গাওত তাল ধরি॥ ২৩৫॥

তথারাগ

খেলত ফাগু বৃন্দাবনচান্দ।
ঋতুপতি মনমথ মনমথ ছান্দ॥
সুন্দরিগণ কর মণ্ডলি মাঝ।
রঙ্গিণি প্রেমতরঙ্গিণি সাজ॥
আগু ফাগু দেই নাগরি নয়নে।
অবসরে নাগর চুম্বয়ে বয়নে॥
চকিতে চন্দ্রমুখি সহচরি গহনে।
ধাই ধরল গিরিধারিক বসনে॥
তরলনয়নি ত্বরিতে এক যাই।
কর সঞে কাঢ়ি মুরলি লেই ধাই॥
ঘন করতালি ভালি ভালি বোল।
হো হো হোরি তুমুল উতরোল॥
অরুণ তরুণ তরু অরুণহি ধরণী।
স্থল জলচর ভেল সভে একবরণী॥
অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ।
অরুণ হৃদয় ভেল দাস গোবিন্দ॥ ২৩৬॥

বসন্তবিহার, প্রকারান্তর

বসন্ত

তরু তরু নব কিশলয় বন লাগি।
কুসুমভরে কত অবনত শাখি॥
তহিঁ শুক শারিণি কোকিল বোল।
কুঞ্জ নিকুঞ্জ ভ্রমর করু রোল॥
অপরূপ শ্রীবৃন্দাবন মাঝ।
ষড় ঋতু সঙ্গে বসন্ত ঋতুরাজ॥
বিকসিত কুবলয় কমল কদম্ব।
মাধবি মালতি মিলিত রোলম্ব॥
কাহাঁ কাহাঁ সারস হংস নিসান।
কাহাঁ কাহাঁ দাদুরি উনমত গান॥
কাহাঁ কাহাঁ চাতক পিউ পিউ ফুর।
কাহাঁ কাহাঁ উনমত নাচয়ে মউর॥
গোবিন্দদাস কহ অপরূপ ভাতি।
চৌদিকে বেঢ়ল কুসুমক পাঁতি॥ ২৩৭॥

বাসন্তরাস

ভাটিয়ারি

বৃন্দা বিপিনে বিহরই মাধবি মাধব সঙ্গিয়া।
দুহুঁ গুণ দুহুঁ জন গাওত সুললিত
চলত নর্ত্তন গতি রঙ্গিয়া॥ ধ্রু॥
শ্রবণ যুগলে কুণ্ডল শোহই
নব কিশলয় তোড়িয়া।
দুহুঁ কান্ধে দুহুঁ ভুজ শোহই
চুম্বই মুখশশি মোড়িয়া॥
মত্ত কোকিল মুরলি তাহে বায়ে
নাচত শিখিগণ মাতিয়া।
তেজি মকরন্দ ধাই বেঢ়ল
মুখর মধুকর পাঁতিয়া॥
সকল সখিগণ কুসুম বরিষণ
আনন্দে ও রসে ভাসিয়া।
দাস গোবিন্দ কবহিঁ হেরব
ও রসসায়রে গাহিয়া॥ ২৩৮॥

ভাবীবিরহ

সুহই

না জানি কো মথুরা সঞে আয়ল
তাহে হেরি কাহে জিউ কাঁপি।
তব ধরি দখিণ পয়োধর ফুরয়ে
লোরে নয়নযুগ ঝাঁপি॥
সজনি অকুশল শত নাহি মানি।
বিপদক লাখ তৃণহুঁ করি না গণিয়ে
কানুবিছেদ হয়ে জানি॥

কিয়ে ঘর বাহির চীত না রহ থির
জাগরে নিঁদ নাহি ভায়।
গঢ়ল মনোরথ তৈখনে ভাঙ্গত
কিয়ে সখি করব উপায়॥
কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জরে
সঘনে রোয়ত শুক সারি।
গোবিন্দদাস আনি সখি পুছহ
কাহে এত বিঘিনি বিথারি॥ ২৩৯॥

ধানশী

ঝাঁপল উতপত লোরে নয়ান।
কৈছে করত হিয়া কিছুই না জান॥
তুহুঁ পুন কি কর্য়বি গুপতহিঁ রাখি।
তনু মন দুহুঁ মুঝে দেয়ত সাখী॥
তব কাহে গোপসি কি কহব তোয়।
বজরক বারণ করতলে হোয়॥
জানলুঁ রে সখি মৌনক ওর।
পিয়া পরদেশ চলব মোহে ছোড়॥
গমনক সময়ে বিরোধ জনি কোয়।
পিয়াক অমঙ্গল যৈছে না হোয়॥
সময় সমাপন কী ফল আর।
প্রেমক সমুচিত অবহুঁ নিবার॥
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমান।
পিয়া পরদেশি কাহে রণ প্রাণ॥ ২৪০॥

সুহই

নামহি অক্রুর ক্রুর নাহি যা সম
সো আওল ব্রজ মাঝ।
ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল
কালি কালিহুঁ সাজ॥
সজনি রজনি পোহাইলে কালি।
রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতর
মন্দিরে রহু বনমালী॥ ধ্রু॥
যোগিনি চরণ শরণ করি সাধহ
বান্ধহ যামিনি নাথে।
নখতর চান্দ বেকত রহু অম্বরে
যৈছে নহত পরভাতে॥

কালিন্দি দেবি সেবি তাহে ভাখহ
সো রাখউ নিজ তাতে।
কীয়ে শমন আনি তুরিতে মিলাওব
গোবিন্দদাস অনুমাতে॥ ২৪১॥

শ্রীগান্ধার

যাহে লাগি গুরু গঞ্জনে মন রঞ্জলুঁ
দুরজন কিয়ে নাহি কেল।
যাহে লাগি কুলবতি বরত সমাপলুঁ
লাজে তিলাঞ্জলি দেল॥
সজনি জানলুঁ কঠিন পরাণ।
ব্রজপুর পরিহরি যাওব সো হরি
শুনইতে নাহি বাহিরান॥ ধ্রু॥
যো মঝু সরস সমাগম লালস
মণিময় মন্দির ছোড়ি।
কণ্টক কুঞ্জে জাগি নিশি বাসর
পন্থ নেহারত মোরি॥
যাহে লাগি চলইতে চরণ বেঢ়ল ফণি
মণি মঞ্জির করি মানি।
গোবিন্দদাস ভণ কৈছনে সো দিন
বিছুরব ইহ অনুমানি॥ ২৪২॥

সুহিনী

কালি হাম কুঞ্জে কানু যব ভেট।
নিরমদ নয়ন বয়ন করু হেঁট॥
মান ভরমে হাম হাসি হাসি সাধ।
না জানিয়ে ঐছে পড়ব পরমাদ॥
এ সখি অব মোহে কহবি বিশেষ।
জানলুঁ কানু চলব পরদেশ॥ ধ্রু॥
পুছইতে কহ গদ গদ আধ বোল।
ঢর ঢর নয়ন হেরি মুখ মোর॥
নিবিড় আলিঙ্গনে রহু পুন ধন্দ।
দর দর হৃদয় শিথিল ভুজবন্ধ॥
চুম্বনে বদনে বদনে রহু মেলি।
আনহি ভাতি রভসরস কেলি॥
এতহুঁ কপট কৈছে হিয় মাহা গোই।
গোবিন্দদাস কহে মোহে হেরি রোই॥ ২৪৩॥

গান্ধার

কামিনি করি কোন বিহি নিরমায়ল
তাহে পুন কুলমরিযাদ।
তাহে পুন হরি সঞে লেহ ঘটায়ল
তাহে বিঘটন পরমাদ॥
সজনি বিহি মোরে কি ভেল বাম।
ছোড়ি বৃন্দাবন জানলুঁ মধুপুরে
যাওব সুন্দর শ্যাম॥ ধ্রু॥
ও মুখচান্দ হাস মধুরাধর
ও দিঠে বঙ্ক নেহারি।
ও মৃদু বচন সুধারসে পূরিত
কৈছনে বিছুরব নারি॥
যাহে বিনু নিমিখ আধ যুগ সম
সো অব আনত যাব।
কঠিন পরাণ অবহুঁ নাহি নিকসয়ে
পুন কিয়ে দরশন পাব॥
কহইতে গোরি লোরে ভরু লোচন
মুরছি পড়ল তহিঁ ভোর।
হা হা প্রাণ রাই ভেল অচেতন
গোবিন্দদাস করু কোর॥ ২৪৪॥

গান্ধার

প্রাতরে তুহুঁ চলবি মথুরাপুর
যবহুঁ শুনল ব্রজনারি।
বিরহক ধূমে ঘুম নাহি লোচনে
মোছত উতপত বারি॥
মাধব ভালে তুহুঁ ব্রজঅনুরাগি।
অব সব বল্লবি জরল বিরহানলে
কো পুন ইহ বধ ভাগি॥
গিরিবরকুঞ্জ কুসুমময় কানন
কালিন্দি কেলি কদম্ব।
মন্দির গোপুর নগর সরোবর
কো কাহে করু অবলম্ব॥
ব্রজপতি লেই অতয়ে চলু অকুর
সঙ্গে শ্রীদাম সুদাম।
গোবিন্দদাস কহ যব ঐছন নহ
আপে চলাউ বলরাম॥ ২৪৫॥

ভবন্ বিরহ

সুহই

অতমিত যামিনি কন্ত।
বিফল ভেল মণি মন্ত॥
উদয়াচল বরণারুণ।
উয়ল দিনমণি দারুণ॥
দেখ সখি পাপি অকুর।
হরি লেই চলু মধুপুর॥
দ্বিজকুল মঙ্গল উচার।
চলু সব গোপ গোঙার॥
কোই না কহ অছু বাত।
হরি জনি মাথুর যাত॥
ব্রজপতি দম্পতি চীতে।
কোন কয়ল বিপরীতে॥
তে বুঝি নিকরুণ ধাতা।
গোবিন্দদাস দুখ গাথা॥ ২৪৬॥

ধানশী

হরি নহ নিরদয় রসময় দেহ।
কৈছন তেজব নবিন সনেহ॥
পাপী অক্রুর কিয়ে গুণ জান।
সব সুখ বারি লেই চলু কান॥
এ সখি কাহুক জনি মুখ চাহ।
আঁচর গহি বাহুরায়হ নাহ॥ ধ্রু॥
যতি খণে দ্বিজকুল মঙ্গল না পঢ়ই।
যদি খণে রথ পর কোই না চঢ়ই॥
যতি খণে গোকুলে তিমির না গিরই।
করইতে যতন দৈবে যদি ফিরই॥
এতহুঁ বিপদে জিউ রহয়ে একন্ত।
বুঝলুঁ নেহারত লাজক পন্থ॥
অতয়ে সে কী ফল দারুণ লাজ।
গোবিন্দদাস কহে না সহে বেয়াজ॥ ২৪৭॥

ভূত বিরহ

ধানশী

শুনলহুঁ মাথুর চলব মুরারি।
চলতহি' পেখলুঁ নয়ন পসারি॥
পালটি নেহারিতে হাম রহু হেরি।
শূনহি মন্দিরে আয়লুঁ ফেরি॥
দেখ সখি নীলজ জীবন মোই।
পিরীতি জনায়ত অব ঘন রোই॥ ধ্রু॥
সো কুসুমিত বন কুঞ্জকুটীর।
সো যমুনাজল মলয় সমীর॥
সো হিমকর হেরি লাগয়ে চঙ্ক।
কানু বিনে জীবনু কেবল কলঙ্ক॥
এত দিনে বুঝল বচনক অন্ত।
চপল প্রেম থির জিবন দুরন্ত॥
তাহে অতি দুরজয় আশকি পাশ।
সম্বাদি না আওত গোবিন্দদাস॥ ২৪৮॥

গান্ধার

হৃদয় বিদারত মনমথবাণ।
কো জানে কাহে নহত দুই ঠাম॥
জ্বলু বিরহানল মন মাহা গোয়।
কঠিন শরীর ভসম নাহি হোয়॥
কাহে সমুঝায়ব মরমক খেদ।
মরত না জীয়ত কানুবিছেদ॥ ধ্রু॥
যো মুখ হেরইতে নিমিখ বিরোধ।
পুন হেরব বলি তাহে পরবোধ॥
হেরইতে কুসুমিত কেলিনিকুঞ্জ।
শুনইতে পিকরব অলিকুলগুঞ্জ॥
অনুভবি মালতি পরিমল এহা।
কো জানে জীউ রহত ইহ দেহা॥

জানইতে কানুক সো আশোয়াস।
চলু মথুরাপুর গোবিন্দদাস॥ ২৪৯॥

শ্রীগান্ধার

হরি কি মথুরাপুর গেল।
আজু গোকুল শূন ভেল॥
রোদতি পিঞ্জরশুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে॥
অব সোই যমুনার কূলে।
গোপ গোপি নাহি বুলে॥
হাম সাগরে তেজব পরাণ।
আন জনমে হব কান॥
কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা॥
হেন বুঝি নিকরুণ ধাতা।
গোবিন্দদাস দুখ দাতা॥ ২৫০॥

সুহই

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনি
সুখ লব ভৈ গেল নিরাশা॥
সখি হে অব মোহে নিঠুর মাধাই।
অবধি রহল বিছুরাই॥
কো জানে চাঁদ চকোরিণি বঞ্চব
মাধবি মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু পিরীতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি নিরমাণ॥
পাপ পরাণ আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুরে।

---

২৪৮ শুনিলাম মুরারি মথুরা যাইবেন। নয়ন মেলিয়া দেখিলাম মথুরা যাইতেছেন। ফিরিয়া চাহিতে আমিও চাহিয়া রহিলাম। শূন্য মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম (তথাপি মৃত্যু হইল না)। সখি, দেখ আমার নির্লজ্জ জীবন এখন নিরন্তর কাঁদিয়া প্রীতি জানাইতেছে। সেই কুসুমিত কানন, কুঞ্জ কুটীর, সেই যমুনা জল, মলয় বায়ু। সেই চান্দ (পূর্ব্বে যাহা সুখকর ছিল) এখন দেখিয়া চমক লাগিতেছে। কানু বিনা এ জীবন কেবল কলঙ্কস্বরূপ। এত দিনে এই বচনের অন্ত বুঝিলাম প্রেম চপল, দুরন্ত জীবন স্থির (প্রেম চঞ্চল, থাকে না, কিন্তু প্রেম গেলেও এই দুরন্ত জীবন যায় না)। তাহাতে আশাপাশ (আশার বন্ধন) অতি দুর্জ্জয়। (আশাকে জয় করিতে পারিতেছি না) গোবিন্দ দাস সংবাদ জানিয়া আসিতেছেন না।

বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রসপুর॥ ২৫১॥

বাহ্য দশায় প্রলাপ

তিরোথা ধানশী

পরাণপিয় সখি হামারি পিয়া।
অবহু না আওল কুলিশ হিয়া॥
নখর খোয়ায়লু ক্ষিতি লেখি লেখি।
নয়ন আন্ধুয়া ভেল পিয়া পথ দেখি॥
যব হাম বালা পিয়া পরিহরি গেল।
কিয়ে দোষ কিয়ে গুণ বুঝই না ভেল॥
অব হাম তরুণি বুঝলু রস ভাষ।
হেন জন নাহি কহয়ে পিয়া পাশ॥
হেন মনে হোয়ে সখি যাঙ সোই দেশ।
আঁচর গহি জানু পিয়াক সন্দেশ॥
মনহি দুখ যত না জানয়ে কান।
গোবিন্দদাস কহ লোক না জান॥ ২৫২॥

ধানশী

পিয়া গেল মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতিক মালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনি॥
নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গে দুখ মঝু পাশ॥
যত ছিল মনোরথ সব ভেল বাদ।
পরিহরি গেল বন্ধু বিনি অপরাধ॥
হাম নারি অভাগিনি বিহি ভেল বাম।
পিয়া গেল মধুপুর না পুরল কাম॥
গোবিন্দদাস কহই ধনি রাই।
ধৈরয ধরহ আওব কানাই॥ ২৫৩॥

শ্রীরাধার দ্বাদশ মাসিক বিরহ

পাহিড়া ধানশী—কন্দর্প তাল

অঘাণ মাস রাস রস সায়র
নায়র মাথুর গেল।
পুররঙ্গিণিগণ পুরল মনোরথ
বৃন্দাবন বন ভেল॥

আওল পৌষ তুষার সমীরণ
হিমকর হিম অনিবার।
নাগরি কোরে ভোরি রহু নাগর
করব কোন পরকার॥

মাঘে নিদাঘ কঙন পাতিয়ায়ব
আতপ মন্দ বিকাশ।
দিনমণি তাপ নিশাপতি চোরল
কানু বিনু সঘন হুতাশ॥

---

[২৫১] প্রেমের অঙ্কুর উদ্‌গত হইতে না হইতেই রৌদ্র শুকাইয়া গেল। যুগল পলাশের অবকাশ ঘটিল না (প্রথম দুইটী দলের উদ্‌গম হইল না), প্রতিপদ চাঁদের উদয়ে রাত্রি যেমন (অর্থাৎ প্রতিপদের চাঁদ কেহ দেখিতে পায় না। প্রতিপদের চাঁদ রাত্রির অন্ধকারও দূর করে না)। ক্ষণমাত্র সুখের আশাতেও নিরাশ হইলাম। সখি, মাধব এখন নিঠুর হইলেন। আমাকে আজিও ভুলিয়া রহিলেন, ত্যাগ করিয়া রহিলেন। কে জানে চাঁদ চকোরীকে বঞ্চনা করিবে, সুজন মধুপ মাধবীকে বঞ্চনা করিবে। কানুর পিরীতি অনুভব করিয়া অনুমান করিতেছি, এই বিঘটন বিধাতা-নির্ম্মিত (আমার কানুর কোন দোষ নাই)। পাপ প্রাণ অন্য কিছু জানে না। কানু কানু করিয়া ঝুরিতেছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, মাধব নিষ্করুণ। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন, তিনি রসপূর্ণ।

[২৫২] সখি, আমার পিয়া প্রাণ হইতেও প্রিয়। কিন্তু সেই বজ্রসদৃশ নিঠুর হৃদয় তো আজিও আসিলেন না। (দিন গণিতে গণিতে) মৃত্তিকায় দাগ কাটিয়া (অঙ্ক চিহ্ন আঁকিতে) নখর ক্ষয় করিলাম। পিয়ার পথ চাহিয়া নয়ন অন্ধ হইয়া গেল। আমি যখন বালিকা পিয়া ত্যাগ করিয়া গেলেন। কি দোষ কি গুণ কিছুই বুঝিলাম না। এখন আমি তরুণী, রস ভাষ বুঝিলাম। এমন কেহ নাই যে পিয়ার পাশে গিয়া সংবাদ দেয়। এমনই মনে হয় সখি, সেই দেশে যাই (যে দেশে পিয়া আছেন) আঁচল পাতিয়া পিয়ার সংবাদ জানি। আমার মনের যত দুখ কানু জানেন না। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন লোকেও জানে না।

ফাগুনে গুণিগুণি গুণমণি গুণগণ
ফাগুয়া খেলন রঙ্গ।
বিরহ পয়োধি অবধি নাহি পাইয়ে
দুরতর মদনতরঙ্গ॥

আওত চৈত চীত কত বারব
ঋতুপতি নব পরবেশ।
দারুণ মনমথ ফুলশরে হানই
কানু রহল দূর দেশ॥

মাধবি মাস সাধ বিধি বাধল
পিককুল পঞ্চম গান।
দারুণ দখিণ পবন নাহি ভায়ত
ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ॥

জেঠহি মীঠ কহত সব রঙ্গিণি
চন্দন চান্দনি রাতি।
শীতল পবন মোহে নাহি ভায়ত
দারুণ মনমথ শাতি॥

মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহানল
হেরি নব নীরদপাঁতি।
নীরদমুরতি নয়নে যব লাগয়ে
নিঝরে ঝরয়ে দিন রাতি॥

শাওনে সঘনে গগনে ঘন গরজন
উনমত দাদুরি বোল।
চমকিত দামিনি জাগরে কামিনি
জীবন কণ্ঠহি লোল॥

ভাদরে দর দর দারুণ দুরদিন
ঝাঁপল দিনমণি চন্দ।
শীকর নিকরে ধীর নহ অন্তর
দহই মনোভব মন্দ॥

আশিন মাসে বিকাশিত পদুমিনি
সারস হংস নিশান।
নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর
ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ॥

কাতিক মাস নিরাশ করল বিধি
লীলাময় রস রাস।
নিকরুণ কান কোন পাতিয়ায়ব
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥ ২৫৪॥

শ্রীরাধার দ্বাদশ মাসিক বিরহ (২য়)

এক

গাবই সব মধুমাস।
তনুদহ বিরহ হুতাশ॥
হুতাশ সদৃশ চান্দ চন্দন
মন্দ পবন সন্তাপই।
মাধবী মধু মত্ত মধুকর
মধুর মঙ্গল গাবই॥
নব মঞ্জু বঞ্জুল পুঞ্জ রঞ্জিত
চূত কানন শোহই।
রস লোল কোকিল কোকিলাকুল
কাকলি মন মোহই॥ ২৫৫॥

দুই

মোহই মাধবি মাস।
চৌদিশে কুসুম বিকাশ॥
বিকাশ হাস বিলাস সুললিত
কমলিনি রস জৃম্ভিতা।
মধুপান চঞ্চল চঞ্চরীকুল
পদুমিনী মুখ চুম্বিতা॥
মুকুল পুলকিত বল্লি তরু অরু
চারু চৌদিশে সঞ্চিতা।
হাম সে পাপিনি বিরহে তাপিনি
সকল সুখ পরিবঞ্চিতা॥ ২৫৬॥

তিন

বঞ্চিত রহ নিশি বাস।
ভৈগেল জেঠহি মাস॥
মাস ইহ রহু যাক পয়ে পহুঁ
সোই সুলখিনি কামিনি।
কান্ত মুখ সম্ভোগ বঞ্চয়ে
চাঁদ উজোর যামিনি॥

দহই দাদ্দুরি দিনহি বঞ্চয়ে
কেলি করয়ে সরোবরে।
প্রেম পেশলি পুরব প্রেয়সি
পেখি তাপিত অন্তরে॥ ২৫৭॥

চার

অন্তরে আওয়ে আষাঢ়।
বিরহিনি বেদন বাঢ়॥
বার ফুল্লিত বল্লি তরুবর
চারু চৌদিশে সঞ্চরে।
ও তাপে তাপিত ধরণি মাজরি
নিরখি নব নব জলধরে॥
পিপিয় পাখিয় পিয়াসে পীড়িত
সতত পিউ পিউ রাবিয়া।
(পিয়) নাদ শুন চিত চমকি উঠয়ে
পিয়া সে পেখি না পাপিয়া॥২৫৮॥

পাঁচ

পাপী শাঙন মাস।
বিরহিণি জিবন নৈরাশ॥ ধ্রু॥
নৈরাশ বাসর রজনি দশ দিশ
গগনে বারিদ ঝম্পিয়া।
ঝলকে দামিনি পলকে কামিনি
হেরি মানস কম্পিয়া॥
পাপ ডাহুকি ডাহুকে ডাকই
মউর নাচত মাতিয়া।
একলি মন্দিরে অনিঁদ লোচনে
জাগি সগরিহ রাতিয়া॥ ২৫৯॥

ছয়

রাতি দিবসে রহু ধন্দ।
ভাদরে বাদর মন্দ॥ ধ্রু॥
মন্দ মনসিজ মনহি দহ দহ
দহই মারুত মন্দ।
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
হামারি লোচনছন্দ॥
উছল ভূধর পুরল কন্দর
ছুটল নদ নদি সিন্ধুয়া।
হাম সে কুলবতি পরক যুবতি
গমনে জগ ভরি নিন্দুয়া॥ ২৬০॥

সাত

নিন্দু আপন পরভাস।
ভৈগেল আশিন মাস॥
মাস গণি গণি আশ গেলহি
শ্বাস রহু অবশেষিয়া।
কোন সমুঝব হিয়াক বেদন
পিয়া সে গেল পরদেশিয়া॥
সময় শারদ চাঁদ নিরমল
দীঘ দীপতি রাতিয়া।
ফুটল মালতি কুন্দ কুমুদিনি
পড়ল ভ্রমরক পাঁতিয়া॥ ২৬১॥

আট

পাতিয়া শমনক লাই।
আওল কাতিক ধাই॥
ধাই ষটপদ লাই পদুমিনি
পাই কিয়ে রস মাধুরি।
ওহি নিশঙ্কহি সঘনে চুম্বই
কোন বুঝে অছু চাতুরি॥
যবহুঁ পিয়া মঝু নেহ করলহি
মেঘচাতক রীতিয়া।
পিয়াসে দুরহি রোয়ে পাপিনি
ওই রাখল কীরিতিয়া॥ ২৬২॥

নয়

কি রিতি করব অব হামে।
আওল আঘণ নামে॥
নাম শুনইতে উছলে অন্তর
সো রস সায়রে পেশলি॥
কৌনবিহি মঝু নাহ লে গেও
হাম সে পড়ি রহু একলি॥
শিশির নব নব তরুণ নব নব
তরুণি নবি নবি হোই রি।
নেহ নব নব তেজি দারুণ
দেহ ধরু জনি কোই রি॥ ২৬৩॥

দশ

কোই করয়ে জনি রোখে।
আওল দারুণ পোখে॥
পোখ দিন মাহা সুরজ আতপ
পরশে কম্পন হোতিয়া।
রজনি হিমকর দরশে দহ দহ
হেরি সহচরি রোতিয়া॥
কপট কানুক পিরীতি আগুনি
দরশ কথি জনি হোই রি।
অতয়ে কুল শিল জিবন যৌবন
সখিক সঙ্গহি খোই রি॥ ২৬৪॥

এগার

খোই কলাবতি মানে।
আওল মাঘ নিদানে॥ ধ্রু॥
নিদানে জীবন রহল সো পুন
মাঘ সমুঝল যাবই।
মদন ধানুকি ফেরি আওল
সবহুঁ মঙ্গল গাবই॥
রসাল নব নব পল্লব চাপহিঁ
মুকুলশর কত জোই রি।
ভ্রমর কোকিল ফুকরি বোলত
মার বিরহিণি ওই রি॥ ২৬৫॥

বার

ওই দেখহ অনুরাগে।
আওল ফাগুন আগে॥ ধ্রু॥
আগে মঝু কছু আশ আছিল
নিচয় নাগর আওবে।
বরিখ গেলহি অবধি ভেলহি
পুন কি পামরি পাওবে॥
সোই নিরমল বদন মাধুরি
দরশ কথি জনি হোয়।
অতয়ে নিরগুণ জিবন তেজব
মরণ ঔখদ মোয়॥

মোয় হেরি সখি সব কোই।
চৌঠ মাস বহু রোই॥
রোই ঝর ঝর নিঝর লোচন
বিষম অব দো মাস।
কতিহুঁ অন্তর ততহি রহলিহ
হামারি গোবিন্দদাস॥
আধ বরিখহি তাহি পামরি
দাস গোবিন্দ দাসিয়া।
অবহুঁ তব অব কবহুঁ না পাওব
রহল করমক নাশিয়া॥ ২৬৬॥

দশ দশা

তথারাগ

যো মুখ নিরখনে নিমিখ না সহই।
তাহে পরবোধসি আওব কহই॥
শুন সখি কি বোলব তোয়।
নীলজ প্রাণ সহজে রহুঁ মোয়॥
সো গুণনিধি প্রেম যদি হামে ছোড়।
তিল এক জিবইতে লাজ বহু মোর॥
জনু বাড়বানল হৃদি মাহা এহ।
কিয়ে সুখ লাগি ভসম নহ দেহ॥
অব মঝু জীবন উপেখন হোয়।
গোবিন্দদাস ও মুখ হেরি রোয়॥ ২৬৭॥

গান্ধার

যাহাঁ পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাহাঁ তাহাঁ ধরণি হইয়ে মঝু গাত॥

---

২৬৭ যে (নাথের) মুখ দেখিতে নয়নের পলক সহ্য করিতে পারিতাম না, সেই বন্ধু আসিবে বলিয়া তুমি প্রবোধ দিতেছ। শোন সখি, তোমার কি বলিব, নির্লজ্জ প্রাণ আমার বিনাযত্নেই রহিয়াছে। সেই গুণনিধির প্রেমই যদি আমাকে ত্যাগ করিল, তিলেকের জন্য বাঁচিতেও আমার বহু লজ্জা হইতেছে। এই হৃদয়মধ্যে যেন বাড়বানল জ্বলিতেছে। কি সুখের জন্য জীবন ভস্ম হইতেছে না? এখন আমার এই জীবন উপেক্ষিত হইল। গোবিন্দ দাস এই মুখ দেখিয়া কাঁদিতেছেন।

যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ॥
এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ।
ঐছে মিলই যব গোকুলচন্দ॥ ধ্রু॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জোতি হোই তথি মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত॥
যাহাঁ পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চনগোরি।
সো মরকততনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥ ২৬৮॥

শ্রীগান্ধার

বিরহ অনলে যদি দেহ উপেখবি
খোয়বি আপন পরাণ।
তুয়া সহচরি যত কোই না জীয়ত
সবহুঁ করবি সমাধান॥
সুন্দরি মাধব আওব গেহ।
তোহারি সম্বাদ সোই যদি পাওব
তব কি রাখব নিজ দেহ॥ ধ্রু॥
আপনক ঘাতে রমণিকুল ঘাতবি
ঘাতবি শ্যামরচন্দ।
জগ ভরি বিপুল কলঙ্ক তুয়া ঘোষব
দোসর কলমষবন্ধ॥
সজল কমলে কমলাপতি পূজহ
আরাধহ মনমথ দেব।
গোবিন্দদাস কহ আশ তব না পূরব
রাধামাধব সেব॥ ২৬৯॥

হংসদূত

সুহই

মাথুর দূত করি গুরুতহিঁ মানি।
কহবি কানুর পায় যত কিছু বাণি॥
এত কহি আওল পড়ি যাহাঁ রাই।
কানু কানু করি চেতায়ল তাই॥
অদভুত হেরলুঁ প্রিয়সখি প্রেম।
নিজ সখি দুখে দুখি সুখে মানে ক্ষেম॥ ধ্রু॥
পিয়াক বিরহে মরণ অনুবার।
ফিরায় করিয়া কত মত উপচার॥
চেতন পাইলে যব করয়ে বিলাপ।
আওল বন্ধু কহি দূর করে তাপ॥
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমান।
তুরিতহিঁ মীলব প্রেমবশ কান॥২৭০॥

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতী

সুহই

ঘুমে আলাপয়ে কত পরবন্ধ।
রভসে আলিঙ্গই করি কত ছন্দ॥
জাগরে নিয়ড়ে না হেরি তোহে কান।
সো রস পরশ সপন করি মান॥

---

২৬৮ তুলনীয় : উজ্জ্বল নীলমণিধৃত প্রাচীন শ্লোক—
পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তু স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরং।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয় মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গনে
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয় বর্ত্মনি ধরা তত্তাল বৃন্তেঽনিলঃ॥
প্রভু যেদিকে অরুণ চরণে চলিয়া যাইবেন, সে দিকে আমার গাত্র মৃত্তিকা হউক। যে সরোবরে প্রভু নিত্য নিত্য স্নান করেন, আমি যেন সেই সরোবরে জল হইয়া থাকি।' সখি, বিরহে মরণই নির্ব্বন্ধ নিরাপদ, যাহাতে গোকুলচন্দ্রের প্রাপ্তি ঘটে। যে দর্পণে প্রভু আপনার মুখ দর্শন করেন, আমার দেহ তাহাতে জ্যোতিরূপে থাকুক। যে বীজনে প্রভুর গাত্রে বায়ু সঞ্চালিত হয়, আমার দেহ তাহাতে মৃদু বায়ু হউক। প্রভু জলধর শ্যাম যেখানে ভ্রমণ করেন আমার দেহ সেখানে আকাশ হইয়া রহুক। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন কাঞ্চন গোরি, সেই মরকত তনু শ্যাম কি তোমাকে ছাড়িতে পারেন?

এ হরি তো সঞে রহত বিচ্ছেদ।
বিপরিত চরিতে বাঢ়ায়সি খেদ॥ ধ্রু॥
ভরমে পুছয়ে তোহে মরমক বোল।
উতর না শুনইতে জিউ উতরোল॥
পুন উতকণ্ঠিত করইতে কোর।
দূরে রহু পরশ দরশ ভয়ে চোর॥
ঐছন নিতি নিতি কত অনুতাপ।
পর সমুঝায়ত ইহ বড় তাপ॥
গোবিন্দদাস কহ কি ফল সম্বাদ।
যত এ পিরীতি ততয়ে পরমাদ॥ ২৭১॥

হেমন্তশিশিরোচিত বিরহ

শ্রীরাগ

ভাল ভেল মাধব তুহু রহু দূর।
অযতনে ধনিক মনোরথ পূর॥
কী ফল অম্বরে হিমঋতু রাতি।
যাহাঁ শুতলি কিশলয়দল পাতি॥
কী ফল নিয়ড়ে হুতাশন মন্দ।
নিতি নিতি উদয়ত গগনহি চন্দ॥
কাহে সিনায়ব উতপত বারি।
নয়নহি তাপিত সলিল উভারি॥
ঐছন গণইতে তুয়া গুণ কোটি।
মানল পৌখলি যামিনি ছোটি॥
সবে নাহি সমুঝিয়ে দিনকর রীত।
কিয়ে শীতল কিয়ে তপত চরীত॥
গোবিন্দদাস কহ এতহু সম্বাদ।
তনু জীবন দুহু ধনিক বিবাদ॥ ২৭২॥

ব্যাধিদশা

ধানশী

আওয়ে মধুঋতু মধুর যামিনি
কামিনী চিতচোর।
কুসুম সায়ক জিবন গাহক
তুয়ু সে মধুপুরে ভোর॥
শুনহ নিরদয় হৃদয় মাধব
সে যে সুন্দরি রাই।
বিরহ জরে জরি কনয়া মঞ্জরি
রহল রূপক ছাই॥
অঙ্গ ছটফটি কৈছে মীটব
তপত সহচরি অঙ্গ।
নয়ন পঙ্কজ জোরে ঝরঝর
লোরে মহি করু পঙ্ক॥
তো বিনু কিশলয় শয়ন বীজন
বিফল ভেল মণিমন্ত।
দাস গোবিন্দ এ রস গাহক
ভাওয়ে রায় বসন্ত॥ ২৭৩॥

---

২৭১ ঘুমঘোরে তোমার কত প্রবন্ধ আলাপ করে (অথবা ঘুমঘোরে স্বপ্নে তোমার সঙ্গে কত প্রবন্ধে আলাপ করে)। কেলিরসে কত ছন্দে তোমাকে আলিঙ্গন করে। কানু, জাগিয়া তোমাকে নিকটে না দেখিয়া সেই রসস্পর্শ স্বপ্ন বলিয়া মনে করে। ওহে হরি তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ রহিয়াছে। কিন্তু তুমি যে বিপরীত চরিত্রে (স্বভাবে, স্বপ্নে দেখা দিয়া) খেদ বাড়াইতেছ। ভ্রমে তোমাকে মর্ম্মকথা জিজ্ঞাসা করে। উত্তর না পাইয়া প্রাণ উতরোল হয়। কোলে করিতে পুনরায় উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠে। স্পর্শ দূরে থাকুক, দর্শনের অভাবে চোর হইয়া থাকে। ঐরূপ নিত্য নিত্য কত অনুতাপ। অপরে তাহাকে প্রবোধ দিতেছে, এই বড় জ্বালা। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন সংবাদে কি ফল। যতই পিরীতি, ততই তো প্রমাদ।

২৭২ মাধব ভালই হইল, তুমি দূরে রহিলে, অযত্নেই ধনীর (শ্রীরাধার) মনোরথ পূর্ণ হইল। হিমঋতুর রাত্রিতে বস্ত্রের কোন্ প্রয়োজন, যেখানে কিশলয়দল পাতিয়াই শয়ন করে। নিকটে আর আগুন জ্বালাইবার প্রয়োজন হয় না। কারণ, গগনে নিত্যই তো চাঁদ ওঠে। উষ্ণ জলে কি জন্য স্নান করিবে। নয়নেই তো তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়ে। অমনি তোমার অসংখ্য গুণ গণনা করিতেই পৌষের দীর্ঘ রাত্রি ক্ষণিকের মত কাটিয়া যায়। সবে মাত্র সূর্য্যের রীতি বুঝিনা, সে শীতল না উত্তপ্ত। গোবিন্দ দাস কহিতেছেন এই সংবাদ শোন, দেহের ও প্রাণের সঙ্গে শ্রীরাধার বিবাদ চলিতেছে (অথবা শ্রীরাধার দেহে ও প্রাণে বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে)।

বর্ষাকালোচিত বিরহ

সুহই

উয়ল নব নব মেহ।
দূরে রহু শ্যামর দেহ॥
তহিঁ ঘন বিজুরি উজোর।
হরি রহু নাগরি কোর॥
চাতক পিউ পিউ বোল।
শুনইতে জিউ উতরোল॥
দাদুরি উনমত ভাষ।
বিরহিণি জিবন নৈরাশ॥
দারুণ পাউখ কাল।
জীবন ভেল জনজাল॥
ঐছন ভেল দুরদিন।
অম্বর রবিশশিহীন॥
কো কহে কানুক পাশ।
চলতহিঁ গোবিন্দদাস॥ ২৭৪॥

মল্লার

ঝর ঝর জলধর ধার।
ঝঞ্ঝা পবন বিথার॥
ঝলকত দামিনিমালা।
ঝামরি ভৈগেল বালা॥
ঝুট কি কহব কানাই।
ঝুরত তুয়া বিনু রাই॥
ঝন ঝন বজর নিসান।
ঝাঁপি রহত দুহুঁ কাণ॥
ঝিঞ্ঝিরি ঝঙ্কর্ রাতি।
ঝঙ্ক সহনে নাহি যাতি॥
ঝুমরি দাদুরি বোল।
ঝুলত মদন হিলোল॥
ঝটকি চলহ ধনি পাশ।
ঝগড়ত গোবিন্দদাস॥ ২৭৫॥

বরাড়ী

নন্দ নন্দন নিচয় নিরখলুঁ
নিঠুর নাগর জাতি।
নারি নীলজ লেহ নিরমিত
নাহ নামে মিলাতি॥
না রহ নিরুপম নিলয় নিচলহিঁ
নিন্দই নীরজশেজ।
নিভৃত নীপ নিকুঞ্জে নিবসই
না সহ হিমকর তেজ॥
নয়ন নীরদে নীর নিঝরই
নীন্দ নহি তহিঁ থোর।
নিরসি নূপুর নিয়ড়ে নিকসই
না ধর নিরমল চোল॥
নহত নিকরুণ নীতি নৌতুন
নগর নাগরি হেরি।
নিয়ড়ে নিবেদই নবীন নিজজন
দাস গোবিন্দ তেরি॥ ২৭৬॥

শ্রীগান্ধার

এত দিনে গগনে অখিণ রহু হিমকর
জলদে বিজুরি রহু থীর।
চামরি চমরু নগরে পরবেশউ
মদন ধনুয়া ধরু ফীর॥
মাধব বুঝলুঁ তোহে অবগাই।
এক বিয়োগে বহুত সিধি সাধলি
অতয়ে উপেখলি রাই॥ ধ্রু॥
কুমুদিনিবৃন্দ দিনহিঁ অব হাসউ
বান্ধুলি ধরু নব রঙ্গ।
মোতিমপাঁতি কাঁতি ধরু উজোর
কুঞ্জর চলু গতিভঙ্গ॥
তুয়া অনুরূপ রসিক বর নাগরি
কো ধনি মিললি না জানি।
গোবিন্দদাস কহ এতহুঁ না জানহ
কুবুজা অব নব রাণী॥ ২৭৭॥

২৭৭ শ্রীরাধার মুখ দেখিয়া চাঁদ লজ্জায় ক্ষীণ হইয়াছিল। অঙ্গকান্তি দেখিয়া বিদ্যুৎ চকিতে দেখা দিয়া মুখ লুকাইত। এখন শ্রীরাধার মুখ মলিন, চাঁদ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হউক, অঙ্গকান্তি মলিন, বিদ্যুত স্থির থাকুক। কেশ সংস্কারহীন, সুতরাং চমরী চামর সহ নগরে প্রবেশ করুক। মদন শ্রীরাধার কটাক্ষবাণে

পঠমঞ্জরী

তুহঁ রহু নিকরুণ মধুপুর মাহ।
নিতি নব নাগরি রস অবগাহ॥
যো খণ মান তো বিনু যুগ লাখ।
সো কি সহয়ে চির বিরহ বিপাক॥
এ হরি এ হরি তুয়া পথ চাই।
অবহুঁ কি জীবই না জিবই রাই॥ ধ্রু॥
কত যে খীণ তনু কহই না জানি।
অঙ্গুরি বলয় গলিত দুয় পাণি॥
নয়ন নি-কাজর ঢরকত বারি।
নিশি দিশি পহিরণ ভিগি গেও শাড়ী॥
ছটফট শয়নে না রহ সখি অঙ্ক।
কনক পুতলি লুঠয়ে মহি পঙ্ক॥
সময় নিরীখত পরিখত শ্বাস।
ছোড়ি আওল চলি গোবিন্দদাস॥ ২৭৮॥

করুণ কামোদ

কুঞ্জভবনে ধনি তুয়া গুণ গণি গণি
অতিশয় দুবরি ভেল।
দশমিক পহিল দশা হেরি সহচরি
ঘর সঞে বাহির কেল॥
শুন মাধব কি বলব তোয়।
গোকুলতরুণী নিচয় মরণ জানি
রাই রাই করি রোই॥
তহিঁ এক সুচতুরি তাক শ্রবণ ভরি
পুন পুন কহে তুয়া নাম।
বহুখণে সুন্দরি পাই পরাণ ফেরি
গদগদ কহে শ্যাম শ্যাম॥
নামক অছু গুণ না শুনিয়ে ত্রিভুবন
মৃতজন পুন কহে বাত।
গোবিন্দদাস কহ ইহ সব আন নহ
যাই দেখহ মঝু সাথ॥ ২৭৯॥

দশ দশা

বরাড়ী

অঙ্গে অনঙ্গজর মরমে বিষমশর
কণ্ঠহি জীবন জারা।
করতলে বয়ন নয়ন ঝরু নীঝর
কুচযুগে কাজর হারা॥
মাধব তুহুঁ মধুপুর দূর দেশ।
ও অবলা চির বিরহ বেয়াধিনি
দশমি দশা পরবেশ॥ ধ্রু॥

লজ্জায় ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়াছিল, এখন পুনরায় ধনু ধারণ করুক। মাধব তোমার মর্ম্মকথা বুঝিলাম। একজনকে ত্যাগ করিয়া বহু উদ্দেশ্য সাধন করিলে, এই জন্যই রাইকে উপেক্ষা করিলে। কুমুদিনীবৃন্দ এখন দিনেই প্রফুল্লিত হউক, বাঁধুলী নূতন রং ধারণ করুক, মুক্তাপংক্তির কান্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠুক, মাতঙ্গ ভঙ্গী করিয়া চলুক (শ্রীরাধার মুখে হাসি নাই, অধর ম্লান; দশনে জ্যোতি নাই, চলনে সে মত্ততা নাই)। কানু তোমার অনুরূপ রসিকা নাগরী-শ্রেষ্ঠা কে মিলিল জানি না। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন, সে কথা জান না, কুব্জা এখন নূতন রাণী।

২৭৮ নির্দ্দয়, তুমি মধুপুর মধ্যে রহিয়াছ। নিত্য নূতন নাগরী নারীর রসে অবগাহন করিতেছ। যে তোমাবিহনে ক্ষণকালকে লাখ যুগ মনে করে, সে কি এই চিরবিরহ বিপাক সহ্য করিতে পারে? ওহে হরি, ওহে হরি, তোমার পথ চাহিয়া এখন রাই আর বাঁচে কি বাঁচেনা। তাহার দেহ কত দুর্ব্বল হইয়াছে, কহিতে জানি না, দুই হাতের অঙ্গুরী বলয় হইয়াছে। কাজলহীন নয়নে অশ্রু ঢলঢল করিতেছে। দিনরাত্রি পরিহিত শাড়ী ভিজিয়া যাইতেছে। সখীর কোলেও শুইয়া থাকে না, ছটফট করে, সোনার পুতলী ধূলায় লুটাইতেছে। (কখন কি হয়) সময় দেখিতেছে, নিঃশ্বাস পরীক্ষা করিতেছে। (এই অবস্থা দেখিয়া) গোবিন্দদাস (বৃন্দাবন) ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছেন।

২৭৯ কুঞ্জভবনে ধনী তোমার গুণ গণিয়া গণিয়া (তোমার কথা স্মরণ করিয়া) অতিশয় দুর্ব্বলা হইয়া পড়িয়াছে। দশমীদশার প্রথম অবস্থা দেখিয়া সখী ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াছে। শুন মাধব তোমায় কি বলিব, গোকুল তরুণীগণ মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া রাই রাই করিয়া কান্দিতেছে। উঁহারি মধ্যে এক সুচতুরা সখী তাহার শ্রবণ ভরিয়া পুনঃ পুনঃ তোমার নাম উচ্চারণ করায় বহুক্ষণের পর সুন্দরী (রাধা) প্রাণ ফিরিয়া পাইয়া গদগদস্বরে শ্যাম শ্যাম বলিতেছে। মৃতজনে আবার কথা বলে নামের এমন গুণ ত্রিভুবনে শুনি নাই। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন যাহা বলিতেছি সমস্তই সত্য, আমার সঙ্গে আসিয়া দেখ।

বিগলিত কম্বুবলয় করকিশলয়
খণহি খণহি খীণ দেহা।
কো জানে কাঁতি তবহিঁ নাহি ছুটত
জনু অবধিক শশিরেহা॥
তনু মন জোরি গোরি তোহে' সোঁপল
কনয়জড়িত মণিরাজ।
গোবিন্দদাস ভণি কনয়া বিহনে মণি
কবহুঁ হৃদয়ে নাহি সাজ॥ ২৮০॥

তথারাগ

ধৈরজ না রহ সুখ পরিযঙ্ক।
ধয়লহুঁ ধয়ল না রহ সখি অঙ্ক॥
ধূমল ধমলি ধরণি মাহা লুঠই।
ধাধসে চলত খলত মহি লুঠই॥
ধনি ধনি ধীর ধরাধর ধারি।
ধিক্ ধিক্ অবহুঁ উয়য়ে উহ নারি॥
ধরই ন আভরণ ধূসর চীর।
ধোয়ত ধূলি নয়ন ঘন নীর॥
ধনি নহ ধীট চপল তুহুঁ কান।
ধূতক চরিত সরল কিয়ে জান॥
ধুরুব ধেয়ান কবহুঁ করু তোরি।
ধসহি ধরণিতলে মুরছিত গোরি॥
ধরমে ধরমে ধনি বহত নিশাস।
ধাবি কহত তোহে গোবিন্দদাস॥ ২৮১॥

ধানশী

তোহারি বিছেদ ভরমে হাম পামরি
না হেরঙ নিজ নাহ।
হামারি বিছেদে তুহুঁ নারি না উপেখসি
কুবজা রতি অবগাহ॥
মাধব কি কহব তুয়া গুণগাম।
পরিহরি দেহ লেহ তুয়া জানই
একলা রতিপতি' কাম॥ ধ্রু॥
পুরনাগরি সঞে রসিক শিরোমণি
পুরহ মনমথ কেলি।
বনচরি নারি তোহারি গুণ গাওব
পুতনিকা সঞে মেলি॥
রাসবিলাসে যতহুঁ মত চাপল
সব করু সো অব বাধা।
গোবিন্দদাস কহই তোহে মাধব
এতহুঁ সম্বাদলি রাধা॥ ২৮২॥

[২৮০] অঙ্গে মদনজ্বর, মর্ম্মে তাহার বিষম বাণ (অথবা মর্ম্মে তোমার পিরীতি শেল), কণ্ঠে জীবন (কণ্ঠাগত প্রাণ) যন্ত্রণা দিতেছে। করতলন্যস্ত বদন, নয়নে অবিরল জল ঝরিতেছে, স্তনযুগে যেন কাজরেব হার পরিয়াছে (চোখে কাজল নাই। কিন্তু অবিরল ধারে ঝরিয়া পড়া চোখের জলে এমন মলিন রেখার সৃষ্টি হইয়াছে, দেখিয়া মনে হইতেছে যেন স্তনে কাজলের হার রহিয়াছে)। মাধব তুমি মধুপুরে দূরদেশে ওখানে অবলা রাধা চিরবিরহ ব্যাধিতে দশমী দশায় প্রবেশ করিয়াছে। বলয় করকিশলয় হইতে গলিযা পড়িতেছে। ক্ষণে ক্ষণে দেহ ক্ষীণ হইতেছে। কিন্তু কে জানে তথাপি দেহের কান্তি এখনো বিলুপ্ত হয নাই, যেন শশিলেখার অবশেষ রহিয়াছে। গোরী রাধা দেহমন এক করিয়া অকপট প্রেম-স্বর্ণ-মণ্ডিত রত্নশ্রেষ্ঠ জীবন তোমাকে সমর্পণ করিয়াছিল। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন স্বর্ণহীন রত্ন হৃদয়ে কখনো সাজে না (প্রাণহীন প্রেম কি কল্পনা করা যায়?)।

[২৮১] সুখ পর্য্যঙ্কেও ধৈর্য্য রহে না। ধরিয়া রাখিতে পারি না, সখীর কোলেও থাকে না। মলিন কেশরাশি মাটীতে লুটাইতেছে। ধাধসে চলে, স্খলিতপদে মাটীতে লুটাইয়া পড়ে। গিরিধারি ধন্য ধন্য তোমার ধৈর্য্য। আর সেই নারীকে ধিক্ ধিক্ সে এখনো বাঁচিয়া আছে। অলঙ্কার পরে না, মলিন বসন, নয়নের নীরে অঙ্গের ধূলি ধুইয়া যায়। কানু তুমিই চপল, ধনী সরলা। সরলা ধূর্ত্তচরিত্র কি জানিবে? কখনো সে তোমারই ধ্রুব ধ্যান করে (ধ্রুবাস্মৃতিতে সমাধিমগ্না হয়)। (কখনো সেই) গোরাঙ্গী মূর্চ্ছিতা হইয়া ধরণীতে পতিতা হয়। ধর্ম্মে ধর্ম্মে (ভালয় ভালয় এখনো) ধনীর নিঃশ্বাস বহিতেছে। ধাইয়া গোবিন্দ দাস তোমাকে কহিতে আসিয়াছেন।

[২৮২] তোমার বিচ্ছেদ ভয়ে পামরী আমি নিজ পতির প্রতি চাহিলাম না। আর আমার বিচ্ছেদে তুমি নারী ছাড়িতে পারিলে না? কুবজার প্রণয়ে ডুবিয়া রহিলে? মাধব, তোমার গুণগ্রাম আর কি বলিব! দেহ পরিত্যাগ করিয়া একলা রতিপতি কাম তোমার প্রেমের মর্ম্ম বুঝিয়াছে। তুমি রসিক-শিরোমণি,

দূতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

পঠমঞ্জরী

যব দুহুঁ লায়ল নব নব নেহ।
কেহু না গুণল পরবশ দেহ॥
অব বিহি ভাঙ্গল সো সব মেলি।
দরশন দুলহ দূরে রহুঁ কেলি ॥
তুহুঁ পরবোধবি রাইক সজনি।
যৈছনে জীবয়ে দুয় এক রজনি॥ ধ্রু॥
দিন গণইতে যদি অধিক দেখ।
মেটি শুনায়বি দুয় এক রেখ॥
লিখইতে হৃদয়ে উঠয়ে যছু রীত।
নিজকরে লিখইতে নাহি পরতীত॥
কতয়ে সম্বাদব পর মুখে বাণী।
কি কহিতে কিয়ে পুন হোয়ে না জানি॥
এতহুঁ নিবেদলুঁ তুয়া পায়ে কান।
গোবিন্দদাস তাহে পরমাণ॥ ২৮৩॥

ধানশী

নাগরি শেষদশা শুনি নাগর
ছলছল লোচন পানী।
অবনত মাথ করহি অবলম্বন
বয়নে না নিকসয়ে বাণী॥
ধৈরজ ধরি হরি দোতিবয়ন হেরি
গদগদ কহে আধ বাত।
দুয় এক দিবস মাঝে হাম যায়ব
তুহুঁ পরবোধবি তাত॥
ঐছন আদেশ পাই দোতি আওল
কুঞ্জহি বিরহিণি পাশে।
তোহারি সম্বাদ কহিতে ভেল গদগদ
আওব তুরিতে নিবাসে॥
পূরব মনোরথ সাধে।
গোবিন্দদাস কহ ধনি তুহুঁ বিরমহ
কানু না করু প্রেম বাদে॥ ২৮৪॥

শ্রীরাধার প্রতি দূতীর উক্তি

শ্রীরাগ

এক দিবস হাম মথুরা সমাগম
পন্থহি দরশন ভেল।
তোহারি চরিত কত পুন পুন পুছত
লোরে নয়ান ভরি গেল॥
সুন্দরি সুপুরুখ বিদগধ সোয়।
কানুক হৃদয় সবহুঁ হাম জানলুঁ
তিলেক না বিছুরই তোয়॥ ধ্রু॥
পীতনিচোলে নয়নযুগ মোছই
ফুকরি ফুকরি কত রোয়।
উর পর পাণি হানি খিতি লুঠই
পুন পুন মুরছিত হোয়॥
তুয়া বিনে রাতি দিবস নাহি জানত
অতয়ে বুঝলুঁ অনুমানে।
মোহে বিছুরল বলি কতহুঁ না রোয়ত
গোবিন্দদাস পরমাণে॥ ২৮৫॥

পুর নাগরী সঙ্গে মনমথ কেলি পূর্ণ করিতেছ। আমরা বনবাসিনী রমণী মৃতা পুত্তলিকার সঙ্গে মিলিত হইয়া তোমার গুণ গান করিব। রাস বিলাসের সময় যে সব চাপল্য প্রকাশ করিয়াছ, তাহাই (সেই স্মৃতিই) এখন (আমার মৃত্যুর) বাধাস্বরূপ হইয়াছে। গোবিন্দ দাস বলিতেছেন, রাধা তোমাকে এই বার্ত্তাই পাঠাইয়াছে।

২৮৩ যখন দুজনে নূতন নূতন প্রেমে দুজনকে গ্রহণ করিলাম, পরবশ দেহ কেহ পরিণাম গণনা করিলাম না। সে সব মিলন এখন বিধাতা ভাঙ্গিয়া দিল। কেলি দূরে থাকুক দর্শনই দুর্লভ। সজনি তুমি রাইকে প্রবোধ দিও,—দুই এক রাত্রি যাহাতে বাঁচিয়া থাকে। দিন গণনায় যদি গণিয়া আঁধার দেখ, দুই এক চিহ্ন (অঙ্ক) লুপ্ত করিয়া (গোপন করিয়া) শুনাইও। (পত্র) লিখিতে হৃদয়ে যে রীতি (ভাব) উঠিতেছে, নিজ হাতে লিখিতে প্রতীতি হয় না। পরের মুখে আর কত সংবাদ পাঠাইব? কি কহিতে কি হইবে জানি না। (রাইকে বলিও) কানু তোমার পায়ে এই সমস্ত নিবেদন করিল। গোবিন্দ দাস তাহাতে প্রমাণ।

দূতী সংবাদ—আকস্মিক ভাবোল্লাস

শ্রীরাগ

উলসিত মঝু হিয়া আজু আওব পিয়া
দৈবে কহল শুভবাণী।
শুভসূচক যত প্রতি অঙ্গে বেকত
অতয়ে নিচয় করি মানি॥
শুন সজনি আজু মোর শুভ দিন ভেল।
সুখ সম্পদ বিহি আনি মিলায়ব
ঐছন মতি গতি ভেল॥ ধ্রু॥
মঙ্গল কলস পর দেই নব পল্লব
রোপহ ঠামহি ঠাম।
গ্রহ গণক আনি করহ বিভূষিত
তুরিতে মিলয়ে জনু শ্যাম॥
হারিদ দাড়িম কাজর দরপণ
দধি ঘৃত রতন প্রদীপে।
সুবরণ ভাজন লাজহি' ভরি ভরি
রাখহ নয়ন সমীপে॥
নব নব রঙ্গিণি দেউ হুলাহুলি
বসন ভূষণ করু শোভা।
প্রাণ প্রাণ হরি নিজ ঘরে আওব
গোবিন্দদাস মনলোভা॥ ২৮৬॥

সম্ভোগ

শ্রীরাগ

অধর সুধারসে লুবধক মানস
তনু পরিরম্ভণ চাহ।
মুখঅবলোকনে অনিমিখ লোচনে
কৈছে হোয়ত নিরবাহ॥
দেখ সখি রাধামাধবপ্রেম।
দুলহ রতন জনু দরশন মানই
পরশন গাঁঠিক হেম॥ ধ্রু॥
আনন্দনীরে নয়ন যব ঝাঁপয়ে
তবহিঁ পসারিতে বাহ।
কাঁপয়ে ঘন ঘন কৈছে করব পুন
সুরত জলধি অবগাহ॥
মধুরিম হাস- সুধারস বরিখণে
গদগদ রোধয়ে ভাষ।
চিরদিনে মিলন লাখগুণ নিধুবন
কহতহি গোবিন্দদাস॥ ২৮৭॥

প্রকারান্তরে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ

কেদার

ধনি ধনি রমণি শিরোমণি রাই।
নয়নক ওত করত নাহি মাধব
নিশি দিশি রস অবগাই॥ ধ্রু॥
করতলে কুঙ্কুমে ও মুখ মাজই
অলক তিলক লিখি ভোর।
সজল বিলোকনে পুন পুন হেরই
আকুল গদগদ বোল॥
লোচন খঞ্জনে অঞ্জনে রঞ্জই
নব কুবলয় শ্রুতিমূলে।
অতসি কুসুমসারি ললিত হৃদয়ে ধরি
কৃপণ হেম সমতুলে॥
যাবক চীত চরণ পর লীখই
মদন পরাজয় পাত।
গোবিন্দ দাস কহই ভালে হোয়ল
কানুক আরকত হাত॥ ২৮৮॥

অষ্টকালীয় নিত্যলীলা

তথারাগ

নিশি অবশেষে জাগি সব সখিগণ
বৃন্দাদেবিমুখ চাই।
রতি রস আলসে শুতি রহল দুহুঁ
তুরিতহি' দেহ জাগাই॥
তুরিতহি করহ পয়ান।
রাই জাগাই লেহ নিজ মন্দিরে
যব নাহি হোত বিহান॥
শারী শুক পিকু সকল পক্ষগণ
এক মেল সুস্বরে গাই।

জটিলা গমন ঘনঘন ভাখহ
শুনইতে চমকউ রাই॥
বৃন্দা বচনে সকল পক্ষগণ
মধুর মধুর করু ভাষ।
মন্দির নিকটে ঝারি লই ঠাড়হি
হেরত গোবিন্দদাস॥ ২৮৯॥

রামকেলি

হিমকর মলিন নলিনগণ হাসউ
অরুণ কিরণ হেরি থোর।
কোকিল বোল ভ্রমরকুল আকুল
তেজল কুমুদিনি কোর॥
কৈছে ঘুমায়ত যুগল কিশোর।
চোঙকি কহত শুক শারিক জোড়॥
কিশলয় শয়নে নিচল তনু শ্যামর
মরকত কাঞ্চনগোরি।
কিয়ে কুসুমশর তৃণ শুন ভেল
কিয়ে দুহুঁ রতিরসে ভোরি॥
সহচরি ছোড়ি মন্দিরে জনি যাওত
জাগহ সুন্দরি রাধে।
গোবিন্দদাস পহু শুনইতে কাতর
কোন কয়ল রসবাদে॥ ২৯০॥

ললিত

গগনহি মগন সগণ রজনীকর
চলু চরমাচল ওর।
পদুমিনি বদন মধুপ ঘন চুম্বই
তেজই কুমুদিনি কোর॥
জাগহুঁ রে বৃষভানুকুমারি।
শ্যামর কোরে গোরি কিয়ে ভোরলি
পুন বোলত শুক শারি॥ ধ্রু॥
যামিনি তিমির থীর নাহি হেরিয়ে
পরশি অরুণ রুচিরঙ্গ।
নাগরি নীল পটাঞ্চলে লাগল
জনু বিরহানল সঙ্গ॥
চৌরি রভসরস এতহুঁ সুধাধস
দুরজন রহ পথ জোহি।
গোবিন্দদাস কহ জানি চলএ সখি
পিক বোলত ওহি ওহি॥ ২৯১॥

বিভাস

গুরুজন জাগল ভেল বিহান।
গৃহে নিজ কাজ সমাপনে যান॥
কোই সখি দধিমন্থন করু তাহি।
ঘন ঘন গরজন উপমা নাহি॥
কোই সখি গুরুজন সেবন কেল।
কনককুম্ভ লেই কোই চলি গেল॥
কুসুম তোড়ি কোই গাঁথই হার।
কোই ঘর বাহির করত বেহার॥
নিতি নিতি ঐছন করতহি রীত।
গোবিন্দদাস কহ অনুপ চরীত॥ ২৯২॥

বেলোয়ার

আওত রে মধুমঙ্গল ভালি।
হেরি সখাগণ দেই করতালি॥
চলইতে চরণ পড়য়ে তিন বঙ্ক।
ভাল কলঙ্কিত কালিন্দিপঙ্ক॥
কহইতে বদনে করত কত ভঙ্গ।
নাচত সঘনে বাজাওত অঙ্গ॥
ভোজন সরবস সব অনুবন্ধ।
অবিরত প্রাতে লাগাওত দ্বন্দ্ব॥
মধু গুড় লোভিত বাউল চীত।
বন্ধক দেওই যজ্ঞোপবীত॥
কতিহুঁ না পেখিয়ে ঐছন চালি।
করইত প্রীত দেই দশ গালি॥
গোবিন্দদাস শুনি অছু গুণগাম।
দ্বিজপায়ে কয়ল লাখ পরণাম॥ ২৯৩॥

রামকেলি

রমক নীল বসন কাহে পিন্ধ।
উদিত অরুণ নাহি ভাঙ্গল নিন্দ॥
ব্রজকুলচান্দ নিছনি যাও তোর।
অঙ্গবিভঙ্গ কত যে তনু মোড়॥

ফাগু ভরল কিয়ে লোচন ওর।
কাহাঁ লাগল হিয়ে কণ্টক আচোড়॥
ঝামর ভেল নিল উতপল দেহ।
না জানি পাপদিঠি দেয়ল কেহ॥
মঙ্গলস্নান করাব নিজ গেহ।
তবহুঁ ভুঞ্জাব দধিওদন এহ॥
এতহুঁ কহল যব যশোমতি ভাষ।
আঁচর ঝাঁপি নিবারই হাস॥
গোবিন্দদাস কহ ব্রজঅধিদেবি।
উন্‌হি নিরাপদ গৌরিক সেবি॥ ২৯৪॥

ভাটিয়ারি

সুন্দরি সখি সঞে করল পয়াণ।
রঙ্গপটাম্বরে ঝাঁপল সব তনু
কাজরে উজোর নয়ান॥ ধ্রু॥
দশনক জোতি মোতি নহ সমতুল
হসইতে খসে মণি জানি।
কাঞ্চন কিরণ বরণ নহ সমতুল
বচন কহয়ে পিকুবাণি॥
করপদতল থলকমল দলারুণ
মঞ্জির রুনু ঝুনু বাজ।
গোবিন্দদাস কহ রমণি শিরোমণি
জীতল মনমথরাজ॥ ২৯৫॥

তথারাগ

রাধা বদন চাঁদ হেরি ভুলল
শ্যামর নয়ন চকোর।
ছন্দ বন্ধ বিনু ধবলী ধাওত
বাছুরি কোরে আগোর॥
শুনহি দোহত মুগধ মুরারি।
ঝুঠহি অঙ্গুলি করত গতাগতি
হেরি হসত ব্রজনারি॥
লাজহিঁ লাজ হাসি দিঠি কুঞ্চিত
পুন লেই ছান্দন ডোর।
ধবলিক ভরমে ধবল পায়ে ছান্দল
গোবিন্দদাস হেরি ভোর॥ ২৯৬॥

তথারাগ

হেরইতে বিনোদিনি ভুলল রে।
গোধন দোহন তেজল রে॥
চাঁদ চকোরে জনু পায়ল রে।
রাই প্রেমভরে ভাসল রে॥
মুরছি অবনিতলে পড়লহি রে।
অরুণিত লোচনে ঢর ঢর রে॥
করে পহু কোরে আগোরল রে।
অঙ্গে পুলক অতি পুরল রে॥
দুহুঁ মুখ সুন্দর শোহন রে।
গোবিন্দদাস মনমোহন রে॥ ২৯৭॥

[২১৯১]

গোবিন্দদাস (২-চক্রবর্ত্তী)

প্রার্থনা

সুহই

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলরাম নিত্যানন্দ
পারিষদ সঙ্গে অবতার।
গোলোকের প্রেমধন সভারে যাচিয়া দিল
না লইলুঁ মুঞি দুরাচার॥
আরে পামর মন বড় শেল রহল মরমে।
হেন সঙ্কীর্ত্তনরসে ত্রিভুবন মাতল
বঞ্চিত মোঁ হেন অধমে॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ- কল্পতরু ছায়া পাঞা
সব জীব তাপ পাসরিল।
মুঞি অভাগিয়া বিষ বিষয়ে মাতিয়া রৈলুঁ
হেন যুগে নিস্তার না হৈল॥
আগুনে পুড়িয়া মরোঁ জলে পরবেশ করোঁ
বিষ খাঞা মরোঁ মো পাপিয়া।
এত মনে করি যদি মরণ না করে বিধি
প্রাণ রহে কি সুখ লাগিয়া॥
এহেন গৌরাঙ্গগুণ না করিলাম শ্রবণ
হায় হায় করিয়ে হুতাশা।
হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র মুখ ভরি না লইলাম
জীবন্মৃত গোবিন্দদাসা॥ ১॥

পাহিড়া

হরি হরি বড় দুখ রহল মরমে।
গোরকীর্ত্তনরসে জগজন মাতল
বঞ্চিত মো হেন অধমে॥ ধ্রু॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই
বলরাম হইল নিতাই।
দীন হীন যত ছিল হরি নামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥
হেন প্রভুর শ্রীচরণে রতি না জন্মিল কেনে
না ভজিলাম হেন অবতার।
দারুণ বিষয়বিষে সতত মজিয়া রৈলুঁ
মুখে দিলুঁ জ্বলন্ত অঙ্গার॥
এমন দয়ালু দাতা আর বা হইবে কোথা
পাইয়া হেলায় হারাইলুঁ।
গোবিন্দ দাসিয়া কয় অনলে পুড়িলুঁ নয়
সহজেই আত্মঘাতী হইলুঁ॥ ২॥

গান্ধার

ভাবে ভরল হেম- তনু অনুপাম রে
অহর্নিশি নিজ রসে ভোর।
নয়নযুগল প্রেম- জলে ঝর ঝর রে
ভুজ তুলি হরি হরি বোল॥
হরি হরি মরি কি পিরীতিময় ফাঁদ।
নাচত গোর কিশোর মোর পহু রে
অভিনব নবদ্বীপচাঁদ॥ ধ্রু॥
জিতল নীপফুল পুলকমুকুল রে
প্রতিঅঙ্গে ভাব বিথারি।
রসভরে গর গর চলই খলই রে
গোবিন্দ দাসিয়া বলিহারি॥ ৩॥

মল্লার

নাচে গোরা প্রেমে ভোরা
ঘন ঘন বলে হরি।
খেণে বৃন্দাবন করয়ে স্মরণ
খেণে খেণে প্রাণেশ্বরী॥
যাবক বরণ কটির বসন
শোভা করে গোরা গায়।
কখন কখন যমুনা বলিয়া
সুরধুনীতীরে ধায়॥
তাতা থৈ থৈ মৃদঙ্গ বাজই
ঝন ঝন করতাল।
নয়ন অম্বুজে বহে সুরধুনী
গলে দোলে বনমাল॥

আনন্দকন্দ গৌরচন্দ্র
অকিঞ্চনে বড় দয়া।
গোবিন্দ দাসিয়া করত আশ
ও পদপঙ্কজছায়া॥ ৪॥

কানাড়া

নিরুপম হেমজ্যোতি জিনি বরণা।
সঙ্গিত রঙ্গি তরঙ্গিত চরণা॥
নাচত গৌর গুণমণিয়া।
চৌদিকে হরি হরি ধনি ধনি ধনিয়া॥ ধ্রু॥
শরদ ইন্দু জিনি সুন্দর বয়না।
অহর্নিশি প্রেমে নিঝরে ঝরু নয়না॥
বিপুল পুলক পরিপূরিত দেহা।
নিজরসে ভাসি না পায়ই থেহা॥
জগ ভরি পূরল প্রেমআনন্দা।
মহিমা বঞ্চিত দাস গোবিন্দা॥ ৫॥

সুহই

পুলকে পূরল তনু নিজ গুণ শুনি।
প্রেমে অঙ্গ গরগর লোটায় ধরণী॥
খেণে নরহরিঅঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
গদাধরমুখ হেরি পড়ে মুরছিয়া॥
খেণে মালশাট মারে খেণে বলে হরি।
রাধা রাধা বলি কান্দে ফুকরি ফুকরি॥
ললিতা বিশাখা বলি ছাড়য়ে নিশাসা।
ধৈরজ ধরিতে নারে গোবিন্দদাসা॥ ৬॥

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ

তথারাগ

চিত চোর গৌর অঙ্গ
রঙ্গে ফিরত ভকত সঙ্গ
মদনমোহন ছন্দুয়া।
হেমবরণ হরণ দেহ
পূরল তরুণ করুণ মেহ
তপত জগত বন্ধুয়া॥
ভাবে অবশ দিবস রাতি
নীপ কুসুম পুলক পাঁতি
বদন শরদ ইন্দুয়া।
সঘনে রোদন সঘনে হাস
সঘনে সরস বিরস ভাষ
নিবিড় প্রেম সিন্ধুয়া॥
অমিয়া জিতল মধুর বোল
অরুণ চরণে মঞ্জির রোল
চলত মন্দ মন্দুয়া।
অখিল ভুবন প্রেমে ভাস
গোবিন্দ দাসিয়া করত আশ
প্রেমসিন্ধু বিন্দুয়া॥ ৭॥

ভাটিয়ারি

রসিয়া রমণী যে।
মদন মোহন গৌরাঙ্গ বদন
দেখিয়া জীয়ে কি সে॥
যে ধনী রঙ্গিনী হয়।
ভাঙ ধনুয়া মদন বাণে
তার কি পরাণ রয়॥
যে জানে পিরীতি বেথা।
সেহ কি ধৈরজ ধরিতে পারে
শুনিয়া মুখের কথা॥
বিলাসিনীর মনে দুখ।
আজানুলম্বিত বাহু হেরি কান্দে
পরিসর গোরা বুক॥
কামিনী কামনা করে।
গুরুয়া নিতম্ব বিলাস বসন
পরশ পাবার তরে॥

---

৫ নিরুপম হেমজ্যোতি জিনিয়া যাঁর বর্ণ, রঙ্গভরে তরঙ্গিত-চরণ (নৃত্যশীল) সহচরগণ যাঁর সঙ্গী সেই গৌরগুণমণি নাচিতেছেন, চতুর্দ্দিকে ধন্যধন্য হরিহরি ধ্বনি। শরৎ-ইন্দু জিনিয়া সুন্দর বদন,— নয়নে অহর্নিশ প্রেম-নির্ঝর ঝরিতেছে। দেহ বিপুল পুলকে পরিপূর্ণ। নিজ রসে ভাসিয়া থই পাইতেছেন না। প্রেম-আনন্দে জগৎ পরিপূর্ণ হইল। গোবিন্দ দাসিয়া সে মহিমায় বঞ্চিত।

গোবিন্দ দাসিয়া চিতে।
গৌরাঙ্গ চাঁদের চরণ নখর
বাসনা মাধুরী পিতে॥ ৮॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের গৌরচন্দ্র

গৌরবরণতনু সোহন মোহন
সুন্দর মধুর সুঠাম।
অনুপম অরুণ কিরণ জিনি অম্বর
সুন্দর চারু বয়ান॥
পেখলু গৌরাঙ্গচন্দ্র বিভোর।
কলিযুগ কলুষ তিমির বর নাশক
নবদিপ চন্দ উজোর॥ ধ্রু॥
ভাবহি ভোর ঘোর দুহু লোচন
মোচন ভব নদ বন্ধ।
নব নব প্রেমভর বরতনু সুন্দর
উয়ল ভকতজন সন্ধ॥
লহু লহু হাস ভাষ মৃদু বোলত
শোহত গতি অতি মন্দা।
দিন জনে নিজ বিজ দেই সব তারল
বঞ্চিত দাস গোবিন্দা॥ ৯॥

শ্রীরাগ

শচীর কোঙর গৌরাঙ্গ সুন্দর
দেখিলু আঁখির কোণে।
অলখিতে চিত হরিয়া লইল
অরুণ নয়ান বাণে॥
সই মরম কহিলু তোরে।
এতেক দিবসে নদীয়া নগরে
নাগরী না রবে ঘরে॥ ধ্রু॥
রমণী দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া
রসময় কথা কয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে দড়াইলু
পরাণ রহিবার নয়॥
কোন পুণ্যবতী যুবতী ইহার
রস বিলাস বুঝয়ে।
তাহার চরণ হৃদয়ে ধরিয়া
গোবিন্দ দাসিয়া ঝুরয়ে॥ ১০॥

রূপানুরাগ—গৌরচন্দ্র

তথারাগ

মো মেনে মলু মো মেনে মলু।
কি খেণে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আলু॥
সাত পাঁচ সখী যাইতে ঘাটে।
শচীর দুলাল দেখিলু বাটে॥
হাসিয়া রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সঙ্গে।
কৈল ঠারাঠারি কি রস রঙ্গে॥
ঢল ঢল কাঁচা কাঞ্চন জিনি।
কি ছার চাঁপার কলিকা গণি॥
থির বিজুরি করিয়া একে।
সে নহে গৌরাঙ্গ অঙ্গের রেখে॥
আঁখির নাচনি ভুরুর দোলা।
মোর হিয়া মাঝে করিছে খেলা॥
চান্দ ঝলমলি বদন ছান্দে।
দেখিয়া যুবতি ঝুরিয়া কান্দে॥
চাঁচর কেশে ফুলের ঝোঁটা।
যুবতি উমতি কুলের খোঁটা॥
তাহে তনু সুখ বসন পরে।
গোবিন্দ দাসিয়া তোঁঞি সে ঝুরে॥ ১১॥

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ

ধানশী

সরুয়া কাঁকলি ভাঙ্গিয়া পড়ে।
তাহে তনুসুখ বসন পরে॥
কোঁচার শোভায় মদন ভুলে।
যুবতি জীবন ঘুরিয়া বুলে॥
শচীর দুলাল গৌরাঙ্গ চাঁদে।
বান্ধল রঙ্গিণী ভুরুর ফাদে॥
আঁখির বিলোল মুচকি হাসি।
কুলবতীব্রত নাশিল বাসি॥
লবঙ্গ গুলাল চাঁপার ফুলে।
কি দিয়া বান্ধিল কুন্তলমূলে॥
চাঁচর কেশের লোটন দেখি।
কোন ধনী নিজ ধৈরজ রাখি॥

কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা।
রসিয়া যুবতি কুলের খোঁটা॥
নিতম্ব মণ্ডলে কাম রয়ে।
ইছিয়া নিছিয়া পরাণ দিয়ে॥
গোবিন্দ দাসিয়া মরমে জাগে।
তাহে কোন ছার যৌবন লাগে॥ ১২॥

ধানশী

গোরারূপ সদাই পড়িছে মোর মনে।
নিরবধি থুইয়া বুকে সে রস ধাধস সুখে
অনিমিখে দেখহোঁ নয়ানে॥ ধ্রু॥
পরিয়া পাটের যোড় বান্ধিয়া চিকুর ওর
তাহে নানা ফুলের সাজনি।
পরিসর হিয়া ঘন লেপিয়াছে চন্দন
দেখি জিউ করিলুঁ নিছনি॥
মৃগমদ চন্দন কর্পূর কুম্‌কুম
মাজিয়া কে দিল ভালে ফোঁটা।
আছুক আনের কাজ মদন মুগধ ভেল
রহল যুবতীকুলে খোঁটা॥
প্রাণ সরবস দেহ অবশ সকল সেহ
না পালটে মোর আঁখি পাপ।
হিয়ায় গৌরাঙ্গ রূপ কেশর লেপিয়া গো
ঘুচাইব যত মনের তাপ॥
কামিনী হইয়া আমি কামনা করিয়ে গো
কাম সায়রে যেন মরি।
গোবিন্দ দাসিয়া কয় পরাণ সার্থক হয়
এ দুখ গরল সিন্ধুতরি॥ ১৩॥

ধানশী

যতিখণে গোরারূপ আয়লুঁ হেরি।
মাজল মুকুর আনল তথি বেরি॥
গোরা হেরি অন্তরে জাগল কত সুখ।
লখইতে মুকুরে হেরলুঁ নিজ মুখ॥
তৈখনে হেরইতে হামে ভেল ধন্দ।
উয়ল দরপণে গোরা মুখ চন্দ॥
মঝু মুখ সো মুখ যব ভেল সঙ্গ।
কিয়ে কিয়ে বাঢ়ল প্রেম তরঙ্গ॥
উপজল কম্প নয়নে বহে লোর।
পুলকিত অঙ্গ চমকি ভেল ভোর॥
করিতে আলিঙ্গন বাহু পশারি।
অবশে আরশি করে খসল হামারি॥
বহুত পরশ রস অদরশ কেলি।
গোবিন্দ দাসিয়া শুনি মুরছিত ভেলি॥১৪॥

সুহই

লাখবান কাঞ্চন জিনি।
রসে ভরা গোরা অঙ্গের মু জাঙ নিছনি॥
কি কাজ শারদ কোটী শশী।
জগত করিলে আলা গোরা মুখের হাসি॥
দেখিয়া রঙ্গিমাধর-কাঁতি।
মল্য মল্য অনুবাগে এ বর যুবতি॥
সুদশন শিখর মুরতি।
মরমে ভরম জাগে পিরীতি আরতি॥
ভাঙু গঞ্জে মদন ধানুকী।
কুলবতি উনমতি কৈলে দুটি আঁখি॥
অলকা তিলক ভালে শোভে।
রঙ্গিণীর মনে রঙ্গ বাঢ়ে ওই লোভে॥
চাঁচর চিকুর মরি মরি।
নানা ফুল সাজে তাহে হেরি বেরি বেরি॥

[১৪] যতক্ষণে গোরারূপ দেখিয়া আসিলাম, তখনই একখানি মার্জ্জিত দর্পণ আনিলাম। গৌরাঙ্গকে দেখিয়া অন্তরে কত আনন্দ জাগিয়াছে (মুখ দেখিয়া আনন্দের স্বরূপ বুঝিতে পারিব)। তাহা দেখিবার জন্য দর্পণে নিজের মুখ দেখিলাম। দেখিতে তখনই আমার ধান্ধা লাগিল। দর্পণে গোরামুখ-চন্দ্র উদিত হইল। আমার মুখ আর গৌরাঙ্গের মুখ যখন একত্র মিলিত হইল। কি জানি কিরূপ প্রেম-তরঙ্গ বাড়িল, কম্প উপজিল, নয়নে অশ্রু ঝরিল, পুলকিত অঙ্গ, চমকিয়া মুগ্ধ হইলাম। বাহু পসারিয়া আলিঙ্গন করিতে গিয়া অবশে হাত হইতে দর্পণ খসিয়া পড়িল। বহুতর স্পর্শরস, অদর্শনে বিহার, গোবিন্দ দাসিয়া শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

চন্দন কেশর মাখা তনু।[১]
রঙ্গিণীর প্রাণ বাঁটি লেপিয়াছে জনু॥
মদন বিজই দোলে মালা।
ইথে কি পরাণে জিয়ে কামিনি অবলা॥
রাঙ্গাপ্রান্ত পীত পট-বাস।[২]
পহিরণ নিতম্বিনি রস অভিলাষ॥
অরুণ চরণে নখচান্দা।
পামরি গোবিন্দদাসের চিতবান্ধা॥ ১৫॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস

পঠমঞ্জরী

গোলোক ছাড়িয়া পহু কেনে বা অবনী।
কালা রূপ কেনে হৈল গোরা বরণ খানি॥
হাস বিলাস ছাড়ি কেনে পহু কান্দে।
না জানি ঠেকিল গোরা কার প্রেম ফান্দে॥
খেণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কান্দে ঘনে ঘন।
খেণে সখি সখি বলি করয়ে রোদন॥
মথুরা মথুরা বলি করে কি বিলাপ।
খেণে বা অক্রুর বলি করে অনুতাপ॥
খেণে বলে ছিয়ে ছিয়ে চাঁদ চন্দন।
ধূলায় লোটাঞা কান্দে যত নিজগণ॥
গদাধর কান্দে প্রাণনাথ করি কোলে।
রায় রামানন্দ কান্দে প্রবোধে বিকলে॥
স্বরূপ শ্রীরূপ কান্দে সোঙরি বিলাসা।
না বুঝিয়া কান্দি মরু গোবিন্দদাসা॥ ১৬॥

তথারাগ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোরা শচীর দুলাল।
এই সে পূরবে ছিল গোকুলের গোপাল॥
কেহ কহে জানকীবল্লভ ছিল রাম।
কেহ বলে নন্দলাল নবঘনশ্যাম॥
পূরবে কালিয়া ছিল গোপীপ্রেমে ভোরা।
ভাবিয়া রাধার বরণ এবে হৈল গোরা॥
ছলছল অরুণ নয়ান অনুরাগী।
না পাইয়া ভাবের ওর হইল বৈরাগী॥
সন্ন্যাসী বৈরাগী হৈয়া ভ্রমিলা দেশে দেশে।
তমু না পাইল রাধাপ্রেমের উদ্দেশে॥
গোবিন্দ দাসিয়া কয় কিশোরী কিশোরা।
স্বরূপ রামের সনে সেই রসে ভোরা॥ ১৭॥

তথারাগ

কলহ করিয়া ছলা আগে পহুঁ চলি গেলা
ভেটিবারে নীলাচল রায়।
বিচ্ছেদে ভকতগণ হইয়া বিষণ্ণ মন
পদচিহ্ন অনুসারে ধায়॥
নিতাই বিরহে নয়ন ভেল অন্ধ।
আঠার নালা হৈতে কান্দি কান্দি যান পথে
নিত্যানন্দ অবধূত চন্দ॥
সিংহ দ্বারেতে গিয়া মরমে বেদনা পাইয়া
দাঁড়াইলা নিত্যানন্দ রায়।
সভে অতি অনুরাগী উদ্দেশ পাবার লাগি
নীলাচলবাসিরে সুধায়॥
জাম্বুনদ স্বর্ণ জিনি গৌর বরণ খানি
অরুণ বসন শোভে গায়।
অনুখণ লোচনে প্রেম বারি ঝরঝর
হরি হরি বোল বলি ধায়॥
ছাড়ি নাগরালি বেশে ভ্রমে পহুঁ দেশে দেশে
এবে ভেল সন্ন্যাসীর বেশ।
গোবিন্দ দাসিয়া কহে হাম যাই দেখলু
সর্ব্বভৌম মন্দিরে প্রবেশ॥ ১৮॥

তথারাগ

নীলাচলে কনকাচল গোরা।
গোবিন্দ ফাগু রঙ্গে ভেল ভোরা॥
ফাগু খেলত গৌরতনু।
প্রেম সুধা সিন্ধু মূরতি জনু॥

---

১৫ ১। চন্দন কুঙ্কুম মাখা গৌরাঙ্গ দেহ, মনে হয় যে রঙ্গিণী নাগরীর প্রাণ বাঁটিয়া লেপন করিয়াছেন।

২। রাঙ্গা পাড়যুক্ত পীত পট্টবস্ত্র,—যেন নিতম্বিনীগণের রস অভিলাষকে (বস্ত্ররূপে) পরিধান করিয়াছেন।

আবিরে অরুণ তনু অরুণহি চীর।
অরুণ নয়ানে ঝরে অরুণহি নীর॥
কণ্ঠহি লোলিত অরুণিম মাল।
অরুণ ভকতগণ গায় রসাল॥
কত কত ভাব বিথারল অঙ্গ।
নয়ান ঢুলাঢুলি প্রেম তরঙ্গ॥
লহু লহু হাস গদাধর হেরিয়া।
সো নাহি সমুঝল গোবিন্দ দাসিয়া॥১৯॥ [১]

শ্রীরাধার বন্দনা

মালশী

জয়তি জয় বৃষ ভানুনন্দিনি
শ্যামমোহিনি রাধিকে।
কনয়া শতবান- কান্তিকলেবর
কিরণ জিত কমলাধিকে॥
ভঙ্গি সহজই বিজুরি কত জিনি
কাম কত শত মোহিতে।
জিনিয়া ফণি বনি বেণি লম্বিত
কবরি মালতি শোহিতে॥
খঞ্জন গঞ্জন নয়ন অঞ্জন
বদন কত ইন্দু নিন্দিতে।
মন্দ আধ হাসি কুন্দ পরকাশি
বিজুরি কত শত ঝলকিতে॥
রতন মন্দির মাঝে সুন্দরি
বসনে আধ মুখ ঝাঁপিয়া।
গোবিন্দ দাসিয়া প্রেম মাগয়ে
সোই চরণ সমাধিয়া॥ ২০॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

সজল জলদ অঙ্গ মনোহর
ছটায় চাহিল নহে।
ঈষৎ হাসিয়া মনের আকুতি
অরুণ নয়ানে কহে॥
আজু কি পেখলুঁ বিনোদ নাগর
কেলি কদম্বের তলে।
রূপ নিরখিতে আঁখির লাজ
ভাসিল আনন্দ জলে॥
বৌল মাল দিয়া কুন্তল টানিয়া
ময়ূরপুচ্ছের ছান্দে।
রঙ্গিণী লোচন খঞ্জন বাঁধিতে
পাতিল বিষম ফান্দে॥
মকর কুণ্ডল রঙ্গে দোলয়ে
গণ্ড দরপণ ভানে।
ভালে সে মদন তাহে বিম্বিত
গোবিন্দদাসিয়া জানে॥ ২১॥

তথারাগ

মত্ত মউর শিখণ্ডক মণ্ডিত
চূড়ায়ে মালতি মাল।
পরিমলে মাতি পাঁতি মত মধুকর
গুঞ্জরে তঁহি রসাল॥
সজনি পেখলুঁ বরজ রাজ কিশোর।
পিবইতে. বদন সুধাকর মাধুরি
মাতল নয়ন চকোর॥
নীল জলদ তনু ভাঙ মদন ধনু
নয়ন কমল পাঁচ বাণে।
জর জর অন্তর কুলবতী গৌরব
সংশয় রহল পরাণে॥
মদন মকর জনু মণিময় কুণ্ডল
টলমল দোলত কানে।
হেরইতে জগমন মীন গরাসয়ে
গোবিন্দদাসিয়া পরমাণে॥ ২২॥

---

[১৯] ১। দেবকুমারী নারীগণ সঙ্গে
পুলক কদম্ব করম্বিত অঙ্গে
তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে এইরূপ পাঠ ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গদেব কুমারী অর্থাৎ দেবদাসী রমণীগণের সঙ্গে ফাগু খেলিতেছেন, ইহা কেহ বিশ্বাস করিবেন না। ঐ পংক্তি দুইটী প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গ্রহণ করিলাম না।

ধানশী

চূড়ক চূড়ে ময়ূর শিখণ্ডক
মণ্ডিত মালতি মাল।
সৌরভে উনমত ভ্রমরা ভ্রমরি কত
চৌদিগে করত ঝঙ্কার॥
সজনি! কো কহে কাম অনঙ্গ।
কেলি কদম্বতলে সো রতিনায়ক
পেখলুঁ নটবরভঙ্গ॥ ধ্রু॥
কতহুঁ বিষম শর নয়নতূণ ভর
সঞ্চরু ভাঙ কামানে।
নাগরি নারি- মরম মাহা হানই
লখই না পারই আনে॥
শ্রুতিমূলে চঞ্চল মণিময় কুণ্ডল
দোলত মকর আকার।
গোবিন্দদাসিয়া অতয়ে অনুমানল
মদনমোহন অবতার॥ ২৩॥

মায়ূর

কন্দল কুসুম সুকোমল কাঁতি।
মাথে ময়ূর শিখণ্ডক পাঁতি॥
আকুল অলিকুল বকুলক মাল।
চন্দন চাঁদ বিরাজিত ভাল॥
মদনমোহন মূরতি কান।
হেরি উনমত ভেল যুবতি পরাণ॥ ধ্রু॥
ভাঙ বিভঙ্গিম লোচন ওর।
নাসা উন্নত মোতি উজোর॥
বঙ্কিম গীম অমিয়া মিঠ বোল।
কাঞ্চন কুণ্ডল গণ্ডহি লোল॥
মণিময় আভরণ অঙ্গে বিরাজ।
পীত নিচোল তাহি পর সাজ॥
অরুণ চরণে মণিমঞ্জির বায়।
গোবিন্দদাসিয়া চিতে আন নাহি ভায়॥ ২৪॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

শ্রীরাগ

ভালে সে চন্দন চান্দ কামিনী মোহন ফাঁদ
আন্ধারে করিয়া আছে আলা।
মেঘের উপর কিবা সদাই উদয় করে
নিশি দিশি শশী ষোলকলা॥
সই—কিবা সেই নয়ান চাহনি।
আঁখির হিলোলে মোর পরাণ পুতলী দোলে
দিতে চাহি যৌবন নিছনি॥ ধ্রু॥
কিবা সে চূড়ার ঠাট নখে দশ চান্দ নাট
অপরূপ বাঁশী বাজাইতে।
হেরইতে সেই মুখ মনে হয় যত সুখ
জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে॥
কুল শীল যত ছিল মনে লাগে সব গেল
দেখিয়া বারেক সেই রূপ।
গোবিন্দদাসিয়া চিতে ঐছন লাগয়ে গো
নব অনুরাগের স্বরূপ॥ ২৫॥

সিন্ধুড়া

চাঁচর চিকুরচূড়ে বনি চন্দ্রক
গুঞ্জা মঞ্জুল মাল।
পরিমল মিলিত ভ্রমরিকুল আকুল
সুন্দর বকুল গুলাল॥
নিকে বনি আয়ে হো নন্দদুলাল।
মনমথ মথন ভাঙ যুগ ভঙ্গিম
কুবলয় নয়ন বিশাল॥ ধ্রু॥
বিম্বাধর পরি মোহন মুরলী
পঞ্চম বমই রসাল।
গোবিন্দদাসিয়া পহু নটবর শেখর
শ্যামর তরুণ তমাল॥ ২৬॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

তুড়ী

ধনি কানড় ছাঁদে বাঁধে কবরী।
নবমালতি মাল তহি উপরী॥
দলিতাঞ্জন গঞ্জ কলা কবরী।
থেগে উঠত বৈঠে উড়ী ভ্রমরী॥
ধনি সিন্দুরবিন্দু ললাটে বনী।
অলকা ঝলকে তহিঁ নীলমণী॥
তহি গণ্ডে কুণ্ডল অলক-পাতা।
ভুরু ভঙ্গিম চাপ ভুজঙ্গলতা॥

নয়নাঞ্চল চঞ্চল খঞ্জরিটা।
তহি কাজর শোভিত নীলছটা॥
তিলপুষ্প সমান নাসা ললিতা।
কনকাতি ভাতি ঝলকে মুকুতা॥
ধনি সুন্দর শারদ ইন্দুমুখী।
মধুরাধর পল্লব বিম্বু লখী॥
গলে মোতিমহার সুরঙ্গ মালা।
কুচকাঞ্চন শ্রীফল তাহে খেলা॥
নবযৌবন ভার ভরে গুরুয়া।
তঁহি অঙ্গে সুলেপন গন্ধ চুয়া॥
খিণ উদর পাশে শোভে ত্রিবলী।
কটি কিঙ্কিণী জানু হেম কদলী॥
পদপঙ্কজ পাশে শোভে আলতা।
মণিমঞ্জির তোড়ল মল্ল পাতা॥
নখচন্দ্রছটা ঝলকে অনুপাম।
হেরিয়া চরণে মুরছি পড়ে কাম॥
হামারি হরিল মন পরাণী।
গোবিন্দদাসিয়া যাউ নিছনি॥ ২৭॥

তথারাগ

করু জলকেলি আলি সঁয়ে বালা।
হেরলুঁ পথে জনু চাঁদকি মালা॥
অপরূপ রূপ নয়নে মঝু লাগি।
অনুখন মাধুরি মরমহি জাগি॥
এ সখি মোহে হেরি রাই।
বিহসি রহলি ধনী গীম মোড়াই॥
সো মুখ ঝলমল নিরমল জ্যোতি।
লোলিত নাসিক বেশর মোতি॥
রঙ্গিম জাদ বিথারল পীঠ।
চকিতহি মঝু মন লাগলি দীঠ॥
ঐছে সুকেশিনী হম নাহি পেখি।
চীত মুরতি হিয়ে রহলহি লেখি॥
পদ নখ অঙ্গুলি যাবক শোভা।
দশ ভই চান্দ অরুণ বহু লোভা॥
সো পদ কমল হৃদয় করি লেব।
গোবিন্দদাসিয়া রব অনুমতি দেব॥ ২৮॥

বিশাখার উক্তি

তথারাগ

সুবলে নাগরে কহয়ে কথা।
বিশাখা সুন্দরী অইলা তথা॥
কি কথা কহিছ সুবল সনে।
কহিতে কহিতে কাঁদিছ কেনে॥
বলি শুন ওহে নাগর রাজ।
আমারে কহ না মনের কাজ॥
মনের মরম কহিবে যবে।
বেদনা বাঁটিয়া লইব তবে॥
দূতীমুখে শুনি হরষ প্রাণ।
গোবিন্দদাসিয়া কহিছে জান॥ ২৯॥

সখীসংবাদ

সুহই

রাধা নাম আধ শুনি চমকই
ধরই না পারই অঙ্গ।
লোচন লোর লহরী ভরি আকুল
কো কহু মরমক রঙ্গ॥
সুন্দরি দূর কর হৃদয়ের বাধা।
রাধা মাধব তুয়া অবধারলুঁ
মাধবক তুহুঁ রাধা॥
তোহারি সংবাদ- সুধারসে উনমত
হাসি হসি ঘন তনু মোড়।
লেখত পাঁতি দেখত নাহি কাজর
গদগদ রোখল বোল॥
গীমক ভঙ্গি পন্থ দরশায়ল
দুহুঁ দিঠিপঙ্কজ মুদি।
গোবিন্দদাসিয়া কহই ধনি ধনি তুঁহু
বুঝবি ইঙ্গিত শুধি॥ ৩০॥

শ্রীরাধার আপ্তদূতী

সুহই

চম্পকদাম হেরি চিত অতি কম্পিত
লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তরে জাগয়ে নিরন্তর
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ॥

বৃষভানুনন্দিনি জপয়ে রাতি দিনি
ভরমে না বোলয়ে আন।
লাখ লাখ ধনি বোলয়ে মধুর বাণি
সপনে না পাতয়ে কান॥ ধ্রু॥
তুয়া পথ নিরখিতে রজনী গোঙায়ই
দিবসে জপয়ে তুয়া নাম।
শয়নে সপনে মনে আন নাহি জানয়ে
তুয়া গুণ গায় অবিরাম॥
হার দূর করি সঘনে আলিঙ্গই
চুম্বই মনমই অঙ্গ।
ভাবে ভরল তনু ধরই না পারই
প্রতি অঙ্গে রসের তরঙ্গ॥
রা কহি ধা পহুঁ কহই না পারই
ধারা বহে নয়নক লোর।
সোই পুরুখমণি লোটয়ে ধরণি পুন
কো কহ আরতি ওর॥
গোবিন্দদাসিয়া তুয়া চরণে নিবেদল
কানুক এতহু সংবাদ।
নীচয়ে জানহ তছু দুখ খণ্ডক
কেবল তুয়া পরসাদ॥ ৩১॥

কেদার

মঞ্জুল বঞ্জুল নিকুঞ্জ মন্দিরে
সোঙরি সো গুণগাম।
মরম অন্তরে জপয়ে মন্তরে
একলি তোহারি নাম॥
রামা হে তেজহ কপট ছন্দ।
মদন হিলোলে তো বিনু দোলত
নন্দনন্দন চন্দ॥
হিম হিমকর সলিল শীকর
নিন্দই কালিন্দীতীর।
সরস চন্দন পরশে মুরছই
সজল জ্বলত চীর॥
কবহুঁ উঠত কবহুঁ বৈঠত
পন্থ হেরত তোর।
অমল কমল নয়নযুগল
সঘনে গলয়ে লোর॥

এতহুঁ যতনে পুরুখ রতনে
চিতে নাহি বিশোয়াসা।
গহন বিরহ- দহনে দহই
কহই গোবিন্দদাসা॥ ৩২॥

ধানশী

সুন্দরি তুহুঁ বড়ি হৃদয় পাষাণ।
তুয়া লাগি মদন- শরানলে পীড়িত
জিবইতে সংশয় কান॥ ধ্রু॥
বৈঠলি তরুতলে পন্থ নেহারই
নয়নে গলয়ে ঘন লোর।
রাই রাই করি সঘনে জপয়ে হরি
তুয়া ভাবে তরু দেই কোর॥
শীতল নলিনীদল তাহে মলয়ানিল
অগুরু লেপই অঙ্গে।
চমকি চমকি হরি উঠত কত বেরি
হানত মদন তরঙ্গে॥
চলহ বিপিনে ধনি রমণী শিরোমণি
ঝাট করি ভেটহ কান।
গোবিন্দদাসিয়া বাণী তুরিতে চলহ ধনি
কানু ভেল বহুত নিদান॥ ৩৩॥

শ্রীরাধার আপ্তদূতী

পঠমঞ্জরী

লোচনহি শ্যামর বচনহি শ্যামর
শ্যামর চারু নিচোল।
শ্যামর হার হৃদয়ে মণি শ্যামর
শ্যামর সখি করু কোর॥
মাধব ইথে জনি বোলবি আন।
অচপল কুলবতি- মতি উমতায়লি
কিয়ে তুহুঁ মোহিনি জান॥ ধ্রু॥
মরমহি শ্যামর পরিজন পামর
ঝামর মুখঅরবিন্দ।
ঝরঝর লোরহি লোলিত কাজর
বিগলিত লোচননিন্দ॥
মনমথ সাগর রজনি উজাগর
নাগর তুহুঁ কিয়ে ভোর।

গোবিন্দদাসিয়া কতহুঁ আশোয়াসব
মিলবহুঁ নন্দকিশোর ॥ ৩৪ ॥

বরাড়ী

মাধব ধৈরজ না কর গমনে।
তোহারি বিরহে ধনী অন্তর জর জর
মানস মীলন শমনে ॥ ধ্রু ॥
ধূলিধূসর ধনী ধৈরজ না রহ
ধরণী শূতল ভরমে।
মুকত কবরীভার হার তেয়াগল
তাপিত তিসিত পরাণে ॥
বিগলিত অম্বর সম্বর নহে ধনী
সুর সরিৎ স্রবে নয়নে।
কমলক কমলজ কমলহি ঝাঁপল
সোই নয়নবর বয়নে ॥[১]
মা বোলই ধনী ধরণিতলে মুরছলি
প্রাণ পরবোধ না মানে।
কহই চতুরি ধনী আর কিয়ে হোয় জানি
পামরি গোবিন্দ পরমাণে ॥ ৩৫ ॥

অভিসার

ধানশী

আজু শিঙ্গারে ধনি রে চলু বালা।
যুবজন হৃদয়ে কুসুমশর জালা ॥
হাসি দেখাওয়ে মুখ দশনক জ্যোতি।
পঙারক মাঝে গাঁথল গজমোতি ॥
চাঁচর চিকুর উলটি উরে পড়ই।
জনু কনয়াগিরি চামর ঢরই ॥
চঞ্চল কুটিল দিঠে হেরই বাট।
বিকচ কমলে জনু খঞ্জননাট ॥
যৌবনমদে গতি মন্থরভাতি।
জনু মত্ত কুঞ্জর গতিমদে মাতি ॥
মিলল কুঞ্জে ধনি নাগর পাশা।
হেরত আনন্দে গোবিন্দদাসা ॥ ৩৬ ॥

মিলন

শ্রীরাগ

কিয়ে শুভ দরশনে উলসিত লোচনে
দুহুঁ দোহাঁ হেরি মুখছান্দে।
তৃষিত চাতক নব জলধরে মীলল
ভুখিল চকোর চারু চান্দে ॥
আধ নয়নে দুহুঁ রূপ নেহারই
চাহনি আনহি' ভাঁতি।
রসের আবেশে দুহুঁ অঙ্গ হেলাহেলি
বিছুরল প্রেম সাঙ্গাতি ॥
শ্যাম সুখময় দেহ গোরি পরশে সেহ
মিলায়ল যেন কাঁচা ননী।
রাই তনু ধরিতে নারে আউলাইল আনন্দভরে
শিরিষ কুসুম কমলিনী ॥
অতসি কুসুম সম শ্যাম সুনায়র
নায়রি চম্পক গোরি।
নব জলধরে জনু চান্দ আগোরল
ঐছে রহল শ্যাম কোড়ি ॥
বিগলিত কেশ- কুসুম শিখি চন্দ্রক
বিগলিত নীল নিচোল।
দুহুঁক প্রেমরসে ভাসল নিধুবন
গোবিন্দদাসিয়া হিয়া লোল ॥ ৩৭ ॥

রাসে উন্মত্তাভিসার

ধানশী

কি যে শুনি সুধাময় মুরলীর রব।
না সম্বরে অম্বর ধায় গোপী সব ॥
করে তুলি পরে কেহ পদ আভরণ।
কেহ পরে নিজ আধ নয়নে অঞ্জন ॥
সদন ছাড়িয়া সভে কাননেতে ধায়।
পয়পানে শিশু ছাড়ি কোন গোপী যায় ॥

---

৩৫ ১। ধনী বিস্রস্তবসন সম্বরণ করে না। নয়নে যেন সুরতরঙ্গিণী ঝরিতেছে। কমলের কমলজ (নয়ন-কমলের অশ্রুরূপ মধু) কমলকে (বদনকমলকে) ঢাকিল। সেই নয়ন ও শ্রেষ্ঠ-বদনকে এইরূপ দেখিলাম।

এক গোপীরে পতি ধরিয়া রাখিল।
শ্যামঅনুরাগে সেহ তনু তেয়াগিল॥
সকল গোপীর আগে পাইল সেই রামা।
গোবিন্দদাসিয়া কহে কি দিব উপমা॥ ৩৮॥

অভিসার

ভূপালী

চলু গজগামিনি হরিঅভিসার।
গমন নিরংকুশ আরতি বিথার॥ ধ্রু॥
পংকপিছল পথ গুরুয়া নিতম্ব।
পড়ু কত বেরি নাহি অবলম্ব॥
বিজুরি জোতিং দরশায়ল দেহ।
উঠইতে চাহে জলধারক থেহ॥
ঐছনে মীলল নাগর পাশ।
গোবিন্দদাসিয়া কহ পুরল আশ॥ ৩৯॥

ধানশী

মাধব কি কহব দৈব বিপাক।
পথ আগমন কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥ ধ্রু॥
মন্দির তেজি যব পদ চারি আওলুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদযুগে বেড়ল ভুজঙ্গ॥
একে কুলকামিনি তাহে কুহুযামিনি
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন পুর॥
একে পদ পংকিল পন্থহি বুরল
তাহে শত কণ্টক শেল।
তুয়া দরশনআশে কছু নাহি জানলুঁ
চির দুখ অব দূর গেল॥
তোহারি মুরলি যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহসুখ আশা।
পন্থক দুখ তৃণহুঁ করি না গণলুঁ
কহতহি গোবিন্দদাসা॥ ৪০॥

মিলন

তথারাগ

দুহুঁ গুণে নিতি নিতি কব অনুরাগ।
দুহুঁ রূপ নিতি নিতি দুহুঁ হিয়ে জাগ॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ করু কোড়।
দুহুঁ পরিরম্ভণে দুহুঁ ভেল ভোর॥
দুহুঁ দুহেঁ যৈছন দারিদ-হেম।
নিতি নব আরতি নিতি নব প্রেম॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাসা।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দ দাসা॥ ৪১॥

সম্ভোগ

বরাড়ী

ঝাঁপল দিনমণি প্রাতহি নীর।
তহিঁ অতি দর দর বহত সমীর॥
রাধা মাধব রতিরণ ধীর।
দুহুঁ পরবেশল কুঞ্জকুটীর॥
নিধুবনকেলি মিলিত এক ঠান।
পরাভব পাওল কিয়ে পাঁচবাণ॥
রাধা মাধব দুহুঁক বিলাস।
তাঁহা হেরি গোবিন্দদাসিয়া উল্লাস॥ ৪২॥

ভূপালী

নব অনুরাগিণি নব অনুরাগ।
মীলল দুহুঁ তনু গলে গলে লাগ॥
তহিঁ এক রঙ্গিণি পরম রসাল।
দুহুঁ গলে দেওল এক ফুলমাল॥
টুটব ভয়ে দুহুঁ পড়ু এক বন্ধ।
দৈবে ঘটায়ল প্রেমআনন্দ॥
সখিমুখ হেরইতে উলসিত ভেল।
দোঁহে মেলি মালা সেই সখি গলে দেল॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দোঁহ অধরামৃতে দোঁহ মুখ ভরু॥
দূরে গেও মউরশিখণ্ড পরিধান।
গোবিন্দদাসিয়া দুহুঁ গুণ গান॥ ৪৩॥

জলকেলি

তথারাগ

বিপিনহি' কেলি কয়ল দ্বহ্ঁ মেলি।
জল মাহা পৈঠি কয়ল জলকেলি॥
নাহি উঠল দ্বহ্ঁ মোছল অঙ্গ।
দ্বহ্ঁ র্প নিরখিতে ম্রছে অনঙ্গ॥
অঙ্গে করল দ্বহ্ঁ নব নব বেশ।
কবরি বনায়ল বান্ধল কেশ॥
নিজ নিজ মন্দিরে কয়ল পয়ান।
গোবিন্দদাসিয়া দ্বহ্ঁক গ্ণগান॥ ৪৪॥

রসোল্লাস

তথারাগ

রাইক আগমন বাত।
শ্নইতে উলসিত গাত॥
মোহে কহই নবকাম।
নাগদমন মঝ্ নাম॥
খগপতি রহ্ মঝ্ পাশ।
সবহ্ঁ সে করব গরাস॥
বিকট মকর প্ন হোয়।
এক না রাখব সোয়॥
দৈব করয়ে যব আন।
দংশয়ে হামারি বয়ান॥
রসনা ধন্বন্তরি আগে।
তহি' প্ন অমিয়া লাগাবে॥
নিরবিষ হোয়ব তায়।
জীতব এহিত উপায়॥
এত শ্নি সহচরি গেল।
দাসিয়া অন্মতি দেল॥ ৪৫॥

বিপ্রলব্ধা

শ্রীরাধার উক্তি

স্হই

মধ্ঋতু রজনি উজোরল হিমকর
মলয় সমীরণ মন্দ।
কান্ আশোয়াশে চপল মনমথ
মনহি বিথারল ধন্দ॥
সজনি প্ন জনি সম্বাদহ কান।
কালিন্দি ক্লে অবহ্ বিরহানলে
তেজব দগধ পরাণ॥
কিশলয় দহন- শেজ অব সাজহ
আহ্তি চন্দনপঙ্কা।
দ্বিজকুল নাদ- মন্ত্রে তন্ জারব
দ্রে যাউ প্রেমকলঙ্কা॥
চীতরতন মঝ্ কান্ পাশে রহ্
অবহ্ঁ না মীলল যোই।
গোবিন্দদাসিয়া কহই ধনি বিরমহ
আপহি মীলব সোই॥ ৪৬॥

খণ্ডিতা

শ্রীরাধার উক্তি

ভূপালী

রজনি গোঙায়লি রতিস্খ সাধে।
বিহানে তেজলি তাহে কোন অপরাধে॥
সোই চণ্ডি তুহ্ঁ শঙ্কর দেব।
তন্ আধ দেই তাহে যাই সেব॥ধ্রু॥
কি কহব যে সব কয়লি তুহ্ঁ কাজ।
লাজ পায়বি অব রঙ্গিণি সমাজ॥
ভাগল সহচরি না বোলই কোই।
পালটি চলল ম্খে আঁচর গোই॥

---

[৪৫] শ্রীরাধার আগমন-কথা শ্নিয়া দেহ উল্লসিত হইল। (শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন) আমাকে লোকে নবীন মদন বলে ও আমার নাম নাগদমন। গর্ড় (নাসিকা) আমার নিকটে আছে, সে সমস্তই গ্রাস করিবে। আবার (আমার কর্ণে) বিকট মকর (মকরাকৃতি কর্ণালঙ্কার) রহিয়াছে, সে একটী কিছ্ও রাখিবে না, দৈবে যদি অন্য রকম হয়, আমার ম্খ দংশন করে, (আমি তাহাকে চুম্বন করিয়া) তাহার রসনা ধন্বন্তরি আগে অমৃত লইয়া লাগাইব। তাহাতেই নির্বিষ হইব। এই উপায়ে জয় করিব। এত শ্নি সহচরী রাধার নিকট [illegible]। গোবিন্দদাসিয়া অন্মতি দিলেন।

বসন হেরি অঙ্গে ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব।
পুন কি কহব তোহে কৈতব ছন্দ॥
পার্মরি গোবিন্দ চললি আগুসারি।
আয়ল মন্দিরে কোই লখই না পারি॥ ৪৭॥

প্রকারান্তর

ধানশী

জানলুঁ রে হরি তোহারি সোহাগ।
যাকর দেহলি রজনি গোঙায়লি
তাহি করহ অনুরাগ॥ ধ্রু॥
রতিরণ পণ্ডিত বেশ অখণ্ডিত
ঘন ঘন মোড়সি অঙ্গ।
তে অনুমানিয়ে বেরথ উজাগরি
বিঘটিত ভামিনি সঙ্গ॥
মতি অনুরূপ গতি এহ বচন সতি
আজু দেখলুঁ পরতেক।
যো পরবঞ্চক বিহি তাহে বঞ্চউ
দুরজন দেখি না দেখ॥
তুহুঁ রসসাগর বিদগধ নাগর
হাম মুগধিনি কুল-নারী।
গোবিন্দদাসিয়া কহই তুয়া হরি সঞে
অনুনয় বুঝই না পারি॥ ৪৮॥

সখীর উক্তি

শ্রীগান্ধার

হরি যব হরিখে বরিখে রসবাদর
সাদরে পুছয়ে বাত।
নিরখি বদন তোরি আকুল সো হরি
নিজ শিরে ধরু তুয়া হাত॥
মানিনি কীয়ে কঠিন তুয়া মান।
ছলে কত দিঠিজলে নাহ তোহে সাধল
পালটি না হেরলি কান॥ ধ্রু॥
বহু গুণে গুণিগণ ঝুরয়ে রাতি দিন
তুয়া গুণে উনমত সোই।
বিনী অপরাধে তাহে উপেখলি
জনম গোঙায়বি রোই॥
তাকর বচন শ্রবণে নাহি শুনলি
রোখে চলল যব নাহ।
অব কাতর দিঠে মঝু মুখ হেরসি
পাই মনোভব দাহ॥
বিহি তোহে বাম মান ধনে বঞ্চল
নাহ বিমুখ ভৈ গেল।
পার্মরি গোবিন্দ কহই চিতে মানই
ইহ বড় দারুণ শেল॥ ৪৯॥

শ্রীগান্ধার

সুন্দরি আর কত সাধসি মান।
তোহারি অবধি করি নিশি দিশি ঝুরি ঝুরি
কানু ভেল বহুত নিদান॥ ধ্রু॥
কি রসে ভুলায়লি ও নব নাগর
নিরবধি তোহারি ধেয়ান।
রাধা রাধা নাম কহই যব পন্থিক
শুনইতে আকুল কান॥
পুরুখ বধের হেতু তুহুঁ অভিমানলি
কোন শিখায়ল রীতে।
লেহ বিচ্ছেদ পুন সহই না পারিয়ে
গোবিন্দদাসিয়া কহ নীতে॥ ৫০॥

তথারাগ

পদুমিনি পুন পরবোধও তোয়।
পীতাম্বর পদ- পংকজ পরিহরি
পার্মরি পাঁতরে রোয়॥ ধ্রু॥
পুছইতে পহিলে পাণি পালটায়সি
পরিজন পর করি মান।

---

৪৮ হরি, তোমার সোহাগ জানিলাম। যাহার বাহির দুয়ারে রাত্রি কাটাইয়া আসিলে, তাহার প্রতি অনুরাগ দেখাও। তুমি রতিরণ পণ্ডিত, (তথাপি) অখণ্ডিত বেশে ঘন ঘন অঙ্গ মোড়া দিতেছ। তাই অনুমান করিতেছি, ব্যর্থ জাগরণে ভামিনীসঙ্গ ঘটে নাই। মতি অনুরূপ গতি হয়। এ কথা সত্য, আজি প্রত্যক্ষ দেখিলাম। যে প্রবঞ্চক বিধি তাহাকে বঞ্চিত করে, দুর্জনে দেখিয়াও দেখে না। তুমি রস-সাগর, সুরসিক নাগর। আমি মুগ্ধা কুলরমণী। গোবিন্দদাসিয়া বলিতেছেন, হরির সঙ্গে তোমার অনুনয় বুঝিতে পারিতেছি না।

পিশুন পরিবাদ পরশ পরিহাররসি
পুরে পাহুন পাঁচবাণ॥
পিরীতক পাঁতি না পঠি পরিহাররসি
পহুঁ পরণতি নাহি মান।
পাষাণ পুতলি পরখি পয়ে পেখলুঁ
পরপীড়ন নাহি জান॥
পুরুষোত্তমক প্রেমপরিরম্ভণ
পুণবতি পাবই কোই।
প্রাণ পিয়ারি পদবি পরিপালহ
পামরি প্রণতি করু তোই॥ ৫১॥

তথারাগ

সখিগণ বচন না শুনল মানিনি
রোখে চলত নিজ বাস।
সো বরনাগর কাতর অন্তর
ছোড়ল তছু আশোয়াশ॥
হরি হরি সবহুঁ আনমত ভেল।
মনমথ অমিয়া সিনায়ব সহচরি
কষায় দহনে দহি গেল॥
কাতরে কুঞ্জ তেজি সব কলাবতি
মন্দিরে করল পয়াণ।
পন্থ বিপথ কিছু লখই না পারয়ে
মানিনি মলিন বয়ান॥
তাপিনি তপত তৈলে জনু জারিত
বৈঠল মন্দিরে যাই।
জাগিয়া রজনি পোহায়ল সহচরি
গোবিন্দদাসিয়া অবসাই॥ ৫২॥

কলহান্তরিতা

তথারাগ

তিল এক শয়নে সপনে যো মঝু বিনে
চমকি চমকি করু কোর।
ঘন ঘন চুম্বনে গাঢ় আলিঙ্গনে
নিঝরে ঝরয়ে বহু লোর॥
সজনী সো যদি করু নিঠুরাই।
না জানিয়ে কো বিধি নিধি দেই লেয়ল
সো সুখ করি বিছুরাই॥ ধ্রু॥
তুহুঁ কাহে বিরস বচনে মোহে মারসি
ডারসি শোকাকি কূপে।
মুরছিত জনে ঘাতন নহে সমুচিত
জগজনে কহব বিরূপে॥
তেজব মান সবহুঁ জনগঞ্জন
পিরীতি পিরীতি করি বাধা।[১]
রসিক সুনাহ আপনে সুখ পায়ব
তেয়াগি ভাগিহিনী রাধা॥
সো মুখচান্দ হৃদয়ে ধরি পৈঠব
কালিন্দি বিষহ্রদনীরে।
পামরি গোবিন্দ- দাস মরি যায়ব
সাজি আনল তছু তীরে॥ ৫৩॥

সখীর উক্তি

গান্ধার

কি কহলি কঠিনি কালিদহে পৈঠবি
শুনইতে কাঁপই দেহা।
ঐছন বচন কানু যব শুনব
জিবনে না বান্ধব থেহা।

---

৫১ পদ্মিনি, পুনরায় তোমাকে বুঝাইতেছি। পীতাম্বরের পদপঙ্কজ পরিহার করিয়া পামরীরাই প্রান্তরে রোদন করে। জিজ্ঞাসা করিতেই প্রথমে (মুখে কিছু না বলিয়া) হাত উল্টাইলি। পরিজনকে পর বলিয়া মনে করিতেছিস। প্রিয়তমের নিন্দা (বিশ্বাস করিয়া) তাহাকে স্পর্শ করিলি না। (এখন দূরে হইতে) পাষণ্ড মদন পঞ্চবাণ নিক্ষেপ করিতেছে। প্রেমের পত্র পাঠ না করিয়াই পরিত্যাগ করিতেছিস, প্রভুর প্রণতি মানিলি না। তুই যে পাষাণ পুতলী, পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। পরের বেদন জানিস না। পুরুষোত্তম কৃষ্ণের প্রেমালিঙ্গন অন্য কোন্ পুণ্যবতী পাইবে? তুই যে তাহার প্রাণ-প্রিয়তমা, এই গৌরব পালন কর। পামরি, গোবিন্দদাস তোমাকে প্রণাম করিয়া এই কথা বলিতেছে।

৫৩ ১। প্রচলিত পাঠ—ভাঙ্গল মান সবহুঁ জন গঞ্জন পিরীতি পিরীতি করু রাধা। রসিক সনাহ আপনে সুখ পাওব এ মঝু মরমে রড়ি সাধা॥ ব্যাখ্যা—এইরূপ আমার মান ভাঙ্গিল, সকলের গঞ্জনা এড়াইলাম। আমার পিরীতি অন্যের পিরীতির বাধা ঘটাইতেছে। আমার মরমের সাধ রসিক সুনাথকে অধিক সুখ দেওয়া, অতএব প্রাণত্যাগ করিব।

তাহে তুহুঁ বিদগধ নারী।
অনুচিত মানে দেহ যদি তেজবি
মরমহি বিরহ বিথারি॥ ধ্রু॥
কানুক চীত রীত হাম জানত
কবহুঁ নহত নিঠুরাই।
তুহুঁ যদি তাহে লাখ গারি দেয়সি
তবহুঁ রহত পথ চাই॥
ঐছন বোল না বোলবি সুন্দরি
কাহে পরমাদসি এহ।
পামরি গোবিন্দ শপতি দেই শত শত
যদি উদবেগ বাঢ়াহ॥ ৫৪॥

শ্রীরাধার উক্তি

ধানশী

শুন শুন এ সখি নিবেদন তোয়।
মরমক বেদন জানসি মোয়॥
বৈঠয়ে নাহ চতুরগণ মাঝ।
ঐছে করবি যৈছে না হোয় লাজ।
সখিগণ মাঝে চতুরী তোহে জানি।
আদর রাখি মিলায়বি আনি॥
অব বিরচহ তুহুঁ সো পরবন্ধ।
কানুক যৈছে হোয়ে নিরবন্ধ॥
জীবন রহিতে নাহ যদি পাব।
গোবিন্দদাসিয়া তব তুয়া যশ গাব॥ ৫৫॥

সখী ও শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

কামোদ

মাধব অপরূপ পেখলু রামা।
মানিনি মানে অবনি পর লেখই
নয়নে না হেরই শ্যামা॥
শুনইতে বিদগধ নাগর শেখর
আকুল গদগদ বোল।
কি করব দৈবে রজনি হাম বঞ্চলু
তবহি হৃদয় মঝু দোল॥
হামারি শপতি তোহে শুন শুন সহচরি
তুরিত গমন করু তাই।
বহুত যতন করি তাহে মানায়বি
যৈছে সদয় হোয়ে রাই॥
শপতি বচনে সোই কছু নাহি বোলল
আওল মানিনি পাশা।
হেরইতে রাই বিমুখ ভই বৈঠল
কহতহি গোবিন্দদাসা॥ ৫৬॥

মানভঞ্জনে পদধারণ

ধানশী

রাইক হৃদয়- ভাব বুঝি মাধব
পদতলে ধরণি লোটাই।
দুই করে দুই পদ ধরি রহু মাধব
তবহুঁ বিমুখি ভেল রাই॥
পুনহি মিনতি করু কান।
হাম তুয়া অনুগত তুহুঁ ভালে জানত
কাহে দগধ মঝু প্রাণ॥ ধ্রু॥
তুহুঁ যদি সুন্দরি মঝু মুখ না হেরবি
হাম যায়ব কোন ঠাম।
তুয়া বিনু জীবন কোন কাজে রাখব
তেজব আপন পরাণ॥
এতহুঁ মিনতি কানু যব করলহিঁ
তব নাহি হেরল বয়ান।
পামরি গোবিন্দ মিছই আশোয়াসল
রোই রোই চলু কান॥ ৫৭॥

সখীর উক্তি

ধানশী

হৃদয়ক মান গোপসি তুহুঁ থোরি।
বুঝলম খলজন বচনহি ভোরি॥
কী ফল মানিনি মান বাঢ়াহ।
তাকর দরশ পরশ অবগাহ॥ ধ্রু॥
বিচারিতে দোষলেশ নাহি তাই।
গুণ গণ ঐছন কাহাঁ নাহি পাই॥
গোবিন্দদাসিয়া বচন হিয় লাই।
অভিসর ইথে জনি কর বড়ুরাই॥ ৫৮॥

শ্রীরাধার অভিসার

জয়জয়ন্তী

প্রাণপিয়া দুখ শুনিঞা শশিমুখি
পুছই গদগদ বোল।
অমল কুবলয়- নয়ন যুগলহি
গলয়ে ঝরঝর লোর॥
বেশ পসাহন সবহু বিছুরল
চললি পরিহরি মান।
তেজল কুলভয় ধৈরজ গৌরব
মনহি জাগল কান॥
পীন পয়োধর জঘন গুরুতর
ভারে গতি অতি মন্দ।
আরতি অন্তর পন্থ দূরতর
বিহিক বিরচন নিন্দ॥
গাঢ়ল মনরথে চঢ়ল সুন্দরি
বিঘিনি বিপদ না মান।
মিলল ভামিনি কুঞ্জ ধামিনি
পামরি গোবিন্দ ভাণ॥ ৫৯॥

নাগরী বেশে মিলন

কামোদ

কানু উপেখি রাই মহি লেখই
মানিনি অবনত মাথ।
নিরুপম নারি- বেশ ধরি সো হরি
আওল সহচরি সাথ॥
সজনি কী ফল মানিনি মানে।
ঢীট কানাই কতয়ে ভঙ্গি জানত
কো কয়ু কত অবধানে॥ ধ্রু॥
শ্যামরি হেরি সখিক রাই পুছত
সো কহ ব্রজ-নব-রামা।
তুয়া সখি হোত যতনে চলি আওল
কোরে করহ ইহ শ্যামা॥
করইতে কোরে পরশ সঞে জানল
কানুক কপট বিলাসা।
নাসা পরশি হাসি দিঠি কুঞ্চিত
হেরত গোবিন্দদাসা॥ ৬০॥

যোগী বেশে মিলন

কামোদ

গোরখ জাগাই শিঙ্গাধ্বনি করতহিঁ
জটিলা ভীখ আনি দেই।
মৌনি যোগেশ্বর মাথ হিলায়ত
তবহিঁ ভীখ নাহি লেই॥
জটিল কহত তব কা তুহু মাঙ্গত
যোগী কহত বুঝাই।
তেরে বধু হাত ভীখ হাম লেয়ব
তুরিতহি দেহ পাঠাই॥
পতিবরতা বিনু ভিখ যব লেয়ব
যোগিবরত হোয়ে নাশ।
তাকর বচন শুনি তনু পুলকিত
ধাই কহল বধু পাশ॥
দ্বারে যোগিবর পরম মনোহর
জ্ঞানি বুঝলু অনুমানে।
বহুত যতন করি রতনথারি ভরি
ভীখ দেহ তছু ঠামে॥
শুনি ধনি রাই আই করি উঠল
যোগি নিয়ড়ে হাম যাব।
জটিলা কহত যোগি নহ আন-মত
দরশনে হোয়ব লাভ॥
গোধুমচূর্ণ পূর্ণ থারি পর
কনক কটোরি ভরি ঘিউ।
কর যোড়ি রাই লেহ করি ফুকরই
তাহে হেরি থরহরি জিউ॥
যোগী কহত ভীখ নাহি লেয়ব
মুখবচন এক চাই।
নন্দনন্দন পর যো অভিমান সো
মাফ করহ হাম যাই॥
শুনি ধনি রাই চীরে মুখ ঝাঁপল
ভেখটধারি নটরাজ।
গোবিন্দদাসিয়া কহ নটবর শেখর
সাধল নিজ মনকাজ॥ ৬১॥

ধানশী

জটিলা পাশ ফুকরি তহিঁ বোলত
বহুরি বেরি কাহে ঋাঁড়।

ললিতা কহত অমঙ্গল শুনল
সতি পতিভয় অব গাঢ়॥
শুনি কহে জটিলা ঘটিল কি অকুশল
ঘর সঞে বাহির হোয়।
বহুরিক পাণি পাণি ধরি হেরই
কিয়ে অকুশল কহ মোয়॥
যোগেশ্বর ফেরি বহুরি পাণি ধরি
কুশল করব বনদেব।
এহ এক অঙ্ক বঙ্ক নিশঙ্কহু
বনহিঁ পশুপতি সেব॥
পূজক মন্ত্র তন্ত্র বহু আছয়ে
সো ইহ কছু নাহি জান।
জটিলা কহ আন দেব কাহাঁ পাওব
তুহুঁ বিজ কর ইথে দান॥
এত কহি দোঁহে মন্দির পরবেশল
দুঁহুজনে ভেল একঠাম।
মনমথমন্ত্র পঢ়াওল দুঁহুজনে
পূরল দুঁহু মনকাম॥
পুন দুহুঁজন মন্দির সঞে নিকসল
জটিলা সনে কহে ভাখি।
অব ইহ গোরী আরধনে যাওব
বিধবা জনে ঘরে রাখি॥
এত কহি সবহুঁ চলল নিজ মন্দিরে
যোগি চরণে পরণাম।
গোবিন্দ দাসিয়া কহ নটবর শেখর
সাধি চলল মনকাম ॥ ৬২॥

ভাবোল্লাস

তথারাগ

শুন শুন সুন্দরি বিনোদিনী রাই।
তোঁহা বিনু কারু নাই তোঁহারি দোহাই॥
তুয়া দরশন লাগি সদা প্রাণ কান্দে।
ধৈরজ ধরিতে নারি হেরি মুখ চান্দে॥
অখিল সম্পদ মোর তুয়া মুখশশী।
মুরলীতে তুয়া নাম গাই অহনিশি॥
গোলোক ছাড়িয়া আইলাম সুখের বিলাস।
তুয়া দরশন লাগি বৃন্দাবনে বাস॥
জগতে জানয়ে তুয়া অনুগত কান।
গোবিন্দ দাসিয়া তাথে আছে পরমাণ॥ ৬৩॥

তথারাগ

শুন শুন সুবদনি বিনোদিনি রাই।
তোমা বই কারু নই তোমারি দোহাই॥
তোমার লাগিয়ে সাধের গোলোক ছাড়িলাম।
গাইতে তোমার গুণ মুরলী শিখিলাম॥
ইথে না প্রত্যয় যাও মদন কর সাখী।
তব শ্রীচরণ দাও শ্যাম নাম লিখি॥
কোমল পদে কঠিন নাম লিখ্‌তে আঁচড় যায়।
ধূলোতে লিখিয়ে নাম চরণ রাখ তায়॥
গোবিন্দ দাসিয়া কহে শুন সব সখি।
বিকাইলুঁ রাইপদে তোমরা হও সাখী॥ ৬৪॥

শ্রীরাধার প্রেমবৈচিত্ত্য

ধানশী

কত পরকারে তঁহি পরিচয় দেল।
হেরইতে মুখশশি দুখ দূরে গেল॥
সহচরিগণ সব চমকিত ভেল।
সজল নয়ানে আলিঙ্গন কেল॥
আঁচরে মোছায়ত নয়নক লোর।
যতনহি দঢ় করি দুহুঁ করু কোর॥
কোই সখি দেওত চামরক বায়।
গোবিন্দ দাসিয়া দুহুঁক গুণ গায়॥ ৬৫॥

আক্ষেপানুরাগ

সুহই

যে দিগে পসারি আঁখি দেখি শ্যাম রায়।
কুলবতী বরত ধৈরজ দূরে যায়॥
কত না যতনে যদি মুদি দুটি আঁখি।
নবীন ত্রিভঙ্গরূপ হিয়ামাঝে দেখি॥
কি হইল অন্তরে সই কি হইল অন্তরে।
আজি হইতে সখি মোর সাধ নাহি ঘরে॥
নিরবধি শ্যামনাম জপিছে রসনা।
এত দিনে অযতনে পূরিল বাসনা॥

প্রাণের অধিক কানু জানিলুঁ নিশ্চয়।
গোবিন্দ দাসিয়া কয় দঢ়াইলে হয়॥ ৬৬॥

গোষ্ঠ

মায়ূরেরাগ

ব্রজ নিজগণ সঙ্গে কত ধাওত
আর কত কুলবতি নারি।
জয় জয়কার করত নব বধূগণ
কনয়কুম্ভ ভরি বারি॥
আনন্দ কো কহু ওর।
রসবতি ঠাঢ়ে অট্টালি উপর
হেরইতে লুবধ চকোর॥
নয়নে নয়নে কতহিঁ রস উপজল
আনন্দে দুহুঁ তনু ভোরি।
প্রেমরতনধন দুহুঁ মনে জাগল
দুহুঁ চিত দুহুঁ করি চোরি॥
চলইতে চরণ অথির যদুনন্দন
শিথিল ভেল পীত বাসা।
নিজ নিজ কাজে দুহুঁ তব চলি গেয়
কহতহিঁ গোবিন্দ দাসা॥৬৭॥

দানলীলা

ভাটিয়ারি

চলু রাজপথে রাই সুনাগরি
নাসবেশ করি অঙ্গে।
ঘৃত দধি দুগ্ধে সাজাইয়া পসরা
সহচরি করি সঙ্গে॥
পাটের জাদেতে বান্ধিয়া কবরী
বেড়িয়া মালতীমালে।
সিঁথায় সিন্দূর লোচনে কাজর
অলক তিলক ভালে॥
মণি আভরণ শ্রবণে কুণ্ডল
গীমে সুরেশ্বরী হার।
রূপ নিরূপম বিচিত্র কাঁচুলি
পীন পয়োধর ভার॥
চরণ কমলে রাতুল আলতা
বাজন নূপুর বাজে।
গোবিন্দাই ভণে ও রূপ যৌবনে
জিতব নিকুঞ্জরাজে॥ ৬৮॥

সুহই

ত্রিভুবন বিজই মদন মহারাজ।
বৈঠল বৃন্দাবনে নিকুঞ্জক মাঝ॥
গোরস লেয়ব রসবতি ঠাম।
সৃজিল বিপিনপথে সরবস দান॥
তোহে কহোঁ গোপিনি আয়ানের রাণি।
কেমনে জানিবা দান সহজে আয়ানি॥
তুহুঁ গজগামিনি গমন মন্থর।
যৌবনমদে নাহি দেহ রাজকর॥
মোহে গিরিধর বলি সোঁপল কাজ।
আপনে আপন কথা কহিতেহ লাজ॥
কেবল গোরসদানে কেনে দেহ ভঙ্গ।
বিচারে চাহিয়ে দান প্রতি অঙ্গে অঙ্গ॥
এ সব দানের কথা জানয়ে বড়াই।
গোবিন্দ দাসিয়া কহ চপল কানাই॥ ৬৯॥

সুরট

শ্রীকৃষ্ণ—

বিনোদিনী না কর চতুরপণা।
ভাঁড়িয়া আমারে হিয়ার মাঝারে
লইয়া যাইছ সোনা॥ ধ্রু॥
নিবেদন করি শুন লো সুন্দরি
সহজে তোমরা ধনী।
দধি ঘৃত দেখি যাহ বিলাইয়া
তবে সে মহিমা জানি॥

শ্রীরাধা—

গোয়ালা ধরম রাখিতে গোধন
ফিরহ গহন বনে।
পথে লাগি পায়্যা পরনারী লয়্যা
সাধ করিয়াছ মনে॥

সখীগণ—

নাগর নাগরী রসের চাতুরী
শুনি হাসে সখীগণে।

অনুগা হইতে সাধ লাগে চিতে
গোবিন্দ দাসিয়া ভণে॥ ৭০॥

শরৎকালীয় মহারাস

বিহগড়া

নন্দনন্দন সঙ্গে শোহন
নওল গোকুল কামিনি।
তপন নন্দিনি- তীরে ভালি বনি
ভুবনমোহন লাবণি॥
তাতা থৈয়া থৈয়া বাজে পাখোয়াজ
মুখর কঙ্কণ কিঙ্কিণি।
বিলসে গোবিন্দ প্রেম আনন্দ
সঙ্গে নব নব রঙ্গিণি॥
চারু চিত্রিত দুহুঁক অম্বর
পবনে অঞ্চল দোলনি।
দুহুঁ কলেবর ভরল শ্রমজল
মোতি মরকত হেম মণি॥
উরহিঁ লোলনি বাজত কিঙ্কিণি
নূপুর অনুসঙ্গিয়া।
গীম দোলনি নয়ন নাচনি
সঙ্গে রসবতি রঙ্গিয়া॥
রাসে মাধব বিবিধ বিলসই
সঙ্গে সঙ্গিনি মাতিয়া।
নীল দরপণ শ্যাম মুরতি
হেরত গোবিন্দ দাসিয়া॥ ৭১॥

কেদার

ভরি নায়র কোর।
বিলসই রাই সুখের নাহি ওর॥
ধনি রঙ্গিনি রাই।
বিলসই হরি সঞে রস অবগাই॥
হরি মানস সাধা।
বিলসই শ্যাম পরাভবি রাধা॥
হরি সুন্দরি মুখে।
তাম্বুল দেই চুম্বই নিজ সুখে॥
ধনি রঙ্গিণি ভোর।
ভুলল গরবে কানু করি কোর॥
দুহুঁ দোহাঁ গুণ গায়।
একই মুরলী রন্ধ্রে দুজন বাজায়॥
কেহ কহে মৃদু ভাষ।
নাগরি পরশে অবশ পীতবাস॥
কেহ কাড়ি লয়ে বেণু।
গোবিন্দ দাসিয়া কহে ভুলল কানু॥ ৭২॥

কেদার

রজনি উজাগরি নাগর নাগরি
আঁখি মেলিতে নারে ঘুমে।
অতিশয় রসভরে শ্যাম নাগরের কোরে
অঙ্গ হেলি রহল নিঝুমে॥
দেখ সখি অপরূপ ছান্দে।
শ্যাম নাগর কোরে শুতিয়া রহল ধনি
কানু নেহারে মুখচান্দে॥ ধ্রু॥
কুটিল কুন্তল সব শ্রীমুখ বেঢ়িল গো
সিন্দুর তিলক মোছে ঘামে।
ফুয়ল কবরি আধ বেনন পাটের জাদ
বীড় খসল কর বামে॥
নীল বসন ভিগি অঙ্গে লাগিয়াছে গো
শ্রীঅঙ্গ দেখিতে উদাসা।
যৈছে চান্দের কলা মেঘে ঝাঁপিয়াছে গো
নিরখই গোবিন্দদাসা॥ ৭৩॥

কুঞ্জভঙ্গ

বিভাস

বৃন্দাদেবী সময় জানিয়া।
পাখিগণে কহে সম্বোধিয়া॥
হের দেখ নিশি বহি গেল।
দশ দিশ অরুণিত ভেল॥
নিজ নিজ সুমধুর স্বরে।
জাগাও শ্রীরাধিকা শ্যামেরে॥
বৃন্দাদেবীর আদেশ পাইয়া।
সবে মিলি কহে সম্বোধিয়া॥
ওহে শ্যাম ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মোরা কিছু করি নিবেদন॥

সুবদনি কর অবধান।
নিশি গেল হৈয়াছে বিহান॥
জাগো জাগো যুগলকিশোর।
অরুণ কিরণ হেরি ঘোর॥
কুমুদিনী তেজি অলি ধায়।
আর তো রহিতে না যুয়ায়॥
সখীগণ শুনি চমকিত।
পামরি গোবিন্দচিত ভীত॥ ৭৪॥

হোরি

তথারাগ

নটন বিভঙ্গে ফাগুরঙ্গে মাতল
নাগর অভিনব নাগরি সঙ্গ।
ঋতুপতি রীত চীত উমতায়ল
হেরি নবীন বৃন্দাবন রঙ্গ॥
ফাগুয়া খেলত নওল কিশোর।
রাধারমণ রমণিমনচোর॥ ধ্রু॥
সুন্দরিবৃন্দ- করে কর মণ্ডিত
মণ্ডলি মণ্ডলি মাঝহি মাঝ।
নাচত নারিগণ ঘনপরিরম্ভণ
চুম্বন লুবধল নটবর রাজ॥
কানুপরশ রসে অবশ রমণিগণ
অঙ্গে অঙ্গে মিলি ঝাঁপি রহু।
পূরল সবহুঁ মনোরথ মনোভব
মোহন গোবিন্দ দাসিয়া পহু॥৭৫॥

বিরহ

তথারাগ

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভমরা।
পিয়া বিনে মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা॥
মো যদি জানিতাম পিয়া যাবে রে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বান্ধিয়া॥
কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল।
এ ছার পরাণ কেনে অবহুঁ রহিল॥
মরম ভিতর মোর রহি গেল দুখ।
নিচয়ে মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ॥
এইখানে করিত কেলি রসিয়া নাগররাজ।
কে বা নিল কি বা হৈল কে পাড়িল বাজ॥
সে পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী।
এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী॥
চরণে ধরিয়া কান্দে গোবিন্দ দাসিয়া।
মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া॥ ৭৬॥

বাহ্যদশায় প্রলাপ

বরাড়ী

এই না মাধবীতলে আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া কেনে ফাটিয়া না পড়ে গো
নিলাজ পরাণ নাহি যায়॥
সখি হে বড় দুখ রহল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহল গিয়া
এই বিধি লিখিল করমে॥ ধ্রু॥
আমারে লইয়া সঙ্গে কেলি কৌতুকরঙ্গে
ফুল তুলি বিহরই বনে।
নব কিশলয় তুলি শেজ বিছায়ই
রস পরিপাটীর কারণে॥
আমারে লইয়া কোরে অনিমিখে মুখ হেরে
যামিনী জাগিয়া পোহায়।
সে হেন গুণের পিয়া কোন খানে কার সনে
কৈছনে দিবস গোঙায়॥
এতেক দিবস হৈল প্রাণনাথ না আইল
কার মুখে না পাই সম্বাদ।
গোবিন্দ দাসিয়া চলু শ্যাম বুঝাইতে
বাঢ়ল বিরহ বিষাদ॥ ৭৭॥

সুহই

মরিব মরিব সই নিচয়ে মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব॥
জনমে জনমে হউ সে পিয়া আমার।
বিধি পায়ে মাগো মুঞি এই বর সার॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ।
মরণ সময়ে পিয়ার না দেখিলুঁ মুখ॥
গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেতে ধরি।
এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণের হরি॥৭৮॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি

ধানশী

তুহঁ বিছুরলি গোরি রহলি মথুরাপুরি
নগরে নাগরি হেরি ভোরি।
গগনে জলদ হেরি মনে মনোরথ করি
বিরহ সাগরে ধনি বোরি॥
কানাই করুণার লব তোহে নাই।
তোহারি বিরহে ধনি নিশি দিশি ঝুরই
তুরিতে মিলহ তুহঁ যাই॥
ধরনি শয়ন করি সঘন নয়ন ঝরি
সহচরি রহত আগোরি।
দিনে দিনে দুবরি কৈছে জিবন ধরি
গোবিন্দ দাসিয়া পহুঁ ছোড়ি॥৭৯॥

দশ দশা

শ্রীরাগ

তরুণ অরুণ সিন্দুর বরণ
নীল গগনে হেরি।
তোহারি ভরমে তা সঞে রোখয়ে
মানিনী বদন ফেরি॥
কানু হে রাইক ঐছন কাজ।
আট প্রহরে তো বিনু সাজই
আটহুঁ নায়িকা সাজ॥ ধ্রু॥
প্রাণ সহচরী চরণে সাধই
কানু মানায়বি তোহি।
আঁখি মুদি কহে অবহুঁ মাধব
কাহে না মিলল মোহি॥
খঞ্জন ধনিতে উমতি ধাবই
তোহারি নূপুর মানি।
হাসি আভরণ অঙ্গে চঢ়ায়ই
শেজ বিছায়ই আনি॥
নীল নিচোল সঘনে মাগয়ে
নিবিড় তিমির হেরি।
ঘুমল তো সঞে কহই ঐছন
বেশ বনায়বি মোরি॥
কোকিলের রবে চমকি উঠয়ে
নিয়ড়ে না হেরি ভোরি।
সোঙরি তোহারি গমন মথুরা
মুরছি পড়ল গোরি॥
নিঝর নয়নে সব সখীগণে
খোঁজত বহে না শ্বাস।
তোহারি চরণে কহিতে ধাওল
পামরি গোবিন্দ দাস॥ ৮০॥

শ্রীরাধার প্রতি দূতী

সুহই

দূরে কর বিরহিণি দুখ।
নিয়ড়ে হেরবি পিয়া মুখ॥
অনুকূল করু উদযোগে।
হামে পাঠায়ল আগে॥
সো চির উলসিত কান।
তুয়া আশে আওল জান॥
মিছ নহ ইহ আশোয়াসা।
কহতহিঁ গোবিন্দ দাসা॥ ৮১॥

অষ্টকালীয় নিত্যলীলা

কুঞ্জভঙ্গ

বিভাস

নিশি অবশেষে কোকিল ঘন কুহরত
জাগল রসবতি রাই।
বানরি নাদে চমকি উঠি বৈঠল
তুরিতহিঁ শ্যাম জাগাই॥
শুন বরনাগর কান।
তুরিতহি বেশ বনাহ যতন করি
যামিনি ভেল অবসান॥ ধ্রু॥
শারী শুক পিকু কপোত কুহরত
মউর মউরি করু নাদ।
নগরক লোক জাগি যব বৈঠব
তবহি পড়ব পরমাদ॥
গুরুজন পরিজন ননদিনি দুরজন
তুহুঁ কি না জানসি রীত।
গোবিন্দদাসিয়া কহ উঠ চল সুন্দরি
বিঘটল কানুক পিরীত॥ ৮২॥

ভূপালী

আকুল কুটিল অলককুল সমরী।
সীঁথি বনাই বান্ধ পুন কবরী॥
তঁহি সমারহ সিন্দুরক বিন্দু।
কুঙ্কুমে মাজি সাজাহ মুখইন্দু॥
এ হরি রতিরস অবশ রসাল।
বিঘটিত বেশ বনাহ পুনবার॥ ধ্রু॥
কাজরে উজোরহ লোচন ভ্রমরী।
শ্রুতি অবতংসহ কিশলয় সমরী॥
পীন পয়োধরে থির কর আপি।
মৃগমদে রঞ্জহ নখপদ ছাপি॥
বিগলিত কম্বু বলয়গণ মোর।
সাধে পিন্ধারহ নূপুর জোর॥
মেটল যাবক পদে পুন লেখ।
গোবিন্দ দাসিয়া দেখউ পরতেক॥ ৮৩॥

ললিত

আনন্দ নীর যতনে হরি বারত
অলক তিলক নিরমাই।
কুঞ্চিত লোচনে হরিমুখ হেরইতে
থরহরি কাঁপয়ে রাই॥
দেখ সখি রাধা মাধব লেহ।
নাগরিবেশ বনাওত নাগর
ভাবে অবশ দুহুঁ দেহ॥ ধ্রু॥
কোরহি ষাঁতি পুনহু হরি সাজত
পীন পয়োধর জোর।
ঘামল কর-পঙ্কজ জলে ধোয়ল
মৃগমদচিত উজোর॥
মরমক বোল কহত দুহুঁ আকুল
রোধল গদ গদ ভাষা।
অধর বিলোকনে ইঙ্গিতে কি কহল
না বুঝল গোবিন্দদাসা॥ ৮৪॥

ভূপালী

যামিনি শেষে বেশ করব তুহুঁ
অতয়ে করল অনুবন্ধ।
উদিতহুঁ অরুণ তবহু কিছু না বুঝিয়ে
তোহারি হৃদয় পরবন্ধ॥
মাধব তুহুঁ বড় নীলজরাজ।
নাগরিমা গুণ গৌরব চাতুরি
অতি রসে ডুবব আজ॥
লিখইতে তিলক বদন ঘন মাজসি
চিকুর পরশি হসি মন্দ।
অঞ্জইতে নয়ন যুগল ঘন চুম্বনে
ঝামর ভেল মুখচন্দ॥
চলইতে গেহ সঘন পরিরম্ভণে
দুবরি ভৈগেল অঙ্গ।
গোবিন্দ দাসিয়া কহ কো সমুঝায়ই
রাধামাধব রঙ্গ॥ ৮৫॥

তথায়ুগ

এ ধনি এ ধনি করু অবধান।
কহ পুন কি করব অনুচর কান॥
পহিলহি তোহারি বচন পরমাণে।
কিশলয়ে সাজলুঁ মদন শয়ানে॥
চন্দ্রক পবন সঘন তনু দেল।
যতিখণে শ্রমজল সব দূরে গেল॥
বিগলিত চিকুর যতনে পুন সংবরী।
বকুলমাল সঞে বান্ধলুঁ কবরী॥
অঞ্জনে রঞ্জলুঁ এ দুই নয়না।
তাম্বূলে পূরলুঁ পঙ্কজ বয়না॥
মৃগমদে লিখইতে উচ কুচজোর।
কাঁপে চপল করপল্লব মোর॥
ইথে যদি রোখবি কাঞ্চনগোরি।
গোবিন্দ দাসিয়া গুণ গাওব তোরি॥ ৮৬॥

বিভাস

হরি নিজ আঁচরে রাইমুখ মোছই
কুঙ্কুমে তনু পুন মাজি।
অলক তিলক দেই সীঁথি বনায়ই
চিকুরে কবরি পুন সাজি॥
সিন্দুর দেয়ল সীঁথে।
কতহুঁ যতন করি উর পর লেখই
মৃগমদ চিত্র সুপ্রীতে॥ ধ্রু॥
মণি মঞ্জির আনি চরণে পরায়লি
উর পর দেওল হার।

কর্পূর তাম্বূলে বদন ভরি দেই
নীছই তনু আপনার॥
নয়নক অঞ্জন করল সুরঞ্জন
চিবুকহি মৃগমদবিন্দ।
চরণ কমলতলে যাবক লেখই
কি কহব দাসিয়া গোবিন্দ॥ ৮৭॥

বিভাস

বেশ বনাই বদন পুন হেরই
পদে পড়ু বারহি বার।
ঢর ঢর লোর ঢরকি পড়ু লোচনে
নিজ তনু নহে আপনার॥
সুন্দরি কোরে আগোরল কান।
দেহ বিদায় মন্দিরে হাম যাওব
দিনকর করত পয়াণ॥ ধ্রু॥
কানুক চীত থীর করি সুন্দরি
কুঞ্জহি বাহির ভেল।
বসনহি ঝাঁপি অঙ্গ মণিমঞ্জির
নিজ মন্দিরে চলি গেল॥
রতন শেজ পর বৈঠলি রসবতি
সখিগণ ফুকরই চাই।
রজনি পোহায়ল গুরুজন জাগল
গোবিন্দ দাসিয়া বলি যাই॥ ৮৮॥

মধ্যাহ্নলীলা

ভাটিয়ারি

কীরক মুখে শুনি জরতি আগমন
চলু সভে রাধিকা মন্দিরে।
গন্ধ মাল্যবর ষোড়শ উপচার
আর কত কত উপহারে॥
দেখ বিপ্রবেশধর শ্যাম।
জরতিক আগে যাই কহই শুন
বিশ্বশর্ম্মা মঝু নাম॥
সো শ্যাম বচন মুরতি হেরি তৈখন
পরণাম করি কহে সোয়॥
ধৈরজ প্রকৃতি দেখি চিতে লাগল
অতয়ে বরণ কৈলুঁ তোয়॥

নিতি নিতি আসি পূজায়বি সূরদেব
দেয়বি শুভবর জোই॥
গোধন রতন পূরণ মঝু সুতক
বধূক সতীপণ হোই॥
শ্যাম কহত তব ঐছন হোয়ব
পূজবি পশুপতি সূর।
রয়নী দিন মাহা নীতি পূজায়ব
তবহি মনোরথ পূর॥
পুনহি কহত উহ ঐছন হোয়ব
তেজিয়ান তুহুঁ ব্রহ্মচারি।
শুনি এত বচন চাহি পুন আনন
মুচকি হসই ব্রজনারি॥
নানাবিধ ধরণ পূজা করি কতক্ষণ
আর কত কত বর রঙ্গ।
যোই করত সোই প্রেমক সঙ্গতি
অতয়ে নহত রস ভঙ্গ॥
বেলি অবসান হেরি সভে আকুল
গমন কয়ল নিজ গেহ।
গোবিন্দ দাসিয়া কহ আপন বশ নহ
বিরহে অবশ সব দেহ॥ ৮৯॥

দিনান্তর মিলন

তথারাগ

গুরুজন পরিজন ঘুমল হেরি সবে
রাই কয়ল অভিসার।
সঙ্কেত কুঞ্জহি রাই মিলন আশে
কানু হোয়ল আগুসার॥
মিলল দুহুঁজনে কুঞ্জে।
কুসুম বিকশিত কোকিল গাওত
ময়ূর নাচত অলি গুঞ্জে॥
কর ধরাধরি দোঁহে কুঞ্জে প্রবেশল
শুতল কুসুম শয়ান।
রতি রস অবশ হেরি তবে সখীগণ
হাসি হাসি করল পয়ান॥
ঘনঘন চুম্বন দৃঢ় পরিরম্ভণ
দুহুঁ তনু ভেল একসঙ্গ।

জলদ বিজুরি কিয়ে লখই না পারিয়ে
ঐছন সমরক রঙ্গ॥
অলসে অবশ তনু শ্রমজলে পূরল
রসাবেশে মুদিত নয়ন।
গোবিন্দ দাসিয়া করু রতিরণ অবসানে
সখী সনে চামর বীজন॥ ৯০॥

তথারাগ

বিরমল রতিরণ বৈঠল দুহুঁজন
মোছই দুহুঁ মুখচন্দ।
দুহুঁজন বদনে তাম্বুল দুহুঁ দেয়ল
বসন ঢুলায়ত মন্দ॥
দুহুঁ মুখ দুহুঁ রহি চাই।
আহা মরি বলিয়া বদন ঘন চুম্বই
দুহুঁ দুহুঁ তনু বিলুঠাই॥
নীল পিত বসনে শোভিত ভেল দুহুঁ তনু
মণিময় আভরণ সাজ।
যৈছন রসিক রমণি রসনাগরি
তৈছন বিদগধরাজ॥
কতহু যতন করি বিহি নিরমায়ল
দুহুঁ তনু একই পরাণ।
বিকশিত কুসুম শোভিত নব পল্লব
গোবিন্দ দাসিয়া পরমাণ॥ ৯১॥

তথারাগ

রতি রসে অবশ অলস অতি পূর্ণিত
শুতলি নিভৃত নিকুঞ্জে।
মধু লোভে ভ্রমর ভ্রমরিগণ ঝঙ্করু
বিকসিত ফলফুল পুঞ্জে॥
বিনোদিনী মাধবকোর।
তমালে বেড়ল জনু কনকলতাবলি
দুহুঁরূপ অতি উজোর॥
ভুজে ভুজে ছন্দ- বন্ধ করি সুন্দরি
শ্যামরকোড়ে ঘুমায়।
রতিরসে অলস দুহুঁ তনু ঢর ঢর
প্রিয়সখি চামর ঢুলায়॥
সুবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখত
মন্দিরে দুহুঁজন পাশা।
মন্দির নীকটে পদতলে শুতলি
অনুচরি গোবিন্দদাসা॥ ৯২॥

গান্ধার

রাধা মাধব দুহুঁ তনু মীলল
উপজল আনন্দকন্দ।
কনক লতায়ে তমাল জনু বেঢ়ল
রাহু গরাসল চন্দ॥
যৈছন কমলে ভ্রমরা রহু মাতি।
জলদে বেঢ়ল জনু তড়িত-লতাবলি
রতিপতি বিদরয়ে ছাতি॥
নীলমণি রতন কাঞ্চনে জনু বেঢ়ল
ঝামর ভেল মুখজোতি।
শ্রমভরে স্বেদ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
জলদে বিথারল মোতি॥
নারি পুরুষ দুহুঁ লখই না পারিয়ে
অপরূপ দুহুঁজনরঙ্গ।
গোবিন্দদাসিয়া কহ নিতি নিতি ঐছন
উপজয়ে রসপরসঙ্গ॥ ৯৩॥

রাধিকাগোষ্ঠ

শ্রীরাধার বংশীবাদন

তথারাগ

দৃঢ়তর বন্ধনেতে কাতর হয়ে শ্যাম।
(রাইএর) চরণ পানে চেয়ে দেখে
লেখা নিজ নাম॥
বন্ধন ঘুচায়ে হৈল আনন্দ অপারে।
ধরহ মুরলী মোর পূরহ অধরে॥
মুরলী পাইয়ে ধনী তাহে ফুক দিল।
কুটিল কৃষ্ণের বাঁশী তমু না বাজিল॥
তোমারে ভাঙ্গিব আজি চরণে দাবিয়ে।
দেখিব রাখেন কৃষ্ণ কেমন করিয়ে॥
এত বলি বাঁশী ধরি চরণে দাবিল।
রাধাচরণ পেয়ে বাঁশী আনন্দে বাজিল॥
রাধা চরণ তলে বাঁশী বাজে ঘনঘন।
গোবিন্দ দাসিয়া হেরি আনন্দিত মন॥ ৯৪॥

বসন্ত রায়

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

বেলোয়ার

কি হেরিলুঁ নাগর নবিন কিশোর।
শারদ শশধর বয়ন মনোহর
রঙ্গিণি নয়নহি লুবধ চকোর॥
নীলেন্দীবর সুন্দর লোচন
অঞ্জন অরুণ তরুণি চিতচোর।
মাণিক অধরে মনোহর বংশী
রসতরঙ্গে চিত মোহিত মোর॥
অমিয়া বচন শ্রবণ অনুরঞ্জন
গঞ্জন নীরদ ভাষ।
এক আর অনুপম জগমন মোহন
হাসি যেন বিজুরি প্রকাশ॥
নাসা তিলফুল রঙ্গিম মুকুতা
ঝলকত কুণ্ডল গণ্ডহি লোল।
চাঁচর কেশ- পাশ নব মালতী
তঁহিপর শিখিবর চাঁদ উজোর॥
কুঙ্কুম বিরচিত তিলক বিরাজিত
রাজিত জনু দ্বিজ রাজকি রাজ।
ও তনু আভরণ তড়িদিব. নব ঘন
উর পরি বনি বনমাল বিরাজ॥
লীলা লাবণি অবনি ভরল রূপ
নখমণি দরপণি তিমির বিনাশে।
রায় বসন্ত মন সেবই অনুখণ
ঐছন চরণ কমলমধু আশে॥ ১॥

মঙ্গল

সজনি কি হেরলুঁ নাগর কান।
কানড় কুসুমতুল নীলমণি ঢল ঢল
বরণ চিকণ অনুপাম॥
নবীন নীরধর .কিয়ে মরকত বর
কি মোহন দরপণ ভান।
লাখ লাখ যুবতি দিবস নিশি আরতি
হেরই নহ পরিমাণ॥
চরণ কমল ছবি- লজ্জিত শশী রবি
নিরুপম ও মুখচাঁদ।
কনক জড়িত মণি- কুণ্ডল শ্রুতি বনি
তিলক তরুণীমন ফান্দ॥
কুসুম রচিত কেশ মোহন চূড়ার বেশ
বানাইল মোহন বন্ধান।
রায় বসন্ত কহ অই পিরীতিময়
নেহারণি মরম সন্ধান॥ ২॥

বেলোয়ার

কি হেরলুঁ সুন্দর নাগর রাজে।
রূপগুণ লাবণি অসিমহি অনুপম
মনমথ বয়ন মলিন করু লাজে॥
কাঞ্চন আভরণ মেঘে তড়িত যেন
পীত বসন মণিকিঙ্কিণি সাজে।
রতনহার হিয়ে শোভন কি কহব
চন্দন তিলক ভালে অধিক বিরাজে॥
ও চূড়া চাঁচর কেশে মালতীর মালা সাজে
আন্ধারে উদয় যেন শশী ষোলকলা।
আর এক অপরূপ তাহে শিখিচন্দ্রক
মধুকর মধুকরী সঙ্গে করে খেলা॥
ও মুখ কমল ছবি ছান্দে চান্দ কান্দে
মণিকুণ্ডল রবিমণ্ডলছন্দে।
চরণারবিন্দ নখচান্দ্রম সুন্দর
রায় বসন্ত চিত হেরই আনন্দে॥ ৩॥

ভাটিয়ারি

এ সখি মোহন রসময় অঙ্গ।
পীতবসন তনু তরুণ ত্রিভঙ্গ॥
মণিময় আভরণ রাজিত অঙ্গ।
কনকহার হিয়ে বিজুরি তরঙ্গ॥
মকর কুণ্ডল শোহে ঝলমল মুখ।
দেখিয়া রমণি পায় পরশের সুখ॥
অমল অমিয়া ফল অধর সুরঙ্গ।
হাসির হিলোলে হিয়ে উপজয়ে রঙ্গ॥

মুরলি গভির ধনি মদনতরঙ্গ।
রমণিরমণ চূড়া অলিকুল সঙ্গ॥
চরণ কমলে মণি নূপুর বাজে।
রায় বসন্ত মন নখমণি মাঝে॥ ৪॥

সুহই

সইলো কি মোহন রূপ সুঠান।
হেরইতে মানিনি তেজই মান॥ধ্রু॥
উজোর নীলমণি মরকত ছবি জিনি
দলিতাঞ্জন উজিয়াল।
জিনিয়া যমুনাজল নিরমল ঢল ঢল
দরপণ জিনিয়া রসাল॥
কিয়ে নব নীল- নলিনি কিয়ে তমাল
জলধর নহত সমান।
কমনিয় কিশোর কুসুম অতি কোমল
কেবল রস নিরমাণ॥
অমল শশধর জিনি মুখ সুন্দর
সুরঙ্গ অধর পরকাশ।
ইষত মধুর হাস সরসহি সম্ভাষ
রায় বসন্ত প'হু রঙ্গিণি বিলাস॥ ৫॥

ধানশী

সইলো মনোহর ললিত ত্রিভঙ্গ।
ও রূপ হেরিতে প্রাণ কি জানি কেমন করে
মুরছই কতহুঁ অনঙ্গ॥ ধ্রু॥
অগুরু কর্পূরভার মৃগমদ কেশর
সৌরভে সেবিত অঙ্গ।
উরে বনমাল মলয় ঘনচন্দন
আবৃত অলিকুল সঙ্গ॥
ও মুখ চান্দ ছান্দে হিয়া আকুল
বেঢ়ি মালতী নব রঙ্গ।
করে ধরি মুরলি অধর পরশাওত
গাওত রস পরসঙ্গ॥
রঙ্গিণি বুথে নিশি বাসর আগোরলি
আরোপলি নয়ন চকোর।
রায় বসন্ত প'হু রসিক শিরোমণি
চীতহি করত উজোর॥ ৬॥

তথারাগ

সজনি কি হেরিলুঁ ও মুখশোভা।
অতুল কমল সৌরভ শীতল
তরুণীনয়ন অলিলোভা॥ ধ্রু॥
প্রফুল্লিত ইন্দী- বর বরসুন্দর
মুকুরকান্তি মনমোহা।
রূপ বরণিব কত ভাবিতে থকিত চিত
কিয়ে নিরমল ছবি শোহা॥
বরিহা বকুলফুল অলিকুল আকুল
চূড়া হেরি জুড়ায় পরাণ।
অধর বান্ধুলীফুল শ্রুতি মণিকুণ্ডল
প্রিয় অবতংস বনান॥
হাসিখানি তাহে ভায় অপাঙ্গ ইঙ্গিতে চায়
বিদগধ মোহন রায়।
মুরলীতে কিবা গায় শুনি আন নাহি ভায়
জাতি কুল শীল দিলুঁ তায়॥
না দেখিলে প্রাণ কান্দে দেখিলে না হিয়া বান্ধে
অনুখণ মদনতরঙ্গ।
হেরইতে চাঁদ মুখ মরমে পরম সুখ
সুন্দর শ্যামর অঙ্গ॥
চরণে নূপুরমণি সুমধুর ধ্বনি শুনি
রমনিক ধৈরজ অন্ত।
ও রূপসাগরে রস হিলোলে নয়ন মন
আটকিল রায় বসন্ত॥ ৭॥

ধানশী

এ সখী এ সখী কর অবধান।
পুন কি অনঙ্গঅঙ্গ ভেল নিরমাণ॥
অলকা আবৃত মুখ মুরলি সুতান।
রমণিমোহন চূড়া আনহি বন্ধান॥
সুন্দর নাসিকাপুট ভাঙকামান।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে কত বরিখয়ে বাণ॥
অধর সুরঙ্গফুল বান্ধুলি সমান।
হাসিতে হরয়ে মন পরশে পরাণ॥
তিলকে হরয়ে কুল কামিনি মান।
রায় বসন্ত ইছে নিছিতে পরাণ॥ ৮॥

যুগল রূপ

বরাড়ী

বড় অপরূপ দেখিলুঁ সজনি
নয়লি নিকুঞ্জমাঝে।
ইন্দ্রনীলমণি কনকে জড়িত
হিয়ার উপরে সাজে॥
কুসুমশয়নে মিলিত নয়নে
উলসিত অরবিন্দা।
শ্যামসোহাগিনী কোরে ঘুমায়লি
চান্দের উপরে চন্দা॥
কুঞ্জ কুসুমিত চান্দনি রঞ্জিত
তাহে পিককুল গান।
মদনের বাণে দোঁহে অগেয়ান
কি বিধির নিরমাণ॥
মন্দ মলয়জ পবন মৃদুল
ও সুখ কো করু অন্ত।
সরবস ধন দোঁহার দুহুঁ জন
কহয়ে রায় বসন্ত॥ ৯॥

বংশীধ্বনি

তথারাগ

তরুমূলে রহি কালা কানু।
বাওত সুমধুর বেণু॥
শবদে যে গলয়ে পাষাণ।
যমুনা বহয়ে উজান॥
গোপীগণ শুনিয়া শ্রবণে।
বিগলিত দুকূল বয়নে॥
সব সখী আকুল হইয়া।
রাইক নিকটে যাইয়া॥
কাতরে কহে সব বাত।
জরজর ভৈ গেল গাত॥
ছোড়য়ে দীঘ নিশাস।
সুবদনি কহে মৃদু ভাষ॥
শুনিয়া মুরলি আলাপন।
রায় বসন্ত আন মন॥ ১০॥

তথারাগ

সখি হে শুন বাঁশি কিবা বোলে।
আনন্দে আগোর কিয়ে সে নাগর
আইলা কদম্বতলে॥
বাঁশির নিসান শুনিতে পরাণ
নিকাশ হইতে চায়।
শিথিল সকল ভেল কলেবর
মন মুরুছই তায়॥
নাম বেড়াজাল খেয়াতি জগতে
সহজে বিষম বাঁশী।
কানু উপদেশে কেবল কঠিন
কামিনীমোহন ফাঁসী॥
কি দোষ কি গুণ একই না গণে
না বুঝে সময় কাজ।
রায় বসন্তের পহু বিনোদিয়া
তাহে কি লোকের লাজ॥ ১১॥

তথারাগ

সখিকর ধরি ধনি কাতর বাণি।
কহে ও মুখ কব দেখব সয়ানি॥
নাসাপুটযুত মোতি রসাল।
চন্দ্রাঙ্কুর কিয়ে ধরল তমাল॥
সিন্দুর অরুণ কিযে অধর প্রকাশ।
মণিবর প্রাতর সুরজ বিকাশ॥
আকর্ণারুণ যুগ নয়ন চকোর।
চাহনি বঙ্ক রমণিচিতচোর॥
ভাঙ বিভঙ্গি হিয়ে জাগয় মোর।
রাহু কলানিধি রহলি আগোর॥
চমকিয়া চাঁদ তিলকে পড়ু ভোর।
রায় বসন্ত কহ আরতি ওর॥ ১২॥

ধানশী

পিয়া পরসঙ্গ রঙ্গ রূপ কহইতে
অতি আকুল ধনি ভেলা।
জনু কুহুপক্ষ পরশে কলানিধি
মলিন খীণ ভই গেলা॥

শিথিল বলয়া কর তরলিত কঙ্কণ
বসন না সম্বরে অঙ্গে।
ভাব হায় উর কম্পিত কলেবর
লোচনে লোর তরঙ্গে॥
কুবলয় নীলবরণ তনু সামরি
ঝামরি পিউ পিউ ভাষ।
জনু দিন মাঝ তপনে নবপল্লব
জীবয়ে ইন্দুক আশ॥
হিয় ধক ধক ধনি ধরণি লোটায়ই
তেজই দীঘ নিশাস।
রায় বসন্ত হেরি রাইকে থির করি
কহয়ে বচন আশোয়াশ॥ ১৩॥

সখীর উক্তি

তথারাগ

সুন্দরি থির কর আপনক চীত।
কানু অনুরাগে অথির যব হোয়বি
কৈছে বুঝবি তছু রীত॥
সমুচিত বেশ বনায়ব অব তুয়া
মিলাওব নাগরপাশ।
তা সঙে নিরুপম নটন বিলাসবি
পুরোবি সব অভিলাষ॥
কালিন্দিতীর সমীর বহই মৃদু
নিভৃত নিকুঞ্জক মাহ।
কত কত কেলি বিলাসবি কানু সঞে
করবি অমিয়া অবগাহ॥
এত কহি বেশ বনাওত সহচরি
সুন্দরিচিত থির ভেল।
অভিসার লাগিয়া সমুচিত উপহার
রায় বসন্ত কত কেল॥ ১৪॥

শ্রীরাধার অভিসার

কল্যাণী

সখিক বচনে ধনি হিয়া আনন্দিত
পিয়ামীলন অভিলাষে।
নয়ন বয়ন পদ্ম সরস বিলোকন
সহচরি পরম উল্লাসে॥

কেহ কঙ্কতি করে কেশ বেশ করু
কবরী মালতি মালে।
ধরি করে দরপণ বদন বিলোকই
বিমল করত সিঁথি ভালে॥
সুন্দর সিন্দুর তাহে বনায়ই
অঞ্জন অঞ্জই নয়ানে।
মৃগমদ চন্দনতিলক নবকুঙ্কুম
পত্রাবলি নিরমাণে॥
কেহো তহিঁ সোঁপল রতন সিঁথিপর
সো ছবি উপমা কি আনে।
জনু নিশিনাথ নিয়ড়ে কিয়ে দিনমণি
উয়ল হেন অনুমানে॥
নাসায়ে বেশর মোতি মধুর ছবি
মণিকুণ্ডল বনি শ্রবণে।
মুদরি কঙ্কণ বিবিধ বিভূষণ
নীলবসন পরিধানে॥
উর পর মোতিমহার মনোহর
কিঙ্কিণি সুমধুর কলনে।
মণিময় মঞ্জির ঘুঙ্গুর বাজত
ক্বণয়তি রাতুল চরণে॥
করিবর ভাতি গমন অতি মন্থর
কত লাবণি অভিসারে।
পদপল্লবে অবনি ভেল ভূষিত
রায় বসন্ত বলি হারে॥ ১৫॥

তথারাগ

রসময়ই রাসে করই অভিসার।
সহচরি রঙ্গিণি সঙ্গহি আবৃত
রূপ যৌবন উপহার॥
কোই রঙ্গিণি কর করপঙ্কজ ধর
স্মিত অবলোকন নয়নে।
যৈছে কমল পরি মধুমাতল অলি
শোহিনি মৃগমদ চিবুকক সদনে॥
গন্ধচতুঃসম তনু অনুলেপন
শ্যাম মিলব সুখ হিয়া রে।
সহচরি কেলিকলারস রঙ্গিত
রঙ্গরঙ্গিলে রঙ্গবিহারে॥

কেহু রঙ্গিণি করচালনি শোহনি
অতি চিত্রিত গতি চরণে।
রসভরে রসপরসঙ্গ কহই কেহু
রসবতি আরতি করণে॥
রসিক রমণিবর পরাগপুঞ্জ ঝর
কোমল বঙ্কিম বচনে।
তঁহি পর সুভগ অতুল অতি রাতুল
চরণাম্বুজ মৃদু গমনে॥
রূপ মোহিনি বনি রমণিশিরোমণি
আপহি মোহনবীজ।
রায় বসন্ত কহ ঐছনে রসমই
মীলত রসময় রীঝ॥ ১৬॥

শ্রীবৃন্দাবনের শোভা

তথারাগ

বৃন্দাবন মনোমোহন ধামে।
শশি কিরণাঞ্চিত বিবিধ কুসুমযুত
অলিকুল ঝঙ্করু কোকিল গানে॥ ধ্রু॥
নৃত্যতি মোর কপোত শুক বোলত
ফিরি গাওত পিকু শারি বিলাসে।
পারাবত বনি করত মধুর ধ্বনি
চাতকি রীত পিয়ই পিয় ভাষে॥
যমুনাসমীপ নীপ বরবৈভব
সৌরভ কুন্দ কুমুদ-মৃদুপবনে।
মুনিঋষি স্তুত অপসর নাচত
কঙ্কণকিঙ্কিণি নূপুর কলনে॥
শিব নারদ অজ গাওত অবিরত
সতত উদয় দ্বিজরাজে।
রাধামন্ত্র জপন অনুশীলন
আনন্দকন্দ নন্দসুত রাজে॥
কনকভূমি পর কলপতরুবর
মণিময় মন্দির সুন্দর সাজে।
কনকাঞ্চিত রতনাসন শোহন
কুসুমপুঞ্জ সুখশেজ বিরাজে॥
তাঁহি মিলনধনি প্রেমপরশমণি
মোহন পিয়া মনোমোহনে।
রায় বসন্ত ভণ রাই কানুমীলন
অবলোকই তহিঁ উলসিত নয়নে॥১৭॥

মিলন

ভূপালী

রসবতি রসিকশিরোমণি পাশে।
মনোরথসিধি বিধি পূরল আশে॥
চন্দ্রবয়নি ধনি কানু চকোর।
নববারিদে জনু চাতক ভোর॥
নাগরচিত মাগে রয়নিবিলাস।
অনুমতি অন্তর ধনি মৃদু হাস॥
লীলা লাবণি আনন্দদান।
রসিকশিরোমণি অমিয়া সিনান॥
দুহুঁ বিদগধ সুখ কো করু ওর।
প্রেমঅবশ দুহুঁ আপহিঁ ভোর॥
দুহুঁ রসে ভূলল দুহুঁ করু কোর।
রায় বসন্ত তহিঁ জয় জয় বোল॥ ১৮॥

শ্রীরাগ

কানু কলাবতি মরম সন্ধান।
রাসরভসরস দুহুঁ ভাল জান॥
করতল চুম্বন চিবুকহি হাত।
ধনি বিহসী ভুজ রাখল মাথ॥
নাহ বাহু গহি সুবিনয় বোল।
স্মিতমুখী সরস নেহারই থোর॥
ইঙ্গিতে নাগর তেজল বিচারি।
করই আলিঙ্গন বাহু পসারি॥
হিয়মীলনে প্রিয় অতি উতরোল।
ধকধক অন্তর গদগদ বোল॥
বিলসই নাগর নওল কিশোর।
রায় বসন্ত কহ রসের হিলোর॥ ১৯॥

রাসনৃত্য

বেলোয়ার

নাগর বিলসই গোপি সমাজ।
নবঘনমালে তড়িত কিয়ে মরকত
হেমমণি মাঝে বিরাজ॥ ধ্রু॥
কাহুক অংস বাহু অবলম্বন
আরতি রভস আরম্ভে।
কাহু চিবুক গহি চুম্বই পুন পুন
প্রেমঅবশে পরিরম্ভে॥
কাহুক কণ্ঠুক বসন উতারই
শিথিল কবরি নিবিবন্ধ।
কাহু অঙ্গ গহি রসভরে নাচত
গাওত পরম আনন্দ॥
কাহুক শিরপর করপংকজ ধর
বিহরই আনন্দকন্দে।
রায় বসন্ত প'হু লুবধল চকোর
রঙ্গিণিগণ মুখচন্দে॥ ২০॥

কেদার

রাসমন্ডল মাঝে বিলসই
সঙ্গে শত শত রঙ্গিণি।
রসিক নাগর সঙ্গে নাচত
রণিত নূপুর কিঙ্কিণি॥
চিত্রপদগতি চারু চাহনি
অঙ্গভঙ্গি করচালনি।
ক্বণিত কঙ্কণ তরল বলয়া
গণ্ডে কুন্ডল দোলনি॥
উরোজমন্ডল হার চঞ্চল
বয়নে শ্রমজলশোহনি।
মুরলি বীণা যন্ত্র সুমধুর
মুরজ থৈ থৈ বোলনি॥
অলসে দুহুঁ মেলি অঙ্গ হেলা হেলি
বিহসি হেরই আননে।
সঘনে চুম্বন প্রেমালিঙ্গন
রায় বসন্ত প'হু কাননে॥ ২১॥

কানাড়া

নাগর নাচত নাগরি সঙ্গ।
বিবিধ যন্ত্র কত শবদতরঙ্গ॥
দুমি দুমি দুমি দুমি বাজে মৃদঙ্গ।
ডম্ফ রবাব বিণ মুরলি উপাঙ্গ॥
বলয় নূপুরমণি কিঙ্কিণি কলনে।
ঘুঙ্ঘুরু রুনুঝুনু বাজত চরণে॥
আনন্দে অঙ্গঅঙ্গ অবলম্ব।
রসভরে গিরত মিলত পরিরম্ভ॥
কমলে মোতি কিয়ে মুখে শ্রমবারি।
রসিককলাগুরু কহে বলিহারি॥
বিহসি বিলোকই দুহুঁচিত চোরি।
রায় বসন্ত পহুঁ রহু হিয় জোড়ি॥ ২২॥

কেদার

সহজে সুনাগর রসময়অঙ্গ।
তিলেক না তেজই রসবতি সঙ্গ॥
রসভরে রসবতি করু রসরঙ্গ।
রঙ্গি রসিকবর রহু তিরিভঙ্গ॥
মুরলিমিলিত মুখ মুখ একসঙ্গ।
পরশনে তনুতনু উদয় অনঙ্গ॥
পিবই অধররস ঘন ঘন চুম্ব।
কবহুঁ কলাবতি প্রেমপরিরম্ভ॥
যুবতি যূথ মাঝে যুগলকিশোর।
বিজুরি বলাহক রহল অগোর॥
করিকুম্ভ কুচ কিয়ে চারু চকোর।
রায় বসন্ত পহুঁ তহি' রহুঁ ভোর॥ ২৩॥

কল্যাণী

রাধামাধব বিহরই বিপিনে।
যুবতি কলাবতি সঙ্গহি শতশত
কেলিকলারস নিপুণে॥
কোই কোই ধনি ধনি নাচত পিয়া সঙ্গে
কেহু কেহু গাওত রঙ্গে।
কেহু অঙ্গভঙ্গ গতি চারু কর চালনি
শোহিনি গুরুয়া নিতম্বে॥

কেহু আনন্দমতি চিত্রচরণগতি
কহে থৈথৈ পরসঙ্গে।
কেহু কহে ভাল কানু সান্তাল গিরহ জনু
রাধা নয়ন তরঙ্গে॥
বিহসি রসিকবর বয়নকমল পর
মধুকর জনু মধুপানে।
অধর অমিয়াফল রস পিবি ভুলল
রায় বসন্ত গুণগানে॥ ২৪॥

বিহগড়া

রাধামাধব করয়ে বিলাস।
দুহুঁমুখ হেরইতে দুহুঁক উলাস॥
দুহুঁক বয়নে ঝরয়ে শ্রমবারি।
হেম নিলকমলে মোতিম নেহারি॥
অলস অবশ দুহুঁ হেলন অঙ্গ।
উয়ল জনু ঘন দামিনি সঙ্গ॥
দুহুঁভুজ দুহুঁক অংস অবলম্ব।
দুহুঁ বিলসই পুন পুন পরিরম্ভ॥
তিরপিত নহত নিমিখে চিত ভীত।
রায় বসন্ত কহে ঐছে পিরীত॥ ২৫॥

যুগলের শয়ন

তথারাগ

রয়নি বিহরি দুহুঁ আলসে ভোর।
আওল নিকুঞ্জহি কিশোরি কিশোর॥
বৈঠল রতন সিংহাসন মাঝ।
সেবন পরায়ণ সহচরি সাজ॥
কেহুঁ করু বীজন কেহু দেই পানি।
চরণ পাখালই ঝরঝরি আনি॥
কর চরণ গ্রীবা মৃদু মৃদু চাপি।
বিগত কয়ল শ্রম সেবন আপি॥
কত কত উপহার ভোজন পান।
করিয়া শিতল ভেল নাগর কান॥
সখি সঞে সুবদনি অবশেষ পাই।
বৈঠল শেজপর তাম্বুল খাই॥
সখিগণ শুতল নিজ নিজ শেজে।
শুতলি নাগরি নাগররাজে॥

কো কহু দুহুঁজন ও সুখ অন্ত।
দুরহি দুরে রহু রায় বসন্ত॥ ২৬॥

তথারাগ

ভুজে ভুজে বন্ধনে নিবিড় আলিঙ্গনে
ঘুমাওল রাধা কান।
কুসুমশেজ পর নিচল কলেবর
নিলমণি হেম বনান॥
দেখি সখি দুহুঁজন লেহ।
বদনহি বদনচাঁদ মধু পীবত
ঘুমে থকিত করি দেহ॥ ধ্রু॥
অরুণহি অরুণ তিমির লাগি ভাগত
এমতি অপরূপ রঙ্গ।
ভুজগিনি মোর ভোর করু সঙ্গম
গিরিপর জলধিতরঙ্গ॥
চান্দকি নিয়ড়ে কমল ভেল বিকশিত
সুর পাশে কুমুদবিকাশ।
কিয়ে ঘনদামিনি থীরে বিরাজই
রায় বসন্ত রসে ভাস॥ ২৭॥

কুঞ্জভঙ্গ

ললিত

নিশি অবসান ভেল সহচরি দেখি।
জাগল সব জন তহিঁ পরতেকি॥
সভে মেলি আওল দুহুঁজন পাশ।
ঘুমে বিভোর দুহুঁ হেরি সখি হাস॥
হৃদয়ে বেয়াকুল কছু নাহি বোলে।
জাগল দুহুঁজন আভরণ রোলে॥
উঠি বৈঠল নিজ শয়নক মাঝ।
সম্বরু অম্বর পাইয়া লাজ॥
সখিগণ দুহুঁজনে কয়ল নিদেশ।
ইঙ্গিতে বুঝায়ল নিশি অবশেষ॥
কাতর অন্তর দুহুঁমুখ হেরি।
বদনহি বচন না নিকশয়ে ফেরি॥
রায় বসন্ত কহে দুহুঁজন প্রেম।
কৈছনে তেজব লাখবাণ হেম॥ ২৮॥

শ্রীরাধার উক্তি

তথারাগ

অহে নাথ করি পরিহার।
সখিগণ ইঙ্গিতে গমন বিচার॥
বিশেষে অবশ নিশি বোধ না মান।
কুলিশ অরুণ তার হৃদয় পাষাণ॥
বিধি কুলবতি করি কৈল নিরমাণ।
ধিক ধিক পরবশ রমণি পরাণ॥
হাসি অনুমতি দেহ চাহিয়া আমারে।
বিরস বদন নহ কহিল তোমারে॥
ওহে সুপুরুখবর চতুর সুজান।
রায় বসন্ত কহ রাখ কুলমান॥ ২৯॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

বিভাস

সুন্দরি না কর গমন পরসঙ্গ।
না সহে দুঃসহ কথা আনে কি আনের বেথা
ভালে হয় ভেল আধঅঙ্গ॥
তুহুঁ হাম তনু ভীন শ্রবণে জীবন খীন
কেমনে ধরিব আমি বুক।
হাসিতে মোহিত মন কি মোহিনী তুমি জান
বিরমহ দেখি চাঁদমুখ॥
না দেখিলে কিবা হয় পলক অলপ নয়
ইথে আঁখি অধিক তিয়াস।
পরাণ কেমন করে মরম কহিলুঁ তোরে
জীবন নিছনি তুয়া পাশ॥
পরশ লাগিয়া মোর হিয়া কাঁপে থরহর
নিমিষের ডরে আঁখি ঝরে।
রায় বসন্ত ভণি অবনতমুখী ধনী
জড়মতি ভেল প্রেমভরে॥ ৩০॥

শ্রীরাধার উক্তি

তথারাগ

অহে নাথ না বোল এমন।
সহিতে না পারি হেন করুণ বচন॥
শপথ স্বরূপে কহি তুমি তনু মন।
তুমি সে নয়নমণি জীবনের জীবন॥
না দেখিলে মরিয়ে কেমন তনু ভীন।
পরাণে মরয়ে যেন জল বিনু মীন॥
তোমার পিরীতে আমি হইলাম ঋণী।
মূলে বিকাইলুঁ আর কি দিব নিছনি॥
কি করিবে গুরুভয় গৃহের করম।
তেজিলুঁ সকল বন্ধু কুলের ধরম॥
সহজেই মজিলাম এমন চরিতে।
রায় বসন্ত কহে যে হউ ভজিতে॥ ৩১॥

তথারাগ

অহে নাথ আর মোর না দেখি উপায়।
যাউক জঞ্জাল মরি তোমার বালাই লইয়া
মনে সাধ আর নাহি ভায়॥ ধ্রু॥
যে তুমি পরাণধন মলিন নয়ন মন
এ বড়ই বিষম বিষাদ।
পরাণ ঝুরিয়া কান্দে হিয়া থির নাহি বান্ধে
কারে ঘটে হেন পরমাদ॥
গৃহে গুরুগঞ্জন কত নিন্দে বন্ধুজন
তাহা মনে পরশ না হোয়।
কে আপন কেবা ভিন না বুঝিয়ে দোষগুণ
এ দুখদহনে দহে মোয়॥
তুয়া সুখে সুখী হই এ সকল দুখ সই
কি করিবে অপযশকাজ॥
রায় বসন্ত ভণ চাঁদের কলঙ্ক যেন
অপযশ গোকুলসমাজ॥ ৩২॥

সখীর উক্তি

তথারাগ

সখীগণ কহে নাথ কর অবধান।
অনুমতি দেহ ধনীর ঘরেরে পয়াণ॥
দারুণ নগরের লোক কি না জান তুমি।
ক্ষেণেক ধৈরজ ধর এ লালস ক্ষেমি॥
কত গুরুগঞ্জন সহিবেক বালা।
বিধি কৈল কুলবতী তাহে এত জ্বালা॥
তোমার পিরীতে ধনী সদা উমতিনী।
রায় বসন্ত কহে সত্য কাহিনী॥ ৩৩॥

শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের উক্তিপ্রত্যুক্তি

তথারাগ

অহে নাথ কি বলিব আর।
তনুমন ধন তুমি পরাণ আমার॥
গরবিত ভয়ে দিলুঁ তিলাঞ্জলি দান।
জাতি কুল শীল তুমি লাজ অভিমান॥
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি।
পরাণপুতলি তুমি জীবনের সাথী॥
তুমি সে ভূষণ মোর হিয়ে মণিহার।
তোমা বিনে এই মোর দেহ লাগে ভার॥
অঙ্গ আভরণ তুমি নয়ন অঞ্জন।
বচন রচনে তুমি শ্রবণরঞ্জন॥
তুমি সে জীবনগতি স্বরূপ বিচার।
রায় বসন্ত কহে দঢ়াইলুঁ সার॥ ৩৪॥

তথারাগ

রাইক পিরীতিবচনে কানু উলসিত
লোচনে আনন্দ বারি।
শ্রবণে মনোরম পুলকে পূরল তনু
পুন পুন কহে বলিহারি॥
রীঝি রীঝি হিয়ে হিয়ায় মিলায়ই
কত যে সাধ তছু মরমে।
রসভরে মুখে মুখ নিবেশিয়া নাগর
রহে রসনারসমিলনে॥
অঙ্গহি অঙ্গ মিশাইয়া এক হয়ে
প্রেমভরে কছু নাহি জানে।
এমন পিরীতি আর কথিহু না পেখিয়ে
দুহুঁ এক শকতি বিধানে॥
হর গিরিজা জনু মিলন আরাধনে
কতয়ে বাঢ়য়ে রতিরঙ্গ।
অনঙ্গ অঙ্গ ভেল দুহুঁ তনু মীলল
রায় বসন্ত সখি সঙ্গ॥ ৩৫॥

তথারাগ

প্রাণনাথ কেমন করিব আমি।
তোমা বিনে মন করে উচাটন
কে জানে কেমন তুমি॥ ধ্রু॥

না দেখি নয়ন ঝুরে অনুখণ
দেখিতে তোমায় দেখি।
সোঙরণে মন মুরছিত হেন
মুদিয়া রহিয়ে আঁখি॥
শ্রবণে শুনিয়া তোমার চরিত
আন না ভাবয়ে মনে।
নিমিষের আধ পাসরিতে নারি
ঘুমাল্যে দেখি স্বপনে॥
জাগিলে চেতন হারাইয়ে আমি
তোমা নাম করি কান্দি।
পরবোধ দেই এ রায় বসন্ত
তিলেক থির নাহি বান্ধি॥ ৩৬॥

রামকেলি

সুন্দরি হাম বলিহারি তোহারি।
পরমিত নহে গুণ অতুল ভুবন তিন
রূপ মনোমোহনকারি॥
বচনে নিছনি প্রাণ অলপে বুঝিয়ে যেন
সাধ করি রাখিতে নয়ানে।
হিয়ার মাঝারে কিয়ে অনুখণ রাখব
সদা দেখি এ তুয়া বয়ানে॥
এ তুয়া দরশন জনমভাগ্যে পুন
বসনপবনে অঘহারি।
সো অঙ্গসঙ্গে সফল মঝু জীবন
করোঁ হিয়ে বাহু পসারি॥
পুরুখ রমণি কত অন্তরে অনুভব
সো পুন কহি নাহি পারি।
রায় বসন্ত ভণ পুরুখ মধুপমন
চাতক-রীত কুলনারি॥ ৩৭॥

বিভাস

আলো ধনি সুন্দরি কি আর বলিব।
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব॥
তোমার মিলন মোর পুণ্যপুঞ্জ রাশি।
না দেখিলে নিমিখে শতেক যুগ বাসি॥
বদনকমল তোমার সম্পূরণ শশী।
মরমে লাগিয়াছে মধুর মৃদু হাসি॥
আনন্দমন্দির তুমি জ্ঞান শকতি।
বাঞ্ছাকল্পলতা মোর কামনামূরতি॥

সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম।
পাসরিব কেমনে জীবনে রাধানাম॥
গলে বনমালা তুমি মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর॥ ৩৮॥

বেলাবলী

শ্যাম বন্ধু না বলিহ আর।
গুরু গরবিত মোর যাউ ছারে খার॥
না যাইব ঘরে বন্ধু রহিব কাননে।
কি করিবে আর পাপ ননদীবচনে॥
তুয়া পায়ে সোঁপিয়াছি তনু মন প্রাণ।
দিবস রজনি তোমা বিনে নাহি আন॥
অন্তরে বাহিরে বন্ধু তুমি কেবল সার।
এই দেখ তোমারে করিব গলার হার॥
রায় বসন্ত কহে আর কথা নাই।
যে পণ করিলে তুমি হইল তাহাই॥ ৩৯॥

[২৩২৪]

প্রেমদাস

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান যারে সর্ব্ব শাস্ত্রে গান
দেবা-দেবী বন্দিত চরণ।
যোগী যতি সদা ধ্যায় তমু যারে নাহি পায়
বন্দোঁ সেই শচীর নন্দন॥
নিজ ভক্তি আস্বাদন সর্ব্ব ধর্ম্মসংস্থাপন
সাধুত্রাণ পাষণ্ডদলন।
ইত্যাদি কার্য্যের তরে শচীজগন্নাথ ঘরে
নবদ্বীপে লভিলা জনম॥
প্রতপ্ত নির্ম্মল স্বর্ণ- পুঞ্জ গঞ্জি গৌরবর্ণ
গৌরাঙ্গ সুন্দর রূপধাম।
জিনি রক্তপদ্মদল শ্রীপদযুগলতল
দশাঙ্গুলি শোভে অনুপাম॥
শারদশশীর ঘটা নিন্দি দশনখছটা
তুঙ্গ গুল্‌ফ জঙ্ঘা মনোহর।
সুবর্ণ সম্পুটাকার জানু যুগ্ম রূপাধার
রম্ভারুচি চারু ঊরু স্থল॥
প্রসন্ন নিতম্বস্থল তাহে শুক্ল পট্টাম্বর
কাঁকালি কেশরী জিনি খীণ।
অশ্বত্থপত্রের হেন উদর বলনি যেন
বক্ষদেশ তুঙ্গ অতি পীন॥
জানুদেশ বিলম্বিত হেমার্গল সুবলিত
বাহুযুগ অঙ্গদভূষিত।
করতল সুরাতুল জিনিয়া জবার ফুল
মাধুরীতে ভুবন মোহিত॥
দশনখচন্দ্র আগে শুক্লবর্ণ মূলভাগে
দশ অর্দ্ধচন্দ্রের আকার।
সিংহগ্রীব তিনরেখা তাহাতে দিয়াছে দেখা
অধর বন্ধুকপুষ্পাকার॥
সুবর্ণদর্পণ জিতি গণ্ডস্থল যুগাকৃতি
মুক্তাপাঁতি জিনি দন্তাবলি।
নাসাতিলপুষ্প জনু ভুরু যুগ কামধনু
সালক সুন্দরালিকস্থলী॥
অমল কমল আঁখি তারা যেন ভৃঙ্গপাখী
অনুরাগে অরুণ সজল।
কামের কামানগুণ শ্রুতিযুগ সুগঠন
তাহে শোভে মকরকুণ্ডল॥
স্নিগ্ধ সূক্ষ্ম বক্র শ্যাম কুন্তল লাবণ্যধাম
নানা ফুলমণ্ডল সাজনি।
বদনকমলে হাস কোটি কলানিধিভাস
কুন্দবৃন্দ করিয়ে নিছনি॥
ভুবনমোহন অঙ্গ তাহে নটবরভঙ্গ
নৃত্যকৃত্য ভৃত্য গানকলা।

দুবাহু তুলিয়া যবে ভাবভরে ফিরে তবে
উঠে যেন অনন্ত চপলা॥
এইরূপ দেখে যেই ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়ে সেই
প্রবেশয়ে পরম আনন্দে।
প্রেমদাস জীব দেহ ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়ে সেহ
গুণ শুনি গৌরপদদ্বন্দ্বে॥ ১॥

বন্দনা

গান্ধার

গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ অদ্বৈত পরমানন্দ
তিন প্রভু এক তনুমন।
ইথে ভেদবুদ্ধি যার সেই যাউ ছারখার
তার হয় নরকে গমন॥
অদ্বৈতের করুণায় জীবে প্রেমভক্তি পায়
গৌরাঙ্গের পাদপদ্ম মিলে।
এমন অদ্বৈত চাঁদে পড়িয়া বিষয় ফাঁদে
পাইয়া সে না ভজিলুঁ হেলে॥
ধিক্ ধিক্ মুঞি দুরাচার।
করিলুঁ অসতসঙ্গ সকলি হইল ভঙ্গ
না ভজিলুঁ হেন অবতার॥ ধ্রু॥
হাতে গলে বান্ধি যবে যমদুতে লৈয়া যাবে
তখন ডাকিব মুঞি কারে।
প্রেমদাস দুষ্টমতি না হইল কোন গতি
এমন দয়াল অবতারে॥ ২॥

তথারাগ

হরি হরি আর কি এমন দিন হব।
গৌরাঙ্গ বলিতে অঙ্গ পুলকে পূরিব॥
নিত্যানন্দ বলিতে নয়নে বৈবে নীর।
অদ্বৈত বলিতে কবে হইব অস্থির॥
চৈতন্য নিতাই আর পহুঁ সীতানাথে।
ডাকিয়া মুর্চ্ছিত হৈয়া পড়িব ভূমিতে॥
সে নাম শ্রবণে লইতে হইবে চেতন।
উঠিয়া গৌরাঙ্গ বলি করিব গর্জ্জন॥
শ্রীনন্দকুমার সহ বৃষভানুসুতা।
শ্রীবৃন্দাবনে লীলা কৈলা যথা যথা॥
সেই সব লীলাস্থলী দেখিয়া দেখিয়া।
সে লীলা স্মরণ করি পড়িব কান্দিয়া॥
শ্রীরাসমণ্ডল কবে দর্শন করিব।
হৃদয়ে স্ফুরিব লীলা মুর্চ্ছিত হইব॥
প্রেমদাস কহে মোর হবে হেন দিন।
গৌরাঙ্গের ভক্ত পথে হব উদাসীন॥ ৩॥

কল্যাণী

সপ্তদ্বীপ দীপ্ত করি শোভে নবদ্বীপপুরী
যাহে বিশ্বম্ভর দেবরাজ।
তাহে তার ভক্ত যত তাহাতে শ্রীবাস খ্যাত
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যার কাজ॥
জয় জয় ঠাকুর পণ্ডিত।
যার কৃপালেশ মাত্র হয় গৌর প্রেমপাত্র
অনুপম সকল চরিত॥
গৌরাঙ্গের সেবা বিনে দেবাদেবী নাহি জানে
চারি ভাই দাসদাসী লৈয়া।
সদত কীর্ত্তনরঙ্গে গৌর গৌর-ভক্ত সঙ্গে
অহর্নিশি প্রেমে মত্ত হৈয়া॥
যার ভার্য্যা শ্রীমালিনী পতিব্রতাশিরোমণি
যারে প্রভু কহয়ে জননী।
নিত্যানন্দ রহে ঘরে পুত্র সম স্নেহ করে
স্তন ঝরে নেত্রে বহে পানী॥
কভু বা ঈশ্বরজ্ঞানে নতি করে শ্রীচরণে
কভু কোলে করয়ে লালন।
প্রভুর নৃত্য ভঙ্গ লাগি মৃত পুত্রশোক ত্যাগি
শুনি প্রভু করয়ে রোদন॥
ভ্রাতৃসুতা নারায়ণী বৈষ্ণবমণ্ডলে ধ্বনি
যার পুত্র বৃন্দাবন দাস।
বর্ণিয়া চৈতন্যলীলা ত্রিভুবন উদ্ধারিলা
প্রেমদাস করে যার আশ॥ ৪॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস

তথারাগ

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু গুরু নমস্করি।
প্রেমাবেশে বিদায় হইলা গৌরহরি॥

তিন দিন রাঢ় দেশে করিলা ভ্রমণ।
কৃষ্ণ নাম না শুনিয়া করয়ে রোদন॥
গোপবালকের মুখে শুনি হরিনাম।
প্রেমানন্দে তাহাঁ প্রভু করিলা বিশ্রাম॥
শ্রীচন্দ্রশেখরে পাঠাইয়া নবদ্বীপে।
নিত্যানন্দ আইলা সঙ্গে গঙ্গার সমীপে॥
গঙ্গাস্নান করিয়া চলিলা শান্তিপুরে।
শ্রীচন্দ্রশেখর আইলা নদীয়া নগরে॥
সভাকারে কহিলেন প্রভুর সন্ন্যাস।
কান্দয়ে নদীয়ার লোক কান্দে প্রেমদাস॥ ৫॥

ধানশী

চলিলা নীলাচলে গৌরহরি।
দণ্ড কমণ্ডলু শ্রীকরে ধরি॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ মুকুন্দ আদি।
প্রেমজলে হিয়ে বহয়ে নদী॥
অরুণ অম্বর শোভয়ে গায়।
প্রেমভরে তনু দোলাঞা যায়॥
দণ্ড করে দেখি নিতাই চাঁদ।
পাতয়ে অমিয়া পিরীতিফাঁদ॥
আপন করে লইয়া প্রভুর দণ্ড।
ফেলিলা ছলে জলে করিয়া খণ্ড॥
আসিয়া যবে প্রভু চাহিলা দণ্ড।
নিতাই কহে দণ্ড হইল খণ্ড॥
দণ্ডভঞ্জন শুনিয়া কথা।
কোপ করি পহু না তোলে মাথা॥
কে বুঝে দুহুঁজন মরম বাণী।
প্রেমদাস কহে মুঞি না জানি॥ ৬॥

ধানশী

নীলাচলপুরে গতায়াত করে
যত বৈরাগী সন্ন্যাসী।
তাহা সভাকারে কান্দিয়া সোধায়ে
যত নবদ্বীপবাসী॥
তোমরা কি এক সন্ন্যাসী দেখ্যাছ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহার নাম
তাহারে [illegible]॥

বয়স নবীন গলিত কাঞ্চন
জিনি তনুখানি গোরা।
হরেকৃষ্ণ নাম বোলয়ে সঘনে
নয়নে গলয়ে ধারা॥
কখন হাসন কখন রোদন
কখন আছাড় খায়।
পুলকের ছটা শিমুলের কাঁটা
ঐছন সোনার গায়॥
তারা বোলে আহা দেখিয়াছি তাহা
থাকেন সমুদ্রকূলে।
তিহোঁ জগন্নাথ আপনে সাক্ষাত
তারে কে মানুষ বোলে॥
যে রূপ যে গুণ যে নাট কীর্ত্তন
যে প্রেমবিকার দেখি।
হেন লয় মনে তাহার চরণে
সদাই অন্তরে রাখি॥
গিয়া নীলাচল ভাগ্য সে ফলিল
দেখিলুঁ চরণ তার।
প্রেমদাস পায় সেই গোরা রায়
প্রাণ ইহা সভাকার॥ ৭॥

সুহই

যে দিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া।
তবধরি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া॥
দিবা নিশি পিয়ে গোরানাম সুধাখানি।
কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণি॥
বদন তুলিয়া কার মুখ নাহি দেখে।
দুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে॥
হেন মতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী।
গৌরাঙ্গ বিরহে কান্দে দিবস রজনী॥
প্রবোধ করয়ে কেহো কহি তার কথা।
প্রেমদাস হৃদয়ে রহিয়া গেল বেথা॥ ৮॥

তথারাগ

ভাবে দর দর বুক গৌরাঙ্গের চাঁদমুখ
ভাবিতে শুইলা শচী মায়।
কনক কষিল জনু গৌর সুন্দরতনু
স্বপনেতে দরশন পায়॥

মায়েরে দেখিয়া গোরা অরুণ নয়ানে ধারা
চরণের ধূলি নিল শিরে।
সচকিতে উঠি মায় ধাই কোলে করে তায়
ঝর ঝর নয়ানের নীরে॥
দুহুঁপ্রেমে দুহুঁ কান্দে দুহুঁ থির নাহি বান্ধে
কহে মাতা গদগদ ভাষে।
আন্ধল করিয়া মোরে ছাড়ি গেলা দেশান্তরে
প্রাণহীন তোমার হাত্যাশে॥
যে হউ সে হউ বাছা আর না যাইহ কোথা
ঘরে বসি করহ কীর্ত্তন।
শ্রীবাসাদি সহচর পরম বৈষ্ণববর
কি ধরম সন্ন্যাসকরণ॥
এতেক কহিতে কথা জাগিলেন শচীমাতা
আর নাহি দেখিবারে পায়।
ফুকারি কান্দিয়া উঠে ধারা বহে দুহুঁ দিঠে
প্রেমদাস মরিয়া না যায়॥ ৯॥

তথারাগ

বিরহ বিকল মায় সোয়াথ নাহিক পায়
নিশিঅবসানে নাহি ঘুমে।
ঘরেত রহিতে নারি আসি শ্রীবাসের বাড়ী
আঁচল পাতিয়া শুইলা ভূমে॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি সব জনে
মালিনী বাহির হৈয়া ঘরে।
সচকিতে আসি কাছে দেখি শচী পড়ি আছে
অমনি কাঁদিয়া হাতে ধরে॥
উথলি হিয়ার দুখ মালিনীর ফাটে বুক
ফুকারি কান্দয়ে উভরায়।
দুহুঁ দোহাঁ ধরি গলে পড়িল ধরণীতলে
তখনে শুনিয়া সভে ধায়॥
দেখিয়া দোঁহার দুখ সভার বিদরে বুক
কত মতে প্রবোধ করিয়া।
থির করি বসাইল মনে দুখ উপজিল
প্রেমদাস যাউক মরিয়া॥ ১০॥

তথারাগ

সকল ভকতগণ শচী মায়ে দেখি।
সকরুণ হৈয়া কয় ছলছল আঁখি॥
থির কর প্রাণ তুমি দেখিবে তাহারে।
নিত্যানন্দে পাঠাইল তোমা দেখিবারে॥
আমরা যাইব সভে নীলাচলপুরী।
গঙ্গাস্নান বলিয়া আনিব সঙ্গে করি॥
ঐছন বচন কহি প্রবোধ করিলা।
সভে মেলি থির করি ঘরে বসাইলা॥
প্রেমদাস কহে হেন নদীয়ার পিরীতি।
কি করি ছাড়িল গৌর না বুঝি কি রীতি॥ ১১॥

তথারাগ

জননীরে প্রবোধ বচন কহি পুন।
নিত্যানন্দ করে তার চরণ বন্দন॥
শ্রীবাসাদি সহচরে মিলিলা নিতাই।
শ্রীগৌরাঙ্গের কথা শুনি আকুল সভাই॥
মুরারি মুকুন্দ দত্ত পণ্ডিত রামাই।
একে একে সভা সনে মিলিলা নিতাই॥
সকল ভকত মেলি নিতাই লইয়া।
গোরাগুণকথা শুনি থির করে হিয়া॥
প্রেমদাস বলে মুঞি কি বলিতে জানি।
গলায় গাঁথিয়া লই নিতাইচরণখানি॥ ১২॥

মল্লার

কহ কহ অবধৌত নিমাঞি কেমন আছে।
ক্ষুধার সময় জননী বলিয়া
তোরে কখন কি পুছে॥
যে অঙ্গ কোমল ননীর পুতল
আতপে মিলায় যে।
যতির নিয়মে নানা দেশে গ্রামে
কেমনে ভ্রময়ে সে॥
এক তিল যারে না দেখি মরিতাম
বাড়ীর বাহির দূরে॥
সে কেমনে মোরে ছাড়িয়া আছয়ে
কোথা নীলাচলপুরে॥
মুঞি অভাগিনী আছি একাকিনী
জীবনে মরণপারা।
কোথা বা যাইব কারে কি কহিব
প্রেমদাস জ্ঞানহারা॥ ১৩॥

শ্রীরাগ

গৌরাঙ্গ বিরহে সভে বিভোর হইয়া।
সকল ভকতগণ একত্র মিলিয়া॥
নিত্যানন্দ প্রভু সনে যুগতি করিল।
অদ্বৈত আচার্য্য পাশে সভাই চলিল॥
গৌরাঙ্গ দেখিতে সভে নীলাচলে যাব।
দেখিয়া সে চাঁদমুখ হিয়া জুড়াইব॥
শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ।
বাসুদেব নরহরি সেন শিবানন্দ॥
সকল ভকত মেলি যায় নীলাচল।
প্রেমদাস কহে সব হইবে সফল॥ ১৪॥

ধানশী

শচী মাতার আজ্ঞা লঞা সকল ভকত ধাঞা
চলিলেন নীলাচলপুরে।
শ্রীনিবাস হরিদাস অদ্বৈত আচার্য্য পাশ
মিলিয়া সকল সহচরে॥
অদ্বৈত নিতাই সঙ্গে মিলিয়া কৌতুকরঙ্গে
নীলাচল পথে চলি যায়।
অতি উৎকণ্ঠিত মনে দেখিতে গৌরাঙ্গ চাঁদে
অনুরাগে আকুল হিযায়॥
পথে দেবালয়গণ করি কত দরশন
উত্তরিলা আঠারনালাতে।
সকল ভকত সাথে কীর্ত্তন করিয়া পথে
যায় সভে গৌরাঙ্গ দেখিতে॥
কীর্ত্তনের মহা রোল ঘন ঘন হরিবোল
অদ্বৈত নিতাই মাঝে নাচে।
গগনে উঠিল ধ্বনি নীলাচলবাসী শুনি
দেখিবারে ধায় আগে পাছে॥
শুনিয়া গৌরাঙ্গহরি স্বরূপাদি সঙ্গে করি
পথে আসি দিলা দরশন।
মিলিলা সভার সঙ্গে প্রেমে পরিপূর্ণ অঙ্গে
প্রেমদাসের আনন্দিত মন॥ ১৫॥

শ্রীরাগ

অদ্বৈত নিতাই সনে প্রভুর মিলন।
দোহেঁ কান্দে ধরি মহাপ্রভুর চরণ॥
কান্দে মহাপ্রভু দুই প্রভু করি কোলে।
ভাসিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে॥
শ্রীবাসেরে কোলে করি কান্দেন গৌরাঙ্গ।
প্রেমজলে ভাসি গেল শ্রীবাসের অঙ্গ॥
মুরারি মুকুন্দ হরিদাস দামোদর।
একে একে মিলিলা সকল সহচর॥
সভারে লইয়া জগন্নাথ দেখাইল।
গৌরাঙ্গ নিকটে সব মহান্ত রহিল॥
প্রেমদানে পূরিল সভার অভিলাষ।
বঞ্চিত হইল সবে একা প্রেমদাস॥ ১৬॥

শ্রীনিত্যানন্দের গৌড়ে আগমন

মঙ্গলরাগ

চৈতন্য আদেশ পাইয়া নিতাই বিদায় হৈয়া
আইলেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে।
সঙ্গে ভাই অভিরাম গৌরীদাস গুণধাম
কীর্ত্তনবিহার কুতূহলে॥
রামাই সুন্দরানন্দ বাসু আদি ভক্তবৃন্দ
সতত কীর্ত্তনরসে ভোলা।
পানিহাটি গ্রামে আসি গঙ্গাতীরে পরকাশি
রাঘব পণ্ডিত সহ মেলা॥
সকল ভকত লৈয়া গৌরপ্রেমে মত্ত হৈয়া
বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায়।
পতিতদুর্গতি দেখি হইয়া করুণাআঁখি
প্রেমরত্ন জগতে বিলায়॥
হরিনাম চিন্তামণি দিয়া জীবে কৈল ধনী
পাপ তাপ দুঃখ দূরে গেল।
পড়িয়া বিষয়ফাঁদে না ভজি নিতাই চাঁদে
প্রেমদাস বঞ্চিত হইল॥ ১৭॥

সখ্য ও বাৎসল্য

দেশ বরাড়ী

কত কোটি চন্দ্র জিনি উজোর বদনখানি
মল্লছাঁদে পড়ে নীল ধটী।
কর পদ সুরাতুল জিনি কোকনদ ফুল
বিনোদরূপের পরিপাটী॥

বলাই মল্লবেশে আইলা কাননে।
শ্রীকরে চম্পক বেড়া চাঁচর চিকুরে চূড়া
শিখিপুচ্ছ উড়িছে পবনে॥ ধ্রু॥
কনক অঙ্গদবালা গলে বৈজয়ন্তীমালা
এক কানে মকরকুণ্ডল।
কান্ধে শোভে শিঙ্গাবেত্র ঘূর্ণিত রাতুল নেত্র
আর কানে রাতা উতপল॥
বাথানে আসিয়া সুখে শিঙ্গা দিল চাঁদমুখে
ডাকে শিঙ্গা ধাও ধাও বলি।
শুনিয়া শিঙ্গার রব ধাইল ধবলী সব
মেলি গেল রাখালমণ্ডলী॥
হাঁকি নিজ নিজ পাল সব করি সমিশাল
সভে মেলি করি এক ছাঁদ।
বলাই রঙ্গিয়া বড়ি হাতে নিল ছান্দনডুরি
চলিলা যেমন সোণার চাঁদ॥
সকল রাখাল সঙ্গে পরম কৌতুক রঙ্গে
তালবনপানে ঘন চায়।
রূপ গুণ বেশ দেখি জুড়ায় তাপিত আঁখি
প্রেমদাস কি বলিবে তায়॥ ১৮॥

বনভোজন

করুণ ভাটিয়ারি

আজু বনে আনন্দ বাধাই।
পাতিয়া বিনোদ খেলা আনন্দে হইলা ভোলা
দূর বনে গেল সব গাই॥ ধ্রু॥
ধেনু না দেখিয়া বনে স্থকিত রাখালগণে
শ্রীদাম সুদাম আদি সভে।
কানাই বলিছে ভাই খেলা ভাঙ্গা যাবে নাই
আনিব গোধন বেণু রবে॥
সব ধেনু নাম কৈয়া অধরে মুরলী লৈয়া
ডাকিয়া পূরিল উচ্চস্বরে।
শুনিয়া বেণুর রব ধায় ধেনু বৎস সব
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
ধেনু সব সারি সারি হাম্বা হাম্বা রব করি
দাঁড়াইল কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে
স্নেহে গাবী শ্যামঅঙ্গ চাটে॥

দেখি সব সখাগণ আবা আবা ঘনে ঘন
কানুরে করিল আলিঙ্গন।
প্রেমদাস কহে বাণী কানাইর মুরলী শুনি
পশুপাখী পাইল চেতন॥ ১৯॥

রসোদ্‌গার

শ্রীরাধার উক্তি

ধানশী

শুন শুন প্রেমবিনোদিনী সাই।
কানু রসিক যৈছে কি কহব তুয়া আগে
ঐছন দেখি শুনি নাই॥ ধ্রু॥
কপূর বাসিত তাম্বুল লেই নিজ করে
যতনে দেই মঝু বয়ানে।
সো শেষ লেই শির হৃদয়ে বুলাওই
পানি ভরল দুহুঁ নয়ানে॥
গদগদ বচন পুলক ভেল সব তনু
যুগল চরণমম পরশে।
খণে কম্পই খণে ঝম্পই পুনপুন
কি কহব আরতি বিশেষে॥
খণে কহে ভরমে রাই মঝু পাশহি
বৈঠহ দেখি মুখচান্দ।
প্রেম দাস কহ কানুক পিরীতি দেখ
ঝুরি ঝুরি মঝু মন কান্দ॥২০॥

মান

গুর্জ্জরী

মাধব তোহে পিরীতি করু কোই।
সুকপট কঠিন হৃদয় তুয়া পুন পুন
কত পরবোধব তোই॥
আন সংকেত আন সঞে মীলন
আন কহিতে কহ আনে।
ঐছন চাতুরি শঠপন পুন পুন
কো কহ সহয়ে পরাণে॥
হামারি মরম তুহুঁ ভালে ভাল জানসি
হাম নহ কামিনি নারী।

কামকলাঙ্কিনি যব কহ দুরজনে
সো দুখ সহই না পারি॥
প্রেম অধিনী হাম নিরমল প্রেমহি
মো সঞে করহ বিলাস।
কামিনি ঠাম হেরি পুন তেজব
প্রেমদাস অভিলাষ॥ ২১॥

ভূপালী

কতহুঁ যতন করি সাধল দোতি।
যৈছনে ধনি চিত দরবিত হোতি॥
যোই নিকুঞ্জে বিষাদই কান।
তহিঁ ধনি ভামিনি কয়ল পয়ান॥
পদ দুই চারি চলই পুন থারি।
ধৈরজ চীত ধরই নাহি পারি॥
মানিনি গরগর অন্তর থোর।
ঐছন পাওল কুঞ্জকি ওর॥
যতনহি কানুসমুখ নাহি গেল।
যৈছন পুরুব মুগধি সম ভেল॥
সহচরিগণ তব করই বিষাদ।
কো বিহি ঘটায়ল ইহ পরমাদ॥
কত কত দোতি করই পরিহার।
প্রেমদাস কছু কহই না পার॥ ২২॥

দুর্জ্জয় মান

তথারাগ

সখীর বচনে অথির কান।
বুঝল সুন্দরী তেজল মান॥
অরুণ নয়ানে ঝরয়ে লোর।
গদগদ স্বরে বচন বোল॥
কেমনে সুন্দরী মিলব মোয়।
অনুকূল যদি বিধাতা হোয়॥
এত কহি হরি সখীর সঙ্গে।
মিলল রাইয়ে আনন্দ রঙ্গে॥
হেরি বিধুমুখী বিমুখী ভেল।
কানুরে সো সখী ইঙ্গিত কেল॥
চরণ কমলে পড়ল কান।
সখীর বচনে তেজল মান॥

ধনীমুখশশী হরি চকোর।
হেরিতে দুহুঁক গলয়ে লোর॥
হৃদয় উপরে ধরল রাই।
প্রেমদাস তব জীবন পাই॥ ২৩॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ধানশী

সুন্দরি কাহে করসি তুহুঁ খেদ।
তুয়া বিনা রাতি দিবস হাম না জানিয়ে
কোনে কয়ল তোহে ভেদ॥
তুয়া মুখচাঁদ হেরি মঝু মানস
অহনিশি তহিঁ রহি গেল।
নয়নকমল পর ভাও মদনধনু
তাহে উমতি মতি ভেল॥
কোটি রমণী তুয়া পদে নিরমঞ্ছিয়ে
তুহুঁ মঝু জীবন রাই।
তোহারি নাম গুণ অবিরত জপি হাম
সদয়হৃদয় তুয়া চাই॥
এত কহি মাধব ছলছল লোচন
হৃদয় উপরে ধনি রাখি।
চরণ পরশি কহে হাম তুয়া অনুগত
প্রেমদাস তহি সাখী॥ ২৪॥

শ্রীরাধার উক্তি

শ্রীরাগ

মাধব মোহে কহসি চাঁদমুখ।
চান্দক গুণ কহয়ে সব সুশীতল
চান্দে জনম ভরি দুখ॥ ধ্রু॥
জলনিধি উদরে উয়ল শশধর
গরল সঙ্গে উপনীত।
সেবল শঙ্কর শিরসি রহল যব
তাহাঁ ফণি হেরি অসম্বীত॥
পুন যাই গগনে করল আরোহণ
তাহে গরাসে রাহু মন্দ।
দৈবে কলঙ্কিত হোয়ল মৃগ ধরি
অসিত পক্ষে তনুঅন্ত॥
কাহে মিনতি করু কপটহিঁ নাগর
হেরি বিরস মন হোয়।

প্রেমদাস কহ চাঁদবদন চাহ
চকোর পীযূষ দেই সোয়॥ ২৫॥

কারণাভাস মান

তিরোখা সিন্দুড়া

মরকত দরপণ শ্যাম হৃদয় মাহা
আপন মূরতি দেখি রাই।
গুরুয়া কোপে অধর ঘন কাঁপই
অরুণ নয়ান ভৈ যাই॥
দেখ দেখ কানুক রঙ্গ।
আনহি রমণি হৃদয়ে করি বঞ্চই
ঐছন না দেখিয়ে ঢঙ্গ॥
এত অনুমানি বিমুখ ভৈ বৈঠলি
কানু সে পড়লহি ধন্দ।
কাহে কমলমুখি মোহে উপেখসি
তুহুঁ হাম নহ কিছু দন্দ॥
কত পরকারে মিনতি করু মাধব
তব ধনি উতর না দেল।
দরদর হৃদয় নয়নযুগ ছলছল
মনমথে জরজর ভেল॥
চরণ কমল করে পরশি মাথে ধরু
সরস পরশ অভিলাষ।
তুয়া বিনু রাতি দিবস নাহি জানত
কহতহি' প্রেমক দাস॥ ২৬॥

সখীর উক্তি

কামোদ

এ সখি অদভুত প্রেমতরঙ্গ।
দুহুঁক অদর্শনে দুহুঁ এবে আকুল
দরশনে ঐছন রঙ্গ॥ ধ্রু॥
মরকত কনক মুকুর জিনি দুহুঁ তনু
দুহুঁ চাহ দেখি দুহুঁ অঙ্গে।
দুহুঁকর দোষ হৃদয়ে দুহুঁ উপজল
দুহুঁ বৈঠল মুখবঙ্কে॥
কিয়ে দুহুঁমনসি রোষ অতি বাঢ়ল
জলে পশি তেজব পরাণে।
নিবিড়কুঞ্জে দুহুঁ দৈবে মিলাওল
কোরে কয়ল সখিভানে॥
কোরহি' জানি মদনরস উপজল
গেলহুঁ দুহুঁ দুরভান।
কত কত চুম্বন কতহি' আলিঙ্গন
প্রেমদাস রসগান॥ ২৭॥

আক্ষেপানুরাগ

সখীর উক্তি

সুহই

শুন অনুরাগিণি কি তোহে কহিব বাণী
সদাই ভাবহ কালা কানু।
নিরবধি আঁখি ঝরে পুলকে শরীর ভরে
দিনে দিনে ক্ষীণ কর তনু॥
যদি তুহুঁ শুন মোর কথা।
সে কালা কানুর প্রেমে সদা হবে সাবধানে
তবে সে ঘুচিবে সব বেথা॥ ধ্রু॥
একে তুহুঁ কুলবতী তাহে দুরজন পতি
জানিলে পড়িবে পরমাদ।
এ পাড়াপড়সী যত বিপক্ষ আছয়ে কত
জগতে ঘুষিবে পরিবাদ॥
যব তাহে পড়ে মনে চিত দিবে আন কামে
যেন লোকে নহে উপহাস।
ধরিবে আমার কথা মনে না ভাবিহ বেথা
যতনে কহয়ে প্রেমদাস॥ ২৮॥

শ্রীরাধার উক্তি

শ্রীরাগ

সই কাহারে করিব রোষ।
না জানি না দেখি সরল হইলুঁ
সে পুনি আপন দোষ॥ ধ্রু॥
বাতাস বুঝিয়া পেলাই থু
পা বাঢ়াই বুঝি থেহ।
মানুষ বুঝিয়া কথা যে কহিয়ে
রসিক বুঝিয়া নেহ॥

মড়ক বুঝিয়া ধরিয়ে ডাল
ছায়ায় বুঝিয়া মাথা।
গাহক বুঝিয়া গুণ প্রকাশিয়ে
বেথিত বুঝিয়া বেথা॥
অবিচারে সই করিলুঁ পিরীতি
কেন কৈলুঁ হেন কাজে।
প্রেমদাস কহে ধীর হ সুন্দরি
কহিলে পাইবা লাজে॥ ২৯॥

এক

সুহই

কি করিব কোথা ধাব কি হবে উপায়।
যারে না দেখিলে মরি তারে না দেখায়॥
যার লাগি সদা প্রাণ আনছান করে।
মোরে উপদেশ কর পাসরিতে তারে॥
এতদিন ধরি মুঞি হেন নাহি জানি।
যে মোর দুখের দুখী তার হেন বাণী॥
আন ছলে রহি কত করে কানাকানি।
প্রেমদাস বলে তুমি বড় অভিমানী॥ ৩০॥

দুই

ধানশী

সই ইহাতে করিব কী।
হেন পিয়া মোরে ছাড়িতে বোলয়ে
কেমনে পরাণে জী॥ ধ্রু॥
যে জন এমন করয়ে বেভার
কেমনে ছাড়িব তারে।
ধরম করম তাহার লাগিয়া
ফেলিব যমুনানীরে॥
শুনহ সজনি দিবস রজনী
কানুরে ধরিয়া বুকে।
বনে প্রবেশিয়া মানস পুরিয়া
দেখিব সে চাঁদমুখে॥
অধরে অধর লাগাইয়া পুন
পুরাব মনের সাধা।
প্রেমদাস কহে উচিত এ হয়ে
তবে সে ঘুচয়ে বাধা॥ ৩১॥

অভিসার

তথারাগ

বৃষভানুনন্দিনী রমণীর শিরোমণি
নব নব সহচরি সঙ্গ।
চলিলা শ্রীবৃন্দাবনে শ্যামচান্দ দরশনে
রসভরে ডগমগ অঙ্গ॥
কত চান্দ জিনি শশী মুখে মন্দ মধুর হাসি
পিঠে দোলে চাঁচর কেশের বেণী।
তার উপর সোনার ঝাঁপা মাঝে মাঝে কনকচাঁপা
গোবিন্দের হৃদয়মোহিনী॥
নীলমণি চুড়ি হাথে রতনকিঙ্কণী তাথে
নীল বসন সোনার গায়।
সোনার নূপুর পাতা মল রাঙ্গা পাএ ঝলমল
হংসগমনে চলি যায়।
ললিতা দক্ষিণ হাথে বাম কর দিঞা তাথে
বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলা।
রাই অঙ্গের কান্তিমালা দশদিগ কর্যাছে আলা
প্রেমদাস আনন্দে ভাসিলা॥৩২॥

তথারাগ

নব অনুরাগভরে রহিতে না পারি ঘরে
চলে ধনী সখী একসঙ্গে।
চলিতে না চলে পা ধরণে না যায় গা
কুঞ্জে মিলল হেন রঙ্গে॥
দেখিয়া বিনোদ হরি আনিলেন আগুসরি
বসিলেন রসের আবেশে।
ধনী অনুরাগিণী কহয়ে সরস বাণী
শুনি নাগর প্রেমজলে ভাসে॥
সুবদনী কহে কথা যেমন অন্তরে বেথা
ছলছল অরুণ নয়ানে।
গর্ব্ব হর্ষ রসাবেশ দৈন্য গ্লানি মোহ লেশ
গদগদ মলিন বয়ানে॥
আর কত ভাব তাহে শ্যামমন মোহে যাহে
ঈষদ বঙ্কিম্ তাহে মাথা।
প্রেমদাস কহে ধনী সরস বিরস জানি
রাখিতে না যায় পুন রাখা॥৩৩॥

শ্রীরাধার আত্মনিবেদন

বিহগড়া

নব অনুরাগে মিলল দুহুঁ কুঞ্জে।
আবেশে কহয়ে ধনি রস পরিপুঞ্জে॥
বন্ধু হে কি বলিব তোরে।
তোমা বিনে দেখোঁ মুঞি সব আন্ধিয়ারে॥ ধ্রু॥
পাইয়াছি তোমারে বন্ধু না ছাড়িব আর।
যে বলু সে বলু মোরে লোকে দুরাচার॥
একতিল তোমা বন্ধু না দেখিলে মরি।
ছাড়িয়া কেমনে যাব পরাধীন নারী॥
হিয়ার মাঝারে থোব বসনে ঝাঁপিয়া।
প্রেমদাস কহে রাই দড় কর হিয়া॥ ৩৪॥

রাধাকুণ্ডে মিলন

ধানশী

অনুখন শ্যাম- দরশ বিনে সুন্দরি
অন্তরে কাতর ভেল।
সুরজ পুজা ছল করি সব সখিগণ
গুরুজন অনুমতি নেল॥
শ্যামবিলাসে চললি ধনি রাই।
সহচরি সঙ্গে রঙ্গে নিজ কুণ্ডহিঁ
আনন্দে মীলল যাই॥ ধ্রু॥
দুহুঁ দোহাঁদরশনে আনন্দ উপজল
বহুবিধ কৌতুক কেলি।
সময় জানি সব সখিগণ বন মাহা
কুসুমচয়ন লাগি গেলি॥
রসমই নাগরি নাগর রসময়
মাতল মদনবিলাসে।
নবজলধরে জনু ঝাঁপল শশধর
সুখদ নিকুঞ্জ আবাসে॥
ঘন ঘন চুম্বনে দৃঢ় পরিরম্ভণে
দুহুঁ তনু ভেল অভেদ।
প্রেমদাস কহ মদন মিটায়ল
দুহুঁ মন মনমথ খেদ॥ ৩৫॥

নিধুবনে মিলন

তথারাগ

কানুদরশ লাগি ভানুকুমারি।
গদগদ অন্তর কহই না পারি॥
পুলকে পূরিত তনু লোচনে লোর।
শ্যামদরশে চিত ভেল অতি ভোর॥
সখিগণ সঙ্গহি কয়ল পয়ান।
বৃন্দাবিপিনহিঁ হেরইতে কান॥
যাই মিলল ধনি যমুনাক তীর।
প্রেমদাস তহিঁ করত সমীর॥ ৩৬॥

তুড়ী

যমুনাক তীর বিহরি যদুনন্দন
কালিয় হ্রদে পুন গেল।
নিভৃত নিকুঞ্জে বৈঠি খণে আকুল
সুন্দরি মন মাহা ভেল॥
অপরুব প্রেমক রীত।
সব জন তেজি গহন মাহা বিহরই
রহি রহি উনমতচীত॥ ধ্রু॥
ধীরসমীর যাই পুন নাগর
আওল নিধুবনকুঞ্জে।
সখিগণ সঙ্গে তাহিঁ দেখি সুন্দরি
পাওল আনন্দপুঞ্জে॥
দুহুঁ দোহাঁ দরশনে অথির ভেল দুহুঁ
মনমথে মাতল অঙ্গ।
সমুঝি গুপত করি প্রেমদাস রাখি
সখিগণ দেওল ভঙ্গ॥ ৩৭॥

সিন্ধুড়া

দুহুঁ দোহাঁ হেরইতে দুহুঁ ভেল হাস।
দুহুঁকর হৃদয়ে মদন পরকাশ॥
নিবিড় আলিঙ্গই ভুজে ভুজে বন্ধ।
বদনে বদনে মেলি বাঢ়ল আনন্দ॥
রতিরণ কয়লহি দুহুঁজন মেলি।
অলসে অবশতনু দুহুঁজন ভেলি॥
বৈঠল দুহুঁজন সরস সমাই।
প্রেমদাস জলসেবন যাই॥ ৩৮॥

ভাবী বিরহ

পঠমঞ্জরী

মাধব তুমি আমার নিধনিয়ার ধন।
আমারে ছাড়িয়া তুমি মধ্পুরে যাবে জানি
তবে মুঞি তেজিব জীবন॥ ধ্রু॥
নহে ত আগুনি খাব কিম্বা বনে প্রবেশিব
এই দঢ়ায়্যাছি মুঞি চিতে।
লইয়া তোমার নাম গলায় গাঁথিয়া শ্যাম
প্রবেশ করিব যমুনাতে॥
কুলবতী হৈয়া যেন কেহ ত না করে প্রেম
পিরীতি করিলে এই রীত।
প্রাণনাথ তেজে যারে সে কেমনে প্রাণ ধরে
না জানি কেমন তার চীত॥
এত বলি কান্দে ধনী মুখে না নিঃসরে বাণী
ধারা বহে মুখ বুক বাইয়া।
আশে পাশে যত সখী নিঝরে ঝরয়ে আঁখি
প্রেমদাস পড়ে মুরছিয়া॥ ৩৯॥

ভবন্ বিরহ

তুড়ি

রজনি প্রভাতে বজরসম গাজল
বাজল বিজয় নিসান।
শুনি ব্রজলোক শোকদহে ডুবল
উড়ল প্রিয়জন প্রাণ॥ ধ্রু॥
দোঁ সখি কান্ধে দেই দোঁ ভুজবর
নিকসল বিরহিণি রাধা।
পদে পদ লাগি চলল রথ নিকটে
চাঁদ উয়ল জনু আঁধা॥
সজনী অক্রুরমুখ জনি চাহ।
কোমল প্রাণ কঠিন ভই যাওব
হেরব বিচ্ছেদ নাহ॥
মনহি মানস মঝু কানু দরশ করি
তেজব দুখিনি পরাণ।
নাহগমন হেরি যো ফিরি ধায়
সো অতি ক্রুর নয়ান॥
নন্দমহল হেরি রাই কহত পুন
যশোমতি ঐছন ভেল।
গহন গমন হেরি জিউ ফুটি মরতহিঁ
মাথুর অনুমতি দেল॥
যশমতি কবহুঁ না ছোড়ব নিজ সুতে
মঝু মনে ঐছন ভান।
কহিতে কহিতে ধনি হরি সঞে নিকসল
প্রেমদাস রসগান॥ ৪০॥

মাথুর বিরহান্তে মিলন

ধানশী

এ ধনি তোহে কহু চিরদিন দুখ।
তুয়া বিরহানল অন্তর দগধল
সোঙরিতে বিদরয়ে বুক॥ ধ্রু॥
তুয়া মুখভরমে চাঁদ হেরি মুরছলুঁ
বিজুরি দেখি তনুজোতি।
কনকদণ্ড হেরি ভুজ অনুমানলুঁ
কমলকোরক কুচভাঁতি॥
মোতিম পাঁতি দশন ছবি উনমত
কোকিল ধনি শুনি বাণী।
মত্ত মাতঙ্গ গমন অনুমানলুঁ
দরদর আকুল পরাণী॥
আর যত সোঙরি কতহিঁ দুখ কহবহি
সো অতি মরমক শেল।
কানুক ঐছন বাণী শুনইতে
প্রেমদাস ঝরি গেল॥ ৪১॥

বরাড়ী

দুহুঁ দোহাঁ হেরইতে দুহু ভেল ভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দলোর॥
বিরহবিপতি দুখ দোহঁ দোহেঁ কহি।
প্রেম আনন্দে দুহুঁ লুঠত মহি॥
পুন উঠি পুন পড়ি পুন দেই কোর।
আনন্দে নিমগন দুহুঁ ভেল ভোর॥
অধরে অধর ধরি চুম্বল কান।
মদনরসে দুহুঁ করল সিনান॥

চিরদিনে পূরল মানস কাম।
প্রেমদাস দুহুঁ করু গুণ গান॥ ৪২॥

শ্রীকৃষ্ণের আত্মনিবেদন

সওয়ারি

সুন্দরি তুমি আমার পরাণের পরাণি।
তোমা বিনে এ সংসার সব দেখি শূন্যাকার
দণ্ডে দশযুগ করি মানি॥ ধ্রু॥
তুমি মোর ধন প্রাণ তোমা বিনে নাহি আন
তুমি দুটি নয়ানের তারা।
না দেখিলে এক ক্ষণ সকলি লাগয়ে শূন
তিলেকে বাসিয়ে যেন হারা॥
তোমারে হৃদয়ে করি দেখি মুখ নাহি মুড়ি
তাম্বুল তুলিয়া দিয়ে সুখে।
দিয়া চাঁদমুখে মুখ মনে যত হয় সুখ
কহিতে না পারি এক মুখে॥
এত কহি শ্যাম রায় বসনে করয়ে বায়
চিবুক ধরিয়া ঘন কান্দে।
পুন পুন আলিঙ্গই পুন পুন চুম্বই
প্রেমদাস পড়ি গেল ফাঁদে॥ ৪৩॥

[২৩৬৭]

বল্লভদাস

শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের চরিত্রবর্ণন

তথারাগ

ভুবনমঙ্গল গোরা গুণে লোকনাথ ভোরা
তিঁহ নরোত্তমে দয়া করি।
রাধাকৃষ্ণলীলা গুণ নিজ শক্তি আরোপণ
পিয়াইলা গৌরাঙ্গ মাধুরি॥
অনুখণ গোরা রঙ্গে বিলাস বৈষ্ণব সঙ্গে
প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গে লৈয়া।
শ্রীভাগবত আদি গ্রন্থগীত বিদ্যাপতি
নিজ পহু গুণ আস্বাদিয়া॥
নরোত্তম দীনবন্ধু অপার করুণা সিন্ধু
রূপে গুণে রসের মুরতি।
রামচন্দ্র না দেখিয়া সদাই বিদরে হিয়া
কে বুঝিবে ঐছন পিরীতি॥
মোর ঠাকুর মহাশয় নরোত্তম দয়াময়
দন্তে তৃণ করোঁ নিবেদন।
বল্লভ পড়িয়া পাকে আকুল হইয়া ডাকে
অহে নাথ লইলুঁ শরণ॥ ১॥

তথারাগ

হেন দিন শুভ পরভাতে।
শ্রীনরোত্তম নাম পহু মোর গৌর ধাম
বার এক স্মৃতি হয় যাতে॥
যাহার সঙ্গতি কাম শ্রীল কবিরাজ নাম
ছাড়িয়া সে গৃহপরিকর।
ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাস খেতরী করিলা বাস
প্রাণ সমতুল কলেবর॥
নিত্যানন্দ ঘরণী জাহ্নবা ঠাকুরাণী
ত্রিভুবনে পূজিত চরণ।
যাহার কীর্ত্তন কালে রুধির পুলকমূলে
দেখি কৈল চৈতন্য স্মরণ॥
ভাব দেখি আপনি জাহ্নবা ঠাকুরাণী
নাম থুইলা ঠাকুর মহাশয়।
পতিতপাবন নাম ধর বল্লভে উদ্ধার কর
তবে জানি মহিমা নিশ্চয়॥ ২॥

ভক্তগণ বিয়োগে বিলাপ

ধানশী

গোরাগুণে আছিলা ঠাকুর শ্রীনিবাস।
নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দদাস॥
একুই কালে কোথা গেল দেখিতে না পাই।
থাকুক দেখিবার কাজ শুনিতে না পাই॥
যে করিল জগজনে করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
রাধাকৃষ্ণ লীলাগুণ যে কৈল অপার।
কোথা গেলা শ্রীআচার্য্য ঠাকুর আমার॥
হৃদয় মাঝারে মোর রহি গেল শেল।
জীতে আর প্রভু সঙ্গে দরশ না ভেল॥
এ ছার জীবনে মোর নাহি আর আশ।
সঙ্গে করি লেহ প্রভু এ বল্লভ দাস॥ ৩॥

তথারাগ

শ্রীল নরোত্তম আরে মোর প্রভুরে
বারেক তোমারে পাঙ।
সে গুণ গাইয়া মুঞি মরিয়া না যাঙ॥
তিলকে ঝলকে মুখ দশনের ভাতি।
ইষত মধুর হাসি বিজুরীর কাঁতি॥
ফুটিয়া রহিল শেল সহি হেন বেথা।
মরমে মরমদুখ কি কহিব কথা॥
মো মরোঁ মরিয়া যাঙ সে গুণ ঝুরিয়া।
বল্লভদাসেরে লেহ আপন করিয়া॥ ৪॥

প্রার্থনা

বালা ধানশী

শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীঠাকুর মহাশয়।
রামচন্দ্র কবিরাজ প্রেম রসময়॥
এসব ঠাকুর সঙ্গে পারিষদগণ।
উজ্জ্বল ভকতিকথা করিলুঁ শ্রবণ॥
বৈষ্ণবের তুলা মেলা নানাবিধ দান।
পরিপূর্ণ প্রেম সদা কৃষ্ণগুণগান॥
এক কালে কোথা গেলা না পাই দেখিতে।
দেখিবার দায় রহুঁ না পাই শুনিতে॥
উচ্ছিষ্টের কুক্কুর মুঞি আছিলুঁ সেখানে।
যখন যে কৈলা কাজ সব পড়ে মনে॥
শুনিতে স্বপন হেন কহিতে কহো কথা।
ভিটা সোঙরিয়া কুক্কুর কান্দিতে আছে এথা॥
বল্লভদাসের হিয়ায় শেল রহি গেল।
এ জনমে হেন বুঝি বাহির না ভেল॥ ৫॥

সুহই

গোরা পহুঁ না ভজিয়া মলুঁ।
আপনার করমদোষে আপনি ডুবিলুঁ॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিলুঁ।
প্রেমরতন মণি হেলায় হারাইলুঁ॥
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইলুঁ।
গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈলুঁ॥
সৎসঙ্গ ছাড়িয়া কৈলুঁ অসতে বিলাস।
তে কারণে করমবন্ধন লাগে ফাঁস॥
এমন গৌরাঙ্গের গুণে না কান্দিল মন।
মনুষ্যদুর্ল্লভ জন্ম হৈল অকারণ॥
কেনে বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
বল্লভ দাসিয়া কেন না গেল মরিয়া॥ ৬॥

সুহই

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞি।
দীনে দয়া তোমা বিনে করে হেন নাই॥
এই ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত রেণুপ্রায়।
সে গণিতে পাপ মোর গণন না যায়॥
মনুষ্যদুর্ল্লভ জন্ম না হইবে আর।
তোমা না ভজিয়া কৈলুঁ ভাঁড়ের আচার॥
হেন প্রভু না ভজিলুঁ কি গতি আমার।
আপনার মুখে দিলাম জ্বলন্ত অঙ্গার॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
বল্লভ দাসিয়া কেন না গেল মরিয়া॥ ৭॥

শ্রীরাগ

প্রথমে বন্দিয়া গাই. গৌরাঙ্গ গোসাঞি।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ বিনু আর কেহো নাঞি॥
করুণ নয়নকোণে একবার দেখ।
আপন জনের জন করি মোরে লেখ॥

দায় ধরি দয়া করি তারে হেন নাঞি।
পরিহরে পতিত দেখিয়া সব ঠাঞি॥
যেবা জন পণ করি লইল শরণ।
স্বপনে নয়নে মনে নাহি দরশন॥
দয়াময় কথা কয় হেন কেহ আছে।
মুঞি পাপী নিবেদিয়ে কহে পহুঁর কাছে॥
দাঁতে ঘাস করোঁ আশ দয়া মোরে হয়ে।
বল্লভ দাসিয়া কহে বৈষ্ণবের পায়ে॥ ৮॥

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী

গান্ধার

সুন্দরি তুহুঁ বড়ি হৃদয় পাষাণ।
কানুক নবমি দশা হেরি সহচরি
ধরই না পার পরাণ॥
কত সে ক্ষীণ তনু কহই না পারিয়ে
তেজত তাহে ঘন শ্বাসে।
তেজত পরাণ ঐছে অনুমানিয়ে
রহত তোহারি আশোয়াসে॥
কি জানিয়ে কি খেণে নেহারল তুয়া রূপ
তবধরি আকুল ভেলি।
খেণে খেণে চমকি চমকি অব মুরছয়ে
হেরি রোয়ত সখা মেলি॥
কোই যব তোহারি নাম কহে শ্রবণহিঁ
তবহিঁ নয়ন পরকাশ।
এতহুঁ নিদেশ কহল তোহে সুন্দরি
পামরি বল্লভ দাস॥ ৯॥

উভয়ের অভিসারোৎকণ্ঠা

দূতীর উক্তি

তথারাগ

সুন্দরি কৈছন আরতি তোর।
বিঘটিত ঘটিত সাজ নাহি জানল
ভূলল মাধব মোর॥
বিপরীত চীর পহিরি হরি সাজল
দুহুঁ অঙ্গদ দুহুঁ কানে।
সাঁথি বলয় করি হাথে সাজাওল
কুণ্ডল মুদরিক ভানে॥
কিঙ্কিণিজাল মাল করি পহিরল
হার সাজাওল হাতে।
চূড়ক সাজ করি চরণহি পহিরল
মঞ্জির পহিরল মাথে॥
পূরুব উত্তর নাহি দীগ দিগন্তর
নব অনুরাগক লাগি।
বল্লভদাস কহ চড়ল মনোরথে
সংকট দূরহি ভাগি॥ ১০॥

ধানশী

কানুক ইহ উতকণ্ঠিত জানি।
বিছুরল সুন্দরি আপনার বাণী॥
কি কহিতে কি কহয়ে নাহিক থেহ।
বিছুরল আভরণ আপনক দেহ॥
কানুক নেহ হৃদয় মাহা জাগ।
সো রূপ নিরুপম নয়নহি লাগ॥
কহইতে চল চল রহ রহ বোল্য।
লেহ লেহ কহইতে দেহ দেহ রোল॥
সাজহ কহইতে ভাজহ ভাষ।
আনহ বাণি জান পরকাশ॥
ঐছন ভ্রমময় শুনইতে হাস।
কি কহব সহচরি বল্লভ দাস॥ ১১॥

বেলাবলী

বিপরিত বেশে মিলল ধনি মাধব
মাধব বিপরিত বেশ।
ভূলল সরস সম্ভাষ হাসময়
জনু নহ আরতি লেশ॥
সজনী অপরূপ প্রেম বিচারি।
দোঁহ দোঁহা হেরি স্তম্ভ ভেল কলেবর
চীতপুতলি সম থারি॥ ধ্রু॥
বহুখণে সহচরি বচনহি দুহুঁজন
ধাই কয়ল দুহুঁ কোর।

তৈছন তনু তনু লাগি রহল দুহুঁ
দুহুঁ দোহাঁ ভাবে বিভোর॥
বিছুরল কেলিবিলাস রসলালস
রহলহি কোরে আগোরি।
ঐছন সহচরি শেজে শুতায়ল
বল্লভ হেরি বিভোরি॥ ১২॥

কেদার

কতহুঁ যতনে দুহুঁ দুহুঁ তনু তেজ।
বৈঠল সরস কুসুমময় শেজ॥
বিপরিত চরিত হেরি সখি হাস।
তনু তনু তেজি অতনু পরকাশ॥
সহচরিগণ কহ দুহুজন রীত।
শুনইতে দুহুঁজন চমকিত চীত॥
লাজহি' সুন্দরি না কহয়ে বাণি।
তেজল ভূষণ বিপরিত জানি॥
উপজল কতহুঁ হাস পরিহাস।
কত কত কৌতুক মদনবিলাস॥
রাধামাধব প্রেমতরঙ্গ।
হেরই বল্লভ সহচরি সঙ্গ॥ ১৩॥

দিনান্তরে অভিসার

বেলোয়ার

সাজলি রসবতি রঙ্গিণি রামা।
মন্দ মন্দ গতি নূপুর কলরব
লজ্জিত রাজহংসকুল ধামা॥ ধ্রু॥
চম্পক কনক কেশর কুসুমাবলি
রুচি জিনি সুন্দর অপঘন সাজে।
অলিকুল অঞ্জন জলদ নীলমণি
ছবিচয় নিন্দিত বসন বিরাজে॥
অমল ইন্দিবর- দল লোচনযুগ
কত না শশি জিনি কমলবয়নী।
সিন্দুর বিন্দু অরুণছবি নিন্দই
অহি রমণী ফণা বেণি বণী॥
বিদ্রুম অধরে মধুর মৃদু হাসনি
দশন সুদামিনি দমন করে।
তার হার মণি কুণ্ডল লম্বিত
কত মণি দরপই দরপভরে॥
চৌদিশে সহচরি যন্ত্র বাজায়ত
ধিরে ধিরে রসবতি চলত সমাজে।
বল্লভ ভণত প্রবেশলি নিধুবনে
হেরি কত রতিপতি ভাজল লাজে॥১৪॥

মিলন

মঙ্গল

ও মুখ শরদ- সুধাকর সুন্দর
ইহ নলিনিদল গঞ্জে।
ও তনু নবঘন সুন্দর রঞ্জিত
ইহ থির দামিনি পুঞ্জে॥
দেখ রাধামাধব জোরি।
দুহুঁক পরশরসে দুহুঁ পুলকায়িত
দুহুঁ দোহাঁ রহল আগোরি॥ ধ্রু॥
ও নব নাগর সব গুণে আগর
ইহ সে কলাবতিসীম।
ও অতি চতুর- শিরোমণি বিদগধ
এ সব গুণহি গরীম॥
মধুর বৃন্দাবনে শ্যামগোরিতনু
দুহুঁ নব কিশোরি কিশোর।
নরোত্তমদাস আশ চরণে রহু
শ্রী বল্লভমন ভোর॥ ১৫॥

শ্রীরাধার রূপ

বিহগড়া

শুনহ সুন্দরি কি রূপ তোর।
হেরিতে হরল মরম মোর॥
মদন সদন বদনচান্দ।
ভুরু সে মুরতি সুরতফান্দ॥
অরুণ তরুণ অধরকাঁতি।
নিন্দিত মোতিম দশনপাঁতি॥
তীল কুসুম সুষম নাসা।
শ্যাম চাঁচর চিকুর পাশা॥

অমল কমল লোচন জোর।
তরল করল হৃদয় মোর॥
রুচির চিবুক মধুর গীম।
বিবিধ শিলপ শকতি সীম॥
কনক দাড়িম কুচক জোর।
মুনিক মানস চতুর চোর॥
ভণয়ে বল্লভ নাগর বাক।
মদন দেয়ল জয়পতাক॥ ১৬॥

মানের ছলনা

তথারাগ

কিসের লাগিয়া রাই হইলা মানিনী।
ভাগ্যে মিলয়ে হেন মধুর যামিনী॥
ভাগ্যে মিলয়ে হেন রসময় কান্ত।
তোহে বিমুখ বিহি বুঝল নিতান্ত॥
অকারণ মানে খোয়লি নিজ দেহ।
ঐছে কুমতি দরশায়ল কেহ॥
ঐছন সহচরি শুনইতে বাত।
সুবদনি হাসি ধুনায়ত মাথ॥
কো মানিনি কাহে সাধসি এহ।
কিয়ে পরলাপসি না বুঝয়ে কেহ॥
নাগর কহ সখি কহসি বাণী।
কাহে তুহুঁ ইহ মানিনী অনুমানি॥
শুনি সহচরি সব হাসি উতরোল।
সো সখি অবনত কছু নাহি বোল॥
বিলসহ দুহুঁ তব বিবিধ বিলাস।
দূরহি নেহারই বল্লভ দাস॥ ১৭॥

শ্রীরাধার প্রেমবৈচিত্ত্য

ধানশী

শ্যামরচন্দ গোরি যব বৈঠল
নিধুবনে সখিগণ সঙ্গ।
চাতুরি রভস কলা কত কৌশল
কিয়ে কিয়ে মদনতরঙ্গ॥
সজনী কো পয়ে ঐছন জান।
পিয় পিয় পিপিয় নাদ শুনি আকুল
মুরছি আনত ভই আন॥ ধ্রু॥
ঢর ঢর লোরে নয়ন বহি যাওত
কত কত করুণা কোটি।
দন্তে তৃণহুঁ কহি প্রিয় দরশন দেহ
না হেরিয়া হিয়া যাউ ফোটি॥
বহুত বিনতি করে সখির করে ধরে
কোরহি শ্যাম না জান।
বিপরিত অচল সচল দেখি ঐছন
বল্লভ দাস রস গান॥ ১৮॥

শ্রীরাগ

সজনী প্রেমক কো কহ বিশেষ।
কানুক কোরে কলাবতি কাতর
কহত কানু পরদেশ॥ ধ্রু॥
চাঁদক হেরি সুরজ করি ভাখয়ে
দিনহি রজনী করি মান।
বিলপই তাপে তাপায়ত অন্তর
বিরহ পিয়ক করি ভান॥
কব আওব হরি হরি সঞে পুছই
হসই রোয়ই খেণে ভোরি।
সো গুণ গাই শ্বাস খেণে কাঢ়ই
থণহি থণহি তনু মোড়ি॥
বিধুমুখি বদন কানু যব মোছল
নিজ পরিচয় কত ভাতি।
অনুভবি মদন কান্ত কিয়ে কামিনি
বল্লভদাস সুখে মাতি॥ ১৯॥
[২৩৮৬]

শঙ্কর ঘোষ

শ্রীগৌরচন্দ্র

বেলোয়ার

দেখ দেখ সুন্দর শচীনন্দনা।
আজানুলম্বিত বাহু সুবলনা॥
ময়মত্ত হাতীভাতি গতি চলনা।
কিয়ে মালতীমালা গোরাঅঙ্গে দোলনা॥
শরদচাঁদ জিনি সুন্দরবয়না।
প্রেম আনন্দবারি পূরিত নয়না॥
সহচর লই সঙ্গে অনুখন খেলনা।
নবদ্বীপ মাঝে গোরা হরি হরি বলনা॥
অভয় চরণারবিন্দে মকরন্দ লোভনা।
কহয়ে শঙ্কর ঘোষ অখিললোক তারণা॥ ১॥

শ্রীনিত্যানন্দ

মঙ্গল

শ্রীবাস অঙ্গনে বিনোদ বন্ধানে
নাচে নিত্যানন্দ রায়।
মনুজ দৈবত পুরুষ যোষিত
সবাই দেখিতে ধায়॥
ভকতমণ্ডল গাওত মঙ্গল
বাজে খোল করতাল।
মাঝে উনমত নিতাই নাচত
ভায়ার ভাবে মাতোয়াল॥
হেম স্তম্ভ জিনি বাহু সুবলনি
সিংহ জিনি কটিদেশ।
চন্দ্রবদন কমলনয়ন
মদনমোহন বেশ॥
গরজে পুন পুন লম্ফ ঘনঘন
মল্লবেশ ধরি নাচই।
অরুণ লোচনে প্রেম বরিখনে
অবনীমণ্ডল সিঞ্চই॥
ধরণী মণ্ডলে প্রেমের বাদর
করল অবধূত চান্দ।
না জানে নরনারী ভুবন দশচারি
রূপ হেরি হেরি কান্দ॥
শান্তিপুর নাথ গরজে অবিরত
দেখিয়া প্রেমের বিকার।
ধরিয়া শ্রীচরণ করয়ে রোদন
পণ্ডিত শ্রীবাস উদার॥
মুকুন্দ কুতূহলী কান্দয়ে ফুলিফুলি
ধরিয়া গদাধর কোর।
নয়নে বহে প্রেম ঠাকুর অভিরাম
সঘনে হরিহরি বোল॥
না জানে দিবানিশি প্রেমরসে ভাসি
সকল সহচরবৃন্দে।
শঙ্করঘোষ দাস করত প্রতিআশ
নিতাই চরণারবিন্দে॥ ২॥

[২৩৮৮]

নীলাম্বর

খণ্ডিতা

ধানশী

রজনি উজাগর লোচনে কাজর
অধর ভেল তব শমরা।
নীল সরোরুহ সিন্দুরে মিলায়ল
মাণিকে বৈঠল যৈছে ভ্রমরা॥
মাধব চলহ কপট অনুরাগি।
সো পুণবতি তুহে যতনে আরাধল
যো রহু তুয় মনে লাগি॥ ধ্রু॥
যো মুখ হেরইতে খিন ভেল শশধর
সো মুখ কাজরে মলিন।
অরুণ নয়ান কপট অব রাখহ
প্রতিঅঙ্গে রতিরণ চিন॥
যত যত ভুবনে আছয়ে বর নাগরি
তা সম পুণবতি কোই।
পীতাম্বর তুয়া নাম মিটায়ল
নীলাম্বর করু তোই॥ ১॥

মাথুর বিরহ

শ্রীরাধার উক্তি

সুহই

না গুণিয়ে আপনার দুখ।
কথি রহু নাহ কুশলে যদি থাকই
তবহুঁ হৃদয়ে মঝু সুখ॥ ধ্রু॥
ঐছন আদর- বাদর নাগর
পাছে না পায়ই আন।
কি জানি কোমলতনু দুরবল হোয়ই
ইথে লাগি বিদরে পরাণ॥
ভবনে যশোমতি আদরে সিঞ্চই
রঙ্গি সখাগণ সঙ্গে।
কুঞ্জে সখীগণ কতহুঁ সমাদরে
সিঞ্চই শ্যাম সুঅঙ্গে॥

একে মধুপুর ক্রুর সব জনমন
কি রসে রিঝায়ব শ্যাম।
নীলাম্বর কহু কথি রহু নাগর
জপই তুহারি গুণগাম॥ ২॥

তথারাগ

গরবিনী গো হাম গরবিনী।
উর বিনু শেজ পরশ না জানি॥
সো অব ধূলি ধূসরি।
ছিলু যছু গরবিণী সো বিছুরি॥
অঞ্জন রঞ্জিত নাহ করে।
অব সে নয়ন মঝু সতত ঝরে॥
পিয় মুখে মঝু মুখ রহতহি জোই।
অব অবনত মুখ করতলে গোই॥
সুবদন চুম্বন অধরে সুচার।
চিন্তা চুম্বই অব অনিবার॥
পিয় উরে চন্দন কুমকুম দেল।
অব সে অঙ্গুলি মঝু দিন গণি গেল॥
গগনে চঢ়াই গিরায়লি হায়।
নাহি নীলাম্বর জীবন উপায়॥ ৩॥

তথারাগ

মঝু মনে হোয়ত আয়ব পিয় পুন
ব্রজজন লেহ না ছোড়।
কি জানি কি বিঘটনে হরি মধুপুরে রহু
মরমে মরমে রহু ভোর॥
সো মঝু নাগর রূপ গুণ আগর
নিজ সম বিনু নাহি ভুল।
পুরনাগরীগণ অনুমানে জানলুঁ
কুবরি সুন্দরী মূল॥
অকুরক গুণ নয়নে সব দেখলি
উহ পুর মাহ সুজান।
মাত তাত গুণ গোপ মুখে শুনলুঁ
তনয়ে করল পয়ণাম॥

উদ্ধব সুন্দর মধুপুর মাহরি
ভ্রমত যোগ গহি দূর।
সো হরি সঙ্গ রঙ্গি এক নায়ক
রহই না পারই পূর॥
দেখবি আয়ব চন্দবদন পিয়
গোকুলে বাড়ব রঙ্গ।
নীলাম্বর কহ শ্যাম চন্দপরি
রহি গেল কুবরি কলঙ্ক॥ ৪॥

দূতী গমন

তথারাগ

রাধা বর উর দুখ হেরি গুরুতর
সখীগণ নিরজনে মেল।
বসনে নয়ন মুছি যুকতি করত সব
সঙ্কট অতিশয় ভেল॥
রাই নিকট যদি হরিগুণ গায়ব
যছু গুণে পাষাণ মিলায়।
একে চির বিরহিণী ননী জিনি তনুখানি
ততহি পড়ব মুরছায়॥
শ্যামর মুরতি লিখি দরশায়ব
নিরখিতে জীবন যাব।
হরি হরি মরি মরি কি কহব কহ বেরি
কৈছে ছুটব মনতাপ॥
ললিতা নতমুখী মরম থির করি
সুযুগতি কহত ফুকারি।
রাই জিয়ায়বি মধুপুর মাহরি
সাজহ সঙ্গিনী নারী॥
তৈখনে সাজল রঙ্গিণী চতুরিণী
নীলাম্বর করি সাথ।
যাই মধুপুর পাই শুভ অবসর
হরি সঞে কহে নিজ বাত॥ ৫॥

তথারাগ

সহচরী মধুপুরী গেল।
সখীগণ আনন্দ ভেল॥
নিজ নিজ মন অনুরাগ।
মিলল রাইক আগ॥
যাই কহল ধনী পাশ।
তেজহ দারুণ হুতাশ॥
বদন হেরইতে তোর।
পরাণ কি আছয়ে মোর॥
সহচরী যুগল সুভাষ।
ভেজলু কানুকি পাশ॥
হরি লই আয়ব গেহ।
হৃদয় বাঁধি রহ থেহ॥
রাই পাকড়ি সখী পাণি।
বোলত সুমধুর বাণী॥
যব হাম সঙ্গিনী তোর।
তব কাঁহা বেদন মোর॥
তুঁহু বিনে হাম্নার বিহিত।
কো অছু কাহে পরতীত॥
যব মুঝে হরি কোরে দেব।
নীলাম্বর পদ সেব॥ ৬॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতী

তথারাগ

পুরপতি খেমহ যদি অপরাধ।
মঝু মুখে নয়ন পসারি শুনহ সব
কর জোরি কহ এক বাত॥
রূপে গুণে কুলে শীলে যতেক কলাবতী
গৌরী আরাধন কেল।
তুয়া তনু পাশ বাতাস না পাওল
নয়ন গোচর নাহি ভেল॥
রাধা রমণী শিরোমণি জীবন
পণ করি পাওল শ্যাম।
মধুপুরি পন্থ কুবরি না রাখলি
ঐছে কয়লি পরিণাম॥
ঝামর শ্যামর কোমল বিমল তনু
পাপিনী পরশনে হে।
ইহ কত রাজ বিভূষণ শোভন
তৈছে না শোভয়ে দে॥
ব্রজপুর বিনে তুহুঁ তুহুঁ বিনে ব্রজপুর
কবহুঁ না শোভয়ে শ্যাম।
নীলাম্বর অম্বর গলে করি কহু
চলহ গোকুল ধাম॥ ৭॥

তথারাগ

মাধব বুঝলুঁ মরমকি ভাব।
পুর নব প্রেম ভূরি সুখ সম্পদ
ছোড়ি বরজ নাহি যাব॥
সংপ্রতি পুরপতি ভূপতি মহামতি
তাঁহা কাহা পশুপতি ভান।
তালদল শৃঙ্গ বংশী মুরলী রব
ইহ কত রাজনিশান॥
তাঁহা নব পল্লব বল্লব বীজই
সুলভ বনফুল মাল।
ইহ চামর কত দাস ঢুলায়ত
ভূষিত মন্তি প্রবাল॥
কালিন্দী তট বট ছাহ নিকট বসি
নিজ তনু নিরখিতে নীরে।
হেম পরিযঙ্ক অট্টালিকা উপরি
ইহ কত জড়িত মুকুরে॥
আহীর রমণী যত নিরগুণী পরাধিনী
যতনে কাননে মেল।
ইহ পুরনারী স্বতন্তরী পথপরি
কুবরি হিয়া ভরি নেল॥
ভালে ভালে ইহ দশ দিবস বিরাজলি
গোকুল গতি ইতি কহনা।
সুখ ঘর ব্রজপুর আগি দেই আয়লি
দহতি নিরন্তর দহনা॥
পণ করি ব্রজপুরি হরি হাম আয়লুঁ
আনব গোকুল কান।
নহত শমনঘর গমন সরণি ইহ
নীলাম্বর পরমাণ॥ ৮॥

তথারাগ

ক তিল তিল আধ যো ধনী তুয়া বিনে
জীবন রাখিতে সন্দেহ।
া চির পরিহরি তুহুঁ আয়লি হরি
পুরে রহলি করি গেহ॥
রাহিনী তুহারি অবধি গণি অনুখণ
নখর লিখব ক্ষিতি খোই।
ঝামরি পাণি হানি উর পরি পুন পুন
পামরী পাঁতরে রোই॥
ধনী বহু কঠিনী অবহু জীউ রাখএ
হামারি গমন প্রতিআশ।
ভবন যাই ভণব যব ইহ সব
তৈখনে জীবন নৈরাশ॥
বিদগধ নাগর অন্তর কাতর
শুনইতে ঐছন বাণী।
নীলাম্বর হেরি আঁখিজলে পুরল
পুরুব লেহ হৃদি মানি॥ ৯॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

তথারাগ

লোচন তনুমন রাই পরশ বিনু
সকল বিফল করি মান।
দেই নিজ জীবন বিকায়লু তছু পায়ে
জানহ অনুচর কান॥
হাম পরদেশ পরাণ ধনী পাশহি
পিরীতি পাশ রহু বন্ধ।
তাহে করি বিরহি রহল হাম মধুপুরে
জানি ধরম মঝু মন্দ॥
তুঁহু আগুয়াই রাই পরবোধহ
চিরহি মিলব হাম।
তছু পদ পকড়ি এতহুঁ নিবেদবি
কহবি কহল মোহে শ্যাম॥
করি পরণাম গান করি হরিগুণ
হরষে চলল দুঁহু আলি।
যাহা সখীগণ সহ বৈঠল বিরহিণী
পৈঠল উপর অটালি॥
হরষ বদন দেখি কহত কমলমুখী
নাথ কি আয়ল গেহ।
সহচরী কর জোরি সবহু জানায়ল
কিঞ্চিৎ চিত কর থেহ॥
তুয়া নাম শুনইতে অতি উনমত ভেল
ছোড়ল অরু অভিলাষ।
নীলাম্বর কহে কালিক পরভাতে
হরি মীলব তুয়া পাশ॥ ১০॥

শ্রীরাধার উক্তি

তথারাগ

আজ্ দেখব মুখ প্রিয় মধু আয়ব
বিথারই মরম আনন্দ।
খীণ তনু কঞ্চুক বন্ধ টুটত ঘন
বাম নয়ন করু পন্দ॥
দেহপর চীর সুথির রহত নাহি
হাথকি দরপণ টুট।
অবহুঁ দশদিশ পরসন্ন হোয়ত
বিরহ ধুম গেই ছুট॥
কহি কহি এক সখী চলি আওব
কি করহ মুগধিনী রাই।
হরি আওল বলি ঘোষণা পড়ল পুর
চল চল দেখহ যাই॥
কি কহলি কাহু কি মধুপুর পরিহরি
আওল ব্রজপুর মাঝ।
অম্বর রতন ভূষণ সহ পুন
দেওব নিজ তনুসাজ॥
নীলাম্বর হেরি কহত কনক গোরী
চন্দ্রাবলী ঘর যাহ।
হাম লেই সঙ্গিণী সরণীপর ঠারব
তুহুঁ তঁহি মীলবি আহ॥ ১১॥

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন

তথারাগ

বন বনমালি বরজপুর আওল
বাওল সুমধুর ডঙ্কা।
শুনি সব লোক সুখনিধি নিমগন
দূরে গেও চিরদুখ শঙ্কা॥
হরি হরি ব্রজজন দুরদিন গেল।
যাকর লাগি আগি জ্বলু প্রতি ঘরে
তাকর দরশন ভেল॥
নন্দ যশোমতি রোহিণী সঙ্গতি
নিকসল ব্রজজন সঙ্গে।
দাম শ্রীদাম সুবল মধুমঙ্গল
ধাওল নিজ নিজ রঙ্গে॥
সরবে উচ্চ পুচ্ছ করি শিরোপরি
মিলল ধবলী হংসী।
পঙ্গু জরতী যতি জঙ্গম শিশুমতি
নিজ নিজ করম প্রশংসি॥
চন্দ্রাবলী সহ চন্দ্রবদনী ধনী
সঙ্গিনী চান্দকি মালা।
সো বর কানকি দিঠিজলে সিঞ্চই
দূর সঞে নিরখিতে গেলা॥
যশোমতি রোহিণী পদপঙ্কজরজ
দুহুঁ নত লেওল মাথে।
ব্রজপতি চরণে সো পুন লোটাইতে
মুখ চুম্বল ধরি হাতে॥
হসি হসি গলে গলে ' মিলল সুবদন
প্রিয়তম দাম সুদামে।
সুবল আলিঙ্গনে নয়ন নীর ঝরু
অরু মধুমঙ্গল ধামে॥
নিজ করপল্লব সঘনে ফিরাওয়ি
ধবলী হংসী দুহু পীঠে।
বিরহিণী নিকর সম্ভাষই মুহু মুহু
সজল দীঘল দুহ দীঠে॥
দেই জলধার লেই চলু যশোমতি
হরি হলধর দুটি ভাই।
নীলাম্বর কহে অব বিহি অবিমুখ
বরজে আনন্দ বাধাই॥ ১২॥

তথারাগ

রতন আসনে বসিল দুঁহু।
লোক সম্ভাষয়ে হাসিয়া লহু॥
আঁচরে বদন মুছয়ে দেবী।
দাস দাসী কত চরণ সেবি॥
শীতল সলিল করিল আগে।
বিবিধ মিঠাই করি দু ভাগে॥
মধুর বচনে মধুরে ডাকি।
আগে খাওয়াইল কমল আঁখি॥
সখাগণ মেলি ভোজন করে।
রোহিণী যশোদা তাহাই হেরে॥
যশোমতি করে উচিত রা।
আনন্দে অস্থির না ধরে গা॥

মুখ পাখালিল হেম কটোরি।
বাসিত তাম্বুল বদনে পূরি॥
আপন শয়ন আবাসে যাই।
শয়ন করল তহি মাধাই॥
বসন রতন ভূষণ হাতে।
রাই দূতী আসি নোয়াল মাথে॥
দেই দরশনি সংকেত কেল।
উচিত উত্তর নাগর দেল॥
নীলাম্বর কহে চরণ লাগি।
রাধা সহ যব মিটব আগি॥ ১৩॥

সখী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের করে রাধা-সমর্পণ

তুথারাগ

ধনী করে ধরি হরি সখি সম-অরপল
পাওলি আপন পরাণ।
অব তনু মন প্রাণ সবহু বিথারহ
চির থির নিরখ বয়ান॥
হরি হরি আজু করম অবিগুণ।
দুখ ঘর ব্রজপুর সুখ অব দেয়ব
মগন পুন বন উপজল দুন॥
ললিতা পাণি পরশি ধনী নিজ উরে
সুখ ক্রন্দনে কহু বাণী।
শুনরে পরাণনাথ বিছুরি নিরাশল
তুঁহু মুঝে দেয়লি আনি॥
হাম তোহে কাঁহা কা দেই তোষব
হরি সহ আপন দেল।
কর জোরি শিরে ধরি ললিতা সুন্দরী
অতি উলসিত মতি ভেল॥
হেরি কলাবতী ছোড়ি চলল সবে
বাহির কুঞ্জকুটীর।
সবজন পাছে পাছে সুখে নিকসল
নীলাম্বর গল চীর॥ ১৪॥

যুগল মিলন

তথারাগ

আদরে নাগর ধনীমুখ হেরইতে
অবনত মুখ করু রাই।
পরশিতে পাণি তরাসি ঘন উঠত
চঞ্চল চহুঁ দিশ চাই॥
সুন্দরী বিছুরল পূরবক কেল।
চির দুখে প্রিয় হেরি দুখ সুখ ভুলল
যৈছন নওল মেল॥
ভুজযুগ পাশে আগোরল নাগর
নিবিড় আলিঙ্গন দেল।
হরি তনু পরশে হরষে ধনী ভুলল
মনমথ উনমত ভেল॥
হসি হসি উলসি বয়ন শশি চুম্বই
চিবুকে স্বেদ উদবিন্দ।
উজোরল জ্যোতি পুলকে তনু পূরল
মাতল মদনকরীন্দ্র॥
হঠে হরি ধনীমুখ চুম্বই বেরি বেরি
নিরখে চির থির নয়নে।
পিরীতিক ভাষ হাস সহ বোলত
পৈঠল কুসুমক শয়নে॥
নিজ নিজ মন পণ দুঁহু পরিপূরল
মনমথ ভেল উদাস।
গুম্ফিত কুসুম নীলাম্বর করে ধরি
মীলল সখীগণ পাশ॥ ১৫॥

শ্রীরাধার উক্তি

তথারাগ

হরি তনু পরশি হরষি ধনী বৈঠল
আনন্দে দেহ না ধরই।
বেরি এক নিরখি জনম দুখ বিছুরল
নীরস কথন রসে কহই॥
শুন শুন সুন্দর শ্যাম।
রাই অভাগিনী ব্রজ মাহা আছয়ে
ভরমে লইতে কভু নাম॥
কত রস আগরি মধুপুর নাগরী
কুবরী যাকর নাম।
অন্তরে রিঝি সমঝি সুখে চিরদিন
কয়লি যাক লই ধাম॥

সো সব কাঁহা রহল অব কৈছনে
যাক তাক তুঁহু ভেল।
বচন বিভঙ্গি সু- শ্যাম চন্দ্রোপরি
কুবরি কারি রহি গেল॥

যাক হৃদি আবাসে নিবাসহ অনুখণ
প্রেম প্রহরী অব জাগি।
নীলাম্বর কহ রাইরে করহ কোরে
তব চিতে মীটব আগি॥ ১৬॥
[২৪০৪]

নীলকণ্ঠ

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

তথারাগ

পূজিতে ভানু বৃকভানুক নন্দিনী
কুসুম উঠাইতে চলিলা।
মনসুখে ভ্রমণ করত ধনী সব বন
সঙ্গে বিশাখিকা সরলা॥
সুকুসুম কুঞ্জে পুঞ্জ গুঞ্জাফল
ধনী মন বঞ্চল তায়।
নাগর রঙ্গিনী বঙ্ক নেহারই
সখী পয়ে কহত উঠায়॥
ঈষৎ হাসি তব কহতহি সহচরী
না যাইহ কুঞ্জকুটীরে।
অঞ্জন সুমন বরণ এক দেববর
অনুখণ ফিরত অধীরে॥
মৃগাধিনী বেরি বেরি বারহু তোয়।
অভিরূপ হেরি আকর্ষবে তোহে ধনী
ছুটাইতে না পারব কোয়॥
মৃগাধিনী কহত কি নাম কহ না মোহে
সহচরী কহত শ্রীকৃষ্ণ।
শুনইতে সকল ইন্দ্রিয়গণ ডুবল
বাড়ল দরশ সতৃষ্ণ॥
সখি গো কি নাম কহলি দেখি পুন
শুনি ঘুরল মধু দেহ।
নীলকণ্ঠ কহে কৃষ্ণ কলানিধি
মূরতি মনোহর সেহ॥ ১॥

সখীর উক্তি

তথারাগ

অবহি তুঁহু সুমনি ফেরি কাহে পুছসি
কি বুঝি রিঝলি শুনি নাম।
পুলকে পুষ্ট তনু নষ্ট ধৈর্য্য ধন
স্পষ্ট বুঝাওল কাম॥
সহচরী বোলে দোলে সব তনু মন
ভাব গোপত করি রাই।
কহে কাহে ঝুটমুট মোহে দোষসি সখি
পুছ না অতনুক ঠাঁই॥
নিজ জন হোই কাম তুয়া ঐছন
অলপে উঠায়সি বাদ।
নীলকণ্ঠ কহে কি তুঁহু ছাপায়বি
সতি তুয়া অন্তর সাধ॥ ২॥

দর্শনোৎকণ্ঠা

তথারাগ

সখী ভয়ে ভাব গোপত করি মৃগাধিনী
অন্তরে করই বিচার।
যাকর নামে মোহে সব কুলবতী
না জানি কৈছে রূপ তার॥
হরি হরি কি করব কাঁহা হাম যাব।
কুলবনিতা করি বিহি নিরমাওল
কৈছনে দরশন পাব॥

যো ইহ সঙ্গিনী সো পরিবাদিনী
অন্তর খোলব কায়।
যে হউ সে হউ হাম অবশি নিহারব
ইথে কুল রহু বরু যায়॥
মনমাহা ঐছে যুগতি করি কামিনী
নাম উদ্দীপন কাজে।
নীলকণ্ঠ সঞে কমল উঠাইতে
চলু ধনী কুণ্ডক মাঝে॥ ৩॥

সাদৃশ্য দর্শন

তথারাগ

পুজব অর্ক • তর্ক করি বিধুমুখী
সুখে পদ্ম তুলি যাই।
চীর সম্ভারি নীর মাহা পৈঠল
থির নহত মন তাই॥
করে করি কমলিনী নীল কমল এক
নীর সঞে উঠল তীর।
শ্যামনাম মধু হৃদয় মাতায়ল
টলবল চলত অধীর॥
কমলিনী ধীরে চলত নিজ গেহ।
ঘনে ঘনে তনু জ্যোতি পুলক বিথারই
ঘনে ঘনে চহু দিশে চাহ॥
নিজ গৃহে বৈঠল কমল শেজ পর
তনু সঞে চীব উতারি।
ছরম জানি সখি দেয়ত বদনপর
বাসিত সুশীতল বারি॥
কাঞ্চন লতি অতি চামর বীজই
মুখ হেরি মনে মনে বাঁচি।
বাধা তনু বনে মদন কি উয়ল
নীলকণ্ঠ কহে সাচি॥ ৪॥

ভাট মুখে রূপ এবং নাম শ্রবণ

তথারাগ

ভাটগণে মহারাজ নন্দভবন সঞে
আনল ঘোষ সমাজ।
অভিমন্যু ঘেরি সকল গোপগণ
বৈঠল করই সুসাজ॥
ভাটক নাম শুনি ধনী তুরিতহি
বৈঠল উপর অটালি।
আধ কবাট মোচন করি শুনত
সঙ্গী রঙ্গী সব আলি॥
সোই নন্দ যশ কহই কহত পুন
নন্দলাল গুণ গাহি।
নেহাল করল অতি মোহে ভূখন দেই
মগন হইলু রূপ চাহি॥
চিকণ শ্যাম বনফুল হার উরে
শিরে শিখণ্ডক শোহে।
চাঁচর চিকুব চূড় ফুলে মণ্ডিত
মদন মানস সেহ মোহে॥
নয়ন বিশাল মনসিজ লাগল
করগ বীজ জিনি দন্ত।
মৃদু মৃদু হাসি ভাষি তনু মোড়ই
ঘন ঘন দোলত ছলন্ত॥
শাল দোশাল বিশাল অংক পর
শির পর পেঁচ উঠায়।
দীঘল বাহুবর বামে মুরলীধর
পীত বসন ফড়কায়॥
শুনলুঁ হাম শ্রীকৃষ্ণ নাম তছু
সোই হরল মঝু চিত।
নীলকণ্ঠ কহে চির সঞে জানলুঁ
নাম রূপ কেবল পিরীত॥ ৫॥

কৃষ্ণনাম শ্রবণে

তথারাগ

থর থর কাঁপই নাম শ্রবণে ধনী
দর দর লোচনে নীর।
জর জর অন্তর স্মরশর লাগল
ভাগল আগল ধীর॥
লোর সমারি কোরে মুখ রাখত
হেরি বদন সখী চাহ।

যাকর নাম কহলি তুহুঁ মঝু পএ
তাকর রূপ শুনাহ॥
পিশুন বাণে বিকল মৃগী ঝুমত
তাহে জানি বাজল শেল।
তৈখনে রূপ সহ নাম শুনল ধনী
মরমে ভেদি রহি গেল॥
কাহে কি হবে কাঁহ থির নাহি মানত
নববয়া লাজুকিনী বালা।
নীলকণ্ঠ কহে মনে মনে জাগই
মোহন নাম রসালা॥ ৬॥

নামের প্রভাব

তথারাগ

প্রিয়সখী বদনে পুরবে ধনী শুনইতে
শ্রবণরসায়ন নাম।
ততহিঁ চিত নিজ হিত না মানল
জাগল অভিনব কাম॥
অব পুন ভাটক মুখে।
নাম অমিয়া সম যুবতি মনোরম
শুনি পুন পড়ল বিপাকে॥
প্রেমে অঙ্গ ভরু নয়নে নীর ঝরু
গদগদ কণ্ঠক রাব।
অনুমানে সকল সঙ্গিগণে জানল
নামক ইহ পরভাব॥
ললিতা ছল করি কহত কলাবতি
সজল নয়ন কথি লাগি।
নীলকণ্ঠ কহে কি তুহুঁ না জানসি
নাম মরমে রহু লাগি॥ ৭॥

বংশীধ্বনি শ্রবণ

তথারাগ

মদন ধূম তহি অন্তরে উয়ল
ধিকি ধিকি উঠ স্বরা তাত।
ছটফটি চীতে ত্বরিত উঠি চললহি
প্রিয় সহচরী করি সাথ॥
সুন্দরী অতি নিরজন অনুমানি।
বিশাখা সখী শাখা ধরি শশিমুখী
সখীস্থলী করল পয়ানি॥
ঐছন সময়ে নীপমূলে নায়র
বায়ল বিনোদিয়া বাঁশী।
খগ মৃগ শাখী নারী পুরুষ যত
সব চিত করল উদাসী॥
প্রেমমূলক ভরু থর থর কাঁপই
মুনিমানস ভুলি গেল।
অবুধিনী নারী মদনমদে মাতল
মানিনী মান ছোড়ি দেল॥
যমুনা নীর কঠিন সম হোয়ল
ক্ষিতি অতি পুলকিত হোই।
দরবল পাথর ভানু থকিত রহু
সবে সুধ বুধ সব খোই॥
চঞ্চল পবন আপন গতি বিছুরল
গাভীনয়নে বহে নীর।
খগগণ বদন চার সব গীরত
বাছুরি না পীযই ক্ষীর॥
মৃগীগণ মুখে কবল করি ধাওত
পথ ভুলি পড়লহি ফান্দে।
নীলকণ্ঠ কহে ফুল তেজি মধুকর
ধরণী গড়ি যাই কান্দে॥ ৮॥

[২৪১২]

বলরাম দাস

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ-গুণ-লীলা

তোড়ী

বিহরে আজু রসিকরাজ
গৌরচন্দ্র নদিয়া মাঝ
কঞ্জ কেশরপুঞ্জ উজোর
কনক রুচির কাঁতিয়া।
কোটি কাম রূপধাম
ভুবনমোহন লাবণি ঠাম
হেরত জগতযুবতি উমতি
ধৈরজ ধরম ঘাতিয়া॥
কিবা সে পূণিম শরদচন্দ-
কিরণদমন বদনছন্দ
কুন্দ-কুসুম নিন্দি সুষম
মঞ্জু দশন পাঁতিয়া।
বিম্ব অধরে মধুর হাস
বমই কতহিঁ অমিয়া রাশ
শুধই সীধু নিকর নিঝর
বচন ঐছন ভাতিয়া॥
মধুর বরজ বিপিনকুঞ্জ
মধুর পিরীতি আরতি পুঞ্জ
সোঙরি সোঙরি অধিক অবশ
মুগধ দিবস রাতিয়া।
ভাবে অবশ অলস ধন্দ
চলত ঢলত খলত মন্দ
পতিত কোর পড়ত ভোর
নিবিড় আনন্দে মাতিয়া॥
অরুণ নয়ানে করুণ চাই
সঘনে জপয়ে রাই রাই
নটত উমত লুঠত ভ্রমত
ফুটত মরম ছাতিয়া।
উত্তম মধ্যম অধম জীব
সবহুঁ প্রেম-অমিয়া পীব
তহিঁ বলরাম ঘণ্ডিত একলে
সাধু ঠামে অপরাধিয়া॥ ১॥

কামোদ

কলিযুগ-মত্ত-মতঙ্গজ-মরদনে
কুমতি-করিণি দূর গেল।
পামর দূরগত নাম-মোতি শত-
দাম কণ্ঠ ভরি দেল॥
অপরূপ গোর বিরাজ।
শ্রীনবদ্বীপ-নগর-গিরি-কন্দরে
উয়ল কেশরি-রাজ॥
সংকীর্ত্তন-রণ-হুঙ্কৃতি শুনইতে
দূরিত দীপি-গণ ভাগি।
ভয়ে আকুল অণিমাদি মৃগীকুল
পুণবত গরব তেয়াগি॥
যোগ যাগ কাম তীরথ বরত সম
শশ জম্বুকি জরি যাতি।
বলরাম দাস কহ অতয়ে সে জগমাহ
হরি-ধনি শবদ খেয়াতি॥ ২॥

---

২ (শ্রীগৌরাঙ্গের পদপ্রহারে) কলিযুগরূপ মত্ত হস্তী মর্দ্দিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে কুমতি করিণীও দূরে পলাইল। গৌরচন্দ্র হরিনামরূপ শত শত মুক্তার মালা যত দুর্গত পামরজনের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। অপরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। নবদ্বীপ নগর-রূপ পর্ব্বতকন্দরে যেন সিংহ-শ্রেষ্ঠ উদিত হইলেন। সংকীর্ত্তনের রণ-হুঙ্কার শুনিতেই পাপ-ব্যাঘ্রগণ দূরে পলাইল। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিরূপ হরিণী সকল পুণ্য-গর্ব্ব ত্যাগ করিয়া ভয়ে আকুল হইল। যোগ, যজ্ঞ, কামনাময় (অর্থাৎ কাম্যকর্ম্ম রূপ) তীর্থব্রতাদি শশক শৃগালের মত জরাজীর্ণ হইয়া গেল। বলরাম দাস বলিতেছেন এই জন্যই জগৎ-মাঝে হরিধ্বনির এত খ্যাতি।

মঙ্গল

হরি হরি মঙ্গল ভরল খিতিমণ্ডল
রসময় রতন পসার।
নিজ গুণকীর্ত্তন প্রেমরতন ধন
অনুখণ করু পরচার॥
নাচত নটবর গৌর কিশোর।
অনুখণ ভাবে বিভাবিত অন্তর
প্রেম-সুখের নাহি ওর॥
কুন্দন-কনয়-বিরাজিত কলেবর
বিহি সে করল নিরমাণ।
মনমথ মুরুছিত অঙ্গহি অঙ্গ কত
রূপ দেখি হরল গেয়ান॥
যাকর ভজন শিব চতুরানন
করু মনে মরম সন্ধান।
হেন নাম-হার যতন করি গাঁথই
পতিত জনেরে করে দান॥
অন্ধকারকূপহি মগন দেখি জীব
নবদ্বীপ পঁহু পরকাশ।
প্রেমরতনধন জগভরি বিতরণ
বঞ্চিত বলরাম দাস॥ ৩॥

শ্রীরাগ

অঞ্জলিতে লয়ে বারি করি আচমন।
কর্পূর তাম্বূলে করেন মুখের শোধন॥
মুখের শোধন করি সেই গৌরহরি।
সঙ্কীর্ত্তনের মাঝে যেয়ে নাচে ফিরি ফিরি॥
নাচেরে গৌরাঙ্গচান্দ সঙ্কীর্ত্তনের মাঝে।
সোণার নূপুর রাঙ্গা চরণে বিরাজে॥
বামে নাচে গদাধর দক্ষিণে মুকুন্দ।
সম্মুখেতে নাচয়ে শ্রীবাস নিত্যানন্দ॥
পূরবে পুরুষোত্তম পরম পণ্ডিত।
দক্ষিণে শ্রীরাম নাচে উত্তরে অদ্বৈত॥
অগ্নি কোণে অভিরাম মারুতে মুরারি।
ঈশানে ঈশান দাস নৈঋতে নরহরি॥
বেষ্টিত বৈষ্ণব সব কীর্ত্তন মণ্ডলে।
খোল করতাল বাজে ভাসে অশ্রুজলে॥
কোলাকুলি হুলাহুলি ভাবে নাহি ওর।
বলরাম দাস তাঁহি ভাবেতে বিভোর॥ ৪॥

শ্রীরাগ

বড় অবতার ভাই বড় অবতার।
পতিতেরে বিলাওল প্রেমের ভাণ্ডার॥
অতি অপরূপ দেখ গোরাচাঁদের লীলা।
রাজা হৈয়া কান্ধে করে বৈষ্ণবের দোলা॥
হেন অবতারের উপমা দিতে নারি।
সংকীর্ত্তন মাঝে নাচে কুলের বৌহারী॥
সর্ব্ব লোক ছাড়ে যারে অপরশ বলি।
দেবগণ মাগে এবে তার পদধূলি॥
যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম।
হেন অবতারে সে বঞ্চিত বলরাম॥ ৫॥

মঙ্গল

নাচত গৌর সুনাগর মণিয়া।
খঞ্জন গঞ্জন পদযুগ রঞ্জন
রনরনি মঞ্জির মঞ্জুল ধ্বনিয়া॥
সহজই কাঞ্চন কাঁতি কলেবর
হেরইতে জগ-জন-মন-মোহনিয়া।
তহিঁ কত কোটি মদনমন মুরছল
অরুণ-কিরণ কিয়ে অম্বর বনিয়া॥
রাই প্রেমভর গমন সুমন্থর
গর গর অন্তর পড়ই ধরণিয়া।
ঘন ঘন কম্প স্বেদ পুলকাবলি
ঘন ঘন হুংকার ঘন গরজনিয়া॥
ডগ মগ দেহ থেহ নাহি বান্ধই
দুহুঁ দিঠি মেহ সঘনে বরিখণিয়া।
প্রেমক সায়রে ভুবন মজাওই
লোচন কোণে করুণ নিরখণিয়া॥
ও রসে ভোর ওর নাহি পায়ই
পতিত কোরে ধরি লোর সেচনিয়া।
হরি হরি বোলি রোই কত বিলপই
বঞ্চিত বলরাম দিবস রজনিয়া॥ ৬॥

মল্লার কামোদ

গোবিন্দ মাধব শ্রীবাস রামানন্দে।
মুরারি মুকুন্দ মেলি গায় নিজবৃন্দে॥
শুনিয়া পুরবগণ উনমত হৈয়া।
কীর্ত্তন আনন্দে পহু পড়ে মুরছিয়া॥

কিয়ে অপরূপ কথা কহনে না যায়।
গোলোকের নাথ হৈয়া ধূলায় লোটায়॥
ভাবে গরগর চিত গদাধর দেখি।
কান্দিয়া আকুল পহু ছলছল আঁখি॥
শ্রীপাদ বলিয়া পহু ভূমে পড়ি কান্দে।
বুঝিয়া মরমকথা কান্দে নিত্যানন্দে॥
দেখিয়া ত্রিবিধ লোকে[১] কান্দে গোরা রসে।
এ সুখে বঞ্চিত ভেল বলরাম দাসে॥ ৭॥

শ্রীরাগ

কোথায় আছিল গোরা ভুবন সুন্দর।
ও রূপে মুগধ কৈল নদীয়া নগর॥
বান্ধিয়া চাঁচর কেশ দিয়া নানা ফুলে।
রঙ্গণ মালতী যূথী বান্ধুলী বকুলে॥
মধুলোভে মধুকর তাহে কত উড়ে।
ও রূপ দেখিতে প্রাণ নাহি রহে ধড়ে॥
চন্দনে লেপিত অঙ্গ কুম্‌কুম্‌ মিশালে।
আজানুলম্বিত ভুজ বনমালা গলে॥
মণি মুকুতার হার ঝলমল বুকে।
প্রতি অঙ্গে আভরণ বিজুরী চমকে॥
মন্থর চলনি গতি দুদিগে হেলনি।
অমিয়া উথলে কিবা গ্রীবার দোলনি॥
চলিতে মধুর নাদে নূপুর বাজে পায়।
বলরাম দাস বলে নিছনি যাঙ তায়॥ ৮॥

তোড়ী

গৌর মনোহর নাগর শেখর।
হেরইতে মুরছই অসীম কুসুমশর॥
কাঞ্চন রুচিতর রুচির কলেবর।
মুখ হেরি রোয়ত শরদসুধাকর॥
জিনি মদকুঞ্জর গতি অতি মন্থর।
অধর সুধারস মধুর হসিত ঝর॥
নিজ নাম মন্তর জপয়ে নিরন্তর।
ভাবে অবশ তনু গরগর অন্তর॥
হেরি গদাধর মুখ অতি কাতর।
রাই রাই করি পড়ই ধরণি পর॥
লোচন জলধর বরিখয়ে ঝরঝর।
মরমে ভরল খর বিষম বিরহজর॥
অতি রসে গরগর না চিনে আপন পর।
রোয়ত করে ধরি পতিত নীচতর॥
ও রসসাগরে মগন সুরাসুর।
বিন্দু না পরশল বলরাম দাস পর॥ ৯॥

তোড়ী

কুসুমে খচিত রতনে রচিত
চিকণ চিকুরবন্ধ।
মধুতে মুগধ সৌরভে লুবধ
খুবধ মধুপবৃন্দ॥
ললাট ফলক পটের তিলক
কুটিল অলকা সাজে।
তাণ্ডবে পণ্ডিত কুণ্ডলে মণ্ডিত
গণ্ডমণ্ডল রাজে॥
ও রূপ দেখিয়া সতী কুলবতী
ছাড়ল কুলের লাজ।
ধরম করম সরম ভরম
মাথাতে পড়িল বাজ॥
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে ভাঙর ভঙ্গিতে
অনঙ্গরঙ্গিত সঙ্গ।
মদনকদন হোয়ল সদন
জগতযুবতিঅঙ্গ॥
অধর বন্ধুক মাধবীকঅধিক
আধ মধুর হাসি।
বোলনি অলসে কলসে কলসে
বময়ে অমিয়ারাশি॥
কুন্দকদাম ঠামহি ঠাম
কুসুমসুষম পাঁতি।
ততহি লোলুপ মধুপী মধুপ
উড়িয়া পড়য়ে মাতি॥
হিরণ হীর বিজুরী থীর
শোহন মোহন দেহে।
অরুণ কিরণ- হরণ বসন
বরণে যুবতী মোহে॥

[১] ১। ত্রিবিধ লোক—ভক্ত, বিষয়ী এবং দুর্গত।

কাম চমক ঠাম ঠমক
কুন্দন কনক গোরা।
মত্ত সিন্ধুর- গমন মন্থর
হেরিয়া ভুবন ভোরা॥
কঞ্জচরণ খঞ্জনগঞ্জন
মঞ্জু মঞ্জীর ভাব।
ইন্দু নিন্দন নখর ছন্দন
বনি বলরাম দাস॥ ১০॥

কামোদ

নবদ্বীপ-গগনে উয়ল দিন রাতি।
ঘন-রসে সেচল থির চর জাতি॥
দেখ দেখ গৌর জলদ-অবতার।
বরিখয়ে প্রেম-অমিয়া অনিবার॥
তবধরি নিরসল দুরদিন ঘোর।
হরিরসে ডগমগ জগজন ভোর॥
নাচত উনমত ভকত-ময়ূর।
অভকত-ভেক রোয়ত জলে বুর॥
ভকতি-লতা তিন ভুবনে বেয়াপ।
উত্তম অধম প্রেমফল পাব॥
কীর্ত্তন-কুলিশে যোগ-বন জারি।
জ্ঞান বান্ধ ঘন-গরজে বিদারি॥
চিত-বিল নিকসল করম-ভুজঙ্গ।
নিরসল কলি-মদ-দহন-তরঙ্গ॥
তাপিত-চাতকী তিরপিত ভেল।
দশ দিশ সবহু নদি বহি গেল॥
ডুবল অবনি কাহু নাহি ঠাম।
সংসার অচলে রহু বলরাম॥ ১১॥

শ্রীরাগ

আবেশে অবশ অঙ্গ ধীরে ধীরে চলে।
ভাবভরে গর গর আঁখি নাহি মেলে॥
নাচে পহু রসিক সুজান।
যার গুণে দরবয়ে দারু পাষাণ॥
পুরব-চরিত যত পিরীতি-কাহিনী।
শুনি পহু মুরছিত লোটায় ধরণী॥
পতিত হেরিয়া কান্দে নাহি বান্ধে থীর।
কত শত ধারা বহে নয়নের নীর॥
পুলকে মণ্ডিত কিবা ভুজযুগ তুলি।
লুলিয়া লুলিয়া পড়ে হরি হরি বলি॥
কুলবতীর ঝুরে মন ঝুরে দুটি আঁখি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে বনের পশু পাখী॥
যার ভাবে গৃহ-বাসী ছাড়ে গৃহ-সুখ।
বলরাম দাস সবে একলে বিমুখ॥ ১২॥

ভাটিয়ারী

যত যত অবতার-সার।
ঘুষিতে রহিল আমার গোরা অবতার॥
ব্রহ্মার দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম নাম-ধন।
আচণ্ডালে দিয়া পহু ভরিল ভুবন॥
ম্লেচ্ছ পাষণ্ড আদি প্রেমের বন্যায়।
ডুবিল সকল লোক হাসে নাচে গায়॥
পশু পক্ষী ব্যাঘ্র মৃগ জলচরগণে।
হাসে কান্দে নাচে গায় করয়ে কীর্ত্তনে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ডুবিল গোরা-প্রেমে।
বঞ্চিত হইল একা দাস বলরামে॥ ১৩॥

১১ নবদ্বীপরূপ গগনে দিবারাত্রি সমানভাবে উদিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ জলধর করুণারূপ বারিবর্ষণে স্থাবর জঙ্গম সকলকেই সেচন করিলেন। গৌররূপ জলদ অবতারকে দেখ। অনিবার প্রেমামৃত বর্ষণ করিতেছেন। তখন হইতেই ঘোর দুর্দ্দিন অন্তর্হিত হইল। জগতের লোক হরি-রসে ডগমগ বিভোর হইয়া রহিল। উন্মত্ত ভক্ত ময়ূর নৃত্য করিতেছে। অভক্ত ভেক জলে ডুবিয়া কান্দিতেছে। (বারি সেচনে উৎফুল্লা) ভক্তি-লতা তিনভুবনে ব্যাপ্ত হইল। উত্তম অধম সকলেই প্রেমফল পাইতেছে (শ্রীগৌরাঙ্গ) রূপ মেঘ সংকীর্ত্তনরূপ বজ্রাঘাতে যোগবন ছারখার করিয়া জ্ঞানের বাঁধ ঘনগর্জ্জনে বিদীর্ণ করিয়া চিত্তবিলের কর্ম্মভুজঙ্গকে দূর করিয়া দিলেন। কলিমদ দহনের জ্বালা শান্ত হইল। তাপিত চাতকী (নদীয়া নাগরীগণ) তৃপ্তা হইল। দশ দিকে গৌর-করুণার নদী বহিয়া গেল। পৃথিবী ডুবিল কোথাও বাকী নাই। পদকর্ত্তা বলরাম কিন্তু সংসার-আসক্তি-রূপ পর্ব্বতের উপর বসিয়া রহিল।

সুহই

বরণ আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন
কার কোন দোষ নাহি মানে।
শিব আদি বিরিঞ্চির অগোচর প্রেমধন
যাচিয়া বিলায় জগজনে॥
করুণা সাগর মোর সব অবতার সার
দয়ার নিছনি লইয়া মরি।
কেবা জানে কিবা গুণ কিবা সে মাধুরী তার
প্রাণ কান্দে পাসরিতে নারি॥
পামর পাষণ্ড আদি দীন হীন খীণ জাতি
গুণ শুনি কান্দে জগজন।
অগেয়ান পশু পাখী তারা কান্দে ঝরে আঁখি
কি দিয়া বান্ধিল সভার মন॥
রাজা ছাড়ে রাজ্যভোগ যোগী ছাড়ে ধ্যান যোগ
জ্ঞানী কান্দে ছাড়ি জ্ঞানরস।
কেবা বলরাম হিয়া গড়িল পাষাণ দিয়া
হেন রস না কৈল পরশ॥ ১৪॥

শ্রীরাগ

সব অবতার সার গোরা অবতার।
এমন করুণা কভু না দেখিয়ে আর॥
দীন হীন অধম পতিত জনে জনে।
যাচিয়া যাচিয়া পহু দিলা প্রেম-ধনে॥
এমন দয়ার নিধি যেবা না ভজিল।
আপনার হাতে তুলি গরল খাইল॥
যে জন বঞ্চিত হৈল হেন অবতারে।
কোটি কলপে তার নাহিক উদ্ধারে॥
মুঞি সে অধম হেন পহু না ভজিয়া।
কহে বলরাম এবে মরিলু পুড়িয়া॥ ১৫॥

বিভাস

গোরা মোর পাতকী উদ্ধারে করুণায়ে।
বেদমুখে শুনি আমি পাতকী উদ্ধার তুমি
উদ্ধারিয়া রাখ নিজ পায়ে॥
রোগশোকময় গেহ বিষম সংসার এহ
পড়িয়া রহিনু মায়াজালে।
না দেখো করুণ জন যারে করো নিবেদন
উদ্ধার পাইব কত কালে॥
শরীরের মাঝে যত তারা হইল বৈরী মত
কেহ কারো নিষেধ না মানে।
দেখিয়া যমের ঘর বড়ই লাগয়ে ডর
হরি কথা না শুনিনু কানে॥
সাধু সঙ্গ না করিনু আপনি আপনা খাইনু
সদাই কুমতি সঙ্গদোষে।
দশনে ধরিয়া তৃণ করো এই নিবেদন
না বঞ্চিও বলরাম দাসে॥ ১৬॥

ভাটিয়ারী

ঠাকুর গৌরাঙ্গ নাচে নদীয়া নগরে।
শুনিয়া ত্রিবিধ লোক না রহিল ঘরে॥
হেমমণিআভরণ শ্রীঅঙ্গেতে সাজে।
চন্দনে লেপিত অঙ্গ ভক্তবৃন্দ মাঝে॥
চন্দ চন্দনে কিবা সুমেরু ভূষিত।
মালতীর মালে গলদেশ অলঙ্কৃত॥
আগে নাচে অদ্বৈত যার লাগি অবতার।
বাহিরে গৌরাঙ্গ নাচে আনন্দ সবার॥
নাচিতে নাচিতে গোরা যে না দিগে যায়।
লাখে লাখে দীপ জ্বলে কেহ হরি গায়॥
কুলবধূ সকল ছাড়িয়া হরি বলে।
প্রেমনদী বহে সবার নয়নের জলে॥
কুঞ্চিত কুন্তল বেড়ি মল্লিকার দাম।
তাহে ভ্রমরের মালা শোভা অভিরাম॥
কহে বলরাম বৃথা আইলুঁ ভুবনে।
না হেরিলুঁ হেনরূপ এ পাপ নয়নে॥ ১৭॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস

সিন্ধুড়া

নটবর রসিক রমণি-মনমোহন
কত শত বেশ বিলাস।
শ্যাম বরণ পর গৌর কলেবর
অখিল ভুবন পরকাশ॥
দেখ দেখ অদভুত পহুক বিলাস।
রঙ্গিণি-সঙ্গ-রঙ্গ-রস-রঙ্গিত
হেন জন করিল সন্ন্যাস॥

নায়রি-কুচ-তট-কুঙ্কুম-মণ্ডিত
বসন বেশ ধরু সাধে।
গৌরিক থোরি বদন-বিধু চুম্বন
হৃদয় গহন উনমাদে॥
তাকর গাঢ় আলিঙ্গন সঙ্গমে
পুলকিত অতি অবসাদে।
মনসিজ-সমরে পরাভব অন্তরে
তেঁ অতি করয়ে বিষাদে॥
মরকত-বরণ রতন-মণি-ভূষণ
তেজি অব তরু-তলে বাস।
লম্পট-গুরুবর কোন সিধি সাধয়ে
না বুঝই বলরাম দাস॥ ১৮॥

শ্রীগান্ধার

নিতাই করিয়া আগে যায় শচী অনুরাগে
সভে মেলি গেলা শান্তিপুরে।
মুড়াইয়া মাথার কেশ ধর্য়াছে সন্ন্যাসীর বেশ
দেখিয়া সভার মন ঝুরে॥
নদিয়ার ভোগ ছাড়ি মায়েরে অনাথা করি
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস।
ইহার লাগিয়া কত পড়াইলাম ভাগবত
এ কথা কহিব কার পাশ॥
কর জোড় করি আগে মায়ের চরণ যুগে
পড়িলেন দণ্ডবৎ হইয়া।
দুই হাত তুলি বুকে চুম্ব দিয়া চাঁদমুখে
কান্দে শচী গলায় ধরিয়া॥
এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়া দণ্ডধারি
ঘরে ঘরে খাও ভিক্ষা মাগি।
জিয়ন্তে থাকিতে মায় ইহা নাকি সহা যায়
কার বোলে হইলা বৈরাগি॥
গোরা চান্দের বৈরাগে ধরণি বিদার মাগে
আর তাহে শচীর করুণা।
কহে বলরাম দাস গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস
জগভরি রহল ঘোষণা॥ ১৯॥

ললিত

শ্রীবাস হরিদাস আদি যত ভক্তগণ।
তা সভারে লইয়া করো গিয়া সংকীর্ত্তন॥
মুরারি মুকুন্দ রাম আর যত দাস।
এ সব ছাড়ি কেনে লইলা সন্ন্যাস॥
যে করিলা সে করিলা চলরে ফিরিয়া।
পুন যজ্ঞসূত্র দিব ব্রাহ্মণ লইয়া॥
বলরাম দাস কহে হেন দিন হবো।
শ্রীবাস মন্দিরে আর কীর্ত্তন করিবো॥ ২০॥

ধানশী

নানা প্রকারে প্রভু মায়েরে বুঝায়।
অদ্বৈত ঘরণি সীতা শচীরে বৈসায়॥
শান্তিপুর ভরিয়া উঠিল জয়ধ্বনি।
অদ্বৈত আঙ্গিনায় নাচে গৌর গুণমণি॥
প্রেমে টলমল প্রভু স্থির নাহি চিতে।
নিতাই নাচিয়া ফিরে শ্রীচৈতন্য ভিতে॥
অদ্বৈত পসারি বাহু ফেরে কাছে কাছে।
আছাড় খাইয়া প্রভু ভূমে পড়ে পাছে॥
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ বোলে হরি হরি।
শান্তিপুর হইলা যেন নবদ্বীপপুরি॥
পুত্রের সন্ন্যাসী বেশ দেখি শচীমায়।
নয়নের জলে কিবা হিয়া ভাসি যায়॥
বুঝিয়া শচীর মন অবধূত রায়।
সংকীর্ত্তন সমাপিয়া প্রভুরে বৈসায়॥
এইরূপে দশদিন অদ্বৈতের ঘরে।
বিলাস ভোজন প্রভু আনন্দ অন্তরে॥
বলরাম দাস কহে কাতর হইয়া।
অদ্বৈতের এই আশা না দেই ছাড়িয়া॥ ২১॥

গান্ধার

পুরবে বাঁধল চূড়া এবে কেশহীন।
নটবরবেশ ছাড়ি পরিলা কৌপীন॥
গাভীদোহন ভাণ্ড ছিল বাম করে।
করঙ্গ ধরিলা গোরা সেই অনুসারে॥
ত্রেতায় ধরিল ধনু দ্বাপরেতে বাঁশী।
কলিযুগে দণ্ডধারি হইলা সন্ন্যাসী॥
বলরাম কহে শুন নদীয়ানিবাসী।
বলরাম অবধূত কানাই সন্ন্যাসী॥ ২২॥

কামোদ

ব্রজ নবদ্বীপ নীলগিরিপুর
তিনধামে পদ তিন আপি।
সংকীর্ত্তনময় ভাবরসবিগ্রহ
এ তিন ভুবন বেয়াপি॥
দেখ দেখ অপরূপ গৌরচরিত।
সো গোকুলপতি অব পরকাশল
পুন কিয়ে বামন রীত॥
নিরখি প্রতাপ প্রতাপরুদ্র বলী
তনু মন সরবস দেল।
জগাই মাধাই আদি অসুরাবলি
চরণে শরণ সব নেল॥
যছু পদ সঞে অদ্বৈত ভগীরথ
ভকতিগঙ্গা পরবাহ।
নিত্যানন্দ গিরিশ আশ দেই আনল
তেজি হিম মরত মাহ॥
যছু অবগাহনে অখিল ভকতগণে
বিলসই প্রেমআনন্দ।
পামর পতিত পরম পদ পায়ল
বঞ্চিত বলরাম মন্দ॥ ২৩॥

সুহই

হরি হরি গোরা কেনে কান্দে।
না জানি ঠেকিলা গোরা কার প্রেমফান্দে॥
তেজিয়া কালিন্দীতীর কদম্ববিলাস।
এবে সিন্ধুতীরে কেনে কিবা অভিলাষ॥
যে করিল শত কোটি গোপী সঙ্গে রাস।
এবে সে কান্দয়ে কেনে করিয়া সন্ন্যাস॥
যে আঁখিভঙ্গীতে কত অনঙ্গ মুরছে।
এবে কত শত ধারা বাহিয়া পড়িছে॥
যে মোহন চূড়াছাঁদে জগত মোহিত।
সে মস্তক কেশশূন্য অতি বিপরীত॥
পীত বাস ছাড়ি কেনে অরুণ বসন।
কালরূপ ছাড়ি কেনে গৌর বরণ॥
কহে বলরাম দাসে না জানি কারণ।
তাহার কারণ কিবা যাহার বরণ॥ ২৪॥

সিন্ধুড়া

রূপে কোটি কাম জিনি বিদগধ-শিরোমণি
গোলোকে বিহরে কুতূহলে।
ব্রজ-রাজ-নন্দন গোপিকার প্রাণ-ধন
কি লাগি লোটায় ভূমি-তলে॥
হরি হরি কি শেল রহিল মোর বুকে।
কি লাগি রসিকরাজ কান্দে সংকীর্ত্তন মাঝ
না বুঝিয়া মলুঁ মনো-দুখে॥
সঙ্গে বিলসই যার রাধা চন্দ্রাবলী আর
কত শত বরজ-কিশোরী।
এবে পহু কোন সুখে না দেখে নারীর মুখে
কি লাগি সন্ন্যাসী দণ্ডধারী॥
ছাড়ি নাগরালি-বেশ ভ্রমে পহু দেশ দেশ
পতিত চাহিয়া ঘরে ঘরে।
চিন্তামণি নিজ-গুণে উদ্ধারিলা জগ-জনে
বলরাম দাস রহু দূরে॥ ২৫॥

বরাড়ী

আপনার গুণ শুনি আপনা পাসরে।
অরুণ অম্বর খসে তাহা না সম্বরে॥

---

২৩ শ্রীবৃন্দাবন, নবদ্বীপ এবং পুরুষোত্তম এই তিন ধামে চরণার্পণ করিযা সংকীর্ত্তনময ভাবরসবিগ্রহ ত্রিভুবন ব্যাপিয়া বিরাজ করিলেন। অপরূপ গৌরচরিত দেখ, সেই গোকুলপতি কি এখন পুনরায় বামন অবতারের রীতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার প্রতাপ দেখিয়া মহাবলী প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে তনুমন সর্ব্বস্ব দান করিলেন। জগাই মাধাই আদি অসুরগণ সকলেই তাঁহার চরণে শরণ লইলেন। যাঁহার শ্রীচরণ হইতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ভগীরথের মত ভক্তিরূপ গঙ্গাপ্রবাহ বহাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ মহাদেবের মত আশা দিয়া সেই সুরধুনীকে হিমাচল ত্যাগ করাইয়া মর্ত্ত্যের মাঝে আনয়ন করিলেন। (মহাদেব যেমন গঙ্গাপ্রবাহ শিরে ধারণ করিয়াছিলেন, শ্রীপাদ নিত্যানন্দও তেমনই ভক্তিরূপা সুরধুনীকে মাথায় করিয়া জগতে বিলাইয়া বেড়াইলেন)। যে প্রবাহে অবগাহন পূর্ব্বক অখিল ভুবনের ভক্তগণ প্রেমানন্দে বিলাস করিতেছেন, যে গঙ্গায় স্নান করিয়া পতিত পামরগণ পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন, মন্দ বলরাম দাস তাহাতে বঞ্চিত হইলেন।

নাহি দিগ বিদিগ নাহি নিজ পর।
ধরিয়া ধরিয়া কান্দে পতিত পামর॥
শ্রীপাদ বলিয়া পহু কান্দে উচ্চ স্বরে।
কত শত ধারা বহে নয়ন-কমলে॥
কান্দিয়া কান্দিয়া পহু মাগে পদধূলি।
ভূমে পড়ি কান্দে নিতাই ভাইয়া ভাইয়া বলি॥
প্রিয় গদাধর কান্দে রায় রামানন্দে।
দেখিয়া গৌরাঙ্গ-মুখ থির নাহি বান্ধে॥
কান্দে বাসু শ্রীবাস মুকুন্দ মুরারি।
আনন্দে চলয়ে যত বাল বৃদ্ধ নারী॥
হেন অবতার ভাই কোথাও না দেখি।
ভুবন মগন সুখে কান্দে পশু পাখী॥
অন্ধ বধির জড় সভে আনন্দিত।
বলরাম দাস সবে এ রসে বঞ্চিত॥ ২৬॥

বরাড়ী

পূরবে গোপত কৈলা বরজ সমাজে।
এবে তাঁহা বিলাইলা সঙ্কীর্ত্তন মাঝে॥
কেন হেন কৈলা গৌর কেন হেন কৈলা।
কুলবধূ সনে প্রেম তাহা প্রকাশিলা॥
যত যত প্রিয়জন না কহিলা কারে।
যাচিয়া যাচিয়া এবে দিলা সভাকারে॥
উত্তম জনারে কহি না পূরল সাধ।
জগভরি গাওয়াইলা নিজ পরিবাদ॥
জগতের যত জন এই রসে ভাসে।
না বুঝল বলরাম করমের দোষে॥ ২৭॥

শ্রীনিত্যানন্দ বর্ণনা

এক

ধানশী

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
মথিয়া সকল তন্ত্র হরি নাম মহামন্ত্র
করে ধরি জীবেরে বুঝায়॥
অচ্যুত-অগ্রজ নাম ভুবনেতে অনুপাম
সুরধুনী তীরে কৈলা থানা।
হাট করি পরবন্ধ রাজা হৈলা নিত্যানন্দ
পাষণ্ড দলন বীর বানা॥

পসারি শ্রীবিশ্বম্ভর সঙ্গে লয়ে গদাধর
আচার্য্য চতুরে বিকিকিনি।
গৌরীদাস হাসি হাসি রাজার নিকটে বসি
হাটের মহিমা কিছু শুনি॥
পাত্র রামাই লৈয়া রাজ আজ্ঞা ফিরাইয়া
কোটাল হইল হরিদাস।
কৃষ্ণদাস হইল দ্বারি কেহ যাইতে নারে ভাঁড়ি
লেখয়ে পড়য়ে শ্রীবাস॥
বলরাম দাসে বলে অবতার কলিকালে
জগাই মাধাই হাটে আসি।
ভাণ্ড হাতে ধনঞ্জয় ভিক্ষা মাগিয়া লয়
হাটে হাটে ফিরয়ে তপাসি॥ ২৮॥

দুই

গান্ধার

অনুখন অরুণ নয়ন ঘন ঘূরত
ঢরকত লোর বিথার।
কিয়ে ঘন করুণ বরুণালয় সঞ্চরু
অমিয়া বরিখে অনিবার॥
নাচত রে নিতাই বর চাঁদ।
সিঞ্চই প্রেম- সুধা রস জগজনে
অদভুত নটন সুছাঁদ॥
পদতল-তাল খলিত মণি-মঞ্জীর
চলতহি টলমল অঙ্গ।
মেরু-শিখর কিয়ে তনু অনুপাম রে
ঝলমল ভাব-তরঙ্গ॥
রোয়ত হসত চলত গতি মন্থর
হরি বলি মুরছি বিভোর।
খেনে খেনে গৌর গৌর বলি ধাবই
আনন্দে গরজত ঘোর॥
পামর পঙ্গু অন্ধ জড় আতুর
দীন অবধি নাহি মান।
অবিরত দুর্লভ প্রেম রতন ধন
যাচি জগতে করু দান॥
অযাচিত-রূপে প্রেম-ধন বিতরণে
নিখিল তাপ দূরে গেল।
দীনহীন সবহু মনোরথ পূরল
অবলা উনমত ভেল॥

ঐছন করুণ নয়ন অবলোকনে
কাহু না রহ দূরদিন।
বলরাম দাস কাহে ভেল বঞ্চিত
দারুণ হৃদয় কঠিন॥ ২৯॥

তিন

মঙ্গল

গজেন্দ্র-গমনে যায় সকরুণ-দিঠে চায়
পদ-ভরে মহী টলমল।
চলে মত্ত-সিংহ জিনি কম্পমান মেদিনী
পাষণ্ডীগণ শুনিয়া বিকল॥
আওত অবধৌত করুণার সিন্ধু।
প্রেমে গরগর মন করে হরি-সংকীর্ত্তন
পতিত-পাবন দীন-বন্ধু॥
হুঙ্কার করিয়া চলে অচল সচল নড়ে
প্রেমে ভাসে অমর-সমাজে।
সহচরগণ সঙ্গে বিবিধ খেলন-রঙ্গে
অলখিতে করে সব কাজে॥
শেষ-শায়ী সঙ্কর্ষণ অবতারী নারায়ণ
যার অংশ-কলায় গণন।
কৃপা-সিন্ধু ভক্তি-দাতা জগতের হিত-কর্ত্তা
সেই রাম রোহিণী-নন্দন॥
(যার) লীলা লাবণ্যধাম আগমে নিগমে গান
যার রূপ মদনমোহন।
এবে অকিঞ্চন বেশে ফিরে পহু দেশে দেশে
উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন॥
ব্রজের বৈদগ্ধি-সার যত যত লীলা আর
পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরাম দাসে কয় মনোরথ সিদ্ধি হয়
ভজ ভজ শ্রীপাদচরণ॥৩০॥

চার

কল্যাণী

রূপে গুণে অনুপমা লক্ষ্মী-কোটি-মনোরমা
ব্রজবধূ অযুতে অযুত।
রাসকেলি রসসঙ্গে বিহরে যাহার সঙ্গে
সো পহু কি লাগি অবধূত॥

হরি হরি এ দুখ কহিব কার আগে।
সকল নাগর-গুরু রসের কলপতরু
সে বা কেন ফিরয়ে বৈরাগে॥
সঙ্কর্ষণ শেষ যার অংশ কলা অবতার
অনুখণ গোলোকে বিরাজে।
কৃষ্ণের অগ্রজ নাম মহাপ্রভু বলরাম
কেন নিতাই সংকীর্ত্তন মাঝে॥
শিববিহি অগোচর আগম নিগম পর
কলিযুগে শ্রীনিত্যানন্দ।
গৌররসে নিমগন করাইল জনে জন
দূরে রহু বলরাম মন্দ॥ ৩১॥

শ্রীগৌরাঙ্গের উক্তি

পাঁচ

বরাড়ী

বিরলে নিতাই পাঞা হাতে ধরি বসাইয়া
মধুর কথা কন ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হৈয়া হরিনাম লওয়াও গিয়া
যাও নিতাই সুরধুনী তীরে॥
নামপ্রেম বিতরিতে অদ্বৈতের হুঙ্কারেতে
অবতীর্ণ হইনু ধরায়।
তারিতে কলির জীব করিতে তাদের শিব
তুমি মোর প্রধান সহায়॥
নীলাচল উদ্ধারিয়া কৃষ্ণদাসে সঙ্গে লৈয়া
দক্ষিণদেশেতে যাব আমি।
শ্রীগৌড়মণ্ডল ভার লৈয়া কর নাম প্রচার
ত্বরা নিতাই যাও তথা তুমি॥
মো হৈতে না হবে যাহা তুমি ত পারিবে তাহা
প্রেমদাতা পরম দয়াল।
বলরাম কহে পহু দোহাঁর সমান দুহু
তার মোরে আমি ত কাঙ্গাল॥ ৩২॥

ছয়

বরাড়ী

প্রভু কহে নিত্যানন্দ সব জীব হৈল অন্ধ
কেহো ত না লয় হরিনাম।

এক নিবেদন তোরে নয়ানে দেখিবে যারে
কৃপা করি লওয়াইবে নাম॥
কৃতপাপী দুরাচার নিন্দুক পাষণ্ড আর
কেহো যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয় জীবে যেন নাহি রয়
সুখে যেন হরিনাম লয়॥
কুমতি তার্কিক জন পড়ুয়া অধমগণ
জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।
কৃষ্ণপ্রেম দান করি বালক পুরুষ নারী
খণ্ডাইহ সবাকার দুখ॥
সংকীর্ত্তন প্রেমরসে ভাসাইহ গৌড় দেশে
পূর্ণ কর সভাকার আশ।
হেন কৃপাঅবতারে উদ্ধার নহিল যারে
কি করিবে বলরাম দাস॥ ৩৩॥

শ্রীঅদ্বৈত বর্ণনা

ভাটিয়ারী

বন্দিব অদ্বৈত শিরে যে আনিলা গঙ্গাতীরে
মহাপ্রভু অবনী মাঝার।
নন্দের নন্দন যেই শচীর নন্দন সেই
নিত্যানন্দ রায় সখা যার॥
প্রভু মোর অদ্বৈত গোসাঞি।
উত্তম অধম জনে তরাইলা ভক্তিদানে
এমন দয়াল দাতা নাই॥
উত্তম অধম মেলি করাইলা কোলাকুলি
অন্ধ বধির যত আছে।
পঙ্গুয়া চলিল ধাঞা হরি হরি বোলাইয়া
দু বাহু তুলিয়া তারা নাচে॥
প্রেমের বন্যা নিতাই হৈতে অদ্বৈত তরঙ্গ তাতে
চৈতন্য-বাতাসে উথলিল।
আকাশে লাগিল ঢেউ বাধা দিতে নাহি কেউ
সপ্ত পাতাল ভেদি গেল॥
ডুবিল যে নাগলোক নরলোক সুরলোক
গোলোক ভরিল প্রেমবন্যা।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ হাসে কেহ ধায়
বিশেষে ধরণী হৈল ধন্যা॥
হেন লীলা করে যেই অদ্বৈত আচার্য্য সেই
অনন্ত অপার রস-ধাম।
এমন প্রেমের বন্যা স্থাবর জঙ্গম ধন্যা
বঞ্চিত হইল বলরাম॥ ৩৪॥

সুহই

ভাবের আবেশে বহু সীতাপতি মোর পহুঁ
যোগাসনে বসিয়া আছিলা।
হঠাৎ কি ভাব মনে হুহুঙ্কার গরজনে
অকস্মাৎ উঠি দাঁড়াইলা॥
আনিয়াছি আনিয়াছি অবনীমণ্ডলী।
জগত তারিবে যেই নদীয়া উদয় সেই
ইহা বলি নাচে বাহু তুলি॥
তাঁহার উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূকম্পন হইল মর্ত্ত্যে
ধরণী ধরিতে নারে ভার।
শান্তিপুরনাথ সঙ্গে নরনারী নাচে রঙ্গে
যেন ভেল আনন্দবাজার॥
অদ্বৈতের হুহুঙ্কারে সপ্ত স্বর্গ ভেদ কৈরে
পরব্যোমে লাগিল ঝঙ্কার।
মহাপ্রভু-আগমন জানিলেক ত্রিভুবন
বলরামের আনন্দ অপার॥ ৩৫॥

শ্রীরূপাদির গ্রন্থ

তথারাগ

রূপ সনাতন সঙ্গে শ্রীজীবগোসাঞি।
কত ভক্তিগ্রন্থ কৈল লেখাজোখা নাই॥
মনের বাসনা আত্মশুদ্ধির কারণ।
কতিপয় গ্রন্থনাম করিব কীর্ত্তন॥
গোপাল বিরুদাবলী কৃষ্ণপদচিহ্ন।
শ্রীমাধবমহোৎসব রাধাপদচিহ্ন॥
শ্রীগোপাল চম্পূ আর রসামৃত শেষ।
কৃপাম্বুধিস্তব ষট সন্দর্ভ বিশেষ॥
সূত্রমালা ধাতুসংগ্রহ কৃষ্ণার্চ্চন।
সঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ হরিনামব্যাকরণ॥
লিখিলা নিখিল গ্রন্থ কত কৈব নাম।
খুলিলা ভক্তির দ্বার কহে বলরাম॥ ৩৬॥

নন্দোৎসব

কামোদ

নন্দসুত হেরি যশোমতী রোহিণী
আনন্দ করত বাধাই।
হেরিয়া গোপগণ সভে আনন্দিত মন
নন্দমহলে ধাওয়া ধাই॥
কোথা গেল নন্দরাজ ফেলিয়া সকল কাজ
দেখসিয়া পুত্রের বদন।
নীল বরণ শশী উদয় করিল আসি
দেখি কর সফল জীবন॥
এত বলি নন্দরাণী সুতিকা দুয়ারে আনি
দেখাইছে সভারে ডাকিয়া।
আনন্দে মাতিল কায় শুনি যত গোপ ধায়
আশীর্ব্বাদে দুবাহু তুলিয়া॥
কেহ বা আনন্দচিতে গান করে নানা গীতে
কোন গোপ করে জয়ধ্বনি।
কেহ বলে শুন ভাই হেন রূপ দেখি নাই
কোটি চান্দ মুখের বলনি॥
কোন গোপ ধায়্যা গিয়া দধি দুগ্ধ ঘৃত লয়্যা
উতারয়ে নন্দের ভবনে।
দুজনে দুজন মেলি বাহুযুদ্ধ ফেলাফেলি
কোন গোপ করয়ে নর্ত্তনে॥
গোপ গোপী এক মেলি জয় জয় হুলাহুলি
বাল বৃদ্ধ যুবা সভে ধায়।
নন্দের ভবনে গিয়া ফিরে সভে নাচিয়া
বলরাম দাস গুণ গায়॥ ৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

বিভাস

রজনী প্রভাতে উঠি নন্দের গৃহিণী।
দধির মন্থন করে তুলিতে নবনী॥
নিদ্রাগত ছিল কৃষ্ণ শয়ন মন্দিরে।
নিদ্রাভঙ্গ হইল বৈসে পালঙ্ক উপরে॥
আমার হয়েছে ক্ষুধা শুন গো জননী।
স্তন্য কিম্বা দেহ মোরে খাইতে নবনী॥
মা মা বলিয়া তবে বাহিরে আইলা।
কি খাব বলিয়া কৃষ্ণ কাঁদিতে লাগিলা॥
দেহ দেহ ননী দেহ বলে বারম্বার।
ক্ষুধায় ব্যাকুল প্রাণ হইল আমার॥
এত বলি দুত ধরে মথনের দণ্ড।
ভাঙ্গিয়ে ফেলিব এই ঘৃত আছে ভাণ্ড॥
বলরাম দাসে কহে শুন নীলমণি।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর দিব রে নবনী॥ ৩৮॥

মায়ুরা

দধিমন্থধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতী হেরি মুখ পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে চান্দবয়ান॥
কহে শুন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীরননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনীলোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে॥
রাণী দিল পুরি কর খাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল তায়।
খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায়॥
নন্দদুলাল নাচে ভালি।
ছাড়িল মন্থনদণ্ড উথলিল মহানন্দ
সঘনে দেয় করতালি॥
দেখ দেখ রোহিণী গদগদ কহে রাণী
যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর।
বলরাম দাসে কয় রোহিণী আনন্দময়
দুহু ভেল প্রেমে বিভোর॥ ৩৯॥

শ্রীযশোদার উক্তি

তোড়ী

আমি কিছু নাহি জানি ভাঙ্গিয়াছে ক্ষীর ননী
তোমারে শুধাই তার কথা।
না দেখি গোকুল চান্দ কেমন করয়ে প্রাণ
বলনা গোপাল পাব কোথা॥
আমি কি এমন জানি কোলে করি যাদুমণি
যাদুরে করাই স্তন পান।

মোরে বাঁধি বিড়ম্বিল   গোরস উথলি গেল
তা দেখি ধরিতে নারি প্রাণ ॥
গোপাল না লৈনু কোলে   ভুলিনু রোহিণী বোলে
সে কোপে কোপিত যাদুমণি।
কোপিত নয়ান কোণে   চাইয়াছিল আমা পানে
আমি কি এমন হবে জানি ॥
তোমরা করিছ খেলা   গোপাল কোথায় গেলা
দৃঢ় করি বল এক বোল।
বলরাম দাস বলে   আকুল হইলা সভে
রাখালের মাঝে উতরোল ॥ ৪০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

আহিরী

দাঁড়াইয়া নন্দের আগে   গোপাল কান্দে অনুরাগে
বুক বাহিয়া পড়ে ধারা।
না থাকিব তোমার ঘরে   অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া বলে ননিচোরা ॥
ধরিয়া যুগল করে   বাঁধিয়া ছান্দনডোরে
বাঁধে রাণী নবনী লাগিয়া।
আহীর রমণী হাসে   দাঁড়াইয়া চারি পাশে
হয় নয় দেখ সুধাইয়া ॥
অন্যের ছাওয়াল যত   তারা ননি খায় কত
মা হইয়া কেবা বান্ধে করে।
যে বল সে বল মোরে   না থাকিব তোর ঘরে
এ না দুঃখ সহিতে কে পারে ॥
বলাই খায়্যাছে ননি   মিছা চোর বলে রাণী
ভাল মন্দ না করি বিচার।
সঙ্গের সঙ্গীরে পাইয়া   মারিতে আসেন ধাইয়া
শিশু বলি দয়া নাহি তার ॥
অঙ্গদ বলয় তাড়   আর যত অলঙ্কার
আর মণিমুকুতার হার।
সকল খসায়্যা লহ   আমারে বিদায় দেহ
এ দুঃখে যমুনা হব পার ॥
বলরাম দাসে কয়   এই কর্ম্ম ভাল নয়
ধাইয়া গোপাল কর কোরে।
যশোদা আসিয়া কাছে   গোপালের মুখ মুছে
অপরাধ ক্ষমা কর মোরে ॥ ৪১ ॥

গোষ্ঠলীলা

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ভাটিয়ারী

গোঠে আমি যাব মা গো গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব ॥
চূড়া বান্ধি দে গো মা মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়াইয়া রাজপথে ॥
পীতধড়া দে গো মা গলায় দেহ মালা।
মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা ॥
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতী।
সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি ॥
অঙ্গে বিভূষিত কৈল রতন-ভূষণ।
কটিতে কিঙ্কিণী ধটী পীত বসন ॥
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি।
পুষ্প গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ চূড়ার টালনি ॥
চরণে নূপুর দিলা তিলক কপালে।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ রত্ন-হার গলে ॥
বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রাণী।
নেহারে গোপালের মুখ কাতর পরাণি ॥ ৪২ ॥

শ্রীযশোদার উক্তি

সিন্ধুড়া

শ্রীদাম সুদাম দাম   শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতিদূর   নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে ॥
সখাগণ আগেপাছে   গোপালে করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে   রাঙ্গা পায় যদি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন ॥
নিকটে গোধন রেখো   মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো
ঘরে থাকি যেন রব শুনি।
বিহি কৈলা গোপজাতি   গোধনপালনবৃত্তি
তেঁঞি বনে পাঠাই যাছনি ॥
বলরামদাসের বাণী   শুন ওগো নন্দরাণী
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।

চরণের বাধা লৈয়া দিব আমি যোগাইয়া
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয় ॥ ৪৩ ॥

ধানশী

জানিল গোঠেরে আজি যাবে নীলমণি।
মনের সাধে করে বেশ যশোদা রোহিণী॥
কপালে রচিঞা দিল চন্দনের রেখা।
চূড়াটি বান্ধিঞা দিল ময়ূরের পাখা॥
শ্যাম অঙ্গে বিরাজিত ধাতু প্রবাল।
ঝলমল করে মণিমুকুতার মাল॥
কাছিঞা পরাএ পীত ধটি কটি মাঝে।
দুগাছি নূপুর দিল চরণ পঙ্কজে॥
না চলিতে চুয়ে ঘাম শ্রীমুখকমলে।
পুন পুন মোছে রাণী নেতের আঁচলে॥
বলরাম দাস কহে রাম পানে চাঞা।
কানুরে সোঁপিঞা দিল মুখে চুম্ব দিঞা॥ ৪৪ ॥

শ্রীরাগ

গোপালে সাজাইতে নন্দরাণী না পারিল।
যতনে কানাইএর চূড়া বলাই বান্ধিল॥
অঙ্গদ বলয়া হার শোভিয়াছে ভাল।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে গলে গুঞ্জাহার॥
পীত ধড়া আঁটিয়া পরায় কটিতটে।
বেত্র মুরলী হাতে শিঙ্গা দোলে পিঠে॥
ললাটে তিলক দিল শ্রীদাম আসিয়া।
নূপুর পরায় রাঙ্গা চরণ ধরিয়া॥
বলরাম দাসে বোলে কান্দিতে কান্দিতে।
অমনি রহিল রাণী বদন হেরিতে॥ ৪৫ ॥

ভাটিয়ারী

হের আরে বলরাম হাত দে মায়ের মাথে।
দেহ রাখিয়া প্রাণ দিলাম তোমার হাতে॥
আর এক কথা বলি শুন হলধর।
যশোদা নন্দন বলি না ভাবিহ পর॥
দূরে না লইহ ধেনু চরাইয় বাছুরি।
জোরে শিঙ্গা রব দিহ পরাণে না মরি॥
দণ্ডে দশবার খায় তার নাহি লেখা।
নবনী লোভিত গোপাল পাছে আইসে একা॥
বলরাম দাসে কয় রাম সঙ্গে যাবে।
নয়ান গোচরে বাছায় সদাই রাখিবে॥ ৪৬ ॥

গোষ্ঠ যাত্রা

বিহাগড়া

নটবর নব কিশোর রায়
রহিয়া রহিয়া যায় গো।
ঠমকি ঠমকি চলত রঙ্গে
ধূলি ধূসর শ্যাম অঙ্গে
হৈ হৈ হৈ বোলত ঘন
মধুর মুরলী বায় গো॥
নীল কমল বদন চান্দ
ভাঙর ভঙ্গিম মদন ফান্দ
কুটিল অলকা তিলক ভাল
কলিত ললিত তায় গো।
চূড়ে বরিহা গোকুলচন্দ
পবন বহয়ে মন্দ মন্দ
মধুকর মন হয়ে বিভোর
নিরখি নিরখি ধায় গো॥
নয়ানে সঘনে উলটি উলটি
হেরি হেরি পালটি পালটি
গোরী গোরী থোরি থোরি
আন নাহিক ভায় গো।
বলরাম দাস করত আশ
রাখাল সঙ্গে সতত বাস
বেত্র মুরলী লইয়ে খুরলি
সঙ্গে সঙ্গে যায় গো॥ ৪৭ ॥

রাখালগণের খেলা

ভাটিয়ারী

রাম কানু দুভাই দুদিকে দাঁড়াইল।
দুজনে সমান খেলু বাঁটিয়া লইল॥
সুবল কানায়ের দিকে নাচিতে লাগিল।
শ্রীদাম সুদাম বলাইএর দিকে হৈল॥
দুভাই সমান খেলু বাঁটিয়া লইল।
হারিলে চড়িব কান্ধে এই পণ কৈল॥

আজুকার খেলাতে ভাই যে জন হারিবে।
কান্ধে করি বংশীবটে রাখিয়া আসিবে॥
সাতলি ভাঙ্গিতে নারে ভেয়ারে কানাই।
আপনি সাতলি ভাঙ্গি জিতল বলাই॥
বলরাম দাসে কয় শুন প্রাণ কানু।
কান্ধে করি লয়ে চল চরে যেথা ধেনু॥ ৪৮॥

ধানশী

আজু কানাই হারিল দেখ বিনোদ খেলায়।
শ্রীদামে করিয়া কান্ধে বসন আঁটিয়া বান্ধে
বংশীবটের তলে লইয়া যায়॥
সুবল বলাই লৈয়া চলিতে না পারে ধাইয়া
শ্রমজলধারা বহে অঙ্গে।
এখন খেলিব যবে হইব বলাইর দিগে
আর না খেলিব কানুর সঙ্গে॥
কানাই না জিতে কভু জিতিলে হারয়ে তভু
হারিলে জিতয়ে বলরাম।
খেলিয়া বলাইর সঙ্গে চড়িব কানাইর কান্ধে
নহে কান্ধে নিব ঘনশ্যাম॥
মত্ত বলাইচান্দে কে করিতে পারে কান্ধে
খেলিতে যাইতে লাগে ভয়।
গেড়ুয়া লইয়া করে হারিলে সভারে মারে
বলরাম দাস দেখি কয়॥ ৪৯॥

শ্রীরাগ

যমুনার তীরে কানাই শ্রীদামেরে লৈয়া।
মাথামাথি রণ করে শ্রমযুত হৈয়া॥
প্রখর রবির তাপে শুখাইল মুখ।
দেখি সব সখাগণের মনে হইল দুখ॥
আর না খেলিব ভাই চল যাই ঘরে।
সকালে যাইতে মা কহিয়াছে সভারে॥
মলিন হইল কানাই মুখানি তোমার।
দেখিয়া বিদরে হিয়া আমা সভাকার॥
বেলি অবসান হৈল চল ঘরে যাই।
কহে বলরাম [illegible] বনে গেল গাই॥ ৫০॥

উত্তর গোষ্ঠ

শ্রীরাগ

পাল জড় কর শ্রীদাম সান দেও শিঙ্গায়।
সঘনে বিষম খাই নাম করে মায়॥
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কান্দে মায় পথ পানে চাইয়া॥
বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে।
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে॥
বলরাম কহে শুনি কানাইর বোল।
সকল রাখাল মাঝে পড়ে উতরোল॥ ৫১॥

ভাটিয়ারী

চাঁদমুখে বেণু দিয়া সব ধেনু নাম লইয়া
ডাকিতে লাগিলা উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কানুর বেণু ঊর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
অবসান বেণুরব বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলিল নিজসুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরায়ে একত্র কৈল
চালাইল গোকুলের মুখে॥
শ্বেতকান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘনশ্যাম॥
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গোক্ষুররেণু
পথে চলে করি কত ভঙ্গে।
যতেক রাখালগণ আবা আবা ঘনে ঘন
বলরাম দাস চলু সঙ্গে॥ ৫২॥

শ্রীযশোদার উক্তি

গৌড়ী

নন্দদুলাল বাছা যশোদা দুলাল।
এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল॥
রতন প্রদীপ লৈয়া আইলা নন্দরাণী।
এক দিঠে দেখে রাঙ্গা চরণ দুখানি॥

নেতের আঁচলে রাণী মোছে হাত পা।
তোমার নিছনি লৈয়া মরি যাউক মা॥
কহে বলরাম নন্দরাণী কুতূহলে।
কত লক্ষ চুম্ব দেই বদনকমলে॥ ৫৩॥

রামকেলী

রাণী ভাসে আনন্দসাগরে।
বামে বসাইয়া শ্যাম দক্ষিণেতে বলরাম
চুম্ব দেই মুখসুধাকরে॥
ক্ষীর ননী ছেনা সর আনিয়া সে থরে থর
আগে দেই রামের বদনে।
পাছে কানাইর মুখে দেয় রাণী মহাসুখে
চাঁদমুখ নিরখে নয়নে॥
গোপের রমণী যত চৌদিগে শত শত
মুখ হেরি লহু লহু বোলে।
মাতা যশোমতী মেলি মঙ্গল হুলাহুলি
আরতি করয়ে কুতূহলে॥
জ্বালিয়া রতনবাতি করে সবে আরতি
হরষিত যশোমতী মাই।
কহে বলরাম দাসে আনন্দসাগরে ভাসে
দোঁহ রূপে বলিহারি যাই॥ ৫৪॥

ধানশী

ওগো মা তোমার গোপাল
কিবা জানয়ে মোহিনী।
আমরা সঙ্গের ভাই তমু ত না মন পাই
তোমারে ভুলাবে কতখানি॥
তৃণ খাইতে ধেনুগণ যদি যায় দূর বন
কেহ ত না যাই ফিরাইতে।
তোমার দুলাল কানু পূরয়ে মোহন বেণু
ফিরে ধেনু মুরলীর গীতে॥
আমরা ফিরাইব ধেনু তাহা নাহি দেয় কানু
সদা ফিরে সুবলের পাছে।
সুবলে করিয়া কোলে প্রেম গদগদ বোলে
না জানি কপালে কিবা আছে॥
কিবা লীলা করে এহ বুঝিতে না পারে কেহ
অপরূপ চরিত বিহরে।
বলরাম দাস ভণে বলাই দাদা নাহি জানে
আনে কিবা বুঝিবে অন্তরে॥ ৫৫॥

কালিয় দমন

পাহিড়া

ব্রজবাসিগণ কান্দে ধেনু বৎস শিশু।
কোকিল ময়ূর কান্দে যত মৃগ পশু॥
যশোদা রোহিণী দেহ ধরণে না যায়।
সবে মাত্র বলরাম প্রবোধে সভায়॥
নন্দ উপানন্দ আদি যত গোপগণ।
ধাইয়া চলয়ে বিষ করিতে ভক্ষণ॥
শ্রীদাম সুদাম আদি যত সখাগণ।
সবে বলে বিষজল করিব ভক্ষণ॥
বলরাম রাখে সভায় প্রবোধ করিয়া।
এখনি উঠিছে কালীদমন করিয়া॥ ৫৬॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

তোড়ী

শুনইতে কানহি আনহি শুনত
বুঝাইতে বুঝই আন।
পুছইতে গদগদ উতর না নিকসই
কহইতে সজল নয়ান॥
সখি হে কী ভেল এ বরনারী।
কবহুঁ বিরলে থকিত রহু ঝামরি
জনু ধনহারি জুয়ারি॥
বিছুরল হাস রভস রসচাতুরি
বাউরি জনু ভেল গোরি।
খনে খনে দীঘ নিশসি তনু মোড়ই
সঘন ভরমে ভেলি ভোরি॥
কাতর কাতর নয়নে নেহারই
কাতর কাতর কহ বাণী।
না জানিয়ে কোন দুখে নিদারুণ বেদন
ঝরঝর এ দুই নয়ানি॥

ঘন ঘন নয়নে নীর ভরি আওত
ঘন ঘন অধরহি‍ঁ কাঁপ।
বলরাম দাস কহ জানলু জগ মাহ
প্রেমক বিষম সন্তাপ॥ ৫৭॥

শ্রীরাধার স্বপ্নদর্শন

মল্লার

কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম।
মুরতি মরকত অভিনব কাম॥
প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে॥
মলুঁ মলুঁ কিবা রূপ দেখিনু স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে॥
অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল নয়ন-কোণে জাতিকুল নাশে॥
দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরুভঙ্গী।
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী॥
মন্থর চলনখানি আধ আধ যায়।
পরাণ কেমন করে কি কহব কায়॥
পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে।
বলরাম দাসে বলে অবশ পরশে॥ ৫৮॥

সাক্ষাদ্দর্শন

কামোদ

ভালে সে চন্দন চান্দ নাগরিমোহন ফান্দ
আধ টানিয়া চূড়া বান্ধে।
বিনোদ ময়ূরের পাখে জাতি কুল নাহি রাখে
মো পুন ঠেকিলুঁ ও না ফান্দে॥
সই কি আর কি আর বোল মোরে।
জাতি কুল শীল দিয়া ও রূপ নিছনি লৈয়া
পরাণে বান্ধিয়া থোব তারে॥
দেখিয়া ও মুখছান্দ কান্দে পূর্ণিমক চান্দ
লাজ ঘরে ভেজাঞা আগুনি।
নয়ানকোণের বাণে হিয়ার মাঝারে হানে
কিবা দুটি ভুরুর নাচনি॥
আই আই মলু মলু কি রূপ দেখিয়া আইলু
কালাঅঙ্গে পড়িছে বিজলি।
স্বরূপে দঢ়াইলুঁ মনে এ রূপ যৌবন সনে
আপনা সাজাঞা দিব ডালি॥
কি খেনে দেখিলুঁ তারে না জানি কি হৈল মোরে
আট প্রহর প্রাণ ঝুরে।
বলরাম দাস কহে ও রূপ দেখিয়া কোন
পামরী রহিতে পারে ঘরে॥ ৫৯॥

ভাটিয়ারী

যে মুখ দেখিতে হিয়া বিদরয়ে
কে তাথে পরাণ ধরে।
ভালে সে কামিনী দিবস রজনী
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে॥
সই সে কালা কদম্বতলে।
ও রূপ দেখিয়া কুলে তিলাঞ্জলি
দিলুঁ যমুনার জলে॥
বঙ্কিম নয়ানে ভঙ্গিম চাহনি
তিলে পাসরিতে নারি।
এত দিনে সখি নিচয়ে জানিলুঁ
মজিল কুলের নারী॥
চাঁচর চুলে সে ফুলের কাঁচনি
সাজনি ময়ূর-পাখে।

---

[৫৭] কানে এক শুনিতে অন্যরূপ শোনে। এক বুঝিতে আর এক রকম বুঝে। কিছু জিজ্ঞাসা করিলে গদগদ কণ্ঠ হইতে উত্তর বাহির হয় না। কথা বলিতে চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে। সখি, এই রমণীরত্নের এ কি হইল! কখনো নির্জ্জনে মলিন (দেহে) স্তব্ধ হইয়া থাকে—যেন জুয়া খেলায় বহু ধন হারাইয়াছে (সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে)। মুখে হাসি নাই, রভসরস-চাতুরী নাই, গৌরী (রাধা) যেন পাগলী হইয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া অঙ্গ মোড়া দেয়। ঘনঘন ভ্রমে বিভোর হইয়া থাকে। অত্যন্ত কাতর নয়নে চায়, কথা অতিশয় কাতরতা মাখা। জানি না কোন্ দুঃখের এই দারুণ বেদনা। দুই নয়নে ঝরঝর অশ্রু ঝরিতেছে। নয়ন ঘনঘন জলে ভরিয়া উঠে। ঘনঘন অধর কম্পিত হয়। বলরাম দাস বলিতেছেন, জানিলাম জগতে প্রেমেরই বিষম জ্বালা।

বলরাম বলে কোন বা দারুণী
কুলের ধরম রাখে॥ ৬০॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

কামোদ

এক অদভুত সখি জনমিঞা নাঞি দেখি
হেন রামা কাহার নন্দিনী।
গিয়াছিলাম গোচারণে দেখিল কালিন্দী বনে
পুষ্প তুলি ফিরিছে কামিনী॥
কনকের সাজি হাথে সখিগণ লয়্যা সাথে
যেন বিধু নমিয়াছে পারা।
তেমতি তাহার শোভা দিনমণি জিনি আভা
চৌদিগে বেড়ল যেন তারা॥
বরণ চম্পক জ্যোতি কাঞ্চন জিনিয়া তথি
কেতকী নিছনি নাহি হয়।
কবরীতে ফুল মাল উড়িছে ভ্রমর জাল
ফণী যেন শিখরে উদয়॥
সুবেশ করিয়া বেণী কত সাজাইয়াছে মণি
তাহাতে করয়ে ঝলমল।
পদ্ম জিনি মুখ ইন্দু কপালে সিন্দুর বিন্দু
প্রতি অঙ্গ শোভায় উজল॥
কটাক্ষ করিয়া মোরে হানিল নয়ান শরে
ঈষৎ হাসিয়া নিল প্রাণ।
নাসামণি তিল ফুল মুকুতা তাহে অতুল
বিম্বাধর শোভা অনুপাম॥
কিবা সে কুরঙ্গ আঁখি বসিয়াছে কীর পাখী
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া খায় মধু।
দন্ত কুন্দ শোভা অতি রসেন্দ্র বসন তথি
চিবুকে সাজিছে এক বিধু॥
গলে গজমতি হার তুলনা কি দিব তার
বলয়া শোভিত করে বাহু।
কুচের উপরে কিবা সুনীল কঞ্চুক শোভা
চাঁদে যেন গরাসিল রাহু॥
ক্ষীণ মাজাখানি সরু জিনি হর ডম্বরু
কেশরী নিছনি দিয়ে তায়।
তাহাতে কিঙ্কিণী বাজে নিবিড় নিতম্ব মাঝে
উলট কদলী শোভা পায়॥
কুসুমিত তনুখানি তাহে সাজাইল আনি
মণিময় কত আভরণ।
অমিয়া রসের নিধি নিরমাইল কোন বিধি
চিন্তিয়া চঞ্চল হৈল মন॥
রাতুল চরণে কিবা যাবক রঞ্জিত শোভা
কনক নূপুর শোভে তায়।
বলরাম দাসে কয় ধৈরয কেমনে রয়
পরাণ নিছিয়া দিয়ে পায়॥ ৬১॥

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী

ধানশী

কানুক ঐছে বচন শুনি সো সখি
চললিহুঁ রাইক পাশ।
মন মাহা বচন রচন করি যৈছনে
নাহক পূরয়ে আশ॥
অপরূপ দোতিক রীত।
সখিগণ সঙ্গে রাই যাহাঁ বৈঠয়ে
তাহিঁ যাই উপনীত॥
শুন শুন রমণি- শিরোমণি মুগধিনি
তুয়া অনুগত ভেল শ্যাম।
তুয়া রূপ হেরি সোই ভেল আকুল
কহই দাস বলরাম॥ ৬২॥

ধানশী

চন্দন পরশি চমকি ঘন উঠই
চান্দক কিরণ উজোর।
চারি পহর নিশি বিলপি গোঙায়ই
বিরহক নাহিক ওর॥
সখি শ্যাম আকুল তুয়া লাগি।
চারু চিকণ ঘন তনুরুচি জারল
চণ্ড বিরহে জ্বলু আগি॥
চামররুচির চিকুর গড়ি যাওত
চিরখণে না কহে বাণি।
চতুর শিরোমণি চেতন তেজল
চীতপুতলি সম মানি॥
চেতইতে তবহুঁ নয়ন উনমীলই
চম্পক দামক নামে।

চাহি চাপি হিয় পুনহি মুরছি রহু
চরণে কি কহু বলরামে॥ ৬৩॥

শ্রীরাধার আশ্বদূতী

সুহই

হেথা দূতী রাই সনে ছিলা।
শ্যাম চান্দে দেখিতে পাইলা॥
রাইয়েরে দেখায় শ্যাম চান্দে।
হেরি রাই ফুকরিয়া কান্দে॥
দূতী যাই নয়ান মুছয়।
না কান্দিহ বলি নিবারয়॥
আমি ছলে মিলাইব শ্যাম।
তুমি হেথা করহ বিশ্রাম॥
এত বলি চলে দূতী রঙ্গে।
মিলল শ্যাম ত্রিভঙ্গে॥
বলরাম দাস সঙ্গে যায়।
শ্যামমুখ ঘন ঘন চায়॥ ৬৪॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতী

গান্ধার

অতি অগেয়ানী কুলের কামিনী
সহজে আকুল হিয়া।
আঁখির ঠারে পাগলি করিলে
কি জানি কি-মন্ত্র দিয়া॥
শ্যাম বুঝিলুঁ তোমার ভাব।
কুল বৌহারীরে ঘর ছাড়াইলে
কি হবে তোমার লাভ॥
কিসের রঙ্গে এত না ভঙ্গে
অঙ্গ দোলাইয়া হাঁট।
কথার ছলে ভিতরে পশিয়া
পাঁজরে পাঁজরে কাট॥
সদাই হাস লাজ না বাস
না বুঝি তোমার কাজ।
তব এই রীতে যত কুলবতী
কুলেতে পাড়িলে বাজ॥
জাতিকুল শীল সব মজাইলে
মরুক কুলের নারী।
বলরাম বোলে দারুণ চিত
তভু পাসরিতে নারি॥ ৬৫॥

বরাড়ী

পহিলহি মোহে নিরখি লহু হাস।
পুন ধনি তেজলি দীঘ নিশাস॥
ছলে হম কহলম তুয়া পরসঙ্গ।
থোড়ি মোড়ি মুখ ঝাঁপলি অঙ্গ॥
পরিখত যব হাম মাগত মেলানি।
গাঁথল হার উঘারল আনি॥
নায়ক-নীলমণি লেই উঘারি।
শির পর থাপলি সো বরনারি॥
সো পুন হার তরল করি গাঁথ।
যতনহি পহিরলি লেই মঝু হাথ॥
তরল-নয়ানি রহলি শির লাই।
বলরাম কহ পহুঁ কহত বুঝাই॥ ৬৬॥

---

৬৬ (প্রথম সাক্ষাতেই) আমাকে দেখিয়া মৃদু হাসিল (যেন আশ্বস্ত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজের দুরাশার কথা চিন্তা করিয়া) পুনরায় ধনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। ছলে যখন তোমার প্রসঙ্গ কহিলাম, অল্প মুখ মুড়িয়া (বাহিরে ঔদাসীন্য দেখাইবার ভঙ্গিতে) অঙ্গ আবৃত করিল (অথবা যেন তোমার প্রসঙ্গ তোমাকে সাক্ষাতেই সেখানে উপস্থিত করিয়াছে, এই আবেশে অঙ্গের বসন সামলাইয়া লইল)। তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বিদায় মাগিলাম। সে একগাছি গাঁথা মালা আনিয়া খুলিয়া ফেলিল (উদ্দেশে বুঝাইল, আমাকে বন্ধনমুক্ত কর, এখানকার সম্বন্ধ ঘুচাইয়া দাও। বিশেষ যাহার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি, তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লও)। হারের মধ্যমণি রূপে যে নীলমণিটি গাঁথা ছিল, তাহা খুলিয়া লইয়া সেই রমণীশ্রেষ্ঠা মস্তকে রাখিল (বৃন্দাবনের ইন্দ্রনীলমণি তুমিই যে তার শিরোভূষণ ইহাই জানাইল)। পুনরায়, সেই হার (নূতন রূপে) তরল করিয়া গাঁথিল। (বুঝাইল এখানকার সম্বন্ধ ঘুচাইয়া তুমি আমাকে নূতন বন্ধনে বন্দী কর। এই উদ্দেশ্য আরো

বরাড়ী

কাহে কমলমুখী ঝামরি ভেলি।
পালটি আওলি যমুনা নাহি গেলি॥
পুছলুঁ কহল ধনী থোর।
রোধল কণ্ঠ থকিত রহু বোল॥
আজু সতি মাধব শুভদিন তোরি।
হেরলু তোহে অনুরাগিণি গোরি॥
পুন পুন পুছই কাহে তুহুঁ ভোরি।
কোন পুরুখ রহু পন্থ আগোরি॥
সো নাহি শকতি কহত পুন বাত।
মরকত রতন দেখায়ল হাত॥
গোপতহুঁ অম্বরে মেটই লোর।
তবহুঁ ঢরকি পড়ু আঁচর ওর॥
বলরাম কহ ধনি চাতক লেহ।
শুনি পহুঁ দিঠি ভেল শাঙন মেহ॥ ৬৭॥

ধানশী

শশিমুখি হেরলুঁ অপরূপ মেহ।
শ্যামর সুন্দর রসময় দেহ॥
শুনি তছু কাহিনি করুণ নেহারি।
ঘন ঘন চমকি রহলি সিতকারি॥
কি কহব মাধব তুয়া পুণ ভাগি।
জানলুঁ রাই তোহে অনুরাগি॥
পুন হাম কহলুঁ তড়িত তঁহি হেরি।
পীতাম্বর জনু পহিরলি ঘেরি॥
পুন ধনি ঝাঁপই পুলকিত গাত।
ছল ছল লোরে রহলি নত মাথ॥
সলিলধার জনু মোতিমপাঁতি।
শুনি ধনি দীঘ নিশসি তনুভাঁতি॥
বলরাম মনহি বিচারণ কেল।
প্রেম লখিমি মুরতি মতি ভেল॥ ৬৮॥

শ্রীরাধার আগুদুতী

গান্ধার

হেরতহি করু কত আদর।
পিরিতি বরিখ করু বাদর॥

স্পষ্ট করিবার জন্য রাধা) সেই মালা আমার হাত দিয়া আপন গলায় পরাইয়া লইল। চটুল-নয়নী (দুঃখে) শির অবনত করিল। বলরাম দাস বলিতেছেন, প্রভু আমাকে বুঝাইয়া বল (এই রমণীর মনোভাব কিরূপ)।

৬৭ কি জন্য কমলমুখি মলিনা হইলে। (জল ভরিতে গিয়া) ফিরিয়া আসিলে, আর যমুনায় গেলে না। জিজ্ঞাসা করিলাম, ধনী সামান্যই কিছু বলিল। রুদ্ধকণ্ঠে কথা বন্ধ হইয়া গেল। মাধব, সত্যই আজ তোমার শুভ দিন। দেখিলাম, গৌরী (রাধা) তোমারই অনুরাগিণী। বারবার জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জন্য তুমি এমন বিভোরা হইয়া আছ। কোন পুরুষ তোমার পথ আগ্‌লাইয়া রহিয়াছে? পুনরায় কথা কহিবার তাহার শক্তি হইল না। হাতে মরকতমণি লইয়া দেখাইল (ইঙ্গিতে তোমার প্রতিই অনুরাগ জানাইল)। গোপনে আঁচলে চোখের জল মুছিল, তবু আঁচল ছাপিয়া (চোখের) জল উছলি পড়িল। বলরাম দাস বলিতেছেন, ধনীর প্রেম চাতকীর মত (অর্থাৎ শ্যাম-মেঘের জল ভিন্ন তাহার পিপাসা মিটিবে না)। শুনিয়া প্রভুর দৃষ্টি হইল যেন শ্রাবণের মেঘমালা (অথাৎ কানুর আঁখি সজল হইল, চাতকীর পিপাসা যে তৃপ্ত হইবে তাহা বুঝা গেল)।

৬৮ (শ্যাম)—শ্রীরাধাকে বলিলাম—চাঁদবদনি, এক অপরূপ মেঘ দেখিলাম। সুন্দর শ্যামল রসে (জলে) ভরা জলধর। সেই মেঘের কাহিনী শুনিয়া (ইঙ্গিত বুঝিয়া) রাধা করুণ চক্ষে চাহিয়া ঘনঘন চমকিয়া রোমাঞ্চিতা হইয়া রহিল। মাধব, তোমার পুণ্য ভাগ্যের কথা কি বলিব? জানিলাম, রাই তোমাতেই অনুরাগিণী। পুনরায় আমি বলিলাম,—মেঘে বিজলী দেখিয়া আসিলাম। (রাধা ইঙ্গিত বুঝিয়া) একখানি পীতাম্বর লইয়া ঘেরিয়া পরিধান করিল। (বুঝাইল, অঙ্গ ঢাকিল, আমিও এমনই করিয়াই মেঘকে জড়াইয়া রহিব। পীতাম্বর স্পর্শে দেহ পুলকপূর্ণ হওয়ায়) ধনী পুনরায় পুলকিত দেহ ঢাকিল। এবং ছলছল চক্ষে মাথা নত করিয়া রহিল। বলিলাম, মেঘে বৃষ্টিধারা দেখিলাম যেন মুক্তা পাঁতি। শুনিয়া ধনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। (সেই অবসরে তাহার) দেহ-শোভা দেখিলাম (সাত্ত্বিক ভাবাবেশে রাই-দেহে স্বেদবিন্দু যেন মুক্তাপংক্তি)। বলরাম দাস মনে বিচার করিলেন প্রেম-লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়াছেন।

পছুইতে কুশল তোহারি।
মৃগাধিনী কহই না পারি॥
মাধব কোনে কহব তছু কাহিনী।
রসবতী কোটি নায়িকা শিরোমণি॥
জানলুঁ আরতি রাই।
কহল কুশল থির নাই॥
শুনি পুন শতগুণ বিকলি।
কহ লো বরজপতি কুশলি॥
মুরছি পড়ই যব গোরি।
কহল কুশল তব তোরি॥
তব থির পরসন্ন নয়না।
হেরল বলরাম বয়না॥ ৬৯॥

পূর্ব্বরাগের পর মিলন

শ্রীরাগ

দুহুঁ নবযৌবন নব নব প্রেম।
সজল জলদ কানু রাই কাঁচা হেম॥
দুহুঁ মুখ হেরইতে দোহাঁরি আনন্দ।
কানুমুখ পঙ্কজ রাইমুখ চন্দ॥
কত রস আমোদে নব নব রঙ্গ।
ঢল ঢল লোচন পুলকল অঙ্গ॥
মন্দ পবন বহে রসময় কুঞ্জ।
কুসুমিত কাননে মধুকর গুঞ্জ॥
কত সুখ কেলিকলপ তরুমূলে।
রতন সিংহাসনে কালিন্দিকূলে॥
চৌদিগে রঙ্গিণি সঙ্গিনি ধায়।
বলরাম দাস হেরি আনন্দে গায়॥ ৭০॥

সম্ভোগ

বিহগড়া

দুহুঁ দুহুঁ নয়নে নয়নে ভেল মেলি।
লখই না পারি কলহ কিয়ে কেলি॥
গদগাদ বচন কহই নাহি পারি।
ঐছন রোখে অবশ রহু ঠারি॥
ভাঙধনুয়া পর করই সন্ধান।
মরমহি হানল মনমথবাণ॥
ঋতুপতি সমতি সৈনপতি-রাজ।
আগহি ভেজল সমরক সাজ॥
মুকুলিত চূত অশোক বকফুল।
ভৈ গেল সবহুঁ বিশিখ সমতুল॥
তাহে মলয়ানিল ভেল অনুকূল।
বাওই রণবাজন দ্বিজকুল॥
অপরূপ রঙ্গভূমি বন মাঝ।
পৈঠল দুহুঁ জন সমরসমাজ॥
রতিরণবীর নয়নশরজালে।
ভাগল সহচরি দুরহি নেহালে॥
ভুজে ভুজে দুহুঁ জনু বন্ধনছন্দ।
বলরাম দাস কহে লাগল ধন্দ॥ ৭১॥

যুগল বিলাস

বিভাস

মিটল চন্দন টুটল আভরণ
ছুটল কুন্তলবন্ধ।
অম্বর খলিত গলিত কুসুমাবলি
ধূসর দুহুঁ মুখচন্দ॥
হরি হরি অব দুহুঁ শ্যামর গোরি।
দুহুঁক পরশ রভসে দুহুঁ মুরছিত
শুতল হিয়ে হিয়ে জোরি॥
রাইক বাম জঘন পর নাগর
ডাহিন চরণহি আপি।
নওল কিশোরী আগোরি কোরে পহুঁ
ঘুমল মুখে মুখ ঝাঁপি॥
কিয়ে মদনশর ভীতহি সুন্দরি
পৈঠলি হিয়াহিয় মাহ।
কব বলরাম নয়ন ভরি হেরব
করব অমিয়া অবগাহ॥ ৭২॥

ললিত ভৈরবী

শ্যাম সুনাগর ময়মদ কুঞ্জর
তাড়ল রসউনমাদে।

নুনিক পুতলি জনু গোরি সুনাগরি
মুরছলি অতি অবসাদে॥
হরি হরি কৈছে চলব ধনি গেহা।
নিধুবন-সমর-পরাভব-কাতর
শুতলি দুবরি-দেহা॥
ঘন ঘন চুম্বন দঢ় পরিরম্ভণ
জরজর পড়ি রহু শয়নে।
অম্বর কেশ সম্বরি নাহি পারই
ছরমহি মুদল নয়নে॥
নিরদয় নাহ তবহিঁ নাহি ছোড়ই
বান্ধল পুন ভুজপাশে।
খিণতনু বারি ডারি হিয়ে ঘুমল
কি করব, বলরাম দাসে॥ ৭৩॥

শ্রীরাগ

বৃন্দা রচিত কতেক পরকার।
সখিগণ আনল বহু উপহার॥
রতনথারি ভরি রাখল তাই।
বারি ঝারি ভরি দেওল যাই॥
রতনআসন পর বৈঠল কান।
ভোজন কয়ল আপন মন মান॥
আচমন সারি তলপে মুখবাস।
ভোজন করু ধনি সখিগণ পাশ॥
যো কছু শেষ ভুজল সখি সাথ।
আচমন কয়ল মুছল পদ হাত॥
শ্যামবামে ধনি বৈঠল যাই।
প্রিয়সহচরি কোই তাম্বুল যোগাই॥
শুতল শেজে রাই ঘনশ্যাম।
চামর বিজন করু দাস বলরাম॥ ৭৪॥

রামকেলি

সহচরিগণ দেখি লাজে কমলমুখি
ঝাঁপি রহল মুখআধ।
অলখিতে আধ-কমল-দিঠি-অঞ্চলে
হেরই হরি-মুখ-চাঁদ॥
হরি হরি মাধবি-লতা-গৃহ মাঝ।
কুসুমিত কেলি-শয়নে দুহুঁ বৈঠলি
চৌদিশে রঙ্গিণি-সমাজ॥

গোরিক থোরি বদন-বিধু হেরইতে
পহুঁ ভেল আনন্দে ভোর।
ঘন ঘন পীত বসন দেই মোছই
নিঝরই নয়নক লোর॥
হেরইতে সখিগণ ঢর ঢর লোচন
লোরে ভিগায়ই দেহ।
বলরাম কব হিয় নয়ন জুড়ায়ব
হেরব দুহুঁ জন লেহ॥ ৭৫॥

রসোদ্‌গার

সুহই

সুন্দরি বুঝিলুঁ তোমার ভাব।
প্রেমরতন গোপতে পাইয়া
ভাঁড়িলে কি হবে লাভ॥
আন ছলে কহ আনের কথা
বেকত পিরীতি-রঙ্গ।
রসের বিলাসে অঙ্গ ঢল ঢল
রঞ্জিত প্রেম-তরঙ্গ॥
ভাবের ভরে চলিতে না পার
বচন হইলা হারা।
কানুর সনে নিকুঞ্জ-বনে
রঙ্গেতে হৈয়াছ ভোরা॥
পুছিলে মনের মরম না কহ
এবে ভেল বিপরীত।
বলরাম কহে কি আর বলিবে
ভাবেতে মজিল চীত॥ ৭৬॥

শ্রীরাধার উক্তি

তোড়ী

নয়ানে নয়ানে থাকে রাতি দিনে
দেখিতে দেখিতে ধান্দে।
চিবুক ধরিয়া মুখানি তুলিয়া
দেখিয়া দেখিয়া কান্দে॥
সই কি ছার পরাণ ধরি।
কি তার আরতি কিবা সে পিরীতি
জীতে পাসরিতে নারি॥

নিশ্বাস ছাড়িতে গুণে পরমাদে
কাতর হইয়া পুছে।
বালাই লইয়া মো মরোঁ বলিয়া
মোর পরসাদ যাচে॥
না জানি কি সুখে দাঁড়াঞা সমুখে
যোড় হাতে কিবা মাগে।
যে করয়ে চিতে কে যাবে প্রতীতে
বলরাম চিতে জাগে॥ ৭৭॥

ধানশী

রাতি দিন চোখে চোখে বসিয়া সদাই দেখে
ঘন ঘন মুখখানি মাজে।
উলটি পালটি চায় সোয়াস্ত নাহিক পায়
কত বা আরতি হিয়ার মাঝে॥
সই এই দুখ লাগিয়াছে মনে।
যারে বিদগধ রায় বলিয়া জগতে গায়
মোর আগে কিছুই না জানে॥
জ্বালিয়া উজ্জ্বল বাতি জাগিয়া পোহায় রাতি
নিদ নাহি যায় পিয়া ঘুমে।
ঘন ঘন করে কোলে ক্ষণে করে উতরোলে
তিলে শতবার মুখ চুমে॥
ক্ষণে বুকে ক্ষণে পিঠে ক্ষণে রাখে দিঠে দিঠে
হিয়া হৈতে শেজে না শোয়ায়।
দরিদ্রের ধন হেন রাখিতে না পায় স্থান
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায়॥
ধরিয়া দুখানি হাতে কখন ধরয়ে মাথে
ক্ষণে ধরে হিয়ার উপরে।
ক্ষণে পুলকিত হয় ক্ষণে আঁখি মুদি রয়
বলরাম কি কহিতে পারে॥ ৭৮॥

ধানশী

কি কহব বঁধুর পিরীতি।
নিরুপম সকলি কি রীতি॥
আপনা না জানে আমা পিয়ে।
রাখে মোরে হিয়ার পুরিয়ে॥
সদায় বদন নিরখয়।
তবু আঁখি তিরপিত নয়॥
বচন শুনিতে সাধ কত।
রহে যেন সেবকের মত॥
আলতা পরায় মোর পায়।
আপনার নাম লেখে তায়॥
বলরাম দাসে কহে সার।
শ্যাম বঁধু রসের পাথার॥ ৭৯॥

ভাটিয়ারী

কত লাস বেশ করি পরায় পাটের শাড়ী
সাধে সাধে সমুখে হাঁটায়।
দেখিয়া হাঁটন মোর হইয়া আনন্দে ভোর
দুই বাহু পসারিয়া ধায়॥
সই তেঁঞি সে হিয়ার মাঝে জাগে।
কত কুলবতী যারে হেরিয়া ঝুরিয়া মরে
সেহ যোড় হাথে মোর আগে॥
অতিরসে গরগরি কাঁপে পহু থরথরি
আরতি করিয়া কোলে করে।
ঘন ঘন চুম্বনে নিবিড় আলিঙ্গনে
ডুবাইল রসের সাগরে॥
চন্দন মাখায় গায দেয় বসনের বায়
নিজ করে তাম্বুল খাওয়ায়।
বিনি কাজে কত পুছে কত না মুখানি মোছে
হেন বাসে দেখিতে হারায়॥
তুমি মোর ধন প্রাণ তোমা বিনে নাহি আন
কহে পিয়া গদগদ ভাষে।
যতেক পিরীতি তার জগতে কি আছে আর
কি বলিবে বলরাম দাসে॥ ৮০॥

বিভাস

কিবা সে কহিব বঁধুর পিরীতি
তুলনা দিব যে কিসে।
সমুখে রাখিয়া মুখ নিরখয়ে
পরাণ অধিক বাসে॥
আপনার হাতে পান সাজাইয়া
মোর মুখ ভরি দেয়।
মোর মুখে দিয়া আদর করিয়া
মুখে মুখ দিয়া নেয়॥

মরোঁ মরোঁ সই বঁধুর বালাই লৈয়া।
না জানি কেমনে আছয়ে এখনে
মোরে কাছে না দেখিয়া॥
করতলে ঘন বদন মাজই
বসন করয়ে দূর।
পরশিতে অঙ্গ সকলি সোঁপিলুঁ
ধৈরজ পাওল চূর॥
মরম বান্ধল নানা সুখ দিয়া
বচন ঠেলিতে নারি।
যখন যেমতি করে অনুমতি
তখন তেমতি করি॥
তোর সঞে সখি কথাটি কহিতে
সোয়াস্ত ন পাঙ হিয়া।
বলরাম কহে মরি যাই হেন
পিরীতি বালাই লৈয়া॥ ৮১॥

সিন্ধুড়া

মরম কহিলু মো পুন ঠেকিলু
সে জনার পিরীতিফান্দে।
রাতি দিন চিতে ভাবিতে ভাবিতে
তারে সে পরাণ কান্দে॥
বুকে বুকে মুখে চৌখে লাগি থাকে
তমু সতত হারায়।
ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে
আমারে রাখিতে চায়॥
হার নহোঁ পিয়া গলায় পরয়ে
চন্দন নহোঁ মাখে গায়।
অনেক যতনে রতন পাইয়া
থুইতে সোয়াস্ত না পায়॥
কর্পূর তাম্বুল আপনি সাজিয়া
মোর মুখ ভরি দেয়।
হাসিয়া হাসিয়া চিবুক ধরিয়া
মুখে মুখ দেই লেয়॥
সাজাঞা কাচাঞা বসন পরাঞা
আবেশে লইয়া কোরে।
দীপ লৈয়া হাতে মুখ নিরখিতে
তিতিল নয়ান লোরে॥

চরণে ধরিয়া বান্ধয়ে রুচই
আউলায়্যা বান্ধয়ে কেশ।
বলরাম চিতে ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর হইল শেষ॥ ৮২॥

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি

বিভাস

দলিত-নলিন-সম মলিন বদন-ছবি
অধরহি খণ্ড বিখণ্ড।
মীটল উজ্জ্বল চন্দন কজ্জল
মরদলি আরকত গণ্ড॥
এ সখি তুহুঁ অতি নিকরুণ-দেহ।
হিয় চক্রী কুচ-ভর দেই মরদলি
শিরিষ-কুসুম-তনু এহ॥
নিল-উতপল-দল-কোমল উর-থল
ফারলি নখ-শর হানি।
ইথে অতি বেদন মুদি রহু লোচন
কিয়ে ভেল গদগদ বাণী॥
মনমথ-ভূপতি-ভীত নাহি মানলি
সখিগণ গৌরব ছোড়ি।
চিত্রা-বচনে লাজে ধনি নত-মুখি
হেরি বলরাম সুখে ভোরি॥ ৮৩॥

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ললিত

অধরহুঁ রদন মদন-শর জরজর
নখর শকতি হিয়া ফোরি।
কঙ্কণ খড়গহি তোড়ি সবহুঁ তনু
সরবস লেয়লি মোরি॥
শুন সহচরি হেরলুঁ কিয়ে নটচাঁদ।
রস ঔখদ দেই মোহে সন্তায়বি
পুন দেয়সি পরিবাদ॥
পুন ভুজপাশে বান্ধি হিয়ে তাড়লি
দুহু কুচপর্ব্বত ঘাতে।
রতি অতি দুরহি কয়ল কলেবর
ইথে ঘুমলুঁ পরভাতে॥

মুরছলহুঁ হেরি তবহুঁ নাহি ছোড়লি
পুনহু মনমথ ঠাম।
কর দেই রাই নাহ-মুখ ঝাঁপল
হেরব কব বলরাম॥ ৮৪॥

সখীর প্রতি সখীর উক্তি

রামকেলি

সখি হে এ তুয়া কৈছন রীত।
তুয়া বচনে ধনি বেচল নিজ তনু
তুহুঁ পুন কহ বিপরীত॥
স্বামিবরত ছলে কাননে আনলি
একলি প্রিয়সখি মোর।
নলিনি সুকোমল দুলহ সুনায়রি
ডারলি মদকরি-কোর॥
সখি সতি বরতিনি নবকুলকামিনি
পরপিয়া স্বপনে না জানি।
এ নব যৌবন অমুল রতনধন
পরকরে দেয়লি আনি॥
তুয়া রসে রসবতি ছোড়ল নিজপতি
গুরুজনভীত না মানি।
বলরামদাসহিয়া অমিয়া নিসিঞ্চব
চম্পকলতা সখিবাণী॥ ৮৫॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি

ললিত

ফুয়ল কবরি ধনিবদন বেয়াপি।
রাহু কিয়ে বিধুমণ্ডল ঝাঁপি॥
চুম্বনে মেটল কুঙ্কুমরাগ।
কাজর সিন্দুর দুরেহি ভাগ॥
জানলুঁ কানু নিঠুর হিয় তোর।
ঐছন ভাতি কয়লি সখি মোর॥
বলহি অধরদল দশনে বিদার।
শয়নহি লুঠই টুটল হার॥
নখপদ জরজর উচকুচভার।
লুটলি সব তনু অতনু ভাণ্ডার॥
সুপুরুখ জানি তোহে সোঁপলু রাই।
তাড়লি নিরজনে একলি পাই॥

তুহুঁ সতি বৃন্দাবন বাটোয়ার।
বলরাম কহ সখি না বলহ আর॥ ৮৬॥

অভিসার

ভূপালী

বেশ করে প্রিয় সহচরী।
সাজায়ল নবীন কিশোরী॥
ত্বরিতে চলল কুঞ্জপথে।
প্রিয় সহচরীগণ সাথে॥
গতি যেন মরালের বধূ।
ধরণীতে চলে যেন বিধু॥
রাই মুখ শশধর বলি।
চকোর ধাইল আর অলি॥
রাই করে দোহারে বারণ।
আঁচরে ঝাঁপিয়া বদন॥
প্রবেশিল নিকুঞ্জমন্দিরে।
মিলল শ্যাম সুনাগরে॥
বলরাম কহে দোঁহে ভোর।
বৈঠল বন্ধুয়াক কোর॥ ৮৭॥

কেদার

বাঁশী রবে উনমত পুলকিত মনে।
সাজল নিকুঞ্জবনে শ্যাম দরশনে॥
মণিময় আভরণ বিচিত্র বসন।
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে করিলা গমন॥
গজেন্দ্রগমনে যায় রাই বিনোদিনী।
রমণীর শিরোমণি কানু মনমোহনী॥
চলিতে না পারে রাই নিতম্বের ভরে।
ধৈরজ ধরিতে নারে মুরলীর স্বরে॥
বৃন্দাবনে যাইয়া রাই ইতি উতি চায়।
মাধবীলতার তলে পাইলা শ্যাম রায়॥
আইস আইস বিনোদিনী ডাকে বিনোদিয়া।
চকোর ধাইল যেন চান্দেরে পাইয়া॥
বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে।
নিজ অঙ্গবাসে মুছে বদন কমলে॥

হাঁটিয়া আসিতে কত বেজেছে চরণে।
এত দুখ দিল মোর মুরলীর স্বনে॥
দুহুঁ তনু মিলল মনের হরিষে।
বলরাম দাস চলি গেল আশে পাশে॥ ৮৮॥

ভূপালী

চান্দবদনি ধনি করু অভিসার।
নব নব রঙ্গিণি রসের পসার॥
মধুঋতু রজনি উজোরল চন্দ।
সুমলয় পবন বহয়ে মৃদু মন্দ॥
কর্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ।
অবিরত কঙ্কণ কিঙ্কিণি বাজ॥
নূপুর চরণে রাজয়ে রুনুঝুনু।
মদন বিজই বাম হাতে ফুলধনু॥
বৃন্দাবিপিনে ভেটল শ্যাম রায়।
কোকিল মধুকর পঞ্চম গায়॥
ধনিমুখ হেরি মুগধ ভেল কান।
বৈঠল তরুতলে দুহুঁ এক ঠাম॥
পূরল দুহুঁক মরম অভিলাষ।
আনন্দে হেরত বলরামদাস॥ ৮৯॥

ধানশী

সাজল রসবতি সহচরি সঙ্গ।
মনমথ সমর মনহি মন রঙ্গ॥
কালিন্দিকূলে নিকুঞ্জক মাঝ।
রঙ্গভূমি অতি সুললিত সাজ॥
ঋতুপতি চমূপতি নব পরবেশ।
আওল বিপিনে রচন করি বেশ॥
মদনকুঞ্জ যাহা শ্যাম রণবীর।
সাজলি তহিঁ ধনি সমরে সুধীর॥
ঐছনে হেরইতে কানুক পাশ।
কহইতে আওল বলরাম দাস॥ ৯০॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি

গান্ধার

যাকর মাঝ হেরি মৃগরাজ।
ভয়ে পৈঠল গিরিকন্দর মাঝ॥
শুনইতে চমকিত সবহুঁ মতঙ্গ।
চরণহি সোঁপল নিজ গতিভঙ্গ॥
আনি দেই নিজ লোচনভঙ্গী।
বন পরবেশল সবহুঁ কুরঙ্গী॥
মঙ্গলকলস পয়োধর জোর।
তঁহি নব পল্লব অধর উজোর॥
চৌদিশে মধুকর মন্ত্র উচার।
ঋতুপতি যোধে ভেল আগুসার॥
একলি চড়লি মনোরথ মাহ।
দৃঢ় করি কঞ্চুক কয়ল সন্নাহ॥
অব কি করব হরি করহ বিচারি।
তুয়া পর সুন্দরি সাজল ধারি॥
লোচনবাণে কয়ল শরজাল।
দশ দিশ সবহুঁ ভেল আন্ধিয়ার॥
যব করে পরশল কুসুমক চাপ।
তবধরি মঝু হিয়া থরহরি কাঁপ॥
কুসুমবিশিখ যব লেওব হাত।
পড়ব কুসুমশর বজরবিঘাত॥
বিধুমুখি নিধুবনসমরে সুধীর।
যতনে পাঠায়ল ঋতুপতি বীর॥
সোই করব তহিঁ বীরক দাপ।
তাকর কোন সহব পরতাপ॥
সো যব আওব রঙ্গক ঠাম।
কহ বলরাম কি হয়ে পরিণাম॥ ৯১॥

অভিসার সজ্জিনী সখীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ

ধানশী

শুনইতে উলসিত সব অঙ্গ মোর।
ভেটব সমরে ধীর সখি তোর॥
সঙ্গর রঙ্গ হৃদয়ে মঝু আছ।
আগে তুহুঁ সরবি সরব হাম পাছ॥
এ সখি এ সখি তুহুঁ নাহি ডরবি।
হামারি বীরপণ দেখি কিয়ে মরবি॥
সিংহ মতঙ্গ কুরঙ্গ নহ কোই।
ত্রিভুবন-শোহন-মোহন হোই॥
ঋতুপতিকোটি ছোটি করি জান।
মনমথ-কোটি-মথন হাম কান॥

কি করব মধুকর মন্ত্র উচার।
শ্যাম-ভ্রমর যাহাঁ কমল বিহার॥
অবলা কি করব রণ বল-খীণা।
সহচরিগণ, রণ-যুগতি-বিহীনা॥
কিয়ে ছিয়ে ফুল-ধনু কুসুমক বাণ।
হিয়ে মণি-কিরণহি করব মৈলান॥
ভাঙ চাপ মঝু বিশিখ কটাখ।
বরিখনে জরজর করবহি তাক॥
ভুজযুগ-বল্লি-পাশে করি বন্ধ।
গিরব গিরায়ব কত করি ছন্দ॥
সো ধনি কয়ল যো কণ্ঠক সন্না।
নখর-কৃপাণে হাম করব বিভিন্না॥
নিরদয় হৃদয়-কপাটক চাপে।
লঙ্ঘিব কুচ-গিরি আপন প্রতাপে॥
রণ-রথ জঘন করব অবলম্ব।
যুঝব যুঝায়ব করি কত দম্ভ॥
নবপল্লব জিনি অধরক পাত।
করব বিখণ্ডন রদন-বিঘাত॥
তব যদি দৈবে করয়ে বিপরীতে।
ঐছন যুগতি করব হাম চীতে॥
সরবস দেই লেয়ব তছু শরণে।
প্রাণ-পরাজিত সোঁপব চরণে॥
দুহুঁ পদ সেবন হিয়ে অভিলাষ।
বলরাম দাস হিয়ে এ বড়ি উলাস॥ ৯২॥

অভিসারিকা

সুহই

নব অনুরাগে ঘরে রহই না পারি।
গুরুজন পথ ধনী করত নেহারি॥
গুরুজন পরিজন সভে নিন্দ গেল।
দেখি ধনি অতি উতকণ্ঠিত ভেল॥
বিছুরল আপনক বেশ বনান।
সখিগণ সঙ্গে তব করল পয়ান॥
পুনমিক চান্দ জিনিয়া মুখজ্যোতি।
ঝলমল করু তনু কত মণিমোতি॥
থলকমল দল চরণ সঞ্চার।
নব অনুরাগে কত আরতি বিথার॥
আয়ল মদনকুঞ্জ গৃহ মাঝ।
না হেরল তাহি বরজযুবরাজ॥
বৈঠলি তহিঁ পুন ছোড়ি নিশ্বাস।
নাগর আনিতে চলু বলরাম দাস॥ ৯৩॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখী

শ্রীরাগ

মাধব এ তুয়া কোন বিচার।
ননিক পুতলি তনু সহজই দরবয়ি
কৈছে করব অভিসার॥
কাঁচুরি ফাড়ি চরণতলে রোধই
নাসিকা মতি না রাখ।
চলই না পারই আরতি বাঢ়ায়ই
কাতরে মাগই পাখ॥
চলতহি তুরিত ক্ষেণে পুন বৈঠত
পদযুগে দেয়ত গারি।
কহ বলরাম তহি অতি ঝুরত
লোচনে শাঙন বারি॥ ৯৪॥

বাসকসজ্জা

কেদার

অনুপম মন অভিলাষ।
সঙ্কেতকুঞ্জহি শেজ বিছায়ই
কানু মিলব প্রতিআশ॥
মৃগমদ চন্দন গন্ধ সুলেপন
বিকসিত চম্পকদাম।
কপূর তাম্বুল সম্পুটে রাখয়ে
পূরব মনোরথ কাম॥
মঙ্গলকলস পর দেই নব পল্লব
রম্ভা শোভে তছু ঠাম।
রতন প্রদীপ সমীপহিঁ জারল
চামরবিজন অনুপাম॥
কত উপহার কুঞ্জ মাহা করলহি
কানু মিলব প্রতিআশ।
ঘর বাহির কত আয়ত যায়ত
কি কহব বলরাম দাস॥ ৯৫॥

শ্রীরাধার উক্তি

সুহই

একে কুলবতী করি বিড়ম্বিলা বিধি।
আর তাহে দিল হেন পিরীতের ব্যাধি॥
কি হৈল কি হৈল সই কিবা সে করিনু।
কানুর কথায় কেনে শেজ বিছাইনু॥
শয়নে স্বপনে মনে নাহি জানি আন।
সে নব নাগর বিনে কাঁদয়ে পরাণ॥
কত না সহিব আর হিয়ার পোড়নি।
কহিতে নাহিক ঠাঞি ছার পরাধিনী॥
যার লাগি যেবা জন জ্ঞাতিকুল তেজে।
বলরাম বলে তার কি করিবে লাজে॥ ৯৬॥

বিহাগড়া

তেজ সখি কানু আগমন-আশ।
যামিনী শেষ ভেল সবহুঁ নৈরাশ॥
তাম্বুল চন্দন গন্ধ উপহার।
দুরহিঁ ডারহ যামুন পার॥
কিশলয় শেজ মণিমাণিক মাল।
জল মাহা ডারহ সবহুঁ জঞ্জাল॥
অব কি করব সখি কহ না উপায়।
কানু বিনু জিউ কাহে নাহি বাহিরায়॥
ধিক ধিক রে বিধি তোহারি বিধান।
এহেন রজনি মোহে বঞ্চল কান॥
শুনইতে ঐছন রাইক ভাষ।
দ্রুত চলি আওল বলরাম দাস॥ ৯৭॥

খণ্ডিতা

ললিত

দেখ সখি হোর কিয়ে নাগররাজ।
বিপরিত বেশ বিভূষণ হেরিয়ে
কোন করল ইহ কাজ॥
ঢুলি ঢুলি চলত খলত পুন উঠত
আরত ইহ মধু কান্ত।
স্থলপঙ্কজদল মুদিত নয়নযুগ
যামিনি জাগি নিতান্ত॥
মুখবিধুরাজ মলিন অব হেরিয়ে
অরুণকিরণভয় লাগি।
অলক নিকর উড়ু ভাল গগন পর
নিশি অবসান ভয় ভাগি॥
বান্ধুলিঅধরে হেরি জনু নীলিম
কাজর করি অনুমান।
অপরূপ দশন কাঁতি জনু দরপণ
সো অব রঙ্গিম ভান॥
উর পর নখপদ তনু তনু নিরমদ
অনুখন অলসে বিভোর।
যাবকরাগ- দাগ কিয়ে শোভন
ঘন ঘন ভুজ-যুগ মোড়॥
শ্যামর অঙ্গে নীল অম্বর কিয়ে
জলদে জলদ মিলি গেল।
দুরহি দীগ- বসন জনু হেরিয়ে
ঐছন মরমহিঁ ভেল॥
টলমল চরণ- যুগল মণিমঞ্জির
ঝনর ঝনর ঝন বাজে।
কহ বলরাম- দাস ইহ বিপরিত
হেরত নাগর-রাজে॥ ৯৮॥

দূতীর উক্তি

ধানশী

ধিক্ ধিক্ মাধব তোহারি সোহাগ।
জানলুঁ তোহারি যতহুঁ অনুরাগ॥
ইহ মধুযামিনি কামিনি গোরি।
তোহারি অমীলনে বিরহে বিভোরি॥
আওল তোহে মিলব করি আশ।
কপট প্রেমা তুহুঁ ভেলি উদাস॥
অব যদি না মিলহ বিরহিণি পাশ।
নিচয়ে ছোড়হ তব তাকর আশ॥
সো মানিনি তুহুঁ জানসি কান।
পুন নাহি হেরব তোহারি বয়ান॥
সো ধনিসঙ্গ ছোড়ি রহ আন।
এতহুঁ কি তাকর সহয়ে পরাণ॥

শুনইতে কানুক দরবয়ে চীত।
অন্তরে মানয়ে বহুতর ভীত॥
গদ গদ কহই আধ আধ ভাষ।
শুনইতে আকুল বলরাম দাস॥ ৯৯॥

রাধা পদতলে শ্রীকৃষ্ণ

পঠমঞ্জরী

অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ।
কর যোড়ে মাধব মাগে পরসাদ॥
নয়নে গলয়ে লোর গদগদ বাণী।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥
চরণযুগল ধরি করু পরিহার।
রোই রোই বচন কহই না পার॥
মানিনী ন হেরই নাহ-বয়ান।
পদতলে লুঠই নাগর কান॥
চরণ ঠেলি চলি যাওত রাই।
বলরাম দাস কানুমুখ চাই॥ ১০০॥

শ্রীরাধার উক্তি

ধানশী

ধিক রহু মাধব তোহারি সোহাগ।
ধিক রহু যো ধনি তোহে অনুরাগ॥
চলহ কপট শঠ না কর বেয়াজ।
কৈতব বচনে অবহুঁ কিয়ে কাজ॥
সহজই অনলে দগধ ভেল অঙ্গ।
কাহে দেহ আহুতি বচনবিভঙ্গ॥
সো ধনি কামিনি গুণবতি নারী।
হাম নিরগুণি রতিরভসে গোঙারি॥
সোই পূরব তুয়া হিয়অভিলাষ।
বঞ্চলি ইহ নিশি যো ধনি পাশ॥
পুন পুন কাহে ধরসি মঝু পায়।
তুহুঁ বহুবল্লভ তোহে না যুয়ায়॥
সিন্দুর কাজর ভালহি তোর।
ছল করি চরণে লাগায়সি মোর॥
কহইতে রোখে অবশ ভেল অঙ্গ।
কহ বলরাম ইহ প্রেমতরঙ্গ॥ ১০১॥

পঠমঞ্জরী

দূরে কর মাধব কপট সোহাগ।
হাম সমুঝল সব তুয়া অনুরাগ॥
ভাল ভেল অব সে মিটল সব দ্বন্দ্ব।
ভাল নহে কবহু আশ-পরিবন্ধ॥
তুহুঁ গুণসাগর সেহ গুণ জান।
গুণে গুণে বান্ধল মদন পাঁচবাণ॥
তুরিত চলহ তাহাঁ না কর বিয়াজ।
ভ্রমর কি তেজই নলিনি সমাজ॥
কৈতবিনি হামরা কৈতব নাহি তায়।
তোহারি বিলম্ব অব নাহিক যুয়ায়॥
বিমুখি ভেল ধনি গদ গদ ভাষ।
বিনতি শুনি কহ বলরাম দাস॥ ১০২॥

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি

গান্ধার

সুন্দরি অব তুহুঁ তেজসি কান।
সুখময় কেলি- নিকুঞ্জে যব বৈঠবি
তব কাহাঁ রাখবি মান॥
ইহ নাগরবর রসিক কলাগুরু
চরণ পাকড়ি গড়ি যায়।
লঘুতর দোখহিঁ রোখ বাঢ়ায়সি
চরণহিঁ ঠেলসি তায়॥
প্রেমলছিমি হিয় ছোড়ল বুঝি অব
মান অলখী পরবেশ।
গুণ বিছুরাই দোখ সব ঘোষই
আরতি ছোড়ায়ল দেশ॥
ইহ অলখী যব তোহে ছোড়ি যাওব
তব গুণপণ সোঙরাব।
রোই পুন হামারি বাহু ধরি সাধবি
তব কোই নিয়ড় না যাব॥
সহচরি এতহুঁ বচন নাহি শুনয়ে
কোপে ভরল সব অঙ্গ।
কহ বলরাম চমক মোহে লাগল
সখিক বচন ভেল ভঙ্গ॥ ১০৩॥

শ্রীরাধার উক্তি

সুহই

সখি নাহি বোলহ আর।
হাম ফল পায়লুঁ তার॥
সহজই গতি মতি বাম।
তৈছন ইহ পরিণাম॥
যৈছে গরবে হিয়া পূর।
সো অব হোয়ল চূর॥
অবহুঁ না রহত পরাণ।
অনুচিত কয়লহুঁ মান॥
যৈছে রহয়ে মঝু দেহ।
সোই করহ অব থেহ॥
তুহুঁ যদি না পূরবি আশ।
কি কহব বলরাম দাস॥ ১০৪॥

সখীর মানভিক্ষা

ললিত

নাগর সখী-কর শিরোপর দেল।
কহইতে বচন অধির ভৈ গেল॥
বদন হেরিয়া বুঝল সখী বাণী।
কহিল রমণীমণি হাম দিব আনি॥
কানু আশোয়াশে করল পয়ান।
চলল যুবতি করল অনুমান॥
হাসি হেরি রাই করল সম্ভাষ।
কিয়ে লাগি সখী গমন মঝু পাশ॥
বলরাম দাস কহে তোমার আরতি।
যৌবন রতন দেহ কানায়ের প্রীতি॥ ১০৫॥

অকারণ মান

সুহই

নিকুঞ্জ মন্দিরে রাই প্রবেশিলা রঙ্গে।
আপনার বরণ দেখয়ে শ্যাম অঙ্গে॥
আন রমণী বলি নিবারল দীঠ।
ফিরিয়া চলিলা ধনী শ্যাম করি পীঠ॥
আকুল গোকুলচাঁদ পসারিয়া বাহু।
শরদের চাঁদ যেন গরাসয়ে রাহু॥
পরশে বিরস কেন কিয়ে অপরাধ।
চান্দ বিনে চকোর না জিয়ে তিল আধ॥
বলরাম দাস কহে শুন বিনোদিনি।
শ্যাম অঙ্গ কত কোটি দরপণ জিনি॥ ১০৬॥

রূপানুরাগ

শ্রীরাগ

রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
হেলিয়া পড়িছে বায়।
অঙ্গ মোড়া দিয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া
ফিরিয়া ফিরিয়া চায়॥
রসিয়া-নাগর হেরিয়া মরিলুঁ
কি শেল বাজিল মোরে।
গুরু পরিজন লাগে উচাটন
আকুল পরাণ ঝুরে॥
আঁখির ঠারে বুক বিদারে
ও বড় বিষম বাণ।
কুলবতী সতী পাপিনী যুবতী
রাখুক কুলের মান॥
হিয়া জরজর পরাণ ফাঁফর
দারুণ মুরলীস্বরে।
ফুটিল হরিণী লোটায় ধরণী
কান্দিয়া মরয়ে ঘরে॥
মধুর বোলে পরাণ দোলে
তাহে পরমাদ হাস।
বলরাম কহে এবে সে নিচয়ে
ছাড়িলুঁ ঘরের আশ॥ ১০৭॥

সিন্ধুড়া

কি বা সে মোহনবেশ ভুলাইলে সব দেশ
না রহে সতীর সতীপনা।
ভরমে দেখিলে তারে জনম ভরিয়া গো
ঝুরিয়া মরয়ে কত জনা॥
সই হাম কি করিলুঁ কেনে বা সে বাড়াইলুঁ
কি শেল হানিল জানি বুকে।
জাতি কুল শীলে সই বজর পড়িল গো
কালারূপ দেখি চৌখে চৌখে॥

কিবা সে নয়নবাণ হিয়ায় হানিল গো
গরল ভরিয়া রৈল বুকে।
কোন বা পামরী নারী আপনা রাখয়ে গো
আগুন জ্বালিয়া দি তার মুখে॥
খাইতে সোয়াস্ত নাই নিন্দ দূরে গেল গো
হিয়া ডহ ডহ মন ঝুরে।
উড়ু উড়ু আনছান ধক ধক করে প্রাণ
কি হৈল রহিতে নারি ঘরে॥
রসের মুরতি সে দেখিলে না রহে দে
বাতাসে পাষাণ হয় পানি।
বলরাম দাসে বোলে সে অঙ্গ পরশ হৈলে
প্রাণ লৈয়া কি হয় না জানি॥ ১০৮॥

শ্রীরাগ

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপনে দেখি কালা রূপখানি॥
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিলে রাঙ্গা নয়ননাচনে॥
কি খেনে দেখিলাম সই নাগরশেখর।
আঁখি ঝুরে মন কাঁদে পরাণ ফাঁফর॥
সহজে মুরতিখানি বড়ই মধুর।
মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চুর॥
আর তাহে কত কত ধরে বৈদগধি।
কুলেতে যতন করে কোন বা মুগধি॥
দেখিতে সে চাঁদমুখ জগমন হরে।
আধ মুচকি হাসে কত সুধা ঝরে॥
কাল কপালে শোভে চন্দনের চাঁদে।
বলরাম বলে তেঁঞি সদা প্রাণ কাঁদে॥ ১০৯॥

ভাটিয়ারী

অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতা খেচনি
বিজুরী চমকে তায়।
ছি ছি কি অবলা সহজে চপলা
মদন মুরছা পায়॥
মরোঁ মরোঁ সই ও রূপ নিছিয়া লৈয়া।
কি জানি কি খেণে কো বিহি গঢ়ল
কি রূপ মাধুরী দিয়া॥

ঢুলু ঢুলু দুটি নয়ন-নাচনি
চাহনি মদনবাণে।
তেরছ বন্ধানে বিষম সন্ধানে
মরমে মরমে হানে॥
চন্দন-তিলক আধ ঝাঁপিয়া
বিনোদ চূড়াটি বান্ধে।
হিয়ার ভিতরে লোটায়্যা লোটায়্যা
কাতরে পরাণ কান্দে॥
আধ চরণে আধ চলনি
আধ মধুর হাস।
এই সে লাগিয়া ভালে সে ঝুরিয়া
মরে বলরাম দাস॥ ১১০॥

সুহই

দুই ভুরু কামের কামান।
নট কৈল কুলঅভিমান॥
কত ছাঁদে নয়ান ঢুলায়।
মন সনে পরাণ দোলায়॥
সো মোহন নাগর কিশোর।
মরমে পশিয়া রৈল মোর॥
কত না নাগরপনা জানে।
নিরখয়ে আধ নয়ানে॥
আধ মুচকি কথা কয়।
অবলাপরাণে কি তা সয়॥
কে না কৈল মনোহর বেশ।
সেই সে মজাইল সব দেশ॥
তিরিবধে তার নাহি ভয়।
বলরামের মনে হেন লয়॥ ১১১॥

ধানশী

ঈষত হাসিতে কত অমিয়া উথলে।
ধরম করম হরে আধ আধ বোলে॥
রূপ দেখি কি না সে করিলুঁ।
বল করি জাতি প্রাণ পর হাতে দিলুঁ॥
নানা ফুলে চাঁচর চুলে চূড়ার কাঁচনি।
কত না ভঙ্গিমা দুটি নয়ান নাচনি॥
কিসের লোকের ভয় কিবা গুরুলাজে।
মধুর মুরতি সে লাগিল হিয়া মাঝে॥

ফাগু বিন্দু বিন্দু মাঝে চন্দনের চাঁদ।
কহে বলরাম ওই পিরীতের ফাঁদ॥ ১১২॥

আক্ষেপানুরাগ

সুহই

যারে মুই না দেখোঁ নয়নে।
কলঙ্ক তোলায় তার সনে॥
নগরে আছয়ে কত নারী।
কে না চাহে শ্যাম পানে ফিরি॥
কে বা পিরীতি নাহি করে।
গুরুজন নাহি কার ঘরে॥
মোর হৈল সব বিপরীত।
জগতে করিলে বেয়াপিত॥
যাহা নাহি দেখয়ে নয়নে।
তাহা যেন দেখিল এখনে॥
বলরাম কহে পাপ লোকে।
মিছা কথা কহে পরতেকে॥ ১১৩॥

সুহই

কত নারী আছয়ে গোকুলে।
অভাগিনী আমার কলঙ্ক হইল কুলে॥
ঘৃতের প্রদীপ মাঝে কার।
কি জানি না জানিয়া ঢালিনু তৈলধার॥
কার কাঁচা আইলে দিনু পা।
তার ফলে লোক লাজ বেয়াপিল গা॥
কেবা নাহি দেখে শ্যাম চাঁদে।
কোন ক্ষণে হাম নারী পড়ি গেলু ফাঁদে॥
তার সনে কেনা কথা কয়।
আমার বিষের জ্বালা সোয়াথ না হয়॥
মোরে দেয় কালা পরিবাদ।
তেজিনু তেজিনু সই জীবনের সাধ॥
কাহারে কহিব দুখ কথা।
বলরাম দাস বলে কি হৈল বিধাতা॥ ১১৪॥

সিন্ধুড়া

ছাড়ে ছাড়ুক পতি কি ঘর বসতি
কি করিবে বাপ মায়।
জাতি প্রাণ ধন এ রূপ যৌবন
নিছিব শ্যামের পায়॥
কহিলুঁ নিদান না রহে পরাণ
শ্যাম সুনাগর বিনে।
কুলের ধরম ভরম সরম
ভাগিল এতেক দিনে॥
সমুখে রাখিয়া নয়ানে দেখিমু
থাকিমু চৌখে চৌখে।
হার যে করিয়া গলায় গাঁথিয়া
লইয়া থাকিমু বুকে॥
চিতে উঠে যত বেশ করি তত
অঙ্গে অঙ্গে দিয়া হাথ।
অনেক দিনের সাধ পুরাইব
কোলে করি প্রাণনাথ॥
দেখিয়া দেখিয়া মুখানি মাজিব
তাম্বুল দিই চাঁদমুখে।
বলরামের কথা বন্ধু লব তথা
রাধারে যথা না ডাকে॥ ১১৫॥

তথারাগ

নয়নের বাণ হিয়ায় হানিলে
হইল পিঠের পার।
কোণের খড় জ্বালি দিনু সুখ মুখে
দুখের নাহিক পার॥
রসের আবেশে অঙ্গ মোড়া দিয়া
হাসিয়া কথাটি কয়।
কত ভঙ্গিমায় ও ভুরু নাচায়
তাতে কি পরাণ রয়॥
বাঁশীর ফুকে বুকের ভিতরে
তুষের আগুন জ্বলে।
মধুর বচনে হিয়ার হিল্লোলে
পুরাণ পুতলী দোলে॥
হিয়া জর জর পরাণ ফাফর
দেখিয়া ও মুখচান্দ।
বলরাম-মনে আন নাহি লয়
সবে প্রাণ গোকুল চান্দ॥ ১১৬॥

তোড়ী

রসভরে মন্থর লহু লহু চাহনি
কি দিঠি চুলাওনি ভাঁতি।
গরল মাখি হিয়ে শেল কি হানল
জরজর করু দিনরাতি॥
সজনী ইথে লাগি কান্দয়ে পরাণ।
কত কত জনম- কলপ ফলে মীলল
দিঠি ভরি না হেরলুঁ কান॥
কত যে অমিয়া প্রতি- বচনে উগারই
কুলবতি মোহন মন্ত।
সো হিয়া লাগি রজনি দিন জারই
উহু উহু জিউ করু অন্ত॥
নিশিদিশি সোঙরি সোঙরি চিত আকুল
ও গতি আধ আধ পায়।
হঠ করি মরম মাঝারে মঝু পৈঠল
কহ সখি কোন উপায়॥
কেবা দেই চন্দন- তিলক বনাওল
সো ভেল হৃদয়ক ফাঁদ।
বলরাম দাস কহ অব আর না রহ
কুলজা কুলমরিযাদ॥ ১১৭॥

করুণা

যত রূপ তত বেশ ভাবিতে পাঁজর শেষ
পাপচিতে পাসরিতে নারি।
কিয়ে যশ অপযশ না রহিল গৃহ বাস
তিল আধ না দেখিলে মরি॥
সই কতদিনে পূরিবেক সাধ।
সাধিমু সকল সিধি পরসন্ন হবে বিধি
কবে হবে কালা পরিবাদ॥
কুল ছাড়ে কুলবতী সতী ছাড়ে নিজপতি
সে যদি নয়ান কোণে চায়।
জাতি কুল জীবন এ রূপ যৌবন ধন
নিছিয়া ফেলিলুঁ শ্যাম পায়॥
নিশিদিশি অনুখণ অনিমিখ নয়ন
থাকিলুঁ ও চাঁদমুখ চাঞা।
এই দড়াইলুঁ মনে প্রবেশ করিব বনে
কানুধন গলায় গাঁথিয়া॥

এ কুল ও কুল খাঞা মুঞি গেলুঁ আপন নিঞা
মোরে কেনে করহ যতন।
বলরাম দাসে বলে ছাড়িব কাহার ডরে
সেই মোর পরাণের ধন॥ ১১৮॥

ভাটিয়ারি

একে কুলবতী করি বিড়ম্বিল বিধি।
আর তাহে দিল হেন পিরীতি বিয়াধি॥
কি হৈল কি হৈল সই কিবা সে করিলুঁ।
গোপতে বাঢ়ায়্যা প্রেম আপনা খোয়ালুঁ॥
জাগিতে স্বপনে মন নাহি জানে আন।
সে নব নাগর লাগি কান্দয়ে পরাণ॥
কত না সহিব আর হিয়ার পোঁড়নি।
কহিতে নাহিক ঠাঞি ছার পরাধিনী॥
যার লাগি যেবা জন জাতি প্রাণ তেজে।
বলরাম বলে তার কি করিবে লাজে॥ ১১৯॥

তোড়ী

ছাড়িয়া ঘরের আশ করিব সে বনবাস
এই চিতে দঢ়াইলুঁ সার।
রাতি দিবসে হাম হিয়ার উপরে থোব
না করিব আর আঁখির আড়॥
সই তোমারেই কহিয়ে মরম।
জাতি মোর ভাসাইলুঁ কুলে তিলাঞ্জলি দিলুঁ
ঘুচাইলুঁ ধরম করম॥
শাশুড়ী ননদী ডরে নিশ্বাস না ছাড়ি ঘরে
এই দুখে হেন সাধ করে।
অঙ্গের উপর অঙ্গ থুইয়া চাঁন্দমুখ নিরখিয়া
মনের কথাটি কব তারে॥
নয়ান না দেখে আন আন নাহি শুনে কান
যত দেখি সব লাগে ধন্দ।
বলরাম দাসে বলে নাহি জানি কি করিলে
সে নাগর গোকুলের চন্দ॥ ১২০॥

সুহই

আন্ধার ঘরের কোণে থাকি একসরী।
কোন বিহি সিরজিল ছার কুলনারী॥

কথার দোসর নাই যারে কহোঁ দুখ।
দেখিতে না পাও চাঁদ সুরুজের মুখ॥
কহ সখি কি হবে উপায়।
না জানি কি গুণ কৈল বিদগধরায়॥
ঘরের আঙ্গিনা দেখিবারে লাগে সাধ।
তভু ত না গুণে মন এত পরমাদ॥
ও রূপ দেখিয়া কৈলুঁ মরণ সমাধি।
রাতি দিনে কান্দে প্রাণ বিষম বেয়াধি॥
আন কথা কহোঁ যদি গুরুর সমুখে।
ভরমে তখনি মোর শ্যাম আইসে মুখে॥
ভাবে বিভোর তনু গদগদ বাণী।
ধরিতে ধরণ নহে দুটি চৌখের পানি॥
সে রূপে মজিল চিত্ত পাসরিল নয়।
বলরাম দাস বলে না জানি কি হয়॥ ১২১॥

শ্রীরাগ

রাজার ঝিয়ারী কুলের বৌহারী
স্বামিসোহাগিনী নারী।
পিরীতি লাগিয়া এ তিন খোয়ালুঁ
হইলুঁ কুলখাঁখারী॥
সই কি ছার পরাণ কাজে।
স্বপনে সে জন নাহি দরশন
জগত ভরিল লাজে॥
ধরম করম সব তেয়াগিলুঁ
যাহার পিরীতি সাধে।
জাতি কুলশীল সকল মজিল
সে জনার পরিবাদে॥
ভাবিতে চিন্তিতে হিয়া জর জর
না রুচে আহার পানি।
কহে বলরাম এ তিন আখর
কেবল দুখের খনি॥ ১২২॥

করুণা

সভে বলে সুজনপিরীতি যেন হেম।
বিষম হইল মোরে কালিয়ার প্রেম॥
এ ঘরবসতি মোরে লাগে যেন শলি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণপুতলি॥
যতেক পিরীতি পিয়া করিয়াছে মোরে।
আখরে আখরে লেখা হিয়ার ভিতরে॥
হাসিয়া পাঁজরকাটা যে বল্যাছে বাণী।
সোঙরিতে চিতে উঠে আগুনের খনি॥
নিরবধি বুকে থুঞা চাহি চৌখে চৌখে।
এ বড় দারুণ শেল ফুটি রৈল বুকে॥
বলরাম দাস বলে না ভাব সুন্দরি।
শ্যামসুন্দরের প্রেম সুধার লহরী॥ ১২৩॥

তোড়ী

দুখিনীর বেথিত বন্ধু শুন দুখের কথা।
কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা॥
কান্দিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে।
আঁখির লোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে॥
বসনে মুছিয়ে ধারা ঢাকি যদি গায়।
আন ছলে ধরি গুরুজনেরে দেখায়॥
কালা নাম লৈতে না দেয় দারুণ শাশুড়ী।
কাল হার কাড়ি লয় কাল পাটের শাড়ী॥
দুখের উপরে বন্ধু অধিক আর দুখ।
দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চাঁদমুখ॥
দেখা দিয়া যাইতে বন্ধু কিবা ধন লাগে।
না যায় নিলাজ প্রাণ দাঁড়াই তোমার আগে॥
বলরাম দাস বলে হউক খেয়াতি।
জিতে পাসরিতে নারি তোমার পিরীতি॥
॥ ১২৪॥

ধানশী

আপন শপতি করি হাত দিয়া মাথে।
সুধুই শরীর মোর প্রাণ তোমার হাতে॥
বন্ধু হে তোমারে বুঝাই।
সভাই বলে আমি তোমার তেঁঞি জীতে চাই॥
নিরবধি তোমা লাগি দগধে পরাণ।
তিলেক দাঁড়াও কাছে জুড়াকু নয়ান॥
কি লাগি দারুণ চিত কাঁদে দিন রাতি।
কহে বলরাম বড় বিষম পিরীতি॥ ১২৫॥

আশাবরী

নিজ পতির বচন যেমন শেলের ঘা।
তার আগে দাঁড়াইতে ভয়ে কাঁপে গা॥

তাহে আর ননদিনী করে অপমান।
তোমার পিরীতি লাগি রাখিয়াছি প্রাণ॥
মোর দিব্য লাগে বন্ধু মোর দিব্য লাগে।
চাঁদমুখ দেখি মরি দাঁড়াও মোর আগে॥
এ তোমার ভুবনমোহন রূপখানি।
ভাবিতে ভাবিতে মোর দগধে পরাণি॥
গুরুভয় লোকলাজ নাহি পড়ে মনে।
কাঠের পুতলী যেন থাকি রাতি দিনে॥
কত পরকারে চিত করি নিবারণ।
তমু সে তোমার প্রেম নহে বিসরণ॥
তোমার পিরীতি বন্ধু পরাণ সনে জুড়া।
কহে বলরাম দাস কেমনে যাবে ছাড়া॥ ১২৬॥

গান্ধার

বিষের অধিক বিষ পাপ ননদিনী।
দারুণ শাশুড়ী মোর জ্বলন্ত আগুনি॥
শাণান ক্ষুরের ধার স্বামী দুরজন।
পাঁজরে পাঁজরে কুলবধূর গঞ্জন॥
বন্ধু তোমায় কি বলিব আন।
যে বলু সে বলু লোকে তুমি সে পরাণ॥
তোমার কলঙ্ক বন্ধু গায় সব লোকে।
লাজে মুখ নাহি তোলোঁ সতীর সমুখে॥
এ বড় দারুণ শেল সহিতে না পারি।
মোরে দেখি আন নারী করে ঠারাঠারি॥
বলরাম দাস কহে ভাঙ্গিল বিবাদ।
সকল নিছিয়া নিলুঁ তোমার পরিবাদ॥ ১২৭॥

দানলীলা

বরাড়ী

কে যাবে কে যাবে বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল বিকে বেচিবারে॥
সাজায়ে পসরা রাই দিল দাসীর মাথে।
চলিল মথুরার বিকে বড়ায়ের সাথে॥
পথে যেতে কহে কথা কানু পরসঙ্গ।
অন্তরেতে উপজিল প্রেমের তরঙ্গ॥
নবীন প্রেমের ভরে চলিতে না পারে।
চঞ্চলা হরিণী যেন চৌদিকে নেহারে॥
বলরাম দাসে কহে শুন বিনোদিনী।
গমন বিলম্ব কর পথে আছে দানী॥ ১২৮॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

সুহই

হেদে রাধা বিনোদিনী শুনহ আমার বাণী
ত্বরায় চলিয়া যাইছ বাটে।
কংসের নিকটে যাইয়া এক লক্ষ টাকা দিয়া
কিনিযা লয়েছি আমি ঘাটে॥
নিতি ভাঁড়াইয়া যাও রাজকর নাহি দাও
গতাগতি কর এই পথে।
দানী বলি নাহি ডর নাহি দাও রাজকর
ঠেকে গেলে জাগাতের হাতে॥
যে হয গণ্ডাকে বুড়ি হিসাব করহ কড়ি
রাজকর দিয়া যাহ মোরে।
দানী হৈত অন্যজনা দোলাইত কানে সোণা
বিকিকিনি শিখাইত তোরে॥
মাথায় কবরী ভার এক লক্ষ দান তার
দুইলক্ষ সীঁথার সিন্দুর।
গলে গজমোতিহার তিনলক্ষ দান তার
চারিলক্ষ বলয়া কেয়ূর॥
করে মুদরি মাণিক্য তার দান পঞ্চলক্ষ
ছয়লক্ষ কটিতে কিঙ্কিণী।
চরণে নূপুর মণি নয়লক্ষ তার গণি
বলরাম দাস হাসে শুনি॥ ১২৯॥

শ্রীরাধার উক্তি

বরাড়ী

শুনিয়া দানীর বাণী বৃষভানু নন্দিনী
চাতুরী করিয়া কহে কথা।
বাওন হইয়া চায় কবে চাঁদ কোথা পায়
কি তপ করেছ যথা তথা॥
তেয়াগিয়ে নিজস্থান তীর্থ কর পর্য্যটন
গোদাবরী প্রয়াগ তরঙ্গে।
যে সাধ করেছ চিতে ব্রত কর আচিরাতে
তবে পরশিও মযু অঙ্গে॥

এত যদি সাধ হিয়া গৌরী আরাধহ গিয়া
তবে সে করিও মোর আশ।
ধেনুর রাখাল যেবা তাহারে গণয়ে কেবা
হেন কেন মন অভিলাষ॥
নিকড়ো গুঞ্জার গাভা অঙ্গের করহ শোভা
নিকড়ো বনের ফুলে বেশ।
নিকড়ো পাখীর পাখে যার মূল্য নাহি লেখে
চূড়া বান্ধ উভ করে কেশ॥
না হইত কাল অঙ্গ তবে কি করিতে রঙ্গ
গৌর হইলে পরশিতে বলে।
বলরাম দাস কয় এ তব উচিত নয়
ঝাঁপ দেহ কালিন্দীর জলে॥ ১৩০॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ভাটিয়ারী

কানু কহে ধনী শুন বিনোদিনি
কালিয়া বরণ আমি।
মোরে পরশিয়া গৌর করহ
কেমন রূপসী তুমি॥
যাহার যেমন বিধির করণ
সকলে সমান নয়।
রূপের গরিমা কি কাজ কিশোরী
দেহ দান যেবা হয়॥
আহীরের নারী না কর চাতুরী
অনেক জানহ ছলা।
মোরে লাজ বাস দেখিয়ে যে হাস
ধরিয়া সখীর গলা॥
দেহ রাজকর এই ঘাট মোর
মিছা না বলিয়ে আমি।
বলরাম কয় উচিত যে হয়
দিয়া যেতে পার তুমি॥ ১৩১॥

বরাড়ী

শুন হে গোপের ঝি কাল নিন্দা কর কি
কালরূপ সবার মাধুরী।
জানিয়া শুনিয়া মনে যতেক রমণীগণে
কালরূপ আগে কৈলা চুরি॥
ভুবনে যতেক নারী কালরূপ করে চুরি
কামিনী মোহিনী নাম ধরে।
হয় নয় কর সোর একে একে ধরি চোর
কাল দোষী না রহে সংসারে॥
দেখ আগে কাল ভাল দুই আঁখি তারা কাল
তার মাঝে কাল যে পুতুলি।
মথিয়ে অনঙ্গনিধি ভাবিয়ে গণিয়ে বিধি
কাল বিন্দু ধরি দিল তুলি॥
কাল যে যুগল ভুরু চৌরস কপাল চারু
তাহে শোভে বদন মাধুরী।
বলরাম দাস বলে কাল ছাড়া এ অখিলে
কেবা আছে দেখাও সুন্দরী॥ ১৩২॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

সুহই

পরম পবিত্র সার শ্রীঅঙ্গ পরশ যার
দানব্রত তুয়া নামে পাই।
তীর্থ সহস্র কোটী সকল ও আঁখি দুটী
নিজ অঙ্গে ধরিয়াছ রাই॥
ব্রহ্মাদি সাবিত্রী যারে নারে কভু স্পর্শিবারে
প্রেম বিনা আন ব্রত রীতে।
দিবানিশি হেন বাসি অমৃত সাগরে ভাসি
চিন্ময় তোহারি পিরীতে॥
মলয় বাতাসে যেন চন্দন সে তরুগণ
ঐছে মলয় তছু অঙ্গ।
ঐছে লাগিয়া ধনি অনুরাগে হইলাম দানী
নিশি দিশি চাই তুয়া সঙ্গ॥
তোমার পরশ ধনি কোটী তীর্থ হেন মানি
সুধা লাগি যৈছে চকোর।
নাগর বচন শুনি পুলকিত ভেল ধনি
বলরাম দাস তাহে ভোর॥ ১৩৩॥

শ্রীরাধার উক্তি

সুহই

যখন গোধন লৈয়া আঙ্গিনার নিকট দিয়া
যাও তুমি বেণু বাজাইয়া।

বেণু ধ্বনি কৈলা তুমি অট্টালিকা পরে আমি
সঙে এলাম বাহির হৈয়া॥
দেখিব বলে এলাম আমি ফিরিয়া না চাইলা তুমি
নেচে গেলে হলধরের বামে।
অদর্শন হইলা তুমি কান্দিতে কান্দিতে আমি
প্রবেশিলাম ললিতার ধামে॥
ললিতা চতুরা ছিল দান ছলে মিলাওল
তেঁঞি এলাম তোমা দরশনে।
বলরাম দাসে কয় না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়
আন নাহি জানি তোমা বিনে॥ ১৩৪॥

নৌকাবিলাস

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

কামোদ

তোমরা কে বট ধনি পরিচয় দেহ আগে জানি।
এ হেন বিনোদ সাজে কোথা যাবে কোন কাজে
বল বল বলগো তা শুনি॥
কমল বদনখানি চরণ কমল জিনি
কমল লোচনী কমলিনী।
জীবন যৌবন ভরা তাহাতে মাথে পসরা
হাঁটিয়া এসেছ ধন্য মানি॥
এনা বেশে কিবা আশে যাইবা কাহার বাসে
বিজয় করিয়া বিনোদিনি।
মোর ভাগ্যে হেন হবে নায়ে পদ পরশিবে
বিশ্রাম করিবা তুমি ধনি॥
তোমরা ডাকিছ সুখে তরণী পড়েছে পাকে
আপনা সারিয়া পাছে আনি।
সুপ্রভাত হইল নিশি দিবসে উদয় শশী
বলরাম দাসে কহে বাণী॥ ১৩৫॥

শ্রীরাধার উক্তি

বরাড়ী

ওহে আমরা এসেছি না জানিয়া।
কণ্ডারি বুঝিলাম মোরা তরণী করিয়া ভাড়া
আইলা নবীন নেয়ে হইয়া॥
কড়ি দিয়া পার হব ভাঙ্গা নায়ে না চড়িব
নৌতুন আনগা গড়াইয়া।
তরণী নৌতুন নয় নানা ছলে কথা কয়
হাসি হাসি মুখানি ঝাঁপিয়া॥
কালিন্দীর কাল জল মুখ পদ্ম শত দল
মেঘের আড়েতে যেন শশী।
হাসিতে বিজুরী খেলে বচন কহিবার কালে
অমিয়া বরিখে রাশি রাশি॥
নয়ানে নয়ানে বাণ করে দোঁহ সন্ধান
দোঁহ বাণে দোঁহ জরজর।
উথলিল প্রেম সিন্ধু চকোর পাইল ইন্দু
দোঁহ প্রেমে দোঁহ গরগর॥
দিব কি রূপের সীমা নাহি দেখি উপমা
সে আনন্দের নাহিক তুলনা।
বলরাম দাসে কয় কিবা সে আনন্দময়
ভাগ্যবতী কালিন্দী যমুনা॥ ১৩৬॥

রাসলীলা

কেদার

একে সে মোহন যমুনাকূল
আরে সে কেলি কদম্বমূল
আরে সে বিবিধ ফুটল ফুল
আরে সে শারদ যামিনি।
বয়স কিশোর মোহন ঠাম
নিরখি মুরছি পড়ত কাম
সজল জলদ শ্যামধাম
পিয়ল বসন দামিনি।
শাঙল ধবল কালি গোরি
বিবিধ বসন বনি কিশোরি
নাচত গায়ত রসবিভোরি
সবহুঁ বরজকামিনি।
ভ্রমরা ভ্রমরি করত রাব
পিকু কুহু কুহু করত গাব
সঙ্গিনি রঙ্গিণি মধুর বোলনি
বিবিধ রাগ গায়নি।

বীণা কপিনাস পিনাক ভাল
সপ্ত-স্বর বাজত তাল
এ সরমণ্ডল মন্দিরা ডম্ফ
মেলি কতহুঁ বায়নি।
নূপুর ঘুঙ্গুর মধুর বোল
ঝনন রনন নটন লোল
হাসি হাসি কেহ করত কোল
ভালি ভালি বোলনি।
বলরাম দাস ধরত তাল
গাওত মধুর অতি রসাল
শুনত শুনত জগত উমত
হৃদয়-পুতলি দোলনি॥ ১৩৭॥

রসালস

শুভগা

জানলি কানু গোপতে পরিহারল
কাতর লোচন ওরে।
ললিতা ছল করি রাইক করে ধরি
ডারলি নাহক কোরে॥
হরি হরি সব সহচরিগণ মেলি।
কিশলয় শয়নতলে দুহুঁ বৈঠব
বিলসব রসময় কেলি॥
বুঝিয়া বিশাখা সখি আনন্দে মাতলি
মাঝহি বচন বেয়াজে।
কর ধরি ধনি মুখ বসন উঘাড়ল
চুম্বই নাগররাজে॥
চিত্রা বান্ধলি দুহুঁক পটাঞ্চলে
কহলি গেহ চলু বালা।
চলইতে রাই উঠই নাহি পারই
হেরি হাসয়ে সখি-মালা॥
ধনি দিঠি ইঙ্গিত জানি সুনাগর
তোড়ল গাঁঠিক বন্ধ।
কাহুক চুম্বই কাহুক আলিঙ্গই
হেরি বলরাম আনন্দ॥ ১৩৮॥

কৌ রাগ

লহু লহু ছোড়ি গোরি তনু বৈঠলি
জাগল নাগররাজে।
ও সুখ লাগি জাগি পুন নাগরি
শুতলি ঘুম বিয়াজে॥
হরি হরি অব সুখ যামিনি শেষে।
রতিরসে ভোরি জোরি তনু শুতল
বিগলিত অম্বর কেশে॥
রতনক দীপ সমীপ আনি পহু
করহি চিবুক ধরি থোর।
রাই চন্দ্রমুখ মণ্ডল হেরইতে
ঢর ঢর লোচন লোর॥
বিপুল পুলককুল ঝাঁপল দুহুঁ তনু
দুহুঁ হেরি থরথর কাঁপ।
বলরাম ঐছন কব দুহুঁ হেরব
মেটব সব হিয়তাপ॥ ১৩৯॥

স্বাধীনভর্তৃকা

বিভাস

রাই মুখপঙ্কজ কুঙ্কুমে মাজল
বসনহি পুলক আগোর।
নিরমিত সিন্দুর যতনে নিবারই
নীঝর নয়নক লোর॥
এ সখি চতুর শিরোমণি কান।
নিরমজি উনমজি আরতিসায়রে
করল বেশ নিরমাণ॥
অঞ্জইতে লোচন দুনয়ন ছল ছল
করল ঘরম জল চোরি।
কত পরকারহিঁ কাঁপ নিবারল
লিখইতে উচ কুচ জোরি॥
বসন পরাইতে মুগধল নাগর
থম্বি রহল যব নাহ।
তব দিঠি কুণ্ঠিত রঙ্গদেবি সখি
তহিঁ বলরামমুখ চাহ॥ ১৪০॥

রামকেলি

চীর নিরখি চম- কই ঘন পুলকিত
কাজরে কাঁপই কান।
হেরইতে সিন্দুর লোরে সিনাওল
কি করব বেশ বনান॥
সখি হে সো অব মঝু মন ঝুরে।
নিয়ড়হি গোরি নাহ ভেল ঐছন
না জানি কি হোত বিদুরে॥
কাঁচলি নামহি ধৈরজ তেজল
মনহি গহিন উনমাদ।
উচ কুচকোরক পরশি বনাওত
কীয়ে করব পরমাদ॥
কিয়ে বিহি রাই- প্রেম দেই নিরমিল
রসময় নাগর কান।
কনক মঞ্জরি রতি- মঞ্জরি রোয়ত
রোয়ব কব বলরাম॥ ১৪১॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের গৃহে গমন

কো রামকেলি

বেশ বনাই পহিরি পুন শাড়ি।
যব পহু আগে রহলি ধনি ঠাড়ি॥
হেরইতে কানু সিনায়ল লোরে।
মাতল রোই ধরল ধনি কোরে॥
দারুণ দুরবিহি দুরযশ নেল।
হিয় মাহা হানল গরলক শেল॥
কোরহি বৈঠলি মুগধিনি রাই।
বসনহি ঝাঁপি রোই শির লাই॥
শির পর শির ধরি রোয়ই কান।
কাঁপি সঘন পুন হরল গেয়ান॥
মুরছি গোরি পড়লি খিতি মাহ।
পুন করি কোরে রোই বর নাহ॥
লুঠই ধরণি পহু কর উর তারি।
ভোরি রোয়ত নাহ ধনি অসমারি॥
মুখ হেরি রোই করই আশোয়াস।
ছল ছল দিঠিজলে গদগদ ভাষ॥
চুম্বি আলিঙ্গি সাতায়লি শ্যাম।
লেই ধনি গেহ চলব বলরাম॥ ১৪২॥

রামকেলি

দুহুঁক বেয়াকুল হেরি সব সহচরি
বহু পরবোধলি তায়।
কত পরিহাস বচনে পুন দুহুঁ জনে
বিরহ করয়ে অন্তরায়॥
দেখ দেখ অপরূপ সখি সুচতুর।
রভস সরোবরে দুহুঁক ডুবায়ই
আপন মনোরথ পুর॥
দুহু মুখ দুহুঁ জন চুম্বই পুন পুন
দুহুঁ দোহাঁ কোরে আগোরি।
তেজল সরম ভরম ধনি বিছুরল
গেহ গমন পুন ভোরি॥
সহচরিগণ সব মনহি বিচারই
কৈছে লেয়ব দুহুঁ বাসে।
তৈখনে নযনযুগল ভেল ঢল ঢল
কহতহি বলরাম দাসে॥ ১৪৩॥

রামকেলি

মন্দির চলব জানি অতি কাতর
আকুল জলধিতরঙ্গ।
কত কত চুম্বন কতহুঁ আলিঙ্গন
দুবর ভেল দুহুঁ অঙ্গ॥
সখি হে কিয়ে বিধি লাগল বাদে।
কণ্ঠ কণ্ঠ গহি সব সখি রোয়ত
হেরইতে দুহুঁক বিষাদে॥
সোঙরি বিচ্ছেদ খেদ দুহুঁ আকুল
দুহুঁ রহু কোরে অগোরি।
দুহুঁক নয়নীরে দুহুঁ তনু ভীগই
রোয়ই মুখে মুখ জোরি॥
এ মুখদরশন বিনে তনু জারব
কহি কহি রোয়ে মুরারি।
ধনিমুখ উলটি পালটি কত হেরই
কত জিউ করত নিছারি॥
ব্রজপতি রাণি সঙ্গে পুন ব্রজপতি
আই কুঞ্জ মাহা পৈঠ।
শুনইতে বলরাম দুহুক সম্ভেদল
দুহুঁক ছোড়ি দুহুঁ বৈঠ॥ ১৪৪॥

সুহই

পদ আধ চলত খলত পুন বেরি।
পুন ফেরি চুম্বয়ে দুহুঁ মুখ হেরি॥
দুহুঁজন নয়নে গলয়ে জলধার।
রোই রোই সখিগণ চলই না পার॥
খেণে ভয়ে সচকিত নয়নে নেহার।
গলিত বসন ফুল কুন্তলভার॥
নূপুর আভরণ আঁচরে নেল।
দুহু অতি কাতরে দুহুঁ পথে গেল॥
পুন পুন হেরইতে হেরই না পায়।
নয়নক লোরহি঱্ঁ বসন ভিগায়॥
চলইতে হেরল নিকটহি঱্ঁ গেহ।
পীত বসনে সব গোপয়ে দেহ॥
আপাদ বদন সব বসনে বেয়াপি।
অলপে অলপে সভে পদযুগ চাপি॥
নিজ মন্দিরে ধনি আয়লি দেখি।
গুরুজন গৃহে পুন সচকিতে পেখি॥
তুরিতহি঱্ঁ পৈঠলি মন্দির মাঝে।
বৈঠলি সুন্দরি আপন শেজে॥
নিতি নিতি ঐছন দুহুঁক বিলাস।
নিতি নিতি হেরব বলরাম দাস॥ ১৪৫॥

রসালস (প্রকারান্তর)

পঠমঞ্জরী

বিকসিত কুসুম ঝরই মকরন্দ।
সব বন পবন পসারল গন্ধ॥
মধু পিবি ধাবই মধুকরপুঞ্জ।
গাবই ভ্রমি ভ্রমি কেলিনিকুঞ্জ॥
হরি হরি সব সখি ঘুমল শয়নে।
অলসভাবে রহু অরুণিত নয়নে॥
কুজই কোকিল মধুকর নাদ।
শুনি শুনি মনমথ মন উনমাদ॥
উয়লহি হিমকর উজর রাতি।
ঝলকই তরুকুল কিশলয়-পাঁতি॥
দশ দিশ পূরল খগগণ গানে।
বলরাম জানল নিশি অবসানে॥ ১৪৬॥

ললিত

বৃন্দা বিপিনহি঱্ঁ সব দ্বিজকুল।
কুজয়ে চৌদিশে হোই আকুল॥
শারি শুক তহি঱্ঁ কোকিল মেলি।
কপোত ফুকারত অলিকুল কেলি॥
মউর মউরি ধ্বনি শুনিতে রসাল।
বানরি রব তহি঱্ঁ অতি সুবিশাল॥
ঐছন শবদ ভেল বন মাহ।
জাগল দুহুঁজন নাগরি নাহ॥
আলসে দুহুঁতনু দুহুঁ নাহি তেজে।
শুতি রহল পুন কিশলয়শেজে॥
পুনহি ফুকারই শারি সুকীর।
ঐছন যৈছে সুধারস গীর॥
কব বলরাম শুনব তহি শ্রবণে।
রাধামাধব হেরব নয়নে॥ ১৪৭॥

ললিত

বৃন্দাবন শুক শারিক কোকিল-
অলিকুল মঙ্গল গানে।
রবই কপোত তবহি঱্ঁ চরণাউধ
দশ দিশ ভরল নিসানে॥
হরি হরি কোন চিয়ায়ব মোর।
নিশি পরভাত তবহি঱্ঁ নাহি জাগত
ঘুমল যুগল কিশোর॥
ঝামর দীপ সুধাকর ধুসর
দিশি ভরু অরুণিম কাঁতি।
কুমুদিনি ছোড়ি নলিনিগণে ধাবই
আকুল মধুকর পাঁতি॥
মন্দির শুনে হেরি বরজ মহেশ্বরি
করলহি বিপিন পয়ানে।
ললিতা কাতর বচনসুধা কব
বলরাম শুনব কানে॥ ১৪৮॥

বিভাস ললিত

খোজতি ফিরতি জননি যশোমতি
আওল কুঞ্জকুটীর।
শুনইতে দক্ষ বিচক্ষণ ভাষণ
চমকিত গোকুলবীর॥

হরি হরি অব দুহু ঘুমক লাগি।
কোরে আগোরি ছরমভরে শুতলি
রতিরসে যামিনি জাগি॥
রতিরসে অবশকলেবর নাগর
উঠত থোরহি থোর।
প্রাণপিয়ারি নেহারি বদন পুন
ভোরি রহল তছু কোর॥
রাইবদন ঘন চুম্বই সাদরে
কাতরহৃদয় মুরারি।
নয়নক নীরহি শয়ন ভিগায়ই
হেরি বলরাম বলিহারি॥ ১৪৯॥

বিভাস

বৃন্দা বচনহি উঠই ফুকারই
শুক পিক শারিক পাঁতি।
শুন তহিঁ জাগি পুনহু দুহুঁ ঘুমল
নাগরি কোরহিঁ যাঁতি॥
হরি হরি জাগহ নাগর কান।
বর পামর বিহি কিয়ে দুখ দেয়ল
রজনি হোয়ল অবসান॥
আওলি বাউরি বরজ মহেশ্বরি
বোলত পুন দাধিলোল।
শুনইতে কাতর বিদগধ নাগর
থোর নয়নযুগ খোল॥
নাগরি হেরি পুনহি দিঠি মুদল
পুলক মুকুল ভরু অঙ্গ।
বলরাম হেরি কবহুঁ সুখ সায়রে
নিমজব রঙ্গতরঙ্গ॥ ১৫০॥

তোড়ী

ঝঙ্করু বন ভরি মধুকর মধুকরি
কুজই কোকিলবৃন্দ।
শুনি তনু মোড়ি গোরি পুন শুতলি
মুদি রহু নয়নারবিন্দ॥
জাগহুঁ রে মোর প্রাণপিয়ারি।
রজনি পোহায়ল গুরুজন জাগল
ননদিনি দেয়ব গারি॥
জটিলা শাশু আসু ভরি রোয়ই
খোজই যমুনাতীর।
শারিক বচনে চমকি ধনি উঠইতে
ঢুলি ঢুলি পড়ই অথীর॥
চমকি চিয়াওল তুরিতহি সখিগণ
জাগায়ে আভরণরোলে।
বলরাম হেরি জাগাই উঠায়ল
দুহুঁ তনু ঝাঁপি নিচোলে॥ ১৫১॥

কুঞ্জভঙ্গ

ভৈরবী

মধুর সময় রজনিশেষ
শোহই মধুর কাননদেশ
গগনে উয়ল মধুর মধুর
বিধু নিরমলকাঁতিয়া।
মধুর মাধবী কেলিনিকুঞ্জ
ফুটল মধুর কুসুমপুঞ্জ
গাবই মধুর ভ্রমরা ভ্রমরী
মধুর মধুহি মাতিয়া॥
আজু খেলত আনন্দে ভোর
মধুর যুবতি নব কিশোর
মধুর বরজ রঙ্গিণী মেলি
করত মধুর রভস কেলি॥ ধ্রু॥

মধুর পবন বহই মন্দ
কুজয়ে কোকিল মধুর ছন্দ
মধুর রসহি শবদ সুভগ
নাদই বিহগ পাঁতিয়া।
রবই মধুর শারি কীর
পঢ়ই ঐছন অমিয়া গীর
নটই মধুর মউর মউরি
রটই মধুর ভাতিয়া॥
মধুর মিলন খেলন হাস
মধুর মধুর রসবিলাস
মদন হেরই ধরণী লুঠই
বেদন ফুটই ছাতিয়া।

মধুর মধুর চরিতরীত
বলরাম চিতে ফুরউ নীত
দুহুঁক মধুর চরণ সেবন
ভাবনে জনম যাতিয়া॥ ১৫২॥

বসন্তবিলাস

পঠমঞ্জরী

কুসুমভরে নব পল্লব দোল।
মধু পিবি মধুকরি মধুকর বোল॥
তাহে নব কোকিল পঞ্চম গায়।
দুহুঁ জন আরতি চন্দন-বায়॥
পুনমিক রাতি মোহন ঋতুরাজ।
বৈদগধি বিদগধ মিলল সমাজ॥
নাহ সে নীলমণি বরণ সুঠান।
রাই মুকুর কাঞ্চন দশবাণ॥
দোঁহে দোঁহা হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোরি।
রাই ভেল শ্যামরী শ্যাম ভেল গোরি॥
আলিঙ্গন করইতে উপজল হাস।
ও রূপ বলিহারি বলরাম দাস॥ ১৫৩॥

মাথুর

শ্রীরাধার উক্তি

পঠমঞ্জরী

ভোখে ভাত না খায় পিয়া তিরিষায় পানি।
রাতি দিবস মোর দেখে মুখখানি॥
আঁখির নিমিখে পিয়া হারায় হেন বাসে।
হেন পিয়া কেমনে আছয়ে দূর দেশে॥
প্রাণ করে ছটফট নাহিক সম্বিত।
কি করিয়া পাসরিব পিয়ার পিরীত॥
মরিব মরিব সই কি আর যতনে।
সে পিয়া পাসরে যদি কি ছার জীবনে॥
কত পরিহার কৈল ধরিয়া আঁচলে।
হাস বিলাস কত করে নানা ছলে॥
তভু তারে না চাহিলাম নয়ানের কোণে।
সোঙরি এ দুখে প্রাণ কান্দে রাতি দিনে॥
হাস হাস নয়ান জুড়াকু চাঁদমুখি।
এ বোল বলিতে পিয়া ছলছল আঁখি॥
বলরাম দাস পহুঁর সোঙরিতে লেহ।
পরাণ ফাঁফর হৈল খীণ হৈল দেহ॥ ১৫৪॥

গান্ধার

কখন না জানি আমি বিচ্ছেদের জ্বালা।
কে সহিবে ইহ দুখ হইয়া অবলা॥
মরিব মরিব সখি না রাখিব জিউ।
কে রাখিবে দেহ না হেরিয়া সেহ পিউ॥
কে রহিবে গোকুলে কে শুনিবে বোল।
কে করিবে অনুখণ ক্রন্দনের রোল॥
কে হেরিবে শূন্য কদম্বক কোর।
কে যাওব ঐছন কুঞ্জক ওর॥
নারিব নারিব প্রাণ রাখিতে নারিব।
কহে বলরাম হাম আগে সে মরিব॥ ১৫৫॥

শ্রীরাগ

যাহার লাগিঞা হাম সব তেয়াগিল।
সে যদি নিঠুর হঞা মথুরা রহিল॥
মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিঞা যাব॥
পুন যদি চান্দমুখ দেখিতে না পাব।
বিরহ আনল জ্বালি তনু তেয়াগিব॥
কহে বলরাম দাস বিরমহ রাই।
চান্দমুখ না দেখিলে মরিব সভাই॥ ১৫৬॥

পঠমঞ্জরী

কে মোরে মিলাঞা দিবে সো চাঁদবয়ান।
আঁখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ॥
উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি।
না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি॥
ধন জন যৌবন দোসর বন্ধুজন।
পিয়া বিনু শূন্য ভেল এ তিন ভুবন॥
আজু যদি না দেখিলাম সো চান্দবয়ান।
নিশ্চয় জানিহ সখি তেজিব পরাণ॥
কেহো ত না বোলে রে আওব তোর পিয়া।
কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া॥

কত দূরে পিয়া মোর করে পরবাস।
দুখ জানাইতে চলু বলরাম দাস॥ ১৫৭॥

পাঠমঞ্জরী

কে যাবে মথুরাপুরি কার লাগি পাব।
এ মোর দুখের কথা লিখিয়া পাঠাব॥
মনেরে লেখনী করি মসীঘট আঁখি।
কলিজা কাগজ করি খত দিব লেখি॥
দেখিলা যতেক দুখ কহিয় বন্ধুরে।
পুছিয় তাহারে মোরে মনে নাকি করে॥
কহিবা দুখের কথা বিরলে পাইয়া।
ধরিবা চরণে তার সময় বুঝিয়া॥
কহিয় কহিয় সখি মোর পিয়া পাশ।
এত দিনে গেল মোর জীবনের আশ॥
এত শুনি সো সখি করল পয়ান।
আওল মধুপুরি বলরাম গান॥ ১৫৮॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি

ধানশী

কতহুঁ বেরি বেরি শেজ বিরচব
সরস সরসিজ পাতি।
শিতল বীজনে সলিল সেচনে
কত না পোহায়ব রাতি॥
কতহু চন্দন করব লেপন
তভু না জুড়ায়ই অঙ্গ।
উঠই পুন পুন অনল দারুণ
হৃদয় মদন তরঙ্গ॥
শুন শুন নিদয় নিঠুর চীত।
তো সনে লেহ করি খোয়ালি সুন্দরি
প্রাণ দেই পরাচীত॥
খণহি অঙ্গনে খণহি নিকেতনে
খণহি সহচরি কোরে।
ফুয়ল কবরী লুঠই সুন্দরি
কতহুঁ নদি বহ লোরে॥
কবহুঁ সখিগণ বেঢ়ি রোদন
কি ভেল বলি উর তাড়ি।
কুন্তল তোড়ই বসন ফোড়ই
বিহিক দেওই গারি॥

ধরণি-উপরে নিচল কলেবর
পড়ই রহই ভোরি।
কাহে না কহ শাস না বহ
নিমিখ তেজলি গোরি॥
কোই লুঠই কোই ছুটই
প্রাণ প্রিয় সখি ভাখি।
কহই বলরাম ধরল-কালিম
বদন দেওব সাখি॥ ১৫৯॥

সিন্ধুড়া

অসিত পক্ষের শশী যেন দিনে দেখি।
শ্রাবণের ধারা যেন ঝরে দুই আঁখি॥
ধরণী শয়নে অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
উঠিতে বসিতে নারে কাঁপে কলেবর॥
কোকিলের গান যেন কুলিশ সমান।
জৈমিনি জৈমিনি বলি মুন্দে দুনয়ান॥
ফুকরি কান্দিতে তার নাহিক শকতি।
তোমা বিনে জীবন সংশয় রসবতী॥
বলরাম বলে যদি দেখিবে রাধারে।
অবিলম্বে ব্রজপুরে কর আগুসারে॥ ১৬০॥

ধানশী

সুমধুর মধুকর কোকিল কলরব
সো ভেল দারুণ শেল।
চন্দন গরল অনল ভেল সরসিজ
চান্দ সুরজ ভৈ গেল॥
মাধব ধনী কি সাতাওব চীত।
পাপিনী বিরহিণী কো বিহি সিরজিল
হিতহি ভেল বিপরীত॥
জনম দিবস ভরি জীউ অধিক করি
যাহে বাঢ়াওলি রাই।
নিজ হিয় হোই সোই উচ কুচ যুগ
অনুখণ দগধই তাই॥
কিশলয় শয়ন রতনময় আভরণ
পরশত সব অঙ্গ জারি।
কহ বলরাম সবহুঁ পুন পালটই
যব তুহুঁ পালটি নেহারি॥ ১৬১॥

সুহই

মাধব কি কহব বিরহ বিষাদ।
তিল এক তুহুঁ বিনে যো কহে যুগশত
তাহে কি এতহুঁ পরমাদ॥
পন্থ নেহারিতে নয়ন অন্ধায়ল
দিনে দিনে খিণ ভেল দেহ।
কত উনমাদ মোহ বহি যাওত
তাহে পরবোধব কেহ॥
দশমি দশায়ে আছয়ে এক ঔষধ
শ্রবণে কহই তুয়া নাম।
শুনইতে তবহি পরাণ ফেরি আওত
সো দুখ কি কহব হাম॥
কত কত বেরি তোহে সম্বাদলুঁ
কৈছন তুয়া আশোয়াস।
না বুঝিয়ে রীত ভীত রহুঁ অন্তরে
কহতহি বলরামদাস॥ ১৬২॥

দূতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

হামারি যতেক দুখ বিরহহুতাশ।
সবহি কহবি তুহুঁ বিরহিণি পাশ॥
দুয় এক দিবসে মিলিব হাম যাই।
যতনহি তুহুঁ পরবোধবি রাই॥
কহবি সজনি মধু আরতি বাণী।
তাকর মুখ হেরি বিছুরহ জানি॥
শুনি দূতি ধাই চললি ধনি পাশ।
গদগদ কহতহি বলরাম দাস॥ ১৬৩॥

শ্রীরাধার প্রতি দূতীর উক্তি

সুহই

বিরহিণি কি কহব নাহক দুখ।
আধ তিল তুয়া বিনে জীবন শূন্য মানে
তাহে কি মাথুর সুখ॥
সদাই বিরলে বসি অবনত মুখশশী
ঝর ঝর ঝরয়ে নয়ান।
দুই হাত বুকে ধরি রাই রাই রাই করি
ঐছনে হরয়ে গেয়ান॥
পুন চেতন পুন ঐছন মুরছন
পুন পুন করয়ে ধিকার।
গোকুল-নগরক পথিক হেরি কত
করে ধরি করে পরিহার॥
আওব কানু কহল তোহে কত কত
বচনে করহ বিশোয়াসে।
তোহারি প্রেম সোই বিছুরি না পারব
পুছহ বলরাম দাসে॥ ১৬৪॥

শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশমাসিক বিরহ

মথুরা-প্রত্যাগতা দূতীর উক্তি

তিরোথা ধানশী

আঘণ মাস নাহ-হিয় দাহই
শুনইতে হিম-ঋতু নাম।
অঙ্গন গহন দহন ভেল মন্দির
সুন্দরি তুহুঁ ভেলি বাম॥
কিয়ে নিশি বাসর গর গর অন্তর
জর জর মরমক ঠাম।
বিদগধ-রায় মুগধ-চিত অবিরত
সোঙরিয়া তুয়া গুণ-নাম॥
সুন্দরি কো কহ ও দুখ ওর।
বিষম কুসুম-শর জরে ভেল দুবর
বল্লব রাজ-কিশোর॥

পৌষ-তুষার তুষানলে ডারল
জীবন নায়রি নাহ।
সুধির সমীর সুধাকর-শীকর-
পরশ গরল অবগাহ॥
অহনিশি ডহ ডহ পিয়া জিউ থির নহ
দুঃসহ বিরহক দাহ।
উঠত বৈঠত শোয়ত রোয়ত
কতয়ে করব নিরবাহ॥

মাঘহি দিন নিশি শিশিরক শীকর-
নিকরহুঁ অবনি আগোর।
উলটি পালটি অনুখণ ছটফটি
তনু দহে সহচরি-কোর॥

তুয়া গুণে কামিনি কত হিম-যামিনি
জাগরে নাগর ভোর।
সরসিজ-মোচন বর-লোচনে তছু
ঝরতহিঁ ঝর ঝর লোর॥

ফাগুনে মধুপুর নাগরি নাগর
বিলসই ফাগুক রঙ্গ।
বিরহক আগুনি জরি জরি গুণমণি
ঝামর শ্যামর অঙ্গ॥
তুহু সে নিরন্তর লাগলি অন্তর
কি করব রঙ্গিণি সঙ্গ।
শীতল ভূতলে লুঠয়ে বেয়াকুল
দংশল বিরহ-ভুজঙ্গ॥

দুরহি বিরহিগণ তেজই জীবন
শুনি অছু নাম দুরন্ত।
সো মধু-মাস বিলাসত জনে জনে
আওল কাল বসন্ত॥
এতদিনে কতহু যতনে জিউ রাখল
অব কি জিয়ব তুয়া কান্ত।
পিকু-অলি-কাকলি কুসুম-লতাবলি
দিনে দিনে জিউ করু অন্ত॥
বিকসিত কুসুম ভরল সব কানন
চৌদিশে ভ্রমর-ঝঙ্কার।
তরু পর কোকিল পঞ্চম গায়ই
নিশি দিশি জীবন জার॥

পাপ নিশাকর কিরণ পসারল
জগ ভরি আনল বিথার।
মাধবি-মাসে আশে জিউ না রহ
অব কি সহব দুখ ভার॥
শীতল শতদল-শয়নে শুতায়ল
কিশলয় ভরি পরিষঙ্ক।
কত উঠি কত বৈঠি পড়য়ে ধরণি লুঠি
লোরে করই মহি পঙ্ক॥

কত ঘন চন্দন কত কত বীজন
সজল জলজ বিষ-শঙ্কা।
জৈঠহি পৈঠল হিয়ে বড়বানল
কিয়ে দুরবিহি ভেল বঙ্কা॥
নব নব জলধর ভরি রহু অম্বর
বরিষা নব পরবেশে।
খেণে খেণে জলদ মধুরময় ধনি শুনি
গুণি গুণি উঠয়ে তরাসে॥

সব নব পল্লব লাগল মনোভব
বিহি করু সব অব শেষ।
কোন আষাঢ়ে শেল হিয়ে গাড়ল
বাড়ল গাঢ় কলেশ॥
গগনহি সঘন ঘনহি ঘনু গরজন
দামিনি দশ দিশ পাত।
যামিনি ঘোর তিমির-ভর হেরইতে
থরহরি কাঁপায়ে গাত॥

এ দুখ-সায়র-নিমগন নায়র
তহিঁ হত-দাদুরি-রাব।
শাঙন গহন দহন দহ জীবন
কিয়ে জানি হরি-বধ পাব॥
উদ ভাদর দিন নিরখিতে তনু খিণ
দারুণ দুরদিন মান।
বিরহ-হিলোলহি দর দর অন্তর
দোলত চপল পরাণ॥

তুয়া বিনু দিগুণ শুনে সব মন্দির
মনমথ-তৃণ সমান।
একল বিকল সকল নিশি বিলপই
অবিরত ঝরয়ে নয়ান॥

উজোর হিমকর নভ-তল নিরমল
চাঁদনি রজনি উজোর।
উনমত ভ্রমর ভ্রমরি সহ বিলসই
বিকশিত পদুমিনি-কোর॥
তোহারি দরশ বিনু অতি খিণ জীবন
গদ গদ কহে আধ বোল।
আশিন সারস হংস-শবদ শুনি
পিয়া-জিউ অতি উতরোল॥

বিহরই বিহগ সভগ তটিনী-তট
সরসিজ ভেল পরকাশ।
জগ-জন-লোচন তনু-মন-মোহন
আওল কাতিক মাস॥
তবহুঁ অনঙ্গ-ভুজঙ্গ গরাসল
অব নাহি জিবনক আশ।
নিশি দিশি অনুখণ গুণি গুণি তুয়া গুণ
উনমত বারহি মাস॥
অব ভেল অচেতন মুদি রহু লোচন
ঘন ঘন তেজই শ্বাস।
তুহুঁ মণি-মন্তর তুয়া নাম প্রতিকার
নিবেদল বলরাম দাস॥ ১৬৫॥

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে আগমন

ভূপালী

যোই নিকুঞ্জে আছয়ে ধনি রাই।
তুরিতহিঁ নাগর মীলল যাই॥
হেরইতে বিরহিণি চমকিত ভেল।
শ্যামর ধনি নিজ কোর পর নেল॥
পুলকিত সব তনু ঝর ঝর ঘাম।
দুহুঁ বি-বরণ কাঁপয়ে অবিরাম॥
আনন্দ লোরহিঁ সভ বহি যায়।
বয়ন বয়ন দুহুঁ হিয়ায় হিয়ায়॥
দূরে গেও যতহুঁ বিরহ হুতাশ।
কছু নাহি বুঝল বলরাম দাস॥ ১৬৬॥

ধানশী

চির দিনে মীলল রাইক পাশ।
উঠই না পারই বিরহ হুতাশ॥
বাম পাণি দেই দখিণ ধারে।
চেতন হোয়ল হাতক ভারে॥
আঁখি মেলি হেরি উঠই না পার।
নাগর লেয়ল কোরে আপনার॥
বিরহিণি বামে করি বৈঠল কান।
বিরহিণি মানল স্বপন সমান॥
পূরল যতহুঁ মরম অভিলাষ।
কছু নাহি বুঝল বলরাম দাস॥ ১৬৭॥

শ্রীরাধার আত্মনিবেদন

শ্রীরাগ

চির অনুরাগে মিলল দুহুঁ কুঞ্জে।
আবেশে কহয়ে ধনি রস পরিপুঞ্জে॥
বন্ধু কি বলিব তোরে।
তোমা বিনে দেখি মুঞি সব অন্ধকারে॥
পেয়েছি তোমারে বন্ধু না ছাড়িব আর।
যে বলু সে বলু মোরে লোক দুরাচার॥
এক তিল না দেখিলে মরমেতে মরি।
শেজ বিছাইয়া কান্দি জাগিয়ে শর্ব্বরী॥
হিয়ার মাঝারে থুব বসন ঝাঁপিয়া।
বলরাম কহে রাই দঢ় কর হিয়া॥ ১৬৮॥

শ্রীকৃষ্ণের আত্মনিবেদন

ধানশী

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটি কলপ যদি নিরবধি দেখি॥
তভু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান॥
দরপণ নীরস সুদূরে পরিহরি।
কি ছার কমলের ফুল বটেক না করি॥
ছি ছি কি শরদের চাঁদ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা॥
যতনে আনিয়া যদি ছানিয়ে বিজুরী।
অমিয়ার সাঁচে যদি রচিয়ে পুতলী॥
রসের সায়র মাঝে করাই সিনান।
তভু ত না হয় তোমার নিছনি সমান॥
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতীত।
হারাঙ হারাঙ হেন সদা করে চিত॥
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঁঞি বলরামের পহুঁর চিত নহে থির॥
॥ ১৬৯॥

কেদার

রাই বোলহ করিব কি।
তিলেক তোমার পরশ না পাইলে
সেই ক্ষণে নাহি জী॥
তোমার অঙ্গের সরস পরশ
পাইলে যে সুখ উঠে।
বুকের ভিতর বান্ধিয়া রাখিয়ে
ছাড়িতে পরাণ ফাটে॥
বিহি নিদারুণ করিলেক ভিন
তোমা হেন গুণনিধি।
ও মুখ দেখিয়া হৃদি উলাসয়ে
সকলি পাইনু সিধি॥
হেন লএ মনে প্রবেশিব বনে
তোমারে করিয়া বুকে।
বলরাম চিতে দেখি দিন রাইতে
আপন মনের সুখে॥ ১৭০॥

সুহই

শুনহঁু সুন্দরি মঝু অভিলাষ।
ব্রজপুর প্রেম করব পরকাশ॥
গোপ গোপাল সব জন মেলি।
নদীয়া নগর পর করবহঁু কেলি॥
তনু তনু মেলি হোই এক ঠাম।
অবিরত বদনে বলব তুয়া নাম॥
ব্রজপুর ভাবে পূরব মনকাম।
অনুভবি জানল দাস বলরাম॥ ১৭১॥

শ্রীরাধার উক্তি

শ্রীরাগ

বঁধুহে শুনইতে কাঁপই দেহা।
তুহঁু ব্রজ জীবন তুয়া বিনু কৈছন
ব্রজপুর বান্ধব থেহা॥
জল বিনু মীন ফণি মণি বিনু
তেজয়ে আপন পরাণ।
তিল আধ তুহারি দরশ বিনু তৈছন
ব্রজপুর গতি তুহঁু জান॥

সকল সমাধি কোন বিধি সাধবি
পাওবি কোনহি সুখ।
কিয়ে আন জন তুয়া মরমহি জানব
ইথে লাগি বিদরয়ে বুক॥
বৃন্দাবন কুঞ্জ নিকুঞ্জহি নিবসবি
তুহঁু বর নাগর কান।
অহ নিশি তুহারি দরশ বিনু ঝুরব
তেজব সবহুঁ পরাণ॥
অগ্রজ সঙ্গে রঙ্গে যমুনা তটে
সখা সঙে করবি বিলাস।
পরিহরি মুঝে কিয়ে প্রেম পরকাশবি
না বুঝয়ে বলরাম দাস॥ ১৭২॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

শ্রীরাগ

শুনিয়া রাইয়ের বাণী অমৃতে সিঞ্চিল জানি
বিদগধ রসময় কান।
আপনাক ভাবে সেহ ভাব প্রকাশিতে এহ
ধনী অনুমতি ভেল জান॥
সুন্দরি যে কহিলে গৌর স্বরূপ।
অব কোই নাহি জানে কেবল তুহার প্রেমে
মোহে করব হেন রূপ॥
কৈছন তুয়া প্রেমা কৈছন মধুরিমা
কৈছন সুখে তুহু ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন ব্রজে নহিল পূরণ
কি কহব না পাইয়ে ওর॥
ভাবিয়ে দেখিনু মনে তুহার স্বরূপ বিনে
এ সুখ আস্বাদ কভু নয়।
তুয়া ভাব কান্তি ধরি তুয়া প্রেম গুরু করি
নদীয়াতে করব উদয়॥
সাধব মনের সাধা ঘুচাব মনের ধাঁধা
জগতে বিলাব প্রেম ধন।
বলরাম দাসে কয় প্রভু মোর দয়াময়
না ভজিনু মুঞি নরাধম॥ ১৭৩॥

প্রার্থনা

গুর্জ্জরী

যো লীলা শুনইতে শীলা দারু দরবই
গুণ শুনি মুনিমন ভোর।
ও সুখসায়র মাঝে জগজন নিমগন
শ্রবণে পরশ নহ মোর॥
হরি হরি কি শেল রহল মোর চিতে।
না শুনিলুঁ শ্রুতি ভরি নাগর নাগরি মিলি
দুহুঁজন মধুরচরিতে॥
সোই গিরি গোবর্দ্ধন সোই ধাম বৃন্দাবন
সো নবরসময় কুঞ্জে।
সোই যমুনাজলং কেলি কলা কুতুহল
হতচিত তাহে নাহি রঞ্জে॥
প্রিয়সহচরিগণ সঙ্গে সুখ আলাপন
খেলন বিবিধ সুবিলাস।
হৃদয়ে না স্ফুরই বিফলে সে জীবই
ধিক্ ধিক্ বলরাম দাস॥ ১৭৪॥

ললিত

জানিয়া কামিনি যামিনি শেষ।
জাগব সখি সভে করব নিদেশ॥
ললিতা বিশাখা ঘুমায়ব সখি সঙ্গে।
সবহুঁ চরণ সম্বাহব রঙ্গে॥
হরি হরি কবহুঁ শ্রীচরণ সম্বাই।
কনকমঞ্জরি মুখ হেরব জাগাই॥
ঘুমল সখিগণে জাগব শয়নে।
কর্পূর তাম্বূল দেয়ব বদনে॥
বিরচিব সিন্দুর কাজর বেশ।
বসন পিন্ধায়ব বান্ধব কেশ॥
তনু অনুলেপব চন্দনগন্ধ।
পুনহি পরায়ব কাঁচলিবন্ধ॥
আরতি করব হেরব মুখচন্দ।
টুটব চিরদিন বিরহক ধন্দ॥
শয়ননিকুঞ্জে রাখব আগোরি।
হেরব সখিগণে আনন্দ ভোরি॥
বলরাম হেরব দুহুঁ মুখচন্দ।
ভাঁগব কব দিঠি শ্রবণক দন্দ॥ ১৭৫॥

কেদার

বিপরিত অম্বর পালটি পিন্ধায়ব
বান্ধব কুন্তলভার।
গাঁথি দুহুঁক হিয়ে পুন পহিরায়ব
টুটল মোতিমহার॥
হরি হরি কব নবপল্লব শয়নে।
রতিরণ ছরমে ঘরমে দুহুঁ বৈঠব
বীজব কিশলয় বিজনে॥
লোচন খঞ্জন কাজরে রঞ্জব
নবকুবলয় দুই কানে।
সিন্দুর চন্দনে তিলক বনায়ব
অলক করব নিরমাণে॥
দুহুঁ মুখ জোতি মুকুর দরশায়ব
দেয়ব সকপুর পাণে।
বলরাম দাসক চির দুখ মীটব
কব দুহু হেরব নয়ানে॥ ১৭৬॥
[২৫৮৮]

দীন বলরাম

প্রার্থনা

ধানশী

ভোলামন একবার ভাব পরিণাম।
ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম॥
কৃষ্ণ ভজিবারে সেথা প্রতিজ্ঞা করিলে।
সংসারে আসিবা মাত্র সকল ভুলিলে॥
কত কষ্টে পাল ভাই ভার্য্যা বেটী-বেটা।
কৃষ্ণপদ ভজিতেই বাধে সব লেঠা॥
শত জিহ্বা পরনিন্দা পর তোষামোদে।
কৃষ্ণনাম কহিতেই রসনায় বাধে॥
পরপদ ধরি সদা করিছ লেহনে।
নিযুক্ত না কর কর সে পদ সেবনে॥
আরে মন ভব রোগে ঘিরিল তোমারে।
হাঁসফাঁস করিতেছ বিষম বিকারে॥
কৃষ্ণপদ না ভজিয়া মর উপসর্গে।
কৃষ্ণপদ ভজ লাভ হবে চতুর্ব্বর্গে॥
লইতে মধুর নাম কেন রে কাতর।
কেন ভাই মিছামিছি হইছ ফাঁফর॥
কহে দীন বলরাম ঘুচিবে বিকার।
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার॥ ১॥

গোষ্ঠ

ধানশী

বলরাম তুমি মোর গোপাল লৈয়া যাইছ।
বারে ঘুমে চিয়াইয়ে দুগ্ধ পিয়াইতে নারি
তারে তুমি গোঠে সাজাইছ॥
কত জন্ম ভাগ্য করি আরাধিয়া হর গৌরী
পাইলাম এ দুখ পাসরা।
কেমনে ধৈরজ ধরে মায়ে কি বলিতে পারে
বনে যাউক এ দুধ কোঙরা॥
বসন ধরিয়া হাতে ফিরে গোপাল সাথে সাথে
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়।
এ হেন দুধের বাছা বনেতে বিদায় দিয়া
কেমনে ধরিবে প্রাণ মায়॥
জল খাইতে গিয়াছিল আনলে বেড়িয়াছিল
দু হাতে আনল ধরি পিয়ে।
এ নন্দের ভাগ্যবলে যশোদার পুণ্যফলে
তেঁঞি সে গোপাল মোর জিয়ে॥
দীন বলরামের বাণী শুন শুন নন্দরাণী
কেন সদা ভাবিতেছ তুমি।
গোপালে সাজায়ে দেহ আমার মিনতি লহ
সঙ্গেতে যাইব গোঠে আমি॥ ২॥

এক

নন্দরাণী কুতূহলে গোপাল লইয়া কোলে
বসিলেন কনক আসনে।
নীলমণি জলধর জিনি শ্যাম কলেবর
সাজাইছে নানা আভরণে॥
রুচির চাঁচর চুল দিয়া নানা বনফুল
চূড়া বান্ধে বাম দিকে টালে।
নব গোরোচনা আনি সুন্দর করিয়া রাণী
তিলক রচিয়া দিল ভালে॥
অলকাতে সারি সারি দিল মুকুতার ঝুরি
তাহে দিল চন্দনের বিন্দু।
কদম্ব মঞ্জরী সনে কুণ্ডল পরাল কানে
ঝলমল করে মুখ ইন্দু॥
গলে গজমতি হার কনক জিঞ্জির আর
গাঁথিয়া দিলেন চারু মণি।
হেমের বলয়া ভুজে পীত বসন কটি মাঝে
চাঁদ মুখের হাসিটি লাবণি॥
বিরিঞ্চি বাসুকি ভব অরুণ আদি যত দেব
করে সবে পদরেণু আশ।
হেন পদাম্বুজে রাণী পরায় নূপুর খানি
কহে দীন বলরাম দাস॥ ৩॥

দুই

যাদবেরে সাজাইয়া চাঁদমুখ নিরখিয়া
আনন্দ সায়রে রাণী ভাসে।
মনে সাধ জনমিল মোহন মুরলী দিল
ধড়ায় গুঁজিয়া বামপাশে॥
সুগন্ধি বনের ফুলে মালা গাঁথি দিল গলে
সুগন্ধি চন্দন দিল গায়।
ধেনু ফিরাবার তরে পাঁচনী দিলেন করে
মণিময় বাধা দিল পায়॥
সাজন বাজন লইয়া কনক জিঞ্জির দিয়া
বাম কান্ধে দিল নন্দরাণী।
ধবলীর গলে দিতে হেমপাটা দিল হাতে
গোঠেরে মাতিল নীলমণি॥
বন্দিয়া ভার্গব হরে কর বুলাইয়া শিরে
কহে না যাইও দূর বনে।
মুরলীতে দিও সান শুনিয়া জুড়াবে প্রাণ
দীন বলরাম দাসে ভণে॥ ৪॥

বসন্তোৎসব

শ্রীরাগ

নাগর বলয়ে ডাকি এই সে করিব।
রাই সঙ্গে একে একে ফাগুয়া খেলিব॥
তোমরা সভাই থাক রাই দেহ রণ।
কে হারে কে জিনে তবে দেখিব কেমন॥
ললিতা বলেন শুন ওহে বনমালী।
রণেতে হারিলে কাড়ি লইব মুরলী॥
নাগর বলয়ে ভাল ওই বোল তবে।
তোমরা হারিলে মোরে কোন ধন দিবে॥
হাসিয়া বলেন তবে রাধা সুধামুখী।
থাকুক বড়াই তোমার আগে রণ দেখি॥
জিনিতে না পার কভু গোপীর সমাজ।
মিছাই গৌরব কর মুখে নাহি লাজ॥
নাগর বলয়ে ভাল ওই সত্য হয়।
আপনার যশ বিনে কেবা অন্য কয়॥
হারিলে মুরলী দিব আর পীতধড়া।
রাধার চরণে দিব মোহনীয়া চূড়া॥
চতুরা নাগরী রাধে সব জান তুমি।
তোমরা কি দিবে বল এই বলি আমি॥
রাই কহে শঠ কথা না সহে তোমার।
হারিলে বেসর দিব আর গলার হার॥
দীন বলরাম দাসের আনন্দ হইল।
সত্য সত্য বলি ফাগু খেলিতে লাগিল॥ ৫॥

শ্রীরাগ

রাই কানু খেলিবারে হইল দুই দল।
পিচকারি মারে শ্যামে গোপিনী সকল॥
মারয়ে আবীর গোরী কস্তুরী চন্দন।
ফুলেল মারিছে অঙ্গে জিতিয়ে কাঞ্চন॥
আতর গোলাপ মারয়ে শুভ চিত।
মারিছে শ্যামের অঙ্গে দেখি বিপরীত॥
যে দিগে পলায়ে নাগর সেই দিগে ধায়।
নয়ান ঝাঁপিয়া নাগর পলাইতে না পায়॥
ললিতা কাড়িয়া নিল শ্যামের পীতধড়া।
বিশাখা কাড়িয়া নিল মোহনীয়া চূড়া॥
ইন্দুরেখা সখী তখন শ্যামেরে ধরিল।
ভুজ যুগে বাঁধি রাধার আগে আনি দিল॥
হাসিতে লাগিল রাই নাগর দেখিয়া।
মিছাই ভরম কর বল না বুঝিয়া॥
নাগর কহয়ে শুন এই বলি আমি।
সূক্ষ্ম করি বিচার করো শুন বিনোদিনী॥
নাগরের কাতর বাণী শুনি সুধামুখী।
মলিন বদন রাই ছল ছল আঁখি॥
দীন বলরাম দাসের আনন্দ হইল।
রাই সঙ্গে শ্যাম চাঁদ নিকুঞ্জে বসিল॥ ৬॥

বলাই দাস

গোষ্ঠ

ভূপালী

আজু গোঠেরে সাজল দোন ভাই।
রাম কানাই গোঠে সাজে জোর শিঙ্গা বেণু বাজে
বরজে পড়িল ধাওয়া ধাই॥
চৌদিকে বরজ-বধূ মঙ্গল গায়ত সবে
মুরছিত কতহুঁ নয়ান।
আগে লাখে লাখে ধেনু গগনে উঠিছে রেণু
দ্বিজগণে করে বেদ গান॥
মুরহর হলধর ধরাধরি করে কর
লীলায় দোলায় নিজ অঙ্গ।
ঘনায়্যা ঘনায়্যা কাছে মউরা মউরী নাচে
চান্দে মেঘে দেখি এক সঙ্গ॥
সুবল তুলিল বানা যেখানে বলাইর থানা
রাখালের কান্ধে ভাল সাজে।
রাম কানাই কুতূহলে সাজিলা যে আগু দলে
বলাইর যুগল শিঙ্গা বাজে॥ ১॥

ভাটিয়ারী

নন্দরাণি যাহ গো ভবনে।
তোমার গোপাল আনি দিব বেলি অবসানে॥
লৈয়া যাইছি তোমার গোপাল রাখিব বসাইয়া।
আমরা ফিরাব ধেনু চাঁদমুখ চাইয়া॥
লৈয়া যাইতে তোমার গোপাল পাই বড় সুখ।
বেণুতে ফিরায় ধেনু এ বড় কৌতুক॥
যে দিন যেবা মনে করি কানাই তাহা জানে।
ক্ষুধা লাগিলে সে অন্ন কোথা হৈতে আনে॥
এক দিন দাবানলে মরিতাম পুড়িয়া।
তাহাতে রাখিল গোপাল কেমন করিয়া॥
নন্দরাণি তেঞি তোমার গোপাল লৈয়া যাই।
সঙ্গেতে সাজিল পাছে এ দাস বলাই॥ ২॥

গৌরী

কোন বনে গিয়াছিলে ওরে রাম কানু।
আজি কেন চান্দমুখের শুনি নাই বেণু॥
ক্ষীর সর ননী দিলাম আঁচলে বান্ধিয়া।
বুঝি কিছু খাও নাই শুখাঞাছে হিয়া॥
মলিন হৈয়াছে মুখ রবির কিরণে।
না জানি ফিরিলা কোন গহন কাননে॥
নব তৃণাঙ্কুর কত ভুঁকিল চরণে।
এক-দিঠি হৈয়া রাণী চাহে চরণ পানে॥
না বুঝি ধাইয়াছ কত ধেনুর পাছে।
এ দাস বলাই কেনে এ দুখ দেখ্যাছে॥ ৩॥

বলরাম দাস
(নরোত্তম ভক্ত)

তোড়ী

প্রথমে জননীকোলে স্তনপান কুতূহলে
অজ্ঞান আছিলুঁ মতিহীন।
তবে ত বালক সঙ্গে খেলাইলুঁ নানা রঙ্গে
এমতি গোঙাইলুঁ কত দিন॥
দ্বিতীয় সময় কাল বিকার ইন্দ্রিয়জাল
পাপ পুণ্য কিছুই না ভায়।
ভোগবিলাস নারী এ সব কৌতুক করি
তাহা দেখি হাসে যমরায়॥
তৃতীয় সময় কালে বন্ধন সে হাতে গলে
পুত্র কলত্রে গৃহবাস।
আশা বাঢ়ে দিনে দিনে ত্যাগ নাহি হয় মনে
হরিপদে না করিলু আশ॥
চারি কাল গেল যদি হরিল আঁখির জ্যোতি
শ্রবণে না শুনি অতিশয়।
বলরাম দাস কয় এবে রাখ মহাশয়
ভক্তিদান দেহ রাঙ্গাপায়॥ ১॥

তোড়ী

জান্যা শুন্যা কৃষ্ণপদ না করে ভাবনা।
পুনঃ পুন পায় সেই গর্ভের যন্ত্রণা॥
একবার জনময়ে আর বার মরে।
তথাপিও হরিপদ ভজন না করে॥
থাকিয়া মায়ের গর্ভে পায় নানা বেথা।
তখন পড়য়ে মনে শত জন্মের কথা॥
ঊর্দ্ধপদে হেট-মাথে রহয়ে বন্ধনে।
বিপদ সময়ে তখন কৃষ্ণ পড়ে মনে॥
জন্মমাত্র পড়ে মহামায়ার বন্ধনে।
ভজিতে কৃষ্ণের পদ না পড়য়ে মনে॥
শতেক বৎসর আয়ু সবে মাত্র ধরে।
নিদ্রায় তাহার যায় পঞ্চাশ বৎসরে॥
পঞ্চাশ বৎসর বাল্য পৌগন্ড কৈশোরে।
নানামত চাপল্যে সে পরমায়ু হরে॥
কোন মতে কৃষ্ণপদ নহিল ভজন।
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে পুন করয়ে ভ্রমণ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি দেখে কৃষ্ণদাস।
সেই ক্ষণে হয় তার কর্মবন্ধনাশ॥
কৃষ্ণের ভজনতত্ত্ব করে উপদেশ।
ভজয়ে শ্রীকৃষ্ণপদ দূরে যায় ক্লেশ॥
অতএব ভজি আমি বৈষ্ণব-চরণ।
বলরাম দাস এই করে নিবেদন॥ ২॥

তোড়ী

ভাই রে সাধুসঙ্গ কর ভাল হৈয়া।
এ ভব তরিয়া যাবা মহানন্দ সুখ পাবা
নিতাই চৈতন্য গুণ গাইয়া॥
চৌরাশি লক্ষ জনম ভ্রমণ করিয়া শ্রম
ভালই দুর্ল্লভ দেহ পাইয়া।
মহতের দায় দিয়া ভক্তিপথে না চলিয়া
জন্ম যায় অকারণে বৈয়া॥
মালা মুদ্রা করি বেশ ভজনের নাহি লেশ
ফিরি আমি লোক দেখাইয়া।
মহাকালের ফল লাল দেখিতে সুরঙ্গ ভাল
মরি যে মাকাল বিষ খাইয়া॥
চন্দনতরুর কাছে যত বৃক্ষ লতা আছে
আত্মসম করে বায়ু দিয়া।
হেন সাধুসঙ্গ সার নাই বলরাম ছার
ভবকূপে রহিলাম পড়িয়া॥ ৩॥

প্রার্থনা

তোড়ী

বুঢ়া তুমি কি আর গরব ধর।
এ ভব সংসার- সাগর তরিতে
হরিনাম সার কর॥

পাকিল কুন্তল গায়ে নাহি বল
কাঁকালি হইল বঙ্কা।
হাতে নড়ি করি যাও গুড়ি গুড়ি
হুড়ি পড়িবারে শঙ্কা॥
সন্ধ্যায় শয়ন কাস ঘন ঘন
সঘনে ডাকিছে গলা।
আবৃত বসন ঘুচাইয়া দেখ
উদিত হৈয়াছে বেলা॥
শ্বাস যে রোদন লাঘব ঘনে ঘন
সঘনে পিবহ পানী।
অতয়ে বদন ভরি বোল হরি
দাস বলরামের বাণী॥ ৪॥

তোড়ী

ছিলা জীব বাল্যকালে আচ্ছন্ন অজ্ঞানজালে
না জানিতা উত্তর দক্ষিণ।
পৌগণ্ডেতে হাতে খড়ি বিদ্যা লাগি দৌড়াদড়ি
হরি না ভজিলা একদিন॥
কিশোর বয়সকালে বিদ্যামদে মত্ত ছিলে
তর্কশাস্ত্রে হইলা পণ্ডিত।
তর্করূপ মায়াজালে বাঁধা পৈলা হাতে গলে
চরম না ভাবিলা কিঞ্চিত॥
যৌবনে কামের বশে মজিলা কামিনী-রসে
নষ্ট কৈল কামিনী কাঞ্চনে।
উপার্জিল দুর্মতি কামে ধনে গেল মতি
সুমতি না লভিলা কখনে॥
হারে রে অধম মূঢ় শেষকালে দর্প চূর
কৃষ্ণ ভজনের কাল অন্ত।
বলরাম কাঁদি বলে জনম গেল বিফলে
এবে কেশে ধরিল কৃতান্ত॥ ৫॥

তোড়ী

কর মন ভারি ভুরি যত কিছু চাতুরী
কিছুতেই না হবে সুসার।
বড়াই করিবে যত সকলি হইবে হত
কিছুতেই নাহিক নিস্তার॥
ধনজন যৌবন সব হবে অকারণ
বিদ্যাবুদ্ধি যাবে রসাতল।
যদ্যপি মঙ্গল চাও শুন মোর মাথা খাও
ভজ হরি চরণ কমল॥
হরির চরণ বিনে নাহি গতি দীনহীনে
হরিপদ দীনের সম্পদ।
বদনে বল রে হরি অনায়াসে যাবে তরি
তরণী করিয়া হরিপদ॥
বলরাম পড়ি দায় খেদে করে হায় হায়
একূল ওকূল তার নাই।
আর না করিও দেরি চাঁদবদনে বল হরি
হরিবে শমনভয় ভাই॥ ৬॥

[২৬০৩]

পরশুরাম

শ্রীরাধার বন্দনা

তথারাগ

জয় জয় মাধবদয়িতা অভিরামা।
অবিদিত বেদ বিবুধবিধিবন্দিতা
রাধা রসবতী নামা॥
বৃষভানু উদধি অবধি অচিন্তন
চিন্তামণি ধনী রূপা।
নন্দনগর নবং নন্দিনী বন্দিনী
বৃন্দাবন বনভূপা॥
বেশ বিশেষ শেষ সদৃশানন
শিব শুক বর্ণন পারা।
সিন্ধু সুতাযুত শম্ভু ঘরণীজিত
তনু উনু লাবণী সারা॥
ঢল ঢল সকল কলেবর আবর
দ্যুতি জিতি বিদ্যুত বল্লী।
চাঁচর চিকুর প্রচয় রুচি রঙ্গন
ছন্দন মালতী মল্লী॥
বিদলিত মল্লি মাল মণি মৌক্তিক
অলিকুল কলয়িত হারা।
কুচযুগ শম্ভু শিরোপরি শোহন
মেরু সুরেশ্বরী ধারা॥

বসন রসন ঘন অঞ্জন গঞ্জন
চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গী।
জনু ঘনপত্তন ইন্দুকিরণ পুন
পূরণ করণ রণরঙ্গী॥
কর কিশলয় ভুজ বল্লরী বলয়িত
করী অরি কমনীয় মধ্যা।
কটিতট নিকট কলনূমণি কিঙ্কিণী
গতিজিতি নর্ত্তন পদ্যা॥
গৌর নিতম্ব বিতম্ব ঘন চুম্বিত
গঞ্জিত হংস বিহঙ্গে।
স্তবকিত তরল ছন্দ নীবিবন্ধন
দোলই অঙ্গ তরঙ্গে॥
কঞ্জ চরণে মণিমঞ্জীর ঝঙ্কৃত
ঝলমল নখমণি কিরণে।
পদতল অমল সুরোরুহশীতল
পরশুরাম রহ স্মরণে॥ ১॥

শ্রীরাধার রূপ

গৌরী গান্ধার

ধনি ধনি রাধে আজি বনি।
লাখ লখিমি নবলীলা লোভন
ব্রজরমণীগণমুকুটমণি॥

১ অভিরামা মাধব দয়িতার জয় হউক, জয় হউক। বেদ তাঁহাকে জানে না, সেই রাধা নামা রসবতী দেবতাবৃন্দ ও বিধাতার বন্দিতা। বৃষভানুরূপ সমুদ্র হইতে এই অচিন্তনীয়া চিন্তামণি ধনী উদিতা হইয়াছেন। বৃন্দাবনের অধীশ্বরী নন্দনগরের নব নাগরীগণের বন্দনীয়া। সহস্রবদন অনন্তদেব এবং শিব শুক ও তাঁহার বেশ বিশেষের বর্ণনা করিতে পারেন না। সৌন্দর্য্যে লক্ষ্মীসহ শম্ভুঘরণী বিজয়িনী এই গৌরীর তনুদেহ লাবণ্যসারে বিমণ্ডিতা সকল কলেবরের ঢলঢল আবরণ দ্যুতি যেন বিদ্যুল্লতাকে জয় করিয়াছে। ধনীর চাঁচর কেশরাজি রঙ্গন এবং মালতী মালায় ছন্দিত। কণ্ঠে মণিমুক্তার হারের সহিত অলিকুল শোভিত মল্লিকার মাল্যদাম। কুচযুগলরূপ শম্ভুর শিরে যেন মেরু নির্গত গঙ্গার ধারা শোভা পাইতেছে। সরসঘন অঞ্জন গঞ্জিত নীলবসন পরিধান, চন্দনচর্চ্চিত অঙ্গ। গৌরদেহ এবং নীলবসন যেন মেঘমালার সঙ্গে চন্দ্রকিরণের রণ-রঙ্গে পূর্ণ। ভুজবল্লরী, তাহাতে কর কিশলয়। সিংহ জিনিয়া ক্ষীণ কটি। তাহাতে মণিকিঙ্কিণীর কলধ্বনি; কবিতার নর্ত্তনছন্দ জিনিয়া গতিভঙ্গী। চন্দ্রহার চুম্বিত গৌর নিতম্ব, হংস বিহঙ্গকে গঞ্জনা দেয়। নীবিবন্ধনের স্তবকিত তরলছন্দ অঙ্গতরঙ্গে দুলিতেছে। কমল চরণে ঝঙ্কৃত মণিমঞ্জীর পরশুরামের স্মরণে জাগিয়া থাকুক।

চিহ্নিত চারু চরণে মণিমঞ্জীর
ঝনুর ঝনুর ঝনু বাজে রসাল।
প্রতিপদ গতি রতি মতি মতি মোহিত
নখমণি উদিত বিধু করমাল॥
পদতল অমল কমলদল কোমল
ফুয়ল থল জলজাবলি বলিয়া।
ধরণী বিভূষণ আকুল চিহ্নগণ
অলিকুল বৈঠল ভুলিয়া॥
সৌভগমদমণি কিঙ্কিণী ভাষিণী
কিণিকিণি কামিনী কাহ্নসনে।
পরশুরাম কহ ভুবন চতুর্দ্দশ
পদনীরজরজ লেশপণে॥ ২॥

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

তথারাগ

কনক কটোরি ভরি দুগ্ধ দেই মায।
মুখ দিয়া থাকে তায় কিছু নাহি খায়॥
যশোমতী বলে কথা শুনরে বাছনি।
দুগ্ধ খাহ এই ক্ষণে বাড়িবেক বেণী॥
বলরামের দীর্ঘ বেণী দেখ পিঠে দোলে।
দুগ্ধ নাহি খাহ তেঞি কেশ কর্ণমূলে॥
সারোক্ষ ধবলীদুগ্ধ চিতা দিঞা খায়।
খেতে খেতে বেণী বাড়ে চরণে লোটায়॥
মায়ের এ সব কথা প্রলাপ শুনিঞা।
দুগ্ধ খায় কেশে কৃষ্ণ বাম হাত দিঞা॥
তা দেখি মায়ের গা ধরনে না যায।
আনন্দ সাগরে ভাসে থল নাহি পায়॥
দুগ্ধ খাইঞা মায়ের কাছে চতুর কানাই।
জোখা দিয়া দেখে কেশ কিছু বাড়ে নাই॥
কেশে ধরি কান্দে কৃষ্ণ গড়াগড়ি বুলে।
ব্যস্ত হইল যশোমতী পুত্র করি কোলে॥
ক্রন্দন শুনিয়া তথা আইল রোহিণী।
কৃষ্ণ কোলে করি শিরে দিল নিজ বেণী॥
যশোদা বলেন এই দেখ যদুরায়।
বাড়িল তোমার বেণী ধরণী লোটায়॥
কৃষ্ণের বালকলীলা শুন মন দিয়া।
বিপ্র পরশুরামে গায় গোবিন্দ ভাবিয়া॥ ৩॥

পূর্ব্বরাগ

রাগ পূরবী

মুরলী খুরলী তরলি করলি
অবলি অবলা মোয়।
সহিল নহিল পরাণে পশিল
সকলি কহিল তোয়॥
সুধার সরণি অজীব জীবনী
সে মোর গরলে ভরা।
বাদিয়া অনঙ্গ কালিয়া ভুজঙ্গ
চালায়ে দিয়াছে পারা॥
ধরমে করমে সরমে ভরমে
মরমে ভেদিল জ্বালা।
নয়নে বয়নে শ্রবণে ভবনে
ভুবনে ভবিল কালা॥
অলপ অক্ষর মরম অন্তর
সকল গোকুল জানে।
দুখের পূষণ মুখের ভূষণ
শুনি মুরছিয়ে কেনে॥
ত্রিভঙ্গ ললিতে মুরলী সহিতে
সে ধ্বনি শুনিলেই দেখি।
সজল নয়নে রঞ্জন অঞ্জনে
হিযার হুতাশে লেখি॥
যৌবন কাননে মদন দহনে
দহিছে দেখিযা পটে।
পরশুরামের ওপদ অন্তর
সহজে সঙ্কট বটে॥ ৪॥

শ্রীরাধার রূপানুরাগ

রাগ তুড়ি

কালিন্দী কিনারে গো নাগর কালিয়া।
জলেরে যাইতে একা সে অঙ্গে লাগিল ঠেকা
মনে ছিল তমাল বলিয়া॥
কানাইয়ে হেরিয়া আগে আবেশ লাগিল গো
ধাধসে বান্ধিল দুই পায়।
রূপের বাতাসে তনু কি জানি কি হইল গো
কথা কহিতে পুলক পড়ে গায়॥

ব কুবলয় দল তনু নিরমল গো
রতন মুকুর বর হিয়া।
কমন বিধাতা তায় রসাল করিল গো
শুধুই সুধার সার দিয়া॥
ূপের মাধুরী কত ভুবন ভুলায় গো
পরশে অমিয়া সুখ রাশি।
পরশুরামের মনে স্মওরি স্মওরি রূপ
বসিঞা কান্দিয়ে দিবানিশি॥ ৫॥

সখী শিক্ষা

ধানশী

এ সখি হাম কহিয়ে তোহে ফেরি।
রাখবি মন মাহা মিলন বেরি॥
হেরবি যব নব সুন্দর নাহ।
ধৈরয ধরবি যতনে মন মাহ॥
সহজে না ছাড়বি সখীগণ সঙ্গ।
অলস বাধ জনু মোড়বি অঙ্গ॥
বামহি করে শির বসন সমারি।
ছলে দরশায়বি অঙ্গ উঘাড়ি॥
তব যব নাহ মিলব তুয়া পাশ।
না করবি বিরস না দেয়বি আশ॥
বিনতি কাহ্ন করব তুয়া ঠাম।
নিজ কোরে করবে করবি পরণাম॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল হোই।
কানু উপেখি রহবি সখী গোই॥
বিহসি বিলোল নয়ন পরকাশি।
সহচরী সাধনে নহি নহি ভাষি॥
সো বর নাগর ইঙ্গিত জানি।
পদ পরিযন্ত পসারব পাণি॥
করে কর বারিতে পরশবি নাহ।
পুরব দুহুঁ মন রস নিরবাহ॥
পরশুরাম কহ যুগতি না ভায়।
মদন কলাগুরু যো দরশায়॥ ৬॥

দান

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

তথারাগ

আইস আইস কমলিনী বৈস মোর কাছে।
উছটে ঠেকিয়া পদনখ যাবে পাছে॥
পসরা তুলিয়া আইস বৈস তরুমূলে।
চলিতে বেদনা পাবে চরণ কমলে॥
চন্দ্রাননে বিগলিত বিন্দুবিন্দু ঘাম।
অধিক শোভিত তাহে মুকুতার দাম॥
ঘামে নট হৈল গোরী সুন্দর কাজলে।
শীতল তরুর ছায় বৈস মোর কোলে॥
অতি খীনা কমলিনী সোনার বরণ।
রবি তাপে মিলাইবে এমন যৌবন॥
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অঞ্জন রঞ্জিত।
স্বর্ণমৃগ বলি ব্যাধ বিন্ধিবে নিশ্চিত॥
দেখিয়া অধর মুখ নলিনী মেলানি।
কমলের ভাবে অলি দংশিবে এখনি॥
শীতল তরুর ছায় বৈস একবার।
সকল কিনিয়া নিব তোমার পসার॥ ৭॥

শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি

ভাটিয়ালি রাগ

পর নারী দেখিয়া ধরিতে নার হিয়া।
গলায় কলসী বান্ধি মরগা ডুবিয়া॥
তোর কুচযুগ রাধে আমার কলসী।
গলায় বান্ধিয়া তাহা মরিব রূপসী॥
রসে মত্ত হইয়া তুমি ছল ধর বোলে।
ঝাঁপ দিয়া মর গিয়া যমুনার জলে॥
তোমার যৌবন রাধা আমার যমুনা।
অই অঙ্গে দিব ঝাঁপ আমার কামনা॥
অবলা দেখিয়া কানাই কত পাতো ছন্দ।
আপনার মুখ নষ্ট পরে বলি মন্দ॥ ৮॥

শ্রীরাধার উক্তি

[illegible]রি রাগ

রাখাল বর্ব্বর জাতি অতি বড় চঙ্গ।
কভু নাহি কৈলে তুমি সুজনের সঙ্গ॥
গোয়ালা গোঙার জাতি কৌতুকে বিভোরা।
কমলে খঞ্জন পাখী দেখিয়াছ পারা॥
রাখাল হইয়া পরশিতে চাহ গাও।
হেন বুঝি দেখিয়াছ তক্ষকের পাও॥
নাগরালি ভাঙ্গি যাবে শুনহে কানাই।
তুমি যে করেছ সাধ তাহা হৈবে নাই॥
কালিয়া নহিলে গাও ধরনে না যাইত।
রাখাল নহিলে পাও ভূমে না পড়িত॥
জাত বাঁশের বাঁশী হইলে কতো হইত আর।
পরিয়া কুঁচের মালা গুমান তোমার॥
দ্বিজ পরশুরামে গায় গোবিন্দ ভাবিয়া।
কেমনে ধরিবে চান্দ বামন হইয়া॥ ৯॥

তথারাগ

এড়িয়া না যাহ বড়াই ধরি গো চরণে।
কি লাগি রহায়ে মোরে নন্দের নন্দনে॥
আনিয়া এমন পথে খাইলা মোর মাথা।
ঠেকায়ে দানীর হাতে তুমি যাও কোথা॥
বুঝিলাম বড়াই গো তোর চতুরালী।
নিরমল কুলশীলে তুমি দিলে কালি॥
ঘরে গুরুজন মোর দারুণ চরিত।
শুনিলে প্রমাদ হবে তোমার এ রীত॥
এপথে এমন ইহা ঘরে নাহি কৈলা।
ভূখিল ব্যাঘ্রের হাতে মৃগী ধরি দিলা॥
দানীরে সকল দিলু যত আভরণ।
তথাপি না ছাড়ে দানী কিসের কারণ॥
আমাকে দেখিল দানী সুবর্ণের গাছ।
উপাড়িয়া নিতে চাহে নাহি ছাড়ে পাছ॥
এতেক প্রমাদ কেনে হৈল আমা দিয়া ।
হাতে ধরি দুই কথা কহ বুঝাইয়া॥
লক্ষের কাঁচলী দিয়া ঘুচাও কোন্দল।
দ্বিজ পরশুরামে গায় শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল॥ ১০॥

তথারাগ

আর কেন যাব গো বড়াই মথুরার হাটে।
সদয় হইল বিধি নিধি দিল বাটে॥
যার লাগি এত দিন করিলু কামনা।
অনায়াসে বিধি মোরে দিল সেই জনা॥
যাহারে দেখিতে সদা নানা ছলে বুলি।
কদম্বতলাতে দেখি সেই বনমালী॥
এত দিনে বিধি মোরে সদয় হইল।
বিকে যাইতে পথে গো মাণিক পড়ি পাইল॥
যে হউক সে হউক সখি নাহি কোন ভয়।
শ্যামপদে বিকাইলু কহিলাম নিশ্চয়॥
যে যাবে সে যাক বিকে যাব না গো আর।
শ্যামপদে বিকাইব আমার পসার॥ ১১॥

[২৬১৪]

গোপাল ভট্ট

নাম-সংকীর্ত্তন

বিভাষ-আড় মধ্যমান

শ্রীরাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে॥ ধ্রু॥

গোপীনাথ মদনমোহনবর
যুগলকিশোর রসিক মুরলীধর
রাধাবল্লভ প্রেমসুধাকর
ছয়ল ছবীলে রস বরসীলে
রূপে মদনমন মোহে।
শ্রীব্রজবিনোদ মাধব গিরিধারি
চীরহরণ নাগর বনয়ারি
ললিত ত্রিভঙ্গী কুঞ্জবিহারি
রূপ উজাগর রতিসুখসাগর
ললিত বিভুষণ শোহে॥

গোপীবিলাসী গোকুলবাসী
আভরণ অঙ্গ অঙ্গ পরকাশী
ত্রিভুবন তিলক কলা মৃদুবাঁশী
লালা লাড়লি রূপরসায়লি
সব সখিগণমন মোহে।
বালা ঘন তন বসন নিভাঞ্জন
ভাষা নিজ পতি মোদ বাঢ়ায়ন
চম্পকবরণী রীঝি রিঝাওনি
বিমলজোতি অপরশ মন মোহে॥

ব্রজপতিবাল লাল মদনায়ক
পরম প্রবীণ প্রেমসুখদায়ক
পূরণ মনক ভই বিধায়ক
রূপ শিল গুণ তাহে সুন্দর কোহে।
রাধা রমণী প্যারিক মোহন
শ্যামা শ্যাম রহত নিতি গোহন
অলক লড়ী ঘন বেণী শোহন
শ্রীগোপাল দাস প্রভু জোহন জোহে॥ ১॥

বিহাগ ভৈরবী-চালি মধ্যমান

জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ।
মধুর সুগোকুল ছন্দ ছবীলে
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ॥
মুরলীধর মধুসূদন মাধব
গোপীনাথ মুকুন্দ।
কেলিকলানিধি কুঞ্জবিহারী
গিরিধর আনন্দকন্দ॥
ব্রজনাগর ব্রজরাজকে নন্দন
ব্রজজন নয়নানন্দ।
রাধারমণ রসিক রসশেখর
রসময় হাসন মন্দ॥
গোপগোপাল গোপিজনবল্লভ
গোকুল পরমানন্দ।
কমলনয়ন করুণাময় কেশব
দাস গোপালে দেহ পদমকরন্দ॥ ২॥

[২৬১৬]

গোপাল দাস

প্রার্থনা

ধানশী

হরি হরি আমার এমন কবে হবে।
বিষয় দারুণ বিষ জঞ্জাল ছুটিবে॥
দারাসুখভোগে মুঞি হইব বিরকত।
শরণ লইব শুক বৈষ্ণব ভাগবত॥
করঙ্গ কোথলি হাতে গলায় কাঁথা দিয়া।
মাধুকরী মাগি খাব ব্রজবাসী হৈয়া॥
সংসার সুখের মুখে আনল জ্বালিয়া।
থু থু করিয়া কবে যাইব ছাড়িয়া॥
জাতি কুল অভিমান সকল ছাড়িব।
গোপাল দাসের আশা কত দিবসে ফলিব॥ ১॥

রাধিকাগোষ্ঠ

গৌরচন্দ্র

তথারাগ

সঙ্গে সহচর গৌরাঙ্গ সুন্দর
দেখিয়া পথের মাঝে।
ওরূপ দেখিয়া চিত বেয়াকুল
ভুলিল গৃহের কাজে॥
সজনি গোরারূপে মদন মোহে।
সতী কুলবতী এমতি হৈল
আর কি ধৈরজ রহে॥
মদন ধনুয়া ধনুক জিনিয়া
নয়ানে গাঁথিয়া বাণ।
মুখ শশধর বান্ধুলী অধর
হাসি সুধা নিরমাণ।
বসন ভূষণ কতেক ধরণ
চরণ চন্দন শোভা।
গোপাল দাস কহে শচীর দুলাল
মুনির মানস লোভা॥ ২॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

দূতীর উক্তি

তিরোতা

লুঠই ধরণি ধরি সোয়।
শ্বাসবিহিন হেরি সহচরি রোয়॥
মুরছলি কণ্ঠে পরাণ।
ইহ পর কো গতি দৈবে সে জান॥
এ হরি পেখলুঁ সো মুখ চাই।
বিনহি পরশে তুয়া ন জীবই রাই॥
কেহ কেহ জপয়ে দেবাদিঠি জানি।
কেহ নবগ্রহ পূজে জোতিখি আনি॥
কেহ নাসা ধরি শ্বাস বিচারি।
বিরহবিঘন কেহ লখই না পারি॥
শেষ দশা যব সো সব জান।
কহই গোপাল কি হয় পরিণাম॥ ৩॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

থির বিজুরী বরণ গোরী
পেখলুঁ ঘাটের কূলে।
কানড়া ছান্দে কবরী বান্ধে
নব মল্লিকার ফুলে॥
সই মরম কহিয়ে তোরে।
আড়নয়নে ঈষৎ হাসনে
ব্যাকুল করিল মোরে॥
ফুলের গেড়ুয়া ধরয়ে লুফিয়া
সঘনে দেখায় পাশ।
উচ যে কুচে বসন ঘুচে
মুচকি মুচকি হাস॥
চরণ যুগল মল্ল তোড়ল
সুন্দর যাবক রেখা।
গোপাল দাসে কয় পাবে পরিচয়
পালটি হইলে দেখা॥ ৪॥

নবোঢ়া মিলন

তথারাগ

সুনির পুথলি নব বালা।
কোমল শিরিসকি মালা॥
মাধব নিবেদলু তোয়।
মরিযাদ রাখবি মোয়॥
ঘুমলে জাগা নাহি যায়।
নিজপতি ছায়া নাহি চায়॥
বলে ছলে আনলু কান।
অলপে দেয়বি সমাধান॥
দুতিক কাতর ভাষ।
কহতহিঁ গোপাল দাস॥ ৫॥

শ্রীরাধার স্বয়ংদৌত্য

তথারাগ

গুরুজন সবহিঁ মন্দির তেজি
চললহিঁ চান্দ গহন দিন লাগি।
একলি নারী কৈছে হাম বঞ্চব
এ ঘোর যামিনি জাগি॥
মাধব তুহু জনি করসি অকাজ।
চঞ্চলচরিত তোহারি হাম জানিয়ে
পৈঠহ জনি পুরমাঝ॥
পহলি যৌবনকাল মুঝে লাগল
নাহ রহত দূরদেশ।
হেরইতে রূপ মদন মুরছায়ই
কো বুঝে বচন বিশেষ॥
ইথে লাগি তোহে নিষেধি হাম পুনপুন
অনত করহ পয়ান।
শুনইতে কান বচন অনুমানই
গোপাল দাস ইহ গান॥ ৬॥

তথারাগ

নবঘন বরণ উজোর।
হেরি লুবধ মন মোর॥
তুয়া রস পাওব আশে।
মাধবিলতা পরকাশে॥
তোহারি পাণি যব পাব।
গিরি যুগ আনল নিভাব॥
নিতম্বে মিলব যব পাণি।
তব পরকাশই অম্বর জানি॥
গোপাল দাসের চিতে ধন্দ।
ভাবই সামরুচন্দ॥ ৭॥

তথারাগ

অপরূপ পেখলু কানন ওর।
কনকলতায় ধয়ল কিয়ে জোর॥
চল চল মাধব করহ পয়ান।
দেওল ফল বিহি তোহারি মনমান॥
অজানুক রুখ ফলদ্বয় ভেল।
কেহো কহে দাড়িম্ব কেহো কহে বেল॥
কেহো কহে মাকন্দ ফলল অকাল।
কেহো কহে পাকল মনমথ তাল॥
গোপাল দাস কহে তহু রসে ভোর।
জানলু ফল নহে কনক কটোর॥ ৮॥

শ্রীরাধার অভিসার

ভূপালী

কি কহব রাইকো হরি অনুরাগ।
নিরবধি মনহি মনোভব জাগ॥
সহজে রুচির তনু সাজি কত ভাতি।
অভিসরু শারদ পুণমীকো রাতি॥
ধবল বসন তনু চন্দন পূর।
অরুণ অধরে ধরু বিশদ কপূর॥
কবরী উপরে করু কুন্দ বিথার।
কণ্ঠে বিলম্বিত মোতিম হার॥
কৈরবে ঝাঁপল করতল কাঁতি।
মলয়জ চন্দন বলয়কো পাঁতি॥
চান্দকি কৌমুদী তনু নহে চিন।
যৈছন ক্ষীর নীর নহে ভিন॥

ছায়া বৈরী না ছোড়ল বাদ।
চরণে শরণ করু যামিনী আধ॥
গোপাল দাস কহে সুচতুরী গোরী।
নূপুর রসন তুলি মুখ পূরী॥ ৯॥

বিপ্রলব্ধা

ধানশী

কি কাজ কুসুমশয্যা কুংকুম চন্দন।
কি করব মণিমালা হেম আভরণ॥
কর্পূর তাম্বূল কি করব ইহাই।
যমুনার জলে সব দেই গো ভাসাই॥
নাহ নিঠুর সঙ্গে বাড়াইয়া লেহ।
ধিক রহু যুবতী যেবা ধরে দেহ॥
ধিক রহু জীবন যৌবন অভিলাষ।
ধিক রহু দূতী যে লাজ নাহি বাস॥
ধিক রহু মদন কদন দুরাচার।
গোপাল দাস ধিক জিউ পবকার॥ ১০॥

ধীরা মধ্যা খণ্ডিতা

সুহই

ছল করি বাণি কতয়ে পরলাপসি
তোহারি বচন পরমাণ।
চারি পহর রাতি জাগিয়া পোহায়লু
আয়লি রাতিবিহান॥
মাধব আজি বড় দেয়লি দুখ।
আগে ইহ আরতি না বুঝিয়া অব তোহে
হেরি পায়লু বড় সুখ॥ ধ্রু॥
ভালহি সিন্দুর কাজরে পূরল
বদনহি দশনক রেখ।
হেরইতে তোহে লাজ মোহে হোয়ত
যাবক রাগ পরতেখ॥
কমলিনি পাই সরসরসে ভুলালি
না বুঝলি মালতিগন্ধ।
কহই গোপাল- দাস নাহি সমুঝলি
কী ফুলে কিয়ে মকরন্দ॥ ১১॥

কলহান্তরিতা

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতী

কামোদ

মুগধিনি নারি মান নাহি বুঝই
না জানই সুরত বিলাস।
কেবল তুহারি পিরীতি রসলালসে
মীলল পহিল সম্ভাষ॥
মাধব তুহে কি বুঝাযব রীত।
বিনি দোখে বালা কাহে উপেখলি
না বুঝলু তুহারি চরীত॥ ধ্রু॥
আঁচব বদনে দেই খিতিতলে বৈঠই
বচন কহিতে নাহি জানে।
মালতি ভ্রমব- মিলন নাহি হেরসি
ভোরি নলিনি মধুপানে॥
বসরঙ্গ কত শত তাহে শিখাযবি
পিরীতি করবি নিরযাস।
গোপাল দাস ভণ রসিক শিরোমণি
মীলল রাইক পাশ॥ ১২॥

শরৎকালীয় মহারাস

তথারাগ

যূথে যূথে রঙ্গিনি বরজ বর কামিনি
যামিনি কানন মাহ।
সব জন পবিহরি কুঞ্জে চলল হরি
করে ধরি রাইক বাহ॥
সজনি অব হরি কোন কানন মাহা গেল।
গুণবতি গুণহি মনহি মন বান্ধল
নাগর অনুকূল ভেল॥ ধ্রু॥
ঠামহি ঠাম চরণচিহ্ন হেরই
রাই করল যাঁহা কোর।
কুসুম তোড়ি বহু বেশ বনায়ল
সুরত রভসে ভেল ভোর॥
কিশলয়শেজ ঠামহি ঠাম হেরই
টুটল কত ফুলমাল।
দুহুঁ অঙ্গপরিমলে কানন বাসল
গুঞ্জরে মধুকরজাল॥

ধনি ধনি রমণিশিরোমণি সুন্দরি
আরাধল মনমথ দেব।
গোপাল দাস কহ ও সহচরি সহ
রাধামাধব সেব॥ ১৩॥

স্বাধীন ভর্তৃকা

ধানশী

সহচরি মেলি রাইতনু হেরই
শ্রমজল সকলি মিটাই।
শিথিলহি কবরি যতনে পুন বান্ধই
সিন্দুর কাজর পরাই॥
সজনী বিদগধ নাগর কান।
নিজ কৃত দেখি আপন সুখ মানই
রাই অধিন জন জান॥ ধ্রু॥
দশনক রেখ তছু সবহু মিটায়ই
কুঙ্কুমে নখরেখ পুর।
উচ করি চুচুক কঁচুক বনায়ই
আন চিহ্ন করু দুব॥
বসন ভূষণ দেই অঙ্গ সাজায়ত
পিন্ধায়ল নীলদুকুল।
গোপাল দাস- পহু মন ভুলল
নিজ গুণে ভেল অনুকুল॥১৪॥

ভাবী বিরহ

বরাড়ী

সজনী দখিণ নয়ন কেনে নাচে।
খাইতে শুইতে আমি সোয়াস্তি না পাই গো
অমঙ্গল হব জানি পাছে॥ ধ্রু॥
শযনে সপনে আমি ভয় কেন বাসি গো
বিনি দুখে চিন্তা উপজায়।
প্রিয় সহচরীকথা সহা নাহি যায় গো
সুখ নাহি পাই আপন গায়॥
নগর বাজারে কেনে কানাকানি শুনি গো
ঘরে ঘরে শুনি উতরোল।
কাহারে পুছিলে কেহ উত্তর না দেয় গো
কেহ নাহি কহে সাঁচা বোল॥
আমারে ছাড়িয়া পিয়া বিদেশে যাইবে গো
এই কথা বুঝি অনুমানে।
গোপাল দাসেতে কয় কৈতে বাসি ভয় গো
কেবা জানি আইল বিমানে॥ ১৫॥

ভবন্ বিরহ

সুহই

মথুরার পথে সখি কি দেখিয়ে আর।
দেখিতে দেখিতে তনু বিদরে আমার॥
সজনী পিয়া মোর যায় মধুপুর।
পথে লই চলে তারে দারুণ অক্রূর॥ ধ্রু॥
এ রূপ যৌবনে আমি কি আর করিব।
পিয়ার সঙ্গতি আমি মধুপুরে যাব॥
যে গতি পিয়ার মোর সে গতি আমার।
গোপাল দাসেতে কহে পিয়া সে তোমার॥ ১৬॥

ভুত বিরহ

সুহই

মধুপুর পন্থিক বিনয় করু তোয়।
মাধবে মিনতি জনায়বি মোয়॥
কালি দমন করি ঘুচায়ল তাপ।
পুনরপি কালিন্দি অনল সন্তাপ॥
অব সব বিখ সম ভৈগেল নারি।
গরলে ভরল অঙ্গ অব দুই চারি॥
দিনে দিনে যুবতী তনু অবশেষ।
গোপাল দাস দশমি পরবেশ॥ ১৭॥

স্বপ্ন সম্মিলন

শ্রীরাগ

নিভৃত নিকুঞ্জে শেজ বিছাইয়া
শুতিয়া আছিলু একা।
উরে হেলা দিয়া সে বন্ধু কালিয়া
সপনে পাইলু দেখা॥

সখি সুখের নাহিক ওর।
রসের আবেশে বান্ধি ভুজপাশে
যতনে লইলু কোর॥ ধ্রু॥
পীন পয়োধরে হিয়ার মাঝারে
কনক ভূখণ্ড থুল্য।
হাসিয়া হাসিয়া মধুর ভাষিয়া
বয়ানে বয়ান দিল॥
অঙ্গমোড়া দিতে বিধি জাগাইল
মনে না পুরল আশ।
সুখ দূরে গেল আনল হইল
পোড়ল গোপাল দাস॥ ১৮॥

ভাবোল্লাস

তুড়ী

চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে
পুলক যৌবনভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
নাচিছে হিয়ার হার॥
সজনী মাধব মিলব মোয়।
সব সুলক্ষণ পাইলু এখন
স্বরূপ কহিলু তোয়॥ ধ্রু॥
দেখিলু সপন চারু চন্দন-
গিরির উপরে বসি।
মালতীর মালা দধির যে ডালা
মাধব মিলব আসি॥
পরাত কালের কাক কলকলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
বন্ধু আসিবার- নাম সুধাইতে
উড়িয়া বৈসয়ে ঠায়॥
হাতের বাসন খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল।
গোপাল দাসে কয় সব সুলক্ষণ
বিধি ভেল অনুকুল॥ ১৯॥
[২৬৩৫

রাধাবল্লভ দাস

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ

আড়ানি

মন মোহনিয়া গোরা ভুবন মোহনিয়া।
হাসির ছটা চাঁদের ঘটা বরিখে অমিয়া॥
রূপের ছটা যুবতিঘটা বুক ভরিতে চায়।
মন গরবের মান ঘর ভাঙ্গিল মদন রায়॥
রঙ্গিন পাটের ডোর দুই দিগে সোণার
নূপুর পায়।
ঝুনর ঝুনর বেজ্যা যায় কাম চমকে তায়॥
মালতীফুলে ভ্রমর বুলে নব
লোটনের দাম।
কুল কামিনীর কুল মজাল্যা গীম
দোলনীর ঠাম॥
আঁখির ঠারে প্রাণে মারে কহিতে সহিতে
নারি
রাধাবল্লভ দাসে কয় মন করিলে চুরি॥ ১।

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র

দেশাগ

দেখ দেখ দেখ নিত্যানন্দ।
ভুবনমোহন প্রেম আনন্দ॥
প্রেমদাতা মোর নিতাইচাঁদ।
জগজনে দেই প্রেমের ফাঁদ॥
নিতাইর বরণ কনকচাঁপা।
বিধি দিছে রূপ অঞ্জলিমাপা॥

দেখিতে নিতাই সবাই ধায়।
ধরে কোল দিতে সবে বোলায়॥
নিতাই বলে বল গৌরহরি।
হরি বলে উদ্ধর্ববাহু করি॥
নাচত নিতাই গৌররসে।
বঞ্চিত রাধাবল্লভ দাসে॥ ২॥

তুড়ী

আনন্দ কন্দ নিতাই চন্দ
অরুণ নয়ন বরুণছন্দ
করুণ পুর সঘনে ঝুর
হরি হরি ধনি বোল রে।
নটন রঙ্গ ভকত সঙ্গ
বিবিধ ভান রসতরঙ্গ
ঈষত হাস মধুর ভাষ
সঘনে গীম দোল রে॥

পতিত কোর জপত গৌর
এ দিন রজনি আনন্দে ভোর
প্রেম রতন করিয়া যতন
জগজনে করু দান রে।
কীর্ত্তন মাঝ রসিকরাজ
যৈছন কনয়াগিরি বিরাজ
ব্রজবিহার রসবিথার
মধুর মধুর গান রে॥

ধূলি ধূসর ধরণি উপর
কবহুঁ লুঠত প্রেমে গরগর
কবহুঁ চলত কবহুঁ খলত
কবহুঁ অট্টহাস রে।
কবহুঁ স্বেদ কবহুঁ খেদ
কবহুঁ পুলক স্বর বিভেদ
কবহুঁ লম্ফ কবহুঁ ঝম্ফ
কবহুঁ দীঘ শ্বাস রে॥

করুণাসিন্ধু অখিল বন্ধু
কলিযুগতম হরণ ইন্দু
জগত লোচন পটল মোচন
নিতাই পুরল আশ রে।
অন্ধ অধম দীন দুরজন
প্রেমদানে করল মোচন
পাওল জগত কেবল বঞ্চিত
এ রাধাবল্লভ দাস রে॥ ৩॥

শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের চরিত্র বর্ণন

তথারাগ

রূপের বৈরাগ্য কালে সনাতন বন্দীশালে
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।
রূপেরে করুণা করি ত্রাণ কৈলা গৌরহরি
মো অধমে না কৈলা স্মরণে॥
মোর কর্ম্ম দোষফাঁদে হাতে পায়ে গলে বান্ধে
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি।
আপনে করুণা পাশে দৃঢ় করি ধরি কেশে
চরণ নিকটে লেহ তুলি॥
পশ্চাতে অগাধ জল দুই পাশে দাবানল
সম্মুখে সাঁধিল ব্যাধ বাণ।
কাতরে হরিণী ডাকে পড়িয়া বিষম পাকে
এই বার কর পরিত্রাণ॥
জগাই মাধাই হেলে বাসুদেব চাপালেরে
অনায়াসে করিলা উদ্ধার।
এ দুখসমুদ্র ঘোরে নিস্তার করহ মোরে
তোমা বিনে কেহ নাহি আর॥
হেন কালে এক জনে অলখিতে সনাতনে
পত্রী দিল রূপের লিখন।
এ রাধাবল্লভ দাসে মনে হইল আশ্বাসে
পত্রী পড়ি করিলা গোপন॥ ৪॥

তথারাগ

শ্রীরূপের বড় ভাই সনাতন গোসাঞি
পাতশার উজীর হৈয়াছিলা।
শ্রীরূপের পত্রী পাইয়া বন্দী হইতে পলাইয়া
কাশীপুরে গৌরাঙ্গে ভেটিলা॥
ছিঁড়া বস্ত্র অঙ্গ মলি হাতে নখ মাথে চুলি
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
দুই গুচ্ছ তৃণ করে এক গুচ্ছ দন্তে ধরে
পড়িলা গৌরাঙ্গ পদতলে॥

দরবেশ রূপ দেখি প্রভুর সজল আঁখি
বাহু পসারিয়া আইসে ধাঞা।
সনাতনে করি কোলে কাতরে গোসাঞি বলে
মো অধমে স্পর্শ কি লাগিয়া॥
অস্পর্শ পামর দীন দুরাচার মন্দ হীন
নীচ সঙ্গে নীচ ব্যবহার।
এ হেন পামর জনে স্পর্শ প্রভু কি কারণে
যোগ্য নহোঁ তোমা স্পর্শিবার॥
ভোট-কম্বল দেখি গায় প্রভু পুন পুন চায়
লজ্জিত হইয়া সনাতন।
গৌড়িয়ারে ভোট দিয়া ছিঁড়া এক কাঁথা লৈয়া
প্রভু স্থানে পুন আগমন॥
গৌরাঙ্গ করুণা করি রাধাকৃষ্ণ মাধুরী
শিক্ষা করাইলা সনাতনে।
প্রভু কহে রূপ সনে দেখা হবে বৃন্দাবনে
প্রভু আজ্ঞায় করিলা গমনে॥
কভু কান্দে কভু হাসে কভু প্রেমানন্দে ভাসে
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস।
ছেঁড়া কাঁথা নাড়া মাথা মুখে কৃষ্ণ নাম গাঁথা
পরিধান ছেঁড়া বহির্বাস॥
গিয়া গোসাঞি সনাতন প্রবেশিলা বৃন্দাবন
রূপ সঙ্গে হইল মিলন।
ঘর্ম্ম অশ্রু নেত্রে পড়ে সনাতনের পদধরে
কহে রূপ গদগদ বচন॥
গৌরাঙ্গের যত গুণ কহে রূপ সনাতন
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে।
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে মাধুকরী ভিক্ষা করে
এইরূপে কথো দিন থাকে॥
কথো দিন তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে রহে পড়ি
ফল মূল করয়ে ভক্ষণ।
উচ্চস্বরে আর্ত্তনাদে রাধাকৃষ্ণ বলি কান্দে
এইরূপে দিবস যাপন॥
কথো দিন অন্তর্মনা ছাপান্ন দণ্ড ভাবনা
চারি দণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।
স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে নামগুণে সদা থাকে
অবসর নাহি এক তিলে॥
কখন বনের শাক অলবণে করে পাক
মুখে [illegible] দুই চারি গ্রাস।
ছাড়িয়া ভোগ বিলাস তরুতলে কৈলা বা[illegible]
এক দুই দিন উপবাস॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র বাজে গায় ধূলায় লোটায় কা[illegible]
কণ্টকে বাজয়ে কভু পাশ।
এ রাধাবল্লভ দাস বড় মনে অভিলা[illegible]
কবে হব তার দাসের দাস॥ ৫ ॥

পাহিড়া

আরে মোর শ্রীরূপ গোসাঞি।
গৌরাঙ্গ চাঁদের ভাব প্রচার করিয়া স[illegible]
জানাইতে হেন আর নাই॥
বৃন্দাবন নিত্যধাম সর্ব্বোপরি অনুপা[illegible]
সর্ব্ব অবতরী• নন্দসুত।
তার কান্তাগণাধিকা সর্ব্বারাধ্যা শ্রীরাধিক[illegible]
তার সখীগণ সঙ্গ যূথ॥
রাগ মার্গে তাহা পাইতে যাহার করুণা হৈতে
বুঝিল পাইল যত জনা।
এমন দয়ালু ভাই কোথাও দেখিয়ে না[illegible]
তার পদ করহ ভাবনা॥
শ্রীচৈতন্য আজ্ঞা পাঞা ভাগবত বিচারিয়[illegible]
যত ভক্তি সিদ্ধান্তের খনি।
তাহা উঠাইয়া কত নিজ গ্রন্থ করি য[illegible]
জীবে দিলা প্রেম চিন্তামণি॥
রাধাকৃষ্ণ রসকেলি নাট্য গীত পদ্যাব[illegible]
শুদ্ধ পরকীয়া মত করি।
চৈতন্যের মনোবৃত্তি স্থাপন করিলা খি[illegible]
আস্বাদিয়া তাহার মাধুরী॥
চৈতন্য বিরহে শেষ পাই অতিশয় ক্লে[illegible]
তাহে যত প্রলাপ বিলাপ।
সে সব কহিতে ভাই দেহে প্রাণ রহে না[illegible]
এ রাধাবল্লভ হিয়ে তাপ॥ ৬ ॥

বরাড়ী

জয় ভট্ট রঘুনাথ গোসাঞি।
রাধাকৃষ্ণ লীলা গুণে দিবানিশি নাহি জা[illegible]
তুলনা দিবার নাহি ঠাঞি॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র তপন মিশ্রের পু[illegible]
বারাণসী ছিল যার বাস।

নিজ গৃহে গৌরচন্দ্রে পাইয়া পরমানন্দে
চরণ সেবিলা দুই মাস॥
শ্রীচৈতন্য নাম জপি কথো দিন গৃহে থাকি
করিলেন পিতার সেবনে।
তার অপ্রকট হৈলে আসি পুন নীলাচলে
রহিলেন প্রভুর চরণে॥
মহাপ্রভু কৃপা করি নিজশক্তি সঞ্চারি
পাঠাইয়া দিলা বৃন্দাবন।
প্রভুর শিক্ষা হৃদে গণি আসি বৃন্দাবনভূমি
মিলিলেন রূপ সনাতন॥
দুই গোসাঞি তারে পাঞা পরম আনন্দ হৈয়া
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসে ভাসে।
অশ্রু পুলক কম্প· নানা ভাবাবেশ অঙ্গ
সদা কৃষ্ণকথার উল্লাসে॥
সকল বৈষ্ণব সঙ্গে যমুনাপুলিনে রঙ্গে
একত্র হইয়া প্রেমসুখে।
শ্রীভাগবতকথা অমৃত সমান গাথা
নিরবধি শুনে যার মুখে॥
পরম বৈরাগ্যসীমা সুনির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমা
সুস্বর অমৃতময় বাণী।
পশু পক্ষ পুলকিত যার মুখে কথামৃত
শুনিতে পাষাণ হয় পানী॥
শ্রীরূপ সনাতন সর্ব্বারাধ্য দুই জন
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ।
এ রাধাবল্লভ বলে পড়িলুঁ বিষয় ভোলে
কৃপা করি কর আত্মসাথ॥ ৭ ॥

তথারাগ

শ্রীচৈতন্যকৃপা হৈতে রঘুনাথদাস চিতে
পরম বৈরাগ্য উপজিল।
দারা গৃহ সম্পদ নিজ রাজ্য অধিপদ
মল প্রায় সকল ত্যজিল॥
পুরশ্চরণ কৃষ্ণ নামে গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে
গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।
এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথ দাস
নয়ান গোচর হবে কবে॥
গৌরাঙ্গ দয়াল হৈয়া রাধা কৃষ্ণ নাম দিয়া
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জাহারে।
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে
সমর্পণ করিলা তাহারে॥
চৈতন্যের অগোচরে নিজ কেশ ছিঁড়ি করে
বিরহে আকুল ব্রজে গেলা।
দেহত্যাগ করি মনে গেলা গিরি-গোবর্দ্ধনে
দুই গোসাঞি তাহারে দেখিলা॥
ধরি রূপ সনাতন রাখিলা তার জীবন
দেহত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোসাঞির আজ্ঞা পাঞা রাধাকুণ্ডতটে গিয়া
বাস করি নিয়ম করিলা॥
ছেঁড়া কম্বল পরিধান পল মাত্র মাঠা পান
অন্ন আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান সারি স্মরণ কীর্ত্তন করি
রাধাপদভজন যাহার॥
ছাপ্পান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে রাধা কৃষ্ণ গুণ গানে
স্মরণেতে সদাই গোঙায়।
চারি দণ্ড শুতি থাকে স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে
এক তিল ব্যর্থ নাহি যায়॥
গৌরাঙ্গের পদাম্বুজে রাখে মনভৃঙ্গরাজে
স্বরূপেরে সদাই চিন্তয়।
অভেদ শ্রীরূপ সনে গতি যার সনাতনে
ভট্টযুগ প্রিয় মহাশয়॥
শ্রীরূপের গণ যত তার পদ আশ্রিত
অত্যন্ত বাৎসল্য যার জীবে।
সেহ আর্ত্তনাদ করি কাঁদি বলে হরি হরি
প্রভুর করুণা হবে কবে॥
হা হা রাধাবল্লভ গান্ধর্ব্বিকা বান্ধব
রাধিকা রমণ রাধানাথ।
হে বৃন্দাবনেশ্বর হাহা কৃষ্ণ দামোদর
কৃপা করি কর আত্মসাথ॥
শ্রীরূপ সনাতন যবে হৈল অদর্শন
অন্ধ হইল এ দুই নয়ন।
বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি বৃথা প্রাণ কাঁহা রাখি
এত বলি করয়ে ক্রন্দন॥
শ্রীচৈতন্য শচীসুত তার গণ হয় যত
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণবকুল
সভারে করয়ে পরণাম॥

রাধাকৃষ্ণবিয়োগে ছাড়িল সকল ভোগে
শুখ রুখ অন্নমাত্র সার।
গৌরাঙ্গের বিয়োগে অন্ন ছাড়ি দিল আগে
মাঠা মাত্র করিল আহার॥
সনাতনের অদর্শনে তাহা ছাড়ি সেই দিনে
কেবল করয়ে জল পান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে জল ছাড়ি দিল তবে
রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ॥
শ্রীরূপের অদর্শনে না দেখি তাহার গণে
বিরহে ব্যাকুল হৈয়া কান্দে।
কৃষ্ণকথা আলাপন না শুনিয়া শ্রবণ
উচ্চস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে॥
হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা কোথা বিশাখা ললিতা
কৃপা করি দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু হা স্বরূপ মোর প্রভু
হা হা প্রভু রূপ সনাতন॥
কান্দে গোসাঞি রাত্রিদিনে পুড়ি যায় তনু মনে
ক্ষণে অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
চক্ষু অন্ধ অনাহার আপনার দেহ ভার
বিরহে হইল জরজর॥
রাধাকুন্ড তটে পড়ি সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি
মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে প্রেম অশ্রু নেত্রে পড়ে
মন কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ॥
সেই রঘুনাথ দাস পুরাহ মনের আশ
এই মোর বড় আছে সাধ।
এ রাধাবল্লভ দাস মনে বড় অভিলাষ
প্রভু মোরে কর পরসাদ॥ ৮॥

পাহিড়া

আরে মোর আচার্য্য ঠাকুর।
দয়ার সাগরবর জগ ভরি বিথারল
রাধাকৃষ্ণ লীলারস পুর॥
গৌরাঙ্গ চাঁদের হেন নিরূপম গুণ গণ
দ্বিজরাজ গৌড় ভুবনে।
মল্লভূপতি আদি হরিরসে উনমাদি
ভেল যার করুণা কিরণে॥
যত্ন করিয়া অতি রস লীলা গ্রন্থ ততি
বৃন্দাবন ভুমি সঞে আনি।
রাধাকৃষ্ণ রসলীলা দেশে দেশে প্রচারিলা
আস্বাদন করিয়া আপনি॥
এমন দয়াল পহু চক্ষু ভরি না দেখিলুঁ
হৃদয়ে রহল শেল ফুটি।
এ রাধাবল্লভ দাস করে মনে অভিলাষ
কবে সে দেখিব পদ দুটি॥ ৯॥

তথারাগ

জয় প্রেমভক্তিদাতা সদয় হৃদয়।
জয় শ্রীআচার্য প্রভু জয় দয়াময়॥
চৈতন্য চাঁদের হেন নিরুপম গুণ।
অসীম করুণাসিন্ধু পতিতপাবন॥
দক্ষিণে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর।
বামে ঠাকুর নরোত্তম প্রেমরসপুর॥
গৌরাঙ্গের লীলা যত করে আস্বাদন।
গৌর গৌর বলি প্রেমে হয়ে অচেতন॥
পুন উঠে পুন পড়ে সম্বরিতে নারে।
দুই জনার কণ্ঠ ধরি সম্বরণ করে॥
এ হেন দয়াল প্রভু পাব কত দিনে।
শ্রীরাধাবল্লভ দাস করে নিবেদনে॥ ১০॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

ধানশী

সজনী পেখলুঁ অপরূপ বালা।
হিমকর মদন মিলিত মুখমন্ডল
তা পর জলধরমালা॥ ধ্রু॥
চঞ্চল নয়নে হেরি মুঝে সুন্দরি
মুচকাওই ফিরি গেল।
তৈখনে মরমে মদনজ্বর উপজল
জিবইতে সংশয় ভেল॥
অহনিশি শয়নে সপনে আন না হেরিয়ে
অনুখণ সোই ধেয়ান।
তাকর পিরীতিক রিতি নাহি সমুঝিয়ে
আকুল অথির পরাণ॥

মরমক বেদন তোহে পরকাশল
তুহুঁ ধীর চতুর সুজান।
সো পুন মধুর মুরতি দরশাওবি
দাস রাধাবল্লভ গান॥ ১১॥

মিলন

কামোদ

কানুক শেষ দশা শুনি মুগধিনি
কাতরে সখিমুখ চাই।
ঐছন ইঙ্গিত বুঝইতে সহচরি
যতনহিঁ বেশ বনাই॥
দেখ দেখ পহিল সমাগম রীত।
চলইতে কত কত সংশয় মন মাহা
ঐছে কুঞ্জে উপনীত॥
রাইক আগমন হেরি চতুরি দোতি
তুরিতে সম্বাদল কান।
শুনইতে চমকি উঠল বরনাগর
চলল হোই আগুয়ান॥
দূরে গেও বিরহ সকল দুখ মেটল
কানুক হৃদয় উল্লাস।
মুগধিনি রমণি সমুখ নাহি হোয়ত
কহ রাধাবল্লভ দাস॥ ১২॥

তথারাগ

ধনি কোরে বিনোদ নাগর ভুলনা।
রোয়ত নীর বয়ন বহি গেলা॥
কোরে আকুল ভই মুরছিত ভেল।
সহচরিগণ কর বয়নহি দেল॥
শ্বাসহীন হেরি সবহুঁ বিভোর।
রোয়ত ধনি তব শ্যাম করি কোর॥
সখী মেলি যুকতি করু অনুপাম।
শ্রবণে কহই সবে রাধা নাম॥
বহুখণে শ্রবণে পৈঠল সোই বোল।
রাই রাই করি উঠল তনু ডোল॥
রোই রোই সুবদনি পরিচয় দেল।
কোরে কয়ল সব দুখ দূরে গেল॥

বৈঠল নাহ রাই বাম পাশ।
হেরি চমকিত রাধাবল্লভ দাস॥ ১৩॥

দানলীলা

ধানশী

শুন শুন নীলজ কান।
কা সঞে মাগিছ দান॥
সবে দধি ঘৃতের পসার।
কাহে করহ অবিচার॥
সহজই তুহুঁ সে অধীর।
ধর কুলবধূগণ চীর॥
রাজভয় নাহিক তোহার।
পথ মাহা এতহুঁ বেভার॥
গোপ গোপালগণ সঙ্গ।
অহর্নিশি কৌতুক রঙ্গ॥
তেঁঞি সাহস এত ভেল।
পরশহ কুলবতি চেল॥
বিপরীত কর পরিহাস।
কহ রাধাবল্লভ দাস॥ ১৪॥

শ্রীরাধার মান

সুহই

ইহ মধুযামিনি ধনি ভেলি মানিনি
না হেরই নাহ বয়ান।
ইহ সুখসময় সবহুঁ বন ফুলময়
বিফল ভেল পাঁচবাণ॥
এ সখি অবহুঁ কি করব উপায়।
এ সুবদনি ধনি ও রসশিরোমণি
ভাগ্যে হোয়ত এক ঠায়॥
এত কহি সহচরি নাগর মুখ হেরি
ইঙ্গিত কয়ল নয়ানে।
বুঝি বরনাহ বাহু ধরি সাধয়ে
ঝটকই মানিনি মানে॥
কর যোড়ি কানু চরণ ধরি সাধয়ে
কণ্ঠহি দেই পীতবাস।

সহচরিগণ তব রাই ব্ঝারত
কহ রাধাবল্লভ দাস॥ ১৫॥

দিব্যোন্মাদ

শ্রীগান্ধার

ওহে পরাণ গিরিধর।
কেমনে দেখিব তোমার মুখসুধাকর॥
ওহে রসশেখর রায়।
কেমনে পাইব তোমা কহ সে উপায়॥
ওহে নবজলধরশ্যাম।
আর কি দেখিব তোমার ত্রিভঙ্গিম ঠাম॥
আর কি আমারে তুমি দিবে দরশন।
আর কি দেখিব তোমার ও রাঙ্গা চরণ॥
আর কি মালতীমালা গাঁথি দিব গলে।
আর কি অধরে দিব কর্পূর তাম্বূলে॥
মরিব মরিব বন্ধু নিচযে মরিব।
তোমার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব॥
ছটপট করিয়া বাহির হয় প্রাণ।
এ রাধাবল্লভ দাস ভেল সমাধান॥ ১৬॥

মথুরায় দূতী-উক্তি

তিরোথা

তাপে তাপিত তনু জৈঠহি মাহ।
কতয়ে সহয়ে আর বিরহক দাহ॥
যতনে লেপয়ে যব মলয়জ পঙ্ক।
জ্বলি যায়ত তাহে বিরহ আতঙ্ক॥
কতয়ে কহব দুখ নিঠুর মাধাই।
তুয়া আশোয়াসে খোয়লুঁ ধনি রাই॥
কিশলয় তলপে শুতায়ই কোই।
হা হরি শবদে উঠয়ে তব রোই॥
ভসম সমান যব হোয়ত সোই।
কালিন্দিনীরে সিনায়ই কোই॥
কত পবকারে শিতল করু অঙ্গ।
বাঢ়যে দ্বিগুণ দহন অনঙ্গ॥
মলযানিল বিষ পবন সমান।
হিমকর দরশনে হরয়ে গেয়ান॥
এতহুঁ বচনে তুঁযা নহে বিশোয়াস।
কি কহব তব রাধাবল্লভ দাস॥ ১৭॥

[২৬৫২]

সিংহ (ভূপতি)

নবোঢ়া মিলন

বিহাগড়া

সকল সখি পর- বোধি কামিনি
আনি দিল পিয়া পাশ।
জনু বান্ধি ব্যাধা বিপিনে সোঁ মৃগি
তেজই তীখন শ্বাস॥
বৈঠি শয়ন সমীপে সুবদনি
যতনে সমুখ না হোয়।
ভোরি মানস ভ্রমই দশ দিশ
দেই মনমথ ফোয়॥
নিবিড় নীবিবন্ধ কঠিন কঞ্চুক
অধরে অধিক নিরোধ।
কঠিন কাম কঠোর কামিনি
মানে নাহি পরবোধ॥
সকল গাত দুকূল দৃঢ় অতি
কথিহুঁ নাহি পরকাশ।
পাণি পরশিতে প্রাণ পরিহর
পূরব কী রতি আশ॥
কান্ত কাতরে কতহুঁ কাকুতি
করত কামিনি পায়।
কি জানি কি পর- কার অব তহুঁ
কহুই নাহি অবধার॥

দিবস চারি গোঙাহ মাধব
করহ রতি সমাধান।
বড়ই কাজ সো বড়ই ধীরজ
সিংহ ভূপতি ভাণ॥ ১॥

দুর্জ্জয় মান

ধানশী

মদনকুঞ্জ পর বৈঠল মোহন
বৃন্দাসখি মুখ চাই।
যোড়ি যুগলকর মিনতি করত কত
তুরিতে মিলায়বি রাই॥
হাম পর রোখি বিমুখ ভৈ সুন্দরী
যবহুঁ চললি নিজ গেহা।
মদনহুতাশনে মঝু মন জারল
জিবনে না বান্ধই থেহা॥
তুহুঁ অতি চতুরি- শিরোমণি নাগরি
তোহে কি শিখায়ব বাণী।
তুহুঁ বিনে হামারি মরম নাহি জানত
কৈছে মিলায়বি আনি॥
চন্দন চান্দ পবন ভেল রিপু সম
বৃন্দাবন বন ভেল।
মউর কোকিল কত ঝঙ্কার দেয়ত
মঝু মনে মনমথ শেল॥
ছল ছল নয়ন বয়ন ভরি রোয়ত
চরণ পাকড়ি গড়ি যায়।
হা হা সো ধনি হামে না হেরব
সিংহ ভূপতি রস গায়॥ ২॥

বিপরীত সম্ভোগ

বিহাগড়া

গোর দেহ সুচারু সুবদনি
শ্যামসুন্দর নাহ রে।
জলদ উপরে তড়িত সঞ্চরু
সরূপ ঐছন আহ রে॥
পীঠ পর ঘন দোলত শ্যাম বেণী
নিরখি ঐছন ভান রে।
(জনু) উজর হাটক- পাট কর গহি
লিখন লেখু পাঁচবাণ রে॥
খণ ন থির রহ সঘন সঞ্চর
মণিক মেখলা রাব রে।
ময়ন রায় দুহাই কহ কহ
জঘন যশ রস গাব রে॥
রয়নি বরু অব- সান মানিয়ে
কেলি নহ অবসান রে।
রসিক যদুপতি রমণি রাধা
সিংহ ভূপতি ভাণ রে॥ ৩॥

বর্ষাকালোচিত বিরহ

মল্লার

মোর বন বন শোর শুনত
বাঢ়ত মনমথপীড়।
প্রথম ছার আষাঢ় আওল
অবহুঁ গগন গম্ভীর॥
দিবস রয়নী আ রি সখি কৈছে
মোহন বিনে যাওয়ে॥
আওয়ে শাঙন বরিখে ভাঙন
খন শোহায়ন বারি।
পঞ্চশর শর ছুটত রে কৈছে
জীয়ে বিরহিনি নারি॥
আওয়ে ভাদো বেগর মাধো
কাকো কহি ইহ দুখ।
নিডরে ডর ডর ডাকে ডাহুকি
ছুটত মদন কন্দুক॥
অছু হ আশিন গগন ভা-খিন
ঘনন ঘন ঘন রোল।
সিংহ ভূপতি ভনয়ে ঐছন
চতুর মাসকি বোল॥ ৪॥

---

[৪] বনে বনে ময়ূরের শব্দ শুনিতেছি, মনমথপীড়া বাড়িতেছে। প্রথম ছার আষাঢ় আসিল, গগন এখন গম্ভীর। সখি মোহন বিনা এই দিনরজনী কেমন করিয়া কাটাইব। শ্রাবণ আসিল, শোভন ভাঙিয়ে

মাথুর

তথারাগ

নদী বহে নয়নক নীরে।
মুরছি পড়ল তছু তীরে॥
মাধব তোহারি করুণা অতি বঙ্কা।
তোহে নাহি তিরিবধ শঙ্কা॥
তৈখনে খীন ভেল শ্বাসা।
কোই নলিনীদলে করই বাতাসা॥
চৌদশী চাঁদ সমান।
তুয়া বিনে শুনে ভেল প্রাণ॥
কোই রোই রাই উপেখি।
কোই শির ধুনি ধুনি দেখি॥
কোই সখী পরিখই শ্বাস।
হাম ধায়ল তুয়া পাশ॥
পালটি চলহ নিজ গেহ।
মনে গণি পুরব সিনেহ॥
নৃপতি সিংহ কবি ভাণ।
মনে জানি বুঝহ সিয়ান॥ ৫॥

দূতী-সংবাদ

মল্লার

অশনিক হত হুতাশনে পশি
বিসরিল বিশোয়াসয়া।
রঙন ভঙন সমান কানন
কঠিন করই নিবাসয়া॥
অওধ আনন হঠ না মানয়ে
নয়নে গলে জল ধারয়া।
কমল চড়ি চাঁদ বেঢ়ি খঞ্জন
মঞ্চু মোতিম মালয়া॥
কুটিল কেশ- কলাপ খিণ তনু
সখিনি যতনে সমারয়া।
(জনু) উজর হাটক- ছাট মনমথ
বান্ধি চামর ঢারয়া॥
(বহু) দিবস গেল বহু মাস ভেল বহু
বরিখ কত সে সমারয়া।
(নিজ) নারি বিরহিণি, জারি মাধব
কোন সাধলি কাজয়া॥
ইহ সান শুনি শুনি কহত পুনি পুনি
আকুল ভই বহু কানয়া।
(নিজ) লেহ গণি চলু গেহ যদুপতি
সিংহ ভূপতি ভাণয়া॥ ৬॥

ভাবোল্লাস

কোড়া

রে রে পরম প্রেমসজনী
নয়ন গোচর কোন দিন জানি
নাহ নাগর গুণক আগর
কলাসাগর রে।

বারি বর্ষণ করিতেছে। মদনের বাণ ছুটিতেছে, বিরহিণী নারী কেমনে বাঁচিবে। ভাদ্র আসিল, মাধব ভিন্ন এ দুঃখ কাহাকে কহিব? নির্ভয়ে ডাহুকী ডহডহ শব্দে ডাকিতেছে। যেন মদনের কন্দুক ছুটিতেছে। আশ্বিন আসিল, গগন মুখর হইয়া উঠিল। মেঘের ঘনন ঘনন রোল উঠিতেছে। সিংহ ভূপতি এই বিরহের চাতুর্ম্মাস্য বর্ণনা করিতেছেন।

* তোমার অদর্শনে বজ্রাহতা হইয়া রাধা বিরহ অগ্নিতে প্রবেশ করিল। বিশ্বাস হারাইল। রঙ্গভ ভুবন এখন কানন সমান। অত্যন্ত দুঃখে বাস করিতেছে (আবাস যেন বন-দাবানলের জ্বালায় পূর্ণ)। অধোমুখে বসিয়া আছে, নিষেধ মানে না। নয়নে অবিরল জলধারা ঝরিতেছে। চাঁদ যেন কমলে উঠিয়া (করকমল ন্যস্ত মুখচন্দ্র) খঞ্জনকে (নয়নকে) বেড়িয়া মোতির মালা (অশ্রু) ছড়াইতেছে। (নয়নে অবিরল অশ্রু ঝরিতেছে) দুর্ব্বল দেহ, কুটিল কেশকলাপ সখীরা যত্নে গুছাইয়া দিতেছে। যেন মদন উজ্জ্বল সোনায় বাঁধিয়া চামর ঢুলাইতেছে। বহুদিন গেল। অনেক মাস গত হইল, কত না বৎসর শেষ হইল, হে মাধব, বিরহিণী নারীকে (বিরহ আগুনে) জ্বালাইয়া কোন্ কাজ সাধন করিলে?—এই সম কথা শুনিয়া শুনিয়া কানু আকুল হইয়া অনেক কিছু কহিলেন। সিংহ ভূপতি বলিতেছেন, যদুপতি পূর্ব্ব প্রীতির কথা গণনা করিয়া (স্মরণ করিয়া) গৃহে (বৃন্দাবনে) চল।

সবহুঁ পিয়া মঝু কাহি পাঠাওব
কর মাহা জনু চাঁদ পাওব
সকল দুখন তেজি ভূখণ
সমক সাজব রে॥
লাজে নত ভয়ে নিকটে আওব
রসিক ব্রজপতি হিয়ে সম্ভায়ব
কামকৌশল কোপ-কাজর
তবহুঁ রাজব রে।
কবহুঁ কোকিল কূজন কুহু কুহু
কবহুঁ কপোত কণ্ঠরব মুহু
করজ শাসন কলা আসন
কছু না ছোড়ব রে॥
কবহুঁ দুহু মেলি সঙ্গিত গাওব
কবহুঁ কর গহি কণ্ঠে লায়ব
কবহুঁ কৈতবকোপ ছলে রস
রাখি রোষব রে।

যতন করি হরি কত না তাখব
আশ দেই পিয়া পাশ রাখব
সময় বুঝি তহি মাঙ্গি হোই পুন
সাঙ্গি হোয়ব রে॥
বচন ছলে যব সাধ মানব
মীনকেতন যুঝত জানব
মদন-ময়-মত্ত হাথি মাতব
অচিরে বারব রে।
এত কহিতে সখি তুরিতে আওল
সুধা সম দো বাত লাওল
কানু সুন্দর চতুর মন্দির
নিকটে আওল রে॥
হরখি উঠি বসি কহয়ে রাধা
অচিরে বিহি কিয়ে পুরব সাধা
শরদচাঁদ চকোর মীলল
(সিংহ) ভূপতি গাওল রে॥ ৭॥
[২৬৬৯]

ঘনশ্যাম দাস কবিরাজ

শ্রীগৌরচন্দ্র বন্দনা

কামোদ

কো কহু অপরূপ প্রেমসুধানিধি
কোই কহত রসমেহ।
কোই কহত ইহ সোই কল্পতরু
মঝু মনে হোত সন্দেহ॥
পেখলুঁ গৌরচন্দ্র অনুপাম।
যাচত যাক মূল নাহি ত্রিভুবনে
ঐছে রতন হরিনাম॥ ধ্রু॥
যো এক সিন্ধু সো বিন্দু ন যাচই
পরবশ জলদ সঞ্চার।
মানস অবধি রহত কলপতরু
কো অছু করুণ অপার॥
যছু চরিতামৃত শ্রুতিপথে সঞ্চরু
হৃদয় সরোবর পুর।
উমড়ই নয়নে অধম মরুভূমহি
হোওত পুলক অঙ্কুর॥
নামহি যাক তাপ সব মেটই
তাহে কি চাঁদ উপাম।
কহ ঘনশ্যাম দাস নাহি হোয়ত
কোটি কোটি একু ঠাম॥ ১॥

---

[১] কেহ বলিতেছেন অপরূপ প্রেমসুধানিধি। কেহ বলিতেছেন রসপূর্ণ মেঘ, কেহ বলিতেছেন এ সেই কল্পতরু। আমার মনে কিন্তু সন্দেহ হইতেছে। উপমারহিত গৌরচন্দ্রকে দেখিলাম। ত্রিভুবনে

শ্রীনিত্যানন্দ বন্দনা

কামোদ সিন্ধুড়া

ভকতি রতনখানি   উঘাড়িয়া প্রেমমণি
নিজগুণ সোণায় মুড়িয়া।
উত্তম অধম নাই   যারে দেখে তার ঠাঞি
দান করে জগত জুড়িয়া॥
সোঙরি নিতাইগুণ   যেমন করয়ে মন
তাহা কি কহিতে পারি ভাই।
লাখে লাখে হয় মুখ   তবে সে মনের সুখ
নিতাইচাঁদের গুণ গাই॥
এমন দয়ার ঠাঞি   কোথায়ও শুনিয়ে নাই
আছুক দেখিবার কাজ দূরে।
(যার) নামেই আনন্দময়   সকল ভুবন হয়
তার লাগি কেবা নাহি ঝুরে॥
পাষাণ সমান হিয়া   সেহো যায় মিলাইয়া
নিতাইগুণ গাইতে শুনিতে।
কহে ঘনশ্যাম দাস   যার নাহি বিশ্বাস
সেই সে পাষণ্ডী অবনীতে॥ ২॥

শ্রীগৌর নিত্যানন্দ বন্দনা

গান্ধার

ভবসাগরবর দূরতর দুরগহ
দুস্তর গতি সুবিথার।
নিমগন জগত পতিত সব আকুল
কোই না পাওল পার॥
জয় জয় নিতাই গৌর অবতার।
হরিনাম প্রণব তরণি অবলম্বনে
করুণায় করল উদ্ধার॥ ধ্রু॥
অজ ভব আদি ব্যাস শুক নারদ
অন্ত না পায়ই যার।
ঐছন প্রেম পতিত জনে বিতরই
কো অছু করুণ অপার॥
হেন অবতার আর কিয়ে হোয়ব
রসিক ভকতগণ মেল।
দীন ঘনশ্যাম সোঙরি ভেল জরজর
হৃদি মাহা রহি গেল শেল॥ ৩॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

সখীর উক্তি

ধানশী'

নয়নক নীর   থির নাহি বান্ধই
ঘন ঘন মেটসি তাই।
সচকিত লোচনে   জলদ নেহারসি
চান্দসি হাত বাঢ়াই॥
খেনে ঘর বাহির   করসি নিরন্তর
খেনে খেনে দশ দিশ হেরি।
ময়ূর ময়ূরী সনে   হাসি সম্ভাষসি
কণ্ঠ হেরসি ফেরি ফেরি॥
কেলিকদম্ব   পুনহি' পুন হেরসি
ঘন ঘন তেজসি শ্বাস।
কালিন্দী নামে   রোই উতরোলসি
ভণ ঘনশ্যামর দাস॥ ৪॥

শ্রীরাধার উক্তি

সুহিনী

যে দেখেছি যমুনার তটে।
সেই দেখি এই চিত্রপটে॥

যাহার মূল্য নিরূপিত হয় না, এমন হরিনামরূপ অমূল্যরত্ন তিনি যাচিয়া দান করিতেছেন। সিন্ধু তো একবিন্দু জলও কাহাকেও বিনা প্রার্থনায় দেয় না। জলদ তো পরবশ; পবনের সাহায্য ভিন্ন সঞ্চারিত হয় না। কল্পতরুর কথা (কানেই শুনিয়াছি) মনেই রহিয়া গেল (কল্পনার বস্তু)। কিন্তু এমন অপার করুণাময় কে, যাঁহার চরিতামৃত কানে শুনিলেই হৃদয়-সরোবর পূর্ণ হয়। (সেই পূর্ণ সরোবর) নয়নপথে উচ্ছলিত হইয়া অধম (দেহ) মরুভূমিকেও প্লাবিত করে। (দেহে) পুলক-অঙ্কুর উদ্‌গত হয় (দেহ সাত্ত্বিক ভাবে পুলকিত হয়)। যাঁহার নামেই সমস্ত তাপ প্রশমিত হয়, তাঁহার সঙ্গে কি চাঁদের উপমা দেওয়া চলে? ঘনশ্যাম দাস বলিতেছেন, কোটি কোটি চাঁদ একঠাঁই হইলেও গৌরচন্দ্রের সমান হয় না।

যার নাম কহিল বিশাখা।
সেই এই পটে আছে লেখা॥
যাহার মুরলী ধ্বনি শুনি।
সেই বটে এ রসিকমণি॥
ভাট মুখে যার গুণগাথা।
দূতী মুখে শুনি যার কথা॥
এই মোর হরিয়াছে প্রাণ।
ইহা বিনে কেহ নহে আন॥
এত কহি মুরছি পড়য়ে।
সখীগণ ধরিয়া তোলয়ে॥
পুন কহে পাইয়া চেতনে।
কি দেখিলুঁ দেখাও সে জনে॥
সখীগণ করয়ে আশ্বাস।
ভণে ঘনশ্যামর দাস॥ ৫॥

কামোদ

উজোর হার উর পীতবসনধর
ভালহি চন্দনবিন্দু।
মিলিত বলাকিনী তড়িত জড়িতঘন
উপর উজোরল ইন্দু॥
পেখলুঁ অপরূপ শ্যামর ধাম।
কুঞ্জ সমীপ নীপ অবলম্বন
রহই ত্রিভঙ্গিম ঠাম॥ ধ্রু॥
চরণ অবধি বনমাল বিরাজিত
হেরইতে উনমত হোই।
মধুকরীছলে কত ব্রজরমণী চিত
তঁহি রহু মতিগতি খোই॥
মুরলী আলাপি ঝাঁপি গগনাবধি
গায়ত কতহুঁ সুতান।
ভণ ঘনশ্যাম দাস চিত ঝুরত
মদন রায় পরমাণ॥ ৬॥

বরাড়ী

দূর অবগাহ পয়োনিধি ভাঁতি।
যৌবনজল তাহে শ্যামর কাঁতি॥
দেখ সখি না বুঝিয়ে দৈবকি রীত।
তহি ডারল মঝু নিরমল চিত॥ ধ্রু॥
ধৈরয আদি সকল গুণ মেলি।
নিশিদিশি বসিয়া করতহি কেলি॥
সো সব গুণ অব আকুল হোয়।
চরণে লাগি পুন রোখই মোয়॥
না বুঝিয়ে তছু যো নিজঘর খোই।
রহইতে শকতি অবধি করু কোই॥
কিয়ে নিজপর কিয়ে হীত অহীত।
বিপতি সময়ে করু সব বিপরীত॥
ধৈরয পদ অবলম্বন কেল।
মন্দির চলইতে সংকট ভেল॥
কহ ঘনশ্যামর দাস উচিত।
বাঁধি লেহ তুহু শ্যামর চিত॥ ৭॥

---

৬ বক্ষে উজ্জ্বল মণিহার, কটিতে পীতবসন, ললাটে চন্দনের তিলক, যেন বকপংক্তি মিলিত বিদ্যুত বিজড়িত মেঘদাম, তাহার উপরে চন্দ্রোদয়। অপরূপ শ্যামধামকে দেখিলাম। কুঞ্জ সমীপে কদম্ব অবলম্বনে ত্রিভঙ্গিম ঠামে দাঁড়াইয়া ছিল। চরণ পর্য্যন্ত বিলম্বিত বনমালা, দেখিতেই পাগলিনী হইলাম। তথায় (সেই বনমালায় এবং চরণ কমলে) ভ্রমরীর ছলে কত ব্রজরমণীর চিত্ত যে গতি ভুলিয়া মতি খোয়াইয়া আশ্রয় লইয়াছে (তাহার সংখ্যা হয় না)! মুরলীর আলাপনে গগনাবধি পরিপূর্ণ করিয়া কত সুতানই না গান করিতেছে। ঘনশ্যাম বলিতেছেন, আমার চিত্ত ঝুরিতেছে, মদনরায় তাহার প্রমাণ; (মদনরায়—কবির একজন বন্ধু; মদন—মন্মথ)।

৭ দূরধিগম্য সমুদ্রের মত যৌবনজল তাহার শ্যামকান্তি। সখি, দৈবের রীতি জানি না, সেই তলস্পর্শহীন সমুদ্রে আমার নির্ম্মল চিত্তকে নিক্ষেপ করিলাম। আমার ধৈর্য্য আদি গুণ সব একত্রে মিলিয়া খেলা করিতেছিল। সেইসব গুণ এখন আকুল ভাবে তাহার পদলগ্ন হইয়া আমার প্রতি রোষ প্রকাশ করিতেছে। জানি না, নিজ আশ্রয় হারাইয়া কে আবার থাকিবার জন্য শক্তি প্রকাশ করে। আপন পরই বা কে, হিত অহিতই বা কি, বিপদ সময়ে সবই বিপরীত কাজ করে। ধৈর্য্য পদে আসিয়া আশ্রয় লইল। এখন মন্দিরে ফিরিতে সংকট উপস্থিত হইল। ঘনশ্যাম দাস উচিত কহিতেছেন, তুমি শ্যামের চিত্তকে বাঁধিয়া লও।

বরাড়ী

অলখিত গতি জিতি বিজুরী সঞ্চার।
চৌদিশি ধাবই লোচন তার॥
এ সখি অতএ ন পাওল ওর।
কৈছন চিত চোরাওল মোর॥ ধ্রু॥
জানলুঁ অবহি কয়ল মুঝে হাত।
অতয়ে সে অবশ ভেল সব গাত॥
লোচন যুগল লোরে পরিপূর।
কহইতে বয়নে কহন নাহি ফুর॥
চলইতে চরণ অচল সম ভেল।
কুলবতী ধরমকরম দূরে গেল॥
কয়ল বিপরিত এত অব হরি আয়।
হা হা অবহু না ছোড়ই তায়॥
পুন কিয়ে আছয়ে অছু অভিলাষ।
না বুঝিয়ে কহয়ে ঘনশ্যাম দাস॥ ৮॥

কামোদ

সহজই বিষম অরুণ দিঠি অঞ্চল
আর তাহে কুটিল কটাখি।
হেরইতে হামারি ভেদি উর অন্তর
ছেদল ধৈরয শাখী॥
দেখ সখি বিহরই কো পুন এহ।
পীত বসন জনু বিজুরী বিরাজিত
সজল জলদরুচি দেহ॥ ধ্রু॥
মৃদু মৃদু হাসি ভাষি উপজায়ল
দারুণ মনসিজ-আগি।
রাকর ধুমে ধরমপথ কুলবতী
হেরই বহু পুন ভাগি॥
তঁহি পুন বেণু অধরে ধরি ফুকরই
দহইতে গৌরব লাজ।
কহ ঘনশ্যাম দাস ধনি ঐছন
আন আন হৃদয়ক মাঝ॥ ৯॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

সখীর উক্তি

দেশাগ

অনুখণ হেরিয়ে তোহে আন চিত।
দূর গেও মুরলী আলাপন গীত॥
মরম না কহ কাহে প্রাণসাঙ্গাতি।
তুয়া মুখ হেরি জ্বলত মঝু ছাতি॥
মরকত জিনি যো কলেবর কাঁতি।
সো অব ঝামর কুবলয় ভাঁতি॥
হেরইতে নীরময় লোচন তোর।
কো জানে কৈছে করত হিয়া মোর॥
শুনইতে ঐছন সহচর বাণী।
ছোড়ি নিশ্বাস উলটায়ল পাণি॥
দূর অবগাহ মরম অভিলাষ।
না বুঝিয়া কহ ঘনশ্যামর দাস॥ ১০॥

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী

পঠমঞ্জরী

মাধবি লতাতলে বসি।
চিবুকে ঠেকনা দিয়া বাঁশি॥
তোহারি চরিত অনুমানে।
যোগী যেন বসিলা ধেয়ানে॥
হরি হরি যবে গেলি রাধা।
হাঁচি জিঠি না পড়ল বাধা॥ ধ্রু॥
জল গেলে কি করিবে বান্ধে।
নিশি গেলে কি করিবে চান্দে॥
জিউ গেলে কি কাজ শরীরে।
রাধা বিনু কি নন্দকুমারে॥
রাধা রাধা জপে অবিরাম।
না জানি কি হয়ে ঘনশ্যাম॥ ১১॥

শ্রীরাধার আপ্তদূতী

সিন্ধুড়া

সখীগণ সঙ্গে নাহি হাস সম্ভাষ।
অনুখন ধরণীশয়নে অভিলাষ॥

এ হরি যব ধরি পেখল তোয়।
তব ধরি দিনে দিনে ঐছন হোয়॥ ধ্রু॥
নয়নকমলে জল গলয়ে সদায়।
বিরলে বসিয়া সে তোহারি গুণ গায়॥
তঁহি যব প্রিয়সখী আওত কোই।
চরণে লিখয়ে মহী নিশবদ হোই॥
যতনে পুছিয়ে যব মরমক বোল।
উতর না দেয়ই রোয়ে উতরোল॥
কিয়ে পুন আছয়ে হিয়ে অভিলাষ।
না বুঝিয়ে কহ ঘনশ্যামর দাস॥ ১২॥

শ্রীরাধার অভিসার

কামোদ

সহজই মন্থর গতি জিতি কুঞ্জর
আর তাহে ঘন আঁধিয়ার।
প্রতিপদ নিরখি নিরখি তহি হোওব
চলইতে চরণসঞ্চার॥
সুন্দরি সমুচিত করহ শিঙ্গার।
কানু-সম্ভাষণে শুভখন মানিয়ে
পহিল রজনী-অভিসার॥ ধ্রু॥
নীলরতনগণ বিরচিত ভূষণ
পহিরহ নীলিম বাস।
ঘন মৃগমদে ভরু কনয় কলস কুচ
যাহে শ্যাম অধিক উল্লাস॥
গুপত বেকত কর কিঙ্কিণী নূপুর
এ দুহু রহু মঝু পাশ।
কেলিনিকুঞ্জ নিকটে পহিরাওব
কহ ঘনশ্যামর দাস॥ ১৩॥

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ

কামোদ

তুয়া মুখকমল দূর সঞে হেরইতে
হরিলোচন অলি জোর।
বিছুরল চপল চরিত সব তৈখনে
মাতি রহল তঁহি ভোর॥
সুন্দরি মঝু মনে হোত সন্দেহ।
কথি লাগি চঞ্চল তুয়া লোচন অলি
কতিহুঁ না বাঁধই থেহ॥ ধ্রু॥
ক্ষণে নিজচরণ কমল অবলম্বই
ক্ষণে সচকিত নিজ গাত।
ক্ষণে ক্ষণে কানুক বদন সরোরুহে
অলখিত আওত যাত॥
কিয়ে রসমাধুরী পরিখন চাতুরী
কিয়ে পিবই নাহি জান।
কহ ঘনশ্যাম দাস সখি বুঝহ
মনহি মনহি অনুমান॥ ১৪॥

শ্রীরাধার স্বয়ং দৌত্য

তিরোহিতা ধানশ্রী

শীতলকর কর পরশহি মীঠ।
যাহে হেরি নিরমল হোওত দীঠ॥
এ হরি তোহারি তিলক নিরমাণে।
হেরি নিশাপতি করি অনুমানে॥ ধ্রু॥
অতএ সে লোচন পুন পুন চাহ।
ইথে জনি আন বুঝবি মন মাহ॥
বিধিনিরমিত কছু কহন ন জাত।
দিনপতি দরশনে দিঠি জরি জাত॥
কহ ঘনশ্যাম দাস সুখ গোই।
কহইতে আন আন জনি হোই॥ ১৫॥

---

[১৫] শীতলকর (জ্বালা নিবারণকারী হস্ত, অন্য অর্থে চন্দ্র) করের (জ্যোৎস্নার হস্তের) স্পর্শও মিষ্ট। দেখিলেই দৃষ্টি নির্ম্মল হয়। ওহে হরি, তোমার তিলক-নির্ম্মাণকে চন্দ্র অনুমান করিয়াছিলাম। এই জন্যই চক্ষু পুনঃ পুনঃ চাহিতেছে। ইহাতে যেন মনোমধ্যে অন্য বুঝিও না। বিধির নির্ম্মাণ কিছু বুঝা যায় না (তাহার একই হাতের সৃষ্টি তো)। (কিন্তু দেখ) সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দৃষ্টি জর্জ্জরিত হয়। ঘনশ্যাম দাস সুখ গোপন করিয়া বলিতেছেন, এক বলিতে যেন অন্য না হয় (সূর্য্যালোক হইতে নির্জ্জন কুঞ্জের অন্ধকারে যাইবার ইঙ্গিত করিতেছেন)।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত

শ্রীরাধার উক্তি

তথারাগ

আজু হাম যাইতে যমুনা একন্ত।
একলি নেহারি আগোরল পন্থ॥
চৌদিশে সচকিত পুন পুন হেরি।
ঈষৎ হাসি পুছত বেরি বেরি॥
কর পরশিয়া মঝু করু অনুবন্ধ।
শপতি করাওল রতিনিরবন্ধ॥
কুল অবলা হাম সো যুবরাজ।
নিরজনে তা সঞে হঠ নাহি কাজ॥
পেখলুঁ হাম বিসঙ্কট ভেলি।
লোচন ইঙ্গিতে অনুমতি কেলি॥
এ সখি অব কিয়ে করব বিধান।
আজু পুন মন্দিরে আওব কান॥
কহ ঘনশ্যাম দাস সুখ গোই।
সতীঅনুমতি কভু অসতী না হোই॥১৬॥

বাসকসজ্জা

কামোদ

কুসুম শয়ন সাজি পুন নিন্দই
পুন সাজই কত বেরি।
আভরণ তেজি তঁহি পুন পহিরহি
নিজ তনু পুন পুন হেরি॥
মাধব আজু পুন কি তুহুঁ কেল।
সো ধৈরযবতী তোহারি সমাগতি
লাগি উনমতি সতি ভেল॥ ধ্রু॥
পুন পুন কহই যতন করি রচইতে
মৃগমদ সঞে ঘনসার।
অগুরু বলিত ললিত অনুলেপন
তোহারি মিলন উপচার॥
উজর দীপ উজারই পুন পুন
কহত ভরমময় ভাষ।
হৃদয় উলাস হাসি দরশাওই
কহ ঘনশ্যামর দাস॥ ১৭॥

উৎকণ্ঠিতা

শ্রীরাগ

আজুক মিলন সময় নিরবন্ধ।
সোই কয়ল করি কত পরবন্ধ॥
করে কর পরশি আপন শিরে রাখি।
শপতি করায়ল মনমথ সাখী॥
বিছুরল মোহে তবহুঁ যব কান।
জানলুঁ বিঘটন বিধিক বিধান॥
উয়ল চাঁদ নহি আওল নাহ।
কামিনী কৈছে সহই ইহ দাহ॥
আরে অবলা পর মদন-দুরন্ত।
বেকত জন হর ধনু নহ দন্ত॥
থীর সন্ধানে ফিরই চহুঁ পাশ।
ঝাঁপি পড়ল অরু করল গরাস॥
কহ ঘনশ্যাম দাস তব ওত।
সুপুরুষসিংহ দরশ যব হোত॥ ১৮॥

বিপ্রলব্ধা

তথারাগ

গাঁথলুঁ পদুমিনি ভেল ভুজঙ্গ।
গরল উগারল মলয়জ সঙ্গ॥
কুসুম শেজ ভেল শর-পরিষঙ্ক।
বজর নিপাতন মধুকর ঝঙ্ক॥
হরি হরি কোই নহত অনুকূল।
পাওলুঁ হরি সঞে প্রেমক মূল॥
কি করব কাহে কহব পুন এহ।
যাওব কাঁহা নাহি পাইয়ে থেহ॥
দোষক দৈব বুঝিয়ে অনুমান।
অতনুহ তনু ধরে কতহি বিধান॥
কৈছন জিউ রহত ইহ দেহ।
নাশক ভেল মঝু বাসক গেহ॥
হরি রহ কোন কলাবতী পাশ।
আওত কহ ঘনশ্যামর দাস॥ ১৯॥

খণ্ডিতা

তথারাগ

গগনহি এক চাঁদ নাহি দোসর
ধরু তাহে কালিম চিন।
অরুণ কিরণে পুন লাজে মলিন তনু
বেকত না হোয়ত দিন॥
মাধব অপরূপ তোহারি বিলাস।
তুয়া উর অম্বরে চাঁদঘটা অব
দিনহিঁ হোয়ত পরকাশ॥ ধ্রু॥
বিহিক শকতি জিতি কোন কলাবতী
অরুণ ঘটায়ল তায়।
তছু সেবন বিনু প্রাতরি তোহে পুন
অনত গমন না জুয়ায়॥
জানলুঁ অতয়ে কয়লুঁ হাম বহু পুণ
যব তুহুঁ অবহুঁ না যাব।
কহ ঘনশ্যাম দাস নহ কৈছনে
ঐছন দরশন পাব॥ ২০॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তি

তথারাগ

আজুক গমন কোন ধনী সেবি।
তুয়া বিনু আন নাহি অধিদেবী॥
এ হরি পুছিয়ে কোন নিবাস।
তোহারি পরশ বিনু নাহি অভিলাষ॥ ধ্রু॥
পুছইতে এক কহসি পুন আন।
মান সঞে কিয়ে মতি করু দান॥
এ ধনি সো পুন তোহারি সমীপ।
অনুখন যৈছে অরুণ মণিদীপ॥
পশুপ স্বভাব রজনী কাঁহা দেল।
তোঁহারি পরশ লাগি গোকুলে ভেল॥
ঢীঠ বিভাবরী পুছিয়ে তোহে।
তুহুঁ অরু তোঁহারি সঙ্গিনী যত হোয়ে॥
আজু তুয়া শুভ খন কাঁহা গেলি।
তুহুঁ চিরজীবী আলি সঞে মেলি॥
শুনইতে কানুক ঐছন ভাষ।
সখীমুখ হেরি রাই মৃদু মৃদু হাস॥
তব ঘনশ্যাম দাস মহি লেখ।
অনুগত জন নাহি কবহুঁ উপেখ॥ ২১॥

তথারাগ—দশকুশী

রাইক চরিত বুঝিয়া বরনাগর
মন মাহা কয়ল উপায়।
চরণ পাকড়ি নিজ দোখ মানাইয়ে
তব কিয়ে ধনি রোখ যায়॥

---

[২১] রাধা॥ আজি (কোথা হইতে) কোন্ ধনীর সেবা করিয়া আসিতেছ?
কৃষ্ণ॥ তুমি ভিন্ন তো আমার অন্য কোন অধিদেবী নাই?
রাধা॥ ওহে হরি, তোমার নিবাস জিজ্ঞাসা করিতেছি?
কৃষ্ণ॥ (নিবাস ইচ্ছা অর্থে) তোমার স্পর্শ ভিন্ন তো অন্য অভিলাষ নাই।
রাধা॥ এক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, অন্য উত্তর দিতেছ? সম্মানের সঙ্গে মতিও কি দান করিয়াছ?
কৃষ্ণ॥ (মতি রত্ন অর্থে) সে তো তোমার নিকটেই অনুক্ষণ মণিদীপ জ্বলিতেছে।
রাধা॥ পশুপালকের স্বভাব, রজনী কোথায় দিলে (গত রাত্রিটা কাহাকে দান করিলে)?
কৃষ্ণ॥ (রজনী অর্থে হরিদ্রা, গোরোচনা, গৈরিক আদি বুঝিয়া) গোকুলে তোমার স্পর্শ লাগিয়া এইরূপ হইয়াছে।
রাধা॥ ধৃষ্ট, আমি বিভাবরীর কথা বলিতেছি।
কৃষ্ণ॥ (বিভাবরী অর্থে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী) বিভাবরী—সৌন্দর্য্যে, লাবণ্যের ঔজ্জ্বল্য সে তো তুমি আর তোমার সখীগণ-ই ঐ অভিধানের যোগ্যা।
রাধা॥ আজ তোমার শুভক্ষণ কোথায় গেল?
কৃষ্ণ॥ তুমি আর তোমার সখীগণ মিলিয়া চিরজীবিনী হও। উহাই আমার শুভ সুযোগ।
কানুর এইসব কথা শুনিয়া রাই, সখীগণের মুখ চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। ঘনশ্যাম দাস ভূমিতলে আঁচড় কাটিতে কাটিতে (মুখ নামাইয়া) বলিলেন, অনুগত জনে কখনো উপেক্ষা করিও না।

হরি হরি অপরাধ কিছুই না জান।
যাহে লাগি শয়নে সপনে নাহি হেরিয়ে
সোই করত অব মান॥ ধ্রু॥
এত কহি রাইক চরণ ধরি বোলত
ক্ষেম ধনি মঝু অপরাধ।
ঐছন দোষ হাম কবহুঁ না করব
প্রেমে না কর ধনি বাদ॥
তবহুঁ সুধামুখি এতহুঁ নাহি শুনি
চরণ হেলি চলি যায়।
ভণ ঘনশ্যাম শ্যাম রোই চলতহিঁ
করবহিঁ কোন উপায়॥ ২২॥

কলহান্তরিতা

শ্রীরাধার উক্তি

বরাড়ী

এ সখি যতহুঁ বিনতি পহুঁ কেল।
সো সব অব তহিঁ আহুতি ভেল॥
পরিহরি সো গুণরতন নিধান।
যতনহি যো হাম রাখলো মান॥
সোহি অব কাল অনল সম হোই।
দগধয়ে নীরস দারু হিয়া মোহি॥
মুখরিত পিককুল যাজক তায়।
তহিঁ মলয়ানিল রচয়ে সহায়॥
জানলুঁ দেব বিমুখ যাহে হোই।
তাকর তাপ না মেটই কোই॥
ভরমহু মঝুমনে নাহি এত ভান।
রোখি চলব কিয়ে নাগর কান॥
শুনইতে রাইক ঐছন ভাষ।
জরজর ভেল ঘনশ্যামর দাস॥ ২৩॥

সখীর উক্তি

তথারাগ

করে কর যোড়ি মিনতি করু তো সঞে
চরণে করল প্রণিপাত।
কোপে কমলমুখি নয়নে না হেরসি
অভিমানে অবনত মাথ॥
সুন্দরি ইথে কি মনোরথ পুর।
যাচিত রতন তেজি পুন মাঙ্গন
সো মীলন অতি দুর॥ ধ্রু॥
কোকিলনাদ শ্রবণে যব শুনবি
তব কাঁহা রাখবি মান।
কোটি কুসুমশর হিয়া পর বরিখব
তব কৈছে ধরবি পরাণ॥
মঝু এত বচনে তোহার নাহি আরতি
হীত কহিতে কহ আন।
দারুণ দখিণ- পবন যব পরশব
তবহিঁ মিটব দুরভান॥
গুণগণ ছোড়ি দোষ এক সঙরসি
নিকটহিঁ কোই না যাব।
দারুণ নয়নে আরতি তব বাঢ়ব
অব ঘনশ্যাম দুখ লাভ॥ ২৪॥

তথারাগ

শ্রীরাধার প্রতি দূতীবাক্য

(তথা হি) কালিন্দী কিনারে কান
বৈঠহি তুহারি ধ্যান
একহু পলক যুগ কোটি কোটি মানহি।
কুহু কুহু লিয়ে তান
কোকিলাক সারী গান
দুসরে অনঙ্গবাণ হোই প্রাণ হানহি॥
ফুলহি বিছাই সেজ
দুরহি দুরন তেজ
শ্রবণে বয়নে আওর আন নাহি বাতহি।
বাঁশুরী মে সোই ঠাম
নেতহি তোহারি নাম
যামিনী সো যাম যাম যায় হোয় যাতহি॥
॥ ২৫॥

---

২৫ কালিন্দী কিনারে কানু তোমারি ধ্যান ধরিয়া বসিয়া আছেন। এক ক্ষণকে কোটি কোটি যুগ মনে করিতেছেন। কুহুকুহু তানে কোকিল যে সারীগান (নৌকা বাহিবার সময় নাবিকেরা যে গান

দূতীর অনুনয়

গান্ধার

তুয়া বিনু কানু আন নাহি জানত
ফুলশরে জর জর দেহ।
তুহুঁ বিনি মান আন নাহি জানসি
অপরূপ তোহারি সিনেহ॥
সুন্দরি দূরে কর বচন-বিভঙ্গ।
তোহারি বিরহ-জ্বরে সো গিরিবরধর
ধরই না পারই অঙ্গ॥ ধ্রু॥
কি কহব তোহে অতি তোহারি চরণে নতি
কহইতে বচন না ফুর।
এতহুঁ পরাভব শুনইতে তুহুঁ যব
অবহি ন চাতুরি দূর॥
হেরইতে রীত ভীত মঝু চিতহিঁ
কঠিন হৃদয় হেন মানি।
কহ ঘনশ্যাম দাস তুয়া পাশহিঁ
অতয়ে সে ঐছন বাণী॥ ২৬॥

গান্ধার

ঘোর তিমির অতি ঘন কাজর জিতি
নিবসই বিপিনে একন্ত।
পিককুল বোলে সমাধি সমাপই
চমকি নেহারই পন্থ॥
মানিনি ইথে কিয়ে নাহি অবধান।
নিমিখ বিমুখে যছু জীবনসংশয়
কি ফল তা সঞে মান॥ ধ্রু॥
যাক শয়ন পুন শিরীষ কুসুম জনু
অতি সুখময় পরিযঙ্ক।
সো বিরহানলে লুঠই মহীতলে
লোরে ততহিঁ করু পঙ্ক॥
পেখলুঁ সো পুন তোহারি পরশ বিনু
পানী-বিহনে জনু মীন।
কহ ঘনশ্যাম দাস নাহি জগমাহা
ঐছন প্রেমক চিন॥ ২৭॥

ভূপালী

শুন শুন মানিনি কি কহব তোয়।
অনুচিত মানে গোঙায়বি রোয়॥
রোই রোই মাধব সাধল তোয়।
কাহে কাতর দিঠে চাহসি মোয়॥
অব হাম যাইয়ে কি কহব তায়।
যাচিত রতন ত্যাগ না যুয়ায়॥
সো বিনু অব কোই পুরব আশ।
কি কহব তোহে ঘনশ্যামর দাস॥ ২৮॥

শ্রীরাধার প্রতি সখীর ভর্ৎসনা

ধানশী

কৈছে চরণে কর- পল্লব ঠেললি
মীললি মান ভুজঙ্গে॥
কবলে কবলে জিউ জরি যব যায়ব
তবহিঁ দেখব ইহ রঙ্গে॥
মগো কিয়ে ইহ জীন্দ অপার।
কো অছু বীর ধীর মহাবল
পঙরি উতারব পার॥ ধ্রু॥
আপনক মান বহুত করি মানলি
তাক মান করি ভঙ্গ।
সো দুলহ নাহ উপেখি তুহুঁ অব
বঞ্চবি কাহুঁক সঙ্গ॥
সখিগণ বচন অলপ করি মানলি
চাহসি কাহে মঝু মুখ।
ভন ঘনশ্যাম শ্যাম তুহুঁ উপেখলি
দেয়লি বহুতর দুখ॥ ২৯॥

বরাড়ী

যুবতি নিকর মাহ যাকর বাস।
অনুখন নব নব যছু অভিলাষ॥

গায়) গাহিতেছে, সেই গান দ্বিতীয় মদনশর স্বরূপ প্রাণে আঘাত হানিতেছে। ফুলশয্যা বিছাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন, শ্রবণে অন্য কথা শুনিতে চাহিতেছেন না। মুখেও তোমার নাম ভিন্ন অন্য কথা নাই। সেখানে বসিয়া বাঁশীতেও তোমার নাম লইতেছেন। রাত্রি তো প্রহরে প্রহরে শেষ হইয়া আসিতেছে।

ঐছন জন তুয়া পরশক লাগি।
বিপিনে গোঙায়ল যামিনী জাগি॥ ধ্রু॥
তবহুঁ প্রাতে নিজ পৌরুষ ছোড়ি।
তোহারি সমীপে করহিঁ কর জোড়ি॥
আয়ল যব নব নাগর কান।
তৈখনে ভেল তোহে দারুণ মান॥
অনুনয়-বচন না শুনবি জানি।
চরণে পশারল সো নিজ পাণি॥
লোচন ওরে তবহুঁ নাহি হেরি।
বৈঠলি তহিঁ পুন আনন ফেরি॥
অবনতমুখ যব চলু নিজ বাস।
কি করব অব ঘনশ্যামর দাস॥ ৩০॥

ধানশী

মানিনি অতয়ে করহ সমাধান।
আওল অব তুয়া অনুচর কান॥
অতিশয় ভীতে মিলল ইহ ভবনে।
অপরাধ ক্ষেমি তুহুঁ রাখবি চরণে॥
যব হরি চরণে পড়ব ধনি তোর।
হামারি শপতি যদি কছু বোল থোর॥
যব তোহে গদগদ সাধব কান।
সজল নয়নে তব হেরবি বয়ান॥
কহইতে কহবি সরস-ময় বাত।
পরশিতে রোখে না বারবি হাত॥
তব পরিপূরব তাকর আশ।
সাধয়ে তব ঘনশ্যামর দাস॥ ৩১॥

মানভঞ্জন

কামোদ

কত পরকার কহল যব সহচরি
তব ধনি অনুমতি দেল।
নিকটহি নাহ বৈঠি যাহাঁ ভাবয়ে
তুরিতে সখী তাহাঁ গেল॥
সবহুঁ কহল হরি পাশ।
শুনইতে হরষে চলল বরনাগর
পূরব সব অভিলাষ॥ ধ্রু॥
রাইক সমুখে রহল হরি কর জোড়ি
বদনে না নিকসই বাণি।
ভীতহি সঘনে সকল তনু কাঁপয়ে
কত সাধস অনুমানি॥
তবহুঁ সুধামুখি বয়ন না হেরয়ে
মনহি বিচারল কান।
বাহু পসারি চরণ ধরি সাধয়ে
দাস ঘনশ্যাম রস ভাণ॥ ৩২॥

শ্রীরাধার উক্তি

ধানশী

তুহুঁ যদি মাধব চাহসি লেহ।
মদন সাখি করি খত লেখি দেহ॥
মো বিনে নয়নে না হেরবি আন।
হামারি বচনে করবি জল পান॥
ছোড়বি কেলিকদম্ব বিলাস।
দূরে করবি গুরুগৌরব আশ॥
এ সব কবজ ধরব যব হাত।
তবহি তোহারি সঞে মরমকি বাত॥
তব ঘনশ্যাম দাস মুখ গোই।
কাতর নাহ কহত তব রোই॥ ৩৩॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

কামোদ

সুন্দরি বেরি এক কর অবধান।
ক্ষেম অপরাধ প্রেম- বাদ করবি যব
তব কৈছে ধরব পরাণ॥ ধ্রু॥
লিখি লহ কবজ দাস করি সুন্দরি
জীবন যৌবনে বহু ভাগি।
তুয়া গুণরতন শ্রবণে মণিকুণ্ডল
এবে ভেল ত্রিভঙ্গ বৈরাগী॥
পীতাম্বর গলে করি করযুগলে
মিনতি করিয়ে তুয়া আগে।
হাম ঐছে লাখ লাখ যুগ লুঠই
তুয়া ধনি চরণ সোহাগে॥
মনসিজ করে ধনু হেরি কাতর তনু
বিছুরলু ধনজন মায়া।

তছু ভয় লাগি শরণ হাম লেয়লু
দেহ পদপঙ্কজ ছায়া॥
ঐছন মিনতি কয়ল যব নাগর
ধনি লোচন জল পূর।
হেরইতে বদন রোদন করু দুহুঁ জন
অব ঘনশ্যাম মন পূর॥ ৩৪॥

মিলন

বিহাগড়া

করে ধরি রাই মন্দির মাহা আনল
দুহুঁ জন ভেল এক ঠাম।
আগমনজনিত সকল দুখ কহতহিঁ
মধুর বচন অনুপাম॥
দুহুঁ জন মনোরথে ভোর।
দুহুঁক অধরমধু দুহুঁ জন পীবই
দুহুঁ দোঁহা কোরে আগোর॥ ধ্রু॥
কুসুমশেজ মাহা বিলসই দুহুঁ জন
পূরল সব অভিলাষ।
নিধুবন সমরে দুহুঁ পরবেশল
কহ ঘনশ্যামর দাস॥ ৩৫॥

শ্রীকৃষ্ণের অভিসার

ভৈরবী

গরজয়ে গগনে সঘনে ঘন ঘোর।
ঐছে সময়ে চলু নন্দকিশোর॥
পন্থ বিপথ কছু লখই না পারি।
দামিনি চমকে চলয়ে অনুসারি॥
পাওল সঙ্কেত কুঞ্জক মাঝ।
জানল রাই আয়ল যুবরাজ॥
কুঞ্জমন্দিরে ধনি দেওল কপাট।
কানু না জানল ঐছন নাট॥
অন্তরে ভাবয়ে শ্যাম শরীর।
আজু দুরদিনে ধনি না ভেল বাহীর॥
আয়লুঁ বিফল ভেল মনসাধ।
আকুল নাগর করই বিষাদ॥
রোই রোই পরশল দ্বারে কপাট।
কো ইহ মূন্দল কুঞ্জক বাট॥
শুনি ধনি হৃদয় দরবিত হোয়।
কহতহি কোন দ্বার মাহা রোয়॥
তবহিঁ জানল বর নাগর কান।
অব ঘনশ্যাম কহয়ে পরমাণ॥ ৩৬॥

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি

শ্রীগান্ধার

কো ইহ পুন পুন করত হুঙ্কার।
হরি হাম জানি না কর পরচার॥
পরিহরি সো গিরিকন্দর মাঝ।
মন্দিরে কাহে আওল মৃগরাজ॥
সো নহ ধনি মধুসূদন হাম।
চলু কমলালয় মধুকরি ঠাম॥
এ ধনি শুনহ হাম ঘনশ্যাম।
তনু বিনে গুণ কিয়ে কহে নিজ নাম॥
শ্যামমূরতি হাম তুহুঁ কি না জান।
তারাপতি ভয়ে বুঝি অনুমান॥
ঘরহুঁ রতন দীপ উজিয়ার।
কৈছনে পৈঠব ঘন আন্ধিয়ার॥
রাধারমণ হাম কহি পরচার।
রাকা রজনি নহ ঘন আন্ধিয়ার॥
পরিচয়পদ যবে সব ভেল আন।
তবহিঁ পরাভব মানল কান॥
তৈখনে উপজল মনমথ সূর।
অব ঘনশ্যাম মনোরথ পূর॥ ৩৭॥

---

৩৭ কে এখানে পুনঃ পুনঃ হুঙ্কার করিতেছে? আমি হরি, জানিয়া প্রচার করিও না। গিরিকন্দর পরিহার করিয়া সিংহ কেন মন্দিরে আসিল? না না সে নয় আমি মধুসূদন, তুমি মধুকরীর নিকট পদ্মিনীর আলয়ে যাও। ধনি শুন, আমি ঘনশ্যাম। দেহ নাই, অথচ গুণ নিজের নাম বলিতেছে। তুমি কি না জান, আমি শ্যামমূর্ত্তি। ও অনুমান করিতেছি বুঝি চাঁদের ভয়ে। তা মন্দিরে তো

মিলন

তথারাগ

ঝাঁপল বিরহ মিহির নবজলধর
পহিলহি দরশন ছায়।
কমল সুশীতল সুরত তরঙ্গিণী
সরস সমাগম বায়॥
দেখ সখি চতুর শিরোমণি নাহ।
সরস সম্ভাষ সুধারস বরিখনে
পূরল অব অবগাহ॥ ধ্রু॥
তহি অতি খরতর মনসিজ মারুত
বাঢ়ল গাঢ় তরঙ্গ।
রোধল লাজ ধরাধর ধৈরজ
মান মতঙ্গজ সঙ্গ॥
ভাসল হাস কুমুদ পুলকাঙ্কুর
উয়ল স্বেদ উদবিন্দু।
কহ ঘনশ্যাম দাস অছু হোয়ল
যৈছে তটিনী অরু সিন্ধু॥ ৩৮॥

কামোদ

সকল কলারস সায়র নায়র
নায়রীমুখশশী চাহ।
কেলিবিলাস ছরম ঘরমায়িত
কালিন্দী করু অবগাহ॥
দেখ সখি এ পুন নহ জলকেলি।
শীকর নিকরহি ঘুমল মদন পর
শর বরিখয়ে দুহুঁ মেলি॥ ধ্রু॥
নীল বসন তনু নীর নিষিঞ্চন
বেকত হোয়ত প্রতি অঙ্গ।
তোড়ি নলিনীদল ধনী কুচমণ্ডলে
ধরু কিয়ে ঢাল অনঙ্গ॥
সো অব নখর-শিখরে হরি ফারল
মনসিজ ভেল উদাস।
তহি পুন ভুজযুগ পাশ পশারল
কহ ঘনশ্যামর দাস॥ ৩৯॥

রাসনৃত্য

কেদার

অধরসুধাকণ মিলিত সমীরণ
ভরি নবরন্ধ্র সুযন্ত্র।
মনসিজ তন্ত্র বিচার বিশারদ
গাওত মনসিজ মন্ত্র॥
অপরূপ পেখলুঁ নটবররাজ।
পরিসর শশধর রতনবেদি পর
মদন মনোহর সাজ॥ ধ্রু॥
কলপদ সমুঝি নাম সঞে নিজ নিজ
পরিহরি গুরুভয় লাজ।
হেরি সুলম্পট রতিরণ প্রতিভট
বেঢ়ল যুবতিসমাজ॥
কেহো ভুজপাশ পশারল পীঠহি
কেহো কুচগিরি দরশায়।
ভুরুযুগ কাম- কামান ধুনাওত
জোড়ি বিষম শর তায়॥
ঈষৎ হাস- সুধারসে মাতল
বিছুরল নিজপর ভান।
কহ ঘনশ্যাম দাস মিলি সব সঞে
নাচত নাগর কান॥ ৪০॥

ভাবী বিরহ

ভূপালি

গুরুজন মোহে কবহু নহু বাম।
শুনইতে উলসিত পিয়া মঝু নাম॥
সখীগণ পিরীতি সে কহই না জান।
পরিজন মোহে লাগি নিছয়ে পরাণ॥

রত্নদীপ জ্বলিতেছে, ঘন অন্ধকার কিরূপে প্রবেশ করিবে। প্রচার করিয়া কহিতেছি আমি রাধারমণ। এতো পূর্ণিমা রজনী নয়, ঘন অন্ধকার রাত্রি। পরিচয়সূচক পদ যখন সমস্তই অন্যরূপ হইল, তখন কানু পরাভব স্বীকার করিলেন। তখনই মন্মথ সূর্য্য উদিত হইলেন। ঘনশ্যামের মনোরথ পূর্ণ হইল।

এ সখি অকুশল কছু নাহি হেরি।
চমকি উঠয়ে কাহে হিয়া বেরি বেরি॥ ধ্রু॥
সহচরি এক দৈবগতি জান।
মোহে হেরি সো কাহে সজল নয়ান॥
পুছইতে মৌনে রহল মঝু পাশ।
কি কহব অব ঘনশ্যামর দাস॥ ৪১॥

বরাড়ী

বাধা না মানয়ে ঝরয়ে নয়ান।
কৈছে করত হিয়া কহন না জান॥
তুহুঁ পুন কি করবি গুপতহি রাখি।
তনু মন দুহুঁ মুঝে দেওত সাখী॥
অবহুঁ যো গোপসি কি কহব তোয়।
বজর কি বারণ করতলে হোয়॥
পাওলুঁ রে সখি মৌনকি ওর।
পিয়া পরদেশে চলব মুঝে ছোড়॥
সময় সমাপন কী ফল আর।
প্রেমক সমুচিত অবহি বিচার॥
গমন সময়ে পুন কহ জানি কোই।
পিযাক অমঙ্গল যদি পাছে হোই॥
এ ধনি অচিরহি তোহারি সে পাশ।
আওব কহ ঘনশ্যামর দাস॥ ৪২॥

ভবন্ বিরহ

যথারাগ

কনযা গঠিত ঘটিত মণিমৌতিম
খচিত হীর চৌখম্ব।
হরিবিলোচন পথ আনি ধরল রথ
বাজি সাজি অবলম্ব॥
দেখ সখি এ পুন নহত অক্রূর।
জানলু নিচয় গোপবধু সংশয়
সময় মুরতিময় ক্রূর॥ ধ্রু॥
চাহত নাহ অনত দিঠি অঞ্চল
রাই বয়ান অনুকূল।
করতলে হৃদয় ঝাঁপি দরশাওল
প্রেম মহীরুহ মূল॥
অবুধ গোপগণ পূরয়ে ঘন ঘন
চৌদিশে বেণু বিষাণ।
কহ ঘনশ্যাম দাস পুরবাসহি
চলু মাথুরপুরে কান॥ ৪৩॥

শ্রীরাধার উক্তি

তথারাগ

তছু গুণগণ সঞে প্রেম গাঁঠিময়
আপন জাল নিরমাই।
তঁহি পরবেশি হরখি বরখি অব
চিত উচিত ফল পাই॥
সজনি তোহে কহইতে কিয়ে ওত।
যদি হত মনে সহই আপন রস
তব কিযে ঐছন হোত॥ ধ্রু॥
তনুমাহা সো পুন বিপিনে লুবধ জনু
রহু মৃগবন্ধনি ডারি।
প্রাণ পযান সমযে যব রোধয়ে
আশা পাশ পসারি॥
ধৈরয লাজ মণি সব খোয়লু
চেতন পুন নাহি খোই।
কহ ঘনশ্যাম দাস নহ কৈছনে
বেদন অনুভব হোই॥ ৪৪॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোনও নাগরীর উক্তি

বালা ধানশ্রী

পেখলুঁ গোকুল বসতি বেয়াকুল
গোপনারীগণ রোই।
ভীগল বসন লাগি রহল তনু
তোহারি গমনপথ জোই॥
এহু বিদুর নগরে মঝু গেহ।
তুহুঁ আওলি যব সঙ্গহি গোপসব
তব হাম গোকুলে থেহ॥ ধ্রু॥
তঁহি এক রমণী থোরি বয়স ধনী
চিত্র পুতলিসম ঠারি।
যবহুঁ লোচনপথ দূরহিঁ গেও রথ
তবহু পড়ল তনু ঢারি॥
ঘেরল সকল সখীগণ রোয়ই
কি ভেল বলি অবধারি।

কুন্তল তোড়ই বসন কোই ফারই
বিধিরে দেই কোই গারি॥
কোই শিরে কঙ্কণ হানই ঘন ঘন
কোই কোই হরই গেয়ান।
কহ ঘনশ্যামর দাস হাম আওল
পুন কিয়ে ভেল নাহি জান॥ ৪৫॥

সুহই

লোচন লোর ওর নাহি ঢরকই
ধারা পদতলে গেল।
জলসঞে আধ উয়ল কিয়ে জলরুহ
মঝু মনে ঐছন ভেল॥
মাধব! কি কহব সো পরসঙ্গ।
সহচরী মেলি কোরে করি রোয়ই
হেরি অবশ প্রতি অঙ্গ॥ ধ্রু॥
উচ কুচ উপরে রহই মুখমণ্ডল
সো এক অপরূপ ভাঁতি।
জনু কনয়া গিরি-শিখরে শশধর
প্রাতর ধূসর কাঁতি॥
বীজন পবনে বিথরে অলকাবলী
বিচলহুঁ পুন পুন বেরি।
বিকচ কমল সঞে নব অলিকুল কিয়ে
উছলই কোরক হেরি॥
ঐছে দশাপর যাকর কলেবর
হেরইতে ঐছন ভান।
কহ ঘনশ্যাম দাস তঁহি কৈছন
তোহারি মিলন নাহি জান॥ ৪৬॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতী

সুহই

তুয়া উপচার করল যব সুন্দরী
তনু মন দুহুঁ একু মেলি।
তৈখনে যত ছিল নিরমল কুলশীল
সবহুঁ শ্যামময় ভেলি॥
শুন মাধব ইথে কিয়ে দোখব তোয়।
জগতে অসিত সিত কবহু না হোয়ত
সিত পুন নিজ তনু খোয়॥ ধ্রু॥
জগমাহা সুজন সোই বহু অন্তর
বাহির সঞে নাহি ভেদ।
শুনইতে যৈছন না হেরিয়ে তৈছন
ইহ এক মরমক খেদ॥
অব তোহে চিন খীন ভেল এতদিনে
লোচন শ্রবণ বিরোধ।
কহ ঘনশ্যাম দাস হত চিতহি
তবহুঁ নাহি পরবোধ॥ ৪৭॥

বরাড়ী

নিজকুল গৌরব খোয়।
তনুমন সোঁপল তোয়॥
তুহুঁ সে গগন পরশাই।
তৈখনে তেজলি তাই॥
শুন শুন নাগররাজ।
তোহারি সে ঐছন কাজ॥ ধ্রু॥
পুরনায়রী সঞে ভোর।
তছুঁ নামহিঁ দিয়া ডোর॥
সো পুন ঐছে নিদান।
কব কিয়ে হোত না জান॥
অতয়ে নিবেদিয়ে তোয়।
তোহে জানি অপযশ হোয়॥
সখীগণ ছোড়ল পাশ।
কহ ঘনশ্যামর দাস॥ ৪৮॥

সিন্ধুড়া

একে বিরহানল সহজে দুরন্ত।
দোসর ভেল তাহে সময় বসন্ত॥
মাধব কহলুঁ তুয়া পায় লাগি।
সো অব জীবই বহু পুণ-ভাগী॥ ধ্রু।
কিয়ে ঘর বাহির নাহিক সংবিৎ।
যত উপচার ততহিঁ বিপরীত॥
হিমকর হেরি হুতাশন ভান।
ঘরে পৈঠে ভয়ে মুদিত নয়ান॥
কোকিল কলরবে কুলিশ গেয়ান।
হরি হরি বলি ততহিঁ মুরছান॥
গরল গরল কিয়ে মলয়জ ভাস।
কি কহব অব ঘনশ্যামর দাস॥ ৪৯॥

তথারাগ

কুল মরিষাদ হরল পরিবাদহি
তুহঁ মন হরি রহু দূর।
বচন আদি করি সকল শকতি হরি
মদন-মনোরথ পূর॥
মাধব তোহে পুন কি কহব আর।
জগতে লুঠাওলি ধনিক কলেবর
শোভা রতন ভাণ্ডার॥ ধ্রু॥
অঞ্জন লেই তনু রঞ্জল নবঘন
দামিনী দ্যুতি হরি নেল।
লেই যৌবনছিরি নব অঙ্কুর করি
নিধুবন ঘনবন ভেল॥
তহিঁ পুন এক লতা তুয়া রোপিত
আশা যাকর নাম।
তা সঞে জড়িত কণ্ঠগত নিরখত
অবহুঁ জীবন ঘনশ্যাম॥ ৫০॥

তথারাগ

ডাকে ডাহুকি ঝমকে ঝমকল
ঝিঁ ঝিঁ ঝনকত ঝাঁঝিয়া।
ডিণ্ডিমায়িত মণ্ডূকীরব
মৌর নটত সাজিয়া॥
রে ঘন ঘননহ গহন দূরগহ
গগনে ঘন ঘন গর্জ্জিয়া।
আওয়ে রতিপতি মত্তগজবর
বিরহিণীগণ তর্জ্জিয়া॥
হানে তনু মন পলকে পলকন
ঝলকে দামিনী কাঁতিয়া।
খরধার খড়গ উঘাড়ি ঝাঁকত
বীররসভরে মাতিয়া॥
অরবিন্দ নহ পরজীউ সংহর
অসম শর বরিখন্তিয়া।
নন্দ নন্দন চরণে ভণ ঘন
শ্যামদাস নমন্তিয়া॥ ৫১॥

মথুরা প্রত্যাগতা দূতীবাক্য

সুহই

হিয়া বিরহানলে জ্বলত নিরন্তর
লখই না পারই কোই।
জনু বড়বানল জলনিধি অন্তরে
বাহিরে বেকত না হোই॥
সুন্দরি কো কহু কানু স্বতন্ত্র।
তুয়া গুণ নাম গুপত অবলম্বন
সোই সতত জপমন্ত্র॥ ধ্রু॥
তোঁহারি সম্বাদ শুনল যব মো সঞে
ধৈরয ভেল উদাস।
দীঘ নিশ্বাস নয়নজল ছল ছল
গদগদ বোলত ভাষ॥
নখরশিখরে মহী লেখি বুঝাওল
কহইতে নাহি যছু ঠাম।
মরমক বেদন মরমে সমাপই
সো ঘনশ্যামর নাম॥ ৫২॥

শ্রীরাধার দ্বাদশমাসিক বিরহ

তথারাগ

দেখ—পাপী আঘন মাস।
জনু—নাহ বিরহ হুতাশ॥
দর—শাই সুখ বিহি নেল।
হিয়ে—কৈছে সহ ইহ শেল॥
রে হিয়ে—কৈছে সহ ইহ শেল ভেল মঝু
প্রাণপিয়া পরদেশিয়া।
জনু— ছুটল বিখ-শর ফুটল অন্তর
রহল তঁহি পরবেশিয়া॥

অব—পৌষ ভেল পরবেশ।
মঝু—নাহ রহু দূরদেশ॥
গণি—সোই কামিনী ভাগী।
রহু—পিয়ক হিয় হিয় লাগি॥

রহু— পিয়ক হিয় হিয় লাগি শয়নহি
বয়ন বয়নহি ঝাঁপিয়া।
হাম— সে পাপিনী পৌষ-যামিনী
যাপি থরহরি কাঁপিয়া॥

দিন—রজনী গুণি গুণি শেষ।
অব—মাঘ ভেল পরবেশ॥
অরু—কতহু হেরব পন্থ।
নাহি—যাত জীবন দুরন্ত॥
রে নাহি—যাত জীবন দুরন্ত অন্তর
কান্ত সন্তত চিন্তিয়া।
মরম— জরজর নয়ন ঝর ঝর
তিলেক নাহি বিছুরন্তিয়া॥

অব—ভেল ফাগুন মাস।
নাহি—গেল তবহু দুরাশ॥
হত—চীতে আন না ফুর।
দিন—রাতি তছু গুণ ঝুর॥
রে— দিনরাতি তছু- গুণ ঝুর দুরসো
উর পর যব লাইয়ে।
তবহিঁ—হত চিত হোয়ত সচকিত
হেরি পুন নাহি পাইয়ে॥

দেখ—শিশিরনিশি বহি গেল।
মঝু—পিয়াক দরশ না ভেল॥
মধু—মাস পহিলহিঁ সাজ।
হত—মদন সঞে ঋতুরাজ॥
রে— হত মদন সঞে ঋতুরাজ আওত
ভ্রমর গাওত মাতিয়া।
কুহরে কোকিল সতত কুহু কুহু
কুহলিয়া উঠে ছাতিয়া॥

অব—ভেল মাহ বৈশাখ।
তরু—কুসুম ভরু নবশাখ॥
বহু—মলয় মারুত মন্দ।
ঝরু—মাধবী মকরন্দ॥
রে— ঝরু মাধবী মকরন্দ গন্ধ সোঁ
মত্ত মধুকর ঝঙ্কহিঁ।

টঙ্কারি কার্মুক সাধি মনসিজ
বিঁধে মরম নিশঙ্কহিঁ॥

ইহ—জৈঠে পৈঠলি আগি।
মঝু—দহত তনুবন লাগি॥
রহু—বেঢ়ি বেঢ়ি আশ পাশ।
নাহি—জীও হরিণী নিকাশ॥
নাহি— জীউ হরিণী নিকাশ শ্বাস না
নিকসে ফাঁপর ধুমহিঁ।
হৃদয়— হৃত শেষ রস বিশোষিত
লুঠত সুতপত ভূমহি॥

অব—মাস ভেল আষাঢ়।
হিয়া—দাহ দশগুণ বাঢ়॥
যাঁহা—দৈব দারুণ লাগি।
তাঁহা—চাঁদ বরিখয়ে আগি॥
তাঁহা— চাঁদ বরিখয়ে আগি লাগয়ে
গরল মলয়জ-পঙ্কহিঁ।
কমল— কোমল সজল কিশলয়
অনল সম হেরি শঙ্কহিঁ॥

অব—ভেল শাঙন মাস।
অরু—নাহি জীবনক আশ॥
ঘন—গগনে গরজে গভীর।
হিয়া—হোত জনু চৌচির॥
রে— হিয়া হোত জনু চৌচির থির না
বাঁধে পলক আঁধারে।
ঝলকে—দামিনী খোলি খাঁপি
মদন লেই তরোয়াল রে॥

অব—ভেল ভাদর মাস।
ঘন—বরিখে নাহি দিশপাশ॥
কিয়ে—কাল রহুক লাগি।
দিন—রাতিপতি ভয়ে ভাগি॥
রে— দিনরাতিপতি ভয়ে ভাগি রহলি
দিবস রজনী অভেদ রে।
ঐছে— সময়ে না কাহু মন্দিরে
কৈছে সহ ইহ খেদ রে॥

দশদিশ—ভেল পরকাশ।
ভৈগেল—আশিন মাস॥
হত—চীত অবহুঁ না জান।
অরু—পুন কি হেরব কান॥
অরু—পুন কি হেরব কান নিরখব
নিয়ড়ে সো মুখ চন্দ রে।
অমিয়া মাখন মধুর ভাখণ
শুনব পুন মৃদু মন্দ রে॥

দেখ—সোই কাতিক মাস।
নাহি—যাত তবহুঁ হুতাশ॥
পুন—সোই রজনী সুঠান।
ইহ—সবহুঁ বিছুরল কান॥
রে— ইহ সবহুঁ বিছুরল কান কান হি
কোন পুন সোঙরাবরে।
পিয়—নন্দন নন্দন চরণে যব ঘন
শ্যাম দাস ন আবরে॥ ৫৩॥

স্বপ্নোল্লাস

বিভাস

আজু হাম স্বপনে সমুখে এক মুনিবর
হেরি করলু পরণাম।
সো মোহে কহল অচিরে তুয়া মঙ্গল
পুরব মানস কাম॥
সজনি ইহ পুন কহ জানি কোই।
রজনীক শেষ সময় অরুণোদয়
স্বপন বিফল নাহি হোই॥ ধ্রু॥
আওব কানু পুনহুঁ কিয়ে ব্রজমাহা
ঐছে মনহি যব কেল।
তবহুঁ একজন ফুকারিয়ে আওত
তত বিহি ইঙ্গিত ভেল॥
ফুরয়ে বাম নয়ন ভুজ ঘন ঘন
হোওত মনহি উল্লাস।
ঐছন সুলক্ষণ আন নহত পুন
ভণ ঘনশ্যামর দাস॥ ৫৪॥

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন

কামোদ

শ্যামরগুণগ্রহ বিনা নাহি জগমহ
বিহিক বিশদ নিরমাণ।
রতিপতি বৈরী কণ্ঠে যব অনুখণ
ফুরয়ে তাহে কিয়ে আন॥
শুন শুন শুন বৃষভানু কুমারি।
সো পুন তোহারি বশ অতয়ে বিমল যশ
জগজনে কেবল তোহারি॥ ধ্রু॥
সুরত রতনখনি কত শত সুরমণী
মণিময় মন্দির ছোড়ি।
তোহারি মিলন যাঁহা সোই নিকুঞ্জমাহা
পন্থ নেহারত তোরি॥
তছুকর বিরচিত হার সফল কর
পহিরহ নিরমল বাস।
চাঁদনি রাতি চন্দন অনুলেপহ
কহ ঘনশ্যামর দাস॥ ৫৫॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতী

বরাড়ী

সুচির বিরহজ্বর ক্ষীণ কলেবর
বিগলিত ভূষণ বেশ।
আছয়ে তোহারি পরশ রস লালসে
কেবল জীবন শেষ॥
মাধব শুনইতে তোহারি সংবাদ।
শিশিরে লতা জনু বিনা অবলম্বনে
উঠইতে করু কত সাধ॥ ধ্রু॥
তোহারি রচিত ফুল হার নিরখি ধনী
পহিলহি শির পরলাই।
তুয়া পরিরম্ভণ অনুভাবি তৈখন
পহিরলি হৃদয়ে বুলাই॥
উয়ল মনোজ- ভরমে অভিসারই
বাঢ়ল অধিক তিয়াস।
চলইতে খলই কৈছে পুন আওব
কহ ঘনশ্যামর দাস॥ ৫৬॥

মিলন

কামোদ

অধর সুধারস লুবধক মানস
তনু পরিরম্ভণ চাহ।
অনিমিখ লোচন মুখ অবলোকন
কৈছে হোত নিরবাহ॥
দেখ সখি রাধামাধব প্রেম।
দুলহ রতন জনু দরশন মানয়ে
পরশন গাঁঠিক হেম॥ ধ্রু॥
আনন্দনীরে নয়ন যব ঝাঁপয়ে
তবহি পসারিত বাহ।
কাঁপয়ে ঘনঘন কৈছে করব পুন
সুরত-জলধি-অবগাহ॥
মধুরিম হাসি সুধারস বরিখনে
গদগদ রোধয়ে ভাষ।
চিরদিনে মিলন লাখগুণ নিধুবন
ভণ ঘনশ্যামর দাস॥ ৫৭॥

সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ

কেদারা বিহাগড়া

ঝাঁপল কনয় ধরাধর জলধর
দামিনী জলদ আগোর।
নিজ চঞ্চল গুণ জলদে সোঁপি পুন
তছু ধৈরয করু চোর॥
দেখ সখি অপরূপ বাদর ভেল।
নিজপদ পরিহরি দিনমণি সঞ্চারি
গিরিবর সান্নিধ গেল॥ ধ্রু॥
সশবদ ঘনঘন বহই সমীরণ
থরকয়ে মোরক পাখ।
ভয়ে আকুল ফণী ধরণী ছোড়ি মণি
বেড়ি রহল পাঁচশাখ॥
ভণ ঘনশ্যামর দাস পুন হেরই
সবহুঁ ভেল বিপরীত।
উলটল ভূধর মেঘ মহীতল
অদভূত দৈব চরিত॥ ৫৮॥

স্বাধীনভর্ত্তৃকা

বিভাস

যাবক রচইতে সচকিত লোচন
পদ সঞে বয়ান সঞ্চার।
অধররাগ সঞে বুঝি অনুভব করু
কোন অধিক উজিয়ার॥
দেখ সখি কানুক রঙ্গ।
বাইক বেশ বনাওত অভিমত
নিরখি নিরখি প্রতি অঙ্গ॥ ধ্রু॥
চরণ বিভূষণ মণিগণে উয়ল
শ্যাম মুরতি পবতেক।
হেরব লাখ নয়ানে হেন মানিয়ে
অতয়ে সে ভেল অনেক॥
কিয়ে প্রতিবিম্ব দম্ভ সঞে নিজতনু
চরণনিছনি পরকাশ।
শম্বর বৈরী বিজয় বেকত ভেল
ভণ ঘনশ্যামর দাস॥ ৫৯॥

[২৭২৮]

হরিবল্লভ

মহাপ্রভুর মহিমা

শ্রীগৌরচন্দ্র

রাগ কেদারা

দেখ দেখ সোই মূরতিময় মেহ।
কাঞ্চন কাঁতি সুধা জিনি মধুরিম
নয়ন-চষক ভরি লেহ॥ ধ্রু॥
শ্যামল বরণ মধুররস ঔষধি
পূরব যো গোকুল মাহ।
উপজল জগত যুবতী উমতাওল
যো সৌরভ পরবাহ॥
যো রস বরজ গোরী কুচমণ্ডল
মণ্ডনবর করি রাখি।
তে ভেল গৌর গৌড় অব আওল
প্রকট প্রেমসুরশাখী॥
সকল ভুবন সুখ কীর্ত্তন সম্পদ
মত্ত রহল দিন রাতি।
ভবদব কোন কোন কলিকল্মষ
যাহাঁ হরিবল্লভ ভাঁতি॥ ১॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতী

বালা

আওরি সহচরী চাতুরিসিন্ধু।
তাহা আওলী যাহা গোকুলইন্দু॥
পুছইতে বাত বদনে ধরু চীর।
মিলিত নয়নে নিঝরে ঝরু নীর॥
পুন পুছইতে বলে গদগদ বোল।
মাধব বান্ধল হিয়ে উতরোল॥
কি পুছসি গোকুলজীবন নাহ।
প্রেমহুতাশন কুণ্ডকো মাহ॥
সো সুকুমারীকো প্রাণপতঙ্গ।
আহুতি দেওত নৃপতি অনঙ্গ॥
কহে হরিবল্লভ শুন শুন কান।
সব সখীগণ মিলি তেজব পরাণ॥ ২॥

---

১ দেখ দেখ সেই মূর্ত্তিমন্ত মেঘ। ইহার সুধা জিনিয়া সুমধুর কাঞ্চনকান্তিতে নয়নপাত্র পূর্ণ করিয়া লও। (মেঘ তো শ্যামবর্ণ, তবে ইহার কাঞ্চনকান্তি হইল কেন? তাহার কারণ বলিতেছি)। পূর্ব্বে গোকুলের মধ্যে সমুদিত যে শ্যামজলধর মধুর রসপরিপূর্ণ সঞ্জীবন ঔষধি বর্ষণ করিয়াছেন, যাহার সৌরভ প্রবাহ জগতের যুবতীগণকে উন্মাদিনী করিয়াছে, যে রস ব্রজাঙ্গনাগণ স্তনমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ মণ্ডন (অনুলেপন) করিয়া রাখিয়াছিলেন, (সেই মেঘই) তিনি গৌর হইয়া গৌড়মণ্ডলে আসিয়া প্রেম কল্পতরু রূপে প্রকটিত হইয়াছেন। এবং সকল ভুবনের সুখসম্পদরূপ হরিকীর্ত্তনে দিনরাত্রি মাতিয়া রহিয়াছেন। শ্রীহরি যেখানে বল্লভরূপে সুপ্রকাশিত, (পদকর্ত্তা হরিবল্লভ যেখানে হরিগুণগান করিতেছেন), সেখানে ভবদাবানলই বা কোথায়, আর কলির পাপরাশিই বা কোথায়? (উভয়ই অন্তর্হিত হইয়াছে)।

২ চাতুর্য্য সিন্ধু সহচরী আসিয়া গোকুলচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। (শ্রীকৃষ্ণ) কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেই সখী বসনে বদন আবৃত করিলেন। (কৃষ্ণের সঙ্গে) চারি চক্ষের মিলনে নয়নে অবিরল ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। (বিস্মিত শ্রীকৃষ্ণ) পুনরায় এই ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই সখী গদগদ বাক্যে কথা বলিতে লাগিলেন। (সহচরী শ্রীরাধার কথা কি বলিবেন, এই উৎকণ্ঠায়) মাধব ব্যাকুল হৃদয়কে সুস্থির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। (সহচরী বলিলেন) গোকুলের জীবননাথ, কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? কামদেব সেই সুকুমারী (রাধার) প্রাণপতঙ্গকে (তোমার) প্রেমাগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিতেছে। হরিবল্লভ বলিতেছেন, কানাই, শোন শোন, (তোমার নিষ্ঠুরতায়) আমরা সব সখীগণ মিলিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমোৎকণ্ঠা

বরাড়ি

প্রেমকো কাহিনী শুনল মুরারি।
পৈঠল মনসিজ বিশিখ সুধারি॥
উতরোল চিত ধৈরয দূরে গেল।
তরল নলিনীদলজলসম ভেল॥
নিজ মুখে কি কহব অন্তর নেহ।
সহচরী কোরে সোঁপল নিজ দেহ॥
কানু কো পিরীতি আরতি জানি।
চললি সখী যহি হরিণীনয়ানী॥
পিয় কো মরম পুছলি রামা।
কহে হরিবল্লভ হরিগুণ গামা॥ ৩॥

সম্মিলন কেলীবিলাস

বরাড়ি

প্রেম কো সাগর নাগর ধীর।
জানল ধনী বিরহানলে গীর॥
লোরহি ভিজল পীয়ল চীর।
বিজুরীয বরষবে সরসীজ নীব॥
তরণীসুতা কো সরণি অবগাহ।
চলল কেলীনিকেতন মাহ॥
দরশী কলাবতী হরষিত অঙ্গ।
মাধব সাধ বহুত রতিরঙ্গ॥
সুখময় মুখ মধুরামৃত রাশি।
হিমকর নিকর বিড়ম্বন হাসি॥
যব ধনী লোচন চকিত চকোর।
ঢলঢলি উছলি পড়ল তুহু কোর॥
ঝাঁপল তনু পুন ঝাঁপল গাত।
দামিনী জনু খনে উগি লুকি যাত॥
ভুজ ধরি যব হরি বরতনু রাখি।
কুঞ্চিত তনু জনু সিঞ্চিত শাখী॥
সুরতরু কুঞ্জ সুরত রস ফুল।
হরিবল্লভ পরিমল ভরি পুর॥ ৪॥

শ্রীকৃষ্ণের অভিসার

কেদার

রতি সুখ শয়ন সাজি সহচরী মেলি
বাই রহলি নবকুঞ্জে।
খনে খনে ভাবিনী মনহি বিচারত
বিবিধ মনোরথপুঞ্জে॥
রসময় নাগর কান।
সঙ্কেত জানি দূতীবচনামৃতে
সংভ্রমে কয়ল পয়ান॥

[৩] মুরারি প্রেমের কাহিনী শুনিলেন, (অমনি তাঁহার হৃদয়ে) মদনের সুতীক্ষ্ণ বাণ প্রবেশ করিল। চিত্ত উতরোল হইল, ধৈর্য্য দূরে গেল, (ধৈর্য্য যেন) তরল (বিচলিত) পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত হইল। সে (কানাই) আর নিজমুখে অন্তরের কথা কি বলিবেন? সহচরীর কোলেই দেহ সমর্পণ করিলেন। কানাইএর পিরীতির আরতি জানিয়া যেখানে হরিণ-নয়নী (রাধা) আছেন, সখী সেইখানে গেল। রামা (রাধা) প্রিয়তমের মর্ম্মকথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হরিবল্লভ হরির গুণগ্রাম বলিতে লাগিলেন।

[৪] প্রেমের সাগর ধীর নাগর জানিলেন, ধনী বিরহানলের কুণ্ডে পড়িয়াছেন। নয়নজলে পীতবসন ভিজিয়া গেল। (পাছে পোড়াইয়া ফেলে এই ভয়ে) যেন দুইটী পদ্ম বিদ্যুতের উপর বারিবর্ষণ করিতেছে। যমুনার তীরবর্ত্তী পথ বাহিয়া কানাই কেলিকুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। কলাবতী রাধা নাথকে দেখিয়া আনন্দিতা হইলেন। মাধবেরও রাধাকে দেখিয়া রতিরঙ্গের সাধ হইল। মাধবের সুখময় মুখে মধুরামৃতপুঞ্জ পূর্ণচন্দ্রকিরণ বিড়ম্বিত হাসি দেখিযা ধনীর লোচন চকোর যখন চকিত হইল, ধনী অমনি উচ্ছলিত আনন্দে তাহার কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। (পরক্ষণেই লজ্জায় কিশোরী) আবৃত তনু পুনরায় আবৃত করিবার চেষ্টা করিলেন। দামিনী যেন ক্ষণেকে দেখা দিয়া লুকাইয়া পড়িল। শ্রীহরি যখন বাহুবেষ্টনে শ্রীরাধাকে বন্দিনী করিলেন, শ্রীরাধার কুঞ্চিত দেহ স্বেদজলে জলসিঞ্চিত তরু শাখার মত হইল। শ্রীবৃন্দাবনের মন্দারকুঞ্জে, অথবা শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরূপ কল্পবৃক্ষের কুঞ্জে, উভয়ের কেলিবিলাস রসরূপ ফুল ফুটিয়াছে। হরিবল্লভ পরিমলে পরিপূর্ণ হইলেন।

রসময় আনন শশধরসন্দর
নয়নচকোরক বাস।
অপর্প সোই চপল ভেল কামিনী
ম্খপঙ্কজমধ্ আশ॥
মনমথ মথই মনোরথ মন্দরে
হরিমন জলধি বিথার।
কহে হরিবল্লভ অব জানি উপজয়ে
কেলি অমৃত রসসার॥ ৫॥

বরাড়ি

আওল মাধব পাওল ধাম।
সম্ভ্রমে জাগল, মনসিজ গাম॥
ধনী ম্খ ঢাকি রহল এক পাশ।
বাদর ডরে শশী রহল তরাস॥
চল্ সব সখীজন ইঙ্গিত জানি।
আরত নাহ ধয়ল ধনী পাণি॥
র্ঠে বলয়া কিয়ে ঝন ঝন বাজে।
বালা কছ্ই না কহ্ ভয় লাজে॥
কত কত সখীজন করত উপায়।
ধনী ম্খচন্দ কবহ্ না দেখায়॥
রতিরণপণ্ডিত নাগররঙ্গী।
চাপি ধরল ধনী বেণী ভুজঙ্গী॥
ডাহিন হাত চিব্ক গহি রাখে।
সম্ভ্রমে বদন ইন্দ্রস চাখে॥
নয়নচকোর অমৃতরস পিয়ে।
অপর্প দোহ্ক জীউ তব জীয়ে॥
ভুজ ধরি আনল কুস্ম শয়ান।
জনম সফল মানল পাঁচবাণ॥
সঘনে আলিঙ্গন নির্ভর কেলি।
বল্লভ বৈদগধি সফলিত ভেলি॥ ৬॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমোৎকণ্ঠা

বরাড়ি

এ সখি বিধি কি প্রাওব সাধা।
প্ন কিয়ে নিরখব র্পনিধি রাধা॥
যদি প্ন না মিলব সো বররামা।
তব জিউ ভার ধরব কোন কামা॥
তুহ্ ভেলি দ্তী পাশ ভেল আশা।
জিউ বান্ধব কিয়ে করব উদাসা॥
শ্নি হরিবচন দ্তী অবিলম্বে।
আওলি চলি যাঁহা রমণী কদম্বে॥
কহে হরিবল্লভ শ্ন ব্রজবালা।
হরি জপয়ে তুয়া গ্ণ মণিমালা॥ ৭॥

শ্রীকৃষ্ণের প্র্বরাগ

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীবাক্য

বরাড়ি

মাধব কৈছে মিলব তোহে সোই।
কুলবতীবালা স্লভ নাহি হোই॥

(কৃষ্ণের মিনতি)

এ সখি এ মঝ্ তন্ মন প্রাণ।
যাই কহ তাহে দেয়ল্ দান॥

(সখীর রসবর্ষণ)

তুহ্ঁ অতি লোল্প গিরিবরধারী।
সো ধনী অতি পরবশ পরনারী॥
অতিশয় কুলশীল লাজ ভয় প্ঞ্জে।
কেমন য্কতি তাহে আনব কুঞ্জে॥
এক কুস্মশর বল যদি করয়ে।
তুহ্ অতি স্কৃত শাখী ফল ধরয়ে॥

---

[5] রতিস্খ শয়ন সাজাইয়া সহচরীগণের সঙ্গে রাধা ন্তন কুঞ্জে রহিলেন। ভাবিনী ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে বিবিধ মনোরথরাশির বিচার করিতে লাগিলেন। রসময় নাগর কানাই, দ্তী বচনাম্তে সঙ্কেত ব্ঝিয়া সম্ভ্রমে সেই কুঞ্জে প্রস্থান করিলেন। নাগরের শশধরের মত স্ন্দর আননে নয়ন চকোর বাস করিতেছে, অপর্প ঘটনা দেখ সেই চকোর দ্টি কামিনীর (রাধার) ম্খপদ্মের মধ্র আশায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। শ্রীহরির স্বিশাল মানসসম্দ্রকে মনমথ মনোরথ মন্দরে মথিতে লাগিল। হরিবল্লভ কহিতেছেন, এখন ব্ঝি কেলি অম্ত রসসার উদ্ভূত হইবে।

তব হাম এ যশ পাওব আজি।
পূরব তোহারি মনোরথরাজি॥
এত কহি আলী চললি যহি বালা।
গাহি হরিবল্লভ গুণমণিমালা॥ ৮॥

সুহই দেশাগ

আজু হাম পেখলুঁ কালিন্দীকূলে।
তুয়া বিনু মাধব বিলুঠই ধূলে॥
কত শত রমণী মনহি নাহি আনে।
কিয়ে বিখদাহ শময়ে জলদান॥
মদনভুজঙ্গমে দংশল কান।
বিনহি অমিয়ারস কি করব আন॥
কুলবতী ধরম কাচ সমতুল।
মদন দালাল ভেল অনুকূল॥
আনল বেচি নীলমণিহার।
সো তুম পহিরি করহ অভিসার॥
নীলনিচোলে ঝাঁপহ নিজ দেহ।
জনু ঘনভিতরে দামিনীরেহ॥
চৌদিকে চতুরি সখী চলু সঙ্গে।
আজু নিকুঞ্জে করহ রস রঙ্গে॥
বল্লভ উজ্জ্বল নিকষ সমান।
নিজ তনু পরীখ হেম দশ বাণ॥ ৯॥

সুহই—সিন্ধুড়া

আজু পেখনু নন্দকিশোর।
কেলিবিলাস সবহু অব তেজল
অহনিশি রহত বিভোর॥
যবধরি চকিত বিলোকি বিপিনতটে
পালটি আওলি মুখ মোড়ি।
তবধরি মদন- মোহন তনু কাননে
লুঠই ধৈরয পণ ছোড়ি॥
পুন ফিরি সোই নয়নে যদি হেরবি
পাওব চেতন নাহ।
ভুজঙ্গিনী দংশি পুনহি যদি দংশয়ে
তবহি শময়ে বিষদাহ॥
অব শুভ খন ধনি মণিময় ভূষণ
ভূষিত তনু অনুপাম।
অভিসরু বল্লভ হৃদয় বিরাজহ
জনু মণিকাঞ্চনদাম॥ ১০॥

সুহই

সজনি এতদিনে ভাঙ্গল ধন্দ।
তুয়া অনুরাগ তরঙ্গিণী রঙ্গিণী
কোন করব অব বন্ধ॥

---

৯ আজি আমি দেখিলাম, তোমাকে না দেখিয়া মাধব কালিন্দীকূলে ধূলায় লুটাইতেছেন। ব্রজে তো আরো কত শত রমণী আছে। মাধব মনেও আনে না। বিষের জ্বালা কি জল দিয়া প্রশমিত হয়। কানাইকে মদনভুজঙ্গে দংশন করিয়াছে, অমৃতরস ভিন্ন অন্য বস্তুতে কি হইবে? কুলবতীর ধর্ম্ম কাচের মত। মদন-দালাল সেই কাচখণ্ড বিক্রয় করিয়া নীলমণি হার আনিয়াছে (কৃষ্ণকে তোমার আপনার করিয়া দিয়াছে)। তুমি এখন সেই নীলকান্তমণির হার গলায় পরিয়া অভিসার কর। নীল বসনে দেহ আবৃত কর। (নীলবসনাবৃত তোমার গৌর দেহ) যেন মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ রেখার মত (শোভা পাইবে) চতুর্দ্দিকে চতুরা সখীগণ তোমার সঙ্গে চলুক। আজ নিকুঞ্জে গিয়া রসরঙ্গ কর। বল্লভ কৃষ্ণ উজ্জ্বল নিকষ পাষাণ। তোমাদের দেহ খাঁটি সোনা, তথাপি সেই নিকষে কষিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া লও।

১০ নন্দকিশোরকে আজ দেখিলাম। এখন কেলিবিলাস সব পরিত্যাগ করিয়া নিশিদিন (তোমারই ভাবে) বিভোর হইয়া আছেন। যেদিন বনস্থলীতে চকিতে তাঁহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া পালটি চলিয়া আসিলে, সেই দিন হইতেই সেই মদনমোহনের দেহ ধৈর্য্য হারাইয়া কাননে লুটাইতেছে। পুনরায় সেই দৃষ্টি দিয়া যদি তাহাকে দেখিস, নাথ চেতন পাইবেন। (শুনিস নাই) সাপিনী দংশন করিয়া পুনরায় দংশন করিলে তবেই বিষদাহ প্রশমিত হয়। ধনি, এখন শুভসময়, মণিময় ভূষণে তোমার অনুপম দেহ সাজাইয়া অভিসার কর। মণিকাঞ্চনদামের মত বল্লভের বক্ষে বিরাজিত হও।

ধৈরজ লাজ কুলতরু ভাঙ্গই
লঙ্ঘই গুরু গিরি রোধে।
মাধব কেলি সুধারস সাগরে
লাগত বিগত বিরোধে॥
করু অভিসার হার মণিভূষণ
নীলবসন ধরু অঙ্গে।
এ সুখযামিনী বিলসহ কামিনী
দামিনী জনু ঘন সঙ্গে॥
তুয়া পথ চাই রাই রাই বলি
গদগদ বিকল পরাণ।
ক্ষণ এক কোটি কোটি যুগ মানত
হরিবল্লভ পরমাণ॥ ১১॥

বরাড়ি

কাহে ডরসি ধনি চলু হাম সঙ্গ।
মাধব নহি পরশিব তুয়া অঙ্গ॥
এ রজনী ফুল কানন মাঝ।
কো এক ফিরত সাজি বহু সাজ॥
কুসুমকো ঘোর ধনুক ধরি পাণি।
মারত শর বালাজন জানি॥
অতএ চলহ সখি ভিতরকুঞ্জ।
যহি হরি রহত মহাবলপুঞ্জ॥
এত কহি আনল ধনী হরিপাশ।
পূরল বল্লভ সুখ অভিলাষ॥ ১২॥

শ্রীরাধার অভিসার

বরাড়ি

আওলি দূতী রহসি চলু বালা।
পুছইতে শুনই কহই সোই কালা॥
কমলনয়ন রূপগুণক ফান্দে।
সুচতুর দূতী রমণীমন বান্ধে॥
জানল বাত মনোভব ভূপে।
ধনি ডারল লালস-রসকূপে॥
তব দূতীক করু শরণ কিশোরী।
সো দেওলি অভিসার কো ডুরী॥
সংভ্রমে গহি গহি তা করমূল।
পাওলি ধনী যমুনাকে কূল॥
সাধসে ধাধসে ধক ধক প্রাণ।
কহে হরিবল্লভ ভেটই কান॥ ১৩॥

কামোদ

আজু সাজলি ধনী অভিসার।
চকিত চকিত কত বেরি বিলোকই
গুরুজন ভবন দুয়ার॥
অতি ভয় লাজে সঘন তনু কাঁপই
ঝাঁপই নীলনিচোল।
কত কত মনহি মনোরথ উপজত
মনসিজ সিন্ধু হিলোল॥
মন্থর গমনী পন্থ দরশাওলি
চতুর সখী চলু সাথ।

[১১] সজনি, এতদিনে ধান্ধা গেল (সন্দেহ দূর হইল)। রঙ্গিণি, তোমার অনুরাগ তরঙ্গিণীকে এখন বন্ধ করিবে? ধৈর্য্য ও লজ্জারূপ তীরতরুদলকে ভাঙ্গিয়া গুরুগৌরবরূপ পর্ব্বতের অবরোধ লঙ্ঘন রয়া (তোমার অনুরাগ প্রবাহিণী) সমস্ত বিরোধ অতিক্রমপূর্ব্বক মাধবের কেলি-সুধারস সাগরে য়া মিলিত হউক।***

[১৩] দূতী আসিল। বালা (রাধা) তাহাকে নির্জ্জনে লইয়া গেলেন। আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা ায় দূতী কেবল কৃষ্ণকথাই কহিতে লাগিলেন। কমলনয়নের রূপ গুণের ফান্দে সুচতুরা দূতী মিনীর মনকে বান্ধিল। দূতী বার্ত্তা জানিল—মদনরাজা ধনীকে লালসার রসকূপে নিক্ষেপ রিয়াছে। কিশোরীও অমনি দূতীর শরণ লইলেন। দূতী (তাঁহার সেই কূপ হইতে উদ্ধারের পায়স্বরূপ) অভিসারের ডুরি হাতে দিল (অর্থাৎ তাহাকে সঙ্গে লইয়া অভিসারে চলিল)। সংভ্রমে তাঁর করমূল ধরিয়া ধরিয়া ধনী যমুনাকূলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভয়ে এবং অস্থিরতায় তাঁহার ণ ধকধক করিতেছে। হরিবল্লভ কহিতেছেন কানাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

পরিমলে অধব্ কানন করি বাসিত
ভামিনী অবনত মাথ॥[১]
তর্ণ তমাল সঙ্গ স্খ কারণ
জঙ্গম কাঞ্চন বেলি।
কেলি বিপিন নিপ্ণ রস অন্সারি
বল্লভ লোচন মেলি॥ ১৪॥

শ্রীরাধার প্রথম অভিসার

ধানশী

কতহি মনোরথ মনমথ রঙ্গে।
আওলি রমণী বিপিন সখী সঙ্গে॥
কেলিসদনে পিয় বদন নেহারি।
পালটি চললি ধনী পদ দ্ই চারি॥
সহচরী অঞ্চল ধরি ধরি বাখে।
বালা মনসিজ রস নাহি চাখে॥
লাজকে রাজ স্তন্ তন্ দেশে।
সঙ্কোচ সচিব তহি করল প্রবেশে॥
কহে হরিবল্লভ ফ্লশব আগে।
রাজা সচিব সবহ্ চলি ভাগে॥ ১৫॥

বেলোয়ার

ধনি ধনী রাধা শশী বদনী।
লোচন অঞ্চল চকিত চলত মণি
কুণ্ডল অলগনি ঝলক বনি॥
মন্দ স্গন্ধ স্শীতল মার্ত
ঘ্ংঘট অঞ্চল নটত রসে।
নাসা মোতিম উড়্ জন্ খেলত
বিম্বাধর পর হসনি লসে॥
উর মণিহার তরঙ্গিণী সঙ্গত
কুচয্গ কোক সদা হরিষে।
রাজহংসসম গমন মনোরম
বল্লভ লোচন স্খ বরিষে॥ ১৬॥

কেদার

ধনি ধনি চল্ অভিসার।
শ্ভ দিন আজ্ রাজপথে মনমথ
পাওবি কীরিতি বিথার॥
গ্র্জন নয়ন অন্ধ করি আওল
বান্ধব তিমিব বিশেখ।
তুয়া উর্ ফ্রত বাম কুচ লোচন
বহ্মঙ্গল করি লেখ॥
কুলবতী ধবম করম অব সব তুহ্
গ্র্মন্দিরে চল্ রাখি।
প্রিয়তম সঙ্গে রঙ্গ কর্ চিরদিনে
ফলিত মনোবথ শাখী॥
নীবদে বিজ্বী বিজ্বী সঙ্গে নীরদ
কিঙ্কিণী গবজন জান।
হরিখ বরিখে ফ্ল সব সখী শিখিকুল
হরিবল্লভ গ্ণ গান॥ ১৭॥

কামোদ

প্রেম রতন খনি রমণী শিরোমণি
পিয় বিরহানল জানি।
অন্তর জর জর নয়ন নিঝরে ঝর
বদনে না নিকসযে বাণী॥

---

১৪ ১। স্গন্ধে বনপথ আমোদিত করিয়া ভামিনী অবনত মাথে চলিলেন। তর্ণ তমালের সঙ্গস্খের কারণে জঙ্গম কাঞ্চনবল্লী (চলন্ত স্বর্ণলতা) কেলিকুঞ্জের কুশল রস অন্সরণে বল্লভের লোচনপথবর্ত্তিনী হইলেন।

১৬ চন্দ্রবদনী রাধা ধন্যা ধন্যা (তিনি অভিসারে চলিয়াছেন)। চকিত নেত্রপ্রান্ত এবং চঞ্চল মণি-কুণ্ডল পরস্পর সংলগ্ন না হইয়া ঝলক দিতেছে। স্গন্ধে মন্থর স্শীতল মন্দ পবনে মস্তকের বসনাঞ্চল (ঘোমটার প্রান্ত) যেন রসভরে নাচিতেছে। নাসার (নোলকের) ম্ক্তা যেন নক্ষত্রের মত হাস্যলাস্যে বিম্বাধরের উপর (অথবা হাস্যশোভিত বিম্বাধরের উপর) খেলা করিতেছে। বক্ষের মণিহার যেন নদীপ্রবাহ, (সেই প্রবাহে) স্তনর্প চক্রবাকয্গল সদাই আনন্দে মিলিত রহিয়াছে। ধনীর চলনভঙ্গি রাজহংসের মত মনোরম, বল্লভের চক্ষে স্খ বর্ষণ করিতেছে।

আজু কি কহব হরি অনুরাগ।
তৈখনে কানন চললি বিকল মন
ধরম লাজ ভয় ভাগ॥
মন্থর গতি অতি চলই না পারতি
চলতহি তবহি তুরন্ত।
হিয়া অতি ধস ধসি শ্বসই মুখশশী
শ্রম জল কণ বরিখন্ত॥
সঙ্গিনী সহচরী দুরহি পরিহরি
রাই একাকিনী কুঞ্জে।
বল্লভ মুরছিত হেরি জিয়াওত
রূপ সুধারস পুঞ্জে॥ ১৮॥

কেদার

আজু কি কহব রমণী সোহাগ।
ধৈরয লাজ ধরম ভয় সুতল
জাগল অব অনুরাগ॥
চললি নিতম্বিনী বিসরলি তনুমন
পন্থ বিপন্থ না জানে।
সহচরী বচন শুনত নাহি অতিশয়ে
সম্ভ্রম মধুরস পানে॥
তৈখনে কুসুমাবলী কুল তেজল
কত কত শত অলি রাজে।
অঙ্গ সুগন্ধ তিয়াসহি অনুসরু
মদনকো বাজন বাজে॥
নীল নিচোল হিলোলত লহু লহু
মলয়জ অনিল তরঙ্গে।
নবদামিনীসম চমকত তনুরুচি
বল্লভ মিলনকো রঙ্গে॥ ১৯॥

প্রথম মিলন

মুগ্ধার সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ

ভূপালী

যব ধনি ভুজ ভরি ধরল মুরারি।
ভিজল বসন তন রোদন বারি॥
ঘন ঘন উছলত পিয়হিয়মাহ।
কুসুম শয়নতলে আনল নাহ॥
হসি হসি হরি যব খোলত বাস।
থরথরি কাঁপই নহি নহি ভাষ॥
অতি ডরে কাতর ধনী মুখ দেখি।
তব লহু লহু উর পর নখ রেখি॥
লহু লহু আলিঙ্গয়ে লহু লহু কেলি।
লহু লহু অধরক দংশন ভেলি॥
কাঁপয়ে অঙ্গ সঘনে সিতকারে।
বিজুরী চমকে যৈছে নীরদ ভারে॥
রহি রহি মনসিজ অনুভবি শেষে।
কত সুখসাগরে করল প্রবেশে॥
বালা মনহি পাওল আশোয়াস।
এতদিনে জনমক ভাঙ্গল তরাস॥
জানল রতিরস কৌতুকরঙ্গ।
জনম সফল মানল পিয়াসঙ্গ॥
দোহু তনু দোহু মন বন্ধন ভেলা।
সখী লোচন মাধুরী ভরি নেলা॥
কহে হরিবল্লভ বল্লভলাল।
রতিরস পাঠ পড়াওল ভাল॥ ২০॥

ভূপালী

রতিরসে চঞ্চল নাগররাজ।
বালি বিলাসিনী অতি ভয় লাজ॥
না জানিয়ে আজু কোন গতি হোয়।
এতহু বিচারি নিচোলে রহু গোয়॥
কত কত কাকুতি করতহি কান।
উতর না দেই না দেয়ই কান॥
লহু লহু কুচ পর যব ধরু হাত।
মনমথ তবহি করল শরাঘাত॥
ভুজবলে বিগত বসন করু অঙ্গ।
উছলল কত শত ছবিকে তরঙ্গ॥
হেরি হেরি হরি যব পাওল ধন্ধ।
তৈখনে মদন বাঁধল রতিফন্দ॥
কুঞ্চিত ভুজ করু কঞ্চুক ঠাম।
দ্বার মুদল কিয়ে মনমথ গাম॥
তব কিয়ে মদনদেব বর দেলা।
রতিরণে ধনীকো সাহস কছু ভেলা॥
কহে হরিবল্লভ পহিলহি রঙ্গ।
লহু লহু সুরত শিথিল ভেল অঙ্গ॥ ২১॥

পঠমঞ্জরী

বাজিল বিলাসিনী মনসিজ নাট।
অব কছু কছু সমুঝয়ে রসপাঠ॥
শশিমুখী রহি রহি লহু লহু বোলে।
প্রিয়তম শ্রবণে অমৃতরস লোলে॥
যত যত করে ধনী কাকুতি কম্পে।
বিদগধ ততহি গাঢ় পরিরম্ভে॥
হরিণ নয়ানী সঘনে শিতকার।
টুটত কুচ কঞ্চুক মণিহার॥
নির্ভর বিম্ব অধরপর দংশে।
অনুভবি মনমথ রসে পরশংসে॥
ঘন দামিনী মিলি কেলি বিলাস।
সখীজন নয়ন শিখিনী সহাস॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণী নূপুর বাজে।
এত দিনে মনমথ পাওল রাজে॥
শ্রমজলে দোহু তনু ভরু নবপ্রেম।
মাজি ধোওলি যৈছে নিলমণি হেম॥
কহে হরিবল্লভ আলীসমাজ।
রাখল লোচনসম্পুট মাঝ॥ ২২॥

সম্ভোগ

কেদার

কুচপর হাত ধয়লি বলী।
কমল গরাশল কমলকলি॥
অধরে অধরে কিয়ে লাগল দন্দ।
কমল পীয়ে কি কমল মকরন্দ॥
এত বুঝি কিঙ্কিণি করত ফুকার।
রাজা মদন না করয়ে বিচার॥
দৃঢ় পরিরম্ভণে হিয়ে হিয়ে লাগে।
টুটল হার লাজ ভয় ভাগে॥
শ্রমজলে পূরিত ভেল দুহুঁ দেহা।
জনু ঘন বিজুরি ভৈগেল নব লেহা॥
একহি মানস একহি পরাণ।
পহিল মিলন হোয়ল রাধা কান॥
এত জানি মনমথ করল বিবেক।
আনি করল দুহুঁ তনু তনু এক॥
কহে হরিবল্লভ আর কি বিচার।
এ দুহুঁ মুরতি রস অবতার॥ ২৩॥

রাধার বিলাসকলা

মধ্যার সংকীর্ণ সম্ভোগ

ভূপালী

ভালে তুহু মাধব জানসি ছন্দ।
হাম কুলজা মুগধিনী মতি মন্দ॥
এত কহি বরিখয়ে কুটিল কটাখ।
সো নাগর মানয়ে নিধি লাখ॥
হাম বলি যাও তুয়া মুখ বঙ্ক।
হসি হসি চুম্বই নাহ নিশঙ্ক॥
রোখই ধনী পোখই রতি রঙ্গ।
সিরজই মনসিজ সমর তরঙ্গ॥
দৃঢ় পরিরম্ভণ অসাহি করই।
তবহু কঠোর নয়নশর ভরই॥
তুহু অতি চতুর সাধসি নিজ কাম।
কামিনী পিয়ামুখ মোছই ঘাম॥
এ তুয়া অধর রমণী শত ঝুট।
কপটহি হাসি বদন করু রুঠ॥
তৈখনে সো মুখ করতহি পান।
পেখল মদনরায় পরমাণ॥
উছলল সুরত সমুদ্র ঝকোর।
জনু ঘনদামিনী নাচয়ে ভোর॥
কহে হরিবল্লভ এ সুখ মাহ।
লোচন মীন করহ অবগাহ॥ ২৪॥

মধ্যার সম্ভোগ

তথারাগ

রতিরসে অতিশয় মাতল নাহ।
অমিয়া সরোবর করু অবগাহ॥
সহজে নিরঙ্কুশ নাগর নাগ।
তাহে মনমথ নৃপ কৌতুক লাগ॥
কর গহি রাখত যুগল চকেবা।
দংশই সরসীজ বারব কেবা॥

কতই হিল্লোর উঠাওই রঙ্গে।
ডুবহি কবহু আনন্দ তরঙ্গে॥
হরিবল্লভ সব সখীগণ কুলে।
দেখত সতত হুলাসই ফুলে॥ ২৫॥

মধ্যার সম্ভোগ (মানান্তে)

কেদার

সাহসে ভর করি রাই চিবুকে ধরি
নাহ বৈঠাওল কোর।
কাহে দুখ দেওসি কি ফল পাওসি
বোলই নওল কিশোর॥
সজনি কেলি বিলাসিনী রাধা।
মান বিধন্তুদ মুকুত দশনশশী
দেখোঁ না হো সুখ সাধা॥
চুম্বনে বদন বঙ্ককরি বোলই
বিপিনে বেলী কত লাখ।
বিকসই অবিরত তুহু ভমরা মত
যাহ মধুর রস চাখ॥
মালতি ছোড়ি ভ্রমরা কাহা যাওব
কহত কলানিধি কান।
কুটিল কটাখ লাখ শরে জরজর
করত অধরমধু পান॥
মনসিজ তরজনে কিঙ্কিণী গরজনে
হারসঞে টুটল মান।
কহে হরিবল্লভ পরিরম্ভণ মণি
করত পরস্পর দান॥ ২৬॥

কেদার

(আজু) কাননে হেরি হেরি রহু ধন্দে।
মনমথরাজ লাজ ভয় তেজাওল
রমণী পড়লি রতি ফান্দে॥
যুগল কিশোর ওর নাহি আরতি
চোরি রভস রসরঙ্গে।
দোহু ভুজ বেলী মেলি তনু তনু ভরি
ডুবল মদন তরঙ্গে॥
চম্পকে নীল নলিনী কিয়ে পৈঠল
নীলনলিনী কিয়ে চম্প।
কিয়ে দামিনী ঘন একহি তনুমন
সুখসাগরে দেই ঝম্প॥
এ সুখ রাতি মাতি রহু মাধব
সখীজন মনহি হুলাস।
লোচন যুগল সফল কব হোয়ব
হরিবল্লভ ধরু আশ॥ ২৭॥

প্রগল্ভার সম্ভোগ

কেদার

দৃঢ় পরিরম্ভণ করু কত বার।
বিগলিত কুন্তল টুটল হার॥
ঝন ঝন কিঙ্কিণী নূপুর সান।
আনন্দে পূরল সহচরী কান॥
উছলল সৌরভ মধুকর গান।
শ্রমজলে দুহুতনু করল সিনান॥
কহে হরিবল্লভ এ সুখ রাতি।
মনমথ সাগরে ডুবল মাতি॥ ২৮॥

কেদার

দেখ সখি রসিক যুগল রসরঙ্গ।
অম্বর বিনহি কিয়ে ঘন দামিনী
রহত পরস্পর সঙ্গ॥
রাধা বদন মধুর মধু মাধব
মুখ চষকে ভরি রিঝ।
বিনহি সরোবর কমল ফুল কিয়ে
চন্দর রসে বহু ভিজ॥
উরজ উত্তুঙ্গ কুম্ভপর হরি উর
রাজত অদভুত রীত।
বিনহি ধরা কিয়ে কনক ধরাধর
নমিত জলদ ভয়ে ভীত॥
কুন্দ রদন কিয়ে মদন নিশিত শর
বিম্ব অধর পর লাগে।
দাড়িম বিনহি বীজ দাড়িম ফুল
ভেদত বল্লভ আগে॥ ২৯॥

রসোদ্‌গার

তথারাগ

কহ কহ এ সখি মরম কি বাত।
সো তোহে কি করল শ্যামর গাত॥
মনমথ কোটি মথন তনু রেহ।
কৈছে উবরি তুঁহু আওলি গেহ॥
কুলবতী কোটি হোয়ে যাহি অন্ধ।
পাওলি কছু কিয়ে সো মুখ গন্ধ॥
যাকর মুরলী শ্রবণে যাহি লাগে।
খসতাহি বসন শাশ পতি আগে॥
অব নিরধারসি কোন বিচার।
বল্লভ সো রস সাগর পার॥ ৩০॥

বরাড়ি

এ সখি অব সব পরীখন ভেলি।
তুহু নব প্রেম অমৃত রস বেলী॥
লাগলি শ্যাম তমালকো অংস।
ফুল ভয়ো সব জগ অবতংস॥
এ দোহু মিলন কবহু না ছোটে।
মূঢ়কো যতনে বেলী নহি টুটে॥
ঘন বিনু চাতক জল বিনু মীন।
হরি বিনু তৈছন তুহু তনু খীণ॥
চান্দনি বিনু চকোর নাহি পিয়ে।
তৈছন তুয়া বিনে হরি নাহি জিয়ে॥
যাহি সরসী তাহি হংস কি বাস।
যাহি নীরদ তাহি বিজুরী বিলাস॥
তৈছে ঘটাওল মাধব রাধা।
বিদগধ বিধি অব কো করু সমাধা॥
কহে হরি বল্লভ কো সমুঝাওয়ে।
সৌরভ বিনু কিয়ে মৃগমদ ভাওয়ে॥ ৩১॥

উৎকণ্ঠিতা

সুহই

সজনি অব কি করব বিচারি।
মনমথ বধিক অধিক অব হানত
চেতন হরল হামারি॥
বরজ ভুজঙ্গম রঙ্গ করু কাননে
কত কত যুবতীকো কোর।
প্রেমকো আগি লাগি অব এতনু
ভেল ভসম সম মোর॥
নিজ কুল ধরম করম সব তেজলু
পাওলু তাকর শাতি।
অলী পিক পুঞ্জ কুঞ্জ গিরি কাননে
রোই রহলু মধু রাতি॥
তোহু বচন মানি আন নাহি জানত
মঝু জীবন অব যাত।
শুনি ধনী ভাষ পাশ হরিকে তব
হরিবল্লভ করু বাত॥ ৩২॥

গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ, শ্রীরাধার প্রতি দূতী

সিন্ধুড়া

শুন সজনি অপরূপ বিরহকো বাধা।
সহচর শতহু কতহু উপচারত
পারত ন পুন সমাধা॥
চন্দন চন্দ্র সলিল নলিনীদলে
বিরচল বিবিধ উপায়।
সবহু বিফল ভেল বজরকো আনল
জল লবে কৈছে নিভায়॥
তুয়া গুণ কঞ্জ পুঞ্জ হিয়ে ধারল
মাধব শৈত্যসুখ আশে।
তুয়া মুখ দরশ পরশ বিনে সো পুন
বাঢ়াওল দ্বিগুণ হুতাশে॥
সো অব মুরছিত তবহু কঠিন চিত
মনমথ হানয়ে বাণ।
তুয়া অধরামৃত বিনু নাহি জিয়ত
হরিবল্লভ পরমাণ॥ ৩৩॥

দিনান্তরে কাননে মিলন

কামোদ

দুহুঁ দুহুঁ নয়নে নয়নে যব লাগল
জাগল মনমথ রাজ।
বদন ফিরাওলি অঞ্চলে ঢাকলি
রাধা অতিভয় লাজ॥

(আজ্) কাননে কাম কলা রস রঙ্গ।
কত কত চাটু করত নব নাগর
ধনী না দেখাওত অঙ্গ॥ ধ্রু॥
অঞ্চল গহত করে কর বারত
কঙ্কণ ঘন ঘন সান।
পরশত চরণ মানাওত সহচরী
লোচন ইঙ্গিত জান॥
ঘোঙ্গট খোলি বদন বিধু অলকনি
কুণ্ডল ঝলকনি দেখি।
নিজ লোচন মন ভূলল বল্লভ
ভৈগেল চিত্রস লেখি॥ ৩৪॥

শ্রীরাধার প্রেমোৎকর্ষ (সম্ভোগ)

কামোদ

শুনি বরনাগর সব গুণে আগোর
সুতনু বিষম শর জ্বালা।
মুখ বিধু ঝামর তপত শ্বাস ঝর
ধুসর ভেল বনমালা॥
অনুপম প্রেমকো দামা।
গিরিধর বান্ধল যাহে মহাবল
আনল যাঁহা কুল বামা॥
তাহা যাই পেখল কুসুম তলপ তল
সুতলি অতিক্ষীণ দেহা।
জলধরে বিছুরল পড়ু ধরণীতল
জনু দামিনী রুচি রেহা॥
সহচরী কত কত করত যতন শত
শশিমুখী চেতন লাগি।
যব পিয় পরিমল অন্তরে পৈঠল
উঠি বৈঠলি তব জাগি॥
যব ধনী ভুজ ভরি হৃদযে ধরল হরি
মুখে মুখ রহল লাগাই।
দুহু তনু প্রফুল্লিত আনন্দ অতুলিত
পুন মুরছিত ভেল রাই॥
বব তনু আনন পরশি শ্যাম ঘন
যব অধরামৃত বর্ষে।
কহে হরিবল্লভ দোহুকো নয়ন জলে
পুলক শস্য ভেল হর্ষে॥ ৩৫॥

কাননে শ্রীরাধার বিরহে সখীবাক্য

ভূপালী

এ সখি রমণী শিরোমণি রাই।
নিরমল প্রেম জলধি অবগাই॥
তিল এক ধৈরয ধরহ বিচারি।
সো অব মিলব রসিক বনমালী॥
এত কহি সহচরী চললি তুরন্ত।
বকুলতলে যহি সো রতিকান্ত॥
ঝামর আনন বিরহ অমন্দ।
চান্দনি বিনু জনু দিবস কো চন্দ॥
কহে হরিবল্লভ অব দুখ গেল।
যব সখী যামিনী পরবেশ ভেল॥ ৩৬॥

সহচরীর দৌত্য

কেদার

শুন শুন সহচরী চরিত অপার।
যাকব বশ রস কেলি কল্পতরু
সবসুখ সাগর সার॥ ধ্রু॥
ফুলি রসাল রসিক পিক যৈছন
মধুঋতু আনি দেখায়।
যৈছন যামিনী চান্দকি চান্দনি
তপত চকোরী পিবায়॥
তৈছন সহচরী সবগুণে আগোরী
হরিখ বরিখ বরিখায়।
মাধব আনি মিলায়লি মাধবী
হরিবল্লভ রস গায়॥ ৩৭॥

শ্রীরাধার কুঞ্জে অভিসার

ভূপালী

ধনী চলি আওল নিভৃত কুঞ্জে।
কঙ্কণ ঝনঝন মধুকর গুঞ্জে॥
কৈছে যাওব সখি সো পিয়া পাশ।
হাম অতি মানিনী জনি হয় হাস॥
কবহু না করব বদন পরসাদ।
প্রতিকুল মদন করয়ে জনি বাদ॥

সো রতি লুবধ পরশে যদি অঙ্গ।
তব বিধি না জানি করয়ে কোন রঙ্গ॥
কহে হরিবল্লভ জনি কর মান।
বল্লভ সোই মুরতি পাঁচ বাণ॥ ৩৮॥

মান

মানিনী রাধা

সিন্ধুড়া

সজনি অনুপম প্রেমতরঙ্গ।
যাহা বহু ভাতি তরুণ তরুণী জন
নাচাওত নৃপতি অনঙ্গ॥ ধ্রু॥
কানুকো তাপ দাব বিকটানল
ধনী ধারল যব শ্রবণে।
গরাসল মান তিমির মনমথ সুর
অতি বিকলী ভেল তখনে॥
মুরত নেহ নিঝরে সোই লোচন
ঝরি ঝরি সিঞ্চিত চীরে।
সম্ভ্রমে বিকল কমলমুখী অতিশয়ে
অভিসরু কালিন্দী তীরে॥
আওলি রাই পাওল পঁহু চেতন
ধাওল তব পাঁচ বাণ।
কহে হরিবল্লভ বল্লভ দরশনে
পালটি আওল পুন মান॥ ৩৯॥

মানান্তে মিলন

বিষম বিশিখ সম কুটিল কটাখ।
ভাখই চাহ তবহু নাহি ভাখ॥
শুনি শুনি পিয় মুখ মধুরিম বোল।
সঘন হু হু করি শীষহি দোল॥
পুলকে ভরয়ে তনু ঝরয়ে নয়ান।
তবহু না দেই অধরমধুপান॥
সখীগণ ইঙ্গিত নয়নচকোর।
মাধব ধওল পটাঞ্চল ওর॥
পালটি বদন ধনী দেওলি পিঠ।
তবহুঁ না তেজই নাগর ঢিঠ॥
লহু লহু ঘোঙ্গট করয়ে উঘাড়।
তৈখনে হসই রোখই কত বার॥
ভুজ ধরি আনল সুরত শয়ান।
হরিবল্লভ আলিকুল গুণ গান॥ ৪০॥

বরাড়ি

চির দিনে সো বিধি ভেল নিরবাদ।
পুরল দোহক মনোভব সাধ॥
আওল মাধব রতি সুখ বাস।
বাঢ়ল রমণীকো মনহি হুলাস॥
সো তনুপরিমলে ভরল দিগন্ত।
অনুভবি মুরছি পড়ল রতিকান্ত॥
কহে হরিবল্লভ কুমুদিনী ইন্দু।
উছলল সখীগণ আনন্দ সিন্ধু॥ ৪১॥

শ্রীকৃষ্ণের দূতী প্রেরণ

বরাড়ি

মাধব মনোরথে বাঢ়ল কাম।
দূতী পাঠাওল শশিমুখী ধাম॥
সো ধনী পাশ কহল সব বাতা।
অনুরাগিণি অনুকূল বিধাতা॥
এ সখি শ্যাম সুনাগর রায়।
সো অব তো বিনু ধরণী লোটায়॥
সো রূপমাধুরী সব ভেল আন।
যামিনী বিনু কি চাঁদ পঁহিছান॥
এ ধনি অব জনি করহ বিলম্ব।
সো জীয়ে তোহারি আশ অবলম্ব॥
এতদিনে সংশয় সব ভেল খীন।
তুহু ভেলি সলিল কানু ভেল মীন॥
কহে হরিবল্লভ শুন সুকুমারি।
তুয়া গুণে বিকাওল লুবধ মুরারি॥ ৪২॥

সখীবাক্য

কেদার

সুন্দরি কলয় সপদি নিজ চরিতম্।
স্বমতনুকর্ম্মণি বিদুষি রসিকমমু-
মাকর্ষসি গুণ কলিতম্॥ ধ্রু॥

নিজমন্দির মন্- পদলসদিন্দির-
মপি পরিহার বিলাসী।
অভবদপাস্ত স- মস্তকলং গিরি-
কন্দর তটবন বাসী॥
ভবদনুরাগ নৃ- পতিকৃত হা কিম-
কারণ বৈরমপারম্।
প্রহরতি মনসিজ ধনুরমুনা প্রতি-
তং যদমুং কতিবারম্॥
জীবয়িতুং যদি কান্তমনন্ত-
গুণালয়মিচ্ছসি কান্তে।
অভিসর সংপ্রতি তং প্রতি ভামিনি
হরিবল্লভ-ভণিতান্তে॥ ৪৩॥

———

প্রেমোৎকর্ষ

শ্রীগান্ধার

সজনি কি কহব তোহারি সোহাগ।
সো প্রিয়তম তন বয়ন নয়ন মন
এক তোহারি অনুরাগ॥ ধ্রু॥
কত কত নাগরী সব গুণে আগরি
করু কত নয়নতরঙ্গ।
সো যব আওল কছু ও না জানল
তুয়া রস গমনতরঙ্গ॥
তুয়া গুণ গুণিগুণি কুঞ্জসদনে পুনি
জর জর বিরহ হুতাশ।
প্রেমতরঙ্গিণী তুহু রসরঙ্গিণী
অব চলু সো পিয়াপাশ॥
বহু মণিভূষণ জানহু দূষণ
যো রহে তনু রুচি ছায়।
সো সব পরিহরি অভিসরু রস ভ'র
হরিবল্লভ যশ গায়॥ ৪৪॥

———

কান্তাভিসারিণী

কল্যাণ

রাধা গুণমণিমালা।
কলিত দয়িত-দবধু-ব্রজ নিধুত-
মান-বিষম বিষজ্বালা॥ ধ্রু॥
প্রণয়-সুধারস-সার-গঠিততনু
বিগলিত-গৌরব-ভঙ্গা।
সরসং তমভিসসার রসার্ণব
মচিরাদতনু-তরঙ্গা॥
কুঞ্জ-কুটীর-তটাঙ্গন-সঙ্গিন
মঙ্গিনমিব-রস-রাজং।
কুটিল-দিগন্ত-শরেণ নিতান্তম
মবিধ্যাদিমং নুতিভাজম্॥
সম্যদপি স্ফুট বাম্য-তিমির
মিয়মদি পুনঃ কৃতমানা।
হরিবল্লভ সরলালীর্তিতিঃ কতি
বাস্যতু তদ্যাতমানা॥ ৪৫॥

---

[৪৩] সুন্দরি, একবার নিজ স্বভাবের কথা বিচার কর—যে স্বভাবে (যে গুণরজ্জুতে বাঁধিয়া) কন্দর্পকলাপণ্ডিতা তুমি, রসিকশিরোমণি রাজকুমারকে (সর্ব্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণকে) নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছ। যাঁহার নিজমন্দির মহালক্ষ্মীর (সৌন্দর্য্য-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর) বিহারস্থলী, তোমার অঙ্গসঙ্গলাভের লোভে সেই বিলাসী (রাজকুমার আপন মহৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণভবন সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক) গোবর্দ্ধন গিরির তটবনের অধিবাসী হইয়াছেন। তোমার অনুরাগ রূপ নরপতি (তাহাকে বনবাসে পাঠাইয়াও ক্ষান্ত হয় নাই) বৈর নির্য্যাতন মানসে অকারণ অনবরত মদন-শর প্রহারে জর্জ্জরিত করিতেছে। হরিবল্লভ বলিতেছেন, হে কান্তে, অনন্ত গুণের আকর তোমার সেই কান্তকে যদি বাঁচাইতে চাও, তবে এখনই (আমার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই) তাঁহার নিকট অভিসার কর।

[৪৫] শ্রীরাধা অশেষ সদ্গুণের মণিমাল্য। প্রিয় দয়িতের (বেদনার কথা শুনিয়া তাহার) বিরহ-তাপ-নিচয় গ্রহণপূর্ব্বক আপন মানজনিত বিষম বিষজ্বালা নিভাইয়া দিল। শ্রীরাধার দেহ প্রণয় সুধারসের সার দিয়া গঠিত। তাই প্রেমাবেগের আকুলতায় আপন গৌরব তরঙ্গ বিগলিত করিয়া (শ্রীকৃষ্ণ) রসসমুদ্রে মিলিত হইবার জন্য অভিসারে চলিয়াছেন। কিন্তু কুঞ্জকুটীরদ্বারে উপনীত হইয়া (বামাস্বভাবা এই রামা) অঙ্গনে রসরাজকে দেখিয়া তাঁহার স্তুতি উপেক্ষাপূর্ব্বক কুটিল কটাক্ষশরে

শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়

তথারাগ

কেশ কুটিল চঞ্চল অতি লোচন
নাসা আঁতর ভিন।
রাগী অধর দশন মলিনান্তর
কুচমণ্ডল সুকঠিন॥
সুন্দরি তুয়া নবযৌবন রাজে।
মঝু মন ধন সব মদন লুঠল
সমুচিত কোই না কাজে॥
ত্রিবলী মধত তাহে নীবি বান্ধল
গভীর নাভি রহু গোই।
ভারি জঘন রসনা রসে দুরমুখ
পর দুখে দুখী নাহি কোই॥
অতি সুকোমল চরণ কমলদল
সুখদ সুরভি নিরমল।
হরিবল্লভ কহ বারেক পরশ দেহ
হৃদয় করহ সুশীতল॥ ৪৬॥

বিভ্রম

কেদার

আজু পেখলু ধনী-অভিসার।
জানি বিলম্ব তেজি পরিজনগণ
আপহি করল শিঙ্গার॥ ধ্রু॥
মনসিজ অন্তরে মন্তর লেখল
অঞ্জনে তিলকিত ভাল।
মৃগমদে নয়ন কমলদলে আঁজন
শোভাকর শরজাল॥
যাবক রসে কুচ কলস রঙ্গাওল
তাকর অতুল ভাণ্ডার।
কিঙ্কিণী কণ্ঠে হার জঘনে ধরি
তারক পাশ বিথার॥
সংভ্রম ভরম- মহোদধি ডুবল
চলল নিতম্বিনী রঙ্গে।
কহে হরিবল্লভ মদন করব কিয়ে
সঙ্গর পশুপতি সঙ্গে॥ ৪৭॥

অভিসারান্তে কুঞ্জে মিলন

কামোদ

সুখময় কাননে ফুটল মাধবী
পরিমলে ভরল দিগন্ত।
দূতীকো মধুর বচন মুখ মারুত
মধুকরে কহল একান্ত॥
মধুসূদন রসরঙ্গ।
চলি চলি বিপিনকুঞ্জ গিরিগহ্বরে
পাওল মাধবী সঙ্গ॥ ধ্রু॥
বস দরশাই যবহু বহু বারল
চঞ্চল পল্লব হাতে।
নহি নহি বচন—রচন সমুঝাওল
পবন ধুনাওল মাথে॥

বিদ্ধ করিতেছেন। যে বামতারূপ অন্ধকার সম্যকরূপে প্রশমিত হইয়াছিল, পুনরায় সেই বামতানিমগ্না এই মানিনীকে আমরা—হরিবল্লভা সরলা সখীগণে আর কিরূপে বুঝাইয়া মান উপশমিত করিব।

৪৬ তোমার কেশ কুটিল (কুঞ্চিত), লোচন চঞ্চল (কটাক্ষযুক্ত), নাসিকা ভিন্ন অন্তর (নাসিকার অন্তর ভিন্ন অর্থাৎ নাসিকার অন্তরে ছিদ্র আছে, তাহাতে মুক্তার নোলক), অধর কোপে রক্তবর্ণ, দশন মলিনান্তর (কুন্দ কুসুমের অভ্যন্তর পাণ্ডুর) আর কুচমণ্ডল অত্যন্ত কঠিন। সুন্দরি, তোমার নবযৌবনের রাজত্বে (সেনাপতি) মদন আমার সকল ঐশ্বর্য্য এমনকি মনকে পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া লইল। সমুচিত কাজ কেহই করিতেছে না (রাজ্যে সুবিচার নাই)। ত্রিবলী মধ্যস্থ (ত্রিবলীই মাঝখানে আছে, এইজন্য বলিতেছেন তাহাকেই মধ্যস্থ মানিয়াছিলাম) কিন্তু সে তো নীবিবন্ধনে বন্দী (উচিত কথা বলিবার তাহার সুযোগ কোথায়), নাভি (গভীর) সে তো লুকাইয়া রহিয়াছে। জঘন ভারী (অলস, মন্থর, সে পরোপকার করিবে কি নিজেকে লইয়াই বিব্রত), রসনা (কটির ভূষণ) সে রসে মাতিয়া দুর্ম্মুখ (বিলাসের সময় মুখর হইয়া উঠে)। পরদুখে কেহ দুঃখী নয়। মাত্র তোমার কমলদলতুল্য সুরভিত নির্ম্মল সুখদানকারী সুকোমল চরণযুগল (আমার একমাত্র ভরসা)। হরিবল্লভ বলিতেছেন, একবার ঐ চরণের স্পর্শ দান কর আমার হৃদয় সুশীতল হউক।

বহু গুঞ্জরি বিনতি নতি করি করি
মাধবী মধুপ মানাই।
তব মধুপানে মনোরথ পূরল
হরিবল্লভ সুখদাই॥ ৪৮॥

সম্মিলনানন্দ

শ্রীরাগ

পৈঠলি কেলি নিকেতন মাহ।
পেখলি শ্যামবরণ নিজ নাহ॥
সুন্দর বদনে মধুর মৃদু হাস।
চান্দ উয়ল কিয়ে সরসিজ পাশ॥
নয়ন যুগলে উরু আনন্দ লোর।
পিরীতি অমিয়া কিয়ে উগরে চকোর॥
পুলকে ভরল তনু হরল গেয়ান।
অমিয়া সাগরে জনু করল সিনান॥
উপজল কত কত ভাব-কদম্ব।
সহচরী পাণি-কমল অবলম্ব॥
মন্থব গমনে চললি প্রিয় ঠাম।
সো মাধুরী কো কহু অনুপাম॥
হেরি হেরি উছলল মদনতরঙ্গ।
কমলনয়ন ডুবল রসরঙ্গ॥
কলপলতা জনু পাওল রঙ্ক।
হরিবল্লভ পরমাণ নিশঙ্ক॥ ৪৯॥

বিপরীত সম্ভোগ

মায়ূর

সঘনে আলিঙ্গন করু কত ছন্দ।
জনু ঘন দামিনী লাগল দ্বন্দ্ব॥
বদনে বদন ধরু মনমথ ফন্দ।
কিয়ে একুঠামে বান্ধল যুগচন্দ॥
মদনমহোদধি উছল হিলোর।
জনু নিধি-যুগল করত ঝকঝোর॥
শ্রমজলে পূরিত দুহু ভেল এক।
জনু রতিমঙ্গল জয় অভিষেক॥
ঘেরি বহল কচ তিমির বিথার।
জনু রণ জীতল জয় পরচার॥
বাগী অধর উরজ অতি চণ্ড।
না গণয়ে রদ নথ খণ্ডন দণ্ড॥
কুচপর বিদগধ পাণি বিরাজ।
কনক কলসে জনু কিশলয় সাজ॥
সব কাননভরি পরিমল ভান।
হরিবল্লভ অলিকুল গুণ গান॥ ৫০॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ইহ নব বঞ্জুল কুঞ্জে।
কুরুবক কুসুম সুষম নব গুঞ্জে॥
তামভিসারয় ধীরাং।
ত্রিগজদতুল গুণ গরিম গভীরাং॥
গুরুমঙ্গীকুরু ভারং।
বিবচয় মদন মহোদধি পারং॥
ভবতীং গতিমবলম্বে।
যদুচিত মিহ কুরু বিগত বিলম্বে॥
ইতি গদিতা মধু রিপুণা।
ত্বরিত মগাদিয় মতিশয় নিপুণা॥
রহসি সরস চাটু রাধাং।
সমবোধয়দঘহর পুরু বাধাং॥
হৃদি সখি বসসি মুরারে।
জ্বলয়সি তদপি কিমকৃত বিচারে॥

---

[৪৮] সুখময় কাননে মাধবী ফুটিয়াছে। সুগন্ধে দিগন্ত পূর্ণ হইল। দূতীর মধুর বাক্য(রূপ বায়ু সেই সুগন্ধ বহিয়া) মধুকরকে, একান্তে সংবাদ দিল। মধুসূদন (ভ্রমর) রসরঙ্গে মাতিল। খুঁজিয়া খুঁজিয়া বনকুঞ্জের গিরিগহ্বরে মাধবীর সঙ্গ লাভ করিল। মাধবী রসপ্রকাশে চঞ্চলপল্লবরূপ হস্তে বহুবার বারণ করিল। 'না না বলিয়া বচন রচনা করিয়া বুঝাইল, বায়ুবেগে মাথা ঢুলাইল। কিন্তু ভ্রমর বহুক্ষণ গুঞ্জরণ করিয়া বিনতি নতি জানাইয়া মাধবীকে মানাইল। তখন হরিবল্লভ সুখদায়ী (ভ্রমর) মধুপানে মনোরথ পূর্ণ করিলেন (শ্রীহরি সুখদায়ক মধুপান করিলেন, অথবা পদকর্তা হরিবল্লভের সুখদানকারী লীলা করিলেন)।

অধুনা দৃশি চ বসন্তী।
শিশিরিয় তদমৃত রুচিরিব ভান্তি॥
হরিবল্লভ গিরমমলাং।
শ্রবসি রচয় সুমনস মিব মৃদুলাং॥৫১॥

ধানশী

হরিভুজকলিতমধুর মৃদুলাঙ্গা।
তদমল মুখ শশিবিলসদপাঙ্গা॥
রাধা ললিত বিলাসা।
অধিরতি-শয়ন মজনি মৃদুহাসা॥ ধ্রু॥
অসকৃদুদাদিত ঘন-পরিরম্ভা।
খর নখরাঙ্কুশাদিত কুচ-কুম্ভা॥
স্মর-শর খণ্ডিত ধৃতিমতিলজ্জা।
প্রেম-সুধা-জলধি কৃত মজ্জা॥
সরভস-বলিত রদচ্ছদপানা।
শ্রম-সলিলাপ্লুত বপুরপিধানা॥
কঙ্কণ কিঙ্কণী ঝঙ্কৃত রুচিরা।
পরিমল মিলিত মধুব্রত নিকরা॥
মৃমমদ-রস-চর্চ্চিতনব নলিনা।
কৃতিধর তিমিত চিকুরাবৃত বদনা॥
বল্লভ রসিক কলারস সারা।
সফলী কৃত নিজ মধুরিক-ভারা॥৫২॥
[২৭৮০]

---

৫১ ত্রিজগতে অতুলনীয়া গুণ গরিমা গভীরা শ্রীরাধাকে সুন্দর কুরুবক কুসুমে এবং নূতন গুঞ্জামালায় সাজাইয়া এই নব অশোককুঞ্জে অভিসার করাইয়া আন। এই কার্য্যভার তুমি গ্রহণ কর, আমাকে মদন মহাসমুদ্রের তীরে তুলিয়া লও। তুমিই আমার একমাত্র অবলম্বন। অতএব অবিলম্বে যথাকর্ত্তব্য কর। মধুরিপুর এই বাক্যে অতিশয় নিপুণা দূতী অতি সত্বর শ্রীরাধার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং নির্জ্জনে সরস চাটু বচনে শ্রীকৃষ্ণের বিরহবেদনা বর্ণনা করিলেন। বলিলেন সখি (এ জগতে কেহ নিজগৃহে অগ্নি-সংযোগ করে না, আর) তুমি তোমার একমাত্র আবাসস্থল মুরারির হৃদয় অবিচারে দগ্ধ করিতেছ। এখন তাঁহাকে দেখা দিয়া চন্দ্রের মত অমৃত বর্ষণে (তাঁহার দগ্ধ) হৃদয় শীতল কর। (ভক্তগণ) হরিবল্লভের এই অমল বচনাবলী সুরতরুর মৃদু কুসুমের মত কর্ণে ধারণ করুন।

৫২ হরিভুজ বেষ্টিতা মধুর মৃদুলদেহা শ্রীরাধা অপাঙ্গে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অমল মুখচন্দ্রের মাধুর্য্য পানে আজ বিলাসচঞ্চলা। রতিশয়নে মৃদুমধুর হাস্যে শোভিতা হইয়াছেন। প্রিয় দয়িতকে ঘন আলিঙ্গন করিতেছেন। কুচকুম্ভে নাগরের নখাঘাতও তাঁহাতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছে না। মদন শরাঘাতে তাঁহার ধৈর্য্য লজ্জা খণ্ডিত হইয়াছে, তাই তিনি প্রেমসুধা জলধিতে সাঁতার দিতেছেন। কেলি কৌতুকে প্রিয় দয়িতের অধরসুধা পান করিতেছেন, রতিশ্রমে তাঁহার দেহ স্বেদসিক্ত এবং বেশ-বাস বিস্রস্ত হইয়াছে। কঙ্কণ কিঙ্কিণী ঝঙ্কার তাঁহাকে মনোহারিণী করিয়াছে। পরিমলে অলিকুল আসিয়া মিলিত হইয়াছে। আলুলায়িত কেশপাশে আবৃত বদনা মৃগমদরস চর্চ্চিত নবনলিনীতুল্যা শ্রীরাধা পরিশ্রান্তা হইলেন। সুরসিক বল্লভের সকল কলারসের ললামভূতা শ্রীরাধার অসীম মাধুর্য্য-পুঞ্জ আজ সম্পূর্ণ সার্থক হইল। (অথবা পদকর্ত্তা হরিবল্লভ বলিতেছেন, সুরসিক কৃষ্ণের কলারস সারভূতা শ্রীরাধা আজ নিজ মাধুর্য্যভার সফল করিলেন)।

ভূপতিনাথ

শ্রীরাধার দুর্জ্জয় মান

সখীর উক্তি

শ্রীগান্ধার

মাধব নিপট কঠিন মন তোর।
হাত হাত হাম বাত শিখায়লুঁ
বাত না রাখলি মোর॥
সো বর নাগরি সহজই সুন্দরি
কোমল অন্তর বামা।
বহুত যতন করি তোহে মিলায়লুঁ
কাহে উপেখলি রামা॥
তুহুঁ অতি লম্পট কয়লহি বিপরিত
প্রেমক রীত না জানি।
হাতক লছিমি চরণ পয়ে ডারলি
কৈছে মিলায়ব আনি॥
বাসর জাগি আগি[১] তৈছে উপজল
রজনি গোঙায়ল জাগি।
তোহারি বচনে হাম এক বেরি যায়ব
মীলয়ে তুয়া অতি ভাগি॥
মাধব-মানস বুঝি দূতি আওল
মীলল রাইক পাশ।
ভূপতিনাথ দেখি অতি কৌতুক
অন্তরে উপজল হাস॥ ১॥

ধানশী

মদনকুঞ্জ তেজি চললি চতুর দূতি
পবনক গতি সম গেল।
ক্ষিতি নখে লেখি দেখি মুখ ঝাঁপল
রাই উতর নাহি দেল॥
চতুরি দূতি তব মনহি বিচারল
কহত ললিতা সঞে বাত।
কাহে বিমুখ ভই বৈঠলি দূবরি
কি ভেল আজুক বাত॥
শুনি ললিতা সখি মৃদু মৃদু বোলত
হামারি করম মন্দ ভেলি।
নাগর কিশোর কুঞ্জে নিশি বঞ্চল
চন্দ্রাবলি সঞে কেলি॥
হাসি হাসি নিয়ড়ে যাই দূতি বৈঠল
কহতহি মধুরিম বাণী।
ইহ লঘু দোখে রোখ যব মানসি
কো কহে তোহে সিয়ানী॥
উঠ উঠ সুন্দরি মান দূর করি
বাহু পসারি করু কোর।
ফটকি হাত বাত নাহি শুনল
কোপে ভরল তনু জোর॥
রাইক নিঠুর বচন শুনি সহচরি
কোপে ভরল সব গাত।
ভূপতিনাথ রোখে তব বোলত
যবহুঁ ফটকল হাত॥ ২॥

মান-প্রকারান্তর

সুহই

শুন শুন গুণবতি রাই।
তো বিনু আকুল মাধাই॥
কিশলয় শয়ন উপেখি।
ভূমি উপর নখ লেখি॥
তেজ ধনি অসময় মান।
কানুক তুহুঁ সে নিদান॥
তুয়া মুখ হৃদি অবগাই।
বিলপয়ে অবধি না পাই॥
যো জগজীবন মান।
তাকর জুলত পরাণ॥
ভূপতি কি কহব তোয়।
তোহে সে পুরুখবধ হোয়॥ ৩॥

---

[১]। বিরহ আগি

নাগরের নাগরী-বেশ

তথারাগ

বর নাগর সাজই নাগরী বেশা।
মুকুট উতারি সীঁথি সমারল
বেণী বিরচিত কেশা॥
চন্দন ধোই সিন্দুর ভালে রঞ্জই
লোচনে অঞ্জন অংকা।
কুণ্ডল খোলি কর্ণফুল পহিরল
ভরি তনু কেশর পংকা॥
বেসর খচিত শতেশ্বরী পহিরল
চুড়ি কনক কর কঞ্জে।
চরণ কমল পাশে যাবক রঞ্জল
তা পর মঞ্জির গঞ্জে॥
কাঁচুলি মাঝে কদম্ব কুসুম ভরি
আরম্ভল কুচ আভা।
অরুণাম্বর বর শাটী পহিরল
বক্র বিলোকন শোভা॥
ধরি পরিবাদিনি শ্যাম সুমীলনে
শুভ অনুকূল পয়ানে।
পহিলহি বাম চরণ তুলি মোহন
স্ত্রিয়া গতি লচ্ছন ভানে॥
ঐছন চরিতে মিলল যাহাঁ সুন্দরি
দুরহি একলি ঠাড়ি।
করে ধরি যন্ত্র তন্ত্র সমারত
কো ইহ লখই না পারি॥
রাইক নিকটে বাজাওত সুন্দরি
শুনইতে ভৈগেল সাধা।
এ নব যৌবনি নবীন বিদেশিনি
আও ফুকারই রাধা॥
শুনইতে শ্যাম হরখ চিতে আওল
উঠি ধনি আদর কেল।
বাহু পাকড়ি নিজ আসনে বৈসায়ল
কত কত হরষিত ভেল॥
তাহিং বাজাওত বীণা সুমাধুরি
রিঝি দেয়ল মণিমাল।
ঐছে বাজাওত হামারি বন্দিরা
মোহন যন্ত্র রসাল॥
সুর-অপসরী কিয়ে নাগ-কুমারী তুহুঁ
স্বরূপে কহবি সখি মোর।
আজুক দিবস সফল করি মানলুঁ
দুর্লভ দরশন তোর॥
নাম গাম কহ কুল-অবলম্বন
ব্রজে আগমন কিয়ে কাজা।
সুখময়ি নাম মথুরাপুর যদুকুল
গুণিজনে পীড়ই রাজা॥
ধনি কহে তুয়া গুণে রিঝি পরসন্ন ভেল
মাগহ মানস যোয়।
মনরথ কর্ম্ম যাচলি যদি সুন্দরি
মান রতন দেহ মোয়॥
হাসি মুখ মোড়ি পীঠ দেই বৈঠল
কানু কয়ল ধনি কোর।
টুটল মান বাঢ়ল যত কৌতুক
ভূপতি কো করু ওর॥ ৪॥

মাথুর

গ্রীষ্ম-সময়োচিত বিরহ

দূতীর উক্তি

শ্রীগান্ধার

শুন শুন নিঠুর কানাই।
ব্রজে যাই পেখহ রাই॥
কিশলয় রচিত কুটীরে।
শয়নে না বান্ধই থীরে॥
সো অবলা কুলবালা।
কত সহ বিরহক জ্বালা॥
ঘামে ঘরমাইত দেহ।
গলি গলি যায়ত সেহ॥
নুনিক পুতলি তনু তায়।
আতপতাপে মিলায়॥
হেরি সখি হরল গেয়ান।
কণ্ঠহিং আওত প্রাণ॥
দীঘল দিবস না যায়।
কান্দিয়া রজনি পোহায়॥

কবহুঁ ঐছে মুরছান।
যামিনি দিবস না জান॥
ভূপতি কি কহব তোয়।
পুন নাহি হেরবি মোয়॥ ৫॥

নানাবিধ বিরহ

শ্রীগান্ধার

মাধব দুবরী পেখলুঁ তাই।
চৌদশি চাঁদ জনু অনুখণ খীয়ত
ঐছন জীবয়ে রাই॥
নিয়ড়ে সখীগণ বচন যো পুছত
উতর না দেয়ই রাধা।
হা হরি হা হরি কহতহি অনুখণ
তুয়া মুখ হেরইতে সাধা॥
সরসহি মলয়জ পঙ্কহি পঙ্কজ
পরশে মানয়ে জনু আগি।
কবহি ধরণি শয়নে তনু চমকিত
হৃদি মাহা মনমথ জাগি॥
মন্দ মলয়ানিল বিষ সম মানই
মুরছই পিককুলরাবে।
মালতি মাল পরশে তনু কম্পিত
ভূপতি কহ ইহ ভাবে॥ ৬॥
[২৭৮৬]

নরহরি চক্রবর্ত্তী

সুহই

সুন্দর গৌর সুঘর নটরাজ।
মনমথ-ভূপ ভুবনজয়ী সাজ॥
মঞ্জুগমন মদ-কুঞ্জর ভাঁতি।
পহিরণ চারু বসন ঘন কাঁতি॥
কুন্তল কুটিল অলক ছবিজাল।
ফণি রসনা জিনি তিলক কপাল॥
কুণ্ডল শ্রবণে গণ্ড অনুপাম।
নাসা গরুড়চঞ্চু ভুরু বাম॥
ডগমগ কঞ্জনয়ন গতি বঙ্ক।
হাস অমিয় মৃদু বদন-ময়ঙ্ক॥
সিংহগীম ভুজ কনক মৃণাল।
পীন বক্ষ বিলসত বনমাল॥
নাভি গভীর ক্ষীণ কটিদেশ।
উলট কদলি উরু শোহে অশেষ॥
চরণ ভঙ্গি রঙ্গিণী চিতচোর।
নরহরি নিছনি নিরখি ভেল ভোর॥ ১॥

বেলাবলী

চম্পক হেম দলিত নব কুঙ্কুম
দামিনী দাম দমন তনুকাঁতি।
চাঁচর চিকুর চারু কুসুমাঞ্চিত
চঞ্চল অলকভৃঙ্গকুল ভাঁতি॥
পেখলুঁ অপরূপ গোরাকিশোর।
চন্দন তিলক ভাল ভুরুভঙ্গিম
হেরইতে জগত যুবতি মতি ভোর॥ ধ্রু॥
ঝলকত বদন মদন মদ মরদন
মধুরিম অধরে মধুর মৃদুহাস।
নিন্দি কমলদল অমল বিলোচন
কোণে করই কত রস পরকাশ॥
নিরুপম ভুজযুগ জানুবিলম্বিত
সুবলিত কণ্ঠ কলিত বনমাল।
নরহরি নিছনি রণিত মণিনূপুর
পদতল তরুণ অরুণ ছবিজাল॥ ২॥

পূর্ব্বরাগের গৌরচন্দ্র

অথ শ্রবণে

সুহই

নিরমল হেম জলদ জিনি দেহ।
বরিখয়ে সঘনে মধুর নবনেহ॥
পেখহ অপরূপ গৌরকিশোর।
সুর নরনারী নয়নমন চোর॥ ধ্রু॥
গায়ত ভকতবৃন্দ তহি মাঝ।
রাজত জনু উড়ুগণে উড়ুরাজ॥
পৈঠত শ্রবণে বরজ পরসঙ্গ।
ধরই না থেহ উলসে ভরু অঙ্গ॥
সুঘটন নটনে ঘটই দিঠিলোর।
লহু লহু হাসি পতিতে দেই কোর॥
বিতরত দুলহ প্রেম মহী ভাসি।
নরহরি পহুঁ কি করুণা পরকাশি॥ ৩॥

জাগর্য্যে

সিন্ধুড়া

কনক ভূধর গরব গঞ্জন
মঞ্জু গোর শরীর।
ভাবে গর গর মরম কি বুঝব
বিজুরী জিনিয়ে অথির॥
শরদ বিধু মদ কদন বিধু মুখে
গদত গদগদ বাত।
নিরখি মাধব- তনয়ে অভিনব
ভঙ্গি ভণই ন যাত॥
সুঘর পরিকর করত কীর্ত্তন
শ্রবণে ঘন ঘন মাতি।
বণ্ঠে গহি মহী পঙ্ক করু ঝরু
অরুণ দিঠি দিন রাতি॥
প্রেমধনে ধনী কয়ল কলি-হতে
রহল নাহি দুঃখ লেশ।
দাস নরহরি প'হুক নব নব
সুযশে ভরু সব দেশ॥ ৪॥

বৈয়গ্রে

কামোদ

কনক কেতকী দাম দমন
মনোজ মোহন দেহ।
কতহি কুলবতী ধরম ধ্বংসন
ধূরি ধূসর সেহ॥
কোন সমুঝব ভাব তিলে তিলে
হোত অতিহি উদাস।
খেদ বচন উচারি ঘন পিয়
পারিষদগণ পাশ॥
লোরে লোচন জলজ ছলছল
চারু করুণ বিথারি।
দীন দুরগত পতিত পামরে
গহই বাহু পসারি॥
দেত কি মধুর অমিয় পিবইতে
কো না উনমত হোই।
দাস নরহরি পহুঁক ইহ গুণ
গুণত জগজন রোই॥ ৫॥

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য

ধানশী

গোরাপ্রেমে গরগর নিতাই আমার।
অরুণ নয়ানে বহে সুরধুনী ধার॥
বিপুল পুলকাবলি শোহে হেম গায়।
গজেন্দ্রগমনে হেলি দুলি চলি যায়॥
পতিতেরে নিরখিয়া দুবাহু পসারি।
কোরে করি সঘনে বোলায় হরি হরি॥
এমন দয়ার নিধি কে হইবে আর।
নরহরি অধমে তারিতে অবতার॥ ৬॥

বরাড়ী

আমার নিতাই গুণের মণি।
ভকতি রতন ধন বিলাইয়া
জগত করিলা ধনী॥ ধ্রু॥
পতিত পামরে ধরি করি কোরে
ভিজায় আঁখির জলে।

গোরাপ্রেম ভরে থির হৈতে নারে
পড়য়ে ধরণীতলে॥
অরুণ ভূধর জিনি কলেবর
এ ধূলি ধূসর তাহে।
পুলক আবলি কিবা ঝলমলি
ছটায়ে ভুবন মোহে॥
চৌদিকে চাহিয়া গরগর হিয়া
গজেন্দ্রগমনে যায়।
নিরুপম যশে ভাসে দিশা দশ
দাস নরহরি গায়॥ ৭॥

বেলাবলী

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র পঁহু মোর।
গৌর প্রেমভরে গরগর অন্তর
অবিরত অরুণ নয়নে ঝরু লোর॥ ধ্রু॥
পুলকিত লোলিত অঙ্গ ঝল ঝলকত
দিনকর নিকর নিন্দি বর জোতি।
কুঞ্জরদমন গমন মনোরঞ্জন
হসত সুলসত দশন জনু মোতি॥
সিংহ গরব হর গরজত ঘন ঘন
কম্পিত কলি দূরে দূরজন গেল।
প্রবল প্রতাপে তাপত্রয় কুণ্ঠিত
জগজন পরম হরষ হিয় ভেল॥
করুণা জলধি উমড়ি চলু চহুঁ দিশ
পামরপতিত ভকতি রসে ভাসি।
নরহরি কুমতি কি বুঝব রঙ্গ নব
গৌরচরিত গুণ ভুবনে প্রকাশি॥ ৮॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

ধানশী

কিবা কালিয়া রূপের ছটা।
কুবলয়দল দলিত অঞ্জন
জিনিয়া জলদঘটা॥
কিবা বদনে মধুর হাসি।
ঝরঝর ঝর ঝরয়ে অমিয়া
জিনি শরদের শশী॥
কিবা তেরছ নয়ানে চায়।
ভেদয়ে অন্তর করে জর জর
কি দিব উপমা তায়॥
কিবা ভুরু ভ্রমরের পাঁতি।
চন্দন তিলক ভালে ঝলমল
মজায় যুবতি জাতি॥
কিবা মকর কুণ্ডল কানে।
দোলে ঘন ঘন ভুবন ভুলয়ে
মদন না জিয়ে প্রাণে॥
কিবা ময়ূর চন্দ্রিকা মাথে।
কহে নরহরি হেরি কুলবতী
দাঁড়াইল কলঙ্ক পথে॥ ৯॥

শ্রীরাধার রূপ

মালবশ্রী

রমণিরমণি রঙ্গিণী জিনি
কনক-নবনীত অঙ্গ।
গঞ্জি খঞ্জন নয়ন চাহনি
নিরখি মুরুছে অনঙ্গ॥
ভাঙ যুগবর ভঙ্গি মধুরিম
অধরে মৃদু মৃদু হাস।
বলিত কুন্তলে কুন্দকলি জনু
জলদে উড়ু পরকাশ॥
সরস সিন্দূর বিন্দু ললিত
ললাট অলকে উজোর।
শ্রবণে মণি তাড়ঙ্ক ঝলমল
চিবুকে মৃগমদ থোর॥
গীম বলনি সুচারু করযুগ
নীল বলয় বিরাজ।
অসিত কঞ্চুক রচিত উচ কুচ
হার উরে বর সাজ॥
উদর নিরুপম নাভিপঙ্কজ
লোম ভ্রমর বিথারি।
বলিত কিঙ্কিণী খীণ কটিতট
সিংহমদভরহারি॥

মঞ্জু বিপুল নিতম্ব সুগঠন
জানু যুগ ছবি ভূরি।
নিন্দি বিধুপদ নখর নরহরি
হৃদয় তম করু দূরি॥ ১০॥

বেলাবলী

থিরবিজুরী জিনি তনুরুচি সুরুচির
পহিরণ নীল জলদরুচি বাস।
শরদ সুধাকর জিনি মুখ মধুরিম
পীযুষ গরবহারি মৃদু হাস॥
রঙ্গিণী ধনী বনি নিরুপম বেশ।
ফণি-জিনি বেণী বিমল মণিমণ্ডিত
ঝলকই অলক ললিত ভুরুদেশ॥ ধ্রু॥
খঞ্জন মীন হরিণী জিনি লোচন
ডগমগ গরবে চলই শ্রুতি ওর।
কণ্ঠকলিত কত রতন হার জিনি
মদন ফান্দ উরে উরোজ উজোর॥
ভুজ জিনি কনক মৃণাল ভঙ্গি নব
মৃগপতি জিতি কটি কিঙ্কিণী ভাঁতি।
জিনি গজকুম্ভ নিতম্ব মঞ্জুপদ
কঞ্জে ভ্রমর নরহরি মাতি॥ ১১॥

রাগ গান্ধার

দামিনী দাম দমন মনোহারী।
রঙ্গিণীরূপ কি অমিয় উঘারি॥
ঝলমল সিঁথে সিন্দুর কচপাশ।
মেহ নিয়ড়ে কি অরুণ পরকাশ॥
অঞ্জনে উজর তরল যুগ আঁখি।
নাচত কিয়ে যুগ খঞ্জন পাখী॥
মধুরিম বদনে হাস অতি মন্দ।
বিকচ কমলে কি ঝরই মকরন্দ॥
উচ কুচ কঞ্চু নীলিম রুচিকারি।
মেরুশিখরে কিয়ে জলদ বিথারি॥
সুরুচির কর অঙ্গুলি নখরাজি।
চম্পককলি কি মল্লী সহ সাজি॥
মাঝহি খীণ থিরজভর মেটি।
নেল শরণ কি সিংহ কটী ভেটি॥

পদতল লাল লসত অনুপাম।
যাবক ছলে কি রহল ঘনশ্যাম॥ ১২॥

রাগ আশাবরী

রাই-রূপ অমিয়ার ধারা।
সুকোমল তনু কিয়ে নবনীতপারা॥
ঝলমল করে মুখশশী।
ঈষৎ হাসিতে সুধা ঢালে রাশি রাশি॥
নাসায়ে বেসর ভাল সাজে।
উপমা দিবার ঠাঁই নাই জগমাঝে॥
অঞ্জনে রঞ্জিত দুটী আঁখি।
সদাই চঞ্চল জিনি খঞ্জনিয়া পাখী॥
চাঁচর চিকুরে বনি বেণী।
পিঠেতে লোটায় কিয়ে কালভুজঙ্গিনী॥
ভুজযুগ চারু করাঙ্গুলি।
কনক মৃণালে কি বিলসে চাঁপা কলি॥
কিবা ভঙ্গি রসের হিলোলে।
মণিময় মালা সুললিত গলে দোলে॥
অসিত কাঁচুলি কুচে শোভে।
ঝাঁপিল কি অলিকুল কমলের লোভে॥
অতিশয় খীণ মাজাখানি।
ভাঙ্গিয়া পড়িবে তেঁঞি বেঁড়িল কিঙ্কিণী॥
নরহরি নিছনি চরণে।
জগত করয়ে আলো নখের কিরণে॥ ১৩॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

বালা ধানশী

রাইএর চরিত বুঝিতে ভার।
এমন কখন না দেখি আর॥
কানড় কুসুম করেতে লইয়া।
অনিমিখ আঁখে রহয়ে চাইয়া॥
তিল আধ ধৃতি ধরিতে নারে।
অনুখণ মনে সানে কি করে॥
কি হৈল অন্তরে কিছু না ভায়।
নরহরি কত সুধাবে তায়॥ ১৪॥

সখীর উক্তি

বেলাবলী

সুন্দরি কি কহব কহই না হোয়।
জানলুঁ কঠিন কপটমতি অতিশয়
কো কহু সুখদ সরলমতি তোয়॥ ধ্রু॥
গোপসি মরম না কহসি কাহু সঞে
নিজজন মরম না সমুঝসি থোরি।
তোহে কাতর হেরি কাতর অতিশয়
সহই না পারি ঝুরই দিঠি মোরি॥
তুয়া মুখ মলিনে মলিনমুখী সখী কছু
কহইতে বদনে না নিকসই বাণী।
তেজসি তুহু যব চমকি শাস তব
ঘন ঘন নিশসি ধরই উরে পাণি॥
তুয়া যুগ নয়ন কমলে জল গলইতে
গলয়ে নয়ন জনু সুরধুনী ধার।
দহই হৃদয় তুয় লাগি দিবস নিশি
নরহরি সহ করু যুগতি অপার॥ ১৫॥

স্বপ্নদর্শন, শ্রীরাধার উক্তি

ললিত

শুন শুন ওগো পরাণ সজনি
বলিয়ে মরম বেথা।
রাখিবে গোপনে না কহিবে আনে
এ অতি লাজের কথা॥
অলপ রজনী কি জানি কি খেণে
শুতিলু অলস দে।
কিবা অপরূপ স্বপনে দেখিলুঁ
না জানি নাগর কে॥
কিশোর বয়েস রসময় বপু
জলদ জিনিয়া রূপ।
চাঁদমুখে হাসি খসয়ে অমিয়া
কি নব মদন ভূপ॥
বরিষয়ে খর- তর শর অতি
চঞ্চল লোচন কোণে।
নরহরি রহু নিছনি তাহাতে
যুবতি জীয়ে কি প্রাণে॥ ১৬॥

চিত্রপট দর্শন

আশাবরী

কি বলিব সখি বিশাখা এমন
করিলে বিষম কাজ।
ঘুচাইলে মোর এ গুরু গৌরব
ধৈরজ ধরম লাজ॥
চারু চিত্রপট চাতুরি করি সে
সোঁপিল আমার হাতে।
কি দিব তুলনা অতি অপরূপ
পুরুষ বিলসে তাথে॥
প্রতি অঙ্গে কত অনঙ্গ মুরুছে
সুচারু বদনশশী।
সাধে সাধে মেনে তা পানে চাহিতে
হিয়ায় রহল পশি॥
ছাড়াইব বলি বিচারিতে চিতে
পরাণ ছাড়িয়া যায়।
কহে নরহরি ঠেকিলে সুন্দরি
ছাড়াইতে নারিবে তায়॥ ১৭॥

সাক্ষাদ্দর্শন

সুহই

কো উহ নব যুবরাজ।
জলদবরণ নট সাজ॥
শুনইতে তছু পরসঙ্গ।
অবশ হোয়ল সব অঙ্গ॥
বিসরলুঁ গুরুজন কাজ।
খোয়লু কুলভয় লাজ॥
ধৈরজ রহল না থোর।
নয়ন আগোরল লোর॥
যাহা রহু সো নটরায়।
তাহা চলইতে চিত ধায়॥
নরহরি যতনে নেবারি।
রহই না শকতি সম্ভারি॥ ১৮॥

সিন্ধুড়া

কো উহ শ্যাম সুজান।
কি মধুর মধুর তাক গুণমাধুরি
কো শুনি ধরব পরাণ॥ ধ্রু॥

গায়ক সুর পর- বীণ বেণু সঞে
গায়ত কত কত ভাঁতি।
লাগল কুবুধি সাধে কত যতনহি
দূরে শুনলু শ্রুতি পাতি॥
চলইতে চরণ অচল চিত চঞ্চল
ধৈরজ রহব কি মোর।
লোচন বারি নিঝরে ঝরু ঝরঝর
নহই নিবারণ থোর॥
হোয়ল বিষম কি করব প্রাণসখি
আন শ্রবণ নাহি ভায়।
নরহরি ভণ তছু ঐছে রীত ধনি
তা বিনু বিফল উপায়॥ ১৯॥

বেলাবলী

এ সখি কো উহ নব যুবরাজ।
নীপ নিকট নট- বর তিরিভঙ্গিম
মনমথ দমন ভুবনজয়ী সাজ॥ ধ্রু॥
মরকত তিমির জলদ দলিতাঞ্জন
পুঞ্জ দরপভরভঞ্জন কাঁতি।
কুঞ্চিত কচ রচ- নাতি রুচির শিখি
পিঞ্ছ কুসুম তহি মধুকরভাতি॥
ভাল তিলক ঝল- কত শ্রুতি কুণ্ডল
গণ্ড সুগঠন মুকুর রহু দূর।
অতুলিত মোতি জোতি লস নাসিক
খগপতি চঞ্চু গরব করু চুর॥
শরদ সুধাকর নিকর নিন্দি মুখ
মধুরিম অমিয় ঝরত মৃদুহাস।
লোচন চপল চোর সো কুলবতী
চরিত কি সমুঝব নরহরি দাস॥ ২০॥

শ্রীরাধার উক্তি

বালা ধানশী

কি বলিব সখি মরম তোরে।
না জানি বিহি কি করিলে মোরে॥ ধ্রু॥
সে নব কালিয়া কোথা না ছিল।
হিয়ার মাঝারে উদয় হৈল॥
না দেখি না শুনি না জানি কে।
সদাই নয়নে নাচিছে সে॥
মুখে হাসি সুধা খসয়ে তাথে।
যেন কথা কহে আমার সাথে॥
পাশরিতে নারি কি হৈল দায়।
ভাবিতে ভাবিতে পরাণ যায়॥
নরহরি কহে বুঝিলু মনে।
মজিলে সুন্দরি উহারি সনে॥ ২১॥

পুনঃ আশাবরী

মোরে যে বোলো সে বোলো সখি।
সে রূপ নিরখি নারি নিবারিতে
মজিল যুগল আঁখি॥ ধ্রু॥
ও না তনুখানি কেবা সিরজিল
কি মধু মাখিয়া তায়।
সে সৌরভরসে উনমত নাসা
ভ্রমর হইয়া ধায়॥
কিবা সে ভঙ্গিতে চাহে চারিভিতে
হাসিতে অমিয়া খসে।
হেন করে হিয়া চকোর হইয়া
রহিয়ে উহারি পাশে॥
নরহরি জানে আনে কি বলিব
প্রাণে না সহয়ে আর।
এ হেন বঙ্গিয়া বিহি মিলাইলে
করিয়ে গলার হার॥ ২২॥

শ্রীরাধার আপ্তদূতী

বেলাবলী

শুনহ সুঘড়বর বরজকিশোর।
সো নব রমণী রমণীমণি সুন্দরী
তুয়া গুণনাম শ্রবণে ভেল ভোর॥ ধ্রু॥
কনক লাবণি জিনি তনু ঘন-কোমল
পুলক বলিত অতি অতুলিত কাঁপি।
ধৈরজ ধরইতে করই যতন কত
ঝরই নয়নযুগ অঞ্চলে ঝাঁপি॥
সহচরী পাশ হাসরস বিরহিত
নিরজনে বসই বিসরি সব কাজ।
গুরুজন বচন বজরসম মানই
তিলে তিলে হোত শিথিল কুললাজ॥

লাগই গেহ বিপিন সম অবিরত
উমড়ই হিয় কি গড়ল বিহি প্রীত।
চাতক জলদে কোন গতি ভাখব
নরহরি ধন্দ নিরখি উহ রীত॥ ২৩॥

বালা ধানশী

মাধব ধনী উনমাদিনী ভেলি।
যব ধরি স্বপনে দরশ তুহুঁ দেলি॥
তোহারি নামগুণ সঘনে আলাপি।
চহুদিশ চাহি চৌঁকি ঘন কাঁপি॥
বিষম নিশাস তেজই খণে ধন্দ।
খণে মহি গিরই ঝরই দিঠি মন্দ॥
খণে উহ নীপবিপিনে চলি যায়।
সহচরী যতনে রোখি রহু তায়॥
খলখল হাসি বয়নে দেই বাস।
মৌন গহই খণে মানই তরাস॥
নরহরি পেখি আয়ল পরমাদ।
তিলে তিলে বাঢ়ই বিরহ বিষাদ॥ ২৪॥

গান্ধার

শুন শুন এ মনোমোহন কান।
সো বিধুবদনী চকিতে তুয় মাধুরি
হেরইতে হরল গেয়ান॥
বিগলিত বেশ বসন নাহি সম্বরু
পুলকবলিত প্রতি অঙ্গ।
সখী সহ আন বচন নাহি অনুখণ
কহই তুয়া পরসঙ্গ॥
ধরই ধিয়ান প্রাণ নিরমঞ্ছই
বিঘটল কুলভয় লাজ।
খণে কত বেরি করই ঘর বাহির
বিসরিত গুরুজন কাজ॥
খঞ্জন নয়ন ঝরই দিন যামিনী
উপজল নিরুপম নেহ।
নরহরি কতহি যতনে পরবোধই
তবহি না বাঁধই থেহ॥ ২৫॥

বরাড়ী সুহই

ওহে নিকরুণ কহিব কত।
অবলা পরাণে সহে কি এত॥
না জানি কি কৈলে আঁখির ঠারে।
সে সব কাহিনী কহিতে নারে॥
হিয়ার মাঝারে করিয়া থানা।
দিলে নিরমল কুলেতে হানা॥
আহা মরি মরি কি হৈল তারে।
দেখি কে ধৈরজ ধরিতে পারে॥
নিরজনে নিজ সখীরে লইয়া।
না জানি কি কহে শপথ দিয়া॥
নিরবেদে ধনী না বাঁধে থেহা।
নরহরি কহে বিষম নেহা॥ ২৬॥

বেলাবলী

কি কহব শ্যাম সুধামুখী রীত।
ভুলল কুলভয় বিপুল নেহ নব
তুয়া গুণচরিতে মজায়ল চিত॥ ধ্রু॥
অনুখণ বিষম কুসুমশরভয়ভীত
খরতর শাস নিসরে অনিবার।
উতপত অঙ্গ অবশ গতিবিরহিত
ভূষণ বসন সম্ভারই ভার॥
চিন্তাজলধি মাঝ ভেল নিমগন
অবনত মাথ নখহি খিতি লেখি।
বারিজ-নয়ন যুগলে জল ঝলকই
ঘন ঘন নিয়ড়ে নীপবন দেখি॥
চুয়ত ঘরম ছরম বিনু অবিরত
সহচরী পবন করই দিনরাতি।
দামিনীদাম দমন দুতি বি-বরণ
হেরইতে বিদরই নরহরি ছাতি॥ ২৭॥

সুহই

রাইক দশমী দশা শুনি কান।
চৌঁকি চপলমতি বিকল পরাণ॥
লোচনকমলে গলয়ে জলধার।
ধিক ধিক জীবন ভণই অনিবার॥
সো কুলবতী সতী অতি অনুরাগী।
তাকর মিলন মানি বহুভাগি॥
নরহরি যুগতি বিরচি অব ভাল।
তেজব তুরিতে আপন বনমাল॥ ২৮॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

তোড়ি

কি মধুর নাম শ্রবণপুটে পৈঠত
অবিচল চিত হরি নেল।
মোহিনী মন্ত্র কি অমিয়পয়োনিধি
বুঝইতে সংশয় ভেল॥
রাধা কি মধুর নারী।
ভূতলে কোন কৈছে প্রকটায়ল
ঐছন শকতি বিথারি॥ ধ্রু॥
সকরুণ দৈব বুঝলুঁ হাম কত শত
জনমে কয়লুঁ কত যাগ।
তব ইহ নাম- রতন মোহে মিলল
আজু সফল মঝু ভাগ॥
ভণি ইহ বাণী মনোরথে আকুল
পুলকপুরিত প্রতি অঙ্গ।
ধরই না থেহ নেহ ঝরু লোচনে
নরহরি কি বুঝব রঙ্গ॥ ২৯॥

ধানশী

দূতী মুদিত মন মাহ।
কত পরবোধি থির করু নাহ॥
তৈখণে শুভখণ পাই।
চললহি যাঁহা রহু রঙ্গিণী রাই॥
বিরচি যুগতি রুচিকারি।
ভেটত দিঠি ভরি ঢরকই বারি॥
কানুচরিত উহ বেরি।
নরহরি লহু লহু কহু মুখ হেরি॥ ৩০॥

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী

শ্রীরাধার প্রতি দূতির উক্তি

সুহই

এ সুবদনি তুয়া কি মধুর নাম।
শুনইতে আধ অথির ঘনশ্যাম॥
ভণইতে চপল উলস নহু ছোটি।
মাগই [illegible] বয়ন কত কোটি॥
বিসরল মুরলী আলাপন রীত।
পেখল তিলে তিলে ভেল বিপরীত॥
নরহরি কত পরবোধই তায়।
তোহারি পরশ তছু জীবন উপায়॥ ৩১॥

তোড়ী

শুন শুন গুণবতি রঙ্গিণি রাই।
তোহে হেরি হিয় বিকল মাধাই॥
তুহুঁ কি কহলি দিঠি অঞ্চলে তায়।
তবধরি আন স্বপনে নাহি ভায়॥
তুয়া তনু অনুখণ করই ধিয়ান।
সো সুপুরুষবর হরল গেয়ান॥
কহইতে উনমত তুয়া পরসঙ্গ।
কাঁপই ঘনঘন ঘন যিনি অঙ্গ॥
তেজই নিশাস না নিসবই বাত।
লোচন ছলছল জল বহি যাত॥
নরহরি নিছনি ঐছে অনুরাগি।
পেখহ যাই যৈছে তুয়া লাগি॥ ৩২॥

বালা ধানশী

কি কহব রসবতী রাই।
তুয়া বিনে না জীয়ে মাধাই॥
নব জলধর জিতি কাঁতি।
তিলে তিলে ভেল আন ভাতি॥
মদন বিজয়ী মুখচান্দ।
সো ভেল কালিম ছান্দ॥
দূরে গেও বচন বিভঙ্গ।
নিচল হোয়ল সব অঙ্গ॥
সোঙরি নাম তুয়া রোই।
পড়ল ধরণীতলে সোই॥
নরহরি সহচর মেলি।
নিরখি বিয়াকুল ভেলি॥ ৩৩॥

দেশী তোড়ী

দেই দরশন অতি থোরি।
তাকর সরবস লেয়লি চোরি॥
এ ধনি রঙ্গিণি রাধে।
বুরই সো দুখজলধি অগাধে॥ ধ্রু॥

তেজই উসসি নিশাস।
কাঁপই ঘন ঘন ভণই ন ভাষ॥
তহি তনু শীত বিথারি।
জনু জবর করল অধিক অধিকারি॥
মোহ-মুরছিত ছবি ছীন।
তিলে তিলে হোত ধরণীতলে লীন॥
নরহরি কহব কি রাই।
ছোড়ি নিদয়পন মিলহ মাধাই॥ ৩৪॥

দেশপাল

সখি শ্যামেরে দেখিয়া মেনে।
মনের উলাসে দুবাহু বাড়ায়ে
সখীরে ধরিলে কেনে॥

রাই কি কৈলা দারুণ কাজ।
যমুনার জলে কি ছলে যাইয়া
বাঁধিলা রসিকরাজ॥

তারে হানিয়া নয়নশরে।
বিজুরীর পারা চমকি চলিয়া
আইলা আপন ঘরে॥

সে যে থোরি দরশন পাই।
আহা মরি মরি করিয়া ঝুরয়ে
কি আর বলিব রাই॥

দেখ যে দশা ঘটিল তায়।
আনের কি কথা নিরখিতে দারু
পাষাণ গলিয়া যায়॥

ধনী শুনি না বাঁধয়ে থেহা।
সখীর সহিত অতি অলখিতে
চলয়ে নিকুঞ্জ গেহা॥

কিবা ভঙ্গিতে গমন খানি।
ঝুনু নুনু বাজে চরণে নূপুর
কানু উনমত শুনি॥

শোভা নিরখি নাগররায়।
নরহরি সাথে কত মনোরথে
রাইয়ের নিকট যায়॥ ৩৫॥

প্রকারান্তর

সুহই

কানুক দশমদশা শুনি গোরী।
রোই ফুকরি ধীরজপন ছোড়ি॥
আপন ভাগ বিফল করি মানি।
মুরছি পড়ল মহি গহি সখীপাণি॥
কো ধরু ধিরজ ধনীক মুখ হেরি।
দূতী উপায় বিরচিত উহ বেরি॥
দুহুঁ গলে দুহুঁক মাল লই দেল।
তবহি পরসপর চেতন ভেল॥
দুহুঁ দুহুঁ পরশ পায়ল জনু তায়।
ভেটল কুঞ্জে উলস ভরু গায়॥
ভণ নরহরি কিয়ে প্রেমতরঙ্গ।
সুন্দরী লাজে সংকুচি রহু অঙ্গ॥ ৩৬॥

তোড়ি

সুন্দরী হিয় হরষ বিপুল পুলক ভরল গায়।
কানুক বনমাল পরশে পরশল জনু তায়॥
দূরে রহল ধৈরজ প্রিয় সহচরী মুখ হেরি।
বিলসত কত কৈছে নাহ পুছত কত বেরি॥
দূতী ভণই ভণব কি ধনি উমড়ই মঝু ছাতি।
শুনইতে তুয়া মরম তাক হোয়ল ইহ ভাঁতি॥
ঐছে বচনে চঞ্চল চিত লোচনে জলধার।
নরহরি কহ তুরিতে বিরলে বিরচহ অভিসার॥
॥ ৩৭॥

পঠমঞ্জরী

সখি তা সনে করিব লেহা।
জনমে জনমে তার রাঙ্গা পায়
সোঁপিব আপন দেহা॥
তারে হিয়ার উপরে ধরি।
নিরুপম হাসি- মাখা মুখখানি
দেখিব নয়ান ভরি॥
সদা পূরাব মনের আশ।
শ্রবণ ভরিয়া শুনিব সে নব
অমিয়া মধুর ভাষ॥
এত কহি ধৈরজ-হারা।
নরহরি পানে হেরি নিবারিতে
নারয়ে আঁখির ধারা॥ ৩৮॥

মিলন

সুহই

আজু কি আনন্দ ভেল প্রথম মিলনে।
তিলে তিলে কত অভিলাষ উঠে মনে॥
কত না মিনতি করি ধরি ধনী পায়।
হিয়ার মাঝারে রাখি চাঁদমুখ চায়॥
অধরে অধর দিতে অবশ হইল।
রাই কোলে করি কানু অঙ্গ গড়াইল॥
নিকুঞ্জমন্দিরে কিবা শয়নমাধুরী।
নরহরি ইহা কি দেখিব আঁখি ভরি॥ ৩৯॥

কামোদ

আজু উলস অভঙ্গ।
গোরী শ্যামর নবীন সঙ্গমে
উপজে নব নব রঙ্গ॥
কুহরে কোইল কীর।
দেই সুখ অলি পুঞ্জ গুঞ্জত
বহত মলয় সমীর॥
চতুর সহচরী মেলি।
কুঞ্জ শয়ন বিনোদ অলখিত
হেরি হিয় ভরি নেলি॥
ভণত নরহরি দাস।
সফল হোয়ব কব এ লোচন
হেরব ঐছে বিলাস॥ ৪০॥

ধানশী

রাইক যতনে লেই নিজ অংকে।
বৈঠল কানু ললিত পরিযংকে॥
অপরূপ দুহুঁকর পহিল বিলাস।
হেরইতে সহচরী পরম উলাস॥
প্রফুল্লিত তরুকুল বল্লি উজোর।
উনমত ভ্রমর ভ্রমই চহুঁ ওর॥
নাচত শিখী পিকু কুহরত কীর।
মঙ্গলময় ভেল কুঞ্জকুটীর॥
নরহরি ঐছে সময়ে সখীপাশ।
হেরি পূরব কিয়ে হিয় অভিলাষ॥ ৪১॥

রাসবিহার

পঠমঞ্জরী

উদিত পূরণ নিশি নিশাকর
কিরণ করু তম দূরি।
ভানুনন্দিনী পুলিন পরিসর
শুভ্র শোভিত ভূরি॥
মন্দ মন্দ সুগন্ধ শীতল
চলত মলয় সমীর।
ভ্রমর গণ ঘন ঝঙ্করু কত
কুহরে কোকিল কীর॥
বিহরে বরজ কিশোর।
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী
পেখি পরম বিভোর॥
দেব দুলহ সুরাস মণ্ডলে
বিপুল কৌতুক আজ।
বংশীকর গহি অধর পরশত
মোদ ভরু হিয় মাঝ॥
রাধিকা গুণ চরিত ময়বর
বিরচি বহুবিধ গীত।
গান রত রতি- নাথ মদভর
হরণ নিরুপম নীত॥
কঞ্জ লোচনে ললিত অভিনয়
বরিষে রস জনু মেহ।
ভনব কিয়ে ঘন- শ্যাম প্রকটত
জগতে অতুলিত নেহ[১]॥ ৪২॥

---

৪২ ১। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দুইটি নাম ছিল। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—
না জানি কি জানি মোর হইল দুই নাম।
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম॥
তিনি দুই নামেই পদ রচনা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে (১২ সংখ্যক) ঘনশ্যাম ভণিতার একটী পদ দিয়াছি।

তথারাগ

জয় জন রঞ্জন কঞ্জ নয়ন ঘন
অঞ্জন নিভ নব নাগর ঐ ঐ।
গোকুল কুলজা কুল ধৃতি মোচন
চন্দ্রবদন গুণসাগর ঐ ঐ॥
নন্দতনুজ ব্রজ ভূষণ রসময়
মঞ্জুল ভুজ মদবর্ধন ঐ ঐ।
শ্রীবৃষভানু তনয়াহৃদি সম্পদ
মদনার্ব্বুদ মদ মর্দ্দন ঐ ঐ॥
গীত নিপুণ নিধু বন নয় নন্দিত
নিরুপম তান্ডব পন্ডিত ঐ ঐ।
ভানুতনয়া পুলিনাঙ্গন পরিসর
রমণী নিকর মণি মন্ডিত ঐ ঐ॥
বংশীধর বর ধরণীধর কৃত
বন্ধু অধরারুণ সুন্দর ঐ ঐ।
কুন্দরদন কিবা কমনীয় কৃশোদর
বৃন্দাবিপিন পুরন্দর ঐ ঐ॥
কৃষ্ণকেলি কলহৈক ধুরন্ধর
ধাধা ধিধি তগ ধেন্না ঐ ঐ।
স্ব স্বরি গরি নরহরি নাথ এই এই
অ ইতি অই অই অতেন্না ঐ ঐ॥ ৪৩॥
[২৮২৯]

পুরুষোত্তম দাস

জননী যশোমতীর বিলাপ

ধানশী

রজনী প্রভাতে মাতা যশোমতী
নবনী লইয়া করে।
কানাই বলাই বলিয়া ডাকয়ে
নিঝরে নয়ান ঝরে॥
তবে মনে পড়ে তারা মধুপুরে
তবহিঁ হরয়ে জ্ঞান।
ফুয়ল কুন্তলে লোটায় ভূতলে
ক্ষেণে রহি মুরছান॥
শ্রীদাম সুবলে আসিয়া সে বলে
শ্রবণে বদন দিয়া।
তুয়া নাম করি উঠয়ে ফুকরি
শুনি থির বান্ধে হিয়া॥
চেতন পাইয়া সুবলে লইয়া
যতেক বিলাপ করে।
সে কথা শুনিতে মনুজ পশুজ
পরাণ নাহিক ধরে॥

নানাবিধ বিরহ

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতী

তথারাগ

হরি হরি কি ভেল গোকুল মাহ।
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম
বিরহদহনে দহি যাহ॥
তরুকুল আকুল সঘনে ঝরয়ে জল
তেজল কুসুম বিকাশ।
গলয়ে শৈলবর পৈঠে ধরণি পর
স্থল জল কমল হুতাশ॥
শুক পিকু পাখি শাখি পর রোয়ই
রোয়ই কাননে হরিণী।
জম্বুকি সহ অহি রহি রহি রোয়ই
লোরহি পঙ্কিল ধরণী॥
রাইক বিরহে বিরহি ব্রজমন্ডল
দাবদহন সমতুল।
ইহ পুরুষোত্তম কৈছনে জীয়ব
টুটল প্রেমক মূল॥ ১॥

তিল আধ তোরে না দেখিলে মরে
বনে না পাঠায় যেহ।
এ পুরুষোত্তম কহয়ে সে জন
কেমনে ধরিবে দেহ॥ ২॥

পাহিড়া

গোকুল নগরে ভ্রময়ে জনু বাউরি
উদসল কুন্তলভার।
কাঁহা মঝু প্রাণ তনয় ব্রজনন্দন
কহইতে বহে জলধার॥
মাধব সো জননী নন্দরাণী।
তুয়া বিরহানলে উমতি পাগলি জনু
কাহারে কি পুছয়ে বাণী॥
অব কাহে বেণু শবদ নাহি শুনিয়ে
কোন কানন মাহা গেল।
বুঝি বলরাম সঙ্গে নাহি গেয়ল
কি পরমাদ আজু ভেল॥
ঐছে বিলাপ শুনই সব সহচরি
রোই আওত তছু পাশ।
বহু পরবোধ বচনে গৃহে আনত
কহ পুরুষোত্তম দাস॥ ৩॥

নন্দ বিলাপ

শ্রীরাগ

সোই জনক ব্রজরাজ।
না যায়ত ধেনুসমাজ॥
বসিয়া রহয়ে নিশিদিন।
তিলে তিলে হোয়ত ক্ষীণ॥
কাহুঁক না কহ কিছু বাত।
অবনত করি রহুঁ মাথ॥
ব্রজ বালকগণ যাই।
কত পরবোধয়ে তাই॥
বহুত যতনে ব্রজনাথ।
ফুকরি কহয়ে কছু বাত॥
কহ কহ রে ব্রজবাল।
কাঁহা মঝু প্রাণ গোপাল॥
সহচর ভিন কাহে ভেল।
লালন কাহাঁ মঝু গেল॥
শুনি বালকগণ রোয়।
সো দুখ কি কহব তোয়॥
শ্রীদামে করয়ে নিজ কোরে।
সীঁচয়ে নয়নক লোরে॥
তুয়া অভিলাষে অগেয়ান।
চুম্বয়ে তাক বয়ান॥
ঐছন বিরহ হুতাশ।
কহ পুরুষোত্তম দাস॥ ৪॥

রাখালগণের বিলাপ

ধানশী

প্রভাতে উঠিয়া শ্রীদাম সুবল
আদি সখাগণ মেলি।
নন্দের মন্দিরে চলে ধীরে ধীরে
যশোদা বিলাপ বেলি॥
যাইয়া তাহারে কতেক প্রকারে
প্রবোধ বচন কৈয়া।
আসিবার কালে হেরি ধেনুশালে
পড়ে মুরছিত হৈয়া॥
অনেক যতনে চেতন পাইয়া
ধেনুগণ সভে লৈয়া।
যমুনা কাননে চলে গোচারণে
বিরহে বিভোর হৈয়া॥
তুয়া প্রিয় সেই কদম্বের মূলে
বসিয়া রাখাল মেলি।
দুহুঁ দুহাঁ গলে ধরিয়া কান্দয়ে
সোঙরি পুরুব কেলি॥
চুড়া নাহি বান্ধে নটবর ছান্দে
বসন নাহিক পরে।
ভোজন তেজল দেহ দুরবল
সতত প্রলাপ করে॥
ধেনুগণ আর না খায় আহার
না পিয়ে যমুনানীর।
স্তনে ক্ষীর ঝরে আঁখি জলে ভরে
হিয়া না বান্ধয়ে থীর॥

দেখি সখাগণ কান্দিয়া সঘন
লইয়া চলয়ে ঘরে।
এ পুরুষোত্তম কহয়ে এমতি
সকল গোকুলপুরে॥ ৫॥

শ্রীরাধার বিরহ

তথারাগ

নিজ গৃহ তেজি চলল ধনি বিরহিণি
দারুণ বিরহ হুতাশে।
কালিন্দি পৈঠি পরাণ পরিতেজব
এহি মরম অভিলাষে॥
হরি হরি কি কহব তোহে দুখ ওর।
ধাই সব সহচরি কাননে যাওল
ললিতা লেওল কোর॥
ঐছন বচন বৃন্দামুখে শুনইতে
ভগবতি দ্রুত চলি গেলি।
আপন কুঞ্জকুটির মাহা আনল
সবহুঁ সখীগণ মেলি॥
সরসিজ শেজে শুতায়ল সহচরি
চৌদিশে রহু মুখ চাই।
অনুকূল প্রতিকূল সবহুঁ রমণিগণ
শুনইতে আওল ধাই॥
দশমিক পহিল দশা হেরি আকুল
রোয়ত অবনি লোটাই।
আওব বচনে কোই পরবোধই
পুরুষোত্তম মুখ চাই॥ ৬॥

চন্দ্রাবলীর বিরহ

তথারাগ

রাইক দশমি দশা নিজ সখিমুখে
শুনি চন্দ্রাবলি রোই।
নিজ তনু ঢারি ধূলি গড়ি যাওত
ভূতলে কুন্তল ফোই॥
রাইক প্রেমে পুনহি নন্দ নন্দন
আওব করি ছিল আশ।
সো সব মনোরথ বিহি কৈল আন মত
এতদিনে ভেল নৈরাশ॥
এত কহি পুন পুন শিরে কর হানই
মুরছিত হরল গেয়ান।
পদ্মা দেবী তাহে কোর পর নেয়ল
ঝর ঝর লোরে নয়ান॥
বহুখণে চেতন পাই মলিনমুখি
বৈঠল ছোড়ি নিশাস।
রাইক নিয়ড়ে লেই চলু সহচরি
কহ পুরুষোত্তম দাস॥ ৭॥

সুহিনী

যেখানে শুতিয়া ধনি রাই।
চন্দ্রাবলি তাঁহা যাই॥
রাইকে হেরি অগেয়ান।
নিঝরে ঝরে দুনয়ান॥
কহয়ে ললিতা সঞে বাত।
পুনহি আওব ব্রজনাথ॥
রাই যৈছে জীবন পায়।
ঐছন রচহ উপায়॥
কো যদি কহে তছু ঠাম।
শুনইতে আওব শ্যাম॥
রাই ললাটে কর আপি।
দেখয়ে দেহক তাপি॥
তুহিন শীতল হেরি গাত।
পদযুগে রাখল হাত॥
বচন কহই না পারি।
মুরছি পড়ল তনু ঢারি॥
ঐছন যত ব্রজনারি।
রোয়ত কুন্তল ফারি॥
পুরুষোত্তম অনুরোধে।
ভগবতি দেই পরবোধে॥ ৮॥

সুবল ও মধুমঙ্গলের বিলাপ

গান্ধার

রাইক শেষ দশা মধুমঙ্গল
হেরি কহে সুবলক পাশে।

শুনইতে অবহি মুরছি পড়ু ভূতলে
রাইক বিরহ হুতাশে॥
হরি হরি কিয়ে ইহ দারুণ বাধা।
সুবলক শ্রবণে ততহি মধুমঙ্গল
ফুকরই রাধা রাধা॥
ঐছন শবদ শ্রবণে যব পৈঠল
তৈখনে চেতন পাই।
দুহুঁ দুহুঁ কণ্ঠ কণ্ঠ ধরি রোয়ত
কো পরবোধব তাই॥
কতি খণে ধৈরজ ধরি দুহুঁ আওল
মুরছিত বিরহিণি পাশ।
হেরইতে দুহুঁজন অতি খিণ জীবন
মরু পুরুষোত্তম দাস॥ ৯॥

দেশ বরাড়ী

গোকুল ছোড়ি যবহুঁ তুহুঁ আয়লি
তব বিহি প্রতিকূল ভেল।
বরজবাসি কিয়ে থাবর জঙ্গম
বিরহ দহনে দহি গেল॥
তুয়া প্রিয় যতহুঁ সুরভিকুল আকুল
ত্রীণ কবল করি মুখে।
হেরি মথুরাপুর লোচন ঝর ঝর
পানি না পীবত দুখে॥
কোকিল ভ্রমরা সারী শুকবর
রোয়ত তরুপর বৈঠি।
তোহারি ময়ূর মৃগীকুল লুঠয়ে
শকতি নাহি বনে পৈঠি॥
তরুকুল পল্লব সবহুঁ শুকায়ল
তেজল কুসুম বিকাশে।
এতহুঁ বিপদ তোহে কতয়ে নিবেদব
দুখি পুরুষোত্তম দাসে॥ ১০॥

শ্রীরাধার স্বপ্নে কৃষ্ণদর্শন

তথারাগ

আওব কানু শুনই ধনি বিরহিণি
হোয়ল দুখ অবসান।
কিশলয় শেজে রজনি অবসানহি
ঘুমহি মুদল নয়ান॥
হেরত স্বপনে সোই ব্রজবল্লভ
আওল গোকুলপুর।
ধাওল ব্রজজন আনন্দ নিমগন
জয় জয় মঙ্গল পুর॥
যশোমতি ধাই কোর পর লেওল
চুম্বয়ে ও মুখচান্দে।
ব্রজরমণীগণ করয়ে নিরীক্ষণ
আনন্দে হিয়া নাহি বান্ধে॥
ঐছন হেরইতে স্বপন ভঙ্গ ভেল
আওব ভেল আশোয়াস।
রজনিপ্রভাতে কহয়ে সব সখিগণে
কহ পুরুষোত্তম দাস॥ ১১॥

মিলন

ধানশী

মাতা যশোমতী ধাই উনমতী
গোপাল লইয়া কোরে।
স্তন ক্ষীরধারে তনু বাহি পড়ে
ঝরয়ে নয়ান লোরে॥
নিজ ঘরে যাইয়া ক্ষীর সর লৈয়া
ভোজন করাইয়া বোলে।
ঘরের বাহির আর না করিব
সদাই রাখিব কোলে॥
কানাই আইলা শুনিয়া ধাইলা
যতেক ব্রজের সখা।
মরণ শরীরে পরাণ পাইল
এমতি হইল দেখা॥
যত ব্রজবাসী সভে দেখে আসি
ভাসয়ে আনন্দ জলে।
আর দূর দেশে না পাঠাও রাণি
ইহাই সভাই বোলে॥
চিরদিনে বিধি সদয় হইল
পাইনু নয়ানতারা।
পুরুষোত্তম আনন্দে ভাসয়ে
নয়ানে বহয়ে ধারা॥ ১২॥

[২৮৪১]

সর্ব্বানন্দ

রসালস

ভৈরবী

দেখ সখি যুগল কিশোর।
সুশয়নে দুহুঁ ভেল ভোর॥
কলপ তলপ সুশোভন।
মঞ্জু কুঞ্জ পরম মোহন॥
ফুল সে ফুটিল সারি সারি।
দরশনে আপনা পাসরি॥
শারদীয়া নিশা ঝলমল।
বিথারয়ে চারু পরিমল॥
ভানুতনিতট নিরমল।
সুবিমল পরামৃত জল॥
তার তীরে তরু সুগঠন।
মূল বান্ধা মাণিক রতন॥
তাহে নিশবদ নিজ গণ।
দরশনে তৃষিত নয়ন॥
আশে পাশে হাসে সহচরী।
কুঞ্জজালে আঁখি মুখ ধরি॥
তছু পদ অরবিন্দ আশে।
সরব-আনন্দ রস ভাষে॥ ১॥

ভৈরবী

নীল কমল উতপল।
রাই কানু মুখ ঝলমল॥
নব ঘন উজোর বিজুরী।
উছলয়ে দ্যুতি সুকুমারী॥
দুহুঁ তনু ভুজলতা দিয়া।
বান্ধি দোহে আছয়ে শুতিয়া॥
নীল পীত বসন বদল।
হেরি হিয়া হয়ে উতরল॥
গলিত ভূষণ বেশ-ভার।
টুটিয়াছে দুহুঁ হিয়ে হার॥
সুকুসুম শেজে সুশয়ান।
ধরি রহু বয়ানে বয়ান॥
আঁখি মুন্দি নিন্দের আলিসে।
শির ধরি বিচিত্র বালিসে॥
প্রিয় সখী সুখে নিমগন।
রন্ধ্রে আঁখি করে দরশন॥
তছু পাদপদ্ম অভিলাষে।
সরব-আনন্দ রস ভাষে॥ ২॥

ভৈরবী

দেখ সখি ঘুমল যুগল কিশোর।
ভুজে ভুজে ছন্দবন্ধ করি শুতল
ওরূপ কো করু ওর॥ ধ্রু॥
মরকত কাঞ্চন জোড়ি।
এক অনুরাগ ডোরি সোহাগহি আগরি
নাগরি নাগর ভোরি॥
বদনে বদনে দুহুঁ হাসিমাখা লহু লহু
দু-চান্দে করল বিহি এক।
শ্যাম উরু উপর রাই চরণ ধরু
পরম পিরীতি পরতেখ॥
বিগলিত বেশ বসন ভেল দুহুঁ তনু
চরণে চরণে একাকারে।
সখিগণ নয়ন রসায়ন তনু মন
সরবানন্দ সুখসারে॥ ৩॥

ভৈরবী

সুখের নিধান দোহে' সুখ শেজ মাঝে।
সুখরাতি বিলাসিয়া সুখে শুতিয়াছে॥
রসের মঞ্জরী রাই রসিক নাগর।
রসে নিমগন রসালস কলেবর॥
শ্যাম অঙ্গে অঙ্গ ঢালি রসবতী রাই।
রসের আবেশে মাতি সুখে নিন্দ যাই॥
আলী অলি পিকাবলি নিশবদে রহে।
সরব-আনন্দ সুখময় রস কহে॥ ৪॥

রামকেলি

রাধিকামুখারবিন্দ
মন্দ মন্দ হাস হোয়।
ঝলকে দশন রসনা রসন
কুন্দ কোরকবর বিধুগণ
নিন্দি মোতি জোতি ঝরত
রচত মধুর ভাষ হোয়॥
কুঞ্জ ভঙনে শ্যাম গোরি
আলিস যুত নয়ন জোড়ি
বালিস পর ঢরত গিরত
উমত ঝুমত রঙ্গ হোয়।
ভোরহি' বর রস বিথার
মানস ভয় চয় বিকার
প্রেমক গতি আরতি অতি
চঞ্চল অলসাঙ্গ হোয়॥
মন্দ পবন বহত ধীর
বচন রচন করল কীর
কোকিলকুল গান অতুল
কেকি পিঞ্ছ শোভি হোয়।
ভ্রমর নিকর গুঞ্জ পুঞ্জ
সুখদ শবদ রচত মুঞ্জ
হেরি হরখি শ্রবণ নয়ন
রসক চয়ন লোভি হোয়॥
দামিনি ছবি অবহি রাই
কত মরকত শ্যাম কাই
নিরখত ওত দুহুঁক রূপ
কূপে মগন আলি হোয়।
রয়নি শেষ রস বিলাস
কবহুঁ হেরব করত আশ
ভোরি সরব-আনন্দ মগন
সগণে নিয়ড়ে ভালি হোয়॥ ৫॥

বিভাস

সজনি ঐছন মন অনুমান।
অতনুক তূণ শুন অনুমানিয়ে
জানিয়ে নিশি অবসান॥ ধ্রু॥
ধূমল অমল কমল তলপোপরি
কলপিত বেশ বিথার।
সরস অলস ভর উভয় কলেবর
বাস বদল ছিন হার॥
ভুজে ভুজ আপি ঝাঁপি মুখে মুখ ধরু
হিয়ে হিয়ে কুচযুগ জোড়ি।
জঘনহি জঘন সঘন তড়িতাম্বর
দর ঘরমাইত ভোরি॥
শেষ রজনি জনি জানি সজনি পুনি
দ্বিজকুলে করহ আদেশ।
নিশবদ শবদ আচর অব অভিমত
জাগু যুগল বিপিনেশ॥
এ হেন আদেশ লেশ শুনি শিখি-পিক
ভ্রমরনিকর করু গান।
দুহুঁকব অঙ্গ সঙ্গ সুখ ভঙ্গহি
সরবানন্দ ম্রিয়মাণ॥ ৬॥

বিভাস

উজোর বিজুরি নবীন কিশোরী
নব জলধর সঙ্গ।
সখীগণ সম নয়ন অঞ্জন
রূপ অদভুত রঙ্গ॥
ধনি ধনি ধনি হেরলো সজনি
রজনি জানি কি শেষ।
তবুণ অরুণ বড় অকরুণ
গগনে কিরণ রেশ॥
নিবিড় তিমির দূরহি দূর
বিধুবর মৈলান।
উড়ুপ স্বরূপ তেজিয়া বিরূপ
কুরূপ যামিনী ভান॥
শেফালিকাগণ খসে ঘনে ঘন
ঘু ঘু শবদ নিত।
হসিত নলিনী মলিন কুমুদ
হেরি হিয়া চমকিত॥
তরুণ তরুণী বিঘট বিঘিনি
নিকট সংকট ভেল।
শ্যাম বিনোদিনী অঙ্গ সঙ্গ বিনি
সরব-আনন্দ গেল॥ ৭॥

বিভাস

জাগল শিখিকুল কোকিল কল কল
শবদই দ্বিজ অলি আলী।
তেজল আলস যুগল কলেবর
ধনিমুখ হেরি বনমালী॥
কহে পুন প্রাণপিয়ারী।
দেখহ দারুণ দিনকর উদয়তি
দুখদায়ক নর নারী॥ ধ্রু॥
তুহুঁ বরনাগর রসময় সাগর
মঝুকর জানহ রীত।
পরিজন দুরজন ননদিনি দারুণ
কাঁপয়ে হিয়া ভয়ভীত॥
তুহুঁক অঙ্গ সঙ্গ রস রঙ্গ এ
তেজি চলব অব গেহা।
বয়নক বোল কহব অব কৈছনে
ঐছন তুহুঁক সুনেহা॥
কহইতে ঢরকি নীরে ভরু লোচন
রোধল বয়নক বোল।
সরবানন্দ কহ অতিশয় দুরগহ
দুহুঁকর প্রেম অমোল॥ ৮॥

ললিত

নাগর নাগরী মুখ হেরাহেরি
কর ধরাধরি করি।
নিকুঞ্জ হইতে সহচরী সাথে
সরসে হরষে ভরি॥
বাহির অঙ্গনে আসি।
আদিত উদিত দেখি চমকিত
নিশি নাহি মনে বাসি॥ ধ্রু॥
আপন ভবন গমন কারণ
মন উচাটন হৈয়া।
দুহুঁ দোহাঁ হেরি অঙ্গের মাধুরী
রহে অনিমিখে চায়্যা॥
বিসরল গেহ দেহ নহে থির
নেহ বড় পরবীণ।
রাধা মাধবের পিরীতি পাথারে
সরব-আনন্দ মীন॥ ৯॥

ললিত

শেষ রজনি জনি হোত বিহান।
দুহুঁ দোহাঁ মুখ হেরি ঝরয়ে নয়ান॥
কাতর কমল বদনি ধনি গেহা।
চলইতে চরণ অথির ভেল দেহা॥
গলিত ভূষণ বেশ কেশ আউলাইয়া।
সুকুঞ্চিত সর্পাতত মহী পরশিয়া॥
সভয় গমন ধনি তনি সুকুমারী।
গুরুজন অরুণ সঘন সুনেহারি॥
যায় যায় ফিরি চায় নাগরের মুখ।
বিচ্ছেদে বিষাদ মন বিদরয়ে বুক॥
চলিতে না পারে কুচ নিতম্বের ভরে।
থকিত চকিত গতি আরতি অন্তরে॥
সখি কর ধরি চলু দিঘল নিশ্বাসে।
অঙ্গ ভরে সকাতরে পদের বিন্যাসে॥
নিজ ঘরে পালঙ্ক উপরে সুশয়ন।
প্রিয় সখী সুখে করে পদ সম্বাহন।
সভে রঙ্গে সখী সঙ্গে শয়ন আচরে।
সরব-আনন্দ সুখে আপনা পাসরে॥ ১০॥

বিভাস

এমতি নাগর পালঙ্ক উপর
আপন শয়ন ঘরে।
চৌদিগে চাহিয়া তরাসিত হৈয়া
যাইয়া শয়ন করে॥
শিথান বালিশে ঘুমল আলিসে
সুকোমল শেজ পরি।
বিলাসের চিহ্ন তনু পরবীণ
ছিন্ন হার উরে ধরি॥
শ্রীনন্দ মহল স্বজন সকল
শয়নে ঘুমায়্যা আছে।
নিশি পোহাইল সকল জাগল
সরবা সখীর কাছে॥ ১১॥

বিন্দু দাস

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের রূপ-গুণ-বর্ণন

তথারাগ

কলধৌত কলেবর গৌরতনু।
তছু রঙ্গ তরঙ্গ নিতাই জনু॥
কোটি কাম জিনী কিয়ে অঙ্গছটা।
অবধূত বিরাজিত চন্দ্রঘটা॥
শচিনন্দন কণ্ঠে সুরঙ্গ মালা।
তহিঁ রোহিণিনন্দন দীগ আলা॥
গজরাজ জিনী দুনু ভাই চলে।
মকরাকৃতি কুণ্ডল গণ্ডে দোলে॥
মুনি ধ্যান ভুলে সতিধর্ম্ম টলে।
জগতাবণ কারণ বিন্দু বলে॥ ১॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

ধানশী

তোহারি বেদন ছেদন কাবণ
পুন পুন পুছিযে তোয।
তুহুঁ উর ধরি ধরি মবি মরি বোলসি
সুধ বুধ সব খোয়॥
আলি রি হামারা তোহারি কিযে নহিযে।
যো তুয়া দুখে দুখায়ত শত গুণ
তাহারে কি বেদন না কহিযে॥
এ তুয়া সঙ্গিনি রঙ্গিণি বসিকিনি
কহিলে কি আওব লাজে।
ফণি মণি ধরব শমন ভবনে যাব
যৈছে সিধারব কাজে॥
হাম আগু যায়সি আগুনি পৈঠব
বৈঠব যোগিনি সাজে।
তন্ত্র মন্ত্র যত শত শত ঢুঁড়ব
বুরব সাগর মাঝে॥
ভাবনা ও তুয়া অন্তরে অন্তরু
কহিলে কি রহে তাপলেশ।
বিন্দু ইন্দুমুখি সিন্ধু উতারব
বোলহ বচন বিশেষ॥ ২॥

রসোদ্গার

ধানশী

বন্ধুর সংকেতে আজু যাইতে নারিলুঁ গো
পাপ ননদিনী হৈল বাধা।
দুখেতে আপন ঘরে শুতিয়া রহিলুঁ গো
বিহি পুরাইল মনসাধা॥
সজনি সে সুখ কি কহিব অনেক।
পিয়া আসি যেন মোরে নিকুঞ্জ কানন ঘরে
স্বপনে হইল পরতেখ॥
বুকে বুকে মুখে মুখে নিবিড় মদন সুখে
কতনা আরতি সে না কথা।
ননদী জনিত দুখ জাগরণে যত ছিল
ঘুমাইলে গেল সব বেথা॥
কতনা যতন কবি বেশ বনাইল গো
এ রস বিলাস কৈল কত।
এক মুখে তোহে হাম তাহা কি কহিব গো
রভস কৌতুক যত যত॥
হেনকালে নিন্দ টুটি জাগিযা বসিলুঁ গো
স্বপন নাবিলুঁ বুঝিবারে।
সেই হইতে প্রাণ মোব আনছান করে গো
বিন্দু পরবোধে বারে বারে॥ ৩॥

সখীগণের বিলাপ

সুহিনী

পুন যব মুরছলি গোরি।
সখিগণ ভেল বিভোরি॥
ধনি মুখ চান্দ নেহারি।
রোয়ত কুন্তল ফারি॥

হা বৃষভানু কুমারি।
হা হা কুসুম সুকুমারি॥
চৌদিগে বেড়িয়া রাই।
রোয়ত ধরণি লোটাই॥
সখিগণ ভেল উনমাদ।
ছোড়ল কুল মরিযাদ॥
বাউরি সম কোই ধায়।
কোই ভুমে পড়ি মুরছায়॥
কো কহে প্রাণ পিয়ারি।
নীছিয়ে জিবন হমারি॥
সহচরি বাউরী ভেল।
বিন্দু পরবোধিতে গেল॥ ৪॥

[২৮৫৬]

কৃষ্ণকান্ত দাস

শ্রীগৌরচন্দ্র

তথারাগ

কনক ধরাধর মদহর দেহ।
মদনপরাভব সুবরণ গেহ॥
হের দেখ অপরূপ গৌর কিশোর।
কৈছন ভাব নহত কছু ওর॥
ঘন পুলকাবলি দিঠি জলধার।
উরধ নেহারি রচই ফুতকার॥
নিরুপম নিরঞ্জন রস বিলাস।
অচল সুসঞ্চর গদগদ ভাষ॥
কিয়ে বরমাধুরি বাঁশি নিসান।
ইহ বলি সঘনে পাতে নিজ কান॥
সদন তেজি তব চলত একান্ত।
মীলব অব জানি কিয়ে কৃষ্ণকান্ত॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত

তথারাগ

সহচরি সঙ্গে পন্থে হাম যাতি।
তব হরি হেরহুঁ মনোহর ভাতি॥
কো জানে কৈছন মঝু হিয় চায়।
আপক অর্দখিণ পাণি উচায়॥[১]
আজু নেহারলুঁ যৈছন কাম।
কৈছন সঙ্কেত না বুঝলুঁ হাম॥
সো হেন রূপ সো বৈদগধি রঙ্গ।
মর্নাহি লাগি অথির করু অঙ্গ॥
অব সখি শুনহ বেণুক গান।
গোবর্দ্ধন পর ইহ অনুমান॥
কৃষ্ণকান্ত কহ ইথে কি বিচার।
হরি রহু তাহিঁ রচহ অভিসার॥ ২॥

সখীর উক্তি

তথারাগ

মানস সুরধুনি নিকট নীপতরু
কুসুমিত কানন সাজ।
মোদন পহুপহি প্রকট বল্লি অরু
সুষমিত ভূধররাজ॥
তাহিঁ বিরাজিত শ্যামরচন্দ।
নাগরিগণ সঞে অবহু মীলুঁ ধনি
নিভৃত রাস অনুবন্ধ॥
ইহ রস লালসে অথির সুমানস
মধুর বাজাওত বাঁশি।
চঞ্চল দৃগঞ্চলে ঐছে নেহারনি
কুলজাগণ কুল নাশি॥
কত অনুভাবহি অন্তর বিভাবিত
ততহিঁ মনোহর হাস।
ঐছন রূপ লাগি কৈছে সুরঙ্গিণি
ধাই না মিলু তছু পাশ॥

[১] ১। বাম করে গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব গোবর্দ্ধনে মিলন সঙ্কেত।

অন্তর সুমাধুরি যাক জাগু হরি
তাহে কি বিঘিনি বিচার।
লোলিত নিরন্তর কৃষ্ণকান্ত অন্তর
মিলব কি ধনিক সঞ্চার॥ ৩॥

শ্রীরাধার উক্তি

তথারাগ

নিরণিত বাতহি অতি উল্লাসিত
গাতে না ধরই আনন্দ।
অন্তরে সঞ্চরু যৈছন মনোরথ
তৈছে রচহ পরবন্ধ॥
সখি হে আজি সু-নিরজনে কান।
রঙ্গিণি সবহুঁ মেলি অব সাজহ
ঐছন রস সুবিধান॥
চান্দনি রাতি ছান্দনে সব ভূষণ
দূষণ জনু নহ কোই।
বাদনযন্ত্র স্বতন্ত্র লেই চলু
রাসরভস যথি হোই॥
যব হসি রাই সুভাখি বচন ইহ
বিকসিত ভাবকদম্ব।
কিয়ে কৃষ্ণকান্ত নিতান্ত সুখসম্পদ
মীলব কব অবিলম্ব॥ ৪॥

অভিসার

তথারাগ

বেশ পসারি সোঙরি ঘন হরি হরি
ঘর সঞে ভেলি বহার।
রসভরে দীগবিদিগ নাহি হেরই
তাহে কি বিঘিনি বিচার॥
দেখ সখি রাই চললি অতি রঙ্গে।
মদন সুমোহন লোভন ছন্দন
ঐছে সুরঙ্গিণি সঙ্গে॥
কত অভিলাষে বিলাসক যোগহি
বদনে নিরন্তর হাস।
সাঁঝহি যৈছন বিধুবর উদয়তি
কুমুদিনি হোত বিকাশ॥
ঘন দল মাল বিশাল তমাল হেরি
তরখি তরখি রহি যায়।
সরস দৃগঞ্চলে পুনহি বিলোকই
নহ কানু সখী সমুঝায়॥
আগে নিরখ ইহ মানস-সুরধুনি
ওহি পুরব তুয়া আশ।
নিকটে ধরাধর সুখদ পরাৎপর
যহিঁ মনোমোহন নিবাস॥
শুনি সখি বাণি সুমানি সুরাগিণি
বেগে ততহি চলি যায়।
এ রসতৃষ্ণ কৃষ্ণকান্ত সম্বোধই
এহি এহি বরতায়॥ ৫॥

মিলন

তথারাগ

সমুখে সুনাগর হেরি রহু রাধা।
চীর দেই ঝাঁপল মুখশশি আধা॥
ও বর নাগর বিধুমুখি হেরি।
লোল দৃগঞ্চল তছু পর দেলি॥
বিহসি সুধামুখি নাহ মুখ চাই।
থোরহি দূরে রহল ঠমকাই॥
আজুক অপরূপ মীলন অঙ্গ।
পহিলহি দরশনে উপজল রঙ্গ॥
অতিহু তিয়াসে পাশে মিলু কান।
কি করব অব ধনি কছুই না জান॥
অঙ্গহি অঙ্গ পরশ রসে ভোর।
সরস সম্ভাষই যুগল কিশোর॥
সহচরিযূথ সবহুঁ সুখে চায়।
কৃষ্ণকান্ত নয়নে শীধু সম ভায়॥ ৬॥

শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি

তথারাগ

কৈছে সুরঙ্গিণি কয়লি পয়ান।
যৈছন মোহন মুরলি বজান॥
কৈছনে জানলি হাম ইহ ঠাম।
অব তুহুঁ নহ কিয়ে অন্তরধাম॥

বেশ পসারলি কৈছন রঙ্গে।
মনহি মনোভব যৈছে তরঙ্গে॥
তেঁঞি বুঝি মঝু পূরবি আশ।
কোন সুরঙ্গিণি হোত উদাস॥
তব অব বিরচহ নটন বিলাস।
কামিনি করু কিয়ে আগে নিকাশ॥
ঐছন নাগরি নাগর ভাষ।
সহচরি-শ্রবণহি অমিয়া বিকাশ॥
কৃষ্ণকান্ত কহ শুনি সখিবৃন্দ।
আগে ধ্বনিত করতাল মৃদঙ্গ॥ ৭॥

রাসনৃত্য

তথারাগ

রাসরঙ্গথল পরম সুশীতল
সহচরিগণ তহি ঘেরি।
দুহুঁ মুখ চাহি পাই পরমানন্দ
বাজনযন্ত্রে তন্ত্রে করু মেলি॥
রঙ্গিণি রাই রঙ্গিয়া শ্যামরায়।
দুহুঁ দুহুঁ চাই দুহুঁক মুচুকায়নি
ঝুলাই নূপুর পরবেশল তায়॥ ধ্রু॥
শ্যামর গোরি হোই অতি উলসিত
রচই সরস পরবন্ধ।
ইনহি ইনহি মঝু ওর সেঁ গাওব
সখিক ভাগ নিরবন্ধ॥
নরতন মঙ্গল পরম সুসংকুল
গাওত বাওত আলি।
রহি রহি পাদ পসারত দুহুঁ জন
বাওনি বোলে ভালি ভালি॥
হেরি হেরি নাগর নাগরি সুনর্ত্তন
উয়ল সহচরি সুখ।
কুণ্ডলতা কিয়ে এ রসে মিটায়ব
কৃষ্ণকান্ত অন্তর দুখ॥ ৮॥

তথারাগ

নটন ছন্দ শ্যাম অঙ্গ
অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ রঙ্গ
মণি আভরণ চমকি চালি
তহিঁ ফিরায়ত বাঁশিয়া।
গৌরিক গান অতি সুতান
সঙ্গিনি মান তহিঁ মিশান
অতিহুঁ সুভগ দেত তালি
নটিনি গরব নাশিয়া॥
নবকিশোর নটত ভোর
কত বিমোহ নহত ওর
তবহি অঙ্গ সংকোচকারি
তবহি অতি বিথারিয়া।
নবিন নারি পূরত তারি
নব সুতান কত সঞ্চারি
তবহিঁ সুর সুখসোঁ গাই
তবহি উচ উচারিয়া॥
চান্দনি রাতি অনুপ ভাতি
অতিহুঁ দ্যুতিত গৌরিক কাঁতি
হেরি থকিত ও গিরিধারি
কহত ইষত হাসিয়া।
শুনহ গোরি অবশে ভোরি
নটন রঙ্গ অতি বিভোরি
হাতে ছোয়ব গীতকারি
সঙ্গহি ফিরব চাহিয়া॥
ততহি বেলি সখিনি মেলি
ধনিক চান্দবদন হেরি
তুঁহি পূরহ ইহিক সাধ
শ্যাম লেওত যাচিয়া।
শুনত বোল সুখ হিল্লোল
রাই সাজত নিজ নিচোল
তবহিঁ হেরব কৃষ্ণকান্ত
আনন্দ সাগরে ভাসিয়া॥ ৯॥

তথারাগ

সহজে অনুপ সুন্দরি রাই।
বিবিধ সুভাতি পদ বাঢ়াই॥
কবহিঁ অঙ্গকে আধ প্রকাশ।
কবহিঁ ঝাঁপই জনু তরাস॥
যবহুঁ চলত অতি সুমন্দ।
তবহিঁ হোয়ত খঞ্জন বন্ধ॥

ঐছন সুঘড় নাগর রায়।
সুষম বিষম গমক গায় ॥
হেরি সুরঙ্গিণি সঙ্গিনি চীত।
বিহসি কহত ইহক জীত ॥
উলাসে রসিক সো সব সাথ।
ফিরি ফুকরত ঐছন বাত ॥
কিয়ে অদভুত রসবিলাস।
সহচরিগণ অতি উলাস ॥
দুহুঁক চান্দবদন হেরি।
কহে সুবচন সবহুঁ ঘেরি ॥
শুন হেম গোরি এ ঘনশ্যাম।
নিজ জনগণ পুরহ কাম ॥
দুহুঁ জন মেলি গতি সুরঙ্গ।
অব বিরচহ নটনরঙ্গ ॥
কৃষ্ণকান্ত কহ নাহি সন্দেহ।
নাগরি নাগর ঐছন নেহ ॥ ১০ ॥

তথারাগ

নাগরি নাগর সব গুণ আগর
আনন্দ সাগরে ভাসি।
সুভগ বিলোচন ভাব সু-সুচন
বয়নহি রঙ্গ তরঙ্গ পরকাশি ॥
সখি হে কিয়ে ইহ অপরুপ রঙ্গ।
চাহনি ভাওনি অঙ্গ মোড়ায়নি
গাওনি একহি সঙ্গ ॥
শ্যামর কায় নটনে হিলায়ত
বাত ঘটিত বনমাল।
চম্পক গোরি সুভঙ্গে সুকম্পই
যৈছন বিজুরিক জাল ॥
চরণক চাল বিশাল মিশাওত
শোভা বরণি না হোয়।
এ কৃষ্ণকান্ত নিতান্ত নিধারল
সতত অন্তরে রহু মোয় ॥ ১১ ॥

গোবর্দ্ধনে রাসরঙ্গ

তথারাগ

গিরিবররাজ মাঝ পরম থল
শোভে শাখী ফুলদল সাথি।
দরশে কলানিধি উরধে সু-থাম্বিত
গন্ধহি অম্বিত ভৃঙ্গক পাঁতি ॥
মৃদুতর পবন সেবন রসে ফীরত
কুসুম গন্ধ সঞে মেলি।
অণ্ডজ পাঁতি মাতি দরশ রসে
রাতিক গতি ভুলি গেলি ॥
সখি হে কিয়ে ইহ পরম আনন্দ।
রাধামোহন শ্যাম বিমোহিনি
নাচত অতুল প্রবন্ধ ॥ ধ্রু ॥
নাগরি ডাহিন ভুজ সুবিরাজিত
শ্যাম বাম ভুজ সঙ্গে।
নীলিম হেম মৃণাল কি খেলত
আনন্দ সায়র তরঙ্গে ॥
নটন বেগে যব অন্তরিত দুহুঁ জন
তবহি মিশায়ত অঙ্গ।
কর পদ চালনি কঙ্কণ কিঙ্কিণি
করতহি বিবিধ তরঙ্গ ॥
দুহুঁ অঙ্গ মাধুরি দুহুঁ অবলোকই
দুহুঁজন নয়ন বিভোর।
কৌতুক লাগি আনত চলই হেরু
তবহি দুহুঁক মুখ ওর ॥
প্রতি লতা শাখিক আশ পুরাইতে
নিয়ড়ে নিয়ড়ে চলি যায়।
চৈতন্য চরণ কৃষ্ণকান্ত নিতান্ত-ধন
(ইহ বিনু) লোচন কৈছে জুড়ায় ॥ ১২ ॥

তথারাগ

একে গিরি গোবর্দ্ধন তাহে সুশোভন বন
তাহে আর চান্দনিয়া রাতি।
মণ্ডলীর চারি পাশে বিচিত্র বন্ধনে ভাসে
নানাবর্ণে শিলা পাঁতি পাঁতি ॥
হেরি হেরি দুহুঁজন অতি উল্লসিত মন
পরম মোহন নৃত্য করে।

অঙ্গ শোভা মনোরম আন আন নিরখণ
অন্তরে আনন্দ নাহি ধরে॥
রসভরে দুহুঁ কায় ঢলিয়া ঢলিয়া যায়
শিথিলিত ভৈ গেল ছরমে।
দুহুঁক রাতুল আঁখি লোহিত ললিত পাখি
মুখশশী তিতিল ঘরমে॥
দুহুঁক সঙ্গেতে হাসে সখী মিলি দুহুঁ পাশে
তছু কান্ধে ভুজ আরোপিয়া।
স্বছন্দ খলিত পায় লঘুতর চলি যায়
ধৈরজ ধরিতে নারে হিয়া॥
চারি পাশে পরিজন করে নানা সুসেবন
দুহুঁ অঙ্গ ভঙ্গী নিরখিয়া।
কেহ গন্ধ দেই গায় কেহু কেহু মন্দ বায়
কেহু চলে ফুল বরষিয়া॥
কেহু বা কাহুকে কহে আর নৃত্য ভাল নহে
রসভরে আলুইল দুহুঁ।
গাওনি বাওনি রাখ আপন ছরম ভাখ
তাহা শুনি দুহুঁজন রহু॥
কেহু বোলে ভাল ভাল এই সে উদ্যোগ সার
তুরিতে করিয়ে আর কাজ।
কোমল কুসুম আনি বিরচহ শেজখানি
যাহাঁ হয়ে দুহুঁক বিরাজ॥
হেনই সময়ে কবে কাহুকে ইঙ্গিত হবে
এ হেন সেবনে নিযোজনে।
চৈতন্য চরণ দাস কৃষ্ণকান্ত পূর্ণ আশ
পরম দুর্ল্লভ এই ধনে॥ ১৩॥

সখীগণের সেবা

তথারাগ

এ অতি কমলিনি উহ সুকুমার।
রসভরে নিজ নিজ নাহিক সাম্ভার॥
নয়ন ঢুলাঢুলি ঘরমিত মুখ।
অঙ্গ মোড়ায়নি ভূরি কৌতুক॥
হোর দেখ রে সখি দুহুঁ অবলীলা।
দুহুঁ জন দুহুঁ অঙ্গে রহতহি হিলা॥
হেরি দিঠি অঞ্চলে হরি মুখ চাই।
অঞ্চলে বীজই ভূরি চমকাই॥
রসবতি রাই রসিক বর হেরি।
কহতহি হাসি সরস তনু তেরি॥
কহইতে নিরখই শ্যাম বয়াম।
মৃদুতর কর দেই ঠেলই ঘাম॥
দুহুঁ পদ চলনে না পায়ই থেহ।
নরতন রাখি থকিত ভেল দেহ॥
চৈতন্য চরণ ধন কৃষ্ণকান্ত দাস।
তবহুঁ মিলাব দুহুঁ শেজক পাশ॥ ১৪॥

তথারাগ

নরতন বেগহি ছরমিত দুহুঁ তনু
বহুত ঘরম বহি যায়।
দুহুঁ জন কন্ধরে দুহুঁ শির হেলন
তবহি চমকি মুচকায়॥
সখি হে অব নহ বিলম্ব উচিত।
কর অবলম্বনে দুহুঁক পধারহ
শয়নক সীম তুরিত॥
আভরণ বহুতর অম্বর স্বেদভর
এহ সব যতনে ওলাই।
চীনবসন পুন কুসুম বিভূষণ
পীন ঘুসৃণ পহিরাই॥
মরমক বচন শ্রবণে অতি উলসিত
করলহি ঐছন নিতান্ত।
সুশিতল জল ভরি ঝরঝরি সাজব
ঐছন সময়ে কৃষ্ণকান্ত॥ ১৫॥

তথারাগ

সহজহি ভূধর পরম মনোহর
তাহি নিকুঞ্জবর সাজ।
কুসুম সুশোহন পরিজন লোচন-
রোচন তলপক মাঝ॥
দেখ সখি যুগল কিশোর।
অতিতর রাতি সুমাতি নটন রসে
ছরমহি বৈঠল ভৈ অতি ভোর॥
মদভরে লোচন লহু লহু ঘুরত
অন অন অপঘন করু অবলম্ব।
দুহুঁজন কন্ধরে দুহুঁ ভুজ বল্লরি
বিগলিত কেশ বেশ নিবিবন্ধ॥

শ্যামর বাম কপোল বিরাজিত
নাগরি দাখিণ কপোল।
কাঞ্চন দরপণ মরকত দাপণি
আধ ঝলকে ছবি লোল॥
নাগর সরস হৃদয় তট লম্বিত
নাগরি আধ উরোজ।
শ্যামর সাগরে আধ ডুবায়ল
বৈছন হেম সরোজ॥
বিগলিত নীলিম পটহি পীত পট
আধ আধ লপটাই।
জন ঘন দামিনি এ দুহুঁ দরশ লোভে
শেজ মাহি গড়ি যাই॥
হেরি হেরি রূপ অনূপ শোহায়নি
মঝু মন ভৈ গেল অতি লুবধাই।
এ কৃষ্ণকান্ত নিতান্ত সুখ শেজহি
কব হেরব তহি দুহুঁক শুতাই॥ ১৬॥

তথারাগ

হেম সরোরুহ গোরিক কাঁতি।
প্রেম পরাক্রমে লোহিত ভাতি॥
অঞ্জন গঞ্জন নীলিম ভাস।
অরুণোদয় ঘন কানু পরকাশ॥
এ দুহুঁ অন্তর আনন্দ ধূমে।
বিছুরল বাহির রহল নিঝুমে॥
এ সখি ইহ খণ কহ না বিচারি।
কৈছনে শুতায়বি বিনি উপচারি॥
তুহুঁ সে সেয়ানি রচহ পরবন্ধ।
ছরম বিরম করু নব যুব দ্বন্দ্ব॥
রজনিক আধ অধিক বহি যায়।
নরতনে ভুলি তাম্বুল নাহি খায়॥
ললিতা বাত কহত অতি মীঠ।
নিজ সখি বদন হেরি মৃদু দীঠ॥
শ্রবণে উলাসিত আলি বিশাখে।
মঞ্জরি-যূথহি কয়ল কটাখে॥
সেবন পর ভেল সবহুঁ উলাসে।
তবহিঁ কি পূরব কৃষ্ণকান্ত আশে॥ ১৭॥

বিহগড়া

ললিতা ললিত বচনে সব সহচরি
পরিচরু পরম আনন্দে।
সহজে কলাবতি তাহে অতি আরতি
বিরচই বিবিধ সুছন্দে॥
ইহ সব আলিক বলি বলি যাই।
নাগরি নাগর সেবনে নিরন্তর
ইহ বিনু অন্তর বাহির নাই॥
কোই দৃঢ় অঞ্চল উঘাড়ি পয়োধর
দুহুঁক কর ভেল অবলম্ব।
কোই কটিতট পরিপাটি সুচাপই
কোই কোই বিপুল নিতম্ব॥
কোই কোই গীমক সীম সুমর্দ্দই
কোই পীঠ পরবন্ধ।
কোই কর অঙ্গুলি সান্ধি সুসেবই
কোই চরণ অরবিন্দ॥
আধ বিগত শ্রম দুহুঁক বদন পুন
চতুর এক সখি হেরি।
এক তাম্বুল অতুল ছন্দ করি
দুহুঁক অধরে ধরি দেলি॥
পাওন বেরি ভাওন আওত
দুহুঁক মনোহর হাস।
ইহ সখি চরণ মরমে নিমজ্জব
পাই পরানন্দ কৃষ্ণকান্ত দাস॥ ১৮॥

তথারাগ

সহচরি চাতুরি সেবন অশেষ।
বিবিধ ভুঞ্জায়ল সরস বিশেষ॥
খলিত শিখণ্ড চূড় কবরি বিথার।
সবহুঁ সমারল গলিত শিঙ্গার॥
মৃগমদ কুঙ্কুম চন্দনপঙ্ক।
কুসুমক হার সাজাওল অঙ্গ॥
কিয়ে কিয়ে এ দুহুঁ প্রেমক রীত।
আন আন হেরি আন ভেল চীত॥
রসিক সুনাহ কতহুঁ রস জান।
লালস ভরি হেরু ধনিক বয়ান॥

রাধা রমণি রমণ মতি হেরি।
আলিক জালে বুঝায়ল ফেরি॥
সহচরি যুথ সমুঝে দুহুঁ কাজ।
ওতে ওতায়ল ঘুম বিরাজ॥
কেলি দরশ রস লালস আতি।
তরল লতা সঞে নয়নক পাঁতি॥
কুঞ্জলতা তব কেলি বিলাস।
দরশি পুরাওব কৃষ্ণকান্ত আশ॥ ১৯॥

যুগলবিহার

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

তথারাগ

কর অঙ্গুলে হরি ধনিক বদন ধরি
হসি হসি বোলত বাণি।
এ তুয়া বদন চাহি মঝু অন্তর
কৈছন করত না জানি॥
সুন্দরি অতয়ে নিবেদিয়ে তোয়।
যৈছন সদয় হৃদয়ে সুখ দেয়লি
ঐছে রিঝায়বি মোয়॥
নিরুপম রূপ অমিয়া রস পানহি
নয়নক সাফলি দেখি।
প্রতিতনু সরস পরশ রস লোভহি
কাতর ভেল অলেখি॥
দারুণ মদন এ হেন জনে মারত
সবহুঁক গতি করু ভঙ্গ।
তেঁ মঝু অন্তর অসিম তাপ ভর
যাচত তুয়া তনু সঙ্গ॥
কহইতে শ্যাম ধাম ঘন কম্পই
কোরে ভিগায়ত শেজ।
রহি রহি শ্বাস বহত অতি গুরুতর
ধনি হেরি নিমিখ না তেজ॥
কিয়ে কিয়ে বোলি হোই অতি সচকিত
কোরে আগোরল রাই।
চৈতন্য শরণ কৃষ্ণকান্ত নিবেদই
দুহুঁক প্রেম বলি যাই॥ ২০॥

তথারাগ

শ্যামর চন্দ উত্তাপিত অঙ্গ।
হেরি বরনাগরি অতিহুঁ সশঙ্ক॥
কঠিন মানি হিয়ে কাঁচুলি ডারি।
তাহিঁ নিধারল ভূধর ধারি॥
সুকঠিন দরপক দুরতর কাজ।
মানি সুকামিনি পরিহরু লাজ॥
কর দেই ঠেলই নয়নক বারি।
অধরে অধর দেই চুম্বই অপারি॥
পাই পরমরস অতিহুঁ উদণ্ড।
শ্যাম সিতকারই পুলকিত গণ্ড॥
দুহুঁ মন মনোভব তরঙ্গ বিথার।
দুহুঁজন ভুলল সহজ বিচার॥
কো কি কর ইহ নহত নিতান্ত।
অতুল উলসিত হেরি কৃষ্ণকান্ত॥ ২১॥

তথারাগ

রাধা বদন বিমল মধু পানে।
মাতল শ্যামল চঞ্চল ভানে॥
ধনিক কলেবর কোমল আতি।
নিবিড় আলিঙ্গয়ে হিয়ে হিয়ে যাঁতি॥
এ সখি কিয়ে ইহ প্রেমক কাজ।
সুরতে কি জীতল পাঁচ-শর-রাজ॥
হরি পরিরম্ভণে ধনি ভেল ভোর।
তবহি সুহাসিত বহি দিঠি লোর॥
কোরে সুনাগরি দূরে গেয়ান।
ধনি মুখ সমুখহি ধরত ধেয়ান॥
তবহি পরাক্রম তবহি অথীর।
থেহ না পাওত শ্যামর বীর॥
রাইক প্রতিতনু সুকুসুম জান।
নিবিড় সুচুম্বই অলিক বন্ধান॥
অতিহুঁ উলাসে কহয়ে কৃষ্ণকান্ত।
অন্তরে জাগি রহু এ দুহুঁ নিতান্ত॥ ২২॥

তথারাগ

বিনোদিনীর বিনোদ কবরী খসি গেল।
হোর দেখ নাগরের চূড়া আউলাইল॥

আহা মরি রাই মুখ কি মধুর লাগে।
ঠাঞে ঠাঞি রাতুল শ্যাম অধরের রাগে॥
ও কি ও কি শ্যামচাঁদ মুখে ও রঙ্গিমা।
উহা দেখি সুখ উঠে নাহি পাই সীমা॥
হেম নীল কান্তি ধর বুকের খেলনে।
ওই ওই চিত্র রাগ ভৈ গেল খণ্ডনে॥
আই আই নিতম্বের নাহিক সামাল।
বসন ভূষণ সব হৈল উলঢাল॥
এ কি এ কি যুবরাজ দুরবল লাগে।
কমলিনী ক্ষণে ক্ষণে অতিশয় জাগে॥
গিরিবরে গিরিধর যবে কৈল রাস।
এই সে কারণ কহে কৃষ্ণকান্ত দাস॥ ২৩॥

সখীর উক্তি

তথারাগ

সহজে শিঙ্গারক সার কলেবর
রতিরণপণ্ডিত যোই।
সো হরি রাইক পাই পরশ রস
ধৃতি মতি সঙ্গতি সগরিহ খোই॥
সখি হে কিয়ে ইহ কেলি নিধান।
বিদগধ নাহক কিয়ে ইহ বৈদগধি
প্রেমক কিয়ে পরিণাম॥ ধ্রু॥
পরিসর বক্ষ দক্ষ পরিরম্ভণে
কামিনি ধৈরজ বিনাশ।
রাই উরোজ সরোজ ঘন ঘরষণে
সো ভেল অচল বিলাস॥
নিরবধি রাই অধর রস লালসে
রদনহি করু খণ্ড খণ্ড।
অধর বিথারি ধারি রহু সো মুখ
কমলিনি চুম্বই প্রচণ্ড॥
বহু সুখ পাই রাই-মুখ হেরই
গদ গদ কহ কিয়ে বাণি।
যবহিঁ পরাক্রম থোরি করত ধনি
পদহি নিধারত পাণি॥
হরিক এ হেন গতি হরিণি ঘটাওল
ভুলল রসভরে সহজ-বিলাস।
ধনি সুকুমারি বিশাল পরিশ্রম
কৃষ্ণকান্ত অন্তরে এ লাগি তরাস॥ ২৪॥

তথারাগ

কামিনি কাম কলা কিয়ে জীতল
নীচল শ্যামরদেহ।
যামিনি শেষ বেশ সব খণ্ডিত
তবহুঁ না পাওত থেহ॥
সখি হে হোর দেখ রাইক ঠাম।
স্বেদিত সবতনু শ্বাস বহত ঘন
কীয়ে করব পরিণাম॥ ধ্রু॥
শ্যামর বদন-কমল-মধু পানহিঁ
অবহি কি ভেল বিভোর।
অধরে অধর ধরি নিচলে নিচুম্বল
প্রতিতনু ঠোরহিঁ ঠোর॥
অতুল মদালসে সবহুঁ বিছুরল
শূতলি ধনি তনু ঢারি।
উহ কিয়ে কেলি কলা রস ভোরলি
কৃষ্ণকান্ত অন্তর নহত বিচারি॥ ২৫॥

তথারাগ

দুহুঁক বদনশশি ঝামর হইল।
দুহুঁ অবলম্বনে দুহুঁ সে রহিল॥
হোর দেখ রাই কানু অলস বিভঙ্গী।
কৈছনে রহত দুহুঁ প্রতি তনু সঙ্গী॥
অধরে অধর রহু চিবুকে চিবুক।
ভুজে ভুজ বল্লরি বুকহি বুক॥
জঘনে জঘনে রহু বসন নিধান।
পদ পঙ্কজ যুগ কোন সন্ধান॥
অতিহু নিরুপম বরণ মিশান।
দুহুঁ ভেল এক নিসংশয় মান॥
সপনকি জাগর একহি ধার।
কৃষ্ণকান্ত অন্তর বুঝই না পার॥ ২৬॥

তথারাগ

অঙ্গ মোড়াইছে এ ধনি যবে।
চমকি নাগর নেহারে তবে॥
অলসে অচল আপন দেহ।
অলপ বিচ্ছেদে না বান্ধে থেহ॥
ব্রজ নব নারি যে জন প্রাণ।
রাই অঙ্গ সঙ্গে নিজ না জান॥

সুকোমল জানি ধনিক গাত।
ঘুমে ঘুমাওত করহি হাত॥
কবহি কণ্ঠহি কণ্ঠক লোল।
কবহি নিকসে অমিয়া বোল॥
এ কিয়ে বদন কছু উঠাই।
ওঠ অধর মিঠ মিঠাই॥
কৈছন অলস নহ নিতান্ত।
ভূরি ভুলল এ কৃষ্ণকান্ত॥ ২৭॥

তথারাগ

কবরি বিথারিত বালিশ তলপে।
হরি নীলিম ভুজ ঠেসন অলপে॥
ধনি মুখ মণ্ডল হেরহ সজনী।
ধুসর চাঁদ কিয়ে ভেল রে রজনী॥
উচ কুচ কোরক নখরক দাগে।
শ্যাম সাজাওল নিজ অনুরাগে॥
শিথিল বাহু রহু নাগর কান্ধে।
মরকতে ঢালল হাটক ছান্দে॥
বিপুল নিতম্বহি বিগলিত বসনা।
কানুক জানু কতহি ভেল গহনা।
প্রতি তনু হেরইতে লাগয়ে চংক।
সবহুঁ শোহায়ত নাগর অঙ্গ॥

রতি রস আলসে অতিহুঁ বিভোর।
দুহুঁক বিভূষণ দুহুঁ জন কোর॥
যুগল কিশোরক অলস বিলাস।
হেরি কি পূরব কৃষ্ণকান্ত আশ॥ ২৮॥

বিহগড়া

শীতল সমীর বহত অতি মৃদুতর
অলিকুল ফুলদলে চলি গেল।
অণ্ডজ সবহু কবহু ঘন বোলত
শচিপতি দীগ অরুণ রুচি ভেল॥
সখি হে দারুণ বিহিক বিধান।
এ হেন নেহ সিরজি পুন অনুচিত
রজনি শেষ নিরমাণ॥ ধ্রু॥
দুলহ সুমীলন বিবিধ বিলাসহি
দুহুঁ তনু দুহুঁ নাহি তেজে।
রসভরে সো পুন অতি অবশায়িত
অবহি নিধারল শেজে॥
অলসক আধ ভোগ নাহি পূরণিত
কৈছে জাগাওব তায়।
কহ কৃষ্ণকান্ত নিতান্ত পুন ঐছন
দারুণ গুরুজন দায়॥ ২৯॥

[২৮৮৫]

কৃষ্ণানন্দ

ঝুলন লীলা, শ্রীগৌরচন্দ্র

কামোদ

প্রাবৃট কাল সুখদ মনোমোহন
সুরধুনি তীর উজোর।
চলত সমীর ধীর অতি শীতল
বরিখত থোরহি থোর॥
উলসিত গৌর কিশোর।
ঝুলত রঙ্গে সঙ্গে সব সহচর
পূরব ভাবে পহু ভোর॥ ধ্রু॥

রঙ্গ বিরঙ্গ সুরঙ্গ কুসুমময়
সুরুচির চারু হিণ্ডোর।
তা পর ঝুলত গৌর সুনাগর
প্রিয়হি গদাধর কোর॥
চৌদিকে ভকত ভাব বুঝি গায়ত
বায়ত যন্ত্রহি জোর।
কৃষ্ণানন্দ ভণ শ্রুতি মন লোচন
না পাওই আনন্দ ওর॥ ১॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলন লীলা

তুড়ী

ঝুলত ধনি চন্দ্রবদনী
জিনি সৌদামিনি ছটা॥
ঝুলত রঙ্গে নাগর সঙ্গে
প্রেম তরঙ্গে পুলক অঙ্গে
কিয়ে কাদম্বিনি পটা॥ ধ্রু॥
সুন্দর অলকে সিন্দুর ঝলকে
মৃগমদ তিলকে অলকা ললকে
মোতিমকে ঘটা॥
বিপুল নিতম্বা জিত উরু রম্ভা
কুচ করিকুম্ভা পুলককদম্বা
তুচ্ছ দাড়িম্বটা॥
সুখশালি তালি দেয়ত আলি
বলি ভালি ভালি রসালি রসালি
বনমালি সুনিকটা॥
শাঙন ঝম্পে মেঘ আরম্ভে
পবন আড়ম্বে ঘন ঘন দম্ভে
মনমথ উলটে ঝটা॥
কোকিলা কোকিলি মোরন ব্যাকুলি
গুঞ্জরে অলি কৃষ্ণানন্দ বলি
উঠত ভালি লপটা॥ ২॥

গান্ধার

ঝুলে নওল কিশোর।
কালিন্দী কূল কুসুম কানন
আনন্দে মন ভোর॥ ধ্রু॥
হেম কমলিনি নওল নাগর
বামে জোরহি জোর।
সুখদ শাঙন বিন্দু বরিখত
মেঘ থোরহি থোর॥
সঘন দামিনি দাম দমকত
করত চাতক শোর।
চলত শীতল মন্দ মারুত
নাচত আনন্দে মোর॥
সুঘড় অঙ্গনা রসিক নাগর
নাগরি করু কোর।
জলদ দামিনি এক-ঠামহি
যৈছে চাঁদ চকোর॥
রসবতী মুখ রসিক হেরত
আনন্দে নাহি ওর।
কৃষ্ণানন্দ মন সফল জীবন
নিরখি যুগল কিশোর॥ ৩॥

সুহই

ঝুলত রাধা মাধব গোরি।
ভুজহি দোহ' দোহাঁ বেড়ি॥
ললিতা ঝোকায়ত ভুবন ভোরি।
চামর ঢুলায়ে বিশাখা সুন্দরী॥
চিত্রা চম্পকলতা দেয়ত তারি।
রঙ্গ সুদেবি বোলে বলিহারি॥
নীল নীরদ রহু অম্বর ঘেরি।
ঝুরত রেণু সম শীতল বারি॥
বাজত যন্ত্র মধুর রস ঢারি।
বোলে রসাল পিক শুক শারি॥
ফণি বেণি কিবা লোলে মণিধারি।
রুনুঝুনু কংকণকিঙ্কিণি সারি॥
কৃষ্ণানন্দ দাস করহি কর জোড়ি।
অনিমিখে হেরত কিশোর কিশোরি॥ ৪॥

ধানশী

নিকুঞ্জ বনমে ঝুলত যুগল কিশোর।
মরকত কাঞ্চন মীলল যৈছন
কিয়ে দুহুঁ চাঁদ চকোর॥ ধ্রু॥
নয়নে নয়নে ঘন করত বিলোকন
সরস পরশে দুহুঁ ভোর।
দুহুঁ মুচকায়ত আধ আধ বোলত
ঝুলত থোরহি থোর॥
পবন মন্দগতি হেরি দুহুঁ মুরতি
উলসিত নাচত মন্দ।
নব বৃন্দাবন ত্রিভুবন মোহন
নব নব কুসুম সুগন্ধ॥
নওল হিণ্ডোরে নওল নাগরি সঙ্গে
ঝুলত নাগর চন্দ।

রাধা কানু মুখ হেরি নাচত কত সখি
গায়ত মধুকর বৃন্দ॥
গগনে মনোহর ডগমগ জলধর
গরগর গরজই ধীর।
তড়িত ঘটা কত চাতক বোলত
ঝর ঝর মৃদু নীর॥
সহচরি গায়ত মধুর ঝঙ্কায়ত
ঝুলত যুগল কিশোর।
কৃষ্ণানন্দ হেরি রসিক-কলাবতি
কেলি কলানিধি কোর॥ ৫॥

ধানশী

ঝুলিতে ঝুলিতে কানু চাঁদ মুখে লৈয়া বেণু
রাই বলে আলাপ মল্লার।
ভাল বলি আলাপিতে রাইয়ের কটাক্ষ পাতে
ভুলি গেই ও নন্দ কুমার॥
দেখি হাসে যতেক আহিরী।
মল্লার আলাপিতে গান্ধার গৌরী খেণে
সুহই খেণে আসোয়ারী॥ ধ্রু॥
তঁহি রসবতী হাসি আপনে বাজান বাঁশী
বিধিমতে আলাপে মল্লার।
গগন ঢাকিল মেঘে সভে চমৎকার দেখে
সখীগণে বোলে বলিহার॥
রাই মন বুঝি শ্যাম নিজ কণ্ঠ মণি দাম
ভালি বলি রাই গলে দিল।
দেখিয়া রাধার জয় ললিতা আনন্দময়
কৃষ্ণানন্দ নাচিতে লাগিল॥ ৬॥

[২৮৯১]

গোবর্দ্ধন দাস

শ্রীগৌরাঙ্গের অভিষেক লীলা

মঙ্গল

গৌর সুন্দর পরম মনোহর
শ্রীবাসপণ্ডিত গেহ।
শোণ চম্পক কনক দরপণ
নিন্দি সুন্দর দেহ॥
বসিয়া গোরা পহুঁ হাসিয়া লহু লহু
কহয়ে পণ্ডিত ঠাম।
তোহারি প্রেমরসে এ মোর পরকাশে
দেখহ সো পহু হাম॥
শুনিয়া পণ্ডিত অতিহুঁ হরষিত
চরণতলে গড়ি যায়।
করয়ে স্তুতি নতি প্রেমজলে ভাসি
পুলকে পূরল গায়॥
ভাগবতগণে আনিয়া তৈখনে
পহুঁক করে অভিষেক।
বারি ঘট ভরি রাখল সারি সারি
গন্ধ আদি পরতেক॥
মুকুন্দ গদাধর পণ্ডিত দামোদর
মুরারি হরিদাস গায়।
উঠিল জয়ধ্বনি মঙ্গলরব শুনি
নদীয়া নরনারী ধায়॥
পণ্ডিত শ্রীবাস পরম উল্লাস
পহুঁক শিরে ঢালি বারি।
চৌদিগে হরিবোল বড়ই উতরোল
মঙ্গল রব সব নারী॥
নিতাই অদ্বৈত অতিহুঁ হরষিত
হেরই ডাহিন বাম।
সিনান সমাপল বসন পরায়ল
পূরল সব মন কাম॥
কতহুঁ উপচারি পূজল গৌরহরি
ভোজন আসন বাস।
দণ্ডবত নতি করল বহু স্তুতি
কহু গোবর্দ্ধন দাস॥ ১॥

হোরি রসোদ্গার

বিভাস

গৌর বরণ হিরণ কিরণ
অরুণ বসন তায়।
রাতা উতপল নয়ন যুগল
প্রেমধারা বহি যায়॥
দেখ দেখ নবদ্বীপ রাজ।
ভাবে বিভোর সদা গর গর
মধুর ভকত মাঝ॥ ধ্রু॥
কহয়ে আবেশে পূরব বিলাসে
মধুর রজনী কথা।
অমিয়া ঝরণ ঐছন বচন
হরল মনের বেথা॥
শুনি হরষিত সকল ভকত
প্রেমের সাগরে ভাসে।
সে সব সোঙরি কান্দয়ে গুমরি
দীন গোবর্দ্ধন দাসে॥ ২॥

উত্তর গোষ্ঠ

শ্রীগান্ধার

পাল জড় করি শিশুগণ মেলি
নামাইল যমুনা জলে।
আনন্দে গোগণে করে জলপানে
পিও পিও সভে বোলে॥
উচ্চ পুচ্ছ করি জলে পেট ভরি
উপরে উঠিল ধেনু।
রাখাল মেলিয়া হেলিয়া হেলিয়া
ঘন বায় শিঙ্গা বেণু॥
নব তৃণ পাইয়া ধেনু খাইয়া খাইয়া
ভ্রময়ে যমুনা তীরে।
নন্দের নন্দন করি গোচারণ
সখাগণ সঙ্গে ফিরে॥
বেলি অবসান দেখি বলরাম
ধেনুগণ লৈয়া সুখে।
কৃষ্ণ মাঝে করি সখাগণ ঘেরি
চলিলা গোকুল মুখে॥
গোষ্ঠে প্রবেশিয়া গোগণ রাখিয়া
সুখেতে মিলিলা মায়।
পুত্র কোলে নিলা পরাণ পাইলা
দাস গোবর্দ্ধন গায়॥ ৩॥

হোরি লীলা

তুড়ী

আজু কোই কুলবতি নাহি বাহিরাব।
যমুনা সিনানে কোই নাহি যাব॥
বিপতি পড়ল আজু যুবতি-সমাজ।
সখাগণ সঙ্গে খেলই যুবরাজ॥
পন্থহি পন্থ ঘেরল চহুঁ ওর।
সব ব্রজ বালক তাহে আগোর॥
বটু সুবল দুহুঁ ভেল এক ঠাম।
যুথহি যুথ কয়ল নিরমাণ॥
ভরি পিচকারি লেই সভে হাত।
ঘন বরিখণ জনু পড়তহিঁ মাথ॥
আবিরে না হেরিয়ে দীগ বিদিগ।
রঙ্গে বসন বহি যাওত ভীগ॥
কহ গোবর্দ্ধন রহ গৃহ মাহ।
কোই জনি মন্দির ছোড়ি বাহিরাহ॥ ৪॥

কামোদ

ঘন মুরলী ধ্বনি ডম্ফ শব্দ শুনি
উমড়ই হৃদয় বিশাল।
হো হো হোরি সঘনে তহিঁ গরজন
উনমত যত ব্রজবাল॥
মাঝহি মনমথ রাজ।
নবঘন অরুণ বরণ তনু হেরইতে
তেজই কুলবতি লাজ॥ ধ্রু॥
চুয়া চন্দন মৃগমদ কুঙ্কুম
পিচকারি ভরি সভে লেই।
সব জন কোপে কোপিত হই দুহুঁ দুহুঁ
নয়ন বয়ন পর দেই॥

ইহ দিনে কৈছে রহিতে কহ ঘর মাহা
সো সুখে হোই নৈরাশ।
গণ সঞে আজি যাই তহি হেরব
সঙ্গে গোবর্দ্ধন দাস॥ ৫॥

হোরি লীলাভিসার

তথারাগ

কি করব এ সখি মন্দির মাহ।
ইহ মধু যামিনি সব ব্রজ কামিনি
বৃন্দাবিপিনহি যাহ॥ ধ্রু॥
হোরী রঙ্গ তরঙ্গিত শ্যামর
বিহরই কালিন্দি তীর।
সোঙরি সোঙরি মন করত উচাটন
যতনে না হোয়ত থীর॥
কি করব গুরুজন পরিজন দুরজন
ইহ সবে না কর নেহার।
সহচরি সঙ্গহি পরম নিশঙ্কহি
কানু সঞে করব বিহার॥
মৃগমদ চন্দন কুসুম হারগণ
যতনে ঝাঁপি লেহ হাত।
তাম্বুল কপুরযুত লেই চলহ দ্রুত
গোবর্দ্ধন চলু সাথ॥ ৬॥

কামোদ

ঋতুপতি যামিনি কালিন্দি তীর।
বিকসিত ফুলচয় কুঞ্জ কুটীর॥
কোকিল কুল করু পঞ্চম গান।
গুঞ্জরি চঞ্চরি করু মধুপান॥
চান্দনি রজনি উজোরল তায়।
সুমলয় পবন বহই মৃদু বায়॥
ঐছন সময়ে বিহরে মঝু নাহ।
কি করব অব হাম মন্দির মাহ॥
সো মুখ যব মঝু উপজয়ে চীত।
অতি উতকণ্ঠিত না মানয়ে ভীত॥
কতয়ে মনোরথ মন মাহা হোয়।
কৈছন রভসে মিলব পিয়া মোয়॥

তুরিতে চলহ সখি পূরব আশ।
সঙ্গহি চলব গোবর্দ্ধন দাস॥ ৭॥

তথারাগ

বাজে দিগ দিগ থৈ থৈয়া হোরি রঙ্গে॥ ধ্রু॥
কিশোর কিশোরি সখিনি মেলি
তপনতনয়া তীরে কেলি
সুখময় অতি মধু ঋতুপতি
রতিপতি তথি সঙ্গে॥
মসৃণ ঘুসৃণ চুবক চন্দন
যন্ত্ররন্ধ্রে বরিখে সঘন
অরুণ বসন ললিত রসন
শ্রমজল গল অঙ্গে।
বীণ মুরজ সর উপাঙ্গ
দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমি মৃদঙ্গ
চঞ্চল গতি খঞ্জন জিতি
নৃত্যতি অতি ভঙ্গে॥
গাওয়ে গমকে গোপি মেলি
গৌরি গুর্জ্জরি রামকেলি
সুভগা সহিনি সুহই সাহানি
সঙ্গিত রস তরঙ্গে।
যূথে যূথে যুবতিবৃন্দ
মাঝে শোহত গোকুল চন্দ
গোবর্দ্ধন হৃদি বর্দ্ধন
করু মর্দ্দন অনঙ্গে॥ ৮॥

পদ্মাকে বঞ্চনা

কামোদ বসন্ত

পদ্মা সখি সহ আওল শুনলু
খেলব নাহক সাথ।
বংশীবট তট মীলন ভেল বুঝি
ফাগু যন্ত্র করি হাত॥
সজনি ইহ দারুণ পরমাদ।
ঐছন ভাতি রচন করি চল সখি
যাই করিয়ে সব বাদ॥ ধ্রু॥

ভদ্রা শ্যামলা সহ সব মীলব
যূথে যূথে এক হোই।
সভে মিলি ফাগু তিমির করি বেঢ়ব
লখই না পারই কোই॥
ঐছনে কানু লেই সভে আওব
তুরিতহি নিধুবন পাশ।
গোবর্দ্ধন কহ আনন্দে খেলহ
পদ্মা পাউ নৈরাশ॥ ৯॥

তৈখনে দূর সঞে হেরলুঁ হাম।
যূথহি যূথ কয়ল এক ঠাম॥
ভদ্রাদিক আসি মীলল মোয়।
বহুতর ফাগু উড়ায়ল সোয়॥
ফাগু রঙ্গে সকল করলুঁ আন্ধিয়ার।
নারি পুরুষ কোই লখই না পার॥
ঐছনে কানুক মাঝহি ঘেরি।
আনলুঁ নিধুবনে সো নাহি হেরি॥
তাহাঁ যাই সবহুঁ হোই এক ঠাম।
পিয়া সঞে খেলি পুরায়লুঁ কাম॥
সো সব কি কহব পুছ সখি পাশ।
গোবর্দ্ধন কহ পূরল আশ॥ ১১॥

হোরি রসোদ্গার

তথারাগ

ঋতুপতি রয়নি বিলাসিনি কামিনি
আলসে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
কাঞ্চন বরণ হরণ তনু অরুণিত
মধুর মধুর মৃদু ভাখি॥
সব সহচরিগণ আওল তৈখন
এক জন করয়ে পুছারি।
কহ ধনি কৈছনে গিরিবরধর সনে
কালি খেললি পিচকারি॥
পদ্মা সহচরি কৈছনে বাঁচলি
বাঁচলি তুমুল সংগ্রামে।
গৃহপতি সেবন কাজে রহলুঁ তব
যাই না পেখলুঁ হামে॥
শুনি তব রসবতি হরিষে ভরল মতি
কহ সোই কৌতুক ভাষ।
সো বচনামৃতে শ্রবণ জুড়ায়ই
ইহ গোবর্দ্ধন দাস॥ ১০॥

শ্রীরাধার উক্তি

ধানশী

শুন শুন আজুক কৌতুক কাজ।
মীলল যব হাম নাগর রাজ॥
চন্দ্রাবলী নিজ সহচরি মেলি।
আওল কানু সঞে করইতে কেলি॥

সুহিনী

কি কহব সো রসরঙ্গ।
কানু খেলই মঝু সঙ্গ॥
সুবল সখা করি বাম।
সমুখে দাঁড়াইলুঁ হাম॥
ললিতা ডাহিনে রহু মোর।
হেরি কানু ভেল ভোর॥
করহি খসল পিচকারি।
ঐছে পড়ল তনু ঢারি॥
সচকিত হোই হাম ধাই।
কোরে আগোরলুঁ তাই॥
বয়নে বয়ন যব দেল।
ইষত শ্বাস তব ভেল॥
করে করি মাজিয়ে মুখ।
হেরইতে বিদরয়ে বুক॥
ক্ষণেকে চেতন যব হোই।
চৌদিশে হেরই সোই॥
কহই রাই কাহাঁ গেল।
ইহ দুখ বিহি কাহে দেল॥
হাম নিজ পরিচয় বাণী।
কতহুঁ কহলুঁ ধরি পাণি॥
তব মুখ হেরই মোর।
হাম রহু কোরে আগোর॥
সখিগণ চকিত আগুসারি।
বয়নে দেয়ল তব বারি॥

বৈঠল কুঞ্জহি' যাই।
তহি' সব কহল্ বুঝাই॥
প্রেম বিচিত্র বিলাস।
কহ গোবর্দ্ধন দাস॥ ১২॥

সখীগণের সেবা

শ্রীরাগ

শ্রমজলে ঢর ঢর দুহুঁক কলেবর
ভীগল অরুণিম বাস।
রতন বেদী পর বৈঠল দুহুঁ জন
খরতর বহই নিশ্বাস॥
আনন্দ কহই না যায়।
চামর করে কোই বীজন বীজই
কোই বারি লেই ধায়॥ ধ্রু॥
চরণ পাখালই তাম্বুল যোগায়ই
কোই মোছায়ই ঘাম।
ঐছন দুহুঁ তনু শিতল কয়ল জনু
কুবলয় চম্পক দাম॥
আর সহচরিগণে বহুবিধ সেবনে
শ্রমজল কয়লহি' দূর।
আনন্দ সায়রে দুহুঁ মুখ হেরই
গোবর্দ্ধন হিয়া পূর॥ ১৩॥

বসন্তবিহার

শ্রীরাগ

মধুর শ্রীবৃন্দাবনে ঋতুপতি বিহরণে
তরুলতা প্রফুল্লিত সব।
ফল ফুলে নম্র ডাল পুষ্পোদ্যান-শোভা ভাল
কোকিল ভ্রমর শিখি রব॥
হোরি রঙ্গে উনমত নানা যন্ত্র চমৎকৃত
গায় বায় বিলসয়ে শ্যাম।
রাই নিজ গৃহে থাকি অনুরাগে ডগমগি
গমন ইচ্ছুক সোই ঠাম॥
সখী সঙ্গে বিনোদিনী কান্তি জিনি সৌদামিনী
তাহে চিত্র অরুণ বসন।
যৈছে চলে পূর্ণচন্দ্র সঙ্গে লৈয়া তারাবৃন্দ
তৈছে ধনী যায় কুঞ্জবন॥
বহুবিধ যন্ত্র সঙ্গে কুঙ্কুম আবির রঙ্গে
নৃত্য গীতে সভার উল্লাস।
মিলল নাগর সঙ্গে আরম্ভিলা খেলা রঙ্গে
নিরখই গোবর্দ্ধন দাস॥ ১৪॥

বিহগড়া

বিহরে শ্যাম নবিন কাম
নবিন বৃন্দা বিপিন ধাম
সঙ্গে নবিন নাগরিগণ
নব ঋতুপতি রাতিয়া।
নবিন গান নবিন তান
নবিন নবিন ধরই মান
নোতুন গতি নৃত্যাতি অতি
নবিন নবিন ভাতিয়া॥
ইষত সরস মধুর ভাষ
সরসে পরশে করু বিলাস
রসবতি ধনি রস শিরোমণি
সরস রভসে মাতিয়া।
সরস কুসুম সরস সুষম
সরস কাননে ভেলি ভুষণ
রসে উনমত ঝঙ্কৃতি কত
সরস ভ্রমর পাঁতিয়া॥
মধুর কেলি মধুর মেলি
মধুর মধুর করয়ে খেলি
মধুর যুবতি মাঝে মধুর
শ্যামর গৌরি কাঁতিয়া।
কিবা সে দুহুঁক বদন-ইন্দু
তাহে শ্রমজল বিন্দু বিন্দু
আনন্দে মগন গোবর্দ্ধন
হেরিয়া ভরল ছাতিয়া॥ ১৫॥

বসন্ত

যূথহি যূথ রমণিগণ মাঝ।
বিহরই নাগরি নাগর-রাজ॥
বরিখত চন্দন কুঙ্কুম পঙ্ক।
নাচত গাওত পরম নিশঙ্ক॥

ঋতুপতি রয়নি উজোরল চন্দ।
পরিমল ভরি বহ মারুত মন্দ॥
বাওত কত কত যন্ত্র রসাল।
কত কত ভাতি ধরই করে তাল॥
সারি শুক শিখিকুল কোকিল রাব।
সৌরভে মধুকর মধুকরি ধাব॥
অপরূপ দুহুঁ জন অতনুবিলাস।
গোবর্দ্ধন হেরি বাঢ়য়ে উলাস॥ ১৬॥

[২৯০৭]

জগদানন্দ

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব

নদিয়া-ভূধরে- নীল-অম্বরে
গৌর দরশন দেল।
উদয়-ভূভৃতে রাহুকবলিত
আধশশি উগি গেল॥
দশদীশে হরিহরি বোল।
জপত জগভরি দাম ধরি হরি-
নাম ভই উতরোল॥
দুরিতদুরনীত সুদূরগত দিন
রজনী আন না জান।
হোত নিতি গান পুরাণ অধিয়ান
ভকতজন সম্মান॥
পাতকী-পামর দুখিত দুরগত
দীনহীন পরিপূর।
প্রেমধন সব জগত ভরু রহু
জগত বাহির দূর॥ ১॥

তথারাগ

জননী কোরে গৌর ভগবান।
ঘনঘন গগনে মগন রজনীকর
কর দরশাই রুদত একতান॥
বদনসরোজ উরোজে ন যোজই
দূর রহু সুচির রুচির খীর পান।
মোদ পায়সোদন নহ অনুমোদন
তজই ন রোদন অতি অগেআন॥
চাঁচর চিকুর-নিকর করে টানই
অতিশয় অনুনয় বিনয় না মানি।
হারক ডোরি তোড়ি মণিমোতিম
বিকিরতি ধরিতি না শুনে সমুঝানি॥
হঠ করি জননী অংসে করু দংশন
উহুহু উহুহু রবে না রোপই কান।
জগত সমুখে করি দরপণ অরপণ
মুখ দরশাই করল সমাধান॥ ২॥

---

[১] নবদ্বীপরূপ পর্ব্বতের (ভাগ্যরূপ) নীল আকাশে (শিশু) শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন দিলেন। ওদিকে উদয়াচলে রাহুগ্রস্ত আধশশী উদিত হইল। দশদিকে হরিহরি ধ্বনি (উঠিল) জগৎ ভরিয়া (লোকের) জপমালায় উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম জপ হইতে লাগিল। দুর্নীতি পাপ সুদূরে চলিয়া গেল। (তাহার পর হইতে) দিনরাত্রি (হরিনাম ভিন্ন) কেহ অন্য জানে না। নিতাই (হরিগুণ)গান, পুরাণপাঠ ও ভক্তগণের সম্মান হইতে লাগিল। পাতকী, পামর, দুঃখিত, দুর্গতিগ্রস্ত দীনহীন (সকলেই আনন্দে) পরিপূর্ণ হইলেন। প্রেমধন জগৎকে পূর্ণ করিল। (মাত্র পদকর্ত্তা) জগদানন্দ দূরে পড়িয়া রহিল।

[২] মায়ের কোলে (থাকিয়া) গৌর ভগবান মেঘাচ্ছন্ন আকাশস্থিত চাঁদকে হাত দিয়া দেখাইয়া একতানে কাঁদিতেছেন। (চাঁদকে দেখিয়াছিলেন, চাঁদ এখন মেঘে ঢাকা পড়িয়াছে, সেই চাঁদকে পাইবার জন্যই তাঁহার কান্না)। মায়ের স্তনে মুখ দিতেছেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়াই ক্ষীরপানকে দূরে রাখিয়াছেন (দুধ খান নাই)। আনন্দজনক পায়সান্নও অনুমোদন করিতেছেন না (পায়সান্নেও মন উঠিতেছে না)। অজ্ঞানের মত রোদনও ত্যাগ করিতেছেন না (অবুঝের মত কেবলই কাঁদিতেছেন)। নিজের চাঁচর-কেশ হাত দিয়া টানিতেছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের দেহলক্ষণ

বসন্ত

অপরূপ সব সুলখনযুত অঙ্গ।
নিরখিতে মুরছিত কোটিঅনঙ্গ॥
অবিদিতে বিদিত সব জানি।
গুপতে মুরারি গুপতে কহু আনি॥
পহিলহি বেকত সপত থল রঙ্গ।
তারপর ষট থল পেখিএ তুঙ্গ॥
তিন থল বিথল খরব তিন আর।
গম্ভির ফির তিন পেখি ইহার॥
দীঘল পাঁচ থল পাঁচ থল খীন।
অতএ লখিএ মহাপুরুষক চীন॥
গণহ সরব শুভ লচ্ছন সোই।
দ্বিজসুতে ইহ কিএ সম্ভব হোই॥
নদিয়ানগর পুরে দেখি বিপরীত।
চল কিএ অচল সকল পুলকিত॥
এতদিনে দূরে গেল সব মনতাপ।
কি জানি বা জগতের যাব তাপপাপ॥৩॥

তথারাগ

দিঠি পদ করতল তালু স্বাদন-থল
বদন-ছদন নখ রঙ্গ।
উর অরু শ্রীমুখ কটি কিবা সুনাসিক
সুললিত কাঁধ সুতুঙ্গ॥
গৌর অঙ্গ বলিহারি।
কটি সুললাট চারু উর পরিসর
নিরখত গুপত মুরারি॥
পুন তিন অঙ্গ জঙ্ঘ অরু মেহন
গিরিবা খরব আকার।
গভির নাভিসর ধী স্বর মনোহর
দীঘল পাঁচথল আর॥
নাসা চিবুক নয়ন জানু ভুজ পুন
পঞ্চ সূক্ষ্ম বিচারি।
অঙ্গুলিপরব রোম ত্বচ কচ
রদন জগত বিনিধারি॥ ৪॥

বিদ্যাশিক্ষা

তথারাগ

দিন দিন অপরূপ শচীর কুমার।
ত্রিজগত তাত তাত মাত আচরু
বালক-কাল ব্যবহার॥
লিখত ধরণীতল তদনু তালদল
কা-দি বরণাবলী আর।

অতিশয় অনুনয় বিনয়ও মানিতেছেন না। হারের ডোর ছিঁড়িয়া মণিমুক্তা মাটীতে ছড়াইয়া ফেলিতেছেন। মায়ের কাঁধে কামড়াইয়া দিতেছেন। (মায়ের) উহু উহু রবে কানই দিতেছেন না। বুঝাইলেও বুঝিতেছেন না। (পদকর্ত্তা) জগদানন্দ একখানি দর্পণ আনিয়া সম্মুখে ধরিয়া (গৌরকে তাঁহার) নিজের মুখ দেখাইয়া সমস্যার সমাধান করিলেন (গৌরাঙ্গ চাঁদের মত নিজের মুখ দেখিয়া চাঁদ পাইয়াছি মনে করিলেন)।

[৩] অপরূপ সমস্ত সুলক্ষণযুক্ত অঙ্গ দেখিয়া কোটি অনঙ্গ মূর্চ্ছিত হয়। (যাহা) অবিদিত (তাহা) বিদিত হইয়াছে, (নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী) সব জানিবার জন্য মুরারি গুপ্তকে গোপনে আনিয়া কহিলেন। প্রথম(তো অঙ্গের) সপ্তস্থলে রঙ্গ (রক্তিমা) প্রকাশিত (হইয়াছে)। তার পর ছয়টী স্থান উন্নত। তিন স্থান বিস্তারিত। তিনটী খর্ব্ব। আবার ইঁহার অঙ্গে তিনটী স্থান গভীর। পাঁচটী স্থান দীর্ঘ, পাঁচটী স্থান ক্ষীণ। অতএব মহাপুরুষের চিহ্ন দেখিতেছি। সেই সমস্ত শুভ লক্ষণ গণনা কর। ব্রাহ্মণ সন্তানে কি এ সব সম্ভব হয়? নদীয়া নগরের গৃহে বিপরীত দেখিতেছি। চল অচল (স্থাবর জঙ্গম ইহার আবির্ভাবে) সকলই পুলকিত। এতদিনে সমস্ত মনস্তাপ দূরে গেল। কি জানি হয়তো জগতের পাপতাপ যাইবে। (পদকর্ত্তা জগদানন্দের পাপতাপ দূর হইবে।)

[৪] শ্রীগৌরাঙ্গের চক্ষু, চরণ, করতল, তালু, জিহ্বা, ওষ্ঠাধর ও নখর আরক্ত। বক্ষ আর মুখমণ্ডল, নাসিকা, কটি ও স্কন্ধদেশ উন্নত। বলিহারি গৌরাঙ্গের অঙ্গ। মুরারি গুপ্ত দেখিলেন কটি, উত্তম ললাট, সুন্দর বক্ষ প্রশস্ত। আবার তিনটি অঙ্গ জঙ্ঘা ও গ্রীবা খর্ব্বাকার। নাভি সরোবর মনোহর, কণ্ঠস্বর ও বুদ্ধি গভীর। অঙ্গের অন্য পাঁচটী স্থল দীর্ঘ (যথা)—নাসিকা, চিবুক, নয়ন, জানু, এবং হস্ত সূক্ষ্ম হইতেছে ত্বক, কেশ, অঙ্গুলিপর্ব্ব, দন্ত ও রোম। জগদানন্দ নির্দ্ধারণ করিলেন।

জানল অলপে কলাপ আলাপন
পঞ্চাবদে সব শবদবিচার॥
দরশনে অবগত অভিমত কতশত
জানি পঢ়ল অলঙ্কার।
গঙ্গাদাস সঙ্গ পালি পিঙ্গল আদি
পয়োধি অবধি ভই পার॥
বেদ বিভেদ পঢ়ি পঢ়ি খেদ করু
সকল নিগম ফলসার।
পহিল বিচারে স'পই যশ জগজন
দীগ্‌বিজয়ী জগত জকার॥ ৫॥

শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা

তথারাগ

বিহরে গৌরহরি নদীয়া-সমাজে।
চিকুরনিকর শির- শিখর শিখণ্ডক
দরশন জুড়াইতে সাজে॥
অলপে অলপে পরিসর দিন দিন
হোত ন সহত বিরাজে।
অভিনব কৃত কটি তটহি' নালিম ধটী
পীতম কলপ পটী রাজে॥
তাপর জগমন- শ্রবণ রসায়ন
কতশত কিংকিনী বাজে।
গলথল সতরল হার তরলতর
মৃগমদ-ললাটক মাঝে॥
বালক মেলি কেলি অবলোকত
বিসরল নগর-লোক গৃহকাজে।
মঞ্জীর রঞ্জিত কঞ্জচরণে গতি
পেখি জগত মন গাজে॥ ৬॥

সারঙ্গ

বিহরই দ্বিজকুলবালকসঙ্গ।
সমীরণ-সেবিত ' সুরধুনি তীরে
থীব বিজুরিসম অঙ্গ॥
নিরখত গঙ্গ তরঙ্গিনি-তুঙ্গ
তরঙ্গে বিহঙ্গম-রঙ্গ।
সারস জনু বেণু বাওই মৃদুমৃদু
হংস চুম্বনে চঙ্গ॥
সকল সুহৃদজন অনুপম বেশ বনি
বয় সম কতশত ঢঙ্গ।
করতল তাল দেয়ই চৌদিশে
গাবই রাগ সারঙ্গ॥

---

৫ দিন দিন শচীর কুমার অপরূপ (হইয়া উঠিতেছেন)। ত্রিজগতের পিতা (হইয়াও) জনকজননীর সঙ্গে (এবং অপরাপর বিষয়ে) বালক-কালোচিত ব্যবহার আচরণ (করিতেছেন)। প্রথমে ধরণীতলে (মাটীর উপরে হাতে খড়ি) তারপর তালপাতায় ক-আদি বর্ণাবলী লিখিলেন। অল্পদিন আলাপনেই কলাপ ব্যাকরণ জানিলেন। পাঁচ বৎসরেই শব্দ বিচার (শেষ করিলেন) দর্শনের কত শত অভিমত অবগত হইয়া অলঙ্কার শাস্ত্র পড়িলেন। গঙ্গাদাস অধ্যাপকের সঙ্গে (অধ্যাপনা স্বীকার করিয়া) পালিভাষা ও পিঙ্গলাদির (প্রাকৃত পৈঙ্গলাদির) সমুদ্র সীমা উত্তীর্ণ হইলেন। চারি বেদ এবং সকল তন্ত্রশাস্ত্রাদি পড়িয়া পড়িয়া (আর পড়িবার কিছু নাই বলিয়া) খেদ করিতে লাগিলেন। (অধ্যয়ন শেষে উপাধি পরীক্ষার সময় অথবা দিগ্‌বিজয়ীর সঙ্গে) প্রথম বিচারেই জগতের লোক প্রশংসা অর্পণ করিলেন। জগত ভরিয়া জয়ধ্বনি উঠিল অথবা পদকর্ত্তা জগদানন্দ জয়কার দিতেছেন।

৬ নদীয়া সমাজে গৌরহরি বিহার করিতেছেন। কেশকলাপের উপরে ময়ূরপুচ্ছ (মাথার কেশ চূড়ার মত করিয়া বাঁধা, তাহার উপর ময়ূরের পাখা) সাজ দেখিয়া চোখ জুড়ায়। অল্পে অল্পে দিন দিন বাড়িতেছেন, ব্যাজ সহে না। (বিলম্ব সহে না, বাধা ঘটে না)। কটিতে নূতন নীল রঙের ধড়া, তাহা পীত রঙের পটিতে বাঁধা। তাহার উপর জগজনের শ্রবণ মন রসায়ন (শ্রবণ মনের আনন্দ বর্দ্ধক) কত শত কিঙ্কিণী বাজিতেছে। গলদেশে তরলতর হার, ললাটের মাঝে মৃগমদ তিলক। বালকদলের সঙ্গে তাঁহার খেলা দেখিয়া লোকে গৃহকাজ ভুলিল। নূপুর শোভিত চরণ কমলের চলনভঙ্গী দেখিয়া জগতের লোকের মনে আনন্দধ্বনি উঠিতেছে (পদকর্ত্তা জগদানন্দের মন গান করিতেছে)।

প্রেমভরে দোলত   হরি হরি বোলত
নাচত নটবরভঙ্গ।
জগদানন্দ তহিঁ   নটনে ঘটন করু
মৃদুল মধুর মৃদঙ্গ॥ ৭॥

কৈশোরলীলা

সারঙ্গ

বিহরই নটবর গৌর শরীর।
ছরম ঘরম জল   পিবি চলু মৃদু মৃদু
শীতল মলয়সমীর॥
মুরজ মৃদঙ্গ   তুঙ্গ রবে পুলকিত
হুংকারি গরজে গভীর।
নটনঘটন-ছলে   বিপিন নি-ধাবই
সুললিত সুরধুনিতীর॥
সমবয় বালক   অভিমতপালক
অতএ সে সতত অথীর।
প্রিয়-পরিজনবশে   ও পদ-পদুম রস
সচল অচল কভু ফীর॥
নাচি নাচাবই   গাই গাওয়াবই
কতশত অন্ধ বধির।
করতলে তাল তুলি   ব্যাল কলিকাল
নিবারি জগতে করু থির॥ ৮॥

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ

কামোদ বৃহৎ যতি তাল

দামিনীদাম-দমন রুচি দরশনে
দূরে গেও দরপকি দাপ।
শোণকুসুম তাহে কোন গণইরে
প্রাতর অরুণ-সন্তাপ॥
গোরারূপের যাঙ্ বলিহারি।
হেরি সুধাকর মুরছি চরণে পড়ু
রহু দশনখ-রূপ ধারি॥
সুবরণ বরণ হেরি নিজ কু-বরণ
মানি আপন-মনতাপে।
নিজ তনু জারি ভসম সম করইতে
পৈঠল অনল-সন্তাপে॥
যা সম অধিক বিধিক নাহি অনুভব
তুলনা দিবার নাহি ঠোর।
জগদানন্দ কহু পহুঁক তুলনা পহুঁ
নিরুপম গৌরকিশোর॥ ৯॥

---

৭ (গৌরাঙ্গের) অঙ্গ যেন চিরস্থির বিদ্যুৎ। তিনি সমীরণ-সেবিত (বাতাসে স্নিগ্ধ) গঙ্গার তীরে ব্রাহ্মণ বালকগণের সঙ্গে খেলা করিতেছেন। গঙ্গার উত্তাল তরঙ্গের উপর বিহঙ্গের খেলা দেখিতেছেন। সারসের ধ্বনি (শুনিয়া মনে হইতেছে) যেন মৃদু মৃদু বেণু বাজাইতেছে। হংস (হংসী পরস্পর) চুম্বনে আহ্লাদিত হইতেছে। (তাঁহার) সকল বন্ধুরাই অনুপম বেশে সাজিয়াছেন, (তিনি তাহাদের সঙ্গে) বয়ঃক্রমোচিত কত শত ঢঙ্গে মাতিয়াছেন। চারিদিকে হাততালি দিয়া সারঙ্গরাগ গাহিতেছেন। প্রেমভরে দুলিতেছেন। হরি হরি বলিতেছেন। শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকের মত নাচিতেছেন। জগদানন্দ সেই নৃত্যে মৃদু-মৃদু মধুর মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন।

৮ নটবর শ্রীগৌরাঙ্গ বিহার করিতেছেন। মৃদুমৃদু শীতল পবন তাঁহার শ্রমজাত ঘর্ম্মজল পান করিয়া চলিতেছে (শীতল মৃদু পবনে তাঁহার ঘাম শুকাইতেছে)। মুরজ মৃদঙ্গের উচ্চরবে পুলকিত হইয়া তিনি গভীর গর্জ্জনে হুংকার করিতেছেন। নাচিবার ছলে সুরধুনী তীরবর্ত্তী উপবনের দিকে ধাইতেছেন। সমবয়স্ক বালকগণের অভিমত-পালক (মতানুবর্ত্তী তিনি) এই জন্য সতত অস্থির। প্রিয় পরিজনগণের বশীভূত হইয়া তাঁহার পাদপদ্মযুগল রসে মাতিয়া কখনো অচল কখনো সচল হইতেছে। (সখাগণের এবং পরিজনবর্গের আনন্দবিধান জন্য তিনি কখনো নাচিতেছেন, কখনো স্থির হইতেছেন)। নিজে নাচিয়া গাহিয়া কত শত অন্ধ বধিরকে নাচাইতেছেন গাওয়াইতেছেন। করতলে তাল (হাত তালি) দিয়াই কলিকাল রূপে কালসর্পকে নিবারণপূর্ব্বক জগতকে স্থির করিতেছেন (জগদানন্দকে নিশ্চিন্ত করিতেছেন)।

৯ বিদ্যুৎপুঞ্জকেও দমন (পরাজিত) করিবার মত (শ্রীগৌরাঙ্গের) সৌন্দর্য্য দর্শনে দর্পেরও (কন্দর্পেরও) প্রতাপ দূর হইল। (শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ দেখিয়া মদনেরও দর্প চূর্ণ হইল) তাহাতে আবার (গন্ধহীন) শোণপুষ্পকে কে গণনা করে? প্রভাত সূর্য্যেও তো সন্তাপ আছে (শোণ ফুলের গন্ধ নাই,

তথারাগ

গৌর কলেবর মৌলি মনোহর
চিকুর ঐছে নেহারি।
(জনু) হেমমহীধর শিখর চামর
দেই উর পর ডারি॥
পীন উর উপ- নীত কৃত উপ-
বীত সীতিম রঙ্গ।
(জনু) কনয়া ভূধর বেঢ়ি বিলসই
সুর-তরঙ্গিণী গঙ্গ॥
আধ অম্বর আধ সম্বর
আধ অঙ্গ সুগোর।
(জনু) জলদ সঞে অতি- বাল রবিছবি
নিকসে অধিক উজোর॥
জগত আনন্দ পহুঁক পদনখ
লখই ঐছন ছন্দ।
(জনু) মীনকেতন করু নির্ম্মঞ্ছন
চরণে দেই দশচন্দ॥ ১০॥

তথারাগ

নিতুই নৌতুন নিগূঢ় নিজরস
নীরনিধি নিরমাই।
নিয়ত নিমগন ন জানে নিশিদিন
নদিয়ানন্দ সদাই॥
নটই নব নটরাজ।
নন্দ্য নরহরি নিতাই নিরমিত
নগর নটন-সমাজ॥
নারি-নাগরি-নিমিখ না রহু
নিরখি নিরূপম কাঁতি।
নিঝরু নিরবধি নয়ন নীরজ
নীল নীরদ ভাঁতি॥
নিঠুর নিজনাহ নিদয় নিন্দই
নিলয়ে নাহি অভিলাষ।
নিচয় নিবেদই নবিন নিজজন
জগত-আনন্দ দাস॥ ১১॥

রংটাও এমন কিছু নয়। প্রাতঃকালের সূর্য্যকিরণেও দেহ উত্তপ্ত হয়। এবং সূর্য্য অন্তরের অন্ধকারও দূর করিতে পারে না। আর গৌরাঙ্গের অঙ্গগন্ধে ত্রিলোকের লোক মাতোয়ারা, রঙের তো তুলনাই হয় না। গৌরাঙ্গের অঙ্গকান্তিতে দর্শকের অঙ্গকে শীতল ও স্নিগ্ধ করে। ভিতরের অন্ধকারও দূর করিয়া দেয়।) গোরা রূপের বলিহারি যাই। রূপ দেখিয়া দশনখরূপধারণকারী আকাশের চাঁদ মূর্চ্ছিত হইয়া গৌরাঙ্গ চরণে পড়িয়া রহিল। (চাঁদ ভাবিল গৌরাঙ্গ চাঁদকে দেখিয়া আমাকে তো কেহ দেখিবে না। কিন্তু আমি যদি গৌরাঙ্গ চরণে আশ্রয় লই, তখন লোকে আমাকেই আগে দেখিবে) সুবর্ণ গৌরাঙ্গের বর্ণ হেরিয়া আপনাকে কুবর্ণ গণ্য করিয়া মনের দুঃখে আপন দেহ জারিয়া (পোড়াইয়া) ভস্মসমান করিতে আগুনের দহনে প্রবেশ করিল (বিধাতার সৃষ্টিতে দূরে থাকুক) বিধাতার অনুভবেও যে রূপের অধিক এমন কি সমতুল্য কোন রূপের কল্পনাও স্থান পায় না। যাহার তুলনা দিবার স্থল নাই, জগদানন্দ বলিতেছেন সেই গৌরকিশোরের উপমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মহাপ্রভুই মহাপ্রভুর একমাত্র তুলনা।

[১০] শ্রীগৌরাঙ্গের মনোহর মুকুট এবং কেশকলাপ এমনই দেখিতেছি যেন স্বর্ণ পর্ব্বতের শিখরদেশ তাঁহার বক্ষের উপর চামর ছড়াইয়া দিয়াছে। তাঁহার পেশল বক্ষে লম্বিত শ্বেতবর্ণের উপবীত দেখিয়া মনে হইতেছে সোনার পর্ব্বত বেড়িয়া সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা বিলাস করিতেছেন। অর্দ্ধ বক্ষে (উত্তরীয়) বস্ত্র অর্দ্ধ সম্বৃত। তাহাতে (গৌরাঙ্গের) গৌরতনু আধপ্রকাশ পাইতেছে। যেন মেঘের সঙ্গে প্রভাতের সূর্য্যের ছটা অধিক উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। জগদানন্দ প্রভুর (গৌরাঙ্গের) পদনখের এমনই ছাঁদ দেখিতেছেন,—যেন মদন দশটী চাঁদ দিয়া গৌরচরণ নির্ম্মঞ্ছন করিয়াছেন। (গৌরাঙ্গের চরণের নখ চাঁদের মত। মদন যেন দশটী নখরূপ চাঁদ গৌর চরণে নিছনি দান করিয়াছেন)।

[১১] নিরবধি নিত্য নূতন নিগূঢ় নিজরস সমুদ্র নির্ম্মাণ করিয়া নদীয়ানন্দ গৌরচন্দ্র সর্ব্বদা তাহাতেই নিমগ্ন থাকেন। নিশিদিন জানেন না। নরহরির অভিনন্দিত নিত্যানন্দ নির্ম্মিত (রচিত) নগরের নর্ত্তক সমাজে (নিজগণমধ্যে) নব-নটবর নৃত্য করেন। (গৌরাঙ্গের) নিরূপম কান্তি হেরিয়া নাগরী নারীগণের নয়নে নিমিখ রহে না। তাঁহাদের নয়নকমলে নীল মেঘের মত নিরবধি (বারি) ঝরিতেছে (নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু পড়িতেছে)। (তাহারা) নির্দ্দয়ভাবে নিজ পতির নিন্দা করে। গৃহবাসে (তাহাদের) আকাঙ্ক্ষা নাই। (শ্রীগৌরাঙ্গের) তাহারাই নূতন নিজ জন, জগদানন্দ নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন (অথবা শ্রীগৌরাঙ্গের নূতন আপনার জন সেবক জগদানন্দ দাস নিশ্চয় করিয়া ইহা বলিতেছেন)।

তথারাগ

শশধর-যশ হরু নলিন মলিন করু
বয়ন নয়ন দুঁহু তোর।
তরুণ অরুণ জিনি বসন রসন মণি
মোতিম জ্যোতি উজোর॥
চিতচোর গোর তুহুঁ ভাল।
জীতলি শীতল কিরণে হিরণ-মণি
দলিত ললিত হরিতাল॥
পদ কর শরদর- বিন্দ বিনিন্দহ
নখবর নখতর পাঁতি।
রসনা রসায়ন রদন-ছদন হেরি
মোতিম রোহিত কাঁতি॥
কণ্ঠ শুক দুরগতি ধরণী বরণি নহ
বিধিক অধিক নিরমাণ।
অতএ কতএ কুল- যুবতী উমতি ভেল
জগত জগতে করু গান॥ ১২॥

তথারাগ

চারু চাঁচর চিকুর চূড়হি
চপল চম্পকদাম।
চঞ্চলাচিত চোর মূরতি
চাহি চমকিত কাম॥
গৌরচন্দ্র উজোর।
চক্ষু চষকে চাহে চুমুকিতে
অখিল চিত্ত চকোর॥
চলিত চৌদিশে চূর্ণ কুন্তল
চঞ্চরী-চয় ভান।
চারু চীকন চীর চিনইতে
চামীকর মুরুছান॥
চতুর কুলবতিচিত্তচত্বরে
চিত্র চর্চ্চিত চন্দ।
চড়ল চিরদিন চলিত নহ পুন
ভণই জগত-আনন্দ॥ ১৩॥

শ্রীরাগ

নবদ্বীপ নীপসমীপ অপরূপ
রূপ কি পেখলুঁ আজ।
বদন সমীরিতে মদন জাগএ
হৃদয় সদনক মাঝ॥
কুলবতিচিত-চোর।
মাই রী মঝু মরমে পৈঠল
নওল গৌরকিশোর॥
মৌলি মালতি মাল-মধুমাতো-
আল মধুকর গায়।

[১২] শ্রীগৌরাঙ্গ, তোমার বদন চাঁদের যশ হরণ করিয়াছে। নয়ন পদ্মকে মলিন করিয়া দিয়াছে। তোমার বসনের ছটা প্রভাতের সূর্য্যকে এবং রসনা (কোমর বন্ধ) মণিমুক্তার উজ্জ্বল জ্যোতিকে জিতিয়াছে। গোর, তুমি ভাল (নিপুণ) মনচোর। শীতল অঙ্গ লাবণ্যে তুমি স্বর্ণ, ও মণির দীপ্তিকে এবং লালিত্যে দলিত হরিতালকে জয় করিয়াছ। তোমার চরণ এবং হস্ত শরৎকালের পদ্মকে, আর সুন্দর নখগুলি নক্ষত্র পংক্তিকে নিন্দা করিতেছে। তোমার রসনা (বাক্য) রসায়ন করে। দেখিতেছি তোমার দন্ত মুক্তার, অধর দ্যুতি আরক্ত কান্তির, আর কণ্ঠস্বর শুকের, দুর্গতি-দায়ক। মর্ত্ত্যের কোন বস্তুর উপমা দিয়া সে সব বর্ণনা করা যায় না। এ রূপ বিধাতার সৃষ্টির অধিক। (বিধাতার সৃষ্টির অতিরিক্ত, বিধাতা এমন রূপ সৃষ্টি করিতে পারেন না)। এইজন্যই রূপ দেখিয়া কত কুলবতীই না উন্মত্তা হইয়াছে। জগদানন্দ জগতে এই কথা গান করিতেছেন।

[১৩] সুন্দর চাঁচর (কোঁকড়ানো) চুল, চূড়ায় (বাতাসে) চঞ্চল চম্পক দাম। (রূপ দেখিয়া) চঞ্চলা (কুলরমণী) গণের চিত্তচোর ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া কাম চমকিয়া উঠে। গৌরচন্দ্র রূপে দেশ উজ্জ্বল করিয়াছেন। (অথবা লাবণ্যে উজ্জ্বল গোরাচাঁদ) অখিলের চিত্তচকোর ঐ রূপসুধা নয়নচষকে (নেত্ররূপ পানপাত্র ভরিয়া) চুমুকি লইতে চায় (চুমুক দিয়া পান করিতে চায়)। চারিদিকে চঞ্চল চূর্ণকুন্তল (অলকা পংক্তি) দেখিয়া ভ্রমরপংক্তি বলিয়া মনে হয়। চিক্কণ সুন্দর বস্ত্র চিনিতে গিয়া স্বর্ণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। (বসনের বর্ণ স্বর্ণ হইতেও উজ্জ্বল) চতুরা কুলবতীগণের চিত্ত চত্বরে (অন্তঃকরণের বিস্তৃত চাতালে) চন্দন চর্চ্চিত (গোরাচাঁদের) চিত্র চিরদিনের জন্য চড়িয়াছে (স্থাপিত হইয়াছে) আর স্থানচ্যুত হইল না। (সে চিত্র আর অপসারিত করা গেল না)—জগদানন্দ বলিতেছেন।

শ্রবণমনোহর চরণে মঞ্জির
সঘন মঞ্জুল বায়॥
ধরণী-ভরণী শোহত লাবণি
অখিল লোচন ফন্দ।
তরুণী রমণী কলংক কেবল
ভণই জগত আনন্দ॥ ১৪॥

রূপ—কামোদ

প্রাতর অরুণ- কিরণ জিনি তনুরুচি
তরুণারুণ জিনি বয়না।
কাজর বরণ জিনি চাঁচর চিকুরছবি
বিমল কমল জিনি নয়না॥
বিহরই নব যুবরাজ।
কেশরি জিনি খিনি মাঝ বলিত মণি
কিংকিণী আভরণ সাজ॥
নিরখিতে মুরছি চরণে পড়ু সীদতি
রতিপতি গতিমতি খোই।
গৃহপতি দুরমতি নহত গতাগতি
কুলবতি ইতিউতি রোই॥
রসপরিহাসে করত কত কৌতুক
সমবয় সহচর মেলি।
জগদানন্দ হৃদয়- নদীয়াপুরে
ঐছে করত নিতি কেলি॥ ১৫॥

তথারাগ

শারদ ইন্দু কুন্দ নববন্ধুক
ইন্দীবর অরবিন্দ।
যাকর বদন রদন খিনি রদছদ
লোচন চরণক ছন্দ॥
দেখ শচীনন্দন সোই।
যছু গুণ-কেতন তনু হেরি চেতন-
হীন মীনকেতন হোই॥
হেরই যাকর কচ-রুচি বিগলিত
কুলবতী-হৃদয়-দুকূল।
সো কিএ পামরী চামরী ঝামর
চামর সমতুল মূল॥
নিরখত নয়ন নহত পুন তিরপিত
অপরূপ রূপ অতিরূপ।
জগদানন্দ ভনই সতি ভাবিনী-
শোয়াসে চমক স্বরূপ॥ ১৬॥

তথারাগ

সহজ হি মধুর মধুরযুত মাধুরী
ত্রিভুবন-জন-মনোহারী।
জলজ কি স্থলজ চলাচল জগভরি
সবহুঁ বিমোহনকারী॥

[১৪] নবদ্বীপের কদম্বতরুতলে কি অপরূপ রূপ আজ দেখিলাম। মুখ শোভা স্মরণ করিতেই হৃদয়ভবনে মদন জাগরিত হয়। মাগো, কুলবতী চিত্তচোর নবীন গৌরকিশোর আমার মর্ম্মে প্রবেশ করিল। মস্তকের মালতী মালায় মধুমত্ত মধুকরগণ গান করিতেছে। চরণে মঞ্জীর শ্রবণমনোহর স্বরে ঘন ঘন বাজিতেছে। পৃথিবীভরা লাবণ্যে অখিল জগতের নয়নের ফান্দ শোভা পাইতেছে। জগদানন্দ বলিতেছেন (রূপের সব ভাল) কেবল তরুণী রমণীর কলঙ্কজনক (যুবতী কুলবতীর কুলে কালি দেয়)।

[১৫] প্রভাতের কিরণকে জয় করা দেহের শোভা। তরুণ অরুণ বিজয়ী আরক্ত বদন। কাজলের কাল রংকে পরাস্তকারী চাঁচর চুলের সৌন্দর্য্য, বিমল কমল বিজয়ী নয়ন। নব যুবরাজ বিহার করিতেছেন। সিংহবিজয়ী ক্ষীণ কটি, তাহাতে মণি কিঙ্কিণী বাজিতেছে, সজ্জাই বা কত। রূপ দেখিয়া মদন গতিমতি খোয়াইয়া চরণে পড়িয়া কাঁপে। গৃহপতি দুর্ম্মতি, তজ্জন্য প্রাণগৌরাঙ্গের নিকট যাতায়াতে বিঘ্ন ঘটায় কুলবতীগণ গোপনে এখানে সেখানে কাঁদে। সমান বয়সের সখাগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া রস পরিহাসে কত কৌতুক করে। জগদানন্দের হৃদয়রূপ নদীয়াপুরে নিত্য এইরূপে কত কেলি করিতেছে।

[১৬] শরতের চাঁদ, কুন্দফুল, নূতন বাঁধুলি ফুল, নীল পদ্ম এবং রক্ত পদ্ম—যাঁহার বদন, দন্ত, পাতলা অধর, নয়ন এবং চরণের ছাঁদ, সেই শচীনন্দনকে দেখ। সে সর্ব্বগুণশালীর দেহ দেখিয়া মদনও অচেতন হয়। যাঁহার কেশের সৌন্দর্য্য দেখিয়া কুলবতীর বক্ষের আবরণ খসিয়া পড়ে, সে কি (সেই কেশ কি) আর পামরী চামরীর মলিন চামরের সমতুল্য মূল্যের হয়? সেই অপরূপ অত্যধিক রূপ দেখিয়া নেত্র তৃপ্ত হয় না। জগদানন্দ বলিতেছেন—সেই রূপ কুলবতী সতীগণের প্রতি নিঃশ্বাসে চমকস্বরূপ। (সতীগণ সেই রূপ দেখিয়া প্রতিক্ষণেই চমকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন)।

মই রি অপরূপ গোরাতনু কাঁতি।
নিরখি জগতে ধরু দামিনীকামিনী
চঞ্চলা চপলা খেয়াতি॥
হার ছলে কিএ সোই বিলসই
উর-পরি জঙ্ঘে নিহারি।
গগনহি ভ-গণ রমণ-নিজ পরিজন
গণি গণি অন্তর কারী॥
যাহা হেরি সুরপুর- নারী-নয়ন ভরি
বারি ঝরত অনিবারি।
জগদানন্দ ভণ তাহা কি ধিরজ ধর
দ্বিজবর-কুলক কুমারী॥ ১৭॥

তথারাগ

নিরখিতে ভরমে মরমে মঝু পৈঠল
যব সঞে গৌরকিশোর।
তব সঞে কোন কি করি কাঁহা আছিএ
অনুভবি নহ পুন ঠোর॥
কহল শপথ করি তোয়।
দ্বিজকুল-গৌরব গৌরক সৌরভ
চৌর সদৃশ ভেল মোয়॥
বিসরিতে চাহি নহত পুন বিসরণ
স্মৃতিপথ-গত মুখচন্দ্র।
করে ধরি কতএ যতন করি রাখব
অবিরত নীবি নিরবন্ধ॥
ধৈরজ আদি পহিলে দূরে ভাগল
হেতু কি বুঝিএ না পারি।
জগদানন্দ সব অব সমুঝাওব
রহ দিন দুই তিন চারি॥ ১৮॥

গোরাপ্রেম

তথারাগ

মুখ কিএ কমল কমল নহ মুখ কিএ
মুখ নহ কমল বা হোয়।
মনমাহা পরম ভাবনা উপজায়ত
বুঝাইতে সংশয় মোয়॥
মাই রি সুরধুনিতীরে নেহারি।
বারত অলখিত করত গতাগতি
লোচন-মধুপী গোঙারি॥
সুমরনে যাক শিথিল নীবিবন্ধন
হোয়ত গুরুজনমাঝ।
দরশনে তাক ধিরজ ধরু কো ধনি
পড়ু কুলবতীকুলে লাজ॥

---

[১৭] সহজ মধুর গোরাচাঁদ, তাঁহার ত্রিভুবনজনমনোহারী মাধুর্য্য মধুর হইতেও সুমধুর। জলজাত ও স্থলজাত, জঙ্গম ও স্থাবর,—তিনি জগৎ ভরিয়া সকলকেই বিমোহিত করেন। মাগো, গোরাতনুর কান্তিই অপরূপ। ঐ রূপ দেখিয়াই তো বিদ্যুৎ অস্থির হইয়াছে। তাই জগতে তাহার চঞ্চলা চপলা খ্যাতি রটিয়াছে। ঐ দামিনীই কি হারচ্ছলে গৌরাঙ্গের বক্ষ হইতে জানু পর্য্যন্ত (লম্বিত থাকিয়া) বিলাস করিতেছে। তাই দেখিয়াই নক্ষত্রমালার সঙ্গে শশধর মনের দুঃখে অন্তর কালি করিয়াছে। ঐ রূপ দেখিয়াই দেবরমণীগণের নয়ন ভরিয়া অনিবার বারি ঝরিতেছে। জগদানন্দ বলিতেছেন,—সে রূপ দেখিয়া কি দ্বিজকুল রমণীগণ ধৈর্য্য ধরিতে পারেন!

[১৮] দেখিবার ইচ্ছা ছিল না। ভ্রমে পড়িয়া দেখিয়াছিলাম। দেখিতে গিয়া যেদিন হইতে গৌরকিশোর আমার মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে, সেইদিন হইতে কোন্ সময় কি করি, কোথায় আছি, অনুভব হয় না, ঠাহর করিতে পারি না। তোমাকে শপথ করিয়া কহিতেছি, গোরের নামের গুণ এবং দেহের সৌরভ আমার দ্বিজকুলগৌরবের পক্ষে চোর সদৃশ হইল (অর্থাৎ আমার দ্বিজকুলের গৌরব চুরি করিয়া লইল)। ভুলিতে চাহি, কিন্তু স্মৃতিপথগত (স্মৃতিপটে চির অঙ্কিত) সেই মুখচন্দ্র ভুলিতে পারি না। নীবির বাঁধন (ঐ মুখচন্দ্র স্মরণেই খসিয়া পড়ে) অনবরত যত্নপূর্ব্বক হাতে ধরিয়া আর কত আটকাইয়া রাখিব? ধৈর্য্য আদি তো প্রথমেই দূরে পলাইয়াছে। তাহার কারণ কি বুঝিতে পারি না। জগদানন্দ বলিতেছেন, দিন দুই চারি অপেক্ষা কর। সমস্তই বুঝাইয়া দিব।

হৃদয়-রতন- পরিযঙ্ক উপরে চাঢ়ি
বৈঠি সতত করু কেলি।
জগদানন্দ ভণ এতদিনে দারুণ
দ্বিজকুলগৌরব গেলি॥ ১৯॥

তথারাগ

চাঁদ নিঙাড়ি কেবা অমিয় ছানল রে
তাহে মাজল গোরামুখ।
মোতিম দরপণ সিন্দূরে মাজল
হেরইতে হউ কত সুখ॥
ভূতলে কি উদয় চাঁদ।
মদন-বেয়াধ কি নারী-হরিণী-ধরা
পাতল নদীয়ামে ফাঁদ॥
গেও মঝু ধরম গেও মঝু শরম
গেও মঝু কুলশীলমান।
গেও মঝু লাজভয় গরুগঞ্জনা-চয়
গোরা বিনু অথির পরাণ॥
গৌর-পীরিতে মঝু মন ভেল গরবিত
কুলমানে আনল ভেজাই।
জগদানন্দ কহ ধনি ধনি তুয়া নেহ
মরি যাও লইয়া বালাই॥ ২০॥

তথারাগ

দেখ দেখ গোরাচাঁদ নদীয়া নগরে।
গদাধর সঙ্গে রঙ্গে সদাই বিহরে॥
বামে গদাধর দক্ষিণে নরহরি।
সুরধুনী তীরে তীরে নাচে ফিরি ফিরি॥
কিবা সে বিনোদ বেশ বিনোদ চাতুরি।
বিনোদ রূপের ছটা বিনোদ মাধুরী॥
দেখিতে দেখিতে হিয়ার সাধ লাগে হেন।
নয়ান-অঞ্জন করি সদা রাখি যেন॥
কহয়ে জগদানন্দ গোরাপ্রেম কথা।
সোঙরিতে হৃদয় উথলি যায় তথা॥ ২১॥

কামোদ

কিএ নব দিনমণি কিএ সৌদামিনী
কিএ পুন কনয়া উজোর।
তনু অনুতাপদ নয়নক আপদ
আর করপরশে কঠোর॥
জয় জয় রসময় গোর সুধীর।
তন-মন-লোচন সব দুখমোচন
রোচন সুভগ শরীর॥
লাবণি অবনি- বিমোহন শোহন
ভূষণ-দূষণ কাঁতি।
ঝলমল দশন দশনগণ-সুবসন
রসন-রসায়ন ভাঁতি॥
যাকর দরশে পরশ-রস উপজই
পরম পরশ রহু দূর।
অতএ জগত ভণ অসম অধিকগুণ
ঘন আনন্দময়পূর॥ ২২॥

১৯ (শ্রীগৌরাঙ্গের) মুখ কি পদ্ম, না পদ্ম নয় মুখ? একবার মনে হয় মুখ, একবার মনে হয় পদ্ম। মনের মধ্যে পরম ভাবনা উপস্থিত হইল, বুঝিবার পক্ষে সংশয় ঘটিতেছে। মা গো তাহাকে সুরধুনী তীরে দেখিয়া—যতই বারণ করি, না শুনিয়া আমার গোঁয়ারী নয়নভ্রমরী বারবার অলক্ষ্যে যাতায়াত করিতে লাগিল। যাকে স্মরণ করিতেই গুরুজনার মধ্যে থাকিয়াও নীবিবন্ধন শিথিল হইয়া যায়, তাকে দেখিয়া কোন্ রমণী ধৈর্য্য ধারণ করিবে? কুলবতী কুল লজ্জায় পড়িল। (গৌরাঙ্গ) আমার হৃদয়ের রত্নময় পালঙ্কের উপরে চাপিয়া বসিয়া সতত বিহার করিতেছেন। জগদানন্দ বলিতেছেন, এতদিনে দ্বিজকুলের দারুণ গৌরব বিনষ্ট হইল।

২২ এ কি নূতন সূর্য্য, না বিদ্যুৎ, না উজ্জ্বল স্বর্ণ। কিন্তু সূর্য্য তো তাপ দেয়, বিজলী তো নয়নকে বিপদে ফেলে। আর সোনা হাত দিলেই কঠোর (শক্ত) লাগে। রসময় সুধীর গৌরের জয় হউক, জয় হউক। দেহ মন নয়নের সকল দুঃখই নাশকারী গৌরাঙ্গ মনোলোভন সুলক্ষণ দেহধারী। (গৌরাঙ্গকে দেখা তো দূরের কথা তাঁহার নামেই দেহ শীতল হয়, দর্শন নয়নের আনন্দদায়ক, স্পর্শ কুসুম কোমল) গৌরাঙ্গের লাবণ্য অবনী বিমোহন, শোভাময় ভূষণকেও মলিন করা কান্তি। পরম স্পর্শ দূরে থাকুক। তাঁহার দর্শনেই স্পর্শ রস উৎপন্ন হয়। অতএব জগদানন্দ বলিতেছেন আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গের এ জগতে সমান কেহ নাই, অধিক গুণসম্পন্ন কাহারো কথা তো কল্পনার অতীত।

তথারাগ

আগেয়ান-ধ্বান্ত দুরন্ত নিগমন
অখিল লোক নিহারি।
কোন বিহি নব- দ্বীপে দেওল
উজোর দীপক জ্বারি॥
সব দীগ দরশন ভেল।
কিরণে ঝলমল বাহির অন্তর
তিমির সব দূর গেল॥
কুপথ পরিহরি সাধু পন্থক
পথিক পরিচয় রঙ্গ।
নাম-হেমক দাম পহিরল
প্রেমমণি-খনি সঙ্গ॥
দুলহ সম্পদে দীন দুরগত
জগত ভরি পরিপূর।
জনম-আঁধল একলি রহু হাম
জগত বাহির দূর॥ ২৩॥

তথারাগ

পাপে পূরল পৃথিবী পরিসর
পেখি পরম দয়াল।
প্রেম-পয় পরি- পূর্ণ পয়োনিধি
প্রকট পরণত-পাল॥
পহু পতিতপাবন নাম।
পশুপা প্রেয়সী পিরীতি পরবশ
প্রণয়-পীযূষ-ধাম॥
প্রণত-পালক পদবী পালই
পূরব পরিকর মেলি।
প্রচুর পাতকী পাপ পরিহরি
পাদ পরণত কেলি॥
পূজই পশুপতি পদ্ম-আসন
পাদ-পঙ্কজ-দ্বন্দ্ব।
পরপঞ্চ পথে পড়ি পেখি না পেখল
জগত-আনন্দ অন্ধ॥ ২৪॥

তথারাগ

বলী কলিকাল কাল-ভুজগাধিপ
বলে কলে কবল করল সব দেশ।
অহনিশি বিষয় বিষমবিষ-পরবশ
ন পরশ ভুজগ-দলন-রসলেশ॥
জয় জয় সদয় হৃদয় অবতার।
দুরগত দেখি অবনিতলে অবতরু
হরইতে ভূরি ভুবন-গুরু-ভার॥
দরশন দানে হরষিত দশ দিশ
অঘ-দংশন-দাহ দূরে বিনিবার।

[২৩] অখিল লোক সকলকে দুর্নিবার অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন দেখিয়া কোন্ বিধাতা নবদ্বীপে উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বালিয়া দিলেন (নবদ্বীপে অক্ষয় আলোকের উৎস শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র উদিত হইলেন)। সকল দিকই দেখিতে পাওয়া গেল (সেই আলোকে কোন দিকেই আর কিছু অপ্রকাশিত রহিল না)। শ্রীগৌরাঙ্গের ঝলমল কিরণে বাহির অন্তরের সমস্ত অন্ধকারই দূরে গেল। (আকাশের চাঁদ বাহিরের অন্ধকার মাত্র দূর করে, গৌর বাহির অন্তর সর্ব্বস্থানের অন্ধকারই দূর করেন)। পথিক (যাহারা কুপথে চলিতেছিল) তাহারা (গোরাচাঁদের করুণার) আলোকে সৎপথের পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইল। (তাহারা) হরিনামরূপ সোনার মালা পরিল। এবং খনিগর্ভের দুর্লভ প্রেমমণি লাভ করিল। দীনদুর্গতিগ্রস্ত মানুষ পৃথিবীভরা দুর্লভ সম্পদে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল (অথবা দুর্গতিগ্রস্ত দরিদ্রের অন্তরজগৎ দুর্লভ সম্পদে পরিপূর্ণ হইল)। জগদানন্দ বলিতেছেন, জন্মান্ধ আমি একাকীই জগতের বাহিরে দূরে রহিলাম।

[২৪] বিস্তৃত পৃথিবী পাপে পূর্ণ দেখিয়া পরম দয়াল প্রণতজন পালক প্রেমের পরিপূর্ণ সমুদ্র (শ্রীগৌরাঙ্গ) প্রকাশিত হইলেন। প্রভুর নাম হইল পতিতপাবন। পশুপালিকা প্রেয়সী (গোপী)-গণের পিরীতি পরবশ তিনি প্রণয় সুধার আধার। পূর্ব্ব পরিকর (ব্রজের সখাসখী)-গণকে সঙ্গে লইয়া (শ্রীগৌরাঙ্গ তিনি যে) প্রণতজনের রক্ষক এই পদবী পালন (এই উপাধি সার্থক) করিলেন। অসংখ্য পাতকী পাপ পরিহার পূর্ব্বক তাঁহার পদে প্রণত হইল (চরণে প্রণাম রূপ কেলি করিতে লাগিল)। শ্রীগৌরাঙ্গের পদযুগল মহাদেব ব্রহ্মাও পূজা করিতে লাগিলেন। প্রপঞ্চে পড়িয়া (মায়ায় ভুলিয়া) অন্ধ জগদানন্দ দেখিয়াও দেখিল না।

শীতল সনেহ মেহসম বিতরল
উলসিত ভৈগেল অখিল সংসার॥
ভূ-ভরি ফুকরি ফুকরি সব পরিকর
করু হরিনাম-মন্ত্রক পরচার।
নিজ নিজ নিকেতনে সবে ভেল চেতন
অচেতন জগতে জগত দুরাচার॥ ২৫॥

ভাবোল্লাস

তথারাগ

(আলিরি)
হোতু মনহুঁ মে হুলাস সুলছন,
বাম নিজ ভুজ উরোজ ঘনঘন
ফুরই দুর সঞে প্রাণ-পিউ কিএ
অদুর আওব রে।

যবহুঁ পহুঁ পর- দেশ তেজব
আগেনি লেখ- সন্দেশ ভেজব
তবহুঁ বেশ বিশেষ বিভূষণ
সবহুঁ ভাওব রে॥

(আলিরি)
ত্রিপথগামিনী তীর পিউ যব
অচিরে আওব শুনত পাওব,
অলস তেজিঅ কুচকলসজোড়
অগোরে সাজব রে।

তবহিঁ হিয়মাহ হার পহিরব
বেনী-ফনী মণি মালে বিরচব
চলব জলছলে কলস লেই সব
কলেশ ভাজব রে॥

(আলিরি)
নদীয়াপুর জয় তুর বাওব
হৃদয়-তিমির সুদূর ধাওব
ভকত-নখতর- মাঝ যব দ্বিজ-
রাজ রাজব রে।

গোর-আঁগি যব আঁগন আওব
ঘুঘট দেই তব নিকট যাওব
(দীঠি)-জলছলে কলধৌত-পদ করি
ধৌত মাজব রে॥

(আলিরি)
রঙন শয়নক ভঙন পৈঠব
পীঠ দেই হসি পালটি বৈঠব
(কছু) বিরস ভৈ কছু সরস দৈ দশ
দোখে দোখব রে।

পীন কুচ কর- কমলে পরশব
খীন তনু মঝু পুলকে পুরব
ভাখি নহি নহি আঁখি মুদি রস
রাখি রোখব রে॥

(আলিরি)
বাহ গহি তব নাহ সাধব
সময় বুঝি হাম সব সমাধব
সুধই সুধাময় অধর পিবি পিউ
পুন পিয়াওব রে।

মীনকেতন- সমরে চেতন-
হীন হোয়ব নিশি নিকেতন
অবিরোধ বিন- অনুরোধ পিউ
পরবোধ পাওব রে॥

---

২৫ কালসর্পের অধীশ্বর শক্তিমান কলিকাল ক্ষমতায় এবং কৌশলে সমস্ত দেশ গ্রাস করিয়াছে। দেশবাসী দিবানিশি বিষম বিষয় বিষের বশীভূত হইয়াছে। বিষক্ষয়ের ঔষধের (অথবা কালীয়দমনকারীর প্রেম-ভক্তির) স্পর্শলেশও পায় নাই। সদয় হৃদয় গৌর অবতারের জয় হউক। নরনারীর দুরবস্থা দেখিয়া ভুবনের অতি গুরুভার হরণের জন্য তিনি অবনীতে অবতীর্ণ হইলেন। দর্শনদানেই তিনি সেই কালসর্পের দংশনজ্বালা দূরে নিবারণপূর্বক দশদিক আনন্দিত করিয়াছেন। তিনি মেঘের মত শীতল স্নেহ বিতরণ করিলেন। অখিল সংসার উল্লসিত হইল। তাঁহার পরিকরগণ ভুবন ভরিয়া উচ্চরোল করিয়া হরিনামমন্ত্র প্রচার করিলেন। নিজ নিজ নিকেতনে সকলেই সচেতন হইলেন। কেবল দুরাচার জগদানন্দই জগতে অচেতন রহিল।

এতহুঁ চিন্তনে হরষ ছলছল
ভাবিনী বিভাবিত তবহি কলকল
নাদ সুখদ সম্বাদ এক ধনী
ধাই লাওল রে।
নাহ আওল এতনি ভাখন
মৃত সঞ্জীবন শ্রবণে পিবি পুন
জগত ভণ জনু জীবন-মৃত তনু
জীবন পাওল রে॥ ২৬॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

এক

তুথারাগ

নবীন নীরদ নীল নীরজ
নীলমণি জিনি অঙ্গ।
যুবতি-চেতন চোর চূড়হি
মোরপিঞ্ছ বিভঙ্গ॥
জয়তি গোকুল গ্রামে শ্যামর
নাম নব যুবরাজ।
চপল বনফুল দাম কামক
ধাম জাহু-বিরাজ॥
খীন কটিতটে চীনভব অতি
লীন পীতিম বাস।
বদনে বিলসিত ইন্দু বিকশিত
কুন্দ-নিন্দুক হাস॥
নিন্দি সিন্দুর অধর সুন্দরে
বেণু বাওই মন্দ।
জগদানন্দ হৃদয়ে বিহরতু
মুরতি ঐছন ছন্দ॥ ২৭॥

দুই

তথারাগ

ইন্দীবর-বর গরভ-গরব-হর
রুচির কলেবর-কাঁতি।

---

২৬ মনে উল্লাস হইতেছে। সুলক্ষণ দেখিতেছি, আমার বাম হস্ত ও স্তন ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে। প্রাণপ্রিয় কি দূর প্রবাস হইতে অদূরে (শীঘ্র) আসিবেন? প্রভু যখন পরদেশ ত্যাগ করিবেন, আগেই লিখিয়া সংবাদ পাঠাইবেন। তখনই আমি বিশেষ বেশভূষণে সাজিব। যেদিন শুনিতে পাইব প্রিয়তম সুরধুনীতীরে অচিরে আসিবেন, সেদিন আলস্য ত্যাগ করিয়া কুচকলস জোড় অগুরু চন্দনে সাজাইব। তখন হৃদয়ে হার পরিব, মণিমালায় ফণীর মত বেণী রচনা করিব। সমস্ত ক্লেশ দূরে ঠেলিয়া (তাহাকে আগেই দেখিবার জন্য) জল আনিবার ছলে (সুরধুনীতীরে) যাইব। নদীয়াপুরে জয়তূরী বাজিবে, অন্তরের অন্ধকার দূরে পলাইবে, ভক্ত নক্ষত্রগণের মাঝে যেদিন দ্বিজরাজ (ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ গৌরাঙ্গচান্দ) আসিবেন, তখন ঘোমটা দিয়া নিকটে যাইব। সেই সোনার চরণ দুখানি চোখের জলে ধোয়াইয়া মাজিয়া দিব। রঙ্গভরা শয়নভবনে প্রবেশ করিব। প্রভুর দিকে পিছন ফিরিয়া পালটিয়া হাসিয়া বসিব। কিছু বিরস হইয়া, কিছু সরস করিয়া (প্রবাসবাসের জন্য) নানারূপ দোষ দেখাইব। প্রভু করকমলে আমার পীনস্তন স্পর্শ করিবেন। আমার ক্ষীণদেহ পুলকে পরিপূর্ণ হইবে। না না বলিয়া চক্ষু মুদিয়া রস রাখিয়া (কৃত্রিম) রোষ প্রকাশ করিব। তখন বাহু ধরিয়া নাথ আমাকে সাধিবে। সময় বুঝিয়া আমি সমস্ত সমাধান করিব (নাথের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করিব)। শুধুই সুধাময় নাথের অধর পান করিয়া পুনরায় আমার অধর পান করাইব। নিশিনিকেতনে (রজনীর বিলাস শয্যায়) মদন সমরে অচেতন হইব। বিনা অনুরোধে অবিরোধে প্রিয়তম প্রবোধ পাইবে। এইরূপ চিন্তায় হর্ষোচ্ছলচিত্তে ভাবিনী বিষ্ণুপ্রিয়া যখন বিভাবিত রহিয়াছেন, সেই সময় কল কল ধ্বনি করিয়া এক সখী শুভদ সংবাদ লইয়া ধাইয়া আসিল। নাথ আসিলেন এইটুকু মাত্র কথা শ্রবণে যেন মৃতসঞ্জীবনী পান করাইল। জগদানন্দ বলিতেছেন যেন জীবন্মৃত জীবন পাইল।

২৭ নূতন মেঘ, নীলপদ্ম, এবং নীলমণি বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গশোভা। চূড়ায় যুবতীগণের চেতনা হরণকারী ময়ূর পুচ্ছের বিস্ময়জনক সৌন্দর্য্য। গোকুল গ্রামের শ্যাম নামক নবযুবরাজের জয় হউক। বক্ষে হিল্লোলিত মদনের আশ্রয়স্থল আজানুলম্বিত বনমালা। ক্ষীণ কটিতটে চীনদেশজাত পীতবসন লীন রহিয়াছে। (পীতাভ চীনাংশুক পরিধান করিয়াছেন) মুখে পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার মত কুন্দনিন্দিত হাসি লাগিয়াই আছে। (মৃদু হাসিতে কুন্দনিন্দিত দন্তপংক্তি ঈষৎ প্রকাশিত হইয়াছে)। সিন্দুর নিন্দিত (আরক্ত) সুন্দর অধরে মৃদুমৃদু বেণুবাদন করিতেছেন। জগদানন্দের হৃদয়ে ভঙ্গিমাযুক্ত ঐরূপ বিহার করুক।

চাঁচর চিকুর চূড়পরি চঞ্চল
মোরশিখণ্ডক পাঁতি॥
জয় জয় জয় বৃন্দাবন চন্দ।
কুলবতী তৃষিত নয়ন-মধুপাবলী
চুম্বিত মুখ-অরবিন্দ॥
উছলিত অলিক সকম্পিত চুম্বনে
কম্পই লম্বিত মাল।
অধর-সুধাকণ মিলিত সমীরণে
বাওই বেণু রসাল॥
ভামিনী-সরম ভরম-ভয়-ভঞ্জন
ভূষণে ভরু সব অঙ্গ।
জগদানন্দ-চিতে নিতি নিতি বিরহতু
ঐছন ললিত ত্রিভঙ্গ॥ ২৮॥

তিন

তথারাগ

করুণা-বরুণ নয়ন তরুণারুণ
তনু জনু তরুণ তমাল।
মারুত মিলিত চলিত অলকাবলী
কবলিত সুললিত ভাল॥
জয় জয় নটবর নাগর কান।
যুবতিক হৃদয় পয়োনিধি উথলই
হেরইতে চান্দ-বয়ান॥
চৌদিশে চঞ্চরিক চঞ্চরিক করু চুম্বন
চঞ্চরি-চয় বনমাল।
পীতবসনছলে কেলি করত খীন
কটিতটে বিজুরি রসাল॥
যাহে হেরি হরিণী নয়নী হরু চেতন
হুংকরি তেজই নিশাস।
জগদানন্দ মূঢ় মুরুখ তছু গুণ
বরণিতে করতহিঁ আশ॥ ২৯॥

চার

তথারাগ

মৌলিমিলিত শিখিশিখণ্ড
চলকুণ্ডল ললিতগণ্ড
জলধর জনু ডগমগ তনু
জগজন মনুহারী।
মদনসদন বদন-ইন্দু
নিরখি যুবতি-হৃদয়-সিন্ধু
ছলছল দিঠি জলছলে কিএ
উছলি পড়ু উঘাড়ি॥
খঞ্জনগতি-গরবভঞ্জ
অঞ্জনযুত নয়নকঞ্জ
অবিচল-কুল কুলযুবতিক
কুল-টলমল কারী।
হেরি অপরূপ রূপকূপ
নিরুপম রস-রসিকভূপ
কো হেন ধনি ধরিতি মাঝরি
ধিরজ ধরিএ পারি॥
মন্দ মন্দ বহ সমীর
তপন-তনয়া-তটিনীতীর
গজপতি জিতি সুললিত অতি
গতি চলু গিরিধারী।

---

[২৮] শ্রেষ্ঠ নীলপদ্মের কিঞ্জল্কের গর্ব্বহরণকারী (শ্রীকৃষ্ণের) মনোরম দেহলাবণ্য। চাঁচর চুলের চূড়ায় চঞ্চল ময়ূরপুচ্ছ পংক্তি। বৃন্দাবনচন্দ্রের জয় হউক। তাঁহার মুখপদ্ম কুলবতীগণের পিপাসিত নয়ন-ভ্রমরসমূহ কর্ত্তৃক চুম্বিত (হইতেছে)। মত্ত (উড়ন্ত) অলিকুলের সকম্পিত চুম্বনে (তাঁহার আজানু)লম্বিত বনমালা দুলিতেছে। অধরসুধাকণার মিলিত ফুৎকারে মধুর স্বরে মুরলী বাজাইতেছেন। ভামিনীগণের সরম-ভরম-ভয় বিতাড়নকারী অলঙ্কারে সর্ব্ব অঙ্গ সুসজ্জিত। জগদানন্দের চিত্তে ঐ ললিত ত্রিভঙ্গ নিত্য নিত্য বিহার করুন।

[২৯] (শ্রীকৃষ্ণের) করুণার উৎস প্রভাতসূর্য্যের মত আরক্ত নয়ন। দেহ যেন তরুণ তমাল তরু। পবনে হিল্লোলিত চঞ্চল অলকদামে আবৃত সুঠাম ললাটদেশ। নটবর নাগর কানাইএর জয় হউক, জয় হউক। তাঁহার বদনচন্দ্র দেখিতেই যুবতীগণের (অতল-বিশাল) হৃদয়-সমুদ্র উথলিয়া উঠে। চারিদিক হইতে (আসিয়া) ভ্রমরসমূহ চমকি চমকি তাঁহার বনমালা চুম্বন করিতেছে। রসাল বিজুরীলতা পীতবসনের ছলে তাঁহার ক্ষীণ কটিতটে কেলি করিতেছে। যাঁহাকে দেখিয়া হরিণী-নয়নাগণের চেতনা লোপ পায়, তাঁহারা কাঁদিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মূঢ় মূর্খ জগদানন্দ তাঁহার গুণবর্ণনা করিতে আশা করিয়াছে।

কেশরী জিনি খীন মাঝ
অপীন পীত বসন সাজ
পদযুগে শশী খসি পড়ি পশি
রহু দশরূপধারী॥
সুরপুর-বধূ পড়ল ধন্দ
সঘন খলত নীবিনিবন্ধ
মনমথ-মন- মথন মূরতি
নিরখি বদন কারী।
যাক লখিমী করত আশ
জগদানন্দ নবীন দাস
রাতুল থল জলরুহ দল
পদতল বলিহারী॥ ৩০॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

কৃষ্ণের উক্তি

তথারাগ

আজু পেখলুঁ জলজ লোচনী
চমকি চৌদিশে চায়।
শ্রোণী-লম্বিত বেণী-ফণি পিঠ
বেঢ়ি কটি লটকায়॥
সিংহ জিনি খীনি মাঝে কিঙ্কিনী
রণিত নূপুর পায়।
গমন যৌবন গরবে মন্থর
গজহুঁ গতি চলি যায়॥
বিহসি অঞ্চল রোপি গোপই
আধ কুচ দরশায়।
থোরি বয় সখে গোরী মঝু মন
চোরি রাখল ছাপায়॥
শ্রবণ বচনহিঁ বদন অধরহিঁ
দশন নয়ন ভুলায়।
নাসা সৌরভে আশ মাতল
পরশরস তনু চায়॥
কুটিল দিঠিশর মরমে পৈঠল
করব কোন উপায়।
যুবতি-রতন কি যতনে মীলব
জগত-আনন্দে গায়॥ ৩১॥

---

৩০ চূড়ায় মিলিত ময়ূরপুচ্ছ, সুন্দর গণ্ডে দোলায়িত কুণ্ডল, জলভরা (বর্ষণোন্মুখ) মেঘের মত গমগ (রসোচ্ছল) দেহ, জগৎবাসীর মনোহরণ করিতেছে। মদনের আশ্রয়স্বরূপ মুখচন্দ্র দেখিয়া যুবতী-গণের হৃদয়সিন্ধু ছলছল নয়নের অশ্রুছলে কি বেগে উছলিয়া পড়িতেছে! খঞ্জন পাখীর নর্ত্তন গতির র্ব্বহারী অঞ্জনে রঞ্জিত (দুইটী) নয়নপদ্ম, বংশ-মর্য্যাদায় চিরস্থির কুলবতীগণেরও কুলগৌরব-বোধকে চলিত করিতেছে। সেই অপরূপ রসকূপ নিরুপম রসের রসিকশিরোমণিকে দেখিয়া ধরণী মাঝে কে মন রমণী আছে যে ধৈর্য্য ধরিতে পারে? মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে, যমুনার তীরপথে গজপতি বিজয়ী তি সুললিত গতিতে গিরিধারী চলিতেছেন। কেশরী বিজয়ী ক্ষীণ কটি, তাহাতে সুক্ষ্ম পীত বসনের জ্জা। চাঁদ খসিয়া পড়িয়া পদযুগলে প্রবেশ করিয়া (নখররূপে) দশরূপ ধরিয়া রহিয়াছে। সুরললনাগণ ান্ধায় পড়িলেন, (কৃষ্ণকে দেখিয়া) তাহাদের নীবিবন্ধন ঘন ঘন স্খলিত হইতেছে। এই মন্মথের নমথনকারী মূর্ত্তি দেখিয়া (প্রাপ্তির আশা নাই জানিয়া) তাঁহাদের মুখ মলিন হইয়াছে। কমলা যাঁহার াশা করেন, নূতন সেবক জগদানন্দ তাঁহার আরক্ত স্থলপদ্ম বিনিন্দিত চরণতলের বর্ণনায় পরাভব ানিতেছেন।

৩১ কমল-নয়নাকে আজ দেখিলাম। চমকিয়া চারিদিকে চাহিতেছিল। নিতম্বলম্বিত বেণীভুজঙ্গ ষ্ঠদেশ বেড়িয়া কটিতে লটকিয়া পড়িয়াছে। সিংহবিজয়ী ক্ষীণ মাঝায় কিঙ্কিণী, এবং চরণে নূপুর াজিতেছে। যৌবনের গর্ব্বে মন্থর গমনে গজগতিতে চলিয়া যাইতেছিল। মুখে আঁচল দিয়া হাসি াপন করিল। অর্দ্ধেক স্তন দেখাইল। সখা, অল্পবয়সী গৌরী আমার মন চুরি করিয়া লুকাইয়া াখিল। আমার শ্রবণ তাহার (সখীর সঙ্গে যে কথা বলিল, সেই) বচন শুনিয়া, বদন তাহার অধর দেখিয়া ুম্বনের লোভে) আর চক্ষু তাহার (হাসিবার কালে অর্দ্ধবিকশিত) দন্ত পংক্তি দেখিয়া ভুলিল। নাসিকা ৗরভে মাতিল, আমার আশাও মাতিল। দেহ স্পর্শরস চাহিতেছে। তাহার কুটিল দৃষ্টিশর মর্ম্মভেদ রিল, কোন্ উপায় করিব? যুবতীরত্ন কি যত্ন করিলে মিলিবে? জগদানন্দ গাহিতেছেন।

তথারাগ

আজু এক অপ- রূপ রূপক
ভূপ দরশন ভেল।
(জনু) মেলি জলধর ধরণী উপর
সৌদামিনী করু কেল॥
কো অছু পুন বদন নিরমিল
নয়ন চেতন-চোর।
(জনু) বিকচ কাঞ্চন কমলে বিলসই
চপল খঞ্জন জোর॥
চারু ভুরু অরু মাঝে দিন্দুর
রেখ ঐছে বনান।
(জনু) রসিকজন-মন বধিতে কাম-করু
কামান বাণ-সন্ধান॥
কি কব উচকুচ জোর চুচুক
জগত-আনন্দ ভাষ।
(জনু) বঞ্চিত বিধুকর হেম-কমলিনী
শিখরে মধুপ নিবাস॥ ৩২॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

রাধার প্রতি সখীদের উক্তি

তথারাগ

নীলগগন কাহে সমুখে নিহারসি
হেরি কাহে পুলকিত অঙ্গ।
নয়ন কমল-জল যতনে নিবারসি
রচয়সি অঙ্গবিভঙ্গ॥
সুন্দরি মোরা কিএ সব অগেআন।
এত অনুভাবে ভাব কিএ গোপসি
জানলু পেখলি কান॥
সো মৃদু হাস বিকাশ না হোঅত
নাসহিঁ খরতর শাস।
নিরজনে বসি নিশি দিশি খিতি লেখসি
না করসি সরস সম্ভাষ॥
গোপত বেকত করি নাহি কহ নায়রি
বুঝলু তুয়া অভিলাষ।
নিজ পরিজনগণ অনুচিত বঞ্চন
ভণয়ে জগদানন্দ দাস॥ ৩৩॥

তথারাগ

বেরি বেরি নীলকমলে মুখ রোপসি
সঘনে কাঁপাওসি গাত।
নীল পরিধানে মুখ রোপণ বেরি
কাহে ধুনাওসি মাথ॥
সুন্দরি ইঙ্গিতে সমুঝল কাজ।
হরিসঞে মানস কেলিকলারস
তুহুঁ কিএ রচয়সি আজ॥
নবীন সমাগমে অধর পিয়াইতে
চাহসি গিরিধারীরাজে।

---

৩২ আজ এক অপরূপ রূপরাজ্যের অধীশ্বরকে দেখিলাম। মেঘের সঙ্গে মিশিয়া ধরণীর উপরে যেন দামিনী খেলা করিতেছিল। (নীলাম্বরপরিহিতা গৌরবরণী শ্রীরাধা পথে যাইতেছিলেন। তাঁহার দেহকান্তি নীলবসনের অভ্যন্তর হইতে উছলিয়া পড়িতেছিল। মনে হইতেছিল, পৃথিবীতে মেঘ ও বিদ্যুতের খেলা) সে এমন কোন জন যে চেতনাহরা (সুন্দরীর) ঐ বদন ও নয়ন নির্ম্মাণ করিয়াছে? (দেখিয়া মনে হইল) যেন কাঞ্চন কমলে যুগল চঞ্চল খঞ্জন বিলাস করিতেছে। সুন্দর ভুরু দুইটীর মাঝখানে এমন সিন্দূরের রেখা আঁকিয়াছে, যেন রসিকজনের মনকে বধ করিতে কাম কামানে (ধনুকে) বাণ সন্ধান করিয়াছে। জগদানন্দ বলিতেছেন—উচ্চ কুচযুগল ও তাহার চুচুকের কথা কি আর বলিব? যেন চন্দ্রকিরণের স্পর্শহীন স্বর্ণকমলের শিখরে ভ্রমর বসিয়া আছে।

৩৩ কি জন্য সম্মুখে নীল গগন দেখিতেছিস? দেখিয়া তোর অঙ্গ পুলকিত হইতেছে কেন? নয়ন-কমলের জল যতনে নিবারণ করিতেছিস, নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিতেছিস্। সুন্দরি আমরা কি সকলেই অজ্ঞান (কিছু কি বুঝিনা)! এত অনুভাব প্রকাশের পরও ভাব গোপন করিতেছিস্? জানিলাম কানুকে দেখিয়াছিস্। সেই মৃদু হাসির বিকাশ দেখিতেছি না। নাসিকায় খরতর শ্বাস বহিতেছে। নির্জ্জনে বসিয়া নিশিদিন মাটির উপর কি লিখিতেছিস্। মিষ্ট সম্ভাষণ করিতেছিস্ না। যদিও মনের কথা প্রকাশ করিতেছিস্ না, তথাপি তোর অভিলাষ বুঝিলাম। জগদানন্দ দাস বলিতেছেন, নিজ পরিজন-গণকে বঞ্চনা করা উচিত নয়।

শিধুঝর অধর পান বেরি বারত
তোহে তুয়া ধৈরজলাজে॥
এসব শরম বেকত হেরি সহচরি
মেলি বচন করু তারি।
নাগরী হাসি হাসি জগদানন্দ
দাসে দেবই গারি॥ ৩৪॥

তথারাগ

দূরহি শুনলি মুরলি-কলরাব।
তুহুঁ কাহে ভাবিনি উনমতি ধাব॥
না হেরি ধেনু ধূসর ধূলিধারা।
গগনহি পৈঠল করু আঁধিয়ারা॥
এ ধনি বুঝল তুয়া মতি মন্দ।
করে ধরি ধাবসি শিথিল নীবিবন্ধ॥
গুরুজন নয়ন সহজ অনিবার।
করু গতাগতি পুরবাহির দ্বার॥
পুলকমুকুলে ভরু এ তুয়া দেহ।
তুরিতহি পলটি পৈঠ নিজ গেহ॥
সম্বরু বিগলিত নীলিম বাস।
ভণ পদযুগে জগদানন্দ দাস॥ ৩৫॥

শ্রীরাধার অভিসার

তথারাগ

মঞ্জু বিকচ কুসুমপুঞ্জ
মধুপ শবদ গুঞ্জ গুঞ্জ
কুঞ্জরগতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুলনারী।
ঘনগঞ্জন চিকুরপুঞ্জ
মালতীফুলমালে রঞ্জ
অঞ্জনযুত কঞ্জনয়ন খঞ্জনগতিহারী॥
কাঞ্চনরুচি রুচির অঙ্গ
অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ
কিঙ্কিণী কর-কঙ্কণ মৃদু ঝঙ্কৃত মনুহারী।
নাচত যুগ ভ্রূ-ভুজঙ্গ
কালিদমন-দমন রঙ্গ
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে রঙ্গিল নীল শাড়ী॥
দশন কুন্দ কুসুম নিন্দু
বদন জিতল শরদ ইন্দু
বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে প্রেমসিন্ধু প্যারী।
ললিতাধরে মিলিত হাস
দেহ-দীপতি তিমির-নাশ
নিরখি রূপ রসিকভূপ ভূলল গিরিধারী॥

---

৩৪ বার বার নীল কমলের উপর মুখ রাখিতেছিস, ঘন ঘন অঙ্গ কাঁপিতেছে। পরিহিত নীলাম্বরে মুখ লুকাইয়া কেন মাথা ঢুলাইতেছিস। সুন্দরি ইঙ্গিতে কাজ বুঝিলাম। তুই কি আজ হরির সঙ্গে মনে মনে কেলি কলারস রচনা করিতেছিস (বিলাস ক্রীড়া কল্পনা করিতেছিস), যেমন প্রথম মিলনে গিরিধারীরাজকে চুম্বন দান করিতে চাহিতেছিস। আর কৃষ্ণ কর্ত্তৃক এই সুধাঝরা অধর পানের সময় তোর ধৈর্য্য লজ্জা তোকে বাধা দিতেছে (নীলকমল চুম্বনে শ্রীকৃষ্ণকে অধর পান করাইবার বা তাহাকে চুম্বন এবং নীলবসনে মুখ গোপন করায় তাহাতে লজ্জা হওয়ার আর মাথা ঢুলাইয়া না না বলিয়া বাধা দেওয়ার অনুভাব প্রকাশ পাইতেছে)। এই সমস্ত লজ্জাজনক গোপন অভিপ্রায় ব্যক্ত হওয়ার জন্য শ্রীরাধার সহচরীগণ মিলিয়া আলোচনা করিতেছেন আর ইহা প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় নাগরী শ্রীরাধা হাসিয়া হাসিয়া (কৃত্রিম ক্রোধে) জগদানন্দ দাসকে গালি দিতেছেন।

৩৫ দূর হইতে মুরলীর কলধ্বনি শুনিয়া ভাবিনী তুই কেন উন্মত্তার ন্যায় ছুটিতেছিস? এখনো তো ধেনুপাল দেখা যাইতেছে না। গোখুরের ধূসর ধূলিজাল আকাশে উঠিয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছে (এই আঁধারে কানুকে কি দেখিতে পাইবি?)। ওগো ধনি, বুঝিলাম তোর মতি অতি মন্দ (তোর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে)। নীবিবন্ধ হাতে চাপিয়া ধরিয়া ছুটিতেছিস্। গুরুজনের দৃষ্টি সহজে নিবারণ করা যাইবে না। তুই গৃহের ভিতর হইতে বাহির দুয়ারে বার বার যাতায়াত করিতেছিস্। (তাহারা দেখিয়া ফেলিবে যে) তোর অঙ্গ পুলক মুকুলে ভরিয়া উঠিয়াছে (সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগিয়াছে)। তুই শীঘ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর্। খসিয়া পড়া নীলবসন সামলাইয়া ফেল। পদযুগে জগদানন্দ দাস বলিতেছেন।

অমরাবতী যুবতিবৃন্দ
হেরি হেরি পড়ল ধন্দ
মন্দ মন্দ হসনা নন্দ-নন্দন-সুখকারী।
মণিমাণিক নখবিরাজ
কনক-নূপুর মধুর বাজ
জগদানন্দ থল-জলরুহ-চরণক বলিহারি॥ ৩৬॥

উচ নীচ কিচ বীচ অব সো পদ
কৈছনে করব সঞ্চার॥
চলইতে চঙকি নগর পুরবাহির
গুরু দুরুজন দুরবার।
গতি অতি গোপত বেকত ভয়ে ভাবিত
জগদানন্দ নাচার॥ ৩৭॥

শ্রীরাধার বর্ষাভিসার

তথারাগ

অবিরত বাদর বরিখত দরদর
বহই তরলতর বাত।
বিষধর-নিকর ভরল পথ অরু কত
অজর বজর বিনিপাত॥
হরি হরি কৈছে চলব কুহু-রাতি।
না বুঝত কণ্টক সংকট বাটহি
মার গোঙারবর সাথি॥
যো পদ শরদ- কোকনদ দলহি
ধূলি-পরশে সীতকার।

মিলন

তথারাগ

ক্রোড়ে মিলল ব্রজদুলালী
পড়ু মুরলী খসিয়া।
কুসুমপুঞ্জ নবীন কুঞ্জে
গাওত কোকিলা রসিয়া॥
রাই ধনি মুখে সুধা রূপে কানু
মুখ আরোপই পিয়াসে।
ললিতনেত্র হেরই নিত্য
চাঁদের তুলনা কিবা সে॥

---

৩৬ সুন্দর কুসুমসমূহ ফুটিয়াছে। মধুকরদল গুন গুন ধ্বনি করিতেছে। গজগতিবিনিন্দিত গতিতে মনোহরা ব্রজকুলরমণীগণ অভিসারে যাইতেছে। তাহাদের কেশরাশি জলভরা মেঘকে লজ্জা দেয়। সেই কেশকলাপ মালতীফুলে সুশোভিত। তাহাদের অঞ্জনরঞ্জিত কমলনয়ন খঞ্জনের নৃত্যকে নিন্দা করে। তাহাদের দেহ স্বর্ণকান্তির মত উজ্জ্বল। অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ-বিলাস পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছে। কিঙ্কিণীর সঙ্গে করকঙ্কণ মনোহর মৃদু ঝঙ্কার তুলিতেছে। কালীয়দমন কৃষ্ণকে দমন করিবার কৌতুকে তাহাদের ভুরু-ভুজঙ্গ নাচিতেছে। (শ্রীরাধার) সকল সঙ্গিনীই নীল শাড়ী পরিয়াছেন। তাহাদের দশনপংক্তি কুন্দকুসুমকে নিন্দা করে। বদন শারদচন্দ্রকে জয় করিয়াছে। পথশ্রমে প্রেমসিন্ধু প্যারীর অঙ্গে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরিতেছে। তাহার ললিত অধরে (মৃদু) হাসি মিশাইয়া রহিয়াছে। দেহদীপ্তি অন্ধকার নাশ করিতেছে। রূপ দেখিয়া রসিকরাজ শ্রীকৃষ্ণ ভুলিলেন। (শ্রীরাধার রূপ) দেখিয়া স্বর্গের যুবতীবৃন্দ বিস্মিত হইয়াছে। তাহারা মন্দ মন্দ হাসিয়া নন্দ নন্দনকে অভিনন্দিত করিতেছে। অথবা তাহাদের মৃদু মৃদু হাসি নন্দন কাননকেও নূতন সুখের আস্বাদন দান করিতেছে। শ্রীরাধার পদনখরে কত মণিমাণিক্য বিরাজ করিতেছে, তাহাতে সোনার নূপুর মধুর মধুর বাজিতেছে। জগদানন্দ বলিতেছেন ঐ স্থলপদ্মবিনিন্দিত চরণের বলিহারি যাই।

৩৭ বাদলে অবিরত দরদর ধারে বৃষ্টি ঝরিতেছে। তরলতর বায়ু (জলে ভেজা বাতাস) বহিতেছে। বিষধর সর্পে পথ ভরিয়া উঠিয়াছে। ঘন ঘন বাজ পড়িতেছে। হরি হরি, এই অন্ধকার রাত্রিতে রাধা কেমন করিয়া পথ চলিবেন, বুঝিতে পারিতেছি না, তাহাতে আবার কণ্টকপূর্ণ সংকটজনক পথে—গোঙার মদন সঙ্গ লইয়াছে। শরতের রক্তপদ্মের পরাগ স্পর্শেও যে চরণ কাঁপিয়া উঠে, এই উঁচুনীচু কর্দ্দমাক্ত পথের মাঝে সেই চরণ নিক্ষেপ করিবেন কিরূপে? চলিতে চমকিয়া উঠিতেছেন। গৃহের এবং নগরের বাহিরে কেমন করিয়া যাইবেন? দুর্দ্ধার গুরুজন আছে, গোপনে যাইতে হইবে, পাছে, জানাজানি হয়। শ্রীরাধা এই ভয়ে চিন্তিতা হইয়াছেন। জগদানন্দ কোন উপায় দেখিতেছেন না।

দুহুঁক মিলনে মরি মরি শোভা
রবি যে ঝলকে রঙ্গে রে।
ঝলকত বালা বিজুলীক মালা
জলদ-কালার অঙ্গে রে॥
কো কহু অতি রতি আরতি
দুহুঁক পিরীতি রসিয়া।
জগদানন্দ দাসক মন
প্রেমে যাওত ভাসিয়া॥ ৩৮॥

বিপ্রলব্ধা

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি

তথারাগ

যছু তনু অরুণকিরণ নাহি পরশন
আঙ্গিনা বাহিরে বহু ভাগি।
সো কুলবতি ধনি কুঞ্জে একাকিনী
অবহুঁ রহত নিশি জাগি॥
মাধব এ তুয়া কৈছন রীত।
পিরীতিক পন্থ কণ্টক দেই রোধলি
তোহে পুন এ নহে উচিত॥
সহজে সোহাগিনি সুখ বিনু দুখমুখ
জনম অবধি নাহি জান।
দীঘ নিশাসে বদনবিধু ঝামর
হেরইতে না রহে পরাণ॥
দারুণ খরতর বিষম কুসুমশর
ঘাতে ধরনি গড়ি যায়।
চলহ তুরিতে হরি সতৃণ দন্তে করি
জগদানন্দ ধরু পায়॥ ৩৯॥

খণ্ডিতা

সুহই

পহিলহি ভরম মরম-সুখ-দায়ক
নায়ক-মণি অনুকূল।
তুয়া গুণে তাহে বেকত করু এত দিনে
শঠ-লম্পট-সমতুল॥
মাধব সহজই ধনি মণি বামা।
পামরি মেলি কেলি তব কেশব
এ সব সহয়ে কি রামা॥ ধ্রু॥
অরুণ অধরে তুয়া কাজর হেরইতে
মনমথ-শরে জরি গেল।
উরপরি যাবক ভালহি সিন্দুর
পাবক-সমতুল ভেল॥

---

৩৮ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণের হাত হইতে মুরলী খসিয়া পড়িল। কুসুমসমূহে কুঞ্জ যেন নূতন শোভায় শোভিত হইয়াছে। কোকিলা গাহিতেছে। পিপাসু কানাই রাই ধনীর মুখ-সুধাকূপে (মুখচন্দ্রে) মুখ রাখিয়াছেন। সুন্দর নয়ন ভঙ্গীযুক্ত যে মুখ নিত্য দেখিয়াও কৃষ্ণের তৃপ্তি হয় না, সে মুখের সঙ্গে কি চাঁদের তুলনা হয়? দুজনের মিলনে মরি মরি কি শোভা হইয়াছে! রাধা অঙ্গে অলঙ্কারের ছটায় রবি যেন রঙ্গে ঝলক দিতেছে! আবার কানুর মেঘশ্যামল অঙ্গে বিদ্যুতের মালায় শ্রীরাধা কেমন আলোক ছড়াইতেছে! দুজনের এই রসের পিরীতি-রতির আরতির কথা কে বলিবে। জগদানন্দ দাসের মন প্রেমে ভাসিয়া যাইতেছে।

৩৯ যে দেহকে সূর্য্যকিরণ স্পর্শ করিতে পায় না। আঙ্গিনার বাহিরও যাহার ভাগ্যে দূর, সেই কুলবতী কামিনী (শ্রীরাধা) একাকিনী এখনো কুঞ্জে নিশি জাগরণ করিতেছে। মাধব এ তোমার কেমন রীতি? পিরীতির পথ কাঁটা দিয়া রোধ করিলে, তোমার পক্ষে কি এটা উচিত হইল? সহজেই (জনক জননী সখী আদি সকলেরই) আদরিণী, জন্মাবধি সুখ ভিন্ন দুঃখের মুখ কেমন জানে না। (দুঃখের মুখ দেখে নাই) (তাহারই কিনা) দীর্ঘনিঃশ্বাসে মুখচন্দ্র মলিন হইয়াছে, দেখিয়া কি প্রাণ থাকে (বাঁচিতে ইচ্ছা হয়)? দারুণ খরতর বিষম মদন-শরাঘাতে ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে। জগদানন্দ বলিতেছেন, হরি তুমি শীঘ্র চল, দন্তে তৃণ লইয়া আমি তাহার পায়ে ধরিব। অথবা দন্তে তৃণ লইয়া তোমার পায়ে পড়িতেছি।

আপন দোখে রোখ পরিপোষলি
কো পরিতোষব তায়।
জগদানন্দ ভণ পালটি চলহ পুন
সভে মিলি পড়বহু পায়॥ ৪০॥

তথারাগ

ইতি উতি গুপত গতাগতি নিতি নিতি
ধনিমণি অব সব জান।
ধৈরজবতি অতি চপল তোহারি রীতি
শুনত অশুনত করি মান॥
মাধব ইথে কিএ দোখব রাই।
রাতি রতি সাখি আঁখিযুগ ঢুলুঢুলু
প্রাতরে মীললি আই॥
চুম্বনে-সরস- অধর-অতি-নীরস
আর তাহে রাতি বিহান।
পামরি-ভুকত মুকুত-অবশেষ কি
কুলবতি পিবইতে মান॥
অপরশি পরশি পরশমণি পরশিতে
পুন যদি আওবি কান।
যমুনা অব অবগাহন সমুচিত
জগদানন্দ তোহে ভাণ॥ ৪১॥

কলহান্তরিতা

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি

ধানশী

তুয়া বিনা আন স্বপনে নাহি জানত
তুহুঁ যছু কণ্ঠক মালা।
সো রস-গুণ-নিধি তাক জীবন বধি
কি সিধি সাধলি বালা॥
মানিনি কি তুয়া হৃদয় কঠোর।
সো হেন পুরুষবর উপেখিতে অন্তর
দরবিত না ভেল তোর॥
কত নব যুবতি সুমুরতি রসবতী
ইতি উতি পড়ু নিতি পায়।
বিনা অপরাধে দোখ বিনু রোখসি
এ দুখ কহব মো কায়॥
রসবতী মাঝে কবহু নাহি বৈঠলি
না বুঝলি পীরিতি-রীত।
জগদানন্দ তোহে কত সমুঝায়ব
মাথে শপতি দেই নিত॥ ৪২॥

[৪০] ওহে নায়কশ্রেষ্ঠ, প্রথমে তো (শ্রীরাধার) সম্ভ্রম রাখিয়া মর্ম্মের সুখ-দায়ক ছলে (তাহার প্রতি) অনুকূল ছিলে। কিন্তু তুমি শঠ লম্পটের সমতুল্য। তোমার গুণেই তাহা এতদিনে প্রকাশ করিয়া দিল। মাধব, সহজেই তো সেই রমণীমণি বামা-স্বভাবা, (তাহার উপর) যত পাপিষ্ঠাদের লইয়া তোমার বিলাস। সে রামা কি এত সব সহিতে পারে? তোমার আরক্ত অধরে কাজর দেখিয়াই সে মদনশরে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল। ললাটে সিন্দুর এবং বক্ষে আলতা সে তো অগ্নিতুল্য মনে করিয়াছে। আপনার দোষে তাহার ক্রোধকে পরিপুষ্ট করিলে, কে তাহার পরিতোষ বিধান করিবে? জগদানন্দ বলিতেছেন, ফিরিয়া চল, (না হয়) সকলে মিলিয়াই তাহার পায়ে পড়িব।

[৪১] নিত্য নিত্য এখানে সেখানে গোপনে যাতায়াত কর। রমণীমণি এখন সমস্তই জানিয়াছে। সে অত্যন্ত ধৈর্য্যশালিনী, আর তোমার রীতি বড় চঞ্চল। সে তো এতদিন শুনিয়াও শুনিত না (শুনিয়া মনকে মানাইত যেন শোনে নাই)। মাধব, ইহাতে আর রাইকে কি দোষ দিব? তোমার (অন্যা নায়িকার সঙ্গে) রজনী বিলাসের সাক্ষী ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে প্রভাতে দেখা দিতে আসিলে। তোমার সরস অধর সেই নায়িকার চুম্বনে নীরস হইয়া গিয়াছে। পামরীগণের ভুক্তাবশেষ (উচ্ছিষ্ট) কি কুলবতীকে পান করাইতে চাও? অস্পৃশ্যাকে স্পর্শ করিয়া যদি স্পর্শমণি স্পর্শ করিতে আইস তাহা হইলে যমুনাস্নান তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাই তোমার প্রতি জগদানন্দের উপদেশ।

[৪২] তোমা ভিন্ন স্বপ্নেও যে অন্য কিছু জানে না, তুমি যার কণ্ঠের মালা; সেই সুরসিক গুণনিধির প্রাণবধ করিয়া বালা, তুমি কোন্ সিদ্ধিসাধন করিলে? মানিনি, কি তোর পাষাণ হৃদয়! সেই পুরুষশ্রেষ্ঠকে উপেক্ষা করিতে তোমার অন্তর কি কাঁদিল না? কত রসবতী সুন্দরী নবযুবতী এখানে তাহার নিত্য পায়ে ধরিয়া সাধে। আর তুই কিনা বিনা অপরাধে বিনা দোষে তাহার প্রতি রাগ করিলি। এ দুঃখ

তিরোথা-ধানশী

মলিন বদনে যব সদনে সিধারল
সো ব্রজরাজ কুমার।
ছলছল-নয়নে বয়ন মঝু প্রতি খনে
কথি লাগি চাহসি আর॥
মানিনি, সোঙরি সোঙরি দেখ সোই।
আলি-বচনে তব গারি দেয়লি অব
চীত উচিত ফল হোই॥
যা সঞে লাখ যুবতি-রতি-আরতি
সো যব প্রণত ভেল তোর।
বৈঠলি পালটি উলটি নাহি পেখলি
ইথে কি মানিয়ে দুখ থোর॥
যৌবন-রূপ- গরবে ধরণী-তলে
না পড়ই চরণ তুহারি।
জগদানন্দ ভণে কি জানি রসিকজনে
লাজে পড়ত পুনবারি॥ ৪৩॥

ধানশী

মাথে শপতি দেই যতনে শিখায়লু
অবিরত কত শত বার।
কিয়ে তুহু পরবশ তবহু না সমুঝলি
কত সমুঝায়ব আর॥
মানিনি তুহে আয়লু হম বাজে।
সো শঠ কোটি নটিনি-ভট-লম্পট
হঠে নঠ কৈলি সব কাজে॥ ধ্রু॥
ব্রজ মাহা রসিক যুবতি অব কো কাহাঁ
তুহে' ন করই উপহাস।
শুনি শুনি মরমে মরল তুয় নিজ-জন
ভণ জগদানন্দ দাস॥ ৪৪॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি

তথারাগ

তুহু নতি সাখি রাখি যব আওলি
চরণ উপরি অবতংস।
তবধরি সুন্দরি চিবুকে অংগুলি ধরি
দশনে অধর করু দংশ॥
মাধব ঐছন পেখলি গোরি।
নাসা শিখরে নয়নযুগ বিলসই
অনত গতাগতি ছোড়ি॥
মৃগমদে তনু অনুরঞ্জন মঞ্জন
অঞ্জনে কঞ্জ-নয়ান।
কিএ মঘবনমণি-হার তেজল ধনি
নীল বসন পরিধান॥

আর কাহাকে বলিব? সুরসিকাগণের মাঝে তো কখনো বসিলি না। পিরীতির রীতিও বুঝিলি না। প্রতিদিন মাথার দিব্য দিয়া জগদানন্দ আর তোকে কত বুঝাইবে?

[৪৩] সেই ব্রজরাজকুমার যখন মলিন বদনে তোর কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন, (সেই সময়ের কথা মনে কর) এখন প্রতিক্ষণে ছল ছল নয়নে আমার মুখের দিকে আর কি জন্য চাহিতেছিস্? মানিনি, মনে মনে সেই সময়ের কথা ভাবিয়া দেখ দেখি। সখীদের বাক্যে তখন গালি দিয়াছিলি, এখন তাহার উচিত ফল হইতেছে। যাহার সঙ্গে লক্ষ যুবতীর ভালবাসা, সে যখন তোর পায়ে পড়িল, তুই উলটিয়া দেখিলি না, পালটিয়া (বিমুখ হইয়া) বসিয়া রহিলি, এ কি কম দুঃখ মনে করি। রূপ যৌবনের গর্ব্বে মাটিতে তোর পা পড়ে না, কি জানি রসিক মানুষ পুনর্ব্বার লজ্জায় পড়ে, জগদানন্দ বলিতেছেন (তাই তো কৃষ্ণ আসিতেছেন না)।

[৪৪] মাথার দিব্য দিয়া অবিরত কতশতবার তোকে যত্ন করিয়া শিখাইলাম। কি তুই পরবশ (মানের বশীভূতা) তবু তো বুঝিলি না, তোকে আর কত বুঝাইব। মানিনি, বৃথা আমি তোর কাছে আসিলাম। সেই কৃষ্ণ শঠ, কোটি নটিনীর ভর্ত্তা লম্পট, তুই হঠকারিতায় সব কাজ নষ্ট করিলি। এই বৃন্দাবনের মাঝে রসিকা যুবতীগণ এখন কে কোথায় না তোকে উপহাস করিতেছে? জগদানন্দ বলিতেছেন, শুনিয়া শুনিয়া তোর আপনার জন সব মর্ম্মে মরিয়া গেল।

কিছুই না রোচই কত দুখে শোচই
মোচই মুহুমুহু শ্বাস।
অপরূপ সদয় হৃদয়মাহ সমুঝহ
ভণ জগদানন্দ দাস॥ ৪৫॥

মানান্তে মিলন

তথারাগ

নিজ অপরাধ মানি যব মাধব
কোরে আগোরল ধাব।
সরস বিরসময়ী ইঙ্গিতে রসবতী
অসমতি সমতি বুঝাব॥
দেখ সখি রাই কি করব নৈরাশে।
মান জলদ সঞে নিকশয়ে মুখশশী
কানুক দীঘ নিশাসে॥
কনয়াচল রুচ উচকুচ চুচুকে
সরসহি॰ পরশহি॰ নাহ।
মানক লেশ- শেষ-রস-সূচক
আধ-মুদিত দিঠি চাহ॥
অধর সুধারস পিবইতে যব ধনি
বঙ্কিম করু মুখ আধা।
জগদানন্দ ভণ তবহুঁ দূরে গেও
হরিমন-মনসিজ-বাধা॥ ৪৬॥

মিলন

তথারাগ

হের না সখি হোর কি দেখি
কিএ অদভুত কভু না পেখি
অম্বর খসি গিরল আসি
কিএ মহীতল যাঁতিয়া।
ধরণীতলে জলদ খেলে
উপরে তড়িত জড়িত ভালে
ঘনের কাছে ময়ূর নাচে
অরুণ তাকর সাথিয়া॥
কে বুঝে রঙ্গ না হয় ভঙ্গ
শশি সরোরুহ একই সঙ্গ
চকোর অলি করত কেলি
অমিয়া মধুতে মাতিয়া।
পবন অতি অথির মতি
হইয়া বহিছে প্রখর গতি
প্রলয়-কালে জলধি-জলে
যুগ বিনাশন ভাতিয়া॥
খণ্ডিল দুখ নহে বিমুখ
আকাশে পাতালে সমান সুখ
কিবা সে শোভা সুরজ আভা
বিহরে তিমির চাপিয়া।

---

[৪৫] তুমি যখন তোমার প্রণতির সাক্ষীস্বরূপ তাহার চরণ উপরে (তোমার) কর্ণভূষণ রাখিয়া চলিয়া আসিলে, সেই অবধি সুন্দরী চিবুকে অঙ্গুলি রাখিয়া দন্তে অধর দংশন করিয়া বসিয়া আছে। মাধব, গৌরীকে ঐরূপই দেখিলাম। অন্যত্র গতাগতি ছাড়িয়া তাহার নয়ন দুইটী নাসাগ্রেই ন্যস্ত রহিয়াছে। সে মৃগমদে তনু অনুরঞ্জন এবং অঞ্জনে নয়ন রঞ্জিত করা ত্যাগ করিয়াছে। সে ইন্দ্রনীল মণিহার এবং নীল বসনও আর পরিধান করে না। কিছুতেই তাহার রুচি নাই। কত দুঃখেই শোচনা করিতেছে। ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িতেছে। জগদানন্দ বলিতেছেন, শ্রীরাধার তোমাকে স্পর্শ না করিতে পাওয়ার বিরহ (এমন কি তোমার বর্ণসাদৃশ্যাদিরও সংস্পর্শশূন্যতা যে কত) দুঃখ তুমি সদয় হৃদয়ে বুঝিয়া দেখ।

[৪৬] নিজ অপরাধ মানিয়া মাধব যখন ধাইয়া শ্রীরাধাকে কোলে আগুলিলেন, সরস বিরসময়ী রসবতী ইঙ্গিতে অসম্মতি ও সম্মতি বুঝাইলেন। (সরস—শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া গিয়াছে এই আনন্দে, বিরসময়ী—শ্রীকৃষ্ণের অতীত ব্যবহার স্মরণে। অসম্মতি বাহিরে, কিন্তু অন্তরে তিনি মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, এইজন্য সম্মতির ইঙ্গিত)। সখি দেখ রাই কি কৃষ্ণকে নিরাশ করিবেন? কানুর দীর্ঘনিঃশ্বাসে রাধার মানরূপ মেঘ উড়িয়া গেল, তাঁহার মুখশশী প্রকাশিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ কনকাচলের মত সুন্দর রাধার উচ্চ কুচচুচুকে সরস স্পর্শ করিতেই মান লেশের শেষ সূচক শ্রীরাধা আধমুদিত দৃষ্টিতে চাহিলেন (কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন)। তখন শ্রীকৃষ্ণ সাহসপূর্ব্বক শ্রীরাধার অধরসুধারস পান করিতে গেলে ধনী যখন অর্দ্ধেক মুখ বাঁকাইলেন, জগদানন্দ বলিতেছেন—তখনই শ্রীহরির মনের মনসিজ বাধা দূরীভূত হইল।

রাধিকাশ্যাম করে বিরাম
কোন সখী করে সেবন-কাম
রমণীমণি লাজে অমনি
নতমুখী আঁখি ছাপিয়া॥
বয়ানে হাস সখিনী পাশ
কহিতে প্রেয়সী রস বিলাস
কিশোরী করেতে বঁধুর তুরিতে
রাখে বদন ঝাঁপিয়া।
আনন্দ দাস কহত ভাষ
বরজ যুবতি করত হাস
কি বিষম কথা কহিতে বারতা
মহী টলমল কাঁপিয়া॥ ৪৭॥

রসালস

কুঞ্জভঙ্গ

তথারাগ

উদিতারুণ হসিত নলিন
মুদিত কুমুদ চাঁদ মলিন
হতশায়ক দুখদায়ক
রতিনায়ক ভাগে।
শুতল থল- জলরুহ দল
তড়িত-জড়িত জলধর-তুল
মুখ ঝামর ধনি শ্যামর
নিশি প্রাতর ভাগে॥
বিগত বসন ভূষণ সাজ
অচেতন রহু নিলজ রাজ
গিরিধারিম বহু-গারিম
রহু কারিম দাগে।
বদন জিতল শরদ ইন্দু
ছরম ঘরম বিন্দু বিন্দু
নিশি জাগরি রসসাগরি
বরনাগরি আগে॥
ফুকরত শুক- শারিক বহু
কোকিল-কুল কুহরই মুহু
গত যামিনী দেখ ভামিনী
নহি কামিনী জাগে।
কহ সহচরি শ্রবণ ওর
পরিহর ধনি হরিক কোর
কি এ দোষব তব তোষব
যব রোষব রাগে॥
কি হেরসি হসি শয়ন রঙ্গ
বর নিরমল কুলকলঙ্ক
যশধামিনি রুচিদামিনি
কুলকামিনি লাগে।

---

[৪৭] দেখ না সখী, ওখানে কি দেখিতেছি। এ কি অদ্ভুত, কখনো তো দেখি নাই! পৃথিবীকে পিষিয়া ফেলিবার জন্য কি আকাশ খসিয়া গড়াইয়া পড়িল? (যুগলের বস্ত্র খসিয়া মাটীতে লুটাইতেছে)। পৃথিবীতলে মেঘ খেলা করিতেছে, তাহাকে বিদ্যুৎ ভালরূপে জড়াইয়াছে (কৃষ্ণের উপরে শ্রীরাধা বিহার করিতেছেন)। মেঘের কাছে ময়ূর নাচিতেছে, অরুণ তাহার সঙ্গী হইয়াছে। (শ্রীরাধার কেশে শ্রীকৃষ্ণের চূড়া মিলিত হইয়াছে, অধরে অধর মিলিয়াছে) কে রঙ্গ বুঝিবে, ভঙ্গ হয় না। শশী এবং কমল একত্র অবস্থান করিতেছে (শ্রীরাধার বদনচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল)। চকোর এবং ভ্রমর (দুইজনের নয়ন) অমৃত এবং মধুতে মাতিয়া একত্রে কেলি করিতেছে। পবন অতি অস্থিরমতি হইয়া বহিতেছে। (সঘনে দুজনের নিঃশ্বাস পড়িতেছে)। প্রলয়কালে সমুদ্রজল যেন যুগ বিনাশের আকার ধরিয়াছে। (ঘর্ম্মজলে দুইজনের দেহ ও শয্যা ভিজিয়াছে)। সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডিত হইল, কেহ বিমুখ হয় নাই। আকাশে পাতালে সমান সুখ (উপরে শ্রীরাধা ও নীচে শ্রীকৃষ্ণ সমান আনন্দ ভোগ করিতেছেন)। কি সে শোভা, সূর্য্যের কিরণ (শ্রীরাধার সিন্দুর-শোভিত ললাট) অন্ধকার চাপিয়া (শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল) বিহার করিতেছে। বিহার অন্তে রাধাশ্যাম বিরাম করিতেছেন। কোন সখী সেবা করিতেছে। শ্রীরাধা লজ্জায় নতমুখে আঁখি লুকাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া সখীদের নিকট এই রসবিলাসের কথা বর্ণনা করিতে শ্রীরাধা ব্যস্ত হইয়া হাত দিয়া বঁধুর মুখ চাপিয়া ধরিলেন। জগদানন্দ দাস বলিতেছেন, ব্রজযুবতীগণ হাসিতেছেন। এ কি বিষম কথা! বার্ত্তা বলিতে গিয়া মহী (শ্রীকৃষ্ণ রসভরে) টলমল করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

সাজি কবরি ভূষণ বাস
জগদানন্দ নবিন দাস
কুরু চেতন সদনিকেতন
চলু বেতন মাগে ॥ ৪৮ ॥

কুঞ্জভঙ্গ

তথারাগ

অকরুণ পদুন তরুণ-অরুণ
উদিত মুদিত কুমুদ-বদন
চমকি চুম্বি চণ্ডরি পদু-
-মিনিক সদন সাজে।
কি জানি সজনি রজনি ভোর
ঘু ঘু ঘন ঘোষত ঘোর
গত যামিনি জিত-দামিনি
কামিনিকুল লাজে ॥
ফুকরত হত- শোক কোক
অব জাগব সবহুঁ লোক
শুকসারিক পিক কাকলি
নিধুবন ভরি আওয়াজে।

গলিত ললিত বসন সাজ
মণিযুত বেণি- ফণি বিরাজ
উচ-কোরক রুচ চোরক
কুচ জোরক মাঝে ॥
তড়িত-জড়িত জলদ ভাতি
দুহুঁ শুতি-সুখে রহল-মাতি
জিনি ভাদর রস-বাদর
পরমাদর শেজে।
বরজ কুলজ জলজ-নয়নি
ঘুমল বিমল কমল-বয়নি
কৃত লালিস ভুজ-বালিশ
আলিশ নাহি তেজে ॥
টুটল কিএ ফুল ধনুগুণ
কিএ রতিরণে ভেল তুণ শুন
সমর মাঝ পড়ল লাজ
রতিপতি ভয়ে ভাজে।
বিপরীত পড়ল যুবতিবৃন্দ
গুরুগণ-গতি মন্দ মন্দ
জগদানন্দ সরস বিরস
রসবতী রসরাজে ॥ ৪৯ ॥

---

৪৮ অরুণ উদিত হইল। পদ্মিনীর হাসি ফুটিল, কুমুদ মুদিত এবং চাঁদ মলিন হইয়া গেল। দুঃখদায়ক মদন বাণ ব্যর্থ হওয়ায় পলাইল। স্থলপদ্মতুল্য গোপীগণ শুইয়া আছেন। বিদ্যুৎ বিজড়িত মেঘের মত শ্রীরাধাকৃষ্ণও বিলাসশয্যায় শয়ান। প্রভাতকালে (রাত্রি জাগরণে ও বিলাসশ্রমে) ধনীর মুখ মলিন এবং দেহ পাণ্ডুর হইয়াছে। বসন স্খলিত, ভূষণের সজ্জাও খসিয়া পড়িয়াছে। নির্লজ্জ রাজ (বিলাসের সময় যাঁহার নিজেরও লজ্জা থাকে না, যিনি শ্রীরাধাকেও লজ্জাহীনা করেন) কৃষ্ণ এখনো ঘুমে অচেতন। শঠ গিরিধারীর দেহেও কালিমা দেখিতেছি। শ্রীরাধার বদন চন্দ্র শারদ চন্দ্রকে জয় করিয়াছে, তাহাতে শ্রমজনিত বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিয়াছে। রসসিন্ধু নাগরীশ্রেষ্ঠা নিশি জাগরণ করিয়া আগেই ঘুমাইয়াছেন। শুকসারী ডাকিতেছে, কোকিলকুল অবিশ্রান্ত কুহু কুহু ধ্বনি করিতেছে। রাত্রি গত হইয়াছে, দেখ আমাদের সখী এখনো জাগিলেন না। এক সখী শ্রীরাধার কানের কাছে গিয়া কহিতে লাগিলেন, সখি, হরির বাহুবন্ধন ত্যাগ কর। তখন অপরা এক সখী কহিলেন, ইহাতে শ্রীরাধা যদি রাগ করে, উত্তরে এই সখী বলিলেন—যদি দোষ দেয়, তখন সন্তুষ্ট করিব। (অথবা গুরুজন যখন রাগ করিবেন তাহাদিগকে তুষ্ট করিব কিরূপে, দোষ দিবই বা কেমন করিয়া)। হাসিয়া হাসিয়া কি শয়নরঙ্গ দেখিতেছিস, এই যশস্বিনী বিজলীবরণী কুলকামিনীর নির্মল শ্রেষ্ঠ কুলে কলঙ্ক লাগিবে যে! নূতন দাস জগদানন্দ শ্রীমতীর কবরী বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি পূর্ব্বের মত যথাযথ সাজাইয়া চেতন করাইয়া গৃহে লইয়া গিয়া বেতন মাগিতেছেন।

৪৯ সেই নিষ্ঠুর প্রভাত সূর্য্য আবার উদিত হইল। কুমুদের মুখ মুদিত হওয়ায় ভ্রমরকুল তাহাকে একবার চমকিয়া চুম্বন করিয়াই পদ্মিনীর সদনে চলিয়া গেল। সজনি, কি জানি রাত্রি তো ভোর হইল। ঘুঘু ঘন ঘন ঘোর রবে ডাকিতেছে। রাত্রি গত হইল, দামিনী-বিজয়িনী কামিনীকুল লজ্জায় পড়িল। (অথবা কামিনীকুলকে লজ্জা দিয়া রাত্রি যেন বিদ্যুতের মত দেখা দিয়াই অন্তর্হিত হইল। সুখের রাত্রি ক্ষণস্থায়ীই মনে হয়)। বিগতশোক (রাত্রিতে তাহারা পৃথক ছিল, এখন দিবসে সমস্তক্ষণ একত্র

শারী কর্ত্তৃক রাধাগুণ কথন

তথারাগ

রাধে জয় জয় বলিএ শারী
নিধুবন ভরি গাজে।
নীল ওঢ়নি মুকুট-টালনি
বদন সে রাকা শশধর জিনি
চরণ-নূপুর মধুর মধুর
রুনু ঝুনু ঝুনু বাজে॥
শারী বলে শুক তোমারে কই
রূপেতে কিশোরী হইল জয়ী
কানু-মনোহরা রাধিকা-মূরতি
পরাভব নটরাজে।
আবীর কুসুম পাঁশা জলকেলি
সে সব সমরে তব বনমালী
জিনিবারে নারে রাইপদ ধরি
হারিয়াছে সখীমাঝে॥
মোদের কিশোরী রাজার কুমারী
সব সখীগণ পূজে।
তোমার নাগর রাখাল খেয়াতি
সদা থাকে গোঠ মাঝে॥
মৃগ পাখী আদি তরুলতা যত
করিল শ্রীমতী নিজ রূপমত
তোমার নাগর হইল গৌর
লুকাওল সখীমাঝে।
যেইদিন রাধা করিল মান
দাসখত লিখি দিয়াছে শ্যাম
তার সাথী আছে শুনহে শুক
নিশিশেষে পিক রাজে॥

শুক কহে শারি কি কর দ্বন্দ্ব
দোঁহে সম গুণে কে বলে মন্দ
জগদানন্দ পরমানন্দ
রসবতী রসরাজে॥ ৫০॥

শ্রীরাধার আক্ষেপানুরাগ

তথারাগ

সজনি গো কেন গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের দুলাল চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে॥
দিয়ে হাস্য সুধা-চার অঙ্গছটা আঠা তার
আঁখি-পাখি তাহাতে পড়িল।
মনমৃগী সেই কালে পড়িল রূপের জালে
শূন্য দেহ-পিঞ্জর রহিল॥
চিত্তশালে ধৈর্য্য হাতী বান্ধা ছিল দিবা রাতি
ক্ষিপ্ত হৈল কটাক্ষ-অঙ্কুশে।
দম্ভের শিকল কাটি চারিদিকে গেল ছুটি
পলাইয়া গেল কোন দিশে॥
লজ্জাশীল হেমাগার গুরুগৌরব সিংহদ্বার
ধরম কবাট ছিল তায়।
বংশীধ্বনি বজ্রাঘাতে পড়ি গেল অকস্মাতে
সমভূমি করিল আমায়॥
কালিয় ত্রিভঙ্গ বাণে কুল মান কোন খানে
ডুবিল উঠিল ব্রজের বাস।
অবশেষে প্রাণ বাকী তাও পাছে যায় নাকি
ভণয়ে জগদানন্দ দাস॥ ৫১॥

থাকিবে, এই আনন্দে) চক্রবাক ডাকিতেছে। এখনই তো সমস্ত লোক জাগিবে। নিধুবন ভরিয়া শুক শারী এবং পিক কাকলির প্রতিধ্বনি উঠিতেছে। যুগলের সুন্দর বসনসজ্জা বিগলিত হইয়াছে, শ্রীরাধার মণিভূষিত বেণী উচ্চ (কমল) কোরকের রুচি-চোর কুচজোড়ের মাঝে শোভা পাইতেছে। বিদ্যুৎ বিজড়িত মেঘের মত রাধাশ্যাম দুইজনে সুখে মাতিয়া ভাদ্রের বাদল বিজয়ী পরম রসার্দ্র শয্যায় শুইয়া রহিল। কমলনয়নী ব্রজকুলজা কমলিনী রাধা ঘুমাইয়াছে। চিরলালসার (চিরপ্রার্থিত) বঁধুর ভুজবালিশ শিথান পাইয়া আলস্য ত্যাগ করিতেছে না। কামদেবের ফুলধনুর কি গুণ টুটিয়া গেল? কিম্বা রতিরণে তাহার তূণ শূন্য হইল? তাই সমর মধ্যে লজ্জায় পড়িয়া রতিপতি ভয়ে পলাইয়াছে। যুবতিবৃন্দ বিপদে পড়িল। গুরুজনের গতাগতির লঘু লঘু পদশব্দ শোনা যাইতেছে। জগদানন্দ বলিতেছেন, রসবতী ও রসরাজ এতক্ষণ সরস ছিলেন, এইবার বিরস হইলেন।

[৫১] সজনি গো, যমুনার জলে কেন গেলাম। নন্দের দুলাল চাঁদ ব্যাধ রূপের ফাঁদ পাতিয়া কদম্বের তলে দাঁড়াইয়া ছিল। ফাঁদে হাস্যসুধা চার (হাস্যসুধারূপ পাখীর আহার) দিয়াছিল এবং

মাথুর

তথারাগ

দরশন লাগি নয়ন ঘন কান্দই
পরশন লাগি তনু ঝুর।
রসনা পিবইতে চাহে অধররস
কি করব সো অতি দূর॥
সজনি তোহে পুন কি কহব আর।
নাসা রসন শ্রবণযুগ লোচন
তনুমন সবহুঁ গোঙার॥
শুনইতে চাহে শ্রবণ বচনামৃত
সোই দুলহ কাঁহা পাব।
সৌরভে উনমত আশা করি কত
নাসা অবিরত ধাব॥
এক বেরি রূপ পরশ রস সৌরভ
শবদ সবহুঁ মেলি চাহ।
জগদানন্দ ভণ তছু অনুগত মন
কৈছে হোত নিরবাহ॥ ৫২॥

শ্রীকৃষ্ণের লিপি প্রেরণ

তথারাগ

যামিনী দিনপতি গগনে উদয় করু
কুমুদ কমল খিতি মাঝ।
অপরশে দুহুঁক পরশ-রস-কৌতুক
নিতি নিতি জগতে বিরাজ॥
বর-রামা হে বুঝবি তুহুঁ সুচতুর।
আপন পরাণ যাক করে সঁপিয়ে
সো পুন কভু নহে দূর॥
জীবন অবধি হাম আপনা বেচলুঁ
তন মন এক করি তোয়।
কিয়ে বিধি নিঠুর করম বিপাকে
পরবাসে রাখল মোয়॥
কাঞ্চন বদন- কমল লাগি লোচন-
মধুকর মরত পিয়াসে।
লিখনক আদি- আখর মেলি সমুঝবি
কহে জগদানন্দদাসে॥ ৫৩॥

অঙ্গচ্ছটা আঠা লাগাইয়াছিল। (আহারের লোভে গিয়া) আমার আঁখিপাখী তাহাতে (আঠাতে জড়াইয়া) পড়িল। আমার মনহরিণী সেই সময় তাহার রূপের জালে গিয়া বন্দিনী হইল। দেহ পিঞ্জর শূন্য পড়িয়া রহিল। চিত্তশালায় (ধৈর্য্যরূপ) হাতী বান্ধা ছিল, তাহার কটাক্ষ অংকুশে ক্ষিপ্ত হইয়া গেল। সে দম্ভের শিকল কাটিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া কোন্ দিকে যে পলাইল (আর সন্ধান পাওয়া গেল না)। আমার লজ্জা ও শালীনতারূপ স্বর্ণভাণ্ডার ছিল, গুরুগৌরবরূপ সিংহদ্বার ছিল, তাহাতে ধর্ম্মের কবাট ছিল। (আমার অন্তঃকরণে লজ্জা শীলাদি ছিল যেন স্বর্ণভাণ্ডার। সেখানে প্রবেশ সহজ ছিল না। কারণ প্রবেশের বাধাস্বরূপ ধর্ম্মের কবাটযুক্ত গৌরবান্বিত গুরুবর্গ-রূপ সিংহদ্বার ছিল)। এই সমস্তই ব্যাধরূপী (শ্রীকৃষ্ণের) বংশীধ্বনিরূপ বজ্রাঘাতে অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল, আমাকেও সমভূমি করিয়া দিল। কালিয়ার ত্রিভঙ্গ-রূপ বন্যায় আমার কুলমান কোথায় ডুবিল (আর খুঁজিয়া পাইলাম না)। আমার বুঝি ব্রজের বাসই উঠিয়া গেল। অবশেষে প্রাণমাত্র বাকী আছে। জগদানন্দ বলিতেছেন, বুঝি তাহাও যাইবে।

[৫২] (শ্রীকৃষ্ণকে) দর্শনের জন্য নয়ন নিশিদিন কাঁদিতেছে। স্পর্শের জন্য দেহ ঝুরিতেছে (আকুল হইয়াছে) রসনা তাহার অধররস পান করিতে চাহিতেছে। কি করিব? বন্ধু তো আমার অতি দূরেই রহিয়াছে। সজনি, তোমাকে পুনরায় আর কি বলিব। আমার নাসিকা, রসনা, শ্রবণ, নয়নযুগল, দেহ এবং মন সকলেই গোঁয়ার (অবুঝ, একরোখা)। আমার কর্ণ তাহার বচনামৃত শুনিতে চায়, সে তো দুর্লভ, কোথায় পাইব। সেই কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের পুনঃপ্রাপ্তির কত আশা করিয়া নাসিকা অবিরত ছুটিতেছে। সকলে মিলিয়া একই সঙ্গে রূপ, স্পর্শ, রস, সৌরভ, বাক্য চাহিতেছে। জগদানন্দ বলিতেছেন মন যে তাহারই অনুগত, কেমন করিয়া নির্ব্বাহিত হইবে। (বন্ধুকে পাওয়াও যাইতেছে না, মনকেও বুঝাইতে পারিতেছি না, কি করিয়া এ সমস্যার সমাধান করিব)।

[৫৩] নিশাপতি চন্দ্র এবং দিনপতি সূর্য্য গগনে উদিত হয়। কুমুদ এবং কমল থাকে পৃথিবীতে। কিন্তু বিনা স্পর্শনেও তাহাদের মধ্যে স্পর্শরসের কৌতুক, এ তো নিত্য নিত্যই (প্রতিদিনই) জগতে বিরাজ করিতেছে। বররামা হে, (শ্রীরাধাকে বলিতেছেন, শ্রেষ্ঠা রমণী তুমি) তুমি তো সুচতুরা, তুমি বুঝিবে। আপনার প্রাণ যাহার করে সমর্পণ করা যায়, সে আবার কখনো দূর হয় (দুজনের মাঝে

শ্রীরাধার স্বপ্নকথা

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব সূচনা

তথারাগ

নিধুবনে দুহুঁজনে চৌদিকে সখীগণে
শুতিয়াছে রসের আলসে।
নিশিশেষে রসমুখী উঠিলেন স্বপ্ন দেখি
কাঁদি কাঁদি কহেন বঁধু-পাশে॥
উঠ উঠ প্রাণনাথ কি দেখিলাম অকস্মাৎ
এক যুব গৌরবরণ।
কিবা তার রূপঠাম জিনি কত কোটি কাম
রসরাজ রসের সদন॥
অশ্রু কম্প পুলকাদি ভাবভূষা নিরবধি
নাচে গায় মহামত্ত হৈয়া।
অনুপম রূপ দেখি জুড়াইল মোর আঁখি
মন ধায় তাহারে দেখিয়া॥
নবজলধর রূপ রসময় রসকূপ
ইহা বই না দেখি নয়নে।
তবে কেন বিপরীত হেন হৈল আচম্বিত
কহ নাথ ইহার কারণে॥
চতুর্ভুজ আদি কত বনের দেবতা যত
দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে।
তাহে তিরপিত মন না হইল কদাচন
গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে॥
এতেক কহিতে ধনি মূর্চ্ছা প্রায় ভেল জানি
বিদগধ রসিক নাগর।
কোলেতে করিয়া বেড়ি মুখ চুম্বে বেরি বেরি
হেরিয়া জগদানন্দ ভোর॥ ৫৪॥

মাথুর

বাহ্যচিত্র পদ

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি

(ক)

কিতব কেশব কুশল কি কহব
কনকমঞ্জরী রাই।
কি জনি কতিখনে কব কি হোঅব
কহিতে আওলুঁ ধাই॥
কুসুমকার্ম্মুক কোপে কাতর
কেলিকুঞ্জে লোটায়।
কুলক কামিনী কি কহুঁ কান্দই
কুজন কুবচন-দায়॥
কান্তকাহিনী কহিতে কান্দই
কনকমঞ্জরী সোয়।
কুলজকামিনী কুপথ-গামিনী
কঅলি কী ফল তোয়॥
কঞ্জ নয়নীক কণ্ঠে কেবল
কেলি করত পরাণ।
কোরে করইতে কাঁপে কলেবর
জগত-আনন্দ ভাণ॥ ৫৫॥

(খ)

খেম কি কহব খল-খগেশ্বর
খোয়লি এতদিনে রাই।
খীন খঞ্জন- নয়নী খনে খনে
খনিক নিরখহ যাই॥
খলিত দিঠিজলে খৌম ভীগল
খোভ কোন মিটাই।
খসল কুন্তল খোনী বিলুঠই
খীর নীর না খাই॥

কি আর দূরত্ব থাকে)? জন্ম হইতে আমি দেহ মন এক করিয়া তোমাকে (বিনামূল্যে) বিক্রয় করিয়াছি। কিন্তু বিধি কেমন নিষ্ঠুর দেখ, কর্ম্মবিপাকে আমাকে প্রবাসে রাখিল। তোমার কাঞ্চন বদনকমলের জন্য আমার নয়ন মধুকর পিপাসায় মরিতেছে। জগদানন্দ দাস বলিতেছেন, এই লিখনের আদি আখরগুলি মিলাইয়া বুঝিও। (পদের প্রতি ছত্রের প্রথম অক্ষর "মাঅব আজি কি কালি")।

খোলি খাপসে খরগ খরতর
মদন মারত ধাই।
খসঞে খিন শশী খসি কি খিতি পড়ি
রাহুভয়ে গড়ি যাই॥
খেদ কি কহব খিপত সম গতি
খণহিঁ খলখল হাসই।
খণ্ড কপালিয়া খণ্ডবাসিয়া
জগত-আনন্দ ভাষই[১]॥ ৫৬॥

(গ)

গরব-আঁধল গরবিনীগণ
গাঁথি গলে তুহুঁ নেলি।
গোপগেহিনী- গণক গৌরব-
গান সহজহিঁ গেলি॥
গাম গোকুল গোপগৃহ সঞে
গোপ-নাগরী ধায়।
গিরি গোবর্ধন- গহন গহ্বর-
গেহ-গরভে লোটায়॥
গুরুক গঞ্জন গভীর গরজন
গারি-ভয় নাহি মান।
গৌরীগণ সঞে গোপিনী-মনে
গরল গরাসব কান॥
গরিম গুণগণে গজহুঁ গামিনী
গর গর স্বরে রোয়।
গহন গৃহ গৃহ গহন ভেল কহ
জগত-আনন্দ তোয়॥ ৫৭॥

(ঘ)

ঘোষ নন্দিনী ঘোর ঘাতক
মদন নিরদয় শূর।
ঘীঁচি ধনুগুণ ঘষিল খরশর
ঘাতে মানস পূর॥
ঘর ঘর স্বরে ঘুমি ভূমি পড়ি
ঘষই মুখশশী রাই।
ঘটল তুয়া ঘটে ঘোর যশ ঘন-
শ্যাম নিরখহ যাই॥
ঘেরি সহচরী ঘষিল চন্দন
ঘুসৃণ ঘন ঘনসার।
ঘোলি ঘনরসে ঘটন করি ঘটে
ঢারু কত অনিবার॥
ঘড়িকে অপঘন ঘামে ঘনঘন
শ্বাস ঘুরত না মন্দ।
ঘোষপুরে যশ- ঘণ্টিকা তব
শুনল জগদানন্দ॥ ৫৮॥

অন্তশ্চিত্র পদ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামমহিমা

নর হ- রি নাম অন্ত- রে অছু ভাবহ হ- বে ভব সাগ- রে পার।
ধর রে শ্রবণে নর হ- রি নাম সাদ- রে চিন্তামণি উ- হ- সার॥
যদি কৃ- ত পাপী আদ- রে কভু মন্ত্রক- রা- জ শ্রবণে ক- রে পান।
শ্রীকৃ- ষ্ণ- চৈতন্য বল্যে হ- য় তছু দুর্গ- ম পাপতাপ স- হ- ত্রাণ॥
কর- হ- গৌরগুরু বৈ- ষ্ণ -ব আশ্রয় ল- হ- নরহরি না- ম হার।
সংসা- রে নাম লই সু- কৃ- তি হইয়া ত- রে আপামর দু- রা- চার॥
ইথে কৃ- ত বিষয় তৃ- ষ্ণ পহুঁ-নাম-হা- রা- যো ধারণে শ্র- ম তার।
কু-তৃ- ষ্ণ জগদানন্দ কৃ- ত-কল্মষ কু- ম- তি রহল কা- রা- গার॥ ৫৯।

---

৫৬ ১ ভাঙ্গা কপাল (ভাগ্যহত) শ্রীখণ্ড (বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী) গ্রাম নিবা[সী] জগদানন্দ কহিতেছেন। (জগদানন্দ বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের নিকটবর্ত্তী জোফলাই গ্রামে [বাস] করিতেন। কিন্তু এই পদে তিনি স্বীয় বংশের আদি পুরুষ শ্রীমুকুন্দ সরকার ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীনরহ[রি] সরকার ঠাকুরের বাসভূমি শ্রীখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন)।

উপর ও নীচ হইতে অক্ষর মিলাইয়া পাঠ ঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে

কৃষ্ণের প্রতি শঠতার অনুযোগ

ন- বীন	মি- লনে	ত- নু ধ-	রি তুহুঁ	স- পতি	অ নেক কেলি।
র- সিক	আ- শয়ে	ন- গণি	ধ- রম	মা- নিনী	গা- রিমা দেলি॥
হ- সিত	ব দনে	ম- জালে	ল লনা	প- রব-	ন্দ কত করি।
রি তি অ-	লি সম	ন কর·	গ- মন	ন ন্দের	ন- ন্দন হরি॥
প্র- ণত	ব- নিতা	এ সব	যু- বতী	তু- লনা	আ- সিবে কিসে।
ভু লাঞা	র- মণী	ক- মল	ন- য়নী	আ- শা-হ-	ত কল্যে শেষে॥
তু- ষিয়া	আ- দরে	ক- ত প-	র- কারে	পা- সর	গ- রব-অন্ধ।
মি নতি	কি- 'কর	রি তি না	চ- লহ	অ- সুখী	জ- গদানন্দ॥ ৬০॥

উপর ও নীচ হইতে পদ ঃ

নরহরি প্রভু তুমি।
কি আর বলিব আমি॥
তনমন এক করি।

চরণযুগল ধরি॥
সমাপন তুয়া পায়।
জগত আনন্দ গায়॥

ভাষাশব্দার্ণব—প্রথম কল্লোল

(ক)

কংস-কুঞ্জর- কেশরী কর-
কুম্ভ করজে বিদার।
করভকর ভুজ- কোরে কুলবতি
করব কেলি বিহার॥
কেলি কলহক কহব কাহিনি
কুলজ কামিনি কন্ত।
কি রস কুবুধিনি কুরূপ কুবুজিনি
কোরে কহরি একন্ত॥
কষিল কাঞ্চন কাঁতি কামিনি
কুচহি' কাঁচুলি কেলি।
কাল কালিয় কৃষ্ণ-ভুজে কভু
কহ কি কবলিত ভেলি॥
কুসুম-কাননে কুহলে কোকিল
কুকুহু কুহু-কুহু বোল।
কেলিকৌতুক কুমুদ-বান্ধব
করত কুমুদিনি কোর॥

কিরণে কু কল- ঙ্কাঙ্ক কবলিত
কয়ল কালিম রাতি।
কুটিল কুবচন করাতে কাটত
কামিনী-কুল-ছাতি॥
কি জানি কতখনে কব কি হোঅব
কেবল কৃশতনু কারি।
কনক কেয়ুর করক কঙ্কণ
কটিক কিঙ্কিণি ডারি॥
কুলক কামিনি কুপথ-গামিনি
কয়লি কেশব তোয়।
কঠিন কুটিলাক কাদেই কি কহব
করুণ করি কত রোয়॥
কাঁচ কাঞ্চন- কাঁতি কেবল
কাজর কালিম ভাঁতি।
কাঠকি কঠিন কুজন-কুবচন
কুকুলে জারল ছাতি॥

কি ভেল কেতকি কুসুম করকস
কুটিরে কামবিলাস।
কমল কোমল কঞ্জ কিশলয়
কোকনদক বিকাশ॥
কেশ কুঞ্চিত কুটিল কুন্তল
কবরি কচ গড়ি যায়।
কেশরি-কটি কম্বু-কন্দর
কনক-কেতকি কায়॥
কয়ল কাননে কলপ-লতিকা
কাম-কেলিকুটির।
কাহ্নু কোরহি কেলি কৌতুক
করত কৌতুক-কীর॥
কাম-কৌশলে করু কলাবতী
কুপিত কঞ্জনয়ান।
কি ভয় করইতে কাহ্নু করে কুরু
কপূরে কপূরিত পান॥
কয়লি কেলি কদম্ব কাননে
কি কথা করল রসাল।
কুচকলসে কর কালি কি কহলি
কুলিশ-হৃদয় গোপাল॥
কটিক কাছনি কাঁতি কিল কল-
ধৌত কামক ধাম।
কলিকাল-কালিয় কম্পকাতর
কয়ল কিএ তুয়া নাম॥
করুণ করুণা করহ কাতরে
কুশল কৈছনে মোয়।
কমল-আসন কপালে কি লিখল
কি জানি কব কিএ হোয়॥
কয়লঁু কুজনমে কলুষ-কিলবিষ
কতএ কলমষ ভার।
কমঠ পীঠ কঠোর কলেবর
কঠিন হৃদয় হামার॥
কয়লি কাতিকে কেলি-কৌতুক
করণে করহি' না কেলি।
কুদিন নাগল কাল কাটলঁু
কুপথে কুজনম গেলি॥
করহ কবিকুল কণ্ঠে কবিতা
করিতে মন যদি ধায়।
কৃষ্ণ কৌশল কাব্য করইতে
জগত-আনন্দ গায়॥ ৬১॥

ইতি শ্রীমন্নরহরিচরণাশ্রিতেন কেনচিদ্বিরচিতে ভাষা-শব্দার্ণবে কাদিদিগ্‌দর্শনো নাম প্রথমঃ কল্লোলঃ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের আরতি

তথারাগ

আরতি করে নন্দরাণী বালক মুখ হেরি।
গাওত নব নাগরী সব রাখাল সকল ঘেরি॥
রম্ভাফল ঘৃত প্রদীপ পুষ্প রচিত থালি।
সুন্দরীগণ উলতি দেই শিশুগণ করতালি॥
রাখি শিঙ্গাবেণু যশোদা মাই
কোরে নিল দুনো ভাই।
মাখন দহি দোহি ক্ষীর খাওয়ে রাম কানাই॥
সকল শিশুর মুখ তুলি তুলি
যশোমতি চুমো খাওয়ে।
মঙ্গল পুছে নন্দঘোষ জগদানন্দ গাওয়ে॥ ৬২॥
(মঙ্গলডিহির জগদানন্দ)
[২৯৬৯]

মধুসূদন

অষ্টকালীয় নিত্য লীলা

সুহই

কর্‌হি মুরলি না দেখিয়া।
কহে কানু গরগর হিয়া॥
কে নিল মুরলি প্রিয় মোর।
তুহুঁ সব সখীগণ চোর॥
কহে সভে কে নিল মুরলি।
কি বা লৈয়া করিবা খুরলি॥
কাননে ফেলিয়া হৈয়া ভোর।
আমা সভাকারে কহ চোর॥
ইঙ্গিতে নয়ান চালিলা।
বুঝি শ্যাম রাইকে ধরিলা॥
কক্ষ বক্ষ সব উকটিলা।
তমু সে মুরলি না পাইলা॥
তবহুঁ মিনতি করু কান।
তুহুঁ সে মুরলি দেহ দান॥
তবে সখীগণ আনি দিল।
নাগর মুরলি করে নিল॥
কত কত ঐছন বিলাস।
কহ মধুসূদন দাস॥ ১॥

তথারাগ

রাই কানু নিকুঞ্জ মন্দিরে।
বসিলেন বেদীর উপরে॥
হেম মণি খচিত তাহাতে।
বিবিধ কুসুম চারি ভিতে॥
সখীগণ চৌদিগে বেড়িয়া।
বসিয়াছে দুহুঁ মুখ চাইয়া॥
কুণ্ডের পূরবে সেই কুঞ্জ।
যাহা বেড়ি মধুকর গুঞ্জ॥
মলয়পবন বহে তায়।
তরুপর শারী শুক গায়॥
রাই কানু সে শোভা দেখয়ে।
হেরি মধুসূদন ভুলয়ে॥ ২॥

সারঙ্গ

রাধা মাধব বিহরই কুণ্ডক তীর।
সখীগণ সঙ্গে কুসুম তঁহি তোড়ই
কুন্দ কমল করবীর॥ ধ্রু॥
নব নব পল্লবে শেজ বিছায়ই
কুঞ্জ সমীপহি রাখি।
ফল-ফুলে সকল তরু-বর শোভিত
দুহুঁজন আনন্দে দেখি॥
সুশিতল চন্দন দুহুঁ অঙ্গে লেপন
বৈঠলি কৌতুক রঙ্গে।
কোই কোই সখিগণ বীজই বীজন
আনন্দ বিভোল অঙ্গে॥
দোহে দোহাঁ হেরি রঙ্গে মুখ চুম্বই
যৈছনে কমলে মধুপ।
কাঞ্চন মরকতে যৈছে জড়াওল
হেন পরিরম্ভণ-রূপ॥
শ্রমজলে পীত পটাম্বর ভীগল
দুহুঁজন বৈঠল রঙ্গে।
ইহ মধুসূদন কবে দুহুঁ হেরব
সকল সখীগণ সঙ্গে॥ ৩॥

বরাড়ী

কুণ্ডে সিনান কয়ল দুহুঁ মেলি।
সহচরিগণ সঞে করু জলকেলি॥
বসন বিভূষণ পহিরণ বেলি।
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে চলি গেলি॥
রতন পীঠ পরি কিশোরি কিশোর।
বৈঠল দুহুঁজন আনন্দে ভোর॥
বৃন্দা দেবি যোগায়ত তাই।
বহুমত ফল মূল বিবিধ মিঠাই॥
ভোজন করু দুহুঁ সখিগণ সঙ্গে।
মধুসূদন কব হেরব রঙ্গে॥ ৪॥

মাথুর বিরহ

পাহিড়া

ব্রজজন ঐছে দশা হেরি এক সখি
মথুরা কয়ল পয়ান।
বিরহক তাপে তপত তনু ঝামর
ঐছন ভেটল কান॥
মাধব এতহুঁ নিঠুর কাহে ভেলি।
সো কুলকামিনি বিরহ-বিয়াধিনি
নবমি দশা বহি গেলি॥
মন্দির তেজি তপন-তনয়া-তট
কুঞ্জহি সখিগণ ঘেরি।
কিশলয় শয়নে মুদল দুয় লোচন
বদন রহল সবে হেরি॥
অব জানি দশমি দশা পরবেশল
শ্বাস আশ দূরে গেল।
কহ মধুসূদন সবহুঁ বরজ-জন
জিবন কণ্ঠগত ভেল॥ ৫॥
[২৯৭৪]

গোপীকান্ত

শ্রীনিবাস বন্দনা

তথারাগ

পহুঁ দ্বিজ-রাজ-বর মূরতি মনোহর
রত্নাকর করি জান।
প্রভু শ্রীনিবাস প্রকাশ স্বরূপ
হরিনাম করতহি গান॥
কনক বরণ তনু প্রেম মূরতি জনু
কণ্ঠহি তুলসিক মাল।
গৌর প্রেম ভরে অহর্নিশি আঁখি ঝুরে
হেরি কাঁপয়ে কলি কাল॥
শ্রীমদ্ভাগবত উজ্জ্বল গ্রন্থ যত
দেশে দেশে করিলা প্রচার।
পাষণ্ড অবোধগণে করুণাবলোকনে
সভাকারে কয়ল উদ্ধার॥
ভকত প্রিয়োত্তম ঠাকুর নরোত্তম
রামচন্দ্র প্রিয় দাস।
অধম নিতান্ত গোপী কান্ত হৃদয়ে পহুঁ
চরণ করহ পরকাশ॥ ১॥

পূর্ব্ব পদকর্ত্তৃগণের বন্দনা

কামোদ মল্লার

শ্রীবিদ্যাপতি কবিবর শেখর
কয়লহি বহুবিধ গীত।
শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্র শিরোমণি
ত্রিজগতে যাহার চরীত॥
শ্রীজয়দেব বহুল রস বর্ণন
কবিসায়র চণ্ডীদাস।
রামানন্দ নাটক পরকাশক
সুমধুর প্রেমবিলাস॥
শ্রীল সনাতন কয়ল গীতাবলি
বহুবিধ ভাব তরঙ্গী।
শ্রীরামচন্দ্র কবিবর-ভূপতি
বলরাম দাস তছু সঙ্গী॥
নরহরি দাস ঠাকুর কবি-ভূপতি
গোবিন্দ ঘোষ কবিসিন্ধু।
ঠাকুর বৃন্দাবন বাসুদেব ঘোষ
সকল কবীশ্বর-ইন্দু॥

ভাবুক-চক্র- বর্ত্তি পরকাশল
জ্ঞানদাস কবি-বর্য্য।
যদুনাথ দাস অভিসারে বর্ণিত
তহিঁ কবিবর ব্যাসাচার্য্য॥
প্রার্থনা কয়লহি ঠাকুর নরোত্তম
মাধব ঘোষ কবি-ধাম।
বংশিবদন কিয়ে শ্রীবল্লভ কবি
লোচন দাস অনুপাম॥
ঠাকুর পিতামহ সুবলানন্দ পহুঁ
কয়লহি কতহুঁ সুছন্দ।
শ্রীঘনশ্যাম কবি- রাজ-রাজ-বর
অদভুত বর্ণন বন্ধ॥
ইহ বর কবিবর • চরণ সরোরুহ
শিরসি ধরল হাম ছার।
গোপীকান্ত কহ কলিকূপে ডুবলুঁ
কব পায়ব হাম পার॥ ২॥

প্রার্থনা

তথারাগ

অহে নাথ মো বড় পাতকী দুরাচার।
তোমার সে শ্রীচরণ না করিলুঁ আরাধন
বৃথা দেহ বহি ফিরি ভার॥
দারুণ বিষয়কীট হইলুঁ পাইয়া মীঠ
বিষ হেন জ্ঞান নাহি হয়।
তোমার ভকত সঙ্গে তব নামামৃত-রঙ্গে
হত চিত তাহে না ডুবয়॥
তুমি সে করুণাসিন্ধু জগত-জীবন-বন্ধু
নিজ কৃপা বলে যদি লেহ।
পতিতপাবন নাম ঘোষণা রহিবে শ্যাম
জগতে করিবে এই থেহ॥
এই কৃপা কর প্রভু তুয়া ভক্ত সঙ্গ কভু
না ছাড়িয়ে জীবন মরণে।
তব লীলা-গান-গুণে ডুবুক আমার মনে
গোপীকান্ত করে নিবেদনে॥ ৩॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের অকারণ মান

নটরাগ

রাধামাধব সহচরি সাথ।
কত কত উপজয়ে রসময় বাত॥
না জানিয়ে প্রেম কলহ কিয়ে ভেল।
নিজ প্রতিবিম্ব ভানে দুহুঁ গেল॥
চীত পুতলি সম সহচরি থারি।
কি কহব বচন কহই নাহি পারি॥
দুহুঁ জন ভেল অকারণ মান।
এক দিশে সুন্দরি আর দিশে কান॥
বন মাহা দুহুঁ পরবেশল যাই।
এক তরুর মূলে বৈঠলি রাই॥
একলি রোয়ত অবনত শীর।
ঝর ঝর নয়নে গলয়ে ঘন নীর॥
ভ্রমি ভ্রমি মাধব আওল তাই।
হেরল তরু-মূলে রোয়ত রাই॥
কানুক নয়নে ঝরয়ে তব লোর।
ধিরে ধিরে যাই রাই করু কোর॥
কহ গোপীকান্ত দাস কিয়ে ভেলি।
অদভুত দুহুঁক প্রেম রস কেলি॥ ৪॥

বিহাগড়া

ঢুঁড়য়ে সবহু সখীগণ মেলি।
যাঁহা দুহুঁ রোয়ত তাহি সভে গেলি॥
হেরল দুহুঁ জন রহুঁ এক ঠাম।
রোয়ত সুন্দরি কোরহি শ্যাম॥
কহ গদগদ তব নাগর কান।
কাহে তুহুঁ রোয়সি কাহে করু মান॥
মোছই বদন আপন পিতবাসে।
দুরহি সহচরিগণ হেরি হাসে॥
সখিগণ মুখ যব হেরল রাই।
লাজহি অবনত কানু-মুখ চাই॥
উঠি চলল দুহুঁ সখিগণ দেখি।
তুরিতুহি মিলল দুহুঁ পরতেখি॥
লাজহি দুহুঁ কছু না কহয়ে ভাষ।
কহ গোপীকান্ত পুরল মন আশ॥ ৫॥

গোপীচরণ

রূপানুরাগ

তথারাগ

সই গো আমার মনেতে কিছু ভায় না।
নন্দ গোপ সুত বিনে আর কিছু চায় না॥
শ্যামসুন্দর নবযুবা পীতবাস পরে।
নানা আভরণ অঙ্গে ঝলমল করে॥
চূড়া শিখীচান্দ গুঞ্জা সুচাঁচর কেশ।
ত্রিভঙ্গ মুরলীধর নটবর বেশ॥
মুখচান্দ ঝলমল অলক তিলকে।
হাসিতে দশনপাঁতি মুকুতা ঝলকে॥
শ্রবণে দুলিছে কিবা মকর কুণ্ডল।
সঘনে ফিরাইছে দুটি নয়নকমল।
মধুর মধুর কথাগুলি অমৃত বরিষে।
সদাই বাঞ্ছিয়ে তার পরশ পরশে॥
অঙ্গ ভঙ্গ মধুরিমা লাবণ্য সুলীলা।
হিয়ার মাঝারে দোলে বনফুলের মালা॥
আরতি পিরীতি ভজি তাহারে দেখিয়া।
এ গোপীচরণ দাসে রইল বিকাইয়া॥ ১॥

মাথুর

তথারাগ

যত প্রবোধিয়ে মনে প্রবোধ নাহিক মানে
প্রাণ কান্দে অহোনিশি তায়।
দিবা নিশি খেনে খেনে সদাই পড়িছে মনে
সেই মোর গোপীনাথ রায়॥
শ্যাম নাগর বিনে আর জীমু না।
কার লাগি থোব আর এরূপ যৌবন ভার
প্রবেশিব যাইয়া যমুনা॥
অকৈতব প্রেম করি মোরে গেল পরিহরি
ধৈরজ ধরিতে নারে দেহা।
অসম্ভব রস যত তাহা বা কহিব কত
পাসরিতে নারি সেই লেহা॥
বড়ই সদয় পিয়া অনেক করিত দয়া
কিবা দোষে হইলা নিঠুর।
বিকাল বিহান নিশি দরশন দিত আসি
সে ছাড়িয়া গেল মধুপুর॥
যদি তিলে দেখা নহে দেখিলে রতন পায়ে
হিয়ার উপরে মোরে রাখি।
মোর মুখ নিরখিতে কত ভাব উঠে চিতে
ছলছল করে দুটি আঁখি॥
সুস্মিত বদনে চাইয়া হাসি মধুর কথা কইয়া
অমৃতে সিঞ্চয়ে মোর অঙ্গ।
স্বপনে না জানি ইহা মোরে ছাড়ি যাবে পিয়া
হেন রসে করিয়া সে ভঙ্গ॥
অধরে অধর দিয়া কত সুখে মগ্ন হইয়া
হিয়ার উপরে শুইয়া রহে।
রাখিয়া এতেক সুখে মোরে দিয়া গেল দুখে
নারীর পরাণে কত সহে॥
যত যত কুঞ্জে যাইয়া আমারে লইয়া পিয়া
যে করিত সব কতি গেল।
এ গোপীচরণ দাসে সর্ব্বস্ব করিয়া নাশে
হিয়া মাঝে দিয়া গেল শেল॥ ২॥

[২৯৮১]

গৌরসুন্দর

পূর্ব্ব-পদকর্ত্তৃগণের বন্দনা

কামোদ মল্লার

বিদ্যাপতি কবি-রাজ গোবিন্দ-দাস
কয়লহি বহুবিধ গীত।
যুগল-কিশোর-কেলি-রস-মাধুরি
অপরূপ প্রেম-চরীত॥
শ্রীজয়দেব কয়ল গীতগোবিন্দ
অপরূপ-বর্ণন-বন্ধ।
সাধু রসিক-জন সো রস পিবি পিবি
পায়ই বড়ই আনন্দ॥
গোসাঞি সনাতন কয়ল গীতাবলি
গুণইতে উনমত-চীত।
শ্যামর-গোরি বিবিধ-রস-কৌতুক
নির্ম্মল-গীত-চরীত॥
বাসুদেব ঘোষ অপরূপ বর্ণন
গৌর চাঁদ অনুপাম।
মাধব ঘোষ গীত বহু-বর্ণন
বিরহ বিষম খরশান॥
কয়ল রায় রামানন্দ নাটক
চণ্ডীদাস অনুরাগ।
বলরাম দাস করই প্রেম-বর্ণন
গোপীরমণ সুভাগ॥
নরহরি দাস জ্ঞান যদুনন্দন
গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর।
নব-কবিশেখর রাধাবল্লভ
এ সব রসে পরচুর॥
দাস নরোত্তম কয়লহি বর্ণন
প্রার্থন অতি অপরূপ।
দাস ঘনশ্যাম কয়লহি বর্ণন
গোবিন্দ-দাস স্বরূপ॥
এ সব কবি কবি-রাজ মহোত্তম
যুগল প্রেম-রস-কূপ।
যছু সব গীতে অখিল বৈষ্ণব-জন
অহনিশি রহতহি ডুব॥
যুগল-প্রেম-রস গীতে পরকাশল
ত্রিভুবন ভরল তরঙ্গে।
পাষাণ-হৃদয় কোনে নিরমায়ল
গৌরসুন্দর দাস মন্দে॥ ১॥

কীর্ত্তনানন্দ গ্রন্থ সংকলনের অনুমতি প্রার্থনা

বরাড়ী

শুন শুন বৈষ্ণব ঠাকুর।
দোষ পরিহরি কহ শ্রবণ মধুর॥ ধ্রু॥
বড় অভিলাষে রাধাকৃষ্ণ লীলা
গীতহি সঙ্গীত করি।
হয় নাহি হয় বুঝিতে না পারি
সবে মাত্র আশা ধরি॥
তোমরা বৈষ্ণব সব শ্রোতাগণ
চরণ ভরসা করি।
আপন ইচ্ছায়ে আমি নাহি লেখি
লেখায়ে সে গৌরহরি॥
মোর অপরাধ ঠাকুর বৈষ্ণব
ক্ষেমিয়া করহ পান।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ- লীলাসমুদ্র
কীর্ত্তনানন্দ নাম॥
তোমরা বৈষ্ণব পরম বান্ধব
পূর মোর অভিলাষ।
গৌরাঙ্গ চরণ মধুকর গৌর-
সুন্দরদাস আশ॥ ২॥

প্রার্থনা

শ্রীরাগ

রাধানাথ বড় অপরূপ লীলা।
কিশোর কিশোরী দুহুঁ এক মেলি
নবদ্বীপে প্রকটিলা॥ ধ্রু॥

রাধানাথ বড় অপর্‌প সে।
শ্রীচৈতন্য নামে দয়া দীন হীনে
তপত কাঞ্চন দে॥
রাধানাথ সঙ্গী অপর্‌প তার।
নিতাই অদ্বৈত শ্রীবাসাদি যত
স্বর্‌প রামানন্দ আর॥
রাধানাথ কি কহিব সব রঙ্গ।
সনাতন র্‌প রঘ্‌নাথ লোক-
নাথ ভট্টয্‌গ সঙ্গ॥
রাধানাথ এ সব ভকত মেলি।
যে কৈলা কীর্ত্তন আবেশে নর্ত্তন
প্রেমদান কুত্‌হলী॥
রাধানাথ বড় অভাগিয়া ম্‌ঞি।
সে কালে থাকিতু প্রেমদান পাইতু
কেনে না করিলা তুঞি॥
রাধানাথ বড়ই রহিল দ্‌খ।
জনম হইল তখন নইল
দেখিতে না পাইল্‌ং ম্‌খ॥
রাধানাথ কি জানি কহিতে আমি।
গৌরস্‌ন্দর দাসের ভরসা
উদ্ধার করিবে তুমি॥ ৩॥

তথারাগ

রাধানাথ মো বড় অধম পাপী।
প্রেমস্‌খ নাই কিসে জ্‌ড়াইব
অশেষ তাপের তাপী॥
রাধানাথ নিবেদিয়ে আমি তোমা।
দন্তে তৃণ করি মিনতি করিয়ে
উদ্ধার করিবে আমা॥
রাধানাথ কি গতি হইবে মোর।
বিষম সংসার- সাগরে পড়িয়া
মজিয়া হইল্‌ং ভোর॥
রাধানাথ কেমনে হইব পার।
এ ক্‌ল ও ক্‌ল কিছ্‌ না দেখিয়ে
নাহি তার পারাপার॥
রাধানাথ তুমি সে কর্‌ণাময়।
তোমার চরণ প্রবল নৌকাতে
উদ্ধার করিলে হয়॥

রাধানাথ এমন হইবে দিন।
রাই সহ মোরে সেবাতে ডাকিবে
কিছ্‌ না বাসিবে ভিন॥
রাধানাথ ব্রজে যেন তোমা পাই।
গৌরস্‌ন্দরে নিজ দাসী করি
রাখিতে হবে তথাই॥ ৪॥

তথারাগ

রাধানাথ দেখিতে হইছে ভয়।
হইল বল হ্রাস আর ব্‌দ্ধি নাশ
কখন কি জানি হয়॥
রাধানাথ সকলি ছাড়িয়া গেল।
দাঁত আঁত গেল বধির হইল
নয়নে না দেখি ভাল॥
রাধানাথ তুমি সে কর্‌ণাসিন্ধ্‌।
তোমা বিনে আর কেবা উদ্ধারিবে
তুমি সব-লোকসিন্ধ্‌॥
রাধানাথ আগে সব নিবেদিয়ে।
মরণ সময় ব্যাধিগ্রস্ত হয়
স্মরণ নাহিক রয়ে॥
রাধানাথ আর কিছ্‌ নাহি ভয়।
বৃষভান্‌স্‌তা- চরণ সেবনে
পাছে কৃপা নাহি হয়॥
রাধানাথ সেই সে সকলি সিধি।
সেই কৃপা বিনে ব্রহ্মপদ আদি
সকল স্‌খ উপেখি॥
রাধানাথ এই নিবেদিয়ে আমি।
বৃষভান্‌স্‌তা পদে দাসী করি
অঙ্গীকার কর তুমি॥
রাধানাথ এই মোর অভিলাষ।
নিভৃত নিকুঞ্জে নিজ পদে লেহ
গৌরস্‌ন্দর দাস॥ ৫॥

তথারাগ

রাধানাথ কর্‌ণা করহ আমা।
সাধন ভজন কিছ্‌ না করিল্‌ং
ব্রজে বা না পাই তোমা॥

রাধানাথ করুণা করহ চিতে।
রহি রহি মোর সংশয় হইছে
ভাবিতে হইলুঁ ভীতে॥
রাধানাথ সময় হইল শেষ।
তব দয়া মোরে নিচয় হইবে
কিছু না দেখিয়ে লেশ॥
রাধানাথ তোমায় সোঁপিত কায়।
রমণী যদি বা কুপথে চলয়ে
পতি নামে সে বিকায়॥
রাধানাথ লোকে বা হাসয়ে তোমা।
যে কহে তোমার তারে না তরাইলে
অযশ রবে ঘোষণা॥
রাধানাথ এড়াইতে নারিবে তুমি।
তুয়া পদে মোর রতি না থাকুক
সভে জানে তোমার আমি॥
রাধানাথ এ কথার করিবা কি।
পতিত পাবন তুয়া এক নাম
সাধু মুখে শুনিয়াছি॥
রাধানাথ অতয়ে কর‍্যাছি আশ।
ব্রজে তোমা দোহাঁ পদে দাসী কর
গৌরসুন্দর দাস॥ ৬॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

তথারাগ

রাইক জীবন- শেষ শুনি সহচরি
বহু পরবোধল তায়।
ধৈরজ করি পুন কানু নীয়ড়ে চলু
না দেখিয়া আনহি উপায়॥

মাধব নিলজহি কহি পুন বেরি।
সো কুল-কামিনি নিচয় মরণ জানি
কহইতে আয়লুঁ ফেরি॥ ধ্রু॥

শুনইতে কানু নয়ন-যুগ ঝরঝর
আকুল তনু মন প্রাণ।
গুণি গুণি কাতর ধৈরজ পরিহরি
বোলত নাগর কান॥

সজনি তোহে হাম কি কহব আর।
মঝু লাগি সো ধনি ভেলহি যৈছন
ঐছন সবহু আমার॥

ভাবিনি-ভাব মনহি মন গণইতে
ধনি ধনি আপনাকে মানি।
সহচরি সঙ্গে চলল বর-নাগর
কহইতে গদগদ বাণী॥

কত কত ভাব- বিভাবিত অন্তর
সোঙরিতে সো গুণগাম।
যোই নিকুঞ্জে আছয়ে ধনি আকুল
যাই মিলন সোই ধাম॥

কুঞ্জক দ্বারে রাখি বর-নাগর
সখি কহে মুগধিনি পাশ।
চেতন করহ তুরিতে উঠি বৈঠহ
কহ গৌরসুন্দর দাস॥ ৭॥
[২৯৮৮]

গৌরদাস

শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূতী প্রেরণ

বেলোয়ার

সখি তুঁহু মাধব নিকট গমন করি
তুরিতহিঁ এমতি করবি চতুরাই।
যদবধি গগনে উদিত নহে সো-বিধু-
হরি অভিসারবি সময় জানাই॥
মদন দহনে তনু অবিরত দাহই
পরাণক দুখ তুহুঁ জানসি চীত।
ইহ তাহে নাহি জানাওবি অন্তর
হাস যাহে কুলবতি পথে উপনীত॥
এত শুনি দূতি চলল অবিলম্বনে
আসি ভেল উপনিত কানুক পাশ।
নয়ন তরঙ্গে সকল সমুঝায়ল
কহে পুন হেরি কুমুদ পরকাশ॥
কুমুদিনি গুণ পরি- মলে জগ জীতল
কাহে বিলম্বায়ত শ্যামল ভৃঙ্গ।
দূতিক বচনে চলল বরনাগর
তুরিতহি গৌর চলল তছু সঙ্গ॥ ১॥

কলহান্তরিতা

পঠমঞ্জরী

হাম মরইতে তুহুঁ মরইতে চাহ।
অনুখন মঝু হিয়া তুষ-দহ দাহ॥
এ সখি কীয়ে করব পরকার।
সোঙরিতে নিকসয়ে জিবন হামার॥
হামার বচন-রূঢ়-কণ্টকে জারি।
বিদগধ নাহ গেও মুঝে ছাড়ি॥
মুঞি অতি পাপিনি কলহে বিরাজ।
জানি মোহে তেজল নাগর-রাজ॥
দারুণ প্রাণ রহ কণ্ঠহি লাগি।
বুঝলুঁ এহ মঝু করম অভাগি॥
গৌরদাস কহ না কর সন্দেহ।
তুয়া প্রেমে মীলব রসময়-দেহ॥ ২॥

ফুল দোল

কল্যাণী

ফুলক গেন্দু লেই সব সখিগণ
ডারয়ে শ্যামক অঙ্গে।
আওত শ্যাম সুঘড় রণ-পণ্ডিত
বটু সুবল করি সঙ্গে॥
অপরূপ রাইক কেলি।
দুরহিঁ তাকি গেন্দু ফেলি মারয়ে
শ্যাম অঙ্গে সখি মেলি॥ ধ্রু॥
রোখলি তহিঁ রণ- রসিক শিরোমণি
ফুল ধনুক লেই হাত।
শত শত গেন্দু এক বেড়ি ডারয়ে
সবহুঁ সখীগণ মাথ॥
যূথহি যূথ রমণি ভেল একযূথ
শ্যামক অঙ্গে পড়য়ে ফুলরাশি।
ফুল ধনু ছোড়ি করহিঁ কর বারউ
গৌরদাস ইহ রস পরকাশি॥ ৩॥

মনোহর দাস

মঙ্গলাচরণ

নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত বন্দনা

তুড়ী

জয় জয় নিত্যানন্দ-চন্দ্র বর।
জয় শান্তিপুর নগর সুধাকর॥
জয় বসু-জাহ্নবী-দেবি-হৃদয়-হর।
জয় জয় সীতামোদ-কলেবর॥
বীর তাত জয়, জীব প্রিয় কর।
জয় জয় অচ্যুত জনক মহেশ্বর॥
জয় জয় গোর অভিন্ন কলেবর।
ফুকরই কাতর দাস মনোহর॥ ১॥

শ্রীগৌরভক্ত বন্দনা

সারঙ্গী

জয় সাধু-শিরোমণি সনাতন রূপ।
যো দুহুঁ প্রেম-ভকতি-রস-ভূপ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-ভজনকে লাগি।
শ্রীবৃন্দাবন-ধামে বৈরাগী॥
শ্রীগোপাল ভট্ট যুগ-রঘুনাথ।
মীলল সকল ভকতগণ সাথ॥
সভে মেলি প্রেম ভকতি পরচারি।
যুগল ভজন-ধন জগতে বিথারি॥
অনুখণ গৌরচন্দ্র-গুণ গান।
ভোরল প্রেমে ওর নাহি পান॥
কতিহুঁ না হেরিয়ে ঐছে উদাস।
মনোহর সদত চরণে করু আশ॥ ২॥

শ্রীরাগ

জয় পহু শ্রীল সনাতন নাম।
ভরল ভুবন মাহা যছু গুণ-গাম॥
তেজল সকল সুখ-সম্পদ-পার।
শ্রীচৈতন্য-চরণ করু সার॥
শ্রীবৃন্দাবন-ভূমে করি বাস।
লুপত-তীর্থ সব কয়ল প্রকাশ॥
শ্রীগোবিন্দ-সেবা পরচারি।
কয়ল ভাগবত-অর্থ-বিচারি॥
যুগল-ভজন লীলা গুণ নাম।
কয়ল বিথার গ্রন্থ অনুপাম॥
সতত গোর-প্রেমে গরগর দেহ।
ভ্রমই বন্দাবনে না পায়ই থেহ॥
বিপুল পুলক-ভর নয়নহি নীর।
বাই কানু বলি পড়ই অথীর॥
ভাব-বিভূষণ সকল শরীর।
অনুখণ বিহরই যমুনাক তীর॥
যছু করুণায়ে বৃন্দাবন পাই।
ভাবই মনোহর সোই গোসাঞি॥ ৩॥

অভিসারিকা

সৌরাষ্ট্রী

বরিখে রিমি ঝিমি সঘনে যামিনি
দামিনী ঝটকাই রে।
রাগে অভিসরি সঙ্গে সহচরি
চলল সুন্দরী রাই রে॥
চলিতে অহিকুল চরণে বেঢ়ল
আন্ধ পিছলিত পন্থ রে।
গিরত শত বেরি উঠিয়া ধাওত
ভেটিতে গোকুল-চন্দ রে॥
সঘনে বরিখনে ভিজল কামিনি
তিতল আ-পদ অঙ্গ রে।
বাদল-বারি নি- বারি কর-তলে
তবহুঁ গতি নহে ভঙ্গ রে॥
সকল সংকট জিতল কামিনি
বিঘন কি করু আর রে।
কহে মনোহর কুঞ্জ-কাননে
মিলল নন্দ-কুমার রে॥ ৪॥

বাসকসজ্জা

ধানশী

নবিন কিশলয় ফুটল ফুল চয়
পাতি বিবিধ বিধান।
যৈছে খিন্ন সর তৈছে শেজ কর
কুসুম কুল উপাধান॥
সখি হে স্বরূপে কহলমু তোয়।
ঐছে সাজাহ বাস গৃহ জনু
নিরখি হরি-সুখ হোয়॥ ধ্রু॥
চারু চম্পক— কুসুম-হারক
গন্ধ মালতি-মাল।
খপুর কর্পূর পাণ সুমধুর
পুরিঞা কাঞ্চন-থাল॥
করহ সব তুহুঁ জাগি রহলহুঁ
পিয়াক পন্থ নিহার।
কহে মনোহর কুঞ্জ-কাননে
মিলব নন্দ-কুমার॥ ৫॥

আক্ষেপানুরাগ

বালা ধানশী

শ্যামের মুরলী হৃদয় খুরলি
করিলি সকলি নাশ।
মোহর মিনতি না শুনি আরতি
করহ বাজিতে আশ॥
শুন শুন রে ধরমনাশা।
দেব আরাধিয়া ও মুখ বান্ধিব
ঘুচাব তোমার আশা॥ ধ্রু॥
আমরা অবলা সহজে অখলা
হৃদয়ে জাগায়া ক্ষোভ।
অলপে অলপে সকলি খাইয়া
জীবনে করহ লোভ॥
এখনে আমরা সতর হইলুঁ
তেজহ এসব আশ।
যাহার যেমন না ছাড়ে করণ
কহে মনোহর দাস॥ ৬॥

দান-লীলা

শ্রীরাগ

কানাই কত ফরকাহ চুল।
দানী হৈয়া পথে যে জন বৈসয়ে
তার ধরমগণ্ডা মূল॥
আছে ঘন তোমার চাঁচর কেশ
টানিয়া বান্ধ্যাছ ভালে।
তাহার উপরে শিখী-পাখীর পাখা
জড়ান বকুল-মালে॥
এ তাড় তোড়ল বলয়া ঘাঘর
ইথে আছে বুঝি ভাড়া।
নন্দরাজ ঘরে নবনী খাইয়া
হৈয়াছ উমাদ ষাঁড়া॥
বনের কাষ্ঠ ঘসিয়া মেখেছ
কত না সুগন্ধ তাহে।
কি দেখি তোমার যুবতি ভুলিবে
দাস মনোহর গাহে॥ ৭॥

শ্রীরাধার আরতি

তথারাগ

জয় জয় রাধে জিকো শরণ তোহারি।
ঐছন আরতি যাঙ বলিহারি॥
পাট পটাম্বর উঢ়ে নিল শাড়ি।
সীঁথাক সিন্দুক যাঙ বলিহারি॥
বেশ বনায়ল প্রিয়-সহচরি।
রতন-সিংহাসনে বৈঠল গোরি॥
চৌদিগে সখিগণ দেই করতারি।
আরতি করতহি ললিতা পিয়ারি॥
রতন-জড়িত মণি-মাণিক-মোতি।
ঝলমল আভরণ প্রতি-অঙ্গে জ্যোতি॥
চৌদিগে সহচরি মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয় নর্ম্ম-সখিগণ চামর ঢুলায়ে॥
ও পদপঙ্কজ সেবনকি আশা।
দাস মনোহর করত ভরোসা॥ ৮॥

মাধবী দাস

নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ

বরাড়ী

কলহ করিয়া ছলা আগে পহু চলি গেলা
ভেটিবারে নীলাচল-রায়।
যতেক ভকতগণ হৈয়া সকরুণ মন
পদ-চিহ্ন-অনুসারে ধায়॥
নিতাই বিরহ-অনলে ভেল ধন্দ।
সে আঠারনালা হৈতে কান্দিতে কান্দিতে পথে
যায় নিতাই অবধৌত চন্দ॥
সিংহ দুয়ারে গিয়া মরমে বেদনা পাইয়া
দাঁড়াইল নিত্যানন্দ রায়।
হরে কৃষ্ণ হরি বলে দেখিয়াছ সন্ন্যাসিরে
নীলাচল বাসীরে সোধায়॥
জাম্বুনদ-হেম জিনি গৌর বরণ-খানি
অরুণ বসন শোভে গায়।
প্রেম ভরে গরগর আঁখি যুগ ঝর ঝর
হরি হরি বোল বলি ধায়॥
ছাড়ি নাগরালি-বেশে ভ্রমে পহু দেশে দেশে
এবে ভেল সন্ন্যাসীর বেশ।
মাধবী দাসেতে কয় অপরূপ গোরা রায়
ভট্ট গৃহে করল প্রবেশ॥ ১॥

বসন্ত

আনন্দে নাচত সঙ্গে ভকত
গৌর কিশোর-রাজ।
ফাগু উঝলি করে ফেলাফেলি
নীলাচল-পুরী মাঝ॥
শুনিয়া নাগরী প্রেমেতে আগরি
ধাইয়া চলিল বাটে।
হেরিয়া গৌরে পড়িয়া ফাঁফরে
দূরে থাকি দেখে নাটে॥
দুবাহু তুলিয়া বেড়ায় নাচিয়া
ভকত-গণের সঙ্গ।
নীলাচল-বাসী মনে অভিলাষী
কৌতুকে দেখয়ে রঙ্গ॥
বাজে করতাল বোলে ভালি ভাল
আর বাজে তাহে খোল।
মাধবি দাস মনেতে উল্লাস
সদা বলে হরি বোল॥ ২॥

গৌরবিরহে শ্রীনবদ্বীপ ধাম

তথারাগ

নীলাচল হৈতে শচীরে দেখিতে
আইসে জগদানন্দ।
বহি কথো দূরে দেখে নদীয়ারে
গোকুলপুরের ছন্দ॥
ভাবয়ে পণ্ডিত রায়।
পাই কি না পাই শচীরে দেখিতে
এই অনুমানে যায়॥
তরুলতা যত দেখে শত শত
অকালে খসিছে পাতা।
রবির কিরণ না হয় স্ফুরণ
মেঘগণ দেখে রাতা॥
ডালে বসি পাখী মুদি দুটি আঁখি
ফল জল তেয়াগিয়া।
কান্দয়ে ফুকরি ডুকরি ডুকরি
গোরাচাঁদ নাম লৈয়া॥
ধেনু যূথে যূথে দাঁড়াইয়া পথে
কারো মুখে নাহি রা।
মাধবী দাসের ঠাকুর পণ্ডিত
পড়িল আছাড়ি গা॥ ৩॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্ত্য

বিহগড়া

রাধা মাধব বিলসই কুঞ্জক মাঝ।
তনু তনু সরস পরশ-রস পীবই
কমলিনি মধুকর-রাজ॥ ধ্রু॥
সচকিতে নাগর কাঁপই থর থর
শিথিল হোয়ল সব অঙ্গ।
গদ গদ কহয়ে রাই ভেল অদরশ
কবে হোয়ব তছু সঙ্গ॥
সো ধনি-চাঁদ-বয়ন কিয়ে হেরব
শুনব অমিয়াময় বোল।
ইহ মঝু হৃদয় তাপ কিয়ে মেটব
সোই করব কিয়ে কোল॥
ঐছন কতহুঁ বিলাপই মাধব
সহচরি দুরহি হাস।
অপরূপ প্রেমে বিষাদিত অন্তর
কহতহি মাধবি দাস॥ ৪॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাবেশ

মঙ্গল

পরশিতে রাই-তনু আপনে ভুলল কানু
মুরছি পড়ল ধনি-কোর।
শ্যামকে হেরইতে ধনি ভেল গদগদ
ঢরকি ঢরকি বহে লোর॥
শ্যাম মুরছিত হেরি চকিতে ললিতা ফেরি
রাধা-মন্ত্র শ্রুতি-মূলে দেল।
অঙ্গ মোড়াইয়া কানু নিরখই রাই-তনু
হেরি সখী সচকিত ভেল॥
চিত্র-পুতলি যেন বেঢ়ল সখিগণ
নিরখই শ্যাম-মুখ-চন্দ।
কি ভেল কি ভেল বলি 'ধাওল বিশাখা আলি
সব জনে লাগল ধন্দ॥
শ্যামর-সুন্দর- বদন-সুধাকর
সুমুখি নেহারই সাধে।
উপজল উল্লাস কহই মাধবি দাস
বিদগধ মাধব রাধে॥ ৫॥

[৩০০৪]

মোহন দাস

বাসকসজ্জা—গৌরচন্দ্র

ধানশী

সুরধুনীর তীরে দেখা গৌরাঙ্গের সনে।
হাসিয়ে কহিল কথা মধুর বচনে॥
শ্রীবাস অঙ্গনে আজি করিব কীর্ত্তন।
তোমরা মিলিবে সভে শুনহ বচন॥
এতেক বলিয়ে গোরা নগরে চলিল।
পাসরি সকল নারী আপনা ভুলিল॥
কোন রসবতী রসের বুঝয়ে বিলাস।
চরণ ধরিয়ে কহে মোহন দাস॥ ১॥

হোরি-লীলা

শ্রীগৌরচন্দ্র

বসন্তরাগ

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গের লীলা।
ঋতু বসন্তে সকল প্রিয়গণ মেলি
জলনিধি তীরে চলিলা॥
একদিকে গদাধর সঙ্গে স্বরূপ দামোদর
বাসুঘোষ গোবিন্দাদি মেলি।
গৌরীদাস আদি করি চন্দন পিচকা ভরি
গদাধর অঙ্গে দেয় ঢালি॥

স্বরূপ নিজগণ সাথে আবির লইয়া হাতে
সঘনে ফেলায় গোরা-গায়।
গৌরীদাস খেলি খেলি গৌরাঙ্গ জিতল বলি
করতালি দিয়া আগে ধায়॥
রুষিয়া স্বরূপ কয় হারিলা গৌরাঙ্গ রায়
জিতল আমার গদাধর।
কক্ষতালি দেয় কেহু নাচে গায় উর্দ্ধবাহু
এ দাস মোহন মনোহর॥ ২॥

রাধাকুণ্ডের শোভা

ধানশী

কিবা সে কুণ্ডের শোঁভা রাই-কানু-মনো-লোভা
চারি দিগে শোভে চারু ঘাট।
নানা-মণি রত্ন-ছটা অপূর্ব্ব বরণ-ঘটা
ফটিক-মণিতে বান্ধা বাট॥
প্রতি পথের দুই-পাশে মাণিকের কুটীর আছে
রতন-মণ্ডপ তার মাঝে।
বৃক্ষ-চারা ঘাটে ঘাটে শোভে জল সন্নিকটে
দুই দুই রত্ন-বেদী সাজে॥
কুণ্ডের দক্ষিণ-ভাগে চম্পকের তরু-আগে
রতন-হিন্দোলা মণিময়।
পূর্ব্বেতে কদম্ব-মালা নানা-মণি-রত্ন-শালা
বৃক্ষ-শ্রেণী পুষ্প বরিষয়॥
পশ্চিমে রসাল-তরু তাহাতে হিন্দোলা চারু
উত্তরে বকুল রত্ন-দোলা।
অষ্ট দিগে অষ্ট কুঞ্জ সখী-নামে রস-পুঞ্জ
যাতে রাধা কানু মন ভোলা॥
চারি বর্ণের পদ্ম জলে তাহে মধুকর বোলে
কুমুদ-কহ্লার শোভা করে।
হংস সারস ডাকে ডাহুকিনী চক্রবাকে
ধ্বনি করি কানু মন হরে॥
সুবলের সনে কৃষ্ণ কুণ্ড-শোভা দেখি তুষ্ট
রাধা লাগি করয়ে বিষাদ।
মোহন প্রবোধে তাই এখনি আসিবে রাই
দূরে যাবে সব পরমাদ॥ ৩॥

ঝুলন লীলা

ধানশী

বাজে ঝনন ঝুনিয়া।
মণির মেখলা কঙ্কণ বলয়া
মঞ্জীর একুই হইয়া॥
ঝুলে রাই শ্যাম শোভা অনুপাম
জলদ-দামিনী জ্যোতি।
তলে সখী তার উড়ু-পরিবার
ইহ অপরূপ-ভাতি॥
বিপঞ্চীর তাল মহতী মিশাল
অনঙ্গ মুগধে ধায়।
মঙ্গল মালব কেদার ভৈরব
মল্লার মিশাই গায়॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বীণা সপ্ত-স্বরা
মুরজ করিয়া সাথী।
বায়ে সখীগণ আনন্দিত মন
দোঁহার প্রেমেতে মাতি॥
ললিতা অবলা তরুণী তরলা
ঝুলায় দ্বিগুণ রঙ্গে।
ঝুলনা-ঝুলনে তালের খলনে
রাই হেলে শ্যাম-অঙ্গে॥
বিপঞ্চী সম্বরি রাই কোরে করি
মুখ বোলে ধরে তাল।
ঝাঙ্গড় ঝাঙ্গড় ঝাঝা ঝোঞ ঝোড়
সখী কহে ভালে ভাল॥
নিকুঞ্জ-ভবনে দ্রুম-বল্লী-গণে
পুলক অঙ্গের শোভা।
পুষ্প-ফল-চয়ে মকরন্দ চুয়ে
করিছে দোঁহার সেবা॥
খগ-মৃগ-গণ আনন্দিত মন
দুহুঁক সুষমা হেরি।
নিজ নিজ স্থলে করম্ব কৌশলে
নিকুঞ্জ-কানন ভরি॥
হল্লীষক-রঙ্গে মৃগ-মৃগী সঙ্গে
পিঞ্ছ পসারি শিখী।
মৃদুল শবদে গরজে বারিদে
দর্দ্দুর সুদিন দেখি॥

বৃক্ষ-ডালে শারী বোলে সুমাধুরী
দাড়িম্বে বসিয়া কীর।
জয় জয় রাধে রাধে জয় জয়
জয় শ্রীগোকুল-বীর॥
রসালে কোকিল বন্দী ষট্‌পদ
পিলুতে কপোত-বোল।
ভূমে তাম্রচূড় সারস মরাল
দাত্যূহ করয়ে রোল॥
সভে জয় বোলে সখীর মিশালে
দোহঁক বদনে হাস।
শ্রীনন্দকুমার চরণযুগল
ভরসা মোহন দাস॥ ৪॥

মল্লার

দেখ সখী ঝুলে রাধাশ্যাম।
বিবিধযন্ত্র সুমেলী সুস্বর
তাল মান সুঠাম॥
আষাঢ় গত পুন মাহ শাঙন
সুখদ যমুনাতীর।
চাঁদ রজনী সুখময় সুখোদয়
মন্দ মলয় সমীর॥
পূর্ণ সরোবর ফুল্ল তরুবর
গগনে গরজে গভীর।
ঘোর ঘটা ঘন দামিনি দমকত
বিন্দু বরিখত নীর॥
তহিঁ কল্পদ্রুম ছায় সুশীতল
রচিত রতনহি ডোর।
ঝুলয়ে তছু পর গোরি শ্যামর
ঝুলায়ে সখী দুই ওর॥
তড়িত ঘন জনু দোলয়ে দুহুঁজন
অধরে মৃদু মৃদু হাস।
বদন হেম নীল কমল বিকসিত
স্বেদবিন্দু পরকাশ॥
ছরম হেরি কোই বীজন বীজই
কর্পূর তাম্বুল যোগায়।
সুরট মেঘ মল্লার গাওত
মোহন মৃদঙ্গ বাজায়॥ ৫॥

কুঞ্জভঙ্গ

ললিত

মন্দিরে অব তুহুঁ চল মেরে কান।
নিশি অবশেষে হোত জনি প্রাতর
দশ দিগ ভেল ঝনঝান॥ ধ্রু॥
কোই বরিহা শিরে তিলক সঙারত
কোই মুরলি দেই হাত।
মনমথ-কোটি প্রকট-রভসায়িত
রাই বিরাজে তছু সাথ॥
অধরহি রাগ লাগু তহিঁ কাজর
সিন্দুরে ভৈ মুখ লালি।
ঢুলু ঢুলু নয়ন-কমল বিধু আকুল
আঁচরে মুছায়ই আলি॥
দুহুঁ দুহুঁ কোর লোর নয়নে করি
দুহুঁকর গদগদ ভাষ।
পদ-এক চলইতে কোই না পারই
গায়ত মোহন দাস॥ ৬॥

মাথুর

বালা ধানশী

দশমি-দশায় বিলাপয়ে বিরহিণি
শুনইতে আকুল হোই।
কানুক নিকটে চলত তব সো সখি
লখই না পারই কোই॥
আওল মথুরা নগর যাহাঁ শ্যামর
মীলল নিরজন জানি।
রাইক শেষ দশা দোতি কহইতে
কহই না পারই বাণী॥
শুন শুন সুকঠিন শ্যাম।
মীলবি নিলজ বরজ-কুল-নাগরি
পুছইতে আওলুঁ হাম॥
তোহারি বচনে অব কো পাতিয়াওব
নিচয়ে কহবি একবোল।
সো বর-বিরহিণী কণ্ঠহি জীবন
মোহন কান্দয়ে উতরোল॥ ৭॥

রাধামোহন

শ্রীরাধাকৃষ্ণের বন্দনা

মল্লার, কন্দর্পতাল

নিন্দিত-শশধর-নিরূপম-নখরং।
হৃদ্‌গততিমির-বিনাশকশিখরং॥
বন্দে রাধামাধবচরণং।
ভক্ত জনানাং কেবলশরণং॥
পরমানন্দকর্মাতিশয় ললিতং।
ব্রজযুবতীকুলনন্দিতচরিতং॥
অহমতি পামরপাপবিশিষ্টঃ।
রাধামোহন সংজ্ঞক দুষ্টঃ॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

সারঙ্গ

অভিনব-জলধর-রুচির সুদেহ।
পীতাম্বর-বর তড়িত-থির-রেহ॥
জয় জয় গোবিন্দ গোকুল-ভাগি।
ব্রজ-নব-রমণী যাক মন লাগি॥ ধ্রু॥
কত কোটি চাঁদ জিনিয়া বর মুখ।
যাকর দরশে মিটয়ে সব দুখ॥
নিরুপম-রূপ-জলধি অবতার।
রাধামোহন-পহু মুরতি শিঙ্গার॥ ২॥

গান্ধার

দেখ দেখ গোকুল মঙ্গল শ্যাম।
ব্রজ-নব-নাগরি-ভাবে বিভাবিত
মুরলি-খুরলি সোই নাম॥ ধ্রু॥

রূপ অনুপ ভুবন-জন-মোহন
শোহন নটবর বেশ।
কালিয়-দমন মদন জিতি লাবণি
চূড়হি কুঞ্চিত কেশ॥
নবঘন-ইন্দ্র-মণীন্দ্র-কলেবর
লোচন কমলক ভান।
কত কোটি শরদ-চাঁদ জিনি শোভিত
ঢল ঢল বিমল বয়ান॥
পদ-তল অরুণ-কমল জিনি উজর
মুনি-মানস মুরছান।
রাধামোহন-পহু প্রেমহি আগর
নাগর অবহি সুজান॥ ৩॥

কৌরাগিণী

জয় জয় গোকুল-চন্দ।
ব্রজ-নব-যুবতিক মানস-ফন্দ॥ ধ্রু॥
পিবীতি-মুরতি কিযে নব-রস-কন্দ।
নব-ঘন-রুচির বরণ-অনুবন্ধ॥
সুখময় শীতল চন্দন অঙ্গ।
নব নব ভাব-তরঙ্গিত রঙ্গ॥
অভিনব-নাগরি জীবিত-বন্ধু।
রাধামোহন-পহু-রূপক সিন্ধু॥ ৪॥

বেলাবেলী

মরকত-মঞ্জুল-কান্তি মনোহর
মানিনি-মান-বিমোহ।
মাথহিঁ মোর মুকুট ধর সুন্দর
মোহন পিত পট শোহ॥

---

[১] শশধরনিন্দিত নিরুপম চরণ নখর। হৃদয়ের অন্ধকার বিনাশক উদয়গিরি। শ্রীরাধামাধবের শ্রীচরণ বন্দনা করি। যাঁহারা ভক্তজনের একমাত্র শরণ। অতিশয় ললিত পরমানন্দদায়ক ব্রজযুবতীগণনন্দিত চরিত্র। পাপবিশিষ্ট পামর দুষ্টজন আমি রাধামোহন নাম ধরি।

[২] নূতন জলধরের সৌন্দর্য্যযুক্ত সুন্দর দেহ। তাহাতে পীতবসন যেন স্থির বিজুরীর রেখা। গোকুল ভাগ্যবিধাতা অথবা গোকুলের সৌভাগ্য-দ্যোতক গোবিন্দের জয় হউক, জয় হউক। ব্রজরমণীগণের মন যাহাতে বিলগ্ন রহিয়াছে। কত কোটি চন্দ্রবিজয়ী সুন্দর বদন, যাহার দর্শনেই সব দুঃখ দূরীভূত হয়। নিরুপম রূপের সমুদ্র অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাধামোহনের প্রভু মূর্ত্তিমন্ত শোভাময় বিগ্রহ।

মাধব মধুর মুরতি জনু কাম।
মাধবি-মল্লি-মুকুলবর-মাধুরি
মালতি মিলু ঠাম ঠাম॥ ধ্রু॥
মোহন মধুর সুমধুর বচন-মধু-
মোহিত-মুনিজন-মান।
মহা-মহাদেব-দেবগণ-মুরছন
মোহন মুরলিমা গান॥
মণিময় মকর-কুণ্ডল তছু শোহন
মণিময় হারহি সাজ।
মরকত-মুকুর মলিন কর-পদ-নখ
রাধামোহন-মন রাজ॥ ৫॥

সিন্ধুড়া

ফুল্লেন্দীবর-কান্তি-মনোহর
মুখ-বর-শারদ-চান্দ।
কৃত-অবতংস প্রশংস সুমাধুরি
শিখণ্ডি-শিখণ্ড-সুছান্দ॥
ভজ মন পরমানন্দ।
নিজ মন অভিমত গো গোপাবৃত
অপরূপ নাম গোবিন্দ॥ ধ্রু॥
শ্রীবৎসাঙ্ক বক্ষ কৌস্তুভ-ধর
পীতাম্বর পহিরান।
ত্রিভুবন-সুন্দর অদভুত-বেণু-কর
মনোহর-সুললিত-গান॥
গোপী-নয়নোৎপল-দল-পূজিত
বৃন্দাবন-নব-কাম।
ক্ষোভিত-মানস রাধামোহন
পূরল অভিমত কাম॥ ৬॥

জয়জয়ন্তী

জয় জয় নন্দ-নন্দন চন্দ।
অঙ্গ-দীপতি নিন্দি নীরদ
নীল-নীরজ-কন্দ॥ ধ্রু॥
পীত-অম্বর কনক-ভূষণ
মকর-কুণ্ডল-ধারি।
বৃষ্ণি-দূষণ কংস-মারণ
কারণ-মানস-চারি॥
বল্লবীকুল হৃদয় আকুল-
করণ-উদ্যমবন্ত।
ততহিঁ কিঞ্চিত মসৃণ মানস
নিজহুঁ মন্দিরে সন্ত॥
চরণ পঙ্কজ ভকত-মানস-
সরসি উদয় কারি।
এ রাধামোহন- পাপ-বিমোচন
এ ভব-সাগর-তারি॥ ৭॥

কর্ণাট রাগ

মঞ্জু-মরকত- নিন্দি-সুন্দর
সুভগ-কলেবর শ্যাম।
ইন্দু-নিন্দিত যাক রূপহিঁ
ঐছে বদনক ঠাম॥

----

৫ (শ্রীকৃষ্ণের) সুন্দর মরকতের মত মনোহর কান্তি, (তিনি) মানিনী (ব্রজকামিনী)গণের মানমু(গ্ধ) (অন্তর), মাথায় তাঁহার ময়ূর পুচ্ছ শোভিত সুন্দর মুকুট, (অঙ্গে) মোহন পীতবাসের শোভা। মাধবে(র) মধুর মূর্ত্তি যেন (অভিনব) মদন। (বনমালায়) মাধবী মল্লিকা মুকুলের সুন্দর মাধুর্য্য, তাহার (মাঝে) মাঝে) স্থানে স্থানে মালতী মিলিত হইয়াছে। (সেই জগ)মোহনের মধুর হইতে সুমধুর বচন মাধুর্(য্যে) মুনিজনের মান ভঙ্গ করে। (তাঁহারা তপস্যা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হন) মহান মহাদেব (ও) অন্যান্য দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের মুরলীগানে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত (ধৈর্য্যহারা) হন। তাঁহার কর্ণে মণিময় মকর কুণ্ড(ল) বক্ষে মণিময় হার। চরণের এবং হস্তের নখর নিচয় মরকত দর্পণকে মলিন করে। তাহা রাধামোহনে(র) চিত্তে বিরাজ করুক।

৬ প্রফুল্লিত ইন্দীবর (নিন্দিত) মনোহর কান্তি। বদনশ্রেষ্ঠ শরতের চন্দ্র। প্রশংসিত সুমাধুরীযু(ক্ত) সুছান্দে বান্ধা ময়ূরের পুচ্ছ শিরোভূষণ। নিজ মনের অভিমত গোধন ও গোপবালক পরিবৃত অপরূ(প) গোবিন্দ নামধারী সেই পরমানন্দ মূর্ত্তিকে ভজনা কর। তাঁহার বক্ষে কৌস্তুভ এবং শ্রীবৎসচিহ্ন। পরিধানে পীতাম্বর। ত্রিভুবন সুন্দর অদ্ভুত মুরলী করে মনোহর সুললিত গান করিতেছেন। গোপীগণে(র) নয়নপদ্মদলে অর্চ্চিত বৃন্দাবনের নব কামদেব। ক্ষুব্ধমতি রাধামোহনের অভিমত কামনা পূর্ণকারী।

জয় নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ।
বিরহ-আকুল গোপি গোকুল
ততহিঁ মানস-তৃষ্ণ॥ ধ্রু॥
গান্ধিনী-সুত- হৃদয় নন্দন
স্যন্দন-কৃত-রোহ।
বল্লবী বল- বন্ত তাপহিঁ
হৃদকৃত-বর মোহ॥
ভকত-চাতক- নীল-নীরদ
অধিক-পূরণ আশ।
কহই পাতক- দুখিত-অন্তর
এ রাধামোহন দাস॥ ৮॥

জয়জয়ন্তী

নন্দ-নন্দন নীকে নাগর
নবিন-ঘন-রস-মেহ।
নীল-উতপল- নবিন-নীরদ-
নিন্দি নিরুপম দেহ॥
নিরখি সো রূপ ঠাম।
নলিনি-নায়ক- নন্দিনী-তট
নটত জনু নব কাম॥ ধ্রু॥
নূতন-নীপ-নি- কেত নিকটহি
নিয়ত করতহিঁ নাট।
নবিন নায়রি নগর না রহ
নিয়ড়ে নিরন্তর হাট॥
নয়ন-নাচনে নিজহিঁ নবরাগ
করায়ে যো নিতি নীত।
নিজক পদ-তলে নীত বান্ধউ
এ রাধামোহন-চীত॥ ৯॥

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ

নাগরী-উক্তি

খাম্বাবতী

মধুকর-রঞ্জিত-মালতি-মণ্ডিত-
জিত-ঘন-কুঞ্চিত-কেশং।
তিলক-বিনিন্দিত-শশধর-রূপক
যুবতি-মনোহর বেশং॥
সখি কলয় গৌরমুদারং।
নিন্দিত-হাটক-কান্তি-কলেবর-
গর্ব্বিত-মারক-মারং॥ ধ্রু॥
মধু-মধুর-স্মিত-লোভিত-তনুভৃত-
মনুপম-ভাব-বিলাসং।
নিজ-নব-রাগ-বিমোহিত মানস-
বিকথিত-গদ্‌গদ-ভাষং॥
পরমাকিঞ্চন-কিঞ্চন-নরগণ-
করুণা-বিতরণশীলং।
ক্ষোভিত-দুর্ম্মতি-রাধামোহন-
নামক-নিরুপম-লীলং॥ ১০॥

ধীরা মধ্যা খণ্ডিতা

তদুচিত গৌরচন্দ্র

ভৈরবী

পশ্য শচীসুতমনুপমরূপম্।
খণ্ডিতামৃত-রস-নিরুপম-কূপম্॥
কৃষ্ণরাগ-কৃত-মানস-তাপম্।
লীলা-প্রকটিত-রুদ্র প্রতাপম্॥

১০ মধুকর শোভিত মালতীর মাল্যবেষ্টিত মেঘদাম জয়ী কুঞ্চিত কেশ। (ললাটে) চন্দ্র-বিনিন্দিত তিলক, যুবতী জন মনোহারী বেশ। সখি, উদার শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দেখ। কাঁচা কাঞ্চন বিজয়ী দেহ-লাবণ্যে গর্ব্বিত কন্দর্পকেও পরাজিত করিয়াছেন। ইঁহার মধু হইতেও সুমধুর মৃদু হাস্যে অখিল প্রাণী বিমুগ্ধ। ভাব বিলাসের উপমা হয় না। আপনার পূর্ব্ব অবতারের প্রতি নবানুরাগে গদ গদ ভাবে কথা বলিতেছেন। পরম ধনী ও একান্ত নির্দ্ধন—সকলের প্রতিই ইঁহার সমান করুণা। অধিক কথা আর কি, এই দুর্ম্মতী রাধামোহনের মতিকে ক্ষুব্ধ করিয়াও ইনি এক নিরুপম লীলা বিস্তার করিতেছেন।

প্রকলিত-পুরুষোত্তম-সুবিষাদম্।
কমলাকর-কমলাঞ্চিত-পাদম্॥
রোহিত-বদনতিরোহিত ভাষম্।
রাধামোহন-কৃত-চরণাশম্॥ ১১॥

প্রার্থনা

তথারাগ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সার।
অপরূপ কলপ-বিরিখ অবতার॥
অযাচিতে বিতরে দুর্লভ প্রেম-ফল।
বঞ্চিত নাহি ভেল পামর সকল॥
চিন্তামণি নহে সেই ফলের সমান।
আচণ্ডাল-আদি করি তাহা কৈলা দান॥
হেন প্রভু না সেবিলে কোন কাজ নয়।
এ রাধামোহন কহে ভজিলে সে হয়॥ ১২॥

তথারাগ

দয়া কর প্রভু মোরে নবদ্বীপ-চন্দ।
প্রেম-সিন্ধু-অবতার আনন্দ-কন্দ॥
অবতরি নিজ-প্রেম করি আস্বাদন।
সেই প্রেম দিয়া প্রভু তারিলা ভুবন॥
পতিত দুর্গত জনে বিলাইলা তাহা।
পাত্রাপাত্র বিচার নাই মুঞি শুনি ইহা॥
এই ভরসায় পাপী করে নিবেদন।
এ রাধামোহন মাগে তোমার চরণ॥ ১৩॥

তথারাগ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া-সিন্ধু।
পতিত-উদ্ধার-হেতু জয় দীন-বন্ধু॥ ধ্রু॥
জয় প্রেম-ভক্তি-দাতা দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি ডাকে এ দীন পামরে॥
পূর্ব্বে সাক্ষাতে যত পাতকী তারিলে।
সে বিচিত্র নহে যাতে অবতার কৈলে॥
মো হেন পাপিষ্ঠে এবে করহ উদ্ধার।
আশ্চর্য্য দয়ার গুণ ঘুষুক সংসার॥
বিচার করিলে মুঞি নহো দয়ার পাত্র।
আপন স্বভাব-রূপে করহ কৃতার্থ॥
বিশেষে প্রতিজ্ঞা শুনি এই কলি-যুগে।
এই ভরসায় রাধামোহন পাপী মাগে॥ ১৪॥

বরাড়ী

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বাশ্রয়।
জয় শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রেমময়॥
জয় শ্রীল সনাতন কৃপালু হৃদয়।
জয় শ্রীল রূপ রস-সম্পদ-নিলয়॥
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট করুণা-সাগর।
জয় রঘুনাথ যুগ কৃপা-পূর্ণান্তর॥

---

[১১] অনুপম রূপসম্পন্ন খণ্ডিতামৃত রসকূপ শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখ। যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগজনিত মানস সন্তাপযুক্ত এবং যাঁহার রুদ্রপ্রতাপ বিবিধ লীলায় প্রকটিত। শচীনন্দন প্রকলিত পুরুষোত্তম বিষাদ আর কমলা করাঞ্চিত পাদকমলযুক্ত। ইনি লোহিত বদন, বচনহীন এবং রাধামোহনের অভিলষিত শ্রীচরণ।

শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর এই পদের শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

খণ্ডিতামৃত রসকূপ, শ্রীগৌরাঙ্গ পক্ষে পরাজিত অমৃতকূপ যাহা হইতে। শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে খণ্ডিতা নায়িকার মানরূপ অমৃত রসের কূপ। কৃষ্ণ রাগ কৃত মানসতাপ—শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে শ্রীরাধার ক্রোধ যাহার প্রতি, সেই ক্রোধে যিনি মনস্তাপযুক্ত। প্রকটিত রুদ্র প্রতাপ—শ্রীগৌরাঙ্গ পক্ষে রুদ্র নামক কোন ব্যক্তি অথবা মহারাজ গজপতি রুদ্রের প্রতাপ যাঁহার দ্বারা প্রকাশিত। শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে মহাদেবের ন্যায় প্রতাপ প্রকাশ পাইয়াছে যাঁহার দ্বারা। প্রকলিত পুরুষোত্তম বিষাদ—শ্রীগৌরাঙ্গের পক্ষে পুরুষোত্তম নামক ভক্তের বিষাদ যাঁহার দ্বারা দূরীভূত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে—পুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথদেব হইতে যাঁহার বিষাদ লব্ধ হইয়াছে। কমলাঞ্চিত পাদ—শ্রীগৌরাঙ্গ পক্ষে কমলাকর (পিপলাই) সেবিত পদদ্বয়। শ্রীকৃষ্ণপক্ষে কমলা—লক্ষ্মীর অর্চ্চিত পদযুগল। লোহিত বদন—উভয় পক্ষেই মনস্তাপ জন্য আরক্ত বদন। তিরোহিত বচন—উভয় পক্ষেই বিষাদে বাক্যহীন। রাধামোহন বাঞ্ছিত চরণ শ্রীগৌরাঙ্গ পক্ষে পদকর্ত্তা রাধামোহনের আকাঙ্ক্ষিত। শ্রীকৃষ্ণপক্ষে রাধামোহন কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বাঞ্ছিত (শ্রীরাধিকার) চরণ।

জয় শ্রীজীব গোসাঞি দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি কহে এ দীন পামরে॥
প্রতিজ্ঞা আছয়ে এই ঘোর কলি-কালে।
উদ্ধার করিবে মহাপাতকী সকলে॥
বিচার করহ যদি মোর অপরাধ।
এ রাধামোহনের তবে বড় পরমাদ॥ ১৫॥

তথারাগ

রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসময় কলেবর।
জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু দয়ার সাগর॥
অয়ে প্রভু দয়াময় দয়া কর মোরে।
কাতর হইয়া ডাকি পাই বড় ডরে॥
মোর মন অনিবার সেবিয়া বিষয়।
যত পাপে ডুবাইল কহিল না হয়॥
তোমার সম্বন্ধ মোতে এই ত বিচার।
কৃপা করি কর প্রভু আমার উদ্ধার॥
জয় জয় দীনবন্ধু পতিত-পাবন।
জয় জয় প্রেম-দাতা দেহ প্রেম-ধন॥
এই নিবেদন করোঁ চরণে তোমার।
এ রাধামোহনে এবার করহ উদ্ধার॥ ১৬॥

তথারাগ

সকল বৈষ্ণব গোসাঞি দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি কহে এ দীন পামরে॥
শ্রীগুরু-চরণ আর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
পাদপদ্ম পাওয়াইয়া মোরে কর ধন্য॥
তোমা সভার করুণা বিনে ইহা প্রাপ্তি নয়।
বিশেষে অযোগ্য মুঞি কহিল নিশ্চয়॥
বাঞ্ছা-কল্পতরু হও করুণা-সাগর।
এই ত ভরসা মুঞি ধরিয়ে অন্তর॥
গুণ লেশ নাহি মোর অপরাধের সীমা।
আমা উদ্ধারিয়া লোকে দেখাও মহিমা॥
নাম-সঙ্কীর্ত্তনেরুচি আর প্রেম-ধন।
এ রাধামোহনে দেহ হৈয়া সকরুণ॥ ১৭॥

তথারাগ

প্রাণনাথ কৃপা করি শুন দুঃখ মোর।
আপন অনন্ত গুণে হেনমহাপাপিজনে
দয়া কৈলা যার নাহি ওর॥ ধ্রু॥

প্রেম-সেবা-প্রাপ্ত্যুপায় উপদেশ দিলা তায়
মুঞি তার না ছুইলুঁ গন্ধ।
আপন করম-দোষে সেবিলুঁ বিষয়বিষে
মোর দেখি পুন ভব-বন্ধ॥
যত পাপ-সঞ্চয় যত অপরাধ হয়
তাহার আলয়-রূপ আমি।
মোর মন দুষ্ট যত তাহা না কহিব কত
কিবা নাহি জান প্রভু তুমি॥
সেই সব ভাবিতে মুখ নাহি ক্ষেমাইতে
কত বা ক্ষেমিবা নিজ-গুণে।
নিরঙ্কুশ কৃপাময় অনায়াসে সব হয়
ফুকারয়ে এ রাধামোহনে॥ ১৮॥

গুর্জ্জরী

কবে প্রভুর অনুগ্রহ হব।
বিষয়-বাসনা-পাশ কবে মোর হবে নাশ।
কবে আমি বৃন্দাবনে যাব॥ ধ্রু॥
এ সংসারে দুঃখ ফল সে আনন্দে মহাবল
জানিয়া যাইব সেই স্থানে।
সর্ব্ব দুঃখ পলাইবে গড়াগড়ি দিব যবে
রাস-স্থলী-যমুনা-পুলিনে॥
কৃষ্ণ-মূর্ত্তি গোবর্দ্ধন মহাভাগ্য দরশন
মোর কিয়ে হবে হেন কর্ম্ম।
কৃষ্ণের রাধিকা যৈছে শ্রীকুণ্ড তাহার তৈছে
কায়-মনে কবে হবে মর্ম্ম॥
কুণ্ড-যুগে স্নান করি সেইখানে যদি মরি
তবে বুঝি মোর হয়ে গতি।
তুমি প্রভু দয়াময় এ রাধামোহন কয়
সিদ্ধ কর এই ত কাকুতি॥ ১৯॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

তদুচিত গৌরচন্দ্র

কামোদ

কুসুমিত কানন হেরি শচীনন্দন
ভারত কাহে ঘনশ্বাস।
খেনে করতল অব লম্বই মুখশশী
খেনে খেনে রহত উদাস॥

দেখ নব ভাব তরঙ্গ।
যো অভিলাষহি প্রকট নবদ্বীপে
তাকর নাহিক ভঙ্গ॥
চঞ্চল-নয়নে চাহ চপলমতি
জিত-গতি মত্ত গজরাজ।
পুন পুন ঐছন হেরত ফুলবন
কছু নাহি বুঝিয়ে কাজ॥
ঐছন ভাতি করি তারল ত্রিভুবন
ভাসায়ল প্রেমামৃত দানে।
রাধামোহন বিন্দু না পাওল
আপনাক করম বিধানে॥ ২০॥

কানড়া

আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপ চন্দ।
করতলে করই বয়ন অবলম্ব॥
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত॥
ছল ছল নয়ন-কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ॥
পুলক-মুকুলবর ভরু সব দেহ।
রাধামোহন কছু না পায়ল থেহ॥ ২১॥

সিন্ধুড়া

কানড়-কুসুম হেরি শচীনন্দন
করতলে মুখ-শশী আপি।
অনুভাবে বেকত করত নব অনুরাগ
তনু মন দুহুঁ উঠে কাঁপি॥
অপরুপ গৌর-বিলাস।
যো বর-ভাব- বিভাবিত অন্তর
সোই রতিক পরকাশ॥
ঘামহি ভিগল সকল কলেবর
বি-বরণ দীশই কাঁতি।
নয়নক নীরহি সিঁচত ভূতল
শাঙন মেঘক ভাঁতি॥
গদগদ কণ্ঠে করত হরি কীর্ত্তন
অদভুত সো পুন অঙ্গ।
রাধামোহন কহ কুহকে নাচিয়ে জনু
না বুঝিয়ে ও নব রঙ্গ॥ ২২॥

ধানশী

কাহে পুন গৌর কিশোর।
জাগত যামিনী জনু ব্রজ-কামিনী
নব নব ভাবে বিভোর॥
কাঞ্চন বরণ ভেল পুন বি-বরণ
গদ গদ হরি হরি বোল।
মুখ অতি নীরস শবদহি বুঝিয়ে
মনমথ মথন হিলোল॥
স্তম্ভ কম্প অরু অঙ্গে পুলক ভরু
উতপত সকল শরীর।
ঘন ঘন শ্বাস বহত লুঠত মহী
নয়নহি বহ ঘন নীর॥
ঐছন ভাঁতি করত কত বিতরণ
প্রেম-রতন-বর দীনে।
আপন করমদোষে ও ধনে বঞ্চিত
রাধামোহন দাস হীনে॥ ২৩॥

বেলাবলী

আজু হাম নবদ্বীপ- দ্বিজ-রাজ পেখল
নব নব ভাবে বিভোর।
দিন রজনী কিয়ে কছু নাহি জানত
নয়নহিঁ অবিরত লোর॥
সজনি হেরইতে লাগয়ে ধন্ধ।
ঐছন প্রেম কথিহুঁ নাহি হেরিয়ে
নিরুপম নব রস-কন্দ॥
শত শত ভকত উচ্চ করি বোলত
কছুই না শুনত বাত।
হুঙ্কৃতি শবদ করত পুন ঘন ঘন
প্রেমবতি নারিক জাত॥
হরি হরি শবদ কানহি যব পৈঠত
তবহি ডারত ঘন শ্বাস।
ভ্রমময় বাত কহত ইহ না বুঝিয়ে
কহ রাধামোহন দাস॥ ২৪॥

শ্রীরাগ

কাঞ্চন-কমল নিন্দি মুখ সুন্দর
কাহে পুন ঝামর ভেলি।

করতলে সতত করই অবলম্বন
ছোড়ল কৌতুক কেলি॥
হরি হরি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ বিলাস।
অভিনব ভাব বে- কত কিয়ে করতহি'
কিয়ে ইহ সহজ প্রকাশ॥
কহতহি' গদগদ কৈছনে বিছুরব
ভেল মঝু শ্যামর দায়।
ইহ দুখ হাম কহিয়ে না পারিয়ে
হৃদি সঞে কৈছে বাহিরায়॥
খেনে করু খেদ খেনে খেনে নিরবেদ
অসুয়াদি কতহুঁ সঞ্চারি।
রাধামোহন পাপি কছু নাহি বুঝল
ও রূপ জগমনোহারী॥ ২৫॥

বরাড়ী

লাখবাণ হেম জিতি অপরূপ গোরা-জ্যুতি
দীশই পাণ্ডুর কাঁতি।
অভিনব প্রেম- তপন-তপত তনু
নব অনুরাগিণি ভাঁতি॥
ইহ দুখ বড়ই হামারি।
ও সুখময় তনু মদন-মথন জনু
তাহে এত কো সহু পারি॥
কোই জন মুখ ভরি যব কহ হরি হরি
তব বহ শ্বাসতরঙ্গ।
সজল কমল-দল পরশে ভসম-তুল
দেখি মঝু কাঁপই অঙ্গ॥
ঐছন ভাঁতি ভকতগণ তছু গুণ
অহর্নিশি করত আলাপ।
রাধামোহন পুন ও রস না বুঝিয়ে
মনহি করয়ে অনুতাপ॥ ২৬॥

মল্লার

ভাবহি' গদ গদ কহত শচী-সুত
কো ইহ আনন্দ-ধাম।
নিল-উতপল-দল নিন্দি কলেবর
অপরূপ মোহন শ্যাম॥
সজনি অদভুত প্রেম-উনমাদ।
ঐছন নব ভাব দেখি ভকত-সব
ভাবই করত বিষাদ॥
খেনে খেনে রোয়ত খেনে খেনে হাসত
বিপুল পুলক ভরু অঙ্গ।
নয়নক নীর ঢরকত ঝর ঝর
যৈছন গঙ্গ-তরঙ্গ॥
অনিমিখ নয়নহি নিরখই দশ দিশ
ছোড়ত দীঘনিশ্বাস।
যাচে রাধামোহন সো পদ অনুখন
হোয় জনু বর অভিলাষ॥ ২৭॥

ধানশী

যছু মুখ-লাবণি কত কুল-কামিনি
হেরইতে মদন আগোর।
সো অব বরজক রমণি শিরোমণি
নব-নব-ভাবে বিভোর॥
অপরূপ গোরা অবতার।
ঐছন প্রেম-ধন বিতরিয়ে জগ-জনে
তারল সকল সংসার॥ ধ্রু॥
গদ গদ কহত মোহে যদি নিকরুণ
নাগর করুণা-সীম।
অখিল রসামৃত সকল সুধাকর
বিদগধ গুণহি' গরীম॥
এত কহি তৈখনে করল প্রিয়াক জনু
দশমী দশা পরকাশ।
কান্দি ভকত সব উচ হরি বোলত
কহ রাধামোহন দাস॥ ২৮॥

বয়ঃসন্ধি

কামোদ

দেখ সখি গৌর পরম অনুপাম।
শৈশব তারুণ লখই না পারিয়ে
তবহুঁ জিতল কোটি কাম॥
সুরধুনি-তীরে সবহুঁ সখা মেলি
বিহরয়ে কৌতুক রঙ্গী।

কবহু চঞ্চল-গতি কবহু ধীর-মতি-
নিন্দিত-গজ-গতি-ভঙ্গী॥
থীর নয়নে খেনে ভোরি নেহারই
খেনে পুন কুটিল কটাখ।
কবহু ধৈরজ ধরি রহই মৌন করি
কবহু কহই লাখে লাখ॥
রাধামোহন দাস কহই সতি
ইহ নহ বয়স বিলাস।
যছু লাগি কলিযুগে প্রকট শচীসুত
সোই ভাব পরকাশ॥ ২৯॥

শ্রীরাগ

পৌগণ্ড বয়স শেষ গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ভুরুর নাচনি করে কিবা সে অন্তর॥
লাজে অবনত মুখ আর আঁখি দুটি।
বুঝিতে নারিনু এই ভাব-পরিপাটি॥
বাম নয়নে পুন কটাক্ষ করয়।
মধুর মধুর স্মিত বুঝিল না হয়॥
কুন্দন কনয়া জিনি অঙ্গ ঝলমলি।
রাধামোহন-পহু ভাবে কুতূহলী॥ ৩০॥

সংক্ষিপ্ত রসোদ্গার

গৌরচন্দ্র

বিভাস

দেখ দেখ গৌর প্রেম-রস-ধাম।
পদনখে জীতল কতহু শশী-কুল
লাখ লাখ মদযুত কাম॥
চকিত বিলোকনে সব দিশ হেরই
ঝাঁপই চম্পক-অঙ্গ।
আপদ মস্তক পুলকহিঁ পূরিত
নিরুপম ভাব-তরঙ্গ॥
খেনে মৃদু হাসি কহই সো পিরীতি
যৈছন হেম দশবাণ।
শ্যাম নাগর মোর প্রাণ-মনোহর
কহইতে ঝরই নয়ান॥

ভাবহিঁ বিবশ কহই বরজ-রস
অভিনব তৈছে পরকাশ।
পরমানন্দ সার মহাভাব অবতার
ভণ রাধামোহন দাস॥ ৩১॥

হিমকালোচিত অভিসারিকা

গৌরচন্দ্র

মঙ্গলরাগ

সুরধুনি-তীর তরুণতর-তরুতল
তলপিত মালতি-মালে।
বৈঠি বিশদবর বাসিত কুঙ্কুমে
তিলক বনায়ত ভালে॥
হরি হরি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ-বিলাস।
গোকুল নায়ক বিহরই নবদ্বীপে
তরুণি ভাব পরকাশ॥
চমৎকৃত-চারু- চন্দ্রযুত চন্দন
চিত্রই চিত্রিত অঙ্গে।
নিজবর-ভাব বিভাবিত অন্তর
ঐছে ভকতগণ সঙ্গে॥
রাকা-রজনি রজনিকর-রমণক
রাতুল-পদনখ-ফান্দে।
রাধামোহন- দুষ্ট-দ্বিরেফ-চিত
দমন দাস করি বান্ধে॥ ৩২॥

হিমকালোচিত উৎকণ্ঠিতা

গৌরচন্দ্র

কেদার

দেখ দেখ পূর্ণতম অবতার।
যছু গুণ-গানে গবাশন গণ-সঞে
গরবহি পাওল পার॥
গোপীগণ-প্রাণ বল্লভ যো জন
সো শচিনন্দন হোই।
গোপীগণ-গুণ- গামে গৌর পুন
রজনি উজাগরি রোই॥

চৌদিশে চাঁদ- চাঁদনি চাহি চমকিত
চিতে অতি পাই তরাস।
কাঁপি কহয়ে কাহে কানু নাহি মীলল
কী ফল কায়-বিলাস॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করতহি কীর্ত্তন
কান্তক কামন মর্ম্ম।
ভণ রাধামোহন ভাবে ভোর পহুঁ
ভণ যুগ-পাবন ধর্ম্ম॥ ৩৩॥

সর্ব্বকালোচিত অভিসারিকা

গৌরচন্দ্র

কামোদ

ব্রজ অভিসারিণি- ভাব-বিভাবিত
নবদ্বিপ-চান্দ বিভোর।
অভিনয় তৈছন করত পুলকি-তনু
নয়নহি আনন্দ-লোর॥
দেখ দেখ প্রেমসিন্ধু-অবতার।
তঁহি পুন নিমগন নাহি জানে রাতি দিন
বুঝি সো মহাভাব-সার॥
নিশবদ মণ্ডন অঙ্গহি পহিরণ
গতি অতি ললিত সুধীর।
বৃন্দাবন-ভানে চকিত বিলোকনে
পাওল সুরধুনী-তীর॥
কেবল কৃষ্ণ- নামগুণ-কীর্ত্তন
করতহি পরম আনন্দে।
রাধামোহন দাস আশ রাখত জানি
সো প্রভু-চরণারবিন্দে॥ ৩৪॥

ধীরা মধ্যা খণ্ডিতা

গৌরচন্দ্র

বিভাস

সহজে গৌর প্রেমে গরগর
ফিরাঞা যুগল আঁখি।
দামিনী সহিতে সুন্দর জলদে
অরুণ-কিরণ দেখি॥

উঠিল ভাবের তরঙ্গের রঙ্গ
সম্বরি না পারি চিতে।
কহে কি লাগিয়া কেবা সাজাইয়া
কেন কৈল হেন রীতে॥
এ রাধামোহন কহে বৃষভানু-
সুতা-রসে পহুঁ ভোর।
হেন ছলে বুলে উদ্ধারে সকলে
কিছু না হইল মোর॥ ৩৫॥

কলহান্তরিতা

গৌরচন্দ্র

তুড়ী

মান-বিরহ-ভাবে পহুঁ ভেল ভোর।
ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহি লোর॥
আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ-চাঁদ।
অখিল জীবের মনলোচন ফাঁদ॥
প্রেম-জলে ডুবু ডুবু লোচন-তারা।
প্রলাপ সন্তাপ আদি ভাব বিভোরা॥
কান্দিয়া কহয়ে পুন ধিক মোর বুদ্ধি।
অভিমানে উপেখলুঁ কানু গুণ-নিধি॥
হইল মনের দুখ কি বলিব কায়।
মঝু মন জীবন কৈছে জুড়ায়॥
এইরূপে উদ্ধারিলা সব নরনারী।
রাধামোহনে কিছু নহিল হামারি॥ ৩৬॥

স্বয়ং দৌত্য

গৌরচন্দ্র

কামোদ

দেখ দেখ গৌরচন্দ্র বর-রঙ্গী।
কামিনি-কাম মনহি মন সঞ্চরু
তৈছন ললিত ত্রিভঙ্গী॥ ধ্রু॥
স্মিত-যুত বয়ন কমল অতি সুন্দর
শোভা বরণি না হোয়।
কত কত চাঁদ মলিন ভেল রূপ হেরি
কোটি মদন পুন রোয়॥

চামরি-চাম্বর লাজে সংকুঞ্চিত
কুঞ্চিত কেশক বন্ধ।
পন্থহি পন্থ চলত অতি মন্থর
মদগজ দমনক ছন্দ॥
আন উপদেশে কহত করি চাতুরি
মধুর মধুর পরিহাস।
নিজ অভিযোগ করত পুরুব মত
ভণ রাধামোহন দাস॥ ৩৭॥

সারঙ্গ

লাখবাণ হেম চম্পক জিনি গোরা তনু-
লাবণি অবনি উজোর।
চন্দন-চরচিত মালতি মণ্ডিত
হেরইতে আঁখি ভেল ভোর॥
মাঝ দিনহিঁ আজু গৌর কিশোর।
বসনহিঁ ঝাঁপি নিজ আপাদ মস্তক
যায়ত সুরধুনী-ওর॥ ধ্রু॥
বাম নয়নে ঘন চাহত দশ দিশ
বাম পদ আগু সঞ্চার।
বাম ভুজহি কাহে বসন আগোরই
গজ-গতি চলু অনিবার॥
গদ গদ শবদে করত হরিকীর্ত্তন
অনুমানি মুখ-শশি ছান্দে।
রাধামোহন দাস না বুঝয়ে ও রস
নিজদোষ ভাবিয়া কান্দে॥ ৩৮॥

অকলঙ্ক চান্দ ভানে বিধুন্তুদ
ধাবই পরশক লাগি।
নিকটহি যাই হেরি তছু মাধুরি
তছু কর-ভয়ে পুন ভাগি॥
প্রতিযোগি যত নাম-দোষ শত
গুণ ভেল যাক ধেয়ানে।
সোই চরণ-গুণ কলিযুগ-পাবন
করু রাধামোহন গানে॥ ৩৯॥

রসালসোচিত রূপ

গৌরচন্দ্র

বিভাস

আরে মোর গৌর কিশোর।
রজনী বিলাস রস ভাবে বিভোর॥ ধ্রু॥
কহইতে গদগদ কহই না পার।
নিরজনে বসিয়া নয়নে জলধার॥
প্রেমালসে ঢুলু ঢুলু অরুণ নয়ান।
কহইতে রস রহু বিরস বয়ান॥
চকিত নয়নে পহু চৌদিশে নেহারে।
চতুর ভকতগণ পুছে বারে বারে॥
কি আছে মনের কথা কহনে না যায়।
এ রাধামোহন পহু গোরা গুণ গায়॥ ৪০॥

রূপোল্লাস

গৌরচন্দ্র

বরাড়ী

নিরুপম সুন্দর গৌর-কলেবর
মুখ জিতি শারদ-চন্দ।
কুন্দ-করগ-বিজ নিন্দি সুশোভিত
অতিশয় দন্ত সুছন্দ॥
বুঝলু কাম পুন সাধে।
অমিয়াক সার ছানি নিরমায়ল
বিহি-নিরজন ভেল বাধে॥ ধ্রু॥

উত্তরগোষ্ঠ

গৌরচন্দ্র

তুড়ী

বেলি অবসান হেরি শচি-নন্দন
ভাবহিঁ গদগদ বোল।
কানুক গমন- সময় অব হোয়ল
শুনিয়ে বেণুক রোল॥
সজনি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ বিলাস।
প্রেমহি নিমগন রহতহিঁ অনুখন
কথিহু নাহি অবকাশ॥ ধ্রু॥

খেনে পুন কহই নিকট শুনিয়ে অব
ঘন হাম্বা-রব রাব।
হেরইতে শ্যাম- চন্দ্র অনুমানিয়ে
গোকুল-জন যত ধাব॥
ঐছন ভাতি করত কত অনুভব
যো রসে কৃত অবতার।
রাধামোহন-পহু সো বর শেখর
তৈছন সতত বিহার॥ ৪১॥

দানলীলা

গৌরচন্দ্র

মল্লার—সমতাল

হেরে দেখ নব নব গৌরাঙ্গ-মাধুরি
রূপে জিতল কোটি কাম।
অঙ্গহি অঙ্গ ঘামকুল সঞ্চরু
যৈছন মোতিম-দাম॥
নয়নহি নির বহ কম্পই থির নহ
হাসি কহত মৃদু বাত।
কো জানে কি ক্ষণে ঘর সঞে আয়লুঁ
ঠেকি গেলুঁ শ্যামর হাত॥
বেশক উচিত দান কভু না শুনিয়ে
কাহাঁ শিখলি অবিচার।
বুঝি দেখি নিরজন বন সে গোবর্দ্ধন
লুটবি তুহুঁ বাটপার॥
সো ইহ ভাব- ভরহি ভরমাইত
কিঞ্চিত পাটল আঁখি।
রাধামোহন কিয়ে আনন্দে ডুবব
ও রস-মাধুরি দেখি॥ ৪২॥

শরৎকালীয় মহারাস

গৌরচন্দ্র

কামোদ

নাচত গৌর রাস-রস অন্তর
গতি অতি ললিত ত্রিভঙ্গী।
বরজ-সমাজ রমণিগণ যৈছন
তৈছন অভিনয়-রঙ্গী॥
দেখ দেখ নবদ্বীপ মাঝ।
বাওত গাওত মধুর ভকত শত
মাঝহি বর-দ্বিজরাজ॥ ধ্রু॥
তা তা দ্রিমি দ্রিমি মাদল সু-বাজত
ঝনু ঝনু নূপুর রসাল।
রবাব বীণা আর সর-মণ্ডল
সুমিলিত কর করতাল॥
এ হেন আনন্দ না হেরিয়ে ত্রিভুবনে
নিরুপম প্রেম-বিলাস।
ও সুখ-সিন্ধু পরশ কিয়ে পাওব
কহ রাধামোহন দাস॥ ৪৩॥

কুঞ্জভঙ্গ

গৌরচন্দ্র

ললিত

রজনিক শেষে জাগি শচি-নন্দন
শুনইতে অলি-পিকু-রাব।
সহজহি নিজ-ভাবে গরগর অন্তর
তহিঁ উহ দ্বিতীয় বিভাব॥
বেকত গৌর-অনুভাব।
পুরব-রজনি-শেষে জাগি দুহুঁ যৈছন
উপজল তৈছন ভাব॥ ধ্রু॥
নয়ন কমল-জল অমিয়-বচন খল
পুলকে ভরল সব অঙ্গ।
হরিষ বিষাদ শংকাদি পুন উয়ত
কো কহ ভাব-তরঙ্গ॥
ঐছন অনুদিন বিহরে নদিয়া-পুরে
পুরব-ভাব পরকাশ।
সো অনুভব কব মঝু মনে হোয়ব
কহ রাধামোহন দাস॥ ৪৪॥

ভাবী বিরহ

গৌরচন্দ্র

কামোদ

সাঁঝহি শচিসুত হেরিয়ে আন মত
কি কহত কছু নাহি জানি।
নগর গমন লাগি বোলত রাজ-দূত
বড় ইহ দারুণ বাণি॥
কান্দি কহত পুন রোই।
লাখে লাখে বিঘিনী মঝুপরে বীতউ
পাছে জানি বিচ্ছেদ হোই॥
সবহুঁ অলক্ষণ হেরই চৌদিশে
হৃদয়ে উঠত ঘন তাপ।
কাহে মঝু চিত করত উচাটন
এত কহি করত বিলাপ॥
ঐছন হেরি পরাণ মঝু রোয়ত
কি করয়ে নাহিক থেহ।
এ রাধামোহন কহ ইহ আন মত নহ
কাঠ-কঠিন মঝু দেহ॥ ৪৫॥

ভবন্ বিরহ

গৌরচন্দ্র

সুহই

আজুক প্রাতরে কান্দি শচিনন্দন
কহতহি গদ গদ বাত।
হোর দেখ অক্রুর লেই চলি প্রাণ-পতি
অবুধ গোপ চলু সাথ॥
সজনি কঠিন প্রাণ নাহি যায়।
হেরইতে যো মুখ নিমিখ দেই দুখ
সো অব বহু অন্তরায়॥
কি করব গুরুজন আর যত দুরজন
বারহ নাহ আগোরি।
ঐছন ভাতি কহই গৌরাঙ্গ পহু
তৈখনে পড়লহি ভোরি॥
নয়নক নীর বহই জনু সুরধুনি
ঐছন হোরত ভান।
রাধামোহন কাঠ-কঠিন মতি
ও রস যতি করু গান॥ ৪৬॥

দশ দশা

গৌরচন্দ্র

কামোদ

আজু হাম পেখলুঁ চিন্তায় নিগমন
গৌরাঙ্গ নবদ্বিপ-চান্দ।
তাহে মঝু মানস কাঁপই অহর্নিশি
ঝর ঝর নয়নহি কান্দ॥
ইহ বড় হৃদয়ক তাপ।
গোকুল-নায়ক গোপিকা-ভাবহি
কত শত করত বিলাপ॥
ঘন ঘন শাস ডারত মহি লীখত
বি-বরণ ভেল অরু ক্ষীণ।
বাম করে অব- লম্বই মুখ-বিধু
লোচন নিরঝর-চীন॥
জগ ভরি করুণায়ে দেয়ল প্রেম-ধন
দারিদ না রহ কোই।
রাধামোহন পুন তহিঁ ভেল বঞ্চিত
আপন করম-দোষে রোই॥ ৪৭॥

নাটিকা

সজনী না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ-বিহার।
কত কত অনুভব প্রকটিত হোয়ত
কত কত বিবিধ বিকার॥
নীরস-বদন ভেল শচিনন্দন
হেরি মোহে লাগয়ে ধন্ধ।
বিরহ-ভাবে জনু গোপিগণ বোলত
তৈছন বচনক বন্ধ॥
নয়নক নিন্দ গেও মঝু বৈরিণি
জনমহি যো নাহি ছোড়।
স্বপনহি সো মুখ দরশন দুর্লভ
কতয়ে সহত দুখ মোর॥
এত কহি হরি হরি বলি পুন কান্দই
ভাবে থকিত ভেল অঙ্গ।

কহ রাধামোহন হাম নাহি বুঝিয়ে
সো বর-প্রেম-তরঙ্গ॥ ৪৮॥

নাটিকা

সজনী অনুভবি ফাটয়ে পরাণ।
যো শচিনন্দন পুরবহি গোকুলে
আনন্দ সকল-নিদান॥
সোই নিরন্তর কাতর-অন্তর
বি-বরণ বিরহক ধূমে।
ঘামহি ঝর ঝর সকল কলেবর
অহনিশি শুতি রহু ভূমে॥
নিরবধি বিকল জ্বলত মঝু মানস
করতহিঁ কৈছন রীত।
কৈছে জুড়ায়ত সোই যুগতি কহ
তিল এক হোয়ে সম্বীত॥
এত কহি গোর ফুকরি পুন রোয়ত
ডুবত বিরহ-তরঙ্গে।
রাধামোহন কছু নাহি বুঝত
নিমগন যো রস-রঙ্গে॥ ৪৯॥

বালা ধানশী

যো শচিনন্দন চাঁদ জিনি উজর
সুমেরু জিনিয়া বর অঙ্গ।
কাম কোটি কোটি জিনি যছু লাবণি
মত্ত-গজ জিনি গতি-ভঙ্গ॥
সজনী কো ইহ দুখ সহ পার।
সো অব অসিত- চাঁদ সম খীয়ত
লোচন ঝর অনিবার॥
মথুরা মথুরা বলি পুন পুন কান্দই
অতিশয় দুবর ভেল।
হাস-কলা-রস দূরহিঁ সবহুঁ গেও
না রহ ভকতক মেল।
ইহ বড় শেল রহল মঝু অন্তর
কহ কহ কি করি উপায়।
রাধামোহন প্রাণ কঠিন জনু
যতনে নাহি বাহিরায়॥ ৫০॥

শ্রীরাগ

যো মুখ জিতল কমল অতি নিরমল
সো অব হেরিয়ে মৈলান।
যো বর অধর বিম্বুফল নিন্দন
তছু রাগ হেরি আন ভান॥
গৌরাঙ্গ দেখিতে ফাটে প্রাণ।
বিরহক তাপে লুঠত সতত মহি
নিরবধি ঝরয়ে নয়ান॥
কাঞ্চন বরণ মলিন হেন হেরইতে
মঝু হিয়া বিদরিয়া যায়।
কহ সোই যুগতি যাহে পুন গৌরক
বিরহক তাপ পলায়॥
ঐছন ভাতি ভকতগণ অনুভবি
করতহি বিরহে হুতাশ।
নবদ্বিপ-চাঁদক ভাবহি ঐছন
কহ রাধামোহন দাস॥ ৫১॥

গান্ধার

যো শচিনন্দন ভুবন আনন্দন
করু কত সুখদ বিলাস।
কৌতুক-কেলি-কলা-রসে নিগমন
সতত রহত মুখে হাস॥
সজনি ইহ বড় হৃদয়ক তাপ।
অব সোই বিরহে বেয়াকুল-অন্তর
কহতহি কতই প্রলাপ॥
গদ গদ কহত কাহাঁ মঝু প্রাণনাথ
ব্রজ-জন-নয়ন আনন্দ।
কাঁহা মঝু জীবন ধারণ-মহৌষধি
কাহাঁ মঝু সুধারস-কন্দ॥
পুন পুন ঐছন পুছত নিজ জনে
রোয়ত করত বিষাদ।
রাধামোহন দুখি ভকত-বচন দেখি
কৃপায়ে করয়ে অনুবাদ॥ ৫২॥

সুহই

শুনইতে গৌরাঙ্গ-খেদ।
মঝু বুক নহে কাহে ভেদ॥

রোই কহয়ে শুন মাই।
বিরহ-জ্বরহি জ্বরি যাই॥
পুট-পাক শত-গুণ লেখ।
মঝু তাপ আগে সোই রেখ॥
কালকূট শত-গুণ মান।
সো নহ অছুক সমান॥
বজরক শত-গুণ আগি।
সো ইহ আগে রহু ভাগি॥
হৃদয়-নিমগন শেল।
তা সঞে অধিকহি ভেল॥
শত-গুণ বিসূচি বেয়াধি।
তা সঞে ইহ বড় আধি॥
গৌরক শুনি ইহ ভাষ।
ভণ রাধামোহন দাস॥ ৫৩॥

ধানশী

ভ্রময়ে গৌরাঙ্গ প্রভু বিরহে ব্যাকুল।
প্রেম উনমাদে ভেল যৈছন বাউল॥
হেরইতে সজনি লাগয়ে শেল।
কাঁহা গেও সে সব আনন্দ-কেল॥
থাবর জঙ্গম যাহা আগে দেখই।
বরজ-সথাকর কাহাঁ তাহে পুছই॥
খণে গড়াগড়ি কান্দে উঠি ধায়।
রাধামোহন কাহে মরিয়া না যায়॥ ৫৪॥

ধানশী

কেলি-কলানিধি সব মনোরথ-সিধি
বিহরই নবদ্বীপ ধাম।
বিদগধ-শেখর সব গুণে আগর
সুখময় সতত বিরাম॥
হরি হরি হৃদি মাঝে বড় শেল মোর।
সো শচিনন্দন হৃদয়-আনন্দন
মাথুর-বিছেদে বিভোর॥
গুরুতর গান গরিমগণ-সূচক
নিমগন সোই তরঙ্গে।
চিন্তা-সন্ততি সবহু দূরে গেও
আর উনমাদ বর-ভঙ্গে॥

নয়নক নীর অধিক থকিত ভেল
হোয়ত সো বর-মোহ।
রাধামোহন ভণ যো লাগি বিহরণ
মূরতিমন্ত ভেল সোহ॥ ৫৫॥

সুহই

নবদ্বীপ-চাঁদ চাঁদ জিনি সুন্দর
নাগর বিদগধ-রাজ।
আনন্দ-রূপ অনুপম গুণগুণ
আনন্দ-বিতরণ কাজ॥
হরি হরি হামারি মরণ অব ভাল।
সো যদি সুখময় কেলি উপেখিয়া
বিরহ-ভাবে খেপু কাল॥
কত অনুতাপ প্রলাপহু কতবিধ
অপরূপ কত উনমাদ।
কত বেরি মোহ হোয়ত পুন ঘন ঘন
দশমি-দশা পরমাদ॥
ভাগে ভকতগণ উচ হরি বোলত
তেঞি বুঝি ফিরয়ে পরাণ।
মরু রাধামোহন অনুবাদ ঐছন
যাতে করু ইহ রস গান॥ ৫৬॥

শ্রীরাগ

আজু বিরহ-ভাবে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ভূমে পড়ি কান্দে বোলে কাহাঁ প্রাণেশ্বর॥
পুন মুরছিত ভেল অতি ক্ষীণ শ্বাস।
দেখিয়া লোকের মনে বড় হয় ত্রাস॥
উচ করি ভকত করল হরিবোল।
শুনিয়া চেতন পাই আঁখি ঝরু লোর॥
ঐছন হেরইতে নরনারী কান্দে।
মরু যাই এ রাধামোহন আন্ধে॥ ৫৭॥

ভাবোল্লাস

গৌরচন্দ্র

বরাড়ী

নবদ্বীপ চাঁদের আজি আনন্দ দেখিয়া।
চিরদিন পরে মোর জুড়াইল হিয়া॥

শচীসুত উনমত প্রেম-সুখে কয়।
মোর আজু যত সুখ কহিল না হয়॥
চিরকাল বিরহ-জনিত যত তাপ।
সো মুখ-দরশনে ঘুচল আপ॥
ঐছন অমৃত কহত গোরামণি।
রাধামোহন তছু যাউক নিছনি॥ ৫৮॥

তুড়ী

কিবা কহ নবদ্বীপ-চান্দ।
শুনইতে সব মন বান্ধ॥
আনহ নীল নিচোল।
সব অঙ্গ ঝাঁপহ মোর॥
চিরদিনে মীলব তায়।
এত কহি কোন দিশে চায়॥
সোই ভাবে অবতার।
রাধামোহন পহুঁ সার॥ ৫৯॥

অষ্টকালীয় নিত্যলীলা

গৌরচন্দ্র

বিভাস

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ-বিধু।
পুরব-প্রেম-রস কহই মধু॥
ভাব-ভরে গদগদ আধ আধ বাণী।
অমিয়ার সার যেন পড়ে খানি খানি॥
পুলকে পুরল তনু পিরীতি রসে।
ঝাঁপয়ে বসন বিবশে পুন খসে॥
আনন্দ-জলে ডুবে নয়ান-রাতা।
রাধামোহন দাসের শরণ-দাতা॥ ৬০॥

তুড়ী

হেম সঞে অতি গোরা সুমধুর হাস থোরা
জগ-জন-নয়ন-আনন্দ।
পিরীতি মুরতি কিয়ে রূপ স্বরূপ-ধর
ঐছন প্রতি অঙ্গ-বন্ধ॥
আজু কিয়ে নবদ্বীপ-চন্দ।
কামিনি-কাম-কলিত তছু মানস
গতি অছু গজ জিতি মন্দ॥

মাঝ দিনহি পুন রসন আবৃত তনু
কহতহি পুলক সুরে।
কম্প পুলক ঘাম স্বরভঙ্গ অনুপাম
নয়নহি জল পরিপুর॥
বাম ভুজহিঁ বসনে মুখ ঝাঁপই
বাম নয়নে ঘন চায়।
রাধামোহন দাস চিতে অভিলাষই
সোই চরণ জনু পায়॥ ৬১॥

তথারাগ

জয় জয় শচিনন্দন বর রঙ্গী।
বিবিধ বিনোদ কলা কত কৌতুক
করতহি প্রেম তরঙ্গী॥ ধ্রু॥
বিপুল-পুলক-কুল সঞ্চরু সব তনু
নয়নহিঁ আনন্দ-নীর।
ভাবহিঁ কহত জিতল মঝু সখিকুল
শুন শুন গোকুলবীর॥
মৃদু মৃদু হাসি চলত কত ভঙ্গিম
করে জনু খেলন যন্ত্র।
যুগল কিশোর বসন্তহি যৈছন
বিতানিত মনসিজ-তন্ত্র॥
যো ইহ অপরূপ বিহরে নবদ্বিপ
জগদানন্দ-বিলাসী।
রাধামোহন দাস-মূঢ়-চিতে
সো নিজগুণ পরকাশী॥ ৬২॥

গৌরী

জয় শচিনন্দন ভুবন-আনন্দ।
আনন্দ শকতি মিলিত নবদ্বীপ
উয়ল নব-রস কন্দ॥ ধ্রু॥
গো-খুর-ধুলি দীশই উহ অম্বর
শুনি বর-বেণু-নিসান।
অপরূপ শ্যাম মধুর-মধুরাধরে
মৃদু মৃদু মুরলিক গান॥
এত কহি ভাবে বিবশ গৌর-তনু
পুন কহে গদগদ বাত।
শ্যাম সুনাগর বন সঞে আওত
সম-বয় সহচর সাথ॥

মঝু মন নয়ন জুড়ায়ল কলেবর
সফল ভেল ইহ দেহ।
রাধামোহন কহ ইহ অপরূপ নহ
মুরতিমন্ত সোই নেহ॥ ৬৩॥

মায়ুর

কাঁচা-কাঞ্চন- কাঁতি-কলেবর
চাহনি কুটিল অধীর।
অতি সুখ-বসনহি আবৃত সব তনু
যাযত সুরধুনী-তীর॥
সজনি গৌরাঙ্গ লখই না পারি।
চাঁদ-কিরণ সঞে মিলল গৌর-দ্যুতি
গজ-গতি চলু অনিবারি॥
নারিক যৈছন বাম চরণ আগু
ঐছন করত সঞ্চার।
তৈছন ভাবকি রিতি তছু অন্তর
কছু নাহি বুঝিয়ে পার॥
চকিত-বিলোচনে চাহই দশদিশ
অলখিত দ্বিজ মুখ হাস।
সো পহু চরণ শরণ কিয়ে পাওব
ইহ রাধামোহন দাস॥ ৬৪॥

বিহগড়া

দেখ দেখি গৌর নওল কিশোর।
স্বাধীন-ভর্তৃকা সুবর-নায়িকা-
ভাবে বুঝি ভেল ভোর॥
কহত গদগদ শুনহ বিদগধ
প্রাণ-বল্লভ মোর।
বেশ বেশ কর সীথে সিন্দুর
ভালে তিলক উজোর॥
পীন পয়োধরে নখর-বীদরে
পুরহ মৃগ-মদ-সার।
কানে কুণ্ডল কমল কুবলয়
গলহি মোতিম-হার॥
এতহুঁ কহি পুন কাঁপয়ে ঘন ঘন
নয়নে আনন্দ লোর।
এ রাধামোহন- দাস চীতহি-
কিছু না পাওল ওর॥ ৬৫॥

তথারাগ

শেষ-রজনি মাহা শুতল শচি-সুত
ততহিঁ ভাবে ভেল ভোর।
স্বপন জাগর কিয়ে দুহুঁ নাহি সমুঝই
নয়নহি আনন্দ লোর॥
অনুমানে বুঝহ রঙ্গ।
যৈছন গোকুল- নায়ক-কোরহি
নাযরি-শয়ন-বিভঙ্গ॥ ধ্রু॥
বাম চরণ ভুজ পুন পুন অগোরাই
যাঁতই দক্ষিণ পাশ।
তৈছন বচন কহত পুন আঁখি মুদি
বচন বসাল সহাস॥
যাকব ভাবহি প্রকট নন্দ-সুত
গৌব-বরণ পবকাশ।
সতত নবদ্বিপে সোই বিথারই
কহ বাধামোহন দাস॥ ৬৬॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

শ্রীরাধার আপ্তদূতী

তিবোথা

থোরি বয়স ধনি ভাল মন্দ নাহি জানি
খেলই সহচরি সাথ।
বাট-ঘটিত তুয়া কামদ রূপ হেরি
দৈবে পড়ল পরমাদ॥
শুন মাধব, ইথে কাহে বোলসি আন।
ও অচপল-মতি পুন তাহে কুলবতি
নীচয়ে তুহুঁ সে নিদান॥
তাহে তুহুঁ সুমধুর মুরলি আলাপলি
মুনি-জন-মোহন সোয়।
মুরলি-নিসান শ্রবণে যব পৈঠল
তবহিঁ চঞ্চল ভই রোয়॥
তবধরি জাগর ক্ষীণ কলেবর
দীন রজনি নাহি জান।
তুয়া প্রেম বিয়াধে জরিত ভেল অন্তর
কিছুই না শুনই কান॥

বরজ সুধাকর বোলয়ে সব জন
তাহে কাহে অকরুণ ভেল।
রাধামোহন কহ অব যাই মীলহ
মরমে রহয়ে জানি শেল॥ ৬৭॥

করুণা মঙ্গল

অদভুত রূপ দেবে হেরি দূর সঞে
উনমতি পরশক লাগি।
বরজক সীম করত গতাগতি
লাজ কুল-ভয় দূরে ভাগি॥
মন তনু কাঁপি চপল ভেল অন্তর
ঘন ঘন বহত নিশ্বাস।
তবধরি জাগর শোষিত অন্তর
বড়ই বেকত গদ ভাষ॥
শুন মাধব তুয়া রূপ অপরূপ ফান্দ।
সো ধনি দুবরি খীয়ত যৈছন
অসিত-চতুর্দ্দশী চান্দ॥
কবহি গেয়ান শুন হোই চাহই
না চিহ্নই নিজ সখিবৃন্দ।
বমণিক হুংকৃতি কতিহুঁ না পেখলুঁ
শুনইতে লাগই ধন্দ॥
প্রেম-গজ-দলন সহই নাহি পারই
জিবইতে করই ধিকার।
অন্তর-গত তুহুঁ নিরগত করইতে
কত কত করত সঞ্চার॥
অথির নয়ন-শর- ঘাতে বিষম জর
ছটফট জলজ শয়ান।
বাধামোহন কহ ইহ অপরূপ নহ
যাহে লাগয়ে পাঁচ বাণ॥ ৬৮॥

ধানশী

যব তুয়া নয়ন মুরলি-বিষ জারল
তব মনমোহন ভেল।
নিচল কলেবর পড়ল ধরণিতল
পরিজনে লাগল শেল॥
আন উপদেশে তোহারি নামে তৈখনে
দৈবহি উপনিত কেল।
সোই শবদ পুন কানে সম্ভারল
ঐছনে চেতন ভেল॥
মাধব কি কহব সো অনুরাগ।
ঐছন ভাতি দেখই মোহে পুন পুন
না বুঝিয়ে জাগ না জাগ॥
কিয়ে জানি দশমী দশা যদি নীচয়ে
ইছয়ে তুয়া অভিলাষে।
আশা পরম দুখদ পুন মেটউ
নহ কহ সুখদ নৈরাশে॥
যাচিত লখিমি উপেখয়ে যো জন
কভু নহে তাক কল্যাণ।
অতয়ে তুরিতে চল রমণী-রতন মিল
রাধামোহন যশ গান॥ ৬৯॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি

মল্লার

রাইক রাগ কহলি বহু মোয়।
কৈছনে ঐছন সাহস হোয়॥
পরনারি-গ্রহণ দহন সম তাপ।
ধরম-মরম-জ্ঞানি কো করু পাপ॥
তাহে যদি সঙ্গি সব দেখে লব দোখ।
জাগর দূরে রহু সপনহি রোখ॥
শুনি সখি কানু-বচন অনুবন্ধ।
কহ রাধামোহন লাগল ধন্ধ॥ ৭০॥

শ্রীরাধার উক্তি

গান্ধার

নিজ সখি-বদন হেরি সুধামুখি
বুঝি কহে গদগদ বাত।
রসিক সুনাহ মোহে যদি উপেখল
কাহে তাপায়সি আঁত॥
মঝু লাগি যতন কয়লি দুখ পায়লি
দৈবহি যদি নহ কাজ।
তুহুঁ কাহে বিরস বদনে ঘন রোয়সি
কিয়ে পুন করলি অকাজ॥

শুন সখি কর তুহু পর উপকার।
ইহ বৃন্দাবনে দেহ উপেখব
মৃত তনু রাখবি হামার॥
কবহু শ্যাম তনু পরিমল পায়ব
তবহু মনোরথ পূর।
ইহ সব বচন শুনই নাহি পারই
রহু রাধামোহন দূর॥ ৭১॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

শ্রীগান্ধার

হামারি নিঠুরপনা শুনই ইন্দুমুখি
ভাঙ্গই প্রেম-অংকুর।
দুখিত হৃদয় মাহা ধৈরজ করি পুন
ও রস করে জানি দূর॥
কিয়ে জানি পাপহি মদন-কদন-শরে
তেজই নিরুপম দেহ।
হাহা মনোরথ সব কৈল আনমত
কি করব অব হাম থেহ॥
অব মঝু অন্তর জ্বলত তুষানলে
সহই না পারই অঙ্গে।
বিরহ সমীরণে বাঢ়ই পুন পুন
দারুণ মদন-তরঙ্গে॥
ধিক যৌবন ধন জীবন আভরণ
ধিক্ মোর এ সুখ সকল।
কহ রাধামোহন অনুগত বঞ্চলে
পরিণাম ঐছন ফল॥ ৭২॥

শ্রীকৃষ্ণের অভিসার

কামোদ

রাইক কুঞ্জ- গমন শুনি মাধব
অচপল প্রেম অনুমানি।
মিলইতে গমন করল বর নাগর
আনন্দে আপনা না মানি॥
চলইতে খলই চলই নাহি পারই
কত কত ভাব বিথারি।
পদে পদে হেম কদলি হেরি আকুল
গদ গদ পুছে কাঁহা নারী॥
ঐছন বহুত যতনে পহু মীলল
দুহু হেরি দুহু ভেল ভোর।
দুহু মন মান সফল ভেল জীবন
দুহুক গলয়ে প্রেম লোর॥
ধৈরজ ধরি হরি অঞ্চল পরশিতে
ধনিক মৃগধি পরকাশ।
রাধামোহন পহু চিতে যেন সংশয়
পিছে বুঝল পরিহাস॥ ৭৩॥

শ্রীরাধার প্রথম অভিসার

কামোদ

সখিগণ সঙ্গে চললি নবরঙ্গিণি
শোভা বরণি না হোয়।
কত শত চাঁদ চরণ-তলে নীছই
লাখ মদন তহিঁ রোয়॥
দেখ দেখ পহিল সমাগম-রঙ্গ।
পদ দুই চারি চলত পুন ফীরই
ভীতহিঁ কম্পিত অঙ্গ॥
ঐছন ভাতি আওল যাহাঁ মাধব
দ্বারহি রহ পুন থারি।
অদভূত মনহি বিলাসন-উন্মুখ
তবহিঁ নয়নে ঝরু বারি॥
পুন পরবোধিয়া নিকটহিঁ আনিয়া
কহে সখি সুমধুর বাণী।
বুঝি করবি রতি জগতে দুলহ অতি
কমলিনি সোঁপলু আনি॥
আপন করি তোঁহে ইহ যৈছে জানত
ঐছন করবি আচার।
মধুসূদন পুন চন্দন বিলেপন
বর-কুসুমে সু-শিঙ্গার॥
কহ রাধামোহন আর কিয়ে শুভদিন
ঐছন হোয়ব মোরি।
নিজ জন জানি সেবনে নিয়োজব
সহৃদয় মোহে গোরি॥ ৭৪॥

মিলন

কেদার

থরহরি কাঁপয়ে গদগদ ভাষ।
লাজে বচন নাহি করে পরকাশ॥
শুন শুন কানু করয়ে ধনি ভীত।
কবহুঁ না জানই সুরতকি রীত॥
তুহুঁ হোয়বি চন্দন-সম শীত।
তোহে সোঁপল ইহ বাল-চরীত॥
রভস করবি বুঝি বিদগধ-রায়।
যৈছনে সুকুমারি দুখ নাহি পায॥
নিয়ড়ে রাখি ইহ হাম সব যাই।
এত কহি সব সখি রহল ছাপাই॥
দুহুঁ কর কেলি-দৈবশক আশে।
কব হেবব রাধামোহন দাসে॥ ৭৫॥

প্রকারান্তর

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

সুহই

তুয়া রূপ জগ-জন করত ধেয়ান।
সো অব বিষ-শর ধনি মন মান॥
তুয়া মুরলী রব সহই না পার।
মানই সো নিজ জীবন ভার॥
তুয়া বিসরণ লাগি করত সঞ্চার।
আন জন যাহা লাগি কবে পরকার॥
মন অবধারি কহ সুসম্বাদ।
ভণে রাধামোহন যাউক বিবাদ॥ ৭৬॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

তথারাগ

রাধা নাম কি কহিলে আগে।
শুনইতে মনমথ জাগে॥
সখি কাহে কহলি উহ নাম।
মন মাহা নাহি লাগে আন॥
কহ তছু অনুপম রূপ।
বুঝলম অমিয়া স্বরূপ॥
হেরইতে আঁখি করে আশ।
কহে রাধামোহন দাস॥ ৭৭॥

বরাড়ি

রাধা-বয়সে কহসি তুহুঁ থোর।
মন মাহা মনসিজ তব কাহে মোর॥
ইথে যদি জানি করু নানা ছন্দ।
বুঝলম কহসি সকল পুন ধন্দ॥
হামারি শপথি তোহে কহ কথি রূপ।
শ্রবণ রসায়ন অমিয়া স্বরূপ॥
নামহি যাক অবশ ভেল অঙ্গ।
কহ বাধামোহন প্রেমতরঙ্গ॥ ৭৮॥

রূপাভিসার

কামোদ

দেখ দেখ নব অভিসারিণি রাই।
চকিত বিলোকনে চাহই দশদিশ
প্রেম-সিন্ধু অবগাই॥
এক সখি সঙ্গে চলু নব নাগরি
নাগব-সঙ্কেত-কুঞ্জ।
মল্লিকা মালতি কুসুম বিথারিত
গুঞ্জিত তঁহি অলিপুঞ্জ॥
নিশবদ মণ্ডন অঙ্গ বিভূষণ
তৈছন নূপুর চরণে।
সিন্দুব চন্দন কজ্জল উজ্জ্বল
কৃত-অবগুণ্ঠন বয়নে॥
কুঞ্জক সমীপ উয়ল যব সুবদনী
নাগর ভেল আগুসার।
ভণ বাধামোহন মীলল দুহুঁ জন
নবঘনে বিজুরী সঞ্চার॥ ৭৯॥

মিলন

তথারাগ

নব অভিসারিণি কুঞ্জহি ভেটল
ও নব নাগর সঙ্গ।

পন্থ ঘটিত দুখ সবহু দূরে গেও
বাঢ়ল মনোভব-রঙ্গ॥
দেখ দেখ অনুপম দুহুঁ মুখ-ইন্দু।
দুহুঁক দরশ-রসে ভাব-লহরি সঞে
উছলল প্রেমক সিন্ধু॥
দুহুঁক আলোকনে দুহুঁ পুলকায়িত
লোচনে আনন্দ-লোর।
বি-বরণ কাঁপ ভাষ ভেল গদগদ
স্তবধ ভেল পুন ভোর॥
ঐছন ভাব না হেরিয়ে ত্রিভুবনে
ঐছন নিরুপম নেহ।
দাস রাধামোহন চীতে নিচয় করু
একু পরাণ ভিন দেহ॥ ৮০॥

শ্রীকৃষ্ণের অভিসার

কামোদ

বাসকগেহ গমন শুনি শ্যামর
দেয়ই বেণু-নিসান॥
তিল মঝু গমন বিলম্বহি সো ধনি
কলপ-কোটি অনুমান॥
ধনি ধনি রাইক সোহাগ।
যো জগজীবন যুবতি প্রাণধন
তাহারি পরাণ সম জাগ॥
তছু প্রেমে আকুল মৌলি বকুলফুল
আভরণ পন্থহি ডারি।
চলল সিন্ধুর গতি নাহি জন সঙ্গীত
উপনিত ভেল যাঁহা নারি॥
দেখি ধনি নাগর আনন্দ-সাগর
সফল দেহ করি মান।
জীবন যৌবন বাস-গেহ পুন
যো কিছু আপন বিতান॥
আনন্দ-সায়রে নিমগন সখিগণ
হেরইতে দুহুঁক উল্লাস।
সো সুখ সিন্ধু বিন্দু পরশ লাগি
যাচে রাধামোহন দাস॥ ৮১॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধার বেশ বিন্যাস

তথারাগ

রতি অবসানে বৈঠি বর-নাগরি
উদসল আপক দেহ।
হেরইতে অবনত বদন কয়ল পুন
কি করব না পায়ই থেহ॥
প্রেম রাই-রূপ-ধারী।
ইঙ্গিতে নিজবেশ- করণে নিয়োজল
রতি-সুখ-কুঞ্জবিহারী॥
ইষদবলোকনে মাধব হেরইতে
নয়নহিঁ আনন্দ-নীর।
জনু বর বিধু-মণি বিধু-কর পরশনে
তৈছন সকল শরীর॥
অলক সঞারিতে পহিলহি কাঁপই
বর করে পরশিতে কন্ত।
কহ রাধামোহন বেশ কৈছে হোয়ব
চূড় চরণ পরিযন্ত॥ ৮২॥

সর্ব্বকালোচিত খণ্ডিতা

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ভৈরবী

থীর নয়নে ধনি তুয়া পথ হেরইতে
কুসুম-পরাগ তহিঁ লাগি।
নয়নক আরকত বাঢ়ল অতিশয়
তাহে পুন যামিনি জাগি॥
মানিনি মিছই বাঢ়ায়সি মান।
কুঙ্কুম নখ-পদ গৈরিক অলকত
রোখে করসি সোই ভান॥
তুয়া আগে পুন পুন করিয়ে নিবেদন
ইহ সব মীছহিঁ মান।
নহ ত পরীখন করতহিঁ তুয়া আগে
সাঁচ কি মিছ ইহ জান॥
তুয়া বিনে শয়নে সপনে নাহি হেরিয়ে
তুয়া অনুগত হাম কান।
রাধামোহন-পহুঁ তুয়া পায়ে নিবেদয়ে
ইথে নাহি জানহ আন॥ ৮৩॥

শ্রীরাধার উক্তি

সুহই

মাধব কাহে কান্দায়সি হামে।
চলি যাহ সো ধনি ঠামে॥
তাকর চরণ যাহ সেবি।
তোহারি হৃদয়-অধিদেবী॥
যো যাবক তুয়া অঙ্গ।
ততহিঁ করহ পুন রঙ্গ॥
সোই পূরব তুয়া কাম।
কী ফল মুগধিনি ঠাম॥
এত কহু গদ-গদ ভাষ।
ভণ রাধামোহন দাস॥ ৮৪॥

ধীরা মধ্য খণ্ডিতা

তথারাগ

মধু-ঋতু রজনি উজাগরি নাগরি
নাগর মিলনক আশে।
সো সব আনত আন-মত হোয়ল
ভৈগেল তবহি নৈরাশে॥
অপরূপ প্রেমক রীত।
নিজমন্দিরে ধনি গমন করিল পুন
নাহ পন্থে উপনীত॥
হেরল নাহ- বদন যব সুবদনি
নাগর সচকিত ভেল।
ধনি কহে শুন বর নাগর-শেখর
আজু রজনি কাহাঁ গেল॥
সুন্দর সিন্দুর- বিন্দু ভাল পর
কিয়ে অপরূপ ভেল শোভা।
অধর সুরঙ্গ রঙ্গ অব হেরিয়ে
তছু পর মৃগমদ-আভা॥
উরে যাবক হেরি দুখিত হৃদয়ে মরি
কোন রমণি অছু কেল।
রাধামোহন দাস কিয়ে বোলব
পিরীতি-দন্দ অব ভেল॥ ৮৫॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

রামকেলি

কলধৌত-কান্তি কলেবর গোরি।
কান্তক কত দুখ না জানসি থোরি॥
কৈতব না কহ এ তুয়া কান।
কোপে করসি তুঁহু কত মত ভান॥
কুসুমিত কাননে জাগলুঁ তুয়া লাগি।
কেবল করণ উচিত হিয়ে লাগি॥
কুসুমক হার কয়লুঁ কত রাধে।
কণ্ঠে করসি যদি পূরয়ে সাধে॥
কপট না কর ইথে কোপিনি থোর।
কাতর অন্তর না করহ মোর॥
কামিনি কু-করম কতয়ে হামারি।
কহ রাধামোহন পহুঁকর হারি॥ ৮৬॥

অধীরা মধ্যা খণ্ডিতা

ললিত

কোপহৃদয়ে মঝু অঙ্গ না হেরসি
ভাল ভাঁতি আঁখি পসারি।
খল-জন-বচনহিঁ কছু নাহি শুনসি
সাঁচহুঁ বচন হামারি॥
মানিনি যব কোপ করি অন্তরায়।
গুণ অবগুণ ভাল মন্দ বিচারণ
তবহি বুঝন ভাল যায়॥
ঐছন ভাঁতি নিজ নয়ন কোণে পুন
হেরসি হামারি নয়ান।
হামারি হৃদয় হৃদয়ে অবধারিয়
নখ-পদ অছু অনুমান॥
ইথে যদি দোষ লেশ তুহুঁ পায়বি
তবহুঁ করবি অপমান।
রাধামোহন-পহুঁ কহ নহ আন-মত
যথি দুহুঁ একই পরাণ॥ ৮৭॥

মানান্তে মিলন

শ্রীরাগ

অনুনয় করি হরি পাণি পসারই
রাইক চরণক আগে।
নিজ মুখে আপন কহই দোষ শত
মানই করম অভাগে॥
দেখ রাধামাধব প্রীত।
দুহুঁকর নিজ নিজ গুণহিঁ বাঢ়ায়ত
দুহুঁ জন নিজ নিজ রীত॥
সুমুখি কহয়ে কাহে মোহে বিড়ম্বহ
হাম তুয়া মুগধিনি নারী।
তুহুঁ সে রসিক-বর বিদগধ নাগর
নাগরি-জন মনোহারী॥
কহইতে এতহুঁ নয়ন লোরে ঝাঁপল
কানু কয়ল ধনি কোর।
ভাঙ্গল মান হেরি রাধামোহন
আনন্দে পুন ভেল ভোর॥ ৮৮॥

সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ

ধানশী

দেখ রাধা মাধব ধারি।
রতি-রণ মান বিরামক যৈছন
চরবণ তপত কুশারি॥
হরি মুখ হেরইতে সুমুখি আবাঞ্ছই
চাহনি কুটিলহি ভাতি।
গদ গদ বচন অসূয়া কছু সূচন
ততহি মনমথে মাতি॥
নখ-শর-ঘাত তৈছে সুখাবহ
চুম্বন কছু পরসাদ।
রভস পুন পুলক কচু‘ক-বর
ভেদই রস মরিযাদ॥
ও সুখ-সিন্ধু মগন ভেল মাধব
কামিনি কছু কছু বুর।
ভণ রাধামোহন স’ভোগ স’কীরণ
দুহুঁক মনোরথ পুর॥ ৮৯॥

মান—প্রকারান্তর

সুহই

মানিনি মীলল কুঞ্জক মাঝ।
আনন্দে নিমগন নাগর-রাজ॥
আগুসরি বিনয় করউ কত ছন্দ।
কতবিধ সেবন যাহে নিরবন্ধ॥
তবহুঁ বিমুখ ভেল মানিনি রাই।
কত পরকারে বুঝায়ল তাই॥
সো কিছু বচন করহ অবধান।
রাধামোহন পহুঁ যো করু গান॥ ৯০॥

তথারাগ

বহুখন পদতলে যব রহুঁ কান।
সখিগণ কহইতে ভাঙ্গল মান॥
দুহুঁ জন গদ-গদ লোচন-লোর।
কানু জানি তব কয়লহি কোর॥
কত কত প্রেম কয়ল পুন নাহ।
বর সংকীরণ-রস-নিরবাহ॥
রাধামোহন-পহুঁ গুপত যো কারি।
সো সুখ কো জন কহইতে পারি॥ ৯১॥

অকারণ মান

ধানশী

হাসি হাসি সহচরি যবহুঁ জানাওল
ইহ তুয়া নিরহেতু মান।
তব ধনি লাজে অধিক মুখ অবনত
বুঝল রসিক বর-কান॥
সখিগণ-ইঙ্গিতে রসিক মুকুটমণি
কোরে আগোরল রাই।
আনন্দে দুহুঁ জন পুন ভেল নিমগন
কৌতুক ওর না পাই॥
ইহ অদভুত দুহুঁ দন্দ।
ঐছন কথিহুঁ না হেরিয়ে ত্রিভুবনে
শুনইতে লাগয়ে ধন্দ॥ ধ্রু॥
দুহুঁ দুহুঁ সরস পরশ পুন বাঢ়ল
দুহুঁ দুহুঁ অধিক উল্লাস।

নিকটহি চামর করে করি হেরত
তহিঁ রাধামোহন দাস॥ ৯২॥

শ্রীরাধার স্বয়ংদৌত্য

বেলোয়ার

অতি অনুরাগ ভরল মন উৎসুক
টুটল ধৈরজ লাজ।
তনু অনুলেপন সঙ্গক পরিজন
তেজল যত কিছু সাজ॥
দেখ রাই চলত অতি মন্দ।
নিজ অভিযোগ করত অতি নিশ্চয়
বুঝিয়ে কাঁজক বন্ধ॥
মুখ জিত শরদ-সুধাকর তনু-রুচি-
কবলিত-কাঞ্চন-দণ্ড।
নয়ন তিখন শর ফুলশর-মদহর
ভাঙ মদন-ধনু-খণ্ড॥
ঐছন ভাতি ভাবিনি ভালে ভেটল
মনমথ মনমথ পাশে।
অনুভব লাগি গুপতহি সখি চলু
কহ রাধামোহন দাসে॥ ৯৩॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য

গান্ধার

রাগ তাল দুহুঁ হৃদয়ে ধয়লি তুহুঁ
জানলু বচনক রীতে।
গ্রাম তিন স্বর বহুবিধ পরকার
জানসি কত কত নীতে॥
গুণবতি অতয়ে নিবেদিয়ে তোয়।
মধুর আলাপ শিখায়বি নিরজনে
নিজ জন জানিয়া মোয়॥ ধ্রু॥
মুরলি ছোড়ি হাম নিকটহি বৈঠব
শীখব সুমধুর গান।
গৌরি শ্যাম নট তব নহ দুরঘট
হোয়ব মিলন-সন্ধান॥
মুখহিঁ মুখহিঁ যব তহুঁ শিখায়বি
হৃদয়ে ধরব তব হাম।
ভণ রাধামোহন বচন-রচন পুন
ভালে সে জানয়ে শ্যাম॥ ৯৪॥

সম্ভোগ

কেদার

গিরিবর-কুঞ্জে চললি দুহুঁ নিরজনে
উজ্জ্বল-সমরক লাগি।
নিজ অভিযোগ-বচনক কৌশলে
মনহিঁ মনোভব জাগি॥
সজনি আজু পরম রস ভেল।
অভিনব রাগ তুরঙ্গ মনোরথে
দুহুঁক ঘটন পুন ভেল॥ ধ্রু॥
অণ্ডজগণ পুন ভেল রণ-বাদক
কোকিলগণ সর-শৃঙ্গ।
ভেরি-তুরি-কুল বাজাওত শিখিগণ
বির-পন গাওত ভৃঙ্গ॥
ভাঙ কামান কটাখ তিখিন শর
অদভুত পুলক কঞ্চুক।

---

৯৪ তোমার কথার ছলে জানিলাম, তুমি (সঙ্গীতের) রাগ (অন্য অর্থে অনুরাগ) এবং তাল (সঙ্গীতের যতি প্রভৃতি, অন্য অর্থে তাল ফলরূপ স্তনদ্বয়) হৃদয়ে ধারণ করিয়াছ। স্বরগ্রাম উদারা মুদারা তারার বহু প্রকার (অন্য পক্ষে সম্ভোগ কালে কপোত কোকিলাদির কূজনানুকারী কলরবের) নীতি জান। গুণবতি অতএব তোমাকে নিবেদন করি; নিজ জন জানিয়া নির্জ্জনে আমাকে মধুর আলাপ (রাগ রাগিণীর আলাপ, অপর পক্ষে রসালাপ) শিখাইবে। মুরলী ছাড়িয়া আমি (বিলাস জন্য) তোমার নিকট বসিব, সুমধুর গান শিখিব। (তোমার গুণ গান করিব) তখন আর গৌরী শ্যাম নট রাগরাগিণীর (অন্য অর্থে তুমি গৌরী আমি শ্যাম নটরাজ আমাদের) মিলন দুর্ঘট হইবে না। মিলনের সন্ধান হইবে। মুখে মুখে (আমার মুখে মুখ রাখিয়া) তুমি যখন শিখাইবে, আমি তখন (তোমাকে অমনই) হৃদয়ে ধারণ করিব। রাধামোহন বলিতেছেন—শ্যাম বচন রচনা ভালই জানেন।

অশ্রু খেল ভেল ঘাম পরশকুল
স্বর-ভেদ মদন-বন্দুক॥
ঐছন সাজ মদন-রণ-পণ্ডিত
যুঝব যুগল কিশোর।
ভণ রাধামোহন লীলা দরশন
কিয়ে উহ হোয়ব মোর॥ ৯৫॥

তথারাগ

সখি অনুমানে জানিয়ে কাজ।
জয় জয় কিঙ্কিনি দুহুঁ নূপুর-মণি
কঙ্কণ রণ-রব বাজ॥ ধ্রু॥
নিবিড় আলিঙ্গন ভুজে ভুজে বন্ধন
প্রতি অঙ্গ জনু ভট বীর।
কীয়ে পরস্পর করু পরিরম্ভণ
জানিয়ে সমর সুধীর॥
কঙ্কণ বলয়া সঘন সম বোলত
চুম্বন যুগ যুগ থোর।
বুঝলুঁ মদন পরাভব পায়ল
জীতল যুগল-কিশোর॥
সৌরভে মাতি ভ্রমরকুল ধায়ত
ছোড়ল কুসুম-বিলাস।
নিজ অভিযোগ হোয়ত পুন ঐছন
কহ রাধামোহন দাস॥ ৯৬॥

সারঙ্গ

অপরূপ দিনহি কুঞ্জ-মণি-মণ্ডপে
শিতল পবন বহ মন্দ।
দ্বিজ-কুল-নাদ সুবাদন যৈছন
মনমথ-যন্ত্রক ছন্দ॥
জয় রাধামাধব মেলি।
দুহুঁক প্রেম-লব কো করু অনুভব
যবহুঁ সুরত-রস-কেলি॥ ধ্রু॥
তহিঁ পুন অতিশয় নাগরি আগরি
অতয়ে সে নিমিলিত-আঁখি।
আনন্দ-সিন্ধু-নিবেশহি মোহিত
দেয়ই প্রতিঅঙ্গ সাখি॥
তহিঁ অতি সুশিতল আনন্দ-নিরঝর
পুলক ভরল সব অঙ্গ।
চীত-পুতলি জনু কাঁপয়ে ঘন ঘন
অদভুত পুন সর-ভঙ্গ॥
অনধিন দেহ-দণ্ড পরি শোভিত
মুকুতা সব স্বেদ-বিন্দ।
বিগলিত অঙ্গরাগ মণি-ভূষণ
কঞ্চুক অরু নিবি-বন্ধ॥
যাকর পরিমলে মাতল থাবর
তাহে কিয়ে জঙ্গম লেখি।
রাধামোহন-পহু-চিতে নিতি জাগই
জনু উহ পাথর-রেখি॥ ৯৭॥

রসালস

তথারাগ

কতহুঁ যতনে দুহুঁ নিজ নিজ মন্দিরে
বিমনহি করত পয়ান।
দুহুঁক নয়ন গল প্রেম-বিচ্ছেদ-জল
দারুণ দৈব বিহান॥
দেখ রাধামাধব-প্রেম।
ঐছন ঘটন কতহিঁ নাহি হেরিয়ে
যৈছন লাখবাণ হেম॥ ধ্রু॥
পদ আধ চলত খলত পুন ফীরত
কাতরে নেহারই মুখ।
একহি পরাণ দেহ পুন ভিন ভিন
অতযে সে মানয়ে দুখ॥
তিল এক বিরহ কলপ করি মানই
গায়ই দুহুঁ পরসঙ্গ।
ভণ রাধামোহন ঐছে গান গুণ
যতনহ সো রস-ভঙ্গ॥ ৯৮॥

অনুরাগে কুঞ্জে মিলন

তথারাগ

গৌরি আরাধন ছল করি সুন্দরি
মীললি নাগর সঙ্গে।
আগুসরি নাহ রাই-কর ধরি তহিঁ
আনল কৌতুক-রঙ্গে॥

কুণ্ডক তীরে কুঞ্জ অতি শীতল
বহতহি মলয়-সমীর।
কোকিল কুহরত কপোত ফুকারত
চৌদিশে শিখিকুল ফীর॥
রাধা-মাধব কেলি-বিলাস।
দোহেঁ দোহাঁ বদন নেহারি ঘন চুম্বয়ে
কতহুঁ হাস পরিহাস॥ ধ্রু॥
চন্দন কুসুম-হার সব সখিগণ
দেয়ত কানুক অঙ্গে।
ঐছন সময়ে কবহুঁ রাধামোহন
হেরব সহচরি সঙ্গে॥ ৯৯॥

সম্ভোগ

ভূপালী

দুহুঁ রসে ভোর হেরি পাঁচবাণ।
কেলি-কলা লিয়ে করত সন্ধান॥
দেখ পুন চেতন দুহুঁ অবলম্ব।
পুনহি অচেতন যব পুন চুম্ব॥
বিপুল পুলক বর স্বেদ-সঁচার।
চির-থির নয়নে নীর অনিবার॥
কাঁপই থরহরি গদ-গদ ভাষ।
দুহুঁ দুহাঁ পরশনে কতহুঁ উলাস॥
অন-আন-সঙ্গ-রঙ্গে ভরু অঙ্গ।
কো করু অনুভব প্রেম-তরঙ্গ॥
নিতি নিতি ঐছন হোয়ত বিলাস।
কব হেরব রাধামোহন দাস॥ ১০০॥

বিহাগড়া

রতি-সুখ-শয়ন-নিবেশহি সুন্দরি
প্রমুদিত-মানস ভেলি।
বিছুরল আন আন কেলি-কৌতুক
অনুগত-নিধুবন-কেলি॥
অদভুত মদন-বিলাস।
রাইক দেহ-দণ্ড পরিশোভিত
শ্রমজল-মুকুতা বিকাশ॥
নিমিলিত নয়ন বয়ন-বর শোভন
অলখিত সহজহি হাস।
অনধিন বাহু-বল্লি অরু সব অঙ্গ
তে উহ রহত উদাস॥
বিগলিত কুঞ্চিত কেশ।
বিগলিত অঙ্গ-রাগ অরু আভরণ
রাধামোহন চিতে নিতি নিতি ভাবই
ঐছন প্রেম-আবেশ॥ ১০১॥

বরাড়ী

ঝাঁপল দিনমণি প্রাতহি নীর।
তহিঁ অতি দর দর বহত সমীর॥
রাধা মাধব রতি-রণ-ধীর।
দুহুঁ পরবেশল কুঞ্জ-কুটীর॥
নিধুবন-কেলি মিলিত এক ঠান।
পরাভব পাওল কিয়ে পাঁচবাণ॥
রাধা মাধব দুহুঁক বিলাস।
তাহি রসিকগণ অধিক উলাস॥ ১০২॥

হিমাভিসার

ধানশী

সহজই শীত সময় অতি হীম।
ততোধিক পবন বাঢ়ায়ত সীম॥
কুঝটি ভেল তহিঁ দশ দিশ ব্যাপি।
দিনমণি-কিরণ সবহুঁ রহু ছাপি॥
রাই করল সুখে হরি-অভিসার।
সুসময় জানি অব তাক সঞ্চার॥ ধ্রু॥
কছু নাহি দীশই গতি অনিবার।
সুপথ দেখায়ল মদন দিশার॥
কুসুম-পরশে যোই বরণিত হোই।
এতহুঁ তুহিনে পদ নিরাপদ সোই॥
ঐছে মিলল বর যুগল কিশোর।
রাধামোহন পহু আনন্দে ভোর॥ ১০৩॥

হিমকালোচিত মিলন

তথারাগ

রাধামাধব করু রস-পুঞ্জে।
হিম-ঋতু-দিনহিঁ মিলল দুহুঁ কুঞ্জে॥

নিবিড় আলিঙ্গনে শীত নিবার।
এক মুখে ঘাম আরে শিতকার॥
ঐছনে কতহুঁ করত সঞ্চার।
সুরত-পয়োনিধি দুহুঁ ভেল পার॥
দুহুঁ কর গুণ দুহুঁ করু পরশংস।
রাধামোহন-পহু দুহুঁ অবতংস॥ ১০৪॥

সর্ব্বকালোচিত শ্রীরাধার অভিসার

মায়ুর

সম-বয় বেশ-ভূষণ-ভূষিত-তনু
সখিগণ সঙ্গহি মেলি।
গজ-গতি নিন্দি গমন অতি সুন্দর
কিয়ে জিত-খঞ্জন-কেলি॥
দেখ রাই করল অভিসার।
শিরিষ-কুসুম জিনি কোমল পদতল
বিপথে পড়ত অনিবার॥ ধ্রু॥
যো থল-কমল পরশে অতি কোমল
ঝামর ভই উপচঙ্ক।
সো অব যাহাঁ তাহাঁ কঠিন ধরণি মাহা
ডারত বড়ই নিশঙ্ক॥
ঐছন ভাতি মিলল কুঞ্জ মাহা
দূতিক যাহাঁ উপদেশ।
ভণ রাধামোহন তহি' যো আচরণ
হাম কিয়ে পায়ব উদেশ॥ ১০৫॥

মিলন

ধানশী

নূপুর-কলরব শুনইতে মাধব
কুঞ্জক হোই বাহার।
চলইতে খলই বলই সব আভরণ
অম্বর নহত সম্ভার॥
সজনি অদভুত কানুক নেহ।
আগুসরি আদর ভাবহি বাদর
কি করব না পায়ই থেহ॥ ধ্রু॥
কর গহি সঙ্কেত লেই পরবেশই
করু নিরাজন নিজ হাত।
শীকরযুত সরসিজদলে বীজই
মলয়জ লেপই গাত॥
রাই পুন দরশ-পরশ রসে নিমগন
লাজহি অবনত মুখ।
হেরি রাধামোহন সোই সুশোভন
মীটব পূরুবক দুখ॥ ১০৬॥

শ্রীরাধার রূপ

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

তথারাগ

তুয়া মুখ চাঁদ কমল আদি কবলই
নিবিড় চামর জিতি কেশ।
কনক কমল অলি জিনি অলকাবলি
শ্রুতি অছু গিধিনি বিশেষ॥
তরুণি-মুকুট-মণি গোরি।
ভ্রূযুগ নরতনে কাম-ধনু কম্পিত
পরাণ-পুতলি তুহুঁ মোরি॥ ধ্রু॥
চঞ্চল নয়ন ইন্দীবর নিন্দই
গণ্ডহি জিতল মুকুর।
নাসা তিলফুল অধর পঙারকুল
স্মিত জিতি অমিয়া কপূর॥
কুন্দ করগ-বিজ জিতি দ্বিজ-লাবণি
কণ্ঠহি কম্বুক শোভা।
বাহু মৃণাল করযুগ পঙ্কজ
মঝু মন-মধুকর লোভা॥
কুচযুগ কোক লোম ভুজঙ্গিনি
ত্রিবলি ত্রিবেণী-বিলাস।
মাঝ বর সিংহ নিতম্ব কুম্ভ-করি
উরু রম্ভা করু উপহাস॥
পদ থল-কমল নখ জিত চাঁদ কত
লাবণি অমিয়া-তরঙ্গ।
রাধামোহন পহু কহইতে ঐছন
ভাবে অবশ ভেল অঙ্গ॥ ১০৭॥

শ্রীকৃষ্ণের বিপরীত সম্ভোগ প্রার্থনা

কামোদ

রতি-রঙ্গ-উচিত শয়নহি নাগর
যাচত বিপরিত কেলি।
অনুনয় কতহুঁ করয়ে জনি হসি হসি
মুখহি মুখহি করি মেলি॥
শুনি হসি শশি-মুখি লাজহি কুণ্ঠিত
অবনত করত বয়ান।
জিয়ইতে উপবাসি দারিদ যৈছন
মাগয়ে ভোজন পান॥
দেখ দেখ বৈদগধি-রঙ্গ।
কামকলা-গুরু রসিক-শিরোমণি
না ছোড়ই সো রস ঢঙ্গ॥
পাদ পরশি পুন রাই মানায়ল
নিজ সুখ বহুত জানাই।
ভণ রাধামোহন তছু সুখে সুখি উহ
অতয়ে সে হোত বাধাই॥ ১০৮॥

সম্ভোগান্তে

মল্লার

রতি-অবসানে বৈঠি শ্যামসুন্দর
পোঁছয়ে নিজ করে ঘাম।
জনু দ্বিজ-রাজ পুজই বর কোকনদে
পরাভব পাইয়া কাম॥
অপরূপ নাগর-প্রেম।
না জানিয়ে কি করব যৈছন দারিদ
পাইয়া ঘট ভরি হেম॥ ধ্রু॥
পবন মৃদুতর বীজন করই পুন
চন্দন গাত লাগায়।
খপুর কপুরযুত পর্ণ সুশোভিত
মুখ ভরি প্রচুর যোগায়॥
ঐছন বহুবিধ করিয়া সুসেবন
পুন লই কয়ল শয়ন।
কহ রাধামোহন কব হব শুভ দিন
যবহিঁ পায়ব দরশন॥ ১০৯॥

বিপরীত-সম্ভোগ-রসোদ্গার

বিভাস

আজুক রজনী নিধুবনে আনি
করল বিনোদ রাস।
রসের সাগরে ডুবায়ল মোরে
ভুলল আপন বাস॥
শুনহ মরমি সই।
তুঁহু সে আমার প্রাণের সোসর
তেঁঞি সে তোমারে কই॥ ধ্রু॥
তাহার সাধন- বচন যতেক
তাহা কি কহনে যায়।
রতি বিপরীত লাগিয়া নাগর
ধয়ল হামারি পায়॥
তাহারি পিরীতে বশ যে হইয়া
করিলুঁ তাহারি মত।
না জানিলুঁ মুঞি তাহার সুখেতে
আপনি হইলুঁ রত॥
মোর শ্রমজল হেরিয়া বিকল
মোছয়ে আপন করে।
বীজন লইয়া আপনি বীজয়ে
আমার ছরম-ডরে॥
সে সব কাহিনী কহিতে আপনি
অবশ হইল অঙ্গ।
এ রাধামোহন- দাস কি শুনব
এ সব প্রেমক রঙ্গ॥ ১১০॥

মহারাসে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে গোপীবিলাপ

তথারাগ

সভে মিলি বৈঠল কালিন্দি-তীর।
ঝর ঝর সবহুঁ নয়নে বহ নীর॥
কাহাঁ গেও নাহ দুখ-সাগরে ডারি।
অবলা-মতি কৈছে তরইতে পারি॥
বিরহ-বিয়াধি-বিরামক-লাগি।
গাওত তছু গুণ যামিনি জাগি॥
বিষ-জল ব্যাল বর্ষ ভয়ে রাখি।
অব কাহে মারসি অকরুণ আঁখি॥

যবহুঁ চলসি বন গোধন সাথ।
নিমিখে মানিয়ে জনু যুগ-শত যাত॥
অব কৈছে তুয়া বিনে ধরব পরাণ।
তব বচনামৃত না করিয়া পান॥
তে পদ-পঙ্কজ কোমল জানি।
স্তন-যুগে রাখিতে ভয় অনুমানি॥
কৈছে কণ্টক-বনে করসি বিহার।
সোঙরি সোঙরি জিউ ধরই না পার॥
এত কহি রোয়ত গদগদ ভাষ।
কহ রাধামোহন দাসক দাস॥ ১১১॥

গোষ্ঠবিহার

মায়ুর

দেখ দেখ ব্রজেশ্বরি-নেহ।
গোধন সঙ্গে বিজয় করু নিজ সুতে
কি করব না পায়ই থেহ॥ ধ্রু॥
মুখ ধরি চুম্বন করতহি পুন পুন
নয়নে গলয়ে জল-ধার।
স্তন-গত বসন ভীগি পড়য়ে ঘন
ক্ষীর-ধার অনিবার॥
বিনিহিত নয়ন বয়ন-কমল পর
যৈছন চান্দ চকোর।
দিন অবসানে কীয়ে পুন হেরব
অনুমানি হোয়ত বিভোর॥
কো বিহি অদভূত প্রেম ঘটায়ল
তাহে পুন ইহ পরমাদ।
ভণ রাধামোহন অনুদিন ঐছন
হোয়ত রস-মরিযাদ॥ ১১২॥

গোষ্ঠে দিবাভিসার

সারঙ্গ

সহচর সঙ্গে রঙ্গে-নন্দ-নন্দন
কত কত মত করি খেল।
রাইক গমন- সময় বুঝি তৈখনে
আন ছলে আগহি গেল॥

সজনি হের দেখ মীলন-রঙ্গ।
চাঁদক দরশনে যৈছন জলনিধি
উছলিত অধিক তরঙ্গ॥ ধ্রু॥
দুরহি দুহু মুখ হেরইতে দুহুঁকর
নয়নহি আনন্দ-নীর।
দুহুঁ অঙ্গ পুলকিত দুহুঁ ঘরমাইত
কম্পিত দুহুঁক শরীর॥
কতহুঁ যতনে দুহুঁ হোয়ল একঠাম
দুহুঁরূপ পিবইতে চাহ।
রাধামোহন পহুঁ চতুর শিরোমণি
খেলত রস অবগাহ॥ ১১৩॥

ধানশী

দুরহি দুহুঁ হেরি দুহুঁ পুলকাইত
দুহুঁ ভেল ভাবে বিভোর।
নয়নে নয়নে যব দুহুঁ দোঁহা নিরখই
তব বহ আনন্দ লোর॥
সজনী দেখ রাধামাধব-প্রেম।
দুহুঁ দোঁহা কি করব থেহ না পাওত
জনু দুহুঁ দারিদ-হেম॥ ধ্রু॥
দুহুঁকর বচন বচন পুন গদ গদ
দুহুঁ অঙ্গ ভেল সুকম্প।
দুহুঁ দোঁহা পরশিতে দুহুঁ ভেল নিমগন
ঐছন হোয়ত স্তম্ভ॥
অপরূপ বিধু-মণি দুহুঁ কিয়ে বিধুবর
মঝু মন করত আশংস।
রাধামোহন-পহু দুহুঁ অতি নিরুপম
ত্রিভুবন করু অবতংস॥ ১১৪॥

সুহই

রাধামাধব যব দুহুঁ মেলি।
নিদাঘক দাহ সবহুঁ দূরে গেলি॥ ধ্রু॥
তহি পুন সরোবর-মন্দির মাঝ।
জল-কণ-শীকর-নিকর বিরাজ॥
সৌরভ-মিলিত গন্ধবহ মন্দ।
কি করব দিনমণি-কিরণক বন্ধ॥
তহি বর সুরত-বাপি অবগাহ।
রাধামোহন পহু রসিক সুনাহ॥ ১১৫॥

শ্রীরাধার রূপানুরাগ

শ্রীরাগ

ব্রজকুল-নন্দন চান্দ হাম পেখলুঁ
অপরূপ কত কত বেরি।
প্রতি অঙ্গ রঙ্গ তরঙ্গিম শোভন
পুরবহি এতহুঁ না হেরি॥
সজনী কো ইহ মাধুরি অপার।
যো সুধা-সিন্ধু বিন্দু নব পুন পুন
মঝু আঁখি পিবই না পার॥ ধ্রু॥
তনু তনু অতনু- যূথ কিয়ে সেবই
কিয়ে স্বরূপ আপহি সেব।
কিয়ে সুমনোহর কান্তি-রূপ-ধর
কিয়ে বর-রস-অধিদেব॥
এত কহি গোরি ভোরি পুন অনিমিখ-
নয়ন-চষকে করু পান।
সো বচনামৃতে কিয়ে রাধামোহন
শ্লাঘই পাতব কান॥ ১১৬॥

মায়ূর

সখিগণ সমুখহি কাতরে কানু যব
সুবিনয় করলহিঁ দীঠে।
তব তছু অভিমত করইতে কোই সখি
গোপত বচন কহু মীঠে॥
সুন্দরি অলখিতে হও তিরোধান।
গিরিবর কুঞ্জ- কুটিরে অতি গোপতে
যাই রাখহ নিজ মান॥ ধ্রু॥
ইহ অতি চপল- চরিত গিরিধর
কিয়ে জানি করু বিপরীতে।
শুনি উহ সুবচন ভীতহিঁ জনু জন
বাই করল সোই নীতে॥
বুঝি পুন নাগর সব গুণ আগর
অলখিতে তহিঁ উপনীত।
রাধামোহন দেখি সুনাগরি
আনন্দে নিমগন-চীত॥ ১১৮॥

দান-লীলা

ধানশী

গরবহি সুন্দরি চললহ আনত
নাগর পন্থ আগোব।
কহতহিঁ বাত দান দেহ মঝু হাত
আন ছলে কাঁচলি তোড়॥
অপরূপ প্রেমতরঙ্গ।
দান-কেলি-রস কলিত মহোৎসব
বর কিলকিঞ্চিত-রঙ্গ॥ ধ্রু॥
অলপ পাটল ভেল অথির দৃগঞ্চল
তহিঁ জলকণ পরকাশ।
ধুনাইত ভুরু-ধনু পুলকে পূরল তনু
অলখিত আনন্দ-হাস॥
ঐছন হেরি চকিত পুন তৈখনে
বাহুড়ল পদ দুই চারি।
রাধামাধব দুহুঁকর পদতলে
রাধামোহন বলিহারি॥ ১১৭॥

ভবনু বিরহ

দশকোশী

খেণে খেণে কান্দি লুঠই রাই রথ আগে
খেণে খেণে হরি-মুখ চাহ।
খেণে খেণে মনহি করত জানি ঐছন
কানু সঞে জীবন যাহ॥
সজনি ইহ দুখ-সাগর মাঝ।
কো নাহি ডুবল ঐছন হেরইতে
গোকুল-গোপ-সমাজ॥
খেণে তৃণ মুখে ধরি রথক আগুসরি
আছাড়ি পড়ল নিজ অঙ্গে।
খেণে পুন মুরছই খেণে পুন উঠই
ডুবই বিরহ-তরঙ্গে॥
রাধামোহন পহু আগমন সংকেতে
করি অছু হরল গেয়ান।
হেরি অক্রূর পুন সময়হি ঐছন
রথ লেই করল পয়াল॥ ১১৯॥

সুহই

না দেখিয়ে রথ আর না দেখিয়ে ধূল।
নিচয়ে জানিলু মোহে বিধি প্রতিকূল॥
কাঁহি ভেল মূরছিত রাই ভূমিতলে।
শ্বাস-রহিত দেখি সখি করু কোলে॥
উচ-সরে কান্দি কহে ওহে রাই প্রাণ।
শ্রবণে ঐছে কোই কহে ঘনশ্যাম॥
কোই কোই করতহিঁ হৃদি শির ঘাত।
কোই কোই কহ কিয়ে বজর নিপাত॥
তৈখনে যৈছন বিরহ-সম্বাদ।
রাধামোহন পহু রস-মরিযাদ॥ ১২০॥

ভূত-বিরহ

ধানশী

যো ধনি সপনে নাহ-মুখ হেরই
সো পুণবতি ব্রজ মাঝ।
ধনি ধনি তাক সফল বরু জীবন
দেহ গেহ তছু কাজ॥
সজনি নিন্দ বৈরিণি মুঝে ভেল।
যে দিন অবধি ছোড়ল ব্রজনন্দন
তাকর সঙ্গহি গেল॥
শয়নক সাধ বাদ করু যো বিধি
সো বিপরিত মতি মন্দ।
সহজে অভাগিনি মোহে পুন বঞ্চই
দরশনে ও মুখচন্দ॥
কৈছনে ঐছন দরশন পাইয়ে
সুন্দর বিদগধ শ্যাম।
রাধামোহন পহু কঠিন উজাগর
তিল এক নহত বিরাম॥ ১২১॥

দিব্যোন্মাদ

গুর্জ্জরী

বুঝলুম কানুক আগমন-সংকেত
পাশ ভই বান্ধল পরাণ।
দুখ দিতে ঐছন বিহি বড় দারুণ
কিয়ে করু ইহ নিরমাণ॥
সজনি হেরি দেখ দারুণ বিষাদ।
আপন মরণ পুন তছু পায় মাগিয়ে
হেরইতে রাই উনমাদ॥
খেণে উচ রোয়ই খেণে পুন ধাবই
খেণে পুন খল খল হাস।
চীত-পুতলি সম খেণে খেণে হোয়ই
প্রলপই দীঘ নিশাস॥
এ বাড়বানল লাখ অধিক ভেল
কত সহু ইহ সুকুমারি।
অতুল প্রেম-রিতি ঐছন পরতিতি
রাধামোহন বলিহারি॥ ১২২॥

তুড়ী

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো।
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো॥
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম।
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্ম্মে॥
কাহাঁ মোর প্রাণ-নাথ মুরলী-বদন।
কাহাঁ মোর গুণ-নিধি বিধু বিনিন্দন॥
কাহাঁ মোর প্রাণ-বন্ধু নব ঘন-শ্যাম।
কাহাঁ মোর প্রাণেশ্বর কোটি কোটি কাম॥
কাহাঁ মোর মৃগমদ-কোটীন্দু শীতল।
কাহাঁ মোর নবাম্বুদ-সুধা-নিরমল॥
ঐছন প্রলাপিতে ভেল মুরছিত।
এ রাধামোহন পহু বিরহ-চরিত॥ ১২৩॥

হংস-দূত

কামোদ

কানু যাহাঁ কেলি কয়ল কত কৌতুক
সো পুন কুঞ্জ নেহারী।
ভাবে ভরল মন নবমি-দশা পুন
হোয়ল ও সুকুমারি॥
সখি হে অনুভাবি মরমক শেল।
তৈখনে কান্দি সখীগণ ঘেরল
কোই পুন হৃদিপর নেল॥
তৈখনে কো সখী রুধ বচন হেরি
নলিনিক শেজহি রাখি।

যমুনা-তীর নীর-হরণে চলু
তঁহি দেখি একবর পাখী॥
মাথুর-দূত করি প্রেমহি মানল
নিবেদই সব দুখ-ভাখি।
অদভুত বচন রচন উহ যৈছন
রাধামোহন পহুঁ সাখী॥ ১২৪॥

ধানশী

সজনি অদভুত প্রেমক রীত।
তিরযক জঙ্গম ইহ নাহি জানত
কহতহিঁ কত বিপরীত॥
তুহুঁ অতি নিরমল অন্তর কোমল
পরম-হংস দয়াশীল।
হাম সব দুখিনী তাহে অবলা গণি
পিয়ক বিরহ হৃদি কীল॥
যো হরি গোপিগণ বিসরি রহল পুন
মথুরা নগরহিঁ ভোর।
এ সব আধি- পয়োধি-বর তো বিনু
কো জন অব করু ওর॥
যো কিছু বচন হৃদয়ে অবধারণ
করি অব করহ পয়ান।
রাধামোহন আগে যাই তুহুঁ
পুন করু তৈছন গান॥ ১২৫॥

হংসকে শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় কথন

সুহই

কী ফল পরিচয়-কথন অনেক।
জানবি তব যব হব পরতেখ॥
যো দরশনে হোয় পরম আনন্দ।
সো অবধারবি যদুকুল-চন্দ॥
শুন তভু কহি কছু নিরুপম রূপ।
জগজন লোচন-অমিয়া-স্বরূপ॥
লাবণি-লহরি-ললিত সব অঙ্গ।
ভ্রূ ধনু-নটন মদন-ধনু-ভঙ্গ॥
দাড়িম দশন হসন সুধা-কেলি।
বদন তুলনা নহ চাঁদ শত মেলি॥

কত মরকত জিতি বাহু সুদণ্ড।
গোপী-বসন হরণ হঠ চণ্ড॥
পরিসর উর কিয়ে মরকত-ঠাট।
বিধি নিরমিল জনু কাম-কপাট॥
ততহি লোল বন-মাল বিটঙ্ক।
হেরইতে সতীগণ মদন আতঙ্ক॥
নাভি-সরোবর সুগভীর জান।
রমণিক নয়ন সফরি জনু মান॥
উরুযুগ রাম-কদলি অনুমান।
কিয়ে রমণী-মন-করিণি-আলান॥
পাদ-পদ্ম কত পদ্ম বিলাস।
নারি-মন-মধুকরি করতহিঁ আশ॥
ততহিঁ বিরাজত দশ নখ চাঁদ।
যুবতিক যৈছন মন শশ-ফাঁদ॥
তাকর কি কহব অবলা বাখান।
রাধামোহন-পহুঁ রূপ-নিধান॥ ১২৬॥

শ্রীরাগ

হামারি বচন মত বিবিধ বিধান।
কহবি কানুর পায় করি অবধান॥
যব তুহুঁ বিরাজলি গোকুল মাঝ।
তঁহি প্রিয়তমা যেই রমণি-সমাজ॥
তছু সখি কোই করিয়া পরণাম।
নিজগণ দশা কহত তুয়া ঠাম॥
নীচল চিত করি শুন তছু অন্ত।
রাধামোহন-পহুঁ তুহুঁ গুণবন্ত॥ ১২৭॥

গান্ধার

এতহুঁ বিলাপ করল ললিতা সখি
উঁড়ি চলল বর হংস।
কানুক পাশ চলল অনুমানিয়া
তবহিঁ বহুত পরশংস॥
আওল পুন যাহাঁ কিশলয় শেজহি
শুতি আছয়ে ধনি রাই।
চৌদিগে সহচরি-গণ তঁহি বেড়িয়া
রোয়ত আনন চাই॥
হেরি ললিতা সবহুঁ পরবোধই
কহতহিঁ মৃদু মৃদু ভাষ।

এ দুখ কহিতে বর দূত পাঠায়লুঁ
মধুপুর কানুক পাশ॥
এত শুনি বিরহিণি চেতন পাওল
হোয়ল জিবনক আশ।
এ সব প্রলাপ-বচন কিয়ে বোলব
দুখি রাধামোহন দাস॥ ১২৮॥

দূতী সংবাদ

শ্রীরাগ

শুন মাধব কি কহব রাইক তাপ।
কত বেরি মুরছই কত বেরি বিলপই
কতবিধ করত প্রলাপ॥
খেণে অছু কহই দেখ ইহ শ্যামর
মথুরা-নাগর ধূত।
উঠি বেগে বান্ধহ ললিত-মুকুতা-পাশে
নাহি যায় করিয়া আকূত॥
ঐছন কতবিধ করু তুয়া অনুভব
প্রেমহি কত উনমাদ।
হেরইতে ঐছন কান্দয়ে সখিগণ
কত কত করত বিষাদ॥
এ সব বিপতি সময় ব্রজনন্দন
যাই সকল করু দূর।
রাধামোহন-পহুঁ দীন দয়াল তুহুঁ
সকল মনোরথ পূর॥ ১২৯॥

কল্যাণী

এত সব রাইক কহলুঁ বিলাপ।
আর কত আছয়ে মানস তাপ॥
জগতহিঁ কোঁ অছু সো করু গান।
রসিক-শিরোমণি সব তুহুঁ জান॥
ঝটিতে চলহ ব্রজ মধুপুর ছোড়ি।
পরতেখ দেখবি যৈছন গোরি॥
সখীগণ মরমে মরত সোই দুখে।
কহবি এতেক সব মাধব সমুখে॥
এত কহি আওল প্রিয় সখি ঠাম।
উচ করি বোলল প্রাণনাথ-নাম॥
তৈখনে পাওল রাই পরাণ।
করু রাধামোহন-পহুঁ গুণগান॥ ১৩০॥

নানাবিধ বিরহ

ধানশী

অপযশ লাগিয়া তুহুঁ অতি চিন্তিত
চিন্তা অব নাহি করই।
সো ঘর বাহির অব নাহি হোয়ত
ক্ষিতি-তলে নিজতনু ধরই॥
নয়নক লোর লেশ নাহি আওত
ধারা অব নাহি বহই।
বিরহক তাপ অবহুঁ নাহি জানত
অনিমিখ লোচনে রহই॥
ললিতা বদনে বদনহি দেওত
শ্রুতি-মূলে তুয়া নাম কহই।
শ্বাসক লেশ লেশ পর গীরত
ইথে বুঝি জীবন রহই॥
তুহুঁ অতি মন্থর চলবি দূরন্তর
সো অতি দুবরি টলই।
রাধামোহন বচন অব মানহ
তোড়হ বিরহ জ্বালা চলই॥ ১৩১॥

দশ-দশা

সুহই

মাধব তোহে যব আনল অকূর।
রাই তব চিন্তা-নদি মাহা বূর॥
কো জানে কত কত করল বিলাপ।
কো অনুভব করু মরমক তাপ॥
ঘন ঘন ঘূরত ঘন ঘন রোই।
চীত-পুতলি সম তব ভেল সোই॥
কো নাহি কহইতে সো দুখ পার।
রাধামোহন কহুঁ সো বড় ছার॥ ১৩২॥

সুহই

যদবধি যদুপুর তুহুঁ যাই ভোর।
যুবতি যামিনি কত জাগই জোর॥

যদ্পতি যদি ইথে জানহ আন।
যাই যতন করি জান পরমাণ॥
যব কোই জল সঞে জলজ বিছায়।
যতনহি যদি তহি যবহি শ্তায়॥
জরি জরি জারত মরমহি তায়।
যাউ রাধামোহন মরিয়াসে গায়॥ ১৩৩॥

সুহই

হরি হরি কি কহব বিপতি-বিশেষ।
হেরইতে পরিজন তনু ভেল শেষ॥
হরিণি-নয়নি যছু নব নব রঙ্গ।
হত-বিধি কয়ল মলিন তছু অঙ্গ॥
হিম-ঋতু-হিম-হত জনু অরবিন্দ।
হেম-বরণ মুখ ভেল তছু বন্ধ॥
হেন নাহি অঙ্গ মলিন ভিন কোই।
হিন রাধামোহন দাস কহ ফোই॥ ১৩৪॥

ধানশী

শুন শুন সুন্দর শ্যাম।
রাইক প্রেম পরিণাম॥
তোহারি দরশ লাগি সোই।
সখি-আগে পুন পুন রোই॥
কহই দেখাও প্রাণনাথ।
অবহুঁ মিলাও মঝু সাথ॥
তোহারি অবশ নহ শ্যাম।
সাধহ হামারি মনকাম॥
ঐছন শুনইতে বাত।
পরিজন-হৃদি শেল-ঘাত॥
কহইতে আওলুঁ হাম।
'রাধামোহন-পহুঁ ঠাম॥ ১৩৫॥

সুহই

যব রহ অচেতন বিরহ বিভোর।
সো দুখ কো জন কাহি করু ওর॥
তুয়া নাম শুনি যব চেতন পাই।
যো কছু বিলপয়ে নিজ দুখে যাই॥
যদুপতি সো অব কর অবধান।
যাহা শুনি বিদরয়ে দারু পাষাণ॥
সো গুণনিধি মোহে যত করু প্রেম।
নিরুপম যৈছন লাখবাণ হেম॥
সোহে যদি বিছুরল বিদগধ রাজ।
ক্ষণ রহুঁ জীবন ইহ বড় লাজ॥
কি করব অব হাম কহত উপায়।
রাধামোহন কহ ভেল বড় দায়॥ ১৩৬॥

মল্লার

আর পুন শুনহ রাইক বাত।
শুনইতে যাক মরম জরি যাত॥
আর কিয়ে হেরব সো মুখ-চন্দ।
পুন কিয়ে হেরব হসিত-লব মন্দ॥
পুন কিয়ে শুনব সো বেণু গান।
পুন কিয়ে হেরব ভ্রু-ধনু-কামান॥
পাসরিতে নারি আমি নবঘন শ্যাম।
কে মোরে মিলাঞা দিবে ইন্দিবর-দাম॥
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রাতি।
কি করব সো বিনু ফাটি যায় ছাতি॥
ঐছন কহত যব হোয়ত জ্ঞান।
রাধামোহন পহুঁ করহ পয়ান॥ ১৩৭॥

মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন

কামোদ

মথুরা সঞে হরি করি পথ চাতুরি
মীলল নিরজন কুঞ্জে।
দ্রুম-পশু-পাখিকুল বিরহে বেয়াকুল
পাওল আনন্দ পুঞ্জে॥
বরজ-নারিগণ বিরহে অচেতন
পুলকিত পাওল পরাণ।
দাব-দগধ যেন ছটফটি জীবন
যৈছন অমিয়া-সিনান॥
দেখ রাধা-মাধব মেলি।
দরশে পুলক দেহ ঘামহি নদী বহ
চীত-পুতলি সম ভেলি॥

কাঁপয়ে ঘন ঘন অনিমিখ-লোচন
চরকি চরকি পড়ু লোর।
কহইতে থর থর থকিত কণ্ঠ-স্বর
দুহুঁ বি-বরণ দুহুঁ ভোর॥
হোই সচেতন কি কহব নাহি জান
যৈছন দারিদ-হেম।
এ রাধামোহন কহ ইহ অনুপম নহ
প্রাণদ ঐছন ক্ষেম॥ ১৩৮॥

বেলাবেলি

কানুক সম্বাদ পাই বর-রঙ্গিনি
বিছুরল সাজ বিসাজ।
বসন ভূষণ যত করি অছু বিপরিত
চললহি কুঞ্জক মাঝ॥
সজনী আরতি বরণি না যাতি।
চিরদিন মীলন আজু পুন হোযব
অতয়ে সে মদন-ভরাঁতি॥
পদ এক চলই খলই পুন প্রেম-ভরে
লোরহি ঝাঁপল দীঠ।
কত দূরে প্রাণ-বল্লভ হাম হেরব
কহতহি গদগদ মীঠ॥
ঐছন ভাতি মিলল বর-কামিনি
সঙ্কেত-কুঞ্জুক-ওর।
রাধামোহন পহুঁ হেরইতে দুহুঁ দুহুঁ
আনন্দে ভৈ গেল ভোর॥ ১৩৯॥

ললিত

অলসে শুতল বর যুগল কিশোর।
হেরইতে তনু মন শীতল মোর॥
এ সখি আগুসরি নিরখহ রূপ।
রূপ মূরতি ধর কিয়ে রস-কূপ॥
দুহুঁ তনু মীলল কছু নাহি ভেদ।
বুঝলমু অতুল না রহ খেদ॥
অনুক কৌশল বরণি না যায়।
রাধামোহন তছু বলিহারি গায়॥ ১৪০॥

অষ্টকালীয় নিত্যলীলা

করুণ বরাড়ী

অভিসার লাগি বেশ বনায়ত
সখিগণ আনন্দ পাই।
কোই চিরুণি ধরি চিকুর চিত্র করি
সিন্দুর-তিলক বনাই॥
দেখ দেখ ভুবন মনোহর রাই।
ও মুখ-ছান্দে চান্দ মলিন তনু
থির হই নিবখই তাই॥ ধ্রু॥
কোই কিছু আভরণ অঙ্গে চঢ়ায়ত
চতুঃসম গাত লগাত।
সকলক শ্যাম সুখক লিয়ে অন্তর
অনুভবি বরণি না যাত॥
যাবকরাগ চরণযুগ রঞ্জন
নায়ক রঞ্জন-কারি।
ভণ রাধামোহন দুলহ সো সেবন
ভাগি কি ঘটব হমারি॥ ১৪১॥

মঙ্গল

কিয়ে কান্তি দৈবত তারুণ্য-সারামৃ
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমতি।
কিবা সে লাবণ্য সার তনু কৈল অঙ্গীকা
সর্ব্বগুণ কিবা গুণবতী॥
কিয়ে হেরি অদভুত-রূপ।
মধুর মধুর প্রীত কিবা হৈল উপনী
কিবা এই রসময় কূপ॥
কি আনন্দ-তরঙ্গিণী কিবা সুধা-সুরধু
প্রকট হইলা সুখময়।
এ নেত্র-চকোর-চন্দ নাসা-ভৃঙ্গ-পদ্মবু
জিহবা-কোকিল-আম্রচয়॥
ফলিল মোর ভাগ্য সখি তোঁঞি সে প্রত্যক্ষ দে
সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রাণের দয়িতা।
এ রাধামোহন কহে রাই আসি মীল
রূপ-সিন্ধু গড়িল বিধাতা॥ ১৪২॥

পঠমঞ্জরী

দরশনে নয়নে নয়নে বহে লোর।
আপাদ মস্তক দুহুঁ পুলকে আগোর॥
সজনী হের দেখ প্রেম-তরঙ্গ।
কত কত ভাবে থকিত ভেল অঙ্গ॥ ধ্রু॥
দুহুঁকর দেহে ঘাম বহি যাত।
গদ গদ কাহুঁ না নিকসয়ে বাত॥
দুহুঁজন-কম্প হেরি লাগে ধন্দ।
রাধামোহন হেরি পরম আনন্দ॥ ১৪৩॥

মল্লার

ভ্রমই গহন বনে যুগল কিশোর।
সঙ্গহি সখিগণ আনন্দে ভোর॥
সখি এক কহে পুন হের দেখ সখি।
দুহুঁ দোঁহা দরশনে অনিমিখ আঁখি॥
তরু সব পুলকিত ভ্রমরের গণ।
সৌরভে ধায়ল ছাড়ি ফুল-বন॥
শ্রম-ভরে বৈঠলি মাধবি-কুঞ্জ।
রাই-মুখ-কমলে পড়ল অলিপুঞ্জ॥
লীলা-কমলহি কানু তাহে বারি।
মধুসূদন গেও কহত উচারি॥
এত শুনি রাই বিরহে ভেল ভোর।
কহ রাধামোহন অনুরাগ-ওর॥ ১৪৪॥

তথারাগ

রাইক ঐছে দশা হেরি নাগর
কাতর ভই করু কোর।
বহু যতনে পুন চেতন করাইয়া
মধুর বচন কহু থোর॥
সুন্দরি কহ ইহ কোন অনুবন্ধ।
নিরুপম প্রেম-অমিয়া-রস-মাধুরি
অনুভাবি লাগল ধন্দ॥ ধ্রু॥
হামে নিজ নয়ান সমুখহি নিরন্তর
হেরইতে মানসি দূর।
কত পরলাপ করসি তহিঁ দারুণ
বিরহ-জলধি মাহা বুর॥

ঐছন শুনইতে রাই সুনাররি
বিহসি লাজে ভেল ভোর।
রাধামোহন-পহু আনন্দে নিমগন
অবহি তাহে করু কোর॥ ১৪৫॥

তথারাগ

মকর-কুণ্ডল কিবা নাচত অদভুত
মঞ্জু মঞ্জির করু গান।
রসনা বাদন-বর তৌর্য্যত্রিক সুন্দর
ধ্রুব আদি হোয়ত সুঠান॥
অপরূপ প্রেম-বিলাস।
রকত-কমল নিল উতপল বারত
নহি নহি গদগদ ভাষ॥ ধ্রু॥
কবহু কাকু বলে চকিত নাচায়ত
কুণ্ডল করত বিশ্রাম।
রাইক ইঙ্গিতে কুঞ্জ কুঞ্জর তব
কয়ল তৈছন কাম॥
নিজ নিজ মহাভাব প্রকট করত যব
পলায়ে মদন দুরবার।
রাধামোহন দাস কব দেখব
উহ সব প্রেম বিহার॥ ১৪৬॥

তথারাগ

রাই কানু মেলি প্রহেলি আলাপন
রাগ-তাল-যুত গান।
বহুবিধ সুনটন রাস-লাস্য অরু
করি কত বিবিধ-বিধান॥
দেখ দেখ অদভুত সখিগণ-ভাব।
দুহুঁক উলাসহি উলসিত অন্তর
মানই কত কত লাভ॥ ধ্রু॥
দুহুঁকর মানস রতি-গত হোয়ল
অনুমানি পরম আনন্দ।
যৈছন উহ রস হোয়ত সমাপন
ঐছন করু পরবন্ধ॥
রতি-সুখ-শেজ- আদি সমাপন
আনছলে কয়ল পয়ান।
অদভুত বৈদগধি অদভুত গুণগান
করু রাধামোহন গান॥ ১৪৭॥

বরাড়ী

মনোহর বেশ বনাওল সখিগণ
বৈঠল সব একু ঠাম।
পাশক কেলি রচল পুন তৈখনে
পণ করই নিজ কাম॥
সজনী কানুক বড় বিপরীত।
যো ইথে হারব দখিণ গণ্ড নিজ
দেয়ব দংশন নীত॥
পহিলহিঁ কানু জীতি করু ঐছন
কামিনি তহিঁ ভেল ভোর।
খেলন পুন কর বলি রাই বিরচিল
পাশক জোরহি জোর॥
দু চারি দশ করি সুন্দরি ডারল
নিজ জিত লিয়ে সোই দান।
বলে ছলে বাম গণ্ড পুন দংশই
হোর দেখ বিদগধ কান॥
রাই জীতি পুন মুরলি হরল বলে
কানু কহ ইহ নহ রীত।
মঝু মুখ-চুম্বন কিয়ে ভুজ বন্ধন
করহ যোই ইহ নীত॥
এত শুনি রাই কহত শুন নাগর
সো কহ যো মন মান।
রাধামোহন পহু হাসি কহত তুহুঁ
জানি পুন পিছে কর আন॥ ১৪৮॥

ধানশী

রাধামাধব পাশক খেলত
করি কত বিবিধ বিধান।
দুহুঁক বচন-রিতি কেবল পিরীতি
দুহুঁ বর-রসক নিধান॥
সখি হে আজু নাহি আনন্দ-ওর।
দুহুঁ দোহা রূপ নয়ন ভরি পীবই
দুহুঁ কিয়ে চন্দ্র-চকোর॥ ধ্রু॥
হাতহিঁ হাত লগাই যব খেলত
ভাবে অবশ তব দেহ।
আনন্দ-সায়রে নিমগন দুহুঁমন
ভুলল নিজ নিজ গেহ॥
ঐছন সময়ে নিয়োজিত শুক কহে
জটিলা-গমন অকাজ।
রাধামোহন পহু চতুর-শিরোমণি
সাজল দ্বিজবর-রাজ॥ ১৪৯॥

বিভাস

নিজ নিজ মন্দিরে করল পয়ান।
শয়ন কয়ল পুন কোই না জান॥
অকপট প্রেমক বন্ধ।
দুরজন সকল নয়ন করু অন্ধ॥
প্রাতর উচিত করণ করু রাই।
তেজল পিত বাস অঙ্গ লাগাই॥
সুগন্ধি তৈল লাগাই করু স্নান।
যশোমতি-মন্দির করল পয়ান॥
বন্ধন করি পুন ভোজন করাই।
সহচরি সঙ্গে তহিঁ অবশেষ পাই॥
গোঠ-বিজয় দরশনে ধনি গেল।
রাধামোহন সঙ্গে করি নেল॥ ১৫০॥

তথারাগ

প্রাতহি জাগি যশোমতি পেখত
ব্রজকুল-নন্দন-মুখ।
আনন্দ-নীর নিমিখ ঘন নিন্দই
কহতহি বিহিক মুরুখ॥
কো কহু অপরূপ নেহ।
পুন পুন চুম্বনে তনু পুলকাইত
স্তন-খিরে ভীগল দেহ॥
লহু লহু জাগাই পেখি নীলাম্বর
নখ-খত ঝামর দেহ।
কহ কাহে দেখি বলাম্বর পহিরণ
হা হা কণ্টক-রেহ॥
দোহন সিনান করাই পুন ভোজন
শয়ন করাওত নীতি।
রাধামোহন গোঠ-বিজয় জানি
সোই করত তদুচীতি॥ ১৫১॥

রাধাদাস

নন্দ মোক্ষণ

তথারাগ

একাদশী ব্রত করি নন্দীশ্বর অধিকারী
সিনাইতে যমুনার জলে।
বরুণের চর ছিল ধরিয়া লইয়া গেল
না দেখিয়া কান্দয়ে গোয়ালে॥
হরি হরি কান্দনা উঠিল গোপপুরে।
শুনিয়া ধাইল কানু বাজাইয়া শিঙ্গ বেণু
প্রবেশিল বরুণ নগরে॥
দেখি জল অধিপতি অষ্টাঙ্গে পড়িয়া ক্ষিতি
দণ্ডবৎ নানা স্তুতি করে।
অবোধ আমার দূতে আনিল তোমার তাতে
হেন অপরাধ ক্ষেম মোরে॥
নন্দ ঘোষ লঞা হরি আইলা গোকুল পুরি
গোপ গোপী অধিক উল্লাসে।
রাধাদাস কহে কানু বরুণ পূজিল জনু
কহে নন্দ সভাকার পাশে॥ ১॥

রাসলীলা

তথারাগ

শারদ নির্ম্মল চাঁদ ঝলমল
উজোর রুচির শশী।
মালতী মল্লিকা বিকচ কলিকা
ভ্রমর ঝঙ্করে বসি॥
কানু রাধার বদন চান্দে।
চাহি চান্দ পানে বেড়িল মদনে
পড়িল বিরহ ফান্দে॥
শারী শুক জোড়ে বসিয়া রা কাড়ে
কপোত কুহরে ডালে।
কোকিলের নাদে বাড়য়ে বিষাদে
মৃগ জোড়ে জোড়ে খেলে॥
পবন সুগন্ধ বহে মন্দ মন্দ
শীতল সলিল সনে।
কহে রাধাদাসে নাগরী বিলাসে
নাগর ভাবয়ে মনে॥ ২॥

তথারাগ

রাধার ধিয়ানে কানাই কাননে
বসিয়া মধুর মুখে।
লইয়া মুরলী ডাকে রাধা বলি
কানন ভরিল সুখে॥
বাঁশী শুনি সুমধুর ধ্বনি।
ধায় গজগতি গোকুল যুবতি
ভেটিতে নাগর মণি॥
বসন ভূষণ সব আন আন
উলট করিয়া পরে।
কর আভরণে পরিল চরণে
চরণ নূপুর করে॥
নয়ন অঞ্জন কুণ্ডল শ্রবণ
এক এক বিপরীত।
রাধাদাস বলে গোপীরে পাইলে
করিল মুরলী গীত॥ ৩॥

তথারাগ

কোন গোপী ছিল ঘরে শুনিয়া বাঁশীর স্বরে
আসিতে দুয়ারে পতি জাগে।
ধরিয়া রাখিল পতি পরাণ তেজিল সতী
পাইল আসিয়া সভার আগে॥
ব্রজবধু নাগরে ভেটিল আসি বনে।
যেন নবঘন দেখি তৃষিত চাতক পাখী
পরাণ পাইল জনে জনে॥
দেখি সতীকুল মুখ হৃদয়ে বাড়িল সুখ
হাসি কানু কহে ধীরে ধীরে।
যত কুলবতী সতী তোমরা নব যুবতি
নিশিতে ছাড়িয়া আইলে ঘরে॥

কাননে পশুর ভয় ব্রজে কি বিপদ হয়
কিবা মোর দরশন সাধে।
পূরিল মনের কাম যাহ নিজ নিজ ধাম
রাধাদাস কহে পরমাদে॥ ৪॥

তথারাগ

শুনিয়া কানুর কটু কাতর কামিনী।
নিঃশ্বসিয়া হেটমুখে লিখয়ে ধরণী॥
ছল ছল নয়নে কহয়ে ধিরি ধিরি।
পরাণ হরিল আগে ওরূপ মাধুরী॥
পুন মুরলীর নাদে আনিল টানিয়া।
এখন ধরম পথ কহ বুঝাইয়া॥
পতিকুল সতী অতি জীবন যৌবনে।
ব্রজবধূ সঁপিয়াছে ও রাঙ্গা চরণে॥
নারীবধ পাতকে তোমার নাহি ভয়।
পূতনা বালক কালে বধ মহাশয়॥
গোপিনী বধিলে তব পুরিবেক সাধে।
বিষ মিশাইলে কেন মুরলীর নাদে॥
যে হউ সে হউ গোপী তোমার চরণে।
রাধাদাস কহে নিল অভয় শরণে॥ ৫॥

[৩১৬৭]

নন্দদাস

ঝুলন-লীলা

তুড়ী

ঝুলত ব্রজ- নাগর বর
চন্দ্রাননি সঙ্গে।
ভুজহি ভুজহি কন্ধে কন্ধে
লপটায়ত কতহি বন্ধে
ঝুকত মন্দ আলি-বৃন্দ
রাগ রচত রঙ্গে॥ ধ্রু॥
তাথৈ তাথৈ মধুর বোল
ঝুলনে নূপুর কিঙ্কিণি-রোল
তা দ্রিমি দ্রিমি বাজত খোল
মধুর যন্ত্র-ভঙ্গে।
কাদম্বিনি গগনে ঘোর
গর গর গর গরজে জোর
রিমিখত তহি ঘোর ঘোর
তড়িত জড়িত অঙ্গে॥
ঝমকি ঝমকি ঝরত নীর
চাতক-চয় বোলত ধীর
সারী শুক কপোত কীর
নীলকণ্ঠ ঝঙ্কে।
কোয়েল-কুল পুঞ্জ পুঞ্জ
কুহরত সব কুঞ্জ কুঞ্জ
ভ্রমরী সঞে গুঞ্জ গুঞ্জ
গুঞ্জরু সব ভৃঙ্গে॥
কালিন্দি-কূল কুসুম-বৃন্দ
বিপিনে বহত অতি সুগন্ধ
পবন-গমন মন্দ মন্দ
হংস-নাদ তুঙ্গে।
হেরি যুগল- রস-বিলাস
কমল কুমুদ সব বিকাস
নন্দ দাস নিজহি আশ
পূরত কত রঙ্গে॥ ১॥

গৌরী

ঝুলত কুঞ্জ-বিহারি॥ ধ্রু॥
সঙ্গহি নওল কিশোরি।
ও মন-মোহন গোরী॥
নীরবে শোহে বিজোরি।
কিয়ে দুহুঁ চাঁদ চকোরি॥
বোলত থোরহি থোরি।
কিয়ে রস-সিন্ধু উতারি॥

পিয় পিয় সখিগণ ভোরি।
আনন্দে দেয়ত ঝকোরি॥
ততহি কোই সুকুমারি।
দেয়ত জয়-জয় কারি॥
কোই আলাপত গোরি।
সুরট নাট অসোয়ারি॥
গগনে মগন ঘন হেরি।
বরিখত থোরহি থোরি॥
মউরন সঙ্গহি মোরি।
নাচত হৃদয় উঘাড়ি॥
আতর গুলাবর্ক বারি।
সখিগণ দেয়ত ঢারি॥
নন্দ কহত কর জোরি।
মাথহি ফুলেল ডারি॥ ২॥

তুড়ী

দেখ শাঙন সুখ-সময়ে
ঝুলে পিতম প্যারে।
স্বর্ণ-খাম্বা-দোর-চাল
কাঞ্চনেতে জড়িত ভাল
হীরা-মণি মোতি লাল
হেমকি হিংডোরে॥ ধ্রু॥
সঘন মগন গগন ঘোর
হরখে গরজে বরখে জোর
দামিনি-চয় তহি উজোর
চাতক-কুল বোলে।
নাগর-বর জলদ-কাঁতি
লাড়লি থির বিজুরি-পাঁতি
শোহন মোহন ভূখন-ভাঁতি
নিরখি মদন ডোলে॥
সরস পরশ অতি উলাস
উমড়ত মধু মঞ্জু হাস
ঝিতল শিতল কোকিল-ভাষ
মধুর মধুর বোলে।
দুহুঁ মুখ দুহুঁ দেখত চাই
কতহুঁ আনন্দ অবধি নাই
রহি রহি সখি দেই ঝুকাই
নন্দ আনন্দে ভোলে॥ ৩॥

তুড়ী

ঝুলত ধনি চন্দ্রাননি
নাগর নট রাজে।
বৃন্দাবন রঙ্গ মোহন
রঙ্গ হিংডোর মাঝে॥
মণি-ঝলমল নীল-দুকুল
রসবতি তহি শোহে।
শ্যামল-ঘন তড়িত-বসন
জগজন-মন মোহে॥
কাঞ্চন চুনি মরকত-মণি
হীরহি সিংথি সাজে।
চিকণ চূড় পিঞ্ছ মউর-
চন্দ্রক বিরাজে॥
জলদ ঘোর বরিখে থোর
হংসী-মন নাচে।
মৃদু সমীর বহই নীর
দোহ শরির সীঁচে॥
চক্রবাক সারস ডাকে
কীর কপোত বোলে।
ইন্দীবর কমল কুমুদ
আনন্দ-ভর দোলে॥
বিবিধ বাদ্য অতি সুপাদ্য
যন্ত্রে রাগ ভাজে।
হেরত নন্দ ঝুল গোবিন্দ
রাই সখিনি মাঝে॥ ৪॥

[৩১৭১]

নন্দকিশোর

রসালস

ধানশ্রী

নব নব পল্লব তোড়ল কান।
কুঞ্জে কয়ল পহুঁ শেজ বিছান॥
আদরে ধরি পহুঁ রঙ্গিণী হাথ।
শূতল কুসুম-শয়নে একু সাথ॥
শ্যামর বামে কলাবতি গোরি।
আলসে অবশ সঘন তনু মোড়ি॥
শ্যামর তনু জনু জলদ উজোর।
চঞ্চল বিজুরি গোরি তছু কোর॥
ধনিমুখ চুম্বই নাগর কান।
রসবতি অধরসুধা করু পান॥
অবিরল মীলল চান্দ চকোর।
দুহুঁ গুণ গাওত নন্দকিশোর॥ ১॥

উত্তর গোষ্ঠ

পাহিড়া

শ্রীদাম সুদাম সুবল অরে ভাই।
বেলা অবসান হল্য চল ঘরে যাই॥
পাল জড় করিঞা আনহ বসুদাম।
অবিলম্বে নিজ ঘরে করহ পয়ান॥
বিলম্ব হইলে ভাই এই দূর বনে।
যশোমতী নন্দ ঘোষ মরিবে জীবনে॥
বিহানে জননী মোরে বন পাঠাইঞা।
সেই হত্যে আছে রাণী পথ পানে চাঞা॥
ঘন ঘন শিঙ্গারব কর বলরাম।
শুনিঞা মায়ের যেন জুড়াএ পরাণ॥
শ্রীনন্দকিশোর কহে বিনতি করিঞা।
দিবানিশি কান্দে প্রাণ মায়ের লাগিঞা॥ ২॥

কামোদ

গোধন সঙ্গে রঙ্গে ব্রজবালক
গোকুল করল পয়ান।
জয় জয় মুরলি শিঙ্গারব ঘন ঘন
বাজত বেণু নিশান॥
মন্দিরে চলু যুবরাজ।
গগন উপেখি চান্দ চলি যাওত
যেন গোকুল পুরমাঝ॥
ধূলি-ধূসর তনু মণিময় আভরণ
মালতি-মণ্ডিত কেশ।
ঝলমল অলক তিলক শিখিচন্দ্রক
মদন-মনোহর বেশ॥
হরিমুখ হেরি হরখি সব সহচর
রসভরে দেওই কোর।
গহন উপেখি চলল বর নাগর
গাওত নন্দকিশোর॥ ৩॥

মানান্তে মিলন

তথারাগ

লোচন লোরে ঘোরি ঘন মৃগমদ
কলম করল নখচন্দ্র।
পদনখে দাস- কবজ পহুঁ লিখইতে
হরখি ধরল পদদ্বন্দ্ব॥
সুন্দরি অন্তরে উলসিত ভেল।
আদর সুধই সুধারস বাদরে
বিরহতাপ দূর গেল॥
করে কর বারইতে অন্তর দর দর
রসবতি পুলকিত অঙ্গ।
উপজল প্রেম- বিহগপতি তছু ভয়ে
ভাগল মান-ভুজঙ্গ॥
নাহ বাহ ধরি অথির কলেবর
মদন-জলধি-জল-ভঙ্গে।
ভাঙ্গল মান- জনিত ভয় মাধব
কোরে পসারল রঙ্গে॥
ভুজ ভুজ বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন
বদন বদন একু মেলি।

নন্দকিশোর হেরি অনুমানই
দুহুঁক কলহ কিএ কেলি॥ ৪॥

মধুপান

সিন্ধুড়া

সহজই মদন- মদাকুল তহি' পুন
মধুমদিরা উনমাদে।
বিগলিত চোলি খোলি কুচকঞ্চুক
বিহরই রতিরস সাধে॥
কো কহু অপরূপ রঙ্গ।
নাগরি সঙ্গে রঙ্গে বর নাগর
কত কত রস পরসঙ্গ॥
মাধব মত্ত মতঙ্গজ মাধবি
মদ-কাবিণীগণ মেলি।
করে কর জোড়ি ভোরি তনু মোড়ই
করই কলহ সম কেলি॥

রতি-রস আলসে অবশ কলেবর
ঘূর্ণিত লোচন জোর।
নিজ নিজ বসন শেজ করি শুতল
গাওল নন্দকিশোর॥ ৫॥

শয়নলীলা

ভূপালী

শ্যামর কোরে ঘুমাওল রাই।
মাধব জাগি রহল মুখ চাই॥
রসভরে গর গর নাগর কান।
পুন পুন অধরসুধা করু পান॥
জাগল রঙ্গিণী ভাগ'ল ধন্দ।
সচকিত নয়নে হেরি মুখচন্দ॥
করে কর জোরি ধরল মুখ চাপি।
শ্যামর বদনে বদন রহু ঝাঁপি॥
তহি' উপজল কত রতিরসকেলি।
নন্দকিশোর লখই দিঠি মেলি॥ ৬॥

[৩১৭৭]

নন্দদুলাল

আক্ষেপানুরাগ

পাহিড়া

হাম সে অবলা- অখল-অন্তর
পরক চিত নাহি জান।
পিরীতি পাবক- পরশে ডহডহ
রহত যাত কি প্রাণ॥
সখিহে করবি তুহুঁ পরতীত।
গুরু মাহা গঞ্জন তরজ গরজন
বোলত কুবচন নীত॥ ধ্রু॥
লাজ গুরু-ভয় গৌরব খোয়লুঁ
কেবল ভেল পরাধীন।
ভাবিতে গণইতে দেহ জরজর
দুখে বঞ্চব কত দিন॥

কানু সে সুন্দর রসিক-শেখর
বিনোদ বৈদগধি-সীম।
প্রেম নব-নব করত প্রতিখণ
যৈছে জল সঞে মীন॥
জীবন যৌবন তাহে সোঁপলুঁ
আর নাহি কছু ভায়।
তেজিলুঁ গৃহপতি মূঢ় দুরমতি
নন্দদুলাল যশ গায়॥ ১॥

পাহিড়া

ঘরের বাহির হৈতে কতেক জঞ্জাল।
শাশুড়ী ননদী মোর সেহ এক কাল॥

সই কি বলিতে পারি।
কি খেণে দেখিলু শ্যাম পাসরিতে নারি॥ ধ্রু॥
কালা-বরণ যত দেখিতে হয় সাধ।
মুরলীর গীতে আর বড় পরমাদ॥
থর থর কাঁপে অঙ্গ নয়নে ঝরে পানী।
সে লাগিয়া ডরে আমি থাকি একাকিনী॥
জাতি কুল শীল মোর নিচয় খোয়ালু।
নন্দদুলাল কহে শ্যাম গলায় গাঁথিলু॥ ২॥
[৩১৭৯]

নটবর দাস

গৌরীদাস বন্দনা

তথারাগ

তুমি মোর সখাবর সকল আনন্দ কর
সখাতে পরম শ্রেষ্ঠ মোর।
তোর গুণগান করি রাধাভাবে ভাব ভারি
সুবল বলিয়া নাম তোর॥
আরে মোর গৌরীদাস পণ্ডিত।
তুমি মোর প্রাণধন তোমাতে মোর সদা মন
তুমি মোর গোপীতে মণ্ডিত॥
অম্বিকাতে বাস হবে আমার সনে থাকিবে
বিগ্রহেতে দুই ভাই স্থিতি।
কহিতে কহিতে প্রভু স্থির নহে মন কভু
আমার আমার করে নিতি॥
কহে দাস নটবরে বহু সাধ মনে করে
আমারে করহ তোমার সঙ্গী।
রূপের সঙ্গিণী কর এই নিবেদন ধর
কর মোরে চরণেতে রঙ্গী॥ ১॥

অভিরাম বন্দনা

তথারাগ

রামদাস তোর নাম মোর সনে সদা কাম
ভায়্যা ভায়্যা ডাকয়ে গৌরাঙ্গ।
সুদাম সুদাম বোলে এই মাত্র করে রোলে
তোমা সঙ্গ নহে যেন ভঙ্গ॥
আরে মোর সুদাম রঙ্গিয়া।
এবে নাম অভিরাম আমা সনে তোর কাম
ডাকে মোর নিতাই সঙ্গিয়া॥
বৃন্দাবন পড়ে মনে থাকে নব বৃন্দাবনে
ডাকে কেনে রাধা রাধা বলি।
গদাধর মুখ হেরি মুরছিত গৌরহরি
কোলে করে যায়্যা নরহরি॥
বলরাম দাদা মোর সে রূপ নাহিক তোর
হবে তুমি সন্ন্যাসীর পারা।
নিতাই নিতাই বোলে সঘনে করয়ে কোলে
নটবর কহে শ্যাম গোরা॥ ২॥

---

২ নটবর গীতার অনুবাদ করিয়াছিলেন:

শল্য কহে শুন সব কৃষ্ণ রূপ গুণ।
কহিব আনন্দ মনে সবে মিলি শুন॥
জয় জয় কৃষ্ণগুণ মণি।
রূপ গুণ কি কহিব কিবা আমি জানি॥
জিনিয়া অতসী পুষ্প রূপ মনোহর।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু পীত পট্টধর॥
দাস নটবরে নতি করয়ে গোবিন্দে।
ভয় মাত্র নাশ হয় কহিয়ে সানন্দে॥

দান—শ্রীকৃষ্ণের আত্মনিবেদন

ধানশী

তোমার বদন আমার জীবন
সরবস ধন তুমি।
তোমা ধরি চিতে খুঁজিতে খুঁজিতে
আসিয়া পাইলাম আমি॥
রাই হে কি মোর করম ভাগি।
ব্রজের জীবন সবাকার ধন
আসিয়া পাইলাম লাগি॥
দরিদ্রের মত ফিরিয়ে জগতে
চণক মুঠির আশে।
তার মাঝে যেন হেম বরিষণ
বিধি মিলাওল পাশে॥
এত দিনে মোর আশ পূরল
ভাঙ্গল মনের ধন্দ।
কহে নটবর এ হেন দুর্লভ
রাইয়ের শ্যামর চন্দ॥ ৩॥

প্রার্থনা

কামোদ মল্লার

রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস জলনিধি দুর্গম
অতিশয় গভির বিথার।
অজভব ব্যাস শেষ শুক নারদ
মুনিগণ না পাওল পার॥
হরি হরি ইহ রস কো অবগাহ।
যো রসে নিমগন সঘনে বৃন্দাবন
আপে না বুঝল নাহ॥
শ্রীজয়দেব বিদ্যাপতি কবিকুল
রসিক ভকতগণ মৌলি।
পদপঙ্কজ মকরন্দে মাতাওল
ভকত ভ্রমর মাতি গেলি॥
রূপ স্বরূপ সনাতন ব্রজজন
চরণ শরণ করু আশা।
নটবর দাস কহে ক্ষুদ্র পক্ষ চাহে
পিবইতে সিন্ধু পিপাসা॥ ৪॥

[৩১৮৩]

দেবকীনন্দন

শ্রীগৌরাঙ্গ গুণ-বর্ণন

ভাটিয়ারি

নাহি নাহি ভাই শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ বিনে
দয়ার ঠাকুর নাহি আর।
কৃপাময় গুণ-নিধি সব-মনোরথ-সিধি
পূর্ণ পূর্ণ তম অবতার॥
রাম-আদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে
অসুরেরে করিলা সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিলা প্রাণে কারু না মারিলা
মন-শুদ্ধি করিলা সভার॥
কলি কবলিত যত জীব সব মুরছিত
নাহি আর মহোষধি তন্ত্র।
তনু অতি ক্ষীণ প্রাণী দেখি মৃত সঞ্জীবনী
প্রকাশিলা হরিনাম মন্ত্র॥
এ হেন করুণা তার পাষাণ হৃদয় যার
সে না হৈল মণির সোসর।
দেবকীনন্দন ভণে হেন প্রভু যে না মানে
সে ভাড়িয়া গড়িয়া শূকর॥ ১॥

শ্রীরাগ

চৌদিকে ভকতগণ হরি হরি বলে।
রঙ্গণ-মালতী-মালা দেই গোরা গলে॥
কুঙ্কুম কস্তুরী আর সুগন্ধি চন্দন।
গোরাচাঁদের অঙ্গে সব করয়ে লেপন॥

রাঙ্গা-প্রান্ত পট্টবাস কোঁচার বলনি।
ঝলমল করে কিয়ে অঙ্গের লাবণি॥
চাঁচর চিকুরে চাঁপা মনোহর ঝুঁটা।
উন্নত নাসিকা ঊর্দ্ধ চন্দনের ফোঁটা॥
আজানুলম্বিত ভুজ সরু পৈতা কান্ধে।
মদন বেদন পাঞা ঝুরি ঝুরি কান্দে॥
দেবকীনন্দন বলে সহচর সনে।
দেখ সভে গোরাচাঁদ শ্রীবাস-ভবনে॥ ২॥

গৌরী

মরি মরি নদিয়ার মাঝারে ও না রূপ।
সোণার গৌরাঙ্গ নাচে অতি অপরূপ॥ ধ্রু॥
অলকা তিলকা শোভে মুখের পরিপাটী।
রসে ডুবুডুব করে রাঙ্গা আঁখি দুটি॥
অধরে ঈষৎ হাসি মধুর কথা কয়।
গ্রীবার ভঙ্গিমা দেখি পরাণ কোথা রয়॥
হিয়ার দোলনে দোলে রঙ্গণ-ফুলের মালা।
কত প্রেম-লীলা জানে কত রস-কলা॥
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ বিনোদিয়া কোঁচা।
চাঁচর চিকুরে শোভে গন্ধরাজ চাঁপা॥
দেবকীনন্দনে বলে শুন লো আজুলি।
তুমি কি না জান গোরা নাগর বনমালী॥ ৩॥

শ্রীনিত্যানন্দের গুণ-বর্ণন

সুহই

গজেন্দ্র গমনে নিতাই চলয়ে মন্থরে।
যারে দেখে তারে ভাসায় প্রেমের পাথারে॥
পতিত দুর্গত পাপীর ঘরে ঘরে গিয়া।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিছেন যাচিয়া॥
যে না লয় তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লও বোল গৌর হরি॥
তো সভার লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
শুন নাই গৌরাঙ্গসুন্দর নদীয়ার॥
যে পহুঁ গোকুল-পুরে নন্দের কুমার।
তো সভার লাগিয়া এবে কৈল অবতার॥
শুনিয়া কান্দয়ে পাপী চরণে ধরিয়া।
পুলকে পুরল অঙ্গ গরগর হিয়া॥
তারে কোলে করি নিতাই যায় আন ঠাম।
হেন মতে প্রেমে ভাসাইল পুর-গ্রাম॥
দেবকীনন্দনে বলে মুঞি অভাগিয়া।
ডুবিলুঁ বিষয়-কূপে নিতাই না ভজিয়া॥ ৪॥

প্রকারান্তর সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ

কেদার

বিপরিত-রতি অবসানে কমল-মুখি
ঘামহি ভীগল চীর।
সহচরি দাসি চামর করে বীজই
কোই যোগায়ত নীর॥
বৈঠল রাধা নাগর কান।
দুহুঁ জন চির অভিলাষ পরিপূরল
পরিজন মঙ্গল গান॥ ধ্রু॥
কালিন্দি-তীর নিকুঞ্জ মনোহর
বহতহি মলয়-সমীর।
কত পরিহাস রভস রস-কৌতুক
দুহুঁ পর দুহুঁ জন গীর॥
বৃন্দা দেবি সময় বুঝি কুঞ্জহি
সেবই কত পরকার।
ও রস-সায়রে ওর না পাওল
দেবকিনন্দন আর॥ ৫॥

[৩১৮৮]

হরেকৃষ্ণ দাস

মঙ্গলাচরণ

ধানশী

শ্রীরাধা রমণ চরণ অনুক্ষণ
মন যাহা করিয়ে ধিয়ানে।
নিগূঢ় নিরমল বীজ রসময়
কৃপায় কৈল আরোপণে॥
তছু পদ পংকজ হোই অতি সংকোচ
প্রণিপাত করিয়ে অষ্টাঙ্গে।
ঠাকুর পিতামহ শ্রীঠাকুর কালিদাস
পূজারি গোসাঞি তছু সঙ্গে॥
গোসাঞি শ্রীভূগর্ভ শাখাময় সর্ব্ব
লোকনাথ প্রভু পরমাণ।
দয়িত শ্রীগৌরবর পণ্ডিত শ্রীগদাধর
লীলা বিলসন স্থান॥
এ দাস হরেকৃষ্ণ ভাবত অবিরত
শ্রীগদাধর পদ দ্বন্দ্ব।
আন অভিলাষত বিষয় বিষ পাশ
ছেদ করহ ভববন্ধ॥ ১॥

পাহিড়া রাগ

শ্রীচৈতন্য শচীসুত নিত্যনন্দ অবধূত
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু জয়।
পণ্ডিত শ্রীগদাধর স্বরূপ শ্রীদামোদর
জগদানন্দ রসময়॥
নরহরি ঠাকুর শ্রীবাস পণ্ডিত আর
মুকুন্দ মুরারি হরিদাস।
গৌরহরি করি দয়া পারিষদগণ লৈয়া
নবদ্বীপে করিলা বিলাস॥
গোসাঞি সনাতন রূপ গৌর প্রেম রসভূপ
অবনিতে করিলা বিস্তার।
অনন্ত আচার্য্য যাইয়া গদিতে গোসাঞি হৈয়া
গোবিন্দ সেবার অধিকার॥
ভূগর্ভ গোসাঞি জীব ভট্ট রঘুনাথ যুগ
আর যত বৈষ্ণব ঠাকুর।
কাতর হইয়া অতি হরেকৃষ্ণ করে নতি
দেহ মোরে চরণের ধূর॥ ২॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাব

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি নদীয়া নগরে।
জনমিলা গোরা চাঁন্দ শচীর উদরে॥
জগন্নাথ মিশ্রদেব বিধির বিধানে।
জাতকর্ম্ম করে তাঁর আনন্দিত মনে॥
উৎসব হইল বড় মিশ্রের মন্দিরে।
শুনিয়া ত্রিবিধ লোক আইসে দেখিবারে॥
নৃত্যগীত বাদ্যভাণ্ড ভরিল আঙ্গিনা।
দ্বিজভট্টগণে দিল অনেক দক্ষিণা॥
নিমাই রাখিল নাম শচী জগম্মাতা।
দাস হরেকৃষ্ণ গায় গৌর গীত গাঁথা॥ ৩॥

শ্রীগৌরচন্দ্র

কামোদ রাগ

জানি ঘোর কলিকাল অবনিতে অবতার
জীব সব মলিন দেখিয়া।
দয়া করি গৌরহরি শচীগর্ভে অবতরি
সঙ্গে পারিষদগণ লৈয়া॥
গোলোকের প্রেমধন করে গোরা বিতরণ
অধম পতিত নাই মানে।
চার বেদের পার হরিনাম মন্ত্র সার
দিলা গোরা সভাকার স্থানে॥
যতেক পতিত ছিল সকলে উদ্ধার হৈল
জগাই মাধাই তার সাখি।
শুনি সব নরনারী ধায় উদ্ধবাহু করি
চল যাই গোরা চাঁদে দেখি॥

শিব বিহি পুরন্দর সব দেব অগোচর
গোলোকে যতেক সুখ ছিল।
হরি হরি বোল শুনি খোল করতাল ধ্বনি
নবদ্বীপে আনি প্রকাশিল॥
হেন গোরা অবতার কোন যুগে নাহি আর
কভু নাহি শুনি দুই কানে।
হরেকৃষ্ণ করে নতি শ্রীগুরু বৈষ্ণবে রতি
মন রহু গৌরাঙ্গ চরণে॥ ৪॥

তথারাগ

কলিকাল করি ধন্য অবতরি শ্রীচৈতন্য
নবদ্বীপে করিলা বিহার।
গোলক গোকুল ধাম ধন্য নবদ্বীপ গ্রাম
যাহে পূর্ণ পূর্ণ অবতার॥
স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান নিত্যানন্দ বলরাম
অদ্বৈত আচার্য্য সদাশিব।
পণ্ডিত শ্রীগদাধর প্রভুশক্তিগণ বর
উদ্ধারিতে কলি ঘোর জীব॥
শচী মাতা অগ্রগণ্যা যশোদা রোহিণী ধন্যা
ধন্য ধন্য মিশ্র জগন্নাথ।
জন্মিয়া যাহার ঘরে সন্ন্যাসী হইয়া ফিরে
কৃষ্ণ চন্দ্র আপনি সাক্ষাৎ॥
করিয়া পরম দয়া পারিষদগণ লইয়া
হরি নামে জীব তরাইল।
যতেক পতিত ছিল সকলে উদ্ধার হৈল
হরেকৃষ্ণ পড়িয়া রহিল॥ ৫॥

তথারাগ

গৌরাঙ্গ নাচে মন মোহনিয়া।
খোল করতাল বাজে গৌরাঙ্গে বেড়িয়া॥
চৌদিগে ভকতগণ গোরা নাচে মাঝে।
পতিত হেরিয়া গোরা হরি নাম যাচে॥
হরি হরি বলি গোরা পড়ে মুরছিয়া।
সোনার বরণ তনু ভূমিতে লোটায়্যা॥
গৌরাঙ্গ নাচনে নাচে ভকত সমাজ।
তারাগণ মাঝে যৈছে শোভে দ্বিজরাজ॥
দাস হরেকৃষ্ণ ভণে হরষিত মনে।
মন রহু নিরবধি গৌরাঙ্গ চরণে॥ ৬॥

তুড়িরাগ

ভকত সঙ্গ নাচত রঙ্গ প্রেমে পুরল গৌর অঙ্গ
প্রিয় গদাধর হেরিয়া।
বাজত তাল মৃদঙ্গ ভাল মনহি গাঢ় ভাব বাঢ়
হরি হরি বোল বলিয়া॥
চরণ তাল অতি রসাল আধ আধ ভাষত ভাল
অপরূপ গোরা নাচিয়া।
লোচন লোর ঢরকে জোর দেখি ভকত বৃন্দ ভোর
সুরধুনি পড়ে রাহিয়া॥
বধির অন্ধ পরমানন্দ ধায় অধম অগতি মন্দ
প্রেম দিছে গোরা যাচিয়া।
নটন নাট বিনোদ ঠাট শুনি হরিনাম মন্ত্র পাঠ
তরিল ত্রিবিধ তাপিয়া॥
না জানি ছন্দ বিষয় অন্ধ ভাগ্য নহিল সাধু সঙ্গ
দাস হরেকৃষ্ণ পাপিয়া।
নাহি ভজন ধ্যান মনন পাপী তরাও গৌর তারণ
করুণ নয়নে হেরিয়া॥ ৭॥

পাহিড়া

কি মধুর মধুর বয়স নব কৈশোর
মুরতি জগ মনোহারি।
কি দিয়া কেমনে বিধি নিরমিল গোরা তনু
আকুল কুলবতী নারী॥ ধ্রু॥
বিফলে উদয় করে গগনে সে শশধরে
গোরা রূপে আলা তিনলোকে।
তাহে এক অপরূপ যেবা দেখা গোরামুখ
মনের আন্ধার নাহি থাকে॥
ঢল ঢল হেম জিনি জিতি মণি কিয়ে থির
দামিনী বরণক আভা।
তাহে নাগরালি বেশ ভুলাইল সব দেশ
মদন মনোহর শোভা॥
যতি সতী মতি হত গেল মেনে কুলব্রত
আইল জগত-চিত চোর।

হরেকৃষ্ণ দাস কয় গোরা না ভজিলে নয়
এ ঘর করণে দেহ ডোর[১] ॥ ৮ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের সন্ন্যাসের পূর্ব্বাভাষ

গৌরী

বন্দেশচীসুতগৌরনিধিং।
বন্দিতমহেশসুরেশবিধিং॥
দুষ্টদলনকলিকল্মষ নাশং।
মন্দ্রমধুরহরিনামপ্রকাশং॥
কৃতমুণ্ডনআশ্রমোচিতকেশং।
দণ্ডকমণ্ডলুধৃতসুবেশং॥
বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীসেবিতচরণং।
দাসহরেকৃষ্ণবাঞ্ছিতশরণং॥ ৯ ॥

বিভাস

হেদেলো মালিনী স্বপন হইল পরতেক।
নিশি অবশেষে আমি দেখিলাঙ যতেক॥ ধ্রু॥
কেশব ভারতী আসি কিবা মন্ত্র দিল।
গৃহ ছাড়ি গোরা মোর সন্ন্যাসী হইল॥
কি করিবে বিষ্ণুপ্রিয়া কি করিব আমি।
কেমনে রহিব ঘরে বোলনা মালিনী॥
কে হেন কঠিন আছে কে তোমা বুঝাবে।
দাস হরেকৃষ্ণ প্রাণ কেমনে ধরিবে॥ ১০ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস

সুহইরাগ

কলি জীব-দেখি দীন সর্ব্ব ধর্ম্ম ক্রিয়াহীন
হরি নামে হইল বিমুখ।
সংসার অসার রস হইয়া তাহার বশ
না ঘুচিল ভবভয়দুখ॥
যুগে যুগে অবতরি ধর্ম্ম সংস্থাপক হরি
কলিযুগে গোরা অবতার।
জীবিরে করিয়া দয়া হরি নাম লওয়াইয়া
ভব ভয় দুঃখ কৈলা পার॥
নাহি শুদ্ধি কালাকাল পাত্রাপাত্র সুবিচার
সর্ব্ব বর্ণে সমান করুণা।
পরশ পরশ মাত্র লোহ আদি তাম্র পাত্র
যেমন সকল হয় সোনা॥
কে বুঝে তাঁহার মর্ম্ম পালিতে আপন ধর্ম্ম
আশ্রমে হইলা দণ্ডধারী।
গৌরাঙ্গ দাসের দাস মনে এহি অভিলাস
হরেকৃষ্ণ বড় সাধ করি॥ ১১ ॥

তথারাগ

গৃহ ছাড়ি গেল গোরা সন্ন্যাসী হইয়া।
না দেখিলাঙ চাঁদমুখ নয়ান ভরিয়া॥
কান্দে শচী ঠাকুরাণী কাঁদে বিষ্ণুপ্রিয়া।
হিয়ার মাঝারে শেল রহিল পশিয়া॥
টানিয়া খসাইতে চাহি বাহির না হয়।
তুষের আনল যেন সদাই জ্বলয়॥
কঠিন হৃদয় মোর না যায় ফাটিয়া।
শূন্য গৃহে কেমনে রহিবে বিষ্ণুপ্রিয়া॥
দাস হরেকৃষ্ণ মন পাষাণ জিনিয়া।
কেমনে ধরিব প্রাণ গোরা না দেখিয়া॥ ১২ ॥

তুড়িরাগ

নব অবতারে অবতার চূড়ামণি।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম কোথাও না শুনি॥
ভারতীর কর্ণে মন্ত্র কহিয়া আপুনি।
সন্ন্যাসী হইলা পহু সেই মন্ত্র শুনি॥
শিক্ষাগুরু হইয়া হইলা তাঁর শিষ্য।
হেন অদভূত লীলা অশ্রুত অদৃশ্য॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত পণ্ডিত গদাধর।
নরহরি আদি সঙ্গে প্রেমে গরগর॥

---

[১] ১। যতি (মুনি, ঋষি, তপস্বী, সন্ন্যাসী) এবং সতী (পাতিব্রত্যধর্ম্মে সুস্থিরা রমণীকুল) সকলেরই মতিভ্রম ঘটিল। জগতের চিত্তচোর আসিয়াছে। এখন আর সেই চিত্ত-চোরা গৌরাঙ্গকে না ভজিলে উপায় নাই। ঘরকরণার কাজে ডোর দাও (গৃহকর্ম্মের পাঁজি পুঁথি বন্ধ কর)।

প্রকট করিলা কলিযুগ অবতার।
হরি নামে উদ্ধারিলা সকল সংসার॥
দাস হরেকৃষ্ণ মাত্র রহিল পড়িয়া।
কেনেবা গৌরাঙ্গ চাঁদের না হইল দয়া॥ ১৩॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের অন্তর্দ্ধান

তথারাগ

গোরা চাঁদ হারা শুনি গোপীনাথ ঘরে।
দারুণ বিষের শেল ফুটিল অন্তরে॥
টানিয়া খসায়ে কেহো হেন নাহি দেখি।
বিষম শেলের বিষ জ্বলে ধকধকি॥
গোরা বিনে দশদিশ সকলি আন্ধার।
গোরা বিনে ধিক ধিক জীবন আমার॥
এ কথা শুনিয়া কেনে না গেল পরাণ।
কেমন কঠিন হিয়া পাষাণ সমান॥
দাস হরেকৃষ্ণ মরে বুক বিদারিয়া।
নিরবধি ঝুরে আঁখি গোরা না দেখিয়া॥ ১৪॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের তিরোধানে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার খেদ

তথারাগ

গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ কথা বিষ্ণুপ্রিয়া শুনি।
বজর পড়িল মাথে লোটায়ে ধরণী॥
সন্ন্যাসী হইয়াছিল শুনিতাম বারতা।
তাহাও বঞ্চিত কৈলে দারুণ বিধাতা॥
বিলাপ শুনিয়া পশুপাখি নহে স্থির।
নরনারীগণ কান্দে বুক মেলে চির॥
দাস হরেকৃষ্ণ কান্দে কঠিন হৃদয়।
কিবা জল কিবা স্থল দেখি গোরাময়॥ ১৫॥

শ্রীনিত্যানন্দ

তথারাগ

ঠাকুর নিতাইচাঁদ দয়া কর মোরে।
তোমার চরিত্র নাম দিবা নিশি অবিরাম
সদা যেন কণ্ঠে মোর স্ফুরে॥ ধ্রু॥
হাড়াই পণ্ডিত ধাম একচক্রা নামে গ্রাম
অবতার অনন্ত বৈভব।
অগতি জনার বন্ধু নিতাই করুণা সিন্ধু
প্রেম দিছেন হৈয়া অকৈতব॥
চৈতন্যের যাহারে রোষ নিত্যানন্দ ক্ষমি দোষ
হেন পাপী নিস্তার করিলা।
নিজ পুরি দেখি শূন্য যম আসি করে দৈন্য
মোরে অধিকার ছাড়াইলা॥
পূর্ব্বে নামাভাসে যেন অজামীল ব্রাহ্মণাধম
সব পাপে করিলা উদ্ধার।
হরি নাম শুনি এবে বৈষ্ণব হইলা সভে
কেনে মোরে দিলা অধিকার॥
নিত্যানন্দ পদে আশ করে হরেকৃষ্ণ দাস
দেহ মোরে নিজ পদছায়া।
যদি জন্ম হয় পুন চৈতন্য নিতাই গুণ
গাই যেন হেন কর দয়া॥ ১৬॥

তথারাগ

ভাইয়া অভিরাম সঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দ রঙ্গে
গরজন নাদ গভীর।
হরি হরি বলি উঠে পড়িয়া ধরণী লুঠে
পুন উঠি বোলে বসুথির॥
ভায়্যার ভাবে তাঁকে ভায়্যা ভায়্যা বলি ডাকে
গজগতি জিনি মাতোয়ার।
দীনহীন নাহি মানে হরিনাম বিতরণে
উদ্ধারিলা সকল সংসার॥
এমন করুণা কার হৈয়াছে কি হবে আর
চৈতন্য নিতাই ভাই দুটি।
মহা মহা পাতকীরে প্রেমে আলিঙ্গন করে
নিস্তারিল কত কোটি কোটি॥
প্রভু বংশ অনুপাম শ্রীনন্দকিশোর নাম
গোসাঞির চরণ ধিয়ান।
নিত্যানন্দ প্রেম বিধু তাঁহার চরণ মধু
দাস হরেকৃষ্ণ করে পান॥ ১৭॥

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র

জয় সীতানাথ　　আচার্য্য অদ্বৈত
　　শান্তিপুরে গ্রামে বাস।
স্নান করি নিতি　　তীরে ভাগীরথী
　　মনে করি অভিলাষ॥
দেই গঙ্গাজল　　পরম নির্ম্মল
　　ঝারি ভরি বারে বার।
করে আকর্ষণ　　শ্রীনন্দ নন্দন
　　হবে গোরা অবতার॥
তুলসী মঞ্জরী　　করাঙ্গুলে ধরি
　　তাঁহে করে সমর্পণ।
পুলকে পুরিত　　লোচন মুদিত
　　হৈয়া আনন্দিত মন॥
হরেকৃষ্ণ ভণে　　অদ্বৈত কারণে
　　চৈতন্য প্রকট লীলা।
দেখ সর্ব্বজন　　সঙ্গে ভক্তগণ
　　গৌরাঙ্গ চান্দের মেলা॥ ১৮॥

তথারাগ

জয় সীতানাথ প্রভু অদ্বৈত আচার্য্য।
পরম মঙ্গল তিন লোকে শিরোধার্য্য॥
চৈতন্য ভকতি দাতা জগতের পতি।
অচিন্ত্য মহিমা প্রভুর অচিন্ত্য শকতি॥
অদ্বৈত জয় জয় প্রভু অদ্বৈত জয় জয়।
যাঁহার কৃপাতে গৌর ভকতি উদয়॥
যাঁহার হুঙ্কারে গোরা কৈলা আগমন।
ভক্তবৃন্দ সঙ্গে নবদ্বীপ বিলসন॥
চৈতন্য ভকতি জানে প্রভু সীতানাথ।
যাঁর অভিলাসে কৃষ্ণ চৈতন্য সাক্ষাৎ॥
দাস হরেকৃষ্ণ কহে অদ্বৈত চরণে।
শরণ লইলাঙ প্রভু জীবনে মরণে॥ ১৯॥

প্রার্থনা

গোরা মো বড় পাপিয়া পাপে সদা চিত্ত হয়।
লোভ মোহ কাম ক্রোধে অতি দুরাশয়॥
মদ মাৎসর্য্য মেলে হৃদয়ের মাঝে।
পরস্পর হয় রিপু নিরন্তর যুঝে॥
ইহার পীড়াতে মন ধরিতে না পারি।
অশেষ বিশেষ পাপ তাপে পুড়্যা মরি॥
যত পাপ করিলাঙ তার সীমা নাই।
মো সম পতিত আর নাই কোন ঠাঁই॥
জগাই মাধাই উদ্ধারিলা সেহো বড় নয়।
যাহার সহায় ঠাকুর নিত্যানন্দ হয়॥
মোরে পার কর যদি এড়িয়া সংসার।
দেখে জগজনে তবে করুণা তোমার॥
দাস হরেকৃষ্ণ কহে চরণে ধরিয়া।
উদ্ধারহ গোরাচাঁদ মো বড় পাপিয়া॥ ২০॥

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

প্রভাতে উঠিয়া রাণী　　কোলেতে যাদব মণি
　　স্তন্য দেয় মুখচান্দ দেখি।
আরে বাছা বলি মোর　　সব অঙ্গে ফিরায় কর
　　অন্তরে হইয়া বড় সুখি॥
ধরিয়া মায়ের স্তন　　মুখে করি আরোপণ
　　গোপাল টানিছে ধীরে ধীরে।
কতোবা উদরে যায়　　কতো দুধ বাহিরায়
　　মুখ বায়্যা পড়িছে শরীরে॥
নন্দ আসি হেন কালে　　শোধাইছে যশোদারে
　　দুধ কেন তোলে শ্যাম রায়।
রাণী বোলে নাহি ডর　　পোসাল্যাছে পয়োধর
　　রাত্রে বাছা দুধ নাহি খায়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পতি　　পুত্র ভাবে যশোমতী
　　তাহারে করায় স্তন পান।
দাস হরেকৃষ্ণ বোলে　　ত্রিভুবন মণ্ডলে
　　কার ভাগ্য যশোদা সমান॥ ২১॥

তথারাগ

গোপালের ধরি করে　　নন্দরাণী লই ফিরে
　　আঙ্গিনাতে হাটন শিখায়।
খেনে খেনে ছাড়ি কর　　বলে [illegible]
　　আগে আগে [illegible]॥

রাণী দেয় করতালি হাঁটি পদ দুই চারি
ধরে আসি মায়ের আঁচল।
রাণী ছাড়াইয়া চীর বোলে বাছা হও স্থির
গোপাল করিছে টলমল॥
বাহু পশারিয়া রাণী কোলে করি যাদুমণি
যায় ত্বরা ভিতর মহলে।
মনে পাইয়া বড় সুখ হেরি হেরি চান্দ মুখ
চুম্ব দেই বদন কমলে॥
করেতে নবনী করি গোপালের মুখে ধরি
খাওয়াইছে মনের আনন্দে।
দাস হরেকৃষ্ণ মন দিবা নিশি অনুক্ষণ
ভজি রাঙা চরণারবিন্দে॥ ২২॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

মালসী রাগ

জয় নন্দ নন্দন পরম কারণ
গোপ বধূজন মোহিতে।
বরণ চিক্কণ জিনি নবঘন
পীত অম্বর শোভিতে॥
চরণ যুগল অরুণ মণ্ডল
বাজন নূপুর বাজিতে।
যুগ্ম কর পর মুরলী সুন্দর
বিম্বাধর পুট রাজিতে॥
চারু কপোল কুটিল কুন্তল
শ্রবণে কুণ্ডল দোলিতে।
লোচন অম্বুজ বাণ মনসিজ
চিত্ত কুলবতি লোলিতে॥
ভাঙু ভঙ্গিম চুড়া চন্দ্রিম
বদন বিধুবর খণ্ডিতে।
দাস হরেকৃষ্ণ পরম আনন্দ
ওরূপ মাধুরী মণ্ডিতে॥ ২৩॥

কামোদ রাগ

ইন্দ্রনীল মণি মাজিয়া দাপনি
শ্রীমুখ মণ্ডল শোভা।
লোচন কমল ভরমে ভ্রমর
উড়ি ফিরে মধু লোভা॥
লোলিত অলক মধুপ দোলক
চিকুর মালতী মালে।
চূড়া বান্ধে উচ তাহে শিখি পুছ
বনমালা দোলে গলে॥
নাসা আগে মোতি বিরাজিত অতি
ভ্রূযুগ কাম কামান।
ভালে তিলকিত বধিতে ঘোষিত
বুঝি আধ চাঁদ বাণ॥
শ্রুতি মূলে ভাল মকর কুণ্ডল
উজোরিত গণ্ডদেশ।
হেরি কুলবতি হইল উমতি
না রহিল কুললেশ॥
মরি শ্যাম রূপের বালাই লৈয়া।
সুরঙ্গ অধর মুরলী মধুর
শুনি কে ধরিবে হিয়া॥
বাহু করিকর উরু পরিসর
খীন মাঝ পীত বাস।
ও রাঙ্গা চরণ ভজন বিহীন
দীন হরেকৃষ্ণ দাস॥ ২৪॥

শ্রীরাধার রূপ

মালসী রাগ

জয়তি জয় বৃখভানু নন্দিনী
নন্দনন্দন মোহিতা।
রূপ অদভূত বরণ বিদ্যুত
নীল অম্বর শোভীতা॥
সিংহ জিনি মাঝ বদন দ্বিজ রাজ
দশন মোতিম পাঁতিয়া।
জিনী ইন্দীবর নয়ন যুগল
বিম্ব অধরক ভাঁতিয়া॥
ভাঙু যুগ জনু পঞ্চশর ধনু
নাসা তিলফুল রঞ্জিয়া।
অলকা কুন্তল ভ্রমর বেড়ল
উড়ি ফিরে বৈছে গঞ্জিয়া॥
অমিয়া ভাষণ অপাঙ্গ [illegible]
নন্দ সুত সুখ [illegible]।

চরণ যুগল   ভরোসা কেবল
দাস হরেকৃষ্ণ নীছনি॥ ২৫॥

তথারাগ

রাইর চরণ   যাবক মণ্ডন
রতন নূপুর পায়।
নীলমণি যুত   কনক খচিত
নানা আভরণ গায়॥
মাজা অতি খিনী শোভিছে কিঙ্কিণী
কঙ্কণ কেয়ূর করে।
গলে হেম মাল   গজমোতি হার
উরস মাঝারে দোলে॥
নাসায় বেশর   বদন উজর
জিনিয়া শরদ শশি।
শ্রবণ গিধিনী   নয়ন হরিণী
বচন অমিয়া রাশি॥
নীল নিচোলিনি   তড়িত বরণী
চমরী চামর কেশ।
ভাঙু যুগ জনু   রতিপতি ধনু
শ্যাম বিলাসিনী বেশ॥
করিয়া করুণা   দাসীর গণনা
যদি কর ব্রজেশ্বরী।
হরেকৃষ্ণ মন   যুগল চরণ
তবে সে সেবিতে পারি॥ ২৬॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

তথারাগ

সখি কোন বিধি নিরমিল বরণ কালিয়া।
ধৈরজ ধরিতে নারি তাহারে দেখিয়া॥
কদম্ব তরুর মূলে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীয়া।
শিখি পুচ্ছে বান্ধি চূড়া দিয়াছে টানিয়া॥
চাঁদ জিনি মুখখানি নয়ন নাচনিয়া।
অধরে পূরয়ে বাঁশী অঙ্গুলি লোলাইয়া॥
বনমালা শোভে গলে পড়িছে লম্বিয়া।
ক্ষীণ মাজা পীত বাস ভূমিতে লোটইয়া॥
চলিতে নূপুর বাজে রুনু ঝুনু ঝুনিয়া।
রব শুনি হরেকৃষ্ণ মন মোহনিয়া॥ ২৭॥

সিন্ধুড়া

কে না কৈল এনা বেশ খানি।
বুঝিলাঙ মনে হেন   এরূপ দেখিয়া যেন
জীবে না গো গোকুলের কামিনী॥ ধ্রু॥
নব গুঞ্জা চূড়া বান্ধা   তাহে ময়ূরের চান্দা
আর তাহে বিনোদ টালনি।
ভুরু যুগ ধনু কাম   বঙ্কিম নয়ন ঠাম
আর তাহে বঙ্কিম চাহনি॥
বদন পূর্ণিম শশি   তাহে মৃদু মৃদু হাসি
অধর বান্ধুলি ফুল জিনি।
মুরলী মধুর স্বরে   শুনি কে রহিবে ঘরে
গোকুলের যতেক কামিনী॥
বনমালা গলে শোভে   অলিকুল মধু লোভে
চৌদিকে বেঢ়িয়া করে ধ্বনি।
পরিধান পীত বাস   ও রাঙ্গা চরণে আশ
হরেকৃষ্ণ সদাই নিছনি॥ ২৮॥

তথারাগ

বরণ কালিয়া বন্ধুর বরণ কালিয়া।
নয়নে না ধরে রূপ পড়ে চুয়াইয়া॥ ধ্রু॥
কাজর দলিয়া কোন বিহি নিরমিল।
মুখ চাঁদ খানি কোন কুন্দারে কুন্দিল॥
ভাঙু যুগ ধনু কাম নয়ন নাচনি।
হেরিতে হরিল চিত কুলের কামিনী॥
নাসিকাতে গজ মোতি কে না পরাইল।
অধরে পূরিতে বাঁশী কেবা শিখাইল॥
নাম লৈয়া ডাকে বাঁশী কি তোমার কাজ।
গুরুজন মাঝে থাকি সদা পাই লাজ॥
দাস হরেকৃষ্ণ কহে করিয়া মিনতি।
বেকত করহ কেনে গুপত পিরীতি॥ ২৯॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

ধানসী

এক যে সুন্দরী   বরণ বিজুরি
সখী পাঁচ সাত সঙ্গে।
বদন নন্দুখা   ভ্রূযুগ [illegible]
লোচন জিনি [illegible]॥

গজ অরি জিনি মাজা অতি খিনি
তথি নাভি সরোবরে।
উর উচ দেখি চক্রবাক পাখি
অতিশয় শোভা করে॥
সুবল বন্ধুয়া অহে।
হেরি তার রূপ রসময় কূপ
রতিপতি মোরে দহে॥ ধ্রু॥
কোন জন মোরে আনি দিবে তারে
কে তার মরম জানে।
হরেকৃষ্ণ বোলে পাঠাও সখারে
তাঁর প্রিয় সখি স্থানে॥ ৩০॥

তথারাগ

সুন্দরি সুবদনি ভাঙু সুরেখি।
দীঘ নয়নি ধনি হরিনি বিশেখি॥
নাসা খগপতি অধর সুরঙ্গ।
গমন মন্থর অতি জিনি মাতঙ্গ॥
যাইতে পেখলুঁ সো বর নারী।
তবধরি মঝু মন মনসিজ জারি॥ ধ্রু॥
শুন শুন সুবল মরমক বাত।
কৈছে মিলব আমি সো ধনি সাথ॥
দাস হরেকৃষ্ণ বচন অবধান।
ধনি মিলব তোহে নিচয়ে জান॥ ৩১॥

তথারাগ

গোধন লইয়া গোধুলি বেলা।
মন্দির উপরে পেখলুঁ বালা॥
নয়ানের কোণে খেপল বাণ।
মনের সহিতে হানিল প্রাণ॥
হর হুতাশনে দহিলে যারে।
হৃদয়ে পশিয়া সে দহে মোরে॥
সুবল সাংহাতি শুনহ বাত।
সে বিন্দু ধরন না যায় গাত॥
যুগল মিলন দেখব যবে।
হরেকৃষ্ণ আঁখি জুড়াবে তবে॥ ৩২॥

সখির উক্তি শ্রীরাধার প্রতি

শ্রীরাগ

দেখ নাগরের রূপ মন মোহনীয়া।
চরণে নূপুর বাজে রুনুঝুনু ঝুনিয়া॥
শিখি পুচ্ছ উচ্চ চূড়া নবগুঞ্জা মাল।
অলিকুল অলক তিলক শোভে ভাল॥
নয়ন কমল ভাঙ অনঙ্গ কামান।
অধর সুরঙ্গ রঙ্গ মুরলী সুতান॥
দাস হরেকৃষ্ণ রাঙ্গা চরণ নিছার।
শ্যাম রূপ দেখি রাই কর অভিসার॥ ৩৩॥

অভিসার

শুনি সখির বচন হৃদয় অতি উলসিত
চল সভে করি অভিসার।
সঙ্গে রঙ্গিণী সব ভূষণ নব নব
নব নব করত শিঙ্গার॥
নব নব কঙ্কণ খচিত রতন
নব করে শোভিত নব শংখ।
নব নব কেয়ুর যুগল বাহুপর
দোলত মণিময় ঝম্প॥
নব গজমোতিম রতনজড়িত হেম
নাসা খগ পতি ধন্দ।
নব নব চীর ঝলকে যৈছে দামিনী
আঁটি পরত নিবিবন্ধ॥
রাতা চরণ রঞ্জন যাবক
নূপুর রুনুঝুনু বাজ।
লহু লহু গমন চরণ ভারত মহী
রাজহংস গতি লাজ॥
আনন্দে সুন্দরী নাহ বদন হেরি
মীলল সংকেত ধাম।
দাস হরেকৃষ্ণ হরষিত অন্তর
করত লাখ পরণাম॥ ৩৪॥

মিলন

শ্রীরাগ

কমল কাননে করিণীর সঙ্গে
করি করে যৈছে মেলি।

কান্ন সুঘড় কামিনী পাইয়া
তেমনি করিছে কেলি॥
করেতে ধরই কনক কটোরী
প্রিয়ার হৃদয় মাঝ।
কুঙ্কুম চন্দন করে বিলেপন
বিদগধবর রাজ॥
কুঞ্জের মাঝারে কান্ন সে বিহরে
কনক লতিকা লৈয়া।
কুমুদিনি মন হৈল হরশন
কুমুদ বন্ধুয়া পাইয়া॥
কতেক প্রকারে কামিনি তোষিল
কান্ন সে পিরীতি জানে।
করে কণ্ঠ ধরি অধর কমলে
অমিয়া করল পানে॥
কনক কিঙ্কিণী কবরি বসন
খসি পড়ে অঙ্গ হৈতে।
দাস হরেকৃষ্ণ যুগল চরিত
দেখে সখিগণ সাথে॥ ৩৫॥

রসালস

বিভাস

রজনী ত্রিযামা নাহ সহ বিলসিয়া
শুতলি পিয়া পরিযঙ্কে।
যামিনী শেষে জাগি ধনি বৈঠল
বায়স জলপ আতঙ্কে॥
চলইতে সুন্দরী উঠি চাহত যব
কানু পুন করতহি অঙ্কে।
ছাড়হ নাগরবর মুগধ অতিশয়
নাহি তোহে লোক ভয় শঙ্কে॥
পুরব দীশ হের উদয় দিবাকর
নিজঘর চলত মৃগাঙ্কে।
জাগব গুরুজন পন্থ নিহারব
তোহে জানি হোয়ব কলঙ্কে॥
শুন শুন গিরিধর ত্বরিতে বিদায় কর
রাই হোয়ত উপচঙ্কে।
দাস হরেকৃষ্ণ সঙ্গে চলি যাওব
ধনিক নাহি কিছু ঝঙ্কে॥ ৩৬॥

জলকেলি

বিলাস আলসে রাই উঠি বৈসে
মুকুরে বদন হেরি।
সিন্দুর চন্দন লোচনে অঞ্জন
কবরি বান্ধয়ে ফেরি॥
শিথিল বসন অঙ্গের ভূষণ
স্বেদ বিন্দু বিন্দু গায়।
হেন কালে সখি আনি আমলকী
নাহিতে লইয়া যায়॥
নাগরের সঙ্গে যায় রস রঙ্গে
সখিগণ একুমেলি।
বসন ভূষণ তীরেতে রাখিয়া
সভে করে জল কেলি॥
জল তুলি তুলি ভরিয়া অঞ্জলি
কানু অঙ্গে দেই রাই।
রসিক নাগর ফেলি দেয় জল
রাইর বদন চাই॥
করি জল খেলা যত ব্রজবালা
কুঞ্জের মাঝারে যায়।
যুগল কিশোর বৈসে বেদীপর
দাস হরেকৃষ্ণ গায়॥ ৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণের মান

গান্ধার

সজনি মৌনী পেখলু কাহে কান।
হেরি মঝু বদন পালটি মুখ বঙ্কিম
কাহে করল নাহি জান॥ ধ্রু॥
বহুবিধ ভাবি অন্ত নাহি পাওল
কিয়ে ইথে আছয়ে বিশেষ।
যব হাম মান করল হরি সঙ্গতি
তব নাহি কৈল এতদেশ॥
যো হরি লাগি সহই গুরু গঞ্জন
গৃহপতি মতি ভেল আন।
সো পহুঁ এত মুঝে মান করব সখি
সপনেও না ছিল জান॥

কহে হরেকৃষ্ণ ভাব না বুঝিয়ে
হরিপদে সোঁপি নিজ দেহ।
ধিক ধিক জীবন নারীক যৌবন
যাকর পরবশ নেহ॥ ৩৮॥

অথ দূতি

সুহই রাগ

রাইর মুখেতে দুখের কথনা
শুনি প্রিয় সখি যান।
ইসত হাসিয়া সকলে ত্বরিতে
ভাঙ্গাইতে কানু মান॥
শুনহ নাগর কান।
একি অদভুত শুনিয়ে চরিত
প্রিয়াকে কর্যাছ মান॥ ধ্রু॥
বিদগধ হৈয়া কি দোষ দেখিয়া
বাঁকা কৈলে নিজ মুখ।
রাই পালটিয়া গমন করিলা
মরমে পাইয়া দুখ॥
দূতীর চাতুরী বুঝিয়া কংসারি
মান মন কথা কয়।
কহে হরেকৃষ্ণ সখীর বচনে
রাইরে সদয় হয়॥ ৩৯॥

সখীর উক্তি শ্রীরাধার প্রতি

তথারাগ

শুন সখি বুঝল বচন তোহারি।
নন্দমন্দিরে গেলি সংকেত ছোরি॥
অতএ সে নাগর করহু মান।
মোরি বচনে সখি করু অবধান॥ ধ্রু॥
চল তুহুঁ লে চলু সংকেত ঠাম।
নাগর পূরব মনোরথ কাম॥
মান তেজব হরি ইথে নাহি বাধ।
তুহুঁ ধনি ছোড়হ নিজ মরিযাদ॥
দাস হরেকৃষ্ণ অব রস জান।
অহেতু কানু করল তোহে মান॥ ৪০॥

দান

শ্রীরাধার উক্তি

ভাটিয়ারি

এমনে কেমনে যাব পথে শ্যাম দানি।
আপনা খাইয়া কেনে আইলাম তোমার সনে
জাতি জীবনে টানাটানি॥ ধ্রু॥
ঘর হৈতে বারাইতে কতনা বিপদ পথে
সাপিনী চলিয়া গেল বামে।
তখনি বলিনু আমি হাস্যা না শুনিলে তুমি
না জানি কি হবে পরিণামে॥
নীপ মূলে করি থানা ঘাটি করিয়াছে মানা
কানাই হৈয়াছে মহাদানি।
আমরা সে কুলবতী তাহে নব যুবতী
কি কহিতে কিবা হয় জানি॥
হাতে বাঁশী মুখে হাসি পথের নিকটে বসি
আঁখি ঠারে ত্রিভুবন ভুলে।
যাচি দিই ছেনা দধি পসার পরশে যদি
ঝাঁপ দিব যমুনার জলে॥
মনে না করিহ ভয় গোরসের দানি নয়
শুন শুন রাই বিনোদিনি।
হরেকৃষ্ণ দাসে বোলে ঝাট আইস তরুতলে
আনন্দে করহ বিকি কিনি॥ ৪১॥

শ্রীকৃষ্ণের ভোজন

তথারাগ

বৃখভানুসুতা রান্ধে পারশে রোহিণী।
বসিয়া ভোজন কৃষ্ণ করেন আপুনি॥

---

৪০ গুরুজনের মর্য্যাদা রক্ষার উদাহরণস্বরূপ উজ্জ্বল নীলমণিতে বর্ণিত আছে, বৃন্দা বিরহ ব্যাকুলা শ্রীরাধাকে অভিসারের জন্য অনুরোধ করিলে শ্রীমতী বলিয়াছিলেন, ব্রজেশ্বরী আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। গুরুজনের আজ্ঞার অবজ্ঞা করিলে কাহারো মঙ্গল হয় না। এই বলিয়া তিনি নন্দ মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ না জানিয়া মান করিয়াছিলেন। হরেকৃষ্ণ দাস এই পদে তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

হেন কালে নন্দ সুত রসবতি হেরি।
গ্রথ রুচি অশন অনঙ্গ অঙ্গ ঘেরি॥
করে কবল কৃষ্ণ খাইতে না পারে।
ব্যস্ত হয়ে যশোমতি শুধাইছে তারে॥
অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্ট অতি পরিষ্কার।
আমার শপতি বাছা খাও আর বার॥
কৃষ্ণ বোলে ভোজন করিলু বহুতর।
আর নাহি খাইতে পারি ভরিল উদর॥
গোঠের হইল বেলা ধেনু লইয়া যাব।
অন্ন দেহ লাগে ক্ষুধা সেই খানে খাব॥
কথা কহিয়া ভাব করিল গোপন।
দাস হরেকৃষ্ণ ভজে ও রাঙ্গা চরণ॥ ৪২॥

[৩২৩০]

যাদবেন্দ্র

গোষ্ঠযাত্রা

শ্রীরাগ

আমার শপতি লাগে   না যাইহ ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু   পুরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে   আর শিশু বামভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইয়   সঙ্গ ছাড়া না হইয়
মাঠে বড় রিপু ভয় আছে॥
ক্ষুধা হৈলে লইয়া খাইয়   পথ পানে চাহি যাইয়
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু   ফিরাইতে না যাইয় কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥
থাকিবে তরুর ছায়   মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইয়   বাধা পানই হাতে থুইয়
বুঝিয়া যোগাবে রাঙা পায়॥ ১॥

ভাটিয়ারি—তেয়ট

গোঠেরে সাজল গোপাল।
ধবলি সাঙলি   পিউলি বলিয়া
হাঁকারে সব রাখাল॥
কারু মাথে হেরি   বিনোদ পাগড়ি
কারু গলে গুঞ্জাগাভা।
শ্বেত লোহিত   কারু নীল পীত
কটি-তটে ভাল শোভা॥
ভাইরা বলরাম   পুরিছে বিষাণ
কানাই পুরিছে বেণু।
উচ্চ পুচ্ছ করি   শ্রবণ তুলিয়া
আগে চলে সব ধেনু॥
নাচত গাযত   বেণু বাজায়ত
ধেনু চালায়ত রঙ্গে।
ভোজন-সম্ভার   লৈয়া আগুসার
যাদবেন্দ্র চলু সঙ্গে॥ ২॥

সারঙ্গ

বট ভাণ্ডিরে যাবি কানাই আয় রে আয়।
বরজ-বালক সব তোর মুখ চায়॥
ধেনু তৃণ নাহি খায় তোহারি খেয়ানে।
উচ্চ-পুচ্ছে ধায় সব ব্রজপুর পানে॥
যমুনার তীরে যত রাখালের মেলা।
নাহিক নটন গীত নাহি কারু খেলা॥
তো বিনু নাহিক সুখ গহন কাননে।
যাদবেন্দ্র ডাকে ঝাট দেও দরশনে॥ ৩॥

[৩২৩৩]

দীনবন্ধু

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মলীলা

ধানশ্রী

শচীর মন্দিরে আসি অকলঙ্ক পূর্ণশশী
উদয় করিল মহিমাঝে।
গ্রহণ করিঞা ছলা সকলঙ্ক ষোলকলা
চান্দ লুকাইল বড় লাজে॥
আনন্দে নদীয়া ভেল ভোর।
পুণ্যের সময পাঞা নানা ধন বিলাইঞা
সভাই বলএ হরিবোল॥
নদিয়া নাগরী যত আনন্দে আকুল চিত
শচীর মন্দিরে উপনীত।
গোরাচান্দ-মুখ দেখি প্রেমে ছল ছল আঁখি
উপজিল নিগূঢ় পিরীত॥
দুটি বাহু পসারিঞা নিজ নিজ কোলে লঞা
চুম্ব দিল বদনকমলে।
দীনবন্ধু দাসে বলে শচীর নন্দন মিলে
অনেক দিনের পুণ্যফলে॥ ১॥

গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাসের পূর্ব্বাভাস

তথারাগ

নদীয়া নগরে প্রতি ঘবে ঘবে
কি শুনি দারুণ কথা।
ছাড়ি গৃহবাস করিবে সন্ন্যাস
কহিতে লাগএ বেথা॥
নিমাই পরাণ-পুতলি তুমি।
তোমা না দেখিলে হিয়া বিদরিঞা
মরিঞা যাইব আমি॥
এ জরা-জননী যুবতী রমণী
পাথারে ভাসাঞা যাবে।
শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া নিছনি লইঞা
অনলে পশিবে তবে॥
রাতুল কমল জিনি পদতল
কেমনে হাঁটিবে তায়।
এ ঘর বাহিরে সরস আদরে
কে আব ডাকিবে মায॥
ভকত-চকোর মরিবে সকল
না দেখি ও মুখ চান্দে।
দীনবন্ধু কহে উচিত এ নহে
শুনিতে পরাণ কান্দে॥ ২॥

নদীয়া নাগরীর বিলাপ

তথাবাগ

গিবি পুরী ভারতী বড়ই কঠিন-মতি
যব আওল পুবমাঝ।
তাহে হেরি অন্তর থরহরি কাঁপই
এতদিনে পড়ল অকাজ॥
সজনী ঘবে ঘরে শুনি উপদেশ।
নিশি পরভাতে গৌরবর-নাগর
ছোড়ি চলব দূরদেশ॥
বর্জনি বিরামি যৈছে নহে প্রাতর
ঐছন রচহ উপায়।
গগনক চান্দ ফান্দ করি বান্ধহ
মন্দিরে রহু গোরা রায॥
অহর্নিশি অম্বরে চান্দ উদয় হেরি
দিনকর পড়ব নিরাশ।
রোখহি' নিজসুত শমন আনি কিএ
দীনবন্ধু করু নাশ॥ ৩॥

ধানশ্রী

ভারতী গোর নিকট যব ভেটঠ।
পুরজন হেরি বয়ন করু হেঁঠ॥
তবধরি দক্ষিণ পয়োধর কাঁপি।
অবিরল লোরে নয়ন রহু ঝাঁপি॥

সজনী লাখ বিপদ নাহি মানি।
রসময় গৌর বিমুখ-ভয় জানি॥
মঝু মন ঐছন করত বিষাদ।
ছোড়ব গৌর পড়ব পরমাদ॥
দারুণ বিধি জনি সাধই বাদ।
তনু ডারব সব গঙ্গ অগাধ॥
কি এ অনুতাপে করব বিষপান।
দীনবন্ধু শুনি হরল গেয়ান॥ ৪॥

প্রার্থনা

তথারাগ

শ্রীগুরুচরণ দুটি জিনি কল্পতরু কোটি
সে চরণ হৃদয়ে ধরিঞা।
আপনার তনু মন তাহে করি সমর্পণ
ভজ ভাই একমন হঞা॥
পীতাম্বর পরাইঞা ভক্ষ্য উপহার দিঞা
সেবা কবি মনের হরিষে।
গুরুরূপা সখী সঙ্গে সখীরূপ ধরি রঙ্গে
ডগমগ রসের আবেশে॥
শ্রীগুরুচরণ আগে যাব তথি মহাভাগে
প্রবেশ করিব বৃন্দাবনে।
কলিন্দনন্দিনীকূলে কল্পতরুর মূলে
রত্নবেদী পরমমোহনে॥
তাথে রত্নসিংহাসনে বসিয়াছে দুই জনে
নটবর নটিনীর বেশে।
সৌদামিনী জলধর গোরি শ্যাম মনোহর
ঢল ঢল রসের আবেশে॥
সখীগণ চারি পাশে নিজ নিজ অভিলাষে
সেবা করে আনন্দিত মনে।
দীনবন্ধু দাস ভণে নাগর নাগরী সনে
কত দিনে দেখিব নয়নে॥ ৫॥

আত্ম সম্বোধনে

তথারাগ

ভাই তুমি ত পরম ভণ্ড।
সেথা কি বলিলে এথা পাসরিলে
পাইবে উচিত দণ্ড॥
জলবিম্বু হেন চপল জীবন
মিছা ধনজন আশা।
যমদূতে কবে বান্ধ্যা লঞা যাবে
ভাঙ্গিঞা পঞ্জর বাসা॥
বিষম শমন করিবে দমন
ভেজিঞা কিঙ্কর চণ্ড।
[illegible]র ডাঙ্গুষ মাথাএ মারিবে
করাতে চিরিবে মুণ্ড॥
অখিলের পতি অগতির গতি
হরি হরি বলি ডাক।
হরির চরণ করিঞা শরণ
শমন জিনিঞা থাক॥
চল নীলাচল অযোধ্যা নগর
গোকুল মথুরা কাশী।
নৈমিষ-কানন বদরিকাশ্রম
হও সুরধুনীবাসী॥
দেখি যমরাজ মনে পাঞা লাজ
বয়ন করিবে হেণ্ট।
দীনবন্ধু বলে এমতি নহিলে
খাইবে হাড়ির খেট॥ ৬॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা

তথারাগ

গোকুলে আনন্দ বড় জয় জয়কার।
আপনি অখিলপতি ভেল অবতার॥
ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী নক্ষত্র রোহিণী।
অর্দ্ধরাত্রে জনম লভিলা যদুমণি॥
কত চান্দ জিনি মুখ ঝলমল করে।
জগজনার মনের আন্ধার গেল দূরে॥
বরণ চিকণ ইন্দ্রনীলমণি জিনি।
দীনবন্ধু কহে রূপে পরাণ নিছনি॥ ৭॥

তথারাগ

আনন্দে অবশ অঙ্গ যশোমতি রাণী।
সপন দেখএ নিজ কোরে যদুমণি॥
অলস ভাঙ্গিল যদুমণি করি কোলে।
লাখে লাখে চুম্ব দিল বদনকমলে॥
নন্দ উপানন্দ সব মিলিল আসিঞা।
আনন্দে ভরল হিয়া চান্দমুখ চাঞা॥
দ্বিজগণ গণক আনিঞা নিজ ঘরে।
কাঞ্চন গোধন কত তিল দান করে॥
গো-চরণ-ধূলি রাণি ধরি নিজ হাথে।
রক্ষা বান্ধে কত সুখে গোপালের মাথে॥
বন্দী মাগধগণ মঙ্গল গায়।
দীনবন্ধু আনন্দে অবধি নাহি পায়॥ ৮॥

ধানশ্রী

ব্রজ-রমণীগণ তেজল লাজ।
ধাওল নন্দমহল গৃহমাঝ॥
বিগলিত কুন্তল অঞ্চল বাস।
চকিত বিলোকন গদ গদ ভাষ॥
হেরই নন্দতনয়-মুখচন্দ।
দীঠি পাওল পুন চিরদিন অন্ধ॥
আদরে সাধি রমণি কর পাতি।
যদুমণি মাগি ধরত নিজ ছাতি॥
চুম্বনে অধরসুধা করু পান।
কর গহি দেই আলিঙ্গন দান॥
দীনবন্ধু পহুঁ পূরল সাধ।
ভুখিল চকোর যেন পাওল চান্দ॥ ৯॥

তথারাগ

মৃগমদ চন্দন হরিদ কুঙ্কুম
দেই গোয়ালিনি অঙ্গে।
সিন্দুর দেই বদন নিরমঞ্ছই
কবরি বনাওই রঙ্গে॥
রোহিণি মঙ্গল করত সুঠান।
ক্ষির সর ছেনা নবনি নব মোদক
আঁচর ভরি করু দান॥
ব্রজবধূ রাম- কদলি সম উরুযুগ
মঙ্গলঘট কুচভার।
গোকুল অখিল কলাবতি সম্পদ
মঙ্গল করল বিথার॥
নিজ পর ভেদ কোই নাহি জানত
বিছুরল ধন জন গেহ।
দীনবন্ধু ভণ হরি জীবনধন
অতএ বাঢ়ল এত নেহ॥ ১০॥

যশোদার আকূতি

তথারাগ

চরণের ধূলা দিঞা বালকের মাথে।
বিনয় করিঞা রাণী কহে জোড়হাথে॥
আশীর্ব্বাদ কর সভে হইঞা সদয়।
কল্যাণ কুশলে রহু আমার তনয়॥
তোমা সভাকার পদ ভরসার বলে।
নীলমণি পাঞাছি আমি অনেক পুণ্যফলে॥
সাত নাহি পাঁচ নাহি এই ধন সারা।
পরাণ পুথলি দুটি নয়নের তারা॥
চিরজীবী হইঞা গোকুলে করু বাস।
বড় হল্যে হবে তোমা সভাকার দাস॥
যশোদা মাএর কথা শুনিঞা শুনিঞা।
দীনবন্ধু দাস হাসে উলসিত হঞা॥ ১১॥

গোপীবাক্য

তথারাগ

সভার পরাণ ধন এই নীলমণি।
তিল আধ আঁখি আড় না করিহ রাণি॥
দেখিলে গোপিনীগণ উলসিতমনে।
অঞ্জন বলিঞা পাছে পরয়ে নয়নে॥
আর এক ভয় মোর অহনিশি আছে।
চান্দ বল্যে রাহু এস্যে গরাসএ পাছে॥
নবনি জিনিঞা তনু রবির উদয়ে।
অবনি মিলাবে জানি প্রাণ কাঁপে ভয়ে॥
দীনবন্ধু দাস বলে শুন নন্দরাণি।
গলাএ গাঁথিঞা রাখ্য এই নীলমণি॥ ১২॥

শ্রীরাধিকার জন্মলীলা

তথারাগ

আশ্বিনের শুক্লাষ্টমী দিনার্দ্ধের কালে।
অনুরাধা নক্ষত্র হইল সেই বেলে॥
শুভ দিন দশ দিশ ভেল সুপ্রকাশ।
সভাকার অন্তরে আনন্দ অভিলাষ॥
হেন কালে কীর্ত্তিদা পরমকুতুহলী।
প্রসবিল কন্যা নাম রাধিকা সুন্দরী॥
আনন্দিত হইঞা ডাকিঞা নৃপবরে।
দুই জনে নানা ধন বিতরণ করে॥
দ্বিজগণ গণক আনিঞা শত শত।
ধন দান দিল যার যেই অভিমত॥
নগর বাজারে বাজে অশেষ বাজনা।
শুনি দীনবন্ধু দাস পাসরে আপনা॥ ১৩॥

তথারাগ

জয় জয় কলরব নগর বাজারে।
জনম লভিলা ধনী বৃষভানুঘরে॥
দেখিঞা কীর্ত্তিদা রাণী আপনা পাসরে।
লাখে লাখে চুম্ব দেই বদনকমলে॥
পরম আনন্দে নাচে বৃষভানু রাজা।
ক্ষীর সর দধি বিতরণ করে প্রজা॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে সকল নগরে।
আনন্দের অবধি কহিতে কেবা পারে॥
তৈল হরিদ্রা আর কুঙ্কুম আনিঞা।
অগুরু চন্দন আদি দেয় ছড়াইঞা॥
কেহো নাচে কেহো গায় দেয় করতালি।
দীনবন্ধু দাস দেখে অতি কুতুহলী॥ ১৪॥

তথারাগ

নগরের লোক সব কলরব শুনি।
রাজার মন্দিরে আল্য গোপ গোয়ালিনী॥
বৃষভানুসুতা দেখি অনুমান করে।
আপনি আইল লক্ষ্মী বৃষভানুঘরে॥
কেহো বলে হেন বুঝি আইল পার্ব্বতী।
কেহো বলে আলা বশিষ্ঠের অরুন্ধতী॥
কেহো বলে উর্ব্বশী আইল অবনীতে।
নরলোকে এত রূপ না পাই দেখিতে॥
পতিব্রতা কুলবতী সর্ব্বসুলক্ষণা।
পদ্মিনী পরমপুণ্যা অতিবিচক্ষণা॥
দীনবন্ধু দাসে কহে উলসিত হিয়া।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী রাই দেখ বিচারিঞা॥ ১৫॥

শ্রীরাধার রূপ

তথারাগ

দিবানিশি চান্দ নাহি থাকএ গগনে।
পদুমিনি বিকশিত নহে নিশিদিনে॥
তবে আব কিবা দিব মুখের তুলনা।
খঞ্জন-গঞ্জন তাহে বঙ্কিম নয়না॥
মেঘেব বিজুরি জিনি রূপের মাধুরী।
চাহিতে পিছলে আঁখি নিরুপিতে নারি॥
দীনবন্ধু দাস কহে তুলনা না জানি।
যারে দেখি আপনি ভুলিবে যদুমণি॥ ১৬॥

শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি

ধানশ্রী

শশিমুখী তেজি সরল দিঠি ভঙ্গিম
ইবে ভেল বঙ্কিম দীঠ।
মতি গতি চঞ্চল হসই মনোহর
বচন সুধা সম মীঠ॥
সজনি কাহা ধনি শীখল রঙ্গ।
কুচযুগ দরশি হরষি পুন আদরে
ঘন ঘন ঝাঁপই অঙ্গ॥
সহচরি করে ধরি কৈতবে ছল করি
পুছই রতিরস ভাতি।
মনসিজ সাধে আধে পুন হাসই
মদন মদালসে মাতি॥
তিলে কত বেরি খসই নিবিবন্ধন
বিগলিত কুন্তলপাশ।
দীনবন্ধু ভণ নিরখি নাহ মন
মনমথ জেন পরকাশ॥ ১৭॥

পৌর্ণমাসী বাক্যে দূতীর শ্রীরাধার গৃহে গমন

ধানশী

সহচরি চলত খলত পদ-পঙ্কজ
অন্তরে অতিশয় সাধা।
শুভ দিন জানি (ভগবতী) মোহে উপদেশল
যতনহিঁ করব সমাধা॥
হরি হরি অপরূপ প্রেমনিবন্ধে।
বিধির ঘটন দুহুঁ তনু তনু মীলিব
বুঝিলুঁ বচন অনুবন্ধে॥
চান্দ চকোর কমল-মধু মধুকর
ঐছন শ্যামর রাধা।
মধুরিম বাতে হাথ ধরি আনব
পূরব দুহুঁ মন-সাধা॥
অতি রস বাদর আদর দর দর
অন্তর পুলকিত দেহ।
সহচরি দীন- বন্ধু পরবেশল
রসবতি রাইক গেহ॥ ১৮॥

———

সখীবাক্য

ধানশ্রী

রঙ্গিণি মরম জানি সখি সঙ্গিনী
হাসি কহই শুন রাধা।
গোকুল-চান্দ ফান্দ করি পাড়লি
সাধলি নিজ মনসাধা॥
সুন্দরি তুহুঁ রসবতি ব্রজবালা।
চকিত নয়ানে কাহে মুখ মোড়সি
জানলো ভেটবি কালা॥
যাকর দরশ পরশ রস লালসে
লাখ যুবতি করু আশ।
সো তুয়া দরশন মানি পরম ধন
আসি করল বনবাস॥
ধনি ধনি রমণি- শিরোমণি সুন্দরি
ভেটহ নাগররাজ।
দীনবন্ধু কহে নব অনুরাগিণী
কহইতে বাসই লাজ॥ ২০॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

কামোদ

সহচরি সরস বচন শুনি সুন্দরি
নব নব রঙ্গিণী সাথ।
লাজহিঁ কাজ কহই নাহি পারই
সঘন ঢুলাওই মাথ॥
সুন্দরি রসবতি বালা।
নাগর দরশ পরশ রস লালসে
চলইতে উনমত ভেলা॥
লহুঁ লহুঁ হাস ভাষ মধু-মাখন
শ্যামর নব অনুরাগে।
মণিময় রতন- জড়িত শত আভরণ
পহিরই পিরীতি সোহাগে॥
আদর-বাদরে দর দর অন্তর
অবনত লাজে বয়ান।
সহচরি দীন বন্ধু সমুঝাওত
পিরীতি-রীতি অনুপাম॥ ১৯॥

শ্রীরাধা ও সখীর উক্তি-প্রত্যুক্তি

ধানশ্রী

শুনইতে সুন্দরি উলসিত চীত।
ছল করি পুছই রতিরস রীত॥
কি কহলি সহচরি দারুণ বাত।
কুলবতি-সঙ্গতি উপপতি সাথ॥
পহিলহিঁ পুরুষ পরশ নাহি মোর।
এ কি অপরূপ বচন সব তোর॥
সহচরি কহে শুন রসবতি রাই।
যতনহিঁ প্রেম রতন ধন পাই॥
সুপুরুষ পিরীতি বিরতি হএ যায়।
কী ফল জীবন যৌবন তায়॥
তুহুঁ যদি সুন্দরি সুরত না জান।
মনমথ মন্ত্র পঢ়াওব কান॥
দূর কর কুলবতি গৌরব লাজ।
দীনবন্ধু সমুঝাওব কাজ॥ ২১॥

সখী শিক্ষা

তথারাগ

আদরে আগুসরি হরি যব আওব
পুন পুন করইতে কোর।
মৃদু মৃদু হাসি উলটি দিঠি পঙ্কজ
চঞ্চল করবি নিচোর॥
সুন্দরি শুন শুন শুন নিরবাহ।
পরশিতে তরসি করহি কর বারবি
জনু পুন সাধই নাহ॥
চুম্বন করইতে নিজ মুখ মোড়বি
আধ আধ কহি বাত।
কুচযুগ ধরইতে নহি নহি বোলবি
সঘনে ঢুলাওবি মাথ॥
হরি যব আদরে কোরে পসারব
বৈঠি না বৈঠবি সঙ্গ।
দীনবন্ধু কহে যদি ধৈরজ রহে
তবহিঁ করব ইহ রঙ্গ॥ ২২॥

শ্রীরাধার উক্তি

তথারাগ

সহচরি তুহুঁ যদি সাগরে ডারসি
তাহিঁ ডারি নিজ দেহ।
জগজন জানি কহই কুলটা যদি
মঝু দারুণ ভয় এহ॥
সজনি কো যদি করু পরিবাদ।
তৈখনে ধরম করম সব মীটব
টুটব কুল মরিযাদ॥
রাইক মরম জানি পহুঁ সহচরি
কহতহিঁ গদগদ ভাষ।
এত পরিণাম কাহে তুহু ভাবসি
হাম জানিএ নিজপাশ॥
সুন্দরি বসন ভূষণ মণি আভরণ
যতনহিঁ পীন্ধহ অঙ্গে।
দীনবন্ধু ভণ কোই না জানব
হাম যাওব তুয়া সঙ্গে॥ ২৩॥

(প্রকারান্তর)

বংশীধ্বনি শ্রবণে পূর্ব্বরাগ

ইমন কল্যাণ

সজনী কি মধুর মুরলীর গান।
শুনিয়া আনন্দভরে মৃত তরু মুঞ্জরে
যমুনা বহই উজান॥
হরিণ হরিণী শুনি মধুর মুরলী-ধ্বনি
পুলকে পুরএ সব অঙ্গ।
ময়ূর ময়ূরী নাচে আসিঞা শ্যামের কাছে
পবন ডারাঞা দেখে রঙ্গ॥
শারী শুক পিক যত তারা সব পুলকিত
দরবে কঠিন দারু শিলা।
হেন মুরলীর স্বরে কেমনে ধৈরয ধরে
কুলবতী যুবতী অবলা॥
শুন শুন আগো সই তোমারে মরম কই
পরাণ সোঁপিব শ্যামচান্দে।
দীনবন্ধু দাস বলে যখনি দেখ্যাছি তারে
সোই হত্যে প্রাণ মোর কান্দে॥ ২৪॥

ইমন কল্যাণ

বংশী আর বার বাজে বনে।
শুনি মোর মন করে উচাটন
ভেটিব শ্যামের সনে॥
অবুধ মুরলী রাধা রাধা বলি
বিপিনে সদাই বাজে।
গুরু গরবিত করিলে বেকত
শুনিঞা মরিএ লাজে॥
খলের বদনে থাকিঞা যতনে
মধুর মধুর গায়।
হাসিতে হাসিতে কুলের সহিতে
পরাণ লইতে চায়॥
আমি চিরদিন পরের অধীন
জানিঞা না জানে বাঁশী।
দীনবন্ধু ভণে চল সখী বনে
নিষেধ করিঞা আসি॥ ২৫॥

(প্রকরণান্তর)

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ—সাক্ষাদ্দর্শনে

পরস্পর সখী উক্তি

ধানশী

অবুধ সুনারী হেরি বর নাগর
কহইতে বাসই লাজ।
বিরহ বেয়াধি সহই নাহি পারই
অতএ লুঠই মহিমাঝ॥
সজনি জানলোঁ ধনী মনকাম।
রাইক জীবন যদি পুন রাখবি
অবহিঁ মিলাওবি শ্যাম॥
তুহুঁ চতুরাই রসিকপণ জানসি
রঙ্গিণি সঙ্গিনি মাঝ।
বিদগধ নাহ বাহ ধরি আনবি
সাধবি ধনী মনকাজ॥
শুনি পহুঁ সহচরি কত আশোয়াসল
আওল মাধব পাশ।
দীনবন্ধু সখি নাগর-করে ধরি
কহতহি গদগদ ভাষ॥ ২৬॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ধানশ্রী

সহচরি সরস বচন শুনি মাধব
কহতহি গদ গদ বাণী।
হাম পুন যবধরি ধনিমুখ হেরলুঁ
জীবন করত কি জানি॥
সজনি তব ধরি আকুল দেহা।
কোনে কহব দুখ কো আশোয়াসব
কঠিন ঘটন নব লেহা॥
গণি গণি এহ থেহ নাহিঁ পাওলুঁ
মদন-মদালসে ভোর।
তৈখনে আসি সুধা সম ভাখনে
জীবন রাখলি মোর॥
যিহি বড় রসিক [illegible] অসিম গুণসাগর
বি[illegible] সমাধা।
তুয়া কর-পল্লবে দেহ সমাপলুঁ
অবহি মিলাওবি রাধা॥
তব কিঙ্কর বলি খত লিখি দেওব
নব নব রঙ্গিণি ঠাম।
জীবনে মরণে তোহারি গুণ গাওব
দীনবন্ধু পরমাণ॥ ২৭॥

যুগল মিলন

তথারাগ

প্রথম সমাগম কিশোরী কিশোর।
বচন না ফুরই দুঁহু রসে ভোর॥
জাগল মনমথ দুবাহু বাঢ়াই।
আবেশে নাহ আগোরল রাই॥
কাঁপই কমলিনী অলি নিরবন্ধ।
গিরিধরে থরকয়ে কুচগিরিছন্দ॥
চুম্বন বেরি অথির ভেল কান।
পরিরম্ভণে রাই ভেল অগেয়ান॥
জলধর দামিনী রহল অগোর।
দীনবন্ধু ভণ নিশি ভেল ভোর॥ ২৮॥

শ্রীরাধার অভিসার

কানড় রাগ

ধনী সাজত শ্যাম মনোহর বেশ।
কসি কানড় ছান্দে বান্ধাওল কেশ॥
সিঁথি সিন্দুর চন্দন-বিন্দুছটা।
রবিমণ্ডল বেঢ়ল চান্দ ঘটা॥
মৃগনাভি-বিচিত্রিত গণ্ড দুকূল।
বর বেশর লম্বিত নাসিক মূল॥
ঘন কুঙ্কুম চন্দন লেপি কুচভার।
তহি শোভিত সুন্দর মোতিম হার॥
কর-কঙ্কণ হেরি অনঙ্গ বিভোর।
কটি কিঙ্কিণী মণ্ডিত নীল নিচোর॥
পদ-পঙ্কজ রঞ্জিত যাবক রঙ্গ।
দীনবন্ধু নেহারি প্রফুল্লিত অঙ্গ॥ ২৯॥

শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ

বিভাস

রজনী বিরাম জানি সব রঙ্গিণী
মন্দিরে করল পয়ান।
শূন্য কুঞ্জ পরি- হরি নিজ মন্দিরে
শূতল বিদগধ কান॥
মাধব অলসে অবশ সব দেহ।
উদিত দিবাকরে নীদ না ভাঙ্গই
যশোমতি পৈঠল গেহ॥
নিজ করে শ্যাম অঙ্গ ঘন পরশই
ক্ষীর স্রবই কুচভারে।
ও মুখ-চান্দ সঘন করি চুম্বন
উপজল পুলক শরীরে॥
গদ গদ আধ আধ ঘন বোলত
উঠ উঠ যাদব রায়।
শ্যামর নিজ তনু ঘন ঘন মোড়ই
দীনবন্ধু গুণ গায়॥ ৩০॥

গোষ্ঠে মিলন

ধানশী

গোধন দোহন করি যদুনন্দন
মন্দির পরিহরি গেল।
সহচরি সঙ্গে চলত নব রঙ্গিণী
পন্থহি দরশন ভেল॥
কো কহু দুহুঁ জন রঙ্গ।
ক্ষির সর মোদক ধর ধর বলি ধনি
সঘনে দেখাওত অঙ্গ॥
চঞ্চল নাহ ধরল যব অঞ্চল
সুন্দরি কোরে আগোর।
নীল নিচোলে ঝাঁপি ভুজ পাশহি
বান্ধলি মানস-চোর॥
পূরল-মনোরথ দুহু নিজ নিজ পথ
মন্দিরে করল পয়ান।
জগ ভরি কোই লখই নাহি পারল
দীনবন্ধু রস গান॥ ৩১॥

যশোদার কৃষ্ণ অন্বেষণ

ধানশী

পরিসর ঘর দেহলি পুর গোপুর
হেরি যশোমতী রাণী।
গোকুল চান্দ কতিহুঁ নাহি পাওল
বিপদ পড়ল হেন জানি॥
মাই সুত বিরহাকুল ভেল।
বিগলিত ক্ষীর পয়োধর-মণ্ডলে
লোরে নয়ন ঢরি গেল॥
বল বসুদাম সুবল মধুমঙ্গলে
সাধহি বারহি বার।
ধর ধর ক্ষির সর আনি দেহ মোর
জীবনলাল দুলার॥
যো অব নীলমণি কোরে মিলাওব
ক্ষির সর সব দিব তায়।
দীনবন্ধু বলে তিলে তিলে না দেখিলে
পরাণ ধরিতে নারে মায়॥ ৩২॥

সুবলের উক্তি

তথারাগ

সহচর অনুভব সুবল জানি সব
কহে কিছু কপট বচনে।
ধেনু চরাইতে গেলে কান্দিঞা বিদায় দাও
তেঁঞি না বলিঞা গেল বনে॥
আগো মা গোপাল আনিঞা দিব তোরে।
বলাই দাদার সনে যদি পাঠাইবা বনে
শপথ করিঞা বল মোরে॥
সকল গোকুল পুরে সুধাইলে ঘরে ঘরে
কোথাও না পাবে নীলমণি।
চঞ্চল বালক তোর নহে অগোচর মোর
এখনি আনিতে পারি আমি॥
আনিলে তোমার কাছে ভুলাইঞা রাখ পাছে
এ ক্ষীর নবনী দিঞা হাথে।
দীনবন্ধু দাস ভণে অই ভয় বড় মনে
তবে বনে যাব কার সাথে॥ ৩৩॥

সুবলের কথা শুনি উলসিত নন্দরাণী
চান্দমুখে চুম্ব দিঞা বলে।
ধেনুর শপথ করি বনে পাঠাইব হরি
একবার নয়নে দেখিলে॥
বাছা নিছনি লইঞা মরি তোর।
তিলে তিলে না দেখিলে হিয়া বিদরিঞা মরি
দেখাইঞা প্রাণ রাখ মোর॥
যাও যাও আন দেখি দেখিঞা জুড়াউ আঁখি
কত দূরে গেল নীলমণি।
কোমল চরণে পাছে কুশের অংকুর বাজে
অই ভএ কান্দিছে পরাণি॥
না জানি কাহার সনে পাঠাইলে কোন বনে
অনেক সাধের মোর নিধি।
দীনবন্ধু দাস বলে ব্রজবালকের ছলে
বিবাদে লাগিল মোরে বিধি॥ ৩৪॥

শ্রীকৃষ্ণের গৃহাগমন

কামোদ

না দেখিঞা নীলমণি আকুল হইল রাণী
ধরিতে না পারে নিজ তনু।
দেখিঞা মাএর দুখ উভ করি চান্দ-মুখ
সব শিশু বাজাইল বেণু॥
গগন ভরিল বেণুরবে।
শুনিঞা জানিল হরি সব সহচর মেলি
বনে ধেনু লঞা যাত্যে হবে॥
রাইর বিচ্ছেদে শ্যাম আকুল অবশ প্রাণ
আসি যমুনার ধারে ধারে।
উছোর দেখিঞা বেলা শ্রীঅঙ্গে মাখিঞা ধূলা
কান্দিতে কান্দিতে আল্য ঘরে॥
পাইঞা রতন-মণি আনন্দে আকুল রাণী
বদন চুম্বয়ে অনুরাগে।
দীনবন্ধু দাস ভণে পাঠাইতে হবে বনে
শপথ কর্যাছ মোর আগে॥ ৩৫॥

সুহই

মরকত মণি জিনি চিকণ বরণখানি
কে ধূলা দিঞাছে শ্যাম অঙ্গে।
বিহানে পরের ঘরে গেছিলে কিসের তরে
বিবাদ করিলে কার সঙ্গে॥
বাছা তোমার নিছনি লইঞা মরি।
দুটি নয়নের তারা তিলে তিলে হই হারা
এত দুখ সহিতে কি পারি॥
ছল ছল দুটি আঁখি পরাণ কান্দয়ে দেখি
কে তোর করিলে অপমান।
তোমার মলিন মুখ দেখিঞা বিদরে বুক
বল দেখি কি করি বিধান॥
এ ঘর আঙ্গিনা ছাড়ি না যাইও কাহার বাড়ি
ছাল্যা-ধরা আস্যাছে গোকুলে।
নগর্যা বালক সাথে ক্ষীর সর করি হাথে
বেড়াঞা বেড়াছ্যে নানা ছলে॥
হেদে রে চান্দের কোণা এ ক্ষীর নবনী ছেনা
খাঞা আঙ্গিনাতে কর খেলা।
দীনবন্ধু দাস বলে আস্য আস্য করি কোলে
বসনে মুছাঞা দিএ ধূলা॥ ৩৬॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ধানশী

বিহানে উঠিঞা যেই ডাঁড়াইলাম পথে।
আসি এক গোয়ালিনী ধরিলেক হাথে॥
হাসিঞা গোপিনী সব কাল কাল বল্যা।
অপমান কর্যা কত গাএ দিলে ধূলা॥
ঢাকিঞা ক্ষীরের নাড়ু রাখিঞা আঁচলে।
বারে বারে দেখাইঞা ধর ধর বলে॥
ক্ষীর সর নবনী যাচাঞা দিঞা মোরে।
চোর বল্যা কেহো কেহো বান্ধে দুটি করে॥
মা বল্যা ডাকিতে চাহি মনে ভয় পাঞা।
খরতর ধরে মুখ বসনে ঝাঁপিঞা॥
কেহো কেহো ধরে মোর ধড়ার আঁচলে।
শুনি দীনবন্ধুদাস ভাসে প্রেমজলে॥ ৩৭॥

যশোদার উক্তি

তথারাগ

অভাগীরে না কহিঞা ঘরের বাহির হঞা
কি লাগিঞা গিছিলে বাজারে।
আই গোয়ালিনী যত রভস কর্য়াছে কত
ভয় পাঞা আসিঞাছ ঘরে॥
পরিসর আঙ্গিনাতে বলাই দাদার সাথে
বাছুরি লইঞা কর খেলা।
করতালি দিএ আমি নাচ্যা নাচ্য আস্য তুমি
পরম সুখের এই বেলা॥
নবীন কোকিল জিনি মধুর মধুর ধ্বনি
মা বলিঞা ডাক চান্দমুখে।
আরে বাছা নীলমণি নাচ্যা নাচ্যা আস্য তুমি
বাহু পসারিঞা করি বুকে॥
জনমে জনমে কত কর্য়াছি কঠিন ব্রত
তোমারে পাঞাছি সেই ফলে।
দীনবন্ধু দাস বলে চান্দমুখে মা বলিলে
তবে সে মনের সাধ পুরে॥ ৩৮॥

শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য

তথারাগ

অব নাচত রে নব নন্দদুলাল।
তহি মাই যশোমতি দেওত তাল॥
লহু হাসিনী রোহিণী বুলত সাথ।
বড় আনন্দে নন্দ ঢুলাওত মাথ॥
কত যন্ত্র বাজাওত পঞ্চম তান।
পিকু-নিন্দিত গাওত মঙ্গল গান॥
মুখচন্দ্র নেহারত দেওত চুম্ব।
ক্ষির-পুরিত ভূরি পয়োধর-কুম্ভ॥
দিঠি পঙ্কজ ভাসল প্রেমজলে।
যমুনা জনু মীলল লোর ছলে॥
পুলকাকুল অঙ্গ আনন্দভরে।
দীনবন্ধু লোটাওত ভূমিতলে॥ ৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণের নবনী প্রার্থনা

সুহই

নাচিতে নাচিতে হরি দক্ষিণ চরণ ধরি
মাএর সমুখে ডাঁড়াইল।
করতলে কর জুড়ি মলিন বদন করি
গদ গদ কহিতে লাগিল॥
জননি গো নাচিঞা চরণ হল্য ভারি।
এই না ক্ষুধার বেলা খস্যা পড়ে পীত ধড়া
আর আমি নাচিতে না পারি॥
ক্ষীর সর দেহ যদি তবে নাচি নিরবধি
ঘন ঘন চরণ তুলিঞা।
রুনুর ঝুনুর স্বর বাজিবে নুপুর মোর
শুনিলেই রহিবে ভুলিঞা॥
ঘাঘর ঘুংঘুর খর বাজিবে পঞ্চম স্বর
নবনি পাইলে দুটি হাথে।
দীনবন্ধু দাস গানে পরম আনন্দ মনে
নাচিঞা বেড়াব আঙ্গিনাতে॥ ৪০॥

পুরবী

জননি দেহি নবনীতম্।
জঠরানল উপ- দহতি কলেবর-
মনুপালয় সুত গীতম্॥
মম নীরস-মুখ- মচিরমপাকুরু
দধি বিতরয় নিজডিম্ভে।
চলয়তি মৃদু-পব নোঽপি তনুং মম
ভোজন সময় বিলম্বে॥
দশন-বসন-রস- নে নচ রস ইহ
জীবয় নিজপরিবারং।
সুতমপি লঘুতর- ময়ি মনুষে কিল
ধনমতি গুরু দধিসারম্॥
অয়ি কঠিনে ময়ি করুণা লবমপি
নহি কুরুষে যদি তোকে।
সহচর-দীন- বন্ধুরপযশ ইতি
সদসি বদিষ্যতি লোকে॥ ৪১॥

---

[৪১] মা, আমাকে নবনীত দাও। জঠারানল দেহ দগ্ধ করিতেছে। কথা রাখ, আমার মুখ শুকাইয়াছে, অচিরে নিজ পুত্রকে দধি দিয়া শুষ্কতা নিবারণ কর। খাওয়ার বিলম্ব হইলে মৃদু বাতাসেও আমি টলিয়া

শ্রীরাধার যশোদা গৃহে রন্ধন ও শ্রীকৃষ্ণের ভোজন

সুহই

তুরিতহি রাণী আনি নিজ মন্দিরে
আদরে রসবতী রাই।
যতনহি পাক করাওল ক্ষির সর
ঝুরি পুরি বিবিধ মিঠাই॥
ভোজন করু যদুরায়।
রোহিণী মাই করত পরিবেষণ
রসবতি আনি যোগায়॥
ইষদবলোকন হাস মনোরম
আনন্দের নাহি ওর।
দুহুঁ দরশনে দুহুঁ পুলক কলেবর
পিরীতি রভস রস ভোর॥
করল আচমন কপুর খপুর পুন
রঙ্গিণী আদরে দেল।
দীনবন্ধু ভণ ধনি করি ভোজন
নিজ মন্দির চলি গেল॥ ৪২॥

শ্রীরাধার সূর্য্যপূজাচ্ছলে নিধুবনে গমন

তথারাগ

সুরুজ আরাধন ছল করি সুন্দরি
নিধুবন করল পয়ান।
গোধন সঙ্গে রঙ্গে যমুনাতটে
বিহরই নাগর কান॥
বিদগধ রসময় নাহ।
বিকশিত চম্পক হেরি বেয়াকুল
বাঢ়ল বিরহক দাহ॥
ঝর ঝর লোর ভোর দিঠি-পঙ্কজ
সঘন মোছই পীত বাসে।
ছল করি সহচর সংগতি পরিহরি
চলল রাই অভিলাষে॥
চৌদিগে চকিত রাই পথ নিরখত
দীগ বিদিগ নাহি জান।
দীনবন্ধু ভণ হৃদয় উচাটন
বিদগধ নাগর কান॥ ৪৩॥

শ্রীকৃষ্ণের সহ মিলন

কামোদ

রাইক দরশ পরশ রস লালসে
বিদগধ নাগররাজ।
পরিহরি মুরলি খুরলি অতি আকুল
আওল নিধুবন মাঝ॥
হরি হরি কি কহব মনমথ কাজ।
সংকেত বিহনে 'গহনে পহুঁ ভরমই
জনু মাতল গজরাজ॥
সহচরি সঙ্গে রঙ্গে বর-নাগরি
যাহা গাঁথই ফুলদাম।
সোই নিকুঞ্জে আসি অতি হরষিত
বদরি-কোরে রহু শ্যাম॥
দুরহি নয়নে নয়নে দুহুঁ মীলল
উপজল প্রেম তরঙ্গ।
দীনবন্ধু তথি করতহি সংগতি
কঠিন ঘটন নব-সঙ্গ॥ ৪৪॥

মিলন

ধানশী

অঙ্গভঙ্গি রস কৌতুক কেল।
ভাঙ্গল ধন্দ দুহুঁক মন মেল॥
ধনি আলিঙ্গন দেওব জান।
রসভরে ঢর ঢর নাগর কান॥
সাহসে নাহ করল আগুসার।
সখিগণ দেওল জয় জয়কার॥
রসবতি মধুর মধুর করি হাস।
বিচলিত বসনে দেখাওল পাশ॥

পড়ি। আমার অধর এবং রসনাও নীরস হইয়াছে। নিজ পরিবারকে বাঁচাও। পুত্র তোমার নিকট নগণ্য হইল, আর নবনীতই হইল বহুমূল্য! (ক্ষুধার সময়) অয়ি পাষাণি এই বালককে যদি বিন্দুমাত্র করুণা না কর, দীনবন্ধু লোকের নিকট তোমার অপযশ গাহিয়া বেড়াইবে।

রসময় নাগর শুভদিন জানি।
মুচকি হাসি কহু সুমধুর বাণী॥
হাম চাতক ধনি তুহু নব মেহ।
দীনবন্ধু ভণ ঘনরস দেহ॥ ৪৫॥

শ্রীরাধার আত্মনিবেদন

ধানশী

বন্ধু তোমার কথায় বিকাইলাম আমি।
প্রেম দঢ়াইতে কবজ চাহিলাম
নফর হইলে তুমি॥
তুমি রসময় সরল হৃদয়
নিছনি লইঞা মরি।
ও চান্দ-মুখের বচন শুনিঞা
পরাণ ধরিতে নারি॥
আমি বলাহক তুমি সে চাতক
বুঝিঞা ভাঙ্গিল ধান্দা।
দুখ দূরে গেল এত দিনে হল্য
পরাণে পরাণে বান্ধা॥
আমরা সকল অবলা অখল
তোমারে সোঁপিলুঁ দেহ।
দীনবন্ধু ভণে জীবনে মরণে
তুমি না ছাড়িহ লেহ॥ ৪৬॥

শ্রীকৃষ্ণের আত্মনিবেদন

তথারাগ

কত কত কোটি জনম করি জপ তপ
পাওলুঁ তুয়া নব লেহ।
যমুনাজল ফল তিল তুলসী-দল
দেই সমাপলুঁ দেহ॥
সুন্দরি ধনি ধনি সাধু বিবাদ।
তুহু যদি নিজ কিং- কর করি রাখবি
মাফ করবি অপরাধ॥
নিতি নিতি রজনি দিবস মঝু মানস
গুণগণ গাওব তোর।
তুয়া মুখ হেরি কোন বর পামর
আন যুবতি করু কোর॥
তুয়া পদ-পল্লব- নখমণি কাগজ
দাস-কবজ তহি' লেখি।
জীবনে মরণে তোহে তনু সোঁপলুঁ
দীনবন্ধু রহু সাখি॥ ৪৭॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য

ধানশ্রী

চাতুরি পরিহরি সরল হৃদয় করি
তুহুঁ বৈঠহ মঝু সঙ্গে।
রাগ বিরাগ সকল সমুঝাওব
মধুর আলাপন রঙ্গে॥
সুন্দরি তুহুঁ গুণবতি পরিণাম।
কণ্ঠহি কণ্ঠ মেলি সর সপ্তরু
দোসর বিনু নহে গান॥
তুহুঁ ধনি গোরি মুরতিময় রাগিণী
হাম শ্যাম নটরাজ।
দুহুঁক আলাপন তাপ সমাপন
কী ফল গুণিজন লাজ॥
কুলমরিযাদ লাজভয় তেজলি
আওলি বন দূরদেশে।
দীনবন্ধু ভণ করহ আলাপন
কী ফল নিশি অবশেষে॥ ৪৮॥

মিলন

কামোদ

নাগরের সনে সরস বচনে
আউলায়া আনন্দভরে।
নিকটে আসিঞা হাসিঞা হাসিঞা
ধরিল বন্ধুর করে॥
অঙ্গের পরশে রসের আবেশে
মাতিল নাগররাজ।
রাইর আঁচল ধরি গিরিধর
সাধিল আপন কাজ॥

অঙ্গ হেলাহেলি অতি কুতূহলি
কুসুম আসনে বসি।
প্রেমের পসার করল বিথার
অন্তরে অন্তরে পশি॥
সোনার নূপুর ঘাঘর ঘুংঘুর
মধুর মধুর বাজে।
দীনবন্ধু বলে চরণ কমলে
শ্রীরাসমণ্ডল মাঝে॥ ৪৯॥

মুরলী শিক্ষা

শ্রীরাধার উক্তি

সুহই

মাধব মুরলী শিখাওবি মোয়।
কোন রন্ধ্রের স্বরে মৃত তরু মুঞ্জরে
ফল ফুল বিকসিত হোয়॥
কোন রন্ধ্রের স্বরে ধবলী শ্যামলী ফিরে
ময়ূর ময়ূরী আসি নাচে।
কোন রন্ধ্রের স্বরে পুলকিত কলেবরে
হরিণ হরিণী আস্যে কাছে॥
কোন রন্ধ্রের স্বরে যমুনা উজান ধরে
রবি ডাড়াইঞা শুনে গান।
পবন গমন ছাড়ি শ্রবণ অঞ্জলি ভরি
অধর অমৃত করে পান॥
কি শুনি যুবতি সতি ছাড়এ আপন পতি
তোমার পরশ-রস আশে।
দীনবন্ধু দাস বলে পড়িঞা চরণতলে
শিখাইঞা পুর অভিলাষে॥ ৫০॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

সুহই

সুন্দরি তেজহ নাগরি-সাজে।
নাগর শ্যাম বরণ বিনু মোহন
মধুর মুরলী নাহি' বাজে॥
মৃগমদ লেপি সকল তনু ঝাঁপহ
শ্যামল হোয়ব দেহ।
তুহুঁ নিজ নাম যতন করি ভাবহ
বিছুরহ ধন জন গেহ॥
কবরি উতারি চূড় সিঁখি চন্দ্রক
বান্ধহ আপন মাথে।
পীত বসন পরি ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম করি
মুরলি ধরহ দুটি হাথে॥
মুখ-রস দেই অধর করি আরদ
প্রাণ-বায়ু দেহ রন্ধ্রে।
দীনবন্ধু ভণ মুরলি আলাপন
হোয়ত বহু পরবন্ধে॥ ৫১॥

শ্রীরাধার উক্তি

কামোদ

অলকা তিলক দিঞা পীত বাস পরাইঞা
চূড়াটি বান্ধিঞা দেহ মাথে।
কস্তুরি লেপিঞা মোর বরণ করহ কাল
মোহন মুরলী দেহ হাথে॥
শুনিঞা রাইর বাণী বিদগধ শিরোমণি
বসন ভূষণ পরাইঞা।
চান্দ-মুখ হেরি হেরি অধর চুম্বন করি
রসভরে উলসিত হিয়া॥
ভাবে পহুঁ গদ গদ ছান্দাইঞা দুটি পদ
মোহন মুরলী দিল হাথে।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম করি দুহুঁ অঙ্গ হেলাহেলি
মুরলী বাজাএ এক সাথে॥
বদনে বদন লাগে হিয়াএ মদন জাগে
পুলকে পুরল দুহুঁ তনু।
দীনবন্ধু দাস বলে পরম আনন্দ ভরে
মুরলী বাজায় রাই কানু॥ ৫২॥

গোষ্ঠলীলা

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখার উক্তি

সারঙ্গ

গহন কাননে অশেষ ভয়
ধাওয়া ধাওই বড় উচিত নয়
অতি সুকোমল চরণ তায়
কুশাংকুর পাছে বাজে রে।

লতাএ জড়িত পথের মাঝে
উ'চা নিচা কত পাষাণ বাজে
ঘামিল ও মুখ-পঙ্কজরাজে
ধাইতে বনের মাঝে রে॥
বিষম সংকট লাগএ মনে
বিপুল কণ্টক আছ এ বনে
পথপানে চাঞা না চল কেনে
মরি যে মনের তাপে রে।
একি হল্য মোর দারুণ দায়
যদি বাজে তোর কোমল পায়
দেখিলে তবে কি বলিবে মায়
অই ভয়ে প্রাণ কাঁপে রে॥
ও মুখ বিকচ কমল বলি
মধুলোভে পাছে দংশে অলি
চল চল সব রাখাল মেলি
কি ফল কাননে ধাইঞা।
চল চল বন তেজিঞা মাঠে
কলিন্দ-নন্দিনী নদীর ঘাটে
বংশীবট তট নিকট বাটে।
বসিঞা রহিব যাইঞা॥
আর এক ভয় আছএ মনে
এত দুখ যদি জননী শুনে
তোরে কভো নাহি পাঠাবে বনে
আমা সভাকার সঙ্গে রে।
মধুর মধুর বাজাঞা বেণু
চল চল সভে লইঞা ধেনু
দীনবন্ধু মাগে চরণ-রেণু
পড়িঞা পদতলে রঙ্গে রে॥ ৫৩॥

রামকৃষ্ণের জলক্রীড়া

সারঙ্গ

রাম কানাই আসিঞা কালিন্দীতীরে রে।
বসন রাখিঞা ঝাঁপিঞা ঝাঁপিঞা
কালিন্দীর জলে গিরে রে॥
উঠি উঠি পুন পড়ই সঘন
কলরব করি হাসে রে।
হুলাহুলি দিঞা সাঁতার বাহিঞা
কালিন্দীর জলে ভাসে রে॥
পরশ পাইঞা উলসিত হঞা
যমুনা উজান ধরে রে।
অখিলের পতি পাঞা পুণ্যবতী
ভাসিল আনন্দনীরে রে॥
তটে ধেনুগণ আনন্দে মগন
দেখিঞা খেলার বিধি রে।
দীনবন্ধু বলে কত পুণ্যফলে
যমুনা হইল নদী রে॥ ৫৪॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাখালের উক্তি

সারঙ্গ

কানাই ফিরা রে ধেনু ফিরা রে।
এ কি ঠাকুরাল কে তোর রাখাল
সভাই গোয়ালছাল্যা রে॥
কত বারে বার ফিরাইব আর
ধবলি শ্যামলি চোরা রে।
খন্দ খাইলে মন্দ বলিলে
ডাড়াঞা দেখিব মোরা রে॥
ধেনু না ফিরাল্যে আখি আড় হল্যে
পালে পালে হবে মেলা রে।
গোধন হারাবে চাহিঞা বেড়াবে
তখনি করাবে খেলা রে॥
হের দেখ ভাই তোর চোরা গাই
ধাইঞা চলিল কতি রে।
দীনবন্ধু বলে ধেনু না ফিরাল্যে
হইবে তোমারি ক্ষতি রে॥ ৫৫॥

বংশীরবে ধেনু ফিরানো

প্রবন্ধ

মধুর মধুর মধুর হাসি
বদনে পুরত মোহন বাঁশী
শুনি বেণু-রব আসি ধেনু সব
রহল বদন হেরিঞা।

জলদ শবদ ভরম ভোর
পিব পিব পিব চাতকি বোল
ময়ূর ময়ূরী উভ পুচ্ছ করি
চৌদিগে নাচত ঘেরিঞা॥
হরিণী তেজিঞা হরিণ-সঙ্গ
বিপুল পুলকে ভরল অঙ্গ
ছুটত খেলত হিলত দোলত
নিকটে নাচত আসিঞা।
শুনিঞা বাঁশীর মধুর গান
মৃততরু পাঞা জীবন দান
নয়ল নয়ল ফল-ফুল-দল
ধরল ইষত হাসিঞা॥
হেরি সহচর ভাইর রঙ্গ
আনন্দের ভরে না ধরে অঙ্গ
নানা ফলমূলে সুশীতল জল
আনি দিল মুখে পূরিঞা।
সুবল গাঁথিঞা চম্পকমাল
ভাই-এর গলাএ পরাএ ভাল
দেখিতে দেখিতে মনের কৌতুকে
দীনবন্ধু রহে ভুলিঞা॥৫৬॥

শ্রীকৃষ্ণের বনবিহার

রাধাস্মৃতি

তথারাগ

বনে বনে করত বিহার।
আনন্দের নাহি জনু পার॥
ফল ফুল বিকসিত কুঞ্জে।
ভ্রমরা ভ্রমরীগণ গুঞ্জে॥
কনকলতা অবলম্ব।
বিকসিত কুসুম-কদম্ব॥
হেরইতে নাগর কান।
রাই রমণী ভেল ভান॥
যব দাড়িম ফল হেরি।
নিজ করে ধরে কত বেরি॥
চুম্বই বান্ধুলি ফুল।
ঘন ঘন খসই দুকুল॥
রাধা সঙ্গম আশে।
ঘন লখই চারি পাশে॥
আকুল গোকুল ইন্দু।
সংগতি চলু দীনবন্ধু॥ ৫৭॥

সুবল মিলন

ধানশী

রসিক নাগর বিরহে কাতর
পড়িল ধরণীতলে।
মরম জানিঞা বেথিত হইঞা
সুবল করিল কোলে॥
সুবল মধুর মধুর বলে।
আচম্বিতে আসি রাধাকুণ্ডে বসি
অচেতন কেনে হল্যে॥
বন-দাবানলে আর বিষ-জলে
প্রাণ দান দিলে তুমি।
সো ধার শোধিব যো বোল বলিব
তাহাই করিব আমি॥
সজল নয়ন দেখি মোর মন
কে জানে কেমন করে।
দীনবন্ধু কহে তনু মন দহে
রাইর বিরহ জ্বরে॥ ৫৮॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ধানশী

শুন হে সুবল ভাই নিবেদন করি।
কহিতে বাসিএ লাজ না কহিলে মরি॥
গাথিঞা চাঁপার মালা কেনে পরাইলি।
চাঁপার বরণ গোরি মনে পড়াইলি॥
জাবটে আছ এ ধনি জটিলার ঘরে।
বিষম সঙ্কট বড় কি বলিব তোরে॥
যদি মিলাইতে পার আনি কোন ছলে।
হইব তোমার দাস জনমের তরে॥
তুয়া পথ চাহিঞা রহিলাম কুঞ্জবনে।
না আইলে রসবতী মরিব জীবনে॥

শুনিঞা সুবল কত করি আশোয়াস।
জাবটে চলিল কহে দীনবন্ধু দাস॥ ৫৯॥

কামোদ

সুচতুর সুবল পবনগতি ধাওল
আওল জাবট মাঝ।
জটিলা নিকট আসি সোই কহতহি
মলিন বদন দ্বিজরাজ॥
আগো মাই কি কহিব দুখ পরিশেষ।
বাছুরি খোঁজি খোঁজি ইথে আওলুঁ
ভরমি ভরমি কত দেশ॥
পানি পিয়াসে শাস নাহি আওত
জীবন করত কি জান।
শুনি জটিলা কহে রন্ধন মন্দিরে
শীতল জল কর পান॥
নিরজন অন্দর রাইক মন্দির
সুবল চলল তহিঁ মাঝ।
দীনবন্ধু কহে সুবল হেরি গৃহে
রাই বুঝল সব কাজ॥ ৬০॥

শ্রীরাধার উক্তি

ধানশী

আস্য আস্য আস্য পরাণ সুবল
এ কি অপরূপ দেখা।
কহ দেখি বনে আছএ কেমনে
তোমার পরাণ-সখা॥
যখনি হইতে শিঙ্গার সহিতে
বাজিল সাজন-বেণু।
বনের বিপদ পথের আপদ
ভাবিতে অবশ তনু॥
ঘরের বাহির মোরে অতি দূর
যুবতি কুলের বালা।
বিরহ আনলে জ্বলিঞা কান্দি এ
করিঞা ধূমার ছলা॥
কামনা করিঞা সাগরে মরিঞা
হব সহচর সখা।
দীনবন্ধু বলে সহচর হল্যে
সদাই হইবে দেখা॥ ৬১॥

সুবলের উক্তি

ধানশী

হাসিঞা সুবল কহে শুন বিনোদিনি।
তোমারে লইঞা যাত্যে আসিঞাছি আমি॥
সহচর ছাড়ি হরি তোমার লাগিঞা।
অচেতনে রাধাকুণ্ডে আছএ পড়িঞা॥
ধরিঞা আমার বেশ করহ পয়ান।
দরশন দিঞা শ্যামের দেহ প্রাণদান॥
আপনার বসন ভুষণ দেহ মোরে।
ধরিঞা তোমার বেশ আমি রহি ঘরে॥
দীনবন্ধু দাস বড় উলসিত হিয়া।
পুরিল মনের সাধ বচন শুনিঞা॥৬২॥

শ্রীরাধার সুবল বেশ

ধানশী

পরিবার নীল শাটী দিল আজাড়িঞা।
কটিতে বান্ধিল ধটী যতন করিঞা॥
কুচযুগ ঝাঁপিঞা উড়নি দিল গাএ।
মণিময় রতন নূপুর নিল পাএ॥
মকুরে নিরখি মুখ সিন্দুর উবরি।
বান্ধিল বিনোদ চূড়া আলাঞা কবরি॥
করের কঙ্কণ দিল সুবলের হাথে।
নিজ করে কবরী বানাঞা দিল মাথে॥
সুবলে রাখিঞা ঘরে কয়ল পয়ান।
দীনবন্ধু দাস তছু পদতলে গান॥ ৬৩॥

শ্রীরাধার বনে গমন

কানড়

নিজ মন্দির তেজি গতং ঝটকং।
চলকুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ডতটং॥
মদমত্তমতঙ্গজ মন্দগতা।
জটিলাপদপঙ্কজ-ধূলিনতা॥
নত কন্ধর হেরি গতং সুবলং।
জটিলা জয় দেই বনে কুশলং॥
মধুরাধরবাদ সুধা সম মীঠ।
গুরু গর্ব্বিত ছন্দিত দেওল পীঠ॥

সুবলাকৃতি রাই বনে গমনং।
দীনবন্ধুকলিতং ভণনং॥ ৬৪॥

মিলন

ধানশ্রী

বিপিনে ভরল অতি মনোহর
রাইর অঙ্গের গন্ধ।
চকিত নয়নে দশ দিশ পানে
হেরই গোকুলচন্দ॥
নাগরের অধিক বাঢ়ল সাধা।
সুবলের সনে নিকুঞ্জ ভবনে
অবহি মীলব রাধা॥
ভাবিতে ভাবিতে জাবটের পথে
রাইরে দেখিল একা।
মনে অনুমানে রসবতী বিনে
আইল সুবল সখা॥
বরণ বয়স সুবলের বেশ
কিছুই নাহিক ভেদ।
সুবল ফিরিঞা আইল বলিঞা
দ্বিগুণ বাঢ়িল খেদ॥
নয়নের জল করে ছল ছল
বিনয় করিঞা বলে।
অভিমান করি না আল্য সুন্দরী
কি দোষে ছাড়িল মোরে॥
শ্যামের পিরীতি আদর আরতি
বুঝিতে কুলের বালা।
মনের কৌতুকে অবনত মুখে
রহিল করিঞা ছলা॥
রসিক নাগর না পাঞা উত্তর
পড়িল ধরণীতলে।
রসিক নাগরী দু বাহু পসারি
বন্ধুরে করিল কোরে॥
অঙ্গের পরশে রসের আবেশে
ভাঙ্গিল মনের ধন্দ।
অনেক দিনের ভুখল চকোর
পাইল শারদ চন্দ॥
রাধার অধর সুধার সাগর
নাগর করএ পান।
আনন্দের ভরে আপনা না ধরে
দীনবন্ধু দাস গান॥ ৬৫॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ধানশ্রী

সুন্দরি কহ কহ বচন বিশেষ।
কী ফল ধয়লি সুবল সম বেশ॥
একলি কুঞ্জে কয়লি অভিসার।
কতি রহু সুবল বুঝই নাহি' পার॥
মঝু মনে সংশয় তুয়া মুখ হেরি।
একলি সুবল আওল বুঝি ফেরি॥
তবহি' বিরহজর অন্তর কাঁপ।
তৈখনে পরশি মিটাওলি তাপ॥
দীনবন্ধু ভণ শুন বরনারি।
বুঝইতে সংশয় চরিত তোহারি॥ ৬৬॥

শ্রীরাধার উক্তি

ধানশ্রী

গোধন লইঞা বেণু বাজাইঞা
গহনে আইলে তুমি।

[৬৪] সুবল বেশধারিণী শ্রীরাধা নিজ মন্দির ত্যাগ করিয়া দ্রুত গমনে চলিলেন। গতিবেগে দুলিয়া দুলিয়া কানের কুণ্ডল গণ্ডতট মণ্ডিত করিতে লাগিল। সুবল বেশধারিণী রাই চলিলেন মদমত্ত হস্তি-নিন্দিত মন্দগতিতে। যাত্রাকালে তিনি নত হইয়া জটিলার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। সুবল বেশধারিণী প্রণতা রাইকে নত কন্ধরে যাইতে দেখিয়া জটিলা জয়ধ্বনি করিয়া কুশল কামনা করিলেন। মধুরাধরে সুধাসম মিষ্ট অতি মৃদুস্বরে কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে গুরুগৌরব ছেদনপূর্ব্বক রাধা তাঁহাদের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন (উপেক্ষা দেখাইলেন)। সুবলাকৃতি শ্রীরাধার বনে গমন দীনবন্ধু আনন্দে বর্ণনা করিলেন।

তখনি হইতে কত উঠে চিতে
কাদিঞা মরিএ আমি ॥
বন্ধু কত না কহিব তোরে।
তবহি' সুবল তোমার কুশল
সকলি কহিল মোরে ॥
মোরে পাঠাইঞা কুলবধূ হঞা
রহিল ঘরের কাজে।
তোমা দরশনে হরষিত মনে
আইলাম সুবল সাজে ॥
আমি পরাধীন তেঁঞি সে এমন
বাহির হইতে ছলা।
দীনবন্ধু বলে এমতি নহিলে
কেমনে পাইবে কালা ॥ ৬৭ ॥

সুবলের বনে আগমন

সুহই

রাইক বয়স বরণ বেশ সমতুল
সুবল বিনোদিনী সাজ।
রন্ধন পরিবেশন গৃহ লেপন
অবধি কয়ল সব কাজ ॥
সুবল রসময় চতুর সুজান।
যমুনা-জল-অব- গাহন ছল করি
কুঞ্জে করল পয়ান ॥
গাগরি বারি ঢারি ভরি মোদক
পুরি ঝুরি বিবিধ মিঠাই।
তাম্বুল কর্পূরে লেই চলু খরতর
গুরুজন নয়ন ছাপাই ॥
চঞ্চল বাম নয়ন ঘন চাহনি
বাম চরণ গতি মন্দ।
ও পদ-পঙ্কজ- রজ-ধূসর অলি
কতদিনে হব দীনবন্ধু ॥ ৬৮ ॥

তথারাগ

বনে বনে আসি কুণ্ড পরবেশল
সুবল বিনোদিনী সাজে।
লহু লহু হাসি আসি পহু মীলল
ধনি অবনতমুখ লাজে ॥
রাইক হৃদয় জানি পহু মাধব
বিদগধ রসিক সুজান।
সুবলেরে পুছই সকল শুভ মঙ্গল
দিঞা আলিঙ্গন দান ॥
গমনাবধি পুন কুণ্ড সমাগম
সুবল কহল শুভবাণী।
মল্লিক মাল গাঁথি পহু রসবতি
সুবলে পরাওল আনি ॥
মন্দির গমন শমন সম মানই
জর জর কাতর দেহ।
দীনবন্ধু কহে বিরহ বিপদ ভয়ে
বিছুরল পরিজন গেহ ॥ ৬৯ ॥

জটিলা ও রাধাবেশধারী সুবল

ধানশী

বধূরে গমন বিলম্বে তখন
জটিলা কুটিলমতি।
যমুনার তটে কুঞ্জ নিকটে
চলিল তুরিত গতি ॥
বনে বনে আসি রাধাকুণ্ডে পশি
দেখিল শ্যামের কাছে।
রাধা বিনোদিনী কুলকলঙ্কিনী
বধূ ডাড়াইঞা আছে ॥
অবুধ পাগলি নিজ বধূ বলি
ধরে সুবলের করে।
সুবলের বেশে রাধিকা তরাসে
পলাইল নিজ ঘরে ॥
লোহিত লোচন কঠিন বচন
সঘন তাজনী তাজে।
দীনবন্ধু বলে ধরি সুবলেরে
আনিল গোকুল মাঝে ॥ ৭০ ॥

জটিলার নিজগৃহে আগমন

তথারাগ

যশোদা রোহিণী সকল গোপিনী
দেখিঞা পুছই কথা।

বধূর করেতে ধরি আচম্বিতে
কি লাগি আইলে হেথা॥
জটিলা কুটিল কহিল সকল
ধরি সুবলের হাথে।
নন্দের কুমার বনের ভিতর
দেখিলাম বধূর সাথে॥
তখনি সুবল হাসি খল খল
করল আপন সাজ।
যশোদার মন আনন্দে মগন
জটিলা পাইল লাজ॥
পবন গমনে আইল ভবনে
হৃদয়ে রহল ধন্দ।
আস্য আস্য বলে চরণ পাখালে
বিনোদিনী দীনবন্ধু॥ ৭১॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্ত্য

তথারাগ

রসে ঢর ঢর বিনোদ নাগর
বসিঞা রাইএর কোরে।
মুখ নিরখিঞা উলসিত হঞা
ভাসিল নয়ন জলে॥
হরি হরি একি অপরূপ ধন্দ।
রাই রাই করি কান্দিঞা আকুল
হইল গোকুলচন্দ॥
রাইর আঁচর ধরি গিরিধর
কান্দিতে কান্দিতে বলে।
রসবতি সনে আর কত দিনে
বিধি মিলাওব মোরে॥
পুলকিত তনু মলিন বদন
অঝোরে নয়ন ঝরে।
পরাণ পুতলী অধিক মুরলী
পড়িঞা রহিল দূরে॥
পিরীতি পাগল রসিক নাগর
দেখিঞা আপন কোরে।
দীনবন্ধু ভণে রসবতি প্রেমে
ধৈরজ ধরিতে নারে॥ ৭২॥

শ্রীরাধার উক্তি

শ্যামের আরতি দেখি রসবতী
মনে অনুমান করে।
বন্ধু তিলে তিলে আমা না দেখিলে
পরাণ ধরিতে নারে॥
আহা মরি মরি নিছনি লইঞা
এমন পিরীতি কার।
আমরা অবলা কুলবতী বালা
কি দিঞা শোধিব ধার॥
এমতি জানিঞা শ্যামেরে আনিঞা
হিয়ার উপরে ধরি।
ও চান্দ-বদন করিতে চুম্বন
চেতন পাইল হরি॥
অধনের ধন হারাইঞা যেন
পাইল পুণ্যের ফলে।
দীনবন্ধু ভণ মদনমোহন
রাইএরে করিল কোরে॥ ৭৩॥

কুঞ্জভঙ্গ

তথারাগ

চৌদিগে অরুণ কিরণ পরকাশ।
ছোড়ল মধুকর কুমুদিনী পাশ॥
ময়ূর ময়ূরী রব কোকিলনাদ।
বানরী শবদ পরম পরমাদ॥
দুহুঁ জন জানি রজনি অবশেষ।
তুরিতহিঁ দুহুঁক বনাওল বেশ॥
অনুমতি মাগি চলল বর কান।
নিজ মন্দিরে পহুঁ কয়ল পয়ান॥
দীনবন্ধু ভণ বিদগধরাজ।
সময় উচিত বুঝি সাধল কাজ॥ ৭৪॥

গোষ্ঠযাত্রাকালে শ্রীরাধার কৃষ্ণ সন্দর্শন

ধানশী

রসকথা কহে ধনি পুলকিত তনু।
হেন বেলায় গোঠেরে সাজিল রাম কানু॥

শিঙ্গা বেণুরব ধনীর প্রবেশিল কানে।
চকিত হরিণী যৈছে চাহে চারি পানে॥
ছল করি বাহির হইঞা সখী সঙ্গে।
অনিমিখে চান্দমুখ নেহারই রঙ্গে॥
রসের আবেশে কুলভয় তেয়াগিয়া।
দেখাইছে বিনোদিনী অঙ্গুলি বাঢ়াঞা॥
প্রিয় সুবলের অঙ্গে অঙ্গ হেলাইঞা।
অই যায় প্রাণনাথ নাচিঞা নাচিঞা॥
হাসিতে হাসিতে চাহে নয়নের কোণে।
দীনবন্ধু দাস কহে লাগিল মরমে॥ ৭৫॥

ধানশী

শুনি পহুঁ বিজয়-, বেণুরব-মাধুরী
ঝর ঝর ঝরই নয়ান।
ছল করি সুন্দরি মন্দির পরিহরি
হেরইতে করল পয়ান॥
সুন্দরী ধাওল দরশন আশে।
গুরুজন-গঞ্জন- কণ্টক-শঙ্কিত
অবধি রহল পথ পাশে॥
নব নব গোপ সঙ্গে যদুনন্দন
চলতহিঁ গোঠ-বিহারে।
প্রিয় বসুদাম- কন্ধ অবলম্বন
মন্থর গতি অনিবারে॥
দূর সঞে ও মুখ মণ্ডল হেরইতে
সুন্দরি পুলকিত অঙ্গ।
অনিমিখ নয়নে বয়ন ধনি হেরত
দীনবন্ধু সখি সঙ্গ॥ ৭৬॥

ধানশী

গোধন সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন
হেরইতে গোঠবিলাস।
সহচরি কর অবলম্বই সুন্দরী
কহতহিঁ গদ গদ ভাষ॥
দেখ সখী ও নবনাগর কান।
বিম্বাধর পর মুরলি বিরাজিত
গাওত পঞ্চম তান॥
শ্রুতিমূলে কুণ্ডল ঘন ঘন দোলত
সঘন ঢুলাওত মাথ।
শ্রীদামের কান্ধে হাথ অবলম্বন
চলতহিঁ জীবননাথ॥
মরমকি বচন কহই নাহিঁ পারিএ
কাহে নয়নে ঝরু লোর।
দীনবন্ধু কহে শুন শুন সুন্দরি
তুয়া দরশনে ভেল ভোর॥ ৭৭॥

ধানসী

গোধন সঙ্গে রঙ্গে ব্রজবালক
গোঠে বিজই নটরাজ।
জয় জয় নাদ করত সব কুলবতি
পরিহরি কুলভয় লাজ॥
সজনী মঝু মনে লাগই সাধ।
করে ধরি কান আনি নিজ মন্দিরে
গোঠ-গমন করি বাদ॥
ব্রজপতি-দম্পতি বড়ই কঠিন-মতি
গোকুল গোপ গোয়ার।
কাননে চলইতে অনুমতি দেওল
কে জানে কেমন মন তার॥
কোমল পদতল কুচপর ধরইতে
পদবেদন-ভয় মানি।
সো পুন কাননে কৈছনে ধাওব
দীনবন্ধু কহ জানি॥ ৭৮॥

পরস্পর দর্শন—শ্রীকৃষ্ণের সংকেত

সুহই

চলইতে চরণ অথির গতি মন্থর
ঢর ঢর নাগর কান।
সুন্দরি মুখ হেরি আকুল অন্তর
ঝর ঝর ঝরই নয়ান॥
কুঞ্চিত কেশ বেশ ভেল বিগলিত
ঘন ঘন গলিত পিধান।
উলটি নেহারি করই কর-সংকেত
নিধুবন কুঞ্জ পয়ান॥
সংকেত-বাণি জানি নব-রঙ্গিণি
থীর নয়নে পথ চায়।
কাঠকি পুতলি যৈছে নাহি লম্বই
তৈছে রহল ধনি ঠায়॥

দারুণ বিপিন জলদ যব ঝাঁপল
শ্যাম সুনাগর চন্দ।
রাইক নয়ন- চকোর নিরাশল
দীনবন্ধু পহুঁ ধন্দ॥ ৭৯॥

শ্রীরাধার বিলাপ

তনু তনু লাগি জাগি নিশি বঞ্চই
তহিঁ পুন বিঘটন মানি।
দীপ জারি মঝু বদন নেহারই
সো পুন বিছুরল জানি॥
সজনি মঝু মনে লাগএ ধন্দ।
নব নব লেহ কৈছে অব তেজল
বিদগধ গোকুলচন্দ॥
মঝু মুখ হেরি ফেরি পুন ধাওল
নবিন পিরীতি করি বাদ।
না জানিএ কোন গহন পরবেশল
অবহিঁ পড়ল পরমাদ॥
মাইক অচল প্রেম পহুঁ বারল
সজল বন দূরেদেশ।
কো পুন সাধি কান বাহুড়াওব
গণি গণি পাঁজর শেষ॥
বিরহ বেয়াধি সহই নাহি পারিএ
অব জীবন জরি যায়।
সহচরি দীন- বন্ধু কহ কৈছনে
মীলব শ্যামর রায়॥ ৮০॥

পাহিড়া

প্রিয় সহচরীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইঞা।
হা নাথ বলিঞা কান্দে করুণা করিঞা॥
অনেক পুণ্যের ফলে মিলাওল বিধি।
কে মোর হরিঞা নিলে শ্যাম গুণনিধি॥
যশোমতী নন্দ ঘোষ কি বলিব তারে।
কেমনে বিদায় দিল বনের ভিতরে॥
কি করিব কোথা যাব কহ না উপায়।
পিয়া বিনু হিয়া মোর ধরণে না যায়॥
দূরে রহুঁ কুলবতি ধৈরজ লাজ।
দীনবন্ধু কহে পড়িল অকাজ॥ ৮১॥

শ্রীরাধার উক্তি

ধানশী

সহচরি-কর- পল্লব ধরি সুন্দরি
কহতহিঁ গদগদ ভাষ।
নাগর দরশ- পরশ-রস লালসে
জীবন পড়ল নিরাশ॥
সজনি বহুত মিনতি করি তোয়।
ছল করি গুরুজন মন্দির পরিহরি
নাহ মিলাওবি মোয়॥
নব নব গোপ সঙ্গে যদুনন্দন
করতহিঁ গোঠ-বিহার।
বিরহ-বেয়াধি কুহই নাহিঁ পারিএ
তহিঁ করহ অভিসার॥
আধ পলক যদি করহ বিলম্বন
তবহিঁ মরব তুয়া আগে।
সহচরি দীন- বন্ধু শুনি সাজল
রাই সঙ্গে অনুরাগে॥ ৮২॥

শ্রীরাধার অভিসার

ধানশী

তুহুঁ যদি সুন্দরি ভেটবি কান।
মঝু উপদেশ করহ অবধান॥
কুসুম চয়ন ছল কর অনুবন্ধ।
তাহিঁ মিলাওব গোকুলচন্দ॥
শুনইতে সুন্দরী উলসিত ভেল।
মোতিমদাম দূতিগলে দেল॥
দূতিক পাণি ধয়ল নিজ হাথ।
সাজল সুন্দরি সহচরি সাথ॥
গজগামিনি মুনিমোহন বেশ।
রস পরিহাসে কুঞ্জ পরবেশ॥
তরু তরু কিশলয় কুসুম উতারি।
শেজ বিছাওল মেলি সহচরি॥
হরি-পরিরম্ভণ সাধহিঁ ভোর।
পুন পুন শামরি সখি করু কোর॥
তৈখনে মদন দ্বিগুণ পরকাশ।
দীনবন্ধু চলু নাগর পাশ॥ ৮৩॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি

ধানশী

সহচরী আসি গোঠ পরবেশল
যাহা বিদগধ নটরাজ।
মোতিম দাম হাথ করি কহতহি°
সহচরি সংগতি মাঝ॥
মাধব তুহু নব জলধরদেহ।
জিতি বকপাঁতি ভাতি মণি মোতিম
পথি মাঝে পাওলু এহ॥
মুকুট পিঞ্জ জনু ইন্দ্র-শরাসন
ঘন-রব মুরলি নিনাদ।
তড়িদিব পীত বসন কটি-শোভিত
হেরইতে লাগএ সাধ॥
রাতুল ধাতু অতুল গিরি-সম্পদ
যদি ভূষণ কর অঙ্গে।
বিঘটন সুঘটন অরুণ উদয় যেন
তুয়া মুখ শশিকর সঙ্গে॥
শুনি সখি-বাণি জানি পহু মাধব
গিরিগামিনি ধনি রাধা।
উলসিত দেহ বঙক দিঠি কৈতবে
পুরল সহচরি সাধা॥
দুতি মোতি হরি- কণ্ঠে পিন্ধাওল
চললহি° গোকুল পন্থ।
দীনবন্ধু জগ জন করি গোপন
আওল বিপিনকি অন্ত॥ ৮৪॥

শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জে আগমন

ধানশ্রী

রাইক কুঞ্জ- গমন শুনি মাধব
অন্তর উলসিত ভেল।
সহচর কেলি ধেনুগণ চারণ
দুরহি° দুরে সব গেল॥
হরি হরি বিদগধ নাগররাজ।
ছল করি সুবল- করে ধরি সাজল
গিরি গোবর্দ্ধন মাঝ॥
তরু তরু চম্পক হেরি পুলক তনু
রাই বরণ অভিলাষে।
গদ গদ বচন এক পদ চলইতে
মুরছি পড়ই পথ পাশে॥
সুবল উঠাই লেই চলু মাধব
গোবর্দ্ধন পরবেশ।
দীনবন্ধু ভণে দোঁহে দোঁহা দরশনে
আনন্দের নাহি শেষ॥ ৮৫॥

শ্রীরাধার অনুরাগ

ইমন কল্যাণ

শ্যাম নাগর বড় রসিয়া।
শুনিঞা মধুর বেণু অবশ হইল তনু
অঙ্গের বসন পড়ে খসিঞা॥
নয়ন সন্ধান শরে মরমে বিন্ধিলে মোরে
জাতি কুল নিলে মোর হাসিঞা।
শুনিঞা মধুর বেণু অবশ হইল তনু
জলেতে কলসী গেল ভাসিয়া॥
চাতকী চাতকে পিব পিব বলি ডাকে
শুনিয়া জলদরব বাঁশিয়া।
কেলিকদম্বের তলে মেঘ নামিঞাছে বল্যে
ময়ুর ময়ুরী নাচে আসিঞা॥
নিতি জলে আসি যাই এমন আর দেখি নাই
মরমে রহিল রূপ পশিঞা।
দীনবন্ধু দাস বলে হেন মোর মন করে
অহর্নিশি দেখি রূপ বসিঞা॥ ৮৬॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

তথারাগ

কালিন্দীর কূলে নাগররাজ
দেখি কুল শীলে পড়িল বাজ
নয়ন সন্ধানে ভাঙ্গিল লাজ
হৃদয়ে রহল ধন্দ রে।
মদনমোহন চূড়ার ছান্দ
কুলবতীচিত বান্ধিতে ফান্দ
তাহার উপরে ময়ূর চান্দ
পবনে উড়িছে মন্দ রে॥

কপালে চন্দন শরদ-শশী
সুরঙ্গ অধরে মধুর হাসি
রাধা রাধা বলি বাজায় বাঁশী
উগারে অমিয়াপুঞ্জ রে।
নবীন পল্লব শিরীষ ফুলে
শেজ বিছাইঞা কদম্বমূলে
চৌদিগে ঘেরিঞা মাধবী দলে
তাহি করল কুঞ্জ রে॥
দেখি মোর মুখ আনন্দভরে
পড়িল মুরলী ধরণীতলে
বিকচ কমল চুম্বন করে
পুলকে পূরিত অঙ্গ রে।
দেখিঞা যে ধনী ধৈরজ ধরে
কুলবতী সতী বলিএ তারে
আমার পরাণ না রহে ঘরে
মাগএ শ্যামের সঙ্গ রে॥
অবহুঁ যে ধনী বিলম্ব করে
গোবিন্দের পদ দোহাই তারে
ত্বরিতে লইঞা চলহ মোরে
রসিক নাগর পাশে রে।
নিরখি বদন শরদ চান্দ
নয়ন পাওব জনম আঁধ
পূরব সকল মনের সাধ
কহে দীনবন্ধু দাসে রে॥ ৮৭॥

শ্রীরাধার প্রেমবৈচিত্ত্য

ধানশ্রী

পিরীতি আদরে নাগরের কোরে
বসিঞা মনের সাধে।
ভুখিল চকোর নয়ন যুগল
পড়িল বদন-চান্দে॥
ধনী আউলাল্য আনন্দ ভরে।
ভাবে গদ গদ আধ আধ পদ
বচন কহিতে নারে॥
নয়নের জল করে ছল ছল
ঢাকিল আঁখির তারা।
অধনের ধন ও চান্দ-বদন
পাইঞা হইল হারা॥
মুরুছা খাইঞা ধরণী পড়িঞা
কান্দিঞা কান্দিঞা বলে।
অনেক সাধের পরাণ পুতলী
কে মোর হরিঞা নিলে॥
মনের আগুন উঠিল দ্বিগুণ
কহিব কাহার কাছে।
দীনবন্ধু বিনে এ তিন ভুবনে
কে মোর বেথিত আছে॥ ৮৮॥

সুহই

নাগর-কোরে ভোরি বর-নাগরি
অনিমিখ হরিমুখ চাই।
দারুণ বিধি যব নিমিখ ঘটাওল
বিরহ বেয়াকুলি রাই॥
হরি হরি কি কহব প্রেমতরঙ্গ।
নাগর-কোরে বৈঠি ধনি কহতহি
কবে হব শ্যামর সঙ্গ॥
সো মুখচান্দ ছান্দ কিএ হেরব
মধুরিম হাস বিকাশ।
পুন কিএ কুঞ্জ- শেজ পর বৈঠব
বিদগধ নাগর পাশ॥
সদয় হৃদয় বিধি দেওল রসনিধি
কোনে চোরাওল মোর।
দীনবন্ধু কহে ধনি অতি পাগলি
ধরণি পড়ল পহুঁ ভোর॥ ৮৯॥

শ্রীকৃষ্ণের মিনতি

ধানশী

রাইর পিরীতি আদর আরতি
দেখিঞা লাগিল ধন্দ।
মানের ভরমে ধরিঞা চরণে
আকুল গোকুলচন্দ॥
নাগর কান্দিতে কান্দিতে বলে।
আচম্বিতে আসি মোর কোলে বসি
অচেতন কেনে হল্যে॥

জনমে জনমে জীবনে মরণে
তোমার নফর আমি।
বিরহ আনলে তেজিব পরাণ
পিরীতি ভাঙ্গিলে তুমি॥
উঠ উঠ ধনি চরণ দুখানি
ধরহ আমার মাথে।
দীনবন্ধু বলে রাই পদতলে
যুড়িঞা যুগল হাথে॥ ৯০॥

নৌকাবিলাস

তথারাগ

এখনি আমরা গিছিলাম মথুরা
না ছিল যমুনা বান।
হেদে আচম্বিতে ফিরিঞা আসিতে
জল বহে কানে কান॥
বড়াই পরাণ না রহে ধড়ে।
কুমারের চাক জিনি ঘন পাক
ঘুরণী ঘুরিছে জলে॥
তিমিঙ্গিলগণ উঠে ঘন ঘন
দেখিঞা কাঁপএ হিয়া।
হেন মনে লয় পরাণ সংশয়
মথুরার বিকে যাঞা॥
ইবে কেহো যদি পার কর নদী
বিকাইব তার পায়।
দীনবন্ধু ভণে সহচরী সনে
চাপহ শ্যামের নায়॥ ৯১॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও সখীর উক্তি-প্রত্যুক্তি

ভাটিয়ালী রাগ

হেদে হে নায়্যর কালা।
পার কর‍্যা দাও যাইব গোকুল
উছর হইল বেলা॥
তরণী লইঞা আছ ডাড়াইঞা
অগাধ যমুনাজলে।
তীরে লোক ডাকে কেনে মিছা পাকে
না আস্য ঘাটের কূলে॥

আমরা যুবতি কুলবতি সতী
কহিতে সরম লাগে।
পার কর‍্যা দাও বেতন যা চাও
ধরিব তোমার আগে॥
পার‍্যাইব নদী তোমার অবধি
ডাড়াইঞা আছি ঘাটে।
দীনবন্ধু কয় করিঞা বিনয়
তুরিতে আস্যহ তটে॥ ৯২॥

ভাটিয়ালী

ধনী তিলেক ডাড়াঞা রয়্য।
আমি একা প্রাণ যমুনা দুকান
বুঝিঞা বচন কয়্য॥
তোর কুচগিরি মোর ভাঙ্গা তরী
কেমনে সহিবে ভার।
তেজিঞা বসন মণি আভরণ
চাপ দেখি একবার॥
নিতি নিতি যাও কিছুই না দাও
আজু না ছাড়িব আর।
আগে কর পণ ও নব যৌবন
তবে সে করিব পার॥
হৃদয়ে করিঞা তোমারে ধরিঞা
তরণী বাহিব জলে।
দীনবন্ধু কয় হেন মনে লয়
বজর পড়িল কুলে॥ ৯৩॥

ভাটিয়ালী

শুন হে নূতন নায়্যা।
নাহি জান তুমি রাজার যোগানি
আমরা গোপের মায়্যা॥
অঙ্গ মোড়াইঞা আঁখি ঢুলাইঞা
হাসিঞা কহিছ কথা।
হেন শঠপনা করে কোন জনা
শুনিঞা লাগএ বেথা॥
ইহা শুনে যদি মধুপুর-পতি
পাইবে উচিত ফল।
পার-কর‍্যা দিঞা ভরম লইঞা
যাও আপনার ঘর॥

পণের লাঘব করি অনুভব
আইলাম তোমার পাশে।
এ কি বিপরীত তোমার চরিত
শুনি দীনবন্ধু হাসে॥ ৯৪॥

ভাটিয়ালী

হেদে বড়াই কি বলে নায়্যর কালা।
হেন উঠে তাপ দহে দিঞা ঝাঁপ
এড়াইব সব জ্বালা॥
নয়ন নাচাঞা হাসিঞা হাসিঞা
কহে কত ছলে কথা।
যেন নিজ পতি দেখি হেন মতি
মরমে লাগএ বেথা॥
আমরা যুবতি কুলবতি সতি
কহিতে বাসিএ লাজ।
মুখ ঝাঁপি রহ উচিত না কহ
কেমন তোমার কাজ॥
রাজকন্যা আমি কংসের যোগানি
মথুরা নগর কাছে।
দীনবন্ধু ভণে এ তিন ভুবনে
কারে মোর ভয় আছে॥ ৯৫॥

ভাটিয়ালী

ধনী তুমি রাজার যোগানি যদি।
যমুনার ধারে বল বারে বারে
ভয়ে শুখাইবে নদী॥
কংসের বড়াই মোর কাছে নাই
তাথে কিবা মোর হয়।
আমি শিশুমতি তোমরা যুবতি
দেখিঞা লাগিছে ভয়॥
তোমা হেন নিধি মিলাইল বিধি
কি ধন মাগিব আর।
সরল হইঞা নাএ চাপসিঞা
অমনি করিব পার॥
তোমার লাগিঞা তটে তরী লঞা
বেলা গেল মিছা পাকে।
দীনবন্ধু কয় বিলম্ব না সয়
ও পারে মানুষ ডাকে॥ ৯৬॥

তথারাগ

রাইর বচনে উল্লসিত মনে
না-খানি আনিল তটে।
সহচরি মেলি দিঞা হুলাহুলি
আসিঞা নামিল ঘাটে॥
ধনী রঙ্গিয়া বড়াই সাথে।
নাএর উপরে চাপিল সকলে
ধরিঞা শ্যামের হাথে॥
অঙ্গের পরশে রসের আবেশে
অবশ দোঁহার গা।
রসের পাথারে যাইঞা সাঁতারে
টলবল করে লা॥
ভয়ে সখীগণ মুদিল নয়ন
ঝাঁপিল যুগল করে।
কাঁপিতে কাঁপিতে ধনী আচম্বিতে
ধরিল শ্যামের গলে॥
রসিক নাগর করিঞা আদর
ধরিল হিয়ার মাঝে।
ঘাঘর ঘুংঘুর রতন নূপুর
মধুর মধুর বাজে॥
ভাসিঞা ভাসিঞা তরণী আসিঞা
লাগিল নদীর তটে।
সহচরি মেলি নাগর নাগরী
নাহিঞা উঠিল ঘাটে॥
দধি ক্ষীর সর আনিঞা সকল
ভোজন করিল সুখে।
দীনবন্ধু দাস লঞা অবশেষ
তাম্বুল যোগায় মুখে॥ ৯৭॥

কানড়

চলল দূতি কুঞ্জর জিতি
মন্থর-গতিগামিনী।
খঞ্জন দিঠি অঞ্জন মিঠি
চঞ্চল মতি চাহনী॥
জঙ্গল তট পন্থ নিকট
আসি দেখিল গোপিনী।
গোপ সঙ্গে শ্যাম রঙ্গে
গোঠে কয়ল সাজনী॥

না পাঞা বিরল আঁখি ছল ছল
ভাবিঞা আকুল গোপিকা।
নাহ রমণ- দরশন বিনু
কৈছে জীয়ব রাধিকা॥
যমুনা কূল চম্পক মূলে
তাঁহি বসিল নাগরী।
দীনবন্ধু পড়ল ধন্দ
হইল বিপদ পাগলী॥ ৯৮॥

দূতীর মধুমঙ্গলবেশে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন

ধানশী

পুন পুন গোপি গোঠ-পথ হেরই
তরুতলে ঝাঁপই দেহ।
তৈখনে ক্ষণ- ভঙ্গুর মধুমঙ্গল
রোখি চলত নিজ গেহ॥
সহচরি মনে মনে করি অনুমান।
কবরি উতারি বিবিধ ফুল-মণ্ডিত
চূড়া করল বনান॥
কটিতটে ছান্দি বান্ধি নিজ অম্বর
করি মধুমঙ্গল সাজ।
বনে বনে বাহুড়ি গোকুল-পথ ধরি
মীলল গোঠসমাজ॥
মধুমঙ্গল ফিরি আওল বলি বলি
ঘেরল গোপ গোঁয়ার।
ছল চাতুরি করি মীলল সহচরি
কোই লখই নাহি পার॥
হঠ চাতুরি করি মুরহর করে ধরি
পদ দুই করল পয়ান।
শ্রুতিমূলে বদন দেই সমুঝায়ল
রাইক মনসিজ কাম॥
কপট বেশ ধরি আওল সহচরি
জানল রসময় নাহ।
দীনবন্ধু মুখ হেরি পরম সুখ-
সাগরে করল বিগাহ॥ ৯৯॥

রাধাকুণ্ডে মিলন

ধানশ্রী

মধুমঙ্গল বলি সহচরি-করে ধরি
সুচতুর নাগর কান।
যমুনা জল অব- গাহন ছল করি
কাননে করল পয়ান॥
হরি হরি কি কহব রাই সোহাগ।
যাকর কুঞ্জ- গমন শুনি তেজল
সহচরগণ অনুরাগ॥
বনে বনে গমন করল বর নাগর
দূতিক পথ অনুসার।
চলইতে চরণ অথির গতি মন্থর
চরকি পড়ই কতবার॥
রাধাকুণ্ড-তীরে কুঞ্জে পরবেশল
মীলল রাইক পাশ।
সহচরি সহজ সাজ করি পূরল
দীনবন্ধু অভিলাষ॥ ১০০॥

শ্রীকৃষ্ণের সখাগণসহ মিলন

সাধি নিজ কাজে চলল নব রঙ্গিণী
সঙ্গিনি সখিগণ মেল।
বিদগধ নাহ গোঠ পরবেশল
সহচর জয় জয় দেল॥
কানাই তুহুঁ পাগল অনুমানী।
ঘোর গহন ইথি একলি নিতি নিতি
কী ফল পৈঠহ জানী॥
শ্যামর সকল অঙ্গ ভেল ঝামর
লাগল কণ্টক আঁচোড়।
চিরদিন পুণ্য- পুঞ্জ ফলে অব জানি
জীবন বাঁচল তোর॥
তুয়া বিনে কাতর অবশ কলেবর
নয়ন আন্ধাওল মোর।
সহচর মেলি কহত হরি হাসত
দীনবন্ধু-পহুঁ ভোর॥ ১০১॥

বনভোজন

তথারাগ

অপরূপ ভোজন রঙ্গ।
ক্ষির সর ছেনা নবনি ঘৃত মোদক
খাওত সহচর সঙ্গ॥
দাম শ্রীদাম সুবল মধুমঙ্গল
অংশুমান অর্জ্জুন নাম।
কিংকিণি ভদ্র- সেন বল উজ্জ্বল
তোককৃষ্ণ বসুদাম॥
কবলিত আধ আধ পুন রাখত
অতিশয় সুমধুর জানি।
ধর ধর লেহ লেহ বলি বালক
বদনে যোগাওত আনি॥
শ্যামর অধরে দেই পুন সহচর
অধরামৃত করু পান।
শ্যামর সঙ্গ রঙ্গরস কৌতুক
দীনবন্ধু করু গান॥ ১০২॥

রাখালগণের সঙ্গে খেলা

ভোজন করি অঞ্জলি ভরি বালক
যমুনাজল করি পান।
গোধন সঙ্গে রঙ্গরস কৌতুকে
কাননে করল পয়ান॥
যাদব খেলত অপরূপ ছান্দে।
হারি হারি হরি কান্ধে চঢ়াওত
জিতি জিতি চাপই কান্ধে॥
ক্ষেণে করতালি দেই করি জয় জয়
নাচত গোকুলচন্দ।
ক্ষেণে পশু পাখি হেরি পহু ধাওত
ধরইতে করি অনুবন্ধ॥
কুঞ্জ-কুটীরে কবহু তনু ঝাঁপই
কপট-কলহ করি কান।
সহচর বিপদ হেরি পহু মীলই
দীনবন্ধু রস গান॥ ১০৩॥

রাখালগণের উক্তি

ধানশ্রী

গোধূলি-ধূসর শ্যাম কলেবর
আতপে ঘাম্যাছে মুখ।
বনে হারাইঞা কান্দিঞা কান্দিঞা
পাঞাছ অনেক দুখ॥
কানাই না কয়্য মায়ের কাছে।
শুনি যশোমতী তোরে নিতি নিতি
বনে না পাঠাএ পাছে॥
ধবলীর সনে ধাইতে গহনে
চরণে লাগিল বেথা।
মরিবে জননী বল যদি তুমি
এ সব দুখের কথা॥
ঘরে গেলে রাণী বনের কাহিনী
সুধাইবে বারে বারে।
দীনবন্ধু ভণে মনের ভরমে
দুঃখ না কহিয় তারে॥ ১০৪॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

তথারাগ

বনে যত দুখ সেহো মোর সুখ
তোমা সভাকার সনে।
তোমার পিরীতি আদর আরতি
তেঁই সে আসিএ বনে॥
ভাই প্রেমের অধীন আমি।
নিতি নিতি যাঞা মায়েরে কহিঞা
গোঠেরে আনিহ তুমি॥
আমি মনে মনে শয়নে সপনে
এ বড় বিপদ মানি।
আমারে ছাড়িঞা পাছে ধেনু লঞা
গোঠেরে আস্যহ জানি॥
তোমা সভা লঞা বনে বেড়াইঞা
যত সুখ মোর হয়।
দীনবন্ধু বলে শত মুখ হল্যে
তবহু কহিল নয়॥ ১০৫॥

মাথুর

ধানশী

সাঁঝহি গোঠ- বিজই যদুনন্দন
গোধন দোহন কেল।
তবহি এক রথ হেরি নিকট পথ
গোকুল আকুল ভেল॥
সুন্দরি অন্তরে গণই বিষাদ।
কি জানিএ কান চলই যদি মধুপুর
তবহি বাড়ব পরমাদ॥
তহি ঘন দক্ষিণ পয়োধর ফুরই
নাচই দখিণ নয়ান।
ঘরে ঘরে নগরে অমঙ্গল শুনি পুন
জানল বিধি ভেল বাম॥
দহ দহ অন্তর অথির কলেবর
মীলল সহচরি পাশ।
দীনবন্ধু ভণ মঝু মন ঐছন
কান চলব পরবাস॥ ১০৬॥

সুহই

দঢ় অনুমানি কহই সব সহচরি
নাগর রসময় দেহ।
কৈছনে সো অব মধুপুর যাওব
ছোড়ব ইহ নব লেহ॥
সুন্দরি কি ফল এত অনুতাপ।
তুহু অবিচারে মরণ-পথ হেরলি
শুনইতে অন্তর কাঁপ॥
নাহ-বাহ ধরি আনি সুধাওব
শুনি যদি কৈতব বাদ।
সহচরি মেলি ঘেরি পহু রাখব
না ছোড়ব তিল আধ॥
তুহু ভুজ-ভুজগ- পাশ করি বান্ধবি
সাধবি মনসিজ কাজ।
প্রেম কবাট দেই পুন রাখবি
নিজ হিয়-মন্দির মাঝ॥
হরি বিনু ফাঁফর একলি অক্রুর
ঘর যাওব পরভাতে।
সহচরি দীন- বন্ধু কহে পন্থহি
বজর পড়ব তছু মাথে॥ ১০৭॥

তথারাগ

সহচরি-সরস- বচন শুনি সুন্দরি
অন্তর উলসিত ভেল।
ধরি সখি আঁচর অন্তর দর দর
কত শত আদর কেল॥
সজনি কি কহলি শুভ পরিবন্ধ।
বচন-সুধারসে তনু মন সেঁচলি
ভাঙ্গল দারুণ ধন্দ॥
বিপদ-বিনাশিনি জগজন-মোহিনী
তুহু রসবতি চতুরাই।
রসময় নাহ বাহ ধরি আনবি
রাখবি মন্দির মাই॥
তুয়া করে জীবন যৌবন সোপলু
তুহু সাধবি সব কাজ।
সহচরি দীন- বন্ধু শুনি ধাওল
যাহাঁ নাগর নটরাজ॥ ১০৮॥

ধানশ্রী

এতদিনে রমণি রভস-রস জানল
উপজল নব অনুরাগ।
প্রেমক অঙ্কুর তুহু যদি ভাঙ্গবি
লাগব তিরিবধ-ভাগ॥
মাধব তুহু বড় হৃদয় পাষাণ।
নব নব লেহ ছোড়ি অব কৈছনে
মধুপুর করবি পয়ান॥
ঘরে ঘরে নগরে সবহু জন ঘোষই
তুহু যাওবি দূরদেশ।
শুনইতে সুন্দরি বিরহ-বেয়াকুল
মরণ শরণ অবশেষ॥
হা হরি করি করি বদন শুখাওল
অবনি-পতন মুরছাই।
দীনবন্ধু কহে তুরিতে চল মাধব
জীবইতে সংশয় রাই॥ ১০৯॥

শ্রীরাধার উক্তি

তথারাগ

জাতি কুল শীল ছাড়িঞা সকল
শরণ লঞাছি আমি।
নবীন পিরীতি আদর আরতি
কেমনে ছাড়িবে তুমি॥
বন্ধু কি শুনি লোকের মুখে।
সকল গোকুল করিঞা আকুল
মথুরা যাইবে সুখে॥
যমুনার কূলে বিরহ অনলে
মরিব তোমার লাগি।
লোকে অপযশ ঘোষণা রহিবে
হইবে বধের ভাগী॥
এ তিন ভুবনে তোমা ধন বিনে
কে আর আমার আছে।
দীনবন্ধু বলে দূরদেশে গেলে
ডাঁড়াইব কার কাছে॥ ১১০॥

তথারাগ

ছন ছন করে মন প্রাণ মোর কান্দে।
যত যত বল হিয়া থির নাহি বান্ধে॥
মথুরা না যাবে যদি আমারে ছাড়িঞা।
বল দেখি নিজ কর মোর মাথে দিঞা॥
নারী না করিত যদি নিকরুণ বিধি।
দেশে লঞা বেড়াতাম তোমা গুণনিধি॥
কুলভয় না থাকিলে ভুজলতা দিঞা।
হিয়ার মাঝারে তোমা রাখিতাম বান্ধিঞা॥
হিরা মণি মাণিক রতন যদি হত্যে।
গলাএ গাঁথিঞা নিলে তবে কোথা যাত্যে॥
যত যত করি মনে কিছুই না ভায়।
দীনবন্ধু কহে হিয়া বিদরিতে চায়॥ ১১১॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ধানশ্রী

কোনো বিঘটনে না দেখি যে দিনে
তোমার ও চান্দ মুখ।
কে জানে সে দিনে কত উঠে মনে
দুখের উপরে দুখ॥
ধনি পরাণ-পুতলি তুমি।
শিরে হাথ দিঞা বলি দঢ়াইঞা
তোমা না ছাড়িব আমি॥
অগতির গতি তোমার পিরীতি
পাঞাছি অনেক সাধে।
ও মুখ মলিন সজল নয়ন
দেখিঞা পরান কান্দে॥
জল বিনে মীন মরএ যেমন
তোমা না দেখিলে মরি।
দীনবন্ধু বলে তোমারে ছাড়িলে
বাঁচিব কেমন করি॥ ১১২॥

উভয়ের মিলন

তথারাগ

ধনী শ্যাম সোহাগে।
বিছুরল সব দুখ নব অনুরাগে॥
বড় আনন্দ মনে।
শ্যামর বচন-সুধারস পানে॥
ধনী প্রেম-তরঙ্গে।
ঢরকি ঢরকি পড়ে শ্যামর অঙ্গে॥
হরি আদর সাধে।
ঘন ঘন চুম্বই ও মুখচান্দে॥
ধনী মাতল গোরি।
শ্যামর চীত-রতন করি চোরি॥
হরি কোরে আগোর।
ভুজ ভুজ বন্ধনে পহুঁ ভেল ভোর॥
দুহুঁ তেজল লাজ।
ঘন ঘন কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজ॥
ধনী ডুবল রসসিন্ধু।
সময় জানি দূরে রহু দীনবন্ধু॥ ১১৩॥

গৃহে গমন

ধানশ্রী

নাহ জাগাই চমকি ধনী বৈঠল
জানি রজনি অবশেষ।

চন্দন অলক তিলক শিখিচন্দ্রক
দেই বনাওল বেশ॥
দুহুঁ দরশনে দুহুঁ ভোর।
সিন্দুর কাজরে সাজি রাই মুখে
চুম্বই নন্দকিশোর॥
আদর সাধ রভস রস কৌতুকে
দুহুঁ তনু যৌতুক দেল।
যত যত বিপদ বিরহ-দুখ চিরদিন
চপল সপন সম ভেল॥
অরুণ উদয় হেরি নাগর নাগরি
থরহরি কাঁপই দেহ।
দীনবন্ধু ভণ তুরিতহিঁ দুহুঁ জন
পৈঠল নিজ নিজ গেহ॥ ১১৪॥

মথুরা যাত্রা

তথারাগ

নিশি পরভাত জানি যদুরাজ।
অক্রুর আনি কয়ল রথসাজ॥
দাম শ্রীদাম সঙ্গে বলরাম।
রথ আরোহণ করলহিঁ কান॥
অক্রুর সারথি করু আগুসার।
সঙ্গে চলল সব গোপ গোঁয়ার॥
নন্দমহল কলরব উতরোল।
শুনইতে দীনবন্ধু ভেল ভোর॥ ১১৫॥

তথারাগ

নিশি পরভাতে ময়ূর নাহিঁ নাচত
রোয়ত শুক পিক সারি।
নন্দ মহল কল- রব শুনি আকুল
ধাওল ব্রজপুরনারী॥
সুন্দরি মন্দির-বাহির ভেল।
গুরু জনে এক নয়ন পথ-পাঁতরে
অপর নয়ন ধনী দেল॥
হরি লই অক্রুর যাওত মধুপুর
হেরি পড়ল পরমাদ।
কুল-ভয় পরিহরি নাহ হৃদয়ে ধরি
অন্তরে উপজএ সাধ॥
হৃদয় জানি পুন আওব বলি হরি
কর-সংকেত করি গেল।
দীনবন্ধু হরি- বিরহ-বেয়াকুল
জীবইতে সংশয় ভেল॥ ১১৬॥

শ্রীরাধার প্রতি দূতী

তথারাগ

কাহুক দিন হাম মধুপুর গেল।
পন্থহিঁ তাকর দরশন ভেল॥
তুহুঁ ধনি মানিনি অন্তরে জানি।
সাধল মাধব ধরি মঝু পাণি॥
সুন্দরি কী ফল রোদন তোর।
শুনইতে অন্তর দর দর মোর॥
দূর করু দারুণ বিরহক দাহ।
অবহিঁ মিলব তোহে বিদগধ নাহ॥
চিরদিন তাপ করব অব দূর।
চলতহিঁ দীনবন্ধু মধুপুর॥ ১১৭॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতী

সুহই

কি কহব বরজ- রাজকুল-মঙ্গল
তুহুঁ জীবন দূরদেশ।
ব্রজজন-মীন খীন-তনু জল বিনু
মরণ শরণ অবশেষ॥
মাধব যব তুহুঁ কয়লি পয়ান।
তবধরি গোকুল বিরহ বেয়াকুল
ছটফট ধরনি শয়ান॥
ব্রজপুরে অবিরতি শমন গতাগতি
যমুনা দেখি নিজ তীরে।
আদরে সোদর- চরণ পাখালই
ব্রজবধূলোচন-নীরে॥
নাগরি-নাগর হেরি তুহুঁ বিছুরলি
বনচারিণি বনকুঞ্জ।
দীনবন্ধু কহে খেদ বিফল নহে
নাগর তিরিবধপুঞ্জ॥ ১১৮॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

সিন্ধুড়া

রাইক প্রেম হৃদয়ে করি মাধব
ধরণি পড়ল পহুঁ ভোর।
উছলি প্রেমজল কণ্ঠরোধ ভেল
কহতহিঁ গদ গদ বোল॥
সজনী মঝু মনে দারুণ বাধা।
গমন-বিলম্ব হেরি করি সংশয়
পাছে তনু তেজই রাধা॥
এক সখি যাই রাই পরবোধহ
শপথ করিঞা তুয়া আগে।
তেজলুঁ মধুপুর যাওব গোকুল
রসবতি পিরীতি সোহাগে॥
শুনি সহচরি মা- ধব ব্রজমণ্ডল
গমন করল পরতীত।
চাতক সজল জলদ জনু পাওল
ঐছন উলসিত চীত॥
এক সখি আওল নাগর আদর
কহইতে রাইক পাশ।
দীনবন্ধু পহুঁ শুভ সম্বাদল
পূরল ধনিমন আশ॥ ১১৯॥

শ্রীরাধার প্রতি

ধানশ্রী

আজু বিহানে হাম মধুপুর গেল।
পন্থহিঁ তাকর দরশন ভেল॥
পুন পুন কুশল পুছত পহুঁ তোর।
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচনলোর॥
সুন্দরি এত দিনে ভাঙ্গল ধন্দ।
আনলোঁ বিদগধ গোকুলচন্দ॥
মঝু মুখে বিপদ শুনল যব তোর।
কাতরে ধরণি পড়ল পহুঁ ভোর॥
গদগদ কহল পরশি মঝু অঙ্গ।
তেজলুঁ মধুপুর যদুকুল সঙ্গ॥
সহচরি তুহুঁ পরবোধহ রাই।
ভেটব রসবতি গোকুল যাই॥
শুনইতে মঝু উলসিত ভেল দেহ।
কহইতে আওলুঁ মাধব লেহ॥
দীনবন্ধু কহে শুন পরিণাম।
মধুমতি কানু আনি পূরব কাম॥ ১২০॥

ধানশী

সজনী কুদিন সুদিন অব ভেল।
চির দিনে মাধব মন্দিরে আওল
চিরদুখ অব দূর গেল॥
ব্রজভুমে যত তরু তারা সব মঞ্জরু
কুসুম হউক বিকশিত।
লইঞা কমল-গন্ধ পবন বহুক মন্দ
মদন হউক উপনীত॥
কোকিল কল কল গীত সুমঙ্গল
শুক করু পঞ্চম গান।
ময়ূর ময়ূরীগণ অব করু নর্ত্তন
অলি চলু কমলিনী ঠান॥
তড়িত-জড়িত ঘন করু অব বরিষণ
গগনে উদয় করু চন্দ।
রসের পদবী যত প্রহেলিকা শত শত
দীনবন্ধু করত প্রবন্ধ॥ ১২১॥

ধানশ্রী

সজনী হরি যদি মীলল গেহ।
যত যত বিপদ সকল ভেল সম্পদ
জীবন পাওল দেহ॥
দারুণ কোকিল যত দুখ দেওল
কলরব-বজর-নিনাদে।
সো অব কুহু কুহু করু পুনু মুহু মুহু
শুনইতে লাগই সাধে॥
কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমরগণ গুঞ্জরু
মদন কদন করু রঙ্গে।
মনসিজ-ভয় যত ভাগল দূর পথ
শ্যামের রস পরসঙ্গে॥
বৃন্দাবন বন গিরি গোবর্দ্ধন
সুখময় সাগর ভেল।
দীনবন্ধু বলে পুণ্যপুঞ্জ ফলে
সকল বিপদ দূর গেল॥ ১২২॥

[৩০৫৫]

নিমানন্দ দাস

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

সারঙ্গ

নন্দ-দুলাল নাচত ভাল
যশোদা তাহে ধরত তাল
সবহুঁ বোলত ভাল ভাল
হেরি মোহিত ব্রজকি নারি।
জলদ-নিন্দি সুন্দর শ্যাম
কণ্ঠ হি মণি মোতিম-দাম
বিন্দু বিন্দু চুয়ত ঘাম
তাহে অধিকং হোয়ে মাধুরি॥
যশোদা রচিত সুন্দর সাজ
মোহন নাচত আঙ্গিনা মাঝ
সবহুঁ ভুলত নিজহি কাজ
হেরি নয়ন-ভঙ্গি-চাতুরি।
হিলত অঙ্গ বিবিধ রঙ্গ
হেরি সবহুঁ পুলক অঙ্গ
তাহে কতহি মদন ভঙ্গ
হেরি অপরূপ রূপ মাধুরি॥
বদন চাঁদ হসিত মন্দ
বচন কহত অমিয় ছন্দ
তাহে উদয় আনন্দ-কন্দ
সবহুঁ নয়নে খলত বারি।
শুনিয়া রাই চলত ধাই
তুরিতে নন্দ- মহলে যাই
নয়ন ভুলল বদন চাই
আনন্দে ভাসল কিশোরি গোরি॥
উদয় ভানু নাচত কানু
ধূলি-ধূসর চিকণ-তনু
করেতে শোভিছে মোহন বেণু
তিরি জগ জন-মন-বিহারি।
উভ করি বান্ধি চাঁচর-চুল
বেড়িয়া মল্লিকা মালতি-ফুল
কুলবতি-গণ ভাঙ্গল কুল
হেরিয়া চান্দমুখ উজোরি॥
কেশরি জিনিয়া অধিক মাঝ
ঘাঘর ঘুঙ্ঘুর কিঙ্কিণী বাজ
শুনিয়া মোহিত মদনরাজ
কি আনন্দ আজু নন্দের পুরী।
অরুণ-চরণে মঞ্জির বোলে
নিমানন্দ দাস পড়িল ভোলে
কৃপা করি রাখ তাহারি তলে
এই আশাই আমি সদাই করি॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

তথারাগ

অধর ফুলায়ে কেন ঘন ঘন কান্দ।
খসেছে মাথার চূড়া তাহা নাহি বান্ধ॥
ভূমেতে পড়িয়া কেন মোহনিয়া বাঁশী।
কটি হৈতে পীতাম্বর কেন পড়ে খসি॥
মুখ বুক ভাসি যায় নয়নের জলে।
কিছু নাহি বল মনকথা শুধাইলে॥
খনে উঠ খনে বৈস ছাড়হ নিঃশ্বাস।
নানা ছলে নিরজনে একা কর বাস॥
কি লাগি এমন হৈলে কহ দেখি ভাই।
নিমানন্দ দাস কহে বিনয়ে শুধাই॥ ২॥

তথারাগ

কেন বা এমন হৈলা কোথা কিবা দেখি আইলা
কহ না মনের কথা তুমি।
তবে সে তোমার দাস পুরাব সকল আশ
নিশ্চয় করিয়া কহি আমি॥
শুন ওরে ভাইরে কানাই।
দেখিয়া তোমার মুখ বিদরিয়া যায় বুক
ইথে লাগি তোমারে শুধাই॥
সখারে করিয়া কোলে মরমের কথা বলে
দেখিয়া আইলু এক নারী।

তাহার রূপের ছান্দে   পরাণ পুতলি কান্দে
সেই হৈতে পাশরিতে নারি॥
সঙ্গের সঙ্গিনী যত   তাহারা তাহারি মত
মরম কহিলু আমি তোরে।
নিমানন্দ দাস ভণে   এ কথা না কহ কেনে
আমি যে আনিয়া দিব তারে॥ ৩॥

তথারাগ

নিশ্চয় করিয়া কহনা কথা।
তুমি সে তাহারে দেখেছ কোথা॥
কানু কহে এক নবীনা নারী।
আমার পরাণ লইল হরি॥
কালিয় দমন করিয়ে যবে।
আমি সে তাহারে দেখেছি তবে॥
গোচারণে যাই তোদের সাথে।
যমুনা সিনানে যায় সে পথে॥
গোঠ হতে ঘরে ফিরিয়া আসি।
মন্দির উপরে ছিল সে বসি॥
হাস পরিহাস সখীর সনে।
হেরিয়া সোয়াথ না পাই মনে॥
হেরিয়া তাহার বদন চান্দে।
পরাণ পুতলি সদাই কান্দে॥
কহিতে একথা সুবল আগে।
এ নিমানন্দের মরমে জাগে॥ ৪॥

ধানশী

বিশাখা সখীরে দেখি   ঢুলু ঢুলু করে আঁখি
বলিতে বচন নাহি স্ফুরে।
অন্তরে আছয়ে ভয়   কহিলে কি জানি হয়
ধরিল তাহার দু-টি করে॥
শুন ত নাগর ওহে   কি কথা কহিবে মোহে
কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।
রাধা রাজ-নন্দিনী   তাহার সঙ্গিনী আমি
আমি যাব তাহারি আলয়॥
এ কথা শুনিয়া হরি   কহে কথা ধীরি ধীরি
তাহার লাগিয়া প্রাণ ঝুরে।
তাহারে আনি দেহ   আমারে কিনিয়া লেহ
বিকাইলাম জনমের তরে॥
নবীন-বয়সী সেহ   নাহি জানে রস লেহ
তাহে কি এমন কাজ করে।
শুনহে নিঠুর-মতি   নাহি জান রস-রীতি
নিমানন্দ কি বলিবে তোরে॥ ৫॥

যমুনাতীরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন

ধানশী

বেলি-অবসানে   সহচরী সনে
করত বিবিধ বেশ।
চিকুর আঁচড়ি   বনাল্য কবরী
যতনে বান্ধিল কেশ॥
কিবা সে লোটন-গোটা।
কুঙ্কুমে মাজল   বদন উজ্জ্বল
তাহাতে সিন্দুর-ফোঁটা॥ ধ্রু॥
অলকা তিলকে   আধ ঝলকে
সাজনি বদন-চান্দে।
দেখিয়া বদন   ফাঁফর মদন
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে॥
জটিলা তখন   কহিছে বচন
কলসী করহ কাঁখে।
যমুনার তীরে   ভরি আন নীরে
দিনমণি যেন থাকে॥
শুনিয়া তখন   কহিছে বচন
কালিন্দী-তীরেতে যায়।
নিমানন্দ দাসে   আনন্দেতে ভাসে
মিলিলা সে শ্যাম-রায়॥ ৬॥

সুহই

রাধিকা সুন্দরী   ভরিয়া গাগরী
তীরেতে উঠিল যবে।
নন্দের নন্দন   করিয়া যতন
বসন ধরল তবে॥
ছাড় হে নাগর-রাজ।
কেহ যদি দেখে   হইবে বিপাকে
তোমার নাহিক লাজ॥ ধ্রু॥

করি যোড়-কর কহিছে উত্তর
বড়ই লাগিছে ভয়।
পথের মাঝারে এ কোন বেভারে
এ তোর উচিত নয়॥
ঘরে মোর বাদী শাশুড়ী ননদী
মিছা কথা কত তোলে।
তোমার চরিত অতি বিপরীত
নিমানন্দ দাসে বোলে॥ ৭ ॥

সুহই

রাধিকা যতেক মিনতি করয়ে
কিছুই না মানে হরি।
যে ছিল বাসনা মনের কামনা
নিজ মনোরথ ভরি॥
শুন বিনোদিনি রাই।
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
বহুত যতনে পাই॥ ধ্রু॥
যমুনার কূলে কদম্বের তলে
পূরিল মনের সাধা।
দেখি সখীগণ কহিছে বচন
এ কেমন দেখি রাধা॥
যমুনা-হিলন বহিছে পবন
কেন বা হালিছে অঙ্গ।
নিমানন্দে বোলে গিয়াছিল জলে
না বুঝি কেমন রঙ্গ॥ ৮॥

ধানশী

সখি পরবোধি চললি বর-রঙ্গিণি
পৈঠলি আপন-ভবনে।
গাগরি ছোড়ি তৈখনে সুন্দরি
তুরিতহি করল শয়নে॥
ধনি বড় কাতর-চীত।
ননদিনী কহত কাহে তুহুঁ শুতলি
না বুঝিয়ে তুহারি চরীত॥ ধ্রু॥
কহতহি সুন্দরি শুন মোর বাদিনি
তোহে কি কহব ইহ দুখে।
পথ অতি-সঙ্কট কাঁখে দারুণ ঘট
বেদন লাগিল জানি বুকে॥

এ সব বচন শুনি সখিগণ হাসত
রাধারে কহয়ে ভালি ভালি।
নিমানন্দ দাস কহই রস-কৌতুক
ধনি ধনি ধনি চতুরালি॥ ৯॥

রসোদ্গার

ধানশী

কহ কহ সুন্দরি আজুক রঙ্গ।
কৈছনে মিলল কানু তুয়া সঙ্গ॥
কহই না পারিয়ে সখিগণ-মাঝ।
কহইতে কাহিনি লাগয়ে লাজ॥
আজুক কৌশল অতি অপরূপ।
শুনইতে মানবি স্বপন-স্বরূপ॥ ধ্রু॥
চঞ্চল ধরলহি অঞ্চল মোর।
ছোড় ছোড় নাগর লাজ নাহি তোর॥
কোরে আগোরল বাহু পসারি।
মানস পূরল নিলজ মুরারি॥
করে কর ধরি মোরে চুম্বন কেল।
মঝু মুখ নিরখিতে পুলকিত ভেল॥
পরশি পয়োধর ভৈগেল ভোর।
ভয়ে তনু কাঁপয়ে থরথর মোর॥
চরণ পরশি মোর বলে বার বার।
দুখ না করবি ধনি শপথি হামার॥
কহিতে কহিতে ধনি প্রিয় পরসঙ্গ।
ভাবে মগন ভেল পুলকিত অঙ্গ॥
এতহি কহল সব সখিগণ মাঝ।
কোরে পায়ল জনু নাগর-রাজ॥
তৈখনে ঘন ঘন বহত নিশ্বাস।
মানস পূরল মনমথ-আশ॥
নিমানন্দ দাস কহই রস গূঢ়।
বুঝব রসিক-জন না বুঝব মূঢ়॥ ১০॥

রূপাভিসার—ঝুমর

সিন্ধুড়া

কি হেরিলাম যমুনার কূলে।
চিকণ-কালিয়া রূপ কদম্বের তলে॥

কেমন বান্ধ্যাছে চূড়া কুটিল কুন্তলে।
বেড়িয়া দিয়াছে কিবা বকুলের মালে॥
মউরের পাখা তাথে করে ঝলমলে।
হেরিয়া কামিনী কুল হারাইল কুলে॥
চন্দন-তিলক শোভে সুচারু-কপালে।
অঙ্গদ-বলয়া সাজে সুবাহু-যুগলে॥
হিয়ার উপরে মালতীর মালা দোলে।
কটি মাঝে পীত-ধটী সদাই চঞ্চলে॥
চরণে পরশে আসি ধড়ার অঞ্চলে।
ভুবন মোহন রূপ নিমানন্দ বোলে॥ ১১॥

ঝুমর

সুহই

চল দেখি যায়্যা সই চল দেখি যাঞা।
দাঁড়াঞা রৈয়াছে শ্যাম ত্রিভঙ্গ হইয়া॥
চরণে চরণ বেড়া ত্রিভঙ্গ হইয়া।
ঝুমরি গাইছে শ্যাম বাঁশরী বাজাইয়া॥
হরিয়া লইল কুল বঙ্কিম চাহিয়া।
অঙ্গ-ভঙ্গ কৈল শ্যাম ঈষদ হাসিয়া॥
কালিয়া বরণখানি অঞ্জন জিনিয়া।
হেরি রূপ পুলকিত নিমানন্দের হিয়া॥ ১২॥

অভিসারোৎকণ্ঠা

বরাড়ী

রহিতে না পারি আর ঘরে।
চল যাব বৃন্দাবনে শ্যাম-চাঁদ দরশনে
প্রাণ মোর কেমন কেমন করে॥ ধ্রু॥
আয় গো তুরিত হৈয়া বেশ দে মোর বানাইয়া
চল যাব শ্যাম ভেটিবারে।
কবরী-কুসুম আনি বান্ধ গো বিনোদ বেণী
মালতীর মালা থরে থরে॥
কুঙ্কুম চন্দন ঘসি সাজা গো বদন-শশী
মোহিত করিব নট-বরে।
শুনিয়া ললিতা কহে এমন উচিত নহে
গুরুতে গঞ্জন দিবে তোরে॥
কানুর পিরীতি খানি মরমে রাখিবি ধনি
বেকত করবি কুলাচারে।
এ ব্রজ-মণ্ডল মাঝে তোর সম কেবা আছে
রূপ-গুণ-রসের পাথারে॥
শুনিয়া ললিতা-কথা মনেতে পাইয়া বেথা
নারে চিত্ত স্থির করিবারে।
নিমানন্দ দাসে বোলে কি করিবে জাতি-কুলে
পিরীতি পাগলী কৈল যারে॥ ১৩॥

শ্রীরাধার অভিসার

ধানশী

চলিল কুঞ্জ- বনে গো পিয়ারী
চলিল কুঞ্জ-বনে।
মনের সাধে বিজই রাধে
প্রিয়-সখীগণ সনে॥
সখিনী সঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে
অতি আনন্দিত মনে।
সখী-গণ সাথে আনন্দিত চিতে
পশিল গহন-বনে॥
পুলকে পূরিল সব কলেবর
চাহিয়া সখীর পানে।
সঙ্গের সঙ্গিনী দেখে মুখখানি
চাঁদ-কমল ভানে॥
বন্ধুরে দেখিতে আকুলিত চিতে
পথ বিপথ না গণে।
অতি অপরূপ যেন রস-কূপ
নিমানন্দ দাস ভণে॥ ১৪॥

সখীর উক্তি

ধানশী

বদন ঢাকহ নিজ বসনে।
কি জানি গগন হৈতে রাহু আসি অবনীতে
চাঁদ বলি কররে ভক্ষণে॥ ধ্রু॥
ভ্রমর চকোর আসি কমল অথবা শশী
ভ্রমে পাছে আসে দুই জনে।
যদি বল নিজ করে নিবারিয়া দিব তারে
ও থল কমল তাহে জিনে॥

দু-টি হাতে দশ-চন্দ তাহাদের মতি মন্দ
নিবারণ করিবে কেমনে।
ভুরু ধনু ধুনাইব তাদেরে দেখিয়া নিব
তোর এ উচিত নহে মেনে॥
বাম-হাতে ধরি গিরি রাখিল গোপের নারী
কাতর হইল যার বাণে।
পতঙ্গ আর তনু নাই তাদেরে মারিবি রাই
এই ভয় বড় লাগে মনে॥
সখীর বচন শুনি লাজ বড় পাল্য ধনী
অধোগতি করিল বদনে।
আমার বচন রাখি ধীরে ধীরে চল সখি
নিমানন্দ দাস কবি সনে॥ ১৫॥

মিলন

সুহই

ধনী প্রবেশিল কুঞ্জ-বনে।
অতি হরষিতে আনন্দিত-চিতে
মিলিলা শ্যামের সনে॥ ধ্রু॥
হের দেখসিয়া দেখ ওগো সই
হের দেখসিয়া আসি।
জলদের কোলে করে ঝলমলে
যেমন উদয় শশী॥
দেখ না কুঞ্জের মাঝে গো সই
দেখ না কুঞ্জের মাঝে।
অতি-অদভুত দেখ না বেকত
ভ্রমর-কমল-সাজে॥
কিবা সে দোহাঁর রূপ ওগো সই
কিবা সে দোঁহার রূপে।
নিমানন্দ দাসে হেরিয়া বিলাসে
ডুবিল রসের কূপে॥ ১৬॥

সুহই

দেখ না সখিনী মিলি ওগো সই
দেখনা সখিনী মিলি।
যমুনার কূলে কদম্বের মূলে
দোহে করে রস-কেলি॥
দেখ না আসিয়া তোমরা গো সই
দেখ না আসিয়া তোরা।
দোঁহার চরিত অতি-অদভুত
দুহুঁ-রসে দুহুঁ ভোরা॥
একি অপরূপ হইল গো সই
একি অপরূপ হইল।
নাগর নাগরী প্রেমের আগরি
দোহে দোহাঁ মিশাইল॥
দেখ না দোঁহার রীত ওগো সই
দেখ না দোহাঁর রীত।
নিমানন্দ দ্বিজ বংশী অনুজ
মজিল দোহাঁর চীত॥ ১৭॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

তুড়ী

মাথহি মুকুট মত্ত-শিখি-চন্দ্রক
হীলত মন্দ মধুর-মৃদু-বায়।
মল্লিকা মালতি মাধবি মঞ্জুল
মধুকর মধু-লোভে উড়ি পড়ু তায়॥
মাই মরকত-মুকুর-মুরতি জিনি শ্যাম।
মধুর-অধর পর মোহন মুরলী
ধ্বনি শুনি মুরছিত কত কোটি কাম॥ ধ্রু॥
মলয়জ-চন্দন মণ্ডিত কলেবর
মকর-কুণ্ডল তহি গণ্ডে বিরাজ।
মনহি মনোভব মরম বিকারই
কুলবতি উনমত দূরে গেও লাজ॥
মাঝ খীন অতি মধুর পিতাম্বর
মনোহর লম্বিত চরণ পরি।
মুখরিত মঞ্জির সুমধুর বোলত
নিমানন্দ দাস পিয়ে শ্রবণ ভরি॥ ১৮॥

প্রতিবিম্ব দর্শনে মান

তুড়ী

সখিগণ সঙ্গে রঙ্গে কুল-কামিনি
করই হাস পরিহাসে।

প্রিয় এক সহচরি তুরিতহি আয়ল
শ্যামর-বচন-বিশেষে॥
শুন শুন সুন্দরি রাই।
সো বর-নাগর কুঞ্জ-ভবনে গেও
তুরিতহি অব তুহু যাই॥ ধ্রু॥
সঙ্কেত বচন শুনি তহি হরষিত
সখিক কহই বারে বার।
নিভৃত নিকুঞ্জে আজু হরি ভেটব
তুরিতহি করহ শিঙ্গার॥
শ্যামরু-প্রেম-মদে গরগর সুন্দরি
উলসত হৃদয়ক মাঝ।
নিমানন্দ দাস আশ আজু পূরব
ভেটব নাগর রাজ॥ ১৯॥

ধানশী

বেশ-ভূষা করি বরজ-কিশোরী
ভেটিতে নাগর রাজ।
সঙ্গে সখীগণ বেশ মনোরম
সভার সমান সাজ॥
চলে গজ-রাজ জিনি।
গমন মন্থর রূপ মনোহর
চরণে নূপুর-ধ্বনি॥ ধ্রু॥
সুধাকর যেন ঘিরি তারা-গণ
তেমন শোভিত রাই।
গলে হেম-মালা দশ দিগ আলা
নাগর নিকট যাই॥
নিজ-অঙ্গ-ছবি শ্যামের অঙ্গেতে
দেখিলা কিশোরী গোরী।
নিমানন্দ বোলে হইল জঞ্জালে
বসিলা বদন মোড়ি॥ ২০॥

সিন্ধুড়া

নিজ-প্রতিবিম্ব হরিক উরে হেরইতে
তব উপজায়ল মান।
শ্যামর-দরশে হরষ তুয়া অন্তর
কাহে দুহু বিরস-বয়ান॥
দেখ দেখ আজু অপরূপ।
কাহে বিমনা ভই উলটই বৈঠলি
হেরইতে স্বপন স্বরূপ॥ ধ্রু॥
তুহারি অন্তর-কথা মরম না বুঝত
শুন শুন সুন্দরি রাধে।
তুহু বর-নাগরি রসিক-শিরোমণি
কাহে করহ রস-বাদে॥
তহুকর রীতহি ভীত অব পায়ল
হেরি লাগয়ে মঝু ধন্দ।
রসময় নাগর কাহে নিরস করু
কহতহি দাস নিমানন্দ॥ ২১॥

সিন্ধুড়া

সহচরি-বচন শ্রবণে যব শুনলি
তবহি পায়লি বহু লাজ।
আপনক দোষে রোষ করলু হাম
ইথে অব কি করিয়ে কাজ॥
কহতহি সখি-মুখ চাই।
তুরিতহি যাই আনি অব মিলায়বি
তব হাম জীবন পাই॥ ধ্রু॥
অকারণে মান করলু দুখ পায়লু
তুহু সখি জীবন মোর।
সখিগণ মাঝে তোহে অধিক জানি
ইহ তনু জীবন তোর॥
এত কহি সুন্দরি আকুল-অন্তর
ধরলহি সহচরি-পায়।
নিমানন্দ দাস মিনতি করু কত শত
মরমে মরমে জরি যায়॥ ২২॥

বরাড়ী

রাই প্রবোধি চললি বর-সহচরি
মীললি কানুক পাশ।
সো যদি না বুঝই মান করল তোহে
তুহু কাহে ছোড়লি আশ॥
শুন শুন সুন্দর শ্যাম।
ইহ সব রীতে দুখ বহু পায়লি
তুহু না গণলি পরিণাম॥ ধ্রু॥
দুহু-করে দুহু-জন আনি মোরা সোঁপব
নিভৃত-নিকুঞ্জক মাঝ।
সভে মিলি পরণাম করি ঘরে যায়ব
সুখে করাবি দুহু রাজ॥

সখি-মুখে শুনইতে অতিশয় কাতর
ছোড়ল দীঘ নিশাস।
নিমানন্দ দাস-পহু দুতি করে ধরি
চললহি রাইক পাশ॥ ২৩॥

মানান্তে মিলন

বরাড়ী

নাগর-নাগরি-কেলি-বিলাস।
দুহুঁ মেলি করতহি রস-পরকাশ॥
দুহুঁ মেলি দুহুঁ জনে করলহি কোর।
দুহুঁক আনন্দে আজ নহি ওর॥
দুহুঁ-মুখে দুহু-জনে চুম্বন কেল।
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ হরি নেল॥
দুহুঁ-তনু দুহুঁ-মন একই সমান।
হেরি সব সখিগণ ভুলল নয়ান॥
শারী শুক দেখি ভেল আনন্দিত।
কোকিল কোকিলা মিলি গায়ত গীত॥
ভ্রমর-ভ্রমরী মিলি করত ঝঙ্কার।
কপোত কপোতি ভাষে আনন্দ অপার॥
কুরঙ্গ কুরঙ্গী সুখে নাচিয়া বেড়ায়।
নিমানন্দ দাসের মন দেখিবারে চায়॥ ২৪॥

রাসলীলা

ধানশী

শ্যামের মুরলী শুনিতে পাই।
পিছু না গণয়ে ধাইয়া যাই॥
কারু পতি দেখি রাখিল বান্ধি।
যাইতে না পারে মরয়ে কান্দি॥
সোঙরি শ্যামের পিরীতি লেহ।
তখনি ছাড়িল আপন দেহ॥
গুণময় দেহ তেজিয়া তবে।
শ্যামচাঁদ আগে পাইল সভে॥
সকল গোপিনী হইয়া সুখী।
এ বড় কৌশল দেখ না সখি॥
ইহাদের পতি বান্ধিয়া থুইল।
কেমন করিয়া গোবিন্দ পাইল॥
নিমানন্দ দাস বলিছে তায়।
চিন্তিয়া পাইল এ শ্যাম-রায়॥ ২৫॥

তুড়ী

সব গোপীগণে আনন্দে ভাসল
বিচ্ছেদ নাহিক জানে।
বিচ্ছেদ নহিলে প্রেম না
ভাবয়ে সে শ্যাম মনে॥
শ্যাম বিচারয়েঁ মনে।
অনুরাগ বিনে রসের মাধুরী
কেহ সে নাহিক জানে॥ ধ্রু॥
ইহা বলি শ্যাম হৈলা অন্তর্দ্ধান
রাধিকা লইয়া সাথে।
রাই-বিনোদিনী শ্যামচাঁদ সনে
চলিলা বিপিন পথে॥
কানুরে কহিছে রাধিকা সুন্দরী
চলিতে নাহিক পারি।
যেন-মতে পার তেন-মতে লেহ
শুনহে পরাণ-হরি॥
এ বোল শুনিয়া নাগর রসিয়া
রাধিকা কোলেতে করি।
যায়্যা কত দূরে ছাড়িল তাহারে
নিঠুর হইয়া হরি॥
আর সব গোপী একত্রে রহিল
রাধিকা রহিল একা।
নিমানন্দের পহু হেলে হারাইল
আর কি পাইবে দেখা॥ ২৬॥

কামোদ

দু-জনার পদ-অনুসারে।
খুঁজি বুলে কানন-ভিতরে॥
এক পদচিহ্ন পড়ি পথে।
আর চিহ্ন নাহি তার সাথে॥
সঙ্গে করি যারে লয়্যা আল্যা।
সেই জন কোথাকারে গেল॥

কেহ তবে অনুমানে বোলে।
হরি বুঝি করি নিল কোলে॥
এই দেখ দুহাকার ভরে।
পশিয়াছে ধরণী উপরে॥
তারে যায়্যা দেখে গোপ-নারী।
পড়ি আছে হয়্যা একেশ্বরী॥
শুন শুন ওগো রসবতি।
তোমার এমন কেন গতি॥
বড়ই আদরে লয়্যা আল্য।
তবে কেন তোমারে ছাড়িল॥
রাধিকা কহয়ে শুন বাণী।
অপরাধ করিয়াছি আমি॥
তেঁঞি মোরে নিঠুর হইয়া।
বন মাঝে গেল ফেলাইয়া॥
সকল গোপিনী এক-মেলা।
করি সভে নানা-মত লীলা॥
নিমানন্দ দাস তারে দেখি।
নিঝরে ঝুরয়ে দু-টি আঁখি॥ ২৭॥

গোপী-গণের দুঃখ মরমে জানিয়া
শ্যাম সে আইল ত্বরা।
মৃত-দেহে যেন জীবন পাইল
তেমতি মানয়ে তারা॥
সভাই আনন্দে ভাসি।
চকোর যেমন বিধু-বরে মিলে.
তেমতি মিলিল আসি॥ ধ্রু॥
অম্বুজ জিনিয়া শ্যাম-মুখ খানি
সভাই দেখিয়া ভোরা।
আনন্দ-সাগরে সাঁতার না জানে
দু-নয়নে প্রেম-ধারা॥
বন-মালা গলে কিবা সে সাজিছে
পীত পিন্ধন তায়।
মন্মথের মন মথন করিছে
নিমানন্দ দাসে গায়॥ ২৮॥

তুড়ী

গোপের রমণী গোবিন্দ পাইয়া
আনন্দ হইল তায়।
কেহ আসি ধরে শ্রীবাহু-যুগলে
কেহ আসি ধরে পায়॥
বড়ই আনন্দ মনে।
কেহ ত বসন তুরিতে ধরল
কেহ চাহে মুখ পানে॥ ধ্রু॥
শ্রীচরণ কেহ পয়োধরে রাখি
অনিমিখে মুখ হেরে।
তাম্বুল চর্ব্বিত কেহ সে খাইল
আলিঙ্গন কেহ করে॥
গোপী-গণ সব প্রেমেতে ভাসল
পুলকে পুরিত হৈল।
নিমানন্দ দাসে সে শ্যাম পাইল
বিরহ দুরেতে গেল॥ ২৯॥

কেদার

নাচত নব নন্দ-লাল
রসবতি করি সঙ্গে।
রবাব খবাব বিণ কপিনাস
বাজত কত রঙ্গে॥
কোই গায়ত কোই বায়ত
কোই ধরত তাল।
সখিগণ মিলি নাচই গাওই
মোহিত নন্দ লাল॥
শুক নাচিছে শারী নাচিছে
বসিয়া তরুর ডালে।
কপোত কপোতী দুজনে মিলিয়া
ধরিছে কতই তালে॥
চাতক চকোর আনন্দে নাচিছে
বদনে নয়ন রাখি।
কুরঙ্গ নাচিছে মউর নাচিছে
নাচিছে কোকিল পাখী॥
রাধাশ্যাম কুণ্ডে কুমুদ কহ্লার
নাচনে উছলে বারি।
তরুলতা যত আনন্দে নাচিছে
ফল-ফুল সারি সারি॥
ফুলের উপরে ভ্রমরা নাচিছে
ভ্রমরী নাচিছে সঙ্গে।

মধুকর যত নচে কত শত
মধু পিয়ে তারা রঙ্গে॥
যমুনা নাচিছে তরঙ্গের ছলে
তাহাতে মকর-মীনে।
জলচর পাখী নাচিয়া বুলিছে
নাহি জানে রাতি-দিনে॥
উর্দ্ধে নাচিছে যত দেবগণ
হইয়া আনন্দ-চীত।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নাচিয়া নাচিয়া
গাইছে মধুর গীত॥
ব্রহ্মা নাচিছে সাবিত্রী সহিতে
পুলকে পুরিত অঙ্গ।
বৃষের উপর নাচে মহেশ্বর
পার্ব্বতী করিয়া সঙ্গ॥
মিহির নাচিছে স্ব-পত্নী সহিতে
রোহিণী সহিতে চান্দে।
যত দেব-গণে আনন্দে নাচিছে
হিয়া থির নাহি বান্ধে॥
সুরাসুর আদি আনন্দে নাচিছে
পাতালে নাগের সনে।
কূর্ম্মের সনে অনন্ত নাচিছে
অতি আনন্দিত মনে॥
সুমেরু সহিতে পৃথিবী নাচিছে
বলিছে ভালি রে ভালি।
গোবর্দ্ধন গিরি আনন্দে নাচিছে
যার তটে রাস-কেলি॥
এ সব নাচন দেখিয়া মগন
বহিছে আনন্দ ধারা।
নিমানন্দ দাস নাচন দেখিয়া
নাচিছে বাউল পারা॥ ৩০॥

রসোদ্গার

সুহই

সব সখী মিলি হৈয়া কুতূহলী
আইল সুন্দরী পাশে।
রজনী কাহিনী কহ না সজনী
কহিছে মধুর-ভাষে॥
কহ কহ রসবতি।
তোমরা দু-জনে নিকুঞ্জ-কাননে
কি সুখে বঞ্চিলে রাতি॥ ধ্রু॥
আমরা সকলে আছিলু বাহিরে
তোমরা মন্দির মাঝ।
কত অনুরাগে করিল সোহাগে
সে হেন রসিক-রাজ॥
তোমার বদনে শুনিব শ্রবণে
পুরিব মনের সাধা।
নিমানন্দ বোলে হয় কুতূহলে
তুরিতে কহ না রাধা॥ ৩১॥

শ্রীরাধার উক্তি

ললিত

বনায়্যা আমার বেশ উভ করি বান্ধে কেশ
তাহে দেয় মউরের পুচ্ছ।
নিরখি নিরখি কত বনায় নিজ অভিমত
গাঁথি দেয় মালতীর গুচ্ছ॥
সই নানা-ফুলে গাঁথি দেয় মালে।
কুঙ্কুম চন্দন ঘসি মাজয়ে বদন-শশী
অলকা তিলক দেয় ভালে॥ ধ্রু॥
রঙ্গিম-পাটের ধটী পরায় কত পরিপাটী
করের মুরলী দেয় হাতে।
হৈয়া কত কুতূহলে ত্রিভঙ্গ হইতে বোলে
কত সুখে ফিরে সাথে সাথে॥
কখন উরুতে রাখে কখন ধরয়ে বুকে
সমুখে বসায়্যা মুখ চায়।
নিমানন্দ দাস বোলে বন্ধু বিদগধ হৈলে
কত সুখ-সাগরে ভাসায়॥ ৩২॥

মাথুর—বিরহ

শ্রীরাধার উক্তি

সুহই

একে হাম অবলা তাহে কুলবতী বালা
ঝুরি ঝুরি খীণ ভেল চীত।
বিরহ-বিয়াধি অন্তরে আসি উপজল
শমন-সমান তছু রীত॥

কহ সখি কি করি উপায়।
মোরে পরিহরি শ্যাম মথুরা রহল গিয়া
দুখে হিয়া বিদরিতে চায়॥ ধ্রু॥
কানুর লাগিয়া চিত সদাই বিকল মোর
নিবারিব কেমন করিয়া।
বিধাতা কতেক দুখ কপালে লিখিল মোর
সভে মিলি দেখহ চিরিয়া॥
ইহা বলি সুন্দরি আনমিখ লোচনে
ঝর ঝর লোর বহি যায়।
নিমানন্দ দাস হেরি তহি কাতর
সখীগণ করে হায় হায়॥ ৩৩॥

সজনি কি কব মনের দুখ।
পিয়া পরবাসে গেল দূর দেশে
সোঙরি বিদরে বুক॥ ধ্রু॥
মদন দুরন্ত সময় বসন্ত
থির নহে মঝু হিয়া।
কি করি রহিব চিত নিবারিব
পাসরিয়া সেই পিয়া॥
পল গুণি গুণি না যায় দিবস
যামিনী হইল কাল।
ভুজঙ্গ সমান হায়-আভরণ
দংশয়ে মালতী-মাল॥
রাইয়ের বচন শুনি সখীগণ
পরাণ বিকল করে।
নিমানন্দ ভোরা চলিব মথুরা
আনিতে নাগর-বরে॥ ৩৪॥

মাথুর সখী সংবাদ

মাউর

শুন শুন নিঠুর মুরারি।
তুয়া বিরহানলে সো অতি-কাতর
তুহুঁ মধু-পুরে রহু ভোরি॥ ধ্রু॥
নিমিখহি যো জন লাখ-যুগ মানই
তা সঞে এ হেন চরীত।
মধুপুর-নাগরি গোরি হেরি ভোরলি
এ তুহে নহে সমুচীত॥

দিবস অবধি করি হাত তার মাথে ধরি
শপথি করলি কত তায়।
সো বর-নারি বাউরি সম রোয়ই
কহ তছু জিবন-উপায়॥

বুঝলুঁ হাম অব তুয়া হৃদি দারুণ
পিরীতি-পরীখণ আধি।
নিমানন্দ দাস কহ শুন বর নাগর
দারুণ পিরীতি বিয়াধি॥ ৩৫॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

বরাড়ী

এতহুঁ বচন শুনি গদ গদ মাধব
চলইতে মন আগুসার।
রাই বিপাক শুনি অতিশয় কাতর
নয়নে গলয়ে জল-ধার॥

সহচরি-করে ধরি শ্যাম।
তুহুঁ মোর প্রেয়সি মরম ভালে জানসি
বিধির অধিক ভেল কাম॥ ধ্রু॥

মধুপুর তেজি হাম তুরিতহি' যায়ব
ইথে তুহুঁ না বাসবি আন।
ব্রজ-পুর-দুখ শুনি সুখ সব নিরসল
কে জানে কেমন করে প্রাণ॥

পুনহি কহত দূতি ধনি বড় কাতর
শুনহ নাগর-বর কান।
নিমানন্দ দাস চরণ ধরি রোয়ত
তুরিতহি করহ পয়ান॥ ৩৬॥

[৩৩৯১]

ঘনরাম

ফলক্রয় লীলা

তথারাগ

ফল লেহ ফল লেহ ডাকে ফলওয়ারী।
চ্যুত ধান্য শুধা করে আইলা শ্রীহরি॥
পসারে ফেলিয়া ধান্য ফল দেহ বোলে।
অনিমিখে পসারিণী সে মুখ নেহালে॥
নয়নে গলয়ে ধারা দেখি মুখখানি।
কার ঘরের শিশু তুমি যাইয়ে নিছনি॥
কোন পুণ্যবতী তোমা করিলেক কোলে।
কাহারে জননী বলি স্তন পান কৈলে॥
ঘনরাম দাসে বোলে শুন পসারিণি।
ফলের সহিত কর জীবন নিছনি॥ ১॥

কৌমার—পৌগণ্ডোচিত বাৎসল্য

মায়ুর

পঞ্চ-বরিখ বয়সাকৃত-মোহন
ধাবমান পর অঙ্গনা।
নবনী পাণি উরথলে মাখন
খায়ত মিটায়ত বয়না॥
দোলে দোলে মোহন গোপাল।
প্রখর চরণ-গতি মুখর কিঙ্কিণি কটি
লোটন লোলয়ে বনমাল॥ ধ্রু॥
সোণায় বান্ধিলা ভাল রুরু-নখ উরে মাল
পিঠে দোলে পাটকি থোপ।
খেনে আলগাছি দেই খেনে ভূমে গড়ি যাই
খেনে পরসন্ন খেনে কোপ॥
নন্দ সুনন্দ যশোমতি রোহিণি
আনন্দে সুত-মুখ চায়।
নয়ন-দুগঞ্চল কাজরে রঞ্জিত
হাসি হাসি বদন দেখায়॥
কুন্তলে রতন মণি ঝলমল সুশোভনী
কুণ্ডলে গণ্ড উজালা।
ঘনরাম দাসের বাণী শুন শুন নন্দরাণি
ননী দিয়া নাচাও গোপালা॥ ২॥

মায়ুর

দধি-মন্থ-ধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতী হেরি মুখ পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে বয়ান অনুপাম॥
কহে শুন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীর ননী
খাইযা নাচহ মোর আগে।
নবনী-লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে॥
বাণী দিল পুরি কর খাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল তায়।
খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায়॥
নন্দ-দুলাল নাচে ভালি।
ছাড়িল মন্থন-দণ্ড উথলিল মহানন্দ
রাণী ঘনে দেই করতালি॥ ধ্রু॥
দেখ দেখ রোহিণি গদ গদ কহে রাণী
যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর।
ঘনরাম দাসে কয় রোহিণী আনন্দময়
দুহুঁ ভেল প্রেমে বিভোর॥ ৩॥

তথারাগ

যমুনার জলে গেলা যশোদা রোহিণী।
শূন্য ঘর পাঞা গোপাল লুটয়ে নবনী॥
পিঁড়ির উপর পিঁড়ি উদুখল দিয়া।
তমু ত শিকার ভাণ্ড লাগি না পাইয়া॥
লড়িতে ছেদিয়া ভাণ্ড হেঁটে পাতে মুখ।
হেনই সময় দেখে জননী সম্মুখ॥
মায়ের শবদ শুনি যাদু ধন নাচে।
ধড়ার অঞ্চল দিয়া চাঁদ-মুখ মোছে॥

এমনে কেমনে গোপাল লুকাইবা আর।
তোমার বুকে বাহিয়া পড়ে গো-রসের ধার॥
ঘনরাম দাসে বোলে শুন যশোমতি।
মায়ারূপে তোমার ঘরে অখিলের পতি॥ ৪॥

শ্রীরাগ

দু বাহু পসারি আগে যায় নন্দরানী।
ধরিতে ধরিতে ধরা না দেয় নীলমণি॥
গৃহে পড়ি গড়ি যায় দধি নবনীত।
কোপ-নয়নে রাণী চাহে চারি ভীত॥
হেদে রে নবনী-চোরা বলি পাছে ধায়।
এ ঘর ও ঘর করি গোপাল লুকায়॥
লড়ি হাতে নন্দরাণী যায় খেদাড়িয়া।
অখিল-ভুবন-পতি যায় পালাইয়া॥
এ তিন ভুবনে যারে ভয় দিতে নারে।
সে হরি পালাঞা যায় জননীর ডরে॥
রাণীর কাছ হইতে গোপাল গেলা পলাইয়া।
আকুল হইলা রাণী গোপাল না দেখিয়া॥
ঘরে ঘরে উকটিল সকল গোকুল।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ হইল আকুল॥
কার ঘরে আছ গোপাল বোল ডাক দিয়া।
তোমার মায়ের প্রাণ যায় বিদরিয়া॥
শ্রীদাম ডাকি বোলে কানাই আমাদের ঘরে।
সভাকার প্রাণ লুকাইল মায়ের ডরে॥
ঘনরাম দাসে কহে থির কর মন।
প্রেমের অধীন গোপাল পাবে দরশন॥ ৫॥

সিন্ধুড়া

আমি কিছু নাহি জানি
ভাঙ্গিয়াছে ক্ষীর ননী
তোমারে সোধাই ইহার কথা।
না দেখি গোকুলচান্দ
কেমন করয়ে প্রাণ
বোল না গোপাল পাব কোথা॥
আমি কি এমন জানি
কোলে লৈয়া যদুমণি
বাছারে করাইছি স্তন পান।
মোরে বিধি বিড়ম্বিল
উথলি গো-রস গেল
তা দেখি ধরিতে নারি প্রাণ॥
ভুলিলাম রোহিণীর বোলে
গোপাল নামাঞা কোলে
সে কোপে কোপিত যাদুমণি।
কোপিত নয়ান-কোণে
চাইয়াছিল আমা পানে
আমি কি এমন হবে জানি॥
তোমরা করিছ খেলা
গোপাল আমার কোথা গেলা
দৃঢ় করি বোল এক বোল।
ঘনরাম দাসে কহে
আকুল হইলা সভে
রাখালের মাঝে উতরোল॥ ৬॥

ধানশী

ঘরে ঘরে উকটিতে পদচিহ্ন দেখি পথে
সকরুণ-নয়ানে নেহারে।
আহা মরি হায় হায় মুরছিয়া পড়ে তায়
কান্দে পদচিহ্ন লৈয়া কোরে॥
মায়েরে কর্য়াছ রোষ সঙ্গিয়ার কিবা দোষ
কোথা আছ বোল ডাক দিয়া।
যদি থাকে মনে রোষ ক্ষেম ভাই সব দোষ
যশোদা মায়ের মুখ চায়্যা॥
শুনিয়া শ্রীদামের কথা মরমে পাইয়া বেথা
তুরিতে আইলা নীলমণি।
মরণ-শরীরে যেন পাইল পরাণ দান
শুনিতেই নূপুরের ধ্বনি॥
বসিলা মায়ের কোলে গদগদ বাণী বোলে
অনেক সাধের যাদুমণি।
সব ধন সম্পদ সকল তোমার আগে
চল যাই করিগা নিছনি॥
ধরিয়া বলাইর হাতে দাড়াঞা মায়ের আগে
নাচিতে লাগিলা দুই ভাই।
ঘনরাম দাসে কয় হইলা আনন্দময়
গোপালের বলিহারি যাই॥ ৭॥

গোষ্ঠাষ্টমী-যাত্রা

গান্ধার

আভরণ পরাইতে আভরণের শোভা।
প্রতি-অঙ্গ চুম্বইতে মনে হয় লোভা॥
বান্ধিতে বিনোদ চূড়া নিরখিতে কেশ।
আঁখিযুগ ঝরঝর না হইল বেশ॥
পরাইতে নারে রাণী রঙ্গ পীত ধড়া।
ক্ষীণ মাজা দেখি ভয়ে ভাঙ্গি পড়ে পারা॥
পরাইতে নূপুর কমল সে চরণে।
নারিলু বিদায় দিতে কহে ঘন ঘনে॥
স্তন-ক্ষীরে ভিজিল রাণীর সব বাস।
নিছনি লইয়া মরু ঘনরাম দাস॥ ৮॥

শ্রীরাগ

গোপালে সাজাইতে নন্দরাণী না পারিল।
যতনে কানাইর চূড়া বলাই বান্ধিল॥
অঙ্গদ বলয়া হার শোভিয়াছে ভাল।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে গলে গুঞ্জাহার॥
পীত ধড়া আঁটিয়া পরায় কটি-তটে।
বেত্র মুরলী হাতে শিঙ্গা দোলে পিঠে॥
ললাটে তিলক দিল শ্রীদাম আসিয়া।
নূপুর পরায় রাঙ্গা চরণ ধরিয়া॥
ঘনরাম দাসে বোলে কান্দিতে কান্দিতে।
অমনি রহিল রাণী বদন হেরিতে॥ ৯॥

ভাটিয়ারী

আরে মোর রাম কানাই।
যমুনা-তীরের ছায় খেলে দোন ভাই॥
সভাই সমান খেলু বাঁটিয়া লইল।
হারিলে চড়িব কান্ধে এই পণ কৈল॥
যে জন হারিবে ভাই কান্ধে করি লবে।
বংশীবটের তলে রাখিয়া আসিবে॥
দুই দিগে দুই ভাই আসি দাঁড়াইলা।
যার যেই খেলু সব বাঁটিয়া লইলা॥
শ্রীদাম সুদাম আদি কানাইর দিগে হৈল।
সুবল বলাইর দিগে নাচিতে লাগিল॥
শ্রীদাম কহে আমরা কানাইর দিগে হব।
কানাই হারিলে উহার কান্ধে না চড়িব॥
এমতে বাঁটিয়া খেলু খেলা আরম্ভিলা।
সঘনে গম্ভীর নাদে খেলিয়া চলিলা॥
ঘনরাম দাস কহে দেখিয়া বলাই।
আপনি সাতলি ভাঙ্গি হারিলা কানাই॥ ১০॥

ধানশী

আজি খেলায় হারিলা কানাই।
সুবলে করিয়া কান্ধে বসন আঁটিয়া বান্ধে
বংশীবটের তলে যাই॥ ধ্রু॥
শ্রীদাম বলাই লৈয়া চলিতে না পারে ধাইয়া
শ্রম-জল-ধারা পড়ে অঙ্গে।
এখন খেলিব যবে হইব বলাইর দিগে
আর না খেলিব কানাইর সঙ্গে॥
কানাই না জিতে কভু জিতিলে হারয়ে তভু
হারিলে জিতয়ে বলরাম।
খেলিয়া বলাইর সঙ্গে চড়িব কানাইর কান্ধে
নহে কান্ধে নিব ঘনশ্যাম॥
মত্ত বলাই-চান্দে কে করিতে পারে কান্ধে
খেলিতে যাইতে লাগে ভয়।
গেড়ুয়া লইয়া করে হারিলে সভারে মারে
ঘনরাম দাস দেখি কয়॥ ১১॥

ধানশী

সাজল রাখালগণ নিতি নব নূতন
নন্দের অঙ্গনে সভে যায়।
কানাই কানাই বলি করে অঙ্গ হেলাহেলি
আনন্দে ললিত গীত গায়॥
গোপালেরে সাজাইয়া চাঁদ-মুখ মোছাইয়া
ভালে দিল চন্দনের বিন্দু।
নব জলধর যেন চলিয়া যাইতে হেন
উদয় হইল যুগ ইন্দু॥
দুই ভাই সাজিয়া তায় হাসিয়া হাসিয়া যায়
করে কর করি একবন্ধ।
দেখিয়া বালক সব শুনি শিঙ্গা বেণু-রব
সুরপুরে লাগে বহু ধন্দ॥

ব্রজ-নারীগণ যত যার যেই বালক
সভাকার বিয়াকুল চিত।
ঘনরাম দাস ভণে হৈয়া আনন্দিত মনে
নিরখই দোঁহাকার রীত॥ ১২॥

ভাটিয়ারী

শিঙ্গা বেণু বেত্র বাধা কটিতে আঁটিয়া।
সাজল রাখালরাজ সঙ্গে শিশু লৈয়া॥
শ্রীদাম ডাকিয়া বলে ভাইরে কানাই।
এ সব রাখাল মাঝে বলাই দাদা নাই॥
তুমি যদি বেণু পুরি ডাক এক বার।
বড় মনে সাধ আছে ভাঙ্গি খাব তাল॥
শ্রীদামের কথা শুনি হরষিত হৈয়া।
হাসি পুরে বেণু দাদা বলাই বলিয়া॥
ঘনরাম দাসের মন করে উচাটন।
দাদারে বলাই বলি ডাকে ঘনে ঘন॥ ১৩॥

তথারাগ

ধাইয়া আইল নন্দরাণী কেশ নাহি ঢাকে।
বাছার মুখের বেণু তোরে কেন ডাকে॥
কানাইর মুখের বেণু শুনিয়া বলাই।
মাতল রোহিণী-সুত ডাকে ভাই ভাই॥
শিঙ্গা-রবে বোলে কেনে ডাক রে কানাই।
নিকটে যাইছি আমি আর ভয় নাই॥
ঘনরাম দাস বোলে শুন যশোমতি।
জাননা এমতি হয় রাখালের পিরীতি॥ ১৪॥

শ্রীরাগ

আসিয়া বলাই বলে কানাই ওরে ভাইয়া।
আমারে ডাকিয়া ছিলা কিসের লাগিয়া॥
হাসিয়া কানাই বলে বলাই দাদা ভাই।
ধেনুক মারিয়া সভে তাল ফল খাই॥
শুনিয়া বলাই মনে হরষিত হৈয়া।
সামাইলা তাল-বনে কৌতুক লাগিয়া॥
রুষিয়া আইল ধেনুক বলাই দেখিয়া।
লীলায় মারিল তার পুচ্ছ ঘুরাইয়া॥
তাল ফল লৈয়া সভে করিলা ভোজন।
ঘনরাম দাস হেরি আনন্দিত মন॥ ১৫॥
[৩৪০৬]

বৈষ্ণবদাস

মঙ্গলাচরণ

মঙ্গলরাগ

জয় জয় শ্রীগুরু প্রেম-কলপ-তরু
অদভুত যাক প্রকাশ।
হিয়-অগেয়ান তিমির সুনিবিড়
জ্ঞান-কিরণে করু নাশ॥
ইহ লোচন-আনন্দ ধাম।
অযাচিত এ হেন পতিত হেরি পহুঁ
যাচি দেয়ল হরিনাম॥
দুরগতি অগতি অসত-মতি যো জন
নাহি সুকৃতি-লবলেশ।
শ্রীবৃন্দাবন যুগল-ভজন-ধন
তাহে করত উপদেশ॥
নিরমল গৌর- প্রেম-রস-সিঞ্চনে
পুরল সব মন আশ।
সো চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণবদাস॥ ১॥

কামোদ

জয় জয় শ্রীনব- দ্বীপ-সুধাকর
প্রভু বিশ্বম্ভর দেব।
জয় পদ্মাবতি নন্দন পহুঁ মঝু
শ্রীবসু-জাহ্নবী সেব॥

জয় জয় শ্রী অদ্বৈত সীতা-পতি
সুখদ শান্তিপুর চন্দ।
জয় জয় শ্রীল- গদাধর পণ্ডিত
রসময় আনন্দ-কন্দ॥
জয় মালিনি-পতি সদয়-হৃদয় অতি
পণ্ডিত শ্রীবাস উদার।
গৌর-ভকত জয় পরম দয়াময়
শিরে ধরি চরণ সভার॥
পতিত অধম দীন দুরগত যত
মিটল সবাকার আশ।,
আপন করম- দোষে ভেল বঞ্চিত
দুরমতি বৈষ্ণবদাস॥ ২॥

তথারাগ

জয় জয় অতিশয় দীন দয়াময়
স্বরূপ রামানন্দ রায়।
সুমধুর নিগূঢ় গৌর-রস জগ-জন
জানল যাঁক কৃপায়॥
জয় নরহরি গদাধর শ্রীনিবাস।
জয় বক্রেশ্বর দাস গদাধব
মুকুন্দ মুরারি হরিদাস॥
বসু রামানন্দ সেন শিবানন্দ
গোবিন্দ মাধব বাসুঘোষ।
জয় বৃন্দাবন- দাস গৌর-রসে
জগ-জনে করল সন্তোষ॥
জয় জয় অনন্ত দাস নয়নানন্দ
জ্ঞানদাস যদুনাথ।
শ্রীরূপ সনাতন জয় জয় শ্রীজীব
ভট্ট-যুগল রঘুনাথ॥
জয় জয় কৃষ্ণ- দাস কবি-ভূপতি
গৌর ভকতগণ আর।
বৈষ্ণব দাস- আশ পরিপূরহ
দেহ চরণ-রজ-সার॥ ৩॥

শ্রীরাগ

প্রভু গৌরচন্দ্র প্রভু নিত্যানন্দ
প্রভু সীতানাথ আর।
পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীবাস রামাই
ঠাকুর শ্রী সরকার॥
মুরারি মুকুন্দ শ্রীজগদানন্দ
দামোদর বক্রেশ্বর।
সেন শিবানন্দ বসু রামানন্দ
সদাশিব পুরন্দর॥
আচার্য্য নন্দন বুদ্ধিমন্ত খান
ছোট বড় হরিদাস।
বাসুদেব দত্ত রাঘব পণ্ডিত
জগদীশ তার পাশ॥
আচার্য্য রতন গুপ্ত নারায়ণ
বিদ্যানিধি শুক্লাম্বর।
শ্রীধর বিজয় শ্রীমান সঞ্জয়
চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর॥
পণ্ডিত গরুড় শ্রীচন্দ্রশেখর
হলায়ুধ গোপীনাথ।
গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাসুদেব
সুধানিধি আদি সাথ॥
পণ্ডিত ঠাকুর দাস গদাধর
উদ্ধারণ অভিরাম।
রামাই মহেশ ধনঞ্জয় দাস
বৃন্দাবন অনুপাম॥
ঠাকুর মুকুন্দ শ্রীরঘুনন্দন
চিরঞ্জীব সুলোচন।
বৈদ্য বিষ্ণুদাস দ্বিজ হরিদাস
গঙ্গাদাস সুদর্শন॥
গোবিন্দ শঙ্কর আর কাশীশ্বর
রামাই নন্দাই সাথ।
বায় ভবানন্দ সুত রামানন্দ
গোপীনাথ বাণীনাথ॥
নীলাচল-বাসী সার্ব্বভৌম কাশী
মিশ্র জনার্দ্দন আর।
শ্রীশিখী মাহিতি রুদ্র গজপতি
ক্ষেত্র-সেবা অধিকার॥
গোসাঞি স্বরূপ সনাতন রূপ
ভট্ট-যুগ রঘুনাথ।
শ্রীজীব ভূগর্ভ গোসাঞি রাঘব
লোকনাথ আদি সাথ॥

যতেক মহান্ত কে করিবে অন্ত
গৌরাঙ্গ সভার প্রাণ।
গোরাচাঁদ-হেন সভে কৃপাবান
প্রেম-ভক্তি করে দান॥
ইহা সভাকার যত পরিবার
সন্তান আছয়ে যার।
গৌর ভকত আর যত যত
সভে কর অঙ্গীকার॥
অধম দেখিয়া করুণা করিয়া
সভে পূর মোর আশ।
কাতর হইয়া গুণ সোঙরিয়া
কান্দয়ে বৈষ্ণবদাস॥ ৪॥

দ্বিজ হরিদাসের বন্দনা

তথারাগ

গৌরাঙ্গচাঁদের প্রিয় পরিকর
দ্বিজ হরিদাস নাম।
কীর্ত্তন-বিলাসী প্রেম-সুখরাশি
যুগল রসের ধাম॥
তাহার নন্দন প্রভু দুই জন
শ্রীদাস গোকুলানন্দ।
প্রেমের মূরতি যুগল-পিরীতি
আরতি-রসের কন্দ॥
গোরা গুণময় সদয় হৃদয়
প্রেমময় শ্রীনিবাস।
আচার্য্য ঠাকুর খেয়াতি যাহার
দোঁহে রহে তার পাশ॥
পিতৃ-অনুমতি জানিয়া এ দোঁহে
হইলা তাহার শাখা।
শাখা গণনাতে প্রভুর সহিতে
অভেদ করিয়া লেখা॥
গৌরাঙ্গচাঁদের প্রিয় অনুচর
জয় দ্বিজ হরিদাস।
জয় জয় মোর আচার্য্য ঠাকুর
খ্যাতি নাম শ্রীনিবাস॥

জয় জয় মোর শ্রীদাস ঠাকুর
জয় প্রভো গোকুলানন্দ।
করুণা করিয়া লেহ উদ্ধারিয়া
অধম পতিত মন্দ॥
ইহা সভাকার বংশ পরিবার
যতেক ঠাকুরগণ।
সভার চরণে রতি মতি মাগে
বৈষ্ণবদাসের মন॥ ৫॥

পদকর্ত্তৃগণের বন্দনা

তথারাগ

জয় জয় শ্রীশ্রী- নিবাস নরোত্তম
রামচন্দ্র কবিরাজ।
জয় জয় শ্রীগতি- গোবিন্দ রসময়
জয় তছু ভকত-সমাজ॥
জয় কবিরাজ- রাজ রস-সায়র
শ্রীযুত গোবিন্দদাস।
ঐছন কথিহুঁ না হেরিয়ে ত্রিভুবনে
প্রেম-মূরতি পরকাশ॥
যাকর গীতে সুধারস বরিখয়ে
কবিগণ চমকয়ে চীত।
শুনইতে গর্ব্ব খর্ব্ব তব হোয়ত
ঐছন রসময় গীত॥
জয় জয় যুগল- পিরীতিময় শ্রীযুত
চক্রবর্ত্তী গোবিন্দ।
গৌরগুণার্ণবে ঘূরত অহনিশি
জনু মন্দার গিরীন্দ্র॥
জয় জয় শ্রীযুত ব্যাস কৃপাময়
শ্যামদাস প্রভু আর।
জয় জয় পহুঁ মোর রামচরণ শর-
নাগত করু আপনার॥
জয় জয় রাম- কৃষ্ণ কুমুদানন্দ
দ্বিজকুল-তিলক দয়াল।
জয় জয় রূপ ঘটক ঘট-রসময়
মণ্ডল ঠাকুর ভাল॥

জয় জয় নৃপবর মল্ল-বংশধর
শ্রীবীর-হাম্বির নাম।
জয় জয় শ্রীকবি- রাজ কর্ণপূর
গোকুল শ্রীভগবান॥
জয় জয় গোপী- রমণ রসায়ন
উজ্জ্বল-মূরতি নিতান্ত।
জয় জয় শ্রীনর- সিংহ কৃপাময়
জয় জয় বল্লবীকান্ত॥
জয় জয় শ্রী- বল্লভ পরমাদ্ভুত
প্রেম-মূরতি পরকাশ।
প্রভু-সুতা-চরণ- সরোরুহ-মধুকর
জয় যদুনন্দন দাস॥
কবি-নৃপ-বংশজ ভুবন-বিদিত-যশ
জয় ঘনশ্যাম বলরাম।
ঐছন দুহুঁ জন নিরুপম গুণগণ
গৌর-প্রেমময়-ধাম॥
ইহ সব প্রভুগণ চরণ যাক ধন
তাক চরণ করি আশ।
অতিহুঁ অসত-মতি পামর দুরগতি
রোয়ত বৈষ্ণবদাস॥ ৬॥

শ্রীজয়দেবাদির বন্দনা

ধানশী

জয় জয়দেব কবি নৃপতি-শিরোমণি
বিদ্যাপতি রস-ধাম।
জয় জয় চণ্ডী- দাস রসশেখর
অখিল-ভুবনে অনুপাম॥
যাকর রচিত মধুর-রস নিরমল
গদ্য-পদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌর চন্দ্র আস্বাদিলা
রায় স্বরূপ সহিত॥
যবহুঁ যে ভাব উদয় করু অন্তরে
তব গাওই দুহুঁ মেলি।
শুনইতে দারু পাষাণ গলি যায়ত
ঐছন সুমধুর কেলি॥

আছিল গোপতে যতন করি পহুঁ মোর
জগতে করল পরকাশ।
সো রস শ্রবণে পরশ নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণবদাস॥ ৭॥

প্রার্থনা

ভাটিয়ারী

গোরাচাঁদ ফিরি চাহ নয়ানের কোণে।
দেখি অপরাধী জনা যদি তুমি কর ঘৃণা
অযশ ঘুষিবে ত্রিভুবনে॥ ধ্রু॥
তুমি প্রভু দয়া-সিন্ধু পতিতজনার বন্ধু
সাধুমুখে শুনিয়া মহিমা।
দিয়াছি তোমার দায় এই মোর উপায়
উদ্ধারিলে মহিমার সীমা॥
মুঞি ছার দুষ্ট-মতি তুয়া নামে নাহি রতি
সদাই অসত পথে ভোর।
তাহাতে হইছে পাপ আর অপরাধ তাপ
সে কত তাহার নাহি ওর॥
তোমার কৃপা বলবানে অপরাধী নাহি মানে
শুনি নিবেদিয়ে রাঙ্গা পায়।
পুরাহ আমার আশ ফুকারে বৈষ্ণবদাস
তুয়া নাম স্ফুরুক জিহ্বায়॥ ৮॥

তথারাগ

পহুঁ মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞি।
এই কৃপা কর যেন তোমারি গুণ গাই॥
যে-সে কুলে জন্ম হউ যে-সে দেহ পাইয়া।
তোমার ভক্ত সঙ্গে ফিরি তোমার গুণ গাইয়া॥
চিরকালে আশা প্রভু আছয়ে হিয়ায়।
তোমার নিগূঢ় লীলা স্ফুরাবে আমায়॥
তোমার নামেতে সদা রুচি হউক মোর।
তোমার গুণ-গানে যেন সদা হউ ভোর॥
তোমার গুণ গাইতে শুনিতে ভক্ত সঙ্গে।
সাত্ত্বিক বিকার কি হইবে মোর অঙ্গে॥
অশ্রু-কম্প-পুলকে পূরিবে সব তনু।
ভূমিতে পড়িব প্রেমে অগেয়ান জনু॥

যে-সে কর প্রভু এক তুমি মাত্র গতি।
কহয়ে বৈষ্ণবদাস তোমায় রহু মতি॥ ৯॥

সুহিনী

নীলাচলে কবে মঝু নাথ।
সহিত দেখিব জগন্নাথ॥
রামরায় স্বরূপে লইয়া।
নিজ-ভাব কহে উঘারিয়া॥
মোর কি হইবে হেন দিনে।
তাহা মুঞি শুনিব শ্রবণে॥
পুন কিয়ে জগন্নাথ দেবে।
গুণ্ডিচা-মন্দিরে চলি যাবে॥
প্রভু মোর সাত সম্প্রদায়।
করিবে কীর্ত্তন উচ্চ-রায়॥
মহানৃত্য কীর্ত্তন-বিলাস।
সাত ঠাঁঞি হইবে প্রকাশ॥
মোর কি এমন দিন হব।
সে সব কি নয়নে দেখিব॥
সকল ভকতগণ মেলি।
উদ্যানে করিবে নানা কেলি॥
বৈষ্ণবদাসের অভিলাষ।
দেখি মোর পুরিবেক আশ॥ ১০॥

তথারাগ

মদীশ্বরি তুমি মোরে করিবে করুণা।
এইত তাপিত জনে তোমার সে শ্রীচরণে
দাসী করি করিবে আপনা॥ ধ্রু॥
দশদণ্ড রাত্রি পরে হবে তুয়া অভিসারে
ললিতাদি সহচরী সঙ্গে।
যাইবা নিকুঞ্জ বনে শ্রীনন্দকুমার সনে
মিলিবারে মদন-তরঙ্গে॥
সে কালে শ্রীগুণমণি মঞ্জরী প্রেমের খনি
চন্দন-কটোরি ফুল মালা।
দিবেন আমার করে সঙ্গে লৈয়া ধীরে ধীরে
নিভৃতে চলিবে সব বালা॥
তুমি সশঙ্কিত হৈয়া ইতি উতি নিরখিয়া
সখী মাঝে করিবে গমন।
রহিয়া রহিয়া যাবা পাছে আমা নিরখিবা
মোর হবে সঙ্কোচিত মন॥
হেনমতে কুঞ্জ মাঝে ভেটিবে নাগর-রাজে
আগুসরি লই যাবে কান।
দুহুঁরত্ন-সিংহাসনে বসিবা আনন্দ মনে
দেখি মোর জুড়াবে নয়ান॥
হেন দিন মোর হব ইহা কি দেখিতে পাব
তুয়া দাসীগণ সঙ্গে রৈয়া।
এ বড় বিচিত্র আশ এ দীন বৈষ্ণবদাস
লেহ কৃপা-তরঙ্গে বহাইয়া॥ ১১॥

তথারাগ

যমুনাক তীর সমীর ইহ মৃদু
অলি-পিকু-পঞ্চম গানে।
দুহুঁ রসে ভোর ওর নাহি পাওব
বিলসিব নটন বিধানে॥
কবে হেন কৃপা হবে তোর।
সো রস-বৈভব রাস মহোৎসব
দরশন হোয়ব মোর॥ ধ্রু॥
সহচরি সঙ্গে রঙ্গে করি মণ্ডলি
যবহুঁ নাচায়বি শ্যাম।
তব সখি-ইঙ্গিতে তন্ত্র সঞ্চারিয়া
যন্ত্র দেয়ব তুয়া ঠাম॥
হেন কিয়ে হোয়ব সংহতি গায়ব
হরিষহি হেরবি মোয়।
হাম তব অমিয়া-সরোবরে ডুবব
শুনব মধুর সব সোয়॥
নাচব নটবর- শেখর নাগর
গায়বি দুহুঁ সখি সঙ্গে।
তুহুঁ নাচবি যব নাগর গাওব
কত কত রাগ তরঙ্গে॥
ঐছন অনুদিন শ্রীবৃন্দাবনে
বিলাসবি রাস-বিলাস।
ইহ দুরভগ জন সো কিয়ে দরশন
পাওব বৈষ্ণবদাস॥ ১২॥

তথারাগ

হাহা বৃষভানু-সুতে।
তোমার কিঙ্করী শ্রীগুণমঞ্জরী
মোরে লবে নিজ যূথে ॥ ধ্রু॥
নৃত্য-অবসানে তোমরা দুজনে
বসিবে আসন পরে।
ঘামে টলমল সো অঙ্গ অতুল
রাস-পরিশ্রম-ভরে॥
মুঞি তব কৃপা- ইঙ্গিত পাইয়া
শ্রীমণি-মঞ্জরী সাথে।
দোঁহার শ্রীঅঙ্গে বাতাস করিব
চামর লইয়া হাতে॥
কেহু দুহু জন- বদন-চরণ
পাখালি মোছাবে সুখে।
শ্রীরূপমঞ্জরী তাম্বূল বীটিকা
দেয়বে দোঁহার মুখে॥
শ্রম দূরে যাবে অঙ্গ সুখী হবে
অলসে ভরিবে গা।
বৈষ্ণবদাসের এ আশা পূরিবে
করিবে মন্দ বা॥ ১৩॥

তথারাগ

হে নাথ গোকুলচন্দ্র হা কৃষ্ণ পরমানন্দ
হাহা ব্রজেশ্বরীর নন্দন।
হা রাধিকা চন্দ্র-মুখি গান্ধর্ব্বিকা সহ সখী
কৃপা করি দেহ দরশন॥
তোমা দোঁহার শ্রীচরণ আমার সর্ব্বস্ব-ধন
তাহার দর্শনামৃত-পান।
করাইয়া জীবন রাখ মরিতেছি এই দেখ
করুণা কটাক্ষ কর দান॥
দোঁহে সহচরী সঙ্গে মদনমোহন-রঙ্গে
শ্রীকুণ্ডে কল্পতরু ছায়।
আমারে করুণা করি দেখাইবে সে মাধুরী
তবে হয় জীবন উপায়॥
হাহা শ্রীদামের সখা কৃপা করি দাও দেখা
হাহা বিশাখার প্রাণ-সখি।
দোঁহে সকরুণ হৈয়া চরণ দর্শন দিয়া
দাসীগণ মাঝে লেহ লেখি॥
তোমার করুণা-রাশি তোঁঞি চিত্তে অভিলাষি
কৃপা করি পূর মোর আশ।
দশনেতে তৃণ ধরি ডাকি নাম উচ্চ করি
দীন হীন বৈষ্ণবের দাস॥ ১৪॥

তথারাগ

হরি হরি কি কহিয়ে প্রলাপ বচন।
কাঁহা সে সম্পদ-সার কাঁহা এই মুঞি ছার
কিয়ে চিত্র বাউলের মন॥
অনন্ত-বৈকুণ্ঠ-সার বৃন্দাবন নাম যার
তাহে পূর্ণতম কৃষ্ণচন্দ্র।
তার প্রিয়া-শিরোমণি শ্রীরাধিকা ঠাকুরাণী
বিলসয়ে সঙ্গে সখীবৃন্দ॥
তার অনুচরী সঙ্গে প্রেম-সেবা পরবন্ধে
ব্রহ্মা শিব শেষের অগম্য।
কাহাঁ এ পাপিষ্ঠ জন পাপালয় মূর্ত্তিমান
আশা করি করে তাহা কাম্য॥
যথা বাঙনেব ইন্দু পঙ্গুর লঙ্ঘন সিন্ধু
মূকের যেমন বেদ-ধ্বনি।
পশ্চিমে উদয় সূর মল-গন্ধ সুকর্পূর
পথের কঙ্কর চিন্তামণি॥
এসব যদিহ হয় তথাপিহ মোর নয়
শ্রীরাধামাধব-দরশন।
বৈষ্ণবদাসেব মনে দরিদ্র বিজয়া-পানে
শূতি যেন দেখয়ে স্বপন॥ ১৫॥

শ্রীঅদ্বৈতের জন্মলীলা

সিন্ধুড়া

এ তিন ভুবন মাঝে অবনী-মণ্ডল সাজে
তাহে পুন অতি অনুপাম।
শোক দুখ তাপত্রয় যার নামে শান্ত হয়
হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম॥
কুবের পণ্ডিত তায় শুদ্ধ-সত্ত্ব দ্বিজরায়
নাভা দেবী তাহার গৃহিণী।
শান্তিপুরে করি স্থিতি কৃষ্ণ-পূজা করে নিতি
ভক্তি-হীন দেখিয়া অবনী॥

কলি-হত জীব দেখি   মনে দুঃখ পায় অতি
    অন্তে আরাধয়ে ভগবান।
সেই আরাধন-কাজে   নাভা দেবী-গর্ভ মাঝে
    মহাবিষ্ণু হৈলা অধিষ্ঠান॥
মাঘ মাস শুভক্ষণে   শুক্লা সপ্তমী দিনে
    অবতীর্ণ হৈলা মহাশয়।
দেখিয়া পণ্ডিত অতি   হৈলা হরষিত-মতি
    নয়নে আনন্দ-ধারা বয়॥
আচম্বিতে জগ-জনে   আনন্দ পাইল মনে
    কি লাগিয়া কেহো নাহি জানে।
এ বৈষ্ণবদাসে বলে   উদ্ধার হইবে হেলে
    পতিত পাষণ্ডী দীন হীনে॥ ১৬॥

কল্যাণী

কুবের পণ্ডিত   অতি হরষিত
    দেখিয়া পুত্রের মুখ।
করি জাতকর্ম্ম   যে আছিল ধর্ম্ম
    বাড়য়ে মনের সুখ॥
সব সুলক্ষণ   বরণ কাঞ্চন
    বদন-কমল-শোভা।
আজানুলম্বিত   বাহু সুবলিত
    জগ-জন-মন-লোভা॥
নাভি সুগভীর   পরম সুন্দর
    নয়ন কমল জিনি।
অরুণ চরণ   নখ-দরপণ
    জিতি কত বিধুমণি॥
মহাপুরুষের   চিহ্ন মনোহর
    দেখিয়া বিস্ময় সভে।
বুঝি ইহা হৈতে   জগতে তরিবে
    এই করে অনুভবে॥
যত পুরনারী   শিশু-মুখ হেরি
    আনন্দ-সায়রে ভাসে।
না ধরয়ে হিয়া   পুন পুন গিয়া
    নিরখয়ে অনিমেষে॥
তাহার মাতারে   করে পরিহারে
    কহে হেন সুত যার।
তার ভাগ্য সীমা   কি দিব উপমা
    ভুবনে কে সম তার॥

এতেক বচন   সব নারীগণ
    কহে গদগদ ভাষা।
জগত-তারণ   বুঝল কারণ
    দাস বৈষ্ণবের আশা॥ ১৭॥

সুহই

বিষয়ে সকলে মত্ত   নাহি কৃষ্ণনাম-তত্ত্ব
    ভক্তিশূন্য হইল অবনী।
কলিকাল-সর্প-বিষে   দগ্ধ জীব মিথ্যারসে
    না জানয়ে কেবা সে আপনি॥
নিজকন্যা-পুত্রোৎসবে   ধন-ব্যয় করে সভে
    নাহি অন্য শুভ কর্ম্মলেশ।
যক্ষ পূজে মদ্য মাংসে   নানা মতে জীব হিংসে
    এই মত হৈল সর্ব্বদেশ॥
দেখিয়া করুণা করি   কমলাক্ষ নাম ধরি
    অবতীর্ণ হৈলা গৌড় দেশে।
ব্রজরাজ-কুমার   সাঙ্গোপাঙ্গে অবতার
    করাইব এই অভিলাষে॥
সর্ব্ব-আগে আগুয়ান   জীবের করিতে ত্রাণ
    শান্তিপুরে করিলা প্রকাশ।
সকল দুষ্কৃতি যাবে   সভে কৃষ্ণ-প্রেম পাবে
    কহে দীন বৈষ্ণবের দাস॥ ১৮॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্যাদি লীলা

তথারাগ

বহুখন নটন-পরিশ্রমে পহুঁ মোর
    বৈঠল সহচর-কোর।
সুশিতল মলয়-পবন বহ মৃদু মৃদু
    হেরইতে আনন্দ কো করু ওর॥
দেখ দেখ অপরূপ গোরা দ্বিজ-রাজ।
সুন্দর বদনে স্বেদ-কণ শোভন
    হেম-মুকুরে জনু মোতি বিরাজ॥ ধ্রু॥
বহুবিধ সেবনে সকল ভকতগণে
    শ্রম-জল সকল করল যব দূর।
নিজ গৃহে আওল গৌর দয়াময়
    পরিজন-হিয়ে আনন্দ পরিপূর॥

সব সহচরগণে গেও নিকেতনে
নিতি নিতি ঐছন করয়ে বিলাস।
সো সুখ-সিন্ধু-বিন্দু নাহি পাওল
রোয়ত দুরমতি বৈষ্ণবদাস॥ ১৯॥

বসন্ত বা কন্দর্প সুহই রাগ

মধু-ঋতু সময় নবদ্বিপ-ধাম।
সুরধুনি-তীর সবহুঁ অনুপাম॥
কোকিল মধুকর পঞ্চম ভাষ।
চৌদিশে সবহুঁ কুসুম পরকাশ॥
ঐছন হেরইতে গৌর কিশোর।
পুরব প্রেম-ভরে পহুঁ ভেল ভোর॥
ঝর ঝর লোচন ঢরকত নোর।
পুলকে পুরল তনু গদগদ বোল॥
শুনহ মুকুন্দ মরম-অভিলাষ।
আজু নন্দ-নন্দন করত বিলাস॥
সো মুখ যদি হাম দরশন পাও।
তব দুখ খণ্ডয়ে তছু গুণ গাও॥
মোহে মিলাহ ব্রজমোহন পাশ।
এত কহি গৌরক দীঘ নিশাস॥
বুঝই না পারিয়ে ইহ অনুভাব।
বৈষ্ণবদাসক অতি দুখ লাভ॥ ২০॥

রথ-যাত্রা

সুহই

নীলাচলে জগন্নাথ রায়।
গুণ্ডিচা-মন্দিরে চলি যায়॥
অপরূপ রথের সাজনি।
তাহে চড়ি যায় যদুমণি॥
দেখিয়া আমার গৌরহরি।
নিজগণ লৈয়া এক করি॥
মাল্য চন্দন সভে দিয়া।
জগন্নাথ নিকটে যাইয়া॥
রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায়।
কীর্ত্তন করয়ে গোরা রায়॥
আজানুলম্বিত বাহু তুলি।
ঘন উঠে হরি হরি বুলি॥
গগন ভেদিল সেই ধ্বনি।
অন্য আর কিছু নাহি শুনি॥
নিতাই অদ্বৈত হরিদাস।
নাচে বক্রেশ্বর শ্রীবাস॥
মুকুন্দ স্বরূপ রাম রায়।
মন বুঝি উচ্চস্বরে গায়॥
গোবিন্দ মাধব বাসু ঘোষ।
যার গানে অধিক সন্তোষ॥
বসু রামানন্দ নরহরি।
গদাধর পণ্ডিতাদি করি॥
দ্বিজ হরিদাস বিষ্ণুদাস।
ইহা সভার গানেতে উল্লাস॥
এই মত কীর্ত্তন নর্ত্তনে।
কথো দূর করিল গমনে॥
এ সভার পদ-রেণু আশ।
করি কহে বৈষ্ণবের দাস॥ ২১॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা

ধানশী

ঝুলনা হইতে নামিলা তুরিতে
রসবতী রস-রাজ।
রতন-আসনে বসিলা যতনে
রতন মন্দির মাঝ॥
সুচামর লেই বীজন বীজই
সেবা-পরায়ণা সখী।
সুবাসিত জলে বদন পাখালে
বসনে মোছাঞা দেখি॥
থারি ভরি কোই বিবিধ মিঠাই
ধরি দুহুঁ-সম্মুখে।
সখীগণ সহে কতহুঁ কৌতুকে
ভোজন করিল সুখে॥
তাম্বুল সাজাঞা কোন সখী লৈয়া
দোঁহার বদনে দিল।
এ কেশ-কুসুমে আপাদবদনে
নিছিয়া নিছিয়া নিল॥

কুসুম-তলপে অলপে অলপে
বসিলা রাধিকা শ্যাম।
আলসে ঈসত নয়ন মুদিত
হেরিয়া মোহিত কাম॥

দেখি সখীগণে কতহুঁ যতনে
শুতায়ল দুহুঁ তায়।
সখীর ইঙ্গিতে চরণ সেবিতে
এ দাস বৈষ্ণব যায়॥ ২২॥
[৩৪২৮]

কমলাকান্ত

পূর্ব্ব পদকর্ত্তৃগণের বন্দনা

কামোদ মল্লার

শ্রীবিদ্যাপতি কবি-বর-শেখর
কয়লহি বহুবিধ গীত।
শ্রীগোবিন্দ- কবীন্দ্র-শিরোমণি
জগ ভরি যাহাক চরীত॥
শ্রীজয়দেব বিবিধ রস-বর্ণন
কবিশেখর চণ্ডীদাস।
রামানন্দ রায় কবি সাগর
নাটক করল প্রকাশ॥
শ্রীল রূপ সুললিত-বর্ণন
গীতাবলি রস-পূর।
বলরাম দাস কয়ল বহু বর্ণন
প্রেম-বিলাস প্রচুর॥
নরহরি দাস সুঘড় কবি-ভূপতি
গোবিন্দ ঘোষ কবি-সিন্ধু।
দাস বৃন্দাবন বাসুদেব কবি
সকল-কবীশ্বর ইন্দু॥
জ্ঞানদাস কবি রচিল পদাবলী
কোমল পরম উদার।
শ্রীজগন্নাথ দাস কবিসায়র
শ্রীবল্লভ কবি-সার॥
ঠাকুর নরোত্তম কয়লহি বর্ণন
প্রার্থনাদি বহু গান।
বংশীবদন [illegible]-কবি-ভূষণ
সুমধুর পদ [illegible]॥
রাধাবল্লভ কবি-চূড়ামণি
যদুনাথ দাস অনূপ।
গোপীরমণ সুধা সম বর্ণন
নটবর কবি-কুল-ভূপ॥
শ্রীঘনশ্যাম দাস কবি-শশধর
গোবিন্দ কবি-সম ভাষ।
ললিত পদাবলি কয়লহি বর্ণন
কবিবর লোচন দাস॥
দাস অনন্ত কয়ল বহু বর্ণন
সুললিত রসময় গীত।
সুবলানন্দ সকল-কবি-রঞ্জন
বিরচিল মধুর সঙ্গীত॥
নয়নানন্দ মিশ্র কবি-পুঙ্গব
শ্রবণ-রসায়ন গান।
বসু-কুল-ভূষণ বিরচিল সুমধুর
রামানন্দ গুণ-ধাম॥
ইহ সব কবি-কুল- চরণে শিরে ধরি
কমল করয়ে প্রতি-আশ।
নিজ-নিজ-কৃত-পদ- কমল-কুসুম-রসে
পূরণ কর অভিলাষ॥ ১॥

অভীষ্ট-দেব-বন্দনা

কামোদ মল্লার

শ্রীচৈতন্য অভিন্ন-কলেবর
দ্বিজকুল-জলনিধি-ইন্দু।

ধীর গদাধর মহিমা-সাগর
দীন হীন-জন বন্ধু॥
তছু শাখা-বর অখিল-গুণাকর
শিবানন্দ গুণ-রাশি।
রূপ সনাতন সঙ্গে অনুক্ষণ
বৃন্দাবন-বন-বাসী॥
তৎকুল-জলধি- সমুদ্ভব-শশধর
নটবর-পুত্র স্বরূপ।
নন্দ-গ্রামে নিজ- ধামে প্রকট ভেল
নন্দাত্মজ নিজ রূপ॥
পামর-পাবন পতিত পরায়ণ
এ জন তাহে পরমাণ।
অজ্ঞানান্ধ পতিত হেরি পামরে
জ্ঞানাঞ্জন দিল দান॥
সো পদ কমলে কমল-মন-মধুকর
অনুখণ মধু করু পান।
সো রূপ মাধুরি হৃদয় মাঝে হেরি
নিশিদিশি গুণ করু গান॥ ২॥

পদরত্নাকর-গ্রন্থ-প্রশংসা

কামোদ মল্লার

পদ-রত্নাকর অখিল-রসাকর
যাকর শ্রুতি-যুগ পরশে।
চির-দিন শুষ্ক সরোবর-মানস
পূরই হরি-গুণ-সরসে॥
অবিচল-আনন্দ-কারি।
মঙ্গল-কুমুদে কুমুদ-কুল-বান্ধব
ভব দাবানল-বারি॥ ধ্রু॥
মায়া জরতী হরতি সব মানসে
বিদ্যা-কমলিনি সুর।
অনুখণ নব নব রস আস্বাদন
শ্যামামৃত-রস-পূর॥
কীর্ত্তন-জনক সকল-সুখ-সম্পদ
ভব-ভয়-ভঞ্জন-হার।
কলি-মল-মথন কুমতি-কুলবারণ
আগম নিগমক সার॥

ত্রিভুবন-তারণ তাপ-বিনাশন
অখিল-আনন্দ-আধার।
কমলাকান্ত দাস কহে জগ ভরি
অমিয়াসিন্ধু বিথার॥ ৩॥

শ্রীরাধার পূর্ব্ব-রাগ

কদম্ব-কাননে উঠিছে সঘনে
এ কি ধ্বনি অনুপাম।
শ্রুতি-পথ দিয়া অন্তরে পশিয়া
চঞ্চল করিল প্রাণ॥
সই এ তোরে কহিলুঁ সার।
হেন সুমধুর ধ্বনি রস-পূর
ভুবনে না শুনি আর॥ ধ্রু॥
না জানি সজনি হেন ধ্বনি শুনি
কেন কাঁপে মোর গা।
বসন খসিল কেশ আউলাইল
চলিতে না চলে পা॥
নয়নের বারি নিবারিতে নারি
বয়ানে না সরে কথা।
না জানি কেমন করিছে জীবন
মরমে হইল বেথা॥
সঙ্গের সঙ্গিনী যতেক রমণী
সভাই শুন্যাছে ধ্বনি।
একা কেনে মোর দহে কলেবর
যেমন দংশিল ফণী॥
হেন লয় চিতে আমারে মোহিতে
কোন সুনাগর রাজ।
এ ধ্বনি মিশালে মন্ত্র পড়ে ছলে
নাশিতে ধৈরজ লাজ॥
এতেক শুনিয়া আশ্বাস করিয়া
বিশাখা সুন্দরী কহে।
মোহন মুরলী বাজয়ে সুন্দরি
অন্য কোন শব্দ নহে॥
শুনি বেণু-নাদ এত পরমাদ
হৃদয়ে ভাবিছ কেনে।

স্থির কর মন নহ উচাটন
কমল কাতরে ভণে॥ ৪॥

সখীর উক্তি

সুহই

মলয়জ-লেপন মন্দ সমীরণ
কোকিল-অলিকুল-গানে।
উপনীত অতনু- বিকার লুকাওত
কত কত সে সব ভানে॥
হরি হরি বিষম কুসুম-শর-জ্বালা।
নব-অনুরাগ- ভার-ভরে সুন্দরি
দিনে দিনে দুবরি ভেলা॥ ধ্রু॥
কারণ বিনু ঘন অম্বুকণাগণ
লোচনে বহে অনিবার।
নিভৃত নিকেতনে সব সখিগণ সনে
করতহি পিরীতি-বিথার॥
ঘন ঘন বাহির ঘন অভ্যন্তর
কহত ভরমময় ভাষ।
করতলে সঘন বদন অবলম্বন
ঘন ঘন দীঘ নিশাস॥
সুখময় শয়ন নয়নে নাহি হেরই
ধরণি-শয়নে ঘন সাধ।
কমল কহত ধনি নব-অনুরাগিণি
অতয়ে সে এত অবসাদ॥ ৫॥

শ্রীরাধার অভিসার

ধানশী

চাঁচর-চিকুর কবরি ভার শোহন
কুসুমাবলি অনুপাম।
কালিন্দি-নীর-তরঙ্গে বিরাজিত
জনু ঘন-ফেনক দাম॥
মধুর-বিহারিণি বালা।
মন্থর-গমনে বিলোলিত উর পর
মঞ্জুল মণিময় মালা॥ ধ্রু॥
রঙ্গিণি-সঙ্গিণি-কর-অবলম্বিনি
উজ্জ্বল-অনুপম-বেশ।
স্পন্দই বাম-নয়নে জনু মনমথে
করত নটন-উপদেশ॥
লজ্জা-ভয়-যুত লোচন-অঞ্চল
চঞ্চল চাহনি থোর।
কুবলয়-চয় উপহার দেই জনু
ভেটলি নন্দ-কিশোর॥
প্রথম সমাগমে দুহুঁ দোহাঁ দরশনে
ভাবে ভূষিত ভেল অঙ্গ।
কমল কহত দুহুঁ অন্তরে উপজল
মনসিজ-সিন্ধু-তরঙ্গ॥ ৬॥

ধানশী

সখী-করে ধরি চলল সুন্দরী
নিকুঞ্জ-মন্দির মাঝে।
গমন মন্থর জিনি করি-বর
চলিতে না পারে লাজে॥
অনঙ্গ-মোহিনী বালা।
অঙ্গের ছটায় সঙ্গিনী-ঘটায়
নিকুঞ্জ করিল আলা॥ ধ্রু॥
হসিত বদনে নয়নের কোণে
নাগরের পানে চাঞা।
নীল-নলিনী দিয়া যেন ধনী
নিকুঞ্জে ভেটল গিয়া॥
রাই-প্রতিবিম্ব পাঞা শ্যাম-অঙ্গ
হইল হরিত-আভা।
সব সখীগণ চকিত-নয়ন
দেখিয়া দোহাঁর শোভা॥
অনিমিখে হরি রাধার মাধুরি
নয়নে করয়ে পান।
ভুখিল চকোর যেন সুধাকর
পাইয়া পূরল কাম॥
দুহুঁ দোহাঁ হেরি আনন্দে আগরি
বিহ্বল হইল জনু।
বিশেষে রাধিকা অবশ অধিকা
জড়িমা হইল তনু॥

অবশ হইয়া অঙ্গ হেলা দিয়া
ললিতা-সুন্দরী গায়।
সভয়-অন্তর কাঁপে কলেবর
চলিতে না চলে পায়॥
বিশাখা দেখিয়া খেদিত হইয়া
কহে কেনে সুধামুখি।
নাগরে হেরিয়া ভয়ে ভীত হৈয়া
মেলিতে না পার আঁখি॥
যে বন্ধু লাগিয়া সদা তব হিয়া
তিলেক না বান্ধে থেহ।
সে শ্যাম দেখিয়া বিবশ হইয়া
কাঁপিছে সকল দেহ॥
ধন্য অন্য-বামা শ্যামের সুষমা
হেরে হরষিত-মনে।
হাস পরিহাসে নব-নব রসে
বিহরে শ্যামের সনে॥
অতয়ে সুন্দরি ভয় পরিহরি
ধৈরজ ধরহ চিতে।
এত বলি তারে ধরি দুই করে
সোঁপিল শ্যামের হাতে॥
সমাদরে হরি আগে আগুসরি
ধরিয়া ধনীর করে।
পরম-যতনে কুসুম শয়নে
বসাইল উরু পরে॥
দুহুঁ রূপ হেরি সকল সুন্দরী
সুখের সায়রে ভাসে।
সে শোভা দেখিয়া কমলের হিয়া
ডুবল আনন্দ-রসে॥ ৭॥

উৎকণ্ঠিতা

গুর্জ্জরী

শ্যাম গুণ- ধাম বিনে
যাম যুগ ভেল।
কাম-শর- দাম অব
ভেল মুঝে শেল॥
ভ্রমর-কুল- নাদে অব-
সাদ মঝু প্রাণ।
কুঞ্জ মন- মঞ্জ ভয়
পুঞ্জ সম ভান॥
কোকিল-কল- ভাষে অব
ত্রাস ভেল চীত।
সঙ্গ-সুখ লাগি মম
অঙ্গ ভেল ভীত॥
গন্ধ সহ গন্ধবহ
মন্দ-গতি ভেল।
ইহ সুখদ বিপিন-দ্রুম-
দাম দুখ দেল॥
বিকচ ফুল- বৃন্দ চিত
গন্ধ হরি গেল।
সবল হৃদি কমল অব
তরল-মতি ভেল॥ ৮॥

মাথুর—সখী সংবাদ

সুহই

রাইয়ের দশমী দশা দেখি জীবনের আশা
তেজিয়াছে সকল সুন্দরী।
ভূতলে পড়িয়া কান্দে কেশ-পাশ নাহি বান্ধে
উচ্চ স্বরে হাহাকার করি॥
শ্যাম কুলিশ সমান তোর হিয়া।
হেন প্রেমবতী-জনে না জানি কেমন-মনে
কেমনে রয়্যাছ পাসরিয়া॥ ধ্রু॥
ললিতা বিরহানলে পড়িয়া ধরণী-তলে
নিশি-দিশি নাহিক চেতন।
বিশাখা আপন-শিরে কঙ্কণ আঘাত করে
মুক্ত-কণ্ঠে করয়ে রোদন॥
চিত্রা চম্পকলতা পড়ি আছে মুরছিতা
সব অঙ্গ শিথিল হইয়া।
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা রঙ্গদেবী সুদেবিকা
মৃত যেন আছয়ে পড়িয়া॥
অনেক-স্ত্রীবধ-পাপ তোমারে হইবে লাভ
যদ্যপি বিলম্ব কয় যাত্যে।
কমল কাতরে কয় বিলম্ব উচিত নয়
শীঘ্র-গতি চল মোর সাথে॥ ৯॥

মাথুর-বিরহান্তে মিলন

কামোদ

শ্যামক শয়ন- সমীপে সুধা-মুখি
চলইতে সুমধুর মঞ্জির বাজ।
রাই-মুখ হেরি সমাদরে আগুসরি
করে ধরি মীলল নাগর-রাজ॥
অপরূপ দুহুঁক বিলাস।
দুহুঁ দোহাঁ-পরশ- সুধা-রস-লালসে
কুসুম শয়নে করু বাস॥ ধ্রু॥
নিবিড় আলিঙ্গনে তনু তনু মিলনে
দুহুঁ তনু ভেল অভেদ।
দুহুঁ মীলিত জনু কীলিত স্মর-শরে
মীটল চির-দিন-খেদ॥
দুহুঁ বিম্বাধর দশনে বিখণ্ডিত
মণ্ডিত নখ-পদে অঙ্গ।
গুরুতর-শ্বাস- সমীরণে উথলল
মনসিজ-সিন্ধু-তরঙ্গ॥
চরণে চরণ ঘন ভুজে ভুজ বন্ধন
মনমথ-সমর বিশাল।
কমল কহত জনু তড়িত জড়িত ভেল
অসিত অম্বুধরজাল॥ ১০॥

প্রার্থনা

কামোদ

হে কৃষ্ণ করুণা-সিন্ধু শ্রীরাধার প্রাণ-বন্ধু
ব্রজ-বনিতার প্রাণ-নাথ।
মো হেন পামর-জীবে কাতর দেখিয়া কবে
কৃপায় করিবে আত্মসাথ॥
হে রাধিকা বিনোদিনি শ্যাম-মন-বিমোহিনি
মো বড় অধম অতি-দুখী।
কবে নিজ নাথ সনে দেখা দিয়া দুখী-জনে
শীতল করিবে দুই আঁখি॥
হে রাধার সখীগণ মুঞি বড় অকিঞ্চন
করুণা করিবে কবে মোরে।
বৃন্দা-দেবী কবে মোরে বাঁধিয়া করুণা-ডোরে
আকর্ষিয়া লবে ব্রজ-পুরে॥
ভব কবলিত চিত নাহি জানে হিতাহিত
সুখ মানে নরকে পড়িয়া।
হে যমুনা বৃন্দাবন রাধা-কুণ্ড গোবর্দ্ধন
কেশে ধরি লহ উদ্ধারিয়া॥
হে গৌরাঙ্গ গদাধর কৃপাময়-কলেবর
কৃপাময় তার ভক্তগণ।
কমল কাতর জীবে এ ভীষণ ভবার্ণবে
কবে দিবে করাবলম্বন॥ ১১॥

[৩৪৩৯]

চন্দ্রশেখর

অভিসারিকা

শ্রীরাধার দিবাভিসার

বরাড়ী

হরি হরি দারুণ জৈঠহি মাসে।
মাঝ গগনে আসি দিন-পতি বৈঠল
দশ দিশি কিরণ বিকাসে॥
ধূপক ভয়ে ঘরে সব জন বৈঠল
দ্বারহি দেওল কপাট।
চামর-বীজন সব জন সেবই
পথিক না চলতহি বাট॥
ঐছন সময়ে রাই অভিসারল
কানু-মিলন প্রতিআশে।
দেহ-মরিযাদ কিছুই না রাখল
ছুটল হরি-অভিলাষে॥
আগুনি-অধিক রেণু পর চলইতে
দগধল পদ-অরবিন্দ।
চন্দ্রশেখর কহে মিলল কলাবতি
কুঞ্জে শ্যামরচন্দ॥ ১॥

কুজ্ঝটী অভিসার

ভূপালিকা

কামিনি নাহি-হরি যামিনি জাগল
সঙ্কেত-কাননে যাই।
নিজ-গৃহে সুন্দরি রজনি উজাগরি
ভয়ে যাইতে নহি পাই॥
দেখ দেখ সোই শর্ব্বরী বিহানে।
কুজ্ঝটী তিমিরে বেঢ়ল ব্রজ-মণ্ডল
অনুকূল দৈব-বিধানে॥ ধ্রু॥
অলখিতে সুন্দরি ছল করি নিকসল
গুরু-জন কোই ন জানে।
দক্ষিণ-করে এক শোভে জল-ভাজন
চলতহি মাঘ-সিনানে॥
অচিরে কলাবতি কুঞ্জহি মিলল
নাগর নিরখি আনন্দ।
অমিলন-জনিত দুহুঁক দুখ দূরে গেল
উলসিত শেখর চন্দ॥ ২॥

চন্দ্রগ্রহণ সময়ে অভিসার

মঙ্গল ধানশী

বিষম বিধুন্তুদ বদনে পড়ল বিধু
বধুগণ বোলত রাম।
সবহুঁ বরজ-জন দ্বিজগণে দেওত
রতন বসন অনুপাম॥
দশ দিকে উঠল জয় জয় রোল।
কোই কোই গাওত কোই বাজাওত
নিকটহি না শুনিয়ে বোল॥ ধ্রু॥
ঐছন সময়ে একেশ্বরি সাজল
হরি-সঙ্গম-সুখ সাধে।
যৌবন দান শ্যাম-ধনে দেওত
দূর করি কুল-মরিযাদে॥
কুঞ্জ-ভবনে অনু- রাগিণি পৈঠল
কানু সঞে গলে গলে লাগ।
চন্দ্রশেখরে ভণে মঝু মনে এতি খণে
চাঁদে লাগল উপরাগ॥ ৩॥

মাথুরী

বেণু-রবাকুলি উনমত পাগলি
গেহলি দেহলি তেজলি রে।
হরি অভিসারলি রভস বঢ়াওলি
লোভলি আউলি সাজলি রে॥
ফুল-শরে ফুটলী গজ-গতি ছুটলী
শ্রম-জলে প্রতি-তনু তীতলি রে।
সঙ্গিনি-গণ মিলি বন পরবেশলি
শত শত সঙ্কট জীতলি রে॥

ব্রজ-পুরে ভেটলি গলে গলে মীললি
জীবন বলি বলি মানলি রে।
হরি-উরে শুতলি মদন মতায়লি
পঞ্চম-শর হিয়ে হানলি রে॥
মঞ্জির মেখলি বিরমি বজাওলি
নাহ লুবধ মন তোষলি রে।
পুন উঠি বৈঠলি নিধুবনে পৈঠলি
চন্দ্রশেখর রসে ভাসলি রে॥ ৪॥

সুভগা

সংকেত-কাননে যাই।
শেজ বিছায়ল রাই॥
শ্যাম-মন-মোহন-সাধা।
বেশ বনায়ত রাধা॥ ধ্রু॥
চাঁচর চিকুর সঞারি।
বেণি বনায়ল গোরি॥
সীথহি সিন্দুর দেল।
তিমিরে অরুণ উগি গেল॥
সুললিত কুচ-যুগ মাঝে।
মৃগমদ-পত্র বিরাজে॥
অঞ্জনে নয়ন উজোর।
শ্রুতি মণি-কুণ্ডল দোল॥
নাসা-শিখরে সুভাতি।
কনয়া-ঘটিত গজ-মোতি॥
চিবুকহি মৃগমদ-বিন্দু।
ঝলমল আনন-ইন্দু॥
জগ-মন-মোহিনি বেশে।
বৈঠলি কুঞ্জ-আবাসে॥
চন্দ্রশেখর অনুমান।
আজু ত মোহরি কান॥ ৫॥

রাজ-বিজয়

তথারাগ

সঙ্কেত-কাননে শেজ বিছাইয়া
কিসের লাগিয়া কান্দ।
আমার বচন শুনি এক ক্ষণ
হৃদয়ে ধৈরজ বান্ধ॥
রাধে কর-যোড় করি তোরে।
বিকলা হইলে কি হয় কিঞ্চিৎ
সময় রহিবে ধীরে॥ ধ্রু॥
আসিবার কাল হইল আসিঞা
এখনি আসিবে কানু।
শ্রবণ পাতিঞা বসিঞা থাকহ
এখনি শুনিবে বেণু॥
সুমঙ্গল-কাজে কাকু না উচিত
এ বুদ্ধি শিখিলি কোথা।
শেখর চন্দ্রমা কহে কর ক্ষেমা
বদন হইল রাতা॥ ৬॥

কামোদ

সংকেত-কুঞ্জে আয়ব যব মোহন
হসি হম যায়ব দূরে।
বিদগধ নাহ বসনে ধরি আনব
পিরীতি-বিনয়-বেবহারে॥
সখি হে কথিত সময় উপনীত।
কী বুঝি মাধব পথে চলি পায়ত
অতএ সে হরখিত-চীত॥ ধ্রু॥
বাম বাহু মঝু ঘন-ঘন স্পন্দই
যবধরি তলপ বিছাই।
কর সঞে তাম্বুল গীরত পুন-পুন
বেরি বেরি বদনে উঠাই॥
বুঝলুঁ ব্রজ-পতি-নন্দন সঞে হম
রজনি গোঙায়ব সুখে।
চন্দ্রশেখর কহে শ্যাম-রতন-মণি-
হার ধরবি তুহুঁ বুকে॥ ৭॥

মঙ্গল

সুন্দরি শুতহ তুহুঁ ইহ শয়নে।
হরি আয়ব বেরি কপট ঘুম করি
মুদি রহবি দুহুঁ নয়নে॥ ধ্রু॥
নিকটে আই যব সো তোহে ডাকব
কি করসি সুবদনি বলিয়া।

হম সব বোলব রাই ঘুমায়ল
আজি অনত যাহ চলিয়া॥
তবহুঁ চতুর-বর শেজহি বৈঠব
নিরখব তুয় তনু-শোভা।
তবহি নিশসি তুহুঁ পসারবি পাদ-যুগ
সোই করয়ে জনু সেবা॥
সখি-গণ বোলে বিহসি মুখ ঝাঁপল
অন্তরে উপজল লাজ।
চন্দ্রশেখর কহে অম্বর উয়ল
ঐছন বেরি দ্বিজ-রাজ॥ ৮॥

সুভগা

কুসুমিত-কাননে শেজ বিছাই।
নিজ-তনু ছায়রি নিরখিতে রাই॥
নাগর-ভরমে আদর বহু করই।
না দেখি চকিত-নয়নে পুন রহই॥
খেনে খেনে ভূষণ পরে পুন তেজ।
খেনে খেনে বৈঠি বিছায়ত শেজ॥
চন্দ্রশেখর কহে প্রেমক রীত।
অদরশে দরশ করত পরতীত॥ ৯॥

উৎকণ্ঠিতা

পাহিড়া

সদন তেজিয়া আমি বিপিনে আইলুঁ গো
যার সঙ্গ-সুখের লাগিয়া।
তাহার বিলম্বে প্রাণ না জানি কি করে গো
কত রব রজনী জাগিয়া॥
সখি হে বিহি মোরে দুরমতি দেল।
খলের বচনে মোর এতদুর হৈল গো
পথ নিরখিতে প্রাণ গেল॥ ধ্রু॥
আসিবার কাল তার অতীত হইল গো
গগনে উদয় ভেল শশী।
তাহার চরিতে রীতে বড় ভয় লাগে গো
পাছে মোর হয় লোক-হাসি॥
আসিতে আসিতে কোন অসুর সহিত গো
পথে কিবা হৈল দরশন।

চন্দ্রশেখর কহে কোমল-শরীরে গো
কেমনে করিবে মহা-রণ॥ ১০॥

করুণা-শ্রী

কি লাগি এতেক বিলম্ব হইল
আসিতে সঙ্কেত-ঘরে।
সে বহু-বল্লভ তাহা সোঙরিতে
পরাণ কেমন করে॥
কিয়ে কংস-চর বরজে আইল
কি বুঝি তাহার সনে।
সমর আরম্ভ করিল মাধব
নহে না আইলা কেনে॥
কিয়ে কোন নারী দিঠি ভঙ্গী করি
ভুলাঞা লইয়া গেল।
নহিলে বা কেনে সঙ্কেত-ভবনে
মুর-হর না আইল॥
শশাঙ্ক উয়ল কুমুদ ফুটল
ভ্রমর আইল ধাঞা।
চন্দ্রশেখর কহে কেনে না আইল
ভুলল কি রস পাঞা॥ ১১॥

সুভগা

সঙ্কেত-কাননে করি ফুল-শেজ।
কানুক পাশে আপন সখি ভেজ॥
তবহুঁ যো তাকর গমন-বিলম্ব।
নিরখি কপোল করহি অবলম্ব॥
চিত মাহা চিন্তা উপজল বহুধা।
বাণী হরল মুখ ভৈগেল তবধা॥
শত ডাকে উত্তর না দেয়ত রাই।
চন্দ্রশেখর তাহে কহত বুঝাই॥ ১২॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতী

দেশাগ

তুয়া মুখ-ভরমে সুধাকর হেরইতে
হানল মনমথ শেল।
কোকিল-কুহু-রবে উহু করি সুন্দরি
ততহি অচেতন ভেল॥

মাধব—সো ধনি কুঞ্জ-কুটীরে।
তুহারি বিলম্ব-গমনে উতকণ্ঠিতা
পড়ি রহু যমুনা-তীরে॥ ধ্রু॥
তুয়া লাগি কিশলয়-শেজ বিছাওল
জারল কপূরক বাতি।
তুহু অতি নিঠুর সময়ে না মীললি
কাহে বাড়াওলি রাতি॥
যো ভেল সো ভেল তুরিতহু চল অব
বহুত বচনে কাজ নাই।
চন্দ্রশেখর কহে আগুসরি পেখহ
কুঞ্জে একাকিনি রাই॥ ১৩॥

দূতীর প্রতি শ্রীরাধা

কাফী

তুহারি বচন বিশোয়সে।
আওলু কুঞ্জ-আবাসে॥
বিরচলু কুসুম-শয়ান।
তবহু না মীলল কান॥
বুঝলু দূতি হম তোয়।
এত দুখ দেওলি মোয়॥ ধ্রু॥
ঝুটা বচন তুহারি।
ঝুটা সো বনোয়ারি॥
ঝুটহি সঙ্কেত মান।
ঝুটা সব হম জান॥
কহতহি শেখরচন্দা।
ঝুটা কাহে করু দ্বন্দ্বা॥ ১৪॥

মোহন

দক্ষিণ নয়ান মোর নাচে আচম্বিতে।
গা মোর আলাঞা পড়ে সুখ নাহি চিতে॥
চাঁদ পানে চাহিতে পরাণ চমকয়।
প্রিয়-সখীর প্রিয় বোল গায় নাহি সয়॥
ফুল-শেজে শুতিলে সদাই কাঁটা বাজে।
কত না পাইব দুখ লম্পটের কাজে॥
এখন আসিয়া যদি দেয় দরশন।
মিটয়ে মনের সাধ জুড়ায় নয়ন॥
দেখি আর দণ্ড দুই রহি প্রতি আশে।
চন্দ্রশেখর-পহু আসে কিনা আসে॥ ১৫॥

বিপ্রলব্ধা

শ্রীরাধার উক্তি

বিহগড়া

সখি হে কথিত সময় বহি গেল।
সো মধু-মথন অবহু নাহি মীলল
যামিনি অবশেষ ভেল॥ ধ্রু॥
সব সহচরি মেলি সঙ্কেত কাননে
বিফলে বিছায়লু শেজ।
ইহ রূপ যৌবন ভেল বিফল সব
কাহে আওলু গৃহ তেজ॥
না জানিয়ে করম- নিবন্ধে কি আছয়ে
হম অবলা কুল-নারি।
নিশি চলি যায়ত রস লালস লোল
নিজ-চিত বুঝই না পারি॥
কো ধনি পুণ্য পুঞ্জ-ফলে পাওলি
পুরুষ-রতন-মণি-সঙ্গ।
চন্দ্রশেখর কহ সো বিহি নিকরুণ
যোই করল রস-ভঙ্গ॥ ১৬॥

কেদারিকা

হিয়ে হিয়ে গলে গলে মুখে মুখে মেলি।
যো ধনি হরি সঞে করতহি কেলি॥
সো ধনি ধনি ধনি ইহ নিশি ভোরে।
গরব বিথারে রহিঞা হরি-কোরে॥
নিজ তনু সফল করিঞা পুন মানে।
কান্ত পরাভব করি পাঁচবাণে॥
সকল কুশল মেলি পূজই তায়।
চন্দ্রশেখর কহে নিশি না পোহায়॥ ১৭॥

কেদারিকা

প্রিয়-সখি-সরস-সম্ভাষণ রিপু সম
পবন-হুতাশন ভেল।
অমিঞা কিরণ গরল সম লাগয়ে
কোকিল-স্বর ভেল শেল॥
সখি হে অবহি রজনি অবসান।
না মিলল কান একাকিনি মোহে হেরি
হৃদয়ে দহত পাঁচ-বাণ॥ ধ্রু॥

সো মঝু লোচন-পথ-গত না ভেল
অন্তর-গত ভেল মোর।
অতএ সে কামিনি-কাম নিরঙ্কুশ
নিরদয় করতহি জোর॥
কানুক শঠপন অব হম জানলুঁ
বচনে না ভূলব আর।
চন্দ্রশেখর কহে সংকেত পরিহরি
মন্দিরে কর আগুসার॥ ১৮॥

ভৈরবী

সো নিরদয় যদি সংকেত-কাননে
না মিলল বঞ্চল মোয়।
তুহুঁ কাহে অবনত-আননে রোয়সি
কো পুন দোখব তোয়॥
দূতী—পরিহর দারুণ শোক।
সো বহু-বল্লভ কো নহি জানত
বরজে যতহি তিরি-লোক॥ ধ্রু॥
তাকর সঙ্গ-সুখাশয়ে জীবন
অবহুঁ সো যাওব ছুটি।
মধুরিপু-গুণ-গণে করল আকর্ষণ
অন্তরে তুরিতহি ফুটি॥
পুন হাম আপন মন্দিরে যাওব
ঐছন না করবি চীতে।
চন্দ্রশেখর তুহুঁ অবহি কি বোলসি
হাম মিলাওব মীতে॥ ১৯॥

ভৈরবী

কুসুমিত শেজহি ভেজহ আগুনি
অরু কিয়ে দেখহ চাই।
মালতি-মাল সুবাসিত তাম্বুল
এ দুহুঁ দেহ জবলাই॥
সখি হে পূরল পিরীতিক সাধ।
নিশি চলি যায়ত পিক-কুল বোলত
ঘন ঘন কুলীশ নাদ॥ ধ্রু॥
মৃগমদ চন্দন করহ সমর্পণ
যম-বহিনী জল মাঝে।
কপূর্র-বাসিত বারি সুশীতল
দূরে কর কিয়ে অব কাজে॥

আপন হত-মন বশ নহে আপন
অব পুন করতহি আশ।
চন্দ্রশেখর কহে চল নিজ মন্দিরে
দশ দিশ ভেল পরকাশ॥ ২০॥

বিপ্রলব্ধা

(প্রকারান্তর)

গান্ধার

কোকিল-কুহু-রবে সংকেত করি নিজ
ধীরে ধীরে আওল কান।
অঙ্গনে কংস-বিপক্ষ উপস্থিত
রাই নিজ-অন্তরে জান॥
তুরিতহি কনক-কবাট ঘুচাইতে
বলয়া-শঙ্খ-নিনাদে।
খেনে ঘরে দারুণ গুরু-জন জাগল
দুহু-জন পড়ল বিবাদে॥
জরতী কহত ডাকি কো উহ নিকসই
কহু কিয়ে বাহির ভেলি।
হুঁ হুঁ করি ধনি পুন নিজ-মন্দিরে
তৈছনে দেহলি দেলি॥
রাইক মন্দির-প্রাঙ্গণ-কোণহি
এক বদরি-তরু আছে।
চন্দ্রশেখর কহে রজনি পোহায়ল
হরি কোরে করি সোই গাছে॥ ২১॥

খণ্ডিতা

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধা

ললিতা

কহ কহ বন্ধু আপন কুশল
আমি ত দৈব-হতা।
কার ঘরে নিশি সুখে গোঙাইলে
কহিবে ধরম-কথা॥
তোমার বালাই লইয়া মরি।
আঁখি পসারিয়া চাহিতে না পার
আলস হৈয়াছে ভারি॥ ধ্রু॥

অধরে অঞ্জন লাগিয়াছে যেন
বান্ধুলী ফুলের অলি।
তাহে পরিধান অসিত বসন
আঁধারে মেঘের মালি॥
কিবা নিশি দিন পরের সদন
ছাড়িয়া রহিতে নার।
তিলেক কুশলে রাখ কোন জনে
কারে বা পরাণে মার॥
এমন তোমার স্বভাব ঘুচাব
ধিক্ ধিক্ দেহ ক্ষমা।
তাহাতে অধিক ধিক্ ধিক্ মোরা
শঠের সহিত প্রেমা॥
দু-কূল ছাড়িয়া যাহার লাগিয়া
যামিনী জাগিনু বনে।
তার হেন কাজ ইহ বড় লাজ
শ্রীচন্দ্রশেখর ভণে॥ ২২॥

রামকেলি

তোহে হেরি মাধব ভয় বহু উপজল
এ মঝু অন্তর মাঝ।
প্রাতরে হমারি নিকট তোহে ভেজল
কো ধনি করি অছু সাজ॥
সো ধনি তোহে পরাভব কেল।
কিয়ে জানি কোন রমণি পাছে লেয়ই
ঐছন লাগি চিন দেল॥
ভালহি সিন্দূর অধরহি অঞ্জন
হিয় মাহ নখর নিশান।
এ তিন দাগে সোই তোহে দাগল
দেওলি নিজ পরিধান॥
অতয়ে সে বিফল অনুনয় কেবল
তাকর মন্দিরে যাহ।
চন্দ্রশেখর কহে কি নাম তাকর
যাকর তুহুঁ হেন নাহ॥ ২৩॥

রামকেলি

বন্দে বরজ-রাজ-কুল-নন্দন
বিজয় করহ হরি জী।

তুহারি চরিত যত কো নাহি জানত
বিচারে বিষয় এত কী॥
মাধব হমারি হারি তুয়া জিত।
তুহুঁ সুপুরুখ-বর সহজে সতন্তর
তোহে কি উচিত অনুচিত॥ ধ্রু॥
কবহুঁ নীলাম্বর কবহুঁ পীতাম্বর
কবহুঁ চন্দন চাঁদ ভালে।
কবহুঁ সিন্দূর সমূহ বিরাজই
অঞ্জন-পুঞ্জ মিশালে॥
কবহুঁ হিয়া পর গৈরিক সাজই
কবহুঁ অলক্তক তায়।
চন্দ্রশেখর কহে কি করবি সুন্দরি
যছু চিতে যৈছন ভায়॥ ২৪॥

গুর্জ্জরী

হে হে কিতব কি গোপসি আর।
তুয়া হিয়া-গত পদ-যাবক কার॥
নীল মুকুর উর অরুণিম ভেল।
অনুরাগ বাহিরে বেকত কেল॥
প্রাতরে ঐছন নিরখিতে তোয়।
লাজক জাল বেঢ়ল অব মোয়॥
কৈছনে তুহুঁ চলি আওলি পন্থ।
চন্দ্রশেখর কহে নিলজ নিতান্ত॥ ২৫॥

বেলোয়ারী

ভা-ভা ভাল হি সিস্-সিস্-সিন্দূর
চ-চ-চন্দন-চাঁদ-পাশে।
কুক্-কুক্-কুঙ্কুম বিব্-বিব্-বিন্দু কি
রবি শশী রাহু গরাসে॥
মম্—মম্-মাধব হে।
য-য-যছু গেহে নিস্-নিশি বঞ্চলি
কোক্ কোক্-কো ধনি সে॥ ধ্রু॥
গগ্-গগ্-গণ্ডহি চচ-চচ-চর্ব্বিত
তাত্ তাম্বুল-রস লাগে।
বব্-বব্-বক্ষসি নন্-নন্-নখ-পদ
কক্-কক্-কঙ্কণ দাগে॥
জা-জা-জাগবে লোহিত লোচন
অলসহি অবশ শরীরে।

পপ্-পপ্-পদ-তল টট্-টট্-টলবল
হা হা হা থির-থীরে॥
নিন্-নিন্-নিন্-নিল অম্বর কটি-তটে
থক্-থক্-খসি পড়ে পাছে।
শশ্ শশ্-শঙ্কর বরত না লেয়বি
চন্দ্রশেখর মঝু পাশে॥ ২৬॥

বিভাস

হরি-উরে আন-রমণি-নখ-লক্ষণ
তহি পুন কঙ্কণ-ঘাত।
হেরইতে রোখ-ভরে ফুলি ভামিনি
রোয়ত অবনত মাথ॥
দেখ দেখ মুগধিনি-রীত।
কানুক অনুনয়ে উতর না দেয়ত
বৈঠি রহত এক-ভীত॥
মুনি-গণ মৌন-বরতে পরবেশল
বরণ না করত উচার।
পদ-তলে পিঞ্ছ মুকুট গড়ি যায়ত
নিরখি রোয়ত পুন বার॥
ঐছন মান হেরি তব মোহন
মন দুখে করল পয়ান।
চন্দ্রশেখর কহে অপরূপ পেখলুঁ
রাই শিখল কবে মান॥ ২৭॥

অথ কলহান্তরিতা

শ্রীরাধার উক্তি

বেলাবেলী

আগ্রহ করি রস-বিগ্রহ সাধন
চাহি অনুগ্রহ দান।
শীঘ্রহু করি তাহে সংগ্রহ করলহুঁ
কু-গ্রহ দারুণ মান॥
সখি হে তে হম পাইয়ে দুখ।
প্রিয়-জন পদ-যুগে পাণি পসারল
পালটি না পেখলুঁ মুখ॥ ধ্রু॥
কানুক করুণা করণে নাহি করলহুঁ
কোপ-ভরে কিছুই না জান।
কোকিল-কলরব অব মোহে লাগয়ে
কেবল কুলিশ-সমান॥
যৈছে নাগর-মণি কানে কান্দায়লু
তৈছে কান্দিয়ে হাম।
স চতুর চন্দ্রশেখর করি চাতুরি
মোহে মিলায়ব কান॥ ২৮॥

শ্রীরাধার উক্তি

কামোদ

চলিতে না জানিলে আপহি আপনক
বৈরি কহত সব লোক।
সো সতি জানলুঁ পরতেখ পাওলুঁ
আজু হমারি সব দোখ॥
সখি হে ধরণি লোটাইতে সোই।
তব যদি করে ধরি তাহে উঠাইয়ে
তব কিয়ে ঐছন হোই॥ ধ্রু॥
পুন যব সঙ্গিনি মোহে বুঝায়ল
তবহু যো বুঝিয়ে হাম।
তব কাহে নয়ন- সলিলে তনু সেচব
অতএ বুঝিলুঁ বিহি বাম॥
যো ভেল সো ভেল সভে মিলি কহ কহ
অব কি করব পরকার।
চন্দ্রশেখর কহে হাম সব কি কহব
আপহি করহ বিচার॥ ২৯॥

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি

তুড়ী

কহইতে চাহি ন চাহিয়ে পুন হাম
কহিলে বা হোয়ব কী।
দেখি শুনি জিবইতে সাধ নাহি পল এক
মা মা মা ছি ছি ছী॥
সখিহে তোহে কিয়ে দেয়ব দোখ।
জগ মাহা সব জন দোখ হেরি রোখয়ে
এমতি রিপু এহি রোখ॥ ধ্রু॥
পীতাম্বর-গলে রমণি-চরণ-তলে
ধরণি লোটায়ত সোই।
ঐছন বুক বদন ফিরি বৈঠলি
ইহ কি সহন মোহে হোই॥

এক দিন এক ঘড়ি এক তিল সুখ নাহি
কেবল কলহ সদাই।
চন্দ্রশেখর কহে ঐছন মন হোয়ে
শমন-সদনে হাম যাই॥ ৩০॥

তিরোথা ধানশী

কাহে তুহুঁ কলহ করি কান্ত সুখ তেজলি
অবশি বসি রোয়সি কি রাধে।
মেরু-সম মান করি উলটি ফিরি বৈঠলি
নাহ যব চরণ ধরি সাধে॥
তবহুঁ উহে নাগরি ভর্ৎসন করি তেজলি
মান বহু রতন করি গণলা।
অবহুঁ তুহুঁ ধরম-পথ- কাহিনি উগারসি
রোখে হরি বিমুখ ভই চললা॥
কাতরে তুয় চরণ-যুগ বেড়ি ভুজ-পল্লবে
নাহ নিজ-শপতি বহু দেল।
নিপট কুটি-নাটি কটু কঠিনি বজরা-বুকি
কৈছে জিউ ধরলি কর ঠেল॥
অবহিঁ সব সহিনি তব নিকট নহি বৈঠব
করলি যদি এ হেন অবিচার।
চন্দ্রশেখরে কহে এ ধনি তুহুঁ অবোধিনি
করব অব কোন পরকার॥ ৩১॥

শ্রীরাধার উক্তি

শঙ্করাভরণ

পায়ে পড়ল হরি পায়ে পড়ল হরি
পায়ে পড়ল হরি তোর।
সবে মিলি ঐছন বোলসি পুন পুন
কোই না বুঝিলি দুখ মোর॥
কাহে কহব দুখ মাই।
পায়ে পড়ল বলি কিয়ে হাম তৈখনে
অম্বরে উঠব যাই॥ ধ্রু॥
আন-রমণি-রতি চিহ্ন বেকত তনু
সবহুঁ দেখলি পরতেখ।
কহ দেখি মনহিঁ বিচারি সবহু মিলি
কৈছন হোয়ত বিবেক॥
নীতি মিতি তাকর পর-ঘর যাওন
কত চিতে দেয়ব ক্ষেম।
চন্দ্রশেখর কহে কাহে তুহুঁ রোখসি
পরিহর তা সঞে প্রেম॥ ৩২॥

পঠমঞ্জরী

তিনুহিঁক দোষ এতহি সখি মানিয়ে
সঙ্কেত করি নহি আয়ে।
হাম হিঁক দোষ মান করি তা সঞে
অবহুঁ বহুত পচতায়ে॥
সখী কালক দোষ রাখনি।
আজি শনিশ্চর ঘড়ি দুই প্রাতর
সময় অভদ্রক জানি॥ ধ্রু॥
হরিষে যোই যুবতি নিশি বঞ্চল
তাকর এহি পুন দোষ।
আপন দাগে দাগি তাহে ভেজল
তে মঝু বাঢ়ল রোষ॥
এহি চারি দোষে উপেখলু মাধব
অন্তরে করি অনুমান।
চন্দ্রশেখর কহে ঐছন করি তুহুঁ
মুন্দি রহলি দু-নয়ান॥ ৩৩॥

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি

সুহই

স্বর্ণ-বর্ণ বিবর্ণ ভৈ গেল
পূর্ণ বিধু-মুখ তূর্ণ নিরসল
নয়ন-পঙ্কজ নিরহি ভীগল
হিয়ক অম্বর রে।
মান ভেল তুয় প্রাণ-গাহক
নহিলে উপেখসি রসিক-নায়ক
যো ভেল সো ভেল অবহুঁ অবুধিনি
অপন সম্বর রে॥
যতহি মন মহ কোপ উপজত
ততহি কোপ কি করিতে সমুচিত
পায়ে পরণত যো জন হোয়ত
তাহে কি তেজিয়ে রে।
হীত কহইতে অহিত মানসি
সুহৃদ-গণে তুহুঁ বৈরি জানসি
অতয়ে দেখি শুনি নিরবে রহি নাহি
উতর দী জিয়ে রে॥

যে বিনে যুগ-শত নিমিখ হোয়ত
সে তুহে মিনতি কয়ল কত শত
করহি কর জুড়ি গলহি' অম্বরে
ধরণি লুঠল রে।
ঐছে হঠপন পলটি বৈঠলি
কান্ত-বদন নিতান্ত না হেরলি
চন্দ্রশেখর ভণয়ে ভাবিনি
পিরীতি ভাগল রে॥ ৩৪॥

ধানশী

(মান) কয়লি তো কয়লি কলহে কাহে রোয়সি
বৈঠি বিরম তুহুঁ ভবনে।
সো কাঁহা যায়ব আপহি' আয়ব
পুনহি লোটায়ব চরণে॥
সুন্দরি বচনে করবি আশোয়াস।
সজল-নয়নে হরি পন্থ নেহারই
চিত্রা কহল মঝু পাশ॥ধ্রু॥
বেণু ধেনু তেজি সকল সখাগণ
পরিহরি নিপ-মূলে বসই।
রাই রাই করি শিরে কর হানই
তুয়া নাম ধরই নিশসই॥
তুয়া লাগি মঝু ঘরে কত বেরি আওব
মোহে সাধব যব নাথ।
চন্দ্রশেখরে কহে তব তুহুঁ বঞ্চবি
আপন কান্তক সাথ॥ ৩৫॥

শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূতীর উক্তি

ধানশী

ধনি পরবোধি চললি বর-রঙ্গিণি
ধরলিহ বিপিনক পন্থ।
গোঠ গোবর্দ্ধন যমুনা কানন
এ সব ফিরয়ে একান্ত॥
সহচরি কতিহুঁ না পেখলি নাহ।
নিরজনে গোঠ গোবর্দ্ধন পরিহরি
পড়ি রহু পাতির মাহ॥ ধ্রু॥
হেম-বরণ এক অম্বুজ করে ধরি
ঘন ঘন হেরত তায়।
রাই রাই করি শিরে কর হানই
ধূলি-ধূসর সব গায়॥
চূড়াহি' চারু শিখণ্ড বিখণ্ডিত
মুরলী পড়ি রহু দূর।
ঐছন সময়ে তাঁহা পরবেশল
চন্দ্রশেখর সুচতুর॥ ৩৬॥

কামোদ

রাই প্রবোধি চলতহি সহচরী
করইতে কানুক উদেশ।
চঞ্চল নয়নে চৌ-দিগে নেহারই
বিপিনহি কয়ল প্রবেশ॥
সহচরি ঢুঁড়ত বরজ-কিশোর।
এক নীপ-মূলে পড়ি রহু মাধব
রাই-বিরহ জরে ভোর॥ ধ্রু॥
দূরহি কানুক হেরি চতুরা সখী
ঠমকি ঠমকি চলি যায়।
জনু আন কাজে চললি বর-রঙ্গিণী
ডাহিন বামে নাহি চায়॥
ডাকি কহত হরি হম রাই-কিঙ্কর
করুণা করি অব চাহ।
চন্দ্রশেখর কহে এক নিবেদন তোহে
শুনি তুহুঁ আন কাজে যাহ॥৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতী

ধানশী

কি কহবি মাধব তুরিতহি' কহ কহ
হম যায়ব আন-কাজে।
তো সঞে বাতহুঁ নহ মঝু সমুচিত
দোখ পাওব সখি-মাঝে॥
কি কহব সজনী কহিতে বা কিয়ে জানি
রাই তেজল অভিমানি।
রাই তেজল বলি তুহুঁ যব তেজবি
তব বিখ ভুঞ্জব আনি॥
অহিরিণি কুরূপিণি গুণহিনি ভাগিহিনি
তাহে লাগি কাহে বিখ পিয়বি।
চন্দ্রাবলি-মুখ- চন্দ্র-সুধা-রস
পিবি পিয়ি যুগ যুগ জিয়বি॥

পদ্মা দপ্মা গন্ধে মাতায়ব
ভদ্রা মঙ্গল দানে।
চন্দ্রশেখরে কহে শুন বহু বল্লভ
রাই পিরীতি কিবা জানে॥ ৩৮॥

শ্রীরাধার প্রতি সখীগণের অনুনয়

সুহই

এতহি কহল যব কানু শুনই তব
আয়ল দূতিক সাথ।
যাহাঁ ধনি বৈঠত দ্রুত চলি আওত
করই কতহি প্রণিপাত॥
বিমুখি-ভাব তব পরিহর সুমুখি গো
বিনতি-গদগদ নাথে।
ইহ বেরি মোহে হেরি সব দোখ খেমহ
হরি লাগি ধরি তুয়া হাথে॥
তব ললিতা সা ত্বং ললিতায়া ইতি
ব্রজ মহ কো নাহি জান।
আঁচর পাতি হম তুয় পাশে মাগিয়ে
মান-রতন দেহ দান॥
বদতি তটস্থা মান-বিতস্থা
রাই-শ্রুতি-নিকটে বিশাখা।
ও বহু-বল্লভ সহজহি দুর্লভ
পুন কাহাঁ পায়বি দেখা॥
চিত্রা চম্পক- লতিকা আদি করি
বহুত বুঝায়লি বাণী।
চন্দ্রশেখরে কহে দুহুঁ জন সমুঝল
হম দুহুঁ-অন্তর জানি॥ ৩৯॥

ভবনু বিরহ

পাহিড়া

কো সখি অক্রুর ভোজ-নৃপতি-চর
বরজে বিজই কোন কামে।
মুরহর হলধর দুহুঁ-জনে লেয়ব
রথে করি মধুপুর-ধামে॥
সখি হে কোন কহল ইহ বাণী।
পদুমা রোই উরধ-মুখে ধাওত
উর পর কঙ্কণ হানি॥ ধ্রু॥
তাহে হাম পুছইতে সো মোহে বোলল
যাহ যাহ নিজ সখি পাশ।
রজনী পোহাইলে রোহিনি-সুত সঞে
কানু চলব পরবাস॥
পদুমিনি মুখে শুনি এত বেরি আওলুঁ
গোচর করলুঁ মুঞি তোয়।
হা হা হরি বলি সুবদনি মুরছিত
চন্দ্রশেখর তঁহি রোয়॥ ৪০॥

পাহিড়া

অকরুণ অরুণ উদয় ভেল রে সখি
ঘোষ-ঘরে বাজন বাজে।
দাম শ্রীদাম সুদাম মহাবল
ধাওত নিজ নিজ সাজে॥
সখি হে লাজ-বদনে দেই ছাই।
চল চল সভে মিলি অক্রুর-চরণে ধরি
সবিনয়ে বন্ধুরে ফিরাই॥ ধ্রু॥
নন্দ মন্দ-মতি অবুধিনি যশোমতি
রিপু-পুরে তনয় সাজায়।
কোই নাহি ঐছন হিত-বচন পুন
যশোমতি শ্রবণে বুঝায়॥
দ্বিজ-কুল পাগল পঢ়ত সুমঙ্গল
ধিক্ ধিক্ সবহুঁ গেয়ানে।
চন্দ্রশেখর ভণে রোহিণি-সুত সনে
হরি আসি চঢ়ল বিমানে॥ ৪১॥

মাথুর

করুণা-শ্রী

পিয়া পরবাসে একলি হাম মন্দিরে
দিবস রজনি হাম রোই।
কিয়ে পিক কিয়ে শুক কিয়ে শিখি অলি-কুল
কো নাহি উদবেগ দেই॥
হরি হরি এত দুখে জীবন রহই।
নিজ নিরলজপন জগতে জানায়ত
তে লাগি দুঃসহ সহই॥ ধ্রু॥
মলয় সমীরণ শশধর চন্দন
কোই নহত অনুকূল।

হরি বিনে হায় ভায় সম লাগয়ে
শূলসদৃশ ভেল ফুল॥
কাহাঁ হাম যাওব কাহাঁ হাম পাওব
মদন-মনোহর রায়।
চন্দ্রশেখর কহে ধৈরজ ধর ধনি
হাম সব রচব উপায়॥ ৪২॥

সুহই

কানুগুণ-চিন্তনে নিন্দ নাহি লোচনে
উদবেগে তনু ভেল খীণ।
কাঞ্চন-বরণ কালি সম ভৈ গেল
বিলাপ করই নিশি-দিন॥
সখি হে দারুণ বিরহ-বিয়াধি।
দিনে দিনে বাঢ়ল রাই-তনু জারল
ভেদল অন্তর সাঁধি॥ ধ্রু॥
অতি উনমাদে পুন মোহ যায় ঘন ঘন
না জানি কি হয়ে পরিণাম।
জীবন-মহৌষধি একহি মন্তর
শ্রবণ-বিবরে হরিনাম॥
ঐছন করি করি কত দিন রাখব
দশমি-দশা উপনীত।
চন্দ্রশেখর কহে মধু-পুরে সাজহ
আনি মিলাইতে মীত॥ ৪৩॥

উদ্ধব সংবাদ

সুহই

কস্তবং শ্যামল-ধামা।
হরি-কিঙ্কর হাম উদ্ধব-নামা॥
অদ্য হরি স্তব কুত্র।
মধু-পুরে বসই বরজ-জন-মিত্র॥
কুরুতে কিং মধু-নগরে।
কংসক পক্ষ দলন করি বিহরে॥
পুন পুন পুছই গোরী।
চন্দ্রশেখর কহে প্রেম-ভিখারী॥ ৪৪॥

শ্রীরাধার বিলাপ

করুণা-শ্রী

কাহাঁ নন্দ-কুল-চন্দ্র শিখিপিঞ্ছ-ধারী।
মরকত-কান্তি কাহাঁ নয়ন-সুখ-কারী॥
কাহাঁ মন্দ-মুরলী-রব যুবতি-চিত্ত-হারী।
কাহাঁ রাস-রস-নৃত্য-কানন-বিহারী॥
কাহাঁ নিখিল-রোগ-হর জীবন-রক্ষৌষধি।
কাহাঁ তুহারি বন্ধু কহ হমারি মহানিধি॥
কাহাঁ মদন-গর্ব্ব-হর প্রেম-অভিলাষী।
কাহাঁ রসিক-নাগর-গুরু গিরীন্দ্র-বিলাসী॥
কাহাঁ পীত-বসন-পরিধান গুণ-রাশী।
চন্দ্র শেখর কহই নিজ দুঃখ পরকাশী॥ ৪৫॥

মাথুর

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতী

বরাড়ী

অদয তুয়া হৃদয় বিহি কুলিশ দিয়া গঢ়ল হে
অতয়ে তুয়া বুঝিয়ে অছু কাজে।
তুয়া বিরহ-সন্নিপাতে ছুটল তছু নাটিকা
অবহু বসি রহসি কোন লাজে॥
ললিতা বিষ পান করি লুটই মহি মণ্ডলে
বিশাখা বিষ-হ্রদে পড়ল ধাই।
চবণ-যুগ মাথে করি রোয়ত তছু সোদরি
ইন্দুরেখি অবনি গড়ি যাই॥
রঙ্গদেবি সুদেবি শির ফোড়ি কর-কঙ্কণে
মুরছি রহু তছু দখিণ বামে।
অপর যত সঙ্গিনিক খোঁজ নাহি পাইয়ে
জননি-গৃহ কুঞ্জ বর-ধামে॥
হে মথুরা-নাথ ধরি হাথ গল-অম্বরে
যাই কর সবহু জিউ-দানে।
এ তুয়া কর-পরশ মৃত- সঞ্জিবনি জানিয়ে
এতহিঁ চন্দ্রশেখর পরমাণে॥ ৪৬॥

শ্রীরাধার অনুরাগ

বরাড়ী

নন্দসুত ইতি বিদিত্বা হন্ত গোকুলং
মধুপুরাদাগত্য সময়ে।
স্ব-কর-জলজেন মৃদুলেন তনু-বল্লরী
স্পর্শমনুকরিষ্যতি কিময়ে॥
সখি হে কিমহমপি মুগ্ধ-হরিণা।
পুনরপি বিধাস্যামি রাস-রস-কৌতুকং
প্রাণনাথেন মধু-রিপুণা॥ ধ্রু॥
হা কদা তেন সহ কল্প-তরু-মণ্ডলে
পূর্ব্ববদ্গীতমাতিমিষ্টং।
কিমু করিষ্যামি সখি মদন-রস-মণ্ডিতং
চন্দ্র-বদনেন পুনরিষ্টং॥
শ্যামতনু-মাধুরীং পুনরপি দৃশা কিমহ
মালোকয়িষ্যামি সততং।
চন্দ্রশেখর-ভণিত মিদমমৃত-সুমধুরং
সাধবঃ শৃণুত রস-ললিতং॥ ৪৭॥

স্বাধীনভর্ত্তৃকা

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধা

কেদারিকা

কি করিলে মনসিজ- মত্ত মহোদ্ধত
দেখহ নয়ন পসারি।
ক্ষত বিক্ষত ভেল মঝু কুচ-মণ্ডল
নখর নিশানে তুহারি॥
নিরলজ অরু হাম কি কহব তোয়।
আপন মন্দিরে কৈছনে যাওব
ননদিনি কি কহব মোয়॥ ধ্রু॥
মৃগমদ-চন্দন কর অনুলেপন
যৈছন নখ-পদ ছাপে।
আপন ভালাই চাহি বেণি বান্ধহ
চাঁচর চিকুর-কলাপে॥
রঙ্গিম যাবক আপন করে করি
দেহ মঝু পদ-যুগ-ধারে।
চন্দ্রশেখর কহে কান্তক করি বশ
কামিনি গরব বিথারে॥ ৪৮॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

বিহঙ্গ

পরিহর লাজ তুহারি হাম কিঙ্কর
কহ ধনি করি তুয়া বেশ।
যৈছন কাল- ভুজঙ্গিনি তৈছন
বেনি বনাইয়ে কেশ॥
মুগধিনি এ তুয়া রুচির কপোলে।
মৃগমদ-পত্র বিচিত্র বিলেখব
শশ জনু শশধর-কোলে॥ ধ্রু॥
পুন মৃগমদে মকরাকৃতি চিত্রণ
তুয়া কুচ-মণ্ডলে সাঁধি।
হেম-ধরাধর- কন্দরে পৈঠল
শশিভয়ে যৈছন আঁধি॥
আগে হম লেখিয়ে তব তুহুঁ দেখবি
রাখবি যদি মনে লাগে।
চন্দ্রশেখর কহে শুনিয়া না শুনসি
কান্ত কি অনুমতি মাগে॥ ৪৯॥

---

৪৭ অহো, শ্রীনন্দনন্দন সখীমুখে আমার দুঃখের সংবাদ অবগত হইয়া (নিশ্চয়ই নির্দ্দিষ্ট) সময়েই মধুপুর হইতে গোকুলে শুভাগমন করিবেন। তিনি কি আপন কোমল করকমলে (আমার বিরহক্লিষ্ট) দেহলতা স্পর্শ করিবেন? সখি আমিও কি হরিদর্শনে মুগ্ধা হইয়া সেই প্রাণনাথ মধুসূদনের সঙ্গে রাসরসকৌতুক উপভোগ করিব? হায় কবে আমি তাঁহার সহিত কল্পতরুকাননে পূর্ব্বের মত সুমিষ্টস্বরে গান করিব? আর কবেই বা সেই চন্দ্রবদন হরির সঙ্গে মদনরসমণ্ডিত অভীষ্ট লাভ করিব? আহা, আমি পুনরায় কি সর্ব্বদা সেই শ্যাম-তনুমাধুর্য্য দেখিতে পাইব? চন্দ্রশেখর বর্ণিত এই অমৃত মধুর রসললিত পদ সাধুগণ শ্রবণ করুন।

রাই রাজা

মঙ্গল

রাইক নরপতি- বেশ বনায়ত
কুসুম-বিপিনে হরি-রায়।
কাঞ্চন-ছত্র দণ্ড তারে দেওল
নিজ-করে চামর ঢুলায়॥
সখি হে দেখ দেখ রাইক ভাগি।
করি অভিষেক যমুনা-জল সুশীতল
চলিতহি অনুমতি মাগি॥ ধ্রু॥
নব নব যৌবনি রঙ্গিনি রসিকিনি
সারি সারি করিয়া রসায়।
কুঞ্জ-সহরে হরি করে নিশান ধরি
রাইক দোহাই ফিরায়॥
যৌবন-রতন পসার পসারল
নব নব নাগরি-ঠাট।
চন্দ্রশেখর কহে ওহি গ্রাহক
যোহি পাতাওল হাট॥ ৫১॥

[৩৪৯০]

বিহগড়া

মকর-রচন-ছলে রাইক উচ কুচ-
মরদন করত মুরারি।
গুপত কথা-ছলে শ্রুতি-মূলে অর্পল
দশনহি গণ্ড-বিদারি॥
দেখ সখি অপরূব রঙ্গ।
চাতুরি করি হরি মনরথ পূরত
ধনি তাহে উলসিত-অঙ্গ॥ ধ্রু॥
চিবুকহি মৃগমদ বিন্দু সাজাইতে
নিবিড় আলিঙ্গন দেল।
ভুজযুগ বন্ধনে কানু মন মোহিনী
তঁহি পুন বন্দিনী ভেল॥
মাতল মনমথ উলসিত দুহুঁজন
নিধুবনে পুন পরবেশ।
চন্দ্রশেখর কহে দুহুঁ-তনু ঘামল
পুনহুঁ মেটল সব বেশ॥ ৫০॥

শশিশেখর

গোষ্ঠবিহার

তুড়ী—তাল খেমটা

আওয়ে ছি- দাম চন্দ্র
রঙ্গিয়া পাগড়ি মাথে।
সুবলার্জ্জুন অংশুমান
দাম বসুদাম সাথে॥
কটি কাছনি রঙ্গিম ধটি
বেণু-বর বাম কাঁধে।
জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর
ভায়া ভায়া বলি ডাকে॥
গলে লম্বিত গুঞ্জাবলি
ভুজে অঙ্গদ বালা।

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

নবহুঁ রুচি সেহ সখি নীপহুঁ মূলে পেখলুঁ
নয়ন মন ভুলল মঝু ভরমং।
তরুণ তমাল কিয়ে কিয়ে দামিনী অম্বরে
লখিতে নারিনু সখি গৌর কিয়ে শ্যামং॥
উচ্চ চূড়া টেড়া শিখি পুচ্ছ তহি উপরি
বিরাজিত সতত তছু বামং।
ইন্দ্রধনু আকৃতি চূড়োপরি বিরাজই
সুশোভিত মণি মুকুতা দামং॥
অঙ্গাকৃতি ভঙ্গী বাঁকা বঙ্কিম সুচাহনি
করেতে বাঁশী অধরে হাসি শোভং।
শশিশেখর সঙ্গে হাম সোইরূপ পেখলুঁ
জাগয়ে রূপে নিশি দিবস লোভং॥ ১॥

গো-ছান্দন ডুরি কান্ধেতে
কাণে কুণ্ডল-খেলা॥
স্ফুট-চম্পক- দল-নিন্দিত
উজ্জ্বল তনু-শোভা।
পদ-পঙ্কজে নূপুর বাজে
শশিশেখর লোভা॥ ২॥

বলরামের গোষ্ঠসজ্জা

টোরি

বাজত সব গোঠ বাজনা
সাজল বলবীরে।
মদ ঘূর্ণিত যুগল নেত্র
পাগ লটপটি শিরে॥
বলাইএর মুখ নয় যেন বিধুরে।
বুক বাহি পড়ে মুখের লালা
শ্বেত কমলের মধুরে॥
গলে বনমালা বাহে ওড়িবালা
কাণে কুণ্ডল সাজে।
ধবধব ধব- লী বলিয়া
ঘনঘন শিঙা বাজে॥
নব নটবর নীলাম্বর
লম্ফে ঝম্ফে আও রে।
কুঞ্জর গতি মন্থর অতি
উলটি পালটি চাও রে॥
আপন তনু ছায়রি হেরি
ক্রোধাবেশে দোলে।
হো হো পথ ছোড়হ বলি
অঙ্গুলি ঘন লোলে॥
কর পাঁচনি কক্ষে দাবি
রাঙা ধূলি গায়ে মাখে।
কাহ্না কাহ্না কানায়া বলি
ঘন ঘন ঘন ডাকে॥
পদাঘাত মারি কহে বেরি বেরি
সুস্থিরা ভব ধরণী।
শশিশেখর কহে হলধর
পদতলে যাও নিছনি॥ ৩॥

গোষ্ঠবিহার

(বনগমন সময়ে)

ললিত ঝাঁপতাল

তুঙ্গ মণি মন্দিরে ঘন বিজুরি সঞ্চরে
মেহরুচি বসনপরিধানা।
যত যুবতি মণ্ডলী পন্থমাঝ পেখলি
কোই নহ রাইক সমানা॥
অতএ বিহি তোহারি সুখ লাগি।
রূপ গুণ সায়রি সৃজিল ইহ নায়রি
ধনিরে ধনি ধন্য তুয়া ভাগি॥
দিবস অরু যামিনী রাই অনুরাগিণী
তোহারি হৃদি মাঝ রহু জাগি।
নিমেষে নব নৌতুনা সুবেশা মৃগ লোচনা
অতএ তুঁহু উহারি অনুরাগী॥
রতন অট্টালিকা উপরি রহু রাধিকা
হেরি হরি অচল পদ পাণি।
রসিকজন মানসে হরিগুণ সুধারসে
লাগি রহু শশিশেখর বাণী॥ ৪॥

অভিসারিকা

ধানশী

সুচারু চন্দ্রিকা ফুটিল জানি।
শ্যাম-অভিসারে চলল ধনি॥
লোটনে লম্বিত মালতি-মাল।
সৌরভে মাতল ভ্রমর-জাল॥
কুচ-শিরিফল চন্দন মাখা।
নূপুর ধবল-বসনে ঢাকা॥
সোনাতে জড়িত মুকুতা কসা।
ওঠ মাঝে খেলে লম্বিত নাসা॥
গজ-দশনের সুচারু শাঁখা।
কর-মূলে কিবা দিয়াছে দেখা॥
নিশি সঙ্গে অঙ্গ মিশাল করি।
শশি কহে কুঞ্জে মিলল গোরি॥ ৫॥

মল্লার

আজি অদভুত তিমির-রঙ্গ
আপনি না চিনি আপন অঙ্গ
নিরখি রাইক মন-মাতঙ্গ
অঙ্কুশ নাহি মান রি।
সাজল ধনি শ্যাম-বিহার
শিথিলীকৃত কবরি-ভার
নীলোৎপল—রচিত হার
কণ্ঠহি অনুপাম রি॥
নীল বসন সোণার গায়
মেঘে কি বিজুরি লুকিয়া যায়,
মদন-দীপ পথ দেখায়
অনুরাগ আগুয়ান রি।
পরিমল পাই ভমর পুঞ্জ
বেড়ল আসি চরণ-কঞ্জ
মন্দ মন্দ মধুর গুঞ্জ
লালস মধু-পান রি॥
মুখ-মণ্ডল শশি উজোর
হেরি ধাওল তঁহি চকোর
উড়িয়া উড়িয়া পড়ত ভোর
চাহে পিযুষ-দান রি।
পথে পরমাদ হেরিয়া রাই
নীল-বসনে মুখ ছপাই
সঙ্কেত-বনে মিলল যাই
যাহাঁ নিবসই কান রি॥
রাই আগমন নিরখি কান
শীতল ভেল তপত প্রাণ
নিজ দয়িতার বাঢ়ায় মান
আদরে আগুসারি রি।
আইস আইস বলি ধরল হাথ
লহু লহু লহু পুছত বাত
শশি কহে শুন পরাণ-নাথ
আজু বড় আঁধিয়ারি রি॥ ৬॥

কল্যাণী

হরি-অভিসার কাজে।
উলটা সকল সাজে॥
মাথে মুকুতার মালা।
হিয়াতে হেম-মেখলা॥
চরণে কঙ্কণ পরি।
তুরিতে চলিলা গোরি॥
নূপুর পাণির মূলে।
অঞ্জন রঞ্জন ভালে॥
সিন্দুর অরুণ আঁখি।
চিবুকে চন্দন মাখি॥
হেন বিপরীত বেশে।
মিলল শ্যামের পাশে॥
শশিশেখর পহুঁ।
হেরি হাসে লহু লহু॥ ৭॥

কুঞ্জে শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

মল্লার

প্রাণের দোসরি নবীন কিশোরি
তোরে কি কহিব আর।
মোর প্রতি তোর এত অনুরাগ
কি দিয়া শোধিব ধার॥
একে আঁধি ঘোরি বরিখত বারি
কুলিশ পড়য়ে তায়।
নিবারিতে জল দেখিয়ে কেবল
সবে নীলাম্বর গায়॥
শিরীষের ফুল হইতে কোমল
রাতুল চরণ তোর।
ইথে কি করিয়া আইলে চলিয়া
অঙ্গ-সঙ্গ লাগি মোর॥
ধনি ধনি ধনি রমণীর মণি
তোমার নিছনি যাই।
তিতা বাস ছাড়ি অরুণিম শাড়ী
পর নহে পাহরাই॥
বসন পরিয়া বৈসহ আসিয়া
আমি ধোয়াইব পা।
শশি বলে শ্যাম তুরিত করিয়া
আগে মুছি দেহ গা॥ ৮॥

বাসকসজ্জা

সৌরঠী

তনু পরচিঞা রসের ভরে।
আপনার তনু ধরিতে নারে॥
সখীগণ সঙ্গে সঙ্গীত গায়।
কেহ তাল ধরে কেহ বাজায়॥
আলি নাচাইয়া আপনি নাচে।
শ্রম-জল নীল-বসনে মুছে॥
কপূর সহিত খপূর পাণ।
খায়ে হাসে ভাসে রসের বান॥
প্রিয়-সখী সঞে পাশক খেলে।
বঁধু-পণে শশিশেখর বলে॥ ৯॥

উৎকণ্ঠিতা

করুণা-শ্রী

শেজ বিছাইয়া রহিলুঁ বসিয়া
সুখদ সংকেত-বনে।
কথিত সময় হৈল অসময়
বিলম্ব করল কেনে॥
দূতি যাও যাও তুমি যাও।
খুঁজিয়া তাহারে ধরিয়া আনিবি
যেখানে নাগালি পাও॥ ধ্রু॥
এই লহ পাণ করহ পয়ান
বিলম্ব না সহে আর।
দক্ষিণ হইয়া পথ ধর গিয়া
যমুনা-নদীর ধার॥
ভাল ভাল বলি পাণ শিরে তুলি
বিদায় হইল দূতী।
শশি বলে বালা রহিল একলা
বিপিনে আঁধার রাতি॥ ১০॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতী

দেশাগ রাগ

করি কুসুম-শেজ তুয়া সঙ্গ-সুখ লালসে
বিজন-বনে বৈঠি বর-রামা।
তুহারি লাগি যতন করি কুসুম তুলি কামিনি
নিজহি করে রচন করু দামা॥
মাধব সো ধনি বিলম্ব হেরি তোর।
চকিত চারু-লোচনে নিরখি নিজ সম্মুখে
তমাল-তরু তাহে করু কোর॥ ধ্রু॥
মলয়-গিরি শীতল পরিমলে বিষ মানই
শশি-কিরণ বহ্নি বলি জানে।
কোকিল-কুল-শবদ শুনি মুদিত দুহুঁ লোচনে
বজর বলি হাত দেই কাণে॥
অতএ তুহুঁ তুরিত করি চলহ রতি-মন্দিরে
সফল কর শেজ দুহুঁ মেলি।
শশি-শেখর তপত-আঁখি শীতল হব তৈখনে
নিরখি তুয়া সঙ্গে ভছু কেলি॥ ১১॥

বিপ্রলব্ধা

ভূপালী

কুলের বাহির হৈয়া কেনে বা আইলুঁ।
সুগন্ধি ফুলের মালা কেনে বা গাঁথিলুঁ॥
কেনে বা কুসুম-শেজ সাজাইলি তোরা।
কেনে বা চন্দন ভরি ধরিলুঁ কটোরা॥
রজনী চলিয়া যায় বুকে শেল বাজে।
কত না পাইলুঁ দুখ লম্পটের কাজে॥
মনে মনে মনোরথ করিলাম যত।
কানু বিনে সকলি হইল অনরথ॥
নিশি পোহাইলে যার রহিবে জীবন।
সেজন করিবে কালি কানু দরশন॥
এত বলি বিনোদিনী করয়ে রোদন।
শশিশেখরের হিয়া না যায় ধরণ॥ ১২॥

বিভাস

প্রভাত দেখিয়া চকিতা হইয়া
কহিতে লাগিল রাই।
ওরে পঞ্চ-বাণ লহরে পরাণ
ফিরি ঘরে যাব নাই॥
মলয়-পবন বহ রে সঘন
দেহ রে দারুণ বাধা।

খলের পিরীতি রহিবে কিরিতি
পরাণে মরিলে রাধা॥
যমের বহিনী শুন মোর বাণী
আর কেনে কর ক্ষেমা।
দেহ-দাহ যাউ সুশীতল হউ
তরঙ্গে সেচহ আমা॥
কদম্ব-তরুয়া মালতি মরুয়া
তোমরা রহিলে সাথী।
শশি বলে সবে উচিত কহিবে
পুছিলে কমল-আঁখি॥ ১৩॥

খণ্ডিতা

শ্রীরাধার উক্তি

বিভাস

আওত পর- বঞ্চক শঠ
নাগর শত-ঘরিয়া।
রমণী-পদ- যাবক পরি-
সর বক্ষসি ধরিয়া॥
কটি-নীলা- ম্বর পরিহিত
লম্বিত পদ-আগে।
দশন-ক্ষত অরুণাধর
ভুজে কঙ্কণ-দাগে॥
তরুণারুণ নয়নাম্বুজ
আধ-মুদিত অলসে।
ভাল-উপর সিন্দুরবিন্দু
অঞ্জন সঞে বিলসে॥
যা যা দূতি বারহ বারহ
নিয়ড়ে জনি আওয়ে।
ঐছন বাণী তৈখনে শুনি
শশিশেখরে ধাওয়ে॥ ১৪॥

বিভাস

হাঁ হাঁ নিরলজ পরবঞ্চক শঠ
রাই নিয়ড়ে মতি যাহু।
বেরি বেরি তোহে নিষেধ হম করতহি
কাহে উদ্বেগ বাঢ়াহ॥
তোহে কহু করি নিজ দীব।
তোহে হেরি সুন্দরী মোহে পাঠাওলি
আওয়ে জনি হামারি সমীপ॥
ইথে যদি যাওবি কলহ বাঢ়ায়বি
বৈরী হসায়বি প্রাতে।
থেহ নাহি পাওবি রোই রোই আওবি
কর অবলম্বন মাথে॥
এতহু বচন কহি ফিরি দূতী চলতহি
কানু চলত তছু সাথ।
কহে শশিশেখর লাজ নাহি যাকর
তাকর সঞে কিয়ে বাত॥ ১৫॥

বিভাস

তরুণারুণ নয়নাম্বুজ
ঢুলু ঢুলু ঢুলু অলসে।
দেখ্য দেখ্য দেখ্য পাঁড়বা পড়িবা
শুতি রহ যায়্যা দিবসে॥
ঝামর বদ- নাম্বুজ দেখি
সিন্দুরে কাজরে মাখা।
কামিনি-কুচ- কুঙ্কুম-সহ
বুকে যাবক-রেখা॥
নীলোৎপল মুখ-মণ্ডল
নীরস কাহে ভেল।
যাও যাও বঁধু নিকট ছাড়হ
পরাণে বাজয়ে শেল॥
জানা গেল তুয়া চতুর চাতুরি
কুটিল কপট কাজ।
শশিশেখরে কহে শুভ কর-
তহিঁ নাগর-রাজ॥ ১৬॥

বিভাস

নীলোৎপল মুখ-মণ্ডল
ঝামর কাহে ভেল।
মদন জবরে তনু তাতল
জাগরে নিশি গেল॥
সিন্দুরহি পরিমণ্ডিত
চৌরস কাহে ভাল।
গোবর্দ্ধনে গৌরিক সেবি
সিন্দুর তথি লেল॥

নখ-বিক্ষত বক্ষসি তুয়া
দেখল কোন নারি।
কণ্টকে তনু ক্ষত বিক্ষত
তোহে ঢুঁড়ইতে গোরি॥
নীলাম্বর কাহে পহিরলি
পীতাম্বর ছোড়ি।
অগ্রজ সঞে পরিবর্ত্তিত
নন্দালয়ে ভোরি॥
অঞ্জন কাহে গণ্ড-স্থলে
খণ্ডন কাহে অধরে।
উত্তর-প্রতি- উত্তর দিতে
পরাজয় শশিশেখরে॥ ১৭॥

শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়

তথারাগ

রাধে জয় রাজপুত্রি
মম জীবনদয়িতে।
যাও যাও বঁধু যত বড় তুমি
জানা গেল তুয়া চরিতে॥
কিঞ্চিদপি কস্মিন্নপ-
রাধং নহি করোমি।
সংকেত করি আনঘরে যাহ
নিশি জাগিয়ে আমি॥
মানং ময়ি মুঞ্চ প্রিয়ে
বচনং শৃণু ধীরে।
শুনিবার কিবা কাজ চিহ্ন
দেখা যায় সব শরীরে॥
গতরাত্রৌ যদভূন্মম
দুঃখং শৃণু সরলে।
বধিরা হাম কিয়ে শুনায়সি
তাহে শুনায়বি বিরলে॥
উচিতোনহি কোপোময়ি
নিজ কিংকর মত্তে।
যাও যাও যত গুণনিধি বট
জানা গেল তব তত্ত্বে॥
শাস্তিং কুরু দন্তৈর্দংশ
কোপং ত্যজ রুচিরে।
তথা ফিরি যাহ পুন দংশিবে
সুখ পাবে বহু অচিরে॥
কোপং ত্যজ পদমর্পয়
মৃদুকিশলয়শয়নে।
তোমা দরশনে শরীর জ্বলিছে
ফিরি যাহ তার সদনে॥
কথিতং যদি নহি দাস্যসি
কিং তে কথয়ামি।
শশিশেখর কহে শুভকর
কিয়ে দেখহ স্বামি॥ ১৮॥

---

[১৮] কৃষ্ণ—আমার জীবন দয়িতে, রাজনন্দিনী রাধে, তোমার জয় হউক।
রাধা—যাও, যাও বন্ধু, তুমি যত বড় তোমার চরিত্রে তাহা জানা গেল।
কৃষ্ণ—আমি কোন বিষয়ে কিছু অপরাধই তো করি নাই।
রাধা—সংকেত করিয়া অন্যের কুঞ্জে গেলে, আমি সারা নিশি জাগিয়া কাটাইলাম।
কৃষ্ণ—আমার উপর মান ত্যাগ কর প্রিয়ে, ধৈর্য্য ধরিয়া আমার কথা শোন।
রাধা—শুনিয়া আর কি কাজ হইবে, তোমার শরীরেই তো (তোমার আচরণের) চিহ্ন রহিয়াছে।
কৃষ্ণ—সরলে; গত রাত্রে আমার যে দুঃখ হইয়াছে তাহা শোন।
রাধা—আমি তো বধিরা, (তোমার কথা) তাহাকে বিরলে গিয়া শোনাও।
কৃষ্ণ—ওগো প্রমত্তে, (তোমার) কিংকর আমি, আমার প্রতি কি ক্রোধ করা উচিত?
রাধা—যাও যাও, তুমি যত গুণনিধি, তোমার তত্ত্বেই তাহা জানা গেল।
কৃষ্ণ—রুচিরে, কোপ ত্যাগপূর্ব্বক দন্তে অধর দংশনাদি করিয়া আমাকে শাস্তি দাও।
রাধা—তথায় ফিরিয়া যাও, অচিরেই তাহার দংশনে পুনরায় সুখ পাইবে।
কৃষ্ণ—কোপ ত্যাগপূর্ব্বক কোমল কিশলয় শয্যায় চরণার্পণ কর।
রাধা—তোমাকে দেখিয়া আমার অঙ্গ জ্বলিতেছে, তাহার কুঞ্জেই ফিরিয়া যাও।
কৃষ্ণ—যাহা বলিতেছি তাহা বিশ্বাস না কর, তবে আর কি বলিব?
রাধা—শশিশেখর বলিতেছেন, স্বামী আর দেখিতেছ কি মানে মানে বিদায় হও।

কলহান্তরিতা

আশোয়ারী

বিকলে বিকলে তেজি বৈঠি রহু।
প্রতিপক্ষ-সভা চহু-ওর বহু॥
যব নন্দ-সুনন্দন পাদে পড়ে।
তব কোপ বঢ়ে অভিমান চঢ়ে॥
নিজ-সঙ্গি-সখী-গণ-হীত-কথা।
শুনি ভালে উঠায়লি ভাঙ-লতা॥
বিহি চীত-উচীত সুদণ্ড কিয়া।
অব খর্ব্ব ভয়ো সব গর্ব্ব তুয়া॥
অধিরূঢ় অহংকৃতি ভদ্র নহে।
শশিশেখর বেরহি বের কহে॥ ১৯॥

শ্রীকৃষ্ণের বাজীকর বেশ

তথারাগ

বাজীকর বেশ করত বৃন্দাবন চান্দ।
কণ্ঠে ছিদ্র কড়ির মাল জগমোহন ফান্দ॥
বাহু দণ্ডে স্ফটিক মাল বাঁধন বহু ছান্দে।
গিরি গৈরিক তনু লেপন ভার করল কান্ধে॥
যুগল পাণি পাদমূলে লৌহাঙ্গদ বালা।
কর্ণমূলে কিয়ে শঙ্খকুণ্ডল করু খেলা॥
মল্লছান্দে পিন্ধল হরি জীর্ণ মলিন বাস।
শিরে বান্ধল পাগ লটপটি শশিশেখর হাস॥
॥ ২০॥

তথারাগ

জয় ভবানী ভূতেশ্বরী সাধহ মম কাজ।
ঐছন ধ্বনি বদন ভরিয়া সাজল নটরাজ॥
নগর নারি পুরুখ নিরখি চিনহী নাহি পার।
বাজীকর নন্দলাল সুবল ঢুলকিদার॥
ললিতা সনে নন্দিত মনে
যেথানে আছেন রাই।
সোই কুঞ্জে প্রবেশল হরি মধুর গীত গাই॥
সুবল চাঁদ ঢুলকিদার ঢুলকে দেওল ঘা।
শশিশেখর কহে সো ধনী শুনি উলসিত গা॥
॥ ২১॥

অহৈতুক মান

বিহগড়া

হের দেখসিয়া মৃদু মন্দ হাসিয়া
গবাক্ষ-দুয়ারে চাই।
প্রাণনাথ সনে একত্র শয়নে
মানিনী হৈয়াছে রাই॥
একি প্রেমের কুটিলা গতি।
নহে বা কেনে দুহাঁর মিলনে
কলহ উপজে নিতি॥ ধ্রু॥
আপনার নখ- পদ পরতেখ
হেরিয়া নাগর উরে।
কানু পিঠ করি বসিলা সুন্দরী
নাগর কাঁপিছে ডরে॥
কত পরকারে অনুনয় করে
অধিন হইয়া হরি।
শশি বলে মান হব সমাধান
কেমন উপায় করি॥ ২২॥

রাসে অপরা গোপীগণের উক্তি

করুণা-শ্রী

এই যে নাগরী আরাধিল হরি
নিশ্চয় কহিলু তোরে।
প্রাণের গোবিন্দ পাইয়া আনন্দ
সঙ্গতি লইল যারে॥

১৯ বিকলে, বিকলতা ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাক। চারিপাশে প্রতিপক্ষগণ রহিয়াছে (তোমার দশা দেখিয়া হাসিবে)। নন্দনন্দন যখন তোমার পায়ে পড়িলেন, তোমার কোপ বাড়িল, অভিমান অধিক হইল। নিজ সঙ্গিনী সখীগণের হিতকথা শুনিয়া (ক্রোধে তুই) কপালে চোখ তুলিয়াছিলি (ভ্রূকুটি করিয়াছিলি)। বিধি তোর মনের উচিত দণ্ড করিয়াছেন। এখন তোর সব গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। অতিশয় অহঙ্কার ভাল নয়। শশিশেখর বার বার বলিতেছেন।

আমা সভাকারে পরিহরি দূরে
তারে লৈয়া সঙ্গোপনে।
মদন-বিলাস করে পরকাশ
বুঝিলাম অনুমানে॥
রমণী-রমণ দুহুঁ-পদ-চিহ্ন
পড়িয়া আছয়ে পথে।
শফরী পতাকা ধ্বজ ঊর্দ্ধ-রেখা
বজর অংকুশ তাতে॥
আমরা গোপিনী সভে ভাগি হীনী
ভাগ্যবতী এই নারী।
শশি কহে সতি বরজ-যুবতি
তারে অনুকূল হরি॥ ২৩॥

মাথুর বিরহ

সুহই

অতি শীতল মলয়ানিল
মন্দ-মন্দ-বহনা।
হরি-বৈমুখ হমারি অঙ্গ
মদনানলে দহনা॥
কোকিলা-কুল কুহু কুহরই
অলি ঝঙ্করু কুসুমে।
হরি লালসে তনু তেজব
পাওব আন-জনমে॥
সব সঙ্গিনি ঘিরি বৈঠলি
গাওত হরি-নামে।
যৈখনে শুনে তৈখনে উঠে
নব-রাগিণি গানে॥
ললিতা কোরে করি বৈঠত
বিশাখা ধরে নাটিয়া॥
শশিশেখরে কহে গোচরে
যাওত জিউ ফাটিয়া॥ ২৪॥

সুহই

চির-দিবস ভেল হরি রহই মথুরা পুরী
অবহুঁ সখি বুঝহ অনুমানে।
মধু-নগর-যোষিতা সবহুঁ তারা পণ্ডিতা
বান্ধল মন সুরত-রীতি-দানে॥
গ্রাম্য গোপ বালিকা সহজে পশু-পালিকা
হাম কিয়ে শ্যাম-উপভোগ্যা।
রাজ-কুল-সম্ভবা সরসিরুহ-গৌরবা
যোগ্য-জনে মিলয়ে জনু যোগ্যা॥
তাবত দিন যাপই নিম্ব-ফল চাখই
অমিয়-ফল যাবত নহি পাওয়ে।
অমিয়-ফল-ভোজনে উদর-পরিপূরণে
নিম্ব-ফল দীগ নহি চাওয়ে॥
তাবত অলি গুঞ্জরে যাই ফুল ধুতরে
মালতি ফুল যাবত নহি ফোটে।
রাই-মুখ-কাহিনি শশিশেখর শুনি
রোখ-ভরে কহই কিছু ওঠে॥ ২৫॥

তথারাগ

শমন ঔর রমণ
মোহে ভুলল রে প্রিয় সখি
করি কি উপায় বুদ্ধি বল না।
ইহ দিবস যামিনী
কৈছে বিরামত্ত্ব
এতহু দুখে হত এ জীউ গেল না॥
এ দুখ হেরি করুণা করি
বিদরে যদি বসুমতী
তবহু হাম পৈঠী তছু মাঝে।
শ্যাম গুণধাম
পরবাসে হাম পামরী
এ মুখ দরশায়ব কোন্ লাজে॥
পিয়াক গূঢ় গরবে হাম
কবহুঁ ধরণীতলে
তৃণহু করি কাহুক না গণলা।
নৈলে কেন ঐছে গতি
কাহে ভেলরে সখি
সোই অভিশাপ মুঝে ফললা॥
পুনহু যদি কোই আসি
কহে কুশল কাহিনী
পরম সুখে আছয়ে হরি রায়।
তবহু হাম এসব দুখ
সুখ করি মানিয়ে
শশিশেখর কহিয়া না পাঠায়॥ ২৬॥

সুহই

শিতল তছু অঙ্গ দেখি সঙ্গ-সুখ লালসে
খোয়লুঁ কুল ধরম-গুণ নাশে।
সোই যদি তেজল কি কাজ ইহ জীবনে
আনহ সখি গরল করি গ্রাসে॥
প্রাণ সঞে অধিক তুহুঁ রোয়সি রে কাহে সখি
মরিলে হম করিহ ইহ কাজে।
অনলে নহি দাহবি রে নীরে নহি ডারহি
এ তনু ধরি রাখবি ব্রজ-মাঝে॥
হমারি দোন বাহু ধরি সুদৃঢ় করি বাঁধবি
শ্যাম-রুচি-তরু তমাল-ডালে।
প্রতি দিবস সবহুঁ মিলি নিচয়ে আসি দেখবি
শয়ন তেজি উঠই উষ-কালে॥
সকল পরসঙ্গে মিলি স্মৃতি করবি মোরি সখি
নাম লেই অভাগি ধনি রাই।
ললিতা মতিহার লেহ আপন গলে ধারবি
তোহে নিজ-চিহ্ন দেই যাই॥
বিশাখা সখি বলয় লেহ ইন্দু-রেখা অঙ্গুরি
নাস-আভরণ লেহ চিত্রা।
লম্ব-অবতংস লেহ শ্রুতি-যুগলে ধারবি
সুদেবি অতি নিরমল-চরিত্রা॥
এতহুঁ সংবাদ কহি খোলই সব ভূখণে
দেই সব আলি-গণে বাঁটি।
পাণি-তলে ঘাত বুকে মাথে সভে মারই
শশিশেখরে মরত জিউ ফাটি॥ ২৭॥

শ্রীরাধার প্রতি সখীর প্রবোধ-উক্তি

সুহই

কি করবি দশ দিন দুঃখ ললাটে ছিল
চির-দিনে যে লিখল ধাতা।
তাকর লাগি নিজ দেহ খোয়াায়বি
খায়বি সহচরি-মাথা॥
ধৈরজ বান্ধবি চীতে।
সবহুঁ দিবস তোর দুখে নহি যায়ব
বিহি পুন মিলায়ব মীতে॥ ধ্রু॥
পথিকিনি-হাতে পাতি লিখি ভেজলুঁ
আজু রজনি-পরভাতে।
সো অব এতখণ মধুপুর পহুঁছল
প্রাতে দেয়ব হরি-হাতে॥
পুনহুঁ কালি হম সহচরি ভেজব
সখী মথুরাপুরী প্রান্তে।
কহে শশিশেখরে করতলে বুক ধরি
আনি মিলায়ব কান্তে॥ ২৮॥

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি

জয়জয়ন্তী

নৃপতি-সুখ বাঞ্ছ যদি
ব্রজে কি মন মানে না।
গোপ-কুলে বসতি কেবা
নন্দ ঘোষে জানে না॥
রাইকে ছাড়ি রহলি ভুলি
তাও কি মনে নিল না।
তারে হরি চাহসি যদি
কুব্জা সঞে মিল না॥
জননি হেরি আয়বি ফিরি
সবহুঁ রহ দূরে।
গোপি প্রতি না কর কিছু
শশিশেখরে ঝুরে॥ ২৯॥

[৩৫১৯]

২৬ প্রিয় সখি, শমন এবং রমণ দুজনেই আমাকে ভুলিয়াছে। বল না কি উপায় বুদ্ধি করিব। এই দিন রজনী কেমন করিয়া সুস্থির হইয়া থাকিব, এত দুঃখেও, এ হতভাগিনীর মরণ হইল না। আমার দুঃখ দেখিয়া যদি বসুমতী বিদীর্ণা হয়, আমি তাহার মধ্যে গিয়া প্রবেশ করি। আমার গুণধাম শ্যাম প্রবাসে। পাপিষ্ঠা আমি (লোকের কাছে) কোন লজ্জায় মুখ দেখাইব। প্রিয়তমের প্রীতির গোপন গর্ব্বে আমি কাহাকেও তৃণ বলিয়াও গণনা করি নাই (সকলকেই তুচ্ছ করিয়াছিলাম), আমার প্রতি সেই অভিশাপই ফলিল। নৈলে কেন, কেমন করিয়া, আমার এই দুর্দ্দশা হইল? পুনরায় যদি কেহ আসিয়া বন্ধুর কুশল কাহিনী বলে, (জানায় যে) হরি মথুরায় কুশলে আছেন, তাহা হইলেই তো আমি এই সব দুঃখকে সুখ বলিয়া মানিয়া লই, কই শশিশেখর তো সংবাদ পাঠায় না।

পূর্ণানন্দ

রাধিকা গোষ্ঠ

শ্রীরাধার বেশ পরিবর্ত্তন

এক

সখীর সহিতে বেশের মন্দিরে
পশিলা আনন্দ চিতে।
ত্যজি নীলশাড়ী পীতধড়া পরি
পাগ্‌ড়ী বাঁধিল মাথে॥
মৃগমদে তনু মাখে সখীগণ
যেমত হইল কানু।
সিন্দূর ঝাঁপিয়া তিলক রচিল
চূড়াটি প্রভাত ভানু॥
মকর কুণ্ডল করে ঝলমল
দোলয়ে রাধার কাণে।
কটিতে ঘুঙ্গুর চরণে নূপুর
রাখাল সাজে সখীগণে॥
নব নব বালা রাখাল সাজিলা
রাধার সুখের তরে।
কহে পূর্ণানন্দ হয়ে প্রেমানন্দ
যাইবা কেমন করে॥ ১॥

দুই

কহয়ে কিশোরী শুন সহচরী
দেখিয়ে লাগয়ে ভয়।
রাখালের বেশে কাননে আইলাম
কিসে ঢাকে কুচদ্বয়॥
হাসিয়া হাসিয়া কহয়ে ললিতা
শুন বলি বিনোদিনী।
তাহার লাগিয়া কত না ভাবিহ
যাহা বলি কর তুমি॥
কবরী এলায়ে কুচ ছাপাইয়ে
বনেতে চরাব ধেনু।
যমুনার কূলে বসি নীপমূলে
বাজাইব শিঙ্গা বেণু॥

ঐছন করিয়া ধেনুগণ লইয়া
যমুনা পুলিনে যায়।
বসি নীপমূলে নবীন রাখাল
মোহন মুরলী বায়॥
বাঁশীর শবদে জগত ভুলিল
সুস্থির নাহিক হয়।
রাখাল সকলে লাগিল ধন্ধ
দাস পূর্ণানন্দ কয়॥ ২॥

তিন

বনেতে প্রবেশ হয়ে বাজায় মোহন বাঁশী।
বংশীধরের শ্রুতিমূলে প্রবেশিল আসি॥
শুনিয়া বাঁশীর গান নটবর শ্যাম।
চিত চমকিত হেরে সুবলের বয়ান॥
এ কি অপরূপ ভাই শুনিলাম শ্রবণে।
এমন বাঁশীর গানে হানিল মরমে॥
পুলকিত তনু মোর সম্বরিতে নারি।
যে জন বাজায় বাঁশী দাস হব তারি॥
সুবলেরে সঙ্গে লয়ে দ্রুতগতি চলে।
চাঁদকে বেড়িয়া সবে দোলে নীপমূলে॥
তরাসিত হইয়ে শ্যাম দাঁড়াইয়ে চায়।
জগত মোহন রূপ পূর্ণানন্দ গায়॥ ৩॥

শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় জিজ্ঞাসা

চার

কাতর হইয়ে পুছে রসময় শ্যাম।
আপনার নাম কহ মোরে পরিচয় দেহ
কোন জাতি কহ নিজ ধাম॥
আমি থাকি এই বনে চরাইতে ধেনুগণে
কভু নাহি দেখি হেন রীতে।
দাদা বলার সঙ্গে থাকি তোমায় কভু নাহি দেখি
এ বড় সন্দেহ মোর চিতে॥

এত শুনি কহে গোরী শুনহে ব্রজের হরি
শুন তবে দিই পরিচয়।
প্রেমময় নাম ধরি বসতি মথুরা পুরী
মাতা মোর তব পূজ্যা হয়॥
তোমার জননী যে আমার গৌরব সে
জানাই তাহারে প্রণিপাতে।
আমার যে বন্ধুগণে তাদের নাম সবে জানে
কহি পূর্ণানন্দের সাক্ষাতে॥ ৪॥

শ্রীরাধার পরিচয় দান

পাঁচ

আর এক দিই লেখা সকলেই বন্ধু সখা
দুই চারি দাসী মোর আছে।
কহি শুন আর কথা পাছে হেঁট কর মাথা
ননী চুরি করো ব্রজমাঝে॥
যতেক ব্রজের নারী দধির পশরা সারি
মথুরার বিকে তারা যায়।
পথ আগুলিয়া রও দধিদুগ্ধ কাড়ি খাও
এই কি উচিত তোরে ভায়॥
নারীগণ সিনান করে বসন রাখিয়া তীরে
তাহা চুরি কর কি লাগিয়ে।
বাজায়ে মোহন বাঁশী ব্রজবধূ কর দাসী
আপনা আপনি বড় হৈয়ে॥
খাওয়াও পরের খন্দ এখনি করিব দণ্ড
লয়ে যাব কংস বরাবরে।
দাস পূর্ণানন্দ কয় এই মোর পরিচয়
শ্যাম নাগর পড়িল ফাঁপরে॥ ৫॥

কৃষ্ণের বন্ধন

ছয়

এই বনে কংসের আজ্ঞা নাই বলে হরি।
রাই বলে এখনি ভাঙ্গিব ভারিভুরি॥
কৃষ্ণ বলে স্বর্গ মর্ত্ত মোর অধিকার।
রাই বলে তোমায় জানি আভীর কুমার॥
কৃষ্ণ বলে ব্রহ্মা ইন্দ্র দমন করি আমি।
রাই বলে নন্দের গোধন চরাও তুমি॥
কৃষ্ণ বলে গোবর্দ্ধন ধরেছি কৌতুকে।
রাই বলে নন্দের বাধা বহিছ মস্তকে॥
এ বোল শুনিয়ে কৃষ্ণ ভাবে মনে মনে।
কৃষ্ণকে বাঁধিল রাই আপন বসনে॥
দেখিয়া সুবল সখা দূরে পলাইল।
দাস পূর্ণানন্দের মনে আনন্দ বাড়িল॥ ৬॥
[৩৫২৫]

দামোদর

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ

তথারাগ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ।
মূরতি বসন্ত পিরীতি রস কন্দ॥
বিকসিত তনুবন মুখ অরবিন্দ।
ভাব কুসুম শোভা হাস মকরন্দ॥
করুণা মলয়ানিল শীতল সুগন্ধ।
জগত সুবাসিত প্রেম প্রবন্ধ॥
নব পল্লব অনুরাগ অমন্দ।
বিলসে কোকিল সহচর বৃন্দ॥
এ ভুবন প্রকাশিত পদ নখ চন্দ।
দর দরশন হীন দামোদর অন্ধ॥ ১॥

শ্রীরাগ

শুনি ধনি-শিরোমণি মাধব-লেহ।
ভুললি তনু মন ধন জন গেহ॥
অপরূপ প্রেমকো রঙ্গে।
পহিরি না পাবই আভরণ অঙ্গে॥
উথলল মনমথ-সিন্ধু-হিলোল।
ভরমে উঘাড়ত মরমকো বোল॥
রস ভরে মন্থর চলই না পারি।
নিন্দই যৌবন জঘনকো ভারি॥
কত শত মনোরথ আগে আগুসারি।
দামোদর সঙ্গে রঙ্গে করু অভিসার॥ ২॥

মানে মিনতি

রাই নয়ান মেলিয়া কেন চাহ না।
তুমি মোর রতন জীবন ধন যৌবন
মদন দহন শর সহ না॥
তুয়াক রূপরাশি পরশ সরসীরুহ
অধীন জনেরে কেন দেহ না।
তুয়া মুখ চান্দ অধরে অমৃত যুত
হাসি বিকসি কেন কহ না॥
দুরহি হুতাশনে মদনে জনু ভজলি
পরশ নহিলে তনু রহ না।
লেহ মোর খত লিখি দামোদর রহু সাখি
তুয়া বিনু আর মোর কেহ না॥ ৩॥

[৩৫২৮]

গদাধর দাস

মানান্তে কুণ্ডে মিলন

এক

মুরহর কহত শুনহ ললিতা সখী
সুমুখী বিমুখী ভৈ গেল।
প্রেম পসার হাট যব ভাঙ্গল সুখ
ঘরে আগি আনি দেল॥
সজনি অবহু জীবনে কিয়ে কাম।
রাইক সো প্রিয় কুণ্ড সলিলে হাম
তেজব পাপ পরাণ॥
তুহুঁ সব সুখে থাক কাহে কি বোলব
দেব বিমুখ ভৈ মোই।
হোই বিদায় অবহু হাম যাইয়ে
এত কহি চলু রোই রোই॥
ললিতা কহল কহই না পারিয়ে
নিশসি হোয়ল নত কন্ধ।
কহত গদাধর রাইক কুণ্ডহি
উপজল শ্যামর চন্দ॥ ১॥

দুই

রাধাকুণ্ড তীরে গিয়ে হরি।
কহিছেন দুটি কর জোড়ি॥
ওহে পুণ্যবতী রাধাকুণ্ড।
তব প্রিয়া কৈল মোর দণ্ড॥
তুমি না বিরূপ হইও মোরে।
স্নান দেহ সুনির্ম্মল নীরে॥
এই লেহ চূড়ার চন্দ্রিকা।
এই লেহ মোহন বংশিকা॥
এই লেহ গলার গুঞ্জাহার।
মিনতি করিয়ে বার বার॥
পূর্ণ কর গদাধর আশ।
পুন যেন হই রাধাদাস॥ ২॥

তিন

ঐছন শুনইতে মুরহর বাণী।
শ্রীরাধাকুণ্ড কহত ভয় মানি॥
অনুচিত বাত কহসি কাহে মোয়।
লাখ রমণী সদা বাঞ্ছয়ে তোয়॥
খণ এক বিরমহ যাই।
সখী সঙ্গে মিলায়ব রাই॥
কহত গদাধর শুনি ইহ বাত।
নিরজনে শুতল গোকুল নাথ॥ ৩॥

চার

রাধা বলি শ্যাম কান্দে লোটায়ে ধরণী।
এ সময়ে দেখা দাও রাধা বিনোদিনী॥
রাধা অনুরাগে শ্যাম হৈল অগেয়ান।
প্রতি তরুলতা দেখে রাই সমান॥
কৃষ্ণ অনুরাগে রাই উঠে চমকিয়া।
রাধিকার মান গেল কৃষ্ণ না দেখিয়া॥
চকিত হইয়া চাহে সখীর বদন।
গদাধর দাস হেরি করয়ে রোদন॥ ৪॥

পাঁচ

কানু অনাদরি নতমুখী সুন্দরী
আড় নয়নে ঘন চায়।
ঝর ঝর লোচন মুখ অতি মলিন
নিরখি দুঃখী ললিতায়॥
বোলত সখী মুখ হেরি।
তুঁহু কাহে রোয়ত কহরে কতি গেও
পিয় মধু সোই মুরারি॥
ললিতা কহতহি দেব বিমুখ ভেল
তোহে হাম কি বোলব আর।
মানস সাধ আগি দেই জারল
সো ব্রজ রাজকুমার॥
তবহু গরবিনী গরব লৈ বৈঠই
ফুরায়ল বরজাক হাট।

কহত গদাধর শুনইতে টুটল
রাইক ধৈরজ কবাট॥ ৫॥

ছয়

কি কথা কহিলা সহচরি।
কোথা গেল কি করিলা হরি॥
কার মুখে শুনিলি এ কথা।
সত্য কহ খাও মোর মাথা॥
শুনি প্রাণ চমকি উঠিল।
মন মতি ভ্রম হোই গেল॥
এত বলি ধরি সখী করে।
সখেদিত কহে গদাধরে॥ ৬॥

সাত

রাধা মুখ চেয়ে উনমতা হয়ে
ইন্দুরেখা সহচরী।
কানুর উদেশে বিপিনে প্রবেশে
খোঁজে ইতি উতি করি॥
সখী কথি না দেখিতে পাই।
বনেতে বনেতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
রাধাকুণ্ড তীরে যাই॥
রহি তার তীরে চৌদিশে নেহারে
দেখে সখী হেন বেলে।
চূড়ার চন্দ্রিকা মোহন বংশিকা
ভাসে রাধাকুণ্ড জলে॥
তাহা নিরখিয়ে ব্যাকুল হইয়ে
আসি কহে ললিতারে।
শুনিয়া ললিতা হয় দুখান্বিতা
কহে দ্বিজ গদাধরে॥ ৭॥

আট

কানুক বচন তুহুঁ না শুনলি
না রাখলি বল্লভ ভাব।
তবহুঁ বিমুখ ভৈ রোই রোই মাধব
আয়ল মঝুক পাশ॥
মাধব বোলল সখি রাই।
রাই তেজল যদি কি ফল জীবনে
হোই হাম জনক বিদাই॥
তবধরি প্রাণ করত কত ব্যাকুলি
কাহে কহব কিয়ে বাত।
ইন্দুরেখা সখী বিপরীত শুনায়ল
না জানি কয়ল কিয়ে নাথ॥
তোহারি কুণ্ড সলিলে শিখী চন্দ্রিকা
বংশী ভাসত গুঞ্জাহার।
ঐছন শুনইতে গদাধর আকুল
নয়নে গলয়ে জলধার॥ ৮॥

নয়

সখীমুখে শুনিয়ে এ কথা।
রাধিকা হইলা বিষাদিতা॥
একি কহ বিস্ময় বচন।
অকালে কুলিশ ঘাতন॥
রোই রোই শ্রীরাধিকা বোলে।
এই ছিল আমার কপালে॥
কি না হৈতে হায় কি হইল।
পরাণ বন্ধুয়া কোথা গেল॥
কেনবা করিলাম হাম মান।
হারাইলাম নব ঘনশ্যাম॥
কেশ বেশ না সম্বরে ধনী।
কুণ্ড মুখে ধাইল অমনি॥
রাধা সঙ্গে যায় সখীগণ।
কৃষ্ণ বলি করয়ে রোদন॥
গদাধর কুণ্ডতীরে গিয়ে।
মুরছিত বংশী নিরখিয়ে॥ ৯॥

দশ

রাধা অচেতন দেখি কান্দে সখীগণ।
কৃষ্ণ বিরহেতে রাই তেজিল জীবন॥
এক সখী যুকতি করিয়ে অনুমান।
শ্রবণ বিবরে উচ্চে কহে শ্যাম নাম॥
শ্রীবিশাখা শ্যাম নাম শুনায় শ্রবণে।
চেতন পাইল ধনী শ্যাম নাম শুনে॥
চেতন পাইয়া সখী চারিপাশে চায়।
গদাধর কান্দি কহে কোথা শ্যাম রায়॥ ১০॥

এগার

বহুত যতনে হাম তোহে নিরমাওল
নাম রাখিলাম রাধাকুণ্ড।
বিনি অপরাধে বাদ করি দারুণ
মোহে করলি ইহ দণ্ড॥
সরসি রে ধিক্ তুয়া বারি।
কৈছনে সলিল মাঝে নিমজায়লি
সো বিধুবদন নেহারি॥
কত জানি প্রাণ করত বিয়াকুলি
তছু বক্ষ নহত শীতল।
তুয়া নীরে ভাসত বংশী শিখী চন্দ্রিকা
হেরি মঝু পরাণ বিকল॥
যৈছন সখীগণ তুঁহু ভেলি তৈছন
তৈছন হামারিও মান।
কহত গদাধর পিয়ারে লুকায়লি
সবহুঁ কয়লি সমাধান॥ ১১॥

বার

ভাবিতাম চিতে মরণ কালেতে
পিয়ারে সমুখে থোব।
দুটি পদ লয়ে হৃদয়ে ধরিয়ে
বদনেতে গুণ গাব॥
শ্রীমুখে নয়ন দিয়ে।
অনিমিখ হব পরাণ তেজিব
পিয়া পানে চেয়ে চেয়ে॥
সে বাসনা যত সব হৈল হত
সব ভেল বিপরীত।
কখনো প্রত্যয় স্বপনে যা নয়
সেই হৈল উপনীত॥
হায় কি না হৈল প্রিয়া কোথা গেল
আর না হইবে দেখা।
অধম পামর দীন গদাধর
এই ছিল কপালে লেখা॥ ১২॥

তের

চূড়া বাঁশী গুঞ্জাহার ভাসে কুণ্ডজলে।
রাধাকুণ্ড জলে ঝাঁপ দিল কৃষ্ণ বলে॥
রাধাকুণ্ড ভীত হয়ে কৈল অন্তর্দ্ধান।
রাই বলে শ্যাম কুণ্ডে তেজিব পরাণ॥
শ্রীরাধা কুণ্ড হৈতে চূড়া বাঁশী তুলি।
শ্যামকুণ্ড তীরে যায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি॥
শ্যামকুণ্ডে পরাণ তেজিতে সবে যায়।
হা হা প্রাণনাথ বলি কান্দে উভরায়॥
ঐছন শবদ শুনিয়া শ্যামরায়।
অতি উচ্চনাদ করি রাধাগুণ গায়॥
বসন্ত কোকিল জিনি কৃষ্ণ কণ্ঠধ্বনি।
শুনিয়া ধৈরজ ধরে রাধা বিনোদিনী॥
দুঁহু ভেল সচকিত শ্যামকুণ্ড তীরে।
আকুল সে কুলবতী মিলে যদুবীরে॥
দুঁহুজনে মৃতদেহে পাইল পরাণ।
অনিমিখে দোঁহে দোহার নেহারে বয়ান॥
রসময়ী নাগরী রসময় কান।
কমলে ভ্রমর কিবা করে মধুপান॥
চূড়াবাঁশী গুঞ্জাহার বঁধুয়ারে দিল।
গদাধর দাস চিতে আনন্দ বাড়িল॥ ১৩॥

সুহই

কায়মন বাক্য শুন হে সখ্য
আমি কেবল তোমার।
তুমি নহ কার কেবল আমার
এই জানি চিতে সার॥
বন্ধু ইথে জানি হয় মান।
আপনার জন ফিরাইলে বদন
সে হয় মরণ সমান॥
হত কুবুধিনী হইয়ে মানিনী
বলেছি কয়েছি কত।
সে সকল নাহ মনে না করিহ
পরাধিনী পদে নত॥
পদে পদে দুষী অবলা এ দাসী
হয়ে থাকি শ্রীচরণে।
গদাধর ভণে এ অধীনা জনে
ভিন না বাসিও মনে॥ ১৪॥

সিন্ধুড়া

শ্যাম শুক পাখী সুন্দর নিরখি
ধরিলাম নয়ন ফাঁদে।
হৃদয় পিঞ্জরে রেখেছিলাম তারে
মনের শিকলে বেন্ধে॥
তারে প্রেম পয় পান দিয়ে।
দিয়ে করতালি শিখাইলাম বুলি
ডাকিত রাধা বলিয়ে॥
বিশ্বাসঘাতক কাটিয়া শিকল
পালায়ে এসেছে উড়ে।
খুঁজিতে খুঁজিতে পাইলাম শুনিতে
কুব্জা রেখেছে ধরে॥
আপনার বোন করিয়া গ্রাথন
শ্রীমতী পাঠাইলো মোরে।
দোহাই মহারাজ কহিতে বাসি লাজ
যার পাখী দাও তারে।
গদাধর দ্বিজে তর্জবিজে যে
পেতে পারে পারে॥ ১৫॥

খেদ

তথারাগ

যব তুহুঁ নাথ চলত পশুচারণে
ব্রজে সে কানন মাহ।
তব তুয়া প্রেয়সী শিরোমণি রাধে
লোরে জলধি অবগাহ॥
মাধব তুহু নাহি বেদন জান।
তোহারি বিচ্ছেদে সোই ব্রজ বল্লবী
শত শত যুগ করি মান॥
তুহুঁ সে ভ্রমসি সঙ্গে সখাগণ
যমুনা গিরিতটে ধাই।
পদতলে শিলা তৃণাঙ্কুর বাজত
অনুভবি কান্দত রাই॥
অতি সুকুমার অরুণ পদপল্লব
মাধুরী মধুরিম সার।
শশধর কোটি কলিত ঘন চন্দন
শীতল চরণ তোহার॥
সো পদতলে যব তৃণ শিলা বাজত
ব্রজবধূ জীবনে লাগি।
দাস গদাধর কহইতে কাতর
ধীরে চলব বন ভাগী॥ ১৬॥*

[৩৫৪৪]

---

* উল্লিখিত পদটি শ্রীপঞ্চানন দাস কীর্ত্তনীয়ার নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

গৌরচন্দ্র

হোলী

নটবর গোরা রায় ভুবন মোহন।
প্রেমের সাগর প্রভু পতিত পাবন॥
প্রেমানন্দে নাচে গায় বলে হরি বোল।
গৌর অঙ্গে দিছে ফাগু নাগরী সকল॥
গোরা অঙ্গে ফাগু দিয়া বলি হরি হরি।
প্রভু অঙ্গ নিরখয়ে যতেক নাগরী॥
বদন হেরিয়া সবে আনন্দে মগন।
পদধূলি আশা করে দীন অকিঞ্চন॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণের রসোদ্গার

তথারাগ

শুন শুন সুবল সাঙ্গাতি।
কহনে না যায় সুখ আজিকার রাতি॥
রাইক প্রেম মহিমা নাহি ওর।
পরশি রহই তনু হিয়া হিয়া জোড়॥
ভাবে বিভোর রাই মধু পরসঙ্গ।
অনিমিখ হেরই নয়ন তরঙ্গ॥
রসবতী রাই কতহুঁ রস জান।
প্রেম রসে বান্ধই হামারি পরাণ॥
সে ধনী অধরে অধর যব দেল।
রাজহংসী যেন সরোবরে খেল॥
ভণই অকিঞ্চন নাগর সুজান।
ইহ রস লীলা সব তুহুঁ জান॥ ২॥

মান

দূতীর উক্তি

তথারাগ

সখী সঙ্গে বসি রঙ্গে বিনোদিনী রাই।
শ্যাম বিনে রাইএর মনে আর কিছু নাই॥
রাই বসি দূতী আসি কয় হাসি হাসি।
ঐ দেখ রাধা বলে ডাকে শ্যামের বাঁশী॥
কিছুই না বল রাধে কিবা আছে মনে।
চলে যেতে ঢ'লে পড়ে চায় পথ পানে॥
বিনতি করিয়া তোরে পাঠাইল মোরে।
চলহ বিপিনে রাই মান কর দূরে॥
চলহ চলহ রাধে কি বলিব আর।
এই দেখ এনেছি শ্যামের গলার হার॥
শ্যাম অঙ্গের মালা দেখি আঁখি ছলছল।
যুগল নয়নে রাধার বহে প্রেম জল॥
অকিঞ্চন দাস কহে করিয়া বিনয়।
অভিসারে চল রাই বড় শুভোদয়॥ ৩॥

পাশা খেলা

এক

প্রেমেতে অবশ হয়ে প্রাণনাথের মুখ চেয়ে
কহিছেন বিনোদিনী রাধা।
ধর মোর বেশর ধর আপন আঁচরে কর
তোমার মুরলী রাখ বান্ধা॥
হারি যদি হে নাগর নাহি লব এ বেশর
জিনি যদি নাহি দিব বাঁশী।
বাঁশীটি জিনিয়া লব আপন করিয়া থোব
নতুবা হইব তব দাসী॥
শ্যাম কহেন হাসি হাসি আমার মোহন বাঁশী
পাষাণ দ্রবয়ে যার গানে।
এত গুণের বাঁশী মোর কত ধনের বেশর তোর
সমান করহ কোন্ গুণে॥
রাই বলে শুন শ্যাম বেশর যাহার নাম
সতত দোলয়ে নাসা মাঝে।
যে বেশরে মুখ আলা আপনি ভুলেছ কালা
হেন বেশর নিন্দ কোন লাজে॥
তোমার বাঁশীটি ভাল লাইতে অবলাকুল
হাথে মোর ঠেকেছ এবার।

অকিঞ্চন দাসে কয় এত কভু ভাল নয়
ফিরায়ে দিওনা বাঁশী আর॥ ৪॥

দুই

নিকুঞ্জ মন্দির ঘরে ধরি কিশোরীর করে
কহিছেন রঙ্গময় হরি।
বিশাখাকে কহে ডাকি পাশা আন প্রাণসখি
রাই সঙ্গে খেলাইব সারি॥
ললিতা কহয়ে হাসি হারিলে লইব বাঁশী
রাই দিবে গজমোতি হার।
হাসিয়া কহেন হরি আমি যদি জিনি সারি
রাই চুম্ব দিবে শতবার॥
শুনিয়ে শ্যামের কথা কহিছে চম্পক লতা
থাক বন্ধু ভরমে সরমে।
কহিবার কথা নয় রাইয়ের যদি জয় হয়
যা করিব তাহা আছে মনে॥
পরিহাস হাস্যরসে মুখখানি ঝাঁপিয়ে বৈসে
রাই সারি দিল ফেলাইয়া।
রাই ফেলে দশ চারি ললিতা চালায় সারি
জয় জয় আনন্দিত হইয়া॥
হাসিয়া হাসিয়া হরি করেতে লইলা সারি
পাশাতে পড়িল তিন বিন্দু।
নাগরের মুখ হেরি হাসে যত ব্রজ নারী
হারিলে হারিলে শ্যাম বন্ধু॥
এক সখী হাসিহাসি কাড়িয়া লইল বাঁশী
করতালি সবাই বাজায়।
অকিঞ্চন দাসে কয় রাধার হইল জয়
গোপীর অধীন শ্যামরায়॥ ৫॥

তিন

খেলাতে হারিলে বাঁশী রমণীর মাঝে।
বাঁশীটি হারায়ে ঘরে যাবে কোন লাজে॥
না দিব না দিব বন্ধু তোমারে ছাড়িয়ে।
মদন কুটীর ঘরে রাখিব বান্ধিয়ে॥
জলকেলি করেছিলে যমুনার জলে।
বসন কাড়িয়ে মোরে কত দুখ দিলে॥
একদিন রাজপথে দানী হয়েছিলে।
দান দেহ বলি তুমি পথ আগুলিলে॥
এই বাঁশী দিবানিশি করে অপমান।
এই বাঁশীর স্বরে হরে যুবতীর প্রাণ॥
এই বাঁশী বৃন্দাবনে করে নানা রস।
যার স্বরে ব্রজপুরের নারী তোমার বশ॥
যার গানে ভুলাইলে এ তিন সংসার।
এ বাঁশী হারায়ে শ্যাম কি হবে তোমার॥
এই বাঁশী দংশে মোরে হয়ে কাল ফণী।
সাগরে ভাসাব বাঁশী করি দুইখানি॥
শুকাইল শ্যামের বদন মলিন হৈল শশী।
অকিঞ্চন দাস কহে দিতে হৈল বাঁশী॥ ৬॥

চার

শুন শুন নিবেদন বিনোদিনী রাই।
তোমা বিনে ত্রিভুবনে মোর কেহ নাই॥
বাঁশী দাও মোরে লও বিনামূলে কিনি।
বাঁশী দান দেহ মোরে রাধা বিনোদিনী॥
এই বাঁশীর গুণেতে বনেতে চরাই গাই।
দিবা নিশি বাঁশীতে তোমার গুণ গাই॥
এই বাঁশী শুনি যমুনা বহয়ে উজান।
এই বাঁশী শুনি ভাঙ্গে মুনিজনের ধ্যান॥
এই বাঁশী তোমা ধনে আনিয়ে মিলায়।
এই বাঁশী গেলে রাই কি হবে উপায়॥
এত বলি কৃতাঞ্জলি করে শ্যাম রায়।
ক্ষমহে কিশোরী গোরী রাখ রাঙ্গা পায়॥
শ্যামেরে কাতর দেখি রাধা বিনোদিনী।
ইঙ্গিতে ললিতায় কহে বাঁশী দেহ আনি॥
রাধার ইঙ্গিত পেয়ে ললিতা যাইয়ে।
বাঁশীটি আনিয়ে দিল হাসিয়ে হাসিয়ে॥
লওহে তোমার বাঁশী মোদের কিবা কাজ।
অকিঞ্চন দাস কহে বড় দিলা লাজ॥ ৭॥

মঞ্জুষা মিলন

এক

একদিন একাকিনী ভাগ্যবতী নন্দরাণী
করিছেন মঞ্জুষা সাজন।
হেনকালে তথা হরি সুবলেরে সঙ্গে করি
উপজিয়া জননীরে কন॥

এ পেটিকা কার তরে   সাজাইছ যত্ন করে
দিবে মা দাদায় কি আমারে।
রাণী কহে উৎকৃষ্ট   তোমাদের আছে কৃষ্ণ
এ মঞ্জুষা দিব রাধিকারে॥
বলি রাণী আন কাজে   গেলে নানা করি ব্যাজে
সুবলেরে বান্ধিতে কহিলা।
সেই অবকাশে হরি   নিভৃতে মন্ত্রণা করি
মঞ্জুষা ভিতরে লুকাইলা॥
সুবল পেটিকা আঁটিল হেনকালে রাণী আইল
কৃষ্ণ কোথা জিজ্ঞাসে তখন।
সুবল কহয়ে মাই   পথপানে গেছে ভাই
ভণয়ে দীন অকিঞ্চন॥ ৮॥

দুই

হেনকালে আযান তথায়।
আসি প্রণমিল যশোদায়॥
রাণী কহে হয়ে হৃষ্ট মন।
এ মঞ্জুষা পূর্ণ আভরণ॥
রাধিকাবে দিতে অভিপ্রায়।
লযে যাও বহিযা তথায়॥
অভিমন্যু হরষিত মনে।
প্রণমিল রাণীর চরণে॥
শিরে করি পেটিকা লইল।
ধীরে ধীরে বাহির হইল॥
কহে কবি দীন অকিঞ্চন।
শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জুষায় গমন॥ ৯॥

তিন

চলিলেন হরি   রাধাপতি শিরে
করি শুভ অভিসার।
আয়ান বুঝিতে   নাহি পারে কিছু
প্রেমে পূর্ণ দেহ তার॥
প্রমত্ত বারণ   সম প্রেমে মাতি
রাধার মন্দিরে গেল।
রাণীর সন্দেশ   আগে নিবেদিয়া
পেটিকা রাখিয়া এল॥
কহিছেন রাধা   শুন সখীগণ
এ কি দেখি সুলক্ষণ।
কাঁপে বাম বাহু   নাচে বাম আঁখি
পুলকিত দেহ মন॥
কহিছে ললিতা   অমূল্য রতন
অনায়াসে লাভ হবে।
ভণে অকিঞ্চন   পেটিকা খুলিলে
এমনি দেখিতে পাবে॥ ১০॥

চার

সব সহচরী সহ বিনোদিনী রাই।
উঘাড়িলা সে মঞ্জুষা নিকটেতে যাই॥
দেখিতে পাইল শ্যাম নব জলধরে।
রাধিকা কপট ক্রোধে কহে ললিতারে॥
এ দুষ্ট ভূষণ মম সব চুরি করি।
অভিসার করিয়াছে পতিশিরে চড়ি॥
দিতে বল সখী মোর ভূষণ ফিরায়ে।
নতুবা যে শাস্তি দিব রাজারে কহিয়ে॥
শ্যাম কহে পাঠাইয়া ছিলে নিজ পতি।
তেই আসিয়াছি আমি তোমার বসতি॥
যদি পদে অপরাধ হয়ে থাকি আমি।
যে শাস্তি উচিত হয় দাও মোরে তুমি॥
হাসিযা বাখানি শ্যামে যত সখীগণে।
শ্রীরাধার সহ বসাইল একাসনে॥
রাধাকৃষ্ণ পদ হৃদে করিযা ধারণ।
কহে কবি অকিঞ্চন মঞ্জুষা মিলন॥ ১১॥

আয়ান বেশে মিলন

এক

গগনে নিরখি বেলা   ছল করি কুটিলা
রাধার মন্দিরে যায় ধেয়ে।
গিয়া রাধার ভবনে   দেখে সব সখীগণে
যায় রাধা স্নানের লাগিয়ে॥
দুই এক পদ যায়   নন্দালয় পানে চায়
দেখি মনে সংশয় জন্মিল।
দেখিব কৃষ্ণ কি করে   এত চিন্তি অন্তরে
নন্দের মন্দিরে প্রবেশিল॥

দেখে কৃষ্ণ গেল স্নানে কুটিলা কুপিত মনে
দাঁড়াইয়া ক্ষণেক ভাবিল।
আজি ইহার তত্ত্ব লয়ে শাস্তি দিব দাদাকে কয়ে
ভাবি পদ দর্পি ধরা চলিল॥
তুলসী দেখিল দূরে ঘন দুটি হাত নেড়ে
কুটিলা আসিছে কুঞ্জপানে।
নিরখি সভয় চিত মন্দিরে পশি ত্বরিত
নিবেদিল রাধা কৃষ্ণ স্থানে॥
শুনি বিনোদিনী রাই কৃষ্ণ মুখ পানে চাই
ভয়ে অঙ্গ কাঁপে থরহরি।
সজল নয়নদ্বয় বিনয়ে কান্তেরে কয়
রক্ষা কর বিপদ কাণ্ডারি॥
কৃষ্ণ কন ভয় হেন কর প্রাণেশ্বরী কেন
আজি মোর মায়া বিস্তারিব।
আয়ান মুরতি হয়ে এখনি নিকটে গিয়ে
কুটিলারে বঞ্চনা করিব॥
তবে রাইয়ে প্রবোধিয়ে বৃন্দার নিকটে গিয়ে
আয়ান রূপ করিলা ধারণ।
ভণে দ্বিজ অকিঞ্চন তার শঙ্কা কি কারণ
যার সখা বিপদভঞ্জন॥ ১২॥

দুই

আয়ানের বেশে হরি বাহির হইলা।
কুটিলা নিকটে গিয়া ত্বরিতে ভেটিলা॥
আয়ানের স্বরে তারে বলিছেন বাণী।
কুটিলে বিজন বনে কেন একাকিনী॥
আমি ভ্রমিতেছি করি বৃষ অন্বেষণ।
তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে কৈলে আগমন॥
কুটিলা কহিছে করি বধূ অন্বেষণে।
করিয়ে স্নানের ছলা এসেছে এ বনে॥
হরি কহেন মুখে রোষ করিয়া প্রকাশ।
আমি হেথা বসি তুমি করহ তল্লাস॥
যদি কৃষ্ণ সহ তারে একত্রে দেখিবে।
নিকটে না যাবে আসি আমারে ডাকিবে॥
যদি একাকিনী থাকে ছল প্রকাশিয়া।
আমার নিকটে তারে আনিবে ডাকিয়া॥
শুনিয়া কুটিলা বড় হরষিত মন।
কুটিলার অন্বেষণ ভণে অকিঞ্চন॥ ১৩॥

তিন

কুটিলা তখন হরষিত মন
প্রবেশিল কুঞ্জগৃহ।
কৃত্তিদাতনয়া আছেন বসিয়া
যথা সখীগণ সহ॥
দেখি কুটিলায় ললিতা সুধায়
এসেছ কি স্নান তরে।
কহিছে কুটিলা কত জান ছলা
শিখাইব ভাল কোরে॥
স্নানের লাগিয়া বধূরে আনিয়া
লম্পট কালায় দিলি।
মোর পিতৃকুলে কালি দিলি ঢেলে
তোর মুখে চূণ কালি॥
এত বলি রুষি সদলে প্রবেশি
চায় চারিদিক পানে।
দেখে বনমালা রাইয়ের মতিমালা
পড়ে আছে এক স্থানে॥
ক্রোধে কাঁপে অঙ্গ করিয়ে ভ্রূভঙ্গ
রাধা পানে চায় ঘন।
রাধা পেয়ে ভয় সবিনয়ে কয়
ক্রোধ কর কি কারণ॥
যেই মালা দেখে চাহিতেছ রোখে
করিতেছ সংশয়।
তোমার দাদার মাথা খাই যদি
ঐ মালা মোর হয়॥
শুনি কোপে জ্বলে মালা লয়ে চলে
কুটিলা কুটিলমতি।
ভণে অকিঞ্চন রাধিকা তখন
ভয়ে চায় ইতি উতি॥ ১৪॥

চার

অভিমন্যু বেশে হরি যথা
ত্বরিতে কুটিলা গিয়া তথা॥
মালা দুটি করেতে সঁপিল।
রোষভরে নিকটে দাঁড়াইল॥
নিরখি কপট ক্রোধে জ্বলি।
কহিছে চতুর বনমালী॥

আজি আমি মথুরায় যাব।
কংসে কহি সাজা দেওয়াইব॥
তুমি চলি যাও ভবনেতে।
আমি আসি মথুরা হইতে॥
এত বলি করিল গমন।
অকিঞ্চন আনন্দিত মন॥ ১৫॥

পাঁচ

অতঃপর কিছু পরে রাধা বিনোদিনী।
চলিলা মন্দিরে নিজ লইয়া সঙ্গিনী॥
আয়ানের বেশ ধরি শ্রীহরি তখন।
জটিলা নিকটে ত্বরা করিলা গমন॥
কহিলা শুনহ মাতা 'সে লম্পট হরি।
আসিবে রাধার গৃহে মম বেশ ধরি॥
কদাচ তোমরা তারে পশিতে না দিবে।
যদি না নিষেধ মানে ইষ্টক মারিবে॥
বাহির্দ্বার বন্ধ করি বৈসহ উপরে।
চলিলাম আমি এখন রাধার মন্দিরে॥
এত বলি চলিলেন মনেতে উল্লাস।
আনন্দিত হৈল অতি অকিঞ্চন দাস॥ ১৬॥

ছয়

আয়ান আসিয়া ডাকিছে হাঁকিয়া
দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে।
দ্বার খোল বলি মাতা ও ভগ্নীরে
ঘন ঘন ডাক ছাড়ে॥
উপরে থাকিয়া কুটিলা কহিছে
রাঙা করি দুটি আঁখি।
তোর চতুরতা আজি বুঝিয়াছি
নিতি নিতি দাও ফাঁকি॥
উপরে যেমন বরণ কালিম
ভিতরে তেমনই কালি।
দূর হ রাখাল কুল মজানিয়া
নতুবা খাইবি গালি॥
শ্রমেতে কাতর আয়ান তখন
রক্তিম নয়নে চায়।
বলে দ্বার খোল নতুবা কুটিলা
মরিবি পাঁচনি ঘায়॥
শুনিয়া কুটিলা দ্বিগুণ কুপিল
ইষ্টক লইয়ে হাথে।
যত পারে মুখে দেয় গালাগালি
মারে আয়ানের মাথে॥
ভুতে ধরিয়াছে ভাবিয়া আয়ান
ওঝা ডাকিবারে গেল।
দ্বিজ অকিঞ্চন আয়ান প্রহার
হরিষেতে বিরচিল॥ ১৭॥

প্রার্থনা

যাবটে আমার রাইএর গোচর
বসতি হইবে কবে।
শ্রীরূপ মঞ্জরী মোরে কৃপা করি
চরণে রাখিবে তবে॥
মোরে কৃপা করি গোবর্দ্ধন গিরি
রাধাকুণ্ড কুঞ্জবনে।
যেখানে যেখানে লীলা নিকেতনে
নিভৃত নিকুঞ্জ স্থানে॥
নিভৃত নিকুঞ্জে রাই যাবে রঙ্গে
নয়নে দর্শন হবে।
গুরুরূপা সখী অনাথিনী দেখি
পশ্চাতে রাখিবে কবে॥
আর কত দিনে সেবাপরা-গণে
আমারে ইঙ্গিত বাণী।
ইঙ্গিত বুঝিব পালঙ্ক বিছাব
রাধারে বসাব আনি॥
পালঙ্ক উপরে বসায়ে রাধারে
চরণ ধোয়াব সুখে।
শুষ্ক বাস দিয়ে চরণ মুছায়ে
কর্পূর তাম্বুল মুখে॥
ঠাকুর চরণে মোর নিবেদন
আর কে করিবে দয়া।
অকিঞ্চন দাসে সেবা অভিলাষে
দেহ মোরে পদ ছায়া॥ ১৮॥
[৩৫৬২]

মথুরেশ

পুলিন ভোজন

ধানশ্রী

অভিনব মদন সুহৃদ সব বালক
বেঢ়ি বৈঠল চারু পাশ।
ভোজন-রঙ্গী সঙ্গি সব বালক
কি কহব হাস পরিহাস॥
চরণে লম্বিত পীত ধড়ার অঞ্চল
জঠর-পটে বেণু সাজে।
শিঙ্গা বেত্র কক্ষতলে শোভিত
দধি ওদন করমাঝে॥
ভোজন রস কর পঞ্চ অঙ্গুলি
গলএ নবনীক ধার।
অখিলক নাথ সাথ ব্রজবালক
যমুনা পুলিনে বিহার॥
কেহো নবনীত অধরে তুলি দেওত
খাওত অতিশয় রঙ্গে।
কহে মথুরেশ দাস মন ডুবল
শ্যামরূপ-জলধি-তরঙ্গে॥ ২॥

তথারাগ

মরি মরি না লো শ্যামরূপের বালাই লৈয়া।
কোন বিধি নিরমিল কত সুধা দিয়া॥
শরদ বিধুবর ফুল্ল পুষ্কর
সুন্দরানন মণ্ডলে।
রত্ন মণিময় রবি সমোদিত
গণ্ডে নৃত্যতি কুণ্ডলে॥
চারু চন্দ্রিম চূড়া চিক্কণ
চঞ্চরীগণ আবৃতে।
চমকিত হিয়া মোর ও রূপ দেখিতে॥
সজল জলধর তিমির পুঞ্জর
ইন্দ্রনীল মনোরমে।
বন্ধুকাধর রঙ্গ সিন্দুর
নিন্দি বিম্বুক বিভ্রমে॥
লোচনাঞ্চল বিমল চঞ্চল
বিষমবাণ-সহোদরে।
শ্যাম রূপ নিরখিতে হৃদয় বিদরে॥
প্রবল ভুজবর নিন্দি করিকর
কঙ্কণাঙ্গদ শোভনে।
নখর তীখণ রুচি বিলক্ষণ
গোপীচিত্ত প্রলোভনে॥
হেম বিরচিত মুদ্রিকাযুত
পাণিশাখ মনোহরে।
ও রূপ দেখিতে প্রাণ কি জানি কি করে॥
বিপুল বক্ষ শ্রীবৎস লাঞ্ছন
তার হার বিলম্বিতে।
কৃশিম মধ্যম উরু মনোরম
পীত অম্বর শোভিতে॥
চরণ-পল্লব শরণ বল্লভ
মঞ্জু-মঞ্জির রঞ্জিতে।
মথুরেশ চিতে রহু অবিরতে॥১॥

মিলন

ভূপালী

মদন মদালসে শ্যামর ভোর।
শশিমুখ হাসি হাসি করু কোর॥
রহি রহি চুম্বই নাহ বয়ান।
চান্দ চকোর মিলল একু ঠাম॥
অধর নিরখি রস পিবি অগেয়ান।
অমিয়া মহোদধি ডুবল কান॥
ধনি ধনি রাধা রস নিরবাহ।
বশ ভেল অখিল কলাগুরু নাহ॥
নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস।
অঙ্গ হেলাহেলি গদ গদ ভাষ॥
রসভরে দূরে রহু শিখণ্ড পীতবাস।
দুহুঁ রূপ নীছনি মথুরেশ দাস॥ ৩॥

রাসানন্দ

কলহান্তরিতা

সখীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ধানশী

হরি হরি কি পুছসি ক্রন্দন-রীত।
সো বিনি দোখে রোখে পরিবাদল
অতয়ে বেয়াকুল-চীত॥ ধ্রু॥
কাহে হাম বোলব কো দুখ জানব
কো পরবোধব রাধা।
কো মুত দেখি জিবন পরকাশব
বিঘটন করই সমাধা॥
গণি গণি এহ থেহ নাহি পায়ই
বৈঠল কুঞ্জ-কুটীরে।
তৈখনে আয়ল তুহুঁ সম্বাদলি
সুধা-রসে সেঁচলি শরীরে॥
সো যদি হেরি পুনহি মোহে দোখই
তব কিয়ে হোয়ব মোর।
রাসানন্দ তবহি সমুঝায়ব
তব না পড়ব ফের ভোর॥ ১॥

সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

সুহই

(সখি) মন কেন এমন হৈল।
মন এমন নাহি ছিল॥
মনকে কে কি কর্‌্যা দিল।
কাহার সঞে বাদ ছিল॥
কে বাদ সাধিয়া নিল।
পিরীতে বিচ্ছেদ কৈল॥
না দেখিলে ফাটে প্রাণ।
দেখিলে বাড়য়ে মান॥
মান ভুজঙ্গ হবে।
উলটি আমারে খাবে॥
রাসানন্দ কহে শুন বাণী।
পুন আসি মিলব আপনি॥ ২॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি

বালা ধানশী

মাধব তুহে হম বিদগধ জান।
মানিনি-মান-মরম যদি না বুঝলি
ইথে কি রসিকপন মান॥ ধ্রু॥
গুণি-জন হোই সোই সব জানত
যৈছন প্রেমক রীত।
তুহুঁ সে গোঙার পর নারি পরশবি
কে এত সহয়ে অনীত॥
বিদগধ জানি আনি তুহে সোঁপলুঁ
সে হেন গুণবতি নারি।
তুহুঁক রীত হেরি ভই গেও বিরকত
না হেরই বদন তুহারি॥
আপহি আপে কহায়সি চতুর
না জানসি প্রেম-পরিপাটি।
অবিচারে প্রেম-ভঙ্গ-ভয়ে মরতহি
রাসানন্দ জিউ ফাটি॥ ৩॥

ভাবী বিরহ

সুহই

বিলসই শ্যাম সুধামুখি কাননে
কেলীকৌতুকে মাতি।
মধুপুর-জনিত যে দুখ উপজায়ল
সো বিসরল প্রেম-ভাতি॥
ভাল আলিঙ্গন চুম্বন ভাল।
মরকত কনক-লতা জনু বেড়ল
উজোর তরুণ-তমাল॥ ধ্রু॥
চুম্বনে বদন বদন রহু সঙ্ঘিত
বরিখত তহিঁ প্রেম-নীর।
নব-ঘন বেড়ই জনু সৌদামিনি
দরশি রহল তহি থীর॥

নীল-সরোজ বরণ আধ কাঞ্চন
হেরইতে দুহুঁ-মুখ-চন্দ।
পিবইতে নয়নে সোই রূপ-মাধুরি
তৃষিত-চাতক রাসানন্দ॥ ৪॥

শ্রীরাধার উক্তি

মঙ্গল

মাথুর-বিরহে বিয়োগিনি কামিনি
রোখে অগোরল কান।
গোকুল-নগর তেজি কিয়ে প্রাতরে
মাথুর করবি পয়ান॥
ঐছন মরম শিখায়ল কোই।
রোপই তরুয়া তরুণ বেলে ঘাতন
তুহে সমুচিত নাহি হোই॥ ধ্রু॥
গুরুজন কুবচন যোই কহল সব
সো আভরণ করি মান।
সো সব কুবচন অবহি শেল ভেল
কৈছনে ধরব পরাণ॥
গুরুজন-নিয়ড়ে সবহুঁ করু কলরব
শ্যাম সোহাগিনি রাই।
তাকর ক্লেশ-লেশ অব না হেরয়ে
কৈছনে সো বিছুরাই॥
এতহু বচন যব শুনল নাগর
তবহিঁ কয়ল তাহে কোর।
রাসানন্দ-আশ অব পূরল
সুখ-সায়রে নহি ওর॥ ৫॥

মঙ্গল

মান-ভরমে হাম কুবোলহি বোললুঁ
সো মঝু করমক দোষ।
সো অপরাধ লাগি কিয়ে যায়বি
মাথুর মুঝে করি রোষ॥
মধুপুর-নগরে রমণি কিয়ে পরখিতে
করবি শপতি তুহুঁ কান।
সহচরি-বৃন্দে নিন্দি মোহে গঞ্জব
নট করু তুয়া অভিমান॥
করে কর লেই শিরসি পরশায়ই
শপতি করায়ল গোরি।
মধুপুর যায়বি নিকটহি আয়বি
কহবি কপট-গুণ ছোড়ি॥
এতহুঁ সম্বাদ কহল যব কামিনি
শ্রবণহি শুনল কান।
কিয়ে পরবোধ দেই চলু নাগর
রাসানন্দ নাহি জান॥ ৬॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীরাধাকে প্রবোধ দান

মঙ্গল

অঙ্গুলে চিবুক ধরই বর-কান।
অনিমিখে নিরখত রাই-বয়ান॥
ঘন ঘন হেলন অঙ্গে।
চুম্বনে অমিয়া বরিখে কত রঙ্গে॥ ধ্রু॥
কঞ্চুক-ওর নাহ যব ধরই।
নব-ঘন বেড়ি বিজুরি জনু রহই॥
সকরুণ-বচনে সমঝাই গোরি।
মধুপুর গমন করব দিন থোরি॥
শুনইতে গোরি পড়ল মুরছাই।
কনক-কমল জনু খিতি অবগাই॥
অনুখণে চেতনে নাহ-মুখ হেরই।
রাসানন্দ ধৈরজ নহি ধরই॥ ৭॥
[৩৫৭২]

সেবাচান্দ

বংশী শিক্ষা

রাই বলে শ্যামের আগে কি ধন মাগিব।
অনেক দিনের সাধ আছে মুরলী শিখিব॥
মুরলীর এক রন্ধ্রে দোঁহে দিব ফুক।
কি বোল বোলয়ে বাঁশী শুনিব কৌতুক॥
মুরলী ধরিয়া ফুক দিল রাই কানু।
রাধাকৃষ্ণ দুটি নাম বাজে ভিনু ভিনু॥
সেবাচান্দ বলে এ কি রসের কৌতুকী।
যেমন শ্যাম তেমনি বাঁশী তেমনই সুধামুখী॥
॥ ১॥

মিলন

দেখ সখি নিকুঞ্জেতে অপরূপ রঙ্গ।
বিনোদিনী গান করে বিনোদিয়া সঙ্গ॥
ঘিরি ঘিরি বৈঠল যত চন্দ্রাবলী।
অঞ্চল পাতিয়া মাগে যৌবনের ডালি॥
তা দেখি ময়ূরগণ নাচে ফিরি ফিরি।
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি গায় শুক শারী॥
ফুলভরে তরুগণ লম্বিত হইল।
চরণপরশ লাগি লুটিয়া পড়িল॥
সেবাচান্দ ভাবি রসের না পাইয়া ওর।
দুঁহু মুখ নিরখিয়া ভৈ গেল ভোর॥ ২॥

[৩৫৭৪]

ধনঞ্জয়

মাথুর-সখী-সংবাদ

কামোদ কল্যাণ

বন্ধু ইবে সে জানিলাম তোমা।
দু-আঁখি থাকিতে নয়ানে আন্ধুয়া
না চিন পিতল সোণা॥
বন্ধু রজত ডারিয়া দূরে।
আদর করিয়া রাঙ্গের পসরা
তুলিয়া লৈয়াছ শিরে॥
বন্ধু এমন হইলে কেনে।
জগতে জানয়ে শ্রীমধুসূদন
তাহা গেল এত দিনে॥
বন্ধু হেন হৈলে কার বোলে।
নবীন কমল দূরে পরিহরি
মাতিলে শিমলি-ফুলে॥
বন্ধু এ নহে উত্তম কাজ।
ধনঞ্জয় বোলে কি আর বোলসি
যাহার নাহিক লাজ॥ ১॥

ধানশী

ধিক ধিক অহে নিঠুর কালিয়া
কে তোরে এ বুদ্ধি দিল।
পিরীতি করিতে কেবা সাধ্যাছিল
মনে যদি এত ছিল॥
রাধা পরিহরি রসিক মুরারি
কি সুখ পাইলে এত।
বিনি অপরাধে কণ্টকে রুন্ধিলে
সে হেন পিরীতি-পথ॥

ছি ছি লাজের নাহিক লেশ।
এক দেশ আল্যে জ্বালায়্যা পোড়ায়্যা
জ্বালাইতে আর দেশ॥
গোকুল-নগরে ডাকাতি করিয়া
বধিলে কুলের বধূ।
দেশে কে না জানে চোরা-কানু নাম
বিদেশে হৈয়াছ সাধু॥
জনম অবধি কালিয়া-বদন
না ধুল্যে লাজের ঘাটে।
গোপিনী-অধিক মথুরা-নাগরী
কত রূপে-গুণে বটে॥
একে সে কুব্জা রূপ গুণবতী
তোঁঞি সে তাহার রস।
পিরীতি-আখর কি জানে যজিতে
কি গুণে কর্য়াছে বশ॥
অভাগী রাধার শিরে কর দিয়া
কি বোল বলিয়াছিলে।
তবে কোন সত্যে তারে পরিহরি
মথুরা-নগরে আল্যে॥
বহু-দুখে আমি আস্যাছি মথুরা
ভ্রমিব সভার ঘরে।
সব নাগরীরে কব তোমার গুণ
দেখি কে পিরীতি করে॥
ধনঞ্জয় কহে শ্যামের নিকটে
দূতী মুখে যত কয়।
যেমতি বধির করি-বর থাকে
তেমতি সকল সয়॥ ২॥

শ্রীরাগ

ধিক ধিক তোরে নিলজ্জ শ্যাম
শুনহ বচন মোর।
দেহের বরণ মনের গঠন
ইবে সে জানিলাম তোর॥
যে রাধা বিহনে নয়নে সপনে
বদনে না বোল আন।
যাহার চরিত্র পদাবলি করি
বাঁশীতে করিতে গান॥
ও মুখ-কমলে যাহারে থুইলে
শ্যাম-সোহাগিনী নাম।
পীত-বাস গলে যার পদ-তলে
আপনি লোটাত্যে শ্যাম॥
হিয়ায় রাখিতে বেশ বনাইতে
কেশ আঁচড়িয়া দিতে।
তিল-এক আধ যারে না দেখিলে
পরাণে মরিয়া যাত্যে॥
সে সাধের ধনি রমণীর মণি
এখন হইল পর।
কুব্জার সনে মনের আগুনে
বান্ধ্যাছ রসের ঘর॥
এখন সে ধনী দিবস-রজনী
জ্বলিছে বিরহ-আগী।
ধনঞ্জয় বোলে অবলা মরিলে
হইবে বধের ভাগী॥ ৩॥
[৩৫৭৭]

রামনারায়ণ

দান

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

তথারাগ

রাধা লাগালি পেয়েছি রাজপথে।
তিলে তিলে করি লেখা ভাল হইল হলো দেখা
অনেক দিবসে মনোরথে॥
বিকের করেছ সাজ তাথে কেনে এত লাজ
ঘোঙট ঘুচায়ে কহ কথা।
নিরবধি তোমা লাগি পথ পানে চেঞা থাকি
কহ শুনি কুশল বারতা॥
পুরুব পিরীতি খানি পাসরিতে নারি দানী
করবা না কর তুমি মনে।
আমার বচন ধর খানিক বিশ্রাম কর
এতেক নিঠুর হলে কেনে॥
শুন শুন বিনোদিনী রামনারায়ণের বাণী
ব্রহ্মা যারে ধেয়ানে না পায়।
সে হরি কদম্বতলে বসিয়া দানের ছলে
বাঁশীতে তোমার গুণ গায়॥ ১॥

শ্রীরাধার উক্তি

তথারাগ

কানাই তোমার তিলেক নাহি লাজ।
বিষয় কে দিল পথে ঠেকিলে রাধার হাতে
অলপ না বাসিহ কাজ॥
মোহন মুরতি ধর সন্ধানে মুরলী পূরে
বুকে হান মনমথ বাণ।
রমণী মণ্ডলী করি আভরণ নিব কাড়ি
ভালমতে সাধাইব দান॥
কাড়ি নিব পীত ধড়া এলায়ে ফেলিব চূড়া
মুরলী ভাসায়ে দিব জলে।
কুবোল বলিবে যদি মাথায় ঢালিব দধি
যেবা থাকে দানীর কপালে॥
শুনেছি লোকের ঠাঁঞি নারীবধের ভয় নাই
পুতনা বধেছ শিশুকালে।
বৎসবধ করে যে তাহারে পরশে কে
তুয়া আমি জানি ভালে ভালে॥
বিষম আঁখির ঠার শুধিব ইহার ধার
রাজারে মজাব ঘর গারি।
রামনারায়ণে কয় ভুবনে খেয়াতি রয়
তবে জানি আয়ানের নারী॥ ২॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

তথারাগ

এস এস রসবতী বৈস তরুছায়।
তোমারে এসব কথা কহিতে জুয়ায়॥
সকল কহিতে পার রসবতী বট।
আপনা আপনি সুখ কেনে কর নট॥
রাজা প্রজা জানে আমি পথের মহাদানী।
গায়ের গরবে এত কহ কটুবাণী॥
লুটিব পসার তোর কারে আছে ডর।
পুন পুন কহ যাঞা রাজার গোচর॥
দেখাহ রাজার ভয় শুনে লাগে হাসি।
কত কোটি কংস আমি তৃণ হেন বাসি॥
রামনারায়ণে কয় পরমাদ দেখি।
শুনিতে শুনিতে রাধার ছল ছল আঁখি॥ ৩॥

শ্রীরাধার উক্তি

তথারাগ

নিতি নিতি আসি বড়াই যমুনার কূলে।
আজি বিকাইল দধি মোর বিনা মূলে॥
দধি দুগ্ধ বিকাইল পুরিল কামনা।
বেয়াজে দানীর পায় বিকাইলাম আপনা॥
শ্যামেরে সঁপিলাম মুঞি এ রূপ যৌবনে।
আর কি করিবে গুরুজনের গঞ্জনে॥
রামনারায়ণে কহে অভিনব প্রেম।
চান্দে মিলায়ল যেন মরকত হেম॥ ৪॥

[৩৫৮১]

মাণিকচান্দ

গৌরচন্দ্র

তথারাগ

একদেহ হয়া জীবেরে ভুলাও
এ কেমন তোমার কাজ।
দ্বাপর যুগেতে গোপীর সহিতে
সাধিলে হে নিজ কাজ॥
গোপকুলে নাশি নদেপুরে আসি
জনমিলা মিশ্র ঘরে।
গউর বরণ শুন নবঘন
ভেট দিল প্যারী তোরে॥
তেঁই নদেপুরে গউর গউর বলে
গউর নদীয়া চান্দ।
যবে নাহি দেখি ঝুরে দুটী আঁখি
কেন্দে কেন্দে যায় প্রাণ॥
মণিকচান্দের মনে আন নাই জানে
গৌর সুন্দর সার।
গুরু উপদেশে তোমারে ভজিলে
ভব যে হইব পার॥ ১॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

তথারাগ

কি করিব বল সখি কহ না আমারে।
হেরিয়া শ্যামের রূপ প্রাণ কেমন করে॥
আমি কেনে বা হেরিলাম রূপ জলেতে যাইয়া।
আঁখি মোর কাল হইল দেখিলাম চাহিয়া॥
ডুবায়া কলসী আমি উঠিলাম কূলেতে।
মনচোরার বেশে কানু দাঁড়ায়া পথেতে॥
তেঁইত ভুলিলাম আমি ভুলিল নয়ান।
মন ভুলিল নয়ান ভুলিল আর কি বাঁচে প্রাণ॥
মাণিকচান্দ ঠাকুর বলে চাইলে শ্যামের পানে।
কুলশীল তেয়াগিয়া ভজ গা চরণে॥ ২॥

তথারাগ

সখিহে বড়ই বিষম লেহ।
আঁখি ঠার দিয়া নন্দের কানাই
হরে নিল মোর দেহ॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া বাঁশিটী লইয়া
সদা ডাকে রাধা রাধা।
মোরা কুলনারী নয়ানে না হেরি
দারুণ কুলেরই বাধা॥
ঘরে গুরুভয় লোকে নানা কয়
জ্বালাতে জ্বলিয়া মরি।
লোক লাজ ডরে না রহিব ঘরে
যাব গৃহ পরিহরি॥
রসিক মুরারি রসসিন্ধু প্যারী
রসে বাড়ে আশোয়াস।
কহে মাণিক চান্দ শুনহে গোবিন্দ
মঙ্গলডিহি মোর বাস॥ ৩॥

তথারাগ

নয়ন ভুলিল আমার চাহি শ্যামের পানে।
কুলশীল তেয়াগিব কি করে সরমে॥
এ রূপ যৌবন আমি শ্যামেরে সঁপিব।
চরণে নূপুর হৈয়া সদাই বাজিব॥
শ্যামেরে কহিব আমি আপনার দুখ।
তোমার বিচ্ছেদে মোর ফাটি যায় বুক॥
মাণিকচান্দ ঠাকুর বলে মিনতি আমার।
সব সখি মেলি চল কানু অভিসার॥ ৪॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

তথারাগ

এক সে নাগরী কুলেরি কুমারী
দেখিলাম যমুনার ঘাটে।
বুকের বসনে নয়ান মুছিছে
তা দেখি পরান ফাটে॥

কিসের লাগিয়া বয়ান মুছিছে
বল দেখি সে কে।
তাহার লাগিয়া কান্দে মোর হিয়া
প্রাণ যে হরেছে সে॥
সে হেন সুন্দরী রসের নাগরী
এসেছে যমুনার জলে।
জলের ছলা করি এসেছে কিশোরী
দেখসিয়া সভে মিলে॥
যদি হয় প্যারী সে হেন সুন্দরী
কিসের লাগিয়া কান্দে।
কহে মাণিকচান্দ শুনহে গোবিন্দ
ঠেকেছে কালিয়া ফান্দে॥ ৫॥

শ্রীরাধার অভিসার

তথারাগ

নিকুঞ্জ বাহির হইয়া চলে বিনোদিনী।
এ ঘোর রজনী কোথা যাবে কমলিনী॥
চলে যেতে নারে প্যারী শ্যাম কুণ্ডের তীরে।
সখিগণ অঙ্গে পড়ে ঢলি প্রেমের ভরে॥
চৌদিকে সখিগণ নিল সবে ধরি।
শ্যাম কুণ্ড তীরে গেল যথা বংশীধারী॥
মাণিকচান্দ ঠাকুর বলে মিনতি অশেষ।
সুকুমারী কৈলা আজ কুঞ্জে পরবেশ॥ ৬॥

[৩৫৮৭]

তৃতীয় খণ্ড

প্রকীর্ণক

যশোরাজ খান

উন্মত্ত অভিসারিকা

এক পয়োধর চন্দন লেপিত
আরে সহজই গোর।
হিম ধরাধর কনক ভূধর
কোরে মিলল জোড়॥
মাধব তুয়া দরশন কাজে।
আধ পদচারি করত সুন্দরী
বাহির দেহলী মাঝে॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত,
ধবল রহল বাম।
নীল ধবল কমল যুগলে
চাঁদ পূজল কাম॥
শ্রীযুত হুসন জগৎ ভূষণ
সেহ ইহ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভণে যশোরাজ খান॥ ১॥

মাধবেন্দ্র পুরী

পঠমঞ্জরী

অমূল্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥ ১॥

বরাড়ী

অয়ি দীন-দয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোক-কাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং॥ ২॥

মাধো

তথারাগ

যঙ কলি-রূপ শরীর না ধারত।
তঙ ব্রজ-ভূতল প্রেমমহানিধি
কোঙন কপাট উঘাড়ত॥
নির-খির হংসন পান বিধায়ন
কোঙন পৃথক করি পারত।
কো সব তেজি ভজি বৃন্দাবন
কো সব গ্রন্থ বিচারত॥
যদপিও বনফুল ফলত নানাবিধ
মন-রাজ্য-অরবিন্দ।
সো মধুকর বিনে পান কো জানত
বিদ্যমান মকরন্দ॥
কো জানত মথুরা বৃন্দাবন
কো জানত ব্রজ-নীত।
কো জানত রাধা-মাধব-রতি
কো জানত সোই প্রীত॥
যাক চরণ-পরসাদে সকল জন
গাই গাওয়াই সুখ পাওত।
চরণ-কঙলে শরণাগত মাধো
তব মহিমা উর লাগত॥ ১॥

তথারাগ

জয় জয় রূপ মহারস-সাগর।
দরশন পরশন বচন রসায়ন
আনন্দহুকে গাগর॥
অতি গম্ভীর ধীর করুণাময়
প্রেম-ভকতিক আগর।
উজ্জ্বল-প্রেম-মহামণি প্রকটিত
দেশ গৌর বৈরাগর॥
সতগুণ-মণ্ডিত পণ্ডিত রঞ্জন
বৃন্দাবন-নিজ-নাগর।

কিরিতি বিমল যশ শুনতহিঁ মাধো
সতত রহল হিয়ে জাগর॥ ২॥

জয়জয়ন্তী—তালত্রয়ং

ধন্য গোকুল ধন্য মথুরা
ধন্য যদু-কুল-অবতরী।
ধন্য যমুনা-নীর শীতল
গোয়াল-বাল-সখাবলী॥
মথুরামে কেশোরায় বিরাজে
গোকুলে বালমুকুন্দজী।
শ্রীবৃন্দাবনমে মদনমোহন
গোপীনাথ গোবিন্দজী॥
নন্দ-নন্দন জগত-বন্দন
শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী।
আগম যাকো পার না পাওয়ে
সুর-মুনিগণ বন্দিনী॥
নয়ন যুগল কিশোর মোহন
দুলহ দুলহিনী ভাঙনী।
ভক্ত-জন-মন-হারি লাবণি
তিন লোকে যশ গাওনি॥
রামকৃষ্ণ গোবিন্দ মাধব
বাসুদেব সুলোচনং।
ভক্তি আপনা দেহি মাধো
লেহি এ ভব-তারণং॥ ৩॥

সারঙ্গ

তেজ মন হরি-বিমুখনকে সঙ্গ।
যাকো সঙ্গহি কুমতি উপজতহিঁ
ভজনহি পড়ত বিভঙ্গ॥
সতত অসত-পথ লেই যো যায়ত
উপজত কামিনি-সঙ্গ।
শমন-দূত পরমায়ু পরীখত
দুরহিঁ নেহারত রঙ্গ॥
অতয়ে সে হরিনাম সার পরম মধু
পান করহ ছোড়ি ঢঙ্গ।
কহ মাধো হরি-চরণ-সরোরুহে
মাতি রহু জনু ভৃঙ্গ॥ ৪॥

চন্দ্রশেখর আচার্য্য

গৌররূপবর্ণন

তথারাগ

গৌর-বরণ হেরিয়া বিজুরী
গগনে বসতি কেল।
ত্রিভুবনে যত শোভার বিততি
হারি পরাজিত ভেল॥
দেখ দেখ মদনমোহন রূপ।
মাঝার শোভায় গরব তেজিয়া
পলায়ল মৃগ ভূপ॥
শুনি করিবর গমন সঞ্চার
চরণে সঁপিয়া গেল।
ভয় পাই মনে কুরঙ্গিণীগণে
লোচন ভঙ্গিমা দিল॥
কেশের শোভায় চমরীর গণে
নিজ অহঙ্কার ছাড়ি।
বনে প্রবেশিয়া লজ্জিত হইয়া
অভিমানে রহে পড়ি॥
যুবতী গরব নাশিতে গৌর
উদয় নদীয়া মাঝে।
চন্দ্রশেখর কহয়ে বজর
পড়িল যুবতী লাজে॥ ১॥

জগদানন্দ পণ্ডিতের নীলাচল হইতে নবদ্বীপে আগমন

তথারাগ

ক্ষণেক রহিয়া চলিয়া উঠিয়া
পণ্ডিত জগদানন্দ।
প্রবেশি নগরে দেখে ঘরে ঘরে
লোক সব নিরানন্দ॥
না মেলে পসার না করে আহার
কারো মুখে নাহি হাসি।
নগরে নাগরী কান্দয়ে গুমরি
থাকয়ে বিরলে বসি॥
দেখিয়া নগর ঠাকুরের ঘর
প্রবেশ করল যাই।

আধমরা হেন ভূমে অচেতন
পড়িয়া আছেন আই॥
প্রভুর রমণী সেই অনাথিনী
প্রভুরে হইয়া হারা।
পড়িয়া আছেন মলিন বসনে
মুদল নয়ানে ধারা॥
দাস দাসী সব আছয়ে নীরব
দেখিয়া পথিক-জন।
সোধাইছে তারে কহ দেখি মোরে
কোথা হৈতে আগমন॥
পণ্ডিত কহেন মোর আগমন
নীলাচল পুর হৈতে।
গৌরাঙ্গ সুন্দর পাঠাইল মোরে
তোমা সভারে দেখিতে॥
শুনিয়া বচন সজল নয়ন
শচীরে কহল গিয়া।
আর এক জন চলিল তখন
শ্রীবাস-মন্দিরে ধায়্যা॥
শুনিয়া শ্রীবাস মালিনী উল্লাস
যত নবদ্বীপ-বাসী।
মরা হেন ছিল অমনি ধাইল
পরাণ পাইল আসি॥
মালিনী আসিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়া
উঠাইল যতন করি।
তাহারে কহিল পণ্ডিত আইল
পাঠাইল গৌরহরি॥
শুনি শচী আই সচকিত চাই
দেখিলেন পণ্ডিতেরে।
কহে তার ঠাঁই আমার নিমাই
আসিয়াছে কত দূরে॥
দেখি প্রেম-সীমা স্নেহের মহিমা
পণ্ডিত কান্দিয়া কয়।
সেই গোরামণি যুগে যুগে জানি
তুয়া প্রেম-বশ হয়॥
হেন নীত রীত গৌরাঙ্গ-চরিত
সভাকারে শুনাইয়া।
পণ্ডিত রহিলা নদীয়া নগরে
সভাকারে সুখ দিয়া॥

চন্দ্রশেখর পশুর সোসর
বিষয়-বিষেতে প্রীত।
গৌরাঙ্গ চরিত পরম অমৃত
তাহাতে না লয় চিত॥ ২॥

প্রার্থনা

তথারাগ

কপট চাতুরী চিতে জন-মন ভুলাইতে
লইয়ে তোমার নামখানি।
দাঁড়াইয়া সত্য-পথে অসত্য যজিয়ে তাথে
পরিণামে কি হবে না জানি॥
ওহে নাথ মো বড় অধম দুরাচার।
সাধু শাস্ত্র গুরু বাক্য না মানিলুঁ মুঞি ধিক
অতয়ে সে না দেখি উদ্ধার॥
লোকে করে সত্য বুদ্ধি মোর নাহি নিজ-শুদ্ধি
উদার হইয়া লোকে ভাঁড়ি।
প্রেম-ভাব মোরে করে নিজ গুণে তারা তরে
আপনি হইলুঁ ছোঁচ হাঁড়ি॥
চন্দ্রশেখর দাস এই মনে অভিলাষ
আর কি এমন দশা হব।
গোরা পারিষদ সঙ্গে সংকীর্ত্তন রস রঙ্গে
আনন্দে দিবস গোঙাইব॥ ৩॥

গোষ্ঠ

যথারাগ

মোহন যমুনা বনে বিনোদ রাখাল সনে
মনোহর কানাই বলাই।
পাতিয়া বিনোদ খেলা রাখাল হইল ভোলা
দূর বনে গেল সব গাই॥
রাখালে রাখালে মেলি করে বাহু ঠেলাঠেলি
কেহু হারে কেহু জিনে তায়।
তাহা দেখি দুটি ভাই হাত ধরাধরি যাই
হারে জিনে দেখি সুখ পায়॥
বলরাম হাসি হাসি শয়ন করল আসি
সখা অঙ্গে- অঙ্গ হেলাইয়া।

শ্রম যুত বলরাম দেখি নব ঘনশ্যাম
চরণ চাপয়ে মুখ চেয়া।
শ্রীচন্দ্রশেখর দাস সতত করয়ে আশ
আর কবে হেন দশা হব॥
শ্রীব্রজমণ্ডলে যাইয়া তাহে গড়াগড়ি দিয়া
রামকৃষ্ণের মুরলী শুনিব॥ ৪॥

খগ মৃগ শাখী লতাগণ উলসব
সবাকার মীটব দুখ॥
ললিতা আদি সকল সহচরী লই
বৈঠব প্রিয়তম সঙ্গ।
চন্দ্রশেখর কব ব্রজপুর পায়ব
হেরব দুহুঁ মুখ পুলকিত অঙ্গ॥৫॥

মাথুর

ভাবোল্লাস

তথারাগ

আয়ল মধুপুরতে ব্রজমোহন
যোই কহব ইহ বাত।
অম্বর রতন ভূষণ সহ শুন পুন
তাহে করব পরসাদ॥
হরি হরি মঝু দুরদিন কি যাব।
সব ইন্দ্রিয়গণ তিরপিত হোয়ব
প্রিয়তম দরশন পাব॥
ব্রজপুর লোক শোক সব বিছুরব
শুনিতে সুধাময় বাত।
মৃত যেন জীবন পাই পুন ধায়ব
হেরব আনন্দ গাত॥
নন্দরাজ নিজ তনয় বদন হেরি
আনন্দ হোয়ব চিত।
আঁচরে অঙ্গ মুছি চাঁদ মুখ চুম্বব
গুণীজন গায়ব গীত॥
আরতি সাজি রাণী বাহিরায়ব
পুরজন ধায়ব সঙ্গে।
নির্ম্মঞ্ছন করি করে ধরি আনব
নিমজব রঙ্গ তরঙ্গে॥
দাম শ্রীদাম সুবল মধুমঙ্গল
সকল সখীগণ মেল।
শিঙ্গা বেণুবংশী মুরলী রব করব
করব পুরব সম কেল॥
ধেনুগণ উচ্চপুচ্ছ করি শিরোপর
হাম্বা রবে নিরখব মুখ।

গোপালভট্ট

তথারাগ

দেখরি সখি কণ্ডল নয়ন
কুঞ্জমে বিরাজ হে'।
বামেতে কিশোরী গোরি
অলস অঙ্গ অতি বিভোরি
হেরি শ্যাম-বয়ন-চন্দ
মন্দ মন্দ হাস হে'॥
অঙ্গে অঙ্গে বাহে ভীড়
পুছত বাত অতি নিবীড়
প্রেম-তরঙ্গে ঢরকি পড়ত
কণ্ডল মধুপ সঙ্গহে'।
শারি শুক পিকু করত গান
ভমরা ভমরি ধরত তান
ময়ুর ময়ুরী করত নাট
কেকোৎকণ্ঠালাপ হে'॥
শ্রীগোপাল ভট্ট আশ
বৃন্দাবন কুঞ্জে বাস
শয়ন সপন নয়ন হেরি
ভুলল মন আপ হে'॥ ১॥

ভৈরবী

বৃষভানু নন্দিনীতে মনমোহন
কেমন লাগি বসি।
গান গাওত পিক গীম তে' ঢরকত
ঝলকে জেঙ যুগল শশি॥
মধুরিম হাস বসনেতে ঝাঁপি শোহত
মেহতে জেঙ বিজুরি গোপ্যো।
কণ্ঠহি লোলত মোতিম হার
কনক মুকুরে জেঙ তারক রোপ্যো॥

শাঙর চীত উনতে লাগিও
পলকন নারে আঁখি।
যূথ যূথ মনমথ ঝূরত
গোপাল ভট্ট ইথে সাখি॥ ২॥

রঘুনাথ দাস

জয়দেব বন্দনা

তথরাগ

জয় জয় শ্রীজয়- দেব দয়াময়
পদ্মাবতী-রতি-কান্ত।
রাধা মাধব- প্রেম-ভকতি-রস
উজ্জ্বল-মূরতি নিতান্ত॥
শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ সুধাময়
বিরচিত মনোহর ছন্দ।
রাধা গোবিন্দ- নিগূঢ়-লীলা গুণ
পদ্মাবলি-পদ-বৃন্দ॥
কেন্দুবিল্ব পুর ধাম মনোহর
অনুখন করয়ে বিলাস।
রসিক ভকতগণ যো সরবস-ধন
অহর্নিশি রহু তছু পাশ॥
যুগল বিলাস গুণ করু আস্বাদন
অবিরত ভাবে বিভোর।
দাস রঘুনাথ ইহ তছুগুণ বর্ণন
কীয়ে করব লব-ওর॥ ১॥

শ্রীরাধার রূপ

গৌরী

চন্দ্রবদনি ধনি মৃগ নয়নী।
রূপে গুণে অনুপমা রমণি-মণি॥
মধুরিম হাসিনি কমল বিকাশিনি
মোতিম হারিণি কম্বু-কণ্ঠিনী।
থির সৌদামিনী গলিত কাঞ্চন জিনি
তনুরুচি ধারিণি পিকবচনী॥
উরে লম্বিতবেণি মেরুপর যেন ফণি
আভরণ বহু মণি গজগমনী।
বীণা পরিবাদিনি চরণে নূপুরধ্বনি
রতি রসে পুলকিনি জগমোহিনী॥
সিংহ জিনি মাঝ খিনি তাহে মণি-কিঙ্কিণি
ঝাঁপি ওঢ়নি তনু পদ অবনী।
বৃষভানু-নন্দিনি জগ জন বন্দিনি
দাস রঘুনাথ-পহুঁ-মনোহারিণী॥ ২॥

গৌরী

হরত সকল সন্তাপ জনমকো
মিটত তলপ যম কালকি।
আরতি কিয়ে মদনগোপালকি॥
গো-ঘৃত রচিত কপূরকি বাতি
ঝলকত কাঞ্চন থালকি।
ঘণ্টা বাজে মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি
বিষফল বেণু বিশাল কি॥
চন্দ্র-কোটি জ্যোতি ভানু কোটি ছবি
মুখশোভা নন্দলালকি।
ময়ূর-মুকুট পিতাম্বর শোহে
উরে বৈজয়ন্তি-মালকি॥
চরণ কমল পর নূপুর বাজে
আজ রি কুসুম গুলাল কি।
সুন্দর লোল কপোলক ছবিসো
নিরখত মদন গোপাল কি॥
সুর-নর-মুনিগণ করতহি আরতি
ভক্ত-বৎসল প্রতিপালকি।
হুঁ বলি বলি রঘুনাথ দাস প্রভু
মোহন গোকুল বালকি॥ ৩॥

বাসুদেব দত্ত

শ্রীগৌরচন্দ্র

কেদার

অপরূপ গোরা নটরাজ।
প্রকট প্রেম বিনোদ নব নাগর
বিহরে নবদ্বীপ মাঝ॥
কুটিল কুন্তল গন্ধ পরিমল
চন্দন তিলক ললাট।

হেরি কুলবতী লাজক মন্দির
দুয়ারে দেয়ল কবাট॥
করিবর কর জিনি বাহুর সুবলনী
দোসরী গজমতি হারা।
সুমেরু শিখর যৈছন ঝাঁপিয়া
বহই সুরধুনী ধারা॥
রাতুল অতুল চরণ যুগল
নখমণি বিধু উজোর।
ভকত ভ্রমরা সৌরভে আকুল
বাসুদেব দত্ত রহু ভোর॥ ১॥

কানাই খুঁটিয়া

আক্ষেপানুরাগ

সুহই

মন-চোরার বাঁশী বাজিও ধীরে ধীরে।
আকুল করিল তোমার সুমধুর স্বরে॥ ধ্রু॥
আমরা কুলের নারী হই, গুরুজনার মাঝে রই
না বাজিও খলের বদনে।
আমার বচন রাখ নীরব হইয়া থাক
না বধিও অবলার প্রাণে॥
যেবা ছিল কুলাচার সে গেল যমুনার পার
কেবল তোমার এই ডাকে।
যে আছে নিলাজ প্রাণ শুনিয়া তোমার গান
পথে যাইতে থাকে বা না থাকে॥
তরলে জনম তোর সরল হৃদয় মোর
ঠেকিয়াছ গোঙারের হাতে।
কানাই খুটিয়া কয় মোর মনে হেন লয়
বাঁশী হৈল অবলা বধিতে॥ ১॥

গৌরী দাস

হাটপত্তন

শ্রীরাগ

পহু মোর নিত্যানন্দ রায়।
মথিয়া সকল তন্ত্র হরি-নাম মহামন্ত্র
করে ধরি জীবেরে বুঝায়॥ ধ্রু॥
চৈতন্য-অগ্রজ নাম ত্রিভুবন-অনুপাম
সুরধুনী-তীরে করি থানা।
হাট করি পরবন্ধ রাজা হৈলা নিত্যানন্দ
পাষণ্ডী-দলন বীর-বানা॥
রামাই সুপাত্র হৈলা রাজ-আজ্ঞা চালাইলা
কোতোয়াল হৈলা হরিদাস।
কৃষ্ণদাস হৈলা দাড়্যা কেহো যাইতে নারে ভাড়্যা
লিখন পড়ন শ্রীনিবাস॥
পসারিয়া বিশ্বম্ভর আর প্রিয় গদাধর
আচার্য্য-চত্বরে বিকিকিনি।
গৌরীদাস হাসি হাসি রাজার নিকটে বসি
হাটের মহিমা কিছু শুনি॥ ১॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

শ্রীরাগ

ধরণী-শয়নে ঝরয়ে নয়নে
সঘনে কাঁপয়ে অঙ্গ।
চম্পক-বরণ আতপে মলিন
হৃদয় দহ অনঙ্গ॥
কিছু করুণা করহ কানাই।
তোহারি কটাখ- শরে জর জর
অতি ক্ষীণ-তনু রাই॥
এ দিন যামিনী জাগিয়া কামিনী
জপিছে তোহারি নাম।
না জানিয়ে কিয়ে বেয়াধি হইল
শ্বাস বহে অবিরাম॥
সব সখীগণ করয়ে রোদন
কারণ কিছু না জানি।
গৌরীদাস বিধি রচে মহৌষধি
দেবের আবেশ মানি॥ ২॥

জগমোহন দাস

গৌরচন্দ্র

কল্যাণী

পূরুব জনম দিবস দেখিয়া
আবেশে গৌর রায়।

নিজগণ লয়ে হরষিত হয়ে
নন্দ মহোৎসব গায়॥
খোল করতাল বাজয়ে রসাল
কীর্ত্তন জনমলীলা।
আবেশে আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর
গোপবেশ নিরমিলা॥
ঘৃত ঘোল দধি গোরস হলদি
অবনী মাঝারে ঢালি।
কান্ধে ভার করি তাহার উপরি
নাচে গোরা বনমালী॥
করেতে লগুড় নিতাই সুন্দর
আনন্দে আবেশে নাচে।
রামাই মহেশ রাম গৌরীদাস
নাচে তার পাছে পাছে॥
হেরিয়া যতেক নীলাচল লোক
আনন্দ সাগরে ভাসে।
দেখিয়া বিভোর আনন্দ সাগর
এ জগমোহন দাসে॥ ১॥

কবিবল্লভ

আক্ষেপানুরাগ

সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নৌতুন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়ে জুড়ন না গেল॥
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না ভেলি।
কত মধু যামিনী রভসে গোঙায়লুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেলি॥
যত বিদগধজন রস অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক॥ ১॥

পরমেশ্বর

নামকীর্ত্তনের অধিবাস

ধানশী

এক দিন লহু হাসি অদ্বৈত-মন্দিরে আসি
বসিলেন শচীর কুমার।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে অদ্বৈত বসিলা রঙ্গে
মহোৎসবের করিলা বিচার॥
শুনিয়া আনন্দে হাসি সীতা ঠাকুরাণী আসি
কহিলেন মধুর বচন।
তা শুনি আনন্দ মনে মহোৎসবের বিধানে
বোলে কিছু শচীর নন্দন॥
শুন ঠাকুরাণি সীতা বৈষ্ণব আনিয়ে এথা
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যেবা গায় যেবা বায় আমন্ত্রণ করি তায়
পৃথক্ পৃথক্ জনে জনে॥
এত বলি গোরা রায় আজ্ঞা দিল সভাকায়
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ।
খোল করতাল লৈয়া অগুরু চন্দন দিয়া
পূর্ণ-ঘট করহ স্থাপন॥
আরোপণ কর কলা তাহে বান্ধি ফুলমালা
কীর্ত্তন-মণ্ডলী কুতূহলে।
মাল্য চন্দন গুয়া ঘৃত মধু দধি দিয়া
খোল-মঙ্গল সন্ধ্যাকালে॥
শুনিয়া প্রভুর কথা প্রীতে বিধি কৈল যথা
নানা উপহার গন্ধবাসে।
সভে হরি হরি বোলে খোল-মঙ্গল করে
পরমেশ্বরদাস রসে ভাসে॥ ১॥

মদন রায়

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য

গান্ধার

এমন নিতাই কোথাও দেখি নাই।
অবধূত-বেশ ধরি জীবে দিল নাম হরি
হাসে কান্দে নাচে আরে ভাই॥

অদ্বৈতের সঙ্গে রঙ্গ ধরণ না যায় অঙ্গ
গোরা প্রেমে গড়া তনুখানি।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলে বাহু তুলি হরি বলে
দু নয়নে বহে নিতাইর পানি॥
তিলকের শোভা ভালে কুটিল-কুন্তল লোলে
গুঞ্জার আটুনি চূড়া তায়।
কেশরী জিনিয়া কটি কটিতটে নীল ধটী
বাজন-নূপুর রাঙ্গা পায়॥
কে কহু নিতাইর গুণ জীব দেখি সকরুণ
হরি নামে জগত তারিল।
মদন মদেতে অন্ধ বিষয়ে রহল বন্ধ
হেন নিতাই ভজিতে না পাইল॥ ১॥

কবিকণ্ঠহার

শ্রীরাধার মান

সখীর উক্তি

তথারাগ

বিরহ-ব্যাকুল বকুল তরু-তলে
পেখলুঁ নন্দ-কুমার রে।
নীল-নীরজ- নয়ানে সো সখি
ঝরই নীর অপার রে॥
দেখি মলয়জ পঙ্ক মৃগমদ
তামরস ঘন-সার রে।
পাণি-পল্লবে মুন্দি লোচন
ধরণী পড়ু অসম্ভার রে॥
বহয়ে মন্দ সু- গন্ধ-শীতল
মঞ্জু মলয়-সমীর রে।
জনু প্রলয়-কালকো প্রবল পাবক
পরশে দহই শরীর রে॥
অধিক বেপথু টুটি পড়ু ক্ষিতি
মসৃণ মুকুতার মাল রে।
অনিল-তরল তমাল-তরু জনু
মুণ্ড সুমনস-জাল রে॥

মান-মণি ত্যজি সুদতি চলু বহি
রায় রসিক সুজান রে।
সুখদ শ্রুতি অতি সরস দণ্ডক*
সুকবি ভণ কণ্ঠহার রে॥ ১॥

যুগল মিলন

তথারাগ

সই প্রেম অপরূপ।
কিশোর কিশোরী পশার পসারি
রভস রসের কূপ॥
ইন্দু কিরণে নলিনী মোদিত
কুমুদ মুদিত লাজে।
চাঁদের ভরমে চকোর মাতল
ইন্দীবর হাসে মাঝে॥
যমুনা তরঙ্গে অরুণ উদিত
তারার পশার তথা।
চপলা ঝাঁপিয়া তিমির উয়ল
কিয়ে অদভুত কথা॥
কনক লতায় মুকুতা ফলিত
কেবা পরতীত যায়।
অনুভবি জনে ভাবে মনে মনে
কবিকণ্ঠহার গায়॥ ২॥

কবীর

বসন্ত-হোরী-লীলা

বরজ-কিশোরী ফাগু খেলত রঙ্গে।
চুয়া চন্দন আবীর গুলাব
দেয়ত শ্যামের অঙ্গে॥ ধ্রু॥
ফাগু হাতে করি ফিরত শ্রীহরি
ফিরি বুলত রাই।
ঘুমট উঠায়ে বয়ান ছাপায়ে
যৈছে চাঁদ লুকাই॥

* দণ্ডক—ছন্দোবিশেষ

ললিতা সখী ফাগ্ন্ হাতে করি
দেয়ত কান্ন্ নয়ান।
ভান্ন্ কিশোরী দন্হন্ বাহন্ ধরি
মারত শ্যাম বয়ান॥
আউর একসখী জীউ জীউ করি
কাঁহা লাগাও আবীর।
ফাগন্ লেই কান নয়ন দেয়ত
হাঁ হাঁ করত কবীর॥ ১॥

তুলসীদাস

মিলন

কেদার

রাধা কান্ন্ নিকুঞ্জমন্দির মাঝ।
চৌদিকে ব্রজবধন্ মঙ্গল গাওত
তেজি কন্লভয় লাজ॥ ধ্রন্॥
শারদ যামিনী ও কুলকামিনী
তেরছ নয়নে চায়।
মদন-ভুজঙ্গমে রাইরে দংশল
হেলি পড়ে শ্যাম-গায়॥
কান্ন্ ধন্বন্তরি রাই-কোলে করি
চন্ম্বন-ঔষধ দান।
নাগর নাগরী ও রসে আগোরি
রাই কান্ন্ এক প্রাণ॥
শারী শন্ক পিক মঙ্গল গাওত
অতি সন্ললিত তান।
বন্দাবন ভরি রসের বাদর
তুলসীদাস রস গান॥ ১॥

বিপ্রদাস ঘোষ

গোষ্ঠ

ধানশী

ও গো মা আজি আমি চরাব বাছন্র।
পরাইয়া দেহ ধড়া মন্ত্র পড়ি বান্ধ চন্ড়া
চরণেতে পরাহ নন্পন্র॥
অলকা তিলক ভালে বন-মালা দেহ গলে
শিঙ্গা বেত্র বেণন্ দেহ হাতে।
শ্রীদাম সন্দাম বসন্দাম সন্বলাদি বলরাম
সভাই দাঁড়াইয়া রাজপথে॥
বিশাল অর্জ্জন্ন দাম কিঙ্কিণী অংশন্মান
সাজিয়া সভাই গোঠে যায়।
গোপালের কথা শন্নি সজল নয়নে রাণী
অচেতনে ধরণী লোটায়॥
চঞ্চল বাছন্রি সনে কেমনে ধাইবা বনে
কোমল দন্খানি রাঙ্গা পায়।
বিপ্রদাস ঘোষে বলে এ বয়সে গোঠে গেলে
প্রাণ কি ধরিতে পারে মায়॥ ১॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য

শ্রীকৃষ্ণের রন্প

সন্হই

বদন চাঁন্দ কোন কুন্দারে কুন্দিলে গো
কে না কুন্দিলে দন্ই আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাখী॥
রতন কাড়িয়া অতি যতন করিয়া গো
কে না গঢ়িয়া দিল কানে।
মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণি গো
যোগী হবে উহারি ধেয়ানে॥
অমিয়া মধন্র বোল সন্ধা খানি খানি গো
হাতের উপর নাহি পাঙ।
এমতি করিয়া যদি বিধাতা গঢ়িত গো
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাঙ॥
মদন-ফান্দ ও না চন্ড়ার টালনি গো
উহা না শিখিয়া আইল কোথা।
এ বন্ক ভরিয়া মন্ঞি উহা না দেখিলন্ঁ গো
এ বড়ি মরমে মোর বেথা॥
নাসিকার আগে দোলে এ গজ-মন্কুতা গো
সোনায় মঢ়িত তার পাশে।
বিজন্রী জড়িত যেন চাঁদের কণিকা গো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে॥

করভের কর জিনি বাহুর বলনি গো
হিঙ্গুল মণ্ডিত তার আগে।
যৌবন-বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশ-রস মাগে॥
নাটুয়া ঠমকে যায় রহিয়া রহিয়া চায়
চলে যেন গজরাজ মাতা।
শ্রীনিবাস দাস কয় লখিলে লখিল নয়
রূপসিন্ধু গঢ়ল বিধাতা॥ ১॥

আক্ষেপানুরাগ

তথারাগ

অনুখণ কোণে থাকি বসনে আপনা ঢাকি
দুয়ারের বাহির পরবাস।
আপনা বলিয়া বলে হেন নাহি ক্ষিতিতলে
হেন ছারের হেন অভিলাষ॥
সখি হে তুয়া পায়ে কি বলিব আর।
সে হেন দুলহ জনে অবিরত যার মনে
নিশ্চয় মরণ প্রতিকার॥
বুঝাইলুঁ অনুক্ষণ না বুঝে পামর মন
পিরীতি হইল মোর কাল।
তাহে ননদিনী-কথা শুনিতে মরম বেথা
এ ঘর-বসতি বড় জাল॥
যত তত মনে করি নিশ্চয় করিতে নারি
রাতি দিবস নাহি যায়।
ঘরে যত গুরুজন সব মোর রিপুগণ
কি করিব কি হবে উপায়॥
দেহে বৈরী এ যৌবন বৈরী হইল বৃন্দাবন
যাইবার নাহিক কোন ঠাঁই।
শ্রীনিবাস দাসে কয় মন আপনার নয়
মরণ হইলে প্রাণ পাই॥ ২॥

প্রার্থনা

পঠমঞ্জরী

প্রেমক পুঞ্জরি শুন গুণমঞ্জরি
তুহুঁ সে সকল শুভ-দাই।
তোহারি গুণগণ চিন্তই অনুখণ
মঝু মন রহল বিকাই॥
হরি হরি কবে মোর শুভদিন হোয়।
কশোর-কিশোরী পদ সেবন সম্পদ
তুয়া সনে মিলব মোয়॥
হেরই কাতর জন কুরু কৃপা-নিরখণ
নিজ গুণে পুরবি আশে।
তুহুঁ নব ঘন বিনু বিন্দু বরিখণে পুনু
কো পুরব পিপিয় পিয়াসে॥
তুহুঁ সে অগতি-গতি নিশ্চয় নিশ্চয় অতি
মঝু মন ইহ পরমাণে।
কহই কাতর-ভাষে পুন পুন শ্রীনিবাসে
করুণায় করু অবধানে॥ ৩॥

তথারাগ

তুহুঁ গুণমঞ্জরি রূপে গুণে আগরি
মধুর মধুর গুণ-ধামা।
ব্রজ-নব-যুব-দ্বন্দ্ব প্রেম-সেবা-পরবন্ধ
বরণ উজ্জ্বল তনু শ্যামা॥
কি কহিব তুয়া যশ দুহুঁ সে তোঁহার বশ
হৃদয়ে নিশ্চয় মঝু মানে।
আপন অনুগা করি করুণা কটাক্ষে হেরি
সেবন সম্পদ কর দানে॥
ইহ বামন তনু চাঁদ ধরিতে জনু
মঝু মন হেন অভিলাষে।
এজন কৃপণ অতি তুহুঁ সে কেবল গতি
নিজ-গুণে পুরবি আশে॥
উর্দ্ধ অঙ্গুলি করি দশনেত তৃণ ধরি
নিবেদহুঁ বারহি বার।
শ্রীনিবাস দাস কামে প্রেম-সেবা ব্রজ-ধামে
প্রার্থহুঁ তুয়া পরিবার॥ ৪॥

বীর হাম্বির

শ্রীনিবাস বন্দনা

শ্রীরাগ

প্রভু মোর শ্রীনিবাস পুরাইলা মনের আশ
তুয়া পদে কি বলিব আর।

আছিলুঁ বিষয় কীট বড়ই লাগিত মীঠ
ঘুচাইলা রাজ-অহঙ্কার॥
করিথু গরল পান রহিল ডাহিন বাম
দেখাইলা অমিয়ার ধার।
পিব পিব করে মন সব লাগে উচাটন
এমতি তোমার ব্যবহার॥
রাধা-পদ সুধা-রাশি সে পদে করিলা দাসী
গোরা-পদে বান্ধি দিলা চিত।
শ্রীরাধা-রমণসহ দেখাইলা কুঞ্জ-গেহ
জানাইলা দুহুঁ-প্রেম-রীত॥
কালিন্দীর কূলে যাই সখীগণে ধাওয়াধাই
রাই কানু বিহরই সুখে।
এ বীর হাম্বির-হিয়া ব্রজ-ভূমি সদা ধেয়া
যাহাঁ অলি উড়ে লাখে লাখে॥ ১॥

আক্ষেপানুরাগ

কামোদ

শুন গো মরম সখি কালিয়া কমল আঁখি
কিবা কৈল কিছুই না জানি।
কেমন করয়ে মন সব লাগে উচাটন
প্রেম করি খোয়ালুঁ পরাণি॥
শুনিয়া দেখিলুঁ কালা দেখিয়া হইলুঁ ভোলা
নিবাইতে নাহি পাই পানী।
অগুরু চন্দন আনি দেহেতে লেপিনু ছানি
না নিবায় হিয়ার আগুনি॥
বসিয়া থাকিয়ে যবে আসিয়া উঠায় তবে
লইয়া যায় যমুনার তীর।
কি কহিতে কি না করি সদাই ঝুরিয়া মরি
তিলেক নাহিক রহি থির॥
শাশুড়ী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়।
এ বীর হাম্বীর চিত শ্রীনিবাস অনুগত
মজি গেলা কালাচাঁদের পায়॥ ২॥

কৃষ্ণরাম

উত্তর গোষ্ঠ

তথারাগ

রোহিনী গো এই আইসে নবঘন-শ্যাম।
বালকমণ্ডলি সঙ্গে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রঙ্গে
আগে আগে দেখ বলরাম॥
নব কাদম্বিনী জিনি সুকোমল তনুখানি
চন্দনের চাঁদ শোভে ভালে।
অপরূপ দেখি আর চূড়ায় গুঞ্জার হার
শিখি পুচ্ছ ঘন বায় হেলে॥
অঙ্গুলি উপরে করি অধরে মুরলি পূরি
নাচিতে নাচিতে বনমালী।
ব্রজের বালক যত বেড়িয়া আইসে শত
করতালি দিয়া বলে ভালি॥
খীর সর ননি লৈয়া চল না আশু যাই গিয়া
কিছু দিব ও চাঁদবদনে।
দ্বিজ কৃষ্ণরাম কয় এই সে উচিত হয়
কিছু লৈয়া চল দুই জনে॥ ১॥

দ্বিজ বলরাম

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

শুন সখি এ আর কেমন।
স্বপনে দেখিনু আমি নন্দের নন্দন॥
স্বপনে দেখিনু কালা কহিতে বাসি লাজ।
পুনঃপুন আলিঙ্গন মাগে ব্রজরাজ॥
চূড়ার টালনি বামে মুখে মন্দ হাসি।
সেই হৈতে আকুল প্রাণ শুনি তাঁর বাঁশী॥
ত্রিভঙ্গ অঙ্গের ঠাম গলে বনমালা।
দ্বিজ বলরাম কহে বিরহের জ্বালা॥ ১॥

খণ্ডিতা

তথারাগ

কহ কহ শ্যাম চিকনিঞা।
রজনী বঞ্চিলে কোন রসবতী পায়্যা॥

নয়নে ঝমকে তোমার মলিন অধর।
গদগদ কহ কথা ঘুমেতে কাতর॥
নিকটে না আইস বঁধু থাক ঐখানে।
সাঁজে হারাইয়া তোমায় পায়্যাছি বিহানে॥
যেইখানে ছিলে বঁধু সেইখানে যাও।
মনের মানস তথা ক্ষেণেক ঘুমাও॥
দ্বিজ বলরাম কহে মিনতি আমার।
তব পদে দেহ স্থল নন্দের কুমার॥ ২॥

হরিদেব

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

তথারাগ

যশোদা বলেন বাছা শুন মোর বাণী।
ঘরে ঘরে চুরি কর্য়া কেন খাও ননি॥
যতেক গোপের মায়্যা দেয় গালাগালি।
তেঁঞি পুন নিষেধিয়া তোমা প্রতি বলি॥
সোনার লাটিম দিব কনক পাঁচনি।
উরে বসি খাও তুমি দধি দুগ্ধ ননি॥
অন্যের বাটিতে যাও তুমি ননি খাইতে।
গোপনারী পথে আইসে গাল্যাইতে গ্যালাইতে॥
নারিব সহিতে আমি গোয়ালার গালি।
করপুটে তোমাস্থানে হৈনু কৃতাঞ্জলি॥
সকল আছয়ে মোর দধির পসার।
তব পিতা ঘরে আইলে ভয় ত তোমার॥
আর না খাইয়ে রে বাছা দধি দুগ্ধ ননি।
আমার বচন শুন রাম জাদুমণি॥
হরিদেব কহে রানি বালক তোমার।
জন্মিলা দৈবকী-অংশে সংসারের সার॥ ১॥

গোষ্ঠ

তথারাগ

লৈয়া যাই তোমার গোপাল যাও গোভবনে।
আন্যা দিব তোমার গোপাল বেলি অবসানে॥
লৈয়া যাইতে তোমার গোপাল না ভাবিয় দুখ।
বেণুরবে ধেনু আইসে এ বড় কৌতুক॥
লৈয়া যাইতে তোমার গোপাল রাখিব বসায়্যা।
আমরা চরাব ধেনু চাঁদমুখ চায়্যা॥
জননীরে প্রবোধিয়া যতেক রাখাল।
কৃষ্ণের সংহতি লয়ে গোধনের পাল॥
আনন্দে চলিল তথা যত শিশুগণ।
হরিদেব কর দয়া নন্দের নন্দন॥ ২॥

বিজয় দাস

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি

তথারাগ

যো তছু ডরহি রহত ঘর ভিতর
তাহে নিকশত বংশী নিশান।
যে গৃহ করমে নিকশে ঘর বাহির
তাহে উমতায়ত নয়ন সন্ধান॥
সখি কতয়ে কহিব তছু ঢঙ্গ।
কুলবতী কুল বিপুল কুল নাশিতে
প্রতি অঙ্গে খেলে তার অগ্নিতরঙ্গ॥
যো কোই মুদি রহত শ্রুতিলোচন
অলখে পৈঠয়ে তার অন্তর মাঝ।
রমণী লাজ ধৈরজ মানসক গৌরব
সকল হরি লেয়ত সহজ অকাজ॥
রাখিতে ধরম ধন মরণ যেবা বাঞ্ছয়ে
তৈখনে নানা ছলে তাহে ভুলায়।
দাস বিজয় কহ কৈছনে জীয়ব
কিয়ে করব হাম কহনা উপায়॥ ১॥

দিব্যসিংহ

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

ধানশী

যবধরি পেখলুঁ কালিন্দীতীর।
নয়নে ঝরএ কত বারি অথীর॥
কাহে কহব সখি মরমক খেদ।
চীতহি না ভাএ কুসুমিত শেজ॥

নব জলধর জিতি বরণ উজোর।
হেরইতে হৃদি মাহা পৈঠল মোর॥
তবধরি মনসিজ হানএ বাণ।
নয়নে কাহ্ন বিনু না হেরিএ আন॥
দিব্যসিংহ কাহ্ন বিনু না হেরয়ে আন।
রাই কাহ্ন একতনু দুহুঁ একুঠাম॥ ১॥

মাথুর

কত দূরে মধুপুরী যাব কার পাশে।
আবাস বিপিন ভেল পিয়া পরবাসে॥
ব্রজের নয়ননীরে কালিন্দী উথলে।
শুকাইল আঁখি মোর হিয়ার অনলে॥
তখন খুঁজিতু সই কান্দিবার ছলা।
কান্দিতে না পারি আর অনাথি অবলা॥
যে জনা করিত সাধ দেখিবার লাগি।
আজি তার দেখা নাই হায়রে অভাগি॥
যে দিকেতে চাই সই সব কানু মাখা।
রূপে ভরা আঁখি তবু নাহি থাকে ঢাকা॥
না যায় কঠিন প্রাণ থাকিতে না চায়।
দিব্যসিংহ গোবিন্দের পদ পানে ধায়॥ ২॥

আগরওয়ালী

শ্রীরাধার গৌরব

তথারাগ

দেখ দেখ প্রীতম প্যারিক সোহাগে।
স্বহস্তে বীড় শ্যাম দেত
খণ্ডিত আধ আপ লেত
পোঁছত পট পীত পীক
অতিশয় অনুরাগে॥
কাঞ্চনী রাধা কালা কান
ভাঁতি ভাঁতি রাখত মান
নিরখত বদনারবিন্দ
পলকন নাহি লাগে।
কুঞ্জমে রস পুঞ্জ কেলি
পান পাওয়ে চহকি খেলি
দুহুঁ শ্রীমুখ-তাম্বুল পাই
আগরওয়ালী ভাগে॥ ১॥*

আত্মারাম দাস

শ্রীনিত্যানন্দের গুণ-বর্ণন

ভাটিয়ারী

আরে মোর নিতাই নায়র।
সংসার-সায়রে জীবের জীবন
নিতাই মোর সুখের সায়র॥ ধ্রু॥
অবনী-মণ্ডলে আইলা নিতাই
ধরি অবধূত-বেশ।
পদ্মাবতী-নন্দন বসু-জাহ্নবার জীবন
চৈতন্য লীলায় বিশেষ॥
রাম অবতারে অনুজ আছিলা
লক্ষ্মণ বলিয়া নাম।
কৃষ্ণ-অবতারে গোকুল-নগরে
জ্যেষ্ঠ ভাই বলরাম॥
গৌর-অবতারে নদীয়া বিহরে
ধরি নিত্যানন্দ নাম।
দীন হীন যত উদ্ধারিলা কত
বঞ্চিত দাস আত্মারাম॥ ১॥

১* দেখ, প্রিয়তম কৃষ্ণ পিয়ারী রাধাকে সোহাগ করিতেছেন দেখ। শ্যাম নিজের হাতে তাম্বুল লইয়া শ্রীরাধার মুখে দিয়া (তাহার মুখ হইতে দশন) খণ্ডিত অর্দ্ধাংশ নিজে লইতেছেন। অতিশয় অনুরাগে শ্রীরাধার নিক্ষিপ্ত পিক (চর্ব্বিত তাম্বুলের থুৎকার) নিজের পীত বসনে মুছিয়া লইতেছেন। স্বর্ণপ্রতিমা রাধা, কাল বর্ণ কানাই পলে পলে সুযোগ বুঝিয়া তাহার মান রাখিতেছেন। এবং অপলকে (রাধার) বদনারবিন্দ নিরীক্ষণ করিতেছেন। কুঞ্জে পুঞ্জীভূত রসকেলি। রাধা কৃষ্ণের হস্ত হইতে পান পাইয়া চমকিত হইয়া ক্রীড়ায় মাতিয়াছেন। দুই জনের মুখের উচ্ছিষ্ট তাম্বুল পাইয়া (পাছে অন্য কেহ অংশ চায় এই ভয়ে) আগরওয়ালী পলাইতেছেন।

তথারাগ

খঞ্জন-গঞ্জন লোচন-রঞ্জন
গতি অতি ললিত সুঠান।
চলত খলত পুন পুন উঠি গরজত
চাহনি বঙ্ক নয়ান॥
গোর গোর বলি ঘন দেই করতালি
কঞ্জ-নয়নে বহে লোর।
প্রেমেতে অবশ হৈয়া পতিতেরে নিরখিয়া
আইস আইস বলি দেই কোর॥
হুহুঙ্কার গরজন মালশাট পুন পুন
কত কত ভাব-বিথার।
কদম্ব কেশর জনু পুলকে পূরল তনু
ভাইয়ার ভাবে মাতোয়ার॥
আগম-নিগম-পর বেদ-বিধি-অগোচর
তাহা কৈল পতিতেরে দান।
কহে আত্মারাম দাসে না পাইলুঁ কৃপা-লেশে
রহি গেলুঁ পাষাণ সমান॥ ২॥

প্রার্থনা

আশাবরী

ভজ মন নন্দ-কুমার।
ভাবিয়া দেখহ ভাই গতি নাহি আর॥ ধ্রু॥
ধন জন পুত্র আদি কেবা আপনার।
অতয়ে করহ মন হরি-নাম সার॥
কুসঙ্গ ছাড়িয়া সদা সতসঙ্গে থাক।
পরম নিপুণ হয়্যা নাথ বলি ডাক॥
তাঁর লীলা-নাম-গানে সদা হও মত্ত।
সে চরণ-ধন পাবে হইবে কৃতার্থ॥
কহে আত্মারাম মন কি বলিব তোরে।
সংসার-যাতনা আর নাহি দিহ মোরে॥ ৩॥

রতিপতি ঠাকুর

শ্রীরাধার মান

ধানশী

সুন্দরি তোহারি চরিত অপার।
কানু সঞে মান মানলি অবিচার॥
যাকর পরশনে নহে সব তুল।
ভাবই তুহুঁ তছু নাহ কত মূল॥
তুঁহু সে গোয়ারি না হেরসি পরিণাম।
এতহু কাকুতি করয়ে তোহে শ্যাম॥
ভাবে বুঝলুঁ হাম তো বিনু শ্যাম।
রতিপতি দাস কহে না জানত আন॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণের মান

তথারাগ

এতদিনে বুঝলুঁ তুয়া হৃদয় নিঠুর।
রাই উপেখি আয়লি এত দূর॥
অব তুঁহু একলি রহসি বন মাঝ।
তোহে নাহি সম্ভবে এমন অকাজ॥
সময় উচিত করিয়ে যদি মান।
আঁচরে ঝাঁপিয়ে আপন বয়ান॥
একক্ষণ শুতিয়ে চিত সমাধি।
সাধিয়ে বাদ তঁহি ঝাঁখয়ে উপাধি॥
অনুগত তুয়া বিনু না বোলয়ে আন।
করে ধরি বলে দূতী করহ পয়ান॥
রতিপতি দাস করয়ে পরণাম।
দূতী নহো ইহো দুঁহুক পরাণ॥ ২॥

মানভঞ্জন

তথারাগ

আহিলুঁ হাম অতি মানিনী ভোই।
ভাঙ্গল নাগর নাগরী হোই॥
কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
কানু আওল তঁহি দূতীক সঙ্গ॥
বেণী বনাই চাঁচর কেশে।
নাগর শেখর নাগরী বেশে॥
পহিরল হার উরজ করি উরে।
চরণহি নেল রতন নূপুরে॥
পহিলহি চলইতে বাম পদাঘাত।
নাচত রতিপতি ফুলধনু হাত॥ ৩॥

রসিকানন্দ

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস

ধানশী

তখন নাপিত আসি প্রভুর সম্মুখে বসি
ক্ষুর দিল সে চাঁচর কেশে।
করি অতি উচ্চরব কান্দে যত লোক সব
নয়নের জলে দেহ ভাসে॥
হরি হরি কিনা কৈল কাঞ্চন-নগরে।
যতেক নগরবাসী দিবসে হইল নিশি
প্রবেশিল শোকের সায়রে॥
মুণ্ডন করিতে কেশ হৈয়া অতি প্রেমাবেশ
নাপিত কান্দয়ে উচ্চ-রায়।
কি হৈল কি হৈল বলে ক্ষুর আর নাহি চলে
প্রাণ ফাটি বিদরিয়া যায়॥
মহা উচ্চস্বর করি কান্দে কুলবতী নারী
সভাই সভার মুখ চাহিয়া।
ধৈরজ ধরিতে নারে নয়ন-যুগল-নীরে
ধারা বহে বয়ান বাহিয়া॥
দেখি কেশ অন্তর্দ্ধান অন্তরে দগধ প্রাণ
কান্দিছেন অবধৌত রায়।
রসিকানন্দের প্রাণ সদা করে আনচান
ফাটিয়া বাহির হইয়া যায়॥ ১॥

আনন্দ চাঁদ

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

ইমন

মরকত মণি নব-ঘন জিনি
নীল-উতপল শোভা।
দলিত অঞ্জন অধিক চিক্কণ
রূপে ত্রিভুবন লোভা॥
শিরে মোহন চূড়া।
নব-মল্লিকা-মালতি-বেড়া।
ময়ূর-চন্দ্রিকা শোভে তছু পর
কুলবতী কুল বুরা॥ ধ্রু॥
কুটিল কুন্তল কিয়ে কাম-জাল
অলকা উরগ পাশে।
শোভে স্বেদ-কণ যেন উড়ুগণ
উদিত ভেল আকাশে॥
ভালে চন্দন-চান্দ।
কিয়ে কামিনি-মোহন ফান্দ।
তিলক রুচির মোহে পঞ্চ-শর
যুবতী বন্ধন ছান্দ॥
যুগল নয়ন গঞ্জে মৃগমীন
কটাক্ষ কাম-শায়ক।
ভুরু-চাপে ধরি বিন্ধে বর নারী
মদন-মোহ-নায়ক॥
নাসায় মুকুতা দুলে।
যেন হিম-কণ তিল-ফুলে।
অধর-যুগল জিনি নব-দল
বন্ধুক-নহেক তুলে॥
দশন দাড়িম কুন্দ-কলি সম
বিকচ-কমল হাসি।
কিয়ে নিশাপতি নিশা করি স্থিতি
ঢালিছে অমিয়া-রাশি॥
গণ্ডে কুণ্ডল খেলা।
হেরি মকর আকুল ভেলা।
শ্রুতি-যুগপরি কদম্ব-মঞ্জরী
যুবতি-ভরম গেলা॥
আজানুলম্বিত ভুজ সুবলিত
করি-সুত-শুণ্ড জিনি।
রচিত কাঞ্চন নানা মণিগণ
বলয় কঙ্কণ পাণি॥
তাহে শোভয়ে বাঁশি।
কিয়ে যুবতি-ধরম গ্রাসি।
রাতা উতপল জিনি কর-তল
নখরে উদিত শশী॥
উর পরিসর শ্রীবৎস সুন্দর
কৌস্তুভ কুসুম-হারা।
মুকুতা মাণিক কুন্দন কনক
জড়িত বহে ত্রিধারা॥
কিয়ে তরু-তমালে।
যেন স্থকিত বিজুরী খেলে।

মলয়জ-ঘন অঙ্গে বিলেপন
চাঁদ-জোতি যমি-জলে॥*
জিনি মৃগ-পতি ক্ষীণ কটি অতি
রোমাবলি কাম-দণ্ড।
নাভি-সরোবরে কাম-মীন চরে
ত্রিবলি তরঙ্গ-খণ্ড॥
পীত বসন হেন।
নব ঘনেতে তড়িত যেন।
কটিতে কিঙ্কিণী ঘণ্টিকার ধ্বনি
মোহিত যুবতি-মন॥
উরু রাম-রম্ভা মুনি-মন-লোভা
চরণে অরুণ সাজে।
নখর-মুকুর রতন-নূপুর
রুনুর ঝুনুর বাজে॥
গতি মত্ত মাতঙ্গে।
হেরি মুরছিত ভেল অনঙ্গে।
আনন্দ-চাঁদের চিত-মধুকর
পিয়ে মকরন্দ রঙ্গে॥ ১॥

আনন্দ দাস

খণ্ডিতা

শ্রীরাধার উক্তি

তথারাগ

শুন রসময় সদয় হৃদয়
আমি সুকঠিন বামা।
বিরহ পাবক মাঝারে ধাবক
হইলুঁ ফেলিলুঁ তোমা॥
আমি মরি মরি মূঢ় সে পামরী
দিয়েছি অসুখ নানা।
মোর শিরে হাত দিয়ে প্রাণনাথ
সকলি করহ ক্ষেমা॥
শুন তুঁহু যদি লাখ কুলবতী
বিলাসে পাওসি সুখ।
মোর সুখ তাতে কোটি গুণ হৈতে
নাহি নাহি কিছু দুখ॥
এক ভিখ মাগি সরলে কহবি
না করবি লাজ ভয়।
চন্দ্রাবলী কত আদরে রাখত
কেমন পিরীতিময়॥
সুখের সাগরে যে রাখে তোমারে
সে মোর দোসর দেহ।
কহয়ে আনন্দ দাস এই রস
যে জানে সে জানে লেহ॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

তথারাগ

কমলিনী বাণী সুকোমল জিনি
শুনিয়ে রসিক মণি।
গদ গদ স্বরে কাতর অন্তরে
কহে জোড় করি পাণি॥
পিরীতি কি জানি ফিরি বনে বনে
গোধন পালন মতি।
তুমি প্রেমধাম প্রেমময়ী নাম
মুরতি পিরীতিবতি॥
প্রেমরসরূপ রসের স্বরূপ
তুমি প্রণয়ের ধাতা।
প্রেমের উদয় তোমা হতে হয়
তুমি প্রেমধন দাতা॥
বেদস্তুতি যত সেহ বিনিন্দিত
মধুর ভৎর্সনে তোর।
তোর প্রেমরীতে নাগরালি ইথে
বাড়ে কত শত মোর॥
জনমে কখনো কাহারো অধীন
ঋণী নহি কারো ধনি।
এহেন সুলেহ দিয়া নিজ দেহ
তুমি করিয়াছ ঋণী॥
তুমি কহ ধনী কিরূপে অঋণী
হইব পুরিবে আশ।

* যমি-জলে—যম ভগিনী যমুনার জলে

গৌর হবে যবে শোধ যাবে তবে
কহয়ে আনন্দ দাস॥ ২॥

সুবল মিলন

টোড়ী

বিনোদিনী রাই গৃহে রন্ধনে আছিলা।
আচম্বিতে সুবলেরে দুয়ারে দেখিলা॥
দু ঝুঁটি চুলের গুচ্ছ বাঁন্ধি উচ্চ করি।
হেম থালি হাতে করি বেড়াইল কিশোরি॥
সুবল দেখিয়া রাইএর আনন্দিত মন।
কি কারণে আইলি সুবল কহ বিবরণ॥
কখন না দেখি তোমায় আমার ভবনে।
আজ তুমি আইলা বল কিসের কারণে॥
এখনি গোঠেতে গেলি কেন ফিরে এলি।
কেমন আছেন মোর প্রাণ বনমালি॥
সুবল কহয়ে শুন নবীন কিশোরি।
এতক্ষণ কিবা হইল কহিতে না পারি॥
তব কুন্ডতীরে শ্যাম তোমার লাগিয়ে।
সদা ধ্যান করে প্রেমে কান্দে ফুকারিয়ে॥
অচেতনে পড়ে আছে তব কুন্ডতীরে।
বিপরীত দেখে আইলাম কহিতে তোমারে॥
তব নাম শ্রবণেতে ডাকিয়া কহিলাম।
আবেশে নয়ন মেলি তাকাইল শ্যাম॥
কি কথা শুনাইলি সুবল কি কথা শুনাইলি।
কথা নয় যে দারুণ শেল মোর বুকে দিলি॥
দিবসে কেমনে যাব কহ দেখি শুনি।
ঘরেতে আছয়ে মোর পাপ ননদিনী॥
কথাতে কথাতে সদা তোলে বিসম্বাদ।
কহয়ে আনন্দ বড়ো দেখি পরমাদ॥ ৩॥

গতি গোবিন্দ

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র

পাহিড়া

নাচে পহুঁ নিত্যানন্দ ভুবন-আনন্দ-কন্দ
বৃন্দাবন গুণ শুনিয়া।
বাহু যুগ তুলি সঘনে বলে হরি
চলত মোহন ভাতিয়া॥
কিবা সে মাধুরী বচন-চাতুরী
রহত গদাধর হেরিয়া।
মাধব গৌরীদাস মুকুন্দ শ্রীবাস
গাওত সময় বুঝিয়া॥
নাচে নিত্যানন্দ চান্দ রে।
প্রেমে গদগদ চলে আধ পদ
ধরিয়া গদাধর হাত রে॥ ধ্রু॥
ও চান্দ বদনে হাস ঘনে ঘনে
অরুণ লোচন-ভঙ্গিয়া।
কুসুম-হার হৃদি দোলত
সুঘর সহচর সঙ্গিয়া॥
রাতুল চরণে মঞ্জীর বাজত
রঙ্গের নাহিক ওর।
মনের আনন্দে শ্রীনিবাস সুত
এ গতি গোবিন্দ ভোর॥ ১॥

গান্ধার

নিতাই-সুন্দর অবনী-উজোর
চরণে নূপুর বাজে।
গৌর-অঙ্গ হেরি পুরব স্মওরি
যেন বৃন্দাবন মাঝে॥
নিতাইর নিছনি লইয়া মরি।
ছাড়ি বৃন্দাবন নিকুঞ্জ-ভবন
অতি-দুরাচার-তারী॥ ধ্রু॥
বসুধা জাহ্নবা সঙ্গেতে লইয়া
শীতল-চরণ-রাজে।
হেলায় তারিলা এ গতি গোবিন্দে
এ তিন লোকের মাঝে॥ ২॥

মাথুর

তথারাগ

মাধব তোঁহে কি বোলব আর।
জগতে লোটায়লি ধনিক কলেবর
শোভা রতন ভাণ্ডার॥
চমরি লইল কেশ বিদ্যাধরী নিল বেশ
অঙ্গ শোভা নিল শশিকলা।

মৃগী নিলে দুটি আঁখি ভুরু নিলে খঞ্জন পাখি
মৃদু হাসে লইল চপলা॥
বিম্ব নিল ওষ্ঠাধর নাসা নিল খগবর
দশন জ্যোতি লইল মুকুতা।
গৃধিনী লইল কর্ণ চম্পক লইল বর্ণ
তোমার রাধার এতেক বিতথা॥
কুচ যে কনয়া গিরি শ্রীফল করিল চুরি
ভুজ নিল পঙ্কজ মৃণালে।
রামরম্ভা জিনি উরু চলন মাধুরী চারু
রাজহংস চুরি করিল ভালে॥
ব্রজে রাধা একা পাইলা সবে মেলি লুটি লইলা
শুন শুন নিঠুর মাধাই।
এ গতিগোবিন্দ ভণে ধরি তোমার শ্রীচরণে
একবার চল ব্রজে যাই॥ ৩॥

দলপতি

মিলন

কামোদ

মান-দহনে মোর তনু ভেল জরজর
শুতলুঁ মন্দির মাঝ।
কানু নিয়ড়ে আসি চরণ সম্বাহই
ঐছন বিদগধ-রাজ॥
সো কর কিশলয় পরশে তনু আকুল
সখি বলি করিলুঁ সম্ভাষ।
বাহু পসারি আলিঙ্গি মুখ চুম্বই
পুন মুখ হেরি লহু হাস॥
সজনি কি কহব তাকর কাজ।
যে ছিল মনোরথ কয়লহুঁ অভিমত
কহইতে নাহি রহে লাজ॥ ধ্রু॥
ঐছে রসিক সঞে যো ধনি রোখয়ে
কৈছন তাকর চীত।
হাম পুন তা সঞে কবহুঁ না রোখব
দলপতি কহ বিপরীত॥ ১॥

সালবেগ

মিলন

বায়ে সখীগণ বিবিধ বাজন
বায়ে অতি অনুপাম রে।
মৃদঙ্গ চঙ্গ উপাঙ্গ সুমধুর
সপ্তসুর তিন গাম রে॥
কোই নাচত তাল বজায়ত
নাচত শ্যামা শ্যাম রে।
আনন্দে তরঙ্গিত বহই যমুনা
এ রূপ সখি সুখ ধাম রে॥
নব নাগর কানুরাধা সে তরুণী।
নব জলধরে কিয়ে শোভিত দামিনী॥
মোহিত নারদ সুর-নর-মুনি
মোহিত ব্রহ্মা শঙ্করে।
চাঁদ কিরণহি বিকশি কুমুদিনী
শোভিত শ্যাম সরোবরে॥
হংস সারস রব কি তাণ্ডব
ডাহুকি শবদ মনোহরে।
সালবেগ পিয় নিরখি লাবণি
বরণি নহি কছু হোয় রে॥ ১॥

নবকান্ত

ফাগুরঙ্গ

আশাবরী

অঞ্জলি ভরি ফাগু লেই সখিগণে।
রাই কানুর অঙ্গে দেই ঘনে ঘনে॥
দোলোপরি দুহুঁ দোলত ভাল।
গাওত কোই সখি ধরি তাল॥
বাওত কত কত যন্ত্র সুরঙ্গ।
বীণ রবাব স্বর-মণ্ডল উপাঙ্গ॥
শোভিত তরুকুল বিকশিত ফুল।
ঝঙ্করু মধু-মদে সব অলিকুল॥
মলয় পবন বহে যামুন-তীর।
নাচত শিখিকুল কুঞ্জ-কুটীর॥

বিলসই তঁহি দোলোপরি কান।
ইহ নবকান্ত দুহুঁক গুণগান॥ ১॥

নবচন্দ্র

গোষ্ঠ

ভাটিয়ারী

ভালি রে গোপাল চূড়ামণি।
বংশীবটের মাঠে গোঠের সাজনি॥
বান্ধিয়া মোহন চূড়া গুঞ্জার আটনি।
বরিহা বকুল মালে ঈষৎ টালনি॥
গলায় ফুলের দাম গো ধূলি সব গায়।
নাচিয়া যাইতে সে মঞ্জীর বাজে পায়॥
মণিময় আভরণ শ্যাম কলেবর।
তড়িতে জড়িত যেন নব জলধর॥
সভার সমান বেশ নাটুয়া-কাচনি।
সঘনে পবন-বেগে ফিরায় পাচনি॥
ব্রজ বালকের সঙ্গে রঙ্গে চলি যায়।
নবচন্দ্র দাস পায় পড়িয়া লোটায়॥ ১॥

সারঙ্গ

মোহন যমুনা মাঠে অশোকের বন।
নবীন পল্লব সব অতি সুশোভন॥
তার মধ্যে দুই ভাই কৃষ্ণ বলরাম।
সখা সঙ্গে বিহরয়ে অতি অনুপাম॥
নবীন-জলদ-শ্যামতনু মনোহর।
ধাতু-রাগ নব-গুঞ্জা-শৃঙ্গ-বেণুধর॥
কদম্ব-মঞ্জরী কানে শিখি-চন্দ্রচূড়ে।
পীতবাস-পরিধান বন মালা উরে॥
শ্রীদামের অংসে বাম হস্তপদ্ম দিয়া।
দক্ষিণ হস্তেতে এক পদ্ম ঘুরাইয়া॥
দাঁড়াইয়া তরুতলে সঙ্গে বলরাম।
নব মেঘে চান্দে কিয়ে ভেল এক ঠাম॥
আহীর বালক সব বেঢ়ি চারি পাশ।
মনের হরিষে দেখে নবচন্দ্র দাস॥ ২॥

শ্রীরাগ

পীত-ধটী হেম-কাঁঠি মোহন চূড়া মাথে।
গাভী-দোহন-ভাণ্ড শোভে বাম হাতে॥
শিঙ্গা বেণু মুরলী দক্ষিণ কক্ষ মূলে।
ধবলি বলিয়া ধায় কালিন্দীর কূলে॥
লম্বিত গুঞ্জার মালা গোরোচনা ভালে।
গোধূলি-ধূসর অঙ্গ কানে ফুল-ডালে॥
ছান্দনের ডুরি আর রাঙ্গা লড়ি হাতে।
নবচন্দ্রদাস রহে চাহি এক ভিতে॥ ৩॥

নবদ্বীপচন্দ্র

গৌরাঙ্গ বন্দনা

তথারাগ

শ্রীচৈতন্য বিশ্বম্ভর গৌরচন্দ্র গৌর।
শ্রীগৌরাঙ্গ গৌরহরি গৌর কিশোর॥
গদাধর-প্রাণনাথ পণ্ডিত নিমাই।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শচীসুত বলি গাই॥
জগন্নাথ মিশ্র-পুত্র বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণ।
নবদ্বীপচন্দ্র দাস লও এই নাম॥ ১॥

নৃসিংহ

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

সুহিনী

নব-নীরদ-নীল সুঠান তনু।
ঝলমল ও মুখ চান্দ জনু॥
শিরে কুঞ্চিত কুন্তল-বন্ধ ঝুটা।
ভালে শোভিত গোময়-চিত্র ফোঁটা॥
অধরোজ্জ্বল রঙ্গিম বিন্দু জিনি।
গলে শোভিত মোতিম-হার-মণি॥
ভুজ লম্বিত অঙ্গদ মণ্ডনয়া।
নখ চন্দ্রক গর্ব্ব-বিখণ্ডনয়া॥
হিয়ে হার রুরু-নখ রত্ন জড়া।
কটি কিঙ্কিণি ঘাঁঘর তাহে মড়া॥

পদ-নূপুর ঝঙ্করাজ সুশোভে।
থল-পঙ্কজ-বিভ্রমে ভৃঙ্গ লোভে॥
ব্রজ বালক মাখন লেই করে।
সভে খায়ত দেয়ত শ্যাম-অধরে॥
বিহরে নন্দ নন্দন এ ভবনে।
পদ-সেবক দেব নৃসিংহ ভণে॥ ১॥

শ্রীগান্ধার

ব্রজ-নন্দকি নন্দন নীলমণী।
হরি-চন্দন-তীলক ভালে বনী॥
শিখি-পুচ্ছকি বন্ধনি বামে টলী।
ফুল-দাম নেহারিতে কাম ঢলী॥
অতি কুঞ্চিত কুন্তল লম্বি চলী।
মুখ নীল-সরোরুহ বেঢ়ি অলী॥
ভুজ-দণ্ডে বিমণ্ডিত হেমমণী।
নব বারিদ বিদ্যুত থীর জনী॥
অতি চঞ্চল লম্বিত পীত ধটী।
কল-কিঙ্কিণি সংযুত খীন কটী॥
পদ-নূপুর বাজত পঞ্চ-স্বরং।
কর-বাদন নর্ত্তন গীত বরং॥
পদ-নূপুর বাজত পঞ্চরসে।
কিবা বেণু বেয়াপিত দীগ দশে॥
যোগি যোগ ভুলে মুনি ধ্যান টলে।
ধায় কামিনি কাননে তেজি কুলে॥
গজ সর্প সঞে গিরিরাজ চলে।
সুখ সাজে-ভূ-বীরুধ পুষ্প-ফলে॥
সুর অসুর লজ্জিত শান্ত মনে।
পদ-সেবক দেব-নৃসিংহ ভণে॥ ২॥

ধরণীদাস

শ্রীনিবাস বন্দনা

মঙ্গল

অনুখন গোর প্রেম-রসে গরগর
ঢর ঢর লোচনে লোর।
গদ গদ ভাষ হাস খনে রোয়ত
আনন্দে মগন সঘনে হরি-বোল॥
পহু মোর শ্রীশ্রীনিবাস।
অবিরত রামচন্দ্র পহু বিহরত
সঙ্গে নরোত্তম দাস॥ ধ্রু॥
ব্রজপুর চরিত সদত অনুমোদই
রসিক ভকতগণ পাশ।
ভকতি-রতন ধন যাচত জনে জন
পুন কি গোর পরকাশ॥
ঐছে দয়াল কবহুঁ নাহি হেরিয়ে
ভুবন চতুর্দ্দশ মাঝে।
দিন হিন পতিতে পরম পদ দেয়ল
ধরণি বঞ্চিত নিজ কাজে॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

তথারাগ

নবঘন পুঞ্জ-পুঞ্জ জিতি সুন্দর
অনুপম শ্যামর-শোভা।
পীত বসন জনু বিজুরি বিরাজিত
রমণী-চাতক-মন-লোভা॥
পেখলুঁ সুন্দর নন্দ-কিশোর।
কালিন্দী-তীরে ধীরে চলি আওত
রাধা-রতি-রসে ভোর॥
মণিময়-হার বিরাজিত উর পর
ভালে শোভে চন্দন-বিন্দু।
নীল গগনে জনু নখত বিরাজিত
তাহে উজোরল ইন্দু॥
ভুজযুগ কাল-ভুজগ জনু দোলত
কর-তল ফণহুঁ পসারি।
রসবতি-পীন-পয়োধর দংশই
ধরমহি-ভেক-আহারি॥
পদ-পঙ্কজ পর মণিময়-নূপুর
চলত নাচনে ঘন বাজে।
ধরণিক আশ খণহি খণ পূরই
ঐছে মুরতি হিয়া মাঝে॥ ২॥

রসোদ্‌গার

সিন্ধুড়া

সই নিরবধি কত পড়ে মনে।
শ্যাম বন্ধু বিনু না রহে মোর তনু
সোয়াস্ত নাহিক রাতি দিনে॥ ধ্রু॥
ধরিয়া আমার করে বৈসায় আপন কোরে
পুন দেই সিঁথায়ে সিন্দুর।
তাম্বুল সাজাঞা তোলে খাও খাও কত বোলে
কত গুণ কহিব বন্ধুর॥
ঝাড়িয়া বান্ধয়ে চুল বেঢ়িয়া মালতী ফুল
বসন পরাই আমা দেখে।
দেখিয়া আমার মুখ না জানি কি পায় সুখ
রসের আবেশে করে বুকে॥
হিয়ার উপরে ধরি কাঁপে পহু থরহরি
মুখে মুখ দিয়া ঘন কান্দে।
বিহি পোহাইলে রাতি মোরে ছাড়ি যাবা কতি
ধরণী থীর নাহি বান্ধে॥ ৩॥

নসির মামুদ

তুড়ী

চলত রাম সুন্দর শ্যাম
মধুর মধুর গতি সুঠাম
পাঁচনি কাচনি বেত্র বেণু
মুরলি খুরলি গান রি।
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি
তপনতনয়াতীরে কেলি
ধবলি শাঙলি আওরি আওরি
ফুকরি চলত কান রি॥
বয়েস কিশোর মোহন ভাঁতি
যৈছন ইন্দু জলদ-কাঁতি
চারু-চন্দ্রিকা গুঞ্জাহার
বদনে মদন-ভান রি।
আগম নিগম বেদ সার
লীলায় করত গোঠ-বিহার
নসির মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দান রি॥ ১॥

রসময় দাস

মাথুর

শ্রীরাধার উক্তি

গান্ধার

বাহুড়িয়া আইস বন্ধু পরাণ-পুতলি।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ করিছে বিকুলি॥
কত আঁখি পসারিব মথুরার পথে।
পাপিয়া পরাণ নাহি গেল তোমার সাথে॥
হেদে হে গোকুল-প্রাণ জীবন-ধন শ্যাম।
এক বেরি দরশন দিয়া রাখ প্রাণ॥
জনম অবধি দুখ আছে হিয়া ভরি।
দেখিলে তোমার মুখ সকলি পাসরি॥
একবার বাহুড়িয়া আইস ব্রজপুরে।
নিরখি তোমার মুখ দুখ যাউক দূরে॥
শীতল মন্দির মাঝে তোমা বসাইব।
যত মনের দুখের কথা সকল কহিব॥
কত দিনে পূরিবে হিয়ার অভিলাষ।
শ্যাম নিয়ড়ে চলু রসময় দাস॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতী

তিরোধা

রাইক ব্যাধি শুনহ বর কান।
যাহা শুনি গলি যায় দারু পাষাণ॥
উঠিছে কম্পের ঘটা বাজিছে দশন।
কণ্ঠ ঘড় ঘড় ভেল কি আর ভাবন॥
কণ্টকীর ফল যেন পুলক-মণ্ডলী।
ফুটিয়া পড়ল সব মুকুতার গুলি॥
নয়ানের জলে বহে নদী শতধারা।
পাণ্ডুর বরণ দেহ জড়িমার পারা॥
তুয়া নাম শ্রবণে ডাকিছে কোন সখী।
শুনিতে বিকল হিয়া না মেলয়ে আঁখি॥
ক্ষীণ তনু দেখিয়া বাঢ়িছে মন-ব্যথা।
ভাঙ্গিলে মুরছাখানি কি আর বা কথা॥
সখীগণ বেঢ়িয়া ডাকয়ে চারি পাশে।
কি হইতে কি করব রসময় দাসে॥ ২॥

ধানশী

বিরহে ব্যাকুল ধনি কিছুই না জানে।
আন-আন বরণ হইল দিনে দিনে॥
কম্প পুলক স্বেদ নয়নহি ধারা।
তানব মালিন্য বহু ভাব বিথারা॥
যোগিনি যৈছন ধ্যানি আকার।
ডাকিলে সম্মতি না দেই দশবার॥
উনমত-ভাতি ধনি আছয়ে নিচলে।
জড়িমা ভরল হাত পদ নাহি চলে॥
আধ আধ বচন কহিছে কার সনে।
পুন পুন পুছয়ে সবহুঁ তরুগণে॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া ক্ষেণে বাজায় মুরলী।
দেখিয়া কান্দয়ে সখী করিয়া বিকুলি॥
মথুরা মথুরা বলি উঠয়ে কাঁপিয়া।
ললিতার গলা ধরি পড়ে মুরছিয়া॥
হেন মতে বিরহিণী ভাবে বিভোর।
কি কহব রসময় না পাওল ওর॥ ৩॥

রাম

শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্র

তথারাগ

কীর্ত্তন-রসময় আগম-অগোচর
কেবল আনন্দ-কন্দ।
অখিল-লোক-গতি ভকত প্রাণ পতি
জয় নিত্যানন্দ চন্দ॥
হেরি পতিতগণ করুণ বিলোকন
জগ ভরি তারল অপার।
ভব-ভয়-ভঞ্জন দুরিত-নিবারণ
ধন্য ধন্য অবতার॥
হরি সংকীর্ত্তন মাতল জগ-জন
সুর নর নাগ পশুপাখী।
সকল বেদ-সার প্রেম-সুধা-রস
দেয়ল কাহু না উপেখি॥
ত্রিভুবন-মঙ্গল নাম-প্রেম-বলে
দূরে গেল কলি-আন্ধিয়ার।
শমন-ভবন পথ সবে এক রোধল
বঞ্চিত রাম দুরাচার॥ ১॥

রামকান্ত

শ্রীগৌরাঙ্গের অভিষেক

ধানশী

আনন্দ-কন্দ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র সঙ্গ।
প্রেমে ভাসি হাসি হাসি রোম-হর্ষ অঙ্গ॥
সীতানাথ লেই সাথ পণ্ডিত শ্রীবাস।
গদাধর দামোদর হরিদাস পাশ॥
হরিবোল উচ্চরোল কীর্ত্তনের সাথ।
গৌর-শির ঢালে নীর শান্তিপুরনাথ॥
অভিষেক সভে দেখ পরতেক পহু।
নৃত্য-গীত-আনন্দিত প্রেম-হাস্য লহু॥
ঘট ভরি ঢালে বারি গৌরচন্দ্র-মাথ।
শুদ্ধস্বর্ণ গৌরবর্ণ ভাব-পূর্ণ গাত॥
সুবিস্তার কেশভার চামরের ছান্দ।
মুখ-চন্দ-ভয়ে অন্ধকার যৈছে কান্দ॥
অঙ্গ মোছি বস্ত্র কোঁচি পরাইলা রামাই।
সিংহাসনে দিব্যাসনে বসিলেন যাই॥
অদ্বৈতচন্দ্র প্রেম-কন্দ পূজা কৈলা যত।
করি নিতান্ত রামকান্ত তাহা কৈবে কত॥ ১॥

রামচন্দ্র

শ্রীগৌরাঙ্গ

পহুঁ মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর রায়।
শিব শুক বিরিঞ্চি যাহার গুণ গায়॥
কমলা যাহার ভাবে সদাই আকুলি।
সো পহুঁ বলিয়া হরি কান্দে বাহু তুলি॥
পুরব নিগূঢ় প্রেমে পুলকিত অঙ্গ।
রামচন্দ্র কহে কে না বুঝে ও না রঙ্গ॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

মায়ুর

আঙ্গিনামে নাচত নন্দদুলাল।
চৌদিকে ব্রজবধূ নাচত গায়ত
বোলত থই থই তাল॥
থমকি থমকি মৃদু মন্দ মধুর গতি
ঘুঙ্গুর শবদ সুভাল।
বঙ্ক বলয় ধ্বনি নুপুর ঝন ঝনি
আধ আধ বোলে রসাল॥
ইন্দুবদন ঘন মরকত অঞ্জন
মোহন মুরতি তমাল।
ঈষৎ মধুর তঁহি গীম দোলায়নি
করপদপঙ্কজ লাল॥
ধরণী আনন্দিত অঙ্গ বিরাজিত
সুন্দর বালগোপাল।
রামচন্দ্রকে প্রভু অখিল কলাগুরু
ভকত জনক প্রতিপাল॥ ২॥

সখীশিক্ষা

ধানশী

সখী অবলম্বনে চলবি নিতম্বিনী
থম্ভবি নাথ সমীপে।
যদি হরি করে ধরি কোরে বৈঠায়ই
নিচোলে চালায়বি দীপে॥
সুন্দরি মান না রহয়ে উদাসে।
বদন আধ বিনু সাধ না পুরবি
কুচ দরশায়বি পাশে॥
বহু অনুরোধে পহুঁ কাতর দেখি
বিমুখে বৈঠবি বামে।
পাণি পরশে ঘন চমকিত চপলা
শেজ তেজি আন ঠামে॥
ভুজ যুগ জোড়ি মোড়ি করপল্লব
অম্বর সম্বরবি পীঠে।
দীন রামচন্দ্র ভণ অতি উৎকট
সঙ্কট বঙ্কিম দীঠে॥ ৩॥

রাম রায়

মঙ্গল আরতি

তথারাগ

এ দুহুঁ মঙ্গল-আরতি কী জে।
মঙ্গল নয়নে নিরখ ছবি লিজে॥
মঙ্গল-আরতি মঙ্গল-থাল।
মঙ্গল রাধা মদন গোপাল॥
শ্যাম গোরি দুহুঁ মঙ্গল-রাশি।
মঙ্গল-জোতি মঙ্গল পরকাশি॥
মঙ্গল-শঙ্খহি মঙ্গল-নিসান।
সহচরিগণ করু মঙ্গল-গান॥
মঙ্গল-চামর মঙ্গল ব্যবহার।
মঙ্গল-শবদে করয়ে জয়কার॥
মঙ্গল-সুখে কেহু কাহু বাখান।
কহ রামরায় তহিঁ ভগবান॥ ১॥

লক্ষ্মীকান্ত দাস

আক্ষেপানুরাগ

কামোদ

কি খেনে দেখিলুঁ গোরা নবীন কামের কোঁড়া
সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে।
কত না করিব ছল কত না ভরিব জল
কত যাব সুরধুনী-তীরে॥
বিধি তো বিনু বলিতে কেহ নাই।
যত গুরু-গরবিত গঞ্জন-বচন কত
ফুকরি কাঁদিতে নাহি ঠাঁই॥
অরুণ নয়ানের কোণে চাঞাছিল আমা পানে
পরাণে বড়শি দিয়া টানে।
কুলের ধরম মোর ছারে খারে যাউক গো
না জানি কি হবে পরিণামে॥
আপনা আপনি খাইলুঁ ঘরের বাহির হৈলুঁ
শুনি খোল করতালের নাদ।
লক্ষ্মীকান্ত দাস কয় মরমে যার লাগয়
কি করিবে কুল-পরিবাদ॥ ১॥

শচীনন্দন

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস

তথারাগ

পহুঁ মোর অদ্বৈত-মন্দির ছাড়ি চলে।
শিরে দিয়া দুটি হাথ কান্দে শান্তিপুর-নাথ
কিবা ছিল কিবা হৈল বলে॥ ধ্রু॥
কৃপা করি মোর ঘরে অবধৌত বিশ্বম্ভরে
কত রূপে করিলা বিহার।
এবে সেই দুই ভাই কি দোষে ছাড়িয়া যাই
শান্তিপুর করিয়া আন্ধার॥
অদ্বৈত-ঘরণী কান্দে কেশ-পাশ নাহি বান্ধে
প্রভু বলি ডাকে উচ্চ স্বরে।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে প্রেম-সংকীর্ত্তন রঙ্গে
কে আর নাচিবে মোর ঘরে॥
শান্তিপুর-বাসী যত তারা কান্দে অবিরত
লোটাঞা লোটাঞা ভূমিতলে।
শচীনন্দন ভণ শান্তিপুর হৈল যেন
পুরেবে শুনিলুঁ সে গোকুলে॥ ১॥

সদানন্দ

শ্রীগৌর মহিমা

মঙ্গল

অখিল ভুবন ভরি হরি রস বাদর
বরিখয়ে চৈতন্য মেঘে।
ভকত-চাতক যত পিও পিও অবিরত
অনুক্ষণ প্রেম-ধন মাগে॥
ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি মেঘের জনম তথি
সেই মেঘে করল বাদর।
উচা নীচা যত ছিল প্রেম জলে ভাসায়ল
গোরা বড় দয়ার সাগর॥
জীবেরে করিয়া যন্ত্র হরি-নাম মহামন্ত্র
হাতে হাতে প্রেমের অঞ্জলি।
অধম দুর্গত যত তারা হৈল ভাগবত
বাড়িল গৌরাঙ্গ ঠাকুরালি॥
জগাই মাধাই ছিল তারা প্রেমে উদ্ধারিল
হেন জীবে বিলায়ল দয়া।
দাস সদানন্দ বলে কেনে রৈলুঁ মায়া জালে
প্রভু মোরে দেহ পদ-ছায়া॥ ১॥

সুরদাস

গোবিন্দের রূপ

তথারাগ

গোবিন্দ-মুখারবিন্দ
নিরখি মন বিচারোঁ।
চন্দ্র কোটি ভানু কোটি
মদন কোটি ওয়ারোঁ॥
সুন্দর কপোল লোল
পঙ্কজ দল-নয়না।
অধর বিম্বু মধুর হাস
কুন্দ কলিক-দশনা॥
মণিকুন্ডল মকরাকৃত
অলক-ভৃঙ্গপুঞ্জা।
কেশোরকে তিলক বৈনো
সোনে মড়ি গুঞ্জা॥
নব জলধর তড়িদম্বর
গলে বনমালা শোহে।
লীলা-নট সুরকে প্রভু
রূপে জগ-মন-মোহে॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

ধানশী

পেখলুঁ একহি অদভুত রাগ।
যুগল কঞ্জল পর গজবর গীরত
তা পর সিংহ করত অনুরাগ॥ ধ্রু॥
তহি পর সরোবর তা পর গিরি-বর
গিরি ফুলে কঞ্জ-মৃণাল।
রসিক কপোত বসই তহি উপর
অরুণ-অমৃত-ফল ভাল॥

ফল পর পুহুপ পুহুপ পর পল্লব
তা পর শুক-মৃগ-ভাগ।
যুগল ধনুক বসই তঁহি উপর
তা পর ফণা-ধর নাগ॥
ইহবিধ শোভা রহত নিশি-বাসর
কবহুঁ না করত তিয়াগ।
সূর দাস পহুঁ রসিক-শিরোমণি
বাঢ়হু সিন্ধু সোহাগ॥ ২॥

ঝুলন-লীলা

ধানশী

সভে মেলি ঝুলন যাই হিঁডোর।
বংশী-বট তট সব সখি ভোরা
ঝুলত নন্দ-কিশোর॥ ধ্রু॥
সখি-গণ সঙ্গহি চলু বৃখভানু-সুতা
বায়ত মৃদঙ্গ-মন্দিরা।
তাম্বুল করপুর হার মনোহর
ভেটব পীতম প্যারা॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গীত গাওত
হরি-গুণ-গানে সব ভোরা।
সুরদাস-প্রভু তুহারি দরশকো
ঢুঁড়ত নয়ন-চকোরা॥ ৩॥

সৈয়দ মরতুজা

বেলাবলি করুণ

শ্যাম বন্ধুচিত-নিবারণ তুমি।
কোন শুভদিনে দেখা তোমা সনে
পাসরিতে নারি আমি॥
যখন দেখিয়ে এ চান্দ-বদনে
ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আনচান
দণ্ডে দশ বার মরি॥
মোরে কর দয়া দেহ পদ ছায়া
শুনহ পরাণ-কানু।
কুলশীল সব ভাসাইলুঁ জলে
প্রাণ না রহে তোমা বিনু॥
সৈয়দ মরতুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রৈলুঁ তুয়া পায়ে
জীবন মরণ ভরি॥ ১॥

স্বরূপচরণ

রূপোল্লাস

বিহগড়া

দেখ বিনোদিনি মরকত-মণি
ইন্দীবর জিনি আভা।
জিনি বিধু-বর বদন সুন্দর
নয়ন কমল-শোভা॥
দেখিতে জুড়ায় প্রাণ।
যেন নব-ঘন বিজুরি-শোভন
নবীন নাগর কান॥ ধ্রু॥
বাম পদোপর অতি মনোহর
দক্ষিণ-চরণ ধরে।
ত্রিভঙ্গ সুন্দর স্থকিত-কন্ধর
অতিশয় শোভা করে॥
বঙ্কিম নয়ন ভুবন-মোহন
বঙ্কিম চাহনি চায়।
ভ্রু-যুগ ভ্রমর নাচে নিরন্তর
মৃদু-মৃদু মুচকায়॥
রঙ্গিম-অধরে দেখ বংশী ধরে
অঙ্গুলি নাচিছে তায়।
আনন্দ-নিচয় অগ্রে বিরাজয়
স্বরূপচরণ গায়॥ ১॥

হরিরাম দাস

নির্হেতু মানে গৌরচন্দ্র

বরাড়ী

অপরূপ গৌরাঙ্গের লীলা।
সুরধুনী-সিনানে চলিলা॥

রাধিকার ভাব হইল মনে।
ঘন চাহে কাল জল পানে॥
নিজ প্রতিবিম্ব দেখি জলে।
কোপিত অন্তরে কিছু বলে॥
ঢীট নাগর শ্যাম রায়।
আন জন সহিতে খেলায়॥
কোপ করি চলে নিজ বাসে।
কহে কিছু হরিরাম দাসে॥ ১॥

শ্রীনিত্যানন্দ মহিমা

তথারাগ

নিতাই করুণাময়-অবতার।
দেখিয়া দীনহীন করয়ে প্রেমদান
আগম নিগমের সার॥
সহজে ঢলঢল সজল-নিরমল
কমল জিনিয়া আঁখি-শোভা।
বদন-মণ্ডল কোটি শশধর
জিনিয়া জগ-মন-লোভা॥
অঙ্গ সুচিকণ মদন-মোহন
কণ্ঠে শোভে মণিহার।
বচন-রচন শ্রবণে দূরে গেল
পাতকী-মন-আন্ধিয়ার॥
নবীন-করি-কর জিনিয়া ভুজ-বর
তাহে শোভে হেমদণ্ড।
হেরিয়া সবলোক পাসরে দুঃখ শোক
খণ্ডয়ে হৃদয় পাষণ্ড॥
নিতাইর করুণায় অবনী ভাসল
পূরল জগমন-আশ।
ও প্রেম লবলেশ- পরশ না পাইয়া
কান্দয়ে হরিরাম দাস॥ ২॥

ভবানী দাস

দান

হারের মূল্যে তোমার সব গায়ে নাঞি।
গরুর রাখাল হঞা এতেক বড়াঞি॥
মিনতি করিয়ে কানাই বলি তোমার আগে।
না গেলে মথুরা রাজার যোগান ভাঙ্গে॥
যদিবা যাইতে নাহি দিবে মথুরাকে।
না যাব মথুরা আজি যাইব ঘরকে॥
ঘরে যাইয়া জানাইব আপনার কান্তে।
কহিব তাহাকে আমি সকল বৃত্তান্তে॥
যদিবা করিতে পারি ইহার নির্ণয়।
তবে সে মথুরা যাব কহিলু নিশ্চয়॥
বেলি অবসান দেখি সব গোপনারী।
ফিরিঞা আইলা সভে গোকুল নগরী॥
ভবানী দাস বোলে দান মধ্যম খণ্ড।
রাধাকৃষ্ণ পরিহাস্য অমৃতের ভাণ্ড॥ ১॥

রঘুনাথ নৃপতি

রসালস

অতিহু নিদাস অতি অলসানি।
সখী উঠাওনে গয়ো বিহানি॥
উলটি বেশর লট পটানি।
মোতিম হার টুটি ছিতরানি॥
শিথিল বিথিল অলক কটি ডোরি।
কনকলতা মানো পওনে ঝকোরি॥
সখী উঠাওত মুসকানি থোরি।
উঠহল কানুকে রুঠ নেহারী॥
হেরি সখীমুখ উঠল লজানি।
নৃপ রঘুনাথ মনহি সমানি॥ ১॥ *

১ * (প্রিয়তমের সঙ্গে রজনী জাগিয়া) অতি ঘুমে শ্রীমতী রাধার দেহ অত্যন্ত আলস্যমগ্ন। সখী সকালে উঠাইতে গেলেন। (দেখিলেন) নাসার বেশর উলটিয়া (নাসারন্ধ্রে) লপ্‌টাইয়া রহিয়াছে। মতিহার ছিঁড়িয়া কোথায় ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। অলকদাম এবং মেখলা শিথিল ও বিস্রস্ত (এলোমেলো) হইয়াছে। মনে হইতেছে কনকলতাকে পবনে (প্রবল বায়ুতে) ঝাঁকি দিয়া গিয়াছে। সখী মৃদু হাসিয়া শ্রীরাধাকে উঠাইলেন। (সখীর হাসি দেখিয়া) কানাইয়ের পানে কোপ কটাক্ষে চাহিয়া শ্রীমতী উঠিলেন। এবং সখীর মুখ দেখিয়া লজ্জিতা হইলেন। নৃপ রঘুনাথ মানস দৃষ্টিতে দেখিয়া (শ্রীমতীর এই রূপকে) সম্মান দেখাইতেছেন।

যব হরি পুরী মথুরা গেল
দুখদে অতনু অধিক ভেল
সব সুখ গেল দূরে।
এ নব যৌবন বিফলে গেল
গুণি গুণি তনু ঝুরে
শুন সখি বলি তোরে॥
আর কার বামে দেয়ব ঠেস
উরে করি বেণী বনাব বেশ
অভাগিনী পাপিনীরে।
(কেবা) হায় বিনোদিনী
শ্যাম সোহাগিনী
বলিয়ে বসাব কোরে॥
যখন কোপেতে করিতু মান
কাতরে ধরণী লুঠত কান
গরবে না হেরি তারে।
সেই অভিশাপ
ফলল সজনি
পিয়া ছাড়ি গেল মোরে॥
শুন দূতি বলি বচন সার
ব্রজে কি নাগর আসিবে আর
তেজল নটবরে।
গাওত রঘুনাথ
নৃপতি ভেজহ
দূতী বরে॥ ২॥

স্বর্ণলালি

রূপানুরাগ

অসকালে গেলাম যমুনার কূলে।
বঁধুরে হেরিলাম নীপ তরুমূলে॥
দলিতাঞ্জন চিকণ রূপ।
আ মরি মরি রসের ভূপ॥
কেনে সে রূপে সখী দিলাম আঁখি।
নয়ন মন মোর হইল পাখী॥
উড়িয়া বসিলাম সে রসকূপে।
আঁখি প্রাণ মোর হারাইল রূপে॥
নবীন মেঘেতে বিদ্যুৎছটা।
হস্তে পদে দেখি চাঁদের ঘটা॥
মুখখানি দেখিলাম পূর্ণিমার চাঁদ।
তরুণীর মন নয়ন ফাঁদ॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়ে আছে।
পাঁজর কাটিয়া হৃদয়ে নাচে॥
মন মুরছি মরিয়াছিল।
কাঁখের কলসী খসিয়া গেল॥
অস্থির ঘরেতে আসিতে নারি।
আঁধুয়া হইয়া পথেতে ফিরি॥
কেহ সঙ্গে নাই মাত্র একাকি।
অসকাল হইল করিব কি॥
অনুসারে যদি আইলাম ঘরে।
কলসী না দেখি ভর্ৎসনা করে॥
গেহ হইল মোর দুর্গম বন।
কি করি সখী ঘরে না রহে মন॥
দুর্গম বনেতে সব জন্তু রয়।
গেহ বনে মোর গুরুজনার ভয়॥
সে কালা বিনে আমার প্রাণ না রয়।
ফুকারি কহিবার সে কথা নয়॥
স্বর্ণলালি কহে শোনহে ধনি।
কানুর প্রেমে তুমি হও শিরোমণি॥
চল অভিসারে রাজারি বালা।
যতনে আনিয়া মিলাইব কালা॥ ১॥

অভিসার

সেখানে এখানে একই দেখি।
যুগল পিরীতের এই সে সাখী॥
উঠিয়া চলহ অভিসারে যাই।
শুনি ধনী উৎকণ্ঠায় ধাই॥
দুই সখী দুই পাশেতে যায়।
প্রেম অনুরাগে রাধিকা ধায়॥
কত দূরে গিয়ে পাইল বৃন্দাবন।
নয়নে দেখিল কৃষ্ণ প্রাণধন॥
মন্দির দ্বারেতে দাঁড়াল কিশোরী।
শ্যামচাঁদ উঠি আইল আগুসারি॥
আহা মরি মরি প্যারী আইল।
বিষময় তনু অমৃত হইল॥

তবে শ্যাম নিজ করেতে ধরি।
ধরি বসাইল পালঙ্ক পরি॥
নিজ বাসে দুটি চরণ ঝাড়ে।
কতেক আলিঙ্গন চুম্বন করে॥
মনের বিরহ গেল সব দূরে।
হাসিয়া বসিল বঁধুর কোড়ে॥
বঁধুর অঙ্গে হেলান দিল।
দুহুঁ তনু দুহুঁ একই হইল॥
হাস্য পরিহাস কতেক রঙ্গে।
অনঙ্গ মাতিল রসের তরঙ্গে॥
দুজনে ঢালিল পালঙ্কে গা।
স্বর্ণলালি বৃন্দে করিছে বা॥
পথের শ্রম মনেতে জানি।
উরু পরে ধরে চরণ দুখানি॥
দুজন দেখিয়া অলসে ভোর।
চরণ রাখিয়া উঠিল সত্বর॥
সত্বর আসিয়া দাঁড়াইল পাশে।
দুজনার বিলাস সুখেরি আশে॥ ২॥

মিলন

দেখ দেখ সখি নিকুঞ্জ মন্দিরে
বিনোদী বিনোদ রঙ্গ।
নবীন কিশোরী নবীন প্রেম
নবীন মদন সঙ্গ॥
আধ শিরে শোভে বেণী ভুজঙ্গিনী
খেলিছে কতেক রঙ্গে।
আধ শিরে কিবা ময়ূরে নৃত্য করে
ময়ূরিণী করি সঙ্গে॥
ভ্রমর চকোর আসিয়া মিলল
দোঁহে করে মহা দ্বন্দ্ব।
ভ্রমর কহয়ে কমল উদয়
চকোর কহিছে চন্দ॥
যাহার যেমন ভাবের উদয়
সে দেখে তেমন রঙ্গে।
আধ গলাতে মোতিম হার
বনমালা আধ অঙ্গে॥
এক করেতে নীলমণি চুড়ি
এক করে শোভে বালা।
দোঁহার অঙ্গ আধ আধ হইল
এ কি বিষম জ্বালা॥
আধ কটিতে পীত বসন
নীল শাড়ী আধ বেড়া।
নবীন তমালে জাম্বুনদ লতা
জানুর উপরে জড়া॥
এক চরণে মঞ্জীর বাজয়ে
যাবক অতি সাজে।
এক চরণে সোনার নূপুর
রুনু ঝুনু ঝুনু বাজে॥
দেখিয়া সখীর বিস্ময় হইল
রসবতী রসরাজে।
ডালেতে বসিয়া শুক শারী দোঁহে
আনন্দেতে গুণ গাজে॥
স্বর্ণলালি কয় রাই শ্যামের
প্রেম সুখরস আশে।
দোঁহার বিলাস দেখয়ে রঙ্গে
রসের তরঙ্গে ভাসে॥ ৩॥

গৌরাঙ্গদাস

রাস-লীলা

পূরবী

নীল-নব-ঘন রূপ শোহন
শ্রবণ-কুণ্ডল-দোলনি।
কনক-কামিনি থীর দামিনি
মধুর-মধুরিম বোলনি॥
দেখ সখি মূরতি মোহন-মোহনি।
চারু-চিত্রিত বেশ বিরচিত
পীত নীল-পট-শোহনি॥ ধ্রু॥
মত্ত-কুঞ্জর গমন মন্থর
রাজ-হংসিনি-গামিনি।
কেলি-তাণ্ডব তাল-পণ্ডিত
মুখর-মঞ্জীর-বাজনি॥
পুলিন-বিপিনে কুঞ্জ-ভবনে
বেকত মনমথ-ভাতিয়া।

দাস গৌরাঙ্গ চরণ পল্লব
সতত রহু মতি মাতিয়া॥ ১॥

সম্ভোগ

কেদার

নাগরি নওল নওল বন-নাগর
নব-নব সঙ্গিনি সঙ্গে।
মরকত-রতন কনক-নব-দরপণ
কেলি-রভস-রস-রঙ্গে॥
জয় জয় সুন্দর যুগল-কিশোর।
দুহুঁ-অবলোকনে দুহুঁ-তনু পুলকিত
কো কহু প্রেমক ওর॥ ধ্রু॥
দুহুঁ-মুখ-চন্দ্র- সুধা-অবগাহনে
দুহুঁ দুহুঁ নয়ন-চকোর।
ভুজে ভুজ-বন্ধন ঘন পরিরম্ভণ
মদন-কলা-রসে ভোর॥
বিগলিত কেশ বেশ কুসুমাবলি
বিগলিত নীবি-নিবন্ধ।
বাজত বলয় নূপুর মণি-কিঙ্কিণি
মনমথ-সমর-সুছন্দ॥
শ্রম-জল দুহুঁক কলেবর লাগল
মণিময় মঞ্জীর বাজে।
রতি-অবসানে অবশ দুহুঁ কলেবর
বৈঠল কুসুমিত-শেজে॥
ললিতা নিজ করে দুহুঁ মুখ মোছই
বেশ বসন পহিরায়ে।
দুহুঁকর কেশ কবরি দেই সম্বরি
ভালে তিলক নিরমায়ে॥
সেবন করই রূপ-রতি-মঞ্জরি
তাম্বুল দেই দুহুঁ-বয়নে।
ঘন-চন্দনে করু তনু অনুলেপন
বীজই শীতল পবনে॥
চরণ-সম্বাহন করতহি সেবনি
উলসিত চিত অভিলাষে।
সো রূপ চরণ হৃদয় করি ধারণ
কহতহি গৌরাঙ্গ দাসে॥ ২॥

কান্তদাস

মাথুর, ভাবোল্লাস

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

সিন্ধুড়া

কানুর বিরহে বিরহিণী ধনি
ভাবগত মন তার।
ভাবে অনুমান হয় বর্ত্তমান
ভাবোল্লাসে চমৎকার॥
ভাবের ডুবারু ভাব গত হৈলে
ভাবিলেই হয় কাজ।
ভাবোল্লাসে ধনি বন্ধুরে পাইল
হৃদয় মন্দির মাঝ॥
ভাবোল্লাসে ধনি বন্ধুরে পাইয়ে
ভাবে গদগদ কয়।
ব্রজের প্রদীপ নিভাইয়া কহ
মথুরা যেতে কি হয়॥
বল দেখি হিয়া বেন্ধছ কি দিয়া
ধর্ম্মভয় নাহি বুকে।
নারীবধে ভয় নাই হে তোমার
পাষাণে জল কি ঢুকে॥
পিরীতি রসের রসিক বোলায়
পিরীতি বহিতে নার।
তোমার মমতা এই রসিকতা
অবলা বধিতে পার॥
শুন গিরিধারি মথুরা বিহারী
নারী বধে নাহি ভয়।
পিরীতি করিয়া তোমারে ভজিলে
শেষে কি কাঁদিতে হয়॥
পিরীতি করিলা কেন দুঃখ দিলা
বিরহ বেদনা দিয়া।
তুমি ত কঠিন কপট তোমার
কালিয় কুটিল হিয়া॥
বিরহ বেদনা তুমি ত জাননা
তোমারে কি তাহা বাজে।
মোর দু কুলের কপাট ভাঙ্গিয়া
ব্রজ ছাড়ো কোন লাজে॥

সেই রসিকতা পিরীতি মমতা
দরদি হইলে রাখে।
পিরীতি রতন রসের গঠন
গরবেতে কি হে থাকে॥
পিরীতের দায় প্রাণ ছাড়া যায়
পিরীতি ছাড়িতে নারে।
পিরীতি রসের পশরা তাহা কি
রাখালে বইতে পারে॥
বল দেখি তুমি কোন লাজে ধর
রসিক নাগর নাম।
তোমার হৃদয় কঠিন কপট
রসিকতা কই শ্যাম॥
যে জনা রসিক রসে ঢর ঢর
মরমী যে জন হয়।
হে-রে-রে-রে বলে ধবলী হাঁকারে
সে জন রসিক নয়॥
রসিকের রীত সহজে সরল
রাখালে কি তাহা জানে।
কান্ত কহে কানু রাই-এর গঞ্জনা
সুধাসম করি মানে॥১॥

শ্রীকৃষ্ণের আত্মনিবেদন

সিন্ধুড়া

বৃন্দাবনে রাই আমি হে
সদাই বাঁধা যে তোমার ঠাঁঞি।
প্রেম পিঁজিরায় বেন্ধেছ কিশোরি
যাবার পথ যে নাই॥
মোর বামে তুমি প্রাণেশ্বরি
আমি বদন ফিরায়ে চাই।
কিশোরি তোমার রূপের মাধুরী
দেখিতে নয়ন বেঁকেছে রাই॥
কিশোরি তোমার বাঁকা চাহনিতে
আমার নয়ন বেঁকেছে বামে।
ধড়ার অঞ্চলে মুছাই তোমার
বদন যখন ঘামে॥
নিশি দিশি রাই সদাই খেয়াই
বাঁশীতে তোমার গুণ যে গাই।
তোমার নামের প্রেমামৃত রস
বাঁশির দ্বারাতে পাই॥
ছি আর আমার এ কালো বরণ
কেন বা রেখেছ কিশোরি।
প্রেম অনুরাগে চিতে সাধ লাগে
তব রূপ গুণ ধরি॥
কাজ কি আমার এই মোহন বাঁশী
ধড়া চূড়া বনমালা।
নাগরী হতে সাধ লাগে চিতে
নাগরালি বড়ো জ্বালা॥
ছি ছি তুমি আমার ঘুচাহ সুন্দরী
কালিয়া কুটিল নাম।
কান্ত কহে ক্রমে কিশোরীর প্রেমে
গৌর হইবে শ্যাম॥ ২॥

মন্মথ

কলহান্তরিতা

ললিত

সো পুন নাহ গরব-ভরে গরগর
ইহ বেদন নহি জানি।
সো মঝু সঙ্গি রঙ্গি সব সহচরি
সমুঝি না বোলত বাণি॥
সতি সতি কুলবতি-মতি অতি মন্দ।
প্রেম-তরঙ্গে অঙ্গ মঝু জরজর
কো কর অছু অনুবন্ধ॥ ধ্রু॥
মানে যতন করি প্রাণ খোয়ায়লুঁ
জ্ঞান সকলি ভেল চুর।
অদরশে তাক রহই নাহি পারই
সো কপট শঠ নট ক্রুর॥
নয়নক বারি ঢারি মহি গীরত
অবিরত দগধে পরাণ।
মনমথ ভণত তবহুঁ নহি সমুঝসি
পুন পুন আওত কান॥ ১॥

সখীর উক্তি

ধানশী

বর-চামীকর- গঞ্জি কলেবর
ইন্দীবর-সম হোই।
কুলবতি-গরব সবহু তুহু খোয়লি
ফুকরি ফুকরি ঘন রোই॥
সুন্দরি চিন্তা পরিহর দূরে।
সো শ্যামরু-রস কৈছন পরবশ
সাধি না পায়ব তোরে॥ ধ্রু॥
বরজ-সমাজ খোঁজ করি প্রতি ঘরে
না মিলব তুহারি সমানে।
রতি-পতি-সুকিরিতি ঐছে কলাবতি
এ জগতে নহে অনুমানে॥
অতয়ে নিবেদন রমণি প্রাণ-ধন
ছেদন করহ ইহ তাপে।
মনমথ বোলত রঙ্গ-তরঙ্গ-সুখ
তুয়া বিনু নাহি তিন লোকে॥২॥

বালা ধানশী

পল-এক বিরমহ রমণক পণ্ডিত
হাম যায়ব তছু ঠামে।
ব্রজ-কুল-নন্দন কৈছন শঠ পুন
বুঝব বচনক ভানে॥
এত কহি রঙ্গিণি চলত একাকিনি
দামিনি-দমন-সুকাঁতি।
গরবহি মাতি সাথি করি সুন্দরি
গতি করু মৃদু-মৃদু ভাঁতি॥
মদন-কুঞ্জ পর বৈঠি সুনাগর
হেরল সখিক বয়ান।
স্মরি নিজ দোষ ঘোষ-কুল-নন্দন
আদরে করল পয়ান॥
দূরহি রঙ্গিণি হেরি রসিক-মণি
ফেরি করল মুখ-চন্দ।
অদভুত পিরীতি চরিত অবলম্বই
মনমথ-মন ভেল ধন্দ॥ ৩॥

জয়চন্দ্রদাস

সুবল-মিলন

ধানশী

কিবা অপরূপ বেশ ধনী যে সাজিল।
সব বেশ হৈল পয়োধরে দাগা দিল॥
ভাবিতে ভাবিতে ধনী অনুমান করি।
ধবলীর বৎস এক লয় কোলোপরি॥
ছাপাইয়া পয়োধর বুকের কাঁচলি।
আনন্দে চলিলা রাই মিলিতে মুরারি॥
রাধা-কুণ্ড-তীরে আসি দিলা দরশন।
সুবল দেখিয়া শ্যামের চমকিত মন॥
কহ রে কহ রে সুবল তব কথা শুনি।
কি লাগিয়া নাহি আইল রাধা বিনোদিনী॥
সুবল বোলেন কানাই তোমার ধবলী।
তার পুষ্প-বন ভাঙ্গি খায়্যাছে কদলী॥
অরুণ নয়ন গায় বসন নাহি লয়।
আমাকে দেখিয়া সে যে কুবচন কয়॥
এতেক কহিয়া রাই বৈসে শ্যামের পাশে।
গদগদ স্বরে কহে জয়চন্দ্র দাসে॥ ১॥

শ্রীরাগ

রাধা বড় অভিমানী শুনিতে নারে তোমার বাণী
ঢুঁড়ি আইলাম দেখি তার রঙ্গ।
তাহার বচন শুনি বুঝিলাম অনুমানি
না হবে না হবে তোমা সঙ্গ॥
শুনিয়া সুবলের কথা মরমে পাইয়া বেথা
কান্দে কানু করিয়া করুণা।
হেদে রে সুবল ভাই আমি প্রাণে জীব নাই
রাই মোরে করিল বঞ্চনা॥
শ্রীমতীর কথা শুনি ভূমে পড়ে নীলমণি
করের বংশী লোটায় ধরণী।
কানুরে কাতর দেখি হাসে ধনী চন্দ্র-মুখী
প্রকাশিল যেন সৌদামিনী॥
ছাড়িয়া রাখাল বেশ প্রকাশিলা নিজ কেশ
করে ধরি তুলি শ্যাম-রায়।
দেখিয়া রাধার মুখ আনন্দে ভরিল বুক
জয়চন্দ্র দাসে গুণ গায়॥ ২॥

শ্রীরাগ

উঠ উঠ প্রাণ-নাথ মুঞি বড় অভাগী।
চরণে রাখহ নাথ এই বর মাগি॥
তোমা বিনে অনাথিনীর আর কেহ নাই।
অবশেষে পদ-তলে মোরে দিও ঠাঁই॥
তোমার চরণে থাকি হইয়া নূপুর।
চরণ তুলিতে বাদ্য কর সুমধুর॥
যোগী মুনি আদি যত চরণ ধেয়ায়।
ব্রহ্মাদি দেবতা যার অন্ত নাহি পায়॥
হেন চরণারবিন্দে রাখ প্রাণনাথ।
কোন কালে না ছাড়িহ অনাথিনীর সাথ॥
এত শুনি আনন্দিত নন্দের নন্দন।
দরিদ্রে পাইল যেন ঘট-ভরা ধন॥
জয়চন্দ্র দাসে বোলে করি নিবেদন।
দোঁহ-পদতলে যেন থাকি সর্ব-ক্ষণ॥ ৩॥

হরিবংশ

রসোদ্গার

কল্যাণ

সজনী অব তুহে অপরূপ দেখি।
গাঁঠিক হেম বদন পর ঝলকত
দেখ তুহুঁ অঙ্গহি সাখি॥ ধ্রু॥
যব যায়লি তুহুঁ কাঁখহি গাগরী
তব মন-মোহন বেশ।
অব তুহুঁ চঞ্চল-লোচনে চাহসি
কাহে বিচলিত কেশ॥
ঘন নিশ্বাসন কাহে কুচ-খণ্ডন
কোন করল ইহ কাজ।
ঘর যব যায়বি গুরুজন কি কহব
কহইতে ইহ বড় লাজ॥
তুয়া অতি ধৈরজ জানত ইহ ব্রজ
তব কাহে হীলত অঙ্গ।
কহে হরিবংশ দাস তবহি পুরব আশ
পুন যব হোয়ব সঙ্গ॥ ১॥

যুগলরূপ

কাফী

সজনী কি হেরলু কুঞ্জক মাঝ।
যুগল-কমল পর যুগলহু মধুকর
যুগল-কমল পুন সাজ॥ ধ্রু॥
পুন দশ শশধর হেরি কমল-পর
রতি-পতি লাগল ধন্দ।
পুন দুহুঁ কমলে রবির কিরণ গো
উদয়তি আর দশ চন্দ॥
যুগল-সরোবরে যুগল কমল গো
দরশ পরশ নাহি জান।
পুন যুগ কমল অরুণ সঞে যুঝত
শশধর দশ-পরিমাণ॥
পুনহি কমল চারি দেখত সারি সারি
কমলে কমলে করু রণ।
রবির উদয়-কালে চাঁদের উদয় গো
মনমথ মুরছিত-মন॥
চান্দ-কমল-রণ করত নিরীখণ
হেন বেলে রাহু-গরাস।
আধ সপন দেখি হরিবংশ মনে সুখী
আঁখি মিলি না পুরল আশ॥ ২॥

কিশোর

খণ্ডিতায় গৌরচন্দ্র

বিভাস

ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি অরুণ-বরণ।
দেখিয়া ফাটিছে হিয়া না যায় ধরণ॥
অকলঙ্ক-শশী জিনি শ্রীমুখ শোভন।
মলিন দেখিয়ে আজু কিসের কারণ॥
পুর্ব্ব-ভাব মনে পড়ি ছাড়য়ে নিশ্বাস।
তৃষিত চাতকী জনু পানিক পিয়াস॥
রজনীর জাগরণে মনে ভয় পাই।
কোথা আছে মোর প্রাণ পণ্ডিত গদাই॥

কিশোর কহয়ে মোর ফাটি যায় হিয়া।
প্রভাতে উঠিয়া আইলা রজনী জাগিয়া॥১॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা

সুহিনী

আয়রে গোয়ালা দেখ নন্দকুলশশী।
জনম সফল হবে পাবে সুখ রাশি॥
দেখিয়া গোপালে সভে হৈল উন্মত্ত।
কি দেখিলাম কি দেখিলাম বলে অবিরত॥
কিবা নীল মণি কিবা নীল অরবিন্দ।
কিবা রূপখানি কিবা পরম আনন্দ॥
তাপিত বিবিধ তাপে দেখিয়া বিধাতা।
মো সবারে আনি দিল নিধি সুখ দাতা॥
এত বলি নাচে গোপ দিয়ে করতালি।
নড়ি হাতে ভার কান্ধে বলে ভালি ভালি॥
দেখিয়া গোপের সুখ ছাড়িয়া গগন।
নাচয়ে গোয়ালা সঙ্গে সুরমুনিগণ॥
বেদ পড়ি ব্রহ্মা নাচে সনকাদি মিলি।
চন্দ্র দিবাকর নাচে ইন্দ্র কুতূহলী॥
নাচে গঙ্গাধর শিরে গঙ্গা কল কল।
প্রেমভরে পদাঘাতে মহী টলমল॥
নাচয়ে নারদমুনি বীণা করি কান্ধে।
অনিমিখ নয়নে নিরখি ব্রজচাঁদে॥
সবে ডাকে কৃষ্ণানন্দ কুমার গোবিন্দ।
যশোদানন্দন শ্যামসুন্দর মুকুন্দ॥
ব্রজপতি মহানন্দজলধিকল্লোলে।
ভাসয়ে নাচয়ে প্রেমে হরি হরি বলে॥
পুত্র কোলে রানী নাহি পায় সুখ ওর।
তাহার পুত্রের দাস কহয়ে কিশোর॥ ২॥

খণ্ডিতা-নায়িকা শ্রীরাধা

বিভাস

নিঠুর নাগর আইসে হালিয়া ঢুলিয়া।
দেখহ পরাণ সই বাহির হইয়া॥
আপনার পীত বাস ভরমে ছাড়িয়া।
যুবতী-নীলিম-চীর তাহাই পরিয়া॥
কহিবে কৈতব যত আমার সাক্ষাতে।
আজু না ভুলিব হাম উহার কথাতে॥
কহিতে কহিতে নাথ হৈলা উপনীত।
নিয়ড়ে না আইস তুমি কিতব-পণ্ডিত॥
বিহানে দেখিলু তোরে আজি কিবা হয়।
কালা মুখের কালা-দাগ পরাণে না সয়॥
আঁখির কাজর তোর লাগিয়াছে গালে।
কালার অন্তরের দাগ শোভিয়াছে ভালে॥
কিশোর কহয়ে আজু না জানি কি হয়।
দেখিয়া বাড়িল খেদ মিটিবার নয়॥ ৩॥

শ্যামপ্রিয়া

রসিক মুরারি স্মরণে

তথারাগ

প্রাণ ধরিব কেমনে প্রাণ ধরিব কেমনে।
দিবসে আন্ধার হইল শ্রীমুরারি বিনে॥
হরি গুরু বৈষ্ণবের সেবা হৈল বাদ।
আর কি রসিকানন্দ পুরাইবে সাধ॥
একে সে রসিকানন্দ রসের তরঙ্গ।
বসিলা রসিকানন্দ ক্ষীরচোরা সঙ্গ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে হিয়া বিদরে হুতাশে।
দশদিক শূন্য হৈল শ্যামপ্রিয়া ভাষে॥ ১॥

চাঁদ কাজী

আক্ষেপানুরাগ

বাঁশী বাজানো জান না।
অসময়ে বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না॥
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনার মাঝে।
নাম ধৈরা বাজাও বাঁশী আমি মৈরি লাজে॥
ওপার হৈতে বাজাও বাঁশী এপার হইতে শুনি
বিরহিণী নারী আমি হে সাঁতার নাহি জানি
যে ঝাড়ের বাঁশী সে ঝাড়ের লাগি পাঁও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাঁও॥

চাঁদকাজী বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমু না জীমু না আমি না দেখিলে হরি॥ ১॥

জয়কৃষ্ণ দাস

গোষ্ঠলীলা

সিন্ধুড়া

ধেনু চরায়ত বেণু বাজায়ত
যমুনাতীরপুলিনবনে।
প্রিয় দাম সুদাম শ্রীদাম সুবল
মহাবল এসব সখা সগণে॥
নটবেশ সুকেশ চূড়া শিখি সাজনী
মালতী মাল প্রসন্ন দলে।
শ্রুতিপাশ বিলাস মণি মকরাকৃতি
কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ডে দোলে॥
কটি পীত পট বনায়নি কাছনী
কিঙ্কিণী কঙ্কণ দাম সনে।
চরণ কমল দলে শশি মণ্ডিত
খণ্ডিত তাপ ভজন্ত জনে॥
জয়কৃষ্ণ দাস পহুঁ গোবর্দ্ধন
ধারণ ধীর দেবেন্দ্রমণি।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড করি মণ্ডিত
তাকর আগে কাহাকো গণি॥ ১॥

ভগীরথ

যশোদার কৃষ্ণান্বেষণ

তথারাগ

যাদবেরে নাহি দেখি ছল ছল দুটি আঁখি
রোহিণীরে ডাকিয়া শুধায়।
গোপালে রাখিয়া ঘরে মো গেলাম যমুনার নীরে
প্রভাতে সে দুধ নাহি খায়॥
যে কানু ক্ষুধার তাপে তিলেক না ছাড়ে মাকে
বসন ধরিয়া কান্দে কাছে।
দলিত অঞ্জনে জিনি ননি ছানি তনুখানি
ক্ষুধায় মলিন হয় পাছে॥
রোহিণী বহিণি মা হেদে গো শ্রীদামের মা
এ পথে দেখেছ যদু মোর।
তাহে এক বিপরীত দেখিতে না পাই পথ
কাল হইল লোচনের লোর॥
ঘরে ঘরে শুধাইতে পদচিহ্ন পাইয়া পথে
সকরুণ নয়ানে নেহারে।
আহা মরি হায় হায় মুরুছিঞা পড়ে তায়
কান্দে পদচিহ্ন করি কোরে॥
মায়ের করুণামতি দেখিঞা সে যদুপতি
আসিঞা মিলিলা কুতূহলে।
দ্বিজ ভগীরথে আসি যশোদাকে দিল ডাকি
বাহু পসারিয়া লেহ কোলে॥১॥

রাজচন্দ্র

অভিসার

মঙ্গল

চলই সুধা-মুখি ভেটইতে কান।
আরতি অতিশয় পহুঁক ধেয়ান॥
কি কহব আজুক রস-অভিসার।
মনমথ চীত নীত অনিবার॥
মধুর যামিনি মধু-মাস বসন্ত।
অবিরত পড়ে বাণ মদন দুরন্ত॥
চললি নিকুঞ্জে কুঞ্জর-বর-গমনি।
ভেটব নাগর মনে অনুমানি॥
দুহুঁ অবলোকই দুহুঁ মুখ-চন্দ্র।
দুরহি দূরে রহু দ্বিজ রাজচন্দ্র॥ ১॥

ভাগবতানন্দ

নীলাচলে মহাপ্রভু

বিভাস

সোনার বরণ গা চলে বা না চলে পা
ভাব ভরে পড়ে আউলাইয়া।
গোবিন্দের কান্ধে বাহু দিয়া চলে মহাপ্রভু
নাচে পহুঁ হরি বোল বলিয়া॥

পুলকে পূরিত তনু কদম্ব কেশর জনু
মুখ হেরি কান্দে কত জনা।
আবেশে অবশ হইয়া ভুজযুগ পসারিয়া
কোল দিতে পাসরে আপনা॥
নীলাচলের মাঝে ভকত সমাজ সাজে
সংকীর্ত্তন পহুঁ পরকাশ।
কহে ভাগবতানন্দ মনেতে বড় আনন্দ
জনমে জনমে হব দাস॥ ১॥

কুঞ্জভঙ্গ

বিভাস

অরুণ উদয় ভেল নিশি অবসান।
কপোত শারিকা শুক সুমধুর গান॥
জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধাকান্ত।
জাগহে রসিকবর রাধিকা প্রাণনাথ॥
মাগে তোহারি দরশন ব্রজ লোক।
চাঁদ মুখ দরশনে দূরে দুঃখ শোক॥
জাগল সখী সব বোলে মন্দ মন্দ।
চরণ সেবন করু ভাগবতানন্দ॥ ২॥

ভবানন্দ

শ্রীরাধার উক্তি

আরে মোর কালারে
না ছুঁইও না ছুঁইও রাধার অঙ্গ।
একে অবলা আমি গোঁয়ার রাখাল তুমি
পরশিয়া না কর কলঙ্ক॥
কালা গোরা নাহি সাজে ভজিমু কেমন কাজে
আরে তুমি ললিত ত্রিভঙ্গ।
বনে থাক ধেনু রাখ গায়েতে আগর মাখ
যুবতি পাইয়া এত রঙ্গ॥
আমি গরবিত একে যদি আসি কেহ দেখে
তোমার আমার মান ভঙ্গ।
সকল নাগরী-লোকে চুণ কালি দিব মুখে
না যুয়ায় তুমি আমি সঙ্গ॥
শাশুড়ী পরাণের বৈরী এ কথা শুনিব যদি
সদা মোর মনের আতঙ্ক।
দীন ভবানন্দে কয় মদে যদি মত্ত হয়
অংকুশ না মানয়ে মাতঙ্গ॥ ১॥

ললিতাদাস

শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা

বরাড়ি

দরশন দেহ সুন্দরী রাই।
তুয়া বিচ্ছেদে দারুণ দুখ পাই॥
আকুল বিকল প্রাণ কি হইল শরীরে।
কি করি বসিয়া বৃথা কালিন্দীর তীরে॥
কি করিব কোথা যাব নাহিক উপায়।
রাধার বিহনে মনে আন নাহি ভায়॥
দশ দিশ শূন্য দেখি সুমুখী বিহনে।
কি কাজ রাখিয়া মোর বিফল জীবনে॥
কি ভেলি কোথা গেলি রসবতী গোরি।
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ নবীন কিশোরী॥
হেন বেলা মিলি গেলা রসবতী রাধা।
পূরল মনোরথ শ্যামক সাধা॥
দুহুঁ দুহুঁ মিলি রস কেলি হাস।
এসব কৌতুক গায় ললিতাদাস॥ ১॥

বীরবাহু

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

কল্যাণ

দেখ সখী মোহন মধুর সুবেশং।
চন্দ্রক চারু মুকুতাফলমণ্ডিত
অলিকুসুমায়িত কেশং॥
তরুণ অরুণ করুণাময় লোচন
মনসিজ তাপ বিনাশং।
অপরূপ রূপ মনোভব মঙ্গল
মধুর মধুর মৃদু হাসং॥
অভিনব জলধর কলিত কলেবর
দামিনী বসন বিকাশং।

কিয়ে জড় অজড় সকল পুলকায়িত
কুঞ্জভবন কৃতবাসং॥
যো পদ পংকজ নারদ ভব অজ
ভাব অভাব পরকাশং।
ব্রজ বনিতাগণ মোহন কারণ
বিরচিত বিবিধ বিলাসং॥
পঞ্চম রাগ সুতাল তরঙ্গিত
অধরে মিলিত বর বংশং।
অভিনব পদতল জীতল পংকজ
বীরবাহু মনোহংসং॥ ১॥

বীরবল্লভ

শ্রীগৌরাঙ্গের আরতি

তথারাগ

ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি।
বাজে সংকীর্ত্তনে মধুর ধ্বনি॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥
বিবিধ সুষম ফুলে বনি বনমালা।
কত কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজালা॥
ব্রহ্মা আদি দেব জোড় কর করে।
সহস্র বদনে ফণী ছত্র ধরে॥
শিব শুক নারদ ব্যাস বিচারে।
নাহি পরাৎপর ভাবহি ভরে॥
শ্রীবাস হরিদাস পঞ্চম গাওয়ে।
গদাধর নরহরি চামর ঢুলাওয়ে॥
বীরবল্লভ দাস গৌরপদে আশ।
জগভরি রহল মহিমা প্রকাশ॥ ১॥

বীরচন্দ্র

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

গান্ধার

তেজি কাল বরণ করিব ধারণ
তোমার অঙ্গের কান্তি।
তুয়া নাম লয়ে আকুল হইয়ে
অশ্রুজলে হবে শান্তি॥
মেলি ভক্তগণ করিব কীর্ত্তন
রাধা রাধা ধ্বনি করি।
খণে খণে মূর্চ্ছা হইবে যখন
অচেতনে রব পড়ি॥
যবে তব ভাব ভাবি হবে প্রেম
স্বভাব ছাড়িবে দেহ।
ত্যজি বংশীবর হব দণ্ডধর
রাখিতে নারিবে কেহ॥
অমূল্য রতন তব প্রেমধন
অযাচকে দিব আনি।
বীরচন্দ্রে কয় তবে সে খালাস
প্রেমেতে হব অঋণী॥ ১॥

উদয় আদিত্য

আক্ষেপানুরাগ

যথারাগ

কি বলিতে জানু মুঞি কি বলিতে পারি।
একে গুণহীনা আর পরবশ নারী॥ ধ্রু॥
তোমার লাগিয়া মোর যত গুরুজন।
সকল হইল বৈরি কেহ নয় আপন॥
বাঘের মাঝেতে যেন হরিণীর বাস।
তার মাঝে দীঘল ছাড়িতে নারি শ্বাস॥
উদয় আদিত্যে কহে মনে ভয় উঠে।
তোমার পিরীতিখানি তিলে পাছে টুটে॥ ১॥

মুকুন্দ দাস

গোষ্ঠবিহার

সিন্ধুড়া

নীল কমল-দল শ্রীমুখমণ্ডল
ঈষত মধুর মৃদু হাস।
নব ঘন জিনি কালা গলাএ গুঞ্জার মালা
আভীর বালক চারি পাশ॥

মণিময় চূড়ি মাথে অঙ্গদ বলয়া হাথে
রতন-নূপুর রাঙ্গা পায়।
হাসিতে খেলিতে যায় গোধূলি ধূসর গায়
বহিয়া উড়িছে মন্দ বায়॥
নবীন রাখাল হরি নটবর-বেশ ধরি
শিশু সঙ্গে গরুয়া চরাএ।
ভূষণ বনের ফুল কি দিব তাহার তুল
মুকুন্দ আনন্দে গুণ গাএ॥ ১॥

বিশ্বম্ভর

কুঞ্জভঙ্গ

তথারাগ

জাগিহো কিশোরী গোরি রজনী ভৈ ভোরে।
রতি অলসমে নিন্দ যাওত রসরাজহি কোরে॥
নীলবসন মণি আভরণ ভৈ গেয়ো বিথারে।
শাসু ননদী এ্যায়সে বিবাদী মনমে নাহি তেরে॥
নগরক লোক জাগি বৈঠল ক্যাসে যাওব পুরে।
অরুণ উদয় হোই আওত শারী শুক ফুকারে॥
শুনি নাগর উঠি বৈঠল নাগরি করি কোরে।
বিশ্বম্ভর ঝারি পুরি
লেই ঠারো রহত দ্বারে॥ ১॥

বলরামের আরতি

আরতি বলরামচন্দ্র রেবতী রমণ রাজে।
বামে নবীন চিকন শ্যাম
দক্ষিণে শোভে শ্রীবলরাম
ব্রজবালক নাচত গাওত নন্দ আঙ্গিনা মাঝে॥
জয় জয় জয় নন্দলাল
জয় জয় জয় রাম গোপাল
ঝাঁঝরি খঞ্জরী ঠমক তাল মধুর মধুর বাজে।
গাওয়ে গোয়াল অতি রসালি
যুথে যুথে মিলি গোপিনী ভালি
সুরট সুরঙ্গ রাম কেলি সুর নর মুনি সাজে॥
যশোমতী রূপ নিরখে ভাল
রোহিণীর করে আরতি থাল
গোঘৃত রচিত কর্পূরবাতি চরকত দুহুঁ মাঝে।
মদনবিজয়ীরূপ উজার
রবি লুকায়ত কিরণে যার
বিশ্বম্ভর ভণে ও রাঙ্গা চরণে বংশীবদন গাজে॥
॥ ২॥

শশিশেখর বন্দনা

তথারাগ

শ্রীশশিশেখর জয় জয়।
চন্দ্রশেখর অনুজ জয় পরম করুণাময়॥
রসময় সঙ্গীত মনোহর সুরচন
অনুপম ভাব নিধান।
সুকবি সুগায়ক কোকিল সুস্বর
মধুর বিনোদ তালমান॥
কতেক যতনে মধু শিক্ষা সমাধিলা
হাম অধম বোধহীন।
কহ বিশ্বম্ভর প্রণতি পুরঃসর
চরণে শরণাগত দীন॥ ৩॥

রোহিণীনন্দন

দান

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

তথারাগ

সুন্দরি এক বচন যতন করিয়ে
কহিএ তোহার পাশ।
এরূপ যৌবন সৌন্দর্য্য লাবণ্য
না হয় কাহার বশ॥
যতেক দেখহ সব চলাচল
নিশ্চয় করিয়া জান।
জানিয়া শুনিয়া বুঝহ সকল
আপনে ভুলহ কেন॥
সকল জনেতে পরেরে বুঝায়
আপনে বুঝিতে নারে।
বুঝিয়া সুঝিয়া আপনা পাসরে
কিবা সে কহিব তারে॥

তুহ্ঁ বরনারী রাজার ঝিয়ারী
মোর উপদেশ লহ।
ইঙ্গিত বুঝিয়া যেবা হয় রত
তারে কি কহিবে কেহ॥
আপনা বলিয়া তোহারে কহিনু
ক্ষেমিবে সকল দোষে।
চরণে ধরিয়া মিনতি করয়ে
রোহিণীনন্দন দাসে॥ ১॥

শ্রীরাধার উক্তি

তথারাগ

শুন বর নাগর চতুরহি কান।
তোহারি বচন হাম কিছুই না জান॥
পর ধন দেখিয়া যো হোয়ত লোভী।
তাকর বচন তুহ্ঁ মোহে কহবি॥
যাকর সম্বল নাহি বট দুই।
ত্রিভুবন দান করল পরে সোই॥
নিশ্চয় বুঝায়বি এহি বচন।
রসিক জন কাহে কাক বরণ॥
রোহিণীনন্দন কহে শুনহ মুরারি।
ছন্দবন্ধে তুঁহু ধনীকে না পারি॥ ২॥

শ্রীরাধার আত্মনিবেদন

তথারাগ

না জানি কি কৈলে মোরে।
পাসরিতে নারি তোরে॥
মনে করি বুক চিরি।
তাহাতে রাখিয়ে ভরি॥
সদা এই মনে করি।
কাজর করিয়া পরি॥
লোটনে ভরিয়া রাখি।
বিরলে সন্ধ্যায় দেখি॥
করিয়া যতন করি।
কণ্ঠ ভরিয়া পরি॥
বেশর করিয়া পরি।
সদা এই মনে করি॥
রোহিণীনন্দন সোই।
নবীন প্রেমের বশ হোই॥ ৩॥

প্রতাপনারায়ণ

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

তথারাগ

মুকুলিত বকুল কুসুমাঞ্চিত কেশ।
রুচির চন্দন চারু চর্চ্চিত বেশ॥
অভিনব জলধর দেহ তমালে।
শোভিত পরিমল মালতী মালে॥
মণিময় মকর কুণ্ডল শ্রুতি দেশে।
তড়িদিব নব পীত বসন বিশেষে॥
প্রতাপনারায়ণভণিত মধুপ।
পরমপুরুষ পুরুষোত্তম রূপ॥ ১॥ *

শ্রীরাধার রূপ

তথারাগ

শারদ পূর্ণিমা হিমকর বয়নে।
চঞ্চল নীল নলিনীদল নয়নে॥
প্রাতরুদিত রবি সিন্দুর কাঁতি।
দশন সাজল মুকুতা ফল ভাতি॥
বঙ্ক বিলোকনী কাজর রঙ্গি।
কাম কামান কুটিল ভ্রূভঙ্গী॥
শ্রীফল সুফলিত কৃত কুচ কলসে।
মত্ত ময়ূরী গতি জিনিয়া অলসে॥
মৃগমদ চন্দন চর্চ্চিতা দেহা।
তরল ঘনাতট দামিনী রেহা॥

---

১ * মুকুলিত বকুল কুসুমে সজ্জিত কেশদাম। শোভাময় চন্দনচর্চ্চিত বেশ। নূতন জলধরের মত তমালশ্যামল দেহে, সুবাসিত মালতীর মালা শোভা পাইতেছে। শ্রবণে মণিময় মকরকুণ্ডল। নবীনা দামিনীর মত পীত বসনের বৈশিষ্ট্য। মধুপ প্রতাপ নারায়ণ ভণিত পরম পুরুষ পুরুষোত্তমের রূপ।

প্রতাপনারায়ণ সঙ্গীত-ভণিত।
রমণী শিরোমণি রাধার চরিত॥ ২॥

জানকীবল্লভ

মাথুর-সখী-সংবাদ

সুহই

কি কহব নিঠুর মুরারি।
অব কি জিবই বর-নারি॥ ধ্রু॥
তুহারি-নেহ-ভুজঙ্গে।
দংশল কোমল অঙ্গে॥
গদ ঔখদ নাহি মানে।
তাগা তুহারি ধেয়ানে॥
শ্যাম দু-আখর মন্ত।
তে ধনি ধৈরজ অন্ত॥
এক আছয়ে প্রতিকারে।
তুহারি পাণি-পানীসারে॥
তুয়া দিঠিসারক আশে।
অবহি বহই মৃদু-শাসে॥
শুনইতে মুরছিত কান।
জানকীবল্লভ অগেয়ান॥ ১॥*

কুবের আনন্দ

রূপোল্লাস

শ্রীগৌরচন্দ্র

সুহই

কি হেরিলাম অপরূপ গোরা রূপ-নিধি।
কত চান্দ নিঙ্গাড়িয়া নিরমিল বিধি॥
উগারয়ে সুধা যেন গোরা-মুখের হাসি।
নিরখিতে গোরা-মুখ হৃদে রৈল পশি॥
আঁখি পালটিতে কত যুগ হেন মানি।
হিয়ার মাঝে গাঁথি লব গোরা-রূপ খানি॥
মন-অভিলাষ ক্ষেমা নাহি হয় মোর।
কুবের-আনন্দ কহে মহী ভেল ভোর॥ ১॥

ব্রজানন্দ

শ্রীকৃষ্ণের আত্মদূতী

কামোদ

নাগর নিকট সঞে দোতি আওল
রাই সুনাগরি ঠাম।
শ্যামক যত দুখ দেখি না পারিয়ে
কহইতে আয়লুঁ হাম॥
কো জানে কখন দেখল তোহে শ্যামর
তুয়া রূপ করত ধেয়ান।
রাধা নামে দ্বিগুণ তনু মোড়ই
ধৈরজ না ধরে পরাণ॥

---

২ শারদ পূর্ণিমার চাঁদের মত মুখ। চঞ্চল নীলপদ্মদলের মত নয়ন। প্রভাতের রবির মত সিন্দুর বর্ণ দেহকান্তি। মুক্তা ফলের মত উজ্জ্বল দন্ত পংক্তি। কাজলে শোভিত রঙ্গ ভরা বাঁকা কটাক্ষ। কুটিল ভুরুর ভঙ্গী যেন কামের ধনু। কুচ কলস যেন শ্রীফলকে সুফলিত করিয়াছে। মত্ত ময়ূরী নিন্দিত অলস গতি। সেহ মৃগমদ চন্দনে চর্চ্চিত। তরল মেঘে যেন দামিনী রেখা (নীলাম্বরে ঢাকা গৌর দেহ)। প্রতাপনারায়ণ ভণিত এই সঙ্গীতে রমণীশিরোমণি রাধার চরিত্র (বর্ণিত হইল)।

১* নিঠুর মুরারি কি বলিব? সেই রমণী-রত্ন রাধা এখন কি আর বাঁচিবে? তোমার প্রেমসর্প তাহার কোমল অঙ্গে দংশন করিয়াছে। ব্যাধি ঔষধ মানে না। তোমার ধ্যানরূপ তাগা বন্ধনে এবং তোমার শ্যামনাম এই দুই অক্ষরের মন্ত্রেও তাহার ধৈর্য্য রক্ষা হইতেছে না। এখন তোমার করস্পর্শ রূপ পানীসারই (সর্পবিষ নিবারণের মন্ত্রপূত জল) তাহার একমাত্র প্রতিকার (প্রতিষেধক)। তোমার দিঠি সারের (তোমাকে দেখিবার) আশায় এখনো তাহার নিঃশ্বাস বহিতেছে। এই কথা শুনিতেই কানু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জানকীবল্লভও জ্ঞানহারা হইলেন।

শুন কহি সুন্দরি তোয়।
সো হেন সুনাগর সব গুণ-সাগর
তোহে সে পুরুখ-বধ হোয়॥ ধ্রু॥
তুহু ধনি-রমণী মুকুট-শিরোমণি
মোহে না করু আন ছন্দ।
কহ ব্রজানন্দ বিলম্ব না কর ধনি
হেরহ শ্যামর-চন্দ॥ ১॥

ভুবনদাস

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ

(বারমাস্যা)

এক

ধানশী

পহিলহি মাঘ গৌর বরনাগর
দুখ-সাগরে হামে ডারি।
রজনিক শেষে শেজ সঞে ধায়ল
নদিয়া করি আন্ধিয়ারি॥
সজনী কিয়ে ভেল নদিয়াপুর।
ঘরে ঘরে নগরে নগরে ছিল যত সুখ
এবে ভেল দুখ পরচুর॥ ধ্রু॥
নিজ সহচরিগণ রোয়ত অনক্ষণ
জননি লুঠত মহি রোই।
হা হা মরি মরি করি করি ফুকরই
অন্তর গর গর হোই॥
সো নব-নাগর রসময়-সাগর
যদি স্নেহে বিছুরল সোই।
তব কাহে জীউ ধরব হাম সুন্দরি
জনম গোঙায়ব রোই॥ ১॥

দুই

দোসর ফাগুন গুণগণে নিমগন
ফাগু-সুমণ্ডিত অঙ্গ।
রঙ্গে সুরঙ্গে মৃদঙ্গ বাজাওত
গাওত কতহুঁ তরঙ্গ॥
সজনী সুন্দর গৌর কিশোর।
রসময় সময় জানি করুণাময়
অব ভেল নিরদয় মোর॥ ধ্রু॥
কুসুমিত কানন মধুকর গাওন
পিককুল ঘন ঘন বোল।
গৌর-বিরহ-দাব-দাহে দগধ হাম
মরি মরি করি উতরোল॥
মৃদু মৃদু পবন বহই চিত-মাদন
পরশে গরল সম লাগি।
যাকর অন্তরে বিরহ বিথারল
সো জগ ভরি দুখভাগী॥ ২॥

তিন

মধুময সময় মাস মধু আওল
তরু নব-পল্লব-শাখ।
নব লতিকা পর কুসুম বিথারল
মধুকর মৃদু মৃদু ডাক॥
সহচরি দারুণ সময় বসন্ত।
গোরা-বিরহানলে যো তনু জারল
তাহে পুন দগধে দুরন্ত॥ ধ্রু॥
নব নদিয়াপুর নব নব নাগরি
গোব-বিরহ দুখ জান।
নিজ মন্দির তেজি মোহে সমুঝাইতে
তবু চিত ধিরজ না মান॥
কাঞ্চন-দহন-বরণ অতি চীকণ
গৌরবরণ দ্বিজরায়।
যব হেবব পুন তব দুখ মোচন
করব কি মন পাতিয়ায়॥ ৩॥

চার

দুখময কাল কাল করি মানিয়ে
আওল পাপ বৈশাখ।
দিনকর-কিরণ দহন সম দারুণ
ইহ অতি কঠিন বিপাক॥
খরতর পবন বহই সব নিশি দিন
উমরি গুমরি গৃহ মাঝ।
গোরা বিনু জিবন রহয়ে তছু অন্তরে
আছে দুখ সমুহ বিরাজ॥

মন্দ তরঙ্গিত গন্ধ সুগন্ধিত
আওত মারুত মন্দ।
গৌর-সুসঙ্গ-বিভঙ্গ যদঙ্গহি
লাগয়ে আগি-প্রবন্ধ॥
কো করু বারণ বিরহি-নিদারুণ
পর কারণ দুখ-ভাগী।
করুণাবরুণালয় সো শচিনন্দন
যাকর হোই বিরাগী॥ ৪॥

পাঁচ

গণি গণি মাহ জৈঠ অব পৈঠল
আনল সম সব জান।
কানন গহন দাব-ঘন দাহন
ভয়ে মৃগি করত পয়ান॥
মধুরিম আম্র পনস সরসাবলি
পাকল সকল রসাল।
কোকিলগণ ঘন কুহু কুহু বোলত
শুনি যেন বজর বিশাল॥
ইথে যদি কাঞ্চন-বরণ গৌর-তনু
দরশন আধ তিল হোই।
তব দুখ সকল সফল করি মানিয়ে
কি করব ইহ সব মোই॥
মধুকর-নিকর সরোরুহ-পর মধু
বেরি বেরি পিবি করু গান।
ঐছন গৌর-বদন-সরসীরুহ-
মধু হাম করব কি পান॥ ৫॥

ছয়

ঘন ঘন মেঘ গরজে দিন যামিনি
আওল মাহ আষাঢ়।
নব জলধর পর দামিনি ঝলকয়ে
দাহ দিগুণ তহিঁ বাঢ়॥
সহচরি দৈব দারুণ মোহে লাগি।
শরদ সুধাকর সম মুখ সুন্দর
সো পহু কাহাঁ গেও ভাগি॥ ধ্রু॥
অন্তর গর গর পাঁজর জর জর
ঝর ঝর লোচনবারি।
দুখকুল-জলধি মগন অছু অন্তর
তাকর দুখ কি নিবারি॥
যদি পুন গৌরচাঁদ নদিয়াপুর-
গগনে উজোরয়ে নীত।
তব দুখ বিফল সফল করি মানিয়ে
হোয়ত তব থির চীত॥ ৬॥

সাত

পুন পুন গরজন বজর নিপাতন
আওল শাঙন মাহ।
জলধর-তিমির ঘোর দিন যামিনি
ঘর বাহির নাহি যাহ॥
সজনী কো কহে বরিষা ভাল।
ধারাধর-জল-ধারা জনু লাগয়ে
বিরহিনি তীর বিশাল॥ ধ্রু॥
একে হাম গেহি নেহি পুন কো করু
ফাঁফর অন্তর মোর।
তঁতি খনে মরি মরি গৌর গৌর করি
ধরণি লুঠই মহাভোর॥
গণি গণি দিবস মাস পুন পূরল
মাস মাস করি সাত।
ইথে যদি গৌর-চন্দ্র নাহি আওল
নিশ্চয়ে মরণকি বাত॥ ৭॥*

আট

আওল ভাদর কো করু আদর
বাদর তবহুঁ না যাত।
দাদুর-দাদুরি-রব শুনি বেরিবেরি
অন্তরে বজর-বিঘাত॥
কি কহব রে সখি হৃদয়ক বাত।
পরিহরি গৌর-চন্দ্র কাহাঁ রাজত
দুয় এক সহচর সাথ॥ ধ্রু॥

৭ * একে আমি গৃহে বন্দিনী, সহজে বাহিরে যাইবার উপায় নাই, তাহাতে আবার বর্ষায় দিন রা একাকার। তাহার উপর আমি পতি-বিরহকাতরা। আমাকে কে স্নেহ করিবে?

যদি পুন বৌরি শান্তিপুরে আওল
নাহি আওল নিজ ধাম।
তাহাঁ সংকীর্ত্তন প্রেম বিথারল
পূরল তছু মনকাম॥
দূরগত পতিত দুখিত যত জিব-চয়
তাহে করুণা করু যোই।
কাহে পুন তাপ-রাশি পরিপূরিয়া
অব মোহে তেজল সোই॥ ৮॥

নয়

আওল আশ্বিন বিকশিত সব দিন
থল-জল-পঙ্কজ ভাল।
মুকুলিত মল্লি কুসুম ভরে পরিমলে
গন্ধিত শারদ কাল॥
সজনী কত চিত ধৈরজ হোই।
কোমল শশিকর-নিকর সেবন পর
যামিনি রিপু সম মোই॥ ধ্রু॥
সো শচিনন্দন করুণা-পরায়ণ
যা পর নিরদয় ভেল।
তাকর সুখময় সময় বিপদময়
লাগয়ে যৈছন শেল॥
ঘুম-হিন লোচন বারি ঝরত ঘন
জনু জলধর বহ ধার।
ক্ষিতি পর সোই রোয়ে দিন যামিনি
কো দুখ করব নিথার॥ ৯॥

দশ

আওল কার্ত্তিক সব জন নৈত্যিক
সুরধুনি করত সিনান।
ব্রাহ্মণগণ পুন সন্ধ্যা তর্পণ
করতঁহি বেদ বাখান॥
সখি হে হাম ইহ কছু নাহি জান।
গৌরচরণ-যুগ বিমল সরোরুহ
হৃদি করি অনুখণ ধ্যান॥ ধ্রু॥
যদি মোর প্রাণ-নাথ বহুবল্লভ
বাহুড়য়ে নদিয়াপুর।
ধরম করম তব কছু নাহি খোঁজব
পীয়ব প্রেম মধুর॥

বিধি বড় দারুণ অবিধি করয়ে পণ
সরবস যাহে যোই দেই।
তাকর ঠামে লেই পুন পরিহরি
পাপ করয়ে পুন সেই॥ ১০॥

এগার

আওল আঘণ মাহ নিবারণ
কোন করব সে নিতান্ত।
সব বিরহিনি-জন দেহ-বিঘাতন
যাহে ঘন শীত কৃতান্ত॥
(শুন) সহচরি এবে ভেল মরণ বিশেষ।
পুনরপি গৌর-কিশোর চিতে হোয়ত
ভরসা দুখ অবশেষ॥ ধ্রু॥
নিজ সহচরিগণ আওত নাহি পুন
কারো মুখে না শুনিয়ে বাত।
তব কাহে ধৈরজ মানব অন্তর
অতয়ে মরণ অবঘাত॥
যদি পুন সপনে গৌর-মুখ-পঙ্কজ
হেরিয়ে দৈব-বিধান।
তবহি সফল করি মানিয়ে নিশি দিন
আধতিল ধৈরজ মান॥ ১১॥

বার

আওল পৌষ মাহ অতি দারুণ
তাহে ঘন শিশির-নিপাত।
থরহরি কম্পি কলেবর পুন পুন
বিরহিনি পর উতপাত॥
সজনী অব কি হেরব গোরা-মুখ।
গণি গণি মাহ বরিখ অব পূরল
ইথে পুন বিদরয়ে বুক॥ ধ্রু॥
তোমারে কহিয়ে পুন মরমক বেদন
চিত মাহা কর বিশোয়াস।
গৌর-বিরহ-জ্বরে ত্রিদোষ হৈয়াছে যারে
তাহে কি ঔষধ অবকাশ॥
এত শুনি কাহিনি নিজ সব সঙ্গিনি
রোই রোই সব জন ঘেরি।
দাস ভুবন ভণে ধৈরজ ধরহ মনে
গৌরাঙ্গ আসিবে পুন বেরি॥ ১২॥

গিরিধর দাস

রাস-লীলা

পূরবী

মধুর বৃন্দা- বিপিনে মাধব
বিহরে মাধবি সঙ্গিয়া।
দুহুঁক গুণ দুহুঁ গাওয়ে সুললিত
চলত নর্ত্তন-ভঙ্গিয়া॥
শ্রবণ-যুগ পরি দেই অনো অন
নওল-কিসলয় তোড়িয়া।
দুহুঁক ভুজ দুহু- কান্ধ হেলন
চুম্বই মুখ শশি মোড়িয়া॥
তেজি মকরন্দ ধাই বেঢ়ল
মুখর-মধুকর-পাঁতিয়া।
মত্ত কোকিল মঙ্গল গাওত
নাচে শিখি কুল মাতিযা॥
সকল সখি-গণ কুসুম-বরিখণ
করয়ে আনন্দে ভোবিযা।
দাস গিবিধর কবহুঁ হেরব
কাঁতি শ্যামর গোরিযা॥ ১॥

মানসিংহ

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি

ওহে শ্যাম রাই কথা শুন মন দিয়া।
কি করিতে কিনা করে গুমরি গুমরি মরে
কি দেখায় কপালে হাত দিয়া॥
অতি সুকুমার তনু শিরিষ কুসুম জনু
ভাল মন্দ কিছুই না জানে।
রাজার কুমারী ঘরে রহিতে নাহিক পারে
তোমারে সে দেখিয়া স্বপনে॥
বসন না রাখে গায় কাতর নয়নে চায়
সোনার তনু ধূলায় পড়িয়া।
তোমার কঠিন মন তার বধ নাহি গণ
কুলবতী দিলা ডালাইয়া॥
শুনিয়া সখীর বাণী হরিষে রসিক মণি
কহে ঝাট মিলাহ যতনে।
মানসিংহ দাস ভণে হয়া উলসিত মনে
ধনী কহে পুন আগমনে॥ ১॥

শ্রীরঘুনন্দন

শ্রীরাধার অভিসার

তথারাগ

চলিলা বৃষ-ভানুসুতা গহনে।
ব্রজ-ভূপতি-নন্দন ভাবি মনে॥
অভিসার সুখার্ণব মগ্ন মনে।
মদমত্ত গজেন্দ্রবধূগমনে॥
মুরলী-ধর-দর্শন-আশ-সুখে।
নাহি জানত পন্থ-পয়ান দুখে॥
কুলকন্টক লাগত পদ্ম-পদে।
গণয়ে নাহি সে সব প্রেম-মদে॥
চলিতে চলিতে তুলিতে চরণে।
মণি নূপুরনাদ করে সঘনে॥
চুটুকি রুনু রুনু রুনু গরজে।
চটকাবলি যা শুনি লাজ ভজে॥
কটিতে রসনা শুনি নাদ করে।
শুনি সে ধ্বনি সারস দর্প হরে॥
ঘন দোলত হার উরোজপুটে।
নিরখি রজনিকর-গর্ব্ব টুটে॥
বড় চম্পক বেণি মাথে দুলিছে।
জনু কাল ফণি রতনে গিলিছে॥
অতি মোহন সৌরভমত্ত মনে।
ভ্রমরা-ভ্রমরি পড়িছে বদনে॥
তছু বারণ লাগি সরোজ ধরি।
বহুবার ঘুরায়ত ফন্দ করি॥
কর-পঙ্কজ চালই যে সময়ে।
কর-কঙ্কণ দিব্য ধ্বনি করয়ে॥
হতেছে বহু ভাব প্রকাশ চিতে।
নাহি পারত পণ্ডিত তা কহিতে॥
কভু ভাবই নাগর কাছ গিয়া।
দরশাইব আনন কী করিয়া॥

দিঠি মীলব কি করি লাজ হরি।
মুখ দেখিব তার কিরূপ করি॥
ধরয়ে যদি নাগর মোর করে।
ছুঁওনা ছুঁওনা কব লাজ ভরে॥
করিয়া হঠ সে যদি জোর করে।
ধরিব অমনি ললিতার করে॥
কহিলেই কথা সুবলের সখা।
করিব যে কিয়ে তাহা না যায় লেখা॥
যদি কুঞ্জঘরে চলয়ে লইয়া।
তবহি কব তার করে ধরিয়া॥
মন মধ্যে ইহা কহিতে কহিতে।
রসনা রুষিয়া উঠিলা বলিতে॥
মরিহে মরি ছোড়হ যাই ঘরে।
অবলা প্রতি এঁ জোর কোন করে॥
ললিতা কহিছে শুনিয়া হাসিয়া।
ধনি ছাড়িও না শঠকে ধরিয়া॥
ললিতাবচনে বৃষ-ভানু-সুতা।
হইলা রাধিকাধিক লাজযুতা॥
চলিলা সকলে সুখমগ্ন মনে।
রঘুনন্দন তোটক ছন্দ ভণে॥ ১॥

আক্ষেপানুরাগ

ধরণী জন্মিল এথা কি পুণ্য করিয়া।
মোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়া নাচিয়া॥
নূপুর হয়্যাছে সোনা কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর চরণে যায় বাজিয়া বাজিয়া॥
বনমালা হল্য পুষ্প কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর বুকেতে যায় দুলিয়া দুলিয়া॥
মুরলী হইল বাঁশ কি পুণ্য করিয়া।
বাজে ও অধরামৃত খাইয়া খাইয়া॥
এ সকল সখা হল্য কি পুণ্য করিয়া।
যাইছে বন্ধুর সনে খেলিয়া খেলিয়া॥
শ্রীরঘুনন্দন রটে দু-পাণি জুড়িয়া।
এ সব না জানা যায় ভাবিয়া ভাবিয়া॥ ২॥

মোহন রায়

ঝুলন-লীলা

বেহাগ

দেখ দেখ ঝুলত নন্দ-কিশোর।
যমুনাক তীর কদম্বক কানন
বৃকভানু সুতা করি কোর॥ ধ্রু॥
মাস শাঙন মেঘ-গরজন
ঝনন বরিখত বারি।
ঝলকে দামিনি ঠমকে কামিনি
শোভা উঠত উভারি॥
মউর চাতক ভ্রমর গুঞ্জত
হংস-কলকল জোর।
কীর সারস কোকিল ডাহুক
দাদুরী রব থোর॥
সকল সঙ্গিনি গায়ে রঙ্গিণি
বাযে বহুবিধ তাল।
বিহরে নাগর সঙ্গে নাগরি
ঝুলত মন্দ রসাল॥
মল্লার মালব কেদার ভৈরব
গায়ে সখিগণ জোর।
মুরজ ঝাঁঝরি বীণ মন্দিরা
তাল গম্ভির ঘোর॥
সরস হিণ্ডোর রতনে সজ্জিত
তা পর গোরী শ্যাম।
শ্রীনন্দ-কুমার চরণ-যুগল
আশ মোহন রাম॥ ১॥

মোহন লাল

ঝুলন

মল্লার

ঝুলত রঙ্গে রঙ্গিনি সঙ্গে
নাগর-বর রঙ্গিয়া।
চৌদিগে গোপিনি রূপ-তরঙ্গিনি
রঙ্গিণি সব সঙ্গিয়া॥

লাল হিঁডোর কুসুম উজোর
মণি-মোতিম-রঙ্গিয়া।
শ্যামরু সঙ্গে বৈঠল রঙ্গে
রাধা উলস-অঙ্গিয়া॥
নিকুঞ্জ ভওন কুসুম শোহন
ভ্রমই ভোঁর ভঙ্গিয়া।
গাওত সুস্বর শুক পিক-বর
নাচত মোর রঙ্গিয়া॥
ঝুলত ঘন মন্দ পবন
দোলত রসিক রঙ্গিয়া।
মোহন লাল নন্দ দুলাল
হেরত নবীন সঙ্গিয়া॥ ১॥

বল্লবীকান্ত

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

ধানশী

কোটি-সুধাকর নিছয়ে বদন পর
ভুরু-যুগ কামের কামান।
নয়ন-তীখন শর বিখ সঞে মাখল
করতহি মরমে সন্ধান॥
সখি হে নিপ-মূলে অপরূপ শ্যাম।
মেঘ-অঙ্কুর কিয়ে কাম কুন্দায়ল
রহই ত্রিভঙ্গিম-ঠাম॥ ধ্রু॥
চারু-চিকুর বেড়ি চম্পক মালতি
মধুকর মধু পিয়ে তায়।
করি কত পরিপাটি চূড়া বান্ধিয়াছে আঁটি
শিখিপুচ্ছ উড়ে মন্দ-বায়॥
করীশাবককর কর-যুগ-শোহনি
অঙ্গদ বলয় তঁহি সাজ।
আজানু-লম্বিত বনমাল বিরাজিত
পরিসর উরে মণি-রাজ॥
কাঞ্চন-কনয়া হরি পীত বসন পরি
কিঙ্কিণি রণই রসাল।
চরণ-সরাসিরুহ বাজন নূপুর
বল্লবীকান্ত বিশাল॥ ১॥

সিন্ধুড়া

কালিন্দীর কূলে কদম্বের মূলে
কি রূপ দেখিনু কালা।
রসে ঢর ঢর বেশ নটবর
গলে দোলে বন-মালা॥ ধ্রু॥
চাঁচর চিকুরে চূড়ার টালনি
সাজিয়া বিবিধ ফুলে।
যাহার আমোদে মাতি মধুকর
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া বুলে॥
হিঙ্গুলে মাখল অধর যুগল
মোহন মুরলী পূরে।
যাহার সুগীতে গুরুর আগুতে
ঘরের বাহির করে॥
ভুরুর ভঙ্গিমা অনঙ্গে দেখিয়া
লাজে ধনু নাহি ধরে।
ইষত হাসনি নয়ন পাশেতে
যারে দেখে তারে মারে॥
নব করিবর গমন মন্থর
নখ দরপণ-মণি।
থল উতপল জিনি পদতল
বল্লবীকান্ত নিছনি॥ ২॥

কুমুদানন্দ

বালক কৃষ্ণ

কামোদ

কাঁচা মরকত নবীন জড়িত
মনোহর তনুখানি।
হাসিঞা হাসিঞা অমিয়া মাখিয়া
বলে আধ আধ বাণী॥
পাখানি নাচাঞা নূপুর বাজাঞা
বসিঞা মাএর কোলে।
সোনাএ জড়িত মুকুতা লম্বিত
শোভিছে নাসিকাতলে॥
গলাএ জড়িত রুরু-নখ রুচি
গাঁথনি মুকুতা ঝুরি।

কুমুদানন্দ কহে এমন বালকের
নিছনি লইয়া মরি॥ ১॥

রাঘব

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

তথারাগ

ও পথে দেখিল কালা সাথে মন গেল।
সে বড়ি বিষম শ্যাম চিত চুরি কৈল মোর
সোয়াস্ত না পাঙ এক তিল॥ ধ্রু॥
মেঘের বরণ গাও রাঙ্গা হাত রাঙ্গা পাও
মুখ যেন পূর্ণিমার চাঁদে।
গজেন্দ্র গমন দেখি ফিরাইতে নারি আঁখি
মনের সহিতে প্রাণ কাঁদে॥
অরুণ অধর তায় ফিরিয়া ফিরিয়া চায়
ত্রিভঙ্গ হইয়া পূরে বেণু।
মধুর মধুর হাস জাতি কুল প্রাণ নাশ
শ্যামের সে ঢর ঢর তনু॥
শিরে শিখিপুচ্ছ বায় ভ্রমরা ভ্রমরী ধায়
চরণে চরণ বঙ্ক রাজে।
কাতরে রাঘব কয় মোর মনে হেন লয়
কানু সে সুনাগর-রাজে॥ ১॥

কাশীদাস

রাস-লীলা

মউর

নন্দ-নন্দন সঙ্গে মোহন
নওল গোকুল-কামিনি।
তপন-নন্দিনি তীরে ভালে বনি
ভুবন-মোহন লাবণি॥
তাথৈ তাথৈ মৃদঙ্গ বাজই
মুখর কঙ্কণ কিঙ্কিণি।
বিলসে গোবিন্দ প্রেম-আনন্দ
সঙ্গে নব-নব-রঙ্গিণী॥
উরহি লম্বিত কনক-চম্পক-
দাম কর্দ্দম চন্দনে।
দোহঁ-কলেবর ভেল শ্রম-জল
মোতি মরকত কাঞ্চনে॥
রাসে মাতল সঙ্গে ষড়-ঋতু
কুঞ্জ-কাননে রাজই।
শুক শিখি পিক চাতক ডাহুক
ভ্রমর পঞ্চম গাওই॥
রাস-মণ্ডল গোপিনী-কুল
শ্যাম সঞে নব-রঙ্গিণি।
দেই কর-তালি বোলে ভালি ভালি
কাশীদাস বলি যাইনি॥ ১॥

দয়াল

শ্রীরাধার রূপোল্লাস

মল্লার

পেখলুঁ অপরূপ নন্দ-কুমার।
কালিন্দি নীর-তীর-তরু হেলন
যৈছন জলদ-সঞ্চার॥ ধ্রু॥
চূড়াহি উড়য়ে মউর-শিখণ্ডক
সো এক অপরূপ-ঠাম।
যৈছন ইন্দ্র-ধনুক তহি উয়ল
ঐছন মঝু মনে ভান॥
মোতিম-হার উর পর লোলত
হেরিয়ে তারক-পাঁতি।
কটি পর পীত বসন তহি রাজিত
জিনি সৌদামিনি-কাঁতি॥
চরণ-অবধি বন-মাল বিরাজিত
উনমত মধুকর-জাল।
পদ-পঙ্কজ তলে মানস সোঁপলুঁ
কাতরে কহত দয়াল॥ ১॥

অভিরাম

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী

বালা ধানশী

শুন শুন সুন্দরি না ভাবিহ আন।
বহুত মিনতি করি পাঠায়ল কান॥
বৈঠই তরু-তলে করিছে ভাবনা।
অন্তর জরজর বিরহ-বেদনা॥
খণে খণে উঠত কম্প-শরীর।
অথির-নয়ন কভু হোয়ত থীর॥
অতয়ে কহলুঁ হাম করহ পয়ান।
খনেকে না জানিয়ে হোয়ত আন॥
শুনইতে ঐছন কহতহি রাই।
উচিত না মানিয়ে হম তাহাঁ যাই॥
তুরিতে আনহ তাহে পুর মঝু আশ।
মিলল শ্যাম-পাশে অভিরাম দাস॥ ১॥

সুবল

গৌরচন্দ্র

জয়জয়ন্তী রাগ

দেখ নটবর নাচে শচীর কোঙর হে।
হেমবর গোরাতনু প্রেমভরে ভোরা জনু
মধুর হসন কণ জন মনোহর হে॥
অরুণ বরুণ ঘর নয়নহি নীর ঢর
তরুণ করুণ মনু মোতি লব ঝর হে।
দেখি প্রিয় গদাধর বিপুল পুলক ভর
ঐছে টেড়ে ভাঙধর কামধনু ডর হে॥
হেরি ফেরি নিত্যানন্দ লাজে হেঁট মুখ চন্দ্র
ইহ রস গন্ধ পাঁওঙে সুবল সুঘড় হে॥ ১॥*

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

মূরতি দামিনী মদন কামিনী
বদন যামিনীকান্ত রে।
(তছু) চিবুকে মৃগমদ বিন্দু ছন্দহি
হামারি করু জীবনান্ত রে॥
নাসা মোতিম যৈছে তিল ফুল
ঝুলত অমিয়াক বিন্দু রে।
দিঠি বঙ্কিম ভঙ্গিম হেরত
রঙ্গিম অনঙ্গক সিন্ধু রে॥
গণ্ডমণ্ডল দোলত কুণ্ডল
হামারি জিউ তছু সঙ্গে রে।
শ্যামা ভামিনী ভুজগ কামিনী
নিন্দি ভাঙ বিভঙ্গে রে॥
সুন্দর সিন্দুর বিন্দুকো রহি
উজর বেণী বিলাস রে।
ভুজগারি ভ্রাতরে কাল ভুজঙ্গিনী
কীয়ে করত গরাস রে॥ ১॥ †
কুটিল অলকক মাল ঈষত
চলতি মৃদুগতি বাত রে।
হামারি মরমহি পরম দারুণ
চালই কাম করাত রে॥
হাসি থোরহি বদন মোড়ই
চীর আঁচরে ঝাঁপি রে।
নেল সরবস মোর জোরহি
ভোরে তনু অব কাঁপি রে॥
সোই সুমধুর অধর মধু বিনে
কৈছে ধরই প্রাণ রে।
এ জন জীবন রহত কৈছন
সুবল করহ বিধান রে॥ ২॥

১* দেখ হে, নটবর শচীর কুমার নাচিতেছেন। শ্রেষ্ঠ কাঞ্চন বর্ণ বিজয়ী গৌরদেহ, প্রেমভরে বিভোর। তাঁহার মধুর হাসির কণিকা জন-মন-হরণ করে। আরক্ত বরুণালয় (সলিলের প্রস্রবণ) তরুণ করুণাপূর্ণ নয়নে অশ্রু উছলিয়া পড়িতেছে। যেন মতিবিন্দু ঝরিতেছে। দেখিয়া প্রিয় গদাধর বিপুল পুলকে পূর্ণ হইয়া অনুরাগ রঞ্জিত (কটাক্ষে) ভ্রূভঙ্গি করিলেন। দেখিয়া কামধনু ভয় পায়। ফিরিয়া দেখিয়া জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ লজ্জায় মুখ নামাইলেন। সুঘর সুবল এই (মধুর) রসের গন্ধ (আভাস) পাইতেছেন।

১† সিন্দুর বিন্দু, শিরে বিলম্বিত বেণী, ভুজগের অরি গরুড়, তাহার ভ্রাতা অরুণকে কি কাল-ভুজঙ্গিনী গ্রাস করিয়াছে?

কৃষ্ণপ্রসাদ

রসোদ্‌গার

ললিত

আজ্‌ কেন হেন বাসি।
আঁখি ঢুল্‌ ঢুল্‌ ঘুমেতে আকুল
জাগিয়াছ বুঝি নিশি॥
রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
বসন পড়িছে খসি।
স্বরূপ করিয়া কহ না আমরা
মনের মরমী দাসী॥
এক কহইতে আন কহিছ
বচন হইল্‌ হারা।
রসিয়ার সঙ্গে কিবা রস রঙ্গে
সঙ্গ হইয়াছে পারা॥
ঘন ঘন তুমি মোড়িছ অঙ্গ
সঘনে নিশ্বাস ছাড়।
স্বরূপ করিয়া কেনে না কহসি
মরমে কপট কর॥
ভালের সিন্দূর আধেক আছে
নয়ানে আধ কাজল।
চান্দ নিঙ্গাড়িয়া এমন করিয়া
কেবা নিলে এ সকল॥
কৃষ্ণপ্রসাদ কয় যে বোল সে হয়
ভাল ভুলাইলে কাজ।
সঙ্গের সঙ্গিনী বঞ্চিতে নারিবা
কিবা কর আর লাজ॥ ১॥

আক্ষেপানুরাগ

তুড়ী

ভালই সময় ছিল যখন শিশুমতি।
অন্তরে অনল জ্বলে পিরীতি কিরিতি॥
বাহিরে আনল নহে জল দিব তায়।
শ্যাম প্রেম ধকধকি কি বলিব কায়॥
প্রাণসখি তোমায়ে সে বলি।
হিয়ার ভিতরে শ্যাম পরাণ-পুতলী॥
ঘর হৈতে বাহির হইয়ে নিরন্তর।
দেখিবারে সাধ করি নাহি সতন্তর॥
মন ধক ধক করে দিবসরজনী।
লোক মাঝে না থাকিয়ে রহি একাকিনী॥
নিশ্বাস ছাড়িতে মোর নাহি অবসর।
কৃষ্ণ পরসাদ কহে পরমাদ বড়॥ ২॥

কৃষ্ণকান্ত-তনয়া

ঝুলন-লীলা

তথারাগ

ঝুলত ব্রজ- রাজ-কুঙর
রঙ্গন হিণ্ডোরে।
সঘনে পবন বহই মন্দ
বরিখত বারি বুন্দ বুন্দ
পীত-পটমে লপট পিয়ারি-
জীক করত কোরে॥ ধ্রু॥
হংস সারস কীর মোর
কোয়েলা-গণ করত শোর
ভ্রমরা-গণ গুঞ্জ গুঞ্জ
বোলত চৌ-ওরে।
সুঘড় করত তাল-মান
গাওত সব তরুণি গান
কৃষ্ণ কান্ত- তনয়া-চিত্ত
হোয়ে সুখমে ভোরে॥ ১॥ *

---

১ * রঙ্গভরা (অথবা রঙ্গিন) হিন্দোলে ব্রজরাজকুমার দুলিতেছেন। পবন পুনঃ পুনঃ মন্দ মন্দ বহিতেছে। ঝিমি ঝিমি (টুপ টাপ) করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। পীতাম্বরে জড়াইয়া কৃষ্ণ পিয়ারীজিকে কোলে করিয়াছেন। হংস, সারস, শুক, ময়ূর, কোকিলগণ (সুস্বরে) গান করিতেছে। ভ্রমরগণ চারিপাশে গুঞ্জন করিতেছে। সুষ্ঠু তাল মানের সঙ্গে তরুণীগণ গান করিতেছে। দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত-তনয়া সুখে বিভোরা হইলেন।

আকবর

শ্রীগৌরচন্দ্র

তথারাগ

জীউ জীউ রে মেরে মন-চোর গোরা।
আপহি' নাচত আপন রসে ভোরা॥ ধ্রু॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া।
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া॥
পদ দুই চারি চলু খলত ঢলিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতোলিয়া॥
ঐছন পহুঁকে যাহু বলিহারী।
সাহ আকবর তেরে প্রেম-ভিখারী॥ ১॥

আলাওল

তুড়ী (মতান্তরে ভৈরব রাগ)—অভিসার

ননদিনী রস-বিনোদিনী
ও তোর কুবোল সহিতে নারি আমি। ধ্রু।

(ননদিনী)
ঘরের ঘরণী জগত মোহিনী॥
প্রত্যুষে যমুনাএ গেলি।
বেলা অবশেষ নিশি পরবেশ
কিসে বিলম্ব করিলি॥

(শ্রীরাধা)
প্রত্যুষে বেহানে কমল দেখিয়া
পুষ্প তুলিবারে গেলাম।
বেলা উদনে কমল মুদনে
ভোমরা দংশনে মৈলাম॥
কমল কণ্টকে বিষম সংকটে
করের কঙ্কণ গেল।
কঙ্কণ উথটিতে ডুব দিতে দিতে
দিন অবশেষ ভেল॥
শীষের সিন্দুর নয়ানের কাজল
সব ভাসি গেল জলে।
হের দেখ মোর অঙ্গ জর জর
দারুণি পদ্মের নালে॥
কুলের কামিনী কুলের নিছনি
কুলে নাই তোর সীমা।
আরতি মাগনে আলাওলে ভণে
জগত মোহিনী রামা॥ ১॥
[৩৭৫৬]
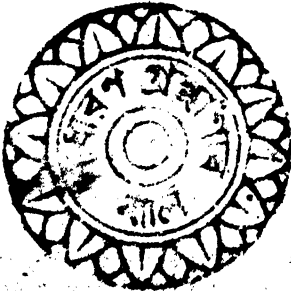
শব্দার্থ

অ

অওধ—অধঃ, নিম্ন। অবধি। বিণ.—অবনত।

অওধ আনন—অধোমুখ।

অংশুমান—কৃষ্ণসখাবিশেষ।

অংস—স্কন্ধ।

অকথ্য—অনির্বচনীয়, বাক্যাতীত। যাহা কথনের অযোগ্য। যাহা কহা যায় না।

অকাজে—অনর্থক, অকারণে। অবাঞ্ছিত কর্মে।

অকিরিতি—অকীর্তি। অকৃতি, অন্যায় কর্ম।

অকুর—অক্রূর।

অক্ষামন্ত্র—রক্ষামন্ত্র। ভবিষ্যৎ অমঙ্গল বা বিপদ আপদ নিবারণের উদ্দেশ্যে পঠিত বা উচ্চারিত মন্ত্র।

অখলা—অকপটা; সরলা।

অখিণ—অক্ষীণ। অখিন্ন, অম্লান। সতেজ। স্থূল।

√অগোর্, √আগোর্—(ধাতু) আবৃত করা। আগলানো। আঁকড়ানো। গোপন কবা। অধিকার করা।

অগোর—অগুরু (গন্ধদ্রব্য)।

অগেয়ানী—জ্ঞানহীনা।

অঘহারি—পাপঘ্ন (অঘ—পাপ; অনঘ—নিষ্পাপ)।

অঘারে (অঘারির সম্বোধনে)—অঘাসুরের অরি—অঘারি, শ্রীকৃষ্ণ।

অঙ্গদ—বাজু। বাহুর অলঙ্কারবিশেষ।

অঙ্গিনী—অঙ্গের অংশীভূতা।

অচল—অচর, স্থাবর। পর্বত।

অচল সচল—স্থাবর-জঙ্গম, চরাচর।

অচাহে — অপ্রত্যাশিতভাবে। অনিচ্ছায়। দৈবাৎ। আচম্বিতে।

√অছ্, √আছ্—(ধাতু) থাকা।

অছু—(সর্বনাম) উহার। বিণ.—এইরূপ।

অজভব—অজ—ব্রহ্মা, ভব—শিব।

অজানুক—অজানিত, অজ্ঞাত। অজ্ঞ।

অঝরে, অঝোরে—অবিরল ধারায়। ঝরঝর করিয়া।

অঞ্চল—আঁচল। চোখের কোণ। প্রদেশ।

অঞ্চিত—ভূষিত। পূজিত। উদ্গত। কুঞ্চিত।

অঞ্জাইতে—অঞ্জন লেপন করিতে।

অটমিক—অষ্টমীর। (অটমিক চাঁদ—ললাটের সঙ্গে উপমিত)।

অট্ট—উচ্চ। (যেমন—অট্টহাস্য)।

অট্টালি—অট্টালিকা, দালান, কোঠা।

অতমিত—অস্তমিত।

অতয়ে—অতএব।

অথই, অথাই—অগাধ। তলহীন। যাহার থৈর্য নাই। (থই, থাই—স্থিতি)।

অদখিণ—অদক্ষিণ, বাম, প্রতিকূল।

অধ—নিম্ন। আধ, অর্ধেক।

অধিকাই—অধিক পরিমাণে।

অধিবাস—কোন পুণ্যানুষ্ঠানের বা পূজানুষ্ঠানের অব্যবহিত পূর্বে বা পূর্বদিনে গন্ধদ্রব্যাদির দ্বারা করণীয় মাঙ্গলিক কর্মবিশেষ।

অধিয়ান—অধ্যয়ন। (অধীয়ান—অধ্যেতা, অধীতী—অধ্যয়নশীল)।

অধি[illegible]—চরম ও পরম অবস্থায় স্থিত। অতিরিক্ত। উচ্চে আরূঢ়।

অধোগতি—নিম্নগতি, অবনতি। বিণ.—অবনত।

অনঘ—নিষ্পাপ।

অনছন—আনচান, অস্থির। অস্বস্তি বোধ। মনের চাঞ্চল্য।

অনত—আনত। অন্যত্র।

অনতর—অন্যত্র।

অনওথ—অন্যথা।

অনরথ—অনর্থ। বিপৎপাত।

অনিমিখ—অনিমিষ, অনিমেষ, অপলক।

অনীত—নীতিবিরুদ্ধ। অনাচার, অপচার।

অনুখনে—সর্বক্ষণে, পরক্ষণে।

অনুদিন—দিনের পর দিন।

অনুপ, অনুপাম—অনুপম, অতুল্য।

অনুবন্ধ—প্রারম্ভ, অবলম্ব, রীতি পদ্ধতি, অনুরোধ। অভিসন্ধি। জড়ানো।

অনুবাদ—পরিবাদ, লোকনিন্দা। প্রতিকূলাচরণ। বাদ সাধা। শুকাদি পক্ষীর ভাষণ। বিবৃতি, বারবার কথন।

√অনুব্রজ্—(ধাতু) অনুসরণ করা। সঙ্গে চলা।

অনুভাব—স্বেদ, বেপথু, রোমাঞ্চ ইত্যাদি সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ।

অনুরথ—অনরথ দ্র.।

অনুরাগ—যে প্রেমে প্রিয়জনকে নিত্য নবনবায়মান বলিয়া মনে হয়। যে প্রেম তিলে তিলে নোতুন হয়।

অনুলেপ—চন্দনাদির চর্চায় অঙ্গরাগ।

অনুশয়—বেদনা। মনঃপীড়া।

অনুবন্ধ—সম্বন্ধ। আয়োজন। সংশ্লেষ।

অনূপ—জলা, জলময়, জলাশয়ের সমীপবর্তী স্থান। (পদাবলীতে) অনুপম বা উপমারহিত।

অনোঅন, অনঅন—অন্যোন্য, পরস্পর।

√অন্ধা—(ধাতু) অন্ধ করা। অন্ধ হওয়া।

অপঘন—দেহ, অঙ্গ। শরৎকাল। বিণ.—মেঘমুক্ত। (ঘন—মেঘ, অপ—অপগত)।

অপভাষ—নিন্দা। কটূক্তি।

অপরশ—অস্পৃশ্য।

অপরশি—অস্পৃশ্যা।
√ **অপসর্**—(ধাতু) সরিয়া যাওয়া, সরাইয়া দেওয়া। অপসর—চলিয়া যাও।
অপায়—অমঙ্গল, বিপত্তি, অনর্থ, ক্লেশ, অবাঞ্ছিত ঘটনা।
অপার—অসীম, অগণ্য, অজস্র। যাহা পার হওয়া যায় না।
অপীন—সূক্ষ্ম, মিহি। (পীন—স্থূল)।
অপরূব—অপূর্ব, অপরূপ।
অপ্রকট—তিরোধান। জীবনাবসান। বিণ—পরলোকগত।
অফুরান—অফুরন্ত, অন্তহীন।
√**অব্**—(ধাতু) রক্ষা করা। আসা।
অবইতে—আসিতে, আসিবার সময়ে।
√ **অবগা** সং.—√ **গাহ্** (ধাতু)—অবগাহন করা। চিন্তা করা, তলাইয়া বুঝা, হৃদয়ঙ্গম করা। উপলব্ধি করা। শান্ত করা, আশ্বস্ত করা। ভাবে মগ্ন হওয়া।
অবগুণ—দোষ।
অবঘাত—আক্রমণ, আঘাত। অপঘাত। বিণ.—আকস্মিক।
অবতংস—শিরোভূষণ অথবা কর্ণভূষণ। (অবতংসহ (অনুজ্ঞা)—শিরোভূষা বা কর্ণভূষণ রচনা কর)।
অবতরী — সর্বাবতারের মূল অবতার, যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন।
অবছন—এইরূপ।
√**অবধার্**—(ধাতু) নির্ণয় করা, স্থির করা।
অবধি—সীমা, চরম সীমা, ওর, পরিণাম, শেষ পরিণতি। হইতে।
অবধৌত—নিত্যানন্দ, অবধূত।
অবশ—অসাড়। অবশীভূত।
অবশেষ—ভুক্তাবশেষ, উচ্ছিষ্ট। অবসান। বাকী। শেষাংশ।
√ **অবসা**—(ধাতু) অবসিত হওয়া। অবসান পাওয়া।
√ **অবহিঁ**—এখনই। অবহুঁ—এখনও। অব—এখন।
অবিরোধে—অবাধে, নিরুপদ্রবে।
অবুঝ—নির্বোধ, অবুঝ। অজ্ঞান। **অবুঝিনী**—বুদ্ধিহীনা।
অবেকত—অব্যক্ত।
অভরণ—আভরণ।
অভিমত পালক—মতানুবর্তী।
অভিমন্যু—আয়ান। রাধার লৌকিক পতি।
অভিষেক—শাস্ত্রবিধি অনুসারে মন্ত্রপূত স্নান।
√ **অভিসর্**—(√ সৃ-ধাতু) নায়িকার পক্ষে নায়কের সঙ্কেত-স্থলে গমন করা।
অভিসর (অনুজ্ঞা)—অভিসারে চল।
অভিসারিকা—যে নায়িকা প্রিয়তমকে অভিসার করান বা নিজে অভিসার করেন। (১) জ্যোৎস্নাভিসারিকা। (২) তামসাভিসারিকা। (৩) দিবাভিসারিকা। (৪) কুজ্ঝটিকাভিসারিকা। (৫) তীর্থযাত্রাভিসারিকা। (৬) উন্মত্তাভিসারিকা। (৭) বর্ষাভিসারিকা। (৮) অসমঞ্জসাভিসারিকা : এই অষ্টবিধ অভিসারিকা।
অমন্দ—গুরুতর।
অমায়—অকপট। মায়ামুক্ত।
অমিঞা—অমিয়া, অমৃত।
অমৃতকেলি—একপ্রকারের লড্ডুক বা মিঠাই।
অমোল—অমূলক। অমূল্য।
অম্বিকাপূজা—দুর্গোৎসব।
অযাচক—যে প্রার্থনা করে না।
অর্ক—সূর্য। আকন্দের ফুল।
অর্জুন—রাখাল সখাবিশেষ।
অর্ভক—শিশু।
অরকত—আরক্ত। অলক্তক।
অরু, ঔর—আর, আরও।
অরুণিম—রক্তাভ, অরুণ বর্ণে রঞ্জিত। **অরুণিমা**—রক্তিমা।
অলকাতিলক—চন্দন মৃগমদ ইত্যাদির দ্বারা দেহের কোন কোন স্থান যেমন—কপোল কপাল ইত্যাদির চিত্রণ।
অলখি, অলখিনী—অলক্ষ্মী।
অলখিতে—অগোচরে, অদৃশ্যভাবে।
অলগনি—লগ্ন বা যুক্ত না হওয়া। অলগ্ন।
অলতক, অলত—অলক্তক, আলতা, যাবক।
অলস, আলস—আলস্য। জড়তা। বিণ.—নিষ্ক্রিয়।
√ **অলসা**—(ধাতু) আলস্য প্রকাশ করা। অবসন্ন হওয়া।
অলসাই—আলস্যভরে। √ **অলস্**—(ধাতু) অবসন্ন হওষা, শ্লথ হওয়া।
অলাত—কুম্ভকারের চাক। অঙ্গার।
অলিক—ললাট, কপাল।
অলিন্দ—বারান্দা।
অলেখি—যাহার লেখাজোখা নাই। অলিখিত।
অসকাল—বিকাল। অসময়।
অসম্ভার, অসম্ভার—অবশ, শিথিল, অবসন্ন, অসংযত।
অসম্বর, অসম্বার, অসংবৃত—অসামাল, অসংযত।
অসমশর, বিষমশর—মদন, পঞ্চশর।
অসমঞ্জস—সমাঞ্জস্যহীন, পরস্পরবিরোধী, সঙ্গতিহীন।
অসম্বারি—অসামালী, অসংযতা।
অসম্বিৎ—অচেতন, সংজ্ঞাহীন। **অসম্বিতে**—সম্বিৎ বা জ্ঞানের অগোচরে
অহর্নিশ—অহর্নিশ, দিনরাত।
অহিমকর — হিমকর — চন্দ্র। অহিমকর — সূর্য।
অহিমকরসুতানীরে—যমুনার জলে।
অহেরা—মৃগয়া, শিকার। আখেটক।

আ

আই—আর্যিকা, আয়ী, জননী।
আইঠা—এঁটো, উচ্ছিষ্ট।

আইয়তী—আয়তী, নারীর সাধব্য বা অবৈধব্য। বিপ. —আয়ুস্মতী।
আইহন—আয়ান্, অভিমন্যু (রাধার স্বামী)।
আউদড়—অর্ধাবৃত। আলুলিত, উন্মুক্ত, অনাবৃত। আদুল।
√ **আউলা**—(ধাতু) আলুলায়িত হওয়া, আলুথালু হওয়া, বিশৃংখল হওয়া, অবসন্ন হওয়া। এলাইয়া পড়া। বিস্রস্ত হওয়া। (সং. আকুল—আউল)।
আওয়াস—আবাস।
আঁকুর—অংকুর।
আঁচর—আঁচল।
আঁগন—অঙ্গন। উঠান।
আঁজ$_1$—অঞ্জন রেখা।
আঁজ$_2$—কিছু লিখিবার আগে ব্যবহৃত চিরপ্রচলিত চিহ্নবিশেষ। অঞ্জন।
√ **আঁট্**—(ধাতু) আঁটিয়া বাঁধা। দৃঢ় করিয়া ধরা। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, সমতুল্য হওয়া। (**আঁটন, আঁটনি**—বাঁধন)।
আঁত$_1$—আত্মা, মর্মস্থল।
আঁত$_2$—অন্ত্র, উদর।
আঁতর—অন্তর, ব্যবধান।
আঁধি, আঁধিয়ার, আন্ধিয়ার—অন্ধকার, আঁধার।
আঁধুয়া—অন্ধ। এঁধো। অন্ধকারময়।
আকুতি, আকুত—আকুল আকাংক্ষা। আকিঞ্চন। কাতর আবেদন।
আখটি, আখুটি—খোট, আবদার, জেদ, বায়না। গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করা।
আখর, আঁখর—অক্ষর। কীর্তন গানে ব্যাখ্যামূলক-ভাবে বা সুরের মাধুর্যবৃদ্ধির জন্য সংযোজিত ছোট ছোট বাক্য।
আগম—তন্ত্রাদিশাস্ত্র। আপ্তবাক্য। আগমন।
আগর$_1$—অগুরু।
আগর$_2$—পূর্ণ। আকর, আশ্রয়। আগার। সর্বাঙ্গ-সুন্দর।
আগি—আগুন, আগুনি।
আগিলা—অগ্রবর্তী। আগেকার।
আগুবাড়ি—সংবর্ধনার্থ আগাইয়া গিয়া, আগ বাড়াইয়া। **আগুসারি**—অগ্রসর হইয়া।
আগুসার—অগ্রসর।
আঘণ—অগ্রহায়ণ।
আচম্বিতে—অকস্মাৎ। অসম্ভাবিতে। আচমকা।
আচর—আচরণ।
আচোড়—আঁচড়।
আছিদর—প্রগল্ভ। শঠ, প্রবঞ্চক, ধৃষ্ট। ছিদ্রা-ন্বেষী। স্ত্রী—**আছিদরী**।
√ **আছ্**—(ধাতু) থাকা। প্রয়োগ—**আছিল, আছুক, আছিতে, আছিয়ে, আছিবে**।
আজল—ন্যাকা। স্ত্রীঃ **আজলী**—সরলা। বুঝিয়াও যে বুঝে না। জানিয়াও যে না-জানার ভান করে।
আজাড়িঞা—খালি করিয়া। ঢালিয়া।
আজু—আজ, অদ্য।

আটপ, আটোপ—গর্ব। আড়ম্বর। **আটবলাটব**—সগর্ব আড়ম্বর।
আঠার নালা—পুরীধামের প্রবেশপথে আঠারোটি খিলানের সেতু।
আড়—আধ। তেরছা। অন্তরাল। (**অর্ধ**—আড়, **অন্তরাল**—আড়াল)।
আড়জিউ—অর্ধজীবিত।
আড়ম্ব—আড়ম্বর।
আত—আতপ। রৌদ্র।
আতসী—পুষ্পবিশেষ।
আতি$_1$—অতি।
আতি$_2$—বিনাশ, বিলুপ্তি।
আত্মসাধ—আত্মসাৎ।
আদালি—অর্ধস্থালী। হাঁড়িকলসীর নিম্নার্ধভাগ—মাটিতে ভরতি করিয়া যাহাতে গাছের চারা বা ক্ষুপজাতীয় গাছ লাগান হয়।
আদ্রব—দ্রবীভূত, বিগলিত।
আন—অন্য, অপর। অন্যথা। **আনআন**—পরস্পর।
আনচান, আনছান—অস্বস্তিবোধ, অন্তর্দাহ।
আনত, অনত—অন্যত্র।
আনুপামা—অনুপমা, অতুলনীয়া।
আন্ধল$_1$—অন্ধ।
আন্ধল$_2$—আঁধুয়া (এঁধো)।
আন্ধাওল—অন্ধ হইল। অন্ধ করিল।
আন্ধিয়ার—অন্ধকার, আঁধার।
আ-পদ—পদ পর্যন্ত।
আপ—আপনি। আপনা (**আপ হি আপ**—আপনা হইতে)।
আপহিঁ—আপনা হইতেই। আপনা আপনি।
আপাদ দোলনি—পা পর্যন্ত যাহা দোলে (যেমন বন-মালা)।
আপি—অর্পণ করি। [√ **আপ্**—(ধাতু)]।
আপ্—(ধাতু) অর্পণ করা।
আবালী—বুদ্ধিহীনা বালিকা।
আবর্তন—আলোড়ন, ঘোটন, আওটানো। চক্রাকারে পরিবেষ্টন।
আবেশ—ভাবাবেগ, ভাবে তন্ময়তা। ভর।
আভীর—গোপ। স্ত্রীঃ **আভীরী**—আহীরী, আহি-বিনী, গোয়ালিনী।
আভীরী—**আভীর** দ্রঃ।
আভোগ—উপভোগ। কবিতা বা গানের পদের যে চরণদ্বয়ে ভণিতা থাকে। সর্পফণা।
আমূল—অমূল্য। **আমূলে**—বিনামূল্যে।
আম্রাতক—আমড়া।
আযুগত—অযুক্ত। অসঙ্গত, যাহা যুক্তিযুক্ত নয়।
আয়ানী—অনভিজ্ঞা।
√ **আয়্**—(ধাতু) আগমন করা। **আয়নি**—আগমন।
আরত—আরক্ত। অনুরক্ত। আর্ত।
আরতি—আকাংক্ষা। অনুরাগ, আর্তি। উৎকণ্ঠা। কামার্তি। আরাত্রিক।
আরতিল—আর্তি প্রকাশ করিল। বিপ.—যোড়াতুর।

আরদ্র—হরিদ্রা, হলুদ।
আরাত্রি, আরাত্রিক—আরতি। নীরাজনা। পঞ্চ-প্রদীপের দ্বারা দেববিগ্রহের মুখমণ্ডল ও অন্যান্য অঙ্গে আলোকসম্পাত।
আরিজা—আর্যা।
আরিশি—আদর্শিকা, দর্পণ, আর্শী।
√ **আরোপ্**—(ধাতু) স্থাপন করা।
আলস, আলিস—অবসাদ, আলস্য, জড়তা। আবেশ।
আলা—আলোকিত।
আলাই বালাই—বিপদ আপদ। অশুভ।
আলান—হাতী বাঁধিবার খুঁটা।
আলী—সখী।
আলুইল—এলো হইল, এলাইল।
আশংসা—আশ, আশা।
আশ-পরিবন্ধ—আশার ছলনা। (**পরিবন্ধ**—প্রবন্ধ, কপটাচার, ছলনা)। আশার সূচনা বা আশার আভাস।
আশাপাশ—আশারূপ জাল কিংবা ডোরী।
আশোআস—আশ্বাস। √ **আশোয়াস্** (ধাতু)—আশ্বস্ত করা।
আষাঢ়ী—পলাশকাঠের দণ্ডধারী (সন্ন্যাসী)।
আসক—অনুরক্তি, আসক্তি। (আরবি ভাষায় অনুরক্ত প্রেমিক)।
আসান—সমাধান। আশ্বাস। অবসান। নিরাপত্তা। উপশম।
আসু—অশ্রু।
অহোনিশি—অহর্নিশ।

ই

ইছিয়া—ইচ্ছা করিয়া।
√ **ইছ্**—(ধাতু) ইচ্ছা করা। ইছে—ইচ্ছা করে।
ইতিউতি—ইতস্ততঃ, এদিক ওদিক।
ইথি—এখানে।
ইথে—ইহাতে। **ইথে লাগি**—এই জন্য।
ইন্দীবর—নীলপদ্ম।
ইন্দ্রজালিক — ইন্দ্রজালী + ক — ইন্দ্রজালিক। কুহকী। ঐন্দ্রজালিক।
ইবে—এবে।
ইহ—এই, এই ব্যক্তি। এখানে।
ইঁহি, ইন্হি—ইঁনি। **ইনকে**—ইঁহার।

উ

√ **উকট্**—(ধাতু) খোঁজ করা, সন্ধান করা, তল্লাস করা।
√ **উকাস্**—(ধাতু) উৎকাশিত করা, আলোকিত করা। উসকানো। বাহির হওয়া।
√ **উগর্**, √ **উগার্**—(ধাতু) উদ্‌গীর্ণ করা। প্রয়োগ—**উগরাই, উগারল**।
উগারসি—উচ্চারণ করিতেছ। উদ্‌গীর্ণ করিতেছ।
উগিল—উদিল।
√ **উগ্**—(ধাতু) উদিত হওয়া। উদীরিত হওয়া। প্রয়োগ—**উগয়ে, উগিল**।
√ **উঘট্**, √ **উঘার্**, √ **উঘাড়্**—(ধাতু) উদ্‌ঘাটিত করা, উন্মুক্ত করা। অনাবৃত করা। বেগে বাহির হওয়া। প্রয়োগ—**উঘাড়ি, উঘারল** ইত্যাদি।
√ **উচক্**—(ধাতু) উচ্চকিত হওয়া। অস্থির হওয়া।
উচাটন—অস্থির, উদ্বেলিত, উৎকণ্ঠা।
√ **উচার্**—(ধাতু) উচ্চারণ করা।
উচলে—উচ্চস্থানে।
উছট—হোচোট, ইষ্টকে বা শিলাখণ্ডে পায়ে আঘাত পাওয়া।
√ **উছর**—উত্তীর্ণ বা অতিক্রান্ত হওয়া। উৎসারিত হওয়া।
√ **উছল**, √ **উছলা**—(ধাতু) উচ্ছলিত, উৎক্ষিপ্ত, স্খলিত হওয়া বা করা। উথলাইয়া পড়া। উছলাইয়া পড়া।
উছাহ—উৎসাহ।
উজাগর—(উজ্জাগর) জাগরণ। জাগিয়া থাকা। **উজাগরি**—জাগিয়া রহিয়া।
উজিয়ারা, উজিয়ালা, উজালা, উজারা—উজ্জ্বল। ভাস্বর।
উজিয়াল—মশাল।
√ **উজোর্**, √ **উজর্**, √ **উজার্**—(ধাতু) উজ্জ্বল করা বা হওয়া। আলোকিত করা।
উজ্জ্বলনীলমণি—শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত রস-তত্ত্বের গ্রন্থ।
উজ্জ্বল রস—মধুর রস। শৃঙ্গার রস।
উঝালি—উত্তোলন করিয়া। ঝাঁকিয়া।
√ **উঝাল্**—(ধাতু) উদ্দীপ্ত হওয়া, উত্থিত হওয়া বা করা।
উডুগণ—নক্ষত্রমালা, তারার পংক্তি।
উডুপ—তারাপতি, চন্দ্র। (অন্যত্র ভেলা)।
উতরল (উত্তরল)—ক্ষুব্ধ, চঞ্চল, আকুল।
উতরোল—(১) কোলাহল, উচ্চরব। (২) উত্তরল, উৎকণ্ঠা, চঞ্চল, আকুল।
উতার—(১) খুলিয়া ফেলা, খসাইয়া ফেলা। (২) উত্তীর্ণ হওয়া বা করা। **উতার** (অনুজ্ঞা)—নামাও।
উত্তান—চিৎ হইয়া শায়িত।
উৎকণ্ঠিতা—সংকেতস্থলে প্রিয়তমের আসিতে বিলম্ব হইলে উচ্চকিতা; উদ্‌গ্রীবা নায়িকা।
উদ—উদক, জল।
উদগীম—উদগ্রীব। **গীম**—গ্রীবা।
√ **উদঘাট্**—(ধাতু) উন্মুক্ত করা।
উদধি—সমুদ্র। (উদক—জল)।
উদবিন্দু—জলবিন্দু। স্বেদকণা।
উদভট—অদ্ভুত।
উদভাস্বর—উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত।
উদসল—বন্ধনমুক্ত হইল। অনাবৃত হইল। এলাইয়া পড়িল [√ **উদস্** ধাতু]।

উদয়-ভূভূৎ—উদয়াচল। **ভূভূৎ**—পর্বত।
উদাম—উদ্দাম।
√ **উদাস্**—অনাবৃত করা বা হওয়া। [√ **উদস্** (ধাতু) দ্রঃ]।
উদূখল—শস্যাদি পেষণের জন্য কাষ্ঠ বা পাষাণ নির্মিত গভীর পাত্র। উখলি।
উদেশ—খোঁজ খবর। উদ্দেশ।
উধ—ঊর্ধ।
√ **উধার্**—(ধাতু) উদ্ধার করা। ফিরিয়া ধার চাওয়া। বিঃ (১) উদ্ধার। (২) ধার, ঋণ।
উনহি—উনি।
উন্‌কি—উহার।
উপচঙ্ক—আতঙ্কিত, ত্রস্ত। চমকিত। বিঃ উচ্চকিত ভাব।
উপচার—আয়োজন, উপকরণ। অনুষ্ঠান। উপভোগ্য।
উপজ্—জন্মানো। [√-**জন্** ধাতু]।
উপজা—উপনীত হওয়া। [√ যা ধাতু]।
উপজে—জন্মে। উৎপন্ন হয়।
উপরাগ—চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ।
উপাই—উপায়।
উপাঙ্গ—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।
√ **উপেখ্**—(ধাতু) উপেক্ষা করা।
উবটন—উদ্বর্ত্তন, স্নানের আগে তৈলের দ্বারা অঙ্গমর্দন। অঙ্গমর্দনের উপচার—তৈল হরিদ্রা সুগন্ধি দ্রব্যাদি।
√ **উবর্**—(ধাতু) উদ্‌বৃত্ত হওয়া। ফিরিয়া আসা।
উভ—উচ্চ।
উভকর্ণ—উৎকর্ণ।
উভপুচ্ছ—উল্লাঙ্গুল। উত্তোলিত পুচ্ছ। পিঠের উপর লেজ তুলিয়া ধাবমান।
উভরায়—উচ্চ রবে। [উভ—উচ্চ; রা—রব]।
√ **উভার্**—(ধাতু) ঢালা, ঝরিয়া পড়া, উছলিয়া পড়া।
√ **উমড়্**—(ধাতু) উচ্ছলিত হওয়া। **উমড়ই**—উচ্ছলিত হয়। হৃদয় মথিত করিয়া নির্গত হয় (যেমন দীর্ঘশ্বাসের পক্ষে)।
উমড়ি, উমগি—পাশের দিকে ফিরিয়া। পিছন হইতে সম্মুখ দিকে মুখ ফিরাইয়া।
উমগ—হর্ষোৎফুল্ল। ডগমগ।
√ **উমতা**—(ধাতু) উন্মাদিত করা।
উমতি, উমতিনী—উন্মাদিতা।
√ **উমর্**—(ধাতু) অস্থির হওয়া।
√ **উর্**, √ **উল্**—(ধাতু) নামা।
উরজ, উরোজ, উরসিজ—স্তন, পয়োধর।
√ **উরঝা**—(ধাতু) মিশিয়া যাওয়া। জড়াজড়ি হওয়া। উলটিয়া পড়া।
উরবি—উর্বী, পৃথিবী।
উরু—বিশাল, উদার।
উরে—বক্ষে। (**উরস্** শব্দ—বক্ষ)।
উল—হুলস্থুল।
উলজল—ওলটপালট। বিশৃঙ্খল।
√ **উলট্**—(ধাতু) উলটাইয়া যাওয়া।
উলটকদলী—উল্‌টাইয়া বসানো কলা গাছ।
√ **উলটা**—(ধাতু) উলটাইয়া দেওয়া।
উলচাল—বিশৃঙ্খল, অবিন্যস্ত।
উলতি—উলু দেওয়া।
√ **উলস্**—(ধাতু) উল্লসিত হওয়া। আনন্দে উদ্বেল হওয়া। ফেনাইয়া উঠা। আড়িপাড়ি করা।
উলস-মতি—উল্লাসে উদ্দীপিত চিত্ত।
উলালী—আদর বুঝাইতে দুলালীর সহচর শব্দ।
উশাসি-উশাসি—বারবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া। ফুঁপাইয়া। উথলাইয়া।
উহ—উহা, ঐ।
উহুকে—উহার।

ঊ

ঊইল—উদিত হইল।
ঊন—কম।
ঊরে—উরুতে।

এ

একঠাম—একত্র।
একলি—একলা।
একসরিয়া, একসরী, একেশ্বরী—একাকিনী।
একযূথ—দলবদ্ধ।
একুঠামা—একই স্থানে।
√ **এড়্**—(ধাতু) ছাড়া, এড়ানো, ত্যাগ করা।
এড়ানো—অতিক্রম, অব্যাহতি। [√ **এড়া** (ধাতু) অতিক্রম করা]।
এড়ি—এড়াইয়া।
এতহুঁ—ইহাও।
এত্তা, এত্তেনে—এত, এই পরিমাণে।
এবে—এখন।
একভান—অভিন্নদর্শন।

ঐ

ঐছন, ঐসা, ঐসন, এহন—ঐরূপ।
ঐছে—ঐরূপে।

ও

ওজ—অব্‌জ, পদ্ম।
ওঝা—ওস্তাদ। ঝাড়ফুঁক মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে যাঁহারা চিকিৎসা করেন।
ওঠ—ওষ্ঠ, ঠোঁট।
ওড়নি—ওড়না, উড়ুনী। গায়ের আবরণ। চাদর।
ওত—অন্তরাল, আড়াল। গোপনে প্রতীক্ষা। সীমা।
√ **ওতা**—(ধাতু) লুকানো। **ওতায়ল**—লুকাইল।

ওভারাল—ওভ দ্রঃ।
ওয়াজ—আওয়াজ, শব্দ, ধ্বনি।
ওর—সীমা, প্রান্ত, শেষ, দিক। **চৌ-ওর**—চতুর্দিক্।
√ **ওলা**—(ধাতু) নামানো।
ওলাই—অপসারিত করিয়া। নামাইয়া।
ওলাহন—প্রত্যভিযোগ। অনুযোগ। পাল্টা দোষা-রোপ।
√ **ওল্**, √ **উল্**—(ধাতু) নামা।
ওহাড়িআ—আবৃত করিয়া, ঢাকিয়া। **ওহাড়**—আচ্ছাদন, ওয়াড়।

ঔ

ঔখদ—ঔষধ।
ঔর—আর, এবং।

ক

ক'চুক—কঞ্চুক। (১) বর্ম। (২) কাঁচুলি।
কক্ষতলে—বগলে।
কক্ষবাদ্য—বগল বাজানো।
কক্খটী—বানরীবিশেষ।
কওন—[কৌন] কে, কোন জন।
কওল—কমল।
কঙ্কতি, কঙ্কতিকা—চিরুনী।
কচ—চুল।
√ **কচলা**—(ধাতু) রগড়ানো।
কঞ্জ—পদ্ম।
কছুই—কিছুই।
কছু—কিছু।
কটক—অলঙ্কারবিশেষ।
কটাখি—কটাক্ষ করিয়া।
কটোর, কটোরি—কটোরা, মাটির বাটি।
কড়ছ—[কটিকচ্ছ] কটিতে আঁটা বসনের প্রান্তভাগ।
কণি—(১) কণা। (২) কোণা।
কণ্টক নগর—কাটোয়া—বর্ধমান জেলার গঙ্গাতীরে অবস্থিত নগর। শ্রীচৈতন্যদেব এখানে কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।
কণ্টকী—কাঁটাল, পনস।
কর্ণিকার—সোঁদাল ফুল।
কতি, কাথি—(১) কত। (২) কোথায়।
কতিহুঁ, কাথিহুঁ—কোথাও।
কতহুঁ—কতই।
কদর্থন—নিন্দা, অনুযোগ, বিড়ম্বনা, অপব্যাখ্যান।
কদন—(১) ক্লেশ। (২) পীড়নকারী, দমনকারী।
কদম্ব, কদম্বক—সমূহ। নীপপুষ্প। কদম।
কদম্বা—কদমা, মিষ্টান্নবিশেষ।
কদলক—কদলী, কলা।
কনয়, কনয়া—স্বর্ণ, কনক।
কনেঠ—কনিষ্ঠ।
কন্ত—কান্ত।
কন্দ—(১) মূল। (২) আশ্রয়।
কন্দর—কাঁদর। গুহা।
কন্দুক—(১) ভাঁটা। (২) বর্তুলাকার ক্রীড়নক।
কন্ধর—ঘাড়।
কপালি, কপালী—(১) নরকপালধারী যোগী। (২) কপাল অর্থাৎ অদৃষ্ট-সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ গণনা-কারী। (৩) সামুদ্রিক।
কপিত্থ—কয়েৎবেল।
কপিনাস—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।
কপুর, কাপুর—কর্পূর।
কব—কবে, কোনদিন।
কবচ—(১) তন্ত্রোক্ত মন্ত্রলিখিত ভূর্জপত্র। (২) অঙ্গত্রাণ। (৩) বর্ম।
কবজ—চুক্তিপত্র, দলিল। রসিদ। খত। অধিকার-পত্র। [আরবী]।
কবল—গ্রাস। দংশন।
কবলই—কবলিত করে।
কবহুঁ—কখনও।
কবিনৃপবংশজ — কবিরাজবংশধর — বলরাম দাস, ঘনশ্যাম।
কবিরাজ—রামচন্দ্র কবিরাজ।
কমঠ—কচ্ছপ।
কমঠকঠোর—কচ্ছপের দেহাবরণের মত শক্ত।
কম্বু—শাঁখ। **কম্বুকণ্ঠ**—শাঁখের গায়ের রেখার মতো বলিরেখা যাহার গলায়।
কম্বুবলয়—শাঁখা। শাঁখের বালা।
√ **কর্**—(কৃ-ধাতু) করা। প্রয়োগ—**কৈলুঁ, কৈল, কয়ল, কেল, কোল**।
করম্বিত—মিশ্রিত। সম্মিলিত।
করগ—ডালিম, দাড়িম্ব।
করঙ্গ—ভৃঙ্গার। কমণ্ডলু। করোয়া।
করজ—নখ।
করতারি—করতালি।
করভ—শাবক। হস্তিশাবক। (করেণ শুণ্ডেন ভাতি। কর + ভা + ক)।
করভকর—করিশাবকের শুণ্ড।
√ **করষ্**—(ধাতু) আকর্ষণ করা।
করাবলম্বন—হস্তে ধারণ। অন্যের হস্তকে আশ্রয় করা।
করিঅরি—সিংহ।
করিরদ—হাতীর দাঁত।
করুণ—(১) মর্ম্মস্পর্শী। (২) বাতাবী লেবু।
করুণা—(১) দয়া। (২) কাতরোক্তি।
কলধৌত—স্বর্ণ। রৌপ্য।
কলনা—কলধ্বনি।
কলমষ—(কল্মষ) পাপ।
কলহান্তরিতা—পদানত নায়ককে ফিরাইয়া দিয়া অনুতপ্তা মানিনী।
কলানিধি—চন্দ্র।
কলাবতী—(১) বিদগ্ধা। (২) কামকলায় সুনিপুণা। ধীরা, অধীরা, সমা, মৃদুলা ইত্যাদি আট প্রকার।

কলিজা—হৃদয়। বুক।
কলিন্দ-নন্দিনী—কালিন্দী। যমুনা। **কলিন্দ**—হিমালয়ের অংশ বিঃ।
কলে—কৌশলে।
কলেশ—ক্লেশ।
√**কল্**—(ধাতু) কলধ্বনি করা। প্রয়োগ—**কলনা, কলন, কলনি**।
কশিপু সহোদর—হিরণ্য। স্বর্ণ।
কষণক শিলা—কষ্‌টি পাথর।
কষায়িত—(১) কুপিত। (২) আরক্ত।
কষিদ, কষিল—কষিত। কষ্‌টি পাথরে পরীক্ষিত। [বিণ.]।
√**কষ্**—(ধাতু) পরীক্ষা করা (কষ্‌টি পাথরে)।
কসিনী—কসিয়া পরিধানকারিণী।
√**কহ্**—(ধাতু) বলা। প্রয়োগ—**কহবি, কহত, কহন, কহব, কহলম, কহলুঁ, কহয়ে, কহলহি, কহইতে, কহিয়ে, কহহি, কহায়সি** ইত্যাদি।
কাঁকলি—কাঁকাল, কটিদেশ।
কাঁচলা, কাঁচর, কাঁচরী, কাঁচুয়া—কাঁচুলী।
কাঁঠি—কণ্ঠী। কণ্ঠে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন মালা।
কাঁড়—বাণ।
কাঁতি—কান্তি।
কাকর — কাহার। (**কাকর অঙ্গনে** — কাহার আঙিনায়)।
কাকু—কাকুতিভরা কণ্ঠের ভাষণ। কণ্ঠের কারুণ্য-ব্যঞ্জক স্বরভঙ্গী।
কাকুতি, কাকুতি—মিনতি-বচন। [কাকুক্তি]।
কাচ—(১) বেশ। (২) নেপথ্য বিন্যাস। (৩) লীলা-ভঙ্গী, অঙ্গাভিনয়।
কাচনি, কাঁচনি—সাজসজ্জা, বেশভূষা।
√**কাচ্**—(ধাতু) অভিনয় করা। সাজা। নেপথ্য-ধারণ করা।
কাচ্ছপী, কচ্ছপী—সেতারের মত বীণাযন্ত্র।
কাছনি—কষিয়া বাঁধা।
কাঞ্চন নগর—বর্ধমান জেলার দামোদরের তীরবর্তী একটি গ্রাম। কাটোয়ারও একটি নাম কাঞ্চননগর বা কণ্টকনগর।
কাঞ্চি, কাঞ্চী—(১) মেখলা। (২) কটির অলংকার, চন্দ্রহার, রশনা।
কাড়ই—উচ্চারণ করে। **রা কাড়া**—মুখ ফুটে কথা বলা।
কাণ্ডার—নৌকার হাল। **কাণ্ডারী**—কর্ণধার।
কাতা—কর্তা।
কাতিক—কার্তিক।
কাতির রাতি—কার্তিক মাসের রাত্রিকাল।
কাতুরি, কাতরি—(১) ঘানি বা আখমাড়া কলের যে কাষ্ঠদণ্ড গরুর কাঁধে বাঁধা থাকে। (২) ধাতু কাটার কাঁচি। কর্তরিকা।
কান—(১) কাহ্ন, কানু। (২) কর্ণ। (৩) কিনারা। (৪) জলাশয়ের তটের শেষ সীমা। (৫) কলসীর বলয়িত অগ্রভাগ।
কানড়—নীলোৎপল।
কানড়া—কর্ণাটিকা (রাগিণীবিশেষ)।
কানাড়া ছান্দ—কর্ণাট দেশীয় ঢঙ। কর্ণাটী ছাঁদ (কবরী বন্ধনের)।
কানাসোঙা—কানায় কানায় (ভরা)।
কান্ধার—কিনার। তীরভাগ ও নীরভাগের মধ্যবর্তী সীমারেখা। [কানা + ধার]।
কামান—ধনু।
কারা—কালা, কালো।
কারিম—কালিমা।
কারি—কালি, মসী। কালিমা।
কালব্যাল—কৃষ্ণসর্প। কেউটে সাপ।
কালি—কালিয়নাগ।
কালিনী—কালিন্দী। যমুনা।
কালিয়া—শ্রীকৃষ্ণ।
কাহে—(১) কাহাকে। (২) কেন।
কাহুক—কাহাকেও।
কাহ্ন—কানু, কান, কাহ্নাই, কৃষ্ণ।
ক্যাসে—কি করিয়া।
কিএ, কিয়ে—(১) কিংবা। (২) কি জন্য। (৩) কি করিয়া। (৪) কিসে।
কিংকিনি—শ্রীকৃষ্ণের রাখাল সখাবিশেষ।
কিংশুক—পলাশ ফুল।
কিঙ্কিণী—ঘুঙুর, ঘন্টিকা। কটির অলংকার।
কিচ বীচ—কাদায় ভরা। **কিচ**—কাদা।
কিঞ্চন—অকিঞ্চনের বিপরীত। ধনবান। ('বরণ আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন কারো কোন দোষ নাহি মানে'—গোবিন্দদাস।)
কিড়া, কীড়া—কীট।
কিতব—শঠ।
কিতাব—বই।
কিয়ে—(১) কিসে। (২)কি। (৩) কি জন্য। (৪) কিংবা।
কিরীতিয়া—কীর্তি।
কিলকিঞ্চিত—অঙ্গাভিনয়ে, হাস্য রোদন গর্ব কামনা ইত্যাদি ভাবসংকরের অভিব্যক্তি।
কীর্তিদা—রাধার জননী।
কীর—শুকপাখী।
কীল, কীলক—লোহার কাঁটি, গুঁজি বা খোঁটা। গোঁজ।
কীলিত—পীড়িত।
কুজ্ঝটি—কুহেলিকা। কুয়াশা।
কুণ্ডলী—কুণ্ডলীকৃত সর্প।
কুন্তীনন্দন মূলে—কর্ণমূলে। (কুন্তীর পুত্র কর্ণ)।
কুন্দার—খোদাইকর। যে শিল্পী পাথর বা ধাতু কুঁদিয়া মূর্তি গড়ে।
√**কুন্দ্, কুঁদ্**—(ধাতু) খোদাই করিয়া নির্মাণ করা।
কুপন্থ—প্রতিকূল।
কুবলয়—পদ্ম।
কুবের পণ্ডিত—অদ্বৈতের পিতা।

কুবোল—কটুবাক্য।
কুমতিনী—দুর্বুদ্ধিসম্পন্না। মন্দবুদ্ধি (স্ত্রী)।
কুমুদবন্ধু, কুমুদবান্ধব—চন্দ্র।
কুম্ভার—কুম্ভকার, কুমার, মৃৎশিল্পী।
কুলজা—কুলবালা। সৎকুলের কন্যা।
কুলখাখারী—কুলকলঙ্কিনী।
কুলবরতিনী—কুলব্রতধারিণী। কুলধর্মে নিষ্ঠাবতী।
কুলবুড়া, কুলবুরা—কুলগৌরব যে ডুবাইয়া দেয়।
কুলিন—বিষধর জাতসাপ।
কুলিশ—বজ্র, অশনি।
কুশারি—ইক্ষু, আখ। (চরবণ তপত কুশারি)।
কুসুম কার্মুক—ফুল ধনু। পুষ্পধন্বা, মদন। **কার্মুক**—ধনুক।
√**কুহর্**, √**কুহক্**—(ধাতু) কূজন করা। কুহু-ধ্বনি করা।
√**কুহুল্**—আর্তনাদ করা।
কুহু, কুহূ—(১) অমাবস্যা। (২) কোকিলের কণ্ঠস্বর।
কৃতসেব—সেব্যমান। সেবাপ্রাপ্ত।
কৃশিম—কৃশতনু। কৃশতা।
কেকা—ময়ূরের ডাক। **কেকী**—ময়ূর।
কেশর—(১) নাগকেশর। (২) বকুল। (৩) কুঙ্কুম। (৪) পুষ্পের কেশবৎ পরাগদণ্ড।
কেশর পঙ্কা—বাটা কুঙ্কুম। **কেশর**—কুঙ্কুম।
কেশো—কেশব (মথুরার শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ)।
কৈছন, কৈসন—কীদৃশ। কেমন। কিরূপ।
কৈছনে—কিরূপে। কেমনে।
কৈতব কোপ—রাগের ভান। কপট ক্রোধ।
কৈতব বাদ—কপট বাক্য। **বাদ** (**বদ্** ধাতু)—বাক্য, উক্তি।
কৈরব—কুমুদপুষ্প।
কোঁড়া—কোরক। কুট্মল। তরুশিশু।
কোইল, কোএল—কোকিল।
কোক—চক্রবাক, চখা।
কোকনদ—রক্তপদ্ম।
কোঙর—কুমার।
কোঙলী—কোমলী।
কোখলী, কোঁখলী—মাধুকরীর ঝুলি।
কো-পাতিয়ায়ব—কে প্রত্যয় করিবে?
কোর—ক্রোড়, কোল।
কেরোয়াল—নৌকার দাঁড়।
কৌষিক—কোষজাত অর্থাৎ রেশমী বস্ত্র। কোষের বসন।
√**কণ্**—(ধাতু) মধুর শব্দ করা। **কণ, ক্বণন**—ভূষণাদির ধ্বনি।
√**ক্ষম**—(ধাতু) ক্ষমা করা, ক্ষান্ত হওয়া, সহ্য করা।
ক্ষেম—বিং মঙ্গল।

খ

খচর—খেচর, পক্ষী।
খঞ্জরিটা, খঞ্জরীট—খঞ্জনপক্ষী।
খড়িক—গোষ্ঠ, বাথান।
খণ্ড—শ্রীখণ্ড। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় অবস্থিত বিখ্যাত বৈষ্ণব তীর্থ। মুকুন্দ, নরহরি সরকার ঠাকুর, গোপাল দাস, বাঙালী বিদ্যাপতি ইত্যাদি পদকর্তাদের পিতৃভূমি।
খণ্ড-কপালিয়া—ভাঙা কপাল যাহার। দুর্ভাগ্য। দুরদৃষ্ট।
খণ্ডবাসিয়া—শ্রীখণ্ডনিবাসী। **খণ্ড**—শ্রীখণ্ড।
খণ্ডব্রত—যে ব্রত মধ্যপথে ব্যাহত।
√**খণ্ডা**—(ধাতু) (১) খণ্ডন করা। (২) বিতথ করা।
খণ্ডিতা—অন্য রমণীর সহিত সম্ভোগের চিহ্ন ধারণ করিয়া বল্লভ কোন নায়িকার কাছে প্রভাতে দেখা দিলে সে নায়িকাকে খণ্ডিতা বলে।
খত—চুক্তিপত্র। অঙ্গীকারপত্র।
খন্দ—ফসল।
খপুর—পানের বাটা বা ডাবর।
খমক—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।
খরগ—খড়্গ।
খরবাণী—কটূক্তি, প্রখর বাক্য।
খরশান—তীক্ষ্ণধার, শাণিত।
খরা—গ্রীষ্মকাল। দাহ। রৌদ্র-তাপ।
√**খল্**—(ধাতু) স্খলিত হওয়া।
খলই—খসিয়া পড়ে। স্খলিত হয়।
√**খস্**—(ধাতু) খসিয়া পড়া।
খসুরী—পুষ্পবিশেষ।
খাখার—কলঙ্ক। **খাখারী**—কলঙ্কিনী।
খাজা—ঘৃতপক্ক খাদ্যবিশেষ।
খানিখানি—খণ্ডখণ্ড।
খাম্বা—স্তম্ভ, থাম।
খিড়িক—খিড়কি, বাড়ীর অন্তঃপুরের দিকের পথ।
খিনী—ক্ষীণা।
খিরি—পায়স। [ক্ষীরিকা]।
খিরিণী—এক প্রকারের ফল। কাঁকুড়। [ক্ষীরিণী]।
খীয়ত—ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়।
√**খুজ**—(ধাতু) সন্ধান করা। প্রয়োগ—**খোজল**, **খোজব**।
খুবুধ—ক্ষুব্ধ।
খুরলী—বংশীবাদনের অভ্যাস। বংশীবাদনের কলা-চাতুর্য।
খেচনী, খিচনী—ভূষণশিল্পে একটি উপাদানের উপর অন্য উপাদানের শ্রীবর্ধক সমাবেশ।
খেট—দণ্ড। লাঠি।
খেদিল—বিণ. বিতাড়িত।
খেদাড়িয়া—তাড়া করিয়া।
√**খেপ্**—(ধাতু) ক্ষেপণ করা।
খেয়াতি—খ্যাতি।
√**খোয়**—(ধাতু) খোয়ানো, ক্ষতিকর স্বীকার করা। ক্ষয়িত করা। প্রয়োগ—**খোয়ল**, **খোয়বি**।
খোঁটা—দোষারোপ। নিন্দা। অনুযোগ।

খোনী—ক্ষিতি, পৃথিবী। [**ক্ষোণী**]।
খোম—ক্ষোম (ক্ষুমা + ষ্ণ)—ক্ষুমা—পাট, শণ, তিসি ইত্যাদি। এই সকলের তন্তু হইতে প্রস্তুত বস্ত্র ক্ষোম বস্ত্র। আবার ক্ষুমা বলিতে রেশমও বুঝায়—সেই অর্থে ক্ষোম—রেশমী।

গ

গইড়, গড্ডা—ঘরের চালের প্রান্ত।
√**গঞ্জ্**—(ধাতু) গঞ্জনা দেওয়া। প্রয়োগ—**গঞ্জয়ে, গঞ্জনি**।
গড়িয়া—(১) গর্তবাসী। (২) বন্য।
√**গড়্**, √**গঢ়্**—(ধাতু) গঠন করা। প্রয়োগ—**গঢ়ল, গড়ায়ব**।
√**গণ্**—(ধাতু) গণ্য করা, গণনা করা। প্রয়োগ—**গণইতে, গণলা**।
গদ—রোগ।
গবাশন—গোখাদক।
গবী—গাবী, গাই।
গম্ভির—গভীর।
গম্ভীরা—(১) মন্দির-সংলগ্ন বা মন্দির-মধ্যস্থ অন্ধকারময় কক্ষ। (২) পুরীধামে কাশী মিশ্রের আবাসবাটীর নির্জন কক্ষ; যেখানে শ্রীচৈতন্যদেব থাকিতেন।
গরগর—ভাবাবেশে আকুল বা আত্মহারা। ডগমগ।
√**গরজ্**—(ধাতু) গর্জন করা। প্রয়োগ—**গরজে, গরজান্ত** ইত্যাদি।
গরবাইত—গর্বিত।
গরবাখাকি—যে নারী নিজের নারীত্বের বা সতীত্বের গর্ব খাইয়াছে বা হারাইয়াছে। হৃতগৌরবা।
গরাসনে—গ্রাসে। কবলে।
√**গরাস্**—(ধাতু) গ্রাস করা।
গরীম—গরিষ্ঠ। গৌরবোন্নত।
গরুআ, গরুয়া—গুরুভার। গুরুতর।
গরুয়া—গরু।
√**গল্**—(ধাতু) বিগলিত হওয়া।
√**গহ্**—(ধাতু) গ্রহণ করা। **গহি**—গ্রহণ করিয়া।
গহন, গহীন—বিঃ. অরণ্য। বিণ. গভীর।
গহনা—গাঢ়, নিবিড়।
গাঁঠি—গ্রন্থি, গিঁঠ, গেরো। বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন।
√**গাঁথ্**—(ধাতু) গাঁথা।
√**গা**, √**গাও**, √**গাব্**—(ধাতু) গান করা। প্রয়োগ—**গাবয়ে, গাবই, গাওয়ে**।
গাগরী—কলসী।
গাঙ—গান করি।
√**গাজ্**—(ধাতু) গর্জন করা। শব্দ করা। জয়ধ্বনি করা।
√**গাড়্**, √**গাড়**—(ধাতু) গাড়া। গর্তে পোতা।
গাত—গাত্র।
গান্ধর্বিকা—প্রধানা গোপী। শ্রীরাধা।
গান্ধিনী—অক্রূরের জননী।
গান্ধিনী-সুত—অক্রূর।
গাবী-ঘৃত—গাওয়া ঘি।
√**গাব্**—(ধাতু) গাওয়া, গান করা।
গাডা—(১) গর্ভ। (২) গর্ত। (৩) জলাশয়ের খাত।
গাম—(১) গ্রাম। (২) সমূহ। (৩) সঙ্গীতের স্বরগ্রাম।
গায়েন—গায়ক।
গারি—গালি।
গাহক—গ্রাহক। ক্রেতা। স্ত্রী.—**গাহকী**।
গাহনি—(১) গান। গাওনা। (২) অবগাহন স্নান।
গিম, গীম—গ্রীবা, গলা।
গিয়ান—জ্ঞান।
গিরিষ—গ্রীষ্ম।
√**গীর**, √**গির**—(ধাতু) পতিত হওয়া। স্খলিত হওয়া।
গুআ—গুবাক। সুপারি।
গুঞ্জরু—গুঞ্জরণ করুক।
গুঞ্জা ছড়া—কুঁচের মালা।
গুঞ্জাবলী—কুঁচের হার।
গুটিক, গোটিক—একজন মাত্র।
গুণ্ডিচা বাড়ী—জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার বিশ্রাম-মন্দির।
গুপতে—গুপ্তভাবে। গোপনে।
গুমর, গোমর—অহঙ্কার।
√**গুমর্**—(ধাতু) হৃদয়াবেগ রুদ্ধ করিয়া ব্যথায় অস্থির থাকা। (গুমরিয়া মরি)।
গুমান—অভিমান। গুমর। বৃথা মান।
গুম্ফিত—গ্রথিত।
√**গো**, √**গোয়্**—(ধাতু) গোপন করা। প্রয়োগ—**গোই**।
গোই—গোপন করিয়া।
√**গোঙা**, √**গোয়া**—(ধাতু) যাপন করা। প্রয়োগ—**গোঙাই, গোয়ায়লুঁ, গোঙায়বি**। [ধাতু—গম্ + ণিচ্=গমি]।
গোঙার, গমার, গওয়ার, গঙার—(১) গ্রাম্য ভাবাপন্ন। (২) উদ্ধত, ধৃষ্ট, অসভ্য।
গুণগামা—গুণগ্রাম। **গুণাবলী**।
গুরু গরবিত—(১) গুরুজনের প্রাপ্য গৌরব যাঁহাদের। মর্যাদাগর্বিত গুরুজন। (২) গুরুজনের গৌরবে গর্বিত।
গুলাব—গোলাপ জল।
গুলাল—আবির, ফাগ।
গেন্দু—ফুল দিয়া তৈয়ারী বর্তুলাকার ক্রীড়নক।
√**গোপ্**—(ধাতু) গোপন করা। প্রয়োগ—**গোপসি**।
গোপুর—তোরণ। সিংহদ্বার।
গোয়—গোপনে।
গোরখ—গোরক্ষক, রাখাল।
গোরজ—গো-ক্ষুরে উত্থিত ধূলি।
গোরস—দুধ।

গোরী—গৌরী। গৌরাঙ্গী।
গোরোচনা—উজ্জ্বল পীতবর্ণ গন্ধদ্রব্য।
গৌড়িয়া—গৌড়দেশবাসী। বাঙালী।
গৌরি, গৌরী—রাগিণীবিশেষ। গৌরাঙ্গী। রাধা।

ঘ

ঘটা—(১) আড়ম্বর। (২) সংঘট্ট। (৩) মেঘাড়ম্বর।
ঘটি—(১) দন্ড। (২) ঘন্টা। ঘড়ি। (২) ক্ষুদ্র ঘট।
ঘণ্টিকা—ক্ষুদ্রঘণ্টা। ঘুঙুর।
ঘন—(১) মেঘ। (২) কাঁসার তৈরি বাদ্যযন্ত্র বিঃ। (৩) দুর্ভেদ্য। (৪) গাঢ়।
ঘনঘটা—মেঘের আড়ম্বর।
ঘন-রস—বৃষ্টি।
ঘনসার—কর্পূর।
√ঘনা—(ধাতু) (১) কাছে আসা। (২) ঘনায়িত হওয়া। (৩) প্রত্যাসন্ন হওয়া।
ঘরকরন—ঘরকর্‌না। সংসারযাত্রা।
ঘরণী—গৃহিণী।
ঘরমাইত—ঘর্মাক্ত।
ঘসি—ঘুটে।
ঘাঘর—ঘুঙুর।
ঘাজ—ঘাত।
ঘাঘর—(১) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। (২) ঝাঁঝ।
ঘাটি—(১) ঘাটের পথ। (২) ত্রুটি। অপরাধ।
ঘাতন—(ভাববাচ্যে) আঘাত। সংহার। (কর্তৃবাচ্যে) ঘাতক।
ঘিউ—ঘৃত।
ঘুঙ্ঘুরওয়ালি—কুঞ্চিত।
ঘুণ—পাকা, পোক্ত।
ঘুণিত—ঘুণদষ্ট।
ঘুমটা, ঘোঙট, ঘুঙ্ঘুট ঘুঘট—ঘোমটা। (গুণ্ঠা)।
√ঘুম্, √ঘুমা—(ধাতু) নিদ্রিত হওয়া। প্রয়োগ—**ঘুমল, ঘুমাওল।**
ঘুসৃণ—কুঙ্কুম।
ঘূর্ণা—জলের আবর্ত।
ঘোক, ঘোখ—ঘোষ। গোপপল্লী।
ঘোড়ানি—চাকনি।
ঘোর—(১) নিবিড় অরণ্য। (২) ঘোল। বিণ.—(১) নিবিড়। (২) ভীষণ।
√ঘোষ্—(ধাতু) ঘোষণা করা।

চ

চউহলী—(১) কৌতুকপ্রিয়া। (২) সতর্কা। চতুরা।
চকেবা—চক্রবাক।
চকোরিণী—চকোরী। **চকোর**—(১) চকোর পাখী। (২) চক্রবাক।
চক্রবাক—চখা।
√চখ্, √চাখ্—(ধাতু) আস্বাদন করা।
চঙ্ক, উচঙ্ক—(১) ভীতি। চমক। (২) ধাঁধা।
চঙ্গ—(১) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। (২) চাঙ্গা।
চটক—(১) চড়াই পাখী। (২) জৌলুস। চাকচিক্য।
চণ্ডরি, চণ্ডরী—ভ্রমর।
চটকিনী—(১) চটকা। (২) চড়ুই পাখী।
√চড়্, √চঢ়্—(ধাতু) চড়া, আরোহণ করা।
চণক, চনক—চানা, ছোলা।
চতুঃসম—সমপরিমিত কর্পূর, চন্দন, প্রভৃতি চারিটি সুগন্ধি চূর্ণের মিশ্রণে প্রস্তুত গন্ধদ্রব্য।
চতুনা—একপ্রকার টুপি।
চতুরাই, চতুরপন—চাতুরী, চতুরালি, চাতুর্য।
চতুরোল—চতুর্দিকের উচ্চধ্বনি।
চন্দ্রক—শিখিপুচ্ছ।
চন্দন চাঁদ—চন্দনরচিত বর্তুলাকার তিলক।
চন্দ্রাবলী—(১) রাধার প্রতিনায়িকা। (২) রাধারই অন্য একটি নাম। (৩) চন্দ্রমালা।
চন্দ্রিকা, চন্দিমা—জ্যোৎস্না।
চবুতারা, চৌতরা—কুন্ড। বেদী। চৌতারা। চাতাল।
√চমক্—(ধাতু) চমকিত হওয়া।
চমরু—চমর, চমরী, চামরী।
চম্প—চাঁপা।
চর্‌চা—আলোচনা। নিন্দাবাদ। বিরূপ মন্তব্য। লোকচরচা। লোকনিন্দা। অনুলেপন।
চরচিত—চর্চিত। অনুলিপ্ত।
চরণায়ুধ—কুক্কুট, মোরগ।
√চরা—(ধাতু) চরানো, গো-চারণ করা।
চল—চঞ্চল।
চলনা—চলন। গতি।
চলমল্যে—চঞ্চল।
চষক—পান-পাত্র।
চাউটা-নাউটা—চেটো-নেটো—অল্প বয়সের গ্রাম্য বালিকা বা বধূ।
চাগ—(১) নিতম্ব। বিণ.—চক্রাকার।
চাঁচর—(১)কুঞ্চিত ঘন দীর্ঘ। (২) দোলের পূর্ব দিনে অগ্নি-উৎসব।
চাতঁর—চত্বর।
চান্দনিয়া, চান্দনী—জ্যোৎস্নাময়ী।
চাপটিল—চাপড়াইল। মুঠায় ভরিল। চাপটিয়া ধরিল।
চাপল—চাপল্য।
চামীকর—স্বর্ণ।
চার—আকৃষ্ট বা প্রলুব্ধ করিয়া হস্তগত বা বন্দী করিবার উপচার। টোপ (টোপে চার ফেলিয়া মাছ ধরা)।
চিআরিঞা—সচেতন করিয়া। জাগাইয়া।
চিকনিয়া—চিক্কণ। চিক্কণ তনু।
চিকুর—(১) বিদ্যুতের চমক। (২) কেশ।
√চিতা, √চিত্রা—(ধাতু) চিত্রণ করা। প্রয়োগ—**চিতাওল, চিত্রই।**
চিত্রহ—(অনুজ্ঞা) আঁকো, অঙ্কন কর।
চিন্, চীন—চিহ্ন।
√চিয়া—(ধাতু) চেতানো। সচেতন করা। জাগানো।

চিয়াইব—সচেতন করিবে।
√**চিহ্ন**—(ধাতু) চিনা। প্রয়োগ—**চিহ্নই, চিহ্নল।**
চীত—(১) চিত্র। (২) চিত্ত।
চীত-চোরায়নি—মনোহারিণী।
চীতপুত্তলি—চিত্রিত পুত্তলিকা।
চীন—(১) চীনাংশুক। রেশমী সুতার বসন। (২) চিহ্ন।
√**চীব,** √**চিব**—(ধাতু) চর্বণ করা।
চীর, চির—বসন।
√**চু**—(ধাতু) (১) চুয়াইয়া পড়া। (২) চ্যুত হওয়া।
চুচুক—স্তনাগ্রভাগ। স্তনের বোঁটা।
চুটকি—পদাঙ্গুলির রৌপ্যনির্মিত অলঙ্কার।
চুনি—চয়ন করিয়া। খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিয়া।
চুবক—চুয়া, গন্ধদ্রব্যবিশেষ।
চুর—চূর্ণ।
চুলি—চুল।
চেতনী—চৈতন্যদায়িনী।
চোখ—চোখা। শাণিত।
চোঙক—চমক।
√**চোরা**—(ধাতু) চুরি করা। হরণ করা। প্রয়োগ—**চোরায়সি, চোরি।**
চোলি—নিচোল।
চৌ-ওরে—চারিপাশে, চারদিকে।
চৌখ—চোখ, চক্ষু।
চৌঙকি, চঙকি, চৌঁকি, চঁওকি—চমকিয়া।
চৌঠ—চারিটি। **চউঠ**—চতুর্থ।
চৌদশী—চতুর্দশী।
চৌয়ান, চউহান—চউহানী দ্রঃ।
চৌরস—(১) সমতল। (২) সর্বাঙ্গসুন্দর।
চৌরি—চুরি। বিণ.—চোরা। চুরি করিয়া অর্থাৎ গোপনে সম্পাদিত।

ছ

ছছন্দ—স্বচ্ছন্দ।
ছটাছটি—ছড়াছড়ি।
ছড়া—মালা।
ছদ—ছদ্ম। ছলনা।
ছবি—কান্তি, লাবণ্য। **ছবিল**—লাবণ্যময়।
ছন্দ—(১) অভিপ্রায়। ভঙ্গী। চালচলন। (২) কৌশল, কাপট্য।
ছরম—শ্রম। **ছরমিত**—শ্রান্ত।
ছরমে-ঘরমে—শ্রমে ও ঘর্মে।
ছরবধ—ছরং, কর্মশক্তি।
ছলিয়া—প্রবঞ্চক।
ছাই—ছায়া।
ছাওয়াল—ছেলে।
ছাতিয়া—হৃদয়, বুক।
√**ছান্**—(ধাতু) ছাঁকা।
ছানিয়া—ছাঁকিয়া।
√**ছান্দ**—(ধাতু) বাঁধা। **ছান্দাইঞা**—শোভন ছাঁদে বিন্যস্ত করিয়া।
ছান্দন—গো-দোহনের কালে গাভীর বন্ধন।
ছান্দে—ভঙ্গীতে, চালচলনে, ধরনে।
√**ছাপ্**—(ধাতু) লুকানো। **ছাপিত**—লুক্কায়িত।
√**ছাপা**—(ধাতু) ঢাকা দেওয়া।
ছাবাল—ছাওয়াল। ছেলে। শাবক।
ছায়রি—ছায়া।
ছার—(১) ক্ষার, ছাই। (২) অভাজন, অধম।
ছিতরানি—ছিটকে পড়া।
ছিনারি—ছিনালী। স্বৈরিণী।
ছিয়ে ছিয়ে—ছি ছি।
√**ছিরক্**—(ধাতু) ছিটানো।
ছিরি—শ্রী।
ছিরিফল—শ্রীফল, বিল্ব।
ছুটল—ধাবমান।
ছুত—স্পর্শদোষ।
ছুতুনা—ছল। ছুতা।
ছেনা—ছানা।
ছৈল—শঠ। চতুর।
ছোচহাঁড়ি—অশৌচের হাঁড়ি। অশুদ্ধ বলিয়া ফেলিয়া-দেওয়া হাঁড়ি। গোবর গুলিয়া ঘর নিকাইবার হাঁড়ি।
√**ছোড়্**—(ধাতু) ছাড়া।
ছোলঙ্গ—টাবা লেবু।
ছোহ্রা—শুকনা খেজুর। খুরমা।

জ

জঁহা—যাঁহা, যেখানে।
জই—যদি।
জউনা, জউনি—যমুনা।
জএতুর, জয়তোর—জয়জ্ঞাপক তূরী।
জগজন—জগদ্বাসিগণ।
জগভরি—জগৎ ভরিয়া।
জজকার—হুলুধ্বনি।
জঞ্জাল—(১) বিড়ম্বনা। (২) অবাঞ্ছিত ঘটনা। অস্বস্তিকর ব্যাপার।
জড়—বিঃ জট। শিকড়। বিণ.—অসাড়। **জীবনী-**শক্তিহীন।
জড়া—জড়িত।
জড়িমা—জড়তা। বিণ.—অবশ, অসাড়।
জনি, জনী, জনু—(১) যেন। (২) না। যেন না।
√**জপ্**—(ধাতু) জপ করা। বারবার স্মরণ করা।
জপু—যে জপ করে।
জবদ—পরাভূত। জব্দ। অভিভূত।
√**জর্**—(ধাতু) জ্বলা।
জরজর—জর্জরিত।
জরতী—(১) বৃদ্ধা, জরাগ্রস্তা। (২) শ্রীরাধার শাশুড়ী।
জরমে—জন্মে।

জরি—স্বর্ণসূত্র।
জরি জাত, জরি যাত—ঝলসিয়া যায়। জীর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।
√**জাগ্**—(ধাতু) জাগা। প্রয়োগ—**জাগু, জাগলুঁ**।
জাগর—বিণ.—জাগরিত। বি.—জাগরণ।
√**জাগা**—(ধাতু) জাগানো।
জাগাত—শুল্ক-আদায়কারী।
জাঙ—জঙ্ঘা।
জাঠি—(১) যষ্ঠি। লাঠি। (২) ইক্ষু, তিল ইত্যাদি মাড়াই-এর কলের মধ্য কাষ্ঠদণ্ড।
জাদ—রেশমী ফিতা (বেণীর আগায় বাঁধিয়া বেণীর শোভা বৃদ্ধির জন্য)।
জানি—যেন।
জাম্বুনদ, জাম্বূনদ—সুমেরু শৈলোৎপন্ন জাম্বু-নদের সৈকতে আহৃত স্বর্ণ।
জারা—জ্বালা।
√**জার্**—(ধাতু) (১) জ্বালা। প্রজ্বলিত করা। (২) জীর্ণ করা।
জাল—সমূহ।
জাহু—জানু।
√**জি**, √**জিব্**, √**জীব্**—(ধাতু) জীবিত হওয়া। **জীয়ে**—বাঁচে। **জী**—বাঁচি। **জিলুঁ**—বাঁচিলাম। **জিয়া**—বাঁচিয়া। **জিল**—বাঁচিল। **জিলা**—বাঁচিলা।
জিউ—(১) জীবন। প্রাণ। (২) হৃদয়।
জিন্দা—জেদ [ফারসী]। একগুঁয়েমি।
√**জিন**, √**জিত্**—(ধাতু) জয় করা।
জিসে—যাহাতে।
জী, জীউ—জীবন।
জীমূত—মেঘ।
√**জুখ্**, √**জোখ্**—(ধাতু) মাপা, ওজন করা। প্রয়োগ—**জুখিলুঁ**।
জুতী—জ্যোতি।
জুদা—বি. পার্থক্য। বিণ. পৃথক।
জুয়ায়, জুয়োএ—যুক্তিযুক্ত হয। শোভা পায়। সাজে। যোগ্য হয়।
জুলুপ—কর্ণমূলের নীচের কেশ।
জুম্ভিতা—(১)বিকশিতা। (২) বিস্ফারিতা।
জেঠ—জ্যেষ্ঠ। জ্যৈষ্ঠ।
জেঠী—টিকটিকি।
জৈঠ—জ্যৈষ্ঠ।
জৈমিনি—ঋষিবিশেষ, যাঁহার নাম স্মরণ করিলে বজ্রভয় থাকে না।
জো—সুযোগ।
জোই—(১) যোড়ে। যোজনা করে। (২) নিরীক্ষণ করে।
জোটন—যোগাযোগ।
জোড়, জোর—যুগল। যৌটক।
জোনা—জ্যোৎস্না।
জোহন—দর্শন। **জোহিত**—দৃষ্ট।
√**জোহ্**, √**জো**—(ধাতু) দেখা। প্রয়োগ—**জোই, জোয়, জোয়ত**।

ঝ

ঝংকোরি—ঝাঁকি।
ঝাঁকি—দ্রুত অঙ্গ-সঞ্চালন। ধাক্কা।
ঝাঁঝর, ঝাঁঝরি—ঝাঁঝরা। কাংস্যনির্মিত বাদ্যযন্ত্র।
ঝাট—সত্বর, অবিলম্বে। ঝটিতি।
√**ঝাঁপ্**—(ধাতু) ঢাকা দেওয়া। আবৃত করা।
ঝাঁপা—ঝাঁপটা, অলঙ্কারবিশেষ।
ঝাঁপান—বেদিয়াদের সাপ খেলানর প্রতিযোগিতা।
ঝোঁটা, ঝুঁটা, ঝুট—ঝুঁটি। চূড়া। কেশের ভূষণ।
ঝকঝোর—ঝাঁকি, সজোরে নাড়া।
ঝকোর—ঝাঁকি, ধাক্কা, ঠেলা।
ঝঙ্ক—ঝংকার। গুঞ্জন। [√ঝঙ্কর্-ধাতু]।
ঝর্ঝরি—ঝারি।
√**ঝটক**—(ধাতু) ঝাঁকি দেওয়া, সবলে আকর্ষণ করা। প্রয়োগ—**ঝটকা, ঝটকি**।
ঝটকা, ঝটকি—ঝাঁকি, সজোরে অঙ্গ-সঞ্চালন। দ্রুত। জোরে টান দেওয়া।
ঝটিত—ঝটিতি; সত্বর।
√**ঝনক**—(ধাতু) ঝন্ঝন্ শব্দ করা।
ঝমক—চমক।
ঝম্পিত—আচ্ছাদিত। (ঝম্প—ঝাঁপ—আচ্ছাদন)।
ঝরক—ঝরোখা। জানালা।
√**ঝলক্**—(ধাতু) দীপ্তি পাওয়া, উজ্জ্বল হওয়া। হঠাৎ আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করা।
ঝলমলি—ঔজ্জ্বল্য।
ঝষ—মৎস্য।
ঝাঁখয়ে উপাধি—উপাধিকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।
ঝাঙর—ঝামর। ঝামার মত বর্ণবিশিষ্ট। মলিন। (**ঝামা** দ্রঃ)।
√**ঝাড়া**—(ধাতু) মন্ত্রাদির দ্বারা দেহের বিষ, প্রেতাদির আবেশ ইত্যাদি দূর করা।
ঝারি—জলপাত্রবিশেষ। যাহা হইতে জল ঝরানো হয়।
√**ঝাঁপ্**—(ধাতু) (১) ঝম্প দেওয়া। (২) আক্রমণ করা।
ঝামা—অত্যধিক অগ্নিদগ্ধ ইষ্টক।
ঝালিআ—(১) মরীচিকা। মৃগতৃষ্ণিকা। (২) জ্বালিকা। ঝালাস।
ঝিকিমিকি—সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়, বৈকাল বেলা।
ঝিংঝা, ঝিল্লা—ঝিঁঝি, ঝিল্লী।
ঝিনিকি—নূপুরাদির ধ্বনি, শিঞ্জন। ঝিঁঝি'র শব্দ।
ঝিয়ারী, ঝিয়াড়ী—কন্যা, ঝি।
ঝুটা—মিথ্যা। বিণ.—মিথ্যাবাদী, কপট।
√**ঝুম্**—(ধাতু) ঝিমানো, ঢুলা। **ঝুমত**—ঝিমন্ত।
ঝুমুর, ঝুমর—এক শ্রেণীর সুর। এক শ্রেণীর লোকসঙ্গীত। দুই বা চারি ছত্রের পয়ার বা ত্রিপদীতে রচিত পদাংশ কীর্ত্তন গানে বিরাম বুঝাইতে গাওয়া হয়। ইহাই ঝুমুর।

সাধারণতঃ ৩।৪ দলের কীর্তনীয়ারা পরপর গাহিলে মিলন গাহিয়া পালা শেষ করিতে পারে না। সেক্ষেত্রে ঝুমর গাহিয়া পালা শেষ করিতে হয়। ইহাই রীতি। একটি পালা একাধিক দিন গাহিয়া শেষ করিতে হইলেও ঝুমর গাহিয়া বিরতি বুঝাইতে হয়।

ঝুরি—বি.—চূড়ার ঝালর।

√**ঝুরি**—(ধাতু) মনস্তাপে দগ্ধ হওয়া। গুমরিয়া গুমরিয়া ব্যথা অনুভব করা। বিরহে আর্ত হওয়া।

ঝুট—(১) মিথ্যা। (২) অশুচি। (৩) এঁটো।

ট

√**টার**—(ধাতু) যাপন করা।

√**টাল্**—(ধাতু) হেলা।

টালনি—হেলান, বঙ্কিমতা।

√**টিক্**—(ধাতু) থাকা। স্থায়ী হওয়া।

√**টুট্**—(ধাতু) ভাঙা।

টুট, টুটা—(১) কম। (২) ভাঙা। (৩) ভগ্নাবস্থা। (৪) অল্পশক্তি।

টেড়া—টেড়ছা, বাঁকা।

টেড়ে—কটাক্ষে; তির্যক দৃষ্টিতে।

√**টোল**—(ধাতু) খোঁজ করা।

ঠ

ঠমক—(১) নৃত্যের ভঙ্গীতে চলন। (২) হাবভাব। ভঙ্গিমা। (৩) দেমাক। **ঠমকি**—অঙ্গভঙ্গী করিয়া।

ঠমকাই—থমকিয়া। ঠমক দেখাইয়া।

ঠমকি ঠমকি—(১) নানারূপ অঙ্গবিলাসের ভঙ্গী দেখাইয়া। (২) থামিয়া থামিয়া।

ঠাকুরাল—(১) প্রভুত্ব। (২) প্রভুর উপযোগী মহিমা। (৩) প্রভাব।

ঠাট—(১) দল। মণ্ডলী। (২) হাবভাব, ভঙ্গী, ঢঙ। (৩) ছলচাতুরী। (৪) সাজসজ্জা। (৫) কাঠামো।

ঠাড়, ঠাড়্—খাড়া হওয়া। দাঁড়ানো।

ঠাটঠমক—(১) জাঁকজমক। (২) দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে অভিনয়ের ভঙ্গী। রসোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গী।

ঠান—(১) স্থান। (২) ভাবভঙ্গী।

ঠাম, ঠামা—(১) ঠাঁই। (২) ভঙ্গী, ঢং। (৩) শোভা। (৪) আকৃতি। (৫) ভাবভঙ্গী।

ঠামঠমক—মুগ্ধ করার জন্য অঙ্গভঙ্গিমা।

ঠায়—ঠাঁইএ। বিণ.—(১) মন্থর। (২) একভাবে। (৩) সোজা। (৪) স্থির। (৫) একাদিক্রমে।

√**ঠার্**—(ধাতু) ইঙ্গিত করা দাঁড়ানো।

ঠারাঠারি—চোখের ইসারায় ভাব-বিনিময় (স্বল্পার্থে)।

ঠারি, ঠাড়ি—দাঁড়াইয়া।

ঠারিয়া—ইঙ্গিতে, চোখের সংকেতে।

ঠারেঠোরে—ইঙ্গিতে, ইসারায়। সংকেতে, ব্যঞ্জনায়।

ঠাহর—লক্ষ্য, স্থিরতা, নির্ধারণ।

√**ঠাহরা**—বিচার করিয়া স্থির করা। স্পষ্টভাবে নিরীক্ষণ করা। নির্দ্ধারণ করা।

ঠিকন—চিহ্ন। সংকেত।

ঠেকা—বাধা দেওয়া, আটকানো।

ঠেকনা—ঠেকো, ঠেশ। আলম্বন।

ঠেকরা—(১) ডেকরা। (২) অহংকারী (**ঠেকার**—অহঙ্কার)। (৩) যে ঠেকা বা বাধা দেয়।

ঠেকাড়, ঠেকার—দেমাক, অহঙ্কার।

√**ঠেক্**—(ধাতু) ব্যাহত হওয়া। ছোঁয়া লাগা।

ঠেটা—ধৃষ্ট। প্রগল্‌ভ। শঠ।

ঠোর—(১) স্থান। (২) থোর, অল্প। (৩) ঠাহর, (৪) স্থিরতা।

ড

ডগমগি—(১) অস্থির। (২) মজ্জমান, ডুবুডুবু। (৩) আলোড়িত। উদ্বেলিত।

ডগমগিয়া—উৎসাহের সহিত। উল্লাসভরে। আনন্দের আবেগে অপ্রকৃতিস্থ হইয়া।

ডম্ফ—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

√**ডর**, √**ডরা**—(ধাতু) ভয় করা।

√**ডাড়্**—(ধাতু) দাঁড়ান।

ডাঙ্কুষ, ডাঙ্গস—অঙ্কুশ।

√**ডার্**—(ধাতু) নিক্ষেপ করা, ফেলা। ঢালা।

ডাহিন, দাহিন—দক্ষিণ, ডাইন।

ডাহুক—ডাউক পাখী। [দাত্যূহ—সং.]।

ডিগর—**ডিঙ্গর** দ্রঃ।

ডিণ্ডিম—এক প্রকারের ঢোল। (ধ্বন্যাত্মক শব্দ)।

ডম্বর—(১) পাঁতি, ঝাঁক। (২) ঘটা, আড়ম্বর।

ডিম্ভ, ডিম্ভক—শিশু, বালক।

ডুকরি—গলা ছাড়িয়া।

ডুরি—ডোরী, দড়ি।

ডোর—(১) ডুরী, দড়ি। (২) ডোল।

ডোল—(১) আন্দোলিত। (২) বিহ্বল। বিঃ—দোলা। চাউল ইত্যাদি রাখিবার বৃহৎ পাত্র। বিণ.—দোলায়মান।

ঢ

ঢঙ্গ—(১) ঢং, ভঙ্গিমা। (২) রীতি। (৩) ছল, কাপট্য।

ঢরঢর—(১) উচ্ছলিত, ঢলঢল। (২) তরলায়িত। (৩) তরঙ্গায়িত।

√**ঢরক্**—(ধাতু) (১) উচ্ছলিত হওয়া। ঢলকানো। (২) প্রবাহিত হওয়া।

√**ঢর্**—(ধাতু) ঢলিয়া পড়া।

ঢামালি—ধামালি। রঙ্গরসিকতা। রসকলহ। ঢঙ্গে পারদর্শিতা।

√**ঢার্**—(ধাতু) ঢালা।

ঢিঠ, ঢীঠ—ধৃষ্ট। প্রগল্‌ভ। শঠ।
ঢিঠপনা—ধৃষ্টতা। ধূর্ততা। প্রগল্‌ভা।
√ঢ়ুড়, √ঢ়ূড়—(ধাতু) খোঁজা। সন্ধানের জন্য ভ্রমণ করা।
ঢুল—তন্দ্রা।
ঢুলকিদার—ঢুলী। যে ঢোল বাজায়। যথা—বাজিকরের ঢুলকিদার। **ঢুলকি**—ছোট ঢোলক।
√ঢুলা—(ধাতু) দোলান, সঞ্চালিত করা (যথা—চামর ঢুলান)।
ঢেঁড়ি—একপ্রকার অলঙ্কার।
ঢেরি—স্তূপ। পুঞ্জ, রাশি।
√ঢোর—(ধাতু) ঢলিয়া পড়া।

ত

তকল্লবী—মার্জিতরুচিসম্মত। বিশেষ ঢংএর।
তছু—তাহার।
তজবিজ — বিচারের দ্বারা সিদ্ধান্ত। তদ্বির। সুপারিশ।
তর্ণক—গোবৎস। বাছুর।
তত্তহি—সেখানে।
ততি—সমূহ। বিস্তার। [তন্ + ক্তি—ততি]।
তথি—তাহাতে। তথা, সেথা।
তদধহি—তাহার অধোদেশে। (তৎ + অধহি)।
তদনু—তারপর। তৎ + অনু (পশ্চাৎ)।
তন—(১)তনু। (২) স্তন।
তনি—(১) তনয়া। (২) অল্প। (৩) তন্বী।
তনু-রুহ—গায়ের লোম।
তনুসুখ—কাপাস তুলার সুতায় তৈরী মিহি কাপড়। দেহে সুখস্পর্শ।
তপনতনয়া—যমুনা।
তপসী—তপস্বী।
তলপ—(১) বিছানা। (২) তলব, আহবান।
তব—তবু।
তবধরি—সেই হইতে, তখন হইতে।
তবধা—স্তব্ধ।
তভু, তভু—তবু।
তরকি—সতর্ক হইয়া। বিবেচনা করিয়া।
√তরখ্—(ধাতু) ত্রস্ত হওয়া, তৃষ্ণার্ত হওয়া।
তরখিত—তর্ষিত, পিপাসিত। [তর্ষ=তৃষ্ণা]।
তরল—(১) চঞ্চল, উজ্জ্বল, চপল। (২) তরল, তলতা বা তলদা বাঁশ। (৩) তলতা বাঁশের বাঁশী।
তরসি—ত্রস্ত হইয়া।
তরাসিত—ত্রাসিত, ভীত, চকিত।
তরুণ তরণি—প্রভাতসূর্য, অরুণ। **তরণি**—সূর্য।
তলাট—অঞ্চল। প্রদেশ।
তলপ১—ছটফট করা। অস্থির হওয়া।
তলপ২, তলপ—শয্যা। শেজ।
তলপিত—যাহা শয্যায় পাতা হইয়াছে। শয্যাশ্রিত।
[illegible]—সেই ক্ষণে।

তহিক—তাহার।
তাক—তাহাকে, তাহার।
তাকর—তাহার।
তাগা—(১) কবচ। (২) অঙ্গবন্ধনের রজ্জু (যথা—সর্পদষ্টের তাগা)।
√তাজ্—(ধাতু) তর্জন করা।
তাজনি—তর্জন, তিরস্কার।
তাড়—হাতের গহনা। বলয়বিশেষ।
তাড়ঙ্ক, তাটঙ্ক—বাহুর অলঙ্কারবিশেষ।
তাতল—তপ্ত।
তাপনী—যমুনা, তপনকন্যা। [তপন + অপত্যার্থে ষ্ণ + ঈ]।
তামরস—পদ্ম।
তাম্বুল বীড়—তাম্বুল বীটিকা। পানের খিলি।
তাম্রচূড়—কুক্কুট।
তালদল—তালপাতা।
তারহার—(১) তারকার হার। (২) তারকার মত উজ্জ্বল মণি-মাণিক্যের হার।
তারি—তালি, করতালি।
তারী—তারণকারী, উদ্ধারক।
তিঅজ—তৃতীয়।
√তিত্—(ধাতু) ভিজিয়া যাওয়া।
তিতল, তিতিল—(১) ভিজিল, সিক্ত হইল। [√তিত্—ভিজা]। (২) তিক্ত হইল। [√তিত্—তিক্ত হওয়া]।
√তিয়াজ্—(ধাতু) ত্যাগ করা।
√তিয়াস্—(ধাতু) তৃষিত হওয়া।
তিরপিত—তৃপ্ত।
তিরি—(১) স্ত্রী। (২) ত্রি, তিন।
তিরিভঙ্গ—ত্রিভঙ্গ। ত্রিভঙ্গ দ্রঃ।
তিরিভঙ্গিয়া—ত্রিভঙ্গিম।
তিরিথ, তিরিথী—তীর্থ।
তিরিবধ—স্ত্রীবধ।
তিরিষায়—তৃষায়। পিপাসায়।
তিলাঞ্জলি—বাচ্যার্থে—মৃতের উদ্দেশে তিলমিশ্র জলের তর্পণাঞ্জলি। লক্ষ্যার্থে—চিরবিদায় দান, বিসর্জন।
তিষিত—তৃষিত।
তিহোঁ—তিনি।
তুন্দ—উদর।
তুর, তোর—তূরী, তূর্য।
তুরন্ত—তূর্ণ, সত্বর।
তুরিজতিক—তৌর্যত্রিক। নৃত্য, গীত, বাদ্য। [তৌর্য্য + ত্রি + ক]। (তুরিয়তিক—ব্রজবুলি)।
তুরিতে—সত্বর, ত্বরিতে।
তুল—তুল্য।
তুষদহ, তুষদাহা—তুষানল। তুষানলের জ্বালা।
তুহিনকর—চন্দ্র। **তুহিন**—হিম।
তুহে, তোহে—তোমাকে। তোমার পক্ষে। তোমাতে।
তূর্ণ—ত্বরিত। সত্বর, [ত্বর্ + ক্ত]।
তেঁই—তাই, তজ্জন্য।

√তেজ্—(ধাতু) ত্যাগ করা।
তেনমতে—সেইভাবে।
তেনা—ছিন্নবস্ত্র।
√তেয়াগ্—(ধাতু) ত্যাগ করা।
তেরছ—বক্র, তির্যক।
তেরা—তোর, তোমার। স্ত্রী—তেরি।
তেসর—তৃতীয়তঃ। তৃতীয়।
তেহার—উৎসব। পার্বণ।
তৈখনে—সেই সময়ে।
তৈছন, তৈসন—সেইরূপ।
তোক—শিশু, শাবক। বালক।
তোক কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণের রাখালসখাবিশেষ।
√তোড়্—(ধাতু) (১) চয়ন করা। (২) খেলা। (৩) ছেদন করা, ছিন্ন করা। (৪) ভাঙা।
তোড়ক—তোড়া, গুচ্ছ।
তোড়লমল—পায়ের গহনা। বাঁকমল। মল্লতোড়ঙ্গ।
তোলায়—রটায়।
√তোল—(ধাতু) তুলা দণ্ডে মাপা বা তোল করা।
ত্বচ্—ত্বক, চর্ম।
ত্রিদোষ—বায়ু, পিত্ত ও কফের যুগপৎ প্রকোপ।
ত্রিপথগামিনী—গঙ্গা। ত্রিপথ—স্বর্গপথে মন্দাকিনী, মর্ত্যপথে ভাগীরথী ও পাতাল পথে ভোগবতী।
ত্রিভঙ্গ—দেহের তিন অংশ—পদ, কটি ও গ্রীবা বাঁকাইয়া দণ্ডায়মান রূপ।
ত্রাসনি—বিণ.—ভীতিসঞ্চারক। বিঃ—ভয় দেখানো।
ত্রিবলী—উদর, কণ্ঠদেশ ইত্যাদি স্থলে মাংসের থাক পড়ার তিনটি রেখাচিহ্ন।

থ

থকিত—রুদ্ধগতি। রুদ্ধপ্রবাহ। স্তব্ধ। স্থগিত। থামিয়া অবস্থিত।
থম্বি—স্তম্ভিত হইয়া। থামিয়া।
থর—স্তর।
থরকত—দোলায়িত। কম্পিত।
থলকমল—স্থলপদ্ম।
থরহরি—থরথর করিয়া (কম্পন)।
থা—থাই, থই।
থানা—আস্তানা, বসতি। স্থান। আশ্রয়। আড্ডা।
√থাপ্—(ধাতু) স্থাপন করা। (স্থাপি-ধাতু)।
থাবর—স্থাবর।
থারি—থালি। ঠাড়ি—দাঁড়াইয়া।
থির, থীর—স্থির।
থুবরী—অবিবাহিতা।
থেহ, থেহা—(১) স্থায়ী অংশ। সারাংশ। (২) থাই। স্থৈর্য্য। (৩) থিতানি। (৪) অবলম্বন।
√থো, √থু—(ধাতু) রাখা, স্থাপন করা।
থোর—অল্প। থোড়া (হিন্দী)।
থোরহি থোর—আস্তে আস্তে; ধীরে ধীরে। থাকিয়া থাকিয়া।
থোরি—সামান্য, অল্প।

দ

দউ, দো—দুই।
দগদগি—দহনের বা দগ্ধানোর জ্বালা। হিয়া দগদগি—হৃদয়ের দাহজনিত ক্ষতের জ্বালা।
√দগধ্—(ধাতু) দগ্ধ করা।
দছিনা—দক্ষিণা।
দড়—দৃঢ়।
√দড়া—(ধাতু) (১) দৃঢ়ভাবে ধারণা করা। (২) নিশ্চিন্ত হওয়া। (৩) সংকল্প করা।
দণ্ডক—একপ্রকার ছন্দ—ইহার প্রত্যেক পর্ব সাত মাত্রায় গঠিত।
দণ্ডধর—সন্ন্যাসী।
দধিমঙ্গল—মহোৎসবের শেষে দধি হরিদ্রা ছড়াইয়া নৃত্যাদি।
দধিলোল—(১) দধিলোভী। (২) নন্দালয়ের একটি বানরের নাম।
দরদ—(১) ব্যথা। (২) সহানুভূতি। দরদী—ব্যথার ব্যথী।
দরপকি—দর্প বা দর্পকের অর্থাৎ মদনের। (কন্দর্পো দর্পকোহনঙ্গঃ কামঃ পঞ্চশরঃ স্মরঃ।)
দরবয়ে—দ্রবীভূত হয়। বিগলিত হয়।
দরবিত—দ্রবীভূত।
দরশ—দর্শন।
√দরশ্—(ধাতু) দেখা।
√দরশা—(ধাতু) দেখানো।
দরিয়া—(১) সমুদ্র। (২) নদী।
দশকন্ধ—রাবণ।
দশনবসন—ওষ্ঠাধর।
দশমী দশা—বিরহের দশ দশার মধ্যে চরম দশা অর্থাৎ মৃতকল্প দশা।
দশবাণ—দশবার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ (স্বর্ণ)। অতি বিশুদ্ধ।
দশি—বস্ত্রপ্রান্তের সুতা। দশা অর্থাৎ শলিতা পাকাইবার বস্ত্রখণ্ড।
দহ—হ্রদ। দহ্।
দাই—দায়ী।
দাড়্যা—নালা। আইল।
দাত্যুহ—ডাউক।
দাদুর—ভেক। [দর্দুর]। স্ত্রী.—দাদুরী।
দানী—শুল্ক আদায়কারী।
দানো—দানব, অপদেবতা।
দাপনা—উরুর পুরোভাগ।
দাপণি—দর্পণী, আরশি।
√দাব্—(ধাতু) (১) বিদ্রাবিত করা। (২) তাড়ানো। (৩) দাবিয়া রাখা।
দাম—(১) মাল্য। (২) সমূহ।
দামা, দাম—(১) মাল্য। (২) মূল্য।
দারিদ—দরিদ্র।
দারুণী—নিষ্ঠুরা।
দাস-কবজ—দাসখৎ।

দাহিন—দক্ষিণ, ডান।
দিগ্‌বসন—দিগম্বর। বিবসন।
দিব—দিব্য। শপথ।
দিশারু, দিশারী—দিক্‌প্রদর্শক। পথনির্ণায়ক।
দিশিদিশি—দিকে দিকে।
দীগভ'রাতি—দিক্‌ভুল। (ভ্রান্তি—ভ'রাতি)।
দীঘল—দীর্ঘ—দীঘর—দীঘল।
দুজ—দ্বিতীয়।
দুধকোঙরা—দুধের কুমার; দুধের ছেলে।
দুনু—দ্বিগুণ।
দুবরী—দুর্বলা।
দুর্মেধ—দুর্বুদ্ধি। দুর্মতি।
দুরগহ—মন্দগ্রহ।
দুরাগ্রহ—অবাঞ্ছিত আগ্রহ।
দুরতর—(১) দুস্তর। (২) বহুদূরবর্তী।
দুরভান—(১) কুগ্রহ, দুরদৃষ্ট। (২) বিপরীত ধারণা, ভুল বোঝা। (৩) দুর্মতি। (৪) মনোমালিন্য। (৫) অবাঞ্ছিত অবস্থা বা মনোভাব।
দুরাশ—দুর্লভ।
দুরিত—পাপ।
দুলহ—দুর্লভ।
দুলার—দুলাল।
দুলারি—দুলালী, আদরের কন্যা।
দুলিচা—গালিচার মতো আস্তরণ।
দুহু, দুঁহু—উভয়ে। **দুহুঁকর**—উভয়ের।
দূখন—দূষণ, দোষ।
দূতর—দুস্তর।
দৃগঞ্চল—চোখের কোণ, অপাঙ্গ, কটাক্ষ।
দে—দেহ।
দেখসিয়া—দেখ আসিয়া।
দেয়া—মেঘ।
দেয়াসিনী—দেবোপাসিনী। দেবপূজারিনী।
দেহলী—চৌকাঠ। চৌকাঠের বাহিরের গৃহাংশ। দাওয়া, রোয়াক। দেউড়ি।
দেহা—দেহ।
√**দোখ্‌**—(ধাতু) দোষ দেওয়া, দোষারোপ করা। (√দুষ্‌ ধাতু। সং.)।
দোত—দোয়াত।
দোতি, দোতী—দূতী।
দোন—দুইজন।
দোনা—(১) দুজনা, উভয়। (২) দমনক পুষ্প।
দোষাকর—(১) দোষের আকর। (২) চন্দ্র। দোষা—রাত্রি।
দোসর—(১) দ্বিতীয়তঃ। (২) সহচর। (৩) দ্বিতীয়।
দোসরি—(১) দুইজন। (২) একের সাহায্যকারী। (৩) দুই লহরী। (৪) দোসূতী।
দোসূতি—দুই লহরী; (হারের) দুইবার বেষ্টনী।
দোহনি—দোহনের সরঞ্জাম বা দোহনপাত্র।
দ্বন্দ্ব—(১) বিবাদ। (২) সন্দেহ।
দ্বিজ—(১) ব্রাহ্মণ। (২) পক্ষী। **দ্বিজরাজ**—চন্দ্র।
দ্বিরেফ—ভ্রমর।

ধ

ধকধক—দ্রুতস্পন্দনের শব্দ (যথা হৃৎপিণ্ডের)। ধসধস।
ধটিয়া—ধটী, ধড়া।
ধড়—মস্তক বাদে সমগ্র দেহ।
ধনি ধনি—ধন্য ধন্য।
ধনিয়া—ধন্য।
ধনী—(স্ত্রীলিঙ্গে) ধন্যা নারী। সুন্দরী যুবতী। সজনী।
ধন্দ—(১) ধাঁধাঁ। (২) সমস্যা। (৩) মোহমুগ্ধতা। (৪) ভ্রম। (৫) ধাধস।
ধন্বন্তরি—স্বর্গবৈদ্য।
ধবলী—শ্বেত বর্ণের ধেনু।
ধমালি—ধম্মিল দ্রঃ।
ধম্মিল—ধম্মিল্ল, খোঁপা।
ধরমগণ্ডা—ধর্মসঙ্গত প্রাপ্য। ন্যায্য পাওনা।
ধরিতি, ধরতি—ধরিত্রী, পৃথিবী।
√**ধস্‌**—(ধাতু) বিধ্বস্ত হওয়া।
ধাউড়—ধূর্ত। প্রগল্‌ভ। চঞ্চল।
ধাউড়ী—প্রগল্‌ভা। নির্লজ্জা। চঞ্চলা।
ধাওনি—(১) ধাবন। (২) মিশ্রণ।
ধাওয়াধাই—সত্বর। দ্রুত।
ধানুকী—ধনুর্ধর।
ধাধসে—(১) আবেগের আতিশয্যে। (২) ভ্রান্তিবশে। (৩) আশঙ্কায়। (৪) আভাসে। (৫) আবেশে।
ধাম—বাসস্থান। দীপ্তি। নিকট।
ধামালী—রঙ্গরসিকতা। রসকলহ। (উত্তর-প্রত্যুত্তরে)। চতুরালি।
ধিকছুক—ধিক থাকুক। (ছুক—আছুক—থাকুক)।
ধিকোধিকে—ধিকিধিকি, ধীরিধীরি।
ধীরজপন—ধৈর্য। ধীরতা। **ধীরজ**—ধীরতা।
√**ধুনা**—(ধাতু) নাড়া, কাঁপানো।
ধুনি ধুনি—নাড়াচাড়া করিয়া। তন্নতন্ন বিশ্লেষণ করিয়া।
ধূতক—ধূর্তের।
ধূমল—মলিন।
ধৃতি—ধৈর্য।
ধেনুক—বৃষের ছদ্মবেশধারী কংসপ্রেরিত অসুর।
ধেয়ানি—ধেয়ানী, ধ্যানী, ধ্যানস্থ।

ন

নখপদ—নখাঘাতের চিহ্ন।
নখতর—নক্ষত্র।
নখাবিলিখন—নখের আঁচড়।
নখরঞ্জনী—নরুন।
নগে, লগে—সঙ্গে।
√**নট্‌**—(ধাতু) নৃত্য করা।
নষ্ট চাঁদ—নষ্ট চন্দ্র। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী

তিথির চাঁদ। এই চাঁদ দর্শন করিলে অকারণ কলঙ্ক রটে।
নঠ—নষ্ট।
নড়ি—লাঠি।
ননুঙা—নবনীকোমল।
নফর—দাস।
নবমী দশা—প্রিয়বিরহে মৃতকল্প অবস্থা।
নবরঙ্গ—নারঙ্গ লেবু। নারাঙ্গা।
নর্ম্ম—রসবিলাস। বিহার। লীলাকৌতুক। প্রেমকেলি।
নয়লী—**নহলী** দ্রঃ।
√**নল্পা**—(ধাতু) চমকানো (বিদ্যুতের)।
নহ—নহিলে। নতুবা। **নহি নহি**—না না।
নহিত—না-হইত।
নহিল—না হইল।
নহুলী—নবীন, নূতন।
√**নহ্**—(ধাতু) না হওয়া।
নাকছেনা—নাকছাবি।
নাগরালি, নাগরিয়া—নাগরপনা। প্রেমিকের সুরুচিসম্মত আচরণ।
নাছ—বাড়ীর পিছনে বাহিরে যাইবার দুয়ার-সংলগ্ন পথ। খিড়কির বা পাছদুয়ারের পথ। (রথ্যা—রচ্ছা—লচ্ছা—নচ্ছা—নাছ)—প্রচলিত অর্থে সদর-দুয়ারের সম্মুখস্থ পথ।
নাট—(১) অভিনয়। (২) ছলনা। (৩) নৃত্য।
নাটিকা—নাড়ী।
নটুয়া—(১) নর্তক। যে নাচ দেখায়। (২) নট, অভিনেতা।
নাটুয়া ঠমক—নটোচিত ভঙ্গিমা।
নাড়া—অদ্বৈতাচার্য।
নাথনি—নাকের গহনা। ছোট নথ।
নামপরতাপে—নামের প্রতাপে।
নাভাদেবী—অদ্বৈতের মাতা।
নায়রী—নাগরী
নাসবেশ, লাসবেশ—সাজসজ্জা।
নাসা-ফুল—নোলক। নাকের ছিদ্র।
নাহ—নাথ।
নিকড়ে—(১) কুড়াইয়া পাওয়া। বিনামূল্যে পাওয়া। (২) নির্ধন, যাহার কড়ি অর্থাৎ ধন নাই।
√**নিকস্**—(ধাতু) নির্গত হয়া। নিষ্কাশিত হওয়া।
নিকুরম্ব—সমূহ।
নিকেত—নিকেতন, ভবন।
√**নিগদ্**—(ধাতু) (১) কথা কওয়া। (২) অবস্থার বিবরণ বলা।
নিগম নিগূঢ়—বেদগুহ্য।
নিচয়ে—নিশ্চিত করিয়া। নিশ্চয়ই।
নিচল—নিম্নস্থান। বিপরীত—**উচল**।
নিচুপে—নীরবে।
√**নিচোড়্**—(ধাতু) নিঙড়ানো।
নিচোল—বসনের অঞ্চল। ওড়না। নারীদের অঙ্গাবরণী।
নিছনি — (১) নির্মঞ্ছন। উৎসর্গ, নিবেদন। (২) উৎসৃষ্ট বস্তু। (৩) আলাইবালাই। (৪) আত্মসমর্পণ। (৫) অমঙ্গল হরণের অভিনয়। (৬) অর্ঘ্যোপহার। (৭) তুলনা। (৮) উপচার। (৯) নীরাজনা।
নিছয়ারি, নিছাই, নিছায়রি, নিছারি, নিছোরি—**নিছনি** দ্রঃ।
√**নিছ্**—(ধাতু) (১) আরতি করা। (২) আনুষ্ঠানিকভাবে অভিনন্দিত করা। পানসুপারি-দীপাদি ও উলুধ্বনির দ্বারা বরণ করা। (৩) উৎসর্গ করা। নিবেদন করা। (৪) অঙ্গ হইতে আলাইবালাই, অশুভ আধিব্যাধি ইত্যাদি হরণ করিয়া লইবার অভিনয় করা। মন্ত্র দিয়া ঝাড়া। (৫) মুছিয়া ফেলা।
√**নিঝা**—নির্বাপিত করা, নিভানো।
নিঝায়ব—নিবারণ করিব।
নিঠুরাই—নিষ্ঠুরতা।
নিডরে—নির্ভয়ে।
নিদান—(১) চরম অবস্থা। (২) কারণ। (৩) মূল। **অনিদান**—অহেতুক।
নিদায়লি—ঘুমাইলি। (√নিদা-ধাতু—ঘুমানো)।
নিধনিয়া—নির্ধন, দরিদ্র।
নিধান—(১) আশ্রয়। (২) আকর।
নি-ধাবই—ধাবিত হইতেছে।
নিধি—(১) রত্ন। (২) গচ্ছিত ধন। (৩) আকর।
নিধারল—নির্ধারণ করিল।
নিধুবন—(১) শ্রীবৃন্দাবনের একটি কুঞ্জের নাম। (২) সুরতকেলি।
নিন্দ, নিঁদ, নিদ, নীদ—নিদ্রা।
নিন্দুয়া—নিন্দুক।
নিপট — (১) একান্ত, নিতান্ত। (২) নিষ্ঠুর। (৩) লম্পট।
√**নিবড়্**—(ধাতু) (১) নিবৃত্ত বা নিবর্তিত হওয়া। (২) নির্বাহ করা বা নির্বাহিত হওয়া। (৩) অতীত হওয়া।
নিবিহক বন্ধ—নীবিবন্ধ, কটিতে বসনের কষি।
নিভাঙন—অখণ্ড। (নি + ভাঙ্গন = ভঙ্গ)।
নিমালি—নির্মাল্য।
নির্মঞ্ছন—**নিছনি** দ্রঃ।
নিয়ড়ে—নিকটে।
নিরগুণি—নির্গুণ।
নিরঝম্প—অনাবৃত। (ঝম্প—ঝাঁপ—আবরণ)।
নিরঞ্জন—(১) অঞ্জনহীন। (২) ধৌতাঞ্জন।
নিরমদ—অনুদ্ধত। বিনত। নির্মদ (মদ=অহঙ্কার)। নিরহঙ্কার। রাগহীন। আসক্তিহীন।
নিরবাদ—প্রসন্ন।
নিরবেদ—মনস্তাপ। আত্মগ্লানি।
নিরসল—দূরে গেল, অপসারিত হইল।
√**নিরস্**—(ধাতু) নিরস্ত হওয়া।
নিরলজপন—নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা।
নিলজ, নীলজ, নিলাজ—নির্লজ্জ, বেহায়া।

নিশসি—দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া। নিঃশ্বসিয়া।
নিছিবো—উৎসর্গ করিব। নিছিব। (নিছ্ দ্রঃ)।
নিশিত—শাণিত, ধারাল।
নিশিদিশি—দিনরাত। (নিশি দিবসি)।
নিষ্কিঞ্চন—নিঃস্ব, নিঃসম্বল, দরিদ্র।
নিঠুরাই—নিষ্ঠুরতা।
নিসান—(১) সংকেত। (২) নিঃস্বন, ধ্বনি।
নীত, নিত—(১) নীতি। (২) নিত্য। (৩) আচার।
নীবি নিবন্ধ—নীবিবন্ধন। কটিবস্ত্র বাঁধিবার ডোর।
নীরজ—পদ্ম।
নীরধর—মেঘ।
নীরাজন — (১) আরতি। (২) দীপমালা, (৩) তুলসী বিল্বদল ইত্যাদি পঞ্চ উপচারের দ্বারা উপাসনা।
নীরাধিপ—বরুণদেব।
নূনা—(১) ন্যূন, কম। (২) তনিমা।
নুনী—ননী।
নেআলী—নবমল্লিকা। সেঁউতী ফুল।
নেত—রেশমী বস্ত্র। তসর।
√ **নেহার**—(ধাতু) নিরীক্ষণ করা। [নির + ঈক্ষ]।
√ **নেহাল**—(ধাতু) নেহার দ্রঃ।
নেহে, নেহে—স্নেহে, প্রেমে।
নোত—(নোত-নাত) ছলনা। ছুতা।
ন্যাসী—সন্ন্যাসী। (ন্যাস—ত্যাগ)।

প

পওন—পবন।
পকান—পকান্ন।
√ **পঙর্**—(ধাতু) পার হওয়া। **পঙরল**—পার হইলাম। **পঙারব**—পার হইব।
পঙার—প্রবাল।
পংখ—পাখা।
√ **পচ্‌তা**—(ধাতু) পসতান। পশ্চাৎতাপে তাপিত হওয়া।
√ **পজার্**—(ধাতু) প্রজ্বলিত করা। **পজারল**—প্রজ্বলিত করিল।
পঞ্চগৌড়—রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগড়ি ও মিথিলা।
পঞ্জন—(১) মার্জন। (২) আনুমানিক হিসাব।
পঞ্জর—(১) পাঁজর। (২) পিঁজরা।
পঞ্চাবদে—পঞ্চাব্দে, পঞ্চম বৎসরে।
পট—(১) বস্ত্র। (২) চিত্রপট।
√ **পটক্**—(ধাতু) জোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করা। আছাড় মারা।
পটবাস—(১) দেহাবরণ। (২) পট্টবস্ত্র। (৩) গন্ধ-দ্রব্যের চূর্ণ।
পটাঞ্চল—বস্ত্রের অঞ্চল।
পড়িহাসে—(১) প্রত্যয় হয়। (২) পরিহাস করে।
পড়ুয়া—ছাত্র।
পত্রাবলী, পত্রক—চুয়াচন্দনে রচিত অঙ্গচিত্রণ।
পদচারি—পাদপ্রক্ষালন, পদচারণা।

পদযাবক—পায়ের আলতা।
পদাউধ—(পদায়ুধ) কুক্কুট, মোরগ।
পদ্মিনী—পদ্মিনী। পদ্মিনীজাতীয়া সর্বসুলক্ষণা যুবতী নারী।
পদ্মা—চন্দ্রাবলীর সখী।
পদ্মাবতী—জয়দেবের কান্তা।
পধারহ—(১) উপবেশন কর। (২) লইয়া যাও।
পন্থিক—পথিক।
পপিহা—পাপিয়া। চাতক পাখী।
পরমাদ—(প্রমাদ) (১) বিপদ্। (২) ভ্রান্তি।
পয়—পদ।
পয়াণ—প্রয়াণ। প্রস্থান।
পরে—(১) হইতে। (২) উপরে। (৩) যদিও।
√ **পরখ্**, √ **পরিখ্**—পরীক্ষা করা। **পরখত**—পরীক্ষা করে।
পরচিঞা—পরখ করিয়া, পরীক্ষা করিয়া। √ **পরচ্**—(ধাতু) পরখ করা।
পরণত-পাল—প্রণত অর্থাৎ অনুগত জনের যিনি প্রতিপালক।
পরতীত—প্রত্যয়, প্রতীতি।
পরতেক, পরতেখ—প্রত্যক্ষ। **পরতেক**—প্রত্যেক।
√ **পরথাপ্**, √ **পরথাব্**—(ধাতু) প্রস্তাব করা। প্রসঙ্গ উল্লেখ করা।
পরবন্ধ—প্রবন্ধ। অনুষ্ঠান। প্রকার। প্রস্তাব।
√ **পরবেশ্**—(ধাতু) প্রবেশ করা।
√ **পরবোধ্**—(ধাতু) প্রবোধ দেওয়া। **পরবোধবি**—প্রবোধ দিতেছে বা দিবে।
পরশংস—প্রশংসা।
পরমাদসি — ভুল করিতেছ, প্রমাদ করিতেছ। **পরমাদ**—প্রমাদ।
পরমিত—পরিমিত, সীমাবদ্ধ।
পরমিতে—পরিমাণ করিতে।
পরলা—ঝিঙাজাতীয় তরকারী। ধুন্দুল। পটল।
পরলাপসি—প্রলাপ বকিতেছে। **পরলাপ**—প্রলাপ। √ **পরলাপ্**—প্রলাপ বকা।
পরশ-শিলা—স্পর্শমণি।
পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ। উল্লেখ।
পরাচীত—প্রায়শ্চিত্ত।
পরাত—প্রাত, সকালবেলা।
পরিকর—অনুচর। সহকারী।
পরিখন—পরীক্ষণ, পরখ।
পরিপাটি—সুশৃংখলা। বিণ. সুবিন্যস্ত, পরিচ্ছন্ন।
পরিবাদ—নিন্দা, কলংক।
পরিবাদল—নিন্দা করিল। অনুযোগ করিল। √ পরিবাদ্ (ধাতু)।
পরিবাদিনী—(১) কুৎসাকারিণী। (২) বীণা-বিশেষ।
পরিরম্ভিল—আলিঙ্গন করিল। √ **পরিরম্ভ্**—(ধাতু) আলিঙ্গন করা।
পরিয়ঙ্ক—পর্যঙ্ক, পালঙ্ক।
পরিয়ন্ত—পর্যন্ত। সীমা।

পরিসর—প্রশস্ত।
পরিহার—আবেদন-নিবেদন।
পলকআধো—(পলক + আধো) অর্ধপল পরিমিত সময়।
পলকিতে—পলক ফেলিতে।
পলাশ—(১) পাপড়ি, দল। (২) কিংশুক পুষ্প।
পলাশা—**পলাশ** দ্রঃ।
পল্লবরাজ—পদ্ম।
পশুপ—পশুপালক, রাখাল, গোপ।
পশুপতি—(১) শিব। (২) সিংহ। (৩) পশু-পালক।
পসরা, পসার—(১) পণ্যদ্রব্যের দোকান বা ডালি, ডালা।
√**পসার্**—(ধাতু) প্রসারিত করা। **পসারিয়ে**—প্রসারিত করিয়া।
পসাহন—(১) সাজানো। (২) প্রসাধন।
পঁহিছান—চিনিয়া লওয়া।
√ **পহির্**—(ধাতু) পরিধান করা।
পহিরান—পরিধান।
পহিলে—প্রথমতঃ, প্রথমে,
পহু, পঁহু—প্রভু।
পাঁজর-কাটা—মর্মভেদী।
পাঁতর—প্রান্তর।
পাঁতি—(১) পত্রী। (২) পংক্তি।
পাউখ—(পাউষ), প্রাবৃট, বর্ষাকাল।
√ **পাকড়্**—(ধাতু) পাকড়ানো, ধরা।
পাকমোড়া—পাক দিয়া ঘের দিয়া বাঁধা।
পাকল—পক্ব।
√ **পাখাল্**—(ধাতু) প্রক্ষালন করা।
পাট—(১) পাটা। (২) সিংহাসন। (৩) পট্টবস্ত্র।
পাটল—বিণ. ঈষৎ রক্তবর্ণ। বিঃ পারুল ফুল।
পাটাবুকী—বেপরোয়া, দুঃসাহসিনী। যে নারীর বুক পাটার মত অদম্য।
পাটী—পাশটি।
পাটুয়ার, পাটোয়ার — (১) করসংগ্রাহক। (২) হিসাবি বিষয়ী লোক।
পাতল—পাতলা।
পাতি—পত্রী, লিপি। (**পাঁতি** দ্রঃ)।
পাতিআশে—প্রত্যাশায়।
পাতিয়ান, পাতিয়ারা—প্রত্যয়।
পাতিয়ায়ে—প্রত্যয় করে। বিশ্বাস করে।
পাদসম্বাহন—পা টিপিয়া সেবা।
পানই, পানুই—জুতা। উপানৎ।
পানিসমরে—জলকেলির প্রতিযোগিতায়।
পানীসার—সর্পবিষ প্রতিকারের জন্য মন্ত্রপূত জল।
পারা—যেন, মতন।
পাশক—পাশার ক্রীড়নক। পাশুটি।
পাশলি, পাশুলি — পায়ের আঙুলের গহনা (রূপার)।
√ **পাশরা**—(ধাতু) ভুলিয়া যাওয়া।
পাষণ্ডী—(১) বৈষ্ণব বিদ্বেষী। (২) বৌদ্ধ।
পাহুন—প্রবাসী; বিদেশস্থিত।
পিউলী—পীতরঙের ধেনু।
পিচকা—পিচকারি।
পিছিলা—পরে। পশ্চাতে।
পিচ্ছমুকুট—ময়ূরপুচ্ছের চূড়া।
পিনাক—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। (**কপিনাস** দ্রঃ)।
পিন্ধন—পরিধান। √ **পিন্ধ**—(ধাতু) পরিধান করা।
পিবয়ে—(ধাতু) পান করে। √ **পিব্**—(ধাতু) পান করা।
পিয়ল—পীতবর্ণে রঞ্জিত।
পিয়া—প্রিয়া।
পিশুন—(১) ছিদ্রান্বেষী, দোষদর্শী। (২) ক্রূর, খল।
পীক—চর্বিত পানের রস।
পীতম—প্রিয়তম।
পীতিম—পীতবর্ণ। হলুদ রঙে ছোপানো।
পুছারি—জিজ্ঞাসা।
√**পুছ্**—(ধাতু) প্রশ্ন করা। জিজ্ঞাসা করা। **পুছসি**—জিজ্ঞাসা করিতেছে।
পুট-পাক—কোন একটি আবরণের মধ্যে পাচ্য ঔষধকে রাখিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করার প্রক্রিয়া।
পুণ্যফলে—পুণ্যবলে।
পুণমত—পুণ্যবন্ত।
পুণমতী—পুণ্যবতী।
পুরট—স্বর্ণ।
পুলকান্বিত—রোমাঞ্চিত।
পুষ্কর—পদ্ম। বিখ্যাত তীর্থ বিঃ।
পুহবি—পৃথিবী।
পুহুপ, পুহপ—পুষ্প।
পূর্ণকল—ষোলকলা পূর্ণ।
পূতনিকা—পূতনা। একটি রাক্ষসী স্তন্যে বিষ যোগ করিয়া শিশু গোপালকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়া গোপালের দংশনে নিহত হয়।
পূর্বরাগ—নায়িকা-নায়কের মিলনের পূর্বে দর্শন-শ্রবণাদির দ্বারা সঞ্জাত অনুরাগ : (১) সাক্ষাৎ দর্শনে। (২) চিত্রপট দর্শনে। (৩) স্বপ্নে দর্শনে। (৪) বন্দিমুখে শ্রবণে। (৫) দূতীমুখে শ্রবণে। (৬) সখীমুখে শ্রবণে। (৭) সঙ্গীত শ্রবণে। (৮) বংশীধ্বনি শ্রবণে।
পূয়া—অপূপ, পিষ্টক।
√**পূর**—(ধাতু) পূর্ণ হওয়া। পূর্ণ করা।
পেখন—প্রেক্ষণ, দর্শন। বিশেষ দর্শন। পরীক্ষা করিয়া দেখা। √ **পেখ**—(ধাতু) দেখা।
√ **পেল, √ পেলা**—(ধাতু) ফেলা।
পেষল—পেষণ করিল।
পেশল—বিণ. পেলব, কোমল। সুন্দর। পুষ্ট।
পেশলী—সুন্দরী, কোমলা।
পৌখলি—পৌষ মাস সম্বন্ধীয়। পৌষালী।
পৌগণ্ড—পাঁচ বৎসর হইতে দশ বৎসর পর্যন্ত বয়স্কাল।
√ **পৈঠ্**—(ধাতু) প্রবেশ করা।

পৈঠল—প্রবেশ করিল।
পৈড়—ডাব নারিকেল। (প্রবাদ আছে, ডাবের জল কর্পূরের সহিত মিশ্রিত হইলে বিষাক্ত হয়)।
পৈশুন—পিশুনতা। পিশুন দ্রঃ।
পৈসল—প্রবেশ করিল। √**পৈস, পৈশ**—(ধাতু) প্রবেশ করা, পশা (বর্তমান যুগের কবিতায়)।
পোঁছয়ে—মুছিয়া ফেলে।
পোআল—শুষ্ক তৃণ। খড়।
পোলা—পুত্র, ছাওয়াল।
পোসাল্যাছে—পরিপূর্ণতায় টলমল করিতেছে। উছলিয়া পড়িবার মত দুগ্ধে ভরিয়া উঠিয়াছে। √**পোষল্যা**—(ধাতু) আওড়ানো।
পোঁহুত—পঁহুছিতেছে।
পোটলি—পুঁটুলি।
প্যারী—পিয়ারী, প্রিয়া।
প্রপঞ্চন — (১) বিভ্রান্তি। (২) বিস্তার। (৩) আতিশয্য।
প্রভু—নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস ইত্যাদি।
প্রভুসুতা—শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা—হেমলতা ঠাকুরাণী।
প্রমায়ু—পরমায়ু।
প্রাত আদিত—প্রতাপাদিত্য।
প্রেমবৈচিত্ত্য—প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাবতঃ। যা বিশ্লেষধিয়ার্তিঃ স্যাৎ প্রেমবৈচিত্ত্য-মিষ্যতে॥ গাঢ় প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত থাকিয়াও প্রেমিক-প্রেমিকার মনে বিচ্ছেদ-ভয়ের জন্য যে কাতরতা—তাহাই প্রেমবৈচিত্ত্য।

ফ

√**ফড়কা**—(ধাতু) (১) ফাঁক করা। ফারাক করা। (২) ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া চটক লাগান।
ফন্দ—ফাঁদ।
ফলাহারী—ফলবিক্রেতা।
ফাঁপর, ফাঁফর—(১) সমস্যা। (২) বিপদ। (৩) মুশকিল। (৪) হতবুদ্ধি অবস্থা।
√**ফার্**—(ধাতু) চিরা, ছেঁড়া, গ্রন্থিমুক্ত করা।
ফারল—বিণ. বিস্ফারিত।
√**ফির্**, √**ফীর্**,—(ধাতু) ফিরা, ঘুরা, সঞ্চরণ করা।
ফুক—মুখের দ্বারা বায়ু সঞ্চালন। ফুঁ।
√**ফুকার্**—(ধাতু) উচ্চকণ্ঠে বলা, ডাকা বা কাঁদা।
√**ফুল্**—(ধাতু) খোলা। শিথিল হওয়া।
ফুয়ল—খুলিয়া পড়িল। গ্রন্থিমুক্ত হইল। বিস্রস্ত হইল।
√**ফুর্**—(ধাতু) স্ফুরিত হওয়া। স্পন্দিত হওয়া। স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হওয়া।
√**ফুর**—(ধাতু) স্ফূর্তি পাওয়া, প্রকাশিত হওয়া। ব্যক্ত/স্ফুট হওয়া। বিণ—স্ফূর্তিপ্রাপ্ত।
ফৌন—বড় বাতাস।
ফেরি—পুনর্বার। ফিরিয়া।

ফোই—খসাইয়া।
√**ফোর্**—(ধাতু) বিদ্ধ করা। ছিদ্র করা।

ব

বগফুল—বকফুল।
বঙ্করাজ—চরণের অলংকারবিশেষ।
বঙ্কন—অলংকারবিশেষ।
বঙ্কা—বাঁকা।
বচন-সচন—বাক্যালাপ।
বজর—বজ্র।
বজরকায়—বজ্রকঠিন দেহ।
বজরাবুকী—নিষ্ঠুরা। বজ্রকঠিন-হৃদয়া।
√**বঞ্চ্**—(ধাতু) (১) যাপন করা। (২) প্রবঞ্চনা করা। বঞ্চিত করা।
বঞ্জুল—বেতস। বেত্র।
বরজোরি—বলপ্রয়োগে। জবরদস্তি। সজোরে।
বট, বটক—কড়ি।
বটেক—এক বট (কড়ি) মূল্য যাহার। এক বট পরিমিত।
বড়ু—বটু। ব্রাহ্মণ।
বড়ি মাই—বড়মা। বড় আয়ী। বড়াই।
বড়িমাই—মাতামহী।
বড়ুয়া—বটুক। বড়লোক। ব্রাহ্মণ।
বড়ুয়ার বহু—বড়লোকের বধূ, বড়ঘরের বৌ।
বণিকিণী—বণিক্‌পত্নী।
বধু—বন্ধু।
বঁধুপণে—বঁধু অর্থাৎ কানুকে পণ রাখিয়া (পাশা খেলায়)।
বনয়ারী—বনবিহারী।
বনসোনা—সোঁদাল। কর্ণিকার পুষ্প।
√**বনা**, √**বানা**—(ধাতু) বানানো, নির্মাণ করা। রচনা করা।
বনি—ভূষিত হইয়া। **বনী**—সুসজ্জিতা, ভূষিতা।
বন্দন—ফাগ। লাল গুঁড়া।
বন্দী—বৈতালিক। স্তুতিপাঠক। ভাট।
বন্ধান—(১) ছাঁদ। ভঙ্গী। (২) কৌশল।
বন্ধুক, বন্ধুজীব—বাঁধুলী ফুল।
বয়সম—(১) বয়সের উপযোগী। (২) সমবয়স্ক।
বয়ান—বদন।
বরণি—বর্ণনা।
বরণিত—(১) ব্রণিত। (২) ক্ষতপ্রাপ্ত, বিক্ষত। (৩) বর্ণিত।
√**বরণ্**—(ধাতু) বর্ণনা করা।
বরততী—ব্রততী, লতা।
বরতিনি—ব্রতিনী। ব্রতপালিনী।
বরনারী—নারিকাশ্রেষ্ঠা।
বরাক—(১) দরিদ্র। (২) হীন।
√**বরিখ**—(ধাতু) বর্ষণ করা।
বরিখতিয়া—বর্ষণ করে।
বরিহা—বর্হ, ময়ূর পাখা।

বরু—বরং।
বরুণালয়—(১) সমুদ্র। (২) প্রস্রবণ (অশ্রুপ্রস্রবণ—চক্ষু)।
বল—বলরাম।
বলগই—ঝাঁপিয়া আসিতেছে। দমকে দমকে বেগে বহিতেছে। আলোড়িত হইতেছে। √**বলগ্** (ধাতু)।
বলনী—(১) গঠন। (২) আকৃতি। (৩) কান্তি।
বলবীর—বলরাম।
বলাকিনী—(১) বকী। (২) বলাকাপংক্তি শোভিতা।
বলাম্বর—বলরামের বসন।
বলাহক—বারিবাহক, মেঘ।
বল্লবী—গোপী।
√**বল্**—(ধাতু) শোভা পাওয়া। **বলনী**—গঠন পারিপাট্য। সৌন্দর্য।
√**বস্**—(ধাতু) বাস করা।
বহার—বাহির।
বহুভাগী—সৌভাগ্যবতী।
বহুমান—সম্মান।
√**বাঁচ**—(ধাতু) (১) বাঁচা। (২) বঞ্চনা করা।
বাঁঝ—বন্ধ্যা। ফলহীনা। অফলা।
বাঁটুল—পাখী মারিবার জন্য ব্যবহৃত কাঠের গুলি।
বাঁশিয়া—বাঁশীধর।
বা—বাতাস।
বাউরী, বাউলী—বাতুলী, পাগলী, বাউলী।
বাএ, বায়, বাওয়ে—বাজায়। √**বা**—(ধাতু) বাজানো।
বাওনি—(১) বাজনা। (২) বাদ্যকারিণী।
বাঁকুয়া—বাঁকা, বঙ্কিম।
বাখান—ব্যাখ্যান। **বাখানিতে**—ব্যাখ্যান বা বিবৃতি করিতে।
বাগুড়ি—জাল, জালিকা। **কলার বাগুড়ি, তালের বাগুড়ি**—যথাক্রমে ডাঁটাশুদ্ধ কলার পাতা ও তালের পাতা।
বাঘাম্বর—পরিধেয়রূপে ব্যবহৃত বাঘের ছাল।
বাঙন—বামন, খর্বকায়।
বাঁচসি—বঞ্চনা করিতেছ। এড়াইতেছ। ভাঁড়াইতেছ।
বাঁচিতে—বঞ্চনা করিতে। (**বাঁচ** ধাতু দেখ)।
বাছুরি—গো-বৎস।
√**বাজ্**—(ধাতু) (১) বাদিত হওয়া। শব্দিত হওয়া। (২) বিঁধা। ব্যথা দেওয়া।
বাটোয়ার—পথদস্যু। বাটপার। (**বাট**—পথ)।
বাটোয়ারি—পথিকের সর্বস্ব লুণ্ঠন করা।
বাড়ব—সমুদ্রগর্ভস্থ অগ্নি।
বাত, বাতা—(১) বাক্য। বচন। (২) বায়ু।
বাতাহি—কথা।
বাথান—গোষ্ঠভূমি।
বাদ—(১) বিবাদ। (২) ব্যাখ্যান। (৩) প্রতিবন্ধকতা। (৪) অপবাদ। (৫) বিতর্ক।
বাদিয়া—বিষবৈদ্য। বেদে।
বাদী—বিরোধী। প্রতিকূল।
বাধা—(১) পাদুকা। (২) প্রতিবন্ধক।
বাধাই—(১) জয়ধ্বনি। (২) এক প্রকার মঙ্গল গান। (৩) উৎসব।
বাধাপানই—পাদুকা। **উপানৎ**—পানুই।
বানা—(১) পতাকা। (২) সজ্জা।
বায়ন, বায়েন—বাদক, বাজিয়ে।
বারিঝারি—জলপাত্র।
বারুণী—সুরা।
বালা—(১) হিং—বালক। (২) সং—বালিকা।
বালাই—(১) অশুভ। (২) অসুখ-বিসুখ। (৩) বাল রোগ।
বালী—বালিকা।
বাসকসজ্জা—প্রিয়তমের সহিত মিলন-প্রত্যাশায় যে নায়িকা দেহ ও গেহ সজ্জিত করিয়া প্রতীক্ষা করে।
√**বাস্**—(ধাতু) মনে করা। ভাবা। গণ্য করা। মনে পোষণ করা।
বাসি—(১) মনে করি, গণ্য করি। (২) পর্যুষিত।
বাহ—বাহু।
বাঁহুক—বাঁক।
বাহুটি—বাহুর অলংকার। বাউটি।
√**বাঁহুড়া**—(ধাতু) তাড়াইয়া বা ঘুরাইয়া আনা। ফিরানো। √**বাহুড়**—(ধাতু) ফিরিয়া আসা।
বাহুড়ায়ব—ফিরাইয়া আনিব।
বিক—(১) বেচাকেনা, বিক্রয়। (২) বেসাতি। পসারিণীর কাজ। (৩) হাট।
বিকিকিনি—বেচাকেনা।
বিকে—বেচাকেনার হাটে বাজারে। বেচিতে।
বিখ—বিষ।
বিখধর—বিষধর।
বিখানলে—বিষানলে। বিষজনিত দাহে।
√**বিঘট**—(ধাতু) বিপরীত বা প্রতিকূল কিছু ঘটা।
বিঘটন—(১) অবাঞ্ছিত ঘটনা। (২) ভঙ্গ।
বিঘটিত—অবিন্যস্ত। বিশৃঙ্খল।
বিঘিনি—বিঘ্ন।
বিছর, বিছুর—ভুলিয়া যাওয়া।
বিছুরণ—বিস্মরণ।
√**বিজ**, √**বীজ**—(ধাতু) (১) ব্যজন করা। বীজন করা। (২) সগৌরবে গমন করা।
বিজই—(বিজয়) অভিযান করিলেন। গমন করিলেন।
বিজয়—(১) সগৌরবে আবির্ভাব। (২) অভিযান।
বিজয়া পানে—ভাঙ খাইয়া।
বিজুরী—বিজলী, বিদ্যুৎ।
বিটঙ্ক—(১) সুন্দর। (২) পায়রার খোপের মত অতি ক্ষুদ্র চিহ্নসজ্জিত মাল্য।
বিটাল—(১) কপট। (২) বিরস।
√**বিড়ম্ব**—(ধাতু) (১) অনুকরণ করা। (২) পীড়ন করা। (৩) প্রতারণা করা।
বিতাতি—(১) বিস্তার। (২) বিতান। (বি + তন্ + ক্তি)। **বিতত**—বিস্তৃত।

বিতথা—বিড়ম্বনা। অনর্থ।
বিথর—বিস্তর।
বিথান—(১) বিতান। (২) বিকীর্ণ। ইতস্ততঃ ছড়ানো।
√**বিথার্**—(ধাতু) বিস্তার করা।
বিথারল—বিছাইল। বিস্তারিল।
বিথিল, বিথল—বিতত, বিস্রস্ত।
বিদগধ—বিদগ্ধ, রসজ্ঞ।
বিদ্রুম—প্রবাল।
বিধুতুদ—রাহু।
বিধু-মণি—চন্দ্রকান্ত মণি।
বিনতানন্দন—গরুড়।
বিনতি—মিনতি, অনুনয়।
বিনিঞা—বিনাইয়া।
বিনিধারি—বিশেষরূপে নির্ধারণ করিয়া।
বিপঞ্চী—(১) বীণা। (২) বাঁশী।
বিপতি—বিপত্তি।
বিপ্রলব্ধা—(১) পূর্ব সংকেত স্থানে প্রিয়জনকে না দেখিতে পাইয়া যে নায়িকা ব্যাকুলা হয়। (২) সংকেত করিয়াও যদি দৈবাৎ প্রিয়তম না আসিতে পারেন, তবে সেই দুঃখে আর্তা।
বি-বরণ—বিবর্ণ।
বিবাদী—প্রতিকূল। শত্রুভাবাপন্ন।
বিবুধ—(১) দেবতা। (২) পণ্ডিত।
বিভঙ্গী—(১) লীলাভঙ্গী। (২) বিয়োগ।
বিভাবিত—আবিষ্ট।
বিভোল—বিহ্বল। বিভোর। মুগ্ধ।
বিভোলে—বিহ্বল অবস্থায়, অন্যমনস্কভাবে।
বিমান—রথ।
বিম্বুকাই—বিম্ব বা বুদ্বুদের আকারে।
বিম্বফল—তেলাকুচা নামক বন্যফল।
বিয়াধিনি—ব্যাধজায়া।
বিরকত—বিরক্ত।
বির-পণ—বীরের মত আচরণ।
বিরিখি—বৃক্ষ।
বিরিঞ্চি—ব্রহ্মা।
বিরুধ, বীরুধ—লতা।
বিলম্বায়ত—বিলম্ব করে। বিণ. বিলম্বে আগত।
বিলিখন—(১) অঙ্কন। (২) আঁচড় দেওয়া।
বিশিখ—বাণ।
বিশোয়াসা—বিশ্বাস।
বিসরই—বিস্মৃত হয়।
বিষমবাণ সহোদর—বিষমবাণ অর্থাৎ মদনের শরের মতো মর্মভেদী। (**বিষমশর**—পঞ্চশর, মদন।)
বিষয়—বৈষয়িক কর্মভার।
বিসঙ্কট—অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি।
√**বিসর্**—(ধাতু) বিস্মৃত হওয়া।
বিসরাম—বিশ্রাম।
বিসূচি—ভেদবমি।
বিহড়াইল—বিকৃত হইল, বিগড়াইল। বিগড়াইয়া গেল।

বিহসি—(সং বিহস্য) হাসিয়া।
বিহানে—প্রভাতে।
বিঁহি—বিঁধি।
বীটিক—মসলা দিয়া সাজা পান।
বীড়—বীটিকা, সাজা পান।
√**বুর্**, √**বূর্**, √**বুড়্**—(ধাতু) মগ্ন হওয়া। ডুবা। বিণ—**বুর**—মগ্ন। (**রসসাহা বুর**—পারদের মধ্যে মগ্ন।
√**বুল**—(ধাতু) ভ্রমণ করা। বলা।
বৃষ ছান্দে—ষাঁড়ের ভঙ্গীতে।
বেকত—ব্যক্ত।
বেগর—ব্যতীত।
বেদনী—ব্যথার ব্যথিনী। দরদী।
বেদ্য—জ্ঞাতব্য।
বেনানী—বিনানী, বেণীবয়ন।
বেপথু—কম্প। (√বেপ্ ধাতু কম্পনে)।
বেভার—ব্যবহার।
বেভারয়ে—ব্যবহার করে। (√**বেভার্**—ধাতু)।
বেয়াজ—(১) বিলম্ব। (২) ছল। **ব্যাজ** দ্রঃ।
বেয়াপিত—ব্যাপ্ত।
বেরি—(১) বেলা। (২) বার।
বেরিবেরি—বারবার।
বেলে—বেলায়।
বেশর—(১) নাসিকার অলংকার। (২) রাঁধিবার মসলা বিঃ।
বেশোয়ার—(১) রাঁধিবার মসলা। (২) বেশকার। যে বেশভূষাদির দ্বারা সাজায়। (৩) শৃঙ্গারী।
বৈজয়ন্তী—আজানুলম্বিত মাল্য।
বৈঠায়ত—বসায়। √**বৈঠা**—(ধাতু) বসানো।
বৈদগধি—(১) বিদগ্ধতা। রসজ্ঞতা। (২) কলারস-রসিকতা। নাগরালি।
বৈমুখ—বিমুখ, পরাঙ্মুখ, বিরূপ।
বোধি—প্রবোধ।
বৌলি—কর্ণভূষণ।
বৌহারী, বৌয়ারী, বহুরী, বউয়াড়ী, বউহাড়ী—বধূ।
ব্যাজ—(১) বিলম্ব। (২) ছল।
ব্যালভয়ে—সর্পভয়ে। **ব্যাল**—সর্প।
ব্যালাঙ্গনা—সর্পী।

ভ

ভই—হইয়া।
√**ভখ্**—(ধাতু) ভক্ষণ করা। ভোজন করা।
ভখিব—ভক্ষণ করিব। √**ভখ্** দ্রঃ।
ভ-গণ—নক্ষত্ররাজি।
ভওন—ভবন।
ভঙ্গ—(১) ভঙ্গী। (২) ভগ্নতা।
ভঙ্গিম, ভঙ্গিমা—ভঙ্গী।
ভজক—যে ভজনা করে।
ভঁইসা—ভৈঁসা, মহিষ।

ভট—(১) ভৃত্য। (২) যোদ্ধা। (৩) চর।
ভট্টযুগ—গোপাল ভট্ট ও ভট্ট রঘুনাথ।
√**ভণ্**—(ধাতু) বলা।
ভদ্র—ভালো। মঙ্গল।
ভদ্রসেন—শ্রীকৃষ্ণের রাখাল সখাবিশেষ।
ভবদব—সংসার-তাপরূপ দাবানল।
ভবন্ বিরহ—বর্তমান বিরহ।
ভরছন—ভর্ৎসনা।
ভরম—(১) ভ্রান্তি। (২) সম্ভ্রম। ইজ্জৎ।
√**ভরম্**—(ধাতু) ভ্রমণ করা।
ভরমিব—ভ্রমণ করিব।
ভরাতি—ভ্রান্তি, ভ্রম।
ভরা—(১) ভার। (২) নৌকা।
ভমল—ভ্রমর।
√**ভাড়**, √**ভাণ্ড্**—(ধাতু) প্রবঞ্চনা করা। ঠকান।
√**ভাঁড়া**—(ধাতু) প্রতারণা করা। বঞ্চিত করা।
ভাড়্যা—ভাঁড়াইয়া। ঠকাইয়া। **ভাঁড়া** দ্রঃ।
ভাঁতি—(১) সদৃশ। (২) ভঙ্গী। (৩) ভ্রান্তি। (৪) উপলব্ধি।
√**ভা**—(ধাতু) (১) প্রতিভাত হওয়া। প্রতীয়মান হওয়া। (২) দীপ্তি পাওয়া। (৩) মনে ধরা। (৪) প্রীতিকর হওয়া। (৫) ভাল লাগা।
√ **ভাও**—(ধাতু) ভাল লাগা।
ভাওনা—ভাবনা।
ভাওনি—ভাঙনি। ভঙ্গী।
ভাখ—ভাষা।
ভাখি—ভাষণ।
√**ভাখ্**—(ধাতু) কথা বলা।
ভাখিন—মুখর।
√**ভাগ্**—(ধাতু) পলায়ন করা।
ভাগত—পলায়িত।
ভাগি—ভাগ্য।
ভাগিহিনী—ভাগ্যহীনা।
ভাগে—ভাগ্যে।
ভাঙ—(১) ভ্রূ। (২) ভঙ্গী।
ভাঙধনুয়া—ভ্রূধনু।
ভাঙবিভঙ্গে—ভুরুর ভঙ্গিমায়।
ভাঙু—ভুরু।
ভাজল, ভাজিল—ভগ্ন।
√ **ভাঙ্গ্**—(ধাতু) (১) √ ভাগ্, পলায়ন করা। (২) কটুবাক্যে শাসন করা।
ভাট—(১) বৈতালিক। (২) নৃপতিগণের পত্রবাহক।
ভাড়ুয়া—ভেড়ুয়া, নর্তকীর সেবক। **ভেড়ে** দ্রঃ।
ভাণ—ভণিতা, উক্তি। **ভণে**—বলে।
ভাণ্ডিল, ভাণ্ডির, ভাণ্ডীর—পুষ্পপ্রসূ বৃক্ষবিশেষ। বটবৃক্ষ, ভাটিফুলের গাছ।
ভাতি—(১) উপলব্ধি, প্রতীতি। (২) কৌশল। ভঙ্গী।
ভাতিয়া—(১) উজ্জ্বল। (২) ভঙ্গী।
ভাদো—ভাদ্র।
ভান—(১) অভিনয়। (২) প্রতিভাতি, প্রতীতি, উপলব্ধি। (৩) অনুমান। (৪) সদৃশ। (৫) দৃশ্যমান।
ভানু—(১) সূর্য। (২) বৃষভানু।
ভানুতনিতট—ভানুতনয়াতট, যমুনার তীর।
ভানে—(১) ভুল করিয়া। (২) মনে করিয়া।
ভাবকদম্ব—সাত্ত্বিক ভাবরূপ কদম্ব। ভাবসমূহ। (কদম্ব—সমূহ)।
ভাবিনী—ভাব অর্থাৎ প্রেমভাবের অধিকারিণী।
ভামা, ভামিনী—গরবিণী রমণী। মানিনী।
ভায়—(১) জুয়ায়। (২) শোভে। (৩) প্রতীয়মান হয়। √**ভা** (ধাতু) দ্রঃ।
ভারি ভুরি—(১) আড়ম্বর। (২) বুজরুকি, জারিজুরি। (৩) গর্ব। (৪) চতুরতা।
ভালাই—হিত, ইষ্ট।
ভালে ভালে—ভাল করিয়াই। ভালোয় ভালোয়। **ভালি ভালি**—প্রশংসায় 'বেশ বেশ।'
ভাস—(১) কান্তি। (২) ভাষা। (৩) দীপ্তি।
√**ভাস্**—(ধাতু) (১) দীপ্তি পাওয়া। (২) ভাসা।
√**ভিগ্**—(ধাতু) ভিজিয়া যাওয়া।
ভিগয়ে—ভিজিয়া যায়। **ভিগ্** (ধাতু) দ্রঃ।
√**ভিড়া**—(ধাতু) নিকটে আসা।
ভিতে—(১) দিকে। (২) প্রাচীরে।
ভিয়াইল—ভিয়ান করিল। **ভিয়ান**—মিষ্টান্ন পক্কান্নের পাক।
ভীতক চীত—ভিতের গায়ে চিত্রিত।
ভীতপুতলি—ভিত্তিগাত্রে ক্ষোদিত পুতুল।
ভুখ—বুভুক্ষা, ক্ষুধা।
ভুখিল, ভুখা, ভুখল—ক্ষুধার্ত।
√**ভুখ্**—(ধাতু) ক্ষুধিত হওয়া।
ভুজগগুরু—মালবৈদ্য। সাপের ওঝা বা রোজা।
ভুজঙ্গমরাজ—নাগব-রাজ। **ভুজঙ্গম**—(১) সর্প। (২) নাগব।
√ **ভুঞ্জ্**—(ধাতু) ভোগ করা।
ভুর—ভোর, বিভোর, বিহ্বল।
ভুখন—ভূষণ।
ভুত বিরহ—কানুর মথুরা গমনজনিত বিরহ।
ভূধর রাজ—(পদাবলীতে) গোবর্ধন গিরি (হিমালয় নয়)।
ভৃঙ্গী—(১) মধুকরী। (২) রাধার সহচরী কিরাত কন্যা।
ভেখ—বেষ (বেশ), সাজসজ্জা।
ভেখটধারী—ছদ্মবেশী।
√**ভেজ্**—(ধাতু) পাঠান। লাগান।
√**ভেজা**—(ধাতু) লাগান। **ভেজাই**—লাগাই।
ভেট—(১) উপহার। (২) সাক্ষাৎকার। √**ভেট্** (ধাতু) দ্রঃ।
√**ভেট্**—(ধাতু) সাক্ষাৎ করা।
ভেটল—সাক্ষাৎ করিল।
ভেড়ে—ভেড়ুয়া, কাপুরুষ। ব্যক্তিত্বহীন। মেষের মতো অন্যের অনুবর্তী।

ভেপু—(১) এক প্রকার বাঁশী। (২) ভাপে ভরা। অন্তঃসারশূন্য।
ভৈগেল—হইয়া গেল। ভই দ্রঃ।
ভৈল, ভেল, ভইল—হইল।
ভোকশোষ—ক্ষুধাতৃষ্ণা। **ভোক**—ভোখ = ক্ষুধা; শোষ = তৃষ্ণা।
ভোখ—ভুখ দ্রঃ।
ভোখভর—ক্ষুৎপীড়িত।
ভোগ পুরন্দর—ঐশ্বর্য সম্ভোগে ইন্দ্রতুল্য।
ভোট—ভুটান দেশের কম্বল।
√**ভোর্**—(ধাতু) (১) উন্মাদিত হওয়া। বিহ্বল হওয়া। (২) ভুলিয়া যাওয়া।
ভোরনি—বিহ্বলতা।
ভৌঁহ, ভাঙু—ভুরু।
ভ্রমি—ঘূর্ণন। ঘূর্ণি।

ম

মকর—(১) মকরাকৃতি কুণ্ডল। (২) জলচর হিংস্র মৎস্যবিশেষ।
মকরকেতন—কন্দর্প। মদন।
মকরন্দ, মরন্দ—মধু।
মখ—যজ্ঞ।
মঘবনমণি-হার—ইন্দ্রনীলমণির হার। **মঘবন্**—ইন্দ্র।
মজাওই—নিমগ্ন করে।
মঝু—আমার।
মঞ্জীর—নূপুর।
মটুকি—গো-দোহন ভাণ্ড, কেঁড়ে।
√**মড়্**—(ধাতু) মণ্ডিত করা। মোড়া
মতিমন্ত—মনীষী। বুদ্ধিমান। সুমতি। সহৃদয়। সদাশয়।
মদীশ্বরী—আমার ঈশ্বরী বা উপাস্যা।
মধু—বসন্তকাল।
মধুক—মহুয়া ফুল।
মধুপুরী—মথুরা।
মধুমঙ্গল—শ্রীকৃষ্ণের এক সখার নাম।
মধুমাস—চৈত্রমাস।
মধুরাই, মধুরিম—মাধুরী।
মধুসূদন—(১) এক অর্থে ভ্রমর। (২) শ্রীকৃষ্ণ।
মধ্যান্ত—মধ্যাহ্ন।
মধ্যম—মধ্যদেশ, কটি।
মনভব, মনোভব—মদন।
মনহিমন—মনে মনে।
ময়ঙ্ক—মৃগাঙ্ক, চন্দ্র।
ময়না—মদন।
ময়মত্ত—মদমত্ত।
ময়ূর চন্দ্রিকা—শিখিপুচ্ছ।
মরলুঁ—মরিলাম।
মরকত দেবা—মরকতে নির্মিত দেববিগ্রহ।
মরদলি—মর্দন করিল।
মরমী—দরদী। সমবেদনশীল।
মরিযাদ—মর্যাদা।
মলয়জ—(১) চন্দন। (২) মলয় পবন।
মল্ল—কুস্তিগীর।
মল্লতোড়ল—পায়ের অলংকার। একপ্রকারের 'মল'।
মসীঘট—দোয়াত।
মহ—মধ্যে।
মহাসিধি—মহাসিদ্ধি।
মহি গড়ি'—মাটিতে লুটাইয়া।
মহু মহু—মৌ মৌ, সুগন্ধে আমোদিত।
মহুরী—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।
মাকড়—মর্কট, বানর।
মাগন—যাচ্ঞা।
মাঙ্গন—চাওয়া, মাগন। প্রার্থনা।
মাঁহগ—মহার্ঘ, দুর্লভ।
√**মাজর্**—(ধাতু) মঞ্জরিত হওয়া।
মাজল—বিণ. মার্জ্জিত।
মাঝা—মধ্যদেশ; কোমর, কটি।
মাতল, মাতা—মত্ত।
মাতোয়ার—মাতোয়াল। প্রমত্ত।
মাথামাথি—(১) মাতামাতি। (২) মাথায় মাথায় ঢু দিয়া লড়াই।
মাধবীক—মধুক। মহুয়া।
মাধো—মাধব।
মানস—মনোভাব।
মানাআ—বশীভূত করাইয়া। মানাইয়া। রাজী করাইয়া।
মার—মদন।
মালসাট—মল্লাস্ফোট, মল্লক্রীড়ার সময় তালঠোকা।
মাহ—মাস।
মাহলী—মল্লিকা।
মাহা—মাঝে, মধ্যে।
মাহাদানী (মহাদানী)—প্রধান শুল্ক-সংগ্রাহক।
মিটায়ল—মুছিয়া ফেলিল। বিলীন করিল।
মিরিণাল—মৃণাল।
মিরিতি (মৃতি)—মৃত্যু।
মীঠ—মিঠ, মিষ্ট।
মু, মুহ্—মুখ।
মুগধি—মূঢ়া।
মুচুকাই—মুচকি হাসি।
√**মুচক্**—(ধাতু) মৃদুহাস্য করা।
মুঞি, মুই—আমি।
মুঞ্জ, মঞ্জু—মনোরম।
মুটকি—বৃহৎ পাত্র (তরল পদার্থের জন্য সাধারণতঃ ব্যবহৃত)।
মুদবর্ধন—আনন্দদায়ক।
মুদরী—অঙ্গুরী।
মুদির—মেঘ। বিণ. স্নিগ্ধ।
মুদ্রিকা—(১) অঙ্গুরী। (২) ছাপ। (৩) যাহার দ্বারা ছাপ দেওয়া হয়, মোহর।
মুন্দল, মুদল—মুদিল, রুদ্ধ করিল।

মুন্দে—মুদিত করে।
মুরজ—পাখোয়াজ-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র।
√**মুরুছ্**—(ধাতু) মূর্ছিত হওয়া।
মুরুখ—মূর্খ।
মুষাই—ইঁদুর।
মুসকানি—মুচকি হাসি, মুচকিয়া হাসা।
মুহরি—(১) মুদ্রাঙ্কিত। (২) মোহর ছাপা।
মূল—মূল্য।
মূল কি বাত—মূল্যের কথা।
মৃগমদলতা—(১) লতার আকারে কস্তুরী-রসরচিত অঙ্গচিত্রণ।
মৃগাঙ্করহিত—নিষ্কলঙ্ক।
মেখলা—রশনা, কটিভূষণ, কাঞ্চী, চন্দ্রহার।
মেচক—শ্যামল। কালো।
√**মেট্**—(ধাতু) মুছিয়া বা মিটিয়া যাওয়া। বিলীন বা বিলুপ্ত হওয়া।
মেটল—মুছিল। বিণ.—যাহা মুছিয়া গিয়াছে।
মেদুর—স্নিগ্ধ, কোমল, চারুচিক্কণ।
মেনে—(অব্যয়) বুঝি, মনে হয়।
মেহন—লিঙ্গ।
মেহা, মেহ—মেঘ।
মেলানি—বিদায়।
মৈনাক—ইন্দ্রের বজ্রভয়ে সমুদ্রমগ্ন পর্বত। মেনকা-নন্দন।
মৈলান—ম্লান।
মো—আমি। **মোসবার**—আমাদের।
মোচঙ্গ—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।
√**মোড়্**, √**মড়্**—(ধাতু) গা মোড়া দেওয়া। ফিরিয়া তাকানো।
মোড়সি—গা মড়মড়ি দিয়া জড়তা বা আড়ষ্টতা ভাঙিতেছে।
মোড়ায়সি—অঙ্গবিক্ষেপ করিতেছে।
মোড়িএ — মোড়ামুড়ি দিয়া। অঙ্গবিশেষকে ঘুরাইয়া।
মোতিম—মুক্তা।
মোতিমমাল—মুক্তার মালা।
মোদ—প্রমোদ, আনন্দ।
মোর, মউর—ময়ূর।
মোরপিচ্ছ—ময়ূরপুচ্ছ।
মোহর—মোর, আমার।
মোহসি—মুগ্ধ হইতেছ।
মৌগ্ধ্য—মুগ্ধতা।
মোহারী—(১) বাঁশীর নাম। সোজাভাবে বাঁশীর মুখে মুখ দিয়া বাজাইতে হয়। (২) মধুহারী ধ্বনি যাহার। মধুক্ষরা।

য

যছুপর—যাহার উপরে। **যছু**—যাহার।
√**যজ্**—(ধাতু) (১) যজন করা। (২) আচরণ করা। (৩) যুঝান। স্বমতে আনা।
যতত্তত—সাধ্যমত; যতটা শক্তিতে কুলায় ততটা।
যন্ত্রিয়া—যন্ত্রবাদক।
যবধরি—যখন হইতে। যে অবধি। **যব**—যখন।
যবহু—যখনই।
যমবহিনী—যমের ভগিনী যমুনা।
যাউ—যাউক।
যাক্—যাহার।
যাঙ্, যাইমু—যাইব।
যাচায়—যাচ্ঞা করায়। সাধিয়া যাচিয়া দিতে বাধ্য করে।
যাচিত—প্রার্থিত।
যাদুয়া—যাদুবাছা।
যাবক—আলতা।
যাম—প্রহর।
যাম যাম—প্রহরে প্রহরে।
যাহাঁ যাহাঁ—যেখানে যেখানে।
যুগতি—যুকতি, যুক্তি। পরামর্শ।
যুতি, জুতি—জ্যোতি।
যূথে যূথে—দলে দলে।
যুয়ায়—(যুজ্যতে) যোগ্য বা উপযোগী হয়। শোভা পায়।
যেহ—যেন।
যৈখনে—যখন।
যৈছন—যেমন, যেরূপ।
যৈছে—যেরূপে, যেমন।
যো, যোই, যেহ, যেহেন—যে।
যৌবত—যুবতী সমাজ।

র

রক্ষকুলারে—রক্ষঃকুলারি শব্দের সম্বোধনে। হে রামচন্দ্র।
রঙন—রঙ্গময়। রঞ্জিত।
রঙ্ক—ভিখারী। দরিদ্র।
রঙ্কন ঝঙ্কন—নূপুরের ধ্বনি।
রঙ্গন—পুষ্পবিশেষ।
রঙ্গপুতলি—রাঙের পুতলি।
রঙ্গিণী—বিলাসিনী। আমোদিনী। রসবতী। রঙ্গ-প্রিয়া।
রঙ্গিম, রঙ্গিয়া—রঙিন। রক্তবর্ণ। লাল।
রজনীকর—চন্দ্র।
√**রঞ্জ্**—(ধাতু) রঙানো। আনন্দদান করা।
√**রট্**—(ধাতু) (১) ধ্বনিত করা। (২) প্রচার করা, রাষ্ট্র করা।
রণরণি—নূপুরাদি ভূষণের ধ্বনি।
রণিত—ধ্বনিত।
রতি—(১) আসক্তি। অনুরাগ। (২) মদনের স্ত্রী। (৩) সামান্য পরিমাণ। (৪) সুরত।
রবাব—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।
রভস—রসাবেশ। সম্ভোগ। গোপন নর্মবিলাস। হাস্য-পরিহাস।

রম্ভণ—আলিঙ্গন। পরিরম্ভ।
রয়না, রয়নী—রজনী।
রস—পারদ। (রঙ্গপুতলি যেন রস মাহা বুর)।
রসন—(১) মেখলা। (২) রসনা। (৩) কাঞ্চী।
রসনা—**রসন** দ্রঃ।
রসমেহ—রসময় মেঘ।
রসায়ন—আনন্দময়। রসময়। রসোদ্দীপক।
রসাল—রসময়। আম্রবৃক্ষ।
রসালা—বিণ. রসমধুর। দধি শর্করা ইত্যাদির মিশ্রণে প্রস্তুত পানীয়।
রসিকপনা—রসজ্ঞতা, বিদগ্ধতা।
রসিকিনী—রসময়ী। রসিকা।
রসিয়া—রসিক।
√**রহা**—(ধাতু) রাখা।
রাঅ, রা—রাব, রব।
রাকা—পূর্ণিমা।
রাখোয়াল—রক্ষক, রাখাল।
রাতপল—রক্তোৎপল, লাল পদ্ম।
রাতা—রক্তবর্ণ, লোহিত।
রাতুল—রক্তবর্ণ।
রাএ—শব্দ করে। √**রা**—(ধাতু) শব্দ করা।
রাব—রব, ধ্বনি।
রায়বার—গুণকীর্তন, যশোগাথা, গৌরবগীতি।
রায়ান, আয়ান ঘোষ, অভিমন্যু—রাধার লৌকিক স্বামী।
রাস—অনেক নায়িকাকে লইয়া একজন নায়কের তালমানযুক্ত নৃত্য। ইহা স্বর্গেও দুর্লভ।
রাহী—রাই, রাধিকা। পথিক।
রাহুবমন—রাহুমুখ হইতে উদ্গীর্ণ।
√**রিঝ**, √**রীঝ**—(ধাতু) হৃষ্ট হওয়া। হর্ষলাভ করা। √**রিঝা** (ধাতু)—হৃষ্ট করা। **রিঝত**—হৃষ্ট হয়। **রিঝাওন**—হর্ষোৎপাদন।
রিঝাওয়ে—হৃষ্ট করে। **রিঝাওহ**—হর্ষিত করে।
রিঝায়ত—হৃষ্ট করে। **রিঝি**—হৃষ্ট হইয়া। **রিঝে**—হৃষ্ট হয়।
রিঝি—হৃদয়।
রীত—(১) রীতি। (২) প্রকৃতি, স্বভাব, চরিত্র। (৩) কৌশল, ছল।
রুচি—দীপ্তি, লাবণ্য, কান্তি, শ্রী।
√**রুধ্**—(ধাতু) রোধ করা।
রুরু—মৃগবিশেষ।
রুষিয়া—রোষভরে। √**রুষ্**—(ধাতু) রাগ করা।
রুখ—বৃক্ষ। রুক্ষ।
রুঠ, রুঠ—রুষ্ট, বিরক্ত, রুক্ষ, অপ্রসন্ন।
রূপস—সুন্দর। স্ত্রী.—**রূপসী**।
রেহ—রেখা।
রোই—কাঁদে।
রোখ—রোষ।
রোখয়ে—রাগ করে। √**রোখ্**—(ধাতু) রাগ করা।
রোচন তিলক—গোরোচনার তিলক।
রোঝা—ওঝা। যে ভূত ঝাড়ায় বা সর্পের বিষ ঝাড়ে।
রোদইতে—কাঁদিতেই।
√**রোয়**—(ধাতু) রোদন করে।
রোধ—তট। (রোধস্ শব্দ)।
রোহিণি-নায়ক—চন্দ্র।
রোহিত—লোহিত।
রৌরব—ভীষণ নরকবিশেষ।

ল

√**লখ্**—(ধাতু) দেখা। লক্ষ্য করা।
লখিমী—লক্ষ্মী।
লাখিমিনী—লক্ষ্মী।
লখিল—লক্ষ্যের যোগ্য।
লগে—নিকটে, সঙ্গে।
লচ্ছন—লক্ষণ।
লছিমা—লছিমি, লক্ষ্মী। বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষক রাজা শিবসিংহের প্রধানা মহিষী।
লজানি—লজ্জিত।
লটপট—পারিপাট্যহীন, শিথিল, আলগা করিয়া পরা।
লড়ি—লগুড়। যষ্ঠি।
ননি—ননী, নবনীত।
√**লপট্**—(ধাতু) জড়ান।
লপটল—লিপ্ত হইল। লেপটিয়া ধরিল।
√**লপটা**—(ধাতু) লেপ্টাইয়া থাকা। দৃঢ়লিপ্তভাবে বেষ্টন করা।
লব—বিন্দু।
লব-তুল—বিন্দু-পরিমাণ।
লবলেশ—বিন্দুমাত্র।
লম্বিয়া—ঝুলিয়া।
√**ললকা**—(ধাতু) ঝুলা। দুলা।
√**ললপা**, √**নলপা** — (ধাতু) চমক দেওয়া। চমকনো। বিদ্যুৎস্ফুরণ করা। (বিদ্যুৎ চমকান)।
লসে—নৃত্য করে। খেলা করে।
লহু লহু—লঘু লঘু। মন্দ মন্দ।
√**লা**—(ধাতু) লওয়া।
লাখবাণ—লক্ষবার আগুনে পোড়াইয়া যাহার (যে সোনার) পরীক্ষা হইয়াছে।
লাগ, লাগি—(১) লাগিল। (২) সাক্ষাৎ। দর্শন।
লাগালি, লাগ—(১) নাগাল। (২) সন্ধান করিয়া সাক্ষাৎকার।
√**লাজা**—(ধাতু) লজ্জিত করা। লজ্জা পাওয়া।
লাজাই—লজ্জিত হইয়া। লজ্জা পাই।
লাট—ঘটা।
লাডলী—আদরের পাত্রী। দুলালী।
লাবণি—লাবণ্য, সৌন্দর্য।
লাল—দুলাল। আদরের ধন।
লালিম—রক্তাভা। বিণ—লাল আভাযুক্ত।
লালবেশ—বিলাসসজ্জা।

লীলাকমল—বিলাসলীলার জন্য করে ধৃত সনাল পদ্ম।
লীলাক্রম—ব্রজের বিবিধ লীলার পারম্পর্য।
√**লুকা**—(ধাতু) লুকানো।
লুটয়ে—(১) লুণ্ঠিত হয়। (২) লুণ্ঠন করে।
লুনির পুতলি—ননীর পুতুল।
লুফ্—(ধাতু) দুই হাত দিয়া পতনশীল বা উৎক্ষিপ্ত বস্তুকে ধরা। লুফিয়া ধরা।
লুবধল—লুব্ধ।
√**লুব্ধ্**—(ধাতু) লুব্ধ হওয়া।
লুলিত—আকুলিত। বিচলিত, শ্লথ হইয়া লম্বিত। অবসন্ন।
লেই—লইয়া।
লেখি—লিখন।
√**লেখ্**—(ধাতু) লিখা।
লেঠা—বিপত্তি। বিঘ্ন।
লেল—নিল, লইল।
লেহ, লেহা—স্নেহ (সিনেহ), প্রেম, ভালবাসা।
লোহি—লও।
লো—অশ্রু। **লোর** দ্রঃ।
লোকচরচা—লোকনিন্দা।
লোটন—লম্বিত কেশগুচ্ছ। ঢিলা খোঁপা।
লোভা—লোভ। বিণ.—লুব্ধকারক। লোভী।
লোর, লোহ—চোখের জল।
লোল—চঞ্চল। শিথিল।
লোলনি—চাঞ্চল্য।
লোলনী—দোদুল্যমান।
√**লোলা**—(ধাতু) চঞ্চল করা। দোলান। দ্রুত চালান। সঞ্চালন করা।

শ

শঙ্কিল—শঙ্কাবহ।
শঙ্কু—কীলক, গোঁজ।
শঙ্খবণিক—শাঁখারী।
শটা—কেশর। সিংহের মাথার ঘন রোমরাজি।
শঠপন—শাঠ্য।
শতঘরিয়া—লম্পট, নারীসঙ্গ লোভে যে শত ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়।
শতচুর—শতখণ্ড।
শতবাণ—শতবার অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছে যাহার বিশুদ্ধির (স্বর্ণের বিশেষণ)।
শতেশ্বরী—বহু লহরীযুক্ত হার। শতনরী হার।
শনিশ্চর—শনৈশ্চর বা শনি। শনিচর (হিন্দী)।
শপতি—শপথ।
শমতি—বিরাম। বিরতি।
শময়ে—উপশান্ত হয়।
শম্বর-বৈরী—কন্দর্প। (শম্বরাসুরের বিনাশক)।
শর-পরিযঙ্ক—শরশয্যা। **পরিযঙ্ক**—পর্যঙ্ক।
শলভ—ফড়িং।
শলি—শেল, শল্য।
শাঙরী—শ্যামলী।
শাতি—শাস্তি।
শান্তাইতে—শান্ত করিতে। সান্ত্বনা দিতে।
শারিণি—শারিকা।
শাল—শল্য।
শাশ—শাশুড়ী।
শিখণ্ড—ময়ূরপুচ্ছ। **শিখণ্ডী**—ময়ূর।
শিখণ্ডরোল—কেকা। ময়ূরের কণ্ঠরব।
শিখরিণী—দধিশর্করা যোগে প্রস্তুত পানীয়বিশেষ। রসালা।
শিঙারিণী—সুসজ্জিতা।
শিঙ্গার—বেশবিন্যাস (কেলিবিলাসের পূর্বে)।
শিঞ্জিত—ভূষণাদির ধ্বনি।
শিতকার—**সিতকার** দ্রঃ।
শিথান—শিরঃস্থান। বালিশ। শিয়র।
শিমরি—শিমলি, শিমুল।
শিরোপা—পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত পাগড়ি।
শিরোরুহ—কেশ।
শিলীমুখ—ভ্রমর।
শিহালা—শৈবাল, শেওলা।
শীধু, সীধু—(১) সুরা। (২) মধু।
শীষ—শীর্ষ, সীমন্ত।
শুআ—শুকপক্ষী।
√**শুতা**—(ধাতু) শোওয়ানো।
√ **শুত্**—(ধাতু) শোওয়া।
শুধা করে—খালি হাতে।
শেজ—শয্যা।
শেখর—শিরোভূষণ।
শেষ—অনন্তদেব।
শেষ-শায়ী—অনন্তনাগের ফণায় শয়িত (বিষ্ণু)।
শেহলি—শৈবাল।
শোকিল—শোকার্ত।
শোয়াস—শ্বাস, দীর্ঘশ্বাস।
শোর—গোলমাল। কোলাহল।
√ **শোহ্**—(ধাতু) শোভা পাওয়া।
শোহন, শোহায়ন, শোহাওন—শোভাযুক্ত।
শোহনি—শোভা।
শ্বপচ—চণ্ডাল। যে শ্বা অর্থাৎ কুক্কুর মাংস পাক করিয়া খায়।
শ্রমজল—ঘর্ম।
শ্রীখণ্ড—চন্দন।
শ্রীফল যুগল—দুটি বেল। (পয়োধরের সহিত উপমিত)।
শ্রীবল—শ্রীবলরাম।
শ্রীবাস—শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপবাসী স্বনামখ্যাত ভক্ত। ইঁহার ভবনই নবদ্বীপলীলার রঙ্গভূমি।
শ্রোণি—নিতম্ব।
শলি—শলিতার মত ক্ষীণ।

স

সংকীর্ণ সম্ভোগ—যে সম্ভোগে মনে ভাবান্তরের ছায়াপাত-হেতু তপ্ত ইক্ষু চর্বণের ন্যায় যুগপৎ উষ্ণতা ও মাধুর্য অনুভূত হয়।
সংকীরণ, স'ঙ্কীরণ—সংকীর্ণ। মিশ্রিত। সংক্ষিপ্ত।
সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ—যে সম্ভোগ নায়ক-নায়িকার সম্ভ্রম বা লজ্জাদি হেতু চুম্বনালিঙ্গনেই সমাপ্ত হয়।
সংপুট—কৌটা, মঞ্জুষা, ডিবা।
√সংবাদ্—(ধাতু) সংবাদ দেওয়া।
সংহতি—সঙ্গ। সমবায়।
স'চার—সঞ্চার।
স'ভোগ—সম্ভোগ।
সখড়—সকড়ি। উচ্ছিষ্ট।
সখিনী—সখী, সহচরী।
সগরি—সকল।
সগরিহ—সকলি।
সঘন—মেঘময়। ঘনঘন।
√সঙার—(ধাতু) সংস্কার করা।
সঙ্কর্ষণ—বলরাম।
সজর—সমর, যুদ্ধ।
সজব—গোষ্ঠ।
সজাত—সাঙ্গাত দ্রঃ।
সজাতি—(১) সঙ্গতি (২) সম্মেলন।
সচেতনি—বুদ্ধিমতী।
সঞে—কাছে। সনে, সহিত। দ্বারা, হইতে। (অনুসর্গ)।
সঞ্জাত—সংযম। ক্ষমা।
সতর—সত্বর। সত্র। সতর্ক।
সতি—সত্য।
সতি সতি—সত্যসত্যই।
সনেহ—সিনেহ, স্নেহ, অনুরাগ।
সন্ততি—(১) সন্তান। (২) সতত। (৩) বিস্তার।
√সন্তা—(ধাতু) উপশান্ত করা।
সন্দেশ—(১) সংবাদ। (২) সংবাদের সহিত প্রেরিত উপাদেয় খাদ্যবস্তু।
সন্না—(১) পরিধান, পরিচ্ছদ। (২) ঢাল। (৩) বন্ধন।
সন্নাহ—(১) ঢাল। অঙ্গত্রাণ। (২) বন্ধন।
সফরী—পুঁটিমাছ।
সবয়স—সমবয়স্ক।
সবে—(১) সকলে। (২) সদ্য, কেবলমাত্র।
সভে—সবে দ্রঃ।
সমক—সম্যক।
সমরস—সমান অনুরাগযুক্ত।
সমাজ—সমূহ। মণ্ডল।
সমাধান—সমাপ্তি। মীমাংসা। নির্বাহ। প্রতিকার।
সমাধি—(১) সমাধান। প্রতিকার। (২) গভীর ধ্যান। (৩) নিশ্চয় নৈশ্চিত্য।
√সমার্—(ধাতু) (১) সমাহরণ করা। একত্র সংগ্রহ করা। (২) যোজনা করা। (৩) সংবরণ করা।
সমারত—সমাহৃত। সংভৃত। সংবৃত্ত।
সমারি—সংবরণ করিয়া।
√সমুঝ্—(ধাতু) সম্‌ঝান, উপলব্ধি করা। সম্যক্ রূপে বুঝা। বুঝান।
সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ—পরাধীনতাবশতঃ বিরহার্ত নায়ক-নায়িকার আকস্মিক দুর্লভ মিলন।
সমে—সঙ্গে।
সম্পন্ন সম্ভোগ—প্রবাস হইতে প্রত্যাগত বা বিরহের পর মিলিত নায়কের সঙ্গে নায়িকার প্রেম-লীলা।
√সম্বাহ্—(ধাতু) অঙ্গমর্দনাদি করা।
সম্বিত—চৈতন্য। স্বস্তি। বিণ. প্রকৃতিস্থ।
√সম্ভা—(ধাতু) প্রবেশ করা।
সম্ভারি—আয়োজন করিয়া।
সম্ভেদ—স্পর্শ। মিলন। সংঘটন।
সম্ভেদল—সম্যক্‌রূপে পৃথক্ করিল।
সম্ভ্রম—ভয়। সম্মান। ইজ্জত। আদর।
সয়ানী—সেয়ানী, চতুরা।
সরণি—পথ।
সরবস—সর্বস্ব।
সরমণ্ডল—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।
সরসিরুহ—পদ্ম।
সরি—মাল্য। লহরী।
সরিখ—সদৃশ।
সরিষ—সরিষা, সর্ষপ।
সলি—শলিতার মত ক্ষীণ।
স-লীলে—লীলাভরে, অবলীলাক্রমে।
সহজে—স্বভাবতঃ।
সহিনী—সখী।
সাই—সহিত।
সাংহাতি—সাঙ্গাত দ্রঃ।
সাঁচ—ছাঁচ। সত্য।
সাঁচি—সত্য।
√সাঁচ্—(ধাতু) সঞ্চিত করা।
সাখী—সাক্ষী।
সাঙর, সাঙল—শ্যামল।
সাণ্ঘ—সুলভ। **মাণ্ঘ**—মহার্ঘ, দুর্লভ।
সাঙ্গাত—সঙ্গী, সহচর, বন্ধু, মিতা।
সাচনা—দধি বীজ। দই জমাইবার জন্য সাঁচা।
সাচি—সত্য। ঈষৎ।
সাটপে—দর্পভরে। সমারোহের সহিত।
সাতকুম্ভ—স্বর্ণ।
সাত্ত্বিক বিকার—স্বেদ বেপথু (কম্প) রোমাঞ্চ ইত্যাদি সাত্ত্বিকভাব সঞ্চারের লক্ষণ।
সাধসে—সাধ্বসে, সভয়ে।
সাধা—সাধ, অভিলাষ।
সান—সঙ্কেত, নিশানা। সংজ্ঞা। ঘোমটা। স্বন, স্বান। শব্দ।
সানন্দুরা—সানন্দ, আনন্দিত।

√ **সান্তনা**—(ধাতু) আশ্বস্ত করা। সান্ত্বনা দেওয়া। প্রবোধ দেওয়া।
√ **সান্ধা**—(ধাতু) প্রবেশ করা।
সাফলি—সাফল্য।
সামল—শ্যামল।
√ **সাম্ভা**—(ধাতু) সংবরণ করা। সামলান।
সায়—শেষ।
সায়র—সাগর। সরোবর।
সারঙ্গ—(১) হরিণ। (২) চাতক। (৩) বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। (৪) কোকিল। (৫) মদন। (৬) পদ্ম। (৭) ভ্রমর।
সারদা—সরস্বতী।
সারয়—সারাংশ।
সারীগান—নৌকার দাঁড়ি-মাঝিদের সমবেত কণ্ঠে গান।
সালক—অলকশোভিত।
সাহনি—সাহসিনী। স্বাধীনা।
√**সিঁচ**—(ধাতু) সেচন করা।
সিঁচিত—সিক্ত।
সিকতা—বালি।
সিচয়—বসন।
সিশিড়া—রোমাঞ্চ।
সিতকার—(শীৎকার) কামকেলিকালে উচ্চারিত অস্ফুট ধ্বনি।
সিতকারি—সিতকার দ্রঃ।
সিথা—সিঁথি, সীমন্ত।
√ **সিধার্**—(ধাতু) প্রবেশ করা। প্রয়াস করা। যাওয়া।
সিধি—সিদ্ধি।
সিনান, সনান—স্নান।
সিনায়—স্নিগ্ধ করে। স্নান করায়।
সিনায়ল—স্নান করাইল। √**সিনা** (ধাতু)—স্নাপিত করা। স্নান করানো। স্নিগ্ধ করা।
সিনেহ—স্নেহ, প্রেম। লেহ, নেহ
সিন্ধু—সমুদ্র। নদী।
সিন্ধুর—হস্তী।
সিয়ানি—চতুরা। বুদ্ধিমতী।
√ **সিরজ্**, √ **সিরিজ্**—(ধাতু) সৃজন করা।
সিরিফল—শ্রীফল, বেল।
সিস—শীর্ষ। সিঁথি।
সিহাল—শৈবাল।
সীকা—শিকা। পাত্রাদি ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য রজ্জুর আলম্বন।
সীট—অনুপাদেয়।
সীতাপতি—অদ্বৈত প্রভু।
সীদতি—অবশ হয়।
সীম—(১) সীমা। প্রান্ত। (২) পরাকাষ্ঠা।
সুঘড়, সুগড়—সুঘটিত, সুগঠিত, সুবলিত। সুশ্রী। রসিক। চতুর।
সুজান—সজ্জন, সুজন, সুজ্ঞান, জ্ঞানী।
সুজে—সমুজে। সম্যকরূপে চিনে বা বুঝে।
সুঠাম—সুঠাম। সুগঠিত।
সুতানুয়া—সুন্দরদেহ। সুশ্রী।
সু-তানুয়া—সুন্দর তানযুক্ত।
সুধাম্বিত—সংপূর্ণ। রুদ্ধগতি।
সুধি—স্মৃতিশক্তি। সংজ্ঞা।
সুদতী—শোভনদন্তা। সুদর্শনা।
সুধু—কেবল।
সুপীন—সুপুষ্ট। স্থূল।
সুবলনী—সুগঠন, শোভনাকৃতি। বিঃ—গঠনের সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য।
সুবলিত—সুগঠিত।
√ **সুবাস্**—(ধাতু) সুবাসিত করে।
সুভগ—(১) মধুর, সুন্দর। (২) সৌভাগ্য। ভাগ্যবান্।
সুমনস্—পুষ্প।
সুমরণ—স্মরণ।
সুমেলি—সুমিলন। প্রকৃষ্ট মিল।
সুরজ—সূর্য।
সুরধুনী ওর—গঙ্গাতীর।
সুরতরু—কল্পতরু।
সুরভি—সুগন্ধি। কামধেনু। পয়স্বিনী ধেনু।
সুরসরি—সুর-সরিৎ। গঙ্গা।
সুলখিনি—সুলক্ষণা।
সুলছন—সুলক্ষণ।
সুসার—সুবিধা।
√ **সুসার্**—(ধাতু) সারা। শেষ করা।
সুস্মিত—মধুর হাস্য।
সূর্য উপরাগ—সূর্যগ্রহণ।
সূর—সূর্য।
√ **সেঁচ**—(ধাতু) সেচন করা।
সেবা—প্রণতি। পরিচর্যা।
সেমার—শৈবাল।
সেহ—তাহাও। সে। তিনি।
√ **সোঙর**, √ **সঙর্**, √ **সুমর্**—(ধাতু) স্মরণ করা।
সোত—স্রোত।
সোধাই—শুধাই।
সোন—শোণ, রক্তবর্ণ। সোনা। (সোনকুসুম—শণফুল)।
সোনার—স্বর্ণকার।
সোসরি—সদৃশ।
সোয়—তাহাকে।
সোয়াথ—স্বস্তি।
সোয়াস—শ্বাস।
সোয়াস্ত—স্বস্তি।
সোর, শোর—কোলাহল, গোলমাল। কলরব।
√ **সোহাগ্**—(ধাতু) (স্বর্ণে) সোহাগা সংযোগ করা। আদর করা।
সোহায়ল—শোভিত করিল।
সৌতিনি—সতীন।
স্তোক—অল্প।

স্থকিত—স্থগিত, রুদ্ধগতি।
স্থাই—স্থির, স্থায়ী।
স্থিরচর—স্থির—স্থাবর, চর—জঙ্গম।
স্থেহ—থেহ, স্থিরাংশ। স্থৈর্য, স্থিরতা।
স্বরভেদ—কাকু। গদ্‌গদ ভাষণ।
স্বতন্তর—স্বতন্ত্র, স্বাধীন।
স্বাদন-স্থল—জিহ্বা, স্বাদেন্দ্রিয়।
স্বাধীনভর্তৃকা—প্রিয়তম যে নায়িকার অধীন হইয়া নিয়তই সমীপে অবস্থান করে।
√**স্ফুর্**—(ধাতু) স্ফুরিত হওয়া। নির্গত হওয়া। বিণ—কম্পিত।
স্ফুরুক—উচ্চারিত হোক।
স্মের—মৃদুহসিত। হাসিভরা।
স্যন্দন—রথ।

হ

হংসক—নূপুর।
হঠী, হটী—না ভাবিয়া সহসা যে নারী কাজ করে। ধৃষ্টা।
হঠ—হঠকারিতা। বিবাদ। জেদ। অবিমৃষ্যকারিতা। বলপ্রকাশ।
হন্তিয়া—আঘাত করে।
হম—আমি। **হমে**—আমাকে। **হমার, হামার**—আমার।
হরি—(১) সিংহ। (২) সর্প। (৩) ময়ূর। (৪) অশ্ব। (৫) সূর্য। (৬) ইন্দ্র। (৭) যম। (৮) হংস কোকিল ইত্যাদি।
হরিচন্দন—গন্ধঘন শ্বেতচন্দন।
হরি পরিবার—শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয়জন।
হরিমণি—পান্না।
হল্লীষক—অনেক নায়িকাকে লইয়া একজন নায়কের নৃত্য।
হসিত লব—একটু হাসি। হাসির কণা।
হাঁকাইয়া—হাঁকডাকের সঙ্গে চালাইয়া বা খেদাইয়া।
হাঁকারিয়া—হাঁক দিয়া, উচ্চকণ্ঠে ডাক দিয়া। হাঁকাইয়া।
হাঁকার—হুংকার।
হাঁসুলী—গলার গহনাবিশেষ।
হাটক—স্বর্ণ।
হাতসানে—হাতছানি দিয়া।
হাতীভাতি—হাতীর মতো।
হাত্যাশে—হা-প্রত্যাশায়।
হানে—আঘাত করে।
হাপুতী—যে নারীর সন্তান নাই। আঁটকুড়ী। মৃতবৎসা।
হামারিয়ো—আমারও।
হরি বিমুখ—শ্রীহরির প্রতি ভক্তিহীন।
হারি—পরাজয়।
হারিদ—হারিদ্র—হরিদ্রা—হলুদ।
হালে—কাঁপে।
হাস রভস—হাস্য-পরিহাস।
হাসনি—হাস্যমাধুরী।
হাসিল—প্রাপ্য আদায়।
হিংডোর—হিন্দোল, লীলাদোলন।
হিন্দোল—হিন্দোল, দোলা।
হিমধামা—হিমাংশু, চন্দ্র।
হিম-ধরাধর—হিমালয়।
হিমকর-শীকর—নীহারবিন্দু।
হিয়ার পোড়নি—হিয়া দগদাগি। অন্তর্দাহ।
হিলন—হেলন, ঠেস।
হিলোর—হিল্লোল।
হিলোলে—হিন্দোলিত হয়।
হিল্লোল, হিলোর, হিলোল—মৃদুতরঙ্গ।
হুড়—জনসংঘট্ট। ভিড়।
হুতাশ—আগুন। নৈরাশ্য।
হুলাস—উল্লাস, আনন্দোচ্ছ্বাস।
হুলাহুলি—উলুধ্বনি।
হৃষিক, হৃষীক—ইন্দ্রিয়।
হৃষিকরণ—ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া।
হেঁটমুড়া—যে মুড় অর্থাৎ মুণ্ড অবনত করিয়া থাকে।
হেম ধরাধর—স্বর্ণগিরি। সুমেরু পর্বত।
হৈয়ঙ্গব (হিয়ঙ্গু + ষ্ণ) **হিয়ঙ্গু**—টাটকা মাখন। তাহা হইতে প্রস্তুত ঘৃত।
হোর—ঐযে, ঐখানে, দেখ, অদূরে।

পদসূচী (বর্ণানুক্রমিক)

ই

ঈ

উ

ঊ

ঋ

এ

ঐ

ও

পৃষ্ঠা

খ

ঘ

ঝ

ট

ঠ

ড

ঢ

ত

থ

দ

প

ভ

ম

ল

স

হ